শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত

কবিচন্দ্র জয়গোবিন্দ দাসের

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভাগবতামৃতের অনুবাদ।

রচনাকাল ১৭৬৪ শকাব্দ, ২রা চৈত্র

"তবে প্রভু আইলেন বরাহনগরে
মহাভাগবত এক ব্রাহ্মণের ঘরে
সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে
প্রভু দেখি ভাগবত লাগিলা পড়িতে
শুনিয়া তাহান ভক্তিযোগের পঠন
আবিষ্ট হইলা গৌর চন্দ্র নারায়ণ"

বসুমতী -- সাহিত্য -- মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

মূল্য—পাঁচ টাকা

প্রকাশক ও মুদ্রাকর
শ্রীশশিভূষণ দত্ত,
বসুমতী প্রেস, কলিকাতা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত

শ্রীল সনাতন গোস্বামী

প্রথম অধ্যায়

জয়জয় শ্রীচৈতন্য ভক্তগণপ্রাণ।
জয়জয় দীনবন্ধো কৃপার নিধান ॥
জয়জয় শচীর নন্দন গোরাচাঁদ।
কোটি শশী জিনি মুখচন্দ্র প্রেমফাঁদ ॥
সুতপ্ত-কাঞ্চন-কান্তি অরুণ-নয়ান।
করুণাপূরিতদেহ—দেহ' দয়াদান ॥
জয়জয় নিত্যানন্দময় নিত্যানন্দ।
সদামত্ত পীয়ে গৌরপ্রেম-মকরন্দ ॥
জয়জয় অভিন্ন-চৈতন্য শ্রীনিতাই।
পতিতপাবন! এ পতিতে দেখ চাই ॥
জয় শান্তিপুরনাথ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
যে আনিলা নবদ্বীপে প্রভু গৌরচন্দ্র ॥
করুণা করিয়া জীবে করিলা নিস্তার।
কেবল বঞ্চিত আমি অতি দুরাচার ॥
জয় গৌরভক্তবৃন্দ—কৃপার নিধান।
কিছু যশ গাই, যদি শক্তি দেহ' দান ॥
আমি অতি অধম অজ্ঞান অনাচার।
করুণা করিয়া সবে কর মোরে পার ॥
জয় রূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ ॥
সাবধানে বন্দো এই ছয়ের চরণ।
যাহে নিষ্ঠ হৈলে হয় প্রেম প্রকাশন ॥
ছোট বড় সকল বৈষ্ণব-পদে নতি।
যে-কৃপায় যায় মায়া সংসার দুর্গতি ॥
কৃষ্ণভক্তি-রস-সুধা-পানে মগ্ন মন।
গৌরাঙ্গ-দ্বিতীয়-কলেবর সনাতন ॥
রচিলা শ্রীভাগবতামৃত গ্রন্থ সার।
ভক্তিরস-তাৎপর্য্যের যাহাতে প্রচার ॥
অত্যন্ত নিগূঢ় ভাব—বর্ণন আশ্চর্য্য।
শুনিলে পাইয়ে কৃষ্ণভক্তি অতি বর্য্য

কিন্তু সংস্কৃত—গূঢ় বর্ণন বিশেষ।
সর্ব্বসাধারণ-বোধ হয় কিছু ক্লেশ ॥
এহেতু বৈষ্ণবগণ করুণা করিয়া।
আমারে করিলা আজ্ঞা পয়ার-লাগিয়া ॥
যদ্যপি আমিহ মূর্খ—অত্যন্ত অজ্ঞান।
বুঝিতে না পারি কিছু গ্রন্থের ব্যাখ্যান ॥
তথাপি বৈষ্ণব-আজ্ঞা বাচাল করিল।
অতএব সাহসেতে ইহা আরম্ভিল ॥
অদোষ-দর্শন হয় বৈষ্ণবের গুণ।
এ বড় ভরসা মনে ক'রেছি নিপুণ ॥
ক্ষম অপরাধ মোর শ্রীল সনাতন!।
ধরিলাম দৃঢ় করি তোমার চরণ ॥
কিছু শক্তি দেহ' যেন সম্পূরণ হয়।
জয়গোবিন্দ দাস এই নিবেদয় ॥

জয়তি নিজ-পদাব্জ-প্রেমদানাবতীর্ণো
বিবিধ-মধুরিমাব্ধিঃ কোঽপি কৈশোরগন্ধিঃ।
গত-পরম-দশান্তং যস্য চৈতন্যরূপা-
দনুভবপদমাপ্তং প্রেম গোপীষু নিত্যম্ ॥ ১ ॥

শুন সাধুগণ! কৃপা করিয়া প্রকাশ।
শ্লোক লাগাইতে আগে কহিয়ে আভাস ॥
এই গ্রন্থে করিয়ে শ্রীভক্তি নিরূপণ।
যাহা হৈতে চতুর্ব্বর্গফলের জনন ॥
ব্রহ্মানন্দ-অনুভব হৈতে সুখযোগ।
বিষয়-অনিত্য-সুখ যে করে বিয়োগ ॥
শ্রীরাধাবল্লভপদ যাহার আশ্রয়।
ব্রজলোক-স্থায় মহাপ্রেমে প্রাপ্তি হয় ॥
এই ভক্তিদেবী যার হৃদয়ে বিরাজে।
আনুকূল্য-আদি সব আভরণ সাজে ॥

শ্রীগোলোকধামে সেই বৈকুণ্ঠ-উপরে ।
শ্রীনন্দকিশোর-সহ সতত বিহরে
কিন্তু সেই ভক্তি নহে অন্য উপায়েতে
কেবল মিলয়ে কৃষ্ণকৃপাপ্রসাদেতে
অতএব তাঁর মহাপ্রসন্ন চাহিয়া ।
আচরেণ মঙ্গল শ্রীচরণ বন্দিয়া—॥
কোন অনির্ব্বচনীয় সর্ব্বগুণবান্ ।
সর্ব্ব-উৎকর্ষেতে সদা হয় বর্ত্তমান ॥
যিঁহ নিজ পাদপদ্মে প্রেমভক্তি-দান ।
করিতে প্রকট হৈল যথা ব্রজস্থান ॥
রূপ-গুণ-লীলা-আদি নানা মধুরিমা ।
সাগর-সমান যাঁর নাহি অন্ত সীমা ॥
নিত্য-কৈশোর-বয়স—পরম মোহন ।
বাল্যাদিক-ভাব-অনুযায়ি সুশোভন ॥
এই সব বিশেষণ—স্বয়ং ভগবান্ ।
শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণ—হইতেছে জ্ঞান ॥
যিঁহ বৈকুণ্ঠ-উপরি শ্রীগোলোকধামে ।
বিহার করেন নিরন্তর পূর্ণ-কামে ॥
পরম দুর্ল্লভ তিঁহ—অতএব তাঁর ।
ভক্তির মহিমা কহা প্রয়াস দুস্পার ॥
তাহাতে আয়াস ব্যর্থ—এই আশঙ্কায় ।
আন্ত-বিশেষণেতে উত্তর দিলাতায় ॥
নিজ-প্রেম-দান-হেতু হইলা প্রকাশ ।
এই লাগি ব্যর্থ নহে তাহাতে আয়াস ॥
পুন অসাধারণ লক্ষণ-নির্দ্দেশনে ।
লীলামধুরিমা তাঁর করেন বর্ণনে ॥
পাইয়াছে চরম-কাষ্ঠার অন্ত যেই ।
কেবল গোপিকাগণে নিত্য প্রেম সেই ॥
অর্থাৎ বল্লবীগণ-বল্লভ নিশ্চিত ।
ইথে দশাক্ষর-মন্ত্রবরার্থ সূচিত ॥
ইহা দ্বারা গোপিকার মহিমা-নির্দ্দেশ ।
হইল প্রকাশরূপে পরম বিশেষ ॥
হেন প্রেমের মহিমা কেমতে জানিয়ে ।
মানসেরো অগোচর যাহারে মানিয়ে ॥
সত্য, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র করি অবতার ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে করিলা প্রচার ॥
তাঁহা হৈতে অনুভব-বিষয় হইল ।
আপনি আস্বাদি জগজনে জানাইল ॥
দীন-হীন-নীচ-জন—অত্যন্ত অক্ষেম ।
পাইল সাক্ষাৎ অনুভব গোপীপ্রেম ॥
ইথে গোপিকার আর শ্রীকৃষ্ণ-মহিমা ।
পরস্পর হৈল সিদ্ধ অত্যন্ত গরিমা ॥

আর এই গ্রন্থে প্রতিপাদ্য যেই অর্থ ।
এই-শ্লোক-দ্বারে হৈল সূচনসমর্থ ॥
কৃষ্ণকৃপাসমূহের পাত্র-নির্দ্ধারণে ।
সর্ব্ব-অবসানে বর্ণিবেন গোপীগণে ॥
অতএব শ্রদ্ধা করি শ্রীবৈষ্ণবগণ ।
সকল বৃত্তান্ত কর শ্রদ্ধায় শ্রবণ ॥

শ্রীরাধিকাপ্রভৃতয়ো নিতরাং জয়ন্তি
গোপ্যো নিতান্ত-ভগবৎ-প্রিয়তা-প্রসিদ্ধাঃ ।
যাসাং হরৌ পরম-সৌহৃদ-মাধুরীণাং
নির্ব্বক্তুমীষদপি জাতু ন সোঽপি শক্তঃ ॥ ২ ॥

শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রসাদ হয় উপসন্ন ।
তাঁর প্রিয়তম জন হইলে প্রসন্ন ॥
অতএব সেই সব মধ্যে শ্রেষ্ঠ লয়ে ।
শ্রীরাধিকাপ্রভৃতির মহিমা কহিয়ে ॥
অতি গাঢ় যেই ভগবানের প্রিয়তা ।
তাহাতে প্রসিদ্ধা গোপী শ্রীরাধা-প্রভৃতা ॥
সর্ব্ব উৎকর্ষেতে সদা হউ বর্ত্তমান ।
যাহাদের প্রেমে ঋণী কৃষ্ণ ভগবান্ ॥
সে গোপীগণের কৃষ্ণে যে প্রেম নিশ্চিত ।
তাহার মাধুরীগণ-মধ্যেতে কিঞ্চিত ॥
কদাচিত গোপীনাথ সযত্নে আপনে ।
শক্ত নাহি হন করিবারে নিরূপণে ॥
অন্যের কা কথা তথা কহিতে মহিমা ।
কৃষ্ণ সদা বশীভূত—এই তার সীমা ॥

স্বদয়িত-নিজভাবং যো বিভাব্য স্বভাবাৎ
সুমধুরমবতীর্ণো ভক্তরূপেণ লোভাৎ ।
জয়তি কনকধামা কৃষ্ণচৈতন্যনামা
হরিরিহ যতিবেশঃ শ্রীশচীসূনুরেষঃ ॥ ৩ ॥

তবে উপক্রম তাহা বর্ণনে কেমতে ।
করিতেছ, কর ভাই ! মোরে অবগতে ॥
এ আশঙ্কা উঠাইয়া উত্তর-কারণ ।
কহিছেন গোস্বামী শ্রীযুত সনাতন—॥
সব দীন-হীন-জনগণে উদ্ধারক ।
নিজনাম-সঙ্কীর্ত্তন-ভক্তি-বিস্তারক ॥
শ্রীভগবানের প্রিয়তম অবতার ।
মহাগুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—দেবসার ॥
তাঁহার প্রসাদ-প্রাপ্তি করিয়া কামনা ।
করেন পরমোৎকর্ষ তাঁহার বর্ণনা ॥

নিজভক্তজনের যে ভাব তাঁহা-প্রতি।
ভক্তে নিজপ্রেম হৈতে সুমধুর অতি॥
ভাবিয়া ভক্তের ভাবে—মনে লোভ কৈলা।
ভক্তরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হৈলা॥
কিম্বা বিপ্রকুলাচার্য্য কর্ণাটে বিখ্যাত।
শ্রীকুমার নাম—জগদ্গুরু-বংশজাত॥
তাঁর পুত্র রূপ—গৌড়দেশি ভক্তবর।
তাঁর সহ অবতীর্ণ শ্রীগৌরসুন্দর॥
শচীর নন্দন হরি ধরে যতিবেশ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম জয়তি বিশেষ॥
কনকের মতো কান্তি—গৌরাঙ্গ সুন্দর।
'এব' কহি—স্ফূর্ত্তিদ্বারা সাক্ষাৎ গোচর॥
অথবা 'কনকা'—স্বর্ণবর্ণা শ্রীকিশোরী।
তাঁর 'ধাম' কান্তি যাতে, সেই গৌর হরি॥
'ঈবাপোঃ' সূত্রেতে আকারের হ্রস্ব করি।
অর্থাৎ শ্রীরাধা-রূপ নিজ-অঙ্গে ধরি॥
অবতরি প্রেমভক্তি সর্ব্বত্র বিস্তার।
কলিতে করিলা কিবা কৃপার সঞ্চার॥

জয়তি মথুরা দেবী শ্রেষ্ঠা পুরীষু মনোরমা
পরমদয়িতা কংসারাতের্জনি-স্থিতি-রঞ্জিতা।
দুরিত-হরণান্মুক্তের্ভক্তেরপি প্রতিপাদনা-
জ্জগতি মহিতা তত্তৎক্রীড়াকথাস্তু বিদূরতঃ॥ ৪॥

সর্ব্ব-অভিলাষ-সিদ্ধকারি সেই ভক্তি।
তার প্রাপ্তি মথুরায় হয় অনুরক্তি॥
যেহেতু মথুরা কৃষ্ণপ্রেমেতে অন্বিতা।
নিরন্তর ক্রীড়াবিশেষেতে সুশোভিতা॥
এ লাগি তাঁহার প্রসন্নতা পাইবারে।
মাহাত্ম্য কহিয়া স্তব করেন বিচারে—॥
জয়তি মথুরা দেবী পরম-ঈশ্বরী।
কিম্বা দ্যোতমানা কৃষ্ণক্রীড়ার নগরী॥
নিত্য ভগবান্ কৃষ্ণ যাহে বিরাজয়।
নাহিক তাহাতে কভু কালাদির ভয়॥
অতএব কাশী-আদি যে সপ্ত মোক্ষদা।
তাহাদের মধ্যে শ্রীমথুরা শ্রেষ্ঠা সদা॥
কিম্বা উর্দ্ধ অধো মধ্যে পুরী যে সকল।
দেবাদির কিবা ভগবানের নির্ম্মল॥
সে-সকল-মধ্যেতে উৎকৃষ্টা মনোরমা।
পরমসুন্দরী—শোভা বিচিত্র অসমা॥
কিম্বা সকলের সর্ব্ব-অভীষ্ট পূরণ।
অনায়াসে করিয়া সে রমায়েন মন॥
অতএব শ্রীকৃষ্ণের পরম-দয়িতা।
আবির্ভাব-নিরন্তর-বাসেতে রঞ্জিতা॥

'কংসারাতি'-শব্দ দিলা এই যে কারণ।
কংসবধে মথুরাবাসির দুঃখগণ॥
বিনাশিলা, ইহাদ্বারা পরমদয়িতা।
নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের হইল সাধিতা॥
দুরিতহরণ, মুক্তি-ভক্তির প্রদান।
লাগিয়ে জগতপূজ্যা,—কি কহিব আন॥
সেই সেই অনির্ব্বাচ্য প্রসিদ্ধ ক্রীড়ার।
কথা দূরে থাকুক যে কৃষ্ণের বিহার॥
অর্থাৎ তা-লাগি ঐছে যত পূজ্য হন।
কেবা শক্তি ধরে করিবারে নিরূপণ॥
হেন শ্রীমথুরা দেবী মোরে কৃপা কর।
মো-পতিতে কৃষ্ণভক্তি কিঞ্চিৎ বিতর॥

জয়তি জয়তি বৃন্দারণ্যমেতন্মুরারেঃ
প্রিয়তমমতিসাধু স্বান্তবৈকুণ্ঠবাসাৎ।
রময়তি স সদা গাঃ পালয়ন্ যত্র গোপীঃ
স্বরিত-মধুরবেণুর্বর্দ্ধয়ন্ প্রেম রাসে॥ ৫॥

এই মথুরায় ব্রজভূমি প্রিয়তর।
বিহরেন যাহে সুমধুর-বংশীধর॥
পুনঃ তার মধ্যে প্রিয়তম সুনবীন।
বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন, যমুনাপুলিন॥
তাহাদের প্রসন্নতাপ্রাপ্তির কারণ।
এমতে পরমোৎকর্ষ করেন বর্ণন॥
প্রথমে শ্রীবৃন্দাবন-মহিমা বর্ণনে।
করিছেন গোস্বামী অত্যন্ত হৃষ্টমনে—॥
এই বৃন্দাবন সদা জয়তি জয়তি।
দুইবার কহিলেন অতি হর্ষমতি॥
'এই'-শব্দ-প্রয়োগেতে এ অর্থ বুঝায়—।
গ্রন্থকার সেইকালে বৈসেন তথায়॥
সাধুদের মনে আর বৈকুণ্ঠে নিবাস।
হৈতে প্রিয়তম সেত অত্যন্ত প্রকাশ॥
যেই বৃন্দাবনে হরি করি গো-পালন।
শ্রীরাধাপ্রভৃতি গোপী করেন রমণ॥
রাসক্রীড়া-বিষয়েতে প্রেম বাড়াইতে।
সর্ব্বচিত্তাকর্ষ বেণু বাজান বিদিতে॥
গো-পালনে সুমধুর বেণু বাজাইয়া।
বিহার করেন সর্ব্ব-গোপিকা লইয়া॥
বিবিধ বৈদগ্ধিদ্বারা যে করে বিলাসে।
মুখ্য প্রয়োজন প্রেম বাড়ান শ্রীরাসে॥
যেহেতুক প্রেমরস বিশেষ বিস্তার।
লাগিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কৈলা অবতার॥
গো-পালন গোপিকা-রমণ—ক্রীড়াচয়।
তার উপকরণ জানিবে সুনিশ্চয়॥

জয়তি তরণিপুত্রী ধর্ম্মরাজস্বসা যা
কলয়তি মথুরায়াঃ সখ্যমত্যেতি গঙ্গাম্ ।
মুরহরদয়িতা তৎপাদপদ্মপ্রসূতং
বহতি চ মকরন্দং নীরপূরচ্ছলেন ॥ ৬ ॥

পূর্ব্বমতে যমুনার করেন বর্ণনা ।
যিঁহ বৃন্দাবনের হয়েন সুভূষণা ॥
জয়তি শ্রীসূর্য্যকন্যা জগৎপ্রকাশিনী ।
ধর্ম্মের পালিকা ধর্ম্মরাজের ভগিনী ॥
মথুরার সহ সখ্যবিধান করিলা ।
তাহে অতি গতিলীলা সুন্দর বহিলা ॥
ইহাদ্বারা বুঝাইলা সর্ব্বার্থপ্রদান ।
সর্ব্বতীর্থশিরোমণি হইলা আখ্যান ॥
অতএব অতিক্রম করিলা গঙ্গায় ।
তাঁহা হৈতে অধিক মাহাত্ম্যবতী যায় ॥

তথাহি বারাহে।—

"গঙ্গাশতগুণা প্রোক্তা মাথুরে মম মণ্ডলে ।
যমুনা বিশ্রুতা দেবী নাত্র কার্য্যা বিচারণা ।
তস্যাঃ শতগুণা প্রোক্তা যত্র কেশী নিপাতিতঃ ।
কেশ্যাঃ শতগুণা প্রোক্তা যত্র বিশ্রামিতো হরিঃ ।"

ইতি।

এই প্রমাণেতে স্পষ্ট মাহাত্ম্য কহিলা ।
গঙ্গা হৈতে শতগুণা বর্ণন করিলা ॥
হেতুগর্ভ-বিশেষণে প্রকাশ করেন ।
শ্রীকৃষ্ণদয়িতা—যাহে সদা বিহরেণ ॥
তাথে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-জাত-মকরন্দ ।
জলের প্রবাহ-ছলে বহেন আনন্দ ॥
ইথে অনুভব—কোনপ্রকারে আশ্রয় ।
নৈলে, সব্ব তাপ যায়—আর তৃপ্তি হয় ॥

গোবর্দ্ধনো জয়তি শৈলকুলাধিরাজো
যো গোপিকাভিরুদিতো হরিদাসবর্য্যঃ ।
কৃষ্ণেন শক্রমখ-ভঙ্গকৃতার্চ্চিতো যঃ
সপ্তাহমস্য করপদ্মতলেঽপ্যবাৎসীৎ ॥ ৭ ॥

জয়তি শ্রীগোবর্দ্ধন-গিরি মহাশয় ।
সর্ব্বপর্ব্বতের অধিরাজ সদা হয় ॥
যাঁকে 'হরিদাসবর্য্য' গোপিকা কহিলা ।
কৃষ্ণসেবকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাখানিলা ॥
ইন্দ্রযজ্ঞ-ভঙ্গকারি শ্রীনন্দনন্দন ।
গোপাদির দ্বারা কৈলা আপনি পূজন ॥
ইথে সুরেশ্বর হৈতে অধিক মহিমা ।
স্বয়ং করি প্রদক্ষিণ দিলেন গরিমা ॥

আরো অসাধারণ মাহাত্ম্য শুন ইবে ।
যাহাতে প্রত্যক্ষ অনুভব সে পাইবে ॥
সপ্তাহ শ্রীকৃষ্ণ-করপদ্মতলে বাস ।
কৈলা গোবর্দ্ধন—আর কি কব প্রকাশ ॥

জয়তি জয়তি কৃষ্ণপ্রেমভক্তির্যদঙ্ঘ্রিং
নিখিল-নিগম-তত্ত্বং গূঢ়মাজ্ঞায় মুক্তিঃ ।
ভজতি শরণকামা বৈষ্ণবৈস্ত্যজ্যমানা
জপ-যজন-তপস্যা-ন্যাসনিষ্ঠাং বিহায় ॥ ৮ ॥

ইদানী সচ্চিদানন্দরূপা কৃষ্ণভক্তি ।
সৎসম্প্রদায়ে তাঁর উৎকর্ষ-প্রযুক্তি ॥
কহিছেন গোস্বামী করিয়া অবনতি—।
শ্রীকৃষ্ণের প্রেমভক্তি জয়তি জয়তি ॥
যাঁর চরণারবিন্দ—অর্থাৎ কিঞ্চিৎ ।
সর্ব্ববেদ-শাস্ত্র-সার-রহস্য নিশ্চিত ॥
জানি জপ-যজ্ঞ-তপ-ন্যায়-নিষ্ঠা ত্যজে ।
সর্ব্বদা আপনি মুক্তি সযতনে ভজে ॥
অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নব ভক্তি ।
কিঞ্চিৎ আশ্রয়ে অনায়াসে হয় মুক্তি ॥
যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণভক্ত মুক্ত সর্ব্বথায় ।
তথাপি মুক্তিরে তুচ্ছজ্ঞানেতে সদায় ॥
অনাদর করেন, তথাচ দাসীমত— ।
সেবন করেন সদা শরণ-কামত ॥
কোনমতে বিষ্ণুদীক্ষা যে কৈল গ্রহণ ।
সেহো তাঁরে ত্যজে—তারো করেন সেবন ॥
জপাদির দ্বারা অন্যে করিয়া প্রার্থন ।
নাহি পায়, অতএব মূর্খ সেইজন ॥

জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-
র্বিরমিত-নিজধর্ম্ম-ধ্যান-পূজাদিযত্নম্ ।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে ॥ ৯ ॥

আনন্দস্বরূপ কি আনন্দ প্রকাশতি ।
মুরারির নাম সদা জয়তি জয়তি ॥
সকল হইতে দেখি পরম উৎকর্ষে ।
দুইবার কহিলা 'জয়তি' অতি হর্ষে ॥
'নিজধর্ম্ম'-শব্দে বর্ণাশ্রমাচার কয় ।
তাহা অনাদরে লয় ভক্তির আশ্রয় ॥
তাহাতেহ ধ্যানেতে নিগ্রহ নহে মন ।
পূজাতেহ পবিত্র দ্রব্যের সম্পাদন ॥
'আদি'-শব্দে শ্রবণাদি যে অন্য প্রকার ।
সে সকলে বক্তাদির অপেক্ষা বিস্তার ॥
সেই সব দুঃখ যাঁহা হইতে বিরাম ।
সর্ব্বফল সিদ্ধ হয় নৈলে মাত্র নাম ॥

কিন্তু সে অন্যের তিনবর্গ-সিদ্ধকারি।
মুক্তিতে ব্রাহ্মণগণ হয় অধিকারী॥
তাহাতেহ শ্রদ্ধাভক্তিদ্বারে যদি নাম—।
গ্রহণ করয়ে, তবে পায় মুক্তিধাম॥
এই পূর্ব্বপক্ষ উঠাইয়া নিজমনে।
কহিছেন উত্তর তাহার বিশেষণে—॥
যে-কোন প্রকারে দম্ভে লোভে নামাভাসে।
হাঁছিয়া পড়িয়া ভ্রমে কিম্বা পরিহাসে॥
উচ্চারণ একবারমাত্রে সর্ব্বজন।
মুক্তি পায়—নাহি অধিকারীর গণন॥
কিম্বা কোন ইন্দ্রিয়েতে বারেক গ্রহণ।
করিলেই মুক্তি পায়—কি আর কথন॥
মনেতে গ্রহণ—নামাক্ষরের চিন্তন।
স্পষ্ট আছে বাক্য কর্ণ-দ্বারেতে গ্রহণ॥
চক্ষুতে গ্রহণ—নাম লিখিত দর্শন।
ত্বচেতে গ্রহণ—বক্ষঃস্থলাদ্যে লিখন॥
আর নামে লেখা পত্র ত্বচেতে স্পর্শন।
নামাঙ্কিত মুদ্রা ধরা—হস্তের গ্রহণ॥
ইহাতে অনেক শাস্ত্র-প্রমাণ-আছয়ে।
লিখিলেন টীকায় গোস্বামী মহাশয়ে॥
আমি না লিখিল গ্রন্থবিস্তারের ভয়ে।
দেখিবে যাহার মনে প্রতীতি না হয়ে॥
যেই নাম পরম-নির্ব্বাণ সে আমার।
মুক্তিসুখাধিক—বৈকুণ্ঠের সুখসার॥
কিম্বা মধু হৈতে অতি সুমধুর হন।
পরম-জীবন মোর পরম-ভূষণ॥

নমঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় নিরুপাধিকৃপাকৃতে।

যঃ শ্রীচৈতন্যরূপোঽভূত্তন্বন্ প্রেমরসং কলৌ॥ ১০॥

এই প্রকারেতে করি মঙ্গলাচরণ।
আপনার অভিলাষ-সিদ্ধির কারণ॥
বৈষ্ণবের সম্প্রদায়-মতে অনুগতি।
ইষ্টদেবরূপ গুরুবরে প্রণমতি—॥
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পদে সদা নমস্কারে।
নিরুপাধি নিহেতুক করুণা বিস্তারে॥
যিঁহ সুদুর্লভতর সর্ব্বত্র-গোপন।
নিজ প্রেমরস করিবারে বিস্তারণ॥
নবদ্বীপে অবতীর্ণ শ্রীচৈতন্য-রূপে।
করিলা জগত প্রেমভক্তিরস-কূপে॥
এই দশ শ্লোকে করি মঙ্গলাচরণ।
নিজগ্রন্থে প্রতিপাদ্য কহেন এখন॥

কিন্তু অতঃপর মোর শুন নিবেদন।
মূল শ্লোক আর নাহি করিব লিখন॥
তাহাতে বাড়িবে গ্রন্থ—মনে করি ভয়।
লিখিব যথার্থ অর্থ বিচারি নিশ্চয়॥
ইহাতে যদ্যপি কারো জন্ময়ে সংশয়।
মূলগ্রন্থ দেখিলেই হইবেক ক্ষয়॥
অতঃপর শুন ভাই! হৈয়া সাবধান।
অত্যন্ত অপূর্ব্ব কথা অমৃত-সমান॥
কৃষ্ণভক্তি-সম্বন্ধীয় যত শাস্ত্রচয়।
সকলের সার-তত্ত্ব-সংগ্রহ এ হয়॥
'সার'-শব্দে হেয়-ভাগ-রহিতের নাম।
সেইরূপ সংগ্রহ এ গ্রন্থ অনুপাম॥
ইহাদ্বারা জানাইলা—স্বয়ংকৃত নয়।
ইহাতে প্রমাণো সব ভক্তিশাস্ত্রচয়॥
যদি বল—সব ভক্তিশাস্ত্রের একত্র।
অত্যন্ত দুর্লভ, পুনঃ সার জানো তত্র॥
কেমতে সম্ভবে তার সংগ্রহ-আয়াসে।
শুন কহি তার হেতু করিয়া প্রকাশে॥
যেই বাসুদেব চিত্তে অধিষ্ঠানকারী।
তাঁর প্রিয় রূপ শ্রীত্রিভঙ্গ বংশীধারী॥
তাঁর সেবা পূজা-ধ্যান-মননাদি দ্বারা।
সর্ব্বশক্তি সার অনুভব উজিয়ারা॥
অন্তর্য্যামী নিহেতুক সহজ দয়াল।
শ্রীনন্দনন্দন যারে কৃপা করে ভাল॥
ধ্যানাদিতে স্বয়ং স্ফূর্ত্তি করেন আকারে।
সর্ব্বশাস্ত্রতত্ত্ব-আদি স্ফুরয়ে তাহারে॥
অথবা চৈতন্যদেব খ্যাত শচীসুত।
তাঁর প্রিয় রূপ—যতিবেশ যে অদ্ভুত॥
প্রকাণ্ড শ্রীগৌরমূর্ত্তি করিয়া দর্শনে।
ভক্তিশাস্ত্রগণ-সার হৈল প্রকাশনে॥
কিম্বা শ্রীচৈতন্যপ্রিয়—রূপ মহাশয়।
তাঁর সঙ্গগুণে সর্ব্বশাস্ত্রার্থ স্ফুরয়॥
এই কৃষ্ণকৃপা বিশেষেতে অনুভব।
ইথে নহে এ সংগ্রহ দুর্ঘট-প্রভব॥
এই ভাগবতামৃত শাস্ত্র সুগোপন।
বৈষ্ণবসকল সুখে করুন শ্রবণ॥
বিশেষেতে অবৈষ্ণবগণ-শুষ্কমনে।
রসের অভাবে শ্রদ্ধা না হবে শ্রবণে॥
তাহাতে জন্মিবে মহাপাতক আপনি।
অতএব তাদিগে নিষেধ—কৃপা গণি॥
যদ্যপি শ্রীবিষ্ণুদীক্ষা করিলে গ্রহণ।
'বৈষ্ণব' কহিয়ে তারে—শাস্ত্রের লিখন॥

তথাপি ইহাতে ভক্তরসিক সকল।
পুন তার মধ্যে শুন আছয়ে বিরল॥
শ্রীনন্দকিশোর-পাদপদ্মে লোভ যার।
এ-গ্রন্থশ্রবণে প্রীতি বাড়িবেক তার॥
এই গ্রন্থতত্ত্ব বিশেষেতে প্রকাশিতে।
ইতিহাস দ্বারা কহিছেন নিরূপেতে॥
যাহা শ্রীল জন্মেজয়ের প্রতি মুনি।
মহাভাগ জৈমিনি কহিলা মহাগুণী॥
বেদমধ্যে সামবেদ—কৃষ্ণ-কলেবর।
তার তত্ত্ববেত্তা শ্রীজৈমিনি সাধুবর॥
ভক্তিপথ-প্রবর্ত্তক করুণা করিয়া।
কহিলা জনমেজয়ে প্রেম প্রকাশিয়া।
মহাভাগবত পরীক্ষিতের নন্দন।
উত্তমাধিকারী ইথে করিতে শ্রবণ॥
মুনীন্দ্র জৈমিনি দ্বারা পরম আশ্চর্য্য।
ভারত আখ্যান শুনিলেন রাজবর্য্য॥
তার শেষ তাৎপর্য্যের শ্রবণে উৎসুক।
পরীক্ষিত-পুত্র জিজ্ঞাসেন সকৌতুক—॥
হে ব্রহ্ম! সাক্ষাত বেদ মূর্ত্তি মহাশয়!।
শ্রীবৈশম্পায়ন হৈতে যেই রসচয়॥
মহাভারত শ্রবণে প্রাপ্ত না হইল।
তার লাভ হবে তোমা হইতে করিল॥
করহ মধুরে তার শেষ সমাপন।
অর্থাৎ কেবল 'ভক্তি' বলহ এক্ষণ॥
শুনিয়া শ্রীজৈমিনি কহেন—নৃপবর।
সাবধান হৈয়া শুন প্রশ্নের উত্তর॥
তব পিতা—রাজা পরীক্ষিত মহাশয়।
শুকদেব-উপদেশে গত-সব-ভয়॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ প্রাপ্ত অনায়াসে।
কৃষ্ণপ্রেমরসে মগ্ন—ছাড়ি অন্য আশে॥
সপ্তাহেতে শুনি ভাগবত শুকমুখে।
যাইবেন নিজাভীষ্ট-স্থানে মনঃসুখে॥
এইকালে তাঁর মাতা—বিরাট-তনয়া।
পুত্র-শোক-জন্য অতি পীড়িত-হৃদয়া॥
রাজা পরীক্ষিত কহি জ্ঞান-উপদেশ।
মায়া দূর করি দিলা আন-বিশেষ॥
তাহাতে হইয়া মাতা কৃষ্ণভক্তিপরা।
সুহৃঃস্থলে স্নেহমগ্না জিজ্ঞাসে উত্তরা—॥
কহ বাছা! শুকদেব যেই উপদেশ।
তোমারে করিলা, তার বিচারি বিশেষ॥
সত্বর হইয়া মোরে প্রকাশহ সার।
ক্ষীরসিন্ধু হৈতে যেন অমৃত-উদ্ধার॥

ইক্ষুযন্ত্রে যেন ইক্ষু করিয়া পীড়ন।
শর্করা সারাংশ তার করয়ে গ্রহণ॥
একথা শুনিয়া মাতৃবৎসল রাজন।
পরীক্ষিত শুকমুখে যে কৈল শ্রবণ॥
অত্যন্ত আশ্চর্য্য সে গোবিন্দকথাখ্যান।
রসের উৎসুকে হৈলা তবে যত্নবান্॥
একে রাজা পরীক্ষিত মহাভাগবত।
তাহাতে জিজ্ঞাসা কৈলা মাতা বিশেষত॥
তাতে মাতৃবৎসল রাজন, একারণ।
সব ভাগবত তত্ত্ব কহিলা তখন॥
পরীক্ষিত কহে—মাতা! যদ্যপি আমা।
এসময় মৌনব্রত করা সে বুঝায়॥
তথাপি তোমার এই প্রশ্নের মাধুর্য্য।
করিল আমারে হবে বাচাল প্রাচুর্য্য॥
অতএব প্রণমিয়া অচ্যুতচরণ।
পুত্রসহ তব প্রাণ যে কৈল রক্ষণ॥
তাঁহার করুণাসমূহের প্রভাবেতে।
শ্রীব্যাসনন্দন শুকদেব-প্রসাদেতে॥
কহি ভাগবতামৃত—ভাগবত-সার।
যত্নে নারদাদি যাহা করিলা উদ্ধার॥
অতি গোপনীয় সাধুগণের সম্মিত।
মুনীন্দ্র-মণ্ডলী-মধ্যে হইল নিশ্চিত॥
সকল কহিয়ে মাতা! করহ শ্রবণ।
কালের অল্পতাহেতু না করি গোপন॥
শ্রীমদ্ভাগবত নাম—পুরাণ-উত্তম।
তাহার অমৃত এই হয় শ্রেষ্ঠতম॥
যদ্যপি 'নিগমকল্প'-শ্লোকাদি-নির্ণীত।
ভাগবতে হেয়ভাগ নাহি কদাচিত॥
তথাপি শ্রীগোপীনাথ-চরণারবিন্দ—।
মধুপানে লম্পটতা যাহার আনন্দ॥
তারে কৃষ্ণরস-ক্রীড়া বিশেষ-কথন।
বিনা অন্য কথা নাহি রোচে কদাচন॥
যেন ভক্তিমার্গেতে প্রবিষ্ট ভক্তজনে।
নাহি রোচে ব্রহ্মজ্ঞান-মোক্ষাদি-কথনে॥
আরো শুন—যেন মুক্তি-ইচ্ছাকারি-জনে।
অর্থ-কাম-আদি কথা না রোচে কক্ষণে॥
তেন অরুচির দ্রব্য অপেক্ষায় 'সার'।
নিজ অভিমত দ্রব্য সর্ব্বত তাহার॥
তাহা ভিন্ন সব তার মতেতে 'অসার'।
ইথে নহে কোনরূপে দোষের প্রচার॥
যদ্যপিহ গোপীনাথ চরণ-মহিমা।
আর তাঁর ভক্তগণ-মাহাত্ম্য—অসীমা॥

সর্ব্বভাগবতগ্রন্থে এই সে তাৎপর্য্য।
তথাপি সাক্ষাত নাহি তাহাতে প্রাচুর্য্য॥
অপ্রকাশ-হেতু তাথে রসিকের মন।
পূরণ না হয়—এই হেয়ত্ব-কারণ॥
অতঃপর শুন এক আখ্যান বিশেষ।
যার দ্বারা ব্যক্ত হবে ভক্তির নিঃশেষ॥
একদিন মাঘমাসে মুনির সমাজে।
প্রাতঃস্নান করিয়া প্রয়াগ তীর্থরাজে॥
শ্রীমাধব-নিকটে বসিয়া হর্ষযুত।
আপনা কৃতার্থ বলি মানেন বহুত॥
শ্লাঘাসহ প্রশংসা করিয়া পরস্পরে।
কহেন—কৃষ্ণের প্রিয় তুমি নিরন্তরে॥
মাঘে প্রাতঃস্নান কৈলে কৃষ্ণে ভক্তি হয়।
তাথে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম-বিষয়॥
অতএব তুমি কৃষ্ণপ্রিয় মহাশয়।
এই কথা পরস্পর নিরন্তর হয়॥
ওগো মাতা! সেইকালে সেই তীর্থবরে।
দশাশ্বমেধিক-নাম তীর্থের উপরে॥
আস্যা এক বিপ্র—সেই-দেশের ব্রাহ্মণ।
হরিভক্তিপরায়ণ—সহ পরিজন॥
অশেষ-সম্পদ-যুক্ত—সর্ব্বাংশে উত্তম।
ব্রাহ্মণভোজন-জন্য করিয়া উদ্যম॥
বিচিত্র উৎকৃষ্ট দ্রব্য করিলা সাধন।
চর্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয়—বহু আয়োজন॥
অগ্রে নিত্যকৃত্য স্নানাদিক সমাপিয়া।
পরিষ্কার করাইলা স্থান লেপাইয়া॥
সত্বর চত্বর তার মধ্যে নির্ম্মাইলা।
স্বহস্তে লেপিয়া চন্দ্রাতপ টানাইলা॥
অত্যন্ত সুন্দর তাথে স্বর্ণের আসনে।
শালগ্রামশিলারূপি-কৃষ্ণে যত্নমনে॥
বসাইয়া ভক্তিপূর্ব্ব—যেমতে বিধান।
বহু উপহারে পূজা করি সমাধান॥
অন্ন-পান-বস্ত্র-আদি সামগ্রী বহুত।
কৃষ্ণ-অগ্রে অর্পণ করিল ভক্তিযুত॥
আপনি নাচিয়া—মেলি পরিজন সব।
গীত-বাদ্য সুললিতে কৈলা মহোৎসব॥
ততঃপর বেদ-পুরাণাদি-ব্যাখ্যা-ব্যাজে।
অন্যোন্য-বিবাদকারি-ব্রাহ্মণ-সমাজে॥
যতিগণ, আর যত গৃহস্থ-সকল।
ব্রহ্মচারি-আদি পুন যতেক বিরল॥
লম্পট সর্ব্বদা কৃষ্ণকীর্ত্তন-আনন্দে।
শ্রীযুত বৈষ্ণবপদ বন্দিয়া সানন্দে॥

পাদপ্রক্ষালনাদি মধুর ব্যবহারে।
বহুত তাদৃশ বাক্যে তুষিলা সবারে॥
তাঁদের চরণোদক মস্তকে ধরিয়া।
পূজিলা হরির-মত অন্নাদিক দিয়া॥
নীরাজন সবাকারে করিয়া তখন।
সমর্পিলা সযত্নেতে সুমাল্য-চন্দন॥
হৈলে বিষ্ণুদীক্ষিত—যে-কোন নীচজাতি।
পবিত্র সর্ব্বদা—সে-ই 'বৈষ্ণব'-বিখ্যাতি॥
বিষ্ণুদীক্ষা-রহিত আছয়ে বিপ্রাশেষ।
এ লাগি 'বৈষ্ণব'-পদ পৃথক্-নির্দ্দেশ॥
বুঝিয়া সকল শ্রোতাগণ-নিবেদন।
পরে দীন-অন্ত্যজাদি করাল্যা ভোজন॥
সাদরেতে যথা-ন্যায় কৈলা সন্তোষণে।
কুকুর-শৃগাল পক্ষি-কূর্ম্মী-আদি গণে॥
এ-প্রকারে সর্ব্বপ্রাণি-জাতি-তৃপ্তি দিয়া।
পরে সাধুসকলের আদেশ পাইয়া॥
মহাযজ্ঞশেষ সেই পরম মধুর।
মৃত্যু-নিবর্ত্তক—সুখস্বরূপ প্রচুর॥
অমৃত খাইলা নিজ ভৃত্য-পরিবার।
কুটুম্বাদি-সহ হর্ষ হইয়া অপার॥
তবে শালগ্রামশিলা-কৃষ্ণাগ্রে আইলা।
তাঁরে সর্ব্বকর্ম্মফল-সঞ্চয় অর্পিলা॥
সুখে দেব-ভগবানে করায়্যা শয়ন।
উদ্যত হইলা গৃহে গমন-কারণ॥
দূরে থাকি দেখি শ্রীনারদ মুনিবর।
মুনির সমাজে হৈতে উঠিয়া সত্বর॥
'এই বিপ্রবর্য্য মহা-বিষ্ণুপ্রিয়তর'।
বারবার এই কথা বলি মুনিবর॥
তাঁর আলাপনে মনে সত্বর হইয়া।
বিপ্রেন্দ্রের নিকটেতে গেলেন ধাইয়া॥
শ্রীকৃষ্ণ-পরমোৎকৃষ্ট-কৃপার ভাজন।
জনসকলের করিবারে বিখ্যাপন॥
কিম্বা শ্রীকৃষ্ণের কৃপা-বিশেষ অধিকা।
চরম-কাষ্ঠার সে আস্পদ শ্রীরাধিকা॥
তাঁর তত্ত্ব যদ্যপি আপনি হন জ্ঞাত।
তথাপি লোকেরে ব্যক্ত করিতে বিখ্যাত
কৃষ্ণভক্তি-রসপানে আসক্ত লম্পট।
শ্রীনারদ মহাশয় কহেন সুঘট—॥
হে ব্রাহ্মণকুলশ্রেষ্ঠ! আপনি সে হন।
শ্রীকৃষ্ণের মহা-অনুগ্রহের ভাজন॥
যার এতাদৃশ ধন দ্রব্য উদারত্ব।
বৈভব ভগবদ্ধর্ম্ম-সম্পাদন-তত্ত্ব॥

এইক্ষণে সব এই তীর্থে মহামতি।
দেখিছু সাক্ষাতে হবে স্বয়ং প্রকাশতি॥
এত শুনি মুনিবরে কহেন ব্রাহ্মণ—।
ওহে স্বামী! এমত না হয় কদাচন॥
আমাতে কি শ্রীকৃষ্ণের কৃপার লক্ষণ।
দেখিলে,—পরম তুচ্ছ আমি কিবা জন॥
কিবা বা দিবারে পারি,—আছে কি বৈভব।
ভগবানের ভজন কোথা বা সম্ভব॥
কিন্তু যে দক্ষিণদেশে মহারাজা হয়।
শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্র সেই ত নিশ্চয়॥
যার দেশে দেবালয় অনেক আছয়।
সর্ব্বত্র তৈর্থিক-ভিক্ষু অভ্যাগত-চয়॥
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ অন্ন সুমধুরতর।
খাইয়া ভ্রময়ে সুখী হয়্যা নিরন্তর॥
রাজধানী-সমীপে সুস্থিরে কঙ্কণায়।
ভগবান্ আছেন—সচ্চিদানন্দ-কায়॥
নিত্য নবনব তথা পরম উৎসব।
প্রতিক্ষণ প্রিয়তম পূজাদ্রব্য সব॥
মহারাজা—দেশবাসী, বৈদেশিক আর।
সবারে সাদরে বিষ্ণুপ্রসাদ আহার—॥
করায়েন, তাহা লাগি নানাদেশ হৈতে।
মহাপ্রসাদান্ন-উপভোগ-সুখ লৈতে॥
পুণ্ডরীকাক্ষ-দেবের দর্শন-লোভেতে।
আর সাধুজন-সঙ্গ-লাভের আশেতে॥
তথা আসি বিষ্ণুপরায়ণ সাধুগণ।
নিবসিয়াছেন নিরন্তর সুখিমন॥
নরপতি দেব-বিপ্রগণেরে বিশেষ।
বিভাগ করিয়া দিয়াছেন সেই দেশ॥
কভু সেই দেশে উপদ্রব নাহি হয়।
নাহি কোনো শোক তথা আর কোনো ভয়॥
কৃষিব্যতিরেকে সর্ব্ব শস্য ভূমে হন।
অভিলাষমত বৃষ্টি হয় ত বর্ষণ॥
প্রিয় ফল মূল আর বস্ত্রাদি সুলভ।
আপন-আপন ধর্ম্মে রত প্রজাসব॥
কৃষ্ণপরায়ণ সবে অতি সুখিমন।
পুত্রমত রাজ-আজ্ঞা করয়ে পালন॥
এতাদৃশ অনুপম রাজ্যাদিবৈভবা।
বিষ্ণু আর বৈষ্ণবের সেবা-সুপ্রভবা॥
থাকিতেহ অহঙ্কার-শূন্য নিরন্তর।
নীচযোগ্য সেবায় ভজয়ে চক্রধর॥
স্বয়ং গৃহ-মার্জ্জন-লেপন আদি কর্ম্ম।
করে প্রেমে অচ্যুতের প্রিয় সাধুধর্ম্ম॥
কৃষ্ণ-অগ্রে নানাবিধ নামসংকীর্ত্তনে।
দিব্য গীত নৃত্য বাদ্য করয়ে আপনে॥
ভাই ভার্য্যা পুত্র পৌত্র ভৃত্য বন্ধু আর।
পুরোহিত স্বজন বৈষ্ণব সব সার॥
সকল-সহিত নাচি গাই কৃষ্ণগুণ।
তোষয়ে প্রভুরে ভক্তিভাবেতে নিপুণ॥
কৃষ্ণভক্তি-অনুবর্ত্তি গুণ সমুদায়।
কতেক বা জানি সংখ্যা কহিতে কথায়॥
এই সব কহিলাম কৃপার লক্ষণ।
ইথে ভগবানের কৃপার পাত্র হন॥
সেই মহারাজ মহাশয় সুনিশ্চিত।
আমি অতি নীচ, ছাড় মোর প্রশংসিত॥
শুন ভাই শ্রোতাগণ! হয়্যা সাবধান।
বিপ্র হৈতে ক্ষত্রিয়ের মহিমা-আখ্যান॥
বিষ্ণুভক্তি লাগি ইহা জানিবে বিশেষ।
তদভাবে ব্রাহ্মণেরো নীচতা অশেষ॥
সর্ব্বশাস্ত্রাদিতে ইহা আছে প্রকাশিত।
ক্রমে অগ্রে ব্যক্ত হবে—দেখহ নিশ্চিত॥
তবে নৃপবরে দেখিবারে সেই দেশে
চলিলেন শ্রীনারদ মনের আবেশে॥
দেখিলেন সেই দেশে প্রজা যে-সকল।
দেবপূজা-উৎসবেতে আসক্ত সকল॥
হর্ষে বাজাইয়া বীণা রাজধানী গিয়া।
বিপ্র-উক্ত হইতেহ অধিক দেখিয়া॥
মহারাজ-নিকটেতে যাইয়া তখন।
শ্রীনারদ মুনিবর বলেন বচন—।
তুমি শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্র সে যাহার।
এতাদৃশ রাজ্য আর বৈভব-বিস্তার॥
স্বধর্ম্মাদি-পরায়ণ সর্ব্বপ্রজাগণ।
গুণ—সর্ব্বত্রেতে বিষ্ণুভক্তি-প্রবর্ত্তন॥
ধর্ম্ম—ভিক্ষুকাদিজনে অন্নাদিক-দান।
অর্থ—বিষ্ণুপূজা-দ্রব্য-সাধন-আখ্যান॥
রাজ্য-বৈভবাদ্যে কাম উৎকৃষ্ট সদায়।
মোক্ষের সাধক জ্ঞান মিলিত তোমায়॥
ভক্তিপ্রেমে শ্রীবিষ্ণুর সদা সেবা কর।
অতএব তোমাতে কৃষ্ণের কৃপাভর॥
বৈভবাদি বিস্তারিয়া কহি পুনঃপুন।
আলিঙ্গন করিলেন রাজারে নিপুণ॥
মহারাজা নিজ শ্লাঘ্য শুনি অতিশয়।
নোয়াইলা মস্তক লজ্জায় মহাশয়॥
পাদ্য-অর্ঘ্য-আদি দ্রব্যে পূজি মুনিবরে।
করপুট হই কিছু নিবেদন করে—॥

আমি অল্পায়ু আর অত্যল্প ঐশ্বর্য্য।
অল্প পদ আমার এ—মনুষ্য অধৈর্য্য॥
স্বধর্ম্মাদি-পরাধীন—ভবেতে আক্রান্ত।
তাপত্রয়-দুঃখেতে সর্ব্বদা হই শ্রান্ত॥
'কৃষ্ণ-অনুগ্রহ আছে'—এই যে বচন।
তাহাতে অযোগ্য আমি হই সর্ব্বক্ষণ॥
কৃষ্ণের করুণাপাত্র কেমত প্রকারে।
মানিতেছ আপনি আমারে অবিচারে॥
নিশ্চয় কহিয়ে—যেই সব দেবগণ।
বিষ্ণুভগবানের দয়ার পাত্র হন॥
মনুষ্যের পূজ্যমান—তেজোময়-কায়।
নিষ্পাপ, সাত্ত্বিক, দুঃখরহিত সদায়॥
সুখময়, নিজেচ্ছায় আচার গমন।
ভক্ত-ইচ্ছামত বর দেন সর্ব্বক্ষণ॥
যাঁহাদের ভোগ্য হয় অমৃত নিশ্চয়।
মৃত্যু-রোগ-জ্বর-দুঃখ-আদি যে হরয়॥
যদ্যপি নাহিক ক্ষুধা-তৃষ্ণার উদয়।
বিনা-যত্নে আসিয়া তথাপি সন্তোষয়॥
ভারতবর্ষেতে করি সুপুণ্য সঞ্চয়।
যেই স্বর্গ মনুষ্যগণের লাভ হয়॥
সেই স্বর্গে মহাভাগ্যবলে দেবগণ।
নিবাস করেন, মুনি! কি কব কথন॥
অতএব মনুষ্য হইতে দেবগণ।
বিষ্ণুর দয়ার পাত্র—কর নিরীক্ষণ॥
যেহেতুক অল্প আয়ুঃ মনুষ্য-সবার।
বহু আয়ুঃ—দেব করি অমৃত আহার॥
মনুষ্যের নিত্য পূজনীয়ের কারণ।
মহত ঐশ্বর্য্যযুক্ত নিরন্তর হন॥
বহুদাতা—ভক্তের ইচ্ছায় বরদানে।
পরম স্বাধীন লাগি স্বচ্ছন্দ-গমনে॥
ওহে মুনি! সেই সব দেবগণ-মাঝে।
দয়ার বিশেষ পাত্র—ইন্দ্র দেবরাজে॥
অনুগ্রহ-নিগ্রহে সামর্থ্য অতি ধরে।
দেবগণ হইতে অধিক দান করে॥
ভক্তের ইচ্ছায় দেবগণ দেন বর।
আকাঙ্ক্ষার অধিক সে দেন পুরন্দর॥
রক্ষেণ বৃষ্টির ধারে লোকের জীবন।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি যে চারি গণন॥
তার একাত্তুরি ব্যাপি ত্রিলোক-ঈশ্বর।
সার্ব্বভৌম-রাজাগণের যে দুল ভতর॥
কর্ম্মেতে অবশ্য ছিদ্র আছে সম্ভাবনা।
তাহে শত অশ্বমেধ দুষ্কর গণনা॥
তাথে শত অশ্বমেধ না হয় পর্য্যাপ্তি।
অতএব দুর্লভ ইন্দ্রের পদপ্রাপ্তি॥
যার উচ্চৈঃশ্রবা হয়, গজ ঐরাবত।
সিন্ধুমথনেতে জন্ম পাইল মহত॥
গাবী কামধেনু, উপবন সে নন্দন।
যাহে পারিজাত-আদি কামের পূরণ॥
আর কল্পবৃক্ষগণ কামরূপধর।
কল্পলতা সব তাহে কামদাতাতর॥
যাহাদের একপুষ্পে—যেন বাঞ্ছা যার।
বিচিত্র বাজনা, নৃত্য, গান, অলঙ্কার॥
শয়ন-আসন-ধন-জন-আদি যত।
সুন্দর-রূপেতে সিদ্ধ হয় নানামত॥
আর কি কহিব তার সৌভাগ্য অপার।
বামন-রূপেতে বিষ্ণু ছোট ভাই যার॥
অসুরাদি হইতে আপদ হয় যত।
স্বয়ং শ্রীবিষ্ণু রক্ষা করেন নিয়ত॥
যার বিস্তারিত পূজা সাক্ষাৎ স্বীকারি।
হর্ষ দেন আপনি বামন-রূপ-ধারী॥
অপর মহিমা সব কহিব কতেক।
মুনিবর! আপনি ত জানেন প্রত্যেক॥
প্রথম-অধ্যায়-কথা হৈল সমাপন।
মূল আর টীকাতে করিলা যে লিখন॥
যথামতি বিবরিয়া করিনু লিখন।
শোধিবেন কৃপা প্রকাশিয়া সাধুগণ॥
শ্রীল-সনাতন-পদে করিয়া প্রণতি।
দাস জয়গোবিন্দ মাগিয়ে অবগতি॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে ভগবৎকৃপাভর-নির্দ্ধারখণ্ডে
ভূমিসম্বন্ধীয়ো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

আদ্যাধ্যায়েঽত্র কৃষ্ণস্য পরমপ্রেষ্ঠনির্ণয়ে।
মর্ত্ত্যোৎকর্ষাপকর্ষৌ চ নীচোচ্চাপেক্ষয়োদিতৌ ॥ ১
আদ্যাধ্যায়ে দ্বিতীয়ে তু তথৈবেন্দ্র-স্বয়ম্ভুবোঃ।
উৎকর্ষমপকর্ষঞ্চ নিকৃষ্টোৎকৃষ্টবীক্ষয়া ॥ ২ ॥

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
পরীক্ষিত কহেন—তখন মুনিবর।
প্রশংসিয়া সেই মহারাজে বহুতর ॥
গমন করিয়া স্বর্গে দেখে সভামাঝে।
দেবগণে পরিবৃত শ্রীবিষ্ণু বিরাজে ॥
গরুড়ের পৃষ্ঠেতে আছেন সুখে বসি।
স্তব করে বৃহস্পতি—প্রভৃতি মহর্ষি ॥
বিচিত্র সে কল্পতরু—পুষ্পমালা আর।
বিলেপন বসন নানান অলঙ্কার ॥
পাদ্য-অর্ঘ্য-আদি চতুঃষষ্টি উপচারে।
পূজা করে অমৃতাদি দিব্য উপহারে ॥
অদিতি কোমল-হস্ততল-স্পর্শাদিতে।
লালন করেন অতি আনন্দিত-চিতে ॥
শ্রীবামনদেব প্রিয় সুবাক্য কহেন।
দেবগণে মহাঋষিগণে হর্ষ দেন ॥
সিদ্ধ বিদ্যাধর আর গন্ধর্ব্ব অপ্সর।
যোড-করে করে পরে স্তব বহুতর ॥
জয়শব্দ বাদ্যগীত নৃত্য বিস্তারিয়া।
দিতেছেন পরিতোষ সকলে মিলিয়া ॥
তুলিয়া দক্ষিণ হস্ত—উচ্চস্বর করি।
আপনি বামনদেব কহেন বিবরি— ॥
ভয় না করিহ দৈত্য হৈতে কদাচন।
তাহাদিগে মারি তোমা করিব রক্ষণ ॥
কীর্ত্তি-নাম নিজ রমণীর সমর্পিত।
তাম্বূল চর্ব্বণ করিছেন কৌতুকিত ॥
যদ্যপিহ নারদের মুখ্য প্রয়োজন।
পূর্ব্ব-উক্তি-রীতে ইন্দ্র-সহ সম্ভাষণ ॥
বিষ্ণুর দর্শন নহে ইবে প্রয়োজন।
তথাপিহ যতেক আছয়ে দেবগণ ॥
সকলের প্রধান আপনি ভগবান্।
এ মাহাত্ম্য ক্ষিতিতলে সর্ব্বত্র ব্যাখ্যান ॥
এইহেতু দৃষ্টি নিজ স্বভাব করেন।
প্রথমত প্রধানেতে হয় সে পতন ॥
ইহাতেই ইন্দ্রে তাঁর দয়ার বিশেষ।
বোধ করাইলা,—এই জানিবা উদ্দেশ ॥
অগ্রে ব্রহ্মলোকেতেহ হবে এইমত।
তথাও সিদ্ধান্ত ইহা বুঝ প্রকাশিত ॥
দেখিলেন ইন্দ্রকেহ বিষ্ণুর মহিমা।
ভক্তবাৎসল্যাদি গুণ যতেক অসীমা ॥
আপন-বিষয়ে যত উপকারগণ।
করিছেন মুহুর্মুহু আপনি কীর্ত্তন ॥
ত্রিলোকের রাজত্ব ঐশ্বর্য্য ধন-জন।
বলি হৈতে ছলে লই করিলা অর্পণ ॥
এতাদিক নিজ প্রতি যত উপকার।
মহাহর্ষভরে করে বর্ণন বিস্তার ॥
সহস্র নয়ন হৈতে বহে অশ্রুধার।
শোভিত সহিত ছত্র মালা অলঙ্কার ॥
শ্রীবামনদেব পার্শ্বে আপন আসনে।
বসিয়া আছেন সহ সম্পদ-বাহনে ॥
ততঃপর নিজাবাসে গেলা শ্রীবামন।
ইন্দ্র কথদূর করি পশ্চাৎ গমন ॥
ফিরিয়া সভার মধ্যে করিলা গমন।
তখন নারদ তাঁর কৈলা প্রশংসন ॥
বিষ্ণুর সম্মুখেতে অন্যের প্রশংসন।
যোগ্য নহে—এহেতু না কহিলা তখন ॥
ইবে জয়-আশীর্ব্বাদ-দ্বারেতে তাহার।
প্রশংসা করিয়া কহিছেন সমাচার— ॥
শ্রীকৃষ্ণের অনুকম্পা সতত তোমাতে।
যেহেতুক ব্যক্তরূপে দেখিয়ে সাক্ষাতে ॥
চন্দ্র, সূর্য্য, যম, বসু, আর যে পবন।
তব আজ্ঞাকারী সর্ব্ব লোকপালগণ ॥
আর কি বলিব—আমা আদি মুনিগণ।
বশীভূত নিরন্তর দেখ বিলক্ষণ ॥

জগদীশ বলিয়া করেন শ্রুতিগণ।
ধর্ম্মাধর্ম্মফলদাতা তোমারে স্তবন॥
সর্ব্বলোকেশ্বরত্বের কি কথা বিচার।
প্রপঞ্চাতীতেহ দেখি ঐশ্বর্য্য তোমার॥
কি আশ্চর্য্য যে তোমার ভ্রাতা নারায়ণ।
সর্ব্বজীবেশ্বরের ঈশ্বর যিঁহ হন॥
তাথে সহোদর পুন কনিষ্ঠ হযেন।
জ্যেষ্ঠের সম্মানরূপ সদ্ধর্ম্ম মানেন॥
বাক্যপ্রতিপালনাদি গৌরব নানান।
সর্ব্বদা আপনি বিষ্ণু করেন বিধান॥
ইন্দ্রে সৌভাগ্য সব এইত প্রকার।
কহিয়া, প্রশংসা মুনি করে বারবার॥
বীণা বাজাইয়া শ্লাঘা মানিয়া তাঁহার।
নাচেন শ্রীদেবঋষি স-হর্ষবিস্তার॥
করি অভিবাদন মুনিরে লজ্জাযুত।
মৃদুস্বরে ইন্দ্ররাজ কহেন প্রস্তুত—॥
সঙ্গীতকলার ওহে সুপণ্ডিতবর!।
মিথ্যা-স্তুতি-দ্বারে মোরে উপহাস কর॥
এই স্বর্গরাজ্যের বৃত্তান্ত অবিকল।
আপনি কি না জানেন—কব কি বিফল॥
এই স্বর্গ হইতে সে কতকতবার।
দৈত্যভয়ে পলাইয়া সহ-পরিবার॥
তপস্বি-আদির বেশে আচ্ছন্ন হইয়া।
মর্ত্ত্যলোকে নিভৃতেতে ছিলুঁ লুকাইয়া॥
পুনঃপুনঃ উপদ্রব হয় অতিশয়।
তাথে মর্ত্ত্য হৈতে স্বর্গ-উৎকর্ষতা নয়॥
স্বচ্ছন্দ-আচার-গতি এই যে উৎকর্ষ।
কহিলে, তাহাও নহে—হেতু ভয়-মর্ষ॥
সূর্য্য-আদি লোকপাল যম আজ্ঞাকারী।
এই যে কহিলে, তাহা শুনহ বিবরি॥
বলি ইন্দ্র হইয়া—অসুর-সভাকারে॥
নিয়োজিল সূর্য্য-চন্দ্র-আদি-অধিকারে॥
আপনি যজ্ঞের ভাগ করিল ভোজন।
আমাদের হৈল ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মরণ॥
অমৃতভোজনদ্বারা কি আছে মহিমা।
লোকপাল আজ্ঞাকারী—কোথা বা গরিমা॥
তার পর আমাদের পিতামাতা দুহে।
করিলা তপস্যা—দৃঢ় বিস্তার-সমূহে॥
তাহে বহুকাল মোরা দুঃখভোগ কৈল।
পরে কথোদিনে হরি সন্তোষিত হৈল॥
অংশমাত্রে হইলেন ভ্রাতা সে আমার।
স্বয়ং নারায়ণ ভ্রাতা—কহ কি প্রকার॥

তথাপি সে সব শত্রুনাশ না করিয়া।
কেবল সে আমাদের লজ্জা বিস্তারিয়া॥
প্রথমে বামন-রূপে স্বপাদ-প্রমিত।
তিন পদ ভূমি ভিক্ষা করিলা নিশ্চিত॥
পশ্চাৎ বিরাট-রূপ করি আবির্ভাব।
তিন লোক আক্রমিলা—ত্যজিয়া স্বভাব॥
বলি হৈতে এই ছলে লৈয়া রাজ্যভর।
সমর্পিলা আমারে,—এ হয় লজ্জাকর॥
মনুষ্যের নিজ পূজ্য হয় স্বর্গি-সব।
এই যে কহিলে. তাহা নহে অনুভব॥
অহঙ্কার-অসূয়াদি আছে দোষগণ।
অতএব সাত্ত্বিকতা নাহি কদাচন॥
বিশ্বরূপ-বৃত্র-আদি-বধেতে উৎপন্ন।
ব্রহ্মহত্যালাগি কোথা নিষ্পাপ-সম্পন্ন॥
সদা স্বর্গ হৈতে অধঃপাত-ভয় হয়।
তাথে না আদর করি দেহ তেজোময়॥

যথা একাদশস্কন্ধে (ভাঃ ১১।১০।২০)—

কো ন্বর্থঃ সুখয়ত্যেনং কামো বা মৃত্যুরন্তিকে।
আঘাতং নীয়মানস্য বধ্যস্যেব ন তুষ্টিদঃ॥ ০॥

অর্থ কিম্বা অভিলাষ দিবে কিবে সুখ।
যেহেতুক মৃত্যু আছে নিকটে সম্মুখ॥
যারে লয় বান্ধিয়া ছেদন করিবারে।
যুবতী-সম্পত্তি-আদি কিবা সুখ তারে॥
এসব প্রকারে মনুষ্যের সাম্য প্রায়।
নিত্য পূজ্য নহে—এই গূঢ় অভিপ্রায়॥
মোর প্রতি দেবগণ হইতে অধিক।
করুণা কদাচ নহে—শুন সম্প্রতিক॥
উপেন্দ্রের বিশেষত উপেক্ষা জানিহ।
তাহার কারণ কহি বিস্তারিয়া ইহ—॥
সুধর্ম্মা-নামেতে দেবসভা যে আছিল।
আর পারিজাত—দুই মর্ত্ত্যলোকে নীল॥
মরণ-ধর্ম্মের শীল—মর্ত্ত্যলোক হয়।
তাহে সুধর্ম্মাদি লওয়া উপযুক্ত নয়॥
ইহাতে আমার প্রতি উপেক্ষা কেবল।
জানিবে,—বিস্তারি আর কি কব সকল॥
শ্রীনন্দাদি গোপ মোর পুজা চিরকাল।
করিত, নাশিলা তাহা শ্রীগোবিন্দ ভাল॥
সেই সব দ্রব্যে পুনঃ গোপগণ লৈয়া।
পুজিলেন গোবর্দ্ধনে—যত্নবান্ হৈয়া॥
মোর প্রিয়তম বন—অখণ্ড খাণ্ডব।
অর্জ্জুনের দ্বারা দাহ করাইলা সব॥

তিন-লোক-গ্রাসকারী বৃত্রাসুর হয়।
তার বধ-হেতু পূর্ব্বে প্রার্থনা-নিচয়॥
করিলাম, তাথে স্বয়ং উদাসীন হৈলা।
সে-বিষয়ে মোরে মাত্র প্রেরণ সে কৈলা॥
অমরাবতী মোর পুরী করিয়া ভঞ্জন।
রচিলেন সর্ব্বোপরি আপন ভবন॥
ব্রহ্মলোক-উপরেতে 'শ্রীবৈকুণ্ঠ' নাম।
নূতন সচ্চিদানন্দঘন পরং ধাম॥
যদি কহ—কোটি-সিন্ধু-গম্ভীর-আশয়।
তিঁহ হন, সদা দুর্ব্বিতর্ক্য-লীলাময়॥
পরদুঃখকাতর—করুণা প্রকাশিয়া।
করেন সকল, ইহা মান্যো নিজ হিয়া॥
সত্য, কিন্তু যদি তিঁহ প্রসন্ন হইয়া।
আপনি সাক্ষাৎ হন কৃপা প্রকাশিয়া।
আমাদের পূজাসব করেন স্বীকার।
তবেত পারিয়ে মোরা সহ্য করিবার॥
তাহাসব দূরে থাকু, তাঁহার দর্শন—!
প্রত্যহ না পাই মোরা, কি কব কথন॥
মাতা-পিতা দুহাকার যেই আরাধন।
পূর্ব্বজন্মে ইহজন্মে অতি অগণন॥
তার বলে—বৃহস্পতি-আগ্রহেতে আর।
আমাদের পূজামাত্র করেন স্বীকার॥
সেইক্ষণে আমাদের অশক্য দর্শন।
আপনার স্থানে প্রভু করেন গমন॥
বহুস্তবাদিতে মহাশয় পুনর্ব্বার।
আসি আমাদের পূজা করেন স্বীকার॥
এই লাগি কহ তুমি—'অনুগ্রহপাত্র'।
তাহাতে কহিয়ে কিছু শুন মুনি মাত্র॥
আমা-সকলের প্রতি করিয়া বঞ্চন।
কহেন বামনদেব আদেশ-বচন—॥
যেকালপর্য্যন্ত আমি এথা না আসিব।
তাবত করিবে পূজা ব্রহ্মা কিম্বা শিব॥
যে-কারণে তাঁরা আমাহৈতে ভিন্ন নন।
একমূর্ত্তি তিন—ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র হন॥
ইত্যাদি শাস্ত্রের বাক্য হইলে বিস্মৃত।
দেহস্থ কেবল ইহা বঞ্চনা বিস্তৃত॥
অনন্যগতিক মোরা,—বিষ্ণুপাদদ্বয়।
বিনা অন্য উপাসনে রুচি নাহি হয়॥
ইহা ভালমতে স্বয়ং জানিয়াও মনে।
'একা মূর্ত্তিস্ত্রয়ো দেবাঃ' শাস্ত্রের বচনে॥
অন্যের পূজায় যে করেন প্রবর্ত্তন।
কেবল মোদের প্রতি তাঁহার বঞ্চন॥

যদি কহ—তাঁর পার্শ্বে করহ গমন।
তাহাতে কহিয়ে শুন সাবধান-মন॥
তাঁর বাসস্থান আত্মারাম-মুনিগণে।
আমাদেরো হয় সদা দুর্ল্লভ-গমনে॥
কখন বৈকুণ্ঠে কভু ধ্রুবলোকে বাস।
কদাচ ক্ষীরোদ-মাঝে করেন প্রকাশ॥
সম্প্রতিক দ্বারকায় আবাস তাঁহার।
তাহাও নিয়ত নহে, শুনহ বিস্তার॥
কদাচিত পাণ্ডব-আলয়েতে নিবাস।
তার পূর্ব্বে মথুরায় আছিল প্রকাশ॥
তাহার পূর্ব্বেতে পুন গোকুলনগরে।
সেখানেহ ফিরে বনে হৈতে বনান্তরে॥
অনিয়ত পরম রহস্য বাস লাগি।
আমাদের গমনের নহে কভু ভাগী॥

তদুক্তং প্রথমস্কন্ধে (ভাঃ ১।১১।৯)—

যর্হ্যম্বুজাক্ষাপসসার ভো ভবান্‌
কুরূন্ মধূন্ বাথ সুহৃদ্দিদৃক্ষয়া॥ ০॥ ইতি।

এইসবপ্রকারেতে তাঁহার দর্শন।
দুর্ল্লভ,—কোথায় তাঁর কৃপার লক্ষণ॥
ব্রহ্মপুত্র-শ্রেষ্ঠ হে নারদ মহাশয়!।
সনকাদি হৈতে ভক্তিবিশেষে নিশ্চয়॥
আপনার পিতারে জানিহ সুনিশ্চয়।
শ্রীহরির অনুগ্রহপাত্র মহাশয়॥
যেহেতুক তিঁহ লক্ষ্মীকান্তের সন্তান।
ইহাতে কহিলা এক ভাবের সন্ধান॥
বিষ্ণু-নাভিপদ্ম হৈতে ব্রহ্মাত জন্মিলা।
লক্ষ্মীগর্ভ হেতে নাহি জন্ম সে লভিলা॥
তথাপিহ বিষ্ণুপুত্র-হেতু অভিমত।
লক্ষ্মীহ জানেন তাঁরে নিজপুত্র-মত॥
ইহাদ্বারা বুঝাইলা ব্রহ্মার সম্পত্তি।
নিঃশেষে যাহাতে নাহি কদাপি বিরক্তি॥
যাঁর একদিনে মন্বন্তরাদিতে যুক্ত।
আমাতুল্য চতুর্দ্দশ ইন্দ্র হয় ভুক্ত॥
সত্যাদিক-চারিযুগ সহস্রপ্রমাণ।
যার দিন, পুন রাত্রি এই পরিমাণ॥
এ দিবা-রাত্রির তিনশত-ষাটি-মানে।
যেই এক বৎসর হয় ত পরিমাণে॥
হেন শতবর্ষ যার আয়ুর গণন।
শুনিয়াছি—নাহি জানি অল্পায়ু-কারণ॥
লোক আর লোকপালগণ-সৃষ্টিকারী।
প্রাজাপত্য-ইন্দ্রত্বাদি দেন অধিকারী॥

যজ্ঞাদি-প্রবর্ত্ত দ্বারা জীবের পালক।
পাপপুণ্যফল-সুখ-দুঃখ-প্রদায়ক॥
নিজ দিবসেতে এই সকল ব্যাপার।
রাত্রি হৈলে পুনর্ব্বার করেন সংহার॥
সহস্র-মস্তক-অক্ষি-অবয়ব-বান্।
জগত-আশ্রয় মহাপুরুষ-আখ্যান॥
প্রথমেতে ব্রহ্মা ধ্যানে হৃদয়ে দেখিলা।
নানামত স্তব-স্তোত্রে তাঁহারে করিলা॥
আজ্ঞা পাই সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত হইলা।
আপন মানস বর ব্রহ্মা যে মাগিলা—॥
আমার ভুবনে ভগবান্ হে ঈশ্বর!।
এইরূপ সাক্ষাৎ হইয়া বাস কর॥
স্বীকার করিয়া তাঁহা করিছেন বাস।
যজ্ঞভাগ সমৃদ্ধ করেন সদা গ্রাস॥
আনন্দ করেন তত্রবাসি-সবাকারে।
সহস্রসহস্র যুক্তি এই ত প্রকারে॥
শ্রীকৃষ্ণের কৃপাস্পদ সেই ব্রহ্মা হন।
কৃপা পাত্র করি তাহে কি আর কথন॥
আপনি শ্রীকৃষ্ণ তিঁহ হয়েন নিশ্চয়।
শ্রুতি-স্মৃতি-বাক্যেতে প্রসিদ্ধ ইহা হয়॥

চতুর্থস্কন্ধে (ভাঃ ৪।৭।৫১)—

ত্রয়াণামেকভাবানাং যো ন পশ্যতি বৈ ভিদাম্।
সর্ব্বভূতাত্মনাং ব্রহ্মন্ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥ ৩॥

তুমিহ জানহ আরো মাহাত্ম্য তাঁহার।
সেই-লোকবাসি-সকলেরো সুবিস্তার॥
পরীক্ষিত কহেন—শ্রীইন্দ্রের বচন।
শুনি, 'সাধুসাধু' বলি উঠিলা তখন॥
শীঘ্র ব্রহ্মলোকে মুনি গমন করিলা।
মহৎ যজ্ঞের তথা বিস্তৃতি দেখিলা॥
ব্রহ্মঋষিগণ করে বেদ-উচ্চারণ।
তাহাতে প্রসন্ন পরমেশ্বর তখন॥
মহাপুরুষরূপক জটা-বিভূষিত।
সহস্রমস্তক ভগবান্ শ্রী-সহিত॥
আবির্ভূত হয়্যা যজ্ঞভাগের গ্রহণ।
করি, যজ্ঞকারিদিগে দেন আনন্দন॥
ব্রহ্মার আহ্লাদ-জন্য দ্রব্য নিবেদিত।
সহস্রহস্তেতে মুখসহস্রে অর্পিত॥
ভোজন করিয়া—দিয়া মনোমত বর।
নিদ্রাগৃহে গমন করিলা সে সত্বর॥
করিতে লাগিলা লক্ষ্মী পাদসম্বাহন।
লীলাক্রমে করিলেন নিদ্রার গ্রহণ॥

অন্তর্য্যামিরূপে দত্ত তাঁর আজ্ঞা পায়্যা।
ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্যাচরণ লাগিয়া॥
আসি নিজালয়ে বসি পারমেষ্ঠ্যাসনে।
নিজপ্রভু-মহিমার আখ্যান-শ্রবণে॥
অষ্টনেত্রে অশ্রুধারা বহে অনিবার।
সেবিত বিচিত্র পরমৈশ্বর্য্যোপহার॥
নারদ আপন-পিতা-নিকটে আসিয়া।
কহিতে লাগিলা দণ্ডবৎ প্রণমিয়া—॥
হরির কৃপার পাত্র হন মহাশয়।
নিশ্চয় জানিল—ইতে নাহিক সংশয়॥
প্রজাপতি-পতি সর্ব্ব-লোক-পিতামহ।
একল করহ সৃষ্টিস্থিতি লয়-সহ॥
ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর—স্বয়ম্ভু নাম যাঁর।
নিত্য অবিরাম শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য-বিস্তার॥
ইন্দ্রাদির মত প্রলয়েহ কদাচিত।
ঐশ্বর্য্যের ভ্রংশতা নাহিক সুনিশ্চিত॥
যে তোমার চতুর্ম্মুখ হৈতে প্রকাশিত।
পুরাণ-নিগম-আদি অর্থপ্রবোধিত॥
মূর্ত্তিমন্ত সভায় আছেন বিদ্যমান।
আছয়ে অখিল-জ্ঞানসংপত্তি-প্রমাণ॥
সংপূর্ণ বিশুদ্ধ স্বধর্ম্মাচরণ করি।
মদাদি-রহিত সাধুজন যত্নাচরি॥
তব লোক পায়্যা সুখে করয়ে যাপন।
যাহার উপর নাহি ব্রহ্মাণ্ডে ভুবন॥
নারায়ণদেব-লোক অতি প্রকাশিত।
বৈকুণ্ঠাখ্যধাম যার মধ্যে বিরাজিত॥
সেই ধামে নিত্য মহাপুরুষবিগ্রহ।
সাক্ষাত করেন বাস করি অনুগ্রহ॥
তব যজ্ঞভাগ করি আপনি ভোজন।
সেই ফলে বরদান করেনানুক্ষণ॥
পূর্ব্বে অন্বেষণ আর আয়াস বিস্তরে।
যাহার উদ্দেশ না পাইলে যত্নপরে॥
তপস্যা করিয়া বহু—ক্ষণমাত্র তাঁর।
পাইলা দর্শন হৃদিমধ্যে একবার॥
এক্ষণে সাক্ষাৎ তব গৃহে নিবসয়।
অতএব সত্য কৃষ্ণপ্রিয় মহাশয়॥
যদি কহ—সহস্র-মস্তক জনার্দ্দন।
করিছেন গৃহমধ্যে এক্ষণে শয়ন॥
অন্য-অন্য বহু রূপ আছয়ে তাঁহার।
তুমি চতুর্ম্মুখ—তাঁহা হৈতে ভিন্নাকার॥
কহিতে নারিবে তুমি এমত বচন।
লীলাক্রমে নানাদেহ করহ ধারণ॥

এইমত ব্রহ্মার মাহাত্ম্য সুবিহিত।
স্বয়ং যা দেখিলা,—আর ইন্দ্রের কথিত॥
শাস্ত্রদ্বারা আর যাহা আছিলেন জ্ঞাত।
বিস্তারি কহিয়া প্রণমিলা ভক্তি-সাত॥
এইরূপ নারদের কথিত বচন।
চতুর্মুখ ব্রহ্মা তবে করিয়া শ্রবণ॥
চারিহস্তে অষ্ট-কর্ণ আচ্ছাদন হেতু।
অত্যন্ত হইয়া ব্যগ্র ব্রহ্মা ধর্ম্মসেতু॥
'আমি দাস আমি দাস' কহে বারবার।
অশ্রব্য শ্রবণে হৈল ক্রোধের সঞ্চার॥
যত্নেতে করিয়া সেই ক্রোধ-সম্বরণ।
স্বপুত্রে কহেন তবে সাক্ষেপ বচন—॥
শ্রুতি-স্মৃতি-বচনেতে—যুক্তিদ্বারা আরে।
বাল্যকাল হইতে পুনঃপুন সুবিচারে॥
আমি নহি কদাচন কৃষ্ণ ভগবান্।
তোমারে প্রবোধ কিবা না দিল প্রমাণ॥
সেই ত কৃষ্ণের শক্তি মহামায়া হয়।
দাসীতুল্যা—ঈক্ষণের পথে সদা রয়॥
নিজগুণে সত্ত্ব-রজ-তমের সঞ্চারে।
জগতের করে সৃষ্টি পালন সংহারে॥
আমরা সকলে সেই মায়ার অধীন।
তাহা হইতে মোহিত আছিয়ে রাত্রিদিন॥
তুমিও হইয়া কৃষ্ণমায়াতে মোহিত।
এমত কহিছ বাক্য,—জানিনু নিশ্চিত॥
সেই মায়ামোহিত-কারণ সুবিচারে—।
কৃষ্ণকৃপালেশমাত্র না জান আমারে॥
তাঁহার মায়ায় সদা জগতের আমি।
গুরু প্রভু পিতামহ সৃষ্টিকর্ত্তা স্বামী॥
কৃষ্ণ-নাভিপদ্ম হৈতে উদ্ভব আমার।
কিন্তু মহা-অভিমানে বিনাশ-প্রকার॥
ব্রহ্মাণ্ডসম্বন্ধি যেই আবশ্যকাপার-।
ব্যাপারের বিচারেতে বিহ্বল আমার॥
আমার যে ব্রহ্মলোক—ইহার বিনাশ।
নিকট জানিয়া চিন্তাকুলে সহুতাশ॥
মহাকাল হৈতে আমি নিরন্তর ভীত।
মুক্তি-ইচ্ছা কেবল করিয়ে সুনিশ্চিত॥
ইথে প্রজাপতিত্বাদি মহা অভিমান—।
দোষহেতু নহে কৃষ্ণকৃপার নিধান॥
নাভিপদ্ম হইতে উদ্ভব যে কহিল।
ইথে 'স্বয়ংভূত্ব'-নিরাকরণ হইল॥
ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্যে বশীভূতের কারণ।
বেদবক্তা হইয়াহ ন কৃপালক্ষণ॥

ব্রহ্মলোক-বিনাশ ভয়েতে সদা ব্যস্ত।
ইথে হইল নিজলোকোৎকর্ষতা নিরস্ত॥
মহাকাল হৈতে ভীত,—এই যে, কহিল।
দীর্ঘ পরমায়ু ইহা নিরস্ত হইল॥
অতএব মুক্তি-লাগি কৃষ্ণের পুজনে।
করাই সর্ব্বদা, আর কারয়ে আপনে॥
আর যে কহিলে—মম লোকমধ্যে হয়।
শ্রীবৈকুণ্ঠলোক—এই কথায় নিশ্চয়॥
জগদীশ তিঁহ, তাঁর আবাস কোথায়।
নাহিক বুঝহ এই গূঢ় অভিপ্রায়॥
স্বয়ং-সম্পাদিত-প্রিয়-যজ্ঞানুগ্রহণ।
আর বেদপ্রবর্ত্তন—এ দুই কারণ॥
কেবল করেন যজ্ঞভাগের গ্রহণ।
ইথে নহে আমাপ্রতি কৃপাবলোকন॥
হে 'বিচারাচার্য্য'!—ইহা করি উপহাস।
কহিছেন ব্রহ্মা—বুঝ তাঁহার বিলাস॥
কৃষ্ণ ভক্তিপ্রিয়—ভক্তে কৃপা সে করেন।
কদাপিহ অভক্তেতে সদয় নহেন॥
থাকুক দূরেতে ভক্তি, অপরাধ যদি—।
নাহি হয়, তবে বহু মানিয়ে সম্পদী॥
অপরাধ-ক্ষমা যেন শিবের করেন।
তেমত আমার প্রতি দয়ালু নহেন॥
হিরণ্যকশিপু আমা হৈতে পায়্যা বর।
সর্ব্বলোক-উপতাপ দেয় দুষ্টতর॥
বৈষ্ণবের দ্রোহচেষ্টা করিল অপার।
নৃসিংহ-রূপেতে তারে করিলা সংহার॥
সেইকালে আমি—সহ নিজ পরিবার।
ভয়ে দূরে থাকি স্তুতি অনেক প্রকার॥
করিলাম, স্তবপাঠে তবু মোর'পর।
চক্ষুকোণে কটাক্ষেতে না কৈলা আদর॥
প্রহ্লাদের প্রতি কৃপা করি অভিষেক।
করিলা নৃসিংহদেব যবে পরতেক॥
অল্পে-অল্পে নিকটেতে করিনু প্রবেশ।
রোষে আমাপ্রতি তবে করিলা নির্দ্দেশ—॥
হে পদ্মসম্ভব! হেন বর কদাচন।
অসুরের দানযোগ্য না হয় কখন॥
তথাপি আমিহ রাবণাদি রাক্ষসেরে।
বরদান করিলাম দুষ্ট-অনেকেরে॥
সীতাহরণাদিকর্ম্ম রাবণের যেই।
গ্রহণ করিবে কোন্-জন-জিহ্বা সেই॥
আমা হৈতে বর পায়্যা উক্ত দুইজন।
যেইসব অপরাধ কৈল প্রকাশন॥

তাহা মম অপরাধেতে পর্য্যবসান।
হইতেছে, মনে ইঁহা বুঝহ বিধান॥
ইন্দ্র-আদি লোকদিগে দিল অধিকার।
তাহাদের মহামদে হৈল অহঙ্কার॥
ইন্দ্র কৈলা গোবর্দ্ধনযজ্ঞে বৃষ্টিপাত।
যুদ্ধগর্ব্ব করিল—হরণে পারিজাত॥
দ্বাদশীর রাত্রিশেষে নন্দ মহাশয়।
যমুনার জলে মগ্ন—স্নানের আশয়॥
এইকালে বরুণ হরণ তাঁরে করি।
আপনার পুরে লৈয়া গেল অহঙ্কারি॥
ধেনু বাণমুনির না কৈল সমর্পণ।
পুন তারে করিলেক অনেক বঞ্চন॥
শ্রীকৃষ্ণের অধ্যাপক সান্দীপনিবর।
শ্রীমধুমঙ্গল তাঁর পুত্র শ্রেষ্ঠতর॥
বরুণ মারিল তাঁরে পঞ্চজন-দ্বারে।
পুন যুদ্ধ কৈল—বিষ্ণুপুরাণে উচ্চারে॥
কুবেরের ভৃত্য যেই শঙ্খচূড়-নামে।
কৈল গোপীহরণ শ্রীবৃন্দাবনধামে॥
পাতালমধ্যেতে যেই অসুরের গণ।
বৈষ্ণবের দ্রোহচেষ্টা করে সর্ব্বক্ষণ॥
কালিয়-বান্ধব যত দুষ্ট সর্পগণ।
সহজ-ক্রোধিত—করে মন্দ আচরণ॥
দিক্পালগণ আমা হৈতে অধিকার।
পায়্যা, কৈল অপরাধ বহুত প্রকার॥
আমারে পর্য্যবসান সেই সব হয়।
সংপ্রতিকো কৈল আমি অপরাধচয়॥
পুলিনভোজনে কৃষ্ণ ছিলা বৃন্দাবনে।
মায়াতে করিনু বৎস-বালক-হরণে॥
সব বৎস-বালক আপনি কৃষ্ণ হৈলা।
সংবৎসরব্যাপি-লীলা বহুবিধ কৈলা॥
পরে সকলেরে শ্রীগোবিন্দ-রূপাশ্রয়।
দেখিয়া হইনু আমি মহাশ্চর্য্যময়॥
ভীত হৈয়া প্রণমিয়া করিনু স্তবন।
অতি ধৃষ্টতর আমি—কি কব কথন॥
গোপবালকের মত যেই কৃষ্ণলীলা।
গ্রাসহস্তে বৎস-বালকেরে অন্বেষিলা॥
সেসব দেখিয়া আমি হইনু বঞ্চন।
অনুগ্রহে আমারে না কৈলা সম্ভাষণ॥
তবে কৃষ্ণমুখপদ্ম সহজ প্রসন্ন।
দেখি কৃতার্থতা মানি হর্ষ উপপন্ন॥
সে কেবল কৃষ্ণপ্রিয় যেই ব্রজভূমি।
তাহার গমনফল—জানিবে সে তুমি॥

ঈশ্বরের হয় ব্রজ—সুরহস্ত-স্থানে।
লীলার সঙ্কোচ হবে মোর অবস্থানে॥
তাহে অপরাধ হবে—ইহা অনুমিল।
এইহেতু ব্রজে বাস সদা না করিল॥
অন্য নিজ অসৌভাগ্য কি করি বর্ণন।
তব স্তব সব ইথে হৈল নিরস্তন॥
এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে করি বিচরণ।
তাদৃশ কৃপার স্থান নাকরি দর্শন॥
কিন্তু মহাদেব হন কৃষ্ণকৃপাস্পদ।
'কৃষ্ণপ্রিয়'—খ্যাত তিঁহ—প্রসিদ্ধ সম্পদ॥
কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-রসে সদা উন্মাদিত।
চতুর্বর্গ অবজ্ঞায় ত্যজিলা নিশ্চিত॥
পরমৈশ্বর্য্যতা আর সুখাদি-বিলাস।
বিভোগ করিলা ত্যাগ—জানহ প্রকাশ॥
ব্রহ্ম-ইন্দ্র-আদি যেই মোরা দেবগণ।
অনিত্য বিষয়ে সক্ত হই সর্ব্বক্ষণ॥
আমাদিগে উপহাস করিবা-কারণ।
ধুস্তুর আকন্দ অস্থিমালার ধারণ॥
বস্ত্র নাহি পরে, করে ভস্মানুলেপন।
আলুলিত জটাভার না করে বন্ধন॥
উন্মত্তের ন্যায় ঘূর্ণ্যমান সর্ব্বক্ষণ।
সহ ভূত-প্রেত-পিশাচাদি স্বীয় গণ॥
কৃষ্ণপাদপদ্মধৌত জল যেই গঙ্গা।
ত্রিলোকতারিণী—কালনিবারিণী-ভঙ্গা॥
তাঁহারে মস্তকে ধরি অতি হর্ষভরে।
নৃত্য করি জগতেরে হর্ষযুক্ত করে॥
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদে মমতুল্য অধিকারি।
গণের অভীষ্টদানে শক্তা পত্নী তাঁরি॥
শিবলোক-নিবাসি-সকলে সদা মুক্ত।
যেইসবজন হয় তাঁর কৃপাযুক্ত॥
তারা মুক্ত আর কৃষ্ণভক্ত হইয়াছে।
দেখ ইহা সর্ব্বত্রেতে ঘোষণা রয়্যাছে॥
কৃষ্ণ হৈতে শিবের যে বিভেদ-কথন।
মহা দোষকরী সেই হয় সর্ব্বক্ষণ॥
শ্রীকৃষ্ণেতে অপরাধ করে যেইজন।
শরণ লইলে, তাহা করেন ক্ষমন॥
শিবের নিকটে হৈলে অপরাধান্বিত।
না করেন তারে ক্ষমা কৃষ্ণ কদাচিত॥
শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিরস-গ্রাহকাতিশয়।
মহা অবতার প্রিয় পরম নিশ্চয়॥
ত্রিপুরেশ্বরেরে শিব বর কৈলা দান।
সুধারসকূপ তার পুরে বিদ্যমান॥

অশক্ত ত্রিপুর-ভেঙ্গে শঙ্কর হইলা।
গাবীরূপে সুধা পিয়া নিস্তার করিলা॥
বৃকাসুরে বর দিলা—যার শিরে হস্ত—।
দিবেক, ফুটিয়া যাবে শীঘ্র তার মস্ত॥
পরে শিরে হস্ত দিতে হৈল ধাবমান।
শিবের পশ্চাতে, শিব হৈলা ব্যস্থবান্॥
বহুস্থান ভ্রমি গেলা বৈকুণ্ঠভুবনে।
তাহা বিনাশিলা হরি করিয়া মোহনে॥
রাবণেরে দিলা বল পরাক্রম সত্ব।
কৈলাস-চালনে সেই হইল প্রবর্ত্ত॥
শ্রীরাম-রূপেতে তারে বধি ভগবান্।
সঙ্কট হইতে শিবে করিলেন ত্রাণ॥
বাক্যরূপামৃতে তাঁরে হর্ষিত করিলা।
মমতুল্য তিরস্কার তাঁরে নাহি দিলা॥
আপনার অন্তরঙ্গ সদ্ভক্তি-নিচয়।
তাহাতে হইয়া বশ কৃষ্ণ অতিশয়॥
শিবের মাহাত্ম্য ভব-বিস্তার-কারণ।
শ্রীপরশুরাম-রূপে কৈলা আরাধন॥
সমুদ্রমন্থন-কালে কৃষ্ণচন্দ্র ছিলা।
তথাপিহ বিষভয় দূর না করিলা॥
শিবের মাহাত্ম্য অতি করিতে খ্যাপন।
প্রজাপতিগণ-দ্বারা কৈলা আনয়ন॥
ঘোর বিষ শিব-দ্বারা পান করাইলা।
কণ্ঠদেশে নীলবর্ণ শোভা অতি দিলা॥
অভিষিক্ত কৈলা মহামহিমার ধারে।
এই কথা সুব্যক্ত নাহিক কোথাকারে?॥
রুদ্র-বিষয়েতে হরি দয়ালু হয়েন।
সকল পুরাণ গান সর্ব্বত্র করেন॥
তুমিও জানহ ইহা—করনা স্মরণ।
আর সুবিস্তর ইহা কি কব কথন॥
যদ্যপি শ্রীব্রহ্মা রজোগুণে অবতার।
সৃষ্টিকর্ত্তা—যাঁর মুখে বেদের প্রচার॥
তথাপি শ্রীকৃষ্ণভক্তিরস-সুধাময়।
দেহ তিঁহ তেঁই হেন করেন বিনয়॥
শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তির এই গুণ সর্ব্বদায়।
অন্ত হৈতে দীনবোধ আপনা করায়॥
এত শুনি নারদ গুরুরে প্রণমিয়া।
কৈলাস-গমন-হেতু উদ্যত হইয়া॥
এত দেখি নারদে কহেন ব্রহ্মা পুনঃ—!
ওহে বৎস পুত্র! আরো কহি কিছু শুন—॥
ভক্তিতে কুবের পুরে করি আরাধনে।
বশীভূত করিলেক রুদ্রে যত্নমনে॥
ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যেই কৈলাস পর্ব্বত।
কুবেরের অধিকার তাহাতে সর্ব্বতঃ॥
ঈশান-পালক-রূপে বসেন ঈশান।
উমার সহিত—অল্প-বিভব-সম্মান॥
কশ্যপাদি-আমাদের ভক্তি-বশীভূত।
কৃষ্ণ ভগবান্ যেন হইয়া প্রস্তুত॥
মমলোকে আর স্বর্গাদিতে নিবসেন।
উচিত লীলায় কৈলাসেতে শিব তেন॥
কিন্তু যেই শিবলোক হয়েত উপরি।
বায়ুপুরাণের মতে কহিয়ে বিস্তারি—॥
পৃথিবীর আবরণ যেই সপ্ত হয়।
তাহার বাহিরে মহাদেব-লোক রয়।
ব্রহ্মাণ্ডের মত নহে কদাপি নশ্বর।
আনন্দের পরিপাকরূপ নিত্যতর॥
মায়িক নহেত—সত্যরূপ সর্ব্বদায়।
শিবের উত্তম ভক্তে সেই লোক পায়।
সমান-মহিমা-শোভা-যুক্ত পরিবার।
গণে পরিবৃত—অতি ঐশ্বর্য্য-বিস্তার
ছত্র-চামরাদি অলঙ্কারেতে শোভিত।
দীপ্তিমান আছেন শ্রীউমার সহিত॥
নিজ ইষ্টদেবতা শ্রীদেব সঙ্কর্ষণ।
পূজিয়া না করে কিবা অদ্ভুতাচরণ॥
শ্রীকৃষ্ণাবতার শিবে তুমি শুদ্ধভক্ত।
অতএব তথা যাইবারে হও শক্ত॥
গমন করিয়া তথা করহ আশ্রয়।
সাক্ষাতে দেখিবে কৃষ্ণ-কৃপা যেন হয়॥
এইমত শ্রীনারদ হইয়া শিক্ষিত।
শিব কৃষ্ণ গান মুনি করি শ্রদ্ধান্বিত॥
কৌতুকে শ্রীশিবলোকে করিলা গমন।
লোকশিক্ষা লাগি মুনি আনন্দিতমন॥
শ্রীল-সনাতন-পদে করিয়া প্রণাম।
শ্রীজয়গোবিন্দ দাস মাগে প্রেমধাম॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে ভগবৎকৃপাভর-নির্দ্ধারখণ্ডে
দিব্যো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

এত শুনি নারদ গুরুরে প্রণমিয়া।
কৈলাস-গমন-হেতু উদ্যত হইয়া॥
এত দেখি নারদে কহেন ব্রহ্মা পুনঃ—।
ওহে বৎস পুত্র। আরো কহি কিছু শুন—॥
ভক্তিতে কুবের পূর্ব্বে করি আরাধনে।
বশীভূত করিলেক রুদ্রে যত্নমনে॥
ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যেই কৈলাস পর্ব্বত।
কুবেরের অধিকার তাহাতে সর্ব্বতঃ॥
ঈশান-পালক-রূপে বসেন ঈশান।
উমার সহিত—অল্প-বিভব-সম্মান॥
কশ্যপাদি-আমাদের ভক্তি-বশীভূত।
কৃষ্ণ ভগবান্ যেন হইয়া প্রস্তুত॥
যমলোকে আর স্বর্গাদিতে শিবসেন।
উচিত লীলায় কৈলাসেতে শিব তেন॥
কিন্তু যেই শিবলোক হয়েত উপরি।
বায়ুপুরাণের মতে কহিয়ে বিস্তারি—॥
পৃথিবীর আবরণ যেই সপ্ত হয়।
তাহার বাহিরে মহাদেব-লোক রয়॥
ব্রহ্মাণ্ডের মত নহে কদাপি নশ্বর।
আনন্দের পরিপাকরূপ নিত্যতর॥
মায়িক নহেত—সত্যরূপ সর্ব্বদায়।
শিবের উত্তম ভক্তে সেই লোক পায়॥
সমান-মহিলা-শোভা-যুক্ত পরিবার-।
গণে পরিবৃত—অতি ঐশ্বর্য্য-বিস্তার॥
ছত্র-চামরাদি অলঙ্কারেতে শোভিত।
দীপ্যমান আছেন শ্রীউমার সহিত॥
নিজ ইষ্টদেবতা শ্রীদেব সঙ্কর্ষণ।
পূজিয়া না করে কিবা অদ্ভুতাচরণ॥
শ্রীকৃষ্ণাবতার শিবে তুমি শুদ্ধভক্ত।
অতএব তথা যাইবারে হও শক্ত॥
গমন করিয়া তথা করহ আশ্রয়।
সাক্ষাতে দেখিবে কৃষ্ণ-কৃপা যেন হয়॥
এইমত শ্রীনারদ হইয়া শিক্ষিত।
শিব কৃষ্ণ গান মুনি করি শ্রদ্ধান্বিত॥
কৌতুকে শ্রীশিবলোকে করিয়া গমন।
লোকশিক্ষা লাগি মুনি আনন্দিতমন॥
শ্রীল-সনাতন-পদে করিয়া প্রণাম।
শ্রীজয়গোবিন্দ দাস মাগে প্রেমধাম॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে ভগবৎকৃপাভর-নির্দ্ধারখণ্ডে
দিব্যো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

তৃতীয় অধ্যায়

তৃতীয়ে তু শিবেনোক্তং স্বস্মাদ্বৈকুণ্ঠবাসিষু।
যথা কৃষ্ণকৃপাধিক্যং তেভ্যঃ প্রহ্লাদকে তথা॥ • ॥

শ্রীনারদ শিবলোকে করিয়া গমন।
দেখিলেন শিবে কৃষ্ণভাবাবিষ্ট-মন॥
করিয়া সঙ্কর্ষণদেবের অর্চ্চন।
করেন প্রেমের ভাবে নর্ত্তন-কীর্ত্তন॥
নন্দীশ্বর-আদি নিজ পারিষদ-চয়ে।
প্রীতে জয়শব্দ গীত-বাদ্য যে করয়ে॥
তাহাদের প্রতি শিব সন্তুষ্ট হয়েন।
সাধু সাধু বলি ভূয়ঃ প্রশংসা করেন॥
দেবী উমা শুনি পুন করতালী দেন।
তাঁহারে শ্রীমহাদেব প্রশংসা করেন॥
কৃষ্ণের ভক্তাবতার—দেব ত্রিলোচন।
তাঁর কার্য্য সদা—কৃষ্ণভক্তিপ্রবর্ত্তন॥
ব্রহ্মাহ বটেন শ্রীকৃষ্ণের অবতার।
তাঁহা হৈতে শ্রীশিবের মহিমা বিস্তার॥
নিজধর্ম্মনিষ্ঠ শতশত জন্মে জীবে।
আর বশিষ্ঠাদি মুনি ব্রহ্মত্ব পাইবে॥
কিন্তু কোনকালে জীব শিবত্ব না পায়।
এহেতু মাহাত্ম্যাধিক সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥
নারদ দেখিয়া শিবে অতি হৃষ্টমন।
বীণা বাজাইয়া তাঁরে কৈলা প্রণমন॥
'শ্রীকৃষ্ণের পরমানুগৃহীত আপনে।'
মুহুর্মুহু এই কথা গায়েন তখনে॥
ব্রহ্মার কথিত মহাদেবগুণগণ।
সুস্বর করিয়া সব করিলা কীর্ত্তন॥

নৃত্যের পরেতে রুদ্র-পাদপদ্ম-ধূলি -।
স্পর্শেচ্ছায় নিকটে আইলা হস্ত তুলি॥
তবে রুদ্র—বৈষ্ণব যাহার প্রিয়তর।
কৃষ্ণরসধার-পানে উন্মত্ত বিস্তর॥
নারদোক্ত বাক্য নাহি করিয়া শ্রবণ।
সমাদরে প্রশ্ন তাঁরে করেন তখন॥
আকর্ষিয়া আলিঙ্গন দিলা মুনিবরে।
ব্রহ্মপুত্র! কি কহিলা?—কহ ব্যক্ততরে॥
নৃত্যের কৌতুক ছাড়ি রুদ্র মহাশয়।
অল্প প্রিয়জনেতে আবৃত সে সময়॥
পার্ব্বতীর প্রাণনাথ বসি বীরাসনে।
রসে মগ্ন শ্রীবৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ-সম্ভাষণে॥
তবেত নারদমুনি অগ্রেতে হইলা।
রুদ্রষড়ঙ্গক পড়ি প্রণাম করিলা॥
জগতের ঈশরূপ মহিমা প্রকাশ।
করিলেন স্তব তারে—বিবিধ নির্য্যাস॥
কৃষ্ণকৃপা-সমূহের পাত্র মহাশয়।
ত্রিলোকেতে যার তুল্য কেহ নাহি হয়॥
এতেক শুনিয়া সর্ব্ববৈষ্ণবমূর্দ্ধন্য।
বিষ্ণুভক্তিপ্রবর্ত্তক মহাদেব ধন্য॥
কর্ণ আচ্ছাদন করি দেব পুনঃপুন।
সক্রোধ কহেন—ওহে মুনিবর! শুন॥
জগত-ঈশ্বর আমি নহি কদাচিত।
কৃষ্ণকৃপাস্পদ নাহি হইয়ে নিশ্চিত॥
কেবল কৃষ্ণের দাস-দাসের বিস্তর।
অনুগ্রহ কামনা করিয়ে নিরন্তর॥
এত শুনি মুনি হৈলা সম্ভ্রমেতে যুক্ত।
কৃষ্ণে ঐক্য-স্তুতি আর না করিলা উক্ত॥
অপরাধী আপনারে মানি মুনিবর।
কহিতে লাগিলা কিছু বাক্য অল্পস্বর—॥
বিষ্ণু আর বৈষ্ণবগণের সুমহিমা।
অত্যন্ত দুর্গম—আর নিগূঢ়ের সীমা॥
আপনি জানহ, আর যত জীবগণে।
জ্ঞাপন করাহ তুমি কৃপাবলোকনে॥
এইহেতু বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ গুণিতর।
তব অনুগ্রহ বাঞ্ছা করে নিরন্তর॥
শ্রীকৃষ্ণ আপনি তোমা প্রতি হৈয়া প্রীত।
অধিক মহিমা তব করে বিস্তারিত॥
কত-বার কত-বর কত মূর্ত্তি ধরি।
লৈলা কৃষ্ণ ভক্ত্যে তোমা আরাধনা করি॥
একথা শুনিয়া শিব হইল লজ্জিত।
ধৈর্য্য করিবারে হৈলা অশক্ত নিশ্চিত॥

'আমার সে ধার্ষ্ট্য না কহিবা কদাচন'।
এত কহি, শীঘ্রতর উঠিয়া তখন॥
দুইহস্তে নারদের মুখ আচ্ছাদন।
করিলেন মহাদেব হইয়া বিমন॥
ততঃপরে উচ্চৈস্বরে হৈয়া সবিস্ময়।
কহে—ওহে মুনি! ভাবি দেখহ বিষয়॥
প্রভুর লীলার যেই হয়ত বৈভব।
বিতর্কে না বোধ হয় তার এক-লব॥
বিচিত্র পরমাশ্চর্য্য বিবিধ গম্ভীর।
মহিমা-সমুদ্র মদীশ্বর প্রভু ধীর॥
করিলেহ অপরাধ নানান প্রকারে।
না করেন কৃষ্ণদেব উপেক্ষা তাহারে॥
বরদান-আদি নিজ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ।
করিলাম অপরাধ নিজ প্রভু-পাশ॥
তথাপিহ ত্যাগ মোরে প্রভু না করিলা।
অদ্যাপি আপন ভক্তি আমাতে রাখিলা॥
কৃষ্ণভক্তিরসে-মগ্ন-শিব-পাদদ্বয়।
ধরিয়া আনন্দে মুনি স্তবন করয়—॥
নাহি হয় অপরাধ অচ্যুতে তোমার।
লোকদৃষ্টে যদি হয় কখনো প্রচার॥
তাহাও অচ্যুতে নাহি হয় সে প্রচার।
যেহেতু পরম প্রিয় তুমি হও তাঁর॥
বাণরাজ নিজবাহুবলে অহঙ্কারী।
সাধুসকলের বহু উপদ্রবকারী॥
নিজকন্যা-উষা-সহ দেখি অনিরুদ্ধে।
মায়া প্রকাশিয়া যবে করিলেক রুদ্ধে॥
গণসহ কৃষ্ণ আইলা করিতে উদ্ধার।
বহু যুদ্ধ কৈল বাণ সহিত তাঁহার॥
হতপ্রায় যখন হইল রাজা বাণ।
দেখিয়া আপনি তারে হয়্যা কৃপাবান্॥
নিজভক্ত পুত্রতুল্য—পালিতে সে জন।
প্রাণরক্ষা-হেতু তার—হরির স্তবন॥
করিলা, তাহাতে রোষ ত্যজি সেইক্ষণে।
নিজ স্বরূপত্বদান করি প্রীতিমনে॥
তোমার পার্ষদ তারে করিলা শ্রীহরি।
দেবগণ যাহা নাহি পায় তপ করি॥
গার্গ্য-আদি যেই যাদবাদি-দ্রোহকারী।
করিল সে নানামত তপস্যা তোমারি॥
তাহাদিগে নিশ্ছিদ্র করিলা বরদান।
এহেতু না হয় তব অপরাধ-ভাণ॥
গার্গ্যে বর দিলা—পুত্র তোমার জন্মিবে।
যদুকুল-ভয়োৎপন্ন সেই ত করিবে॥

যদুকুলঘাতী পুত্র হইবে তোমার।
এইমত বর নাহি দিলা প্রতি তার ॥
পার্থ-ভিন্ন পাণ্ডবে জিনিবে একবার।
জয়দ্রথে বর দিলা এমত-প্রকার ॥
সুদক্ষিণে বর দিলা অগ্নি-অভিচার।
অব্রহ্মণ্য-প্রযোজিত ইষ্ট সাধিবার ॥
এ আদি যে বর দিলা—বিশেষ তাহার।
শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে আছয়ে প্রচার ॥
চিত্রকেতু-আদি যেই বিচার-বিহীন।
শেবাদি-আশ্রিত—শিবতত্ত্বজ্ঞানে দীন ॥
যদ্যপি তোমার নিন্দা তাহারা করিল।
তব কোপ তথাপি তাহাতে না হইল ॥
তাঁহা হৈতে শ্রেষ্ঠত্বের বাঞ্ছা তুমি করি।
কৃষ্ণপ্রীতি লাগি পূজা করিলা বিস্তরি ॥
চাতুর্য্যবিশেষে কৃষ্ণভক্ততাবিশেষে।
প্রার্থনা করিয়া বর লইলা অশেষে ॥
ব্রহ্মাদির প্রার্থনীয় যেই মুক্তিদান।
তাতে অধিকার শ্রীল প্রভু ভগবান্ ॥
দান কৈলা আপনারে আর ত দুর্গারে।
এহেতু কৃষ্ণের কৃপা তোমা প্রতি সারে ॥
ব্রহ্মাদি দেবের যেই দুষ্প্রাপ্য আশ্চর্য্য।
থাকিতেহ এতাদৃশ তোমার ঐশ্বর্য্য ॥
আর আত্মসুখ সব করি অনাদর।
অবধূত-মত বিষ্ণুভাবাবিষ্টতর ॥
মহা-উন্মাদিত-প্রায় হইয়া দিগম্বর।
কেবা নৃত্য করে পত্নী-সহ-সহচর ॥
কৃষ্ণভক্তিলম্পটতা—মহিমা অদ্ভুত।
তোমার হইল আজি মোর অনুভূত ॥
কৃষ্ণের পরম প্রিয় নিত্য সে আপনি।
ইহার সন্দেহ মাত্র আর নাহি গণি ॥
কৃষ্ণের নিঃশেষে কৃপা তোমাতে যে হয়।
আর কি কহিব—তাহা কথন-অত্যয় ॥
তোমার প্রসাদে দশ-প্রচেতাদিগণ।
পাইল কৃষ্ণের প্রিয় প্রেমাস্পদ ধন ॥
জনশর্ম্মা-আদি পার্ব্বতীরো প্রসাদেতে।
হইল কৃষ্ণের প্রিয়—খ্যাত পুরাণেতে ॥
যশোদার গর্ভজাত যেই মহামায়া।
তাঁর সহ অভেদ—অম্বিকা তব জায়া ॥
কৃষ্ণের ভগিনী ঞিহ—স্নেহপাত্র হন।
তাতে আত্মারাম তুমি না কর ত্যজন ॥
বিচিত্র কৃষ্ণের যেই নামসংকীর্ত্তন।
আর লীলাকথার উৎসবে সর্ব্বক্ষণ ॥
এই পার্ব্বতীর করি সন্তোষিত মন।
বিষ্ণুভক্ত-সঙ্গসুখ করহ ভজন ॥
নারদ হইতে হৈল যবে এত উক্ত।
স্বস্তুতিশ্রবণে শিব হৈয়া লজ্জাযুক্ত ॥
বৈষ্ণবসকলমধ্যে শিব শ্রেষ্ঠতর।
বিষ্ণুভক্ত নারদেরে কহেন উত্তর—॥
অহো মহৎকষ্ট—আর কি কব বচন।
ত্যক্ত-সর্ব্ব-অভিমান হে ব্রহ্মনন্দন! '
অভিমান-সকলের মূল—কোথা আমি।
কৃষ্ণভক্ত সর্ব্ব-অভিমানগণ-স্বামী ॥
অতএব কৃষ্ণধন আমার সম্বন্ধ।
কদাপিহ নাহি হয় ঘটন নির্ব্বন্ধ ॥
'লোকের ঈশ্বর জ্ঞানদাতা আর জ্ঞানী।
স্বয়ং মুক্ত মুক্তিপ্রদ আপনাকে মানি ॥
বিষ্ণুভক্ত ভক্তিপ্রদ—শ্রেষ্ঠ কৃপাপাত্র।
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আমি হই প্রিয়মাত্র ॥'
ইত্যাদিক যত অহঙ্কারেতে আবৃত।
মহা-অভিমানী আমি—কি কব বিবৃত ॥
অতএব শ্রীকৃষ্ণের কৃপার লক্ষণ।
আমাতে কিঞ্চিত নাহি—কি কব কথন ॥
সকলের গ্রাসকারী ঘোর মহাকাল।
সমাগত হবে যবে অত্যন্ত বিশাল ॥
অশেষ জগতজন-সংহার-স্বরূপ।
নিজ প্রয়োজন যেই তমসাদি রূপ ॥
আমাদের যে দুষ্কর্ম্মানুসন্ধান করিয়া।
লজ্জাযুক্ত হইতেছি এখনো ভাবিয়া ॥
পরম উপেক্ষা তাঁর আমাতে বিশেষ।
যদ্যপি থাকিত মোর কৃষ্ণকৃপালেশ ॥
যবে কৃষ্ণ পারিজাত করিলা হরণ।
তবে কি আমার সহ হইত সে রণ ॥
আর অনিরুদ্ধ যবে উষার সহিত।
চৌর্য্যেতে মিলিলা, বাণ হইয়া জ্ঞাপিত— ॥
বান্ধিলা তাঁহারে, কৃষ্ণসহ সেইক্ষণে—।
কদাপিহ না হইত আমার সে রণে ॥
আমা দাসে করিত কি প্রভু আরাধন।
লোকে যেই পরমোপহাসের কারণ ॥
কিম্বা তাঁর মনে ছিল গূঢ় ক্রোধভর।
সেহেতু আমার কৈল আরাধনতর ॥
তাহাতে সঙ্কোচ মোরে করিলা প্রদান।
যদ্দারা পরম দুঃখ হৈল উপাদান ॥
এহেতু যে বহুবার বর বহুতর।
আমাহৈতে করিলেন গ্রহণ বিস্তর ॥

তাহা নহে কৃপার লক্ষণ মুনি! শুন— ।
সেই শ্রেষ্ঠ উপেক্ষার জ্ঞাপক নিপুণ ॥
ইহাতে দেখহ মম অপরাধগণ ।
ক্ষমা নাহি করেন গোবিন্দ কদাচন ॥
আর যবে নমুচি-নামেতে মহাসুর ।
ত্রিভুবন অধিকার করিল প্রচুর ॥
ইন্দ্রাদির তাপ দেখি ব্রহ্মা-সহ আমি ।
ক্ষীরোদের তীরে স্তবিলাম লক্ষ্মীস্বামী ॥
তবে দেব অসুরেরে অনাচারী করি ।
মারিবার তরে কহিলেন মমোপরি— ॥
কল্পিত আগম তুমি করি তাহা-দ্বারে ।
আমা হৈতে বিমুখ করহ সবাকারে ॥
থাকিলে আমার প্রতি কৃষ্ণকৃপালেশ ।
না করিতা আমা প্রতি এমত আদেশ ॥
আমাদের মুক্তিদানে অধিকার হয় ।
তুমি যে কহিলা মুনি! হৈয়া হৃষ্টাশয় ॥
সে অতি দারুণ—ভক্তিবিরোধী কারণ ।
যাহার শ্রবণে দুঃখী হয় ভক্তগণ ॥
এইহেতু শ্রীকৃষ্ণের কৃপার আস্পদ ।
কদাচ আমারে নাহি জানিহ নারদ! ॥
হে কৃষ্ণপার্ষদ শ্রেষ্ঠ!—কি কহিব আর ।
বৈকুণ্ঠবাসির প্রতি তাঁর কৃপা সার ॥
তৃণতুল্য সকল যাঁহারা ত্যাগ করি ।
আরাধনা করিলা ভক্তিতে প্রিয় হরি ॥
সাধনপ্রভাবে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মুক্তি ।
অণিমাদিসিদ্ধি হৈল উপস্থিত যুক্তি ॥
গ্রহণ থাকুক দূরে, হৈয়া ভক্তিপর ।
চক্ষুকোণকটাক্ষেতে না কৈলা আদর ॥
সচ্চিদানন্দরূপ বৈকুণ্ঠ—গুণাতীত ।
নিত্য সত্য ধাম—সব-ভয়-বিবর্জিত ॥
ত্যক্ত-সর্ব্ব-অভিমান সেই ভক্তগণ ।
সেই নিত্য বৈকুণ্ঠেতে করিলা গমন ॥
সে-স্থলে সচ্চিদানন্দ-দেহ যেই সব ।
স্বীকার না করে প্রাপ্ত পরম-বৈভব ॥
অনায়াসপ্রাপ্ত মুক্তি স্বীকার না করে ।
ভগবান্-সহিত সন্তোষেতে বিহরে ॥
হরির ভক্তিতে সদা সন্তুষ্ট-মানস ।
তাহাদের সুখময় সব দিগ দশ ॥
কর্ম্মজ্ঞানাসক্তি-বিঘ্ন হইতে রক্ষণ ।
করেন ভক্তিরে আনুকূল্যেতে বর্দ্ধন ॥
সর্ব্ববিঘ্ন হৈতে রক্ষা করে ভক্তগণে ।
বাড়ায়েন ভক্তি—উদ্দীপন-সম্পাদনে ॥

নিজেচ্ছায় সর্ব্বত্রেতে করেন গমন ।
নাহি হন কর্ম্ম-বশীভূত কদাচন ॥
এমত যদ্যপি হয় শ্রীবৈকুণ্ঠধাম ।
তবে কেন বৃক্ষ-হংস-শুকাদি বিশ্রাম? ॥
এই আশঙ্কায় কহে—মুক্তসকলেরে ।
উপহাস করেন বৃক্ষাদি-যোনি ধ'রে ॥
অর্থাৎ ভজন-মহাসুখ করি ত্যাগ ।
অতি তুচ্ছ মুক্তিতে কিহেতু অনুরাগ? ॥
এই মনে করি—ধরি বৃক্ষাদি-শরীর ।
ভজন করেন হরিপদাম্বুজ ধীর ॥
কমলা-সেবিত নিত্য শ্রীপাদকমল ।
সাক্ষাৎ করেন হরিদর্শন বিমল ॥
করেন সে নিত্য ক্রীড়া হরির সহিত ।
আমরা দেখিয়ে ভাগ্যোদয়ে কদাচিত ॥
এহেতু তাঁহারা কৃষ্ণকৃপার বিষয় ।
অধিক জানিহ—ইথে নাহিক সংশয় ॥
বৈকুণ্ঠলোকেতে নিত্য তদীয় সকলে ।
হরির যতেক কৃপা আছয়ে বিমলে ॥
হেন কৃপা কোন স্থানে নাহি কারো'পর ।
যাতে মহাহর্ষেতে অশ্রান্ত নিরন্তর ॥
সংকীর্ত্তন-নৃত্য-গীত-পরিচর্য্যাদিতে ।
প্রেমভক্তি বিনা অন্য নাহি কদাচিতে ॥
আশ্চর্য্য পরমানন্দ-রসসিন্ধু তাঁর ।
মহিমা অদ্ভুত—সাধ্য কার বর্ণিবার ॥
স্বীয়-স্বরূপানুভব—ব্রহ্মানন্দ যেই ।
যে কণার অর্দ্ধ-অংশে সম নহে সেই ॥
সেই ত বৈকুণ্ঠ, আর তদীয় সকল ।
আর বৈকুণ্ঠের যত বস্তু সুনির্ম্মল ॥
সকল কৃষ্ণের পাদপদ্মের আশ্রয় ।
পরম প্রেমের অনুকম্পিত সে হয় ॥
আমা হ'তে অধিক তাদৃশ কৃপাপাত্র ।
শ্রীবৈকুণ্ঠনিবাসিসকল জান মাত্র ॥
সর্ব্ববিলক্ষণ মহা-উৎকর্ষ-বিষয় ।
যাঁহাদের মাহাত্ম্য বর্ণন নাহি হয় ॥
পঞ্চভূত-দেহ—মর্ত্ত্যলোকবাসী যেবা ।
কৃষ্ণভক্তিরসিক করয়ে কৃষ্ণসেবা ॥
তাঁহারাহ আমা হৈতে হন শ্রেষ্ঠতর ।
নমস্ত হয়েন আমাসভার বিস্তর ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণপদ্মে অর্পিতাত্মমন ।
মর্ত্ত্যলোকবাসী যেই হন ভক্তগণ ॥
কৃষ্ণপ্রেম-লাভ-আশে করিলা ত্যজন— ।
অর্থ ধন জন পুত্র কলত্র জীবন ॥

ইহলোক-সুখ, আর ধন-উপার্জ্জন।
পরলোক-সুখভোগ ধর্ম্ম-আচরণ॥
সাধ্য-সাধনাদি করি যত কার্য্য হয়।
কিছুতে নাহিক বাঞ্ছা মাত্র সমুদয়॥
জাতি-বর্ণ-আশ্রমের যেই ধর্ম্মাচার।
তাহার অধীন নহে,—অতিক্রান্ত তার॥
জন্মের গ্রহণ যেইকালে জীব করে।
দেব-ঋষি-পিতৃ-ঋণে বদ্ধ হয় নরে॥
যজ্ঞে দেব-ঋণ, ঋষি-ঋণ অধ্যয়নে।
মুক্ত হয় পিতৃ-ঋণে—পুত্র-উৎপাদনে॥
যদি এই তিন ঋণে নির্ম্মুক্ত না হয়।
একারণ বেদমার্গ-অতিক্রান্ত রয়॥
হরিপাদপদ্ম-ভক্তিবলে ত নিশ্চয়।
ঋণত্রয়-আদি হৈতে সে অকুতোভয়॥
এমতে ভক্তের কর্ম্মে নহে অধিকার।
পাপাদির অভাবেতে—ভয় নাহি তার॥
বিষ্ণুসারূপ্যাদি কিছু বাঞ্ছা নাহি করে।
তাঁর ভক্তিরসেতে লম্পট যেই নরে॥
ব্রহ্মলোক-আদি যেই বিষয়ের ভোগ।
নির্ব্বাণের সুখ-আদি মানে হেয়-যোগ॥
স্বর্গ-মুক্তি-নরকেতে দেখয়ে সমান।
তাঁরা মোর বড় প্রিয়—যেন ভগবান্॥
সেই সব ভক্তসহ আমার মিলন।
পরম প্রার্থনা আমি করি সর্ব্বক্ষণ॥
সেই সব ভক্তের হয় যেই স্থানে স্থিতি।
সে-ই সে বৈকুণ্ঠলোক—নিঃসংশয় ইতি॥
কৃষ্ণভক্তিসুধাপানে হইয়া উন্মত্ত।
দেহ-দৈহিকাদি কার্য্য-বিস্মরণ-তত্ত্ব॥
মর্ত্ত্যলোকবাসিভক্তগণের স্বরূপ।
প্রাকৃতিক দেহেতে সচ্চিদানন্দরূপ॥
মর্ত্ত্যলোকে যদ্যপি সকল সিদ্ধি হয়।
বৈকুণ্ঠ বৈকুণ্ঠবাসী কিবা শ্লাঘ্য রয়?॥
কহিছেন এ লাগি—সাক্ষাৎ ক্রীড়া সব।
বিষ্ণুসহ হয় ত বৈকুণ্ঠে অনুভব॥
চিত্তে আবির্ভাব ধ্যানে হয় কদাচিত।
অন্তর্দ্ধান হৈলে ভক্ত হয় ত দুঃখিত॥
বিচিত্র-বিলাস লক্ষ্মীকান্তের সহিত।
শ্রীবৈকুণ্ঠলোক বিনা না হয় বিদিত॥
অতএব বৈকুণ্ঠনিবাসি-ভক্তগণ।
কৃষ্ণের পরম প্রিয়—দয়াবান্ হন॥
অপ্রাপ্ত-বৈকুণ্ঠ বিষ্ণুভক্ত যত নর।
তাহা হৈতে আর আমা হৈতে শ্রেষ্ঠতর॥

ততঃপর পার্ব্বতী স্ব-স্বামির কথিত।
মহালক্ষ্মীদেবীর মাহাত্ম্য-বিবর্জ্জিত॥
শুনিয়া সহিতে নাহি পারিয়া পার্ব্বতী।
ক্রোধ করি কহিছেন নারদের প্রতি—॥
তার মধ্যে বিশেষ শ্রীলক্ষ্মীদেবী হন।
'হরিপ্রিয়া'-নাম যাঁর প্রসিদ্ধ ভুবন॥
যতেক বৈকুণ্ঠবাসী, বৈকুণ্ঠে যে আর।
সকলের ঈশ্বরী—নিশ্চিত শুন সার॥
যাঁহার কটাক্ষপাত হৈলে উপপত্তি।
লোকপাল ইন্দ্রাদির হয় ত সম্পত্তি॥
জীবেশ্বর-তত্ত্বজ্ঞান, আর হরিভক্তি।
ভোগ-মোক্ষাদিতে যেবা হয় ত বিরক্তি॥
হইলে যাঁহার অনুগ্রহ সুপ্রকাশে।
হয় ত জীবের শীঘ্র সিদ্ধ অনায়াসে॥
তোমরা সকলে ভজমান সমাদরে।
সমুদ্রমন্থনকালে যিঁহ হেলা করে॥
আত্মারাম পূর্ণকাম নিরপেক্ষ-মন।
হরি করি আরাধন করিলা বরণ॥
সম্পত্তির অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীর চাঞ্চল্য।
জগতের মধ্যে আছে সর্ব্বত্র প্রাবল্য॥
তিঁহ মহালক্ষ্মীর হয়েন অবতার।
সে চাঞ্চল্যদোষ কিবা তিঁহাতে প্রচার?॥
এই আশঙ্কায় কহিছেন—স্থিরমতি।
হরি-বক্ষে মনোহরে করেন বসতি॥
যেই-যেই অবতার করেন শ্রীহরি।
লক্ষ্মী সহায়িনী তাঁর হন অবতরি॥
নিরন্তর সর্ব্বত্র হরির সহ রমা।
পতিব্রতাসকলের হয়েন উত্তমা॥
এতেক শুনিয়া মুনি পরম হর্ষিত।
বিবশ হইলা—মন অত্যন্ত ক্ষোভিত॥
সেইকালে পৃথিবীতে কৃষ্ণ-অবতার।
দ্বারকাতে নানা লীলা করেন প্রচার॥
তাহা বিস্মরণ মুনি হইয়া তখনে।
হইলেন উদ্যত শ্রীবৈকুণ্ঠগমনে॥
'জয় শ্রীকমলাকান্ত হে বৈকুণ্ঠপতি!।
জয় শ্রীবৈকুণ্ঠবাসী, বৈকুণ্ঠ জয়তি॥
জয় কৃষ্ণপ্রিয়া পদ্মা—বৈকুণ্ঠাধীশ্বরী।'
এইবাক্য মুনিবর কহে উচ্চ করি॥
করিবারে মহালক্ষ্মীদেবীর স্তবন।
বৈকুণ্ঠে গমন লাগি উঠিলা তখন॥
বুঝিয়া শ্রীমহাদেব ধরি মুনিকরে।
নিষেধি বৈকুণ্ঠগতি কহিছেন পরে—॥

কৃষ্ণের পরম-প্রিয়জন আলোকন—।
ঔৎসুক্যেতে বিনাশিত তোমার স্মরণ ॥
সেই মহালক্ষ্মী, আর শ্রীহরি আপনে।
তুমে দ্বারকায় বৈসে—নাহি কি স্মরণে ? ॥
মহালক্ষ্মী দেবী স্বয়ং হয়েন রুক্মিণী।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ বিরাজেন তিনি ॥
শ্রীবামন-নিকটে দেব্যাদি লক্ষ্মী যাঁরা।
এই মহালক্ষ্মীর হয়েন অংশ তাঁরা ॥
পরিপূর্ণ মহালক্ষ্মীদেবী শ্রীরুক্মিণী।
নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জনিষেবিণী ॥
সেইহেতু বৈকুণ্ঠে গমন ত্যাগ কর।
এই স্থানে ক্ষণকাল বৈস মুনিবর ! ॥
অত্যন্ত রহস্য তব কর্ণেতে কহিব।
অনেকের মধ্যে কথা নাহি প্রকাশিব ॥
মহালক্ষ্মী হৈতে প্রিয় কৃষ্ণের কহিব।
তাহে তাঁর প্রিয়সখী পার্ব্বতী কহিব ॥
অতএব তোমারে কহিব সংগোপনে।
শ্রদ্ধা করি মুনিবর ! শুন একমনে ॥
তব তাত ব্রহ্মা, আমি, গরুড়াদি সার।
বৈকুণ্ঠপার্ষদ যত, মহালক্ষ্মী আর ॥
সকল হইতে কৃষ্ণভক্ত প্রিয়তর—।
প্রহ্লাদ হয়েন খ্যাত জগত-ভিতর ॥
ভগবদ্বচন কিবা হৈলা বিস্মরণ।
শ্রীমদ্ভাগবতে যাহা কৈলা অধ্যয়ন ? ॥

তথাহি (ভাঃ ৯ । ৪ । ৬৪) ভগবদ্বাক্যম্—

নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।
শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা ॥ • ॥

যাহাদের আমি সে পরমগতিময়।
বিনা সেই মম সাধু-ভক্ত-সমুদয় ॥
আপনার শ্রীমূর্ত্তিরে না করি বাঞ্ছন।
মহালক্ষ্মীদেবীরেহ,—এ কৃষ্ণবচন ॥
হে নারদ। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ যেই।
আমি-ব্রহ্মাদি-দেবের জন্মহেতু সেই ॥
নিজভক্তসকলের আহ্লাদকারক।
অনির্ব্বাচ্য যে সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-ধারক ॥
ভক্তগণ হৈতে হেন শ্রীমূর্ত্তি আপন।
আদরের বিষয় কৃষ্ণের নাহি হন ॥
সে সব ভক্তের স্তব করিতে কে শক্ত।
সেই-সব-মধ্যেতে প্রহ্লাদ প্রিয় ভক্ত ॥
সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ কহিলা আপনি—।
'সর্ব্বভক্তগণমধ্যে শ্রেষ্ঠ তোমা গণি ॥

তথাচ সপ্তমস্কন্ধে (ভাঃ ৭। ১০। ২১)—

ভবন্তি পুরুষা লোকে মদ্ভক্তাস্ত্বামনুব্রতাঃ।
ভবান্মে খলু ভক্তানাং সর্ব্বেষাং প্রতিরূপধৃক্ ॥ • ॥

শ্রীমুখে শ্রীপ্রহ্লাদের করিলা ব্যাখ্যান।
অতএব হয়েন অতর্ক্য-ভাগ্যবান্ ॥
আমি-ব্রহ্মা-আদি করি, মহালক্ষ্মী আর।
সর্ব্বহৈতে শ্রেষ্ঠমত সৌভাগ্য তাঁহার ॥
হিরণ্যকশিপু যবে হৈল বিদারণ।
যার প্রতি যত কৃপা—বিদিত তখন ॥
প্রহ্লাদের প্রতি অতি সন্তোষ-অন্তর।
হইলা উদ্যত দিতে বিষ্ণু মুক্তি-বর ॥
চাহিয়া নিলেন ভক্তি পুনঃপুনর্ব্বার।
সেই প্রহ্লাদেরে আমি করি নমস্কার ॥
দেবতাগণের স্বর্গ, দৈত্যের পাতাল।
ব্রহ্মাকৃত এ নিয়ম আছে সর্ব্বকাল ॥
বলি তাহা লঙ্ঘি কৈল স্বর্গ অধিকার।
গুরুর নিদেশ নাহি করে অঙ্গীকার ॥
আপনার বাক্য সত্য করিবার তরে।
শ্রীবামনে তিনপদ-ভূমি দান করে ॥
সেই ফলে বিষ্ণু কিবা দ্বারপালে তার।
সত্য বস্তু না মিলে অসত্য হৈতে কার ॥
না করিলা মোর স্তবে বাপের রক্ষণ।
কেবল সে প্রহ্লাদের সম্বন্ধলক্ষণ ॥
কি আর মহাত্ম্য তাঁর কহিব বিস্তরি।
প্রিয়সখী লক্ষ্মীর আছেন এথা গৌরী ॥
লক্ষ্মী হৈতে প্রহ্লাদের শুনিলে মহিমা।
হইবেক তাঁমার সে ক্রোধের অসীমা ॥
অতএব সংক্ষেপেতে হইল কথিত।
প্রহ্লাদের মাহাত্ম্য পরম সুনিশ্চিত ॥
গর্ভস্থ ছিলেন যবে প্রহ্লাদ, তখন।
তব উপদেশে ভক্তি করিলা গ্রহণ ॥
তথাপি তাঁহার সহ হৈলে তব সঙ্গ।
অত্যন্ত পাইবে সুখ—প্রফুল্লিত অঙ্গ ॥
অতএব সুতলেতে করিয়া গমন।
প্রহ্লাদেরে আশীর্ব্বাদে করিবে বর্দ্ধন ॥
আপনি প্রথমে তাঁরে করি আলিঙ্গন।
আলিঙ্গন আমার কহিবে ততঃক্ষণ ॥
এমত সজ্জনে কেন না কর প্রণতি।
এই আশঙ্কায় কহিছেন গৌরীপতি—॥
প্রহ্লাদ হয়েন শ্রেষ্ঠ সজ্জন-আবহে।
আমাদের প্রণাম-স্তবন নাহি সহে ॥

এহেতু অসাবধান না হবে কখন।
তাঁর সহ যদি কর সুখ-ইচ্ছা মন॥
তোমার প্রণাম-স্তবে মনে দুঃখ হবে।
আলাপ-দর্শনে সুখ নাহি পাবে তবে॥
শ্রীল সনাতনগোস্বামীর পদে আশ।
চাহে ভক্তি শ্রীজয়গোবিন্দ বসুদাস॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে ভগবৎকৃপাভর-নির্দ্ধারখণ্ডে
প্রপঞ্চাতীতো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

চতুর্থ অধ্যায়

চতুর্থে স্বস্য মাহাত্ম্যমাক্ষিপ্যোক্তং হনূমতঃ।
প্রহ্লাদেন যথা তদ্বৎ পাণ্ডবানাং হনূমতা॥ * ॥

এই সব বৃত্তান্ত শ্রীশিবমুখে শুনি।
প্রহ্লাদ-দর্শনে হৈলা সকৌতুক মুনি॥
মন-রূপ-বাহনেতে করি আরোহণ।
অতিশীঘ্র সুতলেতে করিলা গমন॥
ধাবমান আত্যন্তিক-ব্যগ্রযুক্ত মন।
অসুরের পুরে হৈলা প্রবিষ্ট তখন॥
হরিপাদপদ্ম-ধ্যানে প্রেমাসক্ত-মন।
শ্রীবৈষ্ণবগণশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ সজ্জন॥
ধ্যানেতে দেখিয়া শ্রীনারদ-আগমন।
দূরে হৈতে উঠিয়া করিলা প্রণমন॥
অতিযত্নে বসাইয়া কাষ্ঠের আসনে।
পূর্ব্বমত নানাবিধ করিলা পূজনে॥
সেই পূজা পরিহরি সংভ্রম-অন্তরে।
দুনয়নে অশ্রুধারা বর্ষে হর্ষভরে॥
আলিঙ্গন দিয়া প্রহ্লাদেরে মুনিবর।
কহিতে লাগিল কিছু প্রহ্লাদে সত্বর—॥
কৃষ্ণকৃপাসমূহের পাত্র সে আপনি।
দেখিলাম বহুদিন-অন্তরে এখনি॥
প্রয়াগ-অবধি যত ভ্রমণের শ্রম।
এতদিনে সফল হইল অনুক্রম॥
বাল্য হৈতে বিশুদ্ধা শ্রীকৃষ্ণভক্তি যার।
জন্মিল,—নাছিল পূর্ব্বে কুত্রাপি প্রচার॥
তব পিতা বহু কৈল মারণ-উপায়।
উপদ্রববিয়রূপ দারুণ, তাহায়॥
কিছুই তোমার নাহি করিবারে পারে।
বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠের বিঘ্ন নাহি কোথাকারে॥
তব ভক্তি প্রভাবেতে যত দৈত্যগণ।
হৈল ভাগবত—করি দর্শন-স্পর্শন॥
কৃষ্ণেতে আবিষ্ট—উন্মত্তের তুল্য ক্ষণে।
করি নৃত্য গীত কম্প হাস্য সে রোদনে॥
জন্ম-মরণাদি একবিংশতিপ্রকারে।
ন্যায়শাস্ত্র-উক্ত যেই দুঃখ এ সংসারে॥
সেই সব হৈতে লোকে করিয়া উদ্ধার।
ভক্তি বিস্তারিয়া দিল হর্ষ সবাকার॥
নৃসিংহরূপেতে কৃষ্ণ সমুদ্রের তীরে।
আবির্ভূত হইয়া তোমারে ক্রোড়ে করে॥
মাতার সমান স্নেহ করি তোমা'পর।
করিলেন নানাবিধ লালন বিস্তর॥
ব্রহ্মা-শিব-আদি করিলেন বহু স্তব।
কোপ সম্বরণ তবু না হৈল সম্ভব॥
লক্ষ্মী স্তব করিলেন অনেকপ্রকার।
তাঁর প্রতি নাহি হ'লে আদর-প্রচার॥
ব্রহ্মার প্রার্থনে তুমি পাদপদ্মমূলে।
পতিত হইলা,—স্বয়ং প্রভু তোমা তুলে॥
হস্তপদ্ম তোমার মস্তকোপরি ধরি।
চাটিতে লাগিল অঙ্গ কৃপায় নৃহরি॥
ব্রহ্মাদির প্রার্থনীয় মুক্তিপদ যারে।
অত্যন্ত আগ্রহে হরি লাগিলা দিবারে॥
তথাপি তাহারে তুমি হেলে ত্যাগ করি।
হরিভক্তি জন্মেজন্মে বর নিলা বরি॥
শ্রীনৃসিংহস্তবে তুমি করিলা কামনা—।
ভক্তি-প্রবর্ত্তনে উদ্ধারিবে জগজনা॥
তাহ দেখি প্রভুপ্রীতি—পৈতৃক স্বরাজ্য।
স্বীকার করিয়া বিষ্ণুধ্যান-পরকার্য্য॥
একদিন তুমি দেখিবারে নারায়ণ।
নৈমিষারণ্যেতে যবে করিলা গমন॥

তথায় দেখিলা এক অপরূপ নর।
তপস্বির বেশ—কিন্তু হস্তে ধনুঃশর॥
বিরুদ্ধ-আচার-বেশ দেখিয়া তাঁহার।
জানিলা আপনে তাহে দাম্ভিক-আকার॥
'অবশ্য জিনিব' বলি প্রতিজ্ঞা করিয়া।
মহাযুদ্ধ তাঁর সহ করিলা যাইয়া॥
জিনিতে অশক্ত হৈয়া প্রান্তে একদিন।
পূজিলা নিজেষ্টদেব—ভক্তিতে প্রবীণ॥
ইষ্টদেবে যেই মালা কৈলা সমর্পণ।
নিজযোদ্ধা-বক্ষঃস্থলে করিয়া দর্শন॥
সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণ-জ্ঞান করি তাঁরে।
সন্তোষিলা স্তব করি বিবিধ-প্রকারে॥
তবে ভগবান্ করি শ্রীহস্তস্পর্শন।
দূর করিলেন তব যত শ্রমগণ॥
কহিলেন—তোমা হৈতে আমি পরাজিত।
বামনপুরাণে ইহা আছয়ে কথিত॥
এইমত শ্রীনারদ অনেক কহিলা।
হরিভক্তিরসার্ণবে নিমগ্ন হইলা॥
হরির প্রিয় সেবক হর্ষে নৃত্য করে।
'জিনিনু জিনিনু মোরা' কহে উচ্চৈঃস্বরে॥
হে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ! তুমি জিনিলা কি কব।
জিনিল শ্রীমুকুন্দেরে বলি—পৌত্র তব॥
তোমার প্রসাদে বলি আপনার দ্বারে।
রাখিল মুকুন্দে সদা নিজভক্তিদ্বারে॥
দক্ষাদির শাপ যেই আছে আমা'পর—।
'একস্থলে বাস নাহি হবে নিরন্তর'॥
সেই শাপে পরাভব করি, অদ্যাবধি।
এইস্থানে নিবাস করিব নিরবধি॥
প্রহ্লাদ আপন শ্লাঘা না পারি সহিতে।
অবনত-বদন হইলা লজ্জান্বিতে॥
গৌরব-হেতুক করি নারদে প্রণাম।
অল্পস্বরে কহিতে লাগিলা গুণধাম—॥
ওহে গুরো ভগবান্! নিবেদি কি আর।
আপনি দেখুন সর্ব্ব করিয়া বিচার॥
বাল্যকালে ব্যক্ত জ্ঞান না হয় সম্ভব।
কৃষ্ণভক্তি কি প্রকারে হইবে প্রভব?॥
সাধু-গুরু-উপদেশ হইলে বিধান।
চতুর্ব্বর্গফলে হয় অনাদর-জ্ঞান॥
ভক্তি-ভক্তগণের সুমাহাত্ম্যবিশেষ।
বিজ্ঞানলক্ষণ যার জন্মায়ে অশেষ॥
তাহার যে বিঘ্ন হৈতে নাহি পরাভব।
দৈত্যশিশুগণে যেবা উপদেশ সব॥
সাধুগণ-মত—নৃত্যগীত সদাচার।
আর্ত্তসকলের প্রতি দয়ার প্রচার॥
মোক্ষের অনঙ্গীকার, লোক-সন্তোষণ।
লোকসবপ্রতি কৃষ্ণভক্তিপ্রবর্ত্তন॥
এই সব হরিভক্তিপ্রবর্ত্ত-জনার।
মাহাত্ম্যসূচক নাহি হয় পুন তার॥
অনুগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের—পূর্ব্বোক্ত লক্ষণে।
না করেন অনুমান যত সাধুজনে॥
বিষ্ণুসেবাসম্পত্তিসমূহযুক্ত নাথ!।
সেই কৃষ্ণকৃপা হয় সেবকের সাথ॥
হনুমান্-মত কোন সেবা নাহি করি।
বিঘ্নাকুলচিত্তে মাত্র স্মরণ আচরি॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়গণ-মধ্যে মুখ্য হয়—'মন'।
তাহার অর্পণ কৃষ্ণে কহিয়ে—'স্মরণ'॥
ভক্তগণ-মধ্যে শ্রেষ্ঠ—স্মরণ যে করে।
এ আশঙ্কা উঠাইয়ে, করেন উত্তরে—॥
লয়-বিক্ষেপাদি-বিঘ্নে ব্যাকুলিত মন।
বিঘ্নাকুলচিত্তে নাহি হয় ত স্মরণ॥
'স্মরণ চিত্তের ধর্ম্ম,—বিঘ্নাকুল চিত্ত।
এহেতু 'স্মরণ' মুখ্য নাহি হয় উক্ত॥
প্রশংসা করিছ—কৃষ্ণ-লালন আমারে।
মায়াবাদী বেদান্তী—'মায়িক' কহে তারে।
ভক্তিমার্গরত কহে—লীলার চরিত।
অতএব নহে সেই কৃপা ত নিশ্চিত॥
হরির সহজ যেই বাৎসল্যের ভাব।
সেই লালনাদি হয় তাহার স্বভাব॥
কহিতেছ আপনারা তত্ত্বাভিজ্ঞজন।
কিন্তু আমি স্বপ্নতুল্য করিয়ে মানন॥
যদ্যপিও সত্য সেই হয় ত লালন।
ক্ষণকাল-হেতু নহে করুণালক্ষণ॥
প্রভুর প্রসাদ—ভক্তে চিত্রা-সেবা-দান।
নহে লালনাদি,—ইহা সাধুর ব্যাখ্যান॥
হনুমান্-প্রভৃতিকে যেন সেবাদান।
করিলেন, তেন নহে কুত্রাপি বিধান॥
হিরণ্যকশিপুবধ-আদি লীলা সব।
শ্রীনৃসিংহদেব যাহা করিলা প্রভব॥
আমা প্রতি অনুগ্রহ না হৈল বিদিত।
সে লীলার হেতু কহি, শুনহ নিশ্চিত—॥
নিজভক্ত-দেবগণে করিতে রক্ষণ।
আর জয়-বিজয়-পার্ষদ-বিমোচন॥
ব্রহ্মা-সনকাদির করিতে সত্য কথা।
দেখাইতে নিজভক্তি-মাহাত্ম্য সর্ব্বথা॥

অবতীর্ণ হইয়া নৃসিংহ ভগবান্।
করিলা বিবিধ লীলা—বৃহৎ আখ্যান ॥
পরমাকিঞ্চনশ্রেষ্ঠ যবে ভগবান্।
আমা প্রতি রাজ্য-অধিকার কৈলা দান ॥
জানিলাম তখন নিশ্চয় আমি সার—।
কৃপালেশ মোর প্রতি নাহিক তাঁহার ॥
যার প্রতি অনুগ্রহ করে নারায়ণ।
অল্পে-অল্পে তার ধন করেন হরণ ॥
এ সব প্রমাণ দেখ আছে ভাগবতে।
অতএব মোরে কৃপা নাহি কোনমতে ॥
দেখহ আমার রাজ্যসম্বন্ধকারণ।
বন্ধু-ভৃত্য-আদি-সহ সঙ্গ সর্ব্বক্ষণ ॥
সে লাগিয়া গেল মোর দূরেতে ভজন।
ধিক্-ধিক্ আমারে—যে না করি রোদন ॥
অন্যথা অসুরজাতিস্বভাবে আমার।
বদরিকাশ্রমে রণ প্রভু-সহকার ॥
হইত কি, ইহাতেই বুঝ অনুভবে।
হরি-কৃপালেশ নাহি আমাতে সম্ভবে ॥
বিনা ভক্তি আত্মতত্ত্ব-উপদেশময়-।
দুষ্পাণ্ডিত্যপূর্ণ-দেহ অসুর-সঞ্চয় ॥
তাহাদের সঙ্গহেতু না কৈল গমন।
ভক্তিরসহীন-শুষ্কজ্ঞানাংশ এখন ॥
এই হেতু শুদ্ধভক্তি আমাতে কোথায়।
যাহা হৈতে প্রভুর করুণা ব্যক্ত পায় ॥
যার বংশোদ্ভব বাণ—অনেক দৌরাত্ম্য।
করিল, তাহাতে কোথা ভক্তির মাহাত্ম্য ॥
বলির নিরোধ হেতু হরি দ্বারে তার।
থাকেন, নহে ত তাহা কৃপার বিস্তার ॥
এখন কোথায় তিহঁ—না জানি সন্ধান।
কদাচিত ভাগ্যে দেখা দেন ভগবান্ ॥
বলি জিনিবারে যবে আইল রাবণ।
পদাঙ্গুষ্ঠে ভগবান্ কৈলা উচ্চাটন ॥
বলির রক্ষার হেতু তাহা কৃপা নয়।
দ্বারপালনের গতিকেতে তাহা হয় ॥
কুশস্থলী-রক্ষক কুশাদি দৈত্যগণ।
দিলেক অনেক দুঃখ করি দুষ্টপন ॥
তাহাতে খেদিত হইলা দুর্ব্বাসা বিশেষ।
আপনি নারদ তারে দিল উপদেশ—॥
সংপ্রতি সুতলে বলি-দ্বারে ভগবান্।
শ্রীব্রহ্মণ্যদেব হরি আছে বর্ত্তমান ॥
দর্শন পাইবে শীঘ্র করহ প্রস্থানে।
ইথে হৈল দুর্ব্বাসার বিশ্বাস-বিধানে ॥

সেইহেতু দুর্ব্বাসা আসিয়া বলিদ্বারে।
পাইল শ্রীগদাধরপদে দেখিবারে ॥
ভগবৎপ্রাপ্তির ইচ্ছা—উৎকণ্ঠাসহিত।
যেই স্থলে যে জনের হয় প্রকাশিত ॥
সেই স্থলে সেই জন পায় ত দর্শন।
অন্যথা কোথায় বাস নহে কোন্ ক্ষণ ॥
প্রকটরূপেতে যারে যদি সর্ব্বক্ষণ।
নিবাস করেন এথা প্রভু নারায়ণ ॥
তবে কি শ্রীপীতাম্বরে করিতে দর্শন।
আমিহ নৈমিষারণ্যে করিয়ে গমন ॥
আপনার প্রসাদে সে সকল বিদিত।
আমারে শ্রীহরিকৃপা যে হৈল নিশ্চিত ॥
নব ভক্তগণে যেই হরিকৃপাভর।
তাহা হৈতে আমা প্রতি কৃপা অল্পতর ॥
নির্হেতুক করুণায় দ্রবীভূত-মন।।
আপনি উদ্দেশ দিলা দয়ার কারণ ॥
যতেক আমার আছে অসৌভাগ্যগণ।
বিস্তারিয়া কি করিব তার নিরূপণ ॥
যদ্যপি কিঞ্চিৎ কহি করি অনুভব।
স্বশিষ্য-বাৎসল্য-হেতু হবে দুঃখ তব ॥
কিংপুরুষবর্ষে যে আছেন হনূমান্।
তাঁর প্রতি হরিকৃপা দেখ বিদ্যমান ॥
ওহে ভগবান্ গুরো! কর অবধান।
আমার পিতার বধ করিতে নিদান ॥
শ্রীনৃসিংহদেব প্রভু কৈলা অবতার।
কার্য্য সমাপিয়া অন্তর্দ্ধান হৈল তাঁর ॥
অভিলাষ ভরি না পাইল দেখিবারে।
সেইমত স্বপ্নতুল্য সমুদ্রের ধারে ॥
মহাভাগ্য হনূমান্—সেবাসুখ তাঁর।
অনেক সহস্রবর্ষ নির্ব্বিঘ্নপ্রকার ॥
করিলেন অনুভব পরম-আনন্দে;
শ্রীরামচন্দ্রের থাকি সমীপে স্বচ্ছন্দে ॥
বাল্যে অতিবলী জন্মমাত্র হনূমান্।
উদয়কালেতে সূর্য্য দেখি বিদ্যমান ॥
রক্তবর্ণ-পক্কতাল-জ্ঞানে খাইবারে।
লম্ফ দিয়া উপরে গেলেন ধরিবারে ॥
সূর্য্যরক্ষাহেতু ইন্দ্র বজ্রের প্রহার।
মারিলা হনুতে, মূর্চ্ছা হইল তাঁহার ॥
পড়িলেন ভূমিতলে,—এমত দেখিয়া।
বায়ুদেব পুত্রশোকে পীড়িত হইয়া ॥
ত্রিলোকের বায়ু সব নিরোধ করিলা।
তাহে ত্রিলোকের লোক প্রাণেতে পীড়িলা।

এতেক দেখিয়া ব্রহ্মা-আদি দেবগণ।
আসি হনুমানে সুস্থ করিলা তখন ॥
জরামৃত্যুবিবর্জ্জিত বর কৈলা দান।
রহিত-অশেষ-ত্রাস শ্রীল হনুমান্ ॥
ব্রহ্মচর্য্যনিষ্ঠ সর্বশাস্ত্র-তত্ত্বজ্ঞাতা।
মহাকবি মহাবীর মহাযুদ্ধদাতা ॥
দান-ধর্ম্ম-যুদ্ধ'পরে বীরত্বকারক।
শ্রীরঘুপতির অসাধারণ সেবক ॥
প্রভুর আজ্ঞায় সীতা-উদ্দেশ-কারণ।
হেলায় লঙ্ঘিলা সিন্ধু শতেক-যোজন ॥
রাবণপুরেতে সীতা সুদুঃখিত-মন।
পবননন্দন তাঁরে কৈলা আশ্বাসন ॥
বৈরি-রাবণাদি-রাক্ষসের সন্তর্জ্জক।
লঙ্কাদাহকারী আর দুর্গপ্রভঞ্জক ॥
লইয়াসী তার বার্ত্তা শ্রীরামে কহিলা।
তাহে গাঢ় আলিঙ্গন প্রভুর পাইলা ॥
কিষ্কিন্ধ্যা হইতে সিন্ধুতীর-আগমনে।
পৃষ্ঠে করি রামচন্দ্রে করিল বহনে ॥
সূর্য্যের আতপ পুচ্ছে কৈল আচ্ছাদন।
শ্বেত-ছত্র-মত অতি হইল শোভন ॥
মহাপৃষ্ঠ সুখময় আসন-সমান।
অগ্রগামী সেতুবন্ধক্রিয়া-বিদ্যমান ॥
রঘুনাথপাদপদ্মে আনি বিভীষণে।
মিলাইলা বর্ণিয়া তাঁহার গুণগণে ॥
রাক্ষসগণের বল-বিনাশকারক।
যবে যুদ্ধরজনীতে হইল দুঃশক ॥
রাবণের অমোঘ শূলেতে শ্রীলক্ষ্মণ।
ব্রহ্মবাক্য-সত্য-লাগি হইলা মোহন ॥
সুষেণ-বৈদ্যের বাক্যে স্বয়ং হনুমান্।
ছয়মাসের পথ সে করিলা প্রস্থান ॥
গিয়া গন্ধমাদনে—গন্ধর্ব্বে করি জয়।
মারিলেন্ কালনেমি রাক্ষস দুর্জ্জয় ॥
উপাড়িয়া পর্ব্বতে আনিলা শিরে করি।
বিশল্যকরণী হৈল প্রাপ্ত তার'পরি ॥
তাহাতে পাইলা প্রাণ ঠাকুর লক্ষ্মণ।
নিজস্থানে গিরি পুন করিলা স্থাপন ॥
হর্ষদাতা রামচন্দ্র-লক্ষ্মণ-সহিত।
ইন্দ্রজিতবধে হৈলা বাহন শোভিত ॥
লক্ষ্মণদেবের জয় কৈলা সম্পাদন।
মহাবুদ্ধি-পরাক্রম সৎকীর্ত্তিবর্দ্ধন ॥
ইন্দ্রজিত-রাবণাদি অতি বলবান্।
তাহাদের বধে কৈলা মন্ত্রণাপ্রদান ॥
রাবণবিনাশকারি-শ্রীরঘুনাথের।
বাঢ়াইলা সাধুকীর্ত্তি মধ্যে ত্রিলোকের ॥
রাবণবধের কথা কহিয়া সীতারে।
আনিলেন শ্রীরামের নিকটে তাঁহারে ॥
তাহাতে শ্রীসীতাদেবী অত্যন্ত হর্ষিতা।
হইলেন হনুমান্-উপরে নিশ্চিন্তা ॥
অযোধ্যায় রামচন্দ্র হইলে ভূপতি।
পাইলেন প্রসন্নতা সমূহ সুমতি ॥
জানকী দিলেন আপনার কণ্ঠহার।
নিশ্চলা বিশুদ্ধভক্তি পাইলেন আর ॥
আপন প্রভুর আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ।
কিংপুরুষবর্ষে করিলেন নিরসন ॥
প্রভুর বিরহ নাহি পারে সহিবারে।
তথাপি প্রভুর আজ্ঞায় রহে তথাকারে ॥
আর্ষ্টিসেন-আদি কিংপুরুষাচার্য্য যত।
রামচন্দ্র-গুণ-লীলা গায় অবিরত ॥
তাহাদের মুখে শুনি স্বয়ং করি গান।
ধারণ করেন অতি কষ্টে নিজপ্রাণ ॥
শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি আছে সেই স্থান।
সতত করেন তাঁর সেবার বিধান।
পূর্ব্বমত আছেন নিকটে শোভমান।
প্রসিদ্ধ আছয়ে যাঁর দাস্যে হনুমান্ ॥

তথাহি—

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে,
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ,
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূদ্ভক্তিঃ কথং বর্ণ্যতে ॥•॥

ইহাতে প্রসিদ্ধ যাঁর আছয়ে মহিমা।
অতএব দেখ তাঁরে কৃষ্ণকৃপাসীমা ॥
আপন প্রযত্ন বিনা লব্ধ-মুক্তি-আশ।
না করিলা বিনা বিষ্ণুদাস্য-অভিলাষ ॥
ভক্তিময়-দেহ—পরিপূর্ণ গুণগ্রাম।
সেই হনুমানে আমি করিয়ে প্রণাম ॥
আমা হৈতে অত্যুক্ত মাহাত্ম্য বহুতর।
জানেন তাঁহার সে আপনি মুনিবর ॥
অতএব কিংপুরুষে করিয়া গমন।
আমোদ পাইবে তাঁরে করিলে দর্শন ॥
এত শুনি 'অহো ভদ্র অহো ভদ্র' বলি।
আসন হইতে মুনি আল্যো উর্দ্ধস্থলী ॥
আকাশমার্গেতে তবে করিলা গমন।
উপস্থিত কিংপুরুষবর্ষেতে তখন ॥

দেখিলেন হনুমানে শ্রীরাম-চরণে ।
সাক্ষাৎ প্রভুরে জানি করেন অর্চনে— ॥
বস্ত্রবস্ত্র বিচিত্রেতে,—ছাড়ি মূর্ত্তিজ্ঞান ।
স্বয়ং ভগবান্ এই হন বিদ্যমান ॥
গন্ধর্ব্বাদি গায় রসায়ন রামায়ণ ।
শুনি পুলকাশ্রু-কম্প সর্ব্বাঙ্গব্যাপন ॥
দিব্য হৈতে দিব্য গন্ধ-পদ্ম স্বনির্ম্মিত ।
আর বেদ-পুরাণাদিবর্ত্তী করি গীত ॥
করেন স্তবন হর্ষে দণ্ডবৎ প্রণতি ।
দেখিয়া নারদ উচ্চে কহে হৃষ্টমতি— ॥
জয় রঘুনাথ জয় শ্রীজানকীকান্ত ।
জয় শ্রীলক্ষ্মণাগ্রজ জয় মূর্ত্তি শান্ত ॥
নিজ-ইষ্টদেব-স্বামি-শ্রীনামকীর্ত্তন ।
শুনি হনুমান্ হৈলা হর্ষযুক্ত-মন ॥
লম্ফগতি দিয়া আসি গগনে তখন ।
কণ্ঠে ধরি নারদেরে দিলা আলিঙ্গন ॥
আকাশে থাকিয়া হর্ষে করেন নর্ত্তন ।
কপীশের প্রেমাশ্রুধারার সম্মার্জ্জন ॥
করিয়া, শ্রীরামচন্দ্রপ্রেমে পরিপূর্ণ ।
উচ্চৈঃস্বরে শ্রীনারদ কহে কিছু তূর্ণ—
ওহে হনুমান্ ! সত্য হইল বিদিত ।
হরির পরম প্রিয় তুমিহ নিশ্চিত ॥
অদ্য আমি হইলাম হরিপ্রিয়জন ।
করিলাম যেহেতুক তোমাকে দর্শন ॥
ক্ষণে সুস্থ হৈয়া রঘুবীরকে প্রণাম ।
আনিলেন করিতে মুনিরে নিজ-ধাম ॥
করিলা প্রণাম তত্র শ্রীরামচরণে ।
হনুমান্ যত্নে তাঁরে বসাল্যা আসনে ॥
কম্প-স্বেদ-পুলকাশ্রু-গদগদে বিস্তার ।
প্রেমজ-সম্পত্তি ব্যক্ত শরীরে তাঁহার ॥
কেবল হস্তেতে বীণা আছে মাত্র তাঁর ।
বাজাইতে অশক্ত, কহেন কিছু আর— ॥
সত্যসত্য নিশ্চিত আপনি হনুমান্ ।
হরিকৃপাসমূহের নিরুপম স্থান ॥
অহো মহাপ্রভুর হয়েন নিরন্তর ।
যিঁহ চিত্র-ভজনের অমৃতসাগর ॥
দাস সখা বাহন আসন ধ্বজ ছত্র ।
বিতান ব্যজন স্তুতিকারী মন্ত্রী তত্র ॥
চিকিৎসক যোদ্ধাপতি উত্তম সহায় ।
মহাকীর্ত্তিগণ-বিবর্দ্ধন হন তায় ॥
রামচন্দ্রপদে সমর্পিত-আত্ম-মন ।
পরমপ্রসাদস্থান মহাশয় হন ॥

প্রভুর সৎকীর্ত্তিকথা-পরম-জীবন ।
সবভক্তগণের আনন্দ-বিবর্দ্ধন ॥
গরুড়াদি হইতে পরম শ্রেষ্ঠতর ।
অহো আপনি বিশুদ্ধ ভক্তিমান্ পর ॥
চতুর্বর্গ-আদি করি সুখ যত জানি ।
সেবাসুখ হইতে অন্য অধিক না মানি ॥
ভক্তগণপ্রমোদিনী কথা মহত্তরে ।
কহিলা শ্রীরামচন্দ্রে উদারশেখরে ॥

তথাহি—

ভববন্ধচ্ছিদে তস্মৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে ।
ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে ॥ • ॥

ভববন্ধচ্ছেদকারি-মুক্তির নিমিত্তে ।
কদাপিহ আমি ইচ্ছা নাহি করি চিত্তে ॥
'আপনি প্রভু, সে আমি দাস'—এই কথা ।
যে মুক্তিপ্রসঙ্গে লোপ হয় ত সর্ব্বথা ॥
তবে হনুমান্ প্রভুপাদপঙ্কজের ।
করুণাবিশেষরূপ-শ্রবণ-কাষ্ঠের ॥
প্রজ্বলিত প্রভুপাদবিরহ-আনলে ।
সন্তপ্ত শোকেতে আর্ত্ত কান্দেন বিকলে ॥
করিলেন শান্ত মুনি কহি নানামতি ।
পরে কিছু কহিতে লাগিলা কপিপতি—॥
রামচন্দ্র-পাদপদ্ম হৈতে আমি হীন ।
অতএব দেখ আমা সম নাহি দীন ॥
করাইয়া নিষ্ঠুরতা তাঁহার স্মরণ ।
মুনিশ্রেষ্ঠ ! কেন মোরে করাহ রোদন ॥
যদ্যপি হইব আমি সেবক তাঁহার ।
তবে ইথে করিবেন কেন পরিহার ॥
সুগ্রীব-অঙ্গদ-আদি নিজপ্রিয়জন ।
অযোধ্যাবাসিরে লৈলা পার্শ্বেতে আপন ॥
পরিত্যাগ আমারে করিলা সীতাপতি ।
ইহাতে দুর্ভাগ্য মোর কর অবগতি ॥
সেবা-সৌভাগ্যে প্রভুর যে কৃপা আমাতে ।
স্নিগ্ধ আপনারা অনুমান কর যাতে ॥
ইবে অবতীর্ণ প্রভু মথুরানগরে ।
প্রকটিলা নিজৈশ্বর্য্য-বিভবের বরে ॥
মহাত্মা শ্রীযুধিষ্ঠির-আদি পাণ্ডুগণে ।
করিলেন অনুগ্রহ শ্রীপ্রভু যেমনে ॥
তার এক অংশ সহ তুলনা না হয় ।
আমা প্রতি অনুগ্রহ—শুন মহাশয় ! ॥
সুবর্ণের-মহাগিরি-সুমেরু-সহিত ।
না হয় মৃত্তিকাকণ-তুলনা নিশ্চিত ॥

বাল্যকাল হইতে সে পাণ্ডবের গণে।
বিষদানাদি আপদ করিয়া প্রেরণে॥
ধৈর্য্য ধর্ম্ম যশোজ্ঞান ভক্তি সপ্রণয়।
দেখাইলা সকলেরে প্রভু মহাশয়॥
নচেৎ বা পাণ্ডবগণে বিপদ কোথায়।
যাহাদের শ্রীগোবিন্দ সতত সহায়॥
সারথ্য সতত-পার্শ্ববর্ত্তিত্ব সে আর।
রাজসূয়প্রভৃতিতে সেবন-প্রকার॥
মন্ত্রণাপ্রদান আর দূরত্বকরণ।
রাত্রে বীরাসনে খড়্গহস্তে জাগরণ॥
পশ্চাতে গমন আর স্তুতি-প্রণমন।
আপনি করিলা যাহাদিগে নারায়ণ॥
হইয়া স্নেহেতে প্রভু সকাতর-মন।
তাহাদের কিবা নাহি করে আচরণ॥
সেবা সখ্য প্রিয়ত্ব—মিশ্রিত পরস্পর।
নাহি দীপ্তি পায় এক-বিনা অন্যতর॥
যাহাদের প্রতি কৃপা করি নিরন্তরে।
নিবাস করেন প্রভু হস্তিনানগরে॥
তাহে হৈল মহর্ষিগণের তপোবন।
কিবা তপস্যার ফলদাতা সে ভুবন॥
কপীশের উক্ত তবে শ্রীনারদমুনি।
কৃষ্ণপ্রিয়তমের মাহাত্ম্যকথা শুনি॥
কৃষ্ণপাদপঙ্কজে লালস গুরুতর।
সতত দ্বারকাবাসে রসিক অন্তর॥
কথা-মধ্যেমধ্যে উঠিউঠি বারবার।
অত্যন্ত করিলা নৃত্য সহিত হুঙ্কার॥
হনুমান্ পাণ্ডবমাহাত্ম্যকথারসে।
হইলেন অতিশয় নিমগ্ন-মানসে॥
বাড়িল মুনির নৃত্যে আনন্দবিশেষ।
না নাচিয়া কহিলা প্রস্তুত কথা শেষ—॥
পাণ্ডবগণের যে আপদ সব হয়।
সুসেবিত মহত্তম তাহারা নিশ্চয়॥
যে সব আপদ কৃষ্ণে কারায় ত্যজন—।
অন্য কর্ম্ম অশেষ—সম্রান্ত করি মন॥
শীঘ্রতর আনি কৃষ্ণ করায় মিলন।
তাহাদের সম্পদ কে করিবে বর্ণন?॥
হনুমান্ পরম-আনন্দাবেশ-মনে।
পাণ্ডবে সাক্ষাৎ জানি করে সম্বোধনে—॥
অ য় প্রেমপরাধীন পাণ্ডবকুমার!।
'ইহঁ কৃষ্ণ জগদীশ'—না করি বিচার॥
সাধুর আচার ছাড়ি প্রভুরে আমার।
নিয়োজন কর দৌত্যসারথ্যে প্রকার॥
প্রেমবিবশেতে ছাড়ি বিচার-আচার।
করুন্ পাণ্ডবগণ হেন ব্যবহার॥
ভগবান্ কেন তাহা করেন স্বীকার?।
এই আশঙ্কায় কহে উত্তর তাহার—॥
ওহে পাণ্ডব! তোমরা জানহ নিশ্চিত।
মহামন্ত্র কিবা মহৌষধি লোকাতীত॥
পরমমোহন-কৃষ্ণ-বিমোহনকারী।
তাহাতেই বশীভূত হৈলা গদাধারী॥
এত কহি হনুমান্ মুনিসহকারে।
লম্ফ দিয়াদিয়া নাচি কহে বারেবারে—॥
অহো ভক্তগণচিত্তাকর্ষক-চেষ্টিত!।
মহাপ্রভো ভক্তস্নেহ-সমূহ-নির্জ্জিত!॥
সারথ্যাদি কর্ম্ম—যেই কর্ত্তব্য না হয়।
তাহাও করহ তুমি প্রভু মহাশয়!॥
পাণ্ডবমধ্যেতে যাঁরা কুন্তীগর্ভজাতা।
তাহার মধ্যে ভীম—হয় মম ভ্রাতা॥
বয়েসে কনিষ্ঠ, কিন্তু শ্রেষ্ঠ গুণবান্।
তাহার সম্বন্ধে আমি অতি ভাগ্যবান্॥
করিলেন মহাপ্রভু অর্জ্জুনের প্রতি।
ভগিনীদানাদিসখ্যে অনুগ্রহ অতি॥
তাঁহার রথের ধ্বজ—প্রিয়তম তার।
আমার সমান যার হয় ত আকার॥
প্রিয়তম প্রভুর যে সব ভক্তগণ।
তাঁহারা প্রসন্ন নাহি হন যতক্ষণ॥
দাস্যসেবা কদাচন সিদ্ধ নাহি হয়।
করুণাও প্রভুর কদাপি না ফলয়॥
ওহে ভাগবতশ্রেষ্ঠ প্রভুপ্রিয়তর!।
মহিমা কহিব আমি কি আর বিস্তর॥
আমাদের তথাকারে গমন উচিত।
দর্শন আশ্রয় লয়্যা হয় সুবিহিত॥
অযোধ্যাতে পূর্ব্বে প্রভু যেই সব লীলা।
অতি গূঢ় সুরহস্য নাহি প্রকাশিলা॥
সেই সব লীলাগণ অত্যন্ত আশ্চর্য্য।
বিচিত্র মাধুর্য আর পরম ঐশ্বর্য্য॥
ব্রহ্ম-রুদ্র-আদি দেব তর্কিতে না পারে।
ভক্তসকলের ভক্তি হয় ত বিস্তারে॥
মথুরার অংশ দ্বারকাতে এইক্ষণে।
করেন প্রকাশ প্রভু আনন্দিতমনে॥
নারদ কহেন—কি কহিলা—'অযোধ্যায়'?।
বৈকুণ্ঠেও সেইসব লীলা নাহি তায়॥
অতএব উঠউঠ শীঘ্র সেই স্থানে।
ওহে সখা! দুইজনে করিয়ে প্রয়াণে॥

ততঃপরে হনুমান্ ধৈর্য্যের সাগর।
ক্ষণেক নিশ্বাস ত্যজি কহেন উত্তর॥
গমনে তাদৃশাকাঙ্ক্ষ হইল হৃদয়ে।
নারদের প্রেরণা তাহাতে মুহু হয়ে॥
তথাপি আপন পাতিব্রত্যভঙ্গভয়ে।
না উঠিলা কপিপতি ধৈর্য্য-সমুচ্চয়ে॥
নারদের বাক্যে অনাদরে করি ভয়।
ক্ষণেক বিচারি মনে তখন কহয়—॥
শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে দর্শন-সেবন-।
নিমিত্তে মোদের তথা উচিত গমন॥
কিন্তু মহা-কারুণ্য-মাধুরী-রসভর।
পূর্ব্ব হৈতে অধিক গম্ভীর নিরন্তর॥
বিচিত্র লীলার ভঙ্গী পরম-মোহিনী।
এইক্ষণে প্রকাশিত করিলেন তিনি॥
অত্যন্ত অভিজ্ঞ যেই সব মুনিচয়।
তাঁহাদের যাহে হয় ভ্রম অতিশয়॥
অহো ব্রহ্মা—আপনাদিগের যিহঁ তাত।
লোকপিতামহ সৃষ্টিকর্ত্তা অনুব্রাত॥
বেদপ্রবর্ত্তকাচার্য্য যে-লীলা-দর্শনে।
মুগ্ধ হইলেন বৎস-বালক-হরণে॥
অবুদ্ধি বানর আমাদিগের কা কথা।
তাহার বৃত্তান্ত তুমি জানহ সর্ব্বথা॥
দ্বারকা'পরেতে প্রতি-মহিষীর ঘরে।
ভ্রমণ করিলে মোহ পাইয়া অন্তরে॥
তাঁরে দেখি যদি হয় মোহিত হৃদয়।
অতএব করি অপরাধ হৈতে ভয়॥
অনন্যভাবক যেই সব দাসগণ।
তাঁদের পরমগতি—আপদে শরণ॥
প্রভুর বিচিত্র লীলা করিলে দর্শন।
প্রেমের সহিত ভক্তি করে বিবর্দ্ধন॥
যদ্যপিহ নিরন্তর হয় ত প্রকারে।
উপযুক্ত গমন আমার তথাকারে॥
তথাপি শ্রীরঘুনাথ-স্বরূপে আমার।
দৈবকীনন্দন বাঢ়াইলা প্রীতিসার॥
সহজ-অব্যাজ-করুণায় মৃদু-মন।
কৌটিল্যরহিতভাব-স্বভাবাম্নক্ষণ॥
পূজ্যতমদিগের আচারপ্রবর্ত্তক।
কিবা শ্রেষ্ঠ-ধর্ম্মের হয়েন প্রদর্শক॥
একপত্নীব্রতধর সর্ব্বদা বিনয়ে।
লজ্জায় বিনত শ্রীমমুখপদ্ম হয়ে॥
অধোবিলোকন—নাহি দৃষ্টি ইতস্তত।
জগত্তরঞ্জন-শীল-যুক্ত অবিরত॥
অযোধ্যাপুরের পুরন্দর গুণভাজ।
মহারাজাগণের হয়েন অধিরাজ॥
শ্রীজানকী-লক্ষ্মণ-কর্ত্তৃক নিষেবিত।
ভরতের জ্যেষ্ঠ, সুগ্রীবের প্রিয়হিত॥
কপিগণেশ্বর বিভীষণাশ্রিত হন।
ধনুর্ব্বাণহস্তে দশরথের নন্দন॥
কৌশল্যাকুমার-রামে-শ্রীকৃষ্ণকৃপায়।
বাঢ়িল আমার প্রীতি-ভক্তি অতি তায়॥
সেহেতু দৈবকীনন্দনের এই রূপ।
সাক্ষাত জানিয়ে সীতাপতির স্বরূপ॥
তাঁহার চরিতামৃত সদা করি পান।
নিবাস করিয়া আছি আমি এইস্থান॥
যবে কোন প্রয়োজন করি নিজচিতে।
কিম্বা মহা-করুণায় সেবাসুখ দিতে॥
কিম্বা আমা প্রতি স্নেহে—প্রাণাধিক মম।
করাইতে দর্শন শ্রীরূপ প্রিয়তম॥
করিবেন ঈশ্বর আমারে ত আহ্বান।
তবে আমি গমন করিব সেই স্থান॥
এই কথা নারদে কহিলা কপিপতি।
তাহার কারণ কিছু কর অবগতি—॥
ইহাতে প্রসিদ্ধ এক আছে ইতিহাস—।
একদিন দ্বারকাতে কৃষ্ণ করি বাস॥
গরুড়ের অহঙ্কার করিতে ভঞ্জন।
করাইতে নিজপদে একান্ত দর্শন॥
দ্বারকাতে গরুড়ে কহিলা ভগবান্—।
শুনায়্যা আমার আজ্ঞা—আন হনুমান্॥
কিংপুরুষবর্ষে আসি গরুড় তখন।
বীর হনুমান্ প্রতি কহিলা বচন—॥
যাদবেন্দ্র করিছেন তোমারে আহ্বান।
সত্বরেতে আগমন কর হনুমান্!॥
শ্রীরামচরণপদ্মে তাঁর ভক্তিভর।
গরুড়ের বাক্যে নাহি করিলা আদর॥
ক্রোধেতে গরুড় বল করি ততক্ষণ।
কৃষ্ণপার্শ্বে আনিবারে করিলা গ্রহণ॥
লাঙ্গুল-অগ্রেতে হনুমান্ তবে ধরি।
ফেলাইয়া দিলা গরুড়েরে হেলা করি॥
বিহ্বল হইয়া পড়িলেন দ্বারকায়।
হাসি ভগবান্ তবে কহিলেন তায়—॥
'রঘুনাথ করিছেন তোমারে আহ্বান।'
এই কথা কহি এথা আন হনুমান্॥
স্বয়ং ভগবান্ হৈলা শ্রীরাম-স্বরূপ।
বলরামে করিলেন শ্রীলক্ষ্মণ-রূপ॥

সীতা-রূপ হৈতে সত্যভামা না পারিলা।
তাঁরে হাসি শ্রীরুক্মিণীদেবীরে কহিলা॥
তখন জানকী-রূপা রুক্মিণী হইলা।
তাঁহারে আপন বামভাগে বসাইলা॥
পুনর্ব্বার গরুড় আসিয়া হনুমানে।
কহিলা—শ্রীরামচন্দ্র করেন আহ্বানে॥
এত শুনি আনন্দেতে বিবশ হইয়া।
দেখিলা শ্রীরাম-রূপ দ্বারকা আসিয়া॥
ভক্তিতে অনেক স্তব করিলা সত্বর।
পাইলেন নিজাভীষ্ট বহুতর বর॥
এই অভিপ্রায়ে কহিলেন হনুমান্—।
যাইব আমিহ কৃষ্ণ করিলে আহ্বান॥
তুমি অগ্র যাহ শীঘ্র পাণ্ডব-ভবনে।
নরাকৃতি পরং ব্রহ্ম করহ দর্শনে॥
পাণ্ডবগণের প্রভু স্বয়ং সুপ্রসন্ন।
মুনি-চিত্ত-বাক্য-অগোচর উপপন্ন॥
সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-যুক্ত মনোহরতর;
বহুবিধ লীলামধুরিমার আকর॥
তাঁর বৃহদ্ভবধর পাণ্ডবের গণ।
কৃষ্ণাজ্ঞায় গৃহস্থধর্ম্মেতে প্রবর্ত্তন॥
সসাগরা পৃথিবীর রাজ্যকর্ম্মাবৃত।
জানিয়া না হবে তথা অপরাধ কৃত॥
তাহাদের কৃষ্ণপাদপদ্মের সেবায়।
ইহপরকাল কামে স্পৃহা নাহি তায়॥
পরমহংসগণের আচার্য্যসকল।
পূজা করে যাঁহাদের চরণকমল॥
তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ—যুধিষ্ঠির মহাশয়।
শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়-হেতু সাম্রাজ্য করয়॥
রাজসূয়-অশ্বমেধ-আদি যজ্ঞ করি।
কৃষ্ণে সমর্পিয়া বহু বিবিধ আচরি।

সেই মহাপুণ্যার্জিত দুর্লভ দেবের।
রাজ্যসম্পত্তি—অধিক হয় বর্ণনের॥
ত্রৈলোক্যব্যাপক সুনির্ম্মল যশ আর।
অপর বিষয় দেববাঞ্ছনীয় সার॥
যদ্যপি বিষয় সর্ব্বদোষাশ্রয় হয়।
কৃষ্ণে সমর্পণ কৈলে—সে অমৃতময়॥
কৃষ্ণের প্রসন্ন-হেতু জন্মিল বিষয়।
কৃষ্ণে সমর্পণ করিয়াছে মহাশয়॥
সে-সব সম্পদ কোন প্রীতি জন্মাবারে।
পাণ্ডবরাজের কদাচন নাহি পারে॥
ক্ষুধারূপ-অগ্নিতে বিকল যেই জন।
বস্ত্রাদিতে তাহার নাহিক হয় মন॥
তেন কৃষ্ণপ্রেমাগ্নিতে অতি দগ্ধমন।
বস্ত্র-মালা-চন্দন না হয় সন্তোষণ॥
অন্য কিবা মহিষী শ্রীদ্রৌপদী সুন্দরী।
তাদৃশ ভ্রাতর ভীমার্জ্জুন-আদি করি॥
দেহসম্বন্ধেতে নহে প্রিয় কদাচন।
হইলেও চতুর্ব্বর্গফলের সাধন॥
কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রেম-সম্বন্ধ-কারণ।
ভ্রাতা-পত্নী-পুত্র-আদি তাঁর প্রিয় হন॥
জাতিতে বানর আমি—শুনহ নিশ্চিত
তাঁহাদের মহিমা কি পারিব কহিতে॥
সংক্ষেপ আপনি মুনি! জানেন বিস্তর।
তাঁহাদের মাহাত্ম্য অধিকাধিকতর॥
শ্রীল-সনাতন-পদ ভাবি যত্নে মনে।
চতুর্থ অধ্যায়-ব্যাখ্যা হৈল সমাপনে॥
শ্রীরাধাগোবিন্দপাদপদ্মে করি মন।
শ্রীজয়গোবিন্দ দাস চাহে প্রেমধন॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে ভগবৎকৃপাভর-নির্দ্ধারখণ্ডে
ভক্তো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥

পঞ্চম অধ্যায়

পঞ্চমে নিজমাহাত্ম্যং মুস্যক্তং পাণ্ডবা যথা।
নিরস্তোর্দ্ধ্বমুনোঃ তত্রথা তেঽপ্যুদ্ধবস্য তৎ॥ ০॥

ততঃপরে শ্রীনারদ হর্ষভরাক্রান্ত।
ধাইয়া চলিলা নৃত্যসহিত নিতান্ত॥
কুরুদেশমধ্যে যুধিষ্ঠির-রাজধানী।
প্রবেশ করিলা যাঞা মুনি হর্ষ মানি॥

সেইকালে যুধিষ্ঠির রাজা মহাশয়।
নিজভ্রাতা-আদি সহ মন্ত্রণা করয়—॥
কোন যাগ-ছলে কিম্বা বিপদের ছলে।
কৃষ্ণ আনাইয়া করি দর্শন সকলে॥
বহুদিন কৃষ্ণের দর্শন নাহি পাই।
ভীম কিম্বা অর্জ্জুন—আনহ কৃষ্ণ যাই॥
এইকালে দ্বারপাল জানাইল গিয়া—।
উপনীত মহামুনি নারদ আসিয়া॥
শুনি মাতা-ভ্রাতা-পত্নী-সহিত ততক্ষণ।
উঠিলেন মহারাজা পাণ্ডুর নন্দন॥
সংভ্রম-সহিত অগ্রে ধাইয়া আইলা।
প্রণমিয়া সমাদরে সভায় আনিলা॥
যত্ন করি উত্তম পীঁড়াতে বসাইলা।
পূজার নিমিত্ত দ্রব্য সব আনাইলা॥
শীঘ্র শ্রীনারদ সেই সকল দ্রব্যেতে।
পাণ্ডবগণের পূজা করিলা অগ্রেতে॥
হনুমান্ কহিলেন যেই সব তত্ত্ব।
পাণ্ডবেরে শ্রীকৃষ্ণের কৃপার মহত্ত্ব॥
মুহুর্মুহু বীণাযন্ত্রে বিমূর্চ্ছিত করি॥
সঙ্কীর্ত্তন করিলেন মধুর উচ্চরি—॥
নরলোকমধ্যেতে অনেক ভাগ্যবান্।
আপনারা হয়েন,—নাহিক ইথে আন॥
জগতের ঈশ্বরগণের ত ঈশ্বর।
দৈবকীনন্দন যাঁহাদের প্রিয়বর॥
দেব-গুরু-বন্ধুমধ্যে মাতুলের আর।
দূত সুহৃৎ সারথী বশীভূত কথার॥
ব্রহ্ম-রুদ্রাদি-দেবের সমাধি-দুর্লভ।
কিন্তু তোমাদের গৃহে হয়েন সুলভ॥
বেদোক্তি-তৎপর্য্যের যে সারাংশবিশেষ।
তাহার গোচর যেই হয়েন দেবেশ॥
শ্রীনৃসিংহ বামন শ্রীরামচন্দ্র আর।
যেই শ্রীকৃষ্ণের হন অংশেতে প্রচার॥
মৎস্য-কূর্ম্ম-আদি অন্য যত অবতার।
প্রকট হয়েন অংশলেশেতে যাঁহার॥
বৈভবস্বরূপ ব্রহ্মা-আদি দেবসার।
দাসীতুল্যা চক্ষুপথবর্ত্তী মায়া যার॥
মায়াদেবী সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী।
জগত-মোহিনী—যার আদেশ-পালিনী॥
কংসের দৌরাত্ম্যে যবে পৃথিবী পীড়িতা।
ব্রহ্মার নিকটে গেলা গো-রূপা রোদিতা॥
ব্রহ্মা মহাদেব সহ করি দেবগণ।
ক্ষীরোদসমুদ্রতীরে করিলা গমন॥
নারায়ণ ব্রতের নিষ্ঠায় সে থাকিলা।
কিঞ্চিৎ প্রসাদ তথাপিহ না পাইলা॥
নানাবিধ স্তব করি ধ্যানেতে রহিলা।
ব্রহ্মামাত্র যাঁর আজ্ঞা হৃদয়ে জানিলা॥
প্রসিদ্ধ সে আজ্ঞা ব্রহ্মা প্রকাশ করিলা।
যাহে সুখ প্রাপ্ত সব দেবতা হইলা॥
গর্গ-আদি প্রাজ্ঞবর অত্যন্ত নির্জ্জনে।
নন্দের নিকটে করিলেন প্রকাশনে—॥
শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বর প্রভু দেব নারায়ণ।
ইঁহার সহিত সম কোনমতে হন॥
নরের সমূহ 'নার'—তাহাদের প্রতি।
তাবতে কারুণ্যভর-দ্বারেতে পশুতি॥
জ্ঞান-ক্রিয়া-শক্তিদানে করেন পালন।
সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্ত করে—ইথে 'নারায়ণ'॥
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ তিঁহ হয়েন সমান।
কিন্তু সর্ব্বপ্রকারেতে নহে তুল্যাখ্যান॥
নানা অবতারের শ্রীকৃষ্ণ অবতারী।
'মহানারায়ণ' বলি বেদেতে প্রচারি॥
তাঁহার সমান অন্য কেহ নাহি হন।
মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্য যাঁর অতুল্য-কথন॥
মধুপুরে 'দীর্ঘবিষ্ণু'-নামেতে বিখ্যাত—।
'মহাহরি' 'মহাবিষ্ণু'—গুণ অবদাত॥
আত্মারামস্বরূপত্ব মৌন, শান্তি আর—।
মুক্তি, নববিধা ভক্তি-আদি অতি সার॥
ইত্যাদি সাধন দ্বারা প্রসন্নতা যার।
প্রার্থনা করিয়ে,—নাহি পাই একবার॥
সেই প্রভু তোমাদের প্রতি সে আপনি।
বশীভূত প্রসন্ন হইলা যদুমণি॥
আশ্চর্য্য শুনহ—পূর্ব্বে মুক্তি-বিতরণে।
মোক্ষ-অধিকারি-মধ্যে কৈলা কোনজনে॥
দেবাসুরযুদ্ধে কালনেমি-দানবারে।
শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বর-রূপে করিলা সংহারে॥
হিরণ্যাক্ষে শ্রীবরাহ, নৃসিংহাবতারে—।
হিরণ্যকশিপু-দৈত্যে করিলা সংহারে॥
কুম্ভকর্ণ-রাবণে শ্রীরাম-অবতারে।
মারিলেন, মুক্তি নাহি দিলেন কাহারে॥
তাহাদিগে এই-অবতারে মুক্তি দিলা।
উভয়া আপন ভক্তি নাহি বিতরিলা॥
প্রহ্লাদে কেবল জ্ঞানমিশ্রাভক্তি-দান।
নৃসিংহবতারে প্রভু করিলা বিধান॥
হনুমান জাম্ববান্ শ্রীমান্ সুগ্রীব।
বিভীষণ গুহ দশরথ—কত জীব॥

রঘুনাথ-পদে করি সেবা-অনুরক্তি।
প্রভুর কৃপায় পাইলেন শুদ্ধা ভক্তি॥
বিশুদ্ধ-প্রেমের বার্ত্তা না শুনিলা কানে।
হইবেক সে প্রেমের প্রাপ্তি কোন্ স্থানে ?॥
মুক্ত ভক্ত শুদ্ধপ্রেমরসেতে পুরিত।
কতকত-জনে না করিলেন নিশ্চিত॥
আপনাদিগের মাতুলের যদুপতি।
সে-সম্বন্ধে তোমাদেরো মাহাত্ম্য সে অতি॥
দৈত্যাংশ-প্রবেশ-হেতু কর্ণ-দুর্য্যোধন-।
আদি করি দৈত্যমধ্যে হয় ত গণন॥
আর দৈত্যগণ—বিষ্ণু-বৈষ্ণবের দ্রোহী।
নরকের যোগ্য তারা হয় ত বিমোহী॥
তাহাদিগে কতজনে আপনি মারিলা।
আর অর্জ্জুনাদি দ্বারা মারি মুক্তি দিলা॥
তপ-জপ-জ্ঞানপর যেই মুনিগণ।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ করেন সাধন॥
বিশ্বামিত্র, গৌতম, বশিষ্ঠ—আর কত।
কুরুক্ষেত্রযাত্রাতে গমন করি ততঃ॥
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদে ভক্তি করিয়া প্রার্থনা।
কৃষ্ণভক্তি-তৎপর হইলা সব জনা॥
তরু-লতা-আদি যেই সকল স্থাবর।
তমোযোনি প্রাপ্ত তারা হয় নিরন্তর॥
বৃন্দাবনে যেই তরু-লতা-আদি-গণ।
তমোযোনি নহে—কিন্তু তার তুল্য হন॥
বিশুদ্ধ-সাত্ত্বিক-ভাব পাইয়া তাহারা।
কৃষ্ণপ্রেমরস বর্ষে বর্ষি মধুধারা॥
শ্রীকৃষ্ণের রূপ আর লাবণ্য সৌন্দর্য্য।
মাধুর্য্যের অতিশয় হয় ত আশ্চর্য্য॥
ওহে কৃষ্ণভ্রাতাগণ! কে বর্ণিবে তাহা।
অপূর্ব্বত্বে বিস্ময়-বিধান করে যাহা॥
সেইমত লীলা প্রেমা আর গুণগণ।
অপূর্ব্ব—মহিমা, কেলিভূমি বৃন্দাবন॥
বর্ণন করিতে তাহা পারে কোন্ জন।
আপনারা তাহা জ্ঞাত আছ সর্ব্বক্ষণ॥
রূপসৌন্দর্য্যাদি যদি নাছিল পূর্ব্বেতে।
নিত্যত্বের হানি তবে হয় প্রত্যেকেতে॥
যদি ছিল, তবে পূর্ব্ব হইতে শ্রেষ্ঠতা।
সিদ্ধ নাহি হয় রূপাদি-অপূর্ব্বতা॥
কহিছেন মুনিবর এই আশঙ্কায়—।
স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র যদি এই মথুরায়॥
অবতীর্ণ না হইত, তবে ত অক্ষয়—।
পরমেশ্বরত্ব ব্যক্ত না হৈত নিশ্চয়॥

কিং পুনঃ পরমাশ্চর্য্য-রূপাদির তয়।
তাদৃশ লীলাদি কার হইত গোচর॥
কিম্বা তাদৃশ রূপাদি হয় 'ভগবত্তা'।
প্রকটা নহিত—ইহা মানি আমি সত্তা॥
এই অবতারে ভগবত্তা সর্ব্বোত্তম।
বিশিষ্ট-মহিমা-শ্রেণী-মাধুরী সুসম॥
ব্যক্ত হৈল সর্ব্বমতে সর্ব্বথা সর্ব্বত্র।
ইতরেহ অনুভব করিলেক অত্র॥
শ্রীকৃষ্ণের করুণায় যেই সব কথা।
তাহার বর্ণন দূরে থাকুক সর্ব্বথা॥
শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ সকল যেই হয়।
তাহারাও প্রশংসার যোগ্য সে নিশ্চয়॥
কংস-আদি, কালিয়-পূতনা-আদি আর।
বলি-শিশুপাল-আদি প্রমাণ তাহার॥
এই ত প্রকারে অতি প্রকর্ষেতে গান।
শ্রীনারদমুনি করিলেন সন্নিধান॥
শ্রীমাধবকীর্ত্তিতে রসিক স্ব-রসনা।
দশনে কাটিয়া মুনি করেন শিক্ষণা—॥
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের যেই মহিমা-মহত্ত্ব।
তাহা বর্ণিবারে ব্রহ্মাদি নহে শক্ত॥
সেই ত প্রভুর আর ভক্তসকলের।
প্রবৃত্ত হইলা জিহ্বা তাহা বর্ণনের॥
হইলাম ইহাতে সে অত্যন্ত বিস্ময়।
অতএব তোমারে কহিয়ে সুনিশ্চয়—॥
কৃষ্ণপ্রিয়-পাণ্ডবগণের যে আচার।
নিজশক্তিমতে যদি কিঞ্চিৎ তাহার॥
উচ্চারণ করিবারে পারহ রসনে!।
মহদ্ভাগ্য সে তোমার করিয়ে গণনে॥
পরম মাহাত্ম্যবন্ত হে পাণ্ডবগণ!।
আপনাদিগের শ্রীকৃষ্ণেতে প্রতিজন—॥
প্রিয়তা বিশেষ, আর তোমাদের প্রতি—।
শ্রীকৃষ্ণের করুণা-বিশেষ যেই অতি॥
কোন্ দুর্জ্জন তাহা লইবে জিহ্বায়।
বর্ণনে অশক্তি যেই হেতু পূর্ণতায়॥
স্নেহার্দ্র-হৃদয় কৃষ্ণ আশ্বাস-বচন।
অক্রূরের মুখে কহিয়া পাঠাল্যা যখন॥
শুনি এই কুন্তী-মাতা প্রেমের প্রবাহে।
তৎক্ষণাৎ নিমগ্ন হইলা অবগাহে॥
বিচিত্র বিলাপে বহু করিলা রোদনে।
বিদারিত হয় বক্ষ যাহার শ্রবণে॥
আপনারা কৃষ্ণপ্রিয় হও একারণ।
তোমাদের স্নেহ মাতা করিলা রক্ষণ॥

চিরদিনপরে যদি দ্বারকাগমনে।
উদ্ভূত হয়েন কৃষ্ণ যাদবজীবনে॥
বহু কাকু-স্তুতিবাক্য কহিয়া তখন।
আপনার গৃহে মাতা করেন রক্ষণ॥
রাজসূয়-আদি যজ্ঞ করি সম্পাদন।
লোকদ্বয়োৎকৃষ্টা মহাপ্রতিষ্ঠা অর্পণ॥
যুধিষ্ঠিরমহারাজে করিলেন হরি।
বিশেষ-রূপেতে কৃপাসমূহ বিস্তরি॥
জরাসন্ধবধাদি-দ্বারায় ভীমসেনে।
করিলেন যদুনাথ সৎকীর্ত্তি-অর্পণে॥
এই ভগবানর্জ্জুন বিষ্ণ্বংশ হয়েন।
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা প্রসিদ্ধ আছেন॥
পুরাণ, বিখ্যাত শ্রেষ্ঠশ্রেষ্ঠ কবিগণ।
ইঁহার মহিমা-স্তবে শক্ত নাহি হন॥
যমজ—নকুল সহদেব দুইজন!
রাজসূয় মহাযজ্ঞ হইল যখন॥
অগ্রপূজা-বিচারেতে যেরূপ কহিলা।
তাতে কৃষ্ণপ্রীতিপর বিখ্যাত হইলা॥
রাজসূয়যজ্ঞকালে আপনি শ্রীহরি।
দ্রৌপদীরে স্নান করাইলা কৃপা করি॥
"প্রিয়সখী' বলিয়া করেন সম্বোধন।
সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণ যাঁরে করেন মানন॥
দুর্ব্বাসা সশিষ্য যবে পারণ করিতে।
বনমধ্যে হইলেন আসি উপনীতে॥
যাবত দ্রৌপদী নাহি করিবে আহার।
সূর্য্যবরে একমাত্র হইত তাঁহার॥
করিয়াছিলেন কৃষ্ণা সেকালে ভোজন।
অতএব অন্ন নাহি ছিল সেইক্ষণ॥
বিপদকালেতে কৃষ্ণ আসিয়া তখন।
চাহিয়া শাকের কণা করিলা ভোজন॥
'তৃপ্তোঽস্মি' বলিয়া কৃষ্ণ কহিলেন যবে।
জগত হইল তৃপ্ত—তাঁর তৃপ্তে তবে॥
নিজ-শিষ্য-সহিত দুর্ব্বাসা পলাইলা।
দ্রৌপদী-সহিত রক্ষা এমতে করিলা॥
সভামধ্যে দুঃশাসন বস্ত্র আকর্ষিল।
বস্ত্ররূপী হেয়া হরি সম্মান রাখিল॥
পুনর্দুঃশাসন-আদি করিয়া নিধন।
করিলেন তাঁর সর্ব্ব-শোক-বিমোচন॥
বিদুরের অন্ন যে করিলা আস্বাদন।
ভীষ্মের মরণমহোৎসবে যে গমন॥
সে সকল তোমাদের সম্বন্ধ-নিমিত্তে।
বিচার করিয়া ইহা দেখ নিজচিত্তে॥

অহো বড় মহাশ্চর্য্য!—কহিব কি আর।
তোমাদের মহিমা থাকুক বর্ণিবার॥
তোমাদের সম্বন্ধে এ পুরনারীজন।
কহিলেক যেই জ্ঞান-ভক্তির কথন॥
ব্যাসাদিক কবি তাহা করেন প্রশংসা।
ইহার কি আর বহু করিব আশংসা॥
এক-পৌত্র-সহ প্রহ্লাদেরে কৃপান্বিত।
একলা শ্রীহনুমানে করুণা বিদিত॥
আপনারা সর্ব্ববন্ধু-স্বজন-সহিত।
কৃষ্ণ-প্রেমকৃপাতর-পাত্র সুনিশ্চিত॥
কৌরবের সভামধ্যে শ্রীকৃষ্ণ আপনি।
আমাদিগে উদ্দেশিয়া কহিলা তখনি—॥
পাণ্ডবগণের যেই সুহৃদ হইবে।
আমার সুহৃদ সেই—নিশ্চয় জানিবে॥
পাণ্ডবের শত্রু যেই—শত্রু সে আমার।
যেহেতু পাণ্ডব মম প্রাণ—শুন সার॥

তথাচ শ্রীভগবদ্বাক্যমুদ্‌যোগপর্ব্বণি—

যস্তান্ দ্বেষ্টি স মাং দ্বেষ্টি যস্তাননু স মামনু।
ঐকাত্ম্যমাগতং বিদ্ধি পাণ্ডবৈর্ধর্মচারিভিঃ॥

অন্যত্রাপি—

দ্বিষদন্নং ন ভোক্তব্যং দ্বিষন্তং নৈব ভোজয়েৎ।
পাণ্ডবান্ দ্বিষসে রাজন্ মম প্রাণা হি পাণ্ডবাঃ

আশ্চর্য্য আমার ধার্ষ্ট্য হয় ত অপারে।
যেহেতু প্রবর্ত্ত গুণগণ কহিবারে॥
তোমাদের গুণগণ শ্রীকৃষ্ণ একল।
জানিতে কহিতে শক্ত হয়েন সকল॥
কিন্তু আমি নির্ণয় করিনু ইহা সত্য—।
আপনাদিগের সুখ-সম্পদ-মাহাত্ম্য॥
বিশেষ বিস্তার করিবার সে কারণ।
অবতীর্ণ হইলেন দৈবকীনন্দন॥
মুনিমুখে ধর্ম্মরাজ এতেক শুনিয়া।
নিজোৎকর্ষ-শ্রবণেতে লজ্জিত হইয়া॥
ক্ষণেক থাকিয়া মৌন—ত্যজি দীর্ঘশ্বাস
মাতা-ভ্রাতা-পত্নীসহ কহিছেন ভাষ॥
প্রথমত যুধিষ্ঠির কহেন বচন—।
বাবদুক-শিরোধার্য্য আপনি ত হন॥
বাক্যের চাতুর্য্যে এত কহিলা বচন।
পরমার্থবিচারেতে নহে কদাচন॥
পৌনঃপুন্য আমরা করিয়া সুবিচার।
দেখিলাম ভাবিয়া-চিন্তিয়া বহুবার॥

শ্রীকৃষ্ণের কোন কৃপা আমাদের প্রতি।
হইল না কদাচিত কিছু অবগতি॥
কৃষ্ণভক্ত আমরা—আপদ আমাদের।
ঈক্ষণ করিয়া যত প্রাকৃতজনের॥
শ্রীকৃষ্ণভক্তিতে প্রবৃত্তির হবে নাশ।

যথা—

ন বাসুদেবভক্তানামশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ।

ইত্যাদি বিশ্বাস হইবেক সব হ্রাস॥
এই অতিশয় কষ্ট প্রাণে নাহি সয়।
আমাদের তুমি প্রাণ জীবন আশ্রয়॥
প্রাণিসকলের অন্ন বিনা যেন হয়।
জল বিনা মীনগণ যেমন সংশয়॥
এইহেতু করিলাম আমিহ প্রার্থন।
যজ্ঞসম্পাদন-ছল করিয়া এখন—॥
"তব ভক্তগণের আপদ নাহি হয়।
অভক্তের সর্ব্বদা বিপদ-সমাশ্রয়॥
এই নিষ্ঠা ভক্তাভক্ত সকলজনেরে।
করাহ দর্শন প্রভু! সর্ব্বজগতেরে॥
তব ভক্ত-সম্পদ—বিচিত্র শুদ্ধতর!
ইহ-পরলোকে শুদ্ধ—বিলক্ষণবর॥
দেখি সবে পরম বিশ্বাসী হৈয়া মন।
তব শ্রীচরণপদ্ম করিয়া ভজন॥
সর্ব্বদুঃখরহিত—নির্ভয় নিরন্তর।
শ্রেষ্ঠসুখ প্রাপ্ত হইবেক সব নর॥"
এইহেতু যদুনাথ সযত্ন হইয়া।
আমাদের বিপক্ষ অভক্তে বিনাশিয়া॥
রাজ্যের প্রদান করিলেন মহাশয়।
পূর্ব্বে হৈতে হৈল তাহে শোক অতিশয়॥
দ্রোণ-ভীষ্ম-আদি করি বহু গুরুজন।
অভিমন্যু-ঘটোৎকচ-আদি সুতগণ॥
অন্তেও অগণ্য বহুবহু সাধুগণ।
আমাদের কারণেতে হইল নিধন॥
নিজপ্রাণাধিক প্রার্থনীয় সদা হয়।
শ্রীবিষ্ণুজনের সঙ্গ—জানিহ নিশ্চয়॥
কি কহিব, এইক্ষণে বিচ্ছেদে তাহার।
সুখের কিঞ্চিৎ লেশ নাহিক আমার॥
কৃষ্ণমুখপদ্ম-সন্দর্শন-সুখভোগে।
চিরকালে ক্বচিৎ হয় কোন-কার্য্যযোগে॥
এহেতু পরম শোক হৈল এইক্ষণে।
বিচার করিয়া দেখ সকল লক্ষণে॥

যদি কহ—তোমাদের কোন কার্য্যহেতু।
গিয়াছেন কোনস্থানে কৃষ্ণ—ধর্ম্মসেতু॥
করিয়া নিষ্পন্ন তাহা শীঘ্র আসিবেন।
এই আশঙ্কায় তার উত্তর কহেন—॥
পরম সদ্ভাগ্যবন্ত সকল যাদব।
কৃষ্ণপ্রিয়তম অতি সম্বন্ধ-সম্ভব॥
তাঁহাদিগে সুখদান করেন সদায়।
নিরন্তর নিবসিয়া কৃষ্ণ দ্বারকায়॥
আপনারা দেখেন যে শ্রীকৃষ্ণ কখন।
আমাদের দৌত্য-সারথ্যাদি আচরণ॥
ভূভারহরণ, আর পাপবিনাশন,।
ধর্ম্মরক্ষা-হেতু তাহা করে নারায়ণ॥
আমাদের প্রতি স্নেহ-ভাবে তাহা নয়।
যথার্থ এ অর্থ জানিবে হে মহাশয়!॥
ততঃপরে ভীমসেন সুধার্ম্মিক-মতি।
শ্রীযাদবেন্দ্রের নর্ম্মসুহৃত্তম অতি॥
উচ্চশব্দে অতি হাসি কহেন তখন।
হে শ্রীকৃষ্ণশিষ্য মুনি! শুনহ কথন॥
এমত ধূর্ত্ততা, আর বচনচাতুরী।
কৃষ্ণস্থানে শিক্ষা তুমি ক'রেছ প্রচুরি॥
কহিতেছো এতাদৃশ বচন তাহাতে।
নতুবা তোমার দোষ নাহিক ইহাতে॥
দুর্ব্বোধ লীলার সিন্ধু—মায়াদি-কারণ।
পরম চতুরসিংহ—শ্রীযদুনন্দন॥
তাঁর বাক্য আর ব্যবহারের কৌশল।
কোন্ স্থানে কিবা নাহি প্রবর্ত্ত প্রবল?॥
মহালীলাদ্বারে আর মহামায়াদ্বারে।
কোন-কোন-স্থলে মহাচাতুর্য্যপ্রকারে॥
সর্ব্বত্র সকল তাঁর হয় ত প্রবর্ত্ত।
বিশ্বাস না করি তাহা—মোরা জানি তত্ত্ব॥
পরীক্ষিত কহিতে লাগিলা—মাতা! শুন।
পরে মম পিতামহ—শ্রীমান্ অর্জ্জুন॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা শোকের সহিত।
মুহুঃশ্বাস ছাড়ি তবে কহেন কিঞ্চিত—॥
ওহে ভগবান্! তব প্রিয়তমেশ্বর।
সারথ্যাদিরূপে যে করিলা কৃপাভর॥
সে সকল আমাদের দুঃখের কারণ।
না হইল কিবা?—মুনি! কর বিবেচন॥
'পরব্রহ্মরূপ কৃষ্ণ,—অস্ত্রাদি-পীড়ন।
সংগত না হয়' এই শুদ্ধজ্ঞানে মন—॥
ভীষ্মাদির কৃষ্ণপাদপদ্মমধুধারে।
রুচির অভাবহেতু নাহি প্রেমসারে॥

সেইহেতু শ্রীকৃষ্ণের কোমল আকারে।
মর্ম্ম-মর্ম্ম-ভেদী কত করিল প্রহারে॥
বারবার আমার বারণ নাহি মানি।
শ্রীমূর্ত্তিতে তাহা সহিলেন চক্রপাণি॥
সে-প্রহার-সহা-চিন্তা-দুঃখ শেলপ্রায়।
অদ্যাপি হৃদয় হইতে নাহি বাহিরায়॥
অতএব ওহে ব্রহ্ম! কহিতেছি সারে।
জন্মিবেক আমাদের সুখ কি-প্রকারে?॥
যদি কহ—তোমাদের প্রতি কৃপা করি।
সহিলেন সেই সব প্রহার শ্রীহরি॥
তাহার উত্তর কহি—শুন মহাশয়!।
নিজ প্রিয়জনের যে কর্ম্মে দুঃখ হয়॥
তাহা আচরণ নহে প্রীতের কারণ।
প্রীতি রহু, নহে কভু কৃপার লক্ষণ॥
ভীষ্ম-দ্রোণাদি-হনন-হইতে-নিবৃত্ত।
আমারে কেবল তাহে করিতে প্রবর্ত্ত॥
মহাজ্ঞানিশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ—মহিমা অশেষ।
যৎকিঞ্চিৎ করিলা আমারে উপদেশ॥
শুদ্ধজ্ঞানী মুক্তিবাঞ্ছাকারী যতজনে।
সুখ হয় তার যথাশ্রুতার্থ-শ্রবণে॥
ভক্তিমাহাত্ম্য জীবন আমাদের হয়।
মহাদুঃখকর তাহা—জানিহ নিশ্চয়॥
তাৎপর্য্যার্থবিচারে যদ্যপি—ভক্তিপর।
তথাপি না হয় সে কিঞ্চিৎ সুখকর॥
বরং শ্রীকৃষ্ণের তাহা-দ্বারায় বঞ্চনা।
বোধ হয় নিশ্চিত,—করিলে বিচারণা॥
সদা-শুদ্ধ-নিরুপাধি-কৃপার-আকরে।
সত্যপ্রতিজ্ঞ সর্ব্বথা সাধু-মিত্রবরে॥
সেই মহাপ্রভু কৃষ্ণচন্দ্রেতে আমার।
দৃঢ়তর বিশ্বাস আছয়ে অনিবার॥
সাক্ষাৎ সংপ্রাপ্ত মহা-মনোহরাকার।
পরব্রহ্ম শ্রাপতি শ্রীদৈবকীকুমার॥
তাঁহা হৈতে মম প্রিয় নাহি ত্রিভুবনে।
তাদৃশোপদেশ তাঁর মাত্র প্রতারণে॥
শ্রীনকুল সহদেব কহেন তখন—
বিপত্তিসমূহে যেই ধৈর্য্য-আচরণ॥
শত্রুবর্গনাশ, অশ্বমেধযজ্ঞ পূর্ণ।
সম্পন্ন করিলা যেই কৃষ্ণচন্দ্র তূর্ণ॥
যশোরাজ্য-পুণ্য-আদি দুর্লভ সবার।
করিলেন কৃষ্ণ আমাদের যে বিস্তার॥
সে সকল কৃষ্ণকৃপা—আমরা না মানি।
ওহে ভগবান্ শ্রীনারদ! শুন বাণী—॥

কিন্তু মহাযজ্ঞোৎসব অনেক সম্পন্ন।
করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আপনি নিষ্পন্ন॥
অগ্রপূজা স্বীকার করিলা মহাশয়।
তাহে হর্ষ আছি মোরা—কৃপা সেই হয়॥
করিলেন উপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ এইক্ষণে।
তাহে সুদুঃখিত,—প্রাণ বাঁচিবে কেমনে॥
আমাদের গৃহপূজা করিয়া স্বীকার।
মহোৎসব সম্পন্ন থাকুক দূরে তাঁর॥
অত্যন্ত দুর্ঘট তাঁর হইল দর্শন।
অতএব কিসে আর বাঁচিবে জীবন॥
তাঁহাদের বাক্য সব করিয়া শ্রবণ।
দ্রৌপদী শোকেতে হৈলা বিমোহিত-মন॥
আপনারে স্থির করি কৃষ্ণা কতক্ষণে।
কান্দিতেকান্দিতে কহে গদ্গদ বচনে—॥
শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রাণসখা সর্ব্বক্ষণ।
করিবেন নানামত লজ্জা-নিবারণ॥
দুর্য্যোধন-দুঃশাসন-আদি দুষ্টগণে।
মারি অনুগ্রহ করিবেন প্রকাশনে॥
এই মতি ছিল সদা, এক্ষণে আমার।
পিতা ভ্রাতা পুত্র বহু হইল সংহার॥
কৃষ্ণেচ্ছানুসারে আর সিদ্ধি নিজাভীষ্ট।
ইহা ভাবি তাহে শোক না করি গরিষ্ঠ॥
হতবন্ধুজনা আমি—আমার সান্ত্বনে।
পার্শ্বে বসি কৃষ্ণ কৈলা সুযুক্তি-বচনে॥
সেই ঈষৎ-হাস্যযুক্ত বাক্যামৃতগণ।
মনোহর মধুর সুপেয় সর্ব্বক্ষণ॥
সে থাকুক দূরে, মম দৌভাগ্য-কারণ।
পূর্ব্বমত না করেন কৃষ্ণ আগমন॥
অতএব মুনিবর! কিবা দয়া তাঁর।
মানিব, আপনি দেখ করিয়া বিচার॥
ততঃপরে কুন্তী অতিশোকেতে পীড়িতা।
শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন-প্রাণ-জীবন নিশ্চিতা॥
শ্রীকৃষ্ণের কৃপা আর অকৃপা স্মরণ।
করি, কান্দি সকরুণ কহেন বচন—॥
অনাথা সপুত্রা আমি—মোর বারবার।
আপদগণ হৈতে শীঘ্র করিলা উদ্ধার॥
দৈবকী-মাতা হইতে কৃপা সবিশেষ।
কৃষ্ণের আমাতে অনুমিলাম অশেষ॥
আপনার অন্তেরগৃহেতে এইক্ষণ।
সর্ব্বদিগে হতবন্ধু যত নারীগণ॥
করে মহারোদন—সে করিয়া শ্রবণ।
ব্যাকুলিত নিরন্তর আছে মম মন॥

পূর্ব্বে কৃপা সবিশেষ যে ছিল প্রকাশনে।
মনেতেও স্থান নাহি পায় এইক্ষণে॥
অতএব শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-রহিত।
সম্পদ সকল আমি তাজিয়া নিশ্চিত॥
মাগিলাম কৃষ্ণস্থানে আপদ—পূর্ব্বেতে।
তাঁহার দর্শন পাই যে-সব-দ্বারেতে॥

তথাহি (ভাঃ ১। ৮।২৫)—

বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্তত্র জগদ্গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্॥ * ॥

ওহে জগতের গুরু যাদব ঈশ্বর!।
সেই সব বিপদ হউক নিরন্তর॥
'পুনর্ভব'—শব্দে সংসারের দুঃখ কয়।
তাহার দর্শন যাহা হৈতে নাহি হয়॥
অথবা 'অপুনর্ভব'-শব্দে মোক্ষ কন।
সে সুখ তুচ্ছতা করি যে করে জ্ঞাপন॥
কিম্বা 'পুনর্ভব'—পুনর্ব্বার সে সম্ভব।
না হয় সাদৃশ্য যার অতুল্য-প্রভব॥
যে আপদগণ হৈতে এমত দর্শন।
তোমার পাইয়ে প্রভু দেব জনার্দ্দন!॥
পূর্ব্বে করিলাম এইপ্রকার প্রার্থন।
ঘটিল এক্ষণে দেখ অতি দুঃখগণ॥
সংপ্রতিক নিষ্কণ্টক রাজ্যপদ দিয়া॥
পাণ্ডবে জানিয়া সুখী—শ্রীকৃষ্ণ ত্যজিয়া॥
দ্বারকানগরে করিলেন অবস্থিতি।
এই ত কারণে তাঁর আগমন প্রতি॥
অপগত হৈল আশা, ইবে মানি আর।
আপন মরণ শীঘ্র—অনুগ্রহ তাঁর॥
'কৃষ্ণ বন্ধুবৎসল হয়েন'—সদা এই।
আশারূপ সূত্র অবলম্ব করি যেই॥
গাঢ়-সম্বন্ধ-বিচারে যদুগণ তাহা।
ছেদন করিল, কি কহিব মুনি! হাহা॥
কৃষ্ণের পরম প্রিয়বর্গমুখ্য হন।
নিরুপম-প্রেমসিন্ধু-মগ্ন যদুগণ॥
তেকারণে শীঘ্র তাঁহাদের সন্নিধান।
করহ আপনি মুনি! তথায় প্রস্থান॥
তাহাদের অতুল মহিমা সে আপনে।
জানেন, আমরা কিবা করিব বর্ণনে॥
পরীক্ষিত মহারাজ কহে—শুন মাতা!।
কৃষ্ণভাগিনেয়বধু—সৌভাগ্য-বিখ্যাতা॥
শীঘ্রতর মুনিবর উঠি ততঃক্ষণ।
শ্রীযুক্ত দ্বারকাপুরে করিলা গমন॥

পুনঃপুন করি দণ্ডপ্রণাম-নিকর।
পুরমধ্যে প্রবেশ করিলা মুনিবর॥
সৌভাগ্যবিশিষ্ট যদুপুঙ্গবসকল।
অনির্ব্বাচ্যগণে দেখি মানিলা সকল॥
সুধর্ম্ম-নামক দেবসভা শ্রীযুক্তেতে।
বসিয়া আছে জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠাদির ক্রমেতে॥
সুখেতে শ্রীযাদব সকল হর্ষান্বিত।
নিজ-সৌন্দর্য্য-ভূষণে যুক্ত অপ্রমিত॥
স্বর্গবর্ত্তী আর শ্রীবৈকুণ্ঠবর্ত্তী যত।
রাগ নৃত্য সংগীত কৌশল বহু-মত॥
তাহার পরমোৎসবে নিত্য সেব্যমান।
পারিজাতপুষ্পের মালাতে সুশোভন॥
বন্দিগণ সম্মুখেতে যোড় করি কর।
বিচিত্র-উক্তিতে স্তব করে নিরন্তর॥
পরস্পর বিচিত্র নর্ম্মোক্তি-কেলি-দ্বারে।
হাস-পরিহাস-হর্ষে নানান-প্রকারে॥
নিজতেজে সূর্য্যতেজ করে আচ্ছাদন।
অত্যন্ত মাধুরীময় লোক-আহ্লাদন॥
নানাবিধ মহাদিব্য ভূষণে ভূষিত।
বৃদ্ধগণো ভক্তিবলে যৌবনে পূজিত॥
শ্রীকৃষ্ণ-বদনচন্দ্র-ক্ষরিত অমৃত।
নিরন্তর পান করি তৃপ্ত অধিকত॥
উগ্রসেন মহারাজ বসি সিংহাসনে।
তাঁহারে বেঢ়িয়া শোভিয়াছে যদুগণে॥
আদরেতে শ্রীকৃষ্ণদেবের আগমন।
সবে আছে প্রতীক্ষা করিয়া ব্যগ্র-মন॥
শ্রীকৃষ্ণান্তঃপুরপথ করিয়া ঈক্ষণ।
অত্যন্ত সুব্যগ্রতর মানস-লোচন॥
কৃষ্ণকথা-কথনে আসক্ত যদুগণ।
দেখিলা নারদ কোটিকোটি অগণন॥
দ্বারপালমুখে শুনি মুনি-আগমন।
সম্ভ্রমে আকুল ধাইলেন যদুগণ॥
দণ্ডপ্রণামে আসক্ত ছিলা মুনিবর।
বলে উঠাইলা তাঁরে ধরি দুই-কর॥
লইয়া গেলেন সভামধ্যেতে তখন।
বসিবার হেতু দিলা মহাদিব্যাসন॥
তাহে না বসিয়া মুনি বসিলা ভূমিতে॥
যদুগণ বসিলেন তার চতুর্ভিতে॥
যদুগণ পূজাদ্রব্য কৈলা আনয়ন।
তাহে নমস্করি মুনি ভক্তিযুক্ত-মন॥
অঞ্জলি বান্ধিয়া মুনি উঠিয়া ত্বরায়।
বিনয়যুক্তেতে পুনঃপুন কহে তায়—॥

ওহে কৃষ্ণপাদাব্জের মহানুকম্পিত ! ।
সর্ব্বলোকশ্রেষ্ঠ সু-উত্তম-গুণান্বিত ! ॥
আমারে করহ দয়া—যেন অবিরত ।
তোমাদের কীর্ত্তিগানে ভ্রমিয়ে জগত ॥
আশ্চর্য্যাতিশয় শ্লাঘ্যতম যদুকুল ।
বৈকুণ্ঠনিবাসী হৈতে শোভয়ে অতুল ॥
এই ত মনুষ্যলোক শ্রীকৃষ্ণকৃপায় ।
বৈকুণ্ঠ লঙ্ঘিয়া অতিশয় শোভা পায় ॥
অর্থাৎ বৈকুণ্ঠবাসিজনে তত নয় ।
দ্বারকানিবাসিজনে যত কৃপা হয় ॥
হে পৃথি ! হইল তব সফল প্রয়াস ।
যাতে ইঁহাদের সব জন্ম কেলি বাস ॥
যে যদুগণের গৃহে দৈবকীনন্দন ।
নিবসি করেন অতি অপূর্ব্ব ক্রীড়ন ॥
যাহাদের দর্শন সম্ভাষণ ভোজন ।
স্পর্শানুগমন আর আসন ভোজন ॥
বিবাহ শয়ন—অন্ত দুশ্ছেদ্য দৈহিক-।
দৃঢ়-প্রেম-সম্বন্ধ আত্ম-সম্বন্ধে অধিক ॥
ইথে বদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ করেন অনুক্ষণ ।
স্বর্গ-মোক্ষ-বাঞ্ছা ছেদি ভক্তিবিবর্দ্ধন ॥
বিস্তারেন যাদবগণের সুখভর ।
অনির্ব্বাচ্য প্রতিক্ষণে নব মহত্তর ॥
শয্যাসন গমন আলাপ ক্রীড়া স্নান ।
ভোজনাদি কার্য্যেও থাকিয়া বর্ত্তমান ॥
কৃষ্ণপ্রেমে মগ্নচিত্ত হৈয়া যদুগণ ।
না করেন কদাপিহ আপনা স্মরণ ॥
মহারাজাধিরাজন ওহে উগ্রসেন ! ।
অত্যন্ত অদ্ভুত সুপ্রসিদ্ধ সে হয়েন ॥
তব মহাসৌভাগ্যমহিমা কোন্ জন ।
শক্ত হয় ত্রিভুবনে করিতে বর্ণন ? ॥
দেখ মহাশ্চর্য্য চমৎকার সু-বিবরি ।
প্রিয়জনপ্রেমের অধীন মহা হরি ॥
মহারাজোচিত সিংহাসনে উপবিষ্ট ।
থাকহ আপনি যদুরাজ ! সুবিশিষ্ট ॥
সেবকের তুল্য অগ্রে দৈবকীনন্দন ।
সাদরেতে তোমারে করেন সম্বোধন—॥
অবধান কর দেব ! ভৃত্যেরে আদেশ' ।
কিবা করণীয়,—কর তাহার নিদেশ ॥
ওহে যদুগণ ! তোমাদিগে নমস্কার ।
নমামি সম্বন্ধধারী হয় যে তোমার ॥
পরীক্ষিত কহে—মাতা ! শুনিয়া কথন ।
ব্রহ্মণ্যদেবের অনুবর্ত্তী যদুগণ ॥

নারদের করি দুই চরণ গ্রহণ ।
নমস্কার করি সবে কহেন বচন—॥
আমাদের মহাপ্রভু কৃষ্ণচন্দ্র হন ।
তাঁরো পূজ্য তুমি পরমারাধ্য চরণ ॥
মহা-নীচ আমরা—জানিহ মুনি ! সার ।
নীচতুল্য কি-কারণে কর নমস্কার ? ॥
ব্রহ্মারে জিনিয়া তব বাক্যের চাতুর্য্য ।
তাহাতেই কহিতেছি এসব প্রাচুর্য্য ॥
আমাদের প্রতি যে কহিলে মহাশয় ! ।
যাদবেন্দ্রপ্রভাবে—সে অসম্ভব নয় ॥
কোনো গন্ধ শ্রীকৃষ্ণের যে-জন রাখয় ।
কিবা বাঞ্ছা সে-জনের সিদ্ধি নাহি হয় ? ॥
যেহেতুক কৃষ্ণ মহা-দয়ার আকর ।
অহেতুক পরমোপকারি-শ্রেষ্ঠতর ॥
দীনজননাথ মহামহিমসাগরে ।
স্মরণমাত্রেতে সর্ব্ব-অর্থ দান করে ॥
অনাশ্রিতজনের অদ্বিতীয় শরণ ।
হীনের অধিক অর্থ করেন সাধন ॥
আমরা পরম দীন হীন নীচ জন ।
অতএব শ্রীকৃষ্ণের কৃপার ভাজন ॥
তাঁহার প্রভাবে সব হয় ত ঘটন ।
বিচারে পর্য্যবসান কৃষ্ণে বিলক্ষণ ॥
কিন্তু আমাদের মধ্যে উদ্ধব শ্রীমান্ ।
শ্রীকৃষ্ণের পরমানুগ্রহের সুস্থান ॥
শ্রীযাদবেন্দ্রের যিঁহ মহা মন্ত্রিবর ।
মহা-শিষ্য মহা-ভৃত্য মহা-প্রিয়তর ॥
আমাদের সকলেরে ত্যজি কোন স্থানে ।
মহাপ্রভু যদুনাথ করেন প্রয়াণে ॥
পুনর্ব্বার তাঁহারে ত করিলে দর্শন ।
পরিত্যাগজন্য দুঃখ না করে গমন ॥
নাহি জানি পুনর্ব্বার গমন কোথায় ।
করিবেন কৃষ্ণ—ইহা ভাবি দুঃখ পায় ॥
উদ্ধব পরম সুখী—নিত্য সন্নিধানে ।
থাকিয়া প্রভুর সেবা করেন বিধানে ॥
যেইকার্য্য আপন গমনযোগ্য হয় ।
তাহে উদ্ধবেরে পাঠায়েন মহাশয় ॥
সাম্ব করিলেন যবে লক্ষ্মণা-হরণে ।
কুরুগণ করিল তাঁহারে আবরণে ॥
আপন গমন যোগ্য তাঁহার মোচনে ।
হস্তিনায় উদ্ধবেরে করিলা প্রেরণে ॥
নন্দব্রজজনের আশ্বাস করিবারে ।
পাঠাইলা কৃষ্ণচন্দ্র গোকুলে তাঁহারে ॥

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ হৈতে তাহাতে দ্বিগুণ।
পাইলেন অতি সুখ উদ্ধব নিপুণ॥
হরির ভোজন-ক্রীড়া-কৌতুক-সময়ে।
থাকি নিত্য একা মহাপ্রসাদ লভয়ে॥
শয়ন করেন যবে শ্রীযদুনন্দন।
করেন শ্রীপদদ্বন্দ্ব তবে সম্বাহন॥
তার পরে নিদ্রাসুখে আবিষ্ট হইয়া।
নিদ্রা যান তাঁর ক্রোড়ে শ্রীপদে রাখিয়া॥
কোন রহঃক্রীড়াস্থলে সঙ্গেতে তাঁহার।
গমন করেন অতি হর্ষেতে বিস্তার॥
সভায় উত্তম মন্ত্ররত্নে মন্ত্রিবর।
নানা পরিহাস-উক্তি করে নিরন্তর॥
হরিকৃত মনোহর শ্লাঘন করয়।
তাহে সুখবরি-প্রাপ্তি আমাদের হয়॥
কিবা তাঁর সৌভাগ্যসমূহ কব আর।
অতি শিশুকালাবধি ব্যাপিয়া যাঁহার॥
প্রভু-পাদপদ্ম-সেবা-রসাবিষ্ট মন।
মুর্খে বলে—বাতুল হইয়া এইজন॥
সর্ব্বদা মাধবপাদপদ্মের সেবায়।
রসিকতা-মহত্ব অদ্ভুত গুণ তায়॥
এই মানুষিক দেহে ত্যজি নিজরূপ।
পাইলা হরির শ্যামসুন্দর স্বরূপ॥
মনোহর-রূপ আর প্রভুর দয়িত।
প্রদ্যুম্ন হইতে শ্রীউদ্ধব সুনিশ্চিত॥
কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট বনমালা পীতবাস।
মণি-মকরকুণ্ডল-হারাদি বিলাস॥
নানা অলঙ্কার সব করিয়া ধারণ।
সহৃদয়গণ-মন করে আকর্ষণ॥
কৃষ্ণাদর্শনাবসরে দেখিলে তাঁহায়।
দৈবকীনন্দন-ভ্রমে মন সুখ পায়॥
পরীক্ষিত কহে—মাতা! ইত্যাদি বচন।
মহা সৌভাগ্য উত্তম করিয়া শ্রবণ॥
উদ্ধবের গৃহে যাত্যে অতি হর্ষভরে।
উদ্যত হইলা মুনি নারদ সত্বরে॥
জানিয়া নারদ-প্রতি তখন কহেন।
স্বেদ-কম্প-পুলকাশ্রুযুক্ত উগ্রসেন—॥
ওহে ভগবান্! পূর্ব্বে কহিলাম ইহ।
কৃষ্ণের আদেশ বিনা একক্ষণ তিষ্ঠ॥
অন্যত্র কোথাও নাহি থাকেন উদ্ধব।
নিরন্তর বাস করে সহিত মাধব॥
কৃষ্ণসঙ্গে স্থিতি—তাঁরে করিয়া যাচন।
কদাপিহ নাহি পাই আমিহ যেমন॥
কেবল অসতী রাজ্যরক্ষার কারণ।
কৃষ্ণসঙ্গে স্থিতিলাভে হীন সর্ব্বক্ষণ॥
রাজ্যরক্ষা-রূপ-আজ্ঞা-পালন কেবল।
সেবার আদরে মম উৎসব সকল॥
মিথ্যা মম গৌরব-যন্ত্রণা করি হরি।
করিলেন বঞ্চনা—কি কহিব বিস্তরি॥
তেমত উদ্ধব নহে কদাপি বঞ্চিত।
মহা-সৌভাগ্যবিশিষ্ট মহা-সুখান্বিত॥
কৃষ্ণপার্শ্বে সেবার সৌভাগ্যে অতি সুখী।
আমাদের মত নহে কদাপিহ দুঃখী॥
অতএব কৃষ্ণ-অন্তঃপুরেতে গমন।
করিয়া, উদ্ধবে তুমি করহ দর্শন॥
আমাদের এ সন্দেশ তাঁরে নিবেদন।
করিবে আপনি মহাশয়! ততঃক্ষণ॥
অদ্য শ্রীকৃষ্ণের আগমনের সময়।
বহি গেল, তথাপি না আলা মহাশয়॥
আপনার নাথে আনি সভারে সনাথ।
করহ, কহিবে ইহা উদ্ধবের সাথ॥
শ্রীগুরুপদারবিন্দ ভাবিয়া অন্তর।
শ্রীজয়গোবিন্দ মাগে কৃষ্ণভক্তি বর॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে ভগবৎকৃপাভর-নির্দ্ধারখণ্ডে
প্রিয়ো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

ষষ্ঠে মুন্যুক্তিতোঽন্তোক্তং কৃতায়ামুদ্ধবাদিভিঃ।
চিত্রায়াং ব্রজবার্ত্তায়াং মোহঃ প্রেম্নোচ্যতে প্রভোঃ॥

কহে পরীক্ষিত নরপতি—।
ওমা আদ্যে! কর অবগতি॥
উদ্ধবের মাহাত্ম্য সে শুনি।
মহাপ্রেমরসাবেশে মুনি॥

মহা-বিষ্ণুপ্রিয় মুনিবর।
বিস্মৃত হইলা বহুতর ॥
হস্তে মাত্র আছে বীণা তাঁর।
বাজাইতে নাহি সংজ্ঞাকার।
সদা দ্বারকাতে করি বাস।
আছে অন্তঃপুরপথাভ্যাস ॥
শ্রীকৃষ্ণের অট্টালিকাদেশ।
যেই পথে—করেন প্রবেশ ॥
আশ্চর্য্য সে পথেতে গমন।
সদা পূর্ব্বাভ্যাসের কারণ ॥
প্রভুর মন্দির-সন্নিধানে।
নারদ হইলা উপস্থানে ॥
মহোন্মাদে যুক্ত কলেবর।
ভূতাবিষ্ট যেমত ইতর ॥
ভূমিতলে স্খলন পতন।
অচেষ্ট থাকেন কোনক্ষণ ॥
কখন উৎকম্প কলেবরে।
কখন লুঠেন ভূমি'পরে ॥
আর্ত্ত হৈয়া কুত্রাপি রোদন।
কুত্রাপি করেন আক্রোশন ॥
লম্ফ দিয়া কখন গমন।
কুত্রাপি গায়েন স-নর্ত্তন ॥
স্বেদ কম্প পুলকাশ্রু সার।
আদি প্রেমসম্পদ বিকার ॥
একবারে করেন আশ্রয়।
অতি উন্মাদিত মহাশয় ॥
ওগো মাতা! তুমি এইক্ষণে।
সাবধানতরা হও মনে ॥
মোরে স্থির করহ আপনি।
ধৈর্য্যসহ শুন গো জননি! ॥
মন্দিরের প্রকোষ্ঠভিতরে।
শুতিয়া আছেন প্রভুবরে ॥
সে দিবস উদ্ধব বিমন।
কোনো বৈমনস্যের কারণ ॥
প্রভুপার্শ্ব ছাড়িয়া সে কাছে।
দেহলীর প্রান্তে বসি আছে ॥
বলদেব দৈবকী রোহিণী।
আর বসি আছেন রুক্মিণী ॥
সত্যভামা-আদি দেবীগণ।
বসিয়া আছেন অন্তমন ॥
কংসমাতা পদ্মাবতী আরে।
ছলিল দ্রুমিল-দৈত্য যারে ॥
কৃষ্ণবার্ত্তা-প্রকাশ-কারিণী।
সেই স্থানে আছে নিবসিনী ॥
দাসীগণ আছে সেই স্থান।
তুষ্ণী হৈয়া সবে বর্ত্তমান ॥
শ্রীনারদ—অপূর্ব্বচেষ্টিত।
আইলেন তথা আচম্বিত ॥
সবিস্ময় সকলে দেখিলা।
একবারে তখন উঠিলা ॥
যত্নেতে করিয়া আনয়নে।
স্বাস্থ্য করিলেন তাঁরে ক্ষণে ॥
প্রেম-অশ্রুজলেতে বদন।
ভিজিয়াছে মুনির সেক্ষণ ॥
অল্পে-অল্পে করি প্রক্ষালন।
মনোদুঃখে দুঃখী সর্ব্বজন ॥
কৃষ্ণনিদ্রাভঙ্গ আশঙ্কিয়া।
কহিছেন অনুচ্চ করিয়া—॥
ওহে মুনি! তোমার চেষ্টিত।
অদ্য কিপ্রকার প্রকাশিত ? ॥
আকস্মিক ব্যক্ত এইক্ষণ।
না দেখিনু আমরা কখন ॥
ওহে ব্রহ্ম! না কহি বচন।
তুষ্ণী হৈয়া বৈস একক্ষণ ॥
শ্রীনারদ শুনি এবচন।
অশ্রুধারে মুদ্রিত-নয়ন ॥
যত্নেতে করিয়া উন্মীলন।
নমস্কার করিলা তখন ॥
কম্প-পুলকেতে ব্যাপ্ত কায়।
মৃদু-স্বরে কহেন তথায় ॥
শ্রীউদ্ধব নিকটে আছেন।
সম্ভাষণ সাক্ষাতে করেন ॥
প্রেমবিবশেতে মুনিবর।
না করিয়া তাঁহারে গোচর ॥
কহেন—উদ্ধব মহাশয়।
মনোহর সৌভাগ্য-নিলয় ॥
তাঁহার সহিত সে আমার।
মিলন করাহ একবার ॥
তাঁর পদধূলি পাই যবে।
মম আত্মা-শান্তি হয় তবে ॥
পুরাতন আধুনিক যত।
ভক্তগণ—ভিতর জগত ॥
না পাইলা অনুগ্রহ যেহ।
উদ্ধব পাইলা কৃপা সেহ ॥

ভাগবতমধ্যে মহত্তম।
ত্রিজগতে নাহি যার সম॥
হন মহাবিভূতি উদ্ধব।
কহিলেন স্বয়ং শ্রীমাধব॥

তথাহি ভগবদবাক্যং (ভাঃ ১১।১৬।২৯।)
ভক্ত ভাগবতেস্বহম্॥ ০॥

ভক্তগণ হইতে মহিমা।
কি কহিব অধিক অসীমা॥
ব্রহ্মা-আদি সকল তনয়।
বলরাম-আদি ভ্রাতাচয়॥
মহাদেব-আদি সখাগণ।
লক্ষ্মী-আদি ভার্য্যায়ে গণন॥
অনুপম শ্রীমূর্ত্তি তাঁহার।
যার নাহি সাধারণ আর॥
যে উদ্ধব অপেক্ষা নিশ্চিত।
প্রিয়তর নহে কদাচিত॥
শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণে।
সুপ্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণবচনে॥
উদ্ধবের মহিমব্যঞ্জক।
সৌভাগ্যসমূহ-প্রকাশক॥
অদ্ভুত প্রসাদ-জাত হন।
ত্রিজগতমধ্যে বিলক্ষণ॥
উগ্রসেন-আদি যদুগণ।
যাহা অত্র করিলা কীর্ত্তন॥
কর্ণদ্বারা করি প্রবেশন।
হৃদয়ে করিয়া আক্রমণ॥
ধূর্ত্ত চৌর-মত হঠ করি।
সব ধৈর্য্যধন নিল হরি॥
এত শুনি স-সম্ভ্রম-মতি।
উদ্ধব উঠিয়া শীঘ্রগতি॥
নারদের পাদদ্বয় ধরি।
ক্রোড়ে রাখি আলিঙ্গন করি॥
কৃপাভর-পাত্রনির্দ্ধারণ।
অনুমানি নারদের মন॥
মনে হৈল কৃষ্ণ-কৃপাচয়ে।
অনির্ব্বাচ্য যে প্রসাদ হয়ে॥
শ্রীরাধিকা-আদি পাত্র তার।
ভাবি প্রেমসম্পত্তির সার॥
হইলা পীড়িত অতি ক্ষীণ।
রোদনেতে বিবশ সুদীন॥
যত্নে ধৈর্য্য আনি মুনিবরে।
সাবধান করিয়া সম্ভ্রমে॥

পরোৎকর্ষাবলিত বচন।
উদ্ধব কহেন ততঃক্ষণ—॥
হে সর্ব্বজ্ঞ মহামুনিবর!।
সত্যবাক্যগণশ্রেষ্ঠতর!॥
প্রভো! কৃষ্ণভক্তিমার্গ যত।
আদিগুরু আপনি সম্মত॥
যে কহিলে, সেই সব, আর—।
ইহা হইতে অধিক বিস্তার॥
সত্য আমা প্রতি প্রকাশিত।
বর্ত্তমান আছয়ে নিশ্চিত॥
ইহা আমি জানিয়ে বিদিত।
অন্যেও জানেন সুনিশ্চিত॥
গিয়া ব্রজে ইদানী সে সব।
অনির্বাচ্য কৈনু অনুভব॥
তাহে মম সৌভাগ্যাভিমান।
সত্ব হৈল চূর্ণিত-বিধান॥
সেই অনুভবেতে প্রাচুর্য্য।
কৃষ্ণপ্রসন্নতার মাধুর্য্য॥
প্রেম-প্রেমবানের মাধুরী।
অদ্ভুত জানিনু আমি ভূরি॥
সব ব্রজবাসির দর্শনে।
অতি ধন্য হইল আপনে॥
অনুকম্পা প্রভুর তাহাতে॥
সম্যক্ জানিয়া আপনাতে॥
তথা তাঁর প্রসাদাতিশয়।
আস্পদ আপনারে নিশ্চয়॥
জানি, অতি আনন্দসাগরে।
হইলাম নিমগ্ন তৎপরে॥
গোপীগণ-মহিমা আখ্যান।
আমি যাহা করিলাম গান॥
আর গোপী-পদরজ-লাগি।
গুল্ম-লতা হইবারে মাগি॥
গোপীপদরেণু নমস্কার।
করিলাম, জানি যাহা সার॥
তাহা সবে জানয়ে বিদিত।
ভাগবতে আছয়ে বর্ণিত॥
কৃষ্ণ-অনুগ্রহের বিষয়।
শ্রীরাধিকা-আদি গোপীচয়॥
আমা হৈতে অধিক-অধিক।
সুপ্রসিদ্ধ আছে সার্ব্বত্রিক॥
তাহা ব্যক্ত করি এইস্থানে।
কহা নহে—জান অনুমানে॥

সত্যভামাদির সে শ্রবণে।
দুঃখ হবে সাপত্ন্যকারণে॥
কিম্বা তাহা শুনিলে বিস্তার।
শ্রীকৃষ্ণের আর আপনার॥
পরম প্রেমের অনুভাবে।
পীড়াদি হইবে আবির্ভাবে॥
অতএব মুনিবর! শুন।
নমস্কার করি পুনঃপুন॥
কাকু-সহ করিয়ে প্রার্থনে।
সেই সব বৃত্তান্তশ্রবণে॥
যেই রস, তাহা হৈতে হবে।
মুনিবর! বিরাম করিবে॥
পরীক্ষিত কহেন তখনে—।
শ্রীরোহিণী দেবী সুবিমনে॥
চিরকাল গোকুলে বসতি।
তথাকার-জন-প্রিয় অতি॥
উদ্ধবের তাৎপর্য্যবচন—।
কৃষ্ণকৃপাপাত্র ব্রজজন॥
জানি, অশ্রুযুক্ত-বিলোচনী।
নারদেরে কহেন রোহিণী—॥
অহো মহা-দুর্দ্দৈব-যারিত।
সৌভাগ্যের গন্ধ-বিরহিত॥
নিমগ্ন সুদৈন্তের সাগরে।
উরু-বহ্নিজ্বালাতাপ ধরে॥
বিরহে বর্দ্ধিত প্রেমাবেশে।
বিষতুল্য ব্যাকুল বিশেষে॥
গোপ-গোপী-ব্রজবাসিগণ।
তাহাদের কি কব কথন॥
ক্ষণকাল করিয়া চিন্তন।
হইতেছি সুখিনী এক্ষণ॥
হরিদাস! বার্ত্তা সে-সবার।
না করাহ স্মরণ আমার॥
বসুদেব আমারে যখন।
ব্রজ হৈতে কৈলা আনয়ন॥
মহার্ত্তা শ্রীযশোদা তখন।
করিলেন অনেক রোদন॥
তাহা শুনি পাষাণ গলয়ে।
বজ্রের অন্তর বিদারয়ে॥
নিশ্চিত ইহাতে নাহি আন।
নাহি পারি করিতে ব্যাখ্যান॥
কিন্তু একজনের অন্তর।
বজ্র হৈতে সুকঠিনতর॥
নাহি হৈল আর্দ্র তাহা শুনি।
দুঃখ আর কি কহিব মুনি!॥
শ্রীরাধিকা-আদি গোপীগণ।
জীবনেতে-মৃত সর্ব্বক্ষণ॥
তাহাদের বার্ত্তা কোন্ জন।
করিবেক মুখেতে গ্রহণ॥
আমি অতি দুঃখিত অন্তরে।
আইলাম মথুরানগরে॥
তব প্রভু শুরুর আলয়।
হইতে আইলে সে-সময়॥
কুবুদ্ধি আমিহ হই অতি।
দুঃখেতে কিঞ্চিত তার প্রতি॥
সংক্ষেপেতে নিশ্চয় তাহার।
কহিয়াছিলাম সমাচার॥
তাহাতেহ মানস ইঁহার।
আর্দ্র নাহি হৈল একবার॥
যেহেতুক সন্দেশ-চাতুরী-।
বিদ্যাতে প্রাগল্ভ্য তব ভূরি॥
করিলেন তোমারে প্রেষণ।
না করিয়া আপনি গমন॥
আশ্বাস কি হইবে তাহাতে।
বাঢ়িল দ্বিগুণ দুঃখজাতে॥
এই কিবা প্রভুর তোমার।
মহা-কৃপা-প্রসাদ-বিস্তার॥
তাঁহাদের প্রতি হৈল বর্য্য।
কহিতেছ যাহার তাৎপর্য্য॥
প্রত্যক্ষ হইল মম সবে।
গেলেন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে যবে॥
সেইদিনাবধি পূতনাদি।
দৈত্যগণ হইয়া বিবাদী॥
ইন্দ্র-বরুণাদি দেবচয়।
শকট, অর্জ্জুন-বৃক্ষদ্বয়॥
অজগর-আদি বৃন্দাবনে।
বনে ক্লেশ দিল বহুক্ষণে॥
ব্রজবিনাশক উপদ্রব।
কিবা নাহি হইল উদ্ভব॥
তাহে ব্রজজনের তথাপি।
কৃষ্ণপ্রীতি ক্ষীণ ন কদাপি॥
নাহি করে তদনুসন্ধান।
নিত্য কৃষ্ণপ্রীতি বর্দ্ধমান॥
কৃষ্ণপ্রেমে হইয়া মোহিত।
উপদ্রবকালেতে নিশ্চিত॥

সদা কৃষ্ণমঙ্গল ইচ্ছেন।
কভু নিজ-ক্ষেম না চাহেন॥
শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণে জানে।
যদুনন্দনাদি নাহি মানে॥
স্বাভাবিক-প্রেমেতে তাঁহার।
করেন যে কিছু ব্যবহার॥
সব কৃষ্ণসুখের কারণ।
নিজ-সুখ না চাহে কখন॥
ব্রজজনগণের তখন।
তব প্রভু না কৈল করণ॥
গুপ্তে বাস করি বৃন্দাবনে।
নিজকার্য্য করিয়া সাধনে॥
পরিত্যাগ-আদি কার্য্য যেই।
করিলেন কৃষ্ণচন্দ্র এই॥
কহিতে না কারেও জুয়ায়।
হবে অপকীর্ত্তি ব্যক্ত তায়॥
এতেক শুনিয়া পদ্মাবতী।
কংসের জননী – দুষ্টা অতি॥
দ্রুমিল-নামেতে দৈত্য-সঙ্গে।
পুত্রোৎপন্ন হৈল যার রঙ্গে॥
অতএব সুধৃষ্ট-চেষ্টিতা।
জরাতে বিচার-বিনাশিতা॥
কাঁপাইয়া মস্তক বচন।
কহিতে লাগিল ততঃক্ষণ—॥
অহো মহাকষ্ট গোপচয়।
অকৃপাবিশিষ্ট সুনির্দ্দয়॥
তাহাদের হরি গোপালনে।
করিলেন কণ্টক-কাননে॥
অত্যাতে তাহারা কদাচিত।
পাদুকা না কৈল পরিহিত॥
ক্ষুধাতুর হইয়া কখন।
তক্রাদিক করেন ভক্ষণ॥
গোপনারী তাহার কারণ।
করিলেন কৃষ্ণেরে বন্ধন॥
তাড়ন বিস্তর করিলেন।
বহুতর যে দুঃখ দিলেন॥
সময়ের গতিকে তথায়।
সহিলেন কৃষ্ণ সমুদায়॥
তাহাদের কৃষ্ণচন্দ্র ইবে।
আর উপকার কি করিবে? ॥
ভর্ত্তাপ্রিয়তমা শ্রীরোহিণী।
সংপূর্ণ-গাম্ভীর্য্য-প্রজ্ঞা যিনি॥

দুষ্টা পদ্মাবতীর বচন।
অবজ্ঞাতে না করি শ্রবণ॥
প্রস্তুত কহিতে যাহা ছিলা।
সংপূর্ণ তা করিতে লাগিলা—॥
যদুরাজধানী-মথুরায়।
আসি কৃষ্ণ অরি মারি তায়॥
দ্বারকায় সুখে নিবসেন।
রাজরাজেশ্বর হইলেন॥
ইন্দ্রে পারিজাতের হরণে।
জিনিলেন অবলীলামনে॥
নরকাদি-অসুর-সংহারে।
করিলেন বহু উপকারে॥
তাহে দেববৃন্দ বন্দে পায়।
স্তব-স্তোত্র করি সর্ব্বদায়॥
অহো তব ঈশ্বর কখন।
ব্রজবাসি-গোপ-গোপীগণ॥
চিত্তেও স্মরণ নাহি করে।
গমন থাকুক দূরতরে॥
এত শুনি দেবী শ্রীরুক্মিণী।
কৃষ্ণপ্রিয়া ভীষ্মকনন্দিনী॥
শ্রীকৃষ্ণবক্ষেতে বাস যাঁর।
মানস জানেন সব তাঁর॥
রোহিণীর বাক্য না সহিতে।
পারি, কিছু লাগিলা কহিতে—॥
ওগো মাতা! শ্রীকৃষ্ণ-অন্তর।
নবনীত হৈতে মৃদুতর॥
অন্তরের ভাব যে তাঁহার।
না জানি কহিছ এপ্রকার॥
শুনিয়াছি যে সব কথন।
তাহা কর তোমরা শ্রবণ॥
রাত্রে নিদ্রাসময়ে স্বপনে।
কিবা-কিবা কহেন বচনে॥
কালিন্দী-যমুনা-আদি করি।
যত ধেনুগণ-নাম ধরি॥
মধুর-মধুর প্রীত্যাখ্যানে।
ধেনুগণে করেন আহ্বানে॥
শ্রীদাম, সুদাম, হে সুবল!।
স্তোককৃষ্ণ, হে মধুমঙ্গল!॥
আদি নাম করিয়া গ্রহণ।
সখাগণে ডাকেন কখন॥
কখনো বা হইয়া ত্রিভঙ্গ।
মুখে বংশী লইয়া স-রঙ্গ॥

মনোহর পরম আকৃতি।
অভিনয় করেন প্রকৃতি॥
কদাচিৎ কহেন—জননি!।
বিতরহ আমারে নবনী॥
কভু বলি 'শ্রীরাধে ললিতে'!।
আমারে ডাকেন ভ্রান্তিচিতে॥
কভু 'চন্দ্রাবলি'-সম্বোধনে।
'কিবা মোরে করহ বঞ্চনে'॥
ইহা কহি করে আকর্ষণ।
মম শাটী করিয়া গ্রহণ॥
কখনো বা নয়নের জলে।
শয্যা-আদি ভিজান সকলে॥
স্বপ্ন হৈতে উঠিয়া তৎক্ষণ।
আর্তস্বরে করেন রোদন॥
যাতে মগ্ন হই মোরা সবে।
দুঃখ-শোকরূপ-মহার্ণবে॥
অদ্য রাত্রে স্বপ্নে কি দেখিয়া।
হৈলা শোকে বিকল কান্দিয়া॥
বিমনস্ক-কারণে পীড়িত।
শিরে বস্ত্র করিয়া অর্পিত॥
সুপ্ত-তুল্য পালঙ্কে আছেন।
নিত্যকৃত্য নাহি আচরেন॥
সত্যভামা শুনিযা কথিতা।
স-সপত্নী হই ঈর্ষ্যান্বিতা॥
সহিতে না পারিয়া ভামিনী।
কহিতে লাগিলা—হে রুক্মিণি!॥
নিদ্রাতে যেমত আচরণ।
ইহা তুমি কি কর জল্পন?॥
কিমপি-কিমপি জাগরণে।
নিজচিত্তে করিয়া চিন্তনে॥
সুপ্ত-তুল্য করেন তাদৃশ।
বিস্তারিয়া কহিলা যাদৃশ॥
দ্বারকানগরে মোরা-সব।
নামমাত্র ভার্য্যা অনুভব॥
নন্দব্রজবাসি-গোপীচয়।
তাহাদের দাসী যারা হয়॥
বস্তুত তাহারা সুবিদিত।
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া সুনিশ্চিত॥
তবে বলরাম নাহি পারে।
তাহাদের বাক্য সহিবারে॥
গোকুল গোকুলবাসিজন।
অতি প্রিয়তম যার হন॥
রুক্মিণ্যাদিবাক্য মিথ্যা মানি।
রোহিণীনন্দন রোষে বাণী॥
কহেন,—শুনহ বধূগণ!।
ভ্রাতার কহিলে আচরণ॥
ব্রজবাসি-সহজ-দৈন্যের।
বার্ত্তা-কথা-পর আমাদের॥
বঞ্চনানিমিত্ত সে আচারে।
কপটকার্য্যেতে পটুতরে॥
গোকুলে থাকিয়া মাসদ্বয়ে।
তাহাদের স্বাস্থ্যের আশয়ে॥
তাহাদের মন বুঝাবারে।
কহিলাম অনেকপ্রকারে—॥
তোমাদের বিরহে ব্যাকুল।
হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণ আকুল॥
অতিদুঃখে করিতে সান্ত্বন।
করিলেন আমারে প্রেরণ॥
শেষ বৈরিবর্গ আছে যত।
তাহাদিগে করিয়া নিহত॥
অদ্য কিম্বা কল্য সুনিশ্চিত॥
স্বয়ং আসিবেন দিতে প্রীত॥
ইত্যাদি কহিয়া নানামত।
আর আচরিয়া লীলা কত॥
না পারিনু করিতে সান্ত্বনা।
করিলাম তবে বিবেচনা—॥
কৃষ্ণ-ব্যতিরেকেতে কখন।
না হইবে শান্ত ব্রজজন॥
ইহা দেখি শপথ বিবিধ।
শতশত দিয়া নানাবিধ॥
করি যত্ন বহু আচরণ।
ঈষৎ করিয়া আশ্বাসন॥
তাহাদের সম্মতি-ব্যতীত।
আইলাম এখানে ত্বরিত॥
কহিলাম কাতর-প্রকারে—।
গিয়া কৃষ্ণ! ব্রজে একবারে॥
করি বাল্যলীলাদ্যাচরণ।
ব্রজজন রক্ষহ জীবন॥
'যাইতেছি' মুখে মাত্র কহে।
মন তাঁর সেইমত নহে॥
মানসের থাকে যেই ভাব।
কার্য্যদ্বারা সাক্ষী অনুভাব॥
বাক্যে অন্য মুখে অন্য তাঁর।
কপট-পাটব এই সার॥

ইহা শুনি শীঘ্র ভগবান্।
শয্যা হৈতে করিয়া উত্থান॥
প্রিয়-প্রেম-পরাধীন-মন।
উচ্চৈঃস্বরে করেন রোদন॥
গৃহমধ্য-হইতে তখন।
বাহিরেতে করিলা গমন॥
প্রফুল্ল-পঙ্কজ—নেত্রদ্বয়।
অশ্রুধারা অনেক বর্ষয়॥
পরমকারুণ্যতে কাতর।
কহিছেন সগদগদস্বর—॥
সত্যসত্য মহা-বজ্রসারে।
ঘটিত হৃদয় এ আমারে॥
যেহেতু এখনো দুইখান।
না হইল বিদীর্ণ-বিধান॥
বাল্যাবধি মোরে ব্রজজন।
চিরকাল যে কৈলা পালন॥
সেই প্রেম নহে সাধারণ।
করিলাম সব বিস্মরণ॥
কোনমতে তাহাদের হিত।
কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্য সুনিশ্চিত॥
সে থাকুক, প্রত্যুত এখনে।
কোমলাত্মা যত ব্রজজনে॥
আমি ক্রূরমন অতিশয়।
দিলাম অত্যন্ত দুঃখচয়॥
ওরে ভাই সর্ব্বজ্ঞ উদ্ধব!।
তুমি শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ-যতসব॥
কহ অতি ত্বরায় বচন—।
কি করিব ব্রজের কারণ?॥
এই শোকসমুদ্র দুস্পার।
হৈতে মোরে করহ উদ্ধার॥
নন্দপত্নী-প্রিয়সখী তবে।
দেবকী শুনিলা এত যবে॥
পুত্রে স্নেহবতী অনুভব—।
করিলেন—যদ্যপি উদ্ধব॥
ব্রজে যাত্তো কৃষ্ণেরে কহিবে।
তবে পুত্রবিচ্ছেদ হইবে॥
এ আশঙ্কা করি নিজ-মনে।
কহিলেন দেবী সেইক্ষণে—॥
পরমোপকারি-ব্রজজন।
যাহে বাঞ্ছে—দেহ ত এইক্ষণ॥
তবে মূঢ়বুদ্ধি পদ্মাবতী।
উগ্রসেনমহিষী দুর্ম্মতি॥
বৃদ্ধা শ্রীকৃষ্ণের মাতামহী।
রাজ্যদানে ভয় পায়্যা তহি॥
পূর্ব্বে তাঁর বাক্য অশ্রবণে।
রামমাতা করিলা হেলনে॥
স্বামিরাজ্য-রক্ষার কারণ।
চাতুরী করিয়া বিরচণ॥
বাক্যের কৌশলে অশুচিত্ত।
শ্রীকৃষ্ণেরে করিবা-নিমিত্ত॥
যদুবংশগণের শরণে।
কৃষ্ণে সুস্থ করিবা মননে॥
পরিহাস-তুল্য পদ্মাবতী।
সেইকালে কহিছে ভারতী—॥
কৃষ্ণ! কেন কর অনুতাপ।
শুন মম মন্ত্রণা-বিলাপ॥
একাদশবর্ষ দুইভাই।
নন্দগোপ-মন্দিরেতে যাই॥
গোচারণ করিলে তাহার।
দেয় বা না দেয় বৃত্তি তার॥
তোমরা যা করিলে ভোজন।
গর্গহস্তে করায়্যা গণন॥
জ্যোতির্বেত্তা গর্গ যে গণিবে।
ন্যূনাধিক তাহাতে নহিবে॥
অণু-কণ গণনে যতেক।
হবে, তার দ্বিগুণ প্রত্যেক॥
আমি নিজ স্বামীর দ্বারেতে।
দেয়াব, শপথ কৈনু তাতে॥
ভগবান্ এতেক শুনিয়া।
শ্রুত বাক্য অশ্রুত করিয়া॥
ব্রজবাসিজনের অভীষ্ট।
নিজ কৃত্য হয় যেই ইষ্ট॥
জানিয়াও যেন না জানেন।
শোকবেগে উদ্ধবে পুছেন—
গোকুলবাসির অভিপ্রায়।
আপনি জানহ সমুদায়॥
হে বিদ্বান্-শ্রেষ্ঠ! তাঁহাদের।
কিবা হয় অভীষ্ট মনের?॥
বিলম্ব না করিয়া উদ্ধব!।
আমারে বলহ শীঘ্র সব॥
দৈবকী যে কহিলা বিদিত—।
'দিতে ব্রজবাসির বাঞ্ছিত॥'
এই প্রশ্ন সেই অভিপ্রায়।
করিলেন কৃষ্ণ শ্যামরায়॥

'যদ্যপিহ কোন দানাদিতে।
বাঞ্ছা পূর্ণ তাদের নিশ্চিতে॥
নাহি হইবেক কদাচিত।
আপনার গমন-ব্যতীত॥'
জানিয়াও আপনি এ ভাষা।
মন্ত্রিবরে করিলা জিজ্ঞাসা॥
'মন্ত্রি-যুক্তিবচন লইয়া।
ব্রজে যাব সত্বর হইয়া॥
নারিবেক কেহ নিষারিতে।'
এই ভাবে পুছিলা নিশ্চিতে॥
সেই কৃষ্ণবাক্যের শ্রবণ।
করিয়া উদ্ধব ততঃক্ষণ॥
হৃদয়েতে দুঃখিত নিতান্ত।
প্রেমভরে বিবশ একান্ত॥
তাৎপর্য্য না করি অবধান।
যথাশ্রুত অর্থ করি জ্ঞান॥
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যজি ক্ষণ।
সানুতাপে কহেন তখন—॥
রাজরাজেশ্বরতা বৈভব।
আর দিব্য বস্তু যত সব॥
অন্য কিছু না করে কামনা।
নন্দাদিক ব্রজবাসিজনা॥
ইহলোকে পরলোকে আর।
কামনাবিষয় নাহি তাঁর॥
তোমারে কেবল সদা চাহে।
ব্রজবাসী সুদুঃখিত তাহে॥
আমি যাহা করিয়ে জ্ঞাপন।
অবধান কর ইথে মন॥
পশ্চাৎ বিচারি যে কর্ত্তব্য।
করিবেন যথোচিত ভব্য॥
আমি তাহা কি কব এখন।
স্বয়ং বুঝি করহ করণ॥
পূর্ব্বে তুমি নন্দের সহিত।
ভূষণাদি করিলে প্রেরিত॥
যশোদাদ্যা শ্রীরাধাদ্যা আর।
দেখি বস্তু সে-সব-প্রকার॥
হৈয়া মগ্ন শোকের সাগরে।
কহিলেন বাক্য পরস্পরে—॥
অহোবত মহৎকষ্ট এই।
ভূষণাদি পাঠাইলা যেই॥
এই-কৃপা-যোগ্য মোরা অতি।
জানিলেন শ্রীকৃষ্ণ সংপ্রতি॥
পূর্ব্বে নাহি ছিল এইমত।
ইবে মহা-দুর্ভাগ্য-নিয়ত॥
ধিক্-ধিক্ সেহেতু জীবনে।
কণ্ঠমধ্যে যে আছে এখনে॥
ধিক্-ধিক্ গোপগণে,—যারা।
কৃষ্ণ ত্যজি আনে অলঙ্কারা॥
তাথে তব গমন-আশয়।
ত্যাগ করি সবে সুনিশ্চয়॥
তব মাতা-যশোদা-সহিত।
মৃতপ্রায় সকলে নিশ্চিত॥
নির্দ্ধার্য্য করিয়া স্ব-মরণ।
আরম্ভিলা সবে অনশন॥
ততঃপরে নন্দ-মহাশয়।
কৃতাপরাধ-তুল্য দিনত্রয়॥
শক্তি নাহি কিঞ্চিত কহিতে।
শোকদুঃখে অত্যন্ত পীড়িতে॥
ব্রজের রক্ষিতে তব প্রাণ।
করি যুক্তি-কৌশল-বিধান॥
ব্রজে তব গমন-বচন।

তথাহি (ভাঃ ১০।৪৫।২৩)—

জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখম্ ।*।

দিয়া বহু শপথ তখন॥
সাঁন্ত্বাবারে ব্রজবাসিচয়।
কহিলেন নন্দ-মহাশয়—॥
প্রেমের বোধক দ্রব্য প্রথমেতে।
পাঠাইয়া দিল পুত্র এখানেতে॥
নহে তোমাদের অভিলাষ-জ্ঞানে।
প্রেরণ করিলা এসব এখানে॥
সত্যবাক্য কৃষ্ণ পশ্চাৎ ত্বরায়।
আসিবেন অতি-অবশ্য এথায়॥
নিজ প্রস্তুতার্থ যে আছে সেখানে।
শীঘ্র সেই সব করি সমাধানে॥
সরল-মানস-সকলে এ কথা।
শুনিয়া বিশ্বাস করিলা সর্ব্বথা॥
'করিলে ধারণ এই অলঙ্কার।
কৃষ্ণ হৃষ্ট হবে'—করিয়া বিচার॥
অলঙ্কার দেহে করিলা ধারণ।
কিন্তু না হইলা তাহে সুখমন॥
শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে করি আগমন।
প্রসাদ-ভূষণ-ধারণ-কারণ॥

আমাদিগে আজ্ঞাপালক দেখিয়া।
করিবেন কৃপা সন্তোষ পাইয়া॥'
আপনি না গিয়া স্বয়ং তথাকারে।
সমর্পিয়া যেই সন্দেশ আমারে॥
শ্রীব্রজধামেতে করিলা প্রেরণ।
কহিলাম আমি সকল বচন॥

তথাহি কৃষ্ণসন্দেশঃ (ভাঃ ১০।৪৭।২৯)—
ভবতীনাং বিয়োগো মে নহি সর্ব্বাত্মনা ক্বচিৎ।
যথা ভূতানি ভূতেষু খং বায়ুগ্নির্জলং মহী।
তথাহঞ্চ মনঃ প্রাণবুদ্ধীন্দ্রিয়গুণাশ্রয়ঃ॥ • ॥ ইতি

তব জ্ঞানমিশ্র এসব বচন।
শুনি শ্রীরাধিকা-আদি গোপীগণ॥
নিরাশা হইয়া তব আগমনে।
হতপ্রায় হৈল যত ব্রজজনে॥
সাক্ষাতে তাঁদের দেখি সে প্রকার।
অতি দুঃখি-মন হইল আমার॥
'অবশ্য শ্রীকৃষ্ণ আনিব এথায়।'
এই ত প্রতিজ্ঞা করিয়া তথায়॥
বহুযত্নে প্রাণ তাঁদের রক্ষিয়া।
আইলাম তব নিকটে ধাইয়া॥
তুমিহ তথাপি স্বয়ং নাহি গিয়া।
বলদেবে পুন দিলে পাঠাইয়া॥
মম-আগমন-পরে দুঃখি-চিত্ত।
ব্যাকুলিত তব প্রাপ্তির নিমিত্ত॥
পরিত্যজ সব বিষয়ের ভোগ।
যে অবস্থা হৈল তাহাদের যোগ॥
নিজাগ্রজে তাহা করহ জিজ্ঞাসা।
কহিবারে আমি না পারি সে ভাষা॥
এত শুনি কৃষ্ণ ব্রজের বিচ্ছেদে।
হইলেন মগ্ন সিন্ধুতুল্য-খেদে॥
তা দেখি দৈবকী-রুক্মিণ্যাদি সবে।
অবনত-ম্লানমুখ কান্দে তবে॥
কৃষ্ণ যাবে ব্রজে,—বিরহে তাঁহার।
ভাবে মনে—নাহি বাঁচিবেক আর॥
কৃষ্ণচন্দ্র অতি সুকোমল-মন।
সস্নেহে তাঁদের দেখিয়া বদন॥
না হইলা শক্ত সঙ্গ ত্যজিবারে।
ব্যগ্রচিত্ত কিছু নারে কহিবারে॥
লিখিবারে তবে পত্র আশ্বাসন।
একখণ্ড-পত্র মসীর যাচন॥
সঙ্কেত-দ্বারেতে করেন তখন।
এইরূপ পত্র করিতে লিখন॥

যথা (বৃহদ্ভাগবতামৃত ৬।১৬)—
প্রস্তুতার্থং সমাধায়াত্রত্যানাশ্বাস্য বান্ধবান্।
এষোঽহমাগতপ্রায় ইতি জানীত মৎপ্রিয়াঃ॥ • ॥

উপস্থিত প্রয়োজন আছে যাহা।
কথঞ্চিৎ করি সমাধান তাহা॥
দ্বারকানিবাসী যত বন্ধুজন।
যাদবাদি সবা করি আশ্বাসন॥
এই আমি তথা সমাগতপ্রায়।
হে মৎপ্রিয়া! ইহা জানিবে বিধায়॥
এইরূপ প্রেমপত্র আশ্বাসন।
ব্রজমধ্যে কৃষ্ণ করিতে প্রেষণ॥
স্বহস্তেতে তাহা করিলা লিখন।
সে কেবল গাঢ়-প্রতীতি-কারণ॥
পত্র-প্রস্থাপন-মাত্র কৃষ্ণেহিত।
অভিপ্রায়ে জানি উদ্ধব নিশ্চিত॥
ব্রজবাসিজন-মনোভিজ্ঞবর।
অত্যন্ত বেদনা পাইল অন্তর॥
অতএব করি উদ্ধব রোদন।
শপথপ্রদানে কহেন তখন—॥
পরম মধুর অতি মনোহর।
তব পাদপদ্মযুগল সুন্দর॥
বৃন্দাবনে শুভ প্রয়াণ ব্যতীত।
প্রেমপত্রাদিক হইলে প্রেরিত॥
না বাঁচিবে কোনপ্রকারে নিশ্চিত।
নাহি ইচ্ছে অন্য কিছু কদাচিত॥
ইহা আমি করিলাম সুনির্ণয়।
জান প্রভো! ইহা কহিনু নিশ্চয়॥
এত শুনি কংসমাতা সে কুমতি।
মাথা হেলাইয়া হাস্য করি অতি॥
কহে হুংকারিয়া—বুঝিল-বুঝিল।
নির্বুদ্ধে দৈবকি! বৃত্তান্ত যে ছিল॥
শ্রীনন্দাদ্যা চির গোরস দিলেন।
উদ্ধবেরে বশীভূত করিলেন॥
তাহার সাহায্যে পুত্রেরে তোমার।
আনাইয়া গোকুলেতে পুনর্ব্বার॥
অতি ভয়ানক সুদুর্গম বনে।
ব্যাঘ্রাদি-সেবিত কণ্টক-বলনে॥
নিজ পশুসব করাবে রক্ষণ।
এ ইচ্ছা করিল ধূর্ত্ত গোপগণ॥
এ কুৎসিত বাক্য শুনিয়া তাহার।
রামমাতা—প্রিয়সখী যশোদার॥

সহিতে অশক্তা হইয়া তখন।
অতি-কোপান্বিতা কহেন বচন—॥
আঃ কংসমাতা সুকুমতিবরে!।
গোরক্ষায় কৃষ্ণে নিযুক্ত কি করে?॥
ক্ষণমাত্র কৃষ্ণ না করি দর্শনে।
ব্রজজন নাহি বাঁচয়ে জীবনে॥
বনশোভা কৃষ্ণ দেখিতে কচিত।
বৃক্ষ-মধ্যে যদি হয় অন্তর্হিত॥
ওহে সতি! শ্রীদামাদি সহচর।
রোদন-সহিত ব্যাকুল অন্তর॥
'কৃষ্ণঃকৃষ্ণ' বলি মহা উচ্চস্বরে।
ডাকিয়া বেড়ায়—অন্বেষণ করে॥
ব্রজস্থিত শ্রীরাধিকাদির 'দিন'।
হয় 'রাত্রি' যেন প্রলয়কালীন॥
কৃষ্ণ-অদর্শনে লবমাত্র কাল।
চতুর্যুগতুল্য মানেন বিশাল॥
মুহুর্মুহু রবি করেন দর্শন।
পশু-ব্রজ-পথ হেরেন তখন॥
বিকালে শুনিয়া কৃষ্ণবংশীরবে।
মহাপ্রেমময়ী দশা পান সবে॥
এ-সব-প্রকারে—'কৃষ্ণ গিয়া বন।
গোরক্ষা করুন'—এ ইচ্ছা কখন॥
তাঁহাদের মধ্যে না ঘটে কাহার।
সবিশেষ ইহা কহিলাম সার॥
ইহ বৃন্দাবন-নবীন-বিপিনে।
গোবর্দ্ধনে আর যমুনাপুলিনে॥
সহ-সহচর সর্ব্বত্র ভ্রমণ।
করিবারে অতি সকৌতুকমন॥
গোবৎসাদি-সঙ্গে রঙ্গে নিত্য বনে।
সহাগ্রজ স্বয়ং করেন গমনে॥
যে সব বিপিনে বহু সরোবর।
সুনির্ম্মল জল অতি মনোহর॥
চক্রবাক চক্রবাকী হয়ে মেলি।
সারস-সারসী করে কত কেলি॥
ডাহুক-ডাহুকী-আদি পক্ষিগণ।
মত্ত হৈয়া তত্র করে বিহরণ॥
প্রফুল্লিত চারু কমল উৎপলে।
অলির আবলি কেলি কুতুহলে॥
করয়ে তাহাতে গন্ধ প্রসারিত।
চতুর্দিগ সব করে আমোদিত॥
তেমত-প্রকার যমুনা আছয়ে।
মহাশ্চর্য্য-বিচিত্রতাময়ী হয়ে॥

শ্রীব্রজভূমির সঙ্গিনী সুগতি।
অনির্ব্বচনীয় অতি শোভাবতী॥
তথা বিন্ধ্যগিরি-আদির সম্ভবা॥
মানসগঙ্গাখ্যা নদীগণ সবা॥
কলিন্দজা-তুল্য অতি শোভাবতী।
যে সব বিপিন-মধ্যে বিলসতি॥
যমুনাদি নদী আর সরোবরে।
অতি রম্য তট—দেখিতে সুন্দরে॥
কোমল-বালুকাচিত তদ্যন্তর।
তৃণগণ নবীন সদা নিকর॥
স্বাভাবিক দ্বেষ ত্যজিয়া বিহরে।
নানা মৃগ পক্ষী অতি মনোহরে॥
দিব্য-পুষ্প-ফল-পল্লব-আবলী-।
ভারে নম্র লতা-বৃক্ষাদি সকলি॥
সুমত্ত-ময়ূর-পিক-শ্রেণী আর।
করে নাদ তথা বিবিধ-প্রকার॥
ব্রহ্মা যোড়-করে নানান-প্রকারে।
অতি স্তুতি নতি সে করে যাহারে॥

তথাহি—

যথোক্তং ব্রহ্মণৈব (ভাঃ ১০।১৪।৩৪)—
তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যামিত্যাদি॥

বৃন্দাবনে ব্রজে গোবর্দ্ধনে আর।
নাহিক হরণ-হিংসা-ব্যবহার॥
সেহেতু রক্ষক-অপেক্ষা ন তথা।
স-মহিষ্যাদি গাবীগণ সর্ব্বথা॥
যাই প্রাতঃকালে বিপিনে সকলে।
স্বচ্ছন্দে খাইয়া তথা ঘাস-জলে॥
পুন আস্তে গৃহে সন্ধ্যার সময়ে।
তথা নাহি ক্লেশ গোরক্ষা-বিষয়ে॥
পুনঃ কংসমাতা কহিছে—রে বলে!।
শুন রোহিণি রামমাতা বাচালে!॥
যদি রক্ষকাপেক্ষা নাহি তথায়।
তবে এক্ষণে কেনে গবাদি তায়॥
রক্ষক কৃষ্ণের অভাবেতে নষ্ট।
হইল সকল—শুনিতেছি স্পষ্ট?॥
শ্রীগোপালদেব শুনি বৃদ্ধার বচন।
হইলেন সম্ভ্রমেতে পীড়িত বিমন॥
চিত্তে তাপ জন্মি শুষ্ক মুখাব্জ বিপুল।
প্রিয়জন-অপবার্ত্তা-শঙ্কায় ব্যাকুল॥
মধুপুরী-আগমন-হইতে প্রাচীন।
তাহার পরেতে যেই হয় অর্বাচীন॥

ব্রজের বৃত্তান্ত সব বলদেব জানে।
অশ্রুযুক্ত চাহিলেন তাঁর মুখপানে ॥
বুঝিয়া ভ্রাতার ভাব রোহিণীনন্দন।
ব্রজের বৃত্তান্ত সব করিয়া স্মরণ ॥
স্বধৈর্য্য-রক্ষণেতে অশক্ত হইলেন।
উচ্চ সুস্বরেতে কান্দি সুব্যক্ত কহেন— ॥
গবাদি তোমার প্রতিপালিত-জীবন।
না হয় বিচিত্র কিছু তাদের মরণ ॥
বৃন্দাবন-বনবাসি মৃগপক্ষিগণ।
ভাণ্ডীর-কদম্ব-আদি যে বৃক্ষগণ ॥
তৃণলতা-নিকুঞ্জ-পুঞ্জাদি স্বজীবন।
তোমাতে করিল তাহা সকলে অর্পণ ॥
যমুনাখ্যা নদী আর গিরি গোবর্দ্ধন।
কৃশতা হইল প্রাপ্ত—সংশয়-জীবন ॥
তোমার বিচ্ছেদে অতি দুঃখের প্রভবে।
মরিল অনেক ব্রজনিবাসি-মানবে ॥
কতক মানব তব সত্য বাক্য জানি।
আশায় কেবল তারা ধরি আছে প্রাণী।
অতঃপর শুনিবারে ইচ্ছা নাহি কর।
মহানর্থাপত্তি হবে তাহাতে প্রখর ॥
তুমি যদি অবশিষ্ট ব্রজবাসিগণে।
অনুকম্পা প্রকাশ না করহ এক্ষণে ॥
তবে যম অনুগ্রহ তাদিগে ত্বরায়।
করিবেন, তাতে দুঃখ যাবে সমুদায় ॥
নির্বিষ কালিয়হ্রদ করিলে আপনি।
তাহাতে বিপুল শোক জানয়ে এখনি ॥
ত্যজিতেন বিষপানে ত্বরায় জীবন।
নির্বিষ-কালিয়হ্রদে দুঃখ একারণ ॥
শুন অন্য হেতু শোকে—কলিন্দনন্দিনী।
হৈল স্বল্পজলা ব্রজভূমিসম্বন্ধিনী ॥
শুষ্করসা—তাহাতে প্রবেশ নাহি হয়।
মরণের অনুপায় দেখি দুঃখময় ॥
আপনি করিয়া যারে করতে ধারণ।
স্বর্গপ্রাপ্ত কৈলে—সেই গিরি গোবর্দ্ধন ॥
তোমার বিরহে হৈল নীচ অতিশয়।
অতএব তাহা হৈতে পতন না হয় ॥
নাহি বাহিরায় অনশনেতে জীবন।
তব নামামৃত করে যেহেতু সেবন ॥
কিন্তু আমি অনুমানি—শুষ্ক মহাবনে।
দাবাগ্নি উপায় হবে তাঁদের মরণে ॥
এত শুনি কৃষ্ণ—পরদুঃখেতে কাতর।
কোমলস্বভাব হৈলা অতি দুঃখিতর ॥
মহা-দীন-তুল্য বলরামকণ্ঠে ধরি।
অঙ্গের চন্দন অশ্রুধারে ধৌত করি ॥
অতি উচ্চ সুস্বরেতে করিয়া রোদন।
পরে রাম-সহ ভূমে লুঠেন তখন ॥
হইলেন মূর্চ্ছিত শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম ॥
সম্বিৎ নাহিক—বাক্য হইল বিরাম ॥
রোহিণী, উদ্ধব, আর দৈবকী, রুক্মিণী।
সত্যভামা-আদি যত পুরবাসী যিনি ॥
তাদৃশ রোদন আর দুঃস্থতা মোহিত।
অপূর্ব্ব দেখিয়া সবে অত্যন্ত দুঃখিত ॥
বিকল হইয়া সবে করেন রোদন।
এরূপ শুনিয়া যত পুরবাসিজন ॥
বসুদেব-সহ উগ্রসেনাদি যাদব।
মহা আর্ত্তস্বরে কান্দি ধাবমান সব ॥
সেইস্থানে আগমন করিয়া সকলে।
প্রভুরে তেমত দেখি হইলা বিহ্বলে ॥
গর্গ-সান্দীপনি-আদি আর পুরজন।
এমত দেখিয়া সবে বিমোহিত-মন ॥
শ্রীল সনাতন গোস্বামির সুবর্ণন।
প্রেমোদয় হয় যার করিলে শ্রবণ ॥
তার সর্ব্ব অর্থ ব্যাখ্যা করে সাধ্য কার্? ।
কিঞ্চিৎ কেবল কহি আত্ম শোধিবার ॥
শ্রীগুরু-চরণপদ্ম ভাবিয়া অন্তরে।
শ্রীজয়গোবিন্দদাস যাগে প্রেম-বরে ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে ভগবদনুগ্রহভরপাত্র-নির্দ্ধারখণ্ডে
প্রিয়তমো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥

সপ্তম অধ্যায়

সপ্তমে ব্রহ্মণো যুক্ত্যা মোহে শান্তে স্বয়ং প্রভুঃ ।
গোপীনাং পরমোৎকর্ষমাহাত্ম্যং হর্ষয়ন্মুনিম্ ॥০॥

পরীক্ষিৎ কহে—দেহ মাতা ! মন ।
পরিবার-সহ শ্রীকৃষ্ণ তখন ॥
মহার্ত্তি-রোদন করিলেন যেই ।
সকল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিলেক সেই ॥
ঝঞ্ঝাবায়ু-শব্দ—নির্ঘাতোল্কাপাত ।
ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া হৈল মহোৎপাত ॥
গুরু-পুরোহিত-প্রভৃতি মোহিত ।
নাহি প্রবোধক কেহ সন্নিহিত ॥
ব্রহ্মা স্বয়ং তথা কৈলা আগমন ।
বেদ-পুরাণাদি-বৃত দেবগণ ॥
দেখিলেন কৃষ্ণে মোহিতাদিপর ॥
প্রিয়তমজন-প্রণয়-কাতর ॥
নিগূঢ় আপন মাহাত্ম্যের ভর ।
প্রকাশ করিতে উদ্যত অন্তর ॥
পূর্ব্বে যে মোহাদি-দশা নাহি ছিল ।
তেমত অপূর্ব্ব দশা নেহারিল ॥
চতুর্ম্মুখ—পিতা গুরু আপনার ।
মহানারায়ণে দেখি চমৎকার ॥
ভক্তিপ্রেমোদয়ে ধৈর্য্য গেল দূর ।
ক্ষণকাল ব্রহ্মা কান্দিল প্রচুর ॥
যত্নে ধৈর্য্যযুক্ত করি আপনারে ।
স্বাস্থ্য প্রভুবরে তবে করিবারে ॥
হৃদয়েতে চিন্তা করিয়া উপায় ।
পাইলেন নিজ মানসে তাহায় ॥
তত্র কৃষ্ণপার্শ্বে গরুড় মোহিত ।
ছিল রোদনেতে অতি মগ্নচিত ॥
উচ্চভাবে ডাকি করি সচেতন ।
চতুর্ম্মুখ তারে কহেন বচন— ॥
রৈবতপর্ব্বত-লবণসাগর- ।
মধ্যস্থলে এই দ্বারকাভিতর ॥
বিশ্বকর্ম্মা করিলেন সুনির্ম্মাণ ।
যে শ্রীবৃন্দাবন অতি শোভমান ॥
শ্রীনন্দ-যশোদা-আদি শ্রীরাধিকা ।
তাঁহার সঙ্গিনী যতেক গোপিকা ॥
ইত্যাদি সকল ব্রজপরিকর ।
প্রতিমারূপেতে শোভিত ভিতর ॥
ব্রজবর্ত্তি-তুল্য শ্রীকৃষ্ণপালিত ।
গোযূথপ্রতিমা আছয়ে নির্ম্মিত ॥
পক্ষি-মৃগ-আদি যেন বৃন্দাবনে ।
তা-সবার মূর্ত্তি আছয়ে রচনে ॥
'স্বয়ং বৃন্দাবন এইস্থানে যেন ।
আসিয়াছে'—নিঃসংশয় মানি হেন ॥
সেইস্থানে কৃষ্ণে অগ্রজ-সহিত ।
এইমত মোহ যেন হয় স্থিত ॥
বিনতানন্দন ! তুমি যত্ন করি ।
অল্পে-অল্পে লৈয়া যাহ পৃষ্ঠে ধরি ॥
সেখানে যাউন রোহিণী কেবল ।
অন্যজন কেহ না যাবে বিরল ॥
ব্রহ্মার প্রযত্নে সেই খগেশ্বর ।
সুস্থ হইলেন বিশারদবর ॥
অল্পে-অল্পে তবে কৃষ্ণ-বলরামে ।
উঠাইয়া লইলেন পৃষ্ঠধামে ॥
বসুদেবাদিরে ব্রহ্মা প্রবোধিয়া ।
দিলেন স্বকীয় স্থানে পাঠাইয়া ॥
গরুড় লইয়া চলিল যখন ।
রাম-কৃষ্ণ সংজ্ঞা পাইলা তখন ॥
সাক্ষাতের তুল্য আছে বর্ত্তমানে ।
শ্রীনন্দ-যশোদা-প্রভৃতি যেস্থানে ॥
তথা অল্পে-অল্পে পালঙ্কোপরি ত ।
শ্রীনন্দনন্দনে করিলা স্থাপিত ॥
শ্রীদৈবকী পুত্রবাৎসল্যনিষেবী ।
শ্রীরুক্মিণী-সত্যভামা-আদি দেবী ॥
কংসমাতা পদ্মাবতী যারাখ্যানে ।
উদ্ধব-সহিত আসিয়া সেস্থানে ॥
তেন-মত দশা কৃষ্ণের দেখিয়া ।
নাহি পারিলেন যাইতে ত্যজিয়া ॥
সেস্থান হইতে পান দেখিবারে ।
দাঁড়াইলা আসি সবে তথাকারে ॥
ব্রহ্মার প্রার্থনে দূরে বৃক্ষান্তরে ।
লুক্কায়িত হৈয়া থাকিলেন পরে
শ্রীকৃষ্ণের মোহোৎপাদন-কারণ ।
যেহেতু নারদ কৈলা উত্থাপন ॥

সেইহেতু মানিলেন বোধাকারে।
কৃতাপরাধির তুল্য আপনারে॥
দেবগণ আর যদুগণ-সঙ্গে।
গমন নাহিক করিলেন রঙ্গে॥
শ্রীকৃষ্ণচরিত-মাধুর্য্যানুভব।
করিবারে মুনি দর্শনপ্রভব॥
হৈয়া অন্তর্দ্ধান কুতূহল নীয়া।
বান্ধি যোগপট্ট থাকিলা বসিয়া॥
গরুড় আকাশে হৈয়া অপ্রত্যক্ষে।
প্রভুবরে ছায়া করি নিজ-পক্ষে॥
থাকিলেন সেবা করিয়া মানস।
দেখিবারে কৃষ্ণচরিত সুরস॥
তবে কৃষ্ণাগ্রজ বলরাম ক্ষণে।
কিঞ্চিৎ সুস্থতা পাইয়া তখনে॥
কৃষ্ণস্বাস্থ্য-হেতু ব্রহ্ম-মন্ত্রণারে।
প্রাপ্ত সেইস্থানে জানি অভিপ্রায়ে॥
বিচক্ষণশিরোমণি শীঘ্র করি।
নিজ অনুজের মুখপদ্ম'পবি॥
ধূলি-আদি যাহা লাগিয়া আছিল।
প্রযত্নেতে সমার্জ্জন করি দিল॥
বস্ত্রোদর-মধ্যে বংশীর অর্পণ।
শিঙ্গা-বেত্র কক্ষে দিলেন তখন॥
নব-কদম্বের মালা কণ্ঠে ধরি।
ময়ূরপুচ্ছের চূড়া শিরোপরি॥
গুঞ্জামালা আর মকরকুণ্ডল।
অঙ্গে-অঙ্গে কর্ণে দিলেন শ্রীবল॥
বিশ্বকর্ম্মার কল্পিত দ্রব্যজাতে।
রচিলেন বন্য বেশ সব তাতে॥
আপনার বেশ করি সেপ্রকারে।
লাগিলা উঠাতে বলে ধরি তাঁরে॥
বলদেব অতি-উচ্চতর-স্বরে।
ডাকিতে লাগিলা জাগাবার তরে—॥
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ! উঠ উঠ ভাই!।
জাগ-জাগ কেন নিদ্রা ভাঙ্গে নাই?।
দেখ বেলা অদ্য অতিক্রান্তা হৈল।
পশুগণ বন-প্রবেশন কৈল॥
শ্রীদাম-প্রভৃতি সখাগণ যত।
অপেক্ষায় তব আছে বিশেষত॥
মাতাপিতা তোমা-প্রতি স্নেহচয়।
কিঞ্চিতো কহিতে নাহি শক্ত হয়॥
সাক্ষাদ্‌বর্ত্তমানা এই গোপীগণ।
তব মুখপদ্ম করিয়া দর্শন॥

কর্ণাকর্ণি কিছু কহে পরস্পর।
হাসয়ে সকলে তোমার উপর॥
এইমত বহু জল্পনা শতেক।
পৌনঃপুন্য তথা কহেন অনেক॥
'শ্রীকৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ শ্রীমান্'।।
নাম ধরি-ধরি করেন আহ্বান॥
মুখচুম্বনাদি-মধুরোক্তি-দ্বারে।
প্রশংসন করি ডাকেন তাঁহারে॥
বলে বলদেব কৃষ্ণহস্তে ধরি।
চালান উঠান বহু যত্ন করি॥
বহুক্ষণে কিছু পাইয়া চেতন।
শ্রীনন্দনন্দন হৈয়া জাগরণ॥
'শিবশিব' ইতি কহি সবিস্ময়ে।
উঠিলেন তবু মোহিত হৃদয়ে॥
নয়নকমল করি উন্মীলন।
অগ্রে শ্রীনন্দেরে করিয়া দর্শন॥
ঈষৎ হাসিয়া হৈয়া লজ্জান্বিত।
শ্রীনন্দেরে প্রণমিলা নিয়মিত॥
যশোদা স্নেহেতে শ্রীকৃষ্ণ-আননে।
দিছেন নিমেষ-রহিত ঈক্ষণে॥
তেমত প্রতিমা-স্বরূপে মানিয়া।
পার্শ্বে দেখি কৃষ্ণ কহেন হাসিয়া—॥
ওগো মাতা! অদ্য প্রভাতসময়ে।
কতকত স্বপ্ন—চিত্র অতিশয়ে॥
জাগরণ-তুল্য আমি এইক্ষণে।
নাহি করিলাম সকল দর্শনে॥
ব্রজ হৈতে আমি মধুপুরী গিয়া।
কংসাদিক দুষ্ট-দানবে নাশিয়া॥
জরাসন্ধ-আদি ভূপে করি জয়।
করিলাম সুখী দেব-সমুদয়॥
নির্ম্মাণ সমুদ্রতীরে করিলাম—।
'শ্রীদ্বারকা মহাপুরী' যার নাম॥
ইবে ত্বরা আছে যাইতে গোচারে।
অদ্য বৃত্ত নাহি পারি কহিবারে॥
তবে অনিমেষা তাঁহারে দেখিয়া।
নিজ-নিদ্রাধিক্য-দুঃখিতা মানিয়া॥
মোহেতে প্রকৃতা জানি প্রতিমায়।
কহেন সান্ত্বনা-হেতু প্রতি যায়॥
এই দীর্ঘ স্বপ্নবিম্ব চিত্তহয়ে।
না উঠিল অদ্য-দিন-মত পরে॥
এসব বিচিত্র কর্ম্ম বহুকালে।
আচরিত হয় অত্যন্ত বিশালে॥

ক্ষণে স্বপ্ন-মধ্যে দেখিলা কেমনে।
বলদেব মানে, হেন জানি মনে॥
কহেন—হে আর্য্য! মহাশ্চর্য্য সব।
যদি তুমি নাহি মান অসম্ভব॥
তবে বনমধ্যে করিয়া গমন।
কহিব বিস্তারি সকল কথন॥
এপ্রকার কৃষ্ণ কহিয়া মাতায়।
সাদরে প্রণাম করিলেন পায়॥
বনভোগ্য যোগ্য দধ্যোদন-সর।
চাহি কৃষ্ণ প্রসারিত কৈলা কর॥
এত দেখি অত্যভিজ্ঞ শ্রীরোহিণী।
নিজমনে কৈলা বিচারণ তিনি—॥
এই শ্রীযশোদাপ্রতিমা হয়েন।
কিছু দিতে কথা কহিতে নারেন॥
তবে ভোগ্যদ্রব্য, প্রতিবাক্য আর।
ইঁহা হৈতে নাহি পাবেন বিস্তার॥
তাহাতে 'প্রতিমা' এই বুদ্ধি হবে।
অধিক অনর্থ হইবেক তবে॥
তাহা সম্বরণ করিতে তখন।
শ্রীরোহিণী দেবী কহেন বচন—॥
ওরে বৎস! তব জননী এখন।
তব নিদ্রাধিক্য করিয়া দর্শন॥
'অস্বাস্থ্য-শরীর অন্ত' জানি মনে।
অতি দুঃস্থচিত্তা আছেন এখনে॥
তুমি মাত্র পুত্র একল যাঁহার।
চিন্তা কেনে নাহি হইবে তাঁহার ?॥
অতএব বহু কথোপকথনে।
ওরে বাছা! অন্ত নাহি প্রয়োজনে॥
কৃষ্ণ কহে—তবে গৃহেতে রহিব।
বনে গিয়া কিবা ভোজন করিব ?॥
শ্রীরোহিণী কহে—অগ্রেতে গোধন।
গোপগণ-সহ করিলা গমন॥
তুমিহ কাননে করহ গমন।
আমিহ উত্তম ভোগ্যোপকরণ॥
আয়োজন করি পশ্চাৎ এখন।
করিতেছি বনমধ্যেতে প্রেরণ॥
সুস্নিগ্ধা রোহিণী কহে এপ্রকার।
শ্রীকৃষ্ণ বন্দিয়া চরণ তাঁহার॥
মাতৃ-করতলে স্থিত নবনীত।
চৌর্য্য-রূপে তাহা করিয়া হরিত॥
নিজজ্যেষ্ঠে ডাকে করিতে ভোজন।
না পাইয়া নাহি খাইলা তখন॥
অস্বাস্থ্য দেখিয়া অনুজের অতি।
আর শ্রীকৃষ্ণের গোপীর সংহতি॥
স্বচ্ছন্দ-ভাষণে সঙ্কোচ না হবে।
একারণ অগ্রে রাম গেলা তবে॥
দয়ালু শ্রীকৃষ্ণ না পাইয়া তাঁরে।
না খাইলা সেই নবনীতসারে॥
যশোদা-রোহিণী-সন্তোষ-কারণে।
কাকুবাদ-সহ বিনয়-বচনে॥
মধ্যাহ্নের ভোগ্য প্রার্থনা করিয়া।
চলিলেন গোষ্ঠে নির্গত হইয়া॥
অগ্রে দেখি চন্দ্রাবলী-আদি গণ।
নর্ম্মোক্তিতে কৃষ্ণ করি সম্ভাষণ॥
মধুর বেণুর গানে গাবীগণে।
অগ্রেগতো তার করেন রোধনে॥
অগ্রে শ্রীরাধিকা—সহ সহচরী।
দাঁড়ায়্যা আছেন দেখিয়া শ্রীহরি॥
ঈষৎ হাসিয়া কৌশল-সহিত।
শ্রীনন্দনন্দন কহেন কিঞ্চিত—॥
ওহে প্রাণেশ্বরি! প্রাপ্ত রহঃস্থানে।
অনুরক্ত ভক্ত আমারে এখানে॥
কেনে অদ্য নাহি কর সংভাষণী।
তবে কি হয়েছে মানিনী আপনি॥
অপরাধ কিছু নাহি করিলাম।
তাহাতে নিশ্চয় হবে জানিলাম—॥
আপনি সর্ব্বজ্ঞা—ওহে প্রাণেশ্বরি!।
শ্রীবার্ষভানবি শ্রীব্রজসুন্দরি!॥
অদ্যকার মম স্বপ্নের বৃত্তান্ত।
সকলি আপনি জানিলা নিতান্ত॥
ওহে প্রাণপ্রিয়ে! তোমারে ছাড়িয়া।
মথুরায় আর দ্বারকায় গিয়া॥
মরণে উদ্যতা রাজপুত্রীগণে।
অনেক বিবাহ করিনু তখনে॥
পুত্র-পৌত্র-আদি অনেক বিস্তার।
জন্মিলেক দূরবর্ত্তী সে আমার॥
সেসব বৃত্তান্ত মানিনীত্ব আর।
থাকুক এক্ষণে হে প্রিয়ে! তোমার॥
অগ্রে গেল গাবী-সহচর-গণ।
যাব সেকারণ শীঘ্রতর বন॥
সন্তোষ সে অদ্য প্রদোষ-সময়ে।
প্রমোদ তোমার দিব হে নিশ্চয়ে॥
এইমত কথা কহি শ্রীরাধারে।
পুষ্পগণ কেলি মারিয়া তাঁহারে॥

তবে চতুর্দিগ দেখিয়া তখন।
চুম্বনের সহ করি আলিঙ্গন ॥
অপূর্ব্ব রাধার প্রেমের গরিমা।
অনির্ব্বচনীয়—নাহি যার সীমা ॥
যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ হইয়া মোহিত।
বাহ্যশূন্য—অতিশয় মুগ্ধচিত ॥
প্রতিমা রাধার করিয়া স্পর্শন।
ভ্রান্তি তবু নাহি করিল গমন ॥
এইমতে কৃষ্ণ গো-গোপ-সহিত।
অগ্রেতে গেলেন অতি মুগ্ধচিত ॥
ব্রজবেশ—পূর্ব্ব নহে দৃষ্টচর।
অত্যন্ত আশ্চর্য্য মহা-মনোহর ॥
মধুর-মুরলী-রবেতে অন্বিত।
দেখিলেন যবে দৈবকী বিদিত ॥
স্নেহভরে তবে হইল বাহির।
বৃদ্ধাবস্থাতেও স্তনে হৈতে ক্ষীর ॥
শ্রীরুক্মিণী, মিত্রবিন্দা, জাম্ববতী।
সত্যা, ভদ্রা, আর লক্ষ্মণাখ্যা সতী ॥
দেখি ব্রজবেশ মহা-প্রেমোদয়।
হইল, কখনো যাহা নাহি হয় ॥
তাহে ধৈর্য্যহানি—কম্পাদি দেহেতে
মোহিতা হইয়া পড়িলা ভূমেতে ॥
পদ্মাবতী আর সত্যভামা পরে।
মহামত্তা হৈলা কামবেগ-ভরে ॥
মুহুর্মুহু আলিঙ্গনানুকরণ।
করিলেন করি বাহুপ্রসারণ ॥
চুম্বানুকরণে অধর-চালন।
করি হরি ধরিবারে ধাবমান ॥
কালিন্দীপূর্ব্বেতে কৃষ্ণ-বন্যবেশে।
দেখিয়াছিলেন ব্রজের নিবেশে ॥
প্রাজ্ঞবরা তাহে ধৈর্য্যাবলম্বন।
করিয়া, সহিত উদ্ধব তখন ॥
সত্যভামা, আর বৃন্দারে প্রবোধে।
বলে আকর্ষিয়া করিলা নিরোধে ॥
শ্রীগোবিন্দদেব গোচার-কারণে।
তথা হৈতে অগ্রে করিলা গমনে ॥
লবণসমুদ্রে করি নিরীক্ষণ।
তাহারে 'যমুনা' মানিয়া তখন ॥
সেইস্থানে করি বিহার-কামনা।
প্রমোদে হইলা ঔৎসুকিত-মনা ॥
মধুরোচ্চ-স্বরে নিজসখাগণে।
আহ্বান করেন শ্রীকৃষ্ণ তখনে— ॥
কোথা গেলে সখা শ্রীদাম সুবল ! ।
স্তোককৃষ্ণার্জ্জুন হে মধুমঙ্গল ! ॥
সবে আপনারা হৈয়ে ধাবমান।
হর্ষেতে ত্বরায় আইসহ এস্থান ॥
মধুর নির্ম্মল সুশীতল জল।
বহয়ে যমুনা অতি সুবিমল ॥
তাহে গাবীগণে জল পীয়াইয়া।
আপনারা অবগাহন করিয়া ॥
যথাসুখে আজি করিব বিহার।
সখাগণ ! নাহি বিলম্বন আর ॥
এইপ্রকারেতে গোগণ-সহিত।
সমুদ্র-নিকটে হৈলা উপস্থিত ॥
তরঙ্গের মহা কল্লোলমালার।
মহাকোলাহল-বিশিষ্ট তাহার ॥
তবে ইতস্তত করি নিরীক্ষণ।
সমুদ্রের তীরে প্রকট আপন ॥
করি মহাপুরী দ্বারকা দর্শন।
বিস্মিত হইয়া আপনা-আপন।
শ্রীকৃষ্ণ তখন কহেন বচন— ॥
কিবা ইহা সমুদ্রাদিক কি হয়।
মহাপুরীযুক্তা ব্রজভূমি নয় ॥
তবে কোথা আমি আছিয়ে এখন।
দ্বারকায় ?—ইহা নাহি লয় মন ॥
শ্রীনন্দনন্দন আমি কদাচন।
ব্রজবিনাঅন্যত্র না করি গমন ॥
তবে অন্য কেহ হইবেক এই।
কেবা আমি—নাহি বুঝি হেতু সেই ॥
কিবা দ্বারকাতে রাজরাজেশ্বর।
অদ্ভুত-বিলক্ষণ-বেশাদিক-পর ॥
তাহা নহি আমি—এ যে বন্যবেশ।
কেবা আমি—নাহি করিয়ে নিবেশ
এইত প্রকার সহ চমৎকার।
কহেন বিস্ময়ে কৃষ্ণ বারম্বার ॥
মহাসিন্ধু আর পুরী সে আপন।
পুনঃপুন হেরি করে বিচারণ ॥
তবে বলরাম কহেন তাঁহারে।
ব্রজপ্রেমে অনাবেশ করিবারে— ॥
ওহে মম প্রভু শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বর ! ।
আপনারে অনুসন্ধান যে কর ॥
ব্রহ্মাদিক-দেবগণ-প্রার্থনায়।
ভূভার-হরণে অবতীর্ণ তায় ॥
সত্য সে শ্রীনন্দনন্দন আপনে ॥

তথাপিহ কিছু কহিয়ে বচনে ॥
বৈকুণ্ঠ হইতে আমার সহিত ।
যেহেতু আইলে—কর সম্পাদিত ॥
যত্যপি আইলা গোলোক-হইতে ।
বৃন্দাবনে গূঢ় প্রেম আস্বাদিতে ॥
সে তত্ত্ব কহিলে হবে মোহাপত্তি ।
পুনর্ব্বার সেই হইবে বিপত্তি ॥
একারণ রাম তাহা আচ্ছাদিয়া ।
কহেন তাহারে অন্যথা করিয়া ॥
শ্রীগোলোকেশ্বর-আদিক বচন ।
না কহিলা রাম সেই যে কারণ ॥
দুষ্টের সংহার—শিষ্টের পালন ।
করহ হে প্রভু ! সব সম্পাদন ॥
ধর্ম্মরাজ পৈতৃষসেয় তোমার ।
এবে কর যজ্ঞ তাহার বিস্তার ॥
সার্ব্বভৌমপতি রাজা যুধিষ্ঠির ।
যজ্ঞ করিবারে করিল সুস্থির ॥
মহাবিক্রমেতে অনুশাল্বাদির ।
কিন্তু ভয়যুক্ত আছে যুধিষ্ঠির ॥
এমতে মধুর পরম কোমল ।
প্রেমবস ত্যাগ করাত্যে শ্রীবল ॥
রৌদ্ররসে ক্রোধ জন্মাইতে তাঁর ।
কহেন কিঞ্চিৎ অন্যথা-প্রকার— ॥
হস্তিনাতে গিয়া সহ যদুগণে ।
দুষ্ট দৈত্য সব করহ হননে ॥
বৈরতাতে তারা তব নিজজনে ।
বহুমত পীড়া দেয় অনুক্ষণে ॥
রসান্তর নীয়া এই ত প্রকারে ।
নিজ অনুজের স্বাস্থ্য করিবারে ॥
যে কহিলা বলরাম নানামত ।
শুনি কৃষ্ণ হৈলা ভাবান্তর-গত ॥
ক্রুদ্ধ হৈয়া কৃষ্ণ কহেন তখন— ।
ওহে ভাই ! অনুশাল্বাদিকগণ ॥
বরাকেরো মধ্যে তারা নাহি হয় ।
একা গিয়া আমি করি ইবে ক্ষয় ॥
আপনি প্রত্যয় কর এবচন ।
প্রতিজ্ঞা-সহিত করিল কথন ॥
এইমত প্রসঙ্গের সঙ্গতিতে ।
ত্যজিলেন প্রেমরসমগ্ন-চিত্তে ॥
পূর্ব্বমত স্বাস্থ্য হইল তখন ।
চতুর্দিকে মুহুঃ করি আলোকন ॥
তবে যাদবেন্দ্র দ্বারাবতীশ্বর ।
আপনারে জানিলেন 'পরেশ্বর' ॥
প্রাসাদ-ভিতরে সুতিয়া ছিলেন ।
স্মরণ সকল বৃত্ত করিলেন ॥
বংশী করস্থিতা—বন্যবেশ সার ।
দেখিলা নিজের অগ্রজের আর ॥
করিলা প্রয়াণ পুরীর বাহিরে ।
গো পালেন যেই সমুদ্রের তীরে ॥
দেখি ভাবে—কোথা হৈতে বন্যবেশ ।
কে রচিল, ইথে বিস্ময়নিবেশ ॥
ইহা সত্য, কি অসত্য স্বপ্ন-সম ।
পাইলেন তাথে সংশয় বিষম ॥
তাহার কারণ হৃদয়ে ভাবিয়া ।
হাসিলেন অনুসন্ধান করিয়া ॥
তবে হলধর ঈষৎ হাসিয়া ।
হৃদয় প্রসন্ন কৃষ্ণের জানিয়া ॥
মোহ তাঁর আর ব্রহ্মার উপারে ।
গরুড়ের দ্বারা বহিঃ প্রাপ্ত তারে ॥
কহিলেন রাম হেতু-সমন্বিত ।
শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ হইলা লজ্জিত ॥
নিজ-জ্যেষ্ঠমুখ করিয়া লোকন ।
ঈষদ্ধাস্যযুক্ত হৈল শ্রীবদন ॥
তবে বলরাম সমুদ্রেতে নীয়া ।
স্নান করাইলা ধূলি ধোয়াইয়া ॥
সেইকালে শ্রীগরুড় মহামতি ।
জানি কৃষ্ণভাব—অন্তঃপুর-গতি ॥
আইলা, তাহাতে করি আরোহণ ।
অলক্ষিতে গেলা মন্দিরে আপন ॥
কৃষ্ণ-মৌগ্ধ্যলীলা-অপগম সব ।
প্রসাদাগমন জানিয়া উদ্ধব ॥
দৈবকী-রোহিণী-আদি দেবীগণে ।
নানামতে তবে করিয়া চেতনে ॥
কৃষ্ণগমনাদি বৃত্তান্ত কহিলা ।
অন্তঃপুরে তাঁর নিকটে আনিলা ॥
বৃদ্ধা বার্ত্তাহারিণীরে অন্যস্থানে ।
তাঁরা সব করাইলেন প্রস্থানে ॥
হইবেক যে প্রসঙ্গ তথাকারে ।
পরম অযোগ্যা বৃদ্ধা থাকিবারে ॥
এহেতু অন্যত্র তাঁরে পাঠাইলা ।
শ্রীরুক্মিণী-আদি সকলে থাকিলা ॥
মাতা শ্রীদৈবকী রোহিণী দুজনে ।
আশীর্ব্বাদ বহু করিয়া নন্দনে ।
তৎকালে তাহাতে থাকা নহে যোগ্য ॥

জানি, সম্পাদন করিবারে ভোগ। ।
গত হয় কাল কৃষ্ণের ভোজন ॥
জানি দুহে শীঘ্র করিলা গমন ॥
বলদেব ভাই-ভাবে বিজ্ঞবর ।
স্নান ছলে গেলা মন্দিরে সত্বর ॥
রুক্মিণী-প্রভৃতি সব কৃষ্ণপ্রিয়া ।
তত্তাদির আড়ে থাকিলেন গিয়া ॥
সত্যভামা কৃষ্ণপার্শ্বে না আইলা ।
উদ্ধবেরে কৃষ্ণ সেহেতু পুছিলা ॥
হরিদাস শ্রীউদ্ধব কহে তবে— ।
রৈবত-নিকটে বৃন্দাবনে যবে ॥
প্রভুর বিজয় হইল, তখন ।
নন্দপ্রতিমাদি করিয়া দর্শন ॥
অনির্ব্বচনীয় যে প্রেমবিশেষ ।
অপ্রেমরসজ্ঞ-ভ্রামক নিঃশেষ ॥
শ্রীরুক্মিণী-আদি দেবীর সহিত ।
দূরেতে থাকিয়া হৈয়া লুক্কায়িত ॥
সে ভাব দেখিয়া সু-খলা দুর্ম্মতি ।
কহিতে লাগিলা তবে পদ্মাবতী— ॥
অরে পুণ্যহীনে দৈবকি বিরামে ! ।
রে রে রুক্মিণী দুর্ভগে সত্যভামে ! ॥
হে জাম্ববত্যাদি অর্ব্বাচীনা সব ! ।
দেখ-দেখ এই স্নেহের বৈভব ॥
অতঃপর নিজ নিজ অভিমান ।
ত্যাগ কর, নাহি দেহ' দেহে স্থান ॥
শ্রীযশোদা-শ্রীরাধিকাদি গোপীর ।
কামনা করিয়া দাসীত্বপ্রাপ্তির ॥
তপস্যা করহ উত্তমপ্রকার ।
কহিলাম আমি এই বাক্যসার ॥
বৃদ্ধার দুর্ব্বাক্য শ্রবণ করিলা ।
প্রথমে দৈবকী অভিজ্ঞা কহিলা ॥
শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত-জগত-আধার ।
যিনি হন পুন আধার তাঁহার ॥
সে দৈবকী ক'ন—মূর্খে ! শুন এই ।
নন্দাদিবিষয় কৃষ্ণপ্রেম যেই ॥
নহে সেই অসম্ভাবনা কখন ।
তাহাতে আশ্চর্য্য কিবা মান মন ? ॥
পূর্ব্বজন্মে বসুদেবের সহিত ।
করিলাম বহু তপস্যা নিশ্চিত ॥
ভগবান্-তুল্য পুত্র আমাদের ।
জন্মুক'—কামনা করিয়া মনের ॥
বরদগণের ঈশ্বর ইহাতে ।
আমাদের পুত্র হইলেন তাতে ॥
নন্দ-যশোমতী ব্রহ্মারে প্রার্থনা ।
কৈলা 'কৃষ্ণে ভক্তি—প্রেমের লক্ষণা' ॥
ব্রহ্মা ভক্তশ্রেষ্ঠ—তাঁর দত্ত বর ।
কৃষ্ণদত্ত বর হইতে প্রবর ॥
তাহাতে শ্রীনন্দ যশোমতী আর ।
সহ ব্রজবাসী নিজ-পরিবার ॥
আমাদেরো হৈতে মহিমার সীমা ।
পাইলেন তাঁরা জগতে গরিমা ॥
শ্রীনন্দ যশোদা অতি-স্নেহভরে ।
কৃষ্ণের পালন বহুযত্নে করে ॥
এহেতু কৃষ্ণের তাঁহাদের'পর ।
এতাদৃশ ভাব উপযুক্ততর ।
মম প্রিয় সেই হয় অতিশয় ।
কহিলাম তত্ত্ব তোরে রে নিশ্চয় ॥
শ্রীরুক্মিণীদেবী হর্ষের সহিত ।
কহিতে লাগিলা করি সবিদিত ॥
ভক্তসকলের যে-বাক্য শ্রবণে ।
প্রেমবৃদ্ধি হয় শ্রীকৃষ্ণচরণে ॥

যথা শ্রীরুক্মিণীবাক্যং, বৃহদ্ভাগবতামৃত ১।৭।০—

যা ভর্ত্তৃপুত্রাদি বিহায় সর্ব্বং,
লোকদ্বয়ার্থান্ অনপেক্ষমাণাঃ ।
বাসাদিভিস্তাদৃশবিভ্রমৈস্ত,
ভ্রীত্যাভজংস্তত্র তমেনমার্ত্তাঃ ॥০॥

যে গোপিকাগণ সকল ত্যজিয়া ।
স্বামি-পুত্র-মিত্র-প্রভৃতি করিয়া ॥
ইহ-পরলোক যতেক সাধন ।
তাহার অপেক্ষা না করিয়া মন ॥
অতি ব্যগ্রা—বৃন্দাবনে কুঞ্জবনে ।
এই কৃষ্ণে সুমধুর-বিভূষণে ॥
পরম রহস্য—অযোগ্য প্রকাশে ।
এমতপ্রকারে মধুরিত আশে ॥
অনির্ব্বচনীয় রাসাদিবিলাসে ।
ভজিলেন সবে কৃষ্ণসুখ-আশে ॥

তথা (বৃহদ্ভাবতামৃত ১।৭।১)—
অতো হি যা নো বহুসাধনোত্তমৈঃ,
সাধ্যস্য চিন্তস্য চ ভাবযোগতঃ ।
মহাপ্রভোঃ প্রেমবিশেষপালিভিঃ,
সৎসাধনধ্যানপদত্বমাগতাঃ ।০ ॥

আমাদের বহু উৎকৃষ্ট সাধনে।
সাধ্য,—ভাবযোগে চিন্ত্য সর্ব্বক্ষণে ॥
সে কৃষ্ণের অসাধারণ প্রেমের।
শ্রেণীতে করিয়া উৎকৃষ্টতরের ॥
সাধ্য-সাধনের পদত্বপ্রাপিকা।
তাদৃশ ভজনে হইলা গোপিকা ॥

তথাচ (বৃহদ্ভাগবতামৃত ৭। ৭২)—
তত্তৈতস্য হি ধর্ম্মকর্ম্মসুতপৌত্রাগারকৃত্যাদিষু,
ব্যগ্রাভ্যোঽস্মদথাদরৈঃ পতিতয়া সেবাকরীভ্যোঽধিকঃ
যুক্তো ভাববরো ন মৎসরপদক্ষোবাহভাগ্‌ভ্যো ভবেৎ,
সংশ্লাঘ্যোঽথচ মৎপ্রভোঃ প্রিয়জনাধীনত্বমাহাত্ম্যকৃৎ।

গোপীগণ হৈতে অন্তর অনেক।
আমাদের আছে, শুনহ প্রত্যেক— ॥
গোপীগণ হন ইহ-পরকাল।
অশেষ-অপেক্ষা-রহিত নিশ্চাল ॥
আমরা সুব্যগ্রা ধর্ম্ম-কর্ম্ম-সুত-।
পৌত্রাগার-গৃহ-কার্য্যাদি-সংযুত ॥
তাঁরা রাসক্রীড়া-আদি সুবিলাসে।
ভজিলেন কৃষ্ণে অতি প্রেম-আশে ॥
আমরা স্বামিত্বে করিয়া আদর।
সেবামাত্র তাঁর করিয়ে অন্তর ॥
ঔপপত্যভাবে তাঁহারা স্বচ্ছন্দে।
নানা বিলাসেতে ভজেন আনন্দে ॥
আমরা বিধানমত বিবাহিতা।
গার্হস্থ্যধর্ম্মেতে ভজিয়ে বিদিতা ॥
অতএব গোপীগণে ভাববর।
শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় নিরন্তর ॥
আমাদেরো হৈতে অধিক যে হয়।
উপযুক্ততম সেই সুনিশ্চয় ॥
অতএব তাহে মাৎসর্য্যবিষয়।
আমাদের কদাচিত নাহি হয় ॥
অতি-শ্রেষ্ঠ-সহ নিকৃষ্টজনের।
সপত্নীত্বভাব হইবে কিসের ? ॥
স্বামিনীগণের সহিত যেমন।
দাসীসকলের না হয় বিমন ॥
অথচ সে-ভাব-বর শ্লাঘনীয়।
নিরন্তর হয় অনির্ব্বচনীয় ॥
আমার প্রভুর প্রিয়জনাধীন।
মাহাত্ম্যকারক যে হয় প্রবীণ ॥
তবে জাম্ববতী-আদি দেবীগণ।
শুনি শ্রীরুক্মিণীদেবীর বচন ॥
'সাধু সাধু সাধু' বলিয়া তখন।
করিলেন সকলে অনুমোদন ॥
সত্যভামামাত্র তাহা না সহিলা।
মানগৃহে শীঘ্র প্রবেশ করিলা ॥
শ্রীউদ্ধব এইপর্য্যন্ত কহিয়া।
রহিলেন তবে বিরাম করিয়া ॥
শুনি কৃষ্ণচন্দ্র হৈলা সক্রোধিত।
তাহাতে শরীর হইল কম্পিত ॥
শ্রীমদ্‌গোপীজনা প্রাণনাথা যাঁর।
তাঁদের প্রেমের হয় আজ্ঞাকার ॥
সেই গোপীজনে মাৎসর্য্য-বচন।
সহিবারে নারে শ্রীকৃষ্ণ কখন ॥
অতএব সত্যভামার মাৎসর্য্যে।
কহিতে লাগিলা অতিক্রোধচর্য্যে— ॥
মূর্খরাজ সত্রাজিত নরপতি।
তাহার কন্যার সেইমত মতি ॥
যাহ ওরে দাসীসকল ! ত্বরায়।
ধরিয়া তাহারে আনহ এথায় ॥
শ্রীগোপালনারী-রতিতে রসিক।
স্বামীরে দিবারে আনন্দ অধিক ॥
'পরম-বিদগ্ধ-চূড়ামণি তায়ে।
প্রিয়ামানভঙ্গে সুখী' অভিপ্রায়ে ॥
করিয়াছিলেন অভিমান রামা।
বিদগ্ধা-মধ্যেতে শ্রেষ্ঠা সত্যভামা ॥
দাসীদের প্রতি সেমত আদেশ।
কৃষ্ণের শ্রবণ করিয়া বিশেষ ॥
মান-সময়াদি অভিজ্ঞা তখন।
বিচক্ষণা ত্যজি ভূমির শয়ন ॥
উঠি অঙ্গধূলি করিয়া মার্জ্জন।
শীঘ্র করিলেন তথা আগমন ॥
অসময়ে মানে প্রবৃত্ত্যে লজ্জিতা।
স্বামির ক্রোধেতে হৈয়া ভয়ান্বিতা ॥
স্তম্ভ-আড়ে নিজদেহ লুক্কায়িতা।
রহিলেন সত্যভামা অবিদিতা ॥
সৌরভ্যবিশেষ-লক্ষণেতে জানি।
ক্রোধাবেশে কৃষ্ণ ব্যক্ত কহে বাণী— ॥
অরে সত্রাজিত-দুর্বুদ্ধির সুতে !।
অরে অতিশয় ক্ষীণচিত্তযুতে ! ॥
সুরতরু হৈতে পুষ্প পারিজাতে।
নারদ আনিয়া দিলেন আমাতে ॥
সে কুসুম আমি রুক্মিণীরে দিলে।
সেকারণ মান যেমত করিলে ॥

শ্রীরাধিকা-আদি ব্রজজন'পরে।
আমাদের প্রেম হয় ত নির্ভরে॥
সে অতি প্রণয় হইতেও মান।
করিতেছ তুমি তেমত বিধান॥
না জানহ কিবা আমারে অপরে!॥
ব্রজজনেচ্ছানুসারী নিরন্তরে॥
তোমা-আদি-দারাপুত্রাদি-ত্যজনে।
ভদ্র নাহি মানে ব্রজজন মনে॥
যদি মানে ভদ্র ত্যজিলে সকল।
তোমারি শপথ করিয়ে প্রবল॥
সত্যসত্য কহি তবে এইক্ষণে।
করি আমি শীঘ্র সকল ত্যজনে॥
স্তুতি করি ব্রহ্মা যে কহিল চয়।
বৃদ্ধ-প্রামাণিক-বাক্য মিথ্যা নয়॥

তথাচ দশমস্কন্ধে (ভাঃ ১০।১৪।৩৫)—
এষাং ঘোষনিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেব রাতেতি ন
শ্চেতো বিশ্বফলাৎ ফলং ত্বদপরং কুত্রাপ্যয়ন্মুহ্যতি।
সদ্বেশাদিব পূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতা,
যদ্ধামার্থসুহৃৎপ্রিয়াত্মতনয়প্রাণাশয়াস্ত্বৎকৃতে॥ ● ॥

তাঁদের প্রত্যুপ্রকারে শক্ত নই।
অতএব মহা-ঋণী আমি হই॥
যদ্যপি তাঁদের প্রীতের কারণে।
গমন করিয়া থাকি বৃন্দাবনে॥
তথাপিহ কিছু স্বাস্থ্য যেই হয়।
বিচারিয়া হেন মনে নাহি লয়॥
আমার দর্শন-মাত্রে সুগভীর।
প্রেমের উদয় হইবেক স্থির॥
তাহাতে পরম-সম্ভ্রমে বিকলে।
হইবেন সুনিশ্চিত সে সকলে॥
স্বেদকম্পাদিক সাত্ত্বিক-বিকার।
অতিশয় দেহে হইবে প্রচার॥
তাহাতে অত্যন্ত মোহিত হইবে।
বাহ্যবৃত্তি মাত্র কিছু না রহিবে॥
মূর্চ্ছাতেহ নাহি স্ফূর্ত্তির বিরাম।
শ্রীগোপীগণের,—সত্য কহিলাম॥
আপনারে, দেহদৈহিকাদি আর।
পতি, পুত্র, গৃহকার্য্যের প্রকার॥
গোপীজন সব কিছুই না জানে।
সে-সম্বন্ধি অন্য কার্য্য কোন্ খানে॥
অতএব বিনা বাহ্যানুসন্ধানে।
স্বাস্থ্য তাঁহাদের নাহি হবে প্রাণে॥

যদি কহ—মোহে নহে অজ্ঞান।
মম স্ফূর্ত্তিমাত্র থাকয়ে সন্ধান॥
স্ফূর্ত্তিদ্বারে বাহ্যে হত ত দর্শন।
বিগাঢ়-প্রেমের এইত লক্ষণ॥
ফলাধিকতর তোমার দর্শনে।
অবশ্যই স্বাস্থ্য হবে গোপীজনে॥
সত্য বটে, তথাপিহ তাহাদের।
দুঃখবিশেষ-বিশিষ্ট মানসের॥
সদ্য স্বাস্থ্যচিত্ত নিশ্চিত না হয়।
কিম্বা ভাবি-বিরহের শঙ্কা রয়॥
দেখিলেহ মোরে করি অনুভব।
শাম্য কভু নাহি হবে সেইসব॥
আমার বিচ্ছেদে যেই চিন্তাগণ।
তাহে আকুলিত তাহাদের মন॥
যেমত বহুল-উপবাস-পর।
ক্ষীণধাতু—অতি ক্ষুধাতুর নর॥
অন্ন পাইলেই অস্বাস্থ্য-না যায়।
কিন্তু তাহা ভোজনেতে শান্তি পায়॥
সদ্য নহে,—তাহাতেই ক্রমে হয়।
সেইমত দৃষ্টিমাত্রে স্বাস্থ্য নয়॥
ক্রীড়াদিক-দ্বারে চির-সুমিলনে।
তাহাদের দুঃখশান্তি হয় মনে॥
আবশ্যক নানাকৃত্য-সমুচ্চয়ে।
ব্যগ্রহেতু মোর চির বাস নয়ে॥
ভাবি-বিরহের করিয়া চিন্তনে।
তাঁহাদের স্বাস্থ্য নাহি হবে মনে॥
তাঁহাদের হর্ষনিমিত্ত বিধান।
যাহাযাহা আমি করিয়ে নির্ম্মাণ॥
তাহে শ্রীরাধাদি-গোপিকাগণের।
সদ্য হয় দুঃখ দ্বিগুণ মনের॥
না দেখিলে আমারে ত সুনিশ্চয়।
প্রদীপ্ত-বিরহবহ্নি জ্বালা হয়॥
তাহাতে বিকলা হইয়া নিশ্চিত।
মোহে মৃতাতুল্য হয়ে কদাচিত॥
কখন উন্মাদ-হতা ইব হয়ে।
বহুবিধ ভাব মধুর ভজয়ে॥
আমার পরম-স্নিগ্ধামল-শ্যাম-।
কান্তির সদৃশ অন্ধকারধাম॥
শ্রীগোপিকাজন দেখেন যখন।
আমা-বুদ্ধি তাহে করিয়া তখন॥
সচুম্বন তাহে করে আলিঙ্গন।
যাহে নিরন্তর সপ্রণয় মন॥

আমার লীলায় ভক্তি কোন্ জনে।
বর্জ্জিব,—অযোগ্য সকলে শ্রবণে॥
অতএব বৃন্দাবনে মম স্থিতি।
জানিয়ে সতত সমান অস্থিতি॥
মম সন্দর্শনে হয়েন বিকলে।
অন্তর্দ্ধান হই তাহাতে বিরলে॥
অদর্শনে পুন ব্যাকুল দেখিয়া।
সাক্ষাৎকার হই সত্বর করিয়া॥
কোনমতে স্বাস্থ্য শ্রীগোপীজনার।
না করিতে পারি—অস্বাস্থ্য আমার॥
অতএব মহা ঋণিত্ব আমার।
সুপ্রসিদ্ধ আছে শ্রীগোপীজনার॥
অতএব ব্রজে না করি গমন।
শুন তোমাদের বিবাহে কারণ—॥
শ্রীগোপিকাগণ-বিরহে যখন।
মথুরানগরে কৈলুঁ নিরসন॥
বিবাহকরণে তথা কোন-ক্ষণে।
কোন ইচ্ছা মম নাহি হৈল মনে॥
ওহে মানিনি! নতুবা মথুরায়।
করিতাম আমি বিবাহ তথায়॥
তবে অতি-ব্যগ্র মানস হইয়া।
স্বয়ম্বরে ভীষ্মনন্দিনী হরিয়া॥
করিলাম সে বিবাহ যে-কারণ।
তাহা কহি ব্যক্ত, করহ শ্রবণ—॥
আমারে না পায়্যা শ্রীমতী রুক্মিণী।
প্রাণত্যাগে বাঞ্ছা করিলেন ইনি॥
আপন আর্ত্তির বিজ্ঞপ্তি-লিখন।
করিলেন বিপ্রহস্তেতে প্রেরণ॥
মমজ্ঞাতে পত্রী পড়িলা ব্রাহ্মণ।
শুনি যাত্রা করিলাম সেইক্ষণ॥
জরাসন্ধ-শিশুপাল-আদি করি।
মহাদুষ্ট-নৃপশ্রেণী-দর্প হরি॥
রুক্মি-প্রভৃতিরে যুদ্ধে করি জয়।
দেখিতেছে যত নরপতিচয়॥
তার মধ্যে হৈতে হরিয়া ইহায়।
কুণ্ডিন হইতে আনি দ্বারকায়॥
আবশ্যক-কৃত্যে করিলুঁ বিবাহ।
নহে মনঃপ্রীতিহেতু সে নির্ব্বাহ॥
শ্রীগোপীগণের সাদৃশ্য কিঞ্চিত।
রুক্মিণীতে আমি দেখিয়া বিদিত॥
মহা-শোকার্ত্তি-জনক সে দর্শনে।
আধিক্যেতে স্মৃতি হৈল গোপীগণে॥
তাহাতে পরম-আকুলিত-মন।
হইলাম অতি ব্যগ্র সর্ব্বক্ষণ॥
ষোড়শ-সহস্র শতাধিক যত।
নন্দব্রজকুমারিকাগণ যত॥
পতিত্বে আমারে প্রাপ্তির কারণ।
কাত্যায়নীব্রত কৈলা আচরণ॥
তাঁহাদের কিছু দেখি নিদর্শন।
কিছু সুস্থ করিবারে নিজ মন॥
তোমাদিগে তাবতেরে দ্বারকায়।
করিলাম আমি বিবাহ এথায়॥
অহো হে ভামিনি! শুনহ বিদিত।
ব্রজের সে সব সুখ সুনিশ্চিত॥
মহিমার সহ আমারে ত্যজিল।
নিজোচিত-স্থানে ব্রজেতে রহিল॥
পরমানির্ব্বাচ্য পরম-মোহন।
শ্রীমন্নন্দ-আদি ব্রজবাসিজন॥
তাহাদের সঙ্গে যে সব বিহার।
চিত্র-হৈতে-চিত্র—চিত্ত-চমৎকার॥
তাহাতে আনন্দসাগর-তরঙ্গে।
মন মগ্ন নিত্য থাকিত সুরঙ্গে॥
ব্রজভূসম্বন্ধি তত্রকালে স্থিত।
দিবারাত্রি কিছু না জানি বিদিত॥
পূতনা-প্রভৃতি দুষ্ট দৈত্যগণ।
অবহেলে আমি করিল মারণ॥
মহা ভয়ানক কালিয় দমন।
করি, হ্রদে-হৈতে কৈলুঁ নিঃসারণ॥
অতি উচ্চতর গিরি গোবর্দ্ধন।
বামহস্তে আমি করিলুঁ ধারণ॥
বাল্যক্রীড়া-কৌতুকেতে এসকল।
করিলাম—যাহে আনন্দ প্রবল॥
অনির্ব্বচনীয় সন্তোষ-সাগরে।
আমি হইলাম নিমগ্ন নির্ভরে॥
ব্রহ্মা-ইন্দ্র-নারদাদি আসি সবে।
করিলে আমারে নানাবিধ স্তবে॥
তাদের দর্শনে আর সম্ভাষণে।
দুঃখ মানি দেব-কার্য্য-বিস্মরণে॥
সৌন্দর্য্য-লাবণ্য-রূপ নিরুপমে।
মদনমোহন বেশের সুষমে॥
পূর্ব্বে যাহা কভু না কৈলুঁ বিদিত।
তাহে সর্ব্বশিখ কৈলুঁ সংক্ষোভিত॥
মহাপ্রেমভরে মোহিলুঁ জগত।
সমাধিসুখেতে নহে অভিমত॥

সদা-অনুরাগরসাস্বাদ-মন ।
দূরেতে থাকুন ব্রজবাসিজন ॥
গোপসব আর শ্রীগোপিকাগণ ।
প্রেমভরে করি রূপাদি দর্শন ॥
বিমোহিত তাঁরা হয়েন উচিত ।
তাহা কিবা আমি কহিব বিদিত ॥
আকাশ-বিমানে বিধি রুদ্র আর ।
ইন্দ্র চন্দ্র দেবগণ সুবিস্তার ॥
মুনি ঋষি সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব চারণ ।
বিদ্যাধর-সহ অপ্সরের গণ ॥
গাবী বৃষ বৎস মৃগ পক্ষী সব ।
বৃক্ষ গুল্ম লতা তৃণ নবোদ্ভব ॥
নদী গিরি বন—যত চরাচর ।
সচেতন অচেতন সবিস্তর ॥
তথায় আকাশে স্থিত জলধর ।
বায়ু-বশগত বায়ু সে অপর ॥
সবে প্রেমপ্রবাহোত্থিত বিকারে ।
রুদ্ধিত হইয়া বিবিধ-প্রকারে ॥
ত্যজি নিজনিজ স্বভাব সকলে ।
পরিবৃত্তিগুণ পাইলা প্রবলে ॥
ব্রহ্মা-আদি দেব অতি জ্ঞানবান্ ।
অনিশ্চিততত্ত্ব হৈয়া মোহ পান ॥
পশুসকল পরম জ্ঞানিভাব ।
পাইল যেমত সমাধিপ্রভাব ॥
স্থাবর কম্পেতে জঙ্গমের গুণ ।
জঙ্গম চেতন হরি স্থির পুন ॥
যমুনার জল হয় শিলাময় ।
শিলা দ্রবীভূত হৈয়া জল হয় ॥
করিতেছি আমি স্তুতি প্রেমভরে ।
না মানিহ এইপ্রকার অন্তরে ॥
সত্য কি অসত্য এসব কথন ।
এই কালিন্দীরে কর জিজ্ঞাসন ॥
ব্রজজন-সহ স্বচ্ছন্দ-বিলাস- ।
আনন্দের যিনি সাক্ষিণী প্রকাশ ॥
সম্প্রতিক পরিহাসবাক্য আর ।
নানাক্রীড়া—সিন্ধুজলাঙ্কে বিহার ॥
কুতূহল এথা করিয়া অনেকে ।
নিজ-জ্ঞাতি-যদুগণেরে প্রত্যেকে ॥
ব্রজবাসিতুল্য প্রেম অসাধারে ।
নাহি হই শক্ত প্রাপ্ত করাবারে ॥
গোপিকার মান—চিত্ত-আকর্ষক ।
যাহাতে আনন্দ বাঢ়ে বিশেষত ॥

তোমাসকলের মানের ভঞ্জন ।
দুষ্কর আমারে হইল এখন ॥
অতএব আমি বাধিত লজ্জায় ।
অতি প্রিয়া বংশী ত্যজিনুঁ এথায় ॥
ইথে বুঝ—যথা-স্থানে সে আমার ।
আবির্ভাব হয় মহিমা-বিস্তার ॥
লীলাকরণেচ্ছা তেমত-প্রকার ।
স্থানবিশেষেতে হয় ত প্রচার ॥
হায়হায় আমি শ্রীব্রজভুবনে ।
যেইসব লীলা কৈনুঁ আচরণে ॥
দূরেতে থাকুক সেই লীলাগণ ।
অশক্ত করিতে এথা নিরূপণ ॥
যদি কহ—তাহা বিনা-নিরূপণ ।
কদাচন নাহি হয় ত শ্রবণ ॥
তাহাতে সুপ্রেমরস-বিস্তারণ ।
তব অবতার-মুখ্য-প্রয়োজন ॥
কলিতে সম্পন্ন হইবে কেমনে ?।
তাহার উত্তর করহ শ্রবণে— ॥
সুপ্রসিদ্ধ এক ব্যাসের নন্দন ।
ব্রজলোকতুল্য মম প্রিয় জন ॥
ব্রজবাসি-সম মহাপ্রেমভর- ।
প্রভাবেতে অতি-গদ্গদ-অন্তর ॥
মম বাল্যলীলা-প্রভৃতি কিঞ্চিতে ।
কহিবেন শিষ্যবরে পরীক্ষিতে ॥
করিনুঁ যাহার জীবন রক্ষণ ।
নিরূপম তার হয় গুণগণ ॥
এমতে পরম গোপনীয় ভায় ।
হইবেক কলিকালেতে প্রকাশ ॥
যেইস্থানে বক্তা-শ্রোতা সে-প্রকারে ।
হইবেক প্রভাবেতে তথাকারে ॥
কলিকালেতেও কোনকোনস্থানে ।
সে-রস-সঞ্চার হবেক আখ্যানে ॥
এইমত ব্রজভাগ্যের বৈভব ।
ক্রোধাবেশে কহিতেছেন মাধব ॥
'মহার্ত্তি-রোদন-ভাব পুনর্ব্বার ।
পূর্ব্বমতে কিবা হইবেক তাঁর ॥
এ আশঙ্কা মনে করি মন্ত্রিবর ।
মহিষীগণেরে সঙ্কেতিলা-পর ॥
সত্যভামা-সহ রুক্মিণী-প্রভৃতি ।
তথা হৈতে করিলেন অভিস্থিতি ॥
উদ্ধব প্রভুর চরণে ধরিয়া ।
রোদনের সহ বিনয় করিয়া ॥

নানাপ্রকারেতে তবে স্তবিলেন।
অল্পে-অল্পে তাঁরে শান্ত করিলেন ॥
প্রভুর ভোজন-নিমিত্তে ত্বরিতে।
অন্ন-পান-আদি-দ্রব্যাদি-সহিতে ॥
শ্রীদৈবকী শ্রীরোহিণী দেবী আরে।
আনিলেন শ্রীউদ্ধব তথাকারে ॥
কৃতস্নান বলদেবে ততঃক্ষণ।
সেইস্থানে করাইলা প্রবেশন ॥
বিজ্ঞাপন তবে প্রভুরে করেন— ।
'দ্বারান্তে নারদ দাঁড়ায়্যা আছেন ॥'
শুনি সর্ব্ব-অন্তর্যামী প্রভুবর।
নারদের সব জানিয়া অন্তর ॥
অনর্থোদয়ক চেষ্টা নারদের।
তাহে নাহি হৈল উৎপন্ন ক্রোধের ॥
নন্দব্রজজন-মহিমাতিশয়-।
প্রকট-করণে যেহেতু আশয় ॥
শ্রীনন্দনন্দন কহেন হাসিয়া— ।
অদ্য কে রাখিল তাঁরে নিরোধিয়া ? ॥
প্রত্যহ যেমত অবারিতদ্বার।
নারদ আসেন নিকটে আমার ॥
তেমত না আস্তে কেনে এথাকারে ? ।
দ্বারী কেহ নাহি নিবারিবে তাঁরে ॥
শ্রীউদ্ধব তবে ঈষৎ হাসিয়া।
কহিতে লাগিলা প্রাঞ্জলি হইয়া— ॥
অপরাধভয়ে নিরুদ্ধ আছয়ে।
অতিপ্রেমভরে সুলজ্জিত হ'য়ে ॥
তবে শ্রীব্রহ্মণ্যদেব অগ্রে গিয়া।
আনিলা নারদে হস্তেতে ধরিয়া ॥
কহিতে লাগিলা শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র— ।
হে আমার প্রীতি-উৎপাদনে ব্যগ্র ! ॥
ওহে শ্রীনারদ মহা-সুহৃত্তম ! ।
করিলে আপনি অতি হিত মম ॥
হে রসিকোত্তম ! লজ্জা নাহি কর।
এ স্বভাব রসিকের নিরন্তর ॥
যদি কহ—মহামোহ-উৎপাদনে।
বন্ধুদুঃখ দিলে—হিত কোন্ ক্ষণে ? ॥
তাহে শুন,—প্রিয়জনের বিরহে।
দাবানলতুল্য বেগ সুদুঃসহে ॥
দুরন্ত-শোকের আবেশেতে হয়।
অন্তরে সন্তাপ জন্মে প্রেমময় ॥
দুঃখমত বৈক্লব্যতা অতিশয়।
প্রথমে যদ্যপি সুগাঢ় জন্ময় ॥
তথাপিহ সেই দুঃখের পশ্চাতে।
অথবা তাহার পরিপাক-সাতে ॥
যে প্রমোদরাশি-স্ফূর্ত্তি হয় তায়।
মিলনের সুখ হৈতে শ্লাঘ্য পায় ॥
ব্রহ্মানন্দ হৈতে কোটিগুণে শ্রেষ্ঠ।
নিরন্তর হয় তাহে মম প্রেষ্ঠ ॥
সুনিশ্চিত মনোরম অতি প্রিয়।
তাদৃশ-রসিকজন-জ্ঞাপনীয় ॥
বিরহজ-শোক-দুঃখ-শান্তি-পরে।
চিত্ত সুপ্রসন্ন সম্পূর্ণতা ধরে ॥
সংপ্রাপ্ত-সম্ভোগ-মহাসুখে যেন।
সম্পন্নের তুল্য থাকে সদা তেন ॥
সেইমত ভাব বাঞ্ছে পুনর্ব্বার।
দুঃখমধ্যে সুখ মানে বহুবার ॥
প্রিয়তম-বিরহিজনের মনে।
সে-ভাব-অভাব না হয় কখনে ॥
কোনমতে যদ্যপি অভাব হয়।
পরম দুঃখিত চিত্ত তাহে রয় ॥
হিমে জাড্যতম পদাদি শরীরে।
অগ্নিস্পর্শজ্ঞান হিমে হয় ধীরে ॥
মিথ্যা সে অনল-স্পর্শন-প্রত্যয়।
পরমজাড্যতা মাত্র সত্য হয় ॥
সেইমত মিথ্যা দুঃখের প্রতীতি।
সুখের সমূহ তাহে জান নিতি ॥
যাহাদিগে নাহি আমার বচন।
রুচে, তাহাদের মতেও—কথন ॥
বিরহে ভাবনা সে প্রিয়তমের।
স্মরণদ গাঢ় উপকারী হের ॥
কোনমতে প্রিয়জনের স্মরণ।
জীবনদানের পরম কারণ ॥
প্রাণাধিক-প্রিয়গণ-বিস্মরণ।
কখন হৈলে সে সুনিন্দ্য মরণ ॥
আপন জীবনতুল্য প্রিয়জনে।
কদাপি সম্ভব নহে অস্মরণে ॥
তথাপিহ কোন বিশেষ কারণ।
স্মৃতি হয় অতি হর্ষের জনন ॥
যেন মহোৎসব-সহিত জীবন।
প্রকৃষ্ট হর্ষের হয় ত কারণ ॥
মহোৎসব-আদি-সুখেতে রহিত-।
জীবনে না হয় প্রহর্ষ নিশ্চিত ॥
দারিদ্র্যাদিদুঃখে অতিশয় শোক।
জীবনেতে প্রাপ্ত হয় যত লোক ॥

সেইমত প্রেম বিনা সুনিশ্চিত।
প্রিয়জনগণ-স্মরণ বিদিত॥
এপ্রকার অন্য মহা উপকার।
করিলে আপনি—সম নাহি যার॥
অতি প্রেমসহ গোপীর স্মরণ।
করাইলে তুমি আমারে এক্ষণ॥
সে-কারণে আমি অতিশয় প্রীত।
তোমার উপর হইলুঁ নিশ্চিত॥
ওহে শ্রীনারদ! শুনহ বচন।
নিজাভীষ্ট বর করহ গ্রহণ॥
পরীক্ষিত কহে—শুন গো জননি!।
শুনি মুনি এই বাণী ততঃক্ষণি॥
জয়জয়জয় কহি উচ্চস্বরে।
সুমধুর বীণাগীতে স্তব করে—॥
শ্রীগোকুলজন-মনোমহোৎসব।
শ্রীযশোদানন্দকুমার কেশব॥
শ্রীগোপ-গোপিকাজন-প্রিয়তর।
শ্রীরাধিকা-আদি-গোপী মনোহর॥
মুরলীবাদন-সুস্মিত বদন।
পীতাম্বর, বনমালাসুশোভন॥
শ্রীরাধিকা-মান-ভঞ্জন কারণ।
নিরন্তর অতিশয় ভীতমন॥
রাধাকুণ্ডতীর-কানন-বিলাসী।
গোপীগণ-মন-চোর মৃদুহাসি॥
শ্রীরাধারমণ মদনমোহন।
শ্রীরাসবিলাসী বহা-বিধারণ॥
ইত্যাদি শ্রীব্রজক্রীড়াতে উত্থিত।
গুণ-নাম-আদি সুখদ নিশ্চিত॥
উচ্চমিষ্টস্বরে করিয়া কীর্ত্তন।
বরপ্রদ কৃষ্ণে করিলা স্তবন॥
স্বয়ং প্রয়াগের দশাশ্বমেধীয়-।
তীর্থাবধি দ্বারাবতী-পর্য্যন্তীয়॥
সহ বিপ্রাদির সম্ভাষ-বিষয়ে।
করিলা ভ্রমণ অতি ব্যগ্র হ'য়ে॥
শ্রীমদনুগ্রহে পূর্ণার্থতা পাই
সাক্ষাৎ কৃষ্ণমুখে শুনিবারে চাই॥
পরম উত্তম দাতা শ্রেষ্ঠতরে।
মুনীন্দ্র মাগিলা অতি হৃষ্ট বরে॥

তথাহি বরঃ (বৃহদ্ভাগবতামৃত ৭।১১৫)—
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কস্যাপি তৃপ্তিরস্তু কদাপি ন।
ভবতোঽনুগ্রহে ভক্তৌ প্রেম্নি চানন্দভাজনে ॥৭॥

হে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র! কখন কাহার।
তৃপ্তি নাহি হকু কৃপাতে তোমার॥
ভক্তি আর প্রেমে—আনন্দভাজনে।
কারো তৃপ্তি নাহি হকু কদাচনে॥
এত শুনি কৃষ্ণ কহিছেন পুন—।
বিদগ্ধ-সবার আচার্য্য হে! শুন॥
কিবা বর তুমি করিলা প্রার্থন?।
অনর্থক ইহা,—শুনহ কারণ॥
মম কৃপা-ভক্তি-প্রেমের স্বভাব।
ঐরূপ নিত্য হয় ত প্রভাব॥
শ্রীপ্রয়াগতীর্থ আরম্ভ করিয়া।
ইতস্ততো বহু ভ্রমিয়া-ভ্রমিয়া॥
সর্ব্বক্ষেত্রে আর দ্বারকাভুবনে।
যে দেখিলা আর করিলা শ্রবণে॥
সকলে সংপ্রাপ্ত সর্ব্ব অর্থ হয়।
জগতজনার নিস্তারকাশয়॥
সকলে আমার কৃপার বিষয়।
কিছু তারতম্য কেবল আশ্রয়॥
পূর্ব্বপূর্ব্ব হৈতে সে উত্তরোত্তর।
জানিহ ক্রমেতে হয় শ্রেষ্ঠতর॥
এমতে সকল হইতে শ্রেষ্ঠতা।
শ্রীরাধিকাদিতে পর্য্যবসিততা॥
তারতম্য থাকিতেহ স্ব-স্ব-রস-।
জাতীয় সুখেতে পূর্ণিত-মানস॥
তথাপি তাঁদের মধ্যে কোনজন।
কোনমতে তৃপ্তি না পায় কখন॥
নিজনিজ অসৌভাগ্যের বর্ণনে।
করে সবে নিজ-ন্যূনতা-স্থাপনে॥
অতএব বুঝ করিয়া বিচার।
কৃপাদিতে তৃপ্তি নাহিক কাহার॥
এহেতু অভীষ্টতর বরগণ।
আমা হৈতে মুনি! করহ গ্রহণ॥
শ্রীকৃষ্ণানুগ্রহে তাঁর ভক্তগণ।
কদাচিত নাহি হয় তৃপ্তি-মন॥
সাক্ষাৎ কৃষ্ণমুখে এই সুবচন।
শুনি মুনিবর হৈলা হর্ষমন॥
নৃত্য করি,—বস্ত্র প্রসারি যেমত।
অন্নাদিক মাগে ভিক্ষুক, তেমত॥
অঞ্জলি বান্ধিয়া সাধু বরদ্বয়।
চাহি দাতাশ্রেষ্ঠে নারদ কহয়—॥
হে নিজ-পর্য্যন্ত দানেও অতৃপ্ত!।
ভক্তজনে অতি কৃপাসার-দৃপ্ত!॥

অধ্যয়নাদিক আমার আয়াস।
কিবা প্রয়াগাদিভ্রমণ-প্রয়াস॥
সকল সফল ইদানী হইল।
তব মহা কৃপাপাত্রে সে জানিস॥
তব কৃপাসার-করুণার পাত্র—।
মহাভগবতী গোপীগণ মাত্র॥
সাক্ষাৎ করিলুঁ অনুভবোদিত।
এই বর প্রাপ্ত হইলুঁ নিশ্চিত॥
অনুগ্রহ এই উত্তম আমারে।
জানিলাম যেই তব কৃপাসারে।
তথাপি হৃদয়ে চিরকাল স্থিত।
ওহে উদারেন্দ্র! মাগিয়ে কিঞ্চিত॥

তথাহি (বৃহদ্ভাগবতামৃত ৭।১২২)—
পায়ং পায়ং ব্রজজনগণপ্রেমবাপীমরাল,
শ্রীমন্নামামৃতমবিরতং গোকুলাব্ধ্যুত্থিতং তে।
তত্তদ্বেশাচরিতনিকরোজ্জৃম্ভিতং মিষ্টমিষ্টং,
সর্ব্বান্ লোকান্ জগতি রময়ন্মত্তচেষ্টো ভ্রমাণি॥১০॥

বৃন্দাবন-জন-গণ-প্রেমসার-।
দীর্ঘিকার রাজহংস সুবিহার।॥
অবিরত তব শ্রীমন্নামামৃত।
গোকুলসাগর হইতে উত্থিত॥
অনির্ব্বচনীয় বেশ-আচরিত-।
সকল হইতে যেই উজ্জৃম্ভিত॥
অর্থাৎ শিখিপিচ্ছমৌলি বিহরণ।
গুঞ্জা-অবতংস—কদম্বভূষণ॥
পূতনাপ্রাণপ শকটভঞ্জন।
যশোদাবৎসল শ্রীনন্দনন্দন॥
ব্রজজনানন্দ গোপীমনোহর।
ইত্যাদিক নাম অমৃতসঞ্চর॥
অন্য নামাদিক হৈতে মিষ্টমিষ্ট।
নিরন্তর পান করিকরি ইষ্ট॥
জগতে সকল লোকে সুখ দিয়া।
মত্তচেষ্টা যেন বেড়াই ভ্রমিয়া॥

তথাহি (বৃহদ্ভাগবতামৃত ৭।১২৩)—
ত্বদীয়াস্তাঃ ক্রীড়াঃ সকৃদপি ভুবো বাপি বচসা,
দৃশা শ্রুত্যাঙ্গৈর্ব্বা স্পৃশতি কৃতধীঃ কশ্চিদপি যঃ।
স নিত্যং শ্রীগোপীকুচকলসকাশ্মীরবিলস-,
ত্বদীয়াঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বে কলয়তুতরাং প্রেমভজনম্॥১০॥

বৃন্দাবনসম্বন্ধিনী ক্রীড়া তব।
বাক্য-চক্ষু-কর্ণ-অঙ্গ-দ্বারা সব॥
নিশ্চয় বিশ্বস্ত-মতি যেইজন।
একবার তাহা করয়ে স্পর্শন॥
বাক্যদ্বারা স্পর্শ—ক্রীড়ার কীর্ত্তন।
চক্ষুদ্বারা—ক্রীড়াস্থানের দর্শন॥
শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণাদি যেই।
বৃন্দাবনক্রীড়া-বিজ্ঞাপক সেই॥
তার স্পর্শ অঙ্গে—ক্রীড়ার স্পর্শন।
বারেক ভক্তিতে করে যেইজন॥
শ্রীরাধাদি-কুচকলস-কাশ্মীরে।
শোভিত ত্বদীয় পদদ্বন্দ্বে চিরে॥
প্রেমের সহিত ভজন সে জন।
নিশ্চল প্রত্যহ করুক লভন॥
ততঃপরে কৃষ্ণ শুনি এসকল।
আদরে প্রসারি শ্রীহস্তকমল॥
'এবমস্তু' ইতি সানন্দে সত্বর।
গোপীনাথ কহিলেন দিয়া বর॥
তাহে মহাপরানন্দের সাগরে।
অতিশয় মগ্ন হৈয়া মুনিবরে॥
বহুবিধ করি নর্ত্তন-কীর্ত্তন।
শ্রীকৃষ্ণেরে করিলেন সুখিমন॥
নারদমুনিরে লইয়া তখনে।
শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণ বসিলা ভোজনে॥
পরমান্ন পেয়দ্রব্যাদি সহিত।
দৈবকী-রোহিণী-দৃষ্ট মিষ্টামিত॥
শ্রীরুক্মিণী পরিবেষণ করেন।
সত্যভামাদেবী তাঁরে সম্বোধেন॥
'তব প্রিয় ইহা করহ ভোজন।'
উদ্ধব এরূপে করান স্মরণ॥
জাম্ববতী-আদি মহিষীসকল।
অর্পণ করেন সুশীতল জল॥
ভোগদ্রব্য-প্রশংসন সুবীজন।
অগুরুধূমাদ্যে করেন রঞ্জন॥
এইমতে সুখে করিয়া ভোজন।
করিলেন সকলেতে আচমন॥
গন্ধমাল্যে কৈলা মুনিরে মণ্ডিত।
নানামত অলঙ্কারেতে ভূষিত॥
সমাদর বহু তাঁরে করিলেন।
তবে মুনি শ্রীমাধবে কহিলেন—॥
প্রয়াগে আছেন মোর অপেক্ষায়।
মুনিগণ করি বিলম্ব তথায়॥
তথা যাঞা তাহাদিগে কৃতার্থিব।
যত্তপি প্রভুর অনুজ্ঞা পাইব॥

তাহে কৃষ্ণ তাঁরে আজ্ঞা প্রচারিলা।
প্রণমিয়া মুনি বিদায় হইলা॥
প্রয়াগাদি নানা স্থানে ভ্রমি সব।
যে ভক্তিমাহাত্ম্য কৈলা অনুভব॥
সেইসব মুনি আনন্দসহিতে।
বীণার তানেতে গাইতে-গাইতে॥
কৃষ্ণপ্রেমভক্তিরসেতে রসিক।
গমন করিলা সহর্ষে অধিক॥
প্রয়াগে ছিলেন পথনিরীক্ষণে।
সার-সংগ্রাহি যতেক মুনিগণে॥
পূর্ব্বোক্ত সকল মহামহাদ্ভুত।
নারদের মুখে সব হৈয়া শ্রুত॥
জ্ঞানকর্ম্ম-আদি অশেষ তখনে।
ত্যজিলেন ভক্তি দঢ়াইয়া মনে॥
নারদ-শিক্ষাতে করিলা গ্রহণ।
কেবল পরম দৈন্যাবলম্বন॥
শ্রীযুত-মদনগোপাল-চরণ-।
উপাসনা যত্নে করে মুনিগণ॥
পরীক্ষিত উপাখ্যান সমাপিয়া।
নিজমাতা প্রতি কহে সম্বোধিয়া—॥
ওগো মাতা! সেই শ্রীগোপকিশোর।
রাসরসসিন্ধু—প্রণয়ে বিভোর—॥
শ্রীগোপিকাগণে আবৃত সর্ব্বতঃ।
ভজহ ভজহ শ্রীকৃষ্ণ যত্নতঃ॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে মোহিতা আভীরী।
রহেন যাঁহারে নিরন্তর ঘিরি॥
গোপিকাগণের দাস্য ইচ্ছা ক'রে।
গোপীসম প্রেমভঙ্গির প্রসরে॥
কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন-পরায়ণা।
হইয়া কর গো মাতা! উপাসনা॥
গোপিকাগণের সকল মহিমা।
ব্রহ্মাঅনন্ত নাদিতে নারে সীমা॥
তার মধ্যে কোন-এক মহিমারে।
শক্ত নহি নিজমুখে করিবারে॥
সুমেরুপর্ব্বতে মক্ষিকা যেমন।
নাহি পারে গ্রাসিবারে কদাচন॥
শ্রীকৃষ্ণের রসে নিত্যাবিষ্ট-মন।
শ্রীগুরু আমার—ব্যাসের নন্দন॥
কৃষ্ণ আর তার প্রিয়া শ্রীরুক্মিণী।
প্রভৃতির নাম-গুণ গায়েন তিনি॥
বিস্তৃত আশ্চর্য্য অতি ব্যক্ততর—।
প্রেমাগ্নিজ্বালায়ে দগ্ধ নিরন্তর—॥
শ্রীগোপীগণের নামের কীর্ত্তনে।
তাঁদের হইবে বিশেষ স্মরণে॥
সে-অগ্নিশিখাগ্র-কণিকা-স্পর্শনে॥
সদ্য হন মহাব্যাকুলিত-মনে॥
গোপিকাগণের নাম কদাচনে।
শক্ত নাহি হন করিতে বদনে॥
এইহেতু শ্রীমদ্ভাগবতাখ্যানে।
শ্রীরাধিকাদির নাম কোনস্থানে॥
প্রকাশিয়া তিঁহ নাহি কহিলেন।
কিন্তু হৃদে সদা ভাবনা করেন॥
'নাম নাহি লৈলা পরম-গৌরবে।'
এই কথা নাহি মানি মোরা সবে॥
ওগো মাতা! বল্লবীর প্রাণনাথ।
শ্রীরাধিকা-আদি গোপীগণ-সাথ॥
ভজ উপাসনা-শাস্ত্রের বিধানে।
প্রেমেতে আশ্রয় লৈয়া সাবধানে॥
সত্য সত্য সত্য বল্লবীনাথের।
প্রসাদেতে আর বল্লবীগণের॥
বল্লবীগণের মহিমা কিঞ্চিত।
তুমিও জানিতে পারিবে নিশ্চিত॥
এই গ্রন্থ মহাখ্যানশ্রেষ্ঠ হয়।
কৃষ্ণকৃপাসারপাত্রের নিশ্চয়॥
যেজন আশ্রয় করেছে ইহারে।
শ্রদ্ধায় শ্রবণ-কীর্ত্তন-প্রকারে॥
সেইজন শীঘ্র কৃষ্ণে প্রেমচয়।
যেইমত পায়—নাহিক সংশয়॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নিত্যানন্দ ধন্য
অদ্বৈত-আচার্য্য আর।
সবার চরণ, সাবধান-মন,
বন্দিয়ে করিয়ে সার॥
শ্রীগুরুচরণ, ভক্তি বিতরণ,
যাহা হৈতে সদা হয়।
যাঁহার কৃপায়, নাহিক অপায়,
সম্পদ সর্ব্বদা রয়॥
গুরুরূপে হরি, ক্ষিতি অবতরি,
অনুগ্রহ প্রকাশিয়া।
স্বপথ দেখান, ভব হৈতে ত্রাণ,
করেন বিজ্ঞান দিয়া॥
ভূমি লোটাইয়া, সশ্রদ্ধ হইয়া,
করিয়ে অসংখ্য নতি।
ত্রিভুবনে সার, যাহা বিনা আর,
নাহি অধমের গতি॥

ভাগবতামৃত, গোপনীয় কৃত, গ্রন্থ সুকঠিন হয়।
যে পদ ভাবিয়া, ভাষা প্রবন্ধিয়া, রচিল এ দীনাশয় ॥
শ্রীলসনাতন,— গোস্বামিচরণ, বন্দি সাবধানে অতি।
শ্রীজয়গোবিন্দ, ভাষায় নির্ব্বন্ধ, পূর্ব্বখণ্ড পরিণতি ॥

কৃষ্ণস্মরণপাশাস্ত্বং নির্যাতো ধ্যানরজ্জুভিঃ।
গ্রাহস্তাভ্যশ্চ নিযাতো নামকীর্ত্তনশৃঙ্খলৈঃ ॥
ত্বদ্ভক্তিলোলিতেনাস্ত ন ময়া জাতু মোক্ষ্যসে।
ধৃতো ধৃতোসি গাঢ়ং ত্বং পীতকৌষেয়বাসসি ॥ * ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে ভগবৎকৃপাস্তর-নির্দ্ধারখণ্ডে পূর্ণো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥
॥ * ॥ সমাপ্তশ্চায়ং প্রথমখণ্ডঃ ॥ * ॥

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

তত্রাদ্যে ভূত্তরাপ্রশ্নোত্তররূপেতিহাসতঃ।
বক্তুং গোলোকমাহাত্ম্যং ভূর্লোকমহিমোচ্যতে ॥০॥

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণধাম।
জয়জয় নিত্যানন্দ প্রভু বলরাম ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য প্রভু সদাশিবাখ্যান।
জীবপ্রতি মোর অতি করুণানিধান ॥
জয়জয় গুরুদেবচরণারবিন্দ।
যাঁহার কৃপায় পাই ব্রজে শ্রীগোবিন্দ ॥
জয় শ্রীলসনাতন-শ্রীরূপচরণ।
জয়জয় শ্রীজীবগোস্বামিপদধন ॥
জয়জয় ভট্টদ্বয় রঘুনাথদাস।
সবার চরণে মোর সদা রহু আশ ॥
জয়জয় ভক্তগণ। চরণে প্রণতি।
দ্বিতীয়খণ্ডের কথা কর অবগতি ॥
অত্যন্ত নিগূঢ়তর গ্রন্থ অতি সার।
বুদ্ধিমতে লিখি—দোষ না লবে আমার ॥
কহেন জনমেজয় গুরুসন্নিধান।
শ্রুত-বাক্যামোদে করি হর্ষের প্রদান—॥

কৃষ্ণভক্তিপর ভাগবতাদি পুরাণ।
সে-সবার সার অতি দুর্লভ-বিধান॥
গোপনীয় মম পিতা অতি সংগৃহীত।
নিজ মায়ে কৈলা কৃষ্ণপ্রেমে প্রকাশিত॥
শ্রীযুক্ত ভগবৎপর শাস্ত্র যে সাগর।
তাহা হৈতে উদ্ধৃত অমৃত সারতর॥
কৃপাসারনির্দ্ধারণোপাখ্যানে কথিত।
তব মুখপদ্মের সৌরভ্যে সুবাসিত॥
ওহে মুনিশ্রেষ্ঠ! ইহা সব পান করি।
না হয় আমার তৃপ্তি—কি কব বিবরি॥
অতএব কৃপাপাদপদ্মে লুব্ধ-মন—।
সেই দুই মাতা-পুত্র—অতি বিচক্ষণ॥
সুধাসারময় জন্ম তাঁদের সম্বাদ।
কহ কহ তত্ত্ববেত্তা! শুনিতে আহ্লাদ॥
এতেক শুনিয়া শ্রীজৈমিনি মুনিবর।
কহেন—শুনহ মহারাজ! গূঢ়তর॥
গোলোকমাহাত্ম্য-উপাখ্যানাদিপ্রকার।
শ্রীমদ্ভাগবতসিন্ধুপীযূষ-সুসার॥
ভূত-ভবিষ্যত্তি-বর্ত্তমান-কাল-জ্ঞানী।
আর ব্রহ্মানুভবিক হয় যেই প্রাণী॥
তাঁহাদের দুর্জ্ঞেয় আপন-শক্তিদ্বারে।
জানিতে বলিতে ইহা কেহ নাহি পারে॥
যদি কহ—মহদুপাখ্যান কিপ্রকার।
কহিলে?—শুনহ কহি উত্তর তাহার—॥
শ্রীমৎ শুকদেব কৃষ্ণভক্তিরসার্ণব।
তাঁহার প্রসাদে আমি কৈলুঁ অনুভব॥
পরীক্ষিদুত্তরাপার্শ্বে বসিয়া তখন।
শুনিয়াছি সাক্ষাতে সকল বিবরণ॥
শ্রীগোলোকমহিমা সুগোপনীয় অতি।

তথাহি (বৃহদ্ভাগবতামৃত ২।১।৬)
পরং গোপ্যমপি স্নিগ্ধে শিষ্যে বাচ্যমিতি শ্রুতি ॥১০॥

তাতে শুন মহাভাগ! কহিয়ে সম্প্রতি॥
শ্রীকৃষ্ণকরুণাসারপাত্রের নির্দ্ধার।
আদ্যোপান্ত সুধাসার সৎকথাবিস্তার॥
হইলেন শ্রবণ করিয়া সেই সব।
পরম আনন্দে পূর্ণা পিতামহী তব॥
সেই ভক্তি গোপীকান্ত-পাদপদ্মদ্বয়ে।
তাহার বিশেষ ফল-শ্রবণেচ্ছু হ'য়ে॥
আর তার ভোগস্থান—'বৈকুণ্ঠ হইতে।
হইবেক সাধুতম'—মানিয়া স্বচিতে॥
হৃদয়ে ভাবিয়া—না করিতে পারি স্থির।
পুছিলা উত্তরা পরীক্ষিতে সুগভীর॥

গোপীনাথপাদাব্জে পরম-প্রেমবান্।
সেই সব—তাহাদের প্রাপ্য শ্রেষ্ঠ স্থান।
ইতর-সবার প্রাপ্য হইতে উত্তম।
উত্তম সে হয়—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বোত্তম॥
সর্ব্ববিলক্ষণ তাহা জিজ্ঞাস্য কারণ।
বিবিধের প্রাপ্য পদ করে নির্দ্দেশন—॥
যে গৃহস্থ ফলপ্রাপ্তি-বাঞ্ছা করি মনে।
নিত্যনৈমিত্তিক-পুণ্যকর্ম্ম আচরণে॥
ভূর্ভুবস্বর্লোকনাম-ত্রিলোকে নিশ্চয়।
তাহাদের প্রাপ্য স্থান আছয়ে নির্ণয়॥
নিষ্কাম-গৃহস্থে যারা স্বধর্ম্মনিষ্ঠিত।
নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম করে সাবহিত॥
মহর্জনস্তপঃ সত্য—লোক-চতুষ্টয়।
তাহাদের প্রাপ্য স্থান হয় ত নিশ্চয়॥
ভোগান্ত হইলে সকামিক সবজন।
মুহুর্মুহু করে ভবে গমনাগমন॥
নিষ্কাম স্বধর্ম্মনিষ্ঠ যেই সব জন।
মহর্লোকাদিক-মধ্যে করে নিমগন॥
তার মধ্যে কতক ভোগি' ভোগচয়।
মহাপ্রলয়েতে ব্রহ্মাসহ মুক্ত হয়॥
কতজন অর্চ্চিরাদি-পথে নিজেচ্ছায়।
ভুঞ্জি বহুভোগ ক্রমেক্রমে মুক্তি পায়;
ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণ যতিসমুদয়।
দেহান্ত হইলে সদ্যমুক্তি প্রাপ্ত হয়॥
কামনাসহিত যেই কৃষ্ণভক্তগণ।
ভোগাভিলাষেতে ভজে প্রভুর চরণ॥
বিক্রম-তিতিক্ষা-শূর যদি গুণ দিলা।
ইক্ষ্বাকু-আদির অনুবর্ত্তী যে করিলা॥
দিগ্বিজয়ে কুরুক্ষেত্রে সরস্বতীতীরে।
গাবী-বৃষ-রূপী ভূমি ধর্ম্ম এদুইরে॥
হিংসা করে কালি—ইহা করি বিলোকন।
কলির নিগ্রহ করিলাম ততক্ষণ॥
বিখ্যাপিত আমারে ত করিলেন যেই।
সম্পন্ন করিলা রাজশ্রী অদ্ভুত সেই॥
শৃঙ্গির শাপের দান করিয়া বিদিত।
রাজশ্রী হইতে করিলেন নির্বেদিত॥
শমীকের শিষ্যরূপে প্রিয় সে আমার।
শাপ শুনাইয়া মন করিয়া সুসার॥
গৃহ-অন্ধকূপ হৈতে করি আকর্ষণ।
বাসুদেব গঙ্গাতীরে আনি ততঃক্ষণ॥
'মরণপর্য্যন্ত ভক্ষ্যপেয়-বিবর্জনে।'
শাস্ত্রেতে 'প্রায়োপবেশ' আছে নিরূপণে॥

বিশুদ্ধ তাহারা—বহু সুখভোগ যত।
আপন ইচ্ছায় ভোগ করিয়া সম্মত ॥
তাহারা করেন লাভ ভগবত-স্থান।
মুক্তের দুর্লভতর—বৈকুণ্ঠ-আখ্যান ॥
নিবিড়-আনন্দ-জ্ঞানময় বর্ত্তমান।
নিষ্কামী তাঁহার ভক্ত সদ্য তাহা পান ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণাব্জে সাক্ষাৎ সেবাসুখ।
যে সুখ করয়ে তুচ্ছ সদা মোক্ষসুখ ॥
অনুভব বহুবিধ করিয়া তথায়।
পরম-নিবিড়ানন্দে বিলসে সদায় ॥
মোক্ষ-তুচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের মহিমাদি জ্ঞান।
তাহে মিশ্র ভক্তি হৈলে জ্ঞানভক্ত্যাখ্যান ॥
ভরতাদি যেমত তাহার পাত্র হয়।
কতজন শুদ্ধভক্ত করে পাদাশ্রয় ॥
কর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যে অযুক্ত—ভক্তিময়।
ভক্তিমাত্রকামী—অম্বরীষ-আদি হয় ॥
প্রেমের সহিত ভক্তিমন্ত কতজন।
প্রিয়তমপ্রভু-পাদসেবামাত্রেক্ষণ ॥
যেমন শ্রীহনুমান্-আদি মহাশয়।
পরে প্রেমপরা—শ্রীপাণ্ডবগণ হয় ॥
প্রেমসম্পত্ত্যে বিহ্বল—প্রেমাতুর যত।
শ্রীউদ্ধব-আদি প্রেমে হৃষ্টাশয় মত ॥
জ্ঞানভক্ত শুদ্ধভক্ত প্রেমভক্ত আর।
প্রেমপর প্রেমাতুর—যে হয় বিস্তার ॥
ভাবভেদে প্রেমতারতম্য কল্পনীয়।
কিন্তু শ্রীবৈকুণ্ঠে তাহা নহে যোজনীয় ॥
যদি কহ—কেহ নিকটের সেবা পায়।
কেহ বা দূরেতে থাকি দ্বার পালে তায় ॥
এইরূপে তারতম্যবিশেষ কহিয়ে ?।
ইহার উত্তর কহি—শুন মন দিয়ে—॥
সারূপ্য-সামীপ্যাদিক যেই প্রাপ্ত হয়।
তুল্যত্বে পর্য্যবসান—কিছু ভেদ নয় ॥
বৈকুণ্ঠের অধিক কিঞ্চিৎ প্রাপ্য স্থান।
অপর না শুনি কিছু ইহার বিধান ॥
নিজনিজ ভাবোচিত বৈকুণ্ঠপ্রদেশে।

তথাহি (বৃহদ্ভাগবতামৃত ২।১।১৬টীকায়াম্)—
যা যথা ভুবি বর্ত্তন্তে পুর্য্যো ভগবতঃ প্রিয়াঃ।
তাস্তথা সান্তি বৈকুণ্ঠে তত্তল্লীলার্থমাদৃতাঃ ॥১০॥ ইতি

স্বস্বপ্রিয়বস্তুর সংপ্রাপ্তির বিশেষে ॥
সকলের সুখপ্রাপ্তি হউক তাহায়।
রস-জাতীয়োচিত পরম শ্রেষ্ঠতায় ॥

শ্রীরাসবিহারী গোপীনাথ বংশীধারী—।
চরণকমলযুগ্ম যেই সেবাকারী ॥
সে সব ভক্তের হইবেক কিবা গতি।
সর্ব্বসাধারণ ফল প্রাপ্য,—যুক্ত অতি ॥
শ্রীমন্মদন-গোপালপ্রিয়া শ্রীরাধার।
দাসী হৈতে বাঞ্ছে যেইসব ভক্তসার ॥
সদা সাধারণ-প্রেমে পরিপূর্ণ-কায়।
অত্যন্ত আহ্লাদে শ্রীযুগলনাম গায় ॥
শ্রীরাধাগোবিন্দ রাধা-মুরলীবদন।
রাধাপ্রাণপতি রাধা-মদনমোহন ॥
রাধাকৃষ্ণ রাধানাথ রাধাদামোদর।
রাধাশ্যামসুন্দর শ্রীরাধাগিরিধর ॥
ইত্যাদিক নাম সদা করে সঙ্কীর্ত্তন।
অতএব তাঁহারা নহেন সাধারণ ॥
প্রাপ্য হৈলে তাঁহাদের অন্যের প্রকার
তাহাতে হৃদয় তৃপ্তি না পায় আমার ॥
গোপীনাথপাদপদ্ম-প্রসাদ-প্রভাবে।
মহাপ্রেমসিদ্ধি সাধিলেক ভক্তিভাবে ॥
সে সব ভক্তের তাদৃশী গতিতে স্থিত।
যদ্যপিও সহিবারে পারি কদাচিত ॥
তথাপি শ্রীনন্দযশোদাদি ব্রজজনে।
কদাপি তাদৃশী গতি না যায় সহনে ॥
অসংখ্য বিবিধ মহিমার অন্ত্যসীমা।
যাহাতে পর্য্যবসান হয় ত গরিমা ॥
সবনদীগণ যেন সমুদ্রে মিলয়ে।
নন্দাদির তেমত মহিমাগণ হয়ে ॥
তাঁহাদের নিমিত্ত উচিত যোগ্য স্থান।
অবশ্য বৈকুণ্ঠোপরে থাকিবে বিধান ॥
মগ্ন হইয়াছি আমি সংশয়সাগরে।
উদ্ধার' আমারে সব কহিয়া সত্বরে ॥
পৃথিবীর মধ্যে যদ্যপিহ বিরাজতি।
সর্ব্বস্থানশ্রেষ্ঠা শ্রীমথুরা ভগবতী ॥
নন্দ-যশোদাদি ব্রজবাসির সহিত।
শ্রীনন্দনন্দন অতি সুখে বিরাজিত ॥
তথাপিহ প্রপঞ্চান্তর্গতের কারণ।
দেহবিকারাদি দেখি অর্ব্বাচীনগণ ॥
মায়িকত্ব-প্রসঙ্গ আশঙ্কা করে মনে।
কিন্তু তাহা অভক্তের বঞ্চন-কারণে ॥
আর নিজভক্তগণ-হর্ষণার্থ হয়।
যেন কৃষ্ণ দেখি অভক্তের সুখ নয় ॥
পরম-নিগূঢ়-হেতু সর্ব্বলোকে শ্রুত।
মাহাত্ম্যবিশেষ তার স্ফূর্ত্তি নহে শ্রুত ॥

করিলা উত্তর; হেন প্রশ্ন সে-কারণ।
গোলোকমাহাত্ম্য যাহে হইবে কথন॥
কিন্তু কালবিশেষেতে শ্রীনন্দনন্দন।
অখিল রূপাদি আর সহ নিজগণ॥
অন্যত্র অলভ্য ক্রীড়াবিশেষকারণে।
স্বয়ং অবতরেন মথুরা-বৃন্দাবনে॥
তাহে শ্রীগোলোক হৈতে মাহাত্ম্য ইহার।
শ্রীনারদোক্তেতে অগ্রে হইবে বিস্তার॥
কেবল ব্রহ্মাণ্ড-ত্রিলোকীর নাশে আর।
অন্তর্দ্ধান হইবে শ্রীযুতা মথুরার॥
গোলোকের সহিত হয়েন ঐক্যাপত্তি।
নিত্য বৃন্দাবন শ্রীগোলোক-অন্তর্বর্ত্তি॥
গোলোক মথুরা দুই ধামে ভেদ নাই।
দুইর মাহাত্ম্য বেদপুরাণাদি গাই॥
শ্রীকৃষ্ণপ্রকটকাল শ্রীগোলোকধাম।
প্রকট হয়েন—শ্রীমথুরা-ব্রজ-নাম॥
মাতার এ মহারম্য প্রশ্নের শ্রবণে।
সুত পরীক্ষিত হৈলা আনন্দিত মনে॥
প্রণমিয়া তাঁরে অশ্রু-রোমাঞ্চ-সহিত।
প্রত্যুত্তর দিতে আরম্ভিলা সাবহিত—॥
শ্রীকৃষ্ণজীবিতে! অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ হইতে।
ব্রহ্মাস্ত্রে পাইলা প্রাণ—স্বগর্ভ রক্ষিতে॥
শ্রীকৃষ্ণবিরহাসহে মাতঃ কৃষ্ণে মন!।
তব যোগ্য প্রশ্ন এ—না কৈল কোনজন॥
কৃষ্ণপ্রিয়সখা যিহ—শ্রীসুভদ্রাপতি।
শ্রীঅর্জ্জুন মহাশয়—খ্যাত ত্রিজগতি॥
তাঁহার পৌত্রত্বে তব উদরে আমার।
যাঁহার কৃপায় জন্ম হইল বিস্তার॥
চক্র গদা ধরি যিহ গর্ভের ভিতরে।
দ্রৌণির ব্রহ্মাস্ত্র হৈতে অতি যত্ন ক'রে॥
সহ-মহাশয় রক্ষা করিলা আমারে।
বাহ্যে নিজ-রূপ দেখাইলা কৃপাধারে॥
পরম শ্রীভাগবতগণের উচিত।
বারবার কৃষ্ণ-রূপ-পরীক্ষণ-নীত—॥
প্রজার পালন, ব্রহ্মণ্যতা, সত্যসন্ধ।
দাতা-শরণ্যাদি গুণে মহতানুবন্ধ॥
সেই ব্রতে সুরধুনীতীরে দিলা মতি।
শুকদেবরূপে ভয় দূর করি অতি॥
মুনীন্দ্রসভার মধ্যে উপবেশি তত্ত্ব।
প্রদান করিলা মোরে প্রমোদ-মহত্ত্ব॥
কৃষ্ণের স্বপ্রিয়া মাত'! তব সঙ্গদানে।
করিলেন সুতপ্ত স্বকথামৃতপানে॥

সেই নিরুপাধি-কৃপাকর-কৃষ্ণ-পায়।
সাষ্টাঙ্গ প্রণাম আমি করি শতধায়॥
বিপ্রের বচন করি আদরে গ্রহণ।
নিজ অন্তকাল যাতে কৈলু সংবর্দ্ধন॥
একমনে সকলবৈষ্ণবশাস্ত্রসার।
কহিয়ে উত্তর হবে প্রশ্নের তোমার॥
শ্রুতি-স্মৃতি-বাক্যসব যথাশ্রুতার্থেতে।
তাৎপর্য্যবৃত্তিতে—পরম্পরায় মর্ম্মেতে॥
ব্যাখ্যা করি প্রশ্নোত্তর প্রবোধি তোমারে।
যদ্যপি সক্ষম আমি সন্তোষ দিবারে॥
তথাপি স্বগুরু শুকদেবের প্রসঙ্গে।
প্রাপ্ত ইতিহাস এক অত্র উপপদ্যে॥
যাহাতে তোমার হয় সংশয় ছেদন।
আদৌ ব্যক্তহেতু কহি—করহ শ্রবণ॥
কামরূপদেশে—প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর-গ্রামে।
দরিদ্র ব্রাহ্মণ এক করিত বিশ্রামে॥
অধ্যয়ন শ্রবণ শাস্ত্রার্থ নাহি ছিল।
অতি মূর্খ—স্বধর্ম্মাদি নাহি আচরিল॥
ধনকামে তত্রস্থিতা শ্রীকামাখ্যা দেবী।
শ্রদ্ধাদ্বারে অনুদিন ভজে তাঁরে সেবি॥
তুষ্টা হৈলা দেবী—তাঁহা হইতে ব্রাহ্মণ।
স্বপ্নে দশাক্ষরি-মন্ত্র লভিল তখন॥
মদনগোপাল-পাদপদ্মোপাস্য যায়।
ধ্যানাদি-বিধান-যুক্ত মহানিধিপ্রায়॥
স্বপ্নজ্ঞানে বিপ্র তাহা না করে জপন।
পুনঃ স্বপ্নে দেবী তারে আদেশে তখন॥
তাতে সেই মন্ত্র সদা জপিয়া নির্জ্জনে।
ধনবাঞ্ছা গেল—পাইল সুনির্বৃত্তি মনে॥
বস্তুতত্ত্বে অনভিজ্ঞ সেই ত ব্রাহ্মণ।
অন্য পারলৌকিকাদি যে সাধ্যসাধন॥
সকল সে মন্ত্রজপপ্রভাবে নিশ্চিত।
বর্ত্তমান মানিলেক যেন সম্পাদিত।
গৃহচেষ্টা-আদি পরিত্যজিয়া সকল।
তীর্থেতে ভ্রমণ বিপ্র করয়ে একল॥
ভিক্ষার দ্বারেতে করে দেহনির্ব্বাহন।
গঙ্গাসাগরসঙ্গমে করিল গমন॥
পথমধ্যে গঙ্গাতটে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ।
অনেক দেখিল—স্বীয় ধর্ম্মে রত-মন॥
শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, জ্যোতিষের গণ।
ছন্দের বিচিতি, আর নিরুক্ত-লক্ষণ॥
এই ছয় অঙ্গ, চারি বেদ, সে পুরাণ।
মীমাংসা, ন্যায়বিস্তর, ধর্ম্মশাস্ত্রাখ্যান॥

এই-চতুর্দ্দশবিদ্যা-বিশারদ সবে।
প্রায় সকলেতে গৃহী কৈল অনুভবে॥
নিত্য-নৈমিত্তিক-আদি-সদাচার ধর্ম্ম।
অবশ্য কর্ত্তব্য আর কাম্য যত কর্ম্ম॥
সেইসকলের ফল—স্বর্গভোগসুখে।
শুনিলেক সেই-সব-বিপ্রগণমুখে॥
অনেক সংকল্প গঙ্গাস্নানাদি-বিষয়।
সদাচার-অনুষ্ঠানে নিষ্ঠা বিলোকয়॥
অতঃপর করে কর্ম্ম প্রবৃত্ত হইয়া।
গঙ্গাতটবাসী বিপ্র হইতে শিক্ষিয়া॥
দেবীর আজ্ঞায় প্রতি করিয়া আদর।
অন্তঃস্থলে নিত্য মন্ত্র জপে বিপ্রবর॥
সে-মন্ত্র প্রভাবে সেইসব-কর্ম্ম-দ্বারে।
অন্তরে সন্তোষ নাহি হইল তাহারে॥
বিরক্ত হইয়া কাশী করিল গমন।
সন্ন্যাসিবহুল জন কৈল বিলোকন॥
অদ্বৈতব্যাখ্যাতে তাঁরা ব্রহ্মনিরূপণে।
পরস্পর বিবাদ করয়ে সর্ব্বজনে॥
আদৌ বিশ্বেশ্বরদেবে প্রণাম করিয়া।
যতিগণে নমস্করি প্রতিমঠে গিয়া॥
যতিগণ-সহ সম্ভাষণ আচরিল।
তাহাদের পার্শ্বে বিপ্র বিশ্রাম করিল॥
শুদ্ধবুদ্ধি তাহাদের বাদের বচনে।
করতলস্থিতপ্রায় মোক্ষ বুঝি মনে॥
তাহাদের মত বিপ্র মানিলেক সার।
প্রশংসিল মনেমনে তাদের আচার॥
সন্ন্যাস-উৎকর্ষপর বেদান্তবচন।
তাহাদের মুখে বিপ্র করয়ে শ্রবণ॥
মণিকর্ণিকাতে গঙ্গাস্নান আচরিয়া।
বিশ্বেশ্বর মহাদেব দর্শন করিয়া॥
তাহাদের সঙ্গেতে অপ্রয়াসে ব্রাহ্মণ।
মিষ্ট ইষ্ট ভোগে সব করয়ে ভোজন॥
সন্ন্যাস করিতে ইচ্ছা করিলেক মনে।
শ্রদ্ধাহানি হৈল নিজমন্ত্রে ততঃক্ষণে॥
কামাখ্যাদেবীর বাক্য-গৌরবে ব্রাহ্মণ।
অন্তঃসুখলাভে মন্ত্র না করে ত্যজন॥
স্বমন্ত্রদেবতা শ্রীমন্মদনগোপালে।
দর্শন করিল বিপ্র স্বপ্নে এককালে॥
তাঁর পরম সৌন্দর্য্য বশীকৃত-মন।
পরম-আনন্দযুক্ত হইল ব্রাহ্মণ॥
সেই-মন্ত্র-জপ ভিন্ন সন্ন্যাসাদিকর্ম্মে।
প্রবৃত্তিতে নাহি পায় চিত্তোৎসাহ-শর্ম্মে॥

সন্ন্যাস কর্ত্তব্য—নিজ মন্ত্রজপ কিবা ?।
নিশ্চয় করিতে নারে ভাবি রাত্রি-দিবা॥
সন্ন্যাসিসহিত সদা তদ্বাক্যশ্রবণে।
মনের চাঞ্চল্যে নারে কৃত্যনিরূপণে॥
মনের অস্থিরে একদিন নিদ্রা যায়।
কামাখ্যা-সহিত শিব স্বপ্নে আসি তায়॥
কহেন—না কর মূর্খ। সন্ন্যাসগ্রহণ।
শীঘ্র শ্রীমথুরাধামে করহ গমন॥
তথা বৃন্দাবনে বিপ্র যখন যাইবে।
পূর্ণ সর্ব্বমনোরথ অবশ্য হইবে॥
উৎকণ্ঠাসহিত বিপ্র মথুরা যাইতে।
'মথুরা-মথুরা' সদা কীর্ত্তয়ে গাইতে॥
মথুরাদেশের দিগে করিতে গমন।
উপস্থিত পথমধ্যে প্রয়াগে ব্রাহ্মণ॥
সেই তীর্থরাজে বিষ্ণুভক্তিপ্রদা তাতে।
শ্রীমাধবপাদপদ্ম শোভমান যাতে॥
ভক্তিতে সংগতা যমুনাতে গঙ্গা যথা।
অতি মনোহর স্থান হয় ত সর্ব্বথা॥
দেখিলেক সেইস্থানে সাধু শতশত।
মাঘমাসে প্রাতঃস্নানহেতু সমাগত॥
গীত-নাত-স্তবাদিতে বিষ্ণুপূজোৎসব।
নানা উপচারে আচরেন সাধুসব॥
বিষ্ণুনামসঙ্কীর্ত্তন বাদন নর্ত্তন।
প্রেম আর্ত্তনাদ রোদনেতে শোভমান॥
অপ্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসয়ে ততঃক্ষণ—।
ওরে দণ্ডপ্রায়-নমস্কারকারিগণ!॥
ওরে বন্দিগণ! হে নর্ত্তক! হে বাদক!।
ওরে রামকৃষ্ণবাদি-সব হে গায়ক!॥
হে রম্য-তিলক! মনোহর-মালাধর।
স্থির হও ক্ষণেক, কোলাহল নাহি কর॥
কি কর্ম্ম বিধান কর, কোন্ দেবার্চ্চন।
সাদরে আচর?—কহ, করিয়ে শ্রবণ॥
এ কথা শুনিয়া তত্রস্থিত অন্য জন।
উপহাস করি কত কহিল বচন॥
কেহ কহে ওরে মূঢ়! থাক চুপ করি।
কহেন বৈষ্ণবগণ কৃপা দীনোপরি—॥
বিপ্র মূঢ় জেহাজ বুদ্ধি! কিছু নাহিন।
হায়হায় কিছুমাত্র নাহি তব জ্ঞান?॥
বিষ্ণুভক্তে হেন সম্বোধন নাহি কর।
এমত জল্পনা পুনর্ব্বার না আচর॥
এই মোরা সকলেতে বিষ্ণুভগবানে।
উপাসনা করিয়ে—যেমত আছে জ্ঞানে॥

গুরু হৈতে করি বিষ্ণুদীক্ষার গ্রহণ।
যথামন্ত্র যথাবিধি করিয়ে অর্চ্চন॥
কেহ শ্রীনৃসিংহতনু—কেহ রঘুনাথ।
কেহ শ্রীগোপালদেব শ্রীরাধিকানাথ॥
চতুর্ভুজ, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, বামন
যার যেই ভাব মত করিয়ে পূজন॥
এত শুনি সেই বিপ্র হইয়া লজ্জিত।
হর্ষে সবিনয়ে জিজ্ঞাসয়ে সাবহিত—॥
কোথায় থাকেন,—কিবা রূপ তিঁহ হন।
কিবা অর্থ-দানে ক্ষম—কহ ত কথন?॥
শুনিয়া বিপ্রের বাক্য করুণা করিয়া।
কহেন তাঁহার প্রতি কিছু বিবরিয়া—॥
বাহ্য অন্ত সর্ব্বত্র সর্ব্বদা হন স্থিত।
কাল, দেশ, বস্তু—তিন পরিচ্ছেদাতীত॥
প্রপঞ্চমধ্যেতে, আর প্রপঞ্চ অতীতে।
থাকেন কোথায়?—কেহ না পায় দেখিতে॥
অন্তর্য্যামী—সকলের হৃদয়ে বসতি।
সব জগদীশ্বরের ঈশ্বর নিয়তি॥
নিগূঢ় সচ্চিদানন্দ মনোরম অতি।
বৈকুণ্ঠলোকে প্রকট সদা বসতি॥
চতুর্বর্গ,ভক্তি, বা বৈকুণ্ঠবাসাদিক।
আপনাপর্য্যন্ত দেন সেবকে অধিক॥
যার স্তব করে সদা শ্রুতিস্মৃতিগণ।
তাঁহার মহিমা কেবা করিবে বর্ণন?॥
এথা হইতেছে যত পুরাণপঠন।
মুহুর্মুহু সেই সব করহ শ্রবণ॥
জগৎপ্রভুর প্রতিরূপ—শ্রীমাধব।
দর্শন করিয়া নমস্কার সহ-স্তব॥
তাহাতে কথিত অকথিত মহিমার।
বৃত্তান্ত ত্বরায় তুমি জানিবে তাঁহার॥
ততঃপরে শ্রীমাধব করিয়া দর্শন।
শ্রদ্ধান্বিতে নমস্কার করিল ব্রাহ্মণ॥
ধ্যানে অবলম্ব করি জপের সময়ে।
শ্রীমদনগোপালদেবের কতিপয়ে॥
মুখনেত্রাদির তাঁতে সারূপ্য দেখিল।
বৈষ্ণবসহিত কিছু পুরাণ শুনিল॥
বিবিধ শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি পূজেন বৈষ্ণব।
দর্শন করয়ে বিপ্র তথা সেইসব॥
তথাপি চিত্তের অগোচর সে তাঁহার।
না হয় প্রত্যভিজ্ঞান—বুঝিলাম সার॥
ইহঁ মম দেব জগদীশ শ্রীমাধব
সাধুসকলের প্রভু—অসংখ্য-বৈভব॥

এই সাধুসকলের উপাস্য নিশ্চিত।
ভারত জগদীশ্বর অত্র অধিষ্ঠিত॥
আমি যাঁর উপাসনা করি—তিঁহ হন?।
অন্য কেহ?—এই মনে ভাবয়ে ব্রাহ্মণ॥
কেহ শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-বিভূষিত।
মাধব হবেন কিসে মদ্দেব প্রতীত?॥
নরসিংহ-রূপধারী মম প্রভু নন।
মীন, কূর্ম্ম, বরাহ, বামন নাহি হন॥
শ্রীরাম কোদণ্ডপাণি—রাজার লক্ষণ।
নহেন আমার প্রভু—বুঝিল এখন॥
ইহাঁদের মধ্যে কোন সুজন-অর্চ্চিত।
গোপালের তুল্য বা থাকুন সুনিশ্চিত॥
তথাপি মানিয়ে আমি করিয়া বিচার—
না হন জগদীশ্বর দেব সে আমার॥
মাধমাহাত্ম্যাদিতে যেহেতু সে লক্ষণ।
নাহি করিলাম আমি এথায় শ্রবণ॥
আমার প্রভুর হয় আশ্চর্য্য আকার।
মনোহরতর রূপ—গলে মণিহার॥
নিজ-সখাগণ-গোপবালক-সহিত।
গোচারণ বনেতে করেন হর্ষান্বিত॥
ময়ূরপিচ্ছের চূড়া—বৈজয়ন্তীহার।
গৈরিক-তিলক—কদম্বের মালা আর॥
গুঞ্জা-অবতংস, নানা পুষ্পে বিভূষণ।
মধুর মধুর বংশী করেন বাদন॥
শ্রীরাধিকা-আদি গোপাঙ্গনার সহিত।
বিলাসে লম্পট সদা বশীভূত-চিত॥
সাধুগণ-ধর্ম্ম পরদারে-পরিহার।
ইতরজনের তুল্য লঙ্ঘেন তাহার॥
ধর্ম্মের লঙ্ঘনে বনমধ্যে গোচারণে।
প্রকট জগদীশতা না হয় সঘনে॥
আরাধনে তিঁহার আনন্দলাভ হয়।
কামাখ্যাদেবীর এই প্রভাব নিশ্চয়॥
অতএব না ত্যজিব কদাপি বিস্তার।
মদনগোপালমন্ত্র দশাক্ষর আর॥
এইমত বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণ।
পূর্ব্বমত জপে, মন্ত্র নির্জ্জনে আপন॥
চিত্তশুদ্ধি সাধুসঙ্গ-প্রভাবে হইল।
সাক্ষাতের মত নন্দকিশোরে দেখিল॥
তাঁর তত্ত্ব আলোচনা নাহি অনুভাব।
কিন্তু সর্ব্বানন্দক তদ্দর্শনস্বভাব॥
তাহে প্রায় কখন আনন্দমূর্চ্ছা হয়।
উঠি জপকাল গত দেখিয়া শোচয়—॥

এই কোন্ উপদ্রব আমার হইল ?।
তাহে মহাবিঘ্ন আসি নিশ্চয় জন্মিল॥
অদ্যকার জপ মোর সমাপ্ত নহিল।
কি করি উপায়—রাত্রি আগতা হইল॥
এই অচেতন কিবা নিদ্রাতে প্রভব ?।
কিবা হইল আমারে ভূত-অভিভব ?॥
হাহা মম দুঃস্বভাব জানিনু নিশ্চয়।
শোকস্থানে হৃদয়ের সুখ যাহে হয়॥
একদিন উক্তমতে করিয়া শোচন।
নিদ্রিত হইল বিপ্র না করি ভোজন॥
স্বপ্নে আদেশেন শ্রীমাধব স-সান্ত্বন—।
কিকারণ বৃথা শোক করহ ব্রাহ্মণ!॥
উপবাসে মোরে আপনারে দেহ' ক্লেশ।
শীঘ্র সিদ্ধ হৈবে তব মানস অশেষ॥
উমাপতি-বিশ্বেশ্বর-কথিত বচন।
আপনার চিত্তে তাহা করহ স্মরণ॥
যমুনার তীরপথে ত্বরায় ব্রাহ্মণ!।
যাহ তুমি অনিবচনীয় বৃন্দাবন॥
আমার প্রসাদে সেস্থান অসাধারণ।
তোমার হইবে লাভ হর্ষ বিলক্ষণ॥
পথমধ্যে কোনমতে বিলম্ব কখন।
কুত্রাপি না করি শীঘ্র করহ গমন॥
শ্রীমাধবাদেশে প্রাতে উঠিয়া ব্রাহ্মণ।
হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিল ততক্ষণ॥
পথগতিক্রমে যায়্যা শ্রীমন্মথুরায়।
স্নান করি বিশ্রামতীর্থেতে যমুনায়॥
শ্রীযুক্ত শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া ততঃপর।
নিজ জপে ধ্যায়মান যত পরিকর॥
গো-গোপ-কদম্ববৃক্ষ প্রভৃতি সুন্দর।
প্রায় দেখি হৈল অতি আনন্দিততর॥
সেই গো-ভূষিত বৃন্দাবনে ইতস্ততঃ।
কোনজনে না দেখি ভ্রময়ে অভিমত॥
শ্রীকেশিতীর্থের পূর্ব্বদিগেতে ব্রাহ্মণ।
হঠাৎকারে শুনিবারে পাইল রোদন॥
সেইদিগে গিয়া—প্রেমে নামসঙ্কীর্ত্তন।
শুনি বারম্বারে—তারে করে অন্বেষণ॥
নিবিড়ান্ধকার বনে না দেখিয়া কারে।
কোথা হৈতে আস্তে শব্দ ?—অন্বেষয়ে তারে॥
সেই সঙ্কীর্ত্তনধ্বনিস্থানে নিরূপিয়া।
যমুনার তীরে বিপ্র উপনীত গিয়া॥
কদম্বনিকুঞ্জমধ্যে করিল দর্শন—।
গোপবেশ বেণু-শৃঙ্গ-বেত্রাদিধারণ॥
কিশোর সুকুমারাঙ্গ পরমসুন্দর।
সর্ব্বাঙ্গ-সৌষ্ঠবযুক্ত অতি মনোহর॥
নিজেষ্টদেবতাভ্রমে সে গোপকুমারে।
মহাহর্ষে গোপালেতি সম্বোধিয়া তাঁরে॥
প্রণমিয়া দণ্ডতুল্য ক্ষিতিতে পড়িল।
তাহাতে তাঁহার বহির্দৃষ্টি সে জন্মিল॥
সর্ব্বজ্ঞের শিরোমণি শ্রীগোপকুমার।
জানিল—মাথুরবিপ্রকুলে জন্ম তার॥
কামাখ্যাদেবীর কামরূপনামে দেশ।
তথায় নিবাস বিপ্র করয়ে বিশেষ॥
শ্রীমদন-গোপালের উপাসনা করে।
দূর হৈতে আসিয়াছে এথা সমাদরে॥
কুঞ্জে হৈতে বাহিরিয়া করি উত্থাপন।
নমস্করি আলিঙ্গিয়া বসাল্য তখন॥
করিলেন সন্তোষ আতিথ্য-ব্যবহারে।
শ্রীগোপকুমার করি করুণা তাঁহারে॥
দেবী-আরাধনাবধি ব্রজে আগমন।
পর্য্যন্ত যে অনুভব করিল ব্রাহ্মণ॥
হাসিয়া সংক্ষেপে তাহা কহিলা তখন।
নিজ বক্ষ্যমাণ বাক্যে বিশ্বাসকারণ॥
বুঝিয়া ব্রাহ্মণ গোপকুমার তাঁহায়।
অতি হর্ষে আপনার প্রিয়জনে পায়॥
বিশ্বাসী জানিয়া তাঁরে আপন বৃত্তান্ত।
সকল কহিল বিপ্র যত আদ্যোপান্ত॥
'সত্তম গোপনন্দন সর্ব্বজ্ঞের বর।'
জানিয়া তাঁহারে বিপ্র হইয়া কাতর॥
বিনয়াবনত দৈন্যসহিত তখন।
পুনর্ব্বার বিশেষিয়া কহেন বচন—॥
স্বর্গ-মোক্ষ-আদিরূপ সাধ্য নানামত।
তাহার সাধন—কর্ম্ম-জ্ঞান-আদি যত॥
গঙ্গাতীর-বারাণসী-আদিস্থানে আর।
বহু-বাদ-শ্রবণ হইল যে আমার॥
তার মধ্যে প্রাপ্য কিবা করণীয় হয় ?।
আমিহ না পারি তাহা করিতে নির্ণয়॥
দেবীর আজ্ঞায় যে কিঞ্চিত অনুষ্ঠান।
নিত্য করি, তার তত্ত্ব নাহি মোরে জ্ঞান॥
কিবা তার ফল, কিবা কর্ম্ম প্রয়োজন—।
ধর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি ?—ইহা না জানি কখন॥
সাধ্য আর সাধন নির্ণয়াভাবে মনে।
বিফল মানিয়ে জন্ম—বাঞ্ছিয়ে মরণে॥
কেবল কামাখ্যা-শিব-মাধবকৃপায়।
জীবন ধরিয়ে আমি প্রবল আশায়॥

আমার উপাস্য শ্রীগোপালদেবপ্রায়।
দয়ালু সর্ব্বজ্ঞ তুমি সদগুণী তাহায় ॥
অত্র উক্ত দেবতায় কৃপায় তোমারে।
পাইয়া হইনু হৃষ্ট প্রসন্ন বিস্তারে ॥
সংশয়সাগরে মগ্ন পীড়িত আমার।
কৃপা করি মহাশয়! করহ উদ্ধার ॥
সাদরে বিপ্রের বাক্য শ্রীগোপকুমার।
শুনিয়া আপন মনে চিন্তেন বিচার— ॥
মদনগোপালদেবোপাসক এজন।
কৃতকৃত্য এই শুদ্ধ মাথুরব্রাহ্মণ ॥
জন্মিয়াছে পূর্ণ মনোরথ সে ইহার।
নিশ্চয় ইহাতে নাহি সন্দেহস্থ আর ॥
কেবল তাঁহার পাদপদ্মের সাক্ষাতে।
দর্শন আছয়ে অবশিষ্ট মাত্র তাতে ॥
কিন্তু আসক্ত তাঁহার নামসঙ্কীর্ত্তনে।
যোগ্য হয়, কিন্তু নহে জপের সাধনে ॥
শ্রীমদনগোপালের দুই শ্রীচরণ।
বাঞ্ছাতীত-ফলপ্রদ হয় সর্ব্বক্ষণ ॥
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল' এ প্রভৃতি।
মধুরস্বরেতে সঙ্কীর্ত্তন যে বিস্তৃতি ॥
সেই প্রায় বহুল নিশ্চয় যাহে হয়।
ইতি উপাসনার লক্ষণ সুনির্ণয় ॥
তাঁর লীলাস্থলশ্রেণী যে আছয়ে তায়।
শ্রদ্ধা সন্দর্শন আর আদর-দ্বারায় ॥
সম্পদ্যমান যেই হয় অতিশয়।
অর্থাৎ তাহাতে ভক্তি-কারণ নিলয় ॥
সে চরণ-উপাসনা হইতে সাধন।
শ্রেষ্ঠ নাহি কিছুমাত্র—নিশ্চয় কথন ॥
মদনগোপাল-পাদপদ্ম-উপাসনা।
চতুর্বর্গে তুচ্ছরূপে করে বিড়ম্বনা ॥
যাহা হৈতে সম্যক্ জন্মে প্রেমধন।
তৎপাদাব্জ-বশীকার-দ্রব্যরূপ হন ॥
তাহা ভিন্ন সাধ্য বস্তু কিছু নাহি আরে।
এই সাধ্য-সাধন তাহারে বুঝাবারে ॥
সকলসংশয়চ্ছেদী আপন বৃত্তান্ত।
প্রথমে বর্ণন করি সব আদ্যোপান্ত ॥
কৃষ্ণকথামৃত পান হইবে ইহার।
মম অনুভূত অর্থ শুনিবেক আর ॥
তাহা দ্বারা চিত্তশুদ্ধ হইবে যখন।
সাধ্য-সাধনাদি-জ্ঞান জানিবে তখন ॥
'স্বপ্রশংসা ধ্রুবো মৃত্যুঃ' শাস্ত্রের বচন।
নহে সাধুসম্মত—স্বমাহাত্ম্যকথন ॥

অন্যের আখ্যান শুনে নাহিবেক হিত।
শুনিবেক মমাখ্যান শ্রদ্ধায় নিশ্চিত ॥
তাহাতে নিরাশ হবে অশেষ সংশয়।
হইবে ইহার সর্ব্বহিতের উদয় ॥
শ্রীমতী রাধার আজ্ঞা মস্তকে ধরিয়া।
আসিয়াছি এথায় এ বিপ্রের লাগিয়া ॥
যাহে শীঘ্র হিত হয়—সেই ত উচিত।
অতএব দোষ নাহি ইহাতে বিদিত ॥
নিশ্চয় করিয়া মনে এই ত প্রকার।
মহানুভাবক সেই শ্রীগোপকুমার ॥
শ্রদ্ধায় শুনিতে করি বিপ্রে সাবধানে।
পৌরাণিক ঋষি যেন কহেন পুরাণে ॥
সেইমত নিজ অনুভূত সমাচার।
হইলেন প্রবৃত্ত সকল কহিবার ॥
এই সাধ্য-সাধনের-তত্ত্ব-নিরূপণে।
বিদ্যমান আছে বহু ইতিহাসগণে ॥
তথাপি আপন সব বৃত্তান্ত নিশ্চিত।
স্মরণ করিয়া কহি—শুন শ্রদ্ধান্বিত ॥
প্রেম-ভাবোদয়ে যদি মোহ প্রাপ্ত হই।
তথাপি তোমারে সব আদ্যোপান্ত কই— ॥
গোবর্দ্ধনবাসী বৈশ্য, বৃত্তি গোপালন।
তাহার নন্দন আমি—বালক এমন ॥
বিংশতি-যোজনাত্মক জগত-বিখ্যাত।
শ্রীমথুরামণ্ডল প্রদেশ-মধ্যে জাত ॥
যমুনার তীরে গোবর্দ্ধনে বৃন্দাবনে।
এইস্থানে আর অতিরম্য মহাবনে ॥
বালকগণের সহ নিজ গাবীগণ।
করিতাম বিপ্রবর! পূর্ব্বেতে চারণ ॥
বনমধ্যে করিতাম প্রত্যহ দর্শন।
দিব্যমূর্ত্তিধর এক বিরক্ত ব্রাহ্মণ ॥
ইতস্তত কখনো করেন পর্য্যটন।
'কৃষ্ণকৃষ্ণ' মুহুর্মুহু করেন কীর্ত্তন ॥
কখনো জপেতে রত, কখনো বা ধ্যানে।
কখনো করেন নৃত্য—কোনকালে গানে ॥
কদাপি হাসেন আর তথা বিক্রোশন।
কখনো ভূমির 'পরে হয় ত পতন ॥
উন্মত্তের তুল্য লুঠে পড়িয়া ভূমিতে।
উচ্চৈঃস্বরে কখনো বা লাগেন কান্দিতে ॥
প্রেম লালা অশ্রুধারা হইয়া নির্গম।
গোপবেশের রঙ্গ সব করেন কর্দ্দম ॥
পড়িয়া থাকেন কখনো বা অচেতন।
কদাপি মৃতের ন্যায় নিশ্চেষ্টবচন ॥

আমরা বালকসব কৌতুক করিয়া।
সেই সাধুবরে সদা দেখিতাম গিয়া॥
আমরা-সকলে গোপকুমারে পাইয়া।
নমস্কার করিতেন অতি আদরিয়া॥
গাঢ় আলিঙ্গিয়া প্রেমে সর্ব্বাঙ্গে চুম্বন।
পরিত্যাগ করিতে না পারে কদাচন॥
বহুদিনান্তরে প্রিয়বন্ধুরে পাইয়া।
যেন নাহি ত্যজে, তেন মোদিগে ধরিয়া॥
দধিদুগ্ধদান, জলপাত্র-আহরণ॥
সমীপবর্ত্তিত্ব-আদি অনেক সেবন।
করিয়া আমিহ তাঁরে প্রসন্ন করিল॥
কৃপা করিবার তরে উন্মুখী হইল।
একদিন পাইয়া মোরে যমুনার তীরে॥
আলিঙ্গিয়া কহিতে লাগিলা ধীরেধীরে—॥
সকল-অভীষ্টসিদ্ধ বৎস হে! তৎক্ষণ।
যদ্যপি করহ ইচ্ছা—শুনহ বচন॥
আমা হৈতে জগদীশ-প্রসন্ন-কারণ।
কেশিতীর্থে স্নান করি করহ গ্রহণ॥
এমত কহিয়া মহামন্ত্র দশাক্ষরী।
তুমি যাহা উপাসনা কর শ্রদ্ধা করি॥
পূর্ণকামানপেক্ষ দয়ালুশিরোমণি।
সেই দ্বিজোত্তম নিজচিত্তে কৃপা গণি॥
স্নানোত্তরে করিলেন আদেশ আমারে।
পূজাবিধি ন্যাসধ্যানাদিক শিক্ষিবারে॥
জপে ধ্যেয় মদনগোপাল-রূপসার।
উচ্চারণ জিহ্বাগ্রে করিয়া একবার॥
বিরহিণী নারী প্রেমবিরহার্ত্তা হ'য়ে।
স্মরণে বিহ্বলা যেমত যেমত কান্দয়ে॥
সেইমত প্রেমাকুলচিত্তেতে রোদন।
করি হইলেন দ্বিজোত্তম অচেতন॥
কতক্ষণ পরে পুনঃ পাইলা চেতন।
ভয়ে কিছু জিজ্ঞাসিতে নারিলুঁ বচন॥
প্রেমভরাবিভাবেতে বিমনস্ক-মন।
আপনিও কিছু নাহি কহিলা কারণ॥
কোথায় গেলেন,—অন্বেষিয়া পুনর্ব্বার।
নাহি পাইলাম আমি দর্শন তাঁহার॥
কি ইহা পাইলু—ফল বা কিবা ইহার।
যদি মন্ত্র হয়—সাধনীয় কিপ্রকার॥
কিরূপে বা সংসিদ্ধ হইবে উদিতে?।
ইহা কিছু না পারিলু আমিহ জানিতে॥
সেই মহানুভাবের বাক্যের গৌরবে।
কৌতুকেতে নিরন্তর অলক্ষিত সবে॥

কেবল মুখেতে সেই মন্ত্র জপ করি।
অতি বিরলেতে লোকলজ্জা পরিহরি॥
তত্ত্বজ্ঞানাভাবেতেও মহাপুরুষের।
প্রভাবেতে, আর দ্বারা সে মন্ত্রজপের॥
চিত্তশুদ্ধি হৈল—কামক্রোধাদিনিবৃত্তি।
হইল মন্ত্রের জপে শ্রদ্ধার প্রবৃত্তি॥
'জগদীশপ্রসাদ গ্রহণ কর' যেই।
শ্রীগুরুর বাক্য, অনুসন্ধানিয়া সেই॥
সেই মন্ত্র জগদীশ্বরের সুসাধক।
মানি তোষ পাইয়া হেন জপ-প্রকারক॥
কীদৃশ শ্রীজগদীশ,—কিবা রূপ তাঁর?।
কবে বা হইবে দৃষ্টিগোচর আমার?॥
ইহাতে লালসাযুক্ত অত্যন্ত হইয়া।
জাহ্নবীর তীরে গেলুঁ গৃহাদি ত্যজিয়া॥
দূরে হৈতে শঙ্খধ্বনি করিয়া শ্রবণ।
ধ্বনিস্থানে পুলিনেতে করিলুঁ গমন॥
শালগ্রামশিলার্চ্চক ব্রাহ্মণে দেখিয়া।
করিলাম প্রণাম নিকটে তাঁর গিয়া॥
ঞিহ কে,—কাহার পূজা করিতেছ স্বামি!।
ব্রাহ্মণে জিজ্ঞাসা যবে করিলাম আমি॥
হাসিয়া কহিল তবে—না জান বালক!।
ঞিহ জগদীশ্বর—জগৎপ্রপালক॥
তাহা শুনি হইলাম সুসংভ্রান্ত-বিধি।
দরিদ্র মানব যেন পাইলেক নিধি॥
মৃতবন্ধুজনে যেন বান্ধব পাইল।
সেমত পরম হর্ষ আমার হইল॥
শালগ্রাম-রূপি-জগদীশে বারবার।
দেখি প্রীতে করি দণ্ডবত-নমস্কার॥
বিপ্রের কৃপায় কিছু নির্মালসহিত।
পাদোদক পাইলাম—পরম-হর্ষিত॥
সেই বিপ্র গৃহে যাত্যে উদ্যত হইয়া।
শালগ্রামে করণ্ডে রাখিল শোয়াইয়া॥
জগদীশে এইমত দেখিয়া পীড়িত।
করিলুঁ প্রলাপ বহু রোদন-সহিত—॥
হায়হায় করণ্ডমধ্যে অযোগ্যস্থানে।
নিক্ষেপ করিল পরমেশ্বরে কি-জ্ঞানে?॥
দ্রব্যাদি সকল আছে—কিছু না খাইলা!
ক্ষুধায় কি-মতে নিদ্রাযুক্ত সে হইলা?॥
এই শালগ্রাম হৈতে কোন বিলক্ষণ।
কোথায় জগদীশ্বর আছেন কেমন?॥
প্রকৃত না জানি আমি ইহা সর্ব্বথায়।
মাথুর-ব্রাহ্মণোত্তম! কহিয়ে তোমায়॥

অকৃত্রিমসন্তাপি-বিলাপেতে পীড়িত।
আমারে দেখিয়া বিপ্র হইলা লজ্জিত ॥
প্রেমবিশেষদর্শনে বিনয়ে অন্বিত।
সান্ত্বনা করিয়া বিপ্র কহিল কিঞ্চিত— ॥
হে নববৈষ্ণব! শালগ্রামের পূজন।
মত্ত্যেতে ক্রিয়মান না কৈলা দর্শন? ॥
কিবা পূজা করিবারে পারিবে নির্ধন।
জগদীশে করি মাত্র স্বভোগ্য-অর্পণ ॥
যদি জগদীশ্বরের পূজার উৎসব।
দেখিবারে চাহ,—আর তাঁহার বৈভব ॥
এই গঙ্গাতীরবর্ত্তিদেশের নৃপতি।
বিষ্ণুপূজা-অনুরাগী মহা সাধুমতি ॥
নিকটে তাঁহার পুরী—করহ গমন।
সাক্ষাৎ সকল তথা করিবে দর্শন ॥
প্রকট-সর্ব্বাঙ্গশোভা-চারু-বিশেষক।
সুদর্শ জগদীশ্বর হৃদয়পূরক ॥
ভোগদ্রব্য-পর্য্যঙ্ক-মন্দিরাদি দেখিবে।
গীত-স্তুতি নানামত তথায় শুনিবে ॥
মহানন্দ সহথা করিবে অনুভব।
হইবে মানস তব সন্তোষিত সব ॥
যদ্যপিহ শালগ্রামরূপী ভগবান্।
তথাপি সর্ব্বাঙ্গ-শোভা অভাবেতে জান ॥
আর মম দারিদ্রে অভাব পূজোৎসব।
প্রেমভক্তে নাহি হয় সুখ অনুভব ॥
তথায় সকল তুমি করিবে দর্শন।
হইবে তোমার বহু আনন্দিত মন ॥
ইদানী আমার গৃহে করি আগমন।
বিষ্ণুনিবেদিত কিছু করহ ভোজন ॥
তাঁর বাক্যে আনন্দিত হইলাম অতি।
উপবাসী—না গেলাম তাঁর গৃহ প্রতি ॥
বাক্যলঙ্ঘনাপরাধ-ক্ষমার নিমিত্তে।
পুনঃপুন প্রণমিয়া সন্তোষিত চিত্তে ॥
তাঁর উদ্দেশিত পথে যাইয়া ত্বরিত ॥
উক্ত রাজপুরে হইলাম উপস্থিত ॥
অন্তঃপুরে দেবতামন্দিরে সুবিপুল।
জগদীশার্চ্চনধ্বনি অপূর্ব্ব তুমুল ॥
দূরে হৈতে শুনি জিজ্ঞাসিলাম মানবে—
কোথা জগদীশ,—কিবা শব্দ এইসবে? ॥
ধ্বনির কারণ তার স্থান জানি, পরে।
শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর দেখিবার তরে ॥
কোন দ্বারিগণ হৈতে অবারিতগতি।
দেবের মন্দিরে প্রবেশিনু বেগে অতি ॥

শঙ্খচক্রগদাপদ্ম শোভে পদ্মকরে।
দেখিনু সমক্ষে চতুর্ভুজ-রূপধরে ॥
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরতর অতি মনোহর।
নবমেঘসম-কান্তি, সুবিম্ব-অধর ॥
পট্ট-পীতাম্বর, বনমালা-বিরাজিত।
সুবর্ণরচিত-মণিভূষণে ভূষিত ॥
অপূর্ব্ব কিশোর মূর্ত্তি,পূর্ণেন্দু-বদন।
ঈষৎ হাস্যসুধা তাহে, পঙ্কজ-নয়ন ॥
নানাবিধ সেবাকার্য্যে অনুরক্তমন।
বহু পরিচারক করয়ে সুসেবন ॥
স্তব নৃত্য গীত অগ্রে যে হয় তাঁহার।
অনিমেষদৃষ্টে দেব করেন স্বীকার ॥
আছেন বসিয়া স্বর্ণসিংহাসনবরে।
পরিচ্ছদসমূহ আছয়ে সুষ্ঠুতরে ॥
পরম আনন্দে পূর্ণ আমি হইলাম।
দণ্ডবৎ প্রণাম মুহুর্মুহু করিলাম ॥
চিন্তিলাম—যেবা ছিল দেখিতে ইচ্ছিত।
করিলাম অদ্য আমি দর্শন নিশ্চিত ॥
জন্মের সাফল্য ফল পাইনু এখন।
এথা হৈতে কোনস্থানে না যাব কখন ॥
পাইয়া বৈষ্ণবগণ-কৃপা-সমুদয়ে।
করিনু নিবাস সুখে সেই দেবালয়ে ॥
বিষ্ণুর নৈবেদ্য নিত্য করিয়ে ভোজন।
পূজা-মহোৎসব সুখে করিয়ে দর্শন ॥
পূজাদিমাহাত্ম্য নিত্য তথা শুনিতাম।
গোপনীয়স্থানে যত্নে মন্ত্র জপিতাম ॥
গোপক্রীড়াসুখ—ব্রজভূমির শ্রী আর।
কখনো না যায় মনে হইতে আমার ॥
এইমত কতদিন আনন্দ-হৃদয়ে।
থাকিলাম তথাকারে সন্তোষিত হ'য়ে ॥
পূর্ব্বের কথিত পূজাবিধানে আমার।
পরমা লালসা মনে জন্মিল বিস্তার ॥
কতদিনান্তরে সেই অপুত্র নৃপতি।
বৈদেশিক আমি—তবু প্রিয় করি অতি ॥
সুশীল দেখিয়া মোরে পুত্রত্বে কল্পিয়া।
অচিরকালেতে গেল শরীর ত্যজিয়া ॥
আমি সেই রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া তথায়।
পূর্ব্বহৈতে বহুক্ষণ প্রবর্ত্তি পূজায় ॥
বিষ্ণুর প্রসাদ-অন্নে আমি প্রতিদিন।
করাইতু ভোজন বৈষ্ণব সুপ্রবীণ ॥
রাজ্যপ্রাপ্তিপূর্ব্বে যেন ছিনু অকিঞ্চন।
রাজ্য পাইয়াও থাকিলাম সে তেমন ॥

জপি নিজ মন্ত্র,—দেহ নির্ব্বাহ-কারণ।
করিতাম প্রসাদান্ন কেবল ভোজন ॥
মৃত-নৃপতির সেই ছিল পরিবার।
তাহাদিগে বাঁটিয়া দিলাম রাজ্যভার ॥
তথাপি রাজ্যসম্বন্ধে বহুধা পকার।
নিরন্তর দুঃখবোধ হইল আমার ॥
কদাচিত অন্য রাজা হৈতে ভয় হয়।
কখনো বা চক্রবর্ত্তী নৃপতি যে হয় ॥
বিবিধ-আদেশগণ-পালনে তাহার।
নিরন্তর নহে বশীভূত আপনার ॥
'জগদীশ্বরের সেবা-সিদ্ধের কারণ।
সহিবারে হয়'—যদি বলহ বচন ॥
তাহার উত্তর কহি—করহ শ্রবণ।
জগদীশ্বরের প্রসাদান্ন যেই হন ॥
অন্য স্থানে যদ্যপিহ কেহ লয়্যা যায়।
কোনক্রমে অন্য জন স্পর্শ কৈল তায় ॥
জগন্নাথদেব-মহাপ্রসাদ ব্যতীত।
অন্যস্পৃষ্ট খাদ্যে নাই—এ করি নিশ্চিত ॥
কোন সজ্জন তাহা না করেন ভোজন।
এই মর্ম্মশৈল্য কৈল হৃদে প্রবেশন ॥
তাহাতে সে-রাজ্যে মহা-বৈরাগ্য জন্মিল।
কিন্তু শীঘ্র সেই রাজ্য তাজিতে নারিল ॥
তাহে হেতু—জগদীশসেবা সুখময়।
রাজ্যত্যাগে তাঁহারো সেবার ত্যাগ হয় ॥
এমতসময়েতে তৈর্থিক সাধুবর।
মম পুরে আগমন করিলা বিস্তর ॥
কহিলেন—লবণসাগরতীরে ধাম।
নীলাচলক্ষেত্র—পুরুষোত্তম যে নাম ॥
তাহে বিরাজিত দারুব্রহ্ম জগন্নাথ।
শ্রীসুভদ্রা-শ্রীরাম-শ্রীলক্ষ্মীদেবী-সাথ ॥
ভগবান পরমবৈভবযুক্ত হন।
উৎকলের রাজ্য স্বয়ং করেন পালন ॥
সেবকগণের প্রতি অতি স্নিগ্ধমন।
আপন মাহাত্ম্য সদা করে প্রকাশন ॥
লক্ষ্মীদেবী অন্নাদিক করেন রন্ধন।
স্বয়ং মহাপ্রভু তাহা করেন ভোজন ॥
দেবতাগণের তাহা সুদুর্লভ হয়।
আপন সেবকগণে দেন দয়াময় ॥
নাম 'মহাপ্রসাদ'—সুপবিত্র হন।
স্পর্শাস্পর্শদোষ তাহে নাহি কদাচন ॥
যেবা-কোনস্থানে নীত—না করি বিচার।
ভোজন করিলে সর্ব্বপাপেতে নিস্তার ॥

আশ্চর্য্য পুরুষোত্তমক্ষেত্রের মহিমা।
অনন্ত অনন্তমুখে দিতে নারে সীমা ॥
গর্দ্দভাদি চতুর্ভুজ যেখানে সদায়।
প্রবেশমাত্রেতে অনায়াসে মুক্তি পায় ॥
প্রফুল্লপুণ্ডরীকাক্ষ দেখিলে তথায়।
আশ্চর্য্য অশ্রুত নিজজন্মফল পায় ॥
এতেক শুনিয়া হৈল ইচ্ছা দেখিবার।
তাহে অভিভূত জ্ঞান জন্মিল আমার ॥
সেইক্ষণে রাজ্য-ধন-জনাদি বৈভব।
বাহ্য-অন্তরেতে করি পরিত্যাগ সব ॥
'জগন্নাথ জগন্নাথ' করি সঙ্কীর্ত্তন।
ওড্রদেশদিগে শীঘ্র করিলুঁ গমন ॥
সেই ক্ষেত্র অচিরকালেতে পাইলাম।
ক্ষেত্রবাসিজনসবে করিলুঁ প্রণাম ॥
পরমবৈষ্ণব সেই সবার কৃপায়।
প্রবেশ করিলুঁ পুরমধ্যেতে তথায় ॥

তথাহি (বৃহদ্ভাগবতামৃত ২।১।১৫২)—

দূরাদদর্শি পুরুষোত্তমবক্ত্রচন্দ্রো,
ভ্রাজদ্বিশালনয়নো মণিপুণ্ড্রভালঃ।
স্নিগ্ধাভ্রকান্তিররুণাধরদীপ্তিরম্যো-
ঽশেষপ্রসাদবিকসংস্মিতচন্দ্রিকাঢ্যঃ ॥ ৫ ॥

দূরে হৈতে দেখিলাম অতি শোভাতর।
শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম-বদনেন্দুবর ॥
সুপ্রকাশমান অতি বিশাল নয়ন।
তিলক-সমান মণি ভালে বিভূষণ ॥
কান্তি অতি স্নিগ্ধ—সহ-জল জলধর।
অরুণ-অধর-দীপ্তি কিবা মনোহর ॥
অশেষ জনের প্রতি প্রসন্নতাচিত্ত।
তাহে বিকসিত মন্দহাস্য-জ্যোৎস্নান্বিত ॥
দর্শন করিয়া প্রেমে হইলাম হত।
কম্পেতে নিরুদ্ধ দেহ হইল বিতত ॥
রোমাঞ্চসমূহে যুক্ত হইলুঁ তখন।
অশ্রুতে মুদ্রিত তবে মম দুনয়ন ॥
গমনে মানস—কিন্তু নাহি শক্তি তায়।
গরুড়ের স্তম্ভ পাইলাম কষ্টতায় ॥
ততঃপর নিকটেতে করিয়া গমন।
করিলাম বিশেষপ্রকারেতে দর্শন ॥
দিব্য বস্ত্রালঙ্কার সুমালা বিরাজন।
মনোলোচনের করে হর্ষবিবর্দ্ধন ॥
লীলাক্রমে সিংহাসনোপরেতে সুস্থিত।
ভোজন করিয়া মহাভোগ মনোনীত ॥

প্রণাম নর্ত্তন স্তুতি বাদ্য গীত আর।
যেইসব লোক করে ভক্তিপুরস্কার॥
বিলোকেন তাহাদের প্রতি প্রেমসাথ।
মহামহিমার পদ—প্রভু জগন্নাথ॥
করিয়া দর্শন হইলাম মোহযুত।
পড়িলাম ভূমিতলে হৈয়া অভিভূত॥
কতক্ষণপরে তবে পাইয়া চেতন।
চাহি পুনর্ব্বার তাঁরে করিয়া দর্শন॥
হইলুঁ উন্মত্ততুল্য,—ধরিবারে তাঁরে।
বেগে ধাইলাম অগ্রে দুবাহু প্রসারে॥
'চিরকাল হৈতে দৃষ্ট—ইষ্ট প্রভুবর।
এই জগদীশ অদ্য পাইলুঁ সত্বর॥
পাইলুঁ জীবন অদ্য পাইলুঁ জীবন।'
এই কথা অগ্রে কহি যাইতে তখন॥
দ্বারী বেত্রাঘাতে তবে কৈল নিবারিত।
বিচার জন্মিয়া হইলাম সলজ্জিত॥
'এই নিবারণ হৈল প্রভুর কৃপায়।'
ইহা অনুমানি আইলাম বাহিরায়॥
কোন জন দয়ালু হইয়া কৃপাবান।
আমারে করিল মহাপ্রসাদান্ন দান॥
সেই মহাপ্রসাদান্ন করিয়া ভোজন।
ভগবন্মন্দিরে পুন: করিলুঁ গমন॥
প্রবেশ করিয়া যাহা হইল দর্শন।
হৈল প্রমোদের পদ আশ্চর্য্যজনন॥
হৃদয়ে করিতে তাহা শক্তি নাহি হই।
অনন্ত-হেতুক কিপ্রকারে মুখে কই?॥
এইমতে সমস্তদিবস দেবালয়ে।
থাকিলাম আনন্দানুভব-পূর্ণাশয়ে॥
রাত্রি প্রহরেক গতে অতি মহোৎসব।
বিচিত্র বেশাদি বৃহচ্ছৃঙ্গার সম্ভব॥
হইলে সংপূর্ণ পুষ্পাঞ্জলিমহোৎসব।
আইলাম বাহিরেতে সানন্দবিভব॥
নূতননূতন আনন্দেতে সাধু-সঙ্গে।
দিবারাত্রিজ্ঞান নাহি প্রমোদপ্রসঙ্গে॥
বৃন্দাবন-অদর্শনে শোক ছিল যত।
সে সকল আমাহৈতে হইল বিগত॥
'সেবকগণের প্রতি উত্তম করুণা।'
জগন্নাথদেবের সর্ব্বত্র যায় শুনা॥
'সেবকের ইচ্ছা প্রভু করেন পালন।'
করিলুঁ এ কৃপা অনুভব বিলক্ষণ॥
সর্ব্বদা শ্রীজগন্নাথদর্শন ব্যতীত।
অন্য কিছু আমারে না রোচে কদাচিত॥

দেবালয়মধ্যে বহু পৌরাণিকগণ।
করেন প্রভুর বহু মাহাত্ম্য বর্ণন॥
তাহাও শুনিতে ইচ্ছা নাহি হয় মন।
প্রভুর দর্শনে সদা পাই সুখতম॥
যদি কিছু দৈহিক চৈত্তিক দুঃখ হয়।
দেখিলে পুণ্ডরীকাক্ষ—সদা পায় ক্ষয়॥
'পাইলাম মন্ত্রজপফল' ইহা মানি।
থাকিলাম বহুদিন অতি সুখ জানি॥
কতদিনপরে মহাপ্রভুর সেবায়॥
জন্মিল আমার রুচি একদিন তায়॥
বহুযত্ন করি সেই সেবা না ঘটিল।
তাহাতে মানসে তাপ আমার জন্মিল॥
ক্ষেত্র-পুরুষোত্তমের রাজা চক্রবর্ত্তী।
প্রভুর সেবক মুখ্য—সেবা-অনুবর্ত্তী।
রথযাত্রা-আদি মহোৎসবের সময়ে।
শ্রীমুখ দেখিতে যান নৃপ মহাশয়ে॥
উত্থানাদি ভঙ্গ হয় হস্ত্যশ্বাদিপাতে।
সজ্জন-সবার হয় দর্শন-বিঘাতে॥
রাজগণে জনে পথ হয় নিবারিতে।
হান মোরা নাহি পাই স্বচ্ছন্দ দেখিতে॥
এইমতে বহু দুঃখ জন্মিল হৃদয়ে।
নিজ গুরুদেবে দেখিলাম এসময়ে॥
জগন্নাথদেবাগ্রে বিহ্বল প্রেমে অতি।
মহানুভাবক—ভাবে বিভাবিত-মতি॥
জগন্নাথ-শ্রীমুখ হরিল মম চিত।
সংভাষণা করিতে হইল বিলম্বিত॥
করিলেন অলক্ষিত-গমন কোথায়।
ইতস্তত: অন্বেষিয়া না পাইলুঁ তাঁয়॥
অন্যদিন সমুদ্রের তীরে মহাশয়।
আনন্দে কীর্ত্তন-নৃত্য করেন সংশয়॥
একক পাইয়া তাঁরে দণ্ডের সমান।
করিলাম প্রণাম পড়িয়া ভূমিস্থান॥
দেখি আশীর্ব্বাদপূর্ব্ব দিয়া আলিঙ্গন।
অনুগ্রহে করিলেন সর্ব্বজ্ঞ বচন—॥
মনোবচনাদি-দ্বারা যে সঙ্কল্প করি।
জপিবে আপন মন্ত্র—সযত্ন আচরি॥
মন্ত্রের প্রভাবে সেই সব সঙ্কল্পিত।
প্রাপ্তি হইবেক—আরো ফল বাঞ্ছাতীত॥
জগন্নাথদেবের সেবানুরূপ হয়।
এই মন্ত্রজপ তুমি জানিহ নিশ্চয়॥
এমত জানিবে, আর বিশ্বাস করিবে।
নিজমন্ত্রজপ কদাচিত না ত্যজিবে॥

বহুরূপ বহুনিষ্ঠা বহুভোগচয়।
বহুকালে ক্রমে সেইসব সিদ্ধ হয়॥
এই জন্মে সিদ্ধ হবে কেমতপ্রকারে ?।
এই আশঙ্কায় আশীর্ব্বাদ করে সারে—॥
মন্ত্রজপপ্রভাবেতে চিরজীবী হও।
এই গোপশিশুরূপে চিরকাল রও॥
এই মন্ত্রজপের যে ফলনিরূপণ।
শ্রীমদনগোপালের সাক্ষাৎ দর্শন॥
ক্রীড়াকৌতুকাদিরূপ যেই ফল সার।
তার প্রাপ্তিযোগ্য মন হউক তোমার॥
পূর্ব্বের অনুক্ত মন্ত্রসাধন যে হয়।
যথা-অবসর-স্থান কর সমুদয়॥
আমারে কখনো এইস্থানেতে দেখিবে।
কদাপি বা বৃন্দাবনে দর্শন পাইবে॥
এইমত অনুজ্ঞা করিয়া ততক্ষণ।
করিলেন কোন্ স্থানে সহসা গমন॥
তাঁহার বিয়োগে হৈয়া দীনতর-মন।
জগন্নাথ দেখিবারে করিলুঁ গমন॥
দেখিয়া পাইলুঁ শান্তি—দুঃখ গেল দূর।
কেবল মন্ত্রের জপে যত্ন সে প্রচুর॥
এই ব্রজভূমির দর্শনোৎকণ্ঠাচয়।
যখন আমার মনে হয় অতিশয়॥
তখন শ্রীজগন্নাথদেবের মহিমা।
আমার উপর স্ফূর্ত্তি হয় ত গরিমা॥
সেই ত পুরুষোত্তমক্ষেত্র উপবন।
স্ফুর্ত্তি হয় আমারে—যেমত বৃন্দাবন॥
যমুনারূপেতে বোধ হয় ত সাগরে।
গোবর্দ্ধনরূপ স্ফুরে নীলগিরিবরে॥
এইমতে সুখে তথা করি নিবসন।
প্রাতঃকালে করি মহাপ্রভুর দর্শন॥
পশ্চাৎ আপন বাসে করি আগমন।
জগন্নাথসেবাপ্রাপ্তি করি সঙ্কল্পন॥
তার সিদ্ধিহেতু গুরুচরণাজ্ঞামতে।
নিজমন্ত্রজপ নিত্য করি অবিরতে॥
কতদিনপরে চক্রবর্ত্তী নৃপবর।
কালপ্রাপ্তে দেহত্যাগ করিল সত্বর॥
তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র অতি বিরক্ত সন্তুক্ত।
প্রভুর দর্শন বিনা অন্যে নহে সক্ত॥
না করিল কোনমতে রাজ্য অঙ্গীকার।
জ্যেষ্ঠসত্ত্বে কনিষ্ঠের নাহি অধিকার॥
এইহেতু নিয়মপূর্ব্বক মন্ত্রিগণ।
জগন্নাথদেবস্থানে কৈল নিবেদন॥
আজ্ঞা হৈল—গোবর্দ্ধনবাসী সাধুতর।
এক গোপকুমার—আমার ভক্তবর॥
মহারাজচিহ্ন দক্ষহস্তে চক্র হয়।
দুইপদে পদ্মকোষ তাহার আছয়॥
তারে কর অভিষেক ত্বরাযুক্ত হৈয়া।
এত শুনি পরীক্ষিয়া গেল মোরে লৈয়া॥
অভিষেক করিল আমারে নৃপাসনে।
সার্ব্বভৌমরাজ্য করিলেক সমর্পণে॥
আমারে হইল যেই রাজ্য সমর্পিত।
মহাপূজামহোৎসব হইল বর্দ্ধিত॥
বিশেষত মহাযাত্রা দ্বাদশ প্রভুর॥
বাড়াইলুঁ অতিশয় করি যত্নপুর॥
সর্ব্বযাত্রা হইতে গুণ্ডিচাযাত্রা শ্রেষ্ঠ।
পৃথিবীর যত সাধু জানিয়া সদেষ্ট॥
আসি প্রেমে উন্মত্ত হইয়া যত নর।
নৃত্য-গীত-আনন্দ করয়ে নিরন্তর॥
রাজ্য আর রাজ্যোপভোগীয় দ্রব্যচয়।
প্রভুর পদাব্জে সমর্পিয়া সমুদয়॥
যখন যে সেবা হয় ইচ্ছা আপনার।
তখন করিয়ে সেবা সেই ত প্রকার॥
নিজপ্রিয়তম-নিত্যসেবকসহিত।
ক্রীড়াকৌতুকাদি প্রভু করেন বিদিত॥
লীলাক্রমে মৌনভাবে হয়েন কখন।
নানামত বিনোদ কৌতুক আচরণ॥
সেইসেই লীলা অনুসারি ভক্তগণ।
প্রভুর আশ্চর্য্যভাবে সুকৌতুক-মন॥
নীলাচলক্ষেত্রবাসী ভক্তগণ যত।
প্রভুসহ কৌতুকাদি করয়ে যেমত॥
সেই-সেই ভাবে হয় আমারো আশয়।
তাহাতে হৃদয়ে দুঃখ আমার জন্ময়॥
আগন্তুক আমি—নহি সেবক বিরল।
নীলাচলনাথে নাহি নিষ্ঠা ত নিশ্চল॥
অতএব সে প্রসাদভাগী কিসে হব ?।
তথাপি উৎকলবাসী ভক্ত যেইসব।
তাঁদের নর্ম্মগোষ্ঠ্যাদি সৌভাগ্য-ভাবনে।
জন্মিয়া আশয় হয়,—তাহে দুঃখ মনে॥
কিন্তু 'শ্রীমথুরানাথ গোবর্দ্ধনধর।
বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীরাধিকামনোহর।
বংশীধারী' ইত্যাদিক নাম সংকীর্ত্তিত।
স্তোত্র পৌরাণিক আর কবি-বিরচিত॥
স্বরতালাদিকযোগে গাঁথা সব গান।
মথুরাস্মারক প্রভু-অগ্রে গীয়মান॥

শুনি মথুরাগমনে উৎকণ্ঠা বাঢ়িয়া।
হইত অত্যন্ত উপতাপযুক্ত হিয়া॥
সাধুসঙ্গবলে গিয়া রাজীবলোচন।
দেখি সর্ব্বশোক দূর হইত তখন॥
ইচ্ছা না হইত মন কুত্রাপি গমনে।
তথাপি সাম্রাজ্যসম্পর্কেতে মম মনে॥
জগন্নাথদেবের দর্শনানন্দ যত।
সম্যক্ উদয় নাহি হয় পূর্ব্বমত॥
যাত্রামহোৎসবে নিজেচ্ছায় নানামত।
পথসম্মার্জনাদি বিবিধ সেবা যত॥
রাজগণে আবৃত হইয়া সব করি।
তথাপি মানসে সুখ না হয় বিস্তরি॥
রাজার সন্তান আর পাত্রমিত্রগণে।
রাজ্যকার্য্যভার করিলাম সমর্পণে॥
পূর্ব্বেতে ছিলাম উদাসীন যেইমত।
তেমত থাকিনু রাজ্যে হইয়া বিরত॥
ততঃপরে রহঃস্থানে সুখে জপ করি।
প্রভুপদাব্জসমীপে সেবা ত আচরি॥
তথাপি রাজসম্বন্ধে যত সব নর।
করয়ে আমার প্রতি সম্মান-আদর॥
সেহেতু না পায়্যা সুখ পূর্ব্বতুল্য মনে।
তথায় থাকিতে হৈনু বিরক্ত তখনে॥
তবে চিত্তে হৈল যাইবারে বৃন্দাবনে।
কিন্তু প্রভু-আজ্ঞা বিনা যাইব কেমনে॥
করিয়া চিন্তন মনে এমতপ্রকারে।
গেলাম প্রভুর অগ্রে আজ্ঞা মাগিবারে॥
শ্রীমুখ দেখিয়া পূর্ব্ব যত দুঃখ ছিল।
ব্রজে গমনেচ্ছা আদি সব বিস্মরিল॥
এইমতে সম্বৎসর হইল যাপন।
আইল তথায় মাথুরিক কতজন॥
তাহাদের বাচনিক করিনু শ্রবণ।
মথুরা শ্রীবৃন্দাবন আর গোবর্দ্ধন॥
গো গোপ-গোপিকা মৃগ-পক্ষী-বৃক্ষাদির।
বিশেষ বৃত্তান্তে মন হইল অস্থির॥

শোক আর দুঃখে অতি হইয়া কাতর।
রাত্রিতে শয়ন করি আছি শয্যা'পর॥
জগন্নাথদেব পরদুঃখেতে কাতর।
আমারে করিলা আজ্ঞা অনুগ্রহপর—॥
হে গোপনন্দন! শুন বাক্য সমীহিত।
ব্রজভূমিবাস তব হয় ত উচিত॥
এই ক্ষেত্র আমার যেমত প্রিয় হয়।
জন্মভূমিহেতু শ্রীমথুরা প্রিয়চয়॥
নিবাস করিয়ে আমি যেমত এথায়।
সেইমত বৃন্দাবনে থাকি সর্ব্বদায়॥
বিশেষ বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর বয়সে।
নানা অনির্ব্বচনীয় লীলা সুনির্দ্দেশ॥
নিরন্তর নানাবিধা লীলা নিয়মিতা।
তাহাতে শ্রীবৃন্দাবনভূমি বিভূষিতা॥
কি কারণে তুমি মতি হইয়া অস্থির।
অনুতাপ করিতেছ—যেমত অধীর?॥
সেই বৃন্দাবনে তুমি করহ গমন।
নিশ্চয় আমার রূপ মদনমোহন॥
যথাকালে অবশ্য পাইবে দেখিবারে।
আর শোক কখনো না হইবে তোমারে॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা এমত প্রকারে।
প্রাতঃকালে উঠি বসি আছি নিজাগারে॥
জগন্নাথদেবের পূজক বিপ্রগণ।
আজ্ঞামালা আনি মোরে কৈল সমর্পণ॥
সেই মালা কণ্ঠে বান্ধি—দেখি চক্রবর।
প্রণমিয়া প্রস্থান করিনু ততঃপর॥
উৎকণ্ঠিত-মতি অতি করিয়া প্রয়াসে।
এই বৃন্দাবনে আইলাম সহুতাশে॥
শ্রীগুরুপদারবিন্দ বন্দি সাবহিতে।
যাঁহার প্রসাদে পাই প্রেমরস চিতে॥
শ্রীজয়গোবিন্দদাস মাগে এই বরে—।
ভক্তিদান দেহ তব শ্রীচরণ'পরে॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গোলোকমাহাত্ম্যখণ্ডে
বৈরাগ্যং নাম প্রথমোধ্যায়ঃ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনৌ জয়তাম্ ।
দ্বিতীয় আদি মাহাত্ম্যং স্বর্গাদীনাং যথোত্তরম্ ।
সমাবেশ্চ বহির্দৃষ্টৈস্তথা ভক্তৈশ্চ মুক্তিতঃ ॥ • ॥

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণধাম ।
জয় নিত্যানন্দ রৌহিণেয় বলরাম ॥
জয়জয়াদ্বৈতচন্দ্র প্রণমিয়ে পায় ।
শ্রীচৈতন্যগুণ পাই যাহার কৃপায় ॥
জয় রূপ সনাতন—বন্দিয়ে চরণ ।
শ্রীমদ্গৌরাঙ্গের কায়ব্যূহ দুইজন ॥
জয় গৌরপ্রিয়বর্গ সাধুভক্তগণ ।
যাঁহাদের কৃপায় পাই গৌরাঙ্গচরণ ॥
তবে গোপকুমার কহয়ে বিবরণ— ।
হে মাথুরশ্রেষ্ঠ বিপ্র ! শুনহ কথন ॥
যমুনায় বিশ্রামঘাটেতে করি স্নান ।
বৃন্দাবনমধ্যে তবে করিনু প্রয়াণ ॥
বৃন্দাবন, যমুনাপুলিন, তালবন ।
ভাণ্ডীরগহন, মধুবন, মহাবন ॥
রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, গিরি গোবর্দ্ধন ।
ইচ্ছামত সর্ব্বস্থলে করিয়ে ভ্রমণ ॥
করিয়া গোরস-পান আমি কদাচিত ।
পূর্ব্ববন্ধুগণের হইয়া অলক্ষিত ॥
নিজ জপনীয় মন্ত্র করিয়া ভজন ।
করিলাম সুখে কতদিবস যাপন ॥
এই বৃন্দাবনে নিত্য সন্নিহিত হরি ।
নিরন্তর রাধাসহ ফিরেন বিহরি ॥
কিন্তু সে-সময়ে কৃষ্ণকৃপা নাহি ছিল ।
বিশেষ ব্রজের তত্ত্ব তাহে না জানিল ॥
সেইহেতু শূন্যমত দেখি বৃন্দাবন ।
পুরুষোত্তমক্ষেত্র মনে হইল স্মরণ ॥
জগন্নাথে দর্শনের উৎকণ্ঠা জন্মিল ।
পুনর্ব্বার ওড্রদেশে প্রস্থান করিল ॥
পথে গঙ্গাতীরে দেখিলাম ততক্ষণ ।
ধর্ম্মাচারপরায়ণ কত দ্বিজগণ ॥
বিচিত্র শাস্ত্রের বিজ্ঞ সেই সবজন ।
করিনু তাদের মুখে আশ্চর্য্য শ্রবণ— ॥
আছে ঊর্দ্ধে অন্তরীক্ষে—স্বর্গ-নামে দেশ ।
দেবতাগণের বাসস্থান সবিশেষ ॥
বাতাস-উপরে আছে যে সব বিমান ।
তাহে শোভাযুক্ত—ভয় দুঃখ বর্জ্জমান ॥
জরা-শোক-রোগ-মরণাদি দোষ যত ।
তাহাতে রহিত—মহাসুখময় তত ॥
ভূমণ্ডলে পুণ্যকর্ম্ম উত্তম যে করে ।
সেইজন সুখবাস করে স্বর্গ'পরে ॥
শ্রীবামনদেবের যে জ্যেষ্ঠ সহোদর ।
স্বর্গের হয়েন রাজা—সেই পুরন্দর ॥
যদ্যপিহ বিলস্বর্গ—যুক্ত শোভাজাল ।
সুতলে আছেন বিষ্ণু বলি-দ্বারপাল ॥
সপ্তম-পাতালেতে আছেন শেষরাজ ।
বিতলেতে বর্ত্তমান শ্রীকপিলরাজ ॥
রাবণের মদধ্বংসী দাসীক অতলে ।
রুদ্র-আদি দেবগণে শোভিত নিশ্চলে ॥
ভূমিস্বর্গে সপ্তদ্বীপ নববর্ষ আর ।
সপ্তসিন্ধু নদনদী অনেক বিস্তার ॥
বিচিত্ররূপেতে কৃষ্ণপূজার উৎসব ।
নানাস্থানে নানামতে শ্রীবিগ্রহ সব ॥
তাহে শোভমান ভূমিস্বর্গ অতিশয় ।
তথাপিহ ঊর্দ্ধতর দেবস্বর্গ হয় ॥
বিল-ভূমি-স্বর্গ হৈতে হয় ত বিশিষ্ট ।
দুইর উপরে যেন মুকুট গরিষ্ঠ ॥
যাহাতে শ্রীজগদীশ অদিতিনন্দন ।
ইন্দ্রের উপরে ইন্দ্র আছেন বামন ॥
'উপেন্দ্র' তাঁহার খ্যাতি সেইহেতু হয় ।
অদ্ভুত তাঁহার বার্ত্তা বিলক্ষণোদয় ॥
গরুড়ের উপরি করিয়া আরোহণ ।
ইতস্তত ক্রীড়ারূপে করেন ভ্রমণ ॥
অসুরসকলেরে করেন বিনাশন ।
মনোহরতর লীলা আর যে বচন ॥
তাহে দেবগণে সুখ দেন নিরন্তর ।
নিজভ্রাতৃতায় ইন্দ্র করেন পূজন ॥
এত শুনি মনোরথ তাহার দর্শনে ।
হইলাম তাহে অতি ব্যাকুলিত মনে ।
স্বর্গে শীঘ্র উপেন্দ্রের দর্শন-কারণ ।
সঙ্কল্পপূর্ব্বক করি স্বমন্ত্রজপন ॥
অল্পকালে বিমানে করিয়া আরোহণ ।
হর্ষে স্বর্গপুরে আমি করিনু গমন ॥

পূর্ব্বে গঙ্গাতীরে—নরপতির আগারে।
প্রতিষ্ঠা যাঁহার দেখিলাম তথাকারে॥
সেই বিষ্ণু—সৌন্দর্য্যমাধুর্য্য অতিশয়।
চতুর্ভুজ—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মচয়॥
শ্যামকান্তি—বহুতর ভূষণে ভূষিত।
চতুর্দ্দিগে দেবতাগণেতে আবরিত॥
নিবিড়সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি মহাশয়।
রুচির গরুড়স্কন্ধ-সিংহাসনে হয়॥
নারদ বীণায় গান মধুরমধুর।
তাঁহারে সম্মান প্রভু করেন প্রচুর॥
পাইতে উচিত যাহা—পাইয়া তথায়।
দেখিলাম—অভিলাষ দেখিতে যাঁহায়॥
দূরে হৈতে পুনঃপুন দণ্ডের সমান।
করিলাম প্রণাম হইয়া ভক্তিমান্॥
তবে অনুগ্রহ মোরে করি শ্রীবামনে।
নিকটে আহ্বান কৈলা সুস্নিগ্ধবচনে—॥
ভালভাল আগমন করিলা এখানে।
হে গোপনন্দন! এথা মম সন্নিধানে॥
দণ্ডতুল্য প্রণাম তোমার ব্যর্থ হয়।
গৌরব দেখিয়া মম না করিহ ভয়॥
করিলেন বিষ্ণু আজ্ঞা ইন্দ্রের উপর—।
আন গোপকুমারের করিয়া আদর॥
আজ্ঞা-অনুসারে ইন্দ্র করিয়া প্রেরণ।
দেবগণে আনাইলা আমারে তখন॥
অগ্রেতে সাদরে যত্নে বসাল্যা আসনে।
করাইলা অমৃতাদিদ্রব্যেতে ভোজনে॥
নন্দনবনেতে বাস দিলেন আমায়।
মনে অতিশয় হর্ষ পাইলাম তায়॥
দেখিলাম—কোন ভয় নাহিক তথায়।
শোক রোগ মৃত্যু গ্লানি পীড়া জরা তায়॥
স্পর্দ্ধাদি কতক দোষ যে আছে নিহিত।
তাহা আমি গণনা না করিয়ে কিঞ্চিত॥
যেহেতু শ্রীজগদীশ্বরের সন্দর্শনে।
অনির্ব্বচনীয় সুখ করিলুঁ ভজনে॥
ত্রাতা আর ঈশ্বর শরণ ইহা জানি।
স্নেহ আর গৌরব আদর বহু আনি॥
সুধা-পারিজাত-আদ দ্রব্যে পুরন্দর।
পূজন করেন নিত্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বর॥
করিতাম মনে ইহা আমি নিরন্তর—।
অহো ভাগ্যবান্—ধন্যধন্য পুরন্দর॥
যারে শ্রীবামনদেব করিয়া সাধন।
যত উপদ্রব করি সুদূরীকরণ॥
করিলেন ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য অর্পণে।
তাহা পায়্যা দেবরাজ অতি হর্ষ মনে॥
এই ভগবানে অতি সন্তোষিতমনে।
দিব্য উপচারচয়ে করেন পূজনে॥
স্বয়ং শ্রীবামনদেব হৈয়া তুষ্টমন।
গ্রহণ করেন হস্ত করি প্রসারণ॥
এইমত ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্য বভব।
হইবেক আমার সম্পদ আদি সব॥
তাহে শ্রীবামনদেব সাদরে পূজিব।
স্নেহেতে লক্ষ্মীশ তাহা গ্রহণ করিব॥
এইমত কৃপা কি করিবে ভগবান?
এইরূপ কামনা করিয়া অনুমান॥
করিয়া সঙ্কল্প—ইষ্টমন্ত্র আপনার।
থাকিয়া তথায় জপ করি অনুবার॥
এক মুনিবরের প্রিয়ারে ইন্দ্ররাজ।
গোপনে দূষিয়া তারে পাইলেন লাজ॥
শাপভয়ে পদ্মের মৃণাল-মধ্যে গিয়া।
লুক্কায়িত থাকলেন গোপিত হইয়া॥
দেবতাসকলে করি বহু অন্বেষণ।
ইন্দ্রের না পাইলেন কুত্রাপি দর্শন॥
অরাজকহেতু অসুরাদির উৎপাতে।
ত্রিলোকের মধ্যে হৈল অনেক ব্যাঘাতে॥
পরে শ্রীউপেন্দ্রমহাশয়ের আজ্ঞায়।
শচী-অদিতি-আদির অনুমতি তায়॥
দেবগণ শ্রীগুরুর আজ্ঞা-অনুসারে।
ইন্দ্রত্বতে অভিষিক্ত করিল আমারে॥
ইন্দ্রত্ব পাইলুঁ পদ—তথাপি আমার।
নহুষাদি মত নাহি হৈল অহঙ্কার॥
শচী, অদিতি, শ্রীগুরু, আর বিপ্রগণে।
করিতাম আমি নিত্য পূজা-সম্মাননে॥
নববিধ বিষ্ণুভক্তি ত্রিলোকভিতর।
সযত্নেতে প্রবর্ত্তন করি নিরন্তর॥
স্বর্গরাজ্য পাইয়াও ভক্তির প্রভাবে।
থাকিলাম পূর্ব্বমত অকিঞ্চনভাবে॥
নিরন্তর বাস করি নন্দনাখ্য বনে।
নিজ জপ ত্যাগ নাহি করি কদাচনে॥
বাঞ্ছাসিদ্ধ হৈলে ত্যাগ করিলে সাধন।
হয় অকৃতজ্ঞত্ব—এহেতু সে জপন॥
শ্রীমদনগোপালের করিয়া স্মরণ।
তাঁর ক্রীড়ামাধুর্য্যাব্ধে সদা মগ্ন মন॥
সেইহেতু এই ব্রজভূমি কদাচন।
শক্ত নাহি হইলাম হৈতে বিস্মরণ॥

ব্রজের বিচ্ছেদ শোক-দুঃখ অতিশয় ॥
অনুতাপ করি শুষ্কবদনতা হয় ॥
শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর তাহা ত দেখিয়া।
আমা প্রতি বারম্বার কৃপা প্রকাশিয়া ॥
করপদ্মস্পর্শ—আর অমৃতবচন।
নানামত কহিয়া করেন সন্তোষণ ॥
জ্যেষ্ঠভ্রাতৃসম্বন্ধের যেই আচরণ।
গৌরবাদি ব্যবহার হয় ত করণ ॥
সেইমত করি মম তোষের কারণ।
মদ্দত্ত সামগ্রী লৈয়া করেন ভোজন ॥
তাহে ব্রজবিরহজ-দুঃখ-বিস্মরণ।
অপূর্ব্বপ্রকারে তাঁর করিয়া পূজন ॥
স্নেহভাবে শ্রীবামনে কনিষ্ঠের ন্যায়।
যত্নপূর্ব্ব করিতাম লালন তাঁহায় ॥
এইমতে স্বাস্থ্যচিত্ত করিয়া আমায়।
নিজস্থানে বৈকুণ্ঠান্তে গেলেন কোথায় ॥
লক্ষ্মীর সহিত হইলেন অন্তর্দ্ধান।
নিরন্তর নাহি পাই দর্শনবিধান ॥
তাঁর অদর্শনে হয় শোক অতিশয়।
তাহাতে মনেতে হয় সর্ব্বদা আশয় ॥
পৃথিবীতে আসি—নীলাচলে জগন্নাথ।
বলরাম সুভদ্রা শ্রীলক্ষ্মীদেবী সাথ ॥
দেখিবারে ইচ্ছা আমি করি মনেমনে।
তাহাতে দুঃখিত চিত্ত হয় সর্ব্বক্ষণে ॥
মধ্যেমধ্যে প্রাদুর্ভব হৈয়া শ্রীবামন।
কৃপা প্রকাশিয়া পূজা করেন গ্রহণ ॥
তাহে সর্ব্ব মনঃপীড়া বিনাশিত হয়।
পুনঃপ্রাপ্তীচ্ছায় বিরহজদুঃখক্ষয় ॥
এমতপ্রকারে স্বর্গে নিবাস করিয়া।
ত্রিলোকপালনাদি ইন্দ্রত্ব আচরিয়া ॥
দেবমানে গণনেকে এক সম্বৎসর।
গত হৈল তথাকারে অতি সুখভর ॥
অকস্মাৎ ভৃগু-আদি মহাঋষিগণ।
মহর্লোক হৈতে করিতেছেন গমন ॥
পৃথিবীতে গঙ্গাদিক তীর্থ যে রয়েন।
মহাপাতকির স্পর্শে মালিন্য হয়েন ॥
তাঁহাদিগে পাদস্পর্শে পবিত্রীকরিতে।
কৃপা করি গমন করেন পৃথিবীতে ॥
গতিক্রমে স্বর্গে হইলেন উপস্থিত।
দেখিয়া সকলে হৈলা সসম্ভ্রমান্বিত ॥
সর্ব্ব-দেব-ঋষিগণ গুরুর সহিত।
অভ্যুত্থান করি বসাইলেন ত্বরিত ॥

শ্রীব্রহ্মণ্যদেব বিষ্ণু যাঁদিগে আদর।
করেন, তাঁদিগে দেখি চমৎকারতর ॥
নূতন আগত আমি মহাঋষিগণে।
নাহি জানি কিবা দেবঋষি কোন্ জনে ॥
বিষ্ণুসেবানন্দে হৃত আমার অন্তর।
কোনদিগে নাহি ছিল সন্ধান বিস্তর ॥
সেহেতু প্রথমে আমি পূজিতে নারিল।
পরে গুরু-আদি-মুখে শুনিয়া পূজিল ॥
শুভাশীর্ব্বাদে তাঁরা করি অভিনন্দন।
যথাসুখে করিলেন পৃথ্বীতে গমন ॥
তাঁহাদের মহিমা শুনিতে হৈল চিত।
কিন্তু বিষ্ণু-অগ্রে অন্য বার্ত্তা অনুচিত ॥
পরে শ্রীউপেন্দ্র হইলেন অন্তর্দ্ধান।
দেবগণে প্রশ্ন তবে করিলুঁ আখ্যান— ॥
মনুষ্যলোকের পূজ্য হন দেবগণ।
দেবতার পূজ্য ইঁহারা বা কোন্ জন? ॥
মহাতেজোময় নিবসেন কোন্ স্থানে?।
কীদৃশ মাহাত্ম্য?—কহ বিশেষ আখ্যানে
মনেতে হইল এই মানস-বিধান—।
ইঁহাদের বাসস্থান হৈলে পরে জ্ঞান ॥
তথাকার পূজ্য যেই শ্রীঈশ্বরবর।
দর্শনার্থে তাঁহার করিব যত্নতর ॥
কিন্তু মম প্রশ্নবাক্য করিয়া শ্রবণ।
সাহজিক মহা-অভিমানী দেবগণ ॥
মৎসরতাযুক্ত-চিত্ত হইলা তখন।
পরের উৎকর্ষ-বাক্যে নিজাপকর্ষণ ॥
বৃত্তান্ত না কহিলেন লজ্জাযুক্ত চিতে।
তবে গুরু কৃপা করি লাগিলা কহিতে— ॥
স্বর্গোপরি মহর্লোক বিদ্যমান রয়।
ত্রিলোকবিনাশে তার নাশ নাহি হয় ॥
বিমুক্তির অধিকারিগণের সে স্থান।
ব্রহ্মার আয়ুঃপর্য্যন্ত থাকে বিদ্যমান ॥
স্বর্গের প্রাপক পুণ্য হইতে অধিক।
যাগ-যোগ শুদ্ধকর্ম্ম যেই সশ্রদ্ধিক ॥
করয়ে, তাহার প্রাপ্য সেই লোক হয়।
ভূমিস্বর্গ হৈতে স্থান অতি সুখময় ॥
সকল পৃথ্বীর রাজ্যসুখ হৈতে হয়।
কোটিগুণে অধিক—ইন্দ্রত্বসুখচয় ॥
তাহা হৈতে কোটিগুণে সুখ সেস্থানের।
প্রজাপতি-ভৃগু-আদি মহর্ষিগণের ॥
সেই সুখে মহর্লোকে সদা নিবসেন।
কোথাও কোনকারণে গমন করেন ॥

সাক্ষাৎ যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা যজ্ঞেশ্বর।
তথাকারে স্থানেস্থানে প্রকটিততর॥
সেই ত প্রভুরে ভৃগু-আদি মুনিগণ।
মহামহাযজ্ঞে নিত্য করেন পূজন॥
এতেক গুরুর উক্ত শুনিয়া বচন।
হইল ইন্দ্রত্বপদে বিরক্তি তখন॥
মনুষ্যলোকের পূজ্য হন দেবগণ।
তাহাদের পূজ্য—ভৃগু-আদি ঋষিজন॥
তাঁহারা পূজেন যেই মহাপ্রভুবরে।
তাঁরে দেখিবারে ইচ্ছা হইল অন্তরে॥
মর্ত্ত্যে পূজ্যমান বিষ্ণু হইতে স্বর্গেতে।
মধুর বৈভব দেখিলাম প্রত্যক্ষেতে॥
স্বর্গে পূজ্যমান বিষ্ণু হৈতে এইমত।
মহর্লোকে থাকিবে মাহাত্ম্য বিশেষত॥
তথায় যাইয়া দেখিবারে যোগ্য হয়ে।
আরম্ভিলুঁ জপ এই সঙ্কল্পনিশ্চয়ে॥
অচিরকালেতে তবে চড়িয়া বিমানে।
উপস্থিত হৈলুঁ ঊর্দ্ধ মহর্লোকস্থানে॥
তাবত শ্রীভৃগু-আদি ঋষিগণ যত।
তীর্থ হৈতে হইলেন ভবনে আগত॥
ভৃগুর আশ্রমে তবে করিয়া গমন।
অপরূপ মহর্লোকে করিলুঁ দর্শন॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য-পাতালেতে যেই সুখ নাই।
সেই সুখ বৈভব-ভজন তথা পাই॥
হইলে ব্রহ্মার রাত্রি ত্রিলোকের নাশে।
তথাকার সুখাদির না হয় উদাসে॥
স্পর্দ্ধাদিরহিত-হেতু অদুঃখকারণ।
আছয়ে, এমত সুখ-বৈভব-ভজন॥
সেইসব নির্বচন করা নাহি যায়।
এমত ভজন-সুখ বৈভব তথায়॥
ভৃগু-আদি মহাঋষিগণ ভক্তিপর।
মহাযজ্ঞ সহস্রশঃ করেন বিস্তর॥
যজ্ঞাগ্নিমধ্যেতে প্রভু হইলা স্থিত।
যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞভাগভোক্তা ক্রীড়ান্বিত॥
বিরাজিত যজ্ঞাগ্নি হৈতে তেজোময়।
যজ্ঞমূর্ত্তি—রবিকোটি জিনি তেজশ্চয়॥
জগতের মনোহারি-সুসুন্দরকায়।
হস্ত প্রসারিয়া চরু লয়েন তথায়॥
সন্তুষ্ট হইয়া প্রিয়তর বরগণে।
প্রদান করেন সে যাজ্ঞিকবিপ্রগণে॥
তাহার দর্শনে হৈল সম্ভ্রম বিস্তর।
হর্ষে নমস্কার করিলাম তৎপর॥

যজ্ঞেশ্বর আমাপ্রতি হৈয়া দয়াবান্।
মিষ্টবাক্যে করিলেন নিকটে আহ্বান॥
আপন উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ আমারে।
স্বহস্তে দিলেন প্রভু করুণা-প্রচারে॥
তাহাতে পরমানন্দ অপূর্ব্ব পাইল।
ত্রিভুবনমধ্যে যাহা না অনুভবিল॥
প্রভুর করুণা অতিশয়ের কারণ।
সংসিদ্ধ হইল মম অশেষ বাঞ্ছন॥
দয়ালু-মহর্ষিগণ সহ বাস করি।
মহর্লোকে স্থানেস্থানে ভ্রমণ আচরি॥
শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর করিয়া দর্শন।
কৃতার্থের পরিপাক মানিল তখন॥
নিবাস করিয়ে সদা আনন্দসংযুত।
কহিলেন ভৃগু-আদি মহর্ষি প্রভৃত—॥
গোরক্ষক বৈশ্যপুত্র! শুনহ বিষয়।
মহর্লোকস্বভাবেতে বিপত্ব জন্ময়॥
আমরা দিতেছি হবে বিপ্রত্ব তোমার।
অতি শীঘ্র তাহা তুমি করহ স্বীকার॥
মহর্ষিসকলমধ্যে হৈয়া একজন,
আমাদের সঙ্গে করি যজ্ঞ-আচরণ॥
কর তুমি এই জগদীশের পূজন।
যাঁরে দেখিবারে তব বাঞ্ছা সর্ব্বক্ষণ॥
এতেক শুনিয়া চিত্তে করিলাম সার—।
বৈশ্যরূপে মহাসুখ হইবে আমার॥
যজ্ঞেশ্বররূপিজগদীশের সেবন।
তাঁর ভক্ত এ বিপ্রগণের উপাসন॥
বৈশ্যত্বে যেমত হবে—ব্রাহ্মণত্বে নয়।
অতএব বৈশ্যত্ব আমার শ্রেয়ো হয়॥
সদ্গুরুর উদ্দেশিত মম মন্ত্রবর।
সৎফল যাহার দেখিতেছি বহুতর॥
হেন মন্ত্রজপে মান্দ্য হইবে আমার।
এ বিপ্রগণের সহ ঐক্য হৈলে আর॥
এ বিপ্রগণের নিষ্ঠা যেন যজ্ঞে সার।
হইবেক তেমতি আমার ব্যবহার॥
তাহে আবশ্যক নিজমন্ত্রের জপনে।
শৈথিল্য হইবে মম, সেই ত কারণে॥
এ বিচারে বিপ্রত্ব না করি অঙ্গীকার।
করিলাম তাঁহাদিগে সম্মত ইহার॥
স্বতোজাত পূর্ব্বোক্ত সকল সুখভরে।
বাস করিলাম সেই মহর্লোক'পরে॥
স্পর্দ্ধা-মৎসরতা-কাম-ক্রোধাদিক দোষ।
শত্রু হৈতে পরাজয়, শোক, দেহশোষ॥

ত্রিলোক-নাশে পতনাদিশঙ্কা-ভয়।
কিছু নাহি তথাকারে বিদ্যমান হয়।
যজ্ঞেশের প্রীতে যজ্ঞ-উৎসব ব্যতীত।
সেইলোকে অন্য কর্ম্ম নাহিক কিঞ্চিত॥
কিন্তু যজ্ঞসমাপন হৈলে সেসময়।
প্রভু অন্তর্দ্ধান হন—তাহে দুঃখ হয়॥
পুনর্যজ্ঞান্তরে প্রভু হৈলে প্রাদুর্ভূত।
সুখ হয়, কিন্তু থাকে মন দুঃখযুত॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি—এ চতুষ্টয়।
যুগের-সহস্র-মানে—ব্রাহ্ম দিন হয়॥
মহর্লোকে সেইমত দিবস-গণন।
ব্রহ্মার দিনান্তে হয় ত্রিলোকদাহন॥
তাহাতে উত্তাপ মহর্লোকে ভয় জ্ঞান।
সেইকালে জনলোকে ভৃগু আদি যান॥
রজনীর ন্যায় হৈল যজ্ঞ নিবারণ।
জনলোকে যজ্ঞেশের হয় অদর্শন॥
সঙ্কর্ষণমুখাগ্নিতে ত্রিলোক দহয়।
তাহা হৈতে সেই দুঃখ দহে অতিশয়॥
সেইহেতু অক্ষয়বটের ছায়াস্থিতে।
ক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তমে আসিয়া স্বরিতে॥
শ্রী কৃষ্ণ শ্রীজগন্নাথ করিয়ে দর্শন।
এই মনে অভিরুচি হয় সে ক্ষণ—॥
মহর্লোকে থাকিতেহ স্বমন্ত্রজপনে।
এই শ্রীমথুরাভূমি হইয়া ত মনে॥
নীলাচলপতি-প্রিয় বিলাসের স্থান।
মাথুর শ্রীব্রজভূমি মনোহরাখ্যান॥
তাহার দর্শন-ইচ্ছা হইয়া আবার।
পূর্ব্বমত শোক মনে জন্মায়ে অপার॥
যদ্যপি শ্রীভগবান্ দয়ার নিধান।
প্রাদুর্ভূত আমা হৈতে হৈয়া পূজ্যমান॥
শ্রীহস্তদ্বারা আমারে ত করিয়া আহ্বান।
মম দত্ত ভোগদ্রব্য কৃপা করি খান॥
তবে ত আমার সর্ব্বদুঃখনাশ হয়ে।
যেন অন্ধকার ক্ষয় পায় সূর্য্যোদয়ে॥
দিবাতে প্রভুর সন্দর্শন পূজোৎসব।
তাঁহার করুণা সদা করি অনুভব॥
কুত্রাপি গমনে শক্তি ইচ্ছাও না হয়ে।
রাত্রিতেও যজ্ঞেশের পূজা দাবিষয়ে॥
আশারূপ রজ্জুতে হইয়া বদ্ধ-মন।
কোথাও গমনে শক্তি না হয় তখন॥
মহর্লোক জনলোক—দুই ত সমান।
কিঞ্চিত বিশেষ মাত্র হইল আখ্যান—॥

ত্রিলোকদহনে তাপ মহর্লোকে হয়।
জনলোক'পরি সেই তাপ নাহি রয়॥
তাহা অনুভবিলাম রাত্রে তথা গিয়া।
পুনর্দিনে মহর্লোকে থাকিনু আসিয়া॥
সেইস্থলে একদিন এক দিগম্বর।
মহত্তেজঃপুঞ্জরূপময় কলেবর॥
পঞ্চ ষষ্ঠবৎসরের বালক-সমান।
কতজন-সঙ্গে ঊর্দ্ধ হৈতে উপস্থান॥
মহর্ষিগণ যজ্ঞকর্ম্ম ত্যাগ করি।
ভক্তিতে উঠিয়া প্রণমিলেন আদরি॥
যজ্ঞেশ্বরতুল্য তাঁহাদিকে পূজিলেন।
তাঁরা ধ্যাননিষ্ঠ—বাক্য নাহি কহিলেন॥
যথা-অভিলাষ তাঁরা করিলে গমন।
মহর্ষিগণেরে করিলাম জিজ্ঞাসন—॥
কোথায় থাকেন, বা হয়েন কোন্ জন?।
তেজঃপুঞ্জ—বয়ঃক্রম বালক যেমন॥
দেবতার পূজ্য আপনারা মহাশয়।
প্রত্যক্ষ শ্রীযজ্ঞের পূজক নিশ্চয়॥
যজ্ঞেশ্বরপূজাকার্য্য করিয়া ত্যজন।
আপনারা কিকারণে করিলা পূজন?॥
মহর্ষিগণ তবে কহেন বিস্তার—।
নাম 'সনৎকুমার' সে হয় ত ইঁহার॥
আমরা-সকল যেই ব্রহ্মার নন্দন।
আমাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ মহত্তম হন॥
আত্মারাম আপ্তকাম সেইসব জন।
তাহাদের আত্মাচার্য্য মার্গপ্রদর্শন॥
সুনৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যনিষ্ঠব্রতধর।
সূর্য্যের সমান তেজঃপুঞ্জকলেবর॥
ইহার উপরে আছে যেই জনলোক।
তাহার উপরি আছে—নামে 'তপোলোক'॥
এই সনৎকুমার থাকেন সেইঠাঁই।
সনক সনন্দ সনাতন—তিন ভাই॥
সহ নিবসেন, আরো তুল্য আপনার।
যোগীশ্বর কবি হরি অন্তরীক্ষ আর॥
প্রবুদ্ধ পিপ্পলায়ন প্রভৃতি তথায়।
বৃহদ্‌ব্রতধর যোগীশ্বর যাহা পায়—॥
ঊর্দ্ধরেতাগণযোগ্য সুখ যত্র হয়।
নিরন্তর মঙ্গল যাহাতে নিরময়॥
মহর্জনলোকে প্রজাপতিগণ যত।
তাঁহাদের অনুভব সুখ যেইমত॥
তাহা হৈতে কোটিগুণে সুখাধিক হয়।
সেই তপোলোকে নিরন্তর ক্ষেম রয়॥

এই সনৎকুমার পরমভাগবত।
পরমেশ্বরের অবতার অভিমত॥
অতএব বিষ্ণুর যেমত পূজা হয়।
সেইমত পূজিবারে সদা যোগ্যাশ্রয়॥
আবশ্যক নিজ কৃত্য করিয়া ত্যজন।
গৃহস্থের মত যোগ্য করিতে পূজন॥
এতেক শুনিয়া করিলাম আমি মনে—।
তথায় আশ্চর্য্য সুখ হয় বা কেমনে?॥
ইঁহার সমান বা আছেন কতজন?।
ইঁহাদের পূজ্য বিষ্ণু কীদৃশ বা হন?॥
এত চিন্তি সেইসব-দর্শন-আশায়।
ধ্যাননিষ্ঠ হৈয়া জপ করিলাম তায়॥
পরম তেজস্বী আমি হৈয়া সেকারণ।
সেই তপোলোকে শীঘ্র করিনু গমন॥
দেখিলাম—শ্রীমান্ সনক সনন্দন।
আর সনৎকুমার, চতুর্থ সনাতন॥
তাঁহাদের তুল্য তপোলোকে যতজন।
মান্তমান অত্যন্ত করেন আচরণ॥
সুখে ইষ্টগোষ্ঠী তাঁরা করেন বিস্তার।
আমাদের বোধগম্য না হয় যাহার॥
অতএব বিবেচিয়া বুঝ সমুদায়।
মুক্তি-ভক্তি-আদি জ্ঞান নাহিক তথায়॥
যত্তপিহ তপোলোকে সনকাদি চারি।
হয়েন নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিবেশধারী।
ব্যক্ত ভগবানের যে হয় ত লক্ষণ।
পরমেশ্বরত্ব চতুর্ভুজাদি গণন॥
নাহি অসাধারণ, তথাপি সন্দর্শনে।
মহামোদ জন্মিল আমার স্বতো মনে॥
তপোলোকে দর্শনে আনন্দ হৈল যত।
মহর্লোকে তাঁরে দেখি না হইল তত॥
সেই তপোলোকের মাহাত্ম্যে ইহা হয়।
দেশ-কাল-অধিকারী সর্ব্বত্র যোজয়॥
ততঃপর ধ্যাননিষ্ঠ সেই ঋষিগণ।
করিলেন নিজনিজস্থানেতে গমন॥
কোথায় আছেন বিষ্ণু করিয়া ভাবন।
জিজ্ঞাসেতে অবসর না পায়্যা তখন॥
করিলাম সেইলোকে সর্ব্বত্র ভ্রমণ।
ইতস্তত কোনস্থানে নহিল দর্শন॥
তবে মহামুনিগণে করিনু জিজ্ঞাসা—।
'কোথায় শ্রীজগদীশ—কহ সত্য ভাষা?॥'
করিলাম অগ্রে বহু প্রণাম-স্তবন।
তথাপি না করিলেন তাঁরা আলোকন॥

প্রায় সবে নিরন্তর সমাধিতে রত।
ঊর্দ্ধরেতা—নৈষ্ঠিক করেন সদা ব্রত॥
পূর্ণকাম অনন্তে করেন সবে রতি।
সেবে অণিমাদি-সিদ্ধিগণ মূর্ত্তিমতী॥
ভগবদ্দর্শন-আশা সুমহতী যেই।
তথায় ফলিতা না হইল মম সেই॥
কিন্তু আত্মারামগণ-সঙ্গ-স্বভাবেতে।
সেই আশা হৈল মম বিরামপ্রায়েতে॥
তথাপি সেস্থানে আমি কৈলু নিবসন।
তাঁদের প্রভাবসব-দর্শন-কারণ॥
গৌরব করিয়া নিজগুরুর বচন।
আর তার সারফল হৈয়াছে দর্শন॥
এইহেতু নিজমন্ত্রজপ না ত্যজিয়া।
থাকি, কিন্তু পূর্ব্বতুল্য প্রীতি না করিয়া॥
স্থানের স্বভাবহেতু হইল সে জাত।
চিত্তের প্রসন্নতায় আনন্দসম্পাত॥
সেকারণে সম্পন্ন অধিক জপ করি।
বিষ্ণুদর্শনেচ্ছা মম বাঢ়িল বিস্তরি॥
জগন্নাথদেব নীলাচলে বিরাজিত।
তাঁর দর্শনেচ্ছা সদা হয় ত নিশ্চিত॥
এমত বুঝিয়া নবযোগেন্দ্রপ্রধান।
ঋষভদেবের পুত্র মহামতিমান্॥
করিয়া করুণা কিছু আমারে তখন।
কহিতে লাগিল পিপ্পলায়ন বচন—॥
প্রাজাপত্যসুখ-কোটিগুণ সুখচয়।
সম্পদহেতুক শ্রেষ্ঠ এই স্থান হয়॥
ঊর্দ্ধরেতা যোগীন্দ্রগণের এই স্থান।
ছাড়িয়া অন্যত্র কেনে যাত্যো ইচ্ছাবান্?॥
নেত্রাদির অগোচর সে পরমেশ্বর।
দেখিবারে তাঁরে কেনে ভ্রম' নিরন্তর?॥
সমাধিতে যুক্ত কর আপনার মন।
অনায়াসে পাইবে সে তাঁহার দর্শন॥
যেমত দর্পণ আত করিলে মার্জ্জন।
সুখে প্রতিবিম্বে মুখ হয় নিরীক্ষণ॥
অন্তর্বাহ্য সদা সর্ব্বত্র সাক্ষাৎকার।
দেখিবে, ভ্রমণ, মিথ্যা কর অনিবার॥
পরমাত্মা বাসুদেব—চিত্তে অধিষ্ঠাতা।
বিগ্রহ সচ্চিদানন্দ—সর্ব্বফলদাতা॥
নিতান্ত শোধিত চিত্তে অংশু স্ফুরয়।
পরব্রহ্মঘন ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত হয়॥
চিত্তে ভগবান্ স্ফূর্ত্তি হইবে যখন।
না থাকিবে অন্তর্ব্বৃত্ত তাহাতে কখন।

সুসিদ্ধ হইবে তবে মানসে দর্শন।
নেত্রের দর্শন হৈতে অতি সুশোভন ॥
মনের হইলে সুখ—আপনা হইতে।
সর্ব্বেন্দ্রিয়গন সুখ পায় সুবিহিতে ॥
চক্ষুঃশ্রবণাদির যে-সব বৃত্তি হয়।
মনোবৃত্তি-মধ্যবর্ত্তী সে-সব নিশ্চয় ॥
ইন্দ্রিয়সবার বৃত্তি হয় যে-সকল।
মনোবৃত্তি বিনা তাহা নিতান্ত নিষ্ফল ॥
যদ্যপি ইন্দ্রিয়গণ করয়ে বাসনা।
চিত্তবৃত্তি বিনা তাহা বিফল কামনা ॥
ভক্তবাৎসল্যহেতুক যদি কদাচিত।
হয়েন চক্ষুর প্রভু গোচর বিহিত ॥
সেই জ্ঞানদৃষ্টি-দ্বারা দর্শন নিশ্চয়।
পরিচ্ছিন্নেন্দ্রিয়ে তাঁর গ্রহণ না হয় ॥
'চক্ষু-দ্বারা করিলাম প্রভুর দর্শন।'
এই অভিমান মাত্র করে জীবজন ॥
তাঁহার করুণাশক্তি অত্যন্ত প্রবর।

তথাহি—

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।০।

তাহে যদি হন চর্ম্মচক্ষুর গোচর ॥
তথাপি দর্শনানন্দ হৃদয়ে জন্ময়।
যাহে সুখদুঃখজন্মস্থান হৃদি হয় ॥
নেত্র জ্ঞানেন্দ্রিয়,—দর্শনজ সুখ তায়।
কিন্তু সে পর্য্যবসান মনোমধ্যে পায় ॥
যেমত নৃপের মহাপাত্র যেই নর।
দ্রব্যবিশেষের উপযুক্ত সে প্রবর ॥
সেইমত সব সুখ গ্রহণে উচিত।
মহাপাত্র হন 'মন'—জানিহ নিশ্চিত ॥
'মন পরিচ্ছিন্ন,—সুখ কিমতে বিস্তর ?'
ইহা যদি কহ, তার শুনহ উত্তর— ॥
শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা হইলে উদয়।
যত পরিমাণ সুখ বিবর্দ্ধিত হয় ॥
সূক্ষ্মরূপে আত্মার আকার-হেতু মন।
তত পরিমাণে বাড়িবারে শক্ত হন ॥
অন্তরেতে ধ্যানযোগে দেখিলে প্রভুরে
সাক্ষাৎ-দর্শন-তুল্য করুণা প্রচুরে ॥
করেন তাহার প্রতি বিশেষপ্রকার।
পদ্মযোনি ব্রহ্মা হন প্রমাণ ইহার ॥
নাভিপদ্মমধ্যে ব্রহ্মা জন্মিয়া সত্বর।
আজ্ঞামতে করিলেন সমাধি বিস্তর ॥

পরিতুষ্ট হৈয়া তবে দেব ভগবান্।
দিয়া নিজ দর্শন—করিলা বরদান ॥
সাক্ষাৎ-দর্শনে ভক্তগণ সুখী হয়।
কংস-দুর্য্যোধনাদির ভয় দোষচয় ॥
শ্রীনন্দনন্দন-মুখচন্দ্রের দর্শনে।
নন্দাদির প্রেমরস হইল বর্দ্ধনে ॥
সেই রঙ্গমধ্যে কংস করে আলোকন।
ভয়-ক্রোধ তাপে পূর্ণ হৈল তার মন ॥
কৌরবসভায় কৃষ্ণে করিয়া দর্শন।
ভীষ্ম-বিদুরাদি হৈলা অতি সন্তোষণ ॥
সেই-কুরুবংশ-জাত রাজা দুর্য্যোধন।
হৃদয়ের তাপে পূর্ণ হইল তখন ॥
শ্রীমন্নারায়ণ-রূপ—যুক্ত শোভাচয়।
ঘনীভূত-পরম-আনন্দ-পূর্ণময় ॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়গণে গুণে করেন রঞ্জন।
এমত আশ্চর্য্য রূপ করিয়া দর্শন ॥
মধুকৈটভাদি যত দুরাত্মাগণের।
অপগত না হইল দুষ্টতা মনের ॥
সে দুষ্টতা সকল যে পীড়ার আকর।
আর সর্ব্বজগতের হয় পীড়াকর ॥
শ্রীমন্নারায়ণদেব পরম ঈশ্বর।
দুর্বিতর্ক্যঅত্যন্ত-বিচিত্র-শক্তিধর ॥
আনন্দস্বভাব ভক্তে করিতে হর্ষিত।
আর দেখাবারে ভক্তিমাহাত্ম্য নিশ্চিত ॥
দুর্ঘট যে কার্য্য—নাহি ঘটে কদাচন।
তাহাও কয়েন প্রভু নিশ্চয় কখন ॥
নববিধা ভক্তি যেই হয় ত প্রধান।
কীর্ত্তনান্তে চাহি সদা মনের প্রদান ॥
সকল-ইন্দ্রিয়শ্রেষ্ঠ হয় যেই 'মন'।
তার বৃত্তি সমর্পণে কহিয়ে 'স্মরণ' ॥
অতএব সর্ব্বভক্তিমধ্যেতে 'স্মরণ'।
শ্রেষ্ঠতম,—ইহাতে নাহিক সংশয়ন ॥
জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি অন্তরঙ্গ সে সাধন।
তাহা হৈতে অন্তরঙ্গ—প্রেমভক্তি হন ॥
সমাহিত হৈল মন—সেই প্রেমভক্তি।
রুচি-অনুসারে নরে পায় অভিব্যক্তি ॥
পদার্থ প্রেম-সংজ্ঞক—অতি সুখময়।
অশেষ সাধন-দ্বারা সাধ্যবস্তু হয় ॥
চতুর্ব্বর্গ হৈতে শ্রেষ্ঠ—বিষ্ণু-উপাসন।
তার ফলরূপ-হেতু অধিক সে হন ॥
ভগবানে বশীকারকরণে সমর্থ।
অদ্বিতীয় সুগাঢ় উপায় এই-অর্থ ॥

তাঁর মুখ্য প্রসন্নতা হৈতে লাভ হয় ।
ভক্তগণের শ্রেষ্ঠ মহানিধিময় ॥
বিচিত্র পরমানন্দগণে যে মাধুর্য্য ।
অতিশয়েতে তাহার পূর্ত্তিতে প্রাচুর্য্য ॥
পরিচ্ছিন্নরহিত মহৎ অনির্ব্বাচ্য ।
'মাহাত্ম্য'—পরম-রসবংস্ক নির্বাচ্য ॥
চিত্তের বৃত্তির পরিণামবশেষেতে ।
সেই প্রেম প্রকাশিত হয় উদয়েতে ॥
ইহাতে তাৎপর্য্য হৈল—মন-সমাধানে
সর্ব্বত্র দর্শন পায় শ্রীল ভগবানে ॥
মন সমাধান যদি মানহ দুষ্কর ।
নেত্রের সাফল্যকামে দর্শনেচ্ছা কর ॥
তবে ত ভারতবর্ষে যাহ সেইস্থান ।
আমাদের ঈশ্বর তথায় রাজমান ॥
গন্ধমাদনপর্ব্বতে শ্রীনারায়ণ ।
নরসখদেবে তত্র করহ দর্শন ॥
আমরাসকলে সমাধিতে পরায়ণ ।
অন্তরে-বাহ্যেতে তাঁরে করিয়ে দর্শন ॥
অতএব বিচ্ছেদের দুঃখ নাহি হয় ।
এইহেতু তথা গেলা প্রভু মহাশয় ॥
ধনুর্বিদ্যাগুরু কোদণ্ডমণ্ডিত কর ।
ব্রহ্মচারিবেশ—মস্তকেতে জটাধর ॥
লোকসকলেরে তপশ্চর্য্যা শিক্ষাইবে ।
করেন তথায় মহা তপস্যা-আচারে ॥
এতেক শুনিয়া গন্ধমাদনে যাইতে
হইলাম উদ্যত আমিও ত্বরিতে ॥
তবে সনকাদি মহার্ষি চারিজন ।
'তাঁরে দেখ এখানে' কহিয়া এবচন ॥
শ্রীল ভগবানের মূর্ত্তির বহুরূপ ।
আমারে দর্শন করাইলেন স্বরূপ ॥
একজন হৈলা নারায়ণ,—অন্য নর ।
কেহ হৈলা উপেন্দ্র বিষ্ণুর মূর্ত্তিধর ॥
মহর্লোকে যজ্ঞেশ্বর যে কৈলুঁ দর্শন ।
কেহ সেই রূপ তথা করিলা ধারণ ॥
নৃসিংহ-বামন-আদি বহু অবতার ।
হইলেন ক্রমে ক্রমে সে-সব আকার ॥
এত দেখি হইলাম ভয়ে কম্পমান ।
প্রণমিয়া করযোড়ে কহিলুঁ বিতান — ॥
দৃঢ় অপরাধ আমি করিলাম ইবে ।
হে দীনবৎসল-সব ! দয়ায় ক্ষমিবে ॥
মম মস্তকেতে স্পর্শ করিলা কৃপায় ।
চিত্তের একাগ্রতা সমাধি পাইলা তায় ॥

স্বর্গাদিতে দৃষ্ট ভগবানের যে রূপ ।
সমাধিতে দেখিলাম সাক্ষাত স্বরূপ ॥
বহির্দৃষ্টে সমাধিভঙ্গেতে কদাচিৎ ।
ধ্যানবেগে সমীপে দেখিয়ে প্রত্যক্ষিত ॥
সমাধিতে আর বিষ্ণু দর্শন-স্মরণে ।
সুখে মম জপে নিষ্ঠা সতো হৈল মনে ॥
জপের কালেতে মনে করিতে স্মরণ ।
মনে হৈয়া এই নিত্যস্থপ বৃন্দাবন ॥
এই ব্রজভূমির মাধুরী পরিপুল ।
আমার মানস অতি হইল ব্যাকুল ॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তি লোপ—সমাধির দশা ।
কদাচিত নিদ্রাপ্রায় করয়ে বিবশা ॥
তাহা হৈতে হয় মম জপে অন্তরায় ।
আর বিষ্ণুমূর্ত্তির দর্শনে বিঘ্ন তায় ॥
তাহে আমি বিলাপ করিয়ে অবিরত— ।
'অহো মম কি দৌরাত্ম্য উপদ্রব কত ॥'
তাহাতে কামনা মম হয় নিরন্তরে ।
নীলাচলে জগন্নাথ দেখিবার তরে ॥
এত দেখি তত্রবাসিসবলে আমারে ।
জিজ্ঞাসিল সে বৃত্তান্ত সান্ত্বনা-আচারে ॥
শোকের সহিত দশা সকল কহিল ।
শুনি সনকাদি সবে মোরে প্রশংসিল— ॥
আশ্চর্য্য ইহার এইমত সে হইল ।
পরমদুর্লভ দশা বিশুদ্ধা জন্মিল ॥
আমি তাঁহাদের ভাব না করিলুঁ জ্ঞান ।
কেবল নিশ্চয় দুঃখ হয় অনুমান ॥
অভ্যাসবলেতে দেখি বাহিরে-অন্তরে ।
প্রত্যক্ষ পূর্ব্বোক্ত রূপ শ্রীজগদীশ্বরে ॥
কদাচিত সনকাদি ধ্যানপরায়ণ ।
ভাব অনুরূপ রূপ করেন ধারণ ॥
চিন্তাভিনিবেশে সদা করিয়া চিন্তন ।
সেই-সেই স্বরূপ হয়েন ততক্ষণ ॥

তথাহি (ভাঃ ৭।১।২৭)—

কীটঃ পেশস্কৃতা রুদ্ধঃ কুড্যায়াং তমনুস্মরন্ ।
সংরম্ভভয়যোগেন বিন্দতে তৎস্বরূপতাম্ ॥ ৩ ॥

সেইসব রূপ আমি করিয়া দর্শন ।
পরম-আহ্লাদযুক্ত হইতাম মন ॥
সে-রূপ দর্শনের রহিত কালে প্রায় ।
বিষণ্ণ নহিতুঁ পুন দর্শন-আশায় ॥
এইরূপে চিরদিনে সুখেতে তথায় ।
থাকিলাম, কোনদিন দুঃখ মনে তায় ॥

একদিন চতুর্ম্মুখ কৃপা করি চিতে।
পুষ্করদ্বীপে স্বভক্তগণেরে দেখিতে॥
গমন করিয়াছিলা হংস-আরোহণে।
সেই তপোলোকে করিলেন আগমনে॥
সেই বৃদ্ধ—পরম ঐশ্বর্য্যেতে সম্পন্ন।
দেখি সনকাদি সবে হইলা প্রপন্ন॥
ভক্তিতে হইয়া সকলেতে নম্রমান।
সম্ভ্রমে প্রণমি পূজিলা সবিধান॥
আশীর্ব্বাদে সকলেরে করিয়া বর্দ্ধন।
স্নেহেতে আঘ্রাণ শিরে করিলা তখন॥
বিষ্ণুভক্তিরহস্য শিক্ষায় বারবার।
পুষ্করদ্বীপেতে গেলা করিলা প্রসার॥
না জানিয়া আমি তাঁর তত্ত্ব-বিবরণ।
সনকাদি সবারে করিনু জিজ্ঞাসন॥
বিশেষে হাসিয়া তাঁরা কহিলা বচন—।
করিয়াছ এতকাল এথা আগমন॥
পরম প্রসিদ্ধ হন এই মহাশয়।
ওহে গোপবালক! না জানহ বিষয়?॥
প্রজাপতি ভৃগু-আদি যতেক আছেন।
তাঁহাদের পালক জনক যে হয়েন॥
কিঞ্চ আমাদের পিতা—বিশ্বসৃষ্টিকারী।
পরমেষ্ঠী—শ্রেয়স্তম পদ-অধিকারী॥
স্বয়ম্ভূ—শ্রীবিষ্ণুনাভিপদ্মেতে জনন।
জগতের করেন পালন সংভাবণ॥
বেদ-প্রবর্ত্তনে ধর্ম্ম শিক্ষার শাসন।
করেন বৃত্ত্যাদানে জগত-পালন॥
সর্ব্ব লোক—আর এই লোকের উপরি।
বৈসেন সত্যাখ্যলোকে কিঞ্চ নিরন্তরি॥
শতজন্মকৃত শুদ্ধ স্বধর্ম্মের বলে।
সেইলোক-লাভ হয় মানব বিরলে॥
সেই লোকে বৈকুণ্ঠ-নামেতে লোক হয়।
যাহাতে সহস্রশীর্ষা সেই মহাশয়॥
শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর অনির্ব্বচনীয়।
সদা মহাপুরুষ থাকেন শোভনীয়॥
তাঁর পুত্রতুল্য ব্রহ্মা—করিয়ে শ্রবণ।
কিন্তু ভেদজ্ঞান কিছু না জানি কারণ॥
লীলায় ব্রহ্মাই তথা ধরি দুই মূর্ত্তি।
বিরাজেন আমাদের মত এই স্ফূর্ত্তি॥

এত শুনি আমি সেই লোকে যাইবারে।
আর সেই মহাপুরুষেরে দেখিবারে॥
জপ করি তপোলোকে হইয়া নিবিষ্ট।
সমাধিতে অন্তর্মন করি সমাবিষ্ট॥
মুহূর্ত্ত-অন্তরে চক্ষু করি উন্মীলন।
আপনারে ব্রহ্মলোকে কৈনু অবলোকন॥
শ্রীযুক্ত জগদীশ্বরবর যে তাঁহারে।
করিলাম দর্শন আমিহ তথাকারে॥
শ্রীমন্ত সহস্র ভুজ শীর্ষ পদ আর।
নীল-মেঘ-আভা—বৃহৎ প্রমাণ আকার॥
অঙ্গ অনুরূপ বিভূষণেতে অঙ্কিত।
তেজোনিধি- নাভি হৈতে কমল উত্থিত॥
অনন্তদেবের ভোগে করিয়া শয়ন।
অভিরাম অখিলজনের চক্ষু মন॥
করেন শ্রীলক্ষ্মীদেবী পদ সম্বাহন।
বদ্ধাঞ্জলি গরুড়ে করেন আলোকন॥
আপন বৈভবে বিধি ভক্তিযুক্ত-মন।
পৌনঃপুন্য যত্নেতে করেন পূজন॥
শ্রীকরকমলস্পর্শ করিয়া তাঁহারে।
করিছেন লালন সুসঙ্গত প্রকারে॥
নারদের প্রণয়সংযুক্ত নৃত্যগীতে।
হর্ষান্বিত হইয়া তাহাতে দত্তচিতে॥
নিজভক্তিযোগ—বেদার্থের তত্ত্বসার।
কমলাসনেরে প্রভু করিয়া বিস্তার॥
মহা রহস্যহেতুক অতি অল্পস্বরে।
উপদেশ দেন প্রভু অতি স্নেহভরে॥
আত্মীয়গণের শ্রেষ্ঠ নিজ সুশোভিত।
তার মধ্যে লীলাক্রমে প্রভু বিরাজিত॥
তদঃপরে ব্রহ্মা শুনি সেই তত্ত্বসার।
প্রমোদসম্পদে হৈয়া বিবশ আকার॥
অঙ্গে-অঙ্গে কহি তাহা অনুমোদমান।
চরণবন্দন বহু করেন সম্মান॥
প্রত্যেক দর্শন করি প্রেমোদবেগেতে।
চেতনরহিত হৈয়া পড়িনু আগেতে॥
দেখিয়া শ্রীলক্ষ্মী অগ্রে করি আগমন।
নিজ শিশু-ন্যায় বহু করিয়া লালন॥
করস্পর্শাদিতে সচেতন করিলেন।
আপন ভর্ত্তার পার্শ্বে তবে আনিলেন॥
মুহুর্ম্মুহুঃ ভগবানে করিয়া দর্শনে।
প্রণমিয়া কহিলাম তবে নিজমনে—॥
অদ্য পালো নিজাভিলাষের অন্ত্য স্থল।
স্থির হৈয়া হর্ষ তুমি—চিত্ত নিশ্চল॥
সত্যলোক-নামে শ্রেষ্ঠ নয় এই স্থান।
নানা-শোক-ত্রাস দুঃখহীন—শোভমান॥
পরম বিভূতি যার পরম আনন্দে।
ব্যাপ্ত, যার পূজা করে জগতের বৃন্দে॥

ওহে মন! জগদীশে উচিত যাদৃশ।
এই স্থানে সুপ্রকাশ আছেন তাদৃশ॥
আকৃতি-সৌন্দর্য্য-গুণ-বৈভবাদি যেই।
নানা মহত্ত্বের সীমা প্রাপ্ত ব্যক্ত সেই॥
চৈতন্যপ্রাপণ-লালনাদিরূপ সব।
শ্রীলক্ষ্মীদেবীর স্নেহ কর অনুভব॥
তপোলোকাদিতে দেখিয়াছ যেই ঈশ।
তাহে বিলক্ষণ—নেত্রে দেখ জগদীশ॥
মাথুর শ্রীবৃন্দাবন-ভূমির বিরহ।
ত্যজ শোক—নীলাচলে গমেচ্ছা ত্যজহ॥
ব্রহ্মত্বাধিকারপ্রাপ্তে। ব্রহ্মার উপরে।
জগদীশ্বরের যেন অনুগ্রহভরে॥
সেইমত লালন যদ্যপি ইচ্ছা কর।
তবে ত আমার বাক্য ওহে মন! ধর॥
সেই মহাপুরুষের আদিষ্ট মন্ত্রের।
শক্তি-দ্বারা ফলিবেক—ইতে নাহি ফের॥
নিদ্রালীলা অবলম্ব কৈলা প্রভু পরে।
যদ্যপি চিদ্‌ঘনরূপে নিদ্রা দূরতরে॥
প্রভুর নাভিজলোক-পদ্মে ব্রহ্মা তবে।
তদ্দ্বারা সৃষ্টির বিধি শিক্ষা করি সবে॥
ব্রহ্মাণ্ডের চর্য্যা নিজাবশ্য প্রয়োজনে।
তথা হৈতে বাহে ব্রহ্মা কৈলা আগমনে॥
আমি সে প্রভুর মহাদ্ভুত রূপসার।
পরম মহত্তাতে প্রসিদ্ধ দেখি আর॥
নাভিপদ্মে চতুর্দ্দিশ ভুবন জগত।
সূক্ষ্মরূপে হেরিলাম একদা একতঃ॥
গূঢ়ভক্তিরহস্যের যেই উপদেশ।
কহিলেন ভগবান্ ব্রহ্মারে বিশেষ॥
তাহা শুনি ব্রহ্মার যে প্রেমের প্রবাহ।
দেখিয়া সুখেতে বাস করিলুঁ তথাহ॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি—এ চারি গণি।
তাহার সহস্রে দিন, তেমত রজনী॥
ব্রহ্মার দিবস রাত্রি এইমত হয়।
প্রভাতে করেন সৃষ্টি, সন্ধ্যাকালে লয়॥
ব্রহ্মার দিনান্তে যবে তিন লোক নাশে।
জলময় হয় সব—একার্ণবে ভাসে॥
শেষোপরি ভগবান্ ব্রহ্মার সহিত।
শয়ন করিয়া প্রভু থাকেন নিশ্চিত॥
জন-তপঃ-সত্যলোকবাসি-ঋষিগণ।
বিচিত্র বাক্যে বিষ্ণুর করেন স্তবন॥
ব্রহ্মলোকপ্রভাবেতে আমি থাকি তথা।
সেই মহা কৌতুক দেখিয়ে সুখ যথা॥

অন্তর্দ্ধান হইয়া যদ্যপি ভগবান্।
কদাচিত গমন করেন কোন স্থান॥
শোক হয় পুনঃ প্রভু কৈলে আগমন।
মূলের সহিত ক্ষয় পায় ততক্ষণ॥
এইমতে ব্রহ্মার কতক দিন গত।
প্রাতঃকালে একদিন ব্রহ্মা কৌতুকতঃ॥
মহাপ্রলয়ার্ণবেতে ফেনপুঞ্জজাত।
স্পর্শ করিলেন ব্রহ্মা তখনি সাক্ষাত॥
তাহে মহাবলী এক জন্মিল অসুর।
ব্রহ্মারে মারিতে যায় সেই দুষ্ট ক্রূর॥
লুকাইলা ব্রহ্মা কোনস্থানে তার ভয়ে।
ভগবান্ করিলেন সেই দৈত্য ক্ষয়ে॥
তবু ভয়ে বিধি না করিলা আগমন।
ব্রহ্মতে আমারে প্রভু কৈলা নিয়োজন॥
আমি ভগবানের ভক্তির বৃদ্ধিহেতু।
সৃজিলাম বৈষ্ণবসকল ধর্ম্মসেতু॥
তবে ত সর্ব্বত্রেতে বৈষ্ণবসবাকারে।
করিলাম নিযুক্ত সকল অধিকারে॥
অশ্বমেধ-আদি মহাযজ্ঞে ইতস্ততঃ।
জগদীশ্বরের পূজা করিয়ে সম্মত॥
সমূহ আহ্লাদ আর চিত্তসন্তোষণে।
করিলাম ব্রহ্মাণ্ডসকল প্রপূরণে॥
মূর্ত্তিধর বেদ যজ্ঞ আগম পুরাণ।
ইতিহাস তীর্থ মহাঋষিগণাখ্যান॥
ব্রহ্মঋষিগণ বহু স্তব মম করে।
তাহে মহা মত্ততায় ব্যাপ্ত কলেবরে॥
সর্ব্ব হৈতে মহত্তম ব্রহ্মত্বাধিকার।
হৈল সে পরমৈশ্বর্য্য যদ্যপি আমার॥
নিজ অকিঞ্চনতা না ত্যজি কদাচন।
তথাপি ব্রহ্মার যেই করণীয়গণ॥
তদ্রূপ-সমুদ্র যেই অনন্ত গভীর।
তাহার তরঙ্গে মগ্ন হইলুঁ অস্থির॥
তদনুসন্ধানেতে ব্যাকুল হৈল মন।
পূর্ব্বমত ভক্তিসুখ না হয় প্রাপণ॥
দ্বিপরার্দ্ধ আয়ু নিজ করিলে শ্রবণ।
কাল হৈতে ভয়াতুর হয় নিজ মন॥
নিজমন্ত্র জপি যদি নাশিবারে ভয়।
এই ব্রজভূমির বিরহে দুঃখ হয়॥
শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর পুত্রের সমান।
করেন লালন মম মহাসুখ-দান॥
তাহা অনুভব করি আমার নিশ্চয়।
চিত্তের বৈকল্যতা সকল নাশ হয়॥

পিতৃবুদ্ধে করিতাম আমি যে সেবন।
অত্যন্ত নৈকট্য তাহে হইয়া কারণ॥
কদাপিহ অপরাধ জন্ময়ে আমার।
ক্ষেমেন করিয়া কৃপা প্রভু দোষভার॥
তথাপি অন্তরে হয় মহোদ্বেগভার।
মহালক্ষ্মীদেবী করি কৃপা ত প্রচার॥
জননীসমান স্নেহ করেন প্রকাশ।
তাহে হৃষ্ট হৈয়া কৈনু চিরকাল বাস॥
একদিন মুক্তিপ্রাপ্ত দেখি কোন জনে।
সত্যলোকবাসি-সবে করে প্রশংসনে॥
আমি তাহা শুনি মানি পরম অদ্ভুত।
জিজ্ঞাসিলুঁ—'কিবা মুক্তি, কহ ত প্রস্তুত?॥
'মুক্তি অতি উৎকর্ষ—দুর্লভতরবর।'
তাঁহাদের মুখে আমি হইয়া গোচর॥
সর্ব্বজ্ঞসকলকে সে মুক্তিপ্রাপ্ত্যিচ্ছায়।
প্রশ্ন করিলাম মুক্তি-সাধন-উপায়॥
বহু উপনিষৎ শ্রুতি স্মৃতি সে কহয়—।
'অদ্বয়জ্ঞানেতে মুক্তি সাধ্য সুনিশ্চয়॥'
বিষ্ণুভক্তিপ্রবর্ত্তনে চতুর পুরাণ।
পঞ্চরাত্র্যাদি আগম হৈয়া একতান॥
অক্ষোভ্য-গাম্ভীর্য্য-সহিত তবে কন—।
'মোক্ষ জ্ঞানসাধ্য' যেই কহিলা বচন॥
সত্য, কিন্তু সেই অতিশয় দুঃখসাধ্য।
বিষ্ণুভক্তিদ্বারা তাহা সুখে হয় বাধ্য॥
কিম্বা সেহ ভক্তি যদি নিষ্কামে নিঃসঙ্গে।
অনুষ্ঠিলে, তবে মোক্ষ সুলভ প্রসঙ্গে॥
কোন-কোন শ্রুতি স্মৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রগণ।
বিষ্ণুপর যাহাদের তাৎপর্য্যবচন॥
উক্ত বাক্যে করিলেন তাঁহারা সম্মতি॥
অর্থাত্তাৎপর্য্যবৃত্ত্যে ভক্তিঃ সুসিদ্ধ্যতি॥

যথা পাদ্মে (শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ২।২।১৪৮ টীকা)
অপত্যং দ্রবিণং দারা হারা হর্ম্ম্যং হয়া গজাঃ।
সুখানি স্বর্গমোক্ষৌ চ ন দূরে হরিভক্তিতঃ।
ন দূরে ভবন্তি, অপি তু নিকটএব,
ইতি তাৎপর্য্যোক্তিঃ।

এতেক শুনিয়া তবে হৈয়া ক্রোধভর।
মহোপনিষদ বিষ্ণুমাহাত্ম্যতৎপর॥
আপনার অনুবর্ত্তী আগম পুরাণ—।
সহিতে কহিতে তবে লাগিলা আখ্যান—॥
কেবল শ্রীবিষ্ণুভক্তি করিলে সাধন।
মোক্ষ হয় সুলভ—এ ধ্রুব উক্ত বচন॥

যথা বৃহন্নারদীয়ে (ঐ ২।২।১৪৯ টীকা)—
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যাঃ পুরুষার্থা দ্বিজোত্তমাঃ।
হরিভক্তিপরাণাং বৈ সম্পদ্যন্তে ন সংশয়ঃ॥ *।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চ ভগবৎস্তুতৌ (ঐ)—
ধর্ম্মার্থকামৈঃ কিং তস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা।
সমস্তজগতাং মূলে যস্য ভক্তিঃ স্থিরা ত্বয়ি॥-ইতি

কোন উপনিষদ্গণ বিষ্ণুভক্তিপর।
পরম রহস্যরূপ সুদুর্ল্লভতর॥
কোন-কোন গূঢ় মহাগমের সহিত।
সাত্বত-সিদ্ধান্ত তন্ত্র বৈষ্ণব নিশ্চিত॥
ভাগবত-আদি মহাপুরাণসংহতি।
এঁহারা সকলে ঈষৎ হাসিলেন অতি—॥
পরম আশ্চর্য্য বিষ্ণুমায়ার বৈভব।
ব্যক্ত তত্ত্ব সর্ব্বজ্ঞেরো নহে অনুভব॥
যেই শ্রীভক্তির হয় মহিমা অপার।
মুক্তিদাতৃত্ব মাহাত্ম্য জানিতেছে সার॥
অতএব অসদৃশ এই সব হয়।
ইহাদের সহিত কথন যোগ্য নয়॥
আর ভক্তিতত্ত্ব সুরহস্য কথন।
যোগ্য নহে সভামধ্যে তার নিরূপণ॥
এতেক বিচার তাঁরা করি মনে-মন।
মৌনে রহিলেন কিছু না কহি কথন॥
'মোক্ষের সুসিদ্ধি বিষ্ণুমন্ত্রের জপনে।
হয় কি না হয়'—এই সংশয়-বচনে॥
কোন বেদ ধর্ম্মশাস্ত্র পুরাণেতিহাস।
সহিত বিবাদ আগমাদিতে বিকাশ॥
উৎকট হইল তাহে বচনাবচন।
কলহ লাগিল দুই দলেতে তখন॥
উপরোক্ত সন্দেহ না সহিতে পারিয়া।
শ্রীমদ্ভাগবতাদিক ত্বরায় উঠিয়া॥
গূঢ়োপনিষদ-সহ কর্ণ আচ্ছাদিয়া।
সভা হৈতে বাহিরেতে গেলেন চলিয়া॥
তবে মহাপুরাণোপনিষদের গণ।
মধ্যস্থরূপে করিলেন বিচারণ—॥
'বিষ্ণুমন্ত্র-জপমাত্রে মোক্ষ হয় সিদ্ধ।'
দৃঢ়রূপে এই পক্ষ হইল সুসিদ্ধ॥
আগমগণের তাহে হইল সে জয়।
তাহা মন্ত্রজপপর মম প্রিয় হয়॥
তবে আমি ঈষদ্ধাস্যগাম্ভীর্য্যের ভাব।
গূঢ় অভিপ্রায় সব করি অনুভাব॥

ভাগবত-সাত্ত্বসিদ্ধান্ত-আনিচয়ে।
সভামধ্যে আনিলাম করি অনুনয়ে ॥
স্তবপাঠে বশীভূত তাঁহাদিগে করি।
জিজ্ঞাসিনু সাদরেতে শুনিতে বিবরি— ॥
ঈশ্বরাস্থে থাকি কেনে মৌনাবলম্বনে।
কর্ণ আচ্ছাদিয়া কেনে করিলে গমনে ॥
মোক্ষের যাথার্থ্য তত্ত্ব কিবা মত হয়?।
কৃপা করি কহ মোরে সব মহাশয়। ॥
এত শুনি সাত্ত্বত-সিদ্ধান্তাগমপর।
সহ শ্রুতিশিরোধার্য গূঢ়োপনিষদ ॥
আমা প্রতি অনুগ্রহ তবে প্রকাশিলা।
ভক্তিশাস্ত্রগণ পরে কহিতে লাগিলা— ॥
ভক্তব্রহ্মাধিকার হে! জিজ্ঞাসিলে যাহা।
মহানিধি হইতেও মহাগোপ্য তাহা।
ব্রহ্মারেও ইহা কহিবারে না যুয়ারে।
কহিব তোমার প্রতি কিবা অভিপ্রায়ে ॥
তব ভক্তিলক্ষণাদি লক্ষ্য লক্ষণে।
চঞ্চল হইয়া কহি—শুন মহাশয়ে। ॥
বিষ্ণুভক্তি-তৎপর আমরাসব হই।
মোক্ষনিরূপণ কথা আমরা না কই ॥
ক্বচিৎ নিন্দি বিশেষেতে জ্ঞানের সহিত।
ত্যাগ করাইতে মোক্ষ করি নিরূপিত ॥
কোনস্থানে মোক্ষের করিয়ে প্রশংসন।
শ্রবণ করহ কহি তাহার কারণ— ॥
প্রথমত মোক্ষের প্রশংসা করি চয়।
এমত পরমোৎকৃষ্ট মোক্ষসুখ হয় ॥
তাহা হৈতে কোটিগুণে মহা মহিময়।
বিষ্ণুভক্তিসুখ ইহা জানিবে নিশ্চয় ॥
অস্মন্নিদর্শনাভাবে নহে নিরূপণ।
এ-হেতু মোক্ষের কিছু করিয়ে বর্ণন ॥
মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকারী যে জন হইবে।
তাদের মতানুসারে ইহাও জানিবে ॥
সাধ্যফলরূপে নাহি কহি সে কখন।
সুখগন্ধ মোক্ষেতে নাহিক যেকারণ ॥
আরোগিতে রোগাভাব যেন সুখ হয়।
সুষুপ্তিতে নিদ্রাভাবদুঃখ নাহি রয় ॥
সেইমত মোক্ষে সর্ব্বপুনরূপময়।
জন্মমরণাদি দুঃখহীন সুখ হয় ॥
কেবল অজ্ঞানসঙ্গ হয় ত বাচক।
অনভিজ্ঞ সকলের সুরুচিকারক ॥
তথাপি 'তাহার কিবা হয় ত সাধন?'।
ইহা যদি জিজ্ঞাসহ, করহ শ্রবণ— ॥

ভগবন্নামের সেবা থাকুক তাহত।
নামের আভাস—শব্দ পর্য্যবসিত ॥
যদি পরিহাসে অবহেলনে সঙ্কেতে।
একবার কোনমতে কহয়ে মুখেতে।
কিম্বা কোনমতে যদি কর্ণে প্রবেশয়।
অনায়াসে সেজনের মোক্ষপ্রাপ্তি হয় ॥

যথা ষষ্ঠস্কন্ধে (ভাঃ ৬।২।২৪)—

বিক্রুশ্য পুত্রমঘবান্ যদজামিলোঽপি,
নারায়ণেতি ম্রিয়মাণ ইয়ায় মুক্তিম্ ॥ ইতি ॥

এ মুক্তিকে মুক্তিবাঞ্ছাকারী যত জন।
'পরম পুরুষার্থ' বলি করেন গণন ॥
কিন্তু চাতুর্যাতিরিক্ত কেনে বিচারণ।
মনোহর হয়—কর এ অবধারণ ॥
মোক্ষের প্রাধান্য যেই বেদ-পুরাণেতে।
হয় ত প্রমাণ সেই মোক্ষমাহাত্ম্যেতে ॥
একবিংশতিপ্রকার দুঃখের বিনাশ।
নৈয়ায়িকমতে মোক্ষ হয় ত প্রকাশ ॥

তদুক্তং নৈয়ায়িকৈঃ (বৃঃ ভাঃ ১।২।১৬১ টীকা)—

আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তির্মুক্তিরিত্যাদি ॥

কর্ম্ম আর অবিদ্যার ক্ষয়—'মোক্ষ' হয়।
কোন বৈদান্তিক দেশীয়ের মতে কয় ॥
মায়া দ্বারা কৃত যেই অন্য বিরূপ।
সংসারিত্ব কিবা তার ভেদ অনুরূপ ॥
ত্যজি আত্মস্বরূপ ব্রহ্মানুভব যেই।
বিবর্ত্তবাদি বেদান্তি-মুখ্যমত সেই ॥

যথা দ্বিতীয়স্কন্ধে (ভাঃ ২।১০।৬)—

মুক্তিহিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিরিতি।

তাতে আত্ম পক্ষদ্বয়ে মোক্ষের বিস্তার —।
দুঃখাভাব, তাহার কারণাভাব আর ॥
তাহাদের মতে সিদ্ধ হৈল এই মত।
সুখ নাই মোক্ষে ইহা বুঝ হৈয়া রত ॥
আত্মরূপানুভবে তুচ্ছ সুখ হয়।
বিবর্ত্তবাদির মতে এই ত সাধয় ॥
জীব যাঁর স্বরূপ সচ্চিদানন্দঘন।
স্বয়ংভগবান সর্ব্বেশ্বরেশ্বর হন ॥
তাঁহার পদারবিন্দ হেলে অনুভব।
ভক্তিসুখসাগর যে লাভ হয় সব ॥

তদপেক্ষা মোক্ষেতে অত্যন্ত সুখ হয়।
দুঃখাভাব কেবল মোক্ষেতে সুনিশ্চয়॥
যদি কহ—ব্রহ্ম 'পরিচ্ছেদশূন্য' কয়।
তদনুভবে অপরিচ্ছিন্ন সুখ হয়?॥
তাহার উত্তর কহি, করহ শ্রবণ—।
শুদ্ধ পরমাত্মা তত্ত্ববস্তু যেই হন॥
তাঁহাকেই 'ব্রহ্ম' বলে তত্ত্ববেত্তা জন।
কারুণ্যাদিগুণহীন সেই ব্রহ্ম হন॥
নিরন্তর ভক্তজনসঙ্গাদিরহিত।
চিত্তার্দ্রতা-আদি নাহি বিকার ক্বচিত॥
বিচিত্র-শ্রীমূর্ত্তি-বৈভবাদি-বিরহিত।
বিচিত্র-মধুর-লীলা-হীন যে নিশ্চিত॥
এবং ভগবত্তাভাবে অনুভবে তাঁর।
সুখো সেইমত অল্প হয় ত প্রচার॥
যদ্যপি বলহ—সান্দ্র সুখ অনুভবে।
হইবেক কি প্রকারে? শুন কহি তবে॥
ভগবদ্ভক্তিতে হয় সম্পন্ন তাহার।
সেই বাক্য কহি শুন করিয়া বিস্তার॥
সাক্ষাত পরমব্রহ্ম ভগবান্ যিঁহ।
সর্ব্বজীব-অন্তর্য্যামী পরমাত্মা তিঁহ॥
ব্রহ্মাদিরো নিয়ন্তা শ্রীবৈকুণ্ঠাধিষ্ঠাতা।
পরম পরমেশ্বর সর্ব্বফলদাতা॥
সুঘন সচ্চিদানন্দ শ্রীবিগ্রহমূর্ত্তি।
অচিন্ত্য আশ্চর্য্য মহিমাসাগরপূর্ত্তি॥
সগুণত্ব-অগুণত্ব-আদি বিরোধার্হ।
তাঁহাতে প্রবেশে যেন সমুদ্রে প্রবাহ॥
নিঃসঙ্গি-সঙ্গিত্ব নির্ব্বিকার সবিকার।
নিরীহত্ব ঈহাবত্ত্ব নির্ব্বিশেষ আর॥
বিশেষত্ব-আদি যত বিরোধ বিশেষ।
তাঁহাতে সকল যাই করয়ে প্রবেশ॥
ব্রহ্মত্বহেতুক নির্গুণত্বাদি সকল।
তাঁহাতে বৈসয়ে বুঝ হইয়া নিশ্চল॥
পরমাত্মা পরমেশ্বরত্বের কারণ।
সগুণত্বাদিক তাঁহে কর বিবেচন॥
অনাম-অরূপত্বাদি যে কর শ্রবণ।
তাহার বিশেষ আছে নিশ্চয় বচন॥

তথাহি (বৃঃ ভাঃ ২।২।১৬৪ টীকা)—
অপ্রসিদ্ধেস্তদ্গুণানামনামাসৌ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অপ্রাকৃতত্বাদ্রূপস্যাপ্যরূপোঽয উদীর্য্যতে॥ *॥

নির্গুণ যে ব্রহ্ম উপাসয়ে যোগিগণ।
ভক্ত ভগবানের করয়ে উপাসন॥

সেই দুই পৃথক্ না জান কদাচিত।
শ্রীবিষ্ণুর তেজ সেই হয় ত নিশ্চিত॥
ব্রহ্মতত্ত্বরূপ মহা বিভূতি ইঁহার।
ব্রহ্ম ভগবানের ত ভেদ এপ্রকার॥

ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৪০)—
যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি,
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ *॥

তাথে ভগবানের শ্রীপাদাম্বুজদ্বয়॥
শ্রীপরমশোভাযুক্ত ঘনসুখময়॥
ভক্তিদ্বারা অনুভব যেই করে মনে।
নিশ্চয় নিবিড়সুখ পায় সেই জনে॥

যথা বিষ্ণুপুরাণে (বৃঃ ভাঃ ২।২।১৬৬ টীকা)-
একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ॥ *॥

গীতায়াঞ্চ (১৪।২৭)—
ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥

শ্রীকৃষ্ণচরণদ্বন্দ্ব সুখের আধার।
সুখরূপ—শর্করার পিণ্ডের আকার॥
ব্রহ্মসুখ কেবল নহে ত সুখাধার।
শ্রীকৃষ্ণরূপের তেজ হয় ব্রহ্মাকার॥
জীবস্বরূপ নিশ্চয় যেই বস্তু হয়।
সেই যদি পরংব্রহ্ম হয় ত নিশ্চয়॥
শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দঘন ভগবান্।
তাঁহারি স্বরূপ তাহা জানিহ আখ্যান॥

যথা প্রথমস্কন্ধে (ভাঃ ১।২।১১)—
বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে

এপ্রকার হইলেও জীবের স্বরূপ।
সেই পরমব্রহ্মের হয় অংশরূপ॥
পরাশর-আদি তত্ত্ববেত্তা মুনিচয়।
তাঁহাদের এই মত জানিবে নিশ্চয়॥
ঘন তেজঃসমূহ আদিত্য যেইমত।
তেজঃসব তাঁর অংশ হয় প্রকাশত॥
মায়াদ্বারা জীবতত্ত্ব ভিন্নানেক হন।
মোক্ষ হৈলে মায়া গেলে অভেদ তখন?॥
এমত না হয়, শুন তাহায় উত্তর—।
তত্ত্ববাদি-মতানুসারেতে বাক্যবর॥

পরব্রহ্ম হৈতে জীব অংশত্বে প্রসিদ্ধ।
অতএব ভেদপ্রাপ্তি হয় নিত্যসিদ্ধ॥
মায়া দ্বারা ভ্রমেতে নহে ত উৎপাদিত।
তাহাতে দৃষ্টান্ত শুন কহিয়ে বিদিত—॥
সূর্য্যের কিরণ যেন হৈয়া সমবেত।
ভিন্নত্বে ত নিত্যসিদ্ধ খ্যাত বিশেষে ত॥
আর যেইমত হয় স্ফুলিঙ্গ অগ্নির।
তরঙ্গসকল যেন হয় বারিধির॥
মায়া বিনা সদা ভেদ নহে ত সম্ভব?।
এমত না কহ, শুন বিবরণ সব—॥
বিষ্ণুর যে শক্তি মহাযোগমায়া নাম।
চিদ্বিলাসস্বরূপা অনাদি সিদ্ধকাম॥
তাঁহাদ্বারা জীব সদা হয় ত ভেদিত।
অর্থাদংশরূপে পৃথক্কৃত সুবিদিত॥
তাথে জীবস্বরূপের অনাদিসিদ্ধত্ব।
নিশ্চয় জানিবে—এই কহিলাম তত্ত্ব॥
এইহেতু পরব্রহ্ম হৈতে ভিন্ন নয়।
ভিন্ন হইয়াও—এই সাধুমত হয়॥
সচ্চিদানন্দত্ব-ব্রহ্মসাধর্ম্ম্যে অভিন্ন।
রবির কিরণ-মত অংশত্বে ত ভিন্ন॥
মুক্ত হইলেও এইমত ভেদপ্রায়।
থাকয়ে নিশ্চয় দৃঢ় বুঝিবে তাহায়॥

যথা শ্রীশঙ্করাচার্য্যবচনম্ (বৃঃ ভাঃ ২।২।১৭১ টীকা—
মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং
ভজন্তীতি।—
যথাচ মহাপুরাণবচনম্।—
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে।

অন্যথা মুক্তিতে ঐক্য হৈলে ব্রহ্মে লয়ে।
লীলায় বিগ্রহ করা কিরূপেতে হবে॥
নারায়ণপরায়ণ কেমতে বা হয়।
যেহেতুক মোক্ষে যদি পৃথক্ত্ব না রয়?॥
না বলিহ এবচন জীবন্মুক্তপর।
শ্রবণ করহ কহি তাহার উত্তর—॥
জীবন্মুক্তদের দেহ থাকে বিদ্যমান।
সংগত না হয় দেহকরণ-ব্যাখ্যান॥
কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে আছে শ্রীপদ্মপুরাণে—।
ঋত মহামুনি হৈয়া লয় ভগবানে॥
পুন হৈল নারায়ণরূপে প্রাদুর্ভাব।
তথা বৃহন্নারসিংহে কয় অনুভাব॥
নরসিংহচতুর্দ্দশীব্রততে কথিত।
আছয়ে, সংক্ষেপ তার কহিয়ে বিদিত—

বেশ্যা সহ বিপ্র করি সুসাধনচয়।
নিজকর্ম্মফলে হৈল ভগবানে লয়॥
পুনর্ব্বার ভার্য্যা সহ প্রহ্লাদরূপেতে।
আবির্ভাব হইলেন ভক্তপ্রকারেতে॥
এই অভিপ্রায়ে 'প্রায়'-পদ শ্লোকে দান।
কভু বিষ্ণুচ্ছায় পায় সাযুজ্যনির্ব্বাণ॥
যদি কহ—মুক্তিতেও ভেদ যদি রয়ে।
তবে বহুজন্মকৃত প্রয়াসনিচয়ে॥
সাধ্যমানা মুক্তি হৈতে হৈল কিবা ফল?।
তাহার উত্তর কহি শুনহ নিশ্চল॥
শ্রীকৃষ্ণমায়ায় অনাদি অবিদ্যা হয়।
তাহাতে সচ্চিদানন্দরূপ জীবচয়॥
পরমব্রহ্মের অংশভূত নিজ তত্ত্ব।
বিস্মৃতি সন্ধানহীন হয় বিশেষত্ব॥
তাতে সংসারিত্বরূপ ভ্রম উপজয়।
ইহার যাথার্থ্য এই হয় মহাশয়!॥
অবিদ্যাহেতুতে যেই সংসারিত্ব হয়।
ভ্রমাত্মক কেবল সে জানিবে নিশ্চয়॥
মুক্তি হৈলে নিজ তত্ত্বজ্ঞান যবে হয়।
মায়া নাশ পাইলে ত ভ্রম নিবর্ত্তয়॥
ঘনানন্দ-ব্রহ্মাংশ যে আত্মার স্বরূপ।
বিশেষত হয় তার অনুভবরূপ॥
মুক্তিতে সুখাংশপ্রাপ্তি সিদ্ধ এই হৈল।
ভক্তগণে ঈদৃশস্বরূপ যদি কৈল॥
তথাপিহ তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণভজনে।
অনুভব হয় সদা তাঁহার চরণে॥
তাহে ভক্তিসুখপ্রাপ্তি নিত্যানন্দময়।
মুক্ত হৈতে বিশেষ ভক্তের এ নিশ্চয়॥
যেমত সাধন করে—সদৃশ তাহার।
ইহ-পরলোকে ফল সিদ্ধ হয় তার॥
যথা (বৃঃ ভাঃ ২।২।১৭৪ টীকা)—

নহি সংপরশুনা সাধ্যং কর্ত্তরিকয়া সিদ্ধ্যেৎ॥
সেহেতু ব্রহ্মাংশভূত আত্মতত্ত্বজ্ঞানে।
সাধ্য মোক্ষে অল্পসুখ জান পরিমাণে॥
কেনে তবে—'মোক্ষে সুখপরাকাষ্ঠা হয়'।
কেহ কেহ কহে? তার শুনহ বিষয়—॥
জন্মমরণাদি যেই হয় ত সংসার।
তার যাতনাতে চিত্ত উদ্বিগ্ন যাহার॥
রস আর চিত্তাদ্র'কারক দ্রব্যহীন।
মুক্তিবাঞ্ছাকারী যত হৈয়া অতি দীন॥
তাঁহারা করেন স্তব—'অতি সুখময়।
মোক্ষে' ইত্যাদিক কহি বচননিচয়॥

স্বর্গকামী জন যেন স্বর্গসুখ করে।
পতনাদিভয় তাহে যদ্যপি বিহরে ॥
পরাকাষ্ঠা সুখের ভক্তিতে সুনিশ্চয়।
আপনা হইতে সিদ্ধ অনায়াসে হয় ॥
সুখপরাকাষ্ঠাময় শ্রীকৃষ্ণচরণ।
সেবা দ্বারা অনুভব করে যেইজন ॥
তাহার সাধনোচিত সুখ প্রাপ্ত হয়।
যাদৃশ সাধন—সাধ্য তাদৃশ ফলয় ॥
পরমাতিশয়-প্রাপ্ত যে মহত্ত্ব হয়।
তাহার বোধনজন্য 'পরাকাষ্ঠা' কয় ॥
তাহে অনন্তসুখের সীমা কভু নাই।
যতেক সাধয়ে তত সুখ সদা পাই ॥
প্রতিক্ষণ নূতন মধুর শ্রীচরণ।
ভক্তির দ্বারায় করিলে অনুভবন ॥
অনন্ত ভক্তিজ সুখ—পরম মহত।
নিরন্তর বৃদ্ধি পায়—নাহি সীমা তত ॥
মুক্তি-প্রাপ্তে ব্রহ্মসুখ বৃদ্ধি নাহি পায়।
যেহেতুক সীমাযুক্ত আছয়ে তাহায় ॥
ইথে 'পরব্রহ্ম আর পরমাত্মা গত।
সজাতীয় ভেদ আছে'—না কহ এমত ॥
সর্বজীব-অন্তর্যামী পরমাত্মা যিনি।
নিশ্চয় জানিবে পরব্রহ্মরূপ তিনি ॥
তিনিই হয়েন পরমেশ্বর নিশ্চয়।
গুণ-লীলা-ভেদে বহু-রূপ তাঁর হয় ॥
পরমাত্মা পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের।
আর তাঁহা হৈতে প্রকাশিতাবতারের ॥
ভিন্নত্বপ্রত্যয়ে ঐক্য-হেতু ভেদ নয়।
অতএব সজাতীয় ভেদ নষ্ট কয় ॥
পরিচ্ছিন্নত্বাদি ভেদ যে বিজাতীয়ত্ব।
তাহা-প্রাপ্ত জীবসকলেরো বুঝ তত্ত্ব ॥
ব্রহ্মাংশহেতুক অংশিসহ ভেদ নয়।
ইথে বিজাতীয়রূপ ভেদ নষ্ট হয় ॥
এই উক্তপ্রকার সিদ্ধান্তবিশেষেতে।
বস্তুভক্তিপর- আমাদের সুসম্মতে ॥
বিচারেতে ব্যাখ্যা দ্বারা হৈলে প্রকাশিত।
উক্তানুক্ত-সর্ব্ব-ভক্তিমার্গবিষয়ী ত ॥
ব্যাখ্যা নির্গত-দোষ—নির্দ্দোষ তাহে হয়।
যেহেতু সন্দেহ গণমাত্র নিরসয় ॥

তথাহি (বৃঃ ভাঃ ২।২।১৮১ টীকা)—

এবমেব ব্রহ্মণ এবোৎপদ্যন্তে তস্মিন্নেব লীয়ন্তে ।

ইহাতে 'ব্রহ্মের সহ অভেদ জীবের'।
যে কেহ মানয়ে—দেখ মতে তাহাদের ॥
ব্রহ্মের অশেষ-স্বরূপানুভবাভাবে।
মুক্তিতেও অল্প সুখ সিদ্ধ অনুভাবে ॥
যেন সমুদ্রের একদেশ হৈতে হয়।
তরঙ্গসকল পুন একদেশে লয় ॥
জলময়-হেতু সিন্ধু হইতে অভিন্ন।
রত্ন-গাম্ভীর্য্যাদি-গুণাভাবে হয় ভিন্ন ॥
সিন্ধুজলে লয় হেতু পৃথক্ নাহি রয়।
ঐক্য হৈয়া 'সমুদ্রত্ব-প্রাপ্ত' ইহা কয় ॥
তেন স্বকারণে ব্রহ্মাংশেতে জীবগণ।
মোক্ষ-লয়ে 'ব্রহ্মে ঐক্যগত' ইহা কন ॥
কিন্তু স্বভাবেতে জীব পরিচ্ছিন্ন হয়।
ব্রহ্ম সে অপরিচ্ছিন্ন সুখঘনময় ॥
জীবের ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি কখন না হয়।
তাতে ব্রহ্ম হৈতে জীব ভিন্ন সদা রয় ॥

যথা শঙ্করাচার্য্যেণোক্তম্ (ঐ টীকা)—

সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ কচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ ॥ ● ॥

মায়াকৃত জীবত্বের ভেদ নষ্ট হয়।
তদীয়স্বরূপে পুনর্ব্বার ভেদ রয় ॥
যদি কহ—ঐক্যাপত্তি হয় অতিশয় ?।
তবে 'নাথ তবাহং' এ বাক্য নাহি রয় ॥
যেন নদীপ্রবাহাদি সমুদ্রে মিলায়।
বহির্বিদ্যমানত্ব নদীর তাহে যায় ॥
বিচিত্র-অপরিচ্ছিন্ন-সুরত্নাদিময়-।
সমুদ্রত্ব নদীদের কদাপি না হয় ॥
এমত বিচারে মোক্ষে কেবল অভাব।
দীপনির্ব্বাণের ন্যায় কর অনুভাব ॥
মুক্তি হইলেহ ভেদ থাকে পরিমাণ।
পূর্ব্বমত একদেশে করে অবস্থান ॥
আত্যন্তিক-প্রলয়েতে এমতপ্রকার।
মোক্ষ হয়, জীব পুনঃ সৃষ্টিতে প্রচার ॥
'মোক্ষে সুখ অতি ভক্তিপরায়ণ-মত।'
এরূপ না কহ, শুন উত্তরাভিমত—॥
সর্ব্বদা প্রমাণভূত আমরা যে হই।
শ্রীমদ্ভাগবতাদিক শাস্ত্রগণ কই ॥

যথা (ভাঃ ১।৭।১০)—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥

(ভাঃ ৩।২৫।৩১)—

ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী ।

(ভাঃ ৬।১৭।২৮)—
নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥
ইত্যাদীনি বহুনি সন্তি॥

মহত—শ্রীনারদ প্রহ্লাদ হনুমান্।
চতুঃসন ব্যাস শুক আদি সমাখ্যান॥
তাঁহাদের বাক্য বহু আছয়ে প্রমাণ।
ভক্তির অগ্রেতে মুক্তি অতি তুচ্ছাখ্যান॥

যথা (বৃঃ ভাঃ ২।২।১৮২ টীকা)—
ভববন্ধচ্ছিদে তস্মৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে।
ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে॥
মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাদিতি
বেদান্তে চ (ব্রহ্মসূত্র ১।৩।২)।

সেইমত সাধুদের দেখ ব্যবহার।
ভগবান্ মুক্তি দিলে না করে স্বীকার॥
অতএব এইসব ইহাতে প্রমাণ।
অন্যপ্রমাণাপেক্ষা নাহিক পরিমাণ॥
মোক্ষাধিক ভক্তির মাহাত্ম্যনিরূপণে।
অনুকূল পুরাবৃত্ত আছে অগণনে—॥
দ্বারকানিবাসি-ব্রাহ্মণের পুত্রগণ।
মুক্তিপ্রাপ্ত হৈয়াছিল ত্যজিয়া জীবন॥
কিন্তু বিপ্র আকুল হইয়া শোকে তার।
রক্ষক পার্থের নিন্দা করিল বিস্তার॥
অর্জ্জুন হইয়া তাহে বিষাদিত-মন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল কৈল অন্বেষণ॥
কোথাও না পায়্যা পতি বিষণ্ণবদন।
শ্রীকৃষ্ণনিকটে আসি কহিল কথন॥
শ্রীকৃষ্ণ আপনি লৈয়া অর্জ্জুনে তখন।
উত্তর-দিশাতে প্রভু করিলা গমন॥
সপ্তদ্বীপ সপ্তসিন্ধু অতিক্রম করি।
স্বর্ণময়ী আর অন্ধকারময়ী হরি॥
পশ্চাতে রাখিয়া কারণার্ণবের তীরে।
উপস্থিত হৈয়া ঝাঁপ দিলেন সে নীরে॥
অর্জ্জুন জলের মধ্যে পড়িয়া তখন।
অপরূপ স্থান এক করিল দর্শন—॥
অনন্তশয্যায় হরি আছেন শয়নে।
লক্ষ্মী করিতেছেন শ্রীপদসম্বাহনে॥
বহুতর স্তব তবে তাঁহার করিল।
জিজ্ঞাসানুসারে পার্থ সকল কহিল॥
বিপ্রসুত মুক্ত হৈয়া সুদেহ-ধারণে।
প্রভুকে করিতেছিল চামরব্যজনে॥

অর্জ্জুনের স্তবে প্রভু হৈয়া সন্তোষণ।
বিপ্রসুতে লৈয়া যাত্যে কৈলা আজ্ঞার্পণ॥
তাঁরে লৈয়া পুন ভগবানের সহিত।
দ্বারকায় আসি বিপ্রে করিলা অর্পিত॥
মুক্ত বিপ্রসুত আসি পুন দ্বারকায়।
ভক্তি আচরণ বহু করিলা তথায়॥
ইত্যাদি অনেক আছে বৃত্ত পুরাতন।
পাবে মহাপুরাণ করিলে ত শ্রবণ॥
সেই-হেতু ইহাতে সঙ্গত নাহি হয়।
অর্থবাদত্বকল্পনা শুন মহাশয়!॥
অর্থবাদ-কল্পনা সে যে করে আচার।
যাহা হৈতে নাস্তিকত্ব হয় ত বিস্তার॥
কল্পনাকর্ত্তা মানব হয় সে পতিত।
দুস্তর নরক ঘোরে জানিহ নিশ্চিত॥
অতএব কুতর্ককর্কশ মিথ্যাচয়।
প্রৌঢ়িবাদ-আদি ত্যাগ করিয়া নিশ্চয়॥
মোক্ষ হৈতে ভক্তির মাহাত্ম্য সবিশেষ।
এই পক্ষ করিবেক স্বীকার নিঃশেষ॥
অন্যথা নরকপাত অবশ্য হইবে।
এই কথা সুসিদ্ধান্ত নিশ্চয় জানিবে॥
মোক্ষ কোনপ্রকারেতে শ্লাঘ্য নাহি হয়।
অসুরগণেরো দেখিতেছি মুক্তিচয়॥
গোবিপ্রাদিঘাতী কংসাদিক দৈত্যগণ।
মুক্তিপর-শাস্ত্রে করে তাদের নিন্দন॥
সেইসব অসুর শ্রীকৃষ্ণহস্তে মরি।
মুক্তিপদ পাইলেক আয়াস না করি॥
সাধুত্ব—শ্রীকৃষ্ণপদে ভক্তির আচার।
অসুরত্ব—নিরন্তর দ্বেষ করে তাঁর॥
গুণ-কর্ম্ম-প্রভৃতিক অশেষপ্রকারে।
বৈপরীত্য নিরন্তর দুইতে প্রচারে॥
অতএব তাহাদের সাধ্যসাধনেতে।
বৈপরীত্য নিশ্চিত উচিত বিধানেতে॥
সাধুদের কৃষ্ণপদোপাসন সাধন।
দৈত্যদের অদ্বৈতাত্মতত্ত্বজ্ঞানে মন॥
সাধুসকলের সাধ্য 'প্রেমভক্তি' হয়।
দৈত্যদের তার বিপরীত 'মুক্তি' কয়॥
ভগবানে দ্বেষাদি করিলে আচরণ।
সমফল একত্রে যে আছয়ে গণন॥

যথা সপ্তমস্কন্ধে (ভা ৭।১।২৯)—
কামাদ্দ্বেষাদ্ভয়াৎ স্নেহাদ্যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ॥
ইত্যাদি।

সে কেবল জন্মমরণাদিক সংসার-।
প্রবাহের অভাবেতে সমতা-আকার ॥
জ্ঞানবৈরাগ্যাদি গৌণ-সাধুত্বনিশ্চয়।
পরমসাধুত্ব কৃষ্ণভক্তি দ্বারা হয় ॥
যেহেতুক সেই ভক্তি পরম সাধন।
শ্রীকৃষ্ণচরণদ্বন্দপ্রাপ্তির কারণ ॥
ভক্ত্যারম্ভে কর্ম্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি সব।
তদঙ্গহেতুক গৌণ হয় ত সম্ভব ॥
অতএব তাহে সাধ্য পরম সুফল।
শ্রীযুক্তশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রচরণযুগল ॥
পর-পুরুষার্থ যেই মোক্ষ বস্তু হয়।
তদধিক বলি ভক্তি 'সাধন' সে নয় ॥
অতএব সে-ভক্তির ফলত্ব উচিত ?।
সত্য এই কথা, শুন উত্তর বিদিত— ॥
শ্রীকৃষ্ণপদাব্জদ্বন্দ্বে যেই ভক্তি হয়।
তাহাতে রসিক যেই-যেই মহাশয় ॥
কৃষ্ণভক্তিস্বরূপ সমগ্র হয় জ্ঞান।
তাঁহাদের সাধ্যফলরূপা ভক্তি জান ॥
শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দদ্বন্দ্ব-মরকন্দ।
সারভূত-মধুগন্ধি-রস—পরানন্দ ॥
তদাত্মিকা সেই ভক্তি হয় সুনিশ্চয়।
ইহার তাৎপর্য্য কহি, শুন মহাশয় !— ॥
শ্রীল ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়।
দর্শনমাত্রে যাদৃশ সুখ উপচয় ॥
তাহার অধিকাধিক তদীয় সেবায়।
সুখপ্রাপ্তি আর ভক্তি নিত্যফল পায় ॥
আত্মারাম জীবন্মুক্ত সিদ্ধ যতজন ॥
মুক্ত-সহ দুঃখাভাবমাত্র প্রাপ্ত হন ॥
শ্রীবিষ্ণুর ভক্ত শ্রীবৈকুণ্ঠগত হয়।
কিবা পাঞ্চভৌতিক-শরীরধারী হয় ॥
তাহাদের সান্দ্রসুখ-বিশেষানুভাব।
নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদে হয় সব ॥
স্বধর্ম্মাচরণ-আদি 'কর্ম্মেতে' আখ্যান।
আত্ম-অনাত্মের তত্ত্ববোধ হয় 'জ্ঞান' ॥
বিষয়েতে বিতৃষ্ণাকে 'বৈরাগ্য' কহয়ে।
ইহাসবে অপেক্ষা আসক্তি যার হয়ে ॥
তাহার সে ভক্তি কভু সিদ্ধ নাহি হয়।
শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় কেবল সুসিদ্ধয় ॥
ভক্তিমাত্রাপেক্ষক যেজন সুনিশ্চিত।
সেই কৃপা তার প্রতি হয় প্রকাশিত ॥
অতএব ভক্তির বিরুদ্ধ কর্ম্মাদিক।
ভক্তিপর জন ত্যজিবেক সার্ব্বদিক ॥

ভক্তিবিক্ষেপক 'কর্ম্ম' হয় সর্ব্বক্ষণ।
নানা-ব্যাপার-শতেতে করয়ে চালন ॥
'বৈরাগ্য' তদ্বিষয়ক রসের শোষক।
অর্থাত্তৎসম্বন্ধীয়-রাগ নিবারক ॥
ভগবৎসেবায় হয় নির্ব্বিঘ্নতা তায়।
বৈরাগ্যেতে এই সব দোষ ব্যক্ত পায় ॥
'জ্ঞান' হয় সেই ত ভক্তির হানিকর।
তাহে ভক্তি ক্ষীণতা পায়েন নিরন্তর ॥
আত্মতত্ত্বাদিক বোধ হইয়া বিস্তীর্ণ।
ভক্তিতে প্রবৃত্তি অতিশয় করে শীর্ণ ॥
সেই কর্ম্মাদিক যদি হয় ভক্তিপর।
তবে ত সার্থক কিছু করিয়ে গোচর ॥
কর্ম্ম করি তার ফল করি নিরসন।
কেবল ভগবৎপ্রীতে করে তদর্পণ ॥
বৈরাগ্যেতে—মোক্ষেতেহ বিতৃষ্ণা করিয়া।
কৃষ্ণসেবারাগে থাকে সে অনুবর্ত্তিয়া ॥
জ্ঞানেতে—অদ্বৈততত্ত্ববোধ ত্যাগ করি।
কেবল 'ভগবদীয় আত্মা' মনে ধরি ॥
এইরূপে কর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্য যদি ত।
তত্তন্মলহীন হৈয়া হয় ত শোধিত ॥
তবে ত ভক্তির হয় অনুবর্ত্তমান।
অর্থাৎ প্রথমসাধনাঙ্গতা বিধান ॥
আত্মারামগণ হৈয়া কৃষ্ণানুগৃহীত।
ভক্তসঙ্গে ব্রহ্মনিষ্ঠা করিয়া ত্যজিত ॥
কৃষ্ণগুণমহিমাতে আকৃষ্ট হইয়া।
ভজয়ে বহুধা ভক্তিমার্গে প্রবেশিয়া ॥
প্রাপ্তে মোক্ষ ব্রহ্মলয়,—নাহি কলেবর।
কিমতে ভজয়ে ? তার শুনহ উত্তর— ॥
যোগমায়া-বিষ্ণুশক্তিদ্বারা মুক্তসব।
পাইয়া সচ্চিদানন্দময়-দেহ-ভব ॥
পরমাকর্ষকগুণ শ্রীল ভগবানে।
তাদৃশ ইন্দ্রিয় দ্বারা ভজয়ে নানানে ॥
'ভক্তি বিনা কিছুমাত্র নাহি সিদ্ধ হয়।'
ভক্তিপর-সকলের মত এ নিশ্চয় ॥
ব্রহ্মলোকাদিক মহাবিভূতির চয়।
প্রাপ্তি হৈতে শ্রেষ্ঠ আত্মারামত্ব সে হয় ॥
ভক্তি বিনা তাহা সিদ্ধ কিপ্রকারে হয় ?।
'ভক্তিদ্বারা হয়' যদি কহ মহাশয় ! ॥
তবে উপপন্ন নাহি হয় কদাচন।
'আত্মারাম ভক্ত হৈয়া ভজে' এ বচন ॥
যেহেতু তাদের ভক্তি পূর্ব্ব হৈতে হয়।
'ভক্ত হৈয়া' এবচন উৎপন্ন নয় ॥

যদি কহ—'ভক্তি হৈতে হয় সিদ্ধগতা।
পরমপুরুষার্থরূপ যে আত্মারামতা ? ॥'
তাহাতেও বিষয়ের বাসনার ন্যায়।
ভক্তির বাসনা তথা নিবর্ত্ত না পায় ॥
তাহাতেহ ভক্তির প্রকৃত-ফলাভাব।
সেইহেতু পুনর্ব্বার প্রবৃত্তি-সম্ভাব ॥
বাসনাস্বভাবে ঘটে অনুবৃত্তি তাঁর।
কৃষ্ণগুণমহিমার এই চমৎকার ॥
আত্মারামত্ব ভক্তির ফল মাত্র নয়।
মুক্তিও ভক্তির অবান্তর ফল হয় ॥
শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দে প্রেমের সম্পত্তি।
এই মুখ্যফল দান করেন সে ভক্তি ॥
'মহাত্মারামতা তাহে বিরুদ্ধ প্রচার ?।'
ইহা আশঙ্কিয়া করিছেন পরিহার— ॥
অহঙ্কার-ত্যাগ-মাত্রে সে আত্মারামত্ব।
সিদ্ধ হয়, ভক্তির নাহিক অপেক্ষত্ব ॥
সেই অহঙ্কারত্যাগ হয় ত সুকর।
তত্ত্ববেদিসব ইহা কহেন বিস্তর ॥

তথাচ বাশিষ্ঠে (বৃ: ভা: ২।২।১১৩ টীকা)
অপি পুষ্পাবদলনাদপি নেত্রনিমীলনাৎ।
সুকরোহহংকৃতিত্যাগো মতস্তত্ত্ববেদিভিঃ ॥

'সকল কর্ম্মের মূল হয় অহঙ্কার।
তদ্গতে ভক্তিপ্রবৃত্তি হয় কিপ্রকার ? ॥'
এমত না কহ, শুন তাহার সিদ্ধান্ত।
যাহাতে সন্দেহ দূর হইবে নিতান্ত— ॥
কৃষ্ণশক্তিবিশেষে সচ্চিদানন্দময়-।
দেহযুক্ত হয় ভক্ত, নাহিক সংশয় ॥
'শ্রীকৃষ্ণের দাস এ সচ্চিদানন্দময়।'
অহঙ্কারবিশেষের উপলব্ধি হয় ॥
তাহা হইতে সুতরাং ভক্তি সিদ্ধ হয়।
এই সুসিদ্ধান্ত ইথে জানিহ নিশ্চয় ॥
'আত্মারামত্ব ভক্তের আছে কিবা নয় ?।'
এই জিজ্ঞাসায় শুন উত্তর যে হয়— ॥
মোক্ষ আত্মারাম যোগ সিদ্ধি জ্ঞানাদিক।
অবান্তর ফল সে ভক্তির নিরূপিক।
রন্ধনার্থে প্রজ্বলিত অগ্নিতে যেমত।
শীত-অন্ধকার-আদি হয় ত বিহত ॥
তেমত ভক্তির অবান্তর ফল হয়।
মোক্ষাদিক, এই তত্ত্ব জানিহ নিশ্চয় ॥
তথাপি আত্মারামত্ব ভক্তগ্রাহ্য নয়।
যেহেতুক প্রেমের বিরোধী সেই হয় ॥

ভক্তির পরম ফল 'প্রেম' সর্ব্বদায়।
'তৃপ্তির অভাব' হয় স্বভাব যাহায় ॥
অতএব প্রেমে আর আত্মারামতায়।
অত্যন্ত বিরোধ ব্যক্ত, বুঝহ ইহায় ॥
অবান্তর-ফল-সব-মধ্যেতে নিশ্চিত।
অতি হেয় হয় আত্মারামত্ব বিদিত ॥
অতি পরিহরণীয় সেই ত সতত।
সাধু ভক্তিরসিকগণের এই মত ॥
ভক্তি না থাকিলে আত্মারামত্ব-সিদ্ধিতে
মন-অসন্তোষ নাহি হয় ত নিশ্চিতে ॥
দোষাভাব বরং মহাগুণযুক্ত সেই।
শ্রীযুক্ত বৈষ্ণবেন্দ্রগণের মত এই ॥
'ভক্তি বিনা আত্মারামতার সিদ্ধি নয়।'
এইকথা অযুক্ত সর্ব্বতোভাবে হয় ॥
'মহারত্ন বিনা প্রাপ্তি নহে তুষকণ।'
পণ্ডিতের অসম্মত সদা এ বচন ॥
তবে 'ভক্তি ব্যতিরেকে কিছু সিদ্ধ নয়'।
কোন বৈষ্ণবের মত এহো সত্য হয় ॥
তাহার সিদ্ধান্ত শুন করি নিবেদন— ।
চিত্তশুদ্ধি আত্মারামত্বের সে কারণ ॥
সেই চিত্তশুদ্ধি হয় স্বধর্ম্মাচরণে।
আত্মারামত্বের প্রতি প্রবল সাধনে ॥
স্বধর্ম্মাচরণে আজ্ঞা কৈলা ভগবান্।
তৎপারপালনে হয় ভক্তিতে আখ্যান ॥
স্বধর্ম্মাচরণরূপ অল্প ভক্তি তায়।
আত্মারামত্বক অতি তুচ্ছ ফল পায় ॥
শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ ভক্তি যে আশ্চর্য্য।
পরোৎকৃষ্ট ফল প্রেমসম্পত্তি প্রাচুর্য্য ॥
হৈলে আত্মারামত্বের সিদ্ধি যেই জন।
কৃষ্ণকৃপাহেতু তাহা করিয়া ত্যাজন ॥
কৃষ্ণপাদদ্বন্দ্ব করে ভক্তিতে ভজন।
নির্ব্বিঘ্নেতে মহাসুখে সিদ্ধ সেইক্ষণ ॥
কেহ কহে—'ভক্তি করিবারে আচরণ।
উত্তমাধিকারী হয় আত্মারামগণ ? ॥'
তাহা নহে, ভক্তিতে সকলে অধিকারী।
যেমত গঙ্গার স্নানে নাহিক বিচারি ॥
বর্ণাশ্রমাচারপ্রভৃতির কোন রীতে।
অপেক্ষা নাহিক সেই ভক্তি আচরিতে ॥
আমাদের মতে—যেইজনের উপর।
কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্ত-কৃপা হয় বহুতর ॥
শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দমাত্রাপেক্ষা করে।
সুখেতে সম্পন্ন ভক্তি হয় সেই নরে ॥

তত্র ভক্তিসুখানুভাবক—'ভক্তগণ'
আর অনুভবনীয়—'শ্রীকৃষ্ণচরণ'॥
অনুভবক্রিয়া—'সর্ব্ব-করণ-সাধন'।
বহুমতে প্রকর্ষতে হয় ত স্ফুরণ॥
'অহং দাস সেবাকারী' ইত্যাদিপ্রকার।
অনুভাবকের স্ফূর্ত্তি বহুধা বিস্তার॥
বিচিত্র মধুর রূপ মধুর বিলাস।
অনুভবনীয়-স্ফূর্ত্তি এ আদি প্রকাশ॥
শ্রবণকীর্ত্তনাদিক স্ফূর্ত্তি করণের।
তাহাতে বৈচিত্রস্ফূর্ত্তি অনুভূতিয়ের॥
সমাধিতে চিত্তাদিক ইন্দ্রিয় সবার।
বৃত্তির অভাব হয়—শূন্যতা-আকার॥
সেহেতু কেবল একরূপ সুখ হয়।
ইন্দ্রিয়ের বৃত্ত্যভাবে বিস্তৃত সে নয়॥
সেই ত অস্ফুট হয় শূন্যের সমান।
অনুভবাভাবহেতু সর্ব্বশূন্যাখ্যান॥
ভক্তিতে ইন্দ্রিয়গণে বাহ্যান্তঃকরণে।
কোটি চিত্র বৃত্তি বর্ত্তমান অনুক্ষণে॥
বিচিত্র পরমাশ্চর্য্য সুখ সবিশেষ।
স্বয়ং সম্পন্ন তাহাতে হয় ত অশেষ॥
সমাধিতে যেই ছিল অস্ফুট আকার।
সেই ত ভক্তিতে হৈলে বৃত্তি সত্ত্বাকার॥
স্ফূর্ত্তি পায় অধিক হইয়া দীপ্যমান।
তাহাতে দৃষ্টান্ত দেখ সাক্ষাৎ প্রমাণ॥
সূর্য্যাদির তেজ যেন আকাশমণ্ডলে।
ততোধিক দীপ্যমান স্ফাটিক অচলে॥
অতএব সমাধিতে অনুভূয়মান।
যত সুখ হয় আত্মতত্ত্ব কৈলে জ্ঞান॥
ততোধিকাধিক-সুনিবিড় সুখময়।
শ্রীচরণপদ্মদ্বন্দ্ব-ভজনে নিশ্চয়॥
প্রতিক্ষণ নূতন বিচিত্র ব্যাহ্যান্তরে।
স্ফূর্ত্তি হয় সে পদারবিন্দ নিরন্তরে॥
সেহেতু অধিকাধিক সর্ব্বাহ্লাদময়।
সম্পন্ন পরম সুখ নিরন্তর হয়॥
সমাধিজ মোক্ষসুখ হৈতে এপ্রকারে।
পরম মহৎসুখ ভক্তির আচারে॥
কৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য-কৃপার মাধুর্য্য।
হইতে বর্দ্ধিত সদা সে সুখপ্রাচুর্য্য॥
পরব্রহ্মরূপ-হেতু সদা একরূপ।
কৃষ্ণৈশ্বর্য্যবিশেষ অদ্ভুত বর্ধ-রূপ॥
বিশিষ্টা সাযুজ্যরূপা সেই মুক্তি হয়।
তার সুখ হৈতে বিপরীত আচরয়॥
মোক্ষসুখ এক-রূপ, বহু-রূপ ইহ।
তার সীমা আছে, সীমারহিত এনিহ॥
পরিপূর্ণ-হেতু তৃপ্তিজনক সে হয়।
তৃপ্তিনিরাশক এই—তৃপ্তি কভু নয়॥
শ্রীহরির মহাভক্তিবিলাসমাধুরী।
তার অতিশয়াত্মক এই সুখপুরী॥
ভক্তিবিলাস-মাধুরী-সুখ যে না জানে॥
তাহাদের তর্কের গোচর নহে স্থানে।
সদা একরূপ হইয়াও বিষ্ণু তায়।
অভক্তের দুর্ব্বিতর্ক্য স্বশক্তি মায়ায়॥
আপনার তথা নিজ ভক্তির সে আর।
অনুক্ষণ নবনব বিচিত্রপ্রকার॥
শত শত মাধুর্য্য করেন প্রকটন।
ভক্তি দ্বারা কৃত যত সেইরূপ হন॥
নবনব বিচিত্র মাধুর্য্য অনুক্ষণ।
জনন হেতুক পারব্রহ্মানিরূপণ॥
মধুরমধুর রূপ বিলাস বৈভব।
পরমেশ্বরতা যেই সেই এই সব॥
ভক্তসব প্রতি যেই করুণা প্রবর।
তাহার সীমার অন্ত্য প্রকটনতর॥
ভক্তদের নিবিড় মধুর যে আনন্দ।
তার সমূহের অনুভব সুখস্কন্দ॥
তাহার চরম সীমা স্বভাব কথিত।
ব্রহ্মানুভবিক সুখ যাহাতে তুচ্ছিত॥
স্বভক্তগণের পরমানির্ব্বচনীয়।
বিবিধ মধুর আনন্দের লহরীয়॥
তার নিরন্তর সম্পত্তির সে কারণ।
বহুতর বিশেষ করেন বিস্তারণ॥
সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্বে যত ভক্তগণ।
একরূপ হয়, তবু আছে বিশেষণ॥
শ্রবণ-কীর্ত্তন-প্রভৃতির পরায়ণে।
ভক্তেদের বহু ভেদ হয় বিস্তারণে॥
নানা বিশেষ স্বভাব রহিত আপনে।
নিত্য একরূপ, কার্য্যে হন বিস্তারণে॥
সেইমত ভক্তেদের বিচিত্র অনেক॥
ইন্দ্রিয়বৃত্তি বিভব হয় বিস্তরেক॥
নিত্যাদ্বৈত ব্রহ্মরূপ কৃষ্ণ কৃপাময়।
নিত্য-নানা-বিশেষ-সৌন্দর্য্য-গুণালয়॥
নিত্যৈশ্বর্য্য নিত্যশ্রীক নিত্যভক্তিময়।
নিত্যভৃত্যসহ সঙ্গ প্রকৃষ্ট অব্যয়॥
নিত্য যার লোক,—কভু নাহিক অপার।
ভক্তিবিঘ্ন হৈতে রক্ষা করুন তোমার॥

এই বিষ্ণুভক্তিরূপ মহারস হয়।
অতি সুকোমল তাহে পণ্ডিতনিচয় ॥
কর্কশ তর্ককণ্টক রোগ নাহি করে।
অন্যথা মূর্খতা পুনঃ হয় ত বিস্তরে ॥
তথাপি নির্ব্বাণরত যতেক নরের।
প্রবৃত্তি-নিমিত্তে ইথে হেতু বিস্তারের ॥
দৃঢ় যুক্তি বিনা মুক্তি ত্যাগ না করয়ে।
ভক্তিমার্গে তাহাদের প্রবেশ না হয়ে ॥
কণ্টকে কণ্টক বিদ্ধ করয়ে নির্গত।
কহিনু কিঞ্চিৎ তর্ক ইথে সেইমত ॥
হৃদয়ে মুক্তি-কণ্টক লাগিয়াছে যার।
এই তর্ক বিচারিলে হয় ত উদ্ধার ॥
আর যত নবীন শ্রীবিষ্ণুভক্তজন।
অর্থাৎ অপ্রাপ্তনিষ্ঠা যাহাদের মন ॥
মুক্তি হৈতে ভক্তির মাহাত্ম্য সবিশেষ।
শুনি তাঁহাদের হবে আহ্লাদ অশেষ ॥
আপনি যদ্যপি মনে বিচারিয়া সব।
'মোক্ষ অতি তুচ্ছ' ইহা করি অনুভব ॥
বিশুদ্ধ প্রেমলক্ষণা যেই বিষ্ণুভক্তি।
তার নিষ্ঠাসম্পত্তি ইচ্ছহ আনুরক্তি ॥
তবে তব গুরুর আদিষ্ট মন্ত্রবর।
নিজোপাস্য ভজন করহ নিরন্তর ॥
সেই মোক্ষে এই মহা নিগূঢ় বচন।
ভক্তের হৃদয়ঙ্গম করহ শ্রবণ—।
এই ত ব্রহ্মাণ্ড কোটিপঞ্চাশযোজন।
তাহার বাহেতে আছে অষ্ট আবরণ ॥
মহী জল তেজ বায়ু আকাশাহঙ্কার।
মহৎ প্রধান—অষ্ট কারণ প্রকার ॥
অতিক্রম করি শেষ অষ্ট আবরণ।
কার্য্য-কারণাদি সব করি বিলোপন ॥
মহাকালপুর নাম—নির্ব্বাণের স্থান।
প্রপঞ্চাতিরিক্ত অনশ্বর তাহা পান ॥
ঈশ্বরস্বরূপ—নহে বাক্যের গোচর।
কেবল জ্ঞানেতে যত পণ্ডিতপ্রবর ॥
কোনপ্রকারেতে করে বর্ণন তাঁহার।
কেহ ত সাকার কেহ কহে নিরাকার ॥
কিন্তু পরব্রহ্ম হন পুরুষ-আকার।
সুন্দরশরীর—কোটিসূর্য্যতেজঃসার ॥
ভক্তি দ্বারা ভক্তদের নির্ভয় লোচন।
সেই ত স্বরূপ সুখে করে নিরীক্ষণ ॥
শুষ্কজ্ঞানিগণ সেই তেজে অন্ধ হয়।
আকার না দেখি তারা 'নিরাকার' কয় ॥

ভগবৎসেবকগণ আপন ইচ্ছায়।
সেই পদে গমন করিয়া সুখাশায় ॥
ঘনীভূত ব্রহ্মরূপ মনোহরাকার।
সাক্ষাৎ দর্শন করে কেবল তাহার ॥
অতএব সেস্থানে নিশ্চয় আপনার।
দীর্ঘবাঞ্ছা যেই আছে কৃষ্ণ দেখিবার ॥
তার মহাফল হবে সাক্ষাৎ সম্পন্ন।
স্বীয় মহামন্ত্রপ্রভাবেতে সুনিষ্পন্ন ॥
এই ব্রহ্মলোকগত রাগী যতজন।
হয় সেইসকলের পুনরাবর্ত্তন ॥
বিরক্তসবার মহাপ্রলয়সময়ে।
দ্বিপরার্দ্ধপরে ব্রহ্মাসহ মুক্তি হয়ে ॥
বহুকাল বিলম্ব হইবে এপ্রকার।
না কর যদ্যপি তুমি অপেক্ষা তাহার ॥
তবে শ্রীমথুরামধ্যে অতি মনোহর।
নিজপ্রিয়া ব্রজভূমি গমন যে কর ॥
ভক্তির মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক বচন।
তাহাদের এইসব করিয়া শ্রবণ ॥
প্রভুপাদপদ্মে ভক্তি হৈল বৃদ্ধিগত।
হৃদয়েতে বিচার জন্মিল এইমত— ॥
'ঈদৃশী মুক্তিদাসিকা ভক্তি হয় যাঁর।
সাক্ষাত পাইলুঁ সেই প্রভু পিত্রাকার ॥
তারে পরিত্যাগ আমি করি এইক্ষণে।
অন্যত্র যাইব আমি হাহা কি কারণে ? ॥'
এইমত উদ্বিগ্ন দেখিয়া মোর মন।
সেই ভগবান্ কৃপাকারী ততক্ষণ ॥
সকলের অন্তরায়বৃত্তিজ্ঞ আপনে।
সমাদেশ করিলেন শ্রীমুখ-বচনে— ॥
অনির্ব্বচনীয় মম পরম ক্রীড়ন।
রাসাদিক লীলা তার স্থলী-শ্রেণীগণ ॥
তাহে বিভূষিতা—নিজ প্রিয়তমা অতি।
মাথুরিক-ব্রজভূমে তুমি কর গতি ॥
সেইস্থানে ব্রহ্মা তৃণজন্ম বাঞ্ছা করে।
ব্রহ্মপদ হৈতে তথাবাস প্রিয়তরে ॥
করিয়াছ পূর্ব্বে তুমি যাদৃশ দর্শন।
বহুকালগতেও তাদৃশ ধাম হন ॥
আমার পরমপ্রিয় নিজগুরুবরে।
পাবে পুনর্ব্বার সেই বৃন্দাবনান্তরে ॥
তাঁহার কৃপায় তুমি সর্ব্বতত্ত্বসার।
নিশ্চয় জানিবে বৎস! তথা সবিস্তার ॥
মহাকালপুরে মুক্তিপদে ততক্ষণ।
আমারে সম্যক্ শীঘ্র করিবে দর্শন ॥

এই স্থান হৈতে অতি আনন্দ উত্তম।
পাইবে চিত্তপূরক নিজ মনোরম॥
আমার প্রসাদ-প্রভাবেতে যথাকাম।
অষ্ট-আবরণ-মুক্তিপদে অবিরাম॥
শ্রীবৈকুণ্ঠলোকাদিতে করিবে ভ্রমণ।
অনুভবিবে পরমাশ্চর্য্যশতগণ॥
কতককালেতে পুত্র! শ্রীগোলোকধামে।
শ্রীমদনগোপালের দর্শনাভিরামে॥
পরিপূর্ণ সর্ব্ববাঞ্ছা হৈয়া বৃন্দাবনে।
আমাসহ ক্রীড়িবে সে নিজ-ইচ্ছা-মনে॥

এই ত প্রকার শ্রীমদ্ভগবদাজ্ঞায়।
হইলাম হর্ষশোকে আবিষ্ট তথায়॥
তাঁর সহ ক্রীড়া-আশে হৈল হর্ষ-মন।
তদ্বিরহ-জাত-শোক হরল চেতন॥
তবে এই শোভাযুক্ত শ্রীমদ্বৃন্দাবনে।
মনোবেগ-তুল্য আইলাম সেইক্ষণে॥
প্রণমিয়া শ্রীল সনাতনের চরণ।
দ্বিতীয়-অধ্যায়-ভাষা হৈল সমাপন॥
শ্রীগুরু শ্রীপাদপদ্ম সদা অভিলাষ।
ভক্তি মাগে শ্রীজয়গোবিন্দ বসু দাস॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গোলোকমাহাত্ম্যখণ্ডে জ্ঞাননামা
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

তৃতীয় অধ্যায়

অষ্টাবরণতো মুক্তিপদে প্রাপ্তে শিবাগ্রতঃ।
বৈকুণ্ঠপার্ষদৈরুক্তং তৃতীয়ে ভক্তিলক্ষণম্॥০॥

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
জয়জয় নিত্যানন্দ সদয়-হৃদয়॥
জয়জয়াদ্বৈতাচার্য্য করুণার সার।
যাহা হৈতে অবনীতে চৈতন্যাবতার॥
জয়জয় শ্রীগুরুপদারবিন্দ সার।
তৃতীয়-অধ্যায়কথা কহিয়ে বিস্তার॥
মাথুরব্রাহ্মণে তবে করি সম্বোধন।
কহিতে লাগিলা গোপকুমার তখন—॥
ব্রহ্মলোক হৈতে এই পৃথ্বীতে আসিয়া।
দেখিলুঁ আশ্চর্য্য সবদিগ নেহারিয়া॥
পূর্ব্ব দেব-মনুষ্যাদি যেস্থানে যে ছিল।
কোথাও তাহার গন্ধমাত্র না দেখিল॥
কেবল শ্রীমথুরা সে পূর্ব্বের সমান।
তরু-গুল্ম-লতা-গিরি-আদি বিদ্যমান॥
রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড কালিন্দীপুলিন।
পশুপক্ষিমনুষ্যাদি কানন প্রবীণ॥
পূর্ব্বে যেইস্থানে যাহা ছিল যেপ্রকার।
সেইরূপ বিরাজিত—নহে অন্যাকার॥
শ্রীমদ্ভগবদাজ্ঞা করিয়া সুস্মরণ।
বৃন্দাবনমধ্যে আমি করিয়া ভ্রমণ॥

অন্বেষণ করি এই কুঞ্জেতে আইলুঁ।
প্রেমেতে মূর্চ্ছিত নিজ গুরুরে দেখিলুঁ॥
জলসেচনাদি বহু প্রয়াস করিয়া।
সুস্থ করিলাম তাঁরে বহুত সেবিয়া॥
প্রণত দেখি আমারে কৈলা আলিঙ্গন।
মম বাঞ্ছা বুঝিলেন সর্ব্বজ্ঞ তখন॥
নিভরপ্রেমাবিভাবে শ্লেষ্ম অশ্রুজল।
ব্যাপ্ত ছিল কলেবর—দেখিলা সকল॥
যমুনাতে স্নান করি হৈলা পরিষ্কার।
আমারে করিয়া তবে করুণার সার॥
স্বদত্ত-মন্ত্রের ধ্যান-ন্যাস-মুদ্রাদিক।
উদ্দেশ দিলেন যথা বিধি বিশেষিক॥
মুখেতে কিঞ্চিৎ, কিছু সঙ্কেতদ্বারায়।
শিক্ষা করাইলেন সকল সকৃপায়॥
কহিলেন—নিজ এই সর্ব্বপ্রকরণ।
প্রিয়তম তুমি, তাহে দিলাম এক্ষণ॥
ইহার প্রভাবে আরো অনুক্ত সকল।
জানিবে, পাইবে ইথে মনোমত ফল॥
মহাহর্ষে আমি তাঁর পড়িলুঁ চরণে।
অন্তর্দ্ধান হইয়া কোথায় সেইক্ষণে॥

গেলেন শ্রীগুরুদেব হৈয়া অলক্ষিত।
তাঁহার বিচ্ছেদে মন হইল পীড়িত॥
যত্নে স্থির করি মন প্রভু আজ্ঞামত।
স্বমন্ত্রজপে প্রবৃত্ত হৈলুঁ আদরতঃ॥
মন্ত্রের প্রভাবে হৈল অতিক্রম সার।
পাঞ্চভৌতিকত্তা হৈতে শরীর আমার॥
অর্থাৎ শরীরত্যাগ-বিনা ততক্ষণে।
চিন্ময় পাইয়া দেহ মন্ত্রের জপনে॥
মুক্তিদ্বার রবির মণ্ডল নির্ভেদিয়া।
চতুর্দ্দশ ভুবন দেখিলুঁ উর্দ্ধে গিয়া॥
সকল ভুবন বহুদোষেতে দূষিত।
বিনা পরমার্থ সুখাভাসেতে ভূষিত॥
মায়াময়—মনোরথে স্বপ্নে দৃষ্ট যেন।
বিশেষ অনিত্য সব দেখিলাম তেন॥
পূর্ব্বে বহুকালে ক্রমে আয়াস করিয়া।
সংপ্রাপ্ত হইল যেই লোকসব গিয়া॥
এক্ষণে মনের-বেগ-সমান গমনে।
একেবারে নিমেষে সকল উল্লঙ্ঘনে॥
ততঃপরে পাইলাম আবরণগণ।
ব্রহ্মলোক হৈতে সুখে কোটিগুণ হন॥
দশদশগুণাধিক উত্তর-উত্তরে।
সেইমত বৈভবেতে হয় মহত্তরে॥
কার্য্যের উপাধি অতিক্রম যে করিল।
ক্রমে মুক্তি প্রাপ্তব্যতা যাহার হইল॥
সেই জীব—জীবত্বের উপাধি-কারণ।
লিঙ্গদেহ অতিক্রম করিতে তখন॥
পৃথিব্যাদি-আবরণরূপে প্রবেশয়।
যথা-অভিলাষ তত্তৎস্থানে ভোগ হয়॥
পৃথিবী-আদিতে যত দ্রব্য উপজয়।
তার সম্পূর্ণ-সুখ-সবার সারময়॥
কহিলুঁ সামান্যে এই আবরণগণ।
ইবে শুন বিশেষেতে কহিয়ে কথন—॥
সেইসব আবরণমধ্যেতে প্রথমে।
পৃথিব্যাবরণে আমি গেলাম অশ্রমে॥
শ্রীমহাশূকররূপী প্রভু ভগবানে।
দেখিলাম আমি বিরাজিত যেইস্থানে॥
তাঁর প্রতি-লোমে ভ্রমে ব্রহ্মাণ্ডবৈভব।
চতুর্দ্দশভুবনেতে যুক্ত সেইসব॥
তথাকার ঐশ্বর্য্যাধিকারিণী ধরণী।
মূর্ত্তিমতী শ্রেষ্ঠ দ্রব্যে করেন পূজনী॥
এইসবকারণেতে বুঝহ নিঃশেষ।
ব্রহ্মলোক হৈতে সর্ব্বমতেতে বিশেষ॥
তথা কারণস্বরূপ সেই ধরণীতে।
কার্য্যরূপ এ জগত আছয়ে প্রণীতে॥
ঘটের মৃত্তিকা যেন কারণোপাদান।
দেখিলাম সকল তথায় স্ফূর্ত্তিমান॥
পূজা ভগবানের করিয়া সমাপন।
করিলেন আতিথ্যে আমারে সংমানন॥
কহিলেন—কথোদিন থাকি এইস্থানে।
চিত্তের সুখেতে কর ভোগ সুবিধানে॥
কিন্তু আমারে যেমন আকর্ষণ করে।
মুক্তিপদপ্রাপক সাধন শীঘ্রতরে॥
সেইহেতু ধরণীর অনুজ্ঞা লইয়া।
পৃথিব্যাবরণ তবে অতীত হইয়া॥
পাইলাম ক্রমেক্রমে ছয় আবরণ।
মহারূপধর বারি তেজঃ সমীরণ॥
গগনাহঙ্কার মহৎ—এই আবরণ।
তাতে ছয় বিষ্ণুমূর্ত্তি পূজ্যমান হন—॥
মৎস্য সূর্য্য প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ সঙ্কর্ষণ।
বাসুদেব—ক্রমে এই ছয়ের অর্চ্চন॥
পূজ্য—মৎস্যাদিক, আর জলাদি—পূজক।
ভোগ শ্রী মহত্ত্ব সর্ব্বসুখের ব্যঞ্জক॥
তাহে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব হৈতে উত্তর-উত্তর।
অধিক-অধিক সুখ সুবিশিষ্টতর॥
পূর্ব্বমত আতিথ্য ভোগ্যাদিক সৎকার।
সর্ব্ব আবরণে মোরে দিলেন বিস্তার॥
থাকিতে কহিলা সবে, কিন্তু না থাকিয়া।
ক্রমেতে গেলাম সবং-অনুজ্ঞা লইয়া॥
ক্রমে অতিক্রম আমি করিয়া তখনে।
উপস্থিত হৈলুঁ যায়্যা প্রকৃত্যাবরণে॥
পরমাবরকস্বভাবা যেই প্রকৃতি।
তার পরিণামরূপ তমোময় অতি॥
সুনিবিড়-শ্যাম দীপ্তি-স্বরূপেতে তাঁর।
নেত্র-মনোহর করিল যে আমার॥
শ্রীমদনগোপালের যেই শ্যামধাম।
তার তুল্য বর্ণ তথা দেখি অভিরাম॥
অত্যন্ত হইয়া হৃষ্ট তথা হৈতে আর।
গমন করিতে ইচ্ছা না হয় আমার॥
শ্রীমোহিনীমূর্ত্তিধর ঈশ্বর আপন।
করিলা প্রকৃতি তাঁর পূজা সমাপন॥
সুপ্রহৃষ্ট-মূর্ত্তি তিঁহ আমার গমনে।
অর্ঘ্যাদিকহস্তে দেবী আইলা তখনে॥
অণিমাদি মহাসিদ্ধি করি আনয়ন।
আমার অগ্রেতে তবে দিয়া উপায়ন॥

পৃথিব্যাদিন্যায় দেবী মম অবস্থিতি।
করিলেন প্রার্থনা তখন যথারীতি॥
স্নেহের সহিত কথা কহিল তখন—।
যদ্যপি করহ তুমি মুক্তির ইচ্ছন॥
তবে তাঁর দ্বাররক্ষাকারিণী আমারে।
অনুগ্রহ কর, এই কহিলুঁ বিস্তারে॥
যবে আমি পরিত্যাগ করিব তোমারে।
তবে ত প্রবেশ শীঘ্র হবে মুক্তিদ্বারে॥
শ্রীবিষ্ণুর দাসী আমি—তদধীনা আর।
যশোদাগর্ভজা-হেতু ভগিনী তাঁহার॥
শক্তিরূপা ভক্তিদাত্রী আমারে ভজন।
করহ কৃপায়, ভক্তি বাঞ্ছ বা এখন॥
এতেক শুনিয়া তার উক্ত বাক্যগণ।
আর উপানীত দ্রব্য না করি গ্রহণ॥
বিষ্ণুশক্তি তিঁহ—এই-বুদ্ধিতে তখন।
নমস্কার করিলাম করি আদরণ॥
প্রাকৃতাবরণ নেই বর্ণ মনোহর।
দেখিবারে ইতস্তত ভ্রমিলুঁ বিস্তর॥
হেতুরূপা-প্রকৃতিময় যে জীবগণ।
তাহারা ভজয়ে—অতি মনোরম হন॥
স্থূলসূক্ষ্ম কার্য্য আর কারণ হইতে।
সর্ব্বমাহাত্ম্যাধিক্যে ত স্বয়ং বিলসিতে॥
যদ্যপি নাহিক তাঁর স্বয়ংপ্রকাশিতা।
আবরিকারূপে তথা হয়েন শোভিতা॥
বহুরূপ দুর্ব্বিভাব্য অচিন্ত্যপ্রচার।
মহামোহকারিণী সে বিভূতি যাঁহার॥
কার্য্য আর কারণের সমূহ যে হয়।
তাহাদেরো সেব্যমান হন জগন্ময়॥
পরম সুন্দর বর্ণ দেখিয়া তাঁহার।
অতিক্রমে ইচ্ছা নাহি ছিল সে আমার॥
তথাপি ঈশ্বরেচ্ছায় দুস্তরাতিঘন।
করিলাম প্রকৃতিজ-তম উল্লঙ্ঘন॥
ততঃপরে দেখিলাম তেজঃপুঞ্জঘন।
যাহার দর্শনে চক্ষু হয় নিমীলন॥
পরম ভক্তিতে যত্ন করিয়া তখন।
করিলাম অগ্রে আমি দৃষ্টিপ্রসারণ॥
তথায় পরমেশ্বর করিলুঁ দর্শন।
কোটিসূর্য্যসম দীপ্ত, রূপ বিলক্ষণ॥
মনোনয়নের হর্ষবিশেষ বাঢ়ান।
বিচিত্র-মাধুর্য্য-বিভূষণ-ব্যাপ্তমান॥
দ্বাত্রিংশত যেই মহাপুরুষলক্ষণ।
তাহাতে অন্বিত বিভু ব্যাপক সে হন॥

মায়া-আবরণাভাবে সদা দীপ্তমান।
পরব্রহ্মময় মহাদ্ভুত ভগবান্॥
পরব্রহ্মহেতু প্রকৃতিজ-গুণাতীত॥
ভক্তবাৎসল্যাদি অতি সদ্‌গুণে অন্বিত॥
প্রাকৃত আকার তাঁর রহিত সতত।
লোকমনোরমাকৃতি হয় অভিমত॥
প্রকৃত্যধিষ্ঠানরূপে বিলাসী অদ্ভুত।
প্রাকৃত-সম্বন্ধস্পর্শ-বিহীন অচ্যুত॥
এ রূপ দেখিয়া হৈলুঁ বিবশ পরেতে;
মহাসংভ্রম-সংত্রাস-প্রমোদভরেতে
কি করিব—সেইকালে কর্ত্তব্যতা যাহা।
জানিতে নারিলুঁ কোনপ্রকারেতে তাহা।
যদ্যপি পরমেশ্বর স্বয়ংপ্রকাশিত।
সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি হইতে অতীত॥
তথাপি তাঁহার করুণার প্রভাবেতে।
দেখা দেন সৌন্দর্য্যাদি প্রত্যক্ষ সাক্ষাতে॥
নিশ্চয় করিতে ইহা নারিলুঁ তখন।
চক্ষুদ্বারা কিম্বা চিত্তে করিয়ে দর্শন॥
কিম্বা বাহ্যান্তর যত ইন্দ্রিয়সকল।
তার বৃত্তি অতিক্রম করিয়া বিরল॥
কোন অনির্ব্বচনীয় চেতনাবিশেষে।
দর্শন করিয়ে—এহো ভাবি মনে শেষে॥
অতি-তেজোময়-হেতু বিশেষগ্রহণ।
নাহি হয়—কিম্বা মুক্তিপদস্বভাবন?॥
নিরাকারমত তাঁরে ক্ষণেক দেখিয়ে।
নীলাচলনাথ-কৃপা স্মরণ করিয়ে॥
ক্ষণপরে মহাতেজঃপুঞ্জ পূর্ব্বমত।
সাকার দেখিয়া হর্ষ হৈল অবিরত॥
সেই-স্থান-স্বভাবেতে আমিহ কখন।
সেই তেজঃপুঞ্জে লীন হই সেইক্ষণ॥
কভু নিজ পাদপদ্মনখের কিরণ।
স্পর্শহেতু প্রভু করি কৃপা বিতরণ॥
পূর্ব্বমত শরীরসহিতে আমাপ্রতি।
করেন অবলোকন কৃপায় সম্প্রতি
কদাপি সংসিদ্ধমুক্তি যত জীবগণ।
তদংশকারণে ভিন্ন-অভিন্ন-কথন॥
মুক্তি-হেতু ব্যক্তরূপে অপৃথগ্দর্শন।
সূক্ষ্মমূর্ত্তি-হেতু যেন সূর্য্যের কিরণ।
ভক্তগণতুল্য তাঁর চতুর্দ্দিগে বৃত॥
কদাপি দেখিয়া হয় মনঃপ্রীতিকৃত॥
সেবাদিক নাহিক সেই মুক্তিপদস্থানে।
সূর্য্যতেজোমত মাত্র আছে বিদ্যমানে॥

এপ্রকারে আনন্দের-সমুহ-সাগরে।
হইয়া নিমগ্নবুদ্ধি থাকিলাম পরে॥
আত্মারামন্যায় কিবা পূর্ণকামন্যায়।
হইলাম সে প্রভুর দর্শনবিধায়॥
তর্কেতে আশ্রিত করি সমুহ বিচার।
জানিলাম—এই মহাকালপুর সার॥
পরংপদ অন্ত্য-সীমাপ্রাপ্ত ইহা হয়।
অন্তেতে পরম ফল মানিলুঁ নিশ্চয়॥
'শ্রীমদনগোপালদেবের উপাসক।
জানিয়াহ সৌন্দর্য্য শ্রীমূর্ত্তিবিষয়ক॥
এতাদৃশ হৈল কেন কহ ত নিতান্ত?'
এমত পুছহ যদি, শুনহ বৃত্তান্ত—॥
স্থানস্বাভাবিক যেই আনন্দতরঙ্গ॥
তার ক্ষোভে বিহ্বলিত চিত্ত অনুষঙ্গ॥
তাহে 'সেই স্থান—কি সে ঈশ্বর হইতে।
অন্য কিছু নিজ প্রাপ্য আছয়ে পাইতে'॥
সেই জ্ঞান আমার হইল অন্তর্দ্ধান।
কিন্তু মম শরীরের রহিল সংস্থান॥
শ্রীমন্মহাভাগবত-গুরু-উপদেশে।
সন্মন্ত্রের সেবাদল তাহাতে বিশেষে॥
নিজ পূজ্য দেবতা শ্রীমদনগোপাল।
তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম অতি সুরসাল॥
তাঁহার সাক্ষাৎ-অবলোকন-লালসা।
লীনা নাহি হৈল, কভু জাগি অন্তর্দ্দশা॥
মুক্তিপদ-অধিষ্ঠাতা সেই তেজোময়ে।
পুরুষের চিরকাল অবলোকাশ্রয়ে॥
নিজেষ্ট-দেবতা শ্রীমন্মদনগোপালে।
সাক্ষাৎ দর্শনে যেই লোভ চিরকালে॥
বরং তাহা বিশেষেতে হইল বর্দ্ধিত।
প্রকর্ষেতে স্মৃতিপথে যেন হৈল নীত॥
তেকারণে সেই মুক্তিপদাধিষ্ঠাতায়।
সাকার-রূপেতে ব্যক্ত দেখিয়া তথায়॥
তথাপিহ পূর্ব্বমত প্রীতি নাহি পায়।
অর্থাৎ পূর্ব্বেতে যেন দেখিয়া তাঁহায়॥
নিজেষ্টদেবস্মরণে যেন হৈত প্রীত।
ইদানী তেমত নাহি হয় কদাচিত॥
'সে স্থান-স্বভাবে পাছে নিজ লয় হয়।'
এই আশঙ্কায় হৈলুঁ বিষন্ন নিশ্চয়॥
অতএব 'এই ব্রজভূমিতে আসিয়ে।
স্ববাঞ্ছিত-ইষ্টদেব-দর্শন সাধিয়ে॥'
এইমত মনে বিচারিয়া সমুদয়।
কিছু অগ্রে গিয়া মহাপুরুষ-আজ্ঞায়॥

গীতবাদ্যাদির ধ্বনি অদ্ভুত সেস্থানে।
শুনিলাম, হেন কভু না শুনিয়ে কাণে॥
চতুর্দ্দিগে দৃষ্টিপাত করিতে তখন।
দেখিলাম কোন বৃষারূঢ় বিলক্ষণ॥
উপরিস্থিত প্রদেশ হইতে তখন।
সেই মুক্তিপদে করিছেন আগমন॥
কর্পূরের সম শ্বেত—দেব সুললিত।
দিগম্বর—অর্দ্ধচন্দ্র মস্তকে ভূষিত॥
গঙ্গাজলে অম্লান যে জটার আবলী।
করেন ধারণ শিরোপরি কুতূহলী॥
ত্রিশূলী—অঙ্গেতে ভস্ম আছে বিলেপিত।
মৃত-বৈষ্ণব-শিরের মালাতে ভূষিত॥
গৌরী তাঁর ক্রোড়াশ্রিতা—তাহে সুশোভিত।
দিব্য হৈতে দিব্য চামরাদিতে কলিত॥
নিরুপম সেইসব পরিচ্ছদ হয়।
অথবা শিবের উপযুক্ত যে নিশ্চয়॥
মনোহর আকার চেষ্টিত সুলক্ষণ।
হেন পরিবারগণ করেন সেবন॥
তাঁরে দেখি পাইলাম পরম বিস্ময়।
হইল হর্ষও, চিত্তে এই চিন্তা হয়—॥
কেবা ইঁহ নিজ পরিবারেতে অন্বিত।
মুক্তিপদোপরি যে আছেন বিরাজিত॥
জগদ্বিলক্ষণ নিরুপমৈশ্বর্য্যাদিক।
মুক্তবর্গসব হৈতে হয়েন অধিক॥
দিগম্বর হইয়াও প্রিয়া-আলিঙ্গনে।
অতিক্রান্ত সদাচার হয় ত লক্ষণে॥
মহাবিষয়েতে-যুক্তন্যায় ত সাক্ষাতে।
বিচিত্রবিভূতিমান দেখিয়ে যাহাতে॥
ধর্ম্মপরিপালক যে পরম ঈশ্বর।
পরম মুক্ত স্বভাব সুবিদিততর॥
তাহার বিষয়ভোগ করিয়া দর্শনে।
বিতর্ক হইল নানাবিধ মম মনে॥
সেই গৌরীপতিকে করিয়া আলোকন।
পরম আনন্দভরাক্রান্ত হৈল মন॥
সহ-পরিবার তাঁরে কৈলুঁ নমস্কার।
কৃপায় করিলা অবলোকন আমার॥
সে গৌরীপ তর গণাধ্যক্ষ নন্দীশ্বর।
নিকটে গেলাম হর্ষবেগে শীঘ্রতর॥
করিলাম জিজ্ঞাসা—'কহিবে সমুদায়।
কে ইঁহ, থাকেন কোথা, যায়েন কোথায়?'॥
চাস্য করি কহিলেন তিঁহ বিশেষক—।
গোপালোপাসনাপর হে গোপবালক!॥

শ্রীশিব জগদীশ্বরে তুমিহ না জান ?।
তাহে সদাচারত্যাগে দোষ নাহি মান ॥
ভোগমুক্তিদাতা—কৃষ্ণে ভক্তিবিবর্দ্ধন।
মুক্তগণপূজ্য—বৈষ্ণবের প্রিয় হন ॥
শিব-কৃষ্ণে অপৃথগ্‌দৃষ্টি ভক্তি যেই।
তাহে লভ্য নিজলোক উপযুক্ত যেই ॥
তাহা হৈতে সখা কুবেরের বশীভূত।
এই নিজ-প্রিয়তমা-পার্ব্বতী-সংযুত ॥
অল্প প্রিয় পরিবার লইয়া সংহতি।
কৈলাসপর্ব্বতে যাইতেছেন সম্প্রতি ॥
এত শুনি হইলাম অত্যন্ত হর্ষিত।
কোন প্রসন্নতা তাঁর যাহা মনোনীত ॥
সেই মহেশ্বর হৈতে ইচ্ছা পাইবারে।
করিলুঁ মানসে সে অভেদজ্ঞান-দ্বারে ॥
সর্ব্বজ্ঞের শিরোমণি জানি মহেশ্বর।
করিলেন আদেশ সে নন্দীশ্বর'পর ॥
নন্দীশ্বর আমারে দিলেন উপদেশ।
তাহাতে সুখেতে স্বয়ং স্ফুরিল বিশেষ ॥
শ্রীমন্মদনগোপাল স্বপ্রাণেষ্টদেব।
তাহাতে নহেন ভিন্ন এই মহাদেব ॥
শ্রীমদনগোপালের যুগলচরণে।
বিশেষ করেন প্রীত ভক্তি-বিবর্দ্ধনে ॥
শিবগণমধ্যে সুখে হইলুঁ প্রবিষ্ট।
শিবভক্তসব মোরে করিলেন হৃষ্ট ॥
শ্রীনন্দী হইতে তথা করিলুঁ শ্রবণ।
কথ্যমান বৃত্তান্তসকল বিলক্ষণ—।
শিব ভগবান্ সদা একরূপ হন।
নিজলোকে প্রকট করেন নিবসন ॥
শিবলোকবাসে তুষ্ট যত প্রিয়জন।
তদেকনিষ্ঠসকলে করয়ে দর্শন ॥
শ্রীমদ্ভগবানের সে ভক্ত-অবতার।
বটেন শ্রীশিব, তাহে নহে ভিন্নাকার ॥
তাহে নিজ হইতে অভিন্ন ভগবান্।
তাঁর ভক্তিবিষয়ক-রসিকতা-দান ॥
দিবারে স্বভক্তগণে করান রমণ—।
কৃষ্ণনামগীতনৃত্যাদিতে অনুক্ষণ ॥
শেষমূর্ত্তি ভগবান্ সহস্রবদন।
তম-অধিষ্ঠাতা-হেতু নিজ-প্রিয় হন ॥
হইয়াও জগতের ঈশ্বর আপনে।
প্রেমে দাস-মত নিত্য করেন অর্চ্চনে ॥
এমত শিবলোকের মাহাত্ম্য অশেষ।
সর্ব্ব হৈতে অধিক শুনিয়া সবিশেষ ॥

পরম প্রমোদ প্রাপ্ত হইলুঁ তখন।
কিন্তু পূর্ণ না হইল তাহে মম মন ॥
তাহার নিদান নাহি বুঝিয়া তখনে।
পরামর্শ করিলাম আপনার মনে ॥
শ্রীমদ্‌গুরুপ্রসাদেতে প্রাপ্ত দশাক্ষরী।
মহামন্ত্র, তাঁর সেবাপ্রভাবে সত্বরি ॥
সেইক্ষণে পারিলাম আমি জানিবারে ॥
যেইহেতু হৃষ্ট নহে মন বারেবারে— ॥
শ্রীমন্মদনগোপাল ব্রজেন্দ্রনন্দন-।
পাদপদ্মদ্বয়ের যেসব লীলাগণ ॥
সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির যেই অনুভব।
তাহার অভাব মোরে পীড়া দেয় সব ॥
মম মন বুঝি করিলেন শ্রীমহেশে।
লীলাবিশেষবৈচিত্রী স্ফূর্ত্তিবিশেষে ॥
প্রবোধ দিলেন বহু আমারে তখন।
তাহাতেও স্বাস্থ্য নাহি হৈল মম মন ॥
এইমত যখন আমিহ দেখিলাম।
আপনার চিত্তপ্রতি তবে কহিলাম— ॥
যদি করিতেছ এই শিবে অনুভব।
তাঁর গুণলীলামাধুর্য্য প্রভৃতি সব ॥
তথাপি ত্বরায় দীর্ঘবাঞ্ছাতে তোমার।
সিদ্ধ হইবেক অনুগ্রহেতে ইহার ॥
ওহে মন! মান ইহা করিলুঁ নিঃশেষ।
যেহেতুক তোমাপ্রতি প্রসাদবিশেষ ॥
এমত প্রবোধে হইলাম তুষ্ট-মন।
তবে কোন কারণেতে মহেশ তখন ॥
সেই মুক্তিপদে করিলেন বিশ্রামণ।
তাঁর পার্শ্বে সুখে থাকিলাম একক্ষণ ॥
সেইক্ষণে দূরে কোন সব মহাত্মার।
অত্যন্ত মধুর সঙ্কীর্ত্তনধ্বনি সার ॥
আবির্ভাব হৈল—মহেশ্বর শুনিলেন।
পরমানন্দসাগরে মগ্ন হইলেন ॥
মহাপ্রেমবিকারেতে হৈয়া বশীভূত।
নাচিতে প্রবৃত্ত স্বয়ং হইলা অদ্ভুত ॥
পতিব্রতোত্তমা সেই দেবী ভগবতী।
নন্দ্যাদির সহ উঠিলেন ত্বরাবতী ॥
বাদ্য-সংকীর্ত্তন-আদি করিয়া তখন।
করিলেন প্রভুর সে উৎসাহবর্দ্ধন।
সেইক্ষণে সেইস্থানে কৈলা আগমন।
চারু চতুর্ভুজগণ,—করিলুঁ দর্শন ॥
শ্রীযুক্ত কৈশোরমূর্ত্তি অতি সুশোভিত।
সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বিভবেতে বিভূষিত ॥

ভূষণের ভূষণ সে অঙ্গের কিরণে।
আচ্ছাদিত করিলেন সব শৈবগণে॥
নিজেশ্বর বৈকুণ্ঠনাথের মহাকীর্ত্তি-।
গানানন্দরসে মগ্ন,—নাহি পরিচ্ছিত্তি॥
অনির্ব্বাচ্যতম রূপ-গুণাদিক সব।
চিত্তহারি-সর্ব্ববস্ত্রালঙ্কারবিভব॥
পূর্ব্বে তপোলোকে যাঁরে করিলুঁ দর্শন।
সনকাদি-চারি-ঋষি-সহিত মিলন॥
তাঁহাদের দর্শন-স্বভাবেতে উত্থিত।
প্রকৃষ্ট হর্ষেতে মনো হইল হর্ষিত॥
অন্তর্বাহে কিছু অন্য নিজ প্রিয় আর।
নাহি হইলাম তাহে শক্ত জানিবার॥
ক্ষণকালপরে তবে পাইয়া চেতন।
মনেতেও তাঁহাদের দাসত্বযাচন॥
করিতে নারিলুঁ ভয়লজ্জার কারণ।
সুদুর্ঘট সেই পদ হয় সর্ব্বক্ষণ॥
উচ্চপদ-প্রার্থন নীচের যোগ্য নয়।
তাহে অপরাধে ভয়-লজ্জা সম্ভবয়॥
আমি দাস্য-প্রার্থনে অশক্ত দীনমন।
নিশ্চয় এ লালসা বাধয়ে অনুক্ষণ—॥
'শিবের কৃপায় এই চতুর্ভুজগণ।
একবার করিবে কি মম সংভাষণ? ॥
কোথায় থাকেন, কেবা হয়েন ইহাঁরা।
কৃপাপাঙ্গে রক্ষা মোরে করিবে কি পারা? ॥'
'ইহাঁরা পরম মহত্তম কোনজন।
হইবেন নিশ্চয়' সে জানিলুঁ তখন॥
'যাহাঁদিগে আলিঙ্গন করি অতিশয়।
হইলেন রুদ্রদেব প্রেমমূর্চ্ছাময়॥'
ইত্যাদি আমার মনোবৃত্ত যেই ছিল।
শিবানুবর্ত্তিনী উমাদেবী সে জানিল॥
সঙ্কেত গণেশ-প্রতি দেবী করিলেন।
তবে ত আমারে গণপতি কহিলেন—॥
মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের।
পার্ষদ ইহাঁরা হন, নিকটেতে হের॥
তাঁহার সমান রূপ হইলা প্রাপণে।
নিশ্চিত বৈকুণ্ঠ হৈতে কৈলা আগমনে॥
দেখহ করেন এই পার্ষদের গণ।
চতুর্মুখ-ব্রহ্মার ব্রহ্মাণ্ডেতে গমন॥
তাহাতে দ্বিগুণ অষ্টমুখ ব্রহ্মা জান।
শতকোটিযোজন ব্রহ্মাণ্ডপরিমাণ॥
তাহে ঐ পার্ষদগণ যান বেগবান্।
তাহার দ্বিগুণ ষোলমুখ ব্রহ্মা মান॥
তাহে ঐ পার্ষদগণ করেন গমন।
এইমতে কোটিকোটি ব্রহ্মা অগণন॥
কোটিকোটি মুখপদ্ম অতি গুরুতর।
তাদৃশ ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাদিগের বিস্তর॥
সেই সেই ব্রহ্মাণ্ডানুরূপ সবিভব।
মনোনেত্র হরণ করেন রূপে সব॥
সকলে গমন করিতেছেন লীলায়।
পণেপণ অনেক দেখাইলেন আমায়॥
এসব পার্ষদগণ আপন ইচ্ছায়।
ভ্রমেন সর্ব্বত্র,—পরতন্ত্রতা না ভায়॥
মৃত্যুকালেতেও জিহ্বাগ্রেতে যে জনার
শ্রীকৃষ্ণের নামাভাস হয় ত উচ্চার॥
কিম্বা কোনপ্রকারেতে যদি একবার।
শ্রবণে প্রবিষ্ট হয় কৃষ্ণনাম যার॥
সর্ব্ব-বিঘ্ন-ভয় হৈতে সেই ভক্তগণে।
করেন পার্ষদসব সর্ব্বথা রক্ষণে॥
উচ্চৈঃসা বিশুদ্ধা ভক্তি করেন বিস্তার।
যেহেতুক ভক্তি এক প্রিয়া এসবার॥
সনকাদি এই চারি নৈষ্ঠিক-উত্তম।
বৈকুণ্ঠনাথের ভক্ত-অবতারাগম॥
অতএব শ্রীপতির পার্ষদের ন্যায়।
লোকের হিতার্থে মাত্র ভ্রমেন সদায়॥
তপোলোকে উদ্ধরেতা যোগিগণ যত।
শ্রীমন্নারায়ণ বিনা অনাথের মত॥
তাহাদের মঙ্গলার্থে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
করি তপোলোকে বাস করেন কখন॥
সম্প্রতিক বৈকুণ্ঠেতে করিয়া গমন।
তথা সর্ব্বাকর্ষক-সদ্গুণ নারায়ণ॥
ভগবানে দেখি যেই আনন্দ অপার।
মোক্ষবিষয়কানন্দে করয়ে ধিক্কার॥
তাহা পাইয়া করিয়া আত্মার সংযোজন।
হরিভক্তি-মহারস পিয়ে অনুক্ষণ॥
তদীয় কীর্ত্তন-গানামৃতরস-পানে।
ভক্তগণসহ আইলেন এইস্থানে॥
বৈকুণ্ঠলোকের সে কহিব কি মহিমা।
শক্ত নাহি হই যার কহিবারে সীমা॥
নিত্য পরিচ্ছেদহীন মহাসুখ যেই।
তার অত্য-পরিপাক-বিশিষ্ট ত সেই॥
সেপ্রকার পরিচ্ছদ আর পরিবার।
গণনারহিত নিত্য বৈভব যাহার॥
সাক্ষাৎ শ্রীরমানাথপদপঙ্কজের।
ক্রীড়াভরে সদা বিভূষিত অজস্রের॥

সেই রমানাথের যে জন প্রেমভক্ত।
তাহার সুলভ সেই লোক অতি ব্যক্ত॥
আত্মসহ ভগবানে অভেদ-বাসনা।
নিশ্চয় জানিহ সেই হয় দুর্ব্বাসনা॥
তাহার দ্বারায় যেই মুক্তির বাঞ্ছন।
সুবিদ্ধ সর্ব্বদা হয় যাহাদের মন॥
তাহাদের মনেরো দুর্লভ সেই স্থান।
মনোরথেতেও শক্ত নহে ত প্রয়াণ॥

যথা বাশিষ্ঠে (বৃঃ ভাঃ ২।৩।৮৬ টীকা)—
অজ্ঞস্যার্দ্ধপ্রবুদ্ধস্য সর্ব্বং ব্রহ্মেতি যো বদেৎ।
মহানরকজালেষু তেনৈব বিনিযোজিতঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে চ (ঐ)

বিষয়স্নেহসংযুক্তো ব্রহ্মাহমিতি যো বদেৎ।
কল্পকোটিসহস্রাণি নরকে স তু পচ্যতে॥

যদি তোমাপ্রতি এই আমার পিতার।
আত্যন্তিক করুণা সে হয় ত বিস্তার॥
তবে ত বৈকুণ্ঠে হবে গমন তোমার।
অনুভবিবে তথায় মহিমা তাহার॥
গণেশের মুখে শুনি এ সব কথন।
ওহে দ্বিজ! শ্রীবৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির কারণ॥
মহতী লালসা ত জন্মিল অতিশয়।
সেহেতু চিন্তাসাগরে অপার যে হয়॥
তাহার তরঙ্গরূপ যেই রজস্বলী।
তাহাতে নর্ত্তিত আমি হইলুঁ একলী॥
মনেতে বিচার তথা বহু করিলাম।
বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিতে নিজাযোগ্য দেখিলাম॥
শোকের বেগেতে উচ্চ করিয়া রোদন।
মোহ প্রাপ্ত হৈয়া পড়িলাম সেইক্ষণ॥
তবে মহাদেব মহা দয়ালু ঈশ্বর।
পরদুঃখাসহী বৈষ্ণবৈকপ্রিয়বর॥
উঠাইয়া আমারে করিয়া আশ্বাসন।
কহিতে লাগিলা কিছু করুণাবচন—॥
ওহে শ্রীবৈষ্ণব! শুন কহিয়ে প্রকাশ।
সেই বৈকুণ্ঠলোকেতে সর্ব্বদা নিবাস॥
আমিও তোমার মত পার্ব্বতী-সহিত।
করিয়ে কামনা. ইহা জানিহ নিশ্চিত॥
সেই লোক বৈকুণ্ঠ দুর্লভ অতিশয়।
মুক্তসকলের প্রার্থনীয় সুনিশ্চয়॥
ভৃগু-আদি ব্রহ্মপুত্র সাধনা করেন।
তথাপিহ তাহাদের সাধিত নহেন॥
ব্রহ্মা আর আমার সে-লোক সাধ্য হয়।
বিশেষ কহিয়ে তত্ত্ব, শুনহ নিশ্চয়—॥
নিষ্কাম বিশুদ্ধ স্বীয় ধর্ম্মে যেই নর।
নিষ্ঠাপরিপাক প্রাপ্ত হয় বহুতর॥
শ্রীহরির যত কৃপা তার প্রতি হয়।
তার শতগুণ হৈলে ব্রহ্মত্ব লভয়॥
তার শতগুণ কৃপা হয় যদি নরে।
তবে মম ভাব সে শিবত্ব প্রাপ্তি করে॥
আমার উপরেতে যাদৃশ-পরিমাণ।
অনুগ্রহ প্রকাশ করেন ভগবান্॥
তার শতগুণা কৃপা হয় যদি নরে।
তবে ত বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হয় পরে॥
হে বৈষ্ণব! তুমি বট মথুরেশভক্ত।
মদনগোপালদেবমন্ত্রেতে আসক্ত॥
তাঁর একা ভক্তি প্রিয়তম যার হয়।
হেন ব্রাহ্মণের শিষ্য তুমি মহাশয়॥
গোবর্দ্ধনে গোপপুত্র! কহিলুঁ তোমারে।
তথাপি ত তুমি যোগ্য হও পাইবারে॥
সালোক্য সার্ষ্টি সারূপ্য সাযুজ্য লিখয়।
এই চতুর্বিধ মুক্তি জানিহ নিশ্চয়॥
সাযুজ্যের স্থান এই পায় যতিগণে।
অদ্বৈতব্রহ্মভাবনা ভাবে যারা মনে॥
মহাসংসারের দুঃখ অগ্নিজ্বালাচয়ে।
অতিশয় শুষ্ক চিত্ত তাদের আছয়ে॥
অন্তরেতে সারাসার-বিবেক-রহিত।
অসারগ্রাহী সে সব জানিবে নিশ্চিত॥
শ্রীকৃষ্ণের আদেশে আমিহ সুনিশ্চিত,
তাহাদিগে ভবার্ণবে করিলুঁ পাতিত॥

তদুক্তং তেনৈব পদ্মপুরাণোত্তরখণ্ডে—
(বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৫ টীকা)—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বক্ষ্যতে দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা॥
ব্রহ্মণশ্চাপরং রূপং নির্গুণং বক্ষ্যতে ময়া।
সর্ব্বস্ব জগতোঽপ্যস্য মোহনার্থং কলৌ যুগে॥

তথাচ বৃহৎসহস্রনামস্তোত্রাবস্তে—
(পাদ্মোত্তরখণ্ড ৭২।১০৭)—

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
ইত্যাদি।

যেহেতুক নিজপাদাম্বুজ-প্রেমভক্তি।
সংগোপনে শ্রীকৃষ্ণের ছিল আমুরক্তি॥
তাহে আজ্ঞা করিয়াছিলেন আমা প্রতি।
সেহেতু অদ্বৈতমার্গে পাড়িলাম যতি॥

শ্রীকৃষ্ণভজনানন্দ-অমৃতরসের।
একমাত্র অপেক্ষা আছয়ে সে দাসের॥
তাঁহাদের উপেক্ষিত হয় এই স্থান।
ভক্তিবিঘ্নতুল্য—ত্যাগ কর হে সুজ্ঞান!
দ্বারকানিবাসী বিপ্র ইহাতে প্রমাণ।
কৃষ্ণভক্তিরসাখী পরম ভক্তিমান্॥
স্বচাতুর্য্যবিশেষ করিয়া প্রকাশন।
এথা হৈতে দ্বারকায় নৈল পুত্রগণ॥
তোমাপ্রতি সদাগুরুর কৃপা যে আছয়।
শ্রীকৃষ্ণ দেখিতে ইচ্ছা-ভাব তাহে হয়॥
তাহে এই মুক্তিপদে করিলা দর্শনে।
সুন্দর-আকার ভগবান্ স্বনয়নে॥
এইরূপ শঙ্করের প্রসাদকারণ।
পাইলাম পরানন্দভব সেইক্ষণ॥
ইচ্ছিয়া পার্ষদগণ-সহ সম্ভাষণ।
লজ্জায় কহিতে কিছু নারিলুঁ কথন॥
বৈকুণ্ঠপার্ষদগণ শ্রীউমাপতির।
কথিত বচন সব শুনিয়া সুস্থির॥
কৃষ্ণপ্রেমবিশেষাবির্ভাবের কারণ।
শোকাকুল দেখিয়া শ্রীশিবে ততক্ষণ॥
সাদরে প্রণমি প্রীতে করিতে সান্ত্বন।
বিনয়সহিত বাক্য কহেন তখন—॥
বৈকুণ্ঠনাথের সহ ওহে ভগবান্!।
নাহিক তোমার কিছু ভেদ বিদ্যমান॥
লক্ষ্মীসহ গৌরীর যেমত ভেদ নাই।
তাঁদের ভক্তাবতার তোমরা দুইাই॥
অতএব সেই লোকে বাস আপনার।
যুক্ত হয় সুনিশ্চয় দেবী-সহকার॥
শ্রীমদ্ভগবানের আপনি প্রিয়তর।
মহা অবতার তাঁর,—কি কব বিস্তর॥
কহিলেন তথাপি এক্ষণে যে কিঞ্চিত।
কৃষ্ণপ্রিয়তমত্বের স্বভাব-উচিত॥
তাঁর ভক্তিরস-সমূহের প্রবর্ত্তক।
বৈষ্ণবগণের স্বত ভক্তিপ্রচারক॥
অতএব শ্রীকৃষ্ণের যত অবতার।
সব হৈতে মহিমা অধিক সে তোমার॥
শুনি মহাদেব নিজ স্তুতি এইমত।
তূষ্ণী হৈয়া থাকিলেন প্রভু লজ্জাগত॥
তবে ভগবানের যে পার্ষদের গণ।
নির্হেতুক-কৃপাকারি-মধ্যে শ্রেষ্ঠ হন॥
কৃপা প্রকাশিয়া—দিয়া সবে আলিঙ্গন।
কহিতে লাগিলা আমাপ্রতি সুবচন—॥

আমাদের ঈশ্বরের সন্মন্ত্রোপাসক।
ওহে উমাপতিপ্রিয় হে গোপবালক!॥
ভক্তসাম্প্রদায়িকের মধ্যে আপনারে।
গণিয়ে, আমরা জান নিশ্চয় ইহারে॥
গঙ্গাতটে জন্ম গৌড়ে—উত্তম ব্রাহ্মণ।
মাথুর জয়ন্ত-নামে খ্যাত যিঁহ হন॥
হয়েন কৃষ্ণচন্দ্রের মহা অবতার।
তিঁহ ত তোমার গুরু জানিবে প্রচার॥
সত্য জান—এইস্থানে তোমার কারণ।
করিলাম আমরাসকলে আগমন॥
শুন কহি তব নিজকৃত্য যেই হিত—।
বৈকুণ্ঠ যদ্যপি ইচ্ছা করহ নিশ্চিত॥
মন্ত্রজপাদি-আসক্তি পরিত্যজি সব।
কেবল মন্ত্রজপে সে লাভ অসম্ভব॥
প্রেমের সহিত ভক্তি যে নবপ্রকার।
কর শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া অনুষ্ঠান তার॥
তাহার জ্ঞাপক ভক্ত শাস্ত্র ভাগবত।
লীলাকথা কৃষ্ণের শুনত নিত্য ততঃ॥
কর্ণপথে প্রণয়েতে প্রবেশি সে সব।
সদ্য হরিপদ দিতে হয় ত প্রভব॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে (১২।৪।৪০)—
সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো-,
র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারসনিষেবনমন্তরেণ,
পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখদবার্দ্দিতস্য।

দ্বিতীয়েঽপি (ভাঃ ২।২।৩৭)—
পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং,
কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং,
ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্।

যে নবপ্রকারমধ্যে একই প্রকার।
সমুদায় সাধনের মধ্যে হয় সার॥
তাহা হৈতে সুসিদ্ধ হয়ে ত অভিরাম।
সাধ্যের সত্তম সেই শ্রীবৈকুণ্ঠধাম॥
ফলব্রতাদি অপর অনেক আছয়।
মহত্ত্বরূপে খ্যাতি তাহাদের হয়॥
কিন্তু বিচারেতে সেই সব তুচ্ছ হয়।
মহদ্ভক্তগণ সে সবে না আদরয়॥
একবিধ ভক্তি আচরণের আশ্রয়ে।
যদ্যপিহ শ্রীবৈকুণ্ঠলোক সিদ্ধ হয়ে॥
তথাপি সে সব ভক্তিরসজ্ঞ যে জন।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-আদি যে বহু গণন॥

তার রসমাধুর্য্যের প্রাপ্তির কারণ।
সাঙ্গ নববিধা ভক্তি করে আচরণ ॥
অনির্ব্বাচ্য-মহারস-সুবিশেষময়ী।
সেই নববিধ ভক্তি জানিহ নিশ্চয়ী ॥

তথাহি মূলম্ (বৃঃ ভাঃ ২।৩।১১১)—

তেষাং কস্মিংশ্চিদেকস্মিন্ শ্রদ্ধয়ানুষ্ঠিতে সতি।
স্বয়মাবির্ভবেৎ প্রেমা শ্রীমৎকৃষ্ণপদাব্জয়োঃ ॥

তার মধ্যে কোন-একপ্রকার শ্রদ্ধায়।
অনুষ্ঠান করিলে সে বিশ্বাসদ্বারায় ॥
শ্রীযুক্ত-শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র-পাদপদ্মদ্বয়ে।
স্বয়ং প্রেমা তার চিত্তে আবির্ভাব হয়ে ॥
তথাপিহ ফলান্তরে যেই কাম হয়।
বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির প্রতি বিরোধী নিশ্চয় ॥
হৃদয়ের রোগরূপ—ত্যাগ লাগি তার।
প্রেমদ্বারা সাধিবেক সেই ভক্তি সার ॥
যদ্যপি সপ্রেম ভক্তি যে নবপ্রকার।
যেই যেই স্থানে হয় উপপন্ন তার ॥
সেই সেই স্থান হয় বৈকুণ্ঠ নিশ্চয়।
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ তত্র তত্র নিবসয় ॥
তথাপি সৌন্দর্য্যগুণলীলাদিকময়।
অন্যত্র সাক্ষাৎ শ্রীশ দৃষ্ট নাহি হয় ॥
এইহেতু শ্রীবৈকুণ্ঠলোক সনিশ্চয়।
অবশ্য ত ভক্তগণ অপেক্ষা করয় ॥
বৈকুণ্ঠলোকীয় ভক্তি সর্ব্বপ্রকারিকা।
কিম্বা প্রেমপরিপাকযুক্তা বিশেষিকা ॥
ভক্তিনিষ্ঠ-বহু-সহ নির্বিঘ্নে সদায়।
অন্যস্থানে কোন রূপে সম্পন্ন না পায় ॥
বৈকুণ্ঠেতে কালাদির কৃত বিঘ্ন নাই।
সাহজিক-প্রেমভক্তি-রসিক সদাই ॥
বিগ্রহ-সচ্চিদানন্দ নিত্য সব গণ।
সম্পন্ন তাদৃশ ভক্তি হয় প্রতিক্ষণ ॥
অতএব বৈকুণ্ঠের অপেক্ষা সতত।
অবশ্য করয়ে—ইহা জানিহ সম্মত ॥
কায়িকাদি-চেষ্টারূপা না জান তাহারে।
প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে লইবারে নাহি পারে ॥
নিত্য-সত্য-ঘনানন্দরূপা সেই হয়।
সত্ত্বরজস্তমোগুণাতীত সুনিশ্চয় ॥
কৃষ্ণপ্রসাদেতে যেই শুদ্ধ জীবতত্ত্ব।
নির্গুণ সচ্চিদানন্দরূপে হয় সত্ত্ব ॥
তাহাতে স্ফুরিয়া বিলসয়ে সে সতত।
স্বসেবকগণের হর্ষার্থে বহুমত ॥

বিচারেতে জীবতত্ত্ব হৈলে বিশুদ্ধিত।
দেহেন্দ্রিয়াদি-সম্বন্ধ হইতে রহিত ॥
তবে অপাকৃত-হরিস্থান-প্রাপ্তি হয়।
তার হৃদে নানাবিধ ভক্তি বিলসয় ॥
অন্যথা যদ্যপি প্রাকৃতত্বের কারণ।
ইন্দ্রিয়াদিব্যাপারের রূপ ভক্তি হন ॥
তবে কায়েন্দ্রিয়াত্মার চেষ্টা ত হইতে।
জ্ঞানবিবেকেতে আত্মা হইলে শোধিতে ॥
ইতর কর্ম্মের মত না হয় সঙ্গত।
অকর্তৃত্বজ্ঞানে মনে প্রাপ্ত বিশেষতঃ ॥
বিষ্ণুভক্তিবিষয়েতে কর্ম্ম আছে যত।
সে-সকল হইতে ইতর-কর্ম্ম-মত ॥
বিবিক্ত হইলে নাহি শ্রীবৈকুণ্ঠ যায়।
নৈষ্কর্ম্ম্যহেতুক কিন্তু মুক্তিপদ পায় ॥
ইহাতে তাৎপর্য্য এই হইল নিশ্চয়—।
বিষ্ণুভক্তি নিরন্তর অপ্রাকৃতা হয় ॥
ইতরকর্ম্মের মত ভক্তির কর্ম্মত্ব।
না মানিহ, কহিলাম এই সার তত্ত্ব ॥
দেহ-শব্দে—ভক্তের সচ্চিদানন্দ-কায়।
আর প্রাকৃত-শরীর তাহাতে বুঝায় ॥
মণি-শব্দে—চিন্তামণি কাচমণি আর।
দুইকে বুঝায় যেন বিভিন্নপ্রকার ॥
সেই স্বধর্ম্মাচরণাদিক সব আর।
কর্ম্মও ভক্তিশব্দেতে হয় ত প্রচার ॥
বহির্দৃষ্টে কখন বা করয়ে জল্পন।
কিন্তু বিচারেতে ভক্তি 'কর্ম্ম' নাহি হন ॥
বৈকুণ্ঠে অন্যত্র বর্ত্তমান যত হন।
বৈকুণ্ঠ-নিবাসী আর অন্য ভক্তগণ ॥
তাহাদের অঙ্গেন্দ্রিয়-আত্মা-আদি যত।
নিবিড়সচ্চিদানন্দরূপ অভিমত ॥
তাদৃশ ভক্তিসদৃশ হন ভক্ত-গণ।
স্বত হয় শ্রবণকীর্ত্তনাদি ঘটন ॥
পঞ্চভূতময় দেহী যেই ভক্তগণ।
তাহাদেরো শ্রীভক্তির স্ফূর্ত্তির কারণ ॥
সচ্চিদানন্দরূপেতে সুপর্য্যবসান।
হয়, এই জানিহ বিশেষ সমাধান ॥
ভক্তির কারণ শক্তিবিশেষদ্বারায়।
কর্ণাদিতে শ্রবণাদি ভক্তি স্ফূর্ত্তি পায় ॥
কিম্বা ভক্তি-স্ফূর্ত্তি যবে হয় ত আত্মায়।
অঙ্গাদিক সচ্চিদানন্দরূপতা পায় ॥
ভক্তির অপ্রাকৃতত্বে আমরা প্রমাণ।
বৈকুণ্ঠপার্ষদগণ সবিশেষ জান ॥

প্রাকৃতের গুণস্পর্শ নাহিক কখন।
বহুবিধ ভক্তি বিস্তারিয়ে সর্ব্বক্ষণ॥
সেই ভক্তি নবীন-সেবকের মননে।
প্রীতিপূর্ব্ব সম্যক্ সে প্রবৃত্তিকারণে॥
নিজেন্দ্রিয়ব্যাপারের মত দীপ্তি পায়।
অন্যথা তাহাতে পাছে ঔদাসীন্য ভায়॥
ভক্তিনিষ্ঠ সাধু সুমহান্ত যত জন।
ভক্তিকে স্বাধীনা কভু না করে মানন॥
'প্রভুর মহাপ্রসাদরূপা ইঁহ হন।'
এইমত অনুভব করে সর্ব্বক্ষণ॥
শিবলোকপ্রাপ্তিপরে মহেশকৃপায়।
শ্রীবৈকুণ্ঠলোক যদি ক্রমে ক্রমে পায়॥
তথাপি তোমার মনে বৈকুণ্ঠলোকনে।
ত্বরা যদি বিদ্যমান আছয়ে এক্ষণে॥
তবে সর্ব্বাভীষ্টপ্রদা শ্রেষ্ঠা ব্রজভূমি।
শ্রীবিশিষ্টা—তাহাতে গমন কর তুমি॥
সদা শ্রীমৎপাদপদ্মদ্বয়ের সঙ্গতি।
করহ কামনা যদি কর অবগতি॥
জ্ঞান-কর্ম্মাদির অসংমিশ্রা ভক্তি যেই।
নামসঙ্কীর্ত্তনপ্রায়া—আচরহ সেই॥
তাহা দ্বারা তাদৃশিক প্রেমের সম্পত্তি।
অতিশীঘ্র হইবেক হৃদয়ে উৎপত্তি॥
যাহা দ্বারা শ্রীবৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণদর্শন।
সুখেতে হইবে তব পুলকিত মন॥
তপোলোকে পিপ্পলায়নাদি যত গণ।
যোগীন্দ্রসকল এইপ্রকার সে কন—॥
স্মরণ প্রেমের অন্তরঙ্গ সুনিশ্চয়।
সাধন-উত্তম পুনঃ কীর্ত্তন না হয়?॥'
সর্ব্বেন্দ্রিয়মধ্যে জিহ্বারূপেন্দ্রিয় যেই।
কার্য্যেন্দ্রিয়-হেতু হয় অচেতন সেই॥
তাহাতে কীর্ত্তনাত্মিকা ভক্তি অনায়াসে।
শীঘ্র স্ফূর্ত্তি হয়, সেইহেতু অল্পতা সে॥
স্মরণরূপা সে ভক্তি সুপ্রকৃষ্টা হয়।
তাহার কারণ শুন করিয়ে নিশ্চয়—
সর্ব্বেন্দ্রিয়-মধ্যে অধিপতি হয় 'মন'।
অনর্থোৎপাদক-হেতু ভয়ানক হন॥
পরম দুর্ব্বশ-হেতু বলিষ্ঠ সে হয়।
পরম চঞ্চল মন জানিয়ে নিশ্চয়॥
প্রয়াসেতে বশ করি হৈলে বিশোধিত।
'স্মরণ' তাহাতে পায় দীপ্তি সুশোভিত॥
তাহে আমাদের মত করহ শ্রবণ—।
সর্ব্ব ভক্তি হৈতে শ্রেষ্ঠ মানিয়ে 'কীর্ত্তন'॥

চঞ্চলস্বভাব এক হৃদয়ে স্ফুরণ—।
যে 'স্মরণ' তাহা হৈতে সত্তম 'কীর্ত্তন'॥
বাক্য আর তাহে যুক্ত মনে দীপ্তি পায়।
আর কর্ণেন্দ্রিয়মধ্যে প্রবেশে সদায়॥
যেইসব শুনে কীর্ত্তনের ধ্বনি সার।
সেবকের মত করে তাহে উপকার॥
ইহাতে স্মরণ হৈতে অধিক কীর্ত্তন।
ধ্যান-যাগ-পূজা-ফল কীর্ত্তনে ঘটন॥
যথা শ্রীমদ্ভাগবতে (১২।৩।৫২)—
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥
যে কেহ বা শ্রীভগবদ্ধ্যানেতে রসিক।
'কীর্ত্তনের ফল ধ্যান' করে মাননিক॥
তাহাদের মত কহি চাতুর্য্যবিচারে।
অঙ্গীকার করি তারে করে পরিহারে—॥
অন্তর্বাহ্যেন্দ্রিয়ক্ষোভকারী বাক্যেন্দ্রিয়।
কীর্ত্তনের সহ যদি মিলে সদা প্রিয়॥
তবে চিত্ত স্থির হৈয়া শ্রীকৃষ্ণস্মরণে।
প্রবর্ত্তয়ে, তাহে 'স্মৃতি' ফল ত কীর্ত্তনে॥
ধ্যানরতগণের সে মত এপ্রকার।
বুদ্ধি দ্বারা তাহে বিবেচনীয় এ সার॥
আকেশ পাদান্ত শ্রীকৃষ্ণের অবয়ব;
তাহার মাধুর্য্য-সৌন্দর্য্যাদি অনুভব॥
তার পরিস্ফুরণে সাক্ষাৎকারমত।
চিত্তেতে প্রকাশ—তার পরিপাকগত॥
তার নাম 'ধ্যান', পুনঃ শুনহ 'স্মরণ'।
'মনের সম্বন্ধ মাত্র' হয় ত লক্ষণ॥
'দাসোঽস্মীতি' প্রভৃতি-প্রকার ভগবানে।
মনেতে সম্পর্ক মাত্র—স্মৃতির আখ্যানে॥
সঙ্কীর্ত্তন-দর্শন-স্পর্শনাদিক যত।
ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি সব হয় অভিমত॥
ধ্যানের প্রাবল্য হেতু সে সব নিশ্চয়।
চিত্তবৃত্তিমধ্যে সদা অন্তর্ভাব হয়॥
ধ্যানে কীর্ত্তনাদি হয় সম্পন্ন অন্তরে।
তাহাতে কীর্ত্তন হৈতে ধ্যান হয় বরে॥
যদি কহ—'ধ্যানে নাহি হয় ত উৎপত্তি।
সঙ্কীর্ত্তন-স্পর্শনাদিরূপা মনোবৃত্তি॥
কেবল শ্রীমূর্ত্তে চিত্তবৃত্তির বিস্তার।
কীর্ত্তনাদ্যে ইচ্ছা হৈলে কি করি তাহার?॥'
উত্তর কহিয়ে শুন হৈয়া একমন—।
যাহাতে রসিক-চিত্ত হয় যেইজন॥
যাতে প্রীতি আর সুখ হয় সমুদয়।

প্রিয়তম সে সাধন তাহারে নিশ্চয়।
সুষ্ঠু সেব্য বরং সাধ্যরূপ সে তাহার ॥
সাধুসকলের মত এই ত প্রকার।
সঙ্কীর্ত্তন হৈতে ধ্যান সুখবিবর্দ্ধন ॥
ধ্যান হৈতে সুখের মাধুরী সঙ্কীর্ত্তন ॥
পরস্পর সম্বর্দ্ধক-পরিপোষকত্ব।
অনুভব আমরা করিয়ে এই তত্ত্ব ॥
সেইহেতু সঙ্কীর্ত্তন ধ্যান এই দ্বয়ে।
একই কর্ত্তব্য—মনঃপ্রীতি যাতে হয়ে ॥
সঙ্কীর্ত্তনে যেইমত সুখপ্রাপ্তি হয়।
ধ্যানেতেও সেই সুখ পায় সুনিশ্চয় ॥
যেহেতুক এক বস্তু অভীষ্টতরের।
চিত্তে অনুভব দ্বারা ইচ্ছানুসারের ॥
তার এক প্রাপ্ত্যে চিত্ত আসক্ত যাদের।
হয়ত উদ্ভব সুখ সব তাহাদের ॥
যেন জ্বররোগেতে পীড়িত যার কায়।
শীতল অমৃততুল্য জল যদি পায় ॥
মনে পান করিলেও বৈকল্য তৃষ্ণার।
হ্রাস পায়—তাহাতেও সুখ হয় তার ॥
সেই সেই প্রিয়তম বস্তুর কীর্ত্তনে।
সেইমত শান্তি যদি শক্ত সে করণে ॥

যথা (বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৩১টীকা)—

নিবেগ্ত দুঃখং সুখিনো ভবন্তি ।০। ইতি।

মানসিক অখিলার্থ যে হয় উদ্ভব।
বাক্যশক্ত্যে সেইসব গ্রহণাসম্ভব ॥
যত্নবিশেষেও যদি শক্ত হয় তায়।
তথাপি পরম গোপ্য অর্থঘটনায় ॥
কোন অর্থ একাকীও স্বচ্ছন্দ কীর্ত্তনে।
বিরলেও লজ্জা পান যত সাধুজনে ॥
এইরূপ ধ্যানের করিয়া প্রশংসন।
নিজ পরম সম্মত যে নামকীর্ত্তন ॥
তার সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয় মাহাত্ম্যাতিশয়।
কহিতে লাগিলা তবে করি ক্রমান্বয়— ॥
একাকিত্বে নির্জনপ্রদেশেতে নিশ্চয়।
'ধ্যান' সিদ্ধ হয়—ইথে অন্যথা না হয় ॥
নির্জনপ্রদেশেতে আর বহুর সঙ্গেতে।
সিদ্ধ হয় 'সঙ্কীর্ত্তন' সর্ব্বত্র রঙ্গেতে ॥
বেদপুরাণাদিপাঠ স্তুতি কথা গীত।
কৃষ্ণের কীর্ত্তন হয় বহুবিধ স্থিত ॥
তার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নামসঙ্কীর্ত্তন।
শীঘ্র প্রেমসম্পত্তি-জননে শক্ত হন।
অতএব শ্রেষ্ঠতম 'নামসঙ্কীর্ত্তন' ॥

সুমুখ্য সাধন এইমত বিলক্ষণ।
আপনার হৃদ্য যেই কৃষ্ণনামামৃত।
প্রেমরসাস্বাদনের ভঙ্গিপূর্ব্ব কৃত ॥
জিহ্বা দ্বারা অবিরাম করয়ে সেবন।
তার মাহাত্ম্য অতুল—কে করে জল্পন ? ॥
যদ্যপিহ সব কৃষ্ণনামের মহিমা।
সমান প্রত্যেকে, নাহি ন্যূনাতি-গরিমা ॥
তথাপি আপন প্রিয় নামে শীঘ্রতর।
স্বীয় অর্থসিদ্ধি সুখে হয় ত বিস্তর ॥
এই স্পর্শমণিতেই কার্য্য সিদ্ধ পায়।
বহু স্পর্শমণি ব্যর্থ বহন তাহায় ॥
যেমত শ্রীরামনামপ্রিয় মহাশয়।
উমাপতি কহিলেন এই বাক্যচয় ॥

তথা (পাদ্মোত্তরখণ্ড ৭২।৩৩৫)—

সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে।

রুচির বৈচিত্র্যহেতু কোনো নামে কার।
কারো নামদ্বয়ে কারো নামত্রয়ে আর ॥
প্রিয়তা সকল নামে ক্রমেতে জন্মায়।
এমতে সকল নাম প্রিয়তম হয় ॥
একেন্দ্রিয়ে প্রাদুর্ভূত নামামৃত হয়।
নিজ মধুরসে সর্ব্বেন্দ্রিয় সে প্লাবয় ॥
বর্ণময়-হেতু তার জিহ্বে মুখ্যোদয়।
বক্তৃশ্রোতৃগণের হর্ষদ সুনিশ্চয় ॥
এইসবহেতু ধ্যান হইতে নিশ্চয়।
প্রভুর শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন শ্রেষ্ঠ হয়।

তথাহি (বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৪৭)—

নামসঙ্কীর্ত্তনং প্রোক্তং কৃষ্ণস্য প্রেমসম্পদি।
বলিষ্ঠং সাধনং শ্রেষ্ঠং পরমাকর্ষমন্ত্রবৎ।

সর্ব্বোৎকর্ষের অত্যাসীমাপ্রাপ্ত ফল।
সঙ্কীর্ত্তন হৈতে হয় জানিহ নিশ্চল ॥
কৃষ্ণের প্রেমসম্পদে নামসঙ্কীর্ত্তন।
বলিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ সাধন—নিশ্চিত কথন ॥
পরমাকর্ষমন্ত্র দুর্লভ-প্রয়োজন।
দূরে হৈতে আকর্ষিয়া ঘটায় যেমন ॥
সেইমত জানিহ শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন।
শ্রীকৃষ্ণেরে বলদ্বারা করে আকর্ষণ ॥
সাধনভক্তির যত আছয়ে প্রকার।
সকলের প্রেমফল অভিপ্রেত সার ॥
নামসঙ্কীর্ত্তনে প্রেম আবশ্যক হয়।
এহেতু কীর্ত্তন—সাধনের ফল কয় ॥
কৃষ্ণপ্রেমসম্পত্তি সুসম্পন্ন হইলে।
অবশ্য সর্ব্বদা নামসঙ্কীর্ত্তন মিলে ॥

নামসঙ্কীর্ত্তনেতে রসিক যত জন।
কহে—সাধনের ফল 'নামসঙ্কীর্ত্তন'॥
কৃষ্ণপ্রেমভরের যে উৎকৃষ্ট লক্ষণ।
কোন কোন রসজ্ঞ কহেন এ কথন॥
যেহেতুক প্রেমভরে স্ফুটার্ত্তিকারণ।
স্ফুরয়ে আপন ইষ্ট নামসঙ্কীর্ত্তন॥
মেঘ বিনা বর্ষাকালে চাতকের গণ।
আর্ত্তস্বরে 'প্রিয় প্রিয়' করে আক্রোশন॥
চক্রবাকীগণ যেন বিরহে পতির।
রাত্রিকালে আর্ত্তনাদ করয়ে অস্থির॥
কুররীবর্গও পতিবিরহিত হ'য়ে।
রাত্রে আক্রোশন আর্ত্তনাদেতে করয়ে॥
সেইমত আর্ত্তির গৌরবের কারণ।
নামসঙ্কীর্ত্তন হয়, জানিহ লক্ষণ॥
ইথে পরম আর্ত্তিতে সংযুক্ত হইয়া।
বিচিত্র মধুর গাথা প্রবন্ধ করিয়া॥
করিবেক শ্রীকৃষ্ণের নামসঙ্কীর্ত্তন।
এই ত তাৎপর্য্য ইথে বুঝ করি মন॥

যথা (বৃঃ ভাঃ ২।৩।৩৫০ টীকা)—

সিদ্ধস্য লক্ষণং যৎ স্যাৎ সাধনং সাধকস্য তদিতি
ন্যায়াৎ।

বিচিত্রলীলারসের সাগর প্রভুর।
বিচিত্র প্রসাদ যদি হয় ত প্রচুর॥
সঙ্কীর্ত্তন বিচিত্রমাধুরী সে স্ফুরয়ে।
স্বীয় যত্নে কিছু নাহি সাধু সিদ্ধ হয়ে।
যেই সদা করে কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন।
ভোগোন্মুখ-পাপ-ক্ষয় হয় ততক্ষণ॥
ইচ্ছাধীন-হেতু পুণ্য থাকয়ে তাহার।
যেকারণ শুভফল তাহাতে প্রচার॥
সঙ্কীর্ত্তন-উপাসকগণের ইচ্ছায়।
কর্ম্ম থাকা আর নাশ—জানিহ সদায়॥

যথোক্তং হরিভক্তিসুধোদয়ে (৫।৬৩)—

কর্ম্মচক্রন্তু যৎ প্রোক্তমবিলঙ্ঘ্যং সুরাসুরৈঃ।
মদ্ভক্তিপ্রবণৈর্মর্ত্ত্যৈর্ব্বিদ্ধি লঙ্ঘিতমেব তৎ॥

উপাসক-ব্যতিরিক্ত জন কদাচিত।
নামসঙ্কীর্ত্তন যদি করে সবিহিত॥
সব নাশ হয়, প্রারব্ধমাত্র থাকয়ে।
তা অবশ্য ভোগিবার—ভোগে যায় ক্ষয়ে॥
'উপাসক-ভরত-আদির ভোগপরে।
কর্ম্মক্ষয় দেখি?' তার শুনহ উত্তরে—॥

পরম-গম্ভীর-ভাব যেই মহাশয়।
হরিনাম নিরন্তর সেবনে নিশ্চয়॥
তাঁহারাও সুগোপ্য শ্রীভক্তি মহানিধি।
প্রকাশের ভয়ে ভঙ্গি করি বহুবিধি॥
হরিণবালক-পোষণাদি-ব্যবহারে।
দুঃসঙ্গাদি-দোষদুঃখ দেখান সবারে॥
পরম রহস্যরূপ কৃষ্ণভক্তি হয়।
তার আচ্ছাদন-হেতু তাদৃশ করয়॥
'সর্ব্বলোকনিস্তারার্থ ভক্তিপ্রকাশন।
উচিৎ?' যদ্যপি কহ, করহ শ্রবণ—॥
কেবল শ্রীহরিনাম করিলে কীর্ত্তন।
শ্রীহরিচরণে ভক্ত হৈয়া সবজন॥
বিনাশিত-দুঃখ-দোষ যদ্যপিহ হয়।
তথাপিহ কৃপাকুল কাহারো হৃদয়॥
দুঃসঙ্গাদি-পরিহাসরূপ সদাচার।
লোকে শিক্ষা দেন নিজে করিয়া প্রচার॥
নৃপতি ভরত, মুনি সৌভরি প্রভৃতি।
দুঃসঙ্গের দোষ দেখাইলেন আকৃতি॥
যুধিষ্ঠির-নল-আদি নৃপতি বিখ্যাত।
দুষ্ট-দ্যূত দোষ দেখাইলেন সাক্ষাত॥
নৃগ-আদি ব্রহ্মস্বের ভয় দেখাইলা।
বস্তুত সে মল হৈতে শুদ্ধ তাঁরা ছিলা॥
যদি কহ—'বিঘ্নাকুল-হেতুক-কীর্ত্তনে।
নিষ্ঠা নাহি হবে?' তবে করহ শ্রবণে—॥
সমুদায় জন্মিতেছে যে-ভক্তি-প্রভাব।
তাহাতে বিচার সব হৈতেছে সম্ভাব॥
সেহেতু বিঘ্নাতিবিঘ্ন সকল নিশ্চয়।
অনায়াসে তুমি সব করিবে সে জয়॥
অন্যত্র সর্ব্বত্র নিরন্তর সর্ব্বদায়।
আমরা তোমার অতি আছিয়ে সহায়॥
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মহা অনুকম্পাচয়।
তোমাপ্রতি স্থিরতর আছে সমুদয়॥
করিয়াছি আমরা ত এ অবধারণ।
ব্যক্ত করি কহি, শুন তাহার কারণ—॥
তপোলোকবাসী পিপ্পলায়ন তোমারে।
কহিল সাক্ষাৎ-দর্শনের পরিহারে॥
চিত্তের দর্শন প্রশংসিল তাহে সব।
সাক্ষাৎ-দর্শন-ইচ্ছা নাহি গেল তব॥
পিপ্পলায়নের বাক্য পূর্ব্বের কথিত।
কহিছেন অনুবাদ করিয়া কিঞ্চিত—॥
নিবিড় সচ্চিদানন্দ সত্যের স্বরূপ।
শ্রীমদ্ভগবানের নিশ্চিত নিত্য রূপ॥

ইন্দ্রিয় সচ্চিদানন্দরূপযোগ্য যেই।
তাহার গ্রহণযোগ্য হয় রূপ সেই॥
তাঁহার কারুণ্যশক্তি দ্বারা কিবা আর।
সম্ভোলব্ধ জ্ঞানশক্তি হইলে প্রচার॥
নেত্রদ্বয়ব্যাপারেতে তবে ত ঘটয়ে।
তাঁহার দর্শন শুদ্ধ মাংসচক্ষুদ্বয়ে॥
জ্ঞানচক্ষুদ্বারা ভগবানের দর্শন।
হৃদয়ের মধ্যদেশে জন্ময় যখন॥
এই অভিমান হয় মনেতে তখন—।
চক্ষুর্দ্বারা করিতেছি আমিহ দর্শন॥
সেই অভিমান হর্ষবৃদ্ধি-নিমিত্তক।
কৃষ্ণকৃপাপ্রভাবের বিশেষ জ্ঞাপক॥
প্রভুর কৃপাসমূহ-বলে কিবা আর।
ভক্তির প্রভাবে হয় দর্শন তাঁহার॥
এইহেতু পরিচ্ছন্ন চক্ষুর দ্বারায়।
সিদ্ধ হয়, কিন্তু তাহে আছে অন্তরায়॥
যখন শ্রীভগবান্ হন অন্তর্দ্ধান।
নেত্রের দর্শন তবে হয় ব্যবধান॥
সর্ব্বাঙ্গলাবণ্যাদিক গ্রহণপূর্ব্বক।
মনেতে দর্শন হয় নির্ব্বিঘ্নে সম্যক্॥
কারুণ্যবিশেষ, ভক্তিপ্রভাবেতে আর।
এদুইতে যদি নহে দর্শন তাঁহার॥
তবে স্বয়ংপ্রকাশিত-ঈশ্বর-দর্শন।
মনেতেও সম্ভব না হয় কদাচন॥
যেহেতুক পরম স্বতন্ত্র মহাশয়।
মনোবৃত্তি সকলের না হন বিষয়॥
স্বয়ং মনসুখাত্মক—সুখে বিরাজিত।
মনোধ্যানাদিপ্রকারে হৈলে উপাসিত॥
ঘনসুখ দেন ভক্তগণে সুনিশ্চয়।
ইত্যাদি পিপ্পলায়ন-উক্ত বাক্য হয়॥
কিন্তু ধ্যানে দর্শন হইতে সমুদয়।
সাক্ষাদ্দর্শনে ফলবিশেষ নিশ্চয়॥
কর্দ্দমাত্রি-ধ্রুব-আদি সাধু ভক্তজন।
চক্ষুর্দ্বারা প্রভুর করিয়া বিলোকন॥
প্রভুর পেসাদশ্রেণী অনেক পাইল।
সর্ব্বত্র সাক্ষাৎ ইহা ঈক্ষণ করিল॥
'সমাধিবিষয়ে ব্রহ্মা পাইয়া দর্শন।
প্রসন্নতা প্রভুর পাইল ততক্ষণ॥'
কহিলা পিপ্পলায়ন এই যে বচন।
তাহা ব্রহ্মা-প্রতি, নহে প্রায়িক কখন॥
নেত্রে দৃষ্টে সর্ব্বাধিক ঘনসুখ পায়।
সাধ্য তাহা শ্রবণাদিভক্তির দ্বারায়॥

অতএব ধ্যান ধারণাদি মানসিক।
ভক্তির সাক্ষাৎ-দৃষ্টি-ফল বিশেষিক॥
সব সাধনের হয় সৎফল নিশ্চয়—।
শ্রীমদ্ভগবানের সাক্ষাৎকারোদয়॥
তৎকালেতে ভগবানে প্রেম বৃদ্ধি পায়।
তাহা হৈতে আমূলত মায়া নাশ যায়॥
'ভগবদ্বিস্মৃতি—মূল-মায়া, সেপর্য্যন্ত।
মায়া নাশ পায়'—এই অর্থ জানো অন্ত॥
প্রহ্লাদাদি প্রভুরে দেখিয়াও হৃদয়ে।
নেত্রে দেখিবারে ইচ্ছা সর্ব্বদা নিশ্চয়ে॥
ইহাই প্রমাণ—তথা-দর্শনানন্তর।
প্রেমভরবিশেষের লাভ শ্রেষ্ঠতর॥
কোন ভক্তগণের শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে।
চক্ষুর্দ্বয় নিমীলন হয় সে তাহাতে॥
ধ্যান সেই নহে, কিন্তু হর্ষভর সার।
অশ্রুকম্পাদির মত প্রেমের বিকার॥
অতএব যেহেতুক ধ্যানের সমান।
ধ্যান কহে, যাথার্থ্যেতে নহে সেই ধ্যান॥
এইপ্রকারে প্রভুর যে সাক্ষাতকার।
পরমফলঃ তার হইল বিস্তার॥
থাকুক সাক্ষাৎকার, ধ্যানের ন্যূনতা।
সঙ্কীর্ত্তন হৈতে আছে, বুঝ প্রকৃততা॥
পরোক্ষেতে ধ্যান, নহে প্রভুর সাক্ষাতে।
পরোক্ষাপরোক্ষে যুক্ত সঙ্কীর্ত্তন যাতে॥

যথা রাসক্রীড়ায়াম্ (ভাঃ ১০।৩৩।৭)—

গায়ন্ত্যস্তং তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুরিতি।

বিষ্ণুপুরাণে চ (৫।১৩।৫১)—

কৃষ্ণঃ শরচ্চন্দ্রমসং কৌমুদীকুমুদাকরম্।
জগৌ গোপীজনস্ত্বেকং কৃষ্ণনাম পুনঃপুনঃ॥

পরোক্ষে কীর্ত্তনং গোপীগীতাদৌ—
(ভাঃ ১০।৩১।১)—

জয়তি তেঽধিকমিত্যাদিকং প্রসিদ্ধমেব॥

শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বর-প্রভু-শ্রীযুক্ত-শ্রীনাম।
তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি হৈতে অতি প্রিয়ধাম॥
অধিকারী অনধিকারী নাহি বিচারি।
উচ্চারণমাত্র জগতের হিতকারি॥
জিহ্বাগ্রে উচ্চার্য্য-হেতু সুখোপাস্য হয়।
সরস সচ্চিদানন্দ নিত্য রসময়॥
নামের সমান নাম—নিরুপম তায়;
নমস্কার তাঁহারে করিয়ে সর্ব্বদায়॥

উক্তন্যায়হেতু আর শিবাজ্ঞা মানিয়া।
মুক্তিপদ হৈতে যাহ সত্বর করিয়া॥
কৃষ্ণপ্রিয়তমা-শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে।
যাইব তোমারে লইয়া ত কুতূহলে॥
পার্ষদগণের এইসকল বচন।
মন-কর্ণ-রসায়ন করিয়া শ্রবণ॥
প্রমোদভারেতে পূর্ণ হইয়া তখন।
পার্ষদগণেরে করিলাম প্রণমন॥
শিবা আর শিবে তবে অষ্টাঙ্গ হইয়া।
প্রণমিলুঁ সবাকারে আদর করিয়া॥
তৎকালে পার্ষদগণ শীঘ্র হইলেন।
এই ব্রজভূমি মম প্রাপ্ত করিলেন॥
আমার হইল তাহে অত্যন্ত বিস্ময়।
মুগ্ধবুদ্ধি হইলাম—না করি নিশ্চয়॥
করিতেছিলাম অষ্টাঙ্গেতে নমস্কার।
চক্ষুর নিমেষে আইলাম এথাকার॥
তৃতীয়-অধ্যায়-কথা হৈল সমাপন।
নমস্করি শ্রীল সনাতনের চরণ॥
অষ্টাঙ্গে প্রণমি শ্রীগুরুপদারবিন্দ।
তাহে ভক্তিরস মাগে শ্রীজয়গোবিন্দ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গোলোক-মাহাত্ম্য-খণ্ডে
ভজন-নামা তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

চতুর্থ অধ্যায়

তূর্য্যে বৈকুণ্ঠ-তদ্বাসিরূপাদেস্তত্ত্বমুচ্যতে।
প্রতিমামহিমাপ্যর্দ্ধেঽযোধ্যাতো দ্বারকাগমঃ।

জয়জয় শ্রীচৈতন্য গুণধাম।
জয়জয় শ্রীমন্নিত্যানন্দরাম॥
শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র-পদে নমস্কার।
যাঁহা হৈতে শ্রীচৈতন্য অবতার॥
শ্রীচৈতন্যপ্রিয় শ্রীচন্দ্রশেখর।
আচার্য্য সকল-ভক্তিতত্ত্বধর॥
তাঁর বংশোদ্ভব সর্ব্বগুণময়।
শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রাণ মহাশয়॥
গোস্বামী সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণাবতার।
শ্রীসচ্চিদানন্দময় দেহ যাঁর॥
মম প্রভু তিঁহ করুণা করিয়া।
মূঢ়ে উদ্ধারিলা পদরজ দিয়া॥
কোটি-কোটি শ্রীচরণে নমস্কার।
ত্রিভুবনে মম গতি নাহি আর॥
শুন ভক্তগণ! হৈয়া একমন॥
চতুর্থ-অধ্যায়-কথা রসায়ন॥
শ্রীগোপকুমার কহেন তখন—।
অতঃপর বিপ্র! শুনহ কথন॥
একাকী এথায় করিতে ভ্রমণ।
দেখিলাম বৃন্দাবনের শোভন॥
ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বাহিরে প্রস্থানে।
হেন শোভা না দেখিলুঁ কোনস্থানে
এহেতু প্রমোদী হৈয়া বহুতর।
বনমধ্যে বাস করি নিরন্তর॥
পার্ষদোক্ত বৈকুণ্ঠলোক-সাধন।
মুগ্ধমত সব কৈল বিস্মরণ॥
ক্রীড়ায় ভ্রমণক্রমেতে গমন।
শ্রীমন্মধুপুরে করিয়া তখন॥
মাথুরব্রাহ্মণমুখে ভাগবত।
আদি ভক্তিশাস্ত্র শুনিলাম যত॥
তাহে নববিধ ভক্তি-সমুদয়।
সাধ্য-সাধনাদিরূপ সেই হয়॥

অনুকূল প্রতিকূল হেয় আর।
উপাদেয় আদি বিবেচনা সার॥
জানিয়া বিশেষে আমি এই বনে।
করিলাম সেইক্ষণে আগমনে॥
এইস্থানে তবে সহসা সত্বরে।
দেখিলাম নিজ শ্রীমদ্গুরুবরে॥
এই ব্রজে বিরাজিত পূর্ব্বমত।
হর্ষান্বিত দেখি আমারে প্রণত॥
আশীর্ব্বাদসহ করি আলিঙ্গন।
অতিকৃপা কৈলা সর্ব্বজ্ঞ তখন॥
পরম রহস্য ভক্তিতত্ত্ব যত।
উপদেশ করিলেন বিস্তারতঃ॥
মহাগূঢ় ভক্তিতত্ত্বপ্রকাশক।
তাঁহার প্রসাদ পাইয়া সম্যক্॥
নিত্য ভক্তিযোগ আমি সাধিবারে।
প্রবৃত্ত হইনু আজ্ঞা-অনুসারে॥
বিশেষে জন্মিল শীঘ্র প্রেমপুর।
তাহাতে বিবশ হইয়া প্রচুর॥
পূজাদিক কিছু নারি করিবারে।
কেবল কীর্ত্তন করিয়ে তাঁহারে॥

তৎকীর্তনং যথা (বৃঃ ভাঃ ২।৪।৭)—
শ্রীকৃষ্ণ গোপাল হরে মুকুন্দ,
গোবিন্দ হে নন্দকিশোর কৃষ্ণ।
হা শ্রীযশোদাতনয় প্রসীদ,
শ্রীবল্লবীজীবন রাধিকেশ।

এইমতে করি সুস্বরেতে গান।
করিয়ে তাঁহারে বহুত আহ্বান॥
'কোথা আছ ওহে ব্রজেন্দ্রনন্দন!।
দেখা দিয়া মম রাখহ জীবন॥'
ইহা বলি প্রকর্ষেতে নাচি ক্ষণে।
ক্ষণে উচ্চস্বরে করিয়ে রোদনে॥
দেহদৈহিকাদি সকল আপন।
উন্মত্তের মত হৈনু বিস্মরণ॥
যথা-অভিলাষ আমি ইতস্তত।
ভ্রমণ করিয়ে মাত্র বাহ্যহত॥
একদিন নিজ প্রাণনাথে যেন।
দেখিনু অগ্রেতে দাঁড়ায়্যা আছেন॥
ধায়্যা ধরিবারে হৈয়া মোহগত।
পড়িলাম প্রেমে বিহ্বল তাবত॥
সে পার্ষদগণ আসিয়া আমারে।
শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে লৈয়া যাইবারে॥

করাইল বিমানেতে আরোহণ।
আমি উঠি তবে প্রসারি নয়ন॥
সর্ব্ব স্থানাদিক অন্যথা দেখিয়া।
নিজ প্রিয় ব্রজভূমি না হেরিয়া॥
বিস্মিত হইয়া সুস্থ হইলাম।
আপনার পার্শ্বে তবে দেখিলাম॥
পূর্ব্বপরিচিত পার্ষদের গণ।
যাঁরা মম প্রিয় কৈল আচরণ॥
মহাতেজস্বী শ্রীসূর্য্যাদিক যত।
তাঁহাদের তেজো হয়েন নিয়ত॥
যোগ্য শ্রেষ্ঠ অনুপম যে বিমান।
তাহে আরোহিত সুশোভিতমান॥
সম্ভ্রমেতে করিলাম প্রণমন।
কৃপায় তাঁহারা দিলা আলিঙ্গন॥
মুহুর্ম্মুহু বহু করি আশ্বাসন।
দেখাইয়া শতশত যুক্তিগণ॥
চতুর্ভুজাদিকযুক্ত রূপ যেই।
আমারে দিবারে ইচ্ছিলেন সেই॥
করিলাম আমি তাহা অস্বীকার।
গোবর্দ্ধনভব বপু রাখি আর॥
তাঁদের প্রভাবে হইল প্রাপণ।
গুণ-কান্ত্যাদিক তাদৃশ তখন॥
তবে দুর্বিতর্ক পথ যেই হয়।
পরম আনন্দযুক্ত সুনিশ্চয়॥
জগতের বিলক্ষণাসাধারণ।
সু-উৎকৃষ্টতর—না হয় বর্ণন॥
সে পথে পার্ষদগণের সহিত।
শ্রীবৈকুণ্ঠধামে গমনে বিনীত॥
স্বর্গাদিক লোকে বাহে আর তার।
অষ্ট-আবরণ সর্ব্বতঃপ্রকার॥
মুক্তিপদে আরোহণের সময়ে।
মানিলাম পূর্ব্বে শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে॥
এক্ষণে সে-সবে করি দৃষ্টিপাত।
তুচ্ছ-জ্ঞানে লজ্জা হইল সে জাত॥
'মুক্তি অতি তুচ্ছ' হৈল তবে জ্ঞান।
অতিশয় ঘৃণা হৈয়া অবধান॥
তবে ইন্দ্র-আদি লোকপাল যত।
অঞ্জলি মস্তকে ধরিয়া সংযত॥
উর্দ্ধমুখে অতি বেগেতে তখন।
পুষ্প-লাজ-আদি করিয়া বর্ষণ॥
লাগিলেন সবে পূজা করিবারে।
জয়শব্দে স্তব করেন আমারে॥

যেই যেই-স্থানে করিয়ে গমন।
সেই ত পদের অধিকারিগণ॥
স্তবপ্রণামাদি করে আচরণ।
বহুতর আর করয়ে পূজন॥
অগ্রে মুক্তিপদ হইল দর্শন।
করিলাম তুচ্ছরূপে আলোচন॥
তবে সেই মুক্তিপদের উপরে।
পাইনু শ্রীশিবলোক ততঃপরে॥
সেইস্থানে শিবে উমার সহিতে।
হর্ষে করিলাম প্রণাম বিহিতে॥
তাঁর প্রেমাদর সুমিষ্টবচনে।
হইলাম আমি আনন্দিত মনে॥
তবে শ্রীবৈকুণ্ঠে করিনু গমন।
না যার মহিমা জানে বাক্যমন॥
কহিলা আমারে পার্ষদের গণ—।
বহির্দ্দেশে তুমি থাক একক্ষণ॥
শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বরে করি বিজ্ঞাপন।
করিব পুরীর মধ্যে প্রবেশন॥
অদৃষ্ট অশ্রুত আশ্চর্য্য যে সব।
তার সমুদ্রের তরঙ্গ-বিভব॥
সুস্থির হইয়া করহ গণনে।
কৃষ্ণভক্তিদীপ্তিযুক্ত দুনয়নে॥
এত কহি সেই পার্ষদের গণ।
পুরের মধ্যেতে কৈলা প্রবেশন॥
দেখিলাম একজনে সেইক্ষণে।
শ্রীবৈকুণ্ঠমধ্যে করে প্রবেশনে॥
শত ব্রহ্মাণ্ডের ঐশ্বর্য্যে অন্বিত।
এমত বিমানে আছে আরোহিত॥
গীত-সঙ্কীর্ত্তন-সহিত বিনয়ে।
হর্ষেতে আবিষ্ট আছে অতিশয়ে॥
শ্যামবর্ণ-অবয়ব-অলঙ্কারে।
প্রভুর সদৃশ দেখিয়া তাঁহারে॥
মানি হরি—করি তাঁরে নমস্কার।
'পাহি নাথ!' কহিলাম বহুবার॥
এত শুনি তিঁহ কর্ণ আচ্ছাদিয়া।
কহিলেন সঙ্কেতেতে নিবারিয়া।
'দাসোঽস্মি দাসোঽস্মি দাসদাসোঽস্মীতি।'
কহি পুরমধ্যে করিলা প্রস্থিতি॥
পুন তাঁহা হৈতে বৈভবে মহত।
একজন হইলেন সমাগত॥
তাঁরে দেখি আমি সন্দেহ মানিল।
'জগদীশ তিঁহ' নিশ্চয় জানিল॥

'লীলায় কোথায় করিলা গমনে।
আগমন পুরে করিলা এক্ষণে॥'
এত ভাবি প্রণমিলাম সম্ভ্রমে।
স্তুতিবাদ বহু করিলাম ক্রমে॥
সেহ পূর্ব্বমত স-স্নেহে কহিয়া।
গেলেন পুরেতে প্রবেশ করিয়া॥
কেহ বা একল কেহ বা যুগলে।
কেহ বা একত্রে বাঁধিয়াছে দলে॥
পূর্ব্বপূর্ব্বাধিক-শ্রীযুক্তাতিশয়।
পুরের মধ্যেতে প্রবেশ করয়॥
তাঁহাদিগে দেখি-দেখি পূর্ব্বমত।
নমস্কার স্তব করি সম্ভ্রমতঃ॥
স্নেহযুক্ত-বাক্যামৃতে নিবারণ॥
করি করিলেন পুরে প্রবেশন॥
তার মধ্যে কেহ স্বসেবা-সম্বন্ধি।
সামগ্রী গ্রহণ করি পরিসন্ধি॥
অগ্রে ধায় ছত্রচামরাদি লৈয়া।
কেহ ভক্তিসুধারসে মত্ত হৈয়া॥
উক্তপ্রকারেতে আপন-আপন।
করণীয় সেবা যাহার যে হন॥
তাহে ব্যগ্র অন্তঃকরণ প্রভৃতি।
ইন্দ্রিয়সকল যাদের প্রকৃতি॥
বিচিত্র-ভজন-আনন্দ-প্রভব।
বিনোদাতিশয়ে বিভূষিত সব॥
ভূষার ভূষণ সকল অঙ্গেতে।
নিজপ্রভুবরোচিত সকলেতে॥
শ্যাম চতুর্ভুজ লাবণ্যপূরিত।
সৌন্দর্য্যাতিশয় কাম উর্দ্ধরিত॥
প্রণাম স্তবন নর্ত্তন কীর্ত্তন।
বিচিত্র চেষ্টিত করে সর্ব্বজন॥
লক্ষ্মীপতি যেই চক্রবর্ত্তিতায়।
মহালীলাকৌতুকাদি বিস্তারয়॥
সে ভগবানের পাদ-পদ্মবর।
দেখিবার লাগি বাঞ্ছা ত সবার॥
কেহ বা বৈকুণ্ঠনাথ-সেবাকার।
সহপুত্রকলত্রাদি পরিবার।
চত্রচামরাস্ত্র আর ত বাহন।
পরিচ্ছদ-সহ কোন কোন জন॥
কেহ নিজ পরিচ্ছদ পরিবার।
পুরীর বাহিরে রাখিয়া বিস্তার॥
কেহ বা আপন পরিকর যত।
আপনাতে লীন করি বিশেষত॥

অকিঞ্চনমত একাকী হইয়া।
ধ্যানরসে মন নিমগ্ন করিয়া॥
পশু-পক্ষি-বৃক্ষ-প্রভৃতি আকার।
কেহ ধরি-ধরি পুনঃপুনর্ব্বার॥
বিচিত্র ভূষণ আহার বিহার।
মনোহরতর ধারণ কাহার॥
কেহ নর-বানরাদি দৈত্য দেব।
ঋষি বর্ণাশ্রমাচার-দীক্ষাসেব॥
ইন্দ্রচন্দ্রাদির সম কোনজন।
ত্রিনয়ন কেহ বা চতুরানন॥
চতুরষ্টভুজ সহস্রবদন।
পুরীর মধ্যেতে করে প্রবেশন॥
ইন্দ্রচন্দ্রাদিক যতেক আকার।
শ্রীভগবানের নহে অবতার॥
রূপসাম্যমাত্রে তাহার সমান।
বৈকুণ্ঠবাসির হইল আখ্যান॥
বৈকুণ্ঠে সচ্চিদানন্দদেহ সব।
নরাদি আকার হয় অসম্ভব॥
তথাপি প্রভুর হর্ষের কারণ।
বিচিত্র শরীর করেন ধারণ॥
এসব পরম বৈচিত্রী-কারণ।
অগ্রে নারদোক্তে হইবে কথন॥
'বানরাদি-দেহ সৌন্দর্য্যবিরহ-।
যুক্ত তথা নহে ?' হেন নাহি কহ
কৃষ্ণভক্তিরসাস্বাদবান্‌গণে।
কি বা না সুন্দর হয়ত দর্শনে ?॥
মায়িক সকল বস্তুর অতীত।
বৈকুণ্ঠনিবাসিগণ সুনিশ্চিত॥
বৈকুণ্ঠলোকের, তার নায়কের।
প্রপঞ্চাতিরিক্ত-মাহাত্ম্যার্পকের॥
প্রপঞ্চান্তর্গত-দৃষ্টান্তে কহিতে।
শক্য উপযুক্ত না হয় নিশ্চিতে॥
তথাপি তোমার প্রপঞ্চান্তর্গত।
দ্রব্যদৃষ্টে চিত্ত আছে অভিমত॥
অতএব সে দৃষ্টান্ত-সমুদয়ে।
সুখেতে প্রবোধ দিবার আশয়ে॥
ওহে দ্বিজ! কহি সেইমত করি।
ক্ষমা কর সেই অপরাধ হরি!॥
বৈকুণ্ঠনিবাসিগণে নিরন্তর।
সমতা সবার হয় পরস্পর।
অল্প-বৈভবাদি-প্রকটকারণ।
তারতম্য পুন হয় ত লক্ষণ॥

কিন্তু তথাপিহ বিরোধ কাহার।
নাহি আছে তত্র, কহিলাম সার॥
মাৎসর্য্য অসূয়া স্পর্দ্ধা তিরস্কার।
দোষ নাহি তথা-মধ্যেতে কাহার॥
সহস্রসহস্র স্বাভাবিক গুণ।
নিত্য সত্য আছে তাঁহাদের পুন॥
প্রপঞ্চান্তর্গত-ভোগপরায়ণ।
বিষয়িসকল আছয়ে যেমন॥
সেইমত বহির্দৃষ্টির দ্বারায়।
শ্রীবৈকুণ্ঠবাসিগণেরে দেখায়॥
কিন্তু নিরন্তর তাঁদের চরণ।
মুক্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ করেন সেবন॥
নির্ব্বিকারতার প্রান্তসীমা তাঁরা।
পায়্যাছেন প্রভু-লীলা-অনুসারা॥
শ্রীযুক্ত প্রভুর সন্তোষকারণ।
বিচিত্র রূপাদি করেন ধারণ॥
এইহেতু বৈকুণ্ঠবাসিগণ।
ব্রহ্মঘনজন্তু একরূপ হন॥
শ্রীভগবানের লীলা-অনুসারে।
হয়েন তাঁহারা পৃথক প্রকারে॥
বিমানসমূহ-সহ সেই স্থান।
তত্রস্থিত সব এইমত জান॥
কদাচিত স্বর্ণরত্নাদিকময়।
ধাম বিমানাদি প্রতীতি সে হয়॥
ঘনীভূত চন্দ্রজ্যোৎস্না-কঠিনতা-।
সমান প্রবোধ হয় কখন তা॥
কথঞ্চিত সে স্থানের করুণার।
প্রভাবে বিশেষ জ্ঞান হয় তার॥
অন্যথা তাঁদের রূপের গ্রহণ।
মানসের শক্তি নহে কদাচন॥
বিনা নিজ সদা নিষ্ঠা অনুভব।
বুঝিবারে কেহ না হয় প্রভব॥
অনায়াসে 'এইমাত্র' নিরূপণ।
করিবারে শক্ত হয় কোনজন॥
ব্রহ্মানুভবেতে সুখ যেই হয়।
বৈকুণ্ঠাদি-দর্শনেতে সমুদয়॥
সুন্দর তুচ্ছতা পাইয়া আপনি।
লজ্জাতে বিরাম পায় সে তখনি॥
আত্মারাম পূর্ণকাম জনচয়।
সর্ব্বাপেক্ষা হৈতে বিবর্জ্জিত হয়॥
বৈষ্ণবের সঙ্গ-হেতু সারাসার-।
বিচার সকল পাইয়া প্রচার॥

আত্মারামাদি ব্রহ্মসুখ যত।
যাহে আছে অনুভূত অবগত ॥
সব ত্যজি ভক্তিমার্গে সর্ব্বক্ষণ।
প্রবেশ করেন তাঁরা যেকারণ ॥
সেহেতু তথায় গিয়া সে আমার।
হৈল নিশ্চয়েতে অনুভব তার ॥
পুরীতে গমন আর নিঃসরণ-।
পরায়ণ দেখি সেবকের গণ ॥
মনে চিন্তি—'যার সেবক ঈদৃশ।
সে প্রভুরা পুন হয়েন কীদৃশ ? ॥'
এইমত হর্ষ-প্রহর্ষ-আখ্যানে।
পুরীদ্বারে বসি আছি বর্ত্তমানে ॥
আসিয়া বেগেতে পার্ষদের গণ।
পুরীমধ্যে করাইল প্রবেশন ॥
অদ্ভুত হইতে অদ্ভুত যে সব।
তথায় হইল দৃষ্টির প্রভব ॥
দ্বিপহার্দ্ধকালে সহস্রবদন।
বলিতে নহেন ক্ষম কদাচন ॥
দ্বারে-দ্বারে দ্বারপালগণ নীয়া।
নিজনিজাধ্যক্ষে জ্ঞাপন করিয়া ॥
প্রবেশ করান লইয়া আমারে।
এইমতে যাই প্রত্যেক সে দ্বারে ॥
সেই-সেই-দ্বারে অধ্যক্ষ যে হয়।
যত দ্বারিগণ তারে প্রণময় ॥
দেখি তারে তারে আমি সে নিশ্চয়।
মানিলাম এই 'জগদীশ হয়' ॥
পূর্ব্বমত সম্ভ্রমাবেশেতে তাঁরে।
প্রণাম-স্তবন করি বারেবারে।
তদনন্তরে সে পার্ষদের গণ।
স্বভাবেতে অতি স্নিগ্ধ তাঁরা হন ॥
অসাধারণ সে প্রভুর লক্ষণ।
করিলেন আমারে ত বিজ্ঞাপন ॥
'প্রণামানন্তর আপন নয়নে।
রাখিয়া প্রভুর যুগলচরণে ॥
একপার্শ্বে থাকি—হইয়া নিশ্চল।
স্তব করা—বান্ধি অঞ্জলি প্রবল ॥'
এইসব রীতি পার্ষদের গণ।
শিক্ষা দিলা করি করুণালক্ষণ ॥
মহামহা-চিত্র-বিচিত্র-রচিত।
গৃহ দ্বার সব প্রকোষ্ঠ সে যত ॥
ক্রমেক্রমে সব করিয়া লঙ্ঘন।
অতিবেগে তবে করিয়া গমন ॥

পরম উত্তম এক অন্তঃপুরে।
তাহে অতিশয় শোভিত প্রচুরে ॥
পাইলাম এক মন্দির উত্তম।
চতুর্দ্দিকে বহু মন্দির সুষম ॥
পরম-মহত্তা-সমূহে বিশিষ্ট।
কোটি-সূর্য্য-চন্দ্র-তুল্য-কান্তি-নিষ্ঠ ॥
মনোনয়নের বৃত্তি চুরি করে।
অন্যত্র প্রবৃত্তি আর নাহি ধরে ॥
তার মধ্যে রত্নশ্রেষ্ঠশ্রেণীযুত।
স্বর্ণসিংহাসন বিরাজে অদ্ভুত ॥
তদোপরে হংসতুলিকা সুন্দর।
অতিসুকোমলা নির্ম্মলা বিস্তর ॥
তাহে চন্দ্রাকৃত মৃদু উপাধান।
বামকক্ষতলে করিয়া আধান ॥
সুখে উপবিষ্ট শ্রীমদ্ভগবান্।
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বিরাজিতমান ॥
দূরেহৈতে অগ্রে করিনু দর্শন।
নবযৌবনেশ—নিত্য সম হন ॥
সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যময় অঙ্গকান্তি।
নবমেঘ-শোভা হরে যে অশ্রান্তি ॥
দীপ্তিময় স্বর্ণ রত্নে বিরচিত ॥
কিরীটাদি অলঙ্কারে বিভূষিত ॥
বনমালা পীতাম্বর পরিধান।
ভূষণের ভূষা অঙ্গ শোভমান ॥
চতুর্ভুজস্থূল কিবা বিলসয়ে।
কঙ্কণ-অঙ্গদে বিভূষিত হয়ে ॥
পীতপট্টবস্ত্রদ্বয়েতে সেবিত।
চারু কুণ্ডলেতে কপোল শোভিত ॥
পীনবক্ষঃস্থলে কৌস্তুভাভরণ।
কম্বুকণ্ঠে ধৃত মুক্তাবলিগণ ॥
মুখচন্দ্র স্মিত-অমৃতে সহিত।
নেত্রপদ্ম দৃষ্টিভঙ্গ্যে উল্লসিত ॥
কৃপাভরোচ্চত শ্রেষ্ঠ ভ্রূদ্বয়।
নত ধনুকের আকার নাচয় ॥
নিজ বামপার্শ্বে মহালক্ষ্মী স্থিতা।
আত্মযোগ্যা—সদা উপমারহিতা ॥
তিঁহ দিতেছেন তাম্বূল উত্তমে।
লইয়া খায়েন লীলায় বিভ্রমে ॥
সে তাম্বূলরাগে অরুণিততর।
হইয়াছে কিবা শোভা বিম্বাধর ॥
কুন্দপুষ্প জিনি অতি সুনির্ম্মল।
দন্তপংক্তিদ্বয় শোভয়ে বিরল ॥

তাহার দীপ্তিতে হয় সুপ্রকাশ।
উজ্জ্বল সুন্দর মুখে ক্রীড়াহাস॥
কৌশলের উক্তিভঙ্গির দ্বারায়।
আকর্ষয়ে ভক্তগণচিত্ত তায়॥
ধরণী-নামিকা যে দ্বিতীয় প্রিয়া।
করে পতদ্গ্রাহ ধারণ করিয়া॥
কটাক্ষভঙ্গির দ্বারায় তখন।
বারম্বার যত্নে করেন সেবন॥
সুদর্শন-গদা-শঙ্খাদি যে সব।
মূর্তিমান শিরে চিহ্ন সুপ্রভব॥
চতুর্দিগে সবে করয়ে সেবন।
স্তুতি নতি অতি বিনতিলক্ষণ॥
ভক্তিতে সেবয়ে সেবকের গণ।
প্রভুর সমান আকারাদি হন॥
চামর-ব্যজন-পাদুকাদি যাহা।
শ্রীবিশিষ্ট পরিচ্ছদগণ তাহা॥
করেতে করিয়া আছে দাঁড়াইয়া।
চতুর্দিগে সব আবৃত হইয়া॥
শেষ-খগরাজ-বিষ্বকসেন-আদি।
পার্ষদবর্গে যে মুখ্য অনুবাদি॥

তথা চাষ্টমস্কন্ধে (ভাঃ ৮।২১।১৬।১৭)—

নন্দঃ সুনন্দোঽথ জয়ো বিজয়ঃ সুবলোবলঃ।
কুমুদঃ কুমুদাক্ষশ্চ বিষ্বকসেনঃ পতত্রিরাট্।
জয়ন্তঃ শ্রুতদেবশ্চ পুষ্পদন্তোঽথ সাত্বকঃ। ইতি।

এইসব যত গণাধ্যক্ষগণ।
ভক্তিতে আনত হই সর্ব্বক্ষণ॥
মস্তকে অঞ্জলি করিয়া ত সবে।
প্রভুর অগ্রেতে দাণ্ডাইয়া তবে॥
নানাবিধ চিত্র বিচিত্র বচনে।
করেন প্রভুর সকলে স্তবনে॥
নারদ করেন অদ্ভুত নর্ত্তন।
বীণাগীত-আদি ভঙ্গি প্রকটন॥
সে চাতুরী শুনি লক্ষ্মী ধরণীর।
সহিত হাসেন উচ্চে কভু স্থির॥
স্বভক্তে যাহার নিজ শ্রীচরণে।
চিত্ত আছে প্রসারণ-সমর্পণে॥
তাদের আনন্দবিশেষ-বর্দ্ধন-।
হেতু কভু নিজ যুগ্ম শ্রীচরণ॥
প্রসারণান্তর করি সমর্পণ।
অদ্ভুত বিলাস করেন কখন॥

এপ্রকার করি প্রভুয়ে দর্শন।
আনন্দভারেতে হৈয়া মগ্ন-মন॥
মোরে লৈয়া গেলা যে পার্ষদগণ।
তাঁহাদের শিক্ষা করি বিস্মরণ॥
'হে গোপাল হে জীবিত! মম' এই।
বাক্য বারম্বার বলি তথাতেই॥
আমি করিবারে তাঁরে আলিঙ্গন।
ধাইলাম বাহু করি প্রসারণ।
পৃষ্ঠেস্থিত সেই বিজ্ঞবরগণ।
ধরিলেন আমা-দীনেরে তখন॥
করিয়া অত্যন্ত বিনয় বিস্তৃত।
হইলাম অতি প্রেমে বশীকৃত॥
অতিশয় মোহ প্রাপ্ত হইলাম।
শ্রীভগবানের অগ্রে পড়িলাম॥
তবে সে পার্ষদগণ বলে উঠাইলা।
বহুক্ষণে প্রণয়েতে বোধ জন্মাইলা॥
দর্শনের বিঘ্নকারী নেত্রে অশ্রু ছিল।
তাহা মাজি আমি নেত্র প্রকাশ করিল॥
তবে ত দয়ালুশ্রেষ্ঠ স্নেহে বিলক্ষণ।
গম্ভীর-মৃদু-স্বরেতে বলিলা বচন—॥
সুস্থ হও শীঘ্র আস্তো হে বৎস! এখন;
সম্ভ্রমাদি ত্যজ, মিলি কর আলাপন॥
এতেক শুনিয়া আনন্দের অন্ত্য সীমা।
পাইলাম যাহা হৈতে নাহিক গরিমা॥
মহোন্মাদগ্রস্তন্যায় নৃত্য বারম্বার।
করিয়া পতিত হইলাম পুনর্ব্বার॥
সে পার্ষদগণ বহুপ্রয়াসের দ্বারে।
স্থৈর্য্য আর বোধযুক্ত করিলা আমারে॥
করিতে সুস্থতা ধরি অতিথি-বিধান।
কহিলেন পরম দয়ালু ভগবান্—॥
স্বাগতং স্বাগতং বৎস! মঙ্গল মঙ্গল।
তব দর্শনার্থে ছিল উৎকণ্ঠা প্রবল॥
এইক্ষণে তোমাসহ হইল মিলন।
শুনহ বিস্তারি কহি উৎকণ্ঠাকারণ—॥
হে অঙ্গ হে সখে! বহুজন্ম গোঁয়াইলা।
আভিমুখ্য আমাতে কিছুই না করিলা॥
এই এই বর্ত্তমান জন্মে এইজন।
আমাতে উন্মুখ হইবেক সহ-মন॥
অত্যন্ত তোমার এইপ্রকার আশায়।
বহুকাল নর্ত্তিত আছিয়ে অক্তপ্রায়॥
মন্নামকীর্ত্তন-আদি ছল কোনো এক।
কিঞ্চিত না পাইলাম দেখিয়া প্রত্যেক॥

যাহা দ্বারা স্বয়ত নির্ব্বন্ধ পুরাতন।
পালিয়া বৈকুণ্ঠে তোমা করি আনয়ন॥
আমাতে উপেক্ষারূপ অকৃপা দেখিয়া।
ব্যগ্র আমি অনুগ্রহে কাতর হইয়া॥
অনাদি-নিবদ্ধ সেতু করি উল্লঙ্ঘন।
নিজপ্রিয়তম যেই শ্রীমদ্‌গোবর্দ্ধন॥
তাহাতে তোমার এই জন্ম করাইলুঁ।
জয়ন্তাখ্য তব গুরু আপনি হইলুঁ॥
ইথে করিলাম বহু তব উপকার।
বাঞ্ছা চিরকালের পূরাহ সে আমার॥
তোমার আমার সুখ করিয়া বিস্তার।
কর বাস বৈকুণ্ঠে সুস্থিরে অনিবার॥
কহিলা যে নারায়ণ এতেক বচন।
তাহার তাৎপর্য্য শুন কহি বিবরণ—॥
কৃপা হয় শ্রীকৃষ্ণের উপরে যাহার।
সেই ত তাঁহারে পায়, জানিহ এ সার॥
কৃষ্ণকৃপা-হওনের সম্ভাবনা যারে।
সর্ব্বাত্মাতে সেজন শরণ লয় তাঁরে॥

যথা দ্বিতীয়স্কন্ধে (ভাঃ ২।৭।৪২)—

যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ,
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং,
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥

প্রভুর এ-বাক্যরূপ-মহামৃতপানে।
হইলাম মত্ত—বিস্মরণ সব জ্ঞানে॥
ভগবানে স্তব করিবারে না পারিলুঁ।
কিছুই করিতে আর জানিতে নারিলুঁ॥
তাঁহার অগ্রেতে আছিলেন কতজন।
বেণুপ্রবাদক আমাসদৃশ সে হন॥
গোপবালকের বেশ—স্নিগ্ধতর-মন।
আমায় সান্ত্বনা সুস্থ করিয়া তখন॥
করিয়া উৎপন্ন সখ্য মোরে আকর্ষিয়া।
বেণুবাদনে দিলেন প্রবর্ত্ত করিয়া॥
এই মম করস্থিতা নিজ বংশী যেই।
গোবর্দ্ধনপর্ব্বতপ্রভবা হয় এই॥
অতএব মহাপ্রিয়তমা ত আমার।
নিনাদন করিলাম বহুধা ইহার॥
শ্রীমাধব মহা বদগ্যাসিন্ধু স-গণ।
কৃপানিধি পাইলেন তাহে সন্তোষণ॥
তবে বহির্গমনের হইলে সময়।
মহাশ্রীযুক্ত বাহিরে আল্যা সমুদয়॥

নির্গমে আমার ইচ্ছা যদ্যপি না ছিল।
তথাপি শ্রীমহালক্ষ্মী আজ্ঞা প্রকাশিল॥
ভোজনাদিকালে মহালক্ষ্মী বিনা আর।
অন্তের উচিত নহে স্থিতি তথাকার॥
এইহেতু তাঁরা বহু যুক্তির দ্বারায়।
আনিলেন সেইকালে বাহিরে আমায়॥
অন্য বৈকুণ্ঠবাসিতে স্বয়ং উপস্থিতা।
মহাবিভূতি সর্ব্বদা আছেন ব্যাপিতা॥
তাহারে করিয়া আমি দূরে পরিহার।
গ্রহণ না করিলাম আমি একবার॥
শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপ্তিস্বভাবেতে যেই।
মহাবিভূতি আমাতে বর্ত্তমানা সেই॥
প্রকাশ না করি গোপবাসকরূপেতে।
অকিঞ্চন থাকিলাম সেই বৈকুণ্ঠেতে॥
তথা সর্ব্ব বিভূতি—সচ্চিদানন্দাকার।
স্বাধীনা—প্রকাশ হয় নিজেচ্ছানুসার॥
এপ্রকার বিভূতির অভাবেহ সার—।
বৈভব ঘটয়ে, পুন বৈভবে ত আর—॥
অকিঞ্চনত্ব ঘটয়ে বৈকুণ্ঠে নিশ্চয়।
শ্রী বকুণ্ঠস্থানের স্বভাব এই হয়॥
তথাপিহ পূর্ব্বাভ্যাস যেই মম ছিল।
নিষ্কিঞ্চনরূপে স্থিতি অতি নিরবিল॥
তার বলে দীনরূপে প্রভুর ভজন।
সদা সুখ নিশ্চিত মানিয়ে সর্ব্বক্ষণ॥
তবে হৃদে ইহা কৈলুঁ সর্ব্বতো নিশ্চিন্ত—।
স্বকীয় অখিল জন্ম-কর্ম্ম যে বিহিত॥
তার লভ্য শ্রেষ্ঠফল সম্পূর্ণের সীমা।
পালুঁ প্রভুকৃপাভর হইতে মহিমা—॥
অহো বৈকুণ্ঠে যে সুখ অনুভূয়মান।
কার তুল্য?—অর্থাৎহে কাহারো সমান॥
অশক্য সে মন-দ্বারা তর্ক করিবারে।
পরমানির্ব্বচনীয় জানিলাম সারে॥
অহো মহত্তম এই বৈকুণ্ঠাখ্য স্থান।
কীদৃশ?—অর্থাৎ নাহি যার তুল্যাখ্যান॥
অহো মহাশ্চর্য্যতর শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বর।
কীদৃশ—তেমত তাঁর কৃপাশ্চর্য্যতর?॥
তবে ত নিযুক্ত হৈলুঁ প্রভুর কৃপায়।
চামরবীজনরূপ-সমীপসেবায়॥
নিজ বংশী বাদন করিয়া নিরন্তর।
পাইলাম তাঁহার দর্শনে হর্ষভর॥
পূর্ব্বাভ্যাসবশে করি কখন কীর্ত্তন।
'হে কৃষ্ণ গোপাল!' বারম্বার অনুক্ষণ॥

এই প্রভু গোকুলে যে কৈলা আচরণ।
বাল্যলীলাদিক-মহামাহাত্ম্য-দর্শন ॥
পরম-উৎকর্ষ-সঙ্কীর্ত্তনরূপে তাঁর।
সাক্ষাৎ করিয়ে গান সদা অনিবার ॥
বৈকুণ্ঠনিবাসী যত সেবক হরির।
সেখান হইতে তবে হইলা বাহির ॥
বারম্বার হাসি-কাসি স্নেহার্দ্র-হৃদয়ে।
শিক্ষকের তুল্য তবে আমারে কহয়ে— ॥
ব্রহ্মাদি আছেন যত জগতে ঈশ্বর।
তাঁদের ঈশ্বর তিঁহ শ্রীপরমেশ্বর ॥
সাক্ষাতে অযোগ্য নাম তিঁহার গ্রহণ।
'হে কৃষ্ণ!' কহিয়া নাহি কর সম্বোধন ॥
তথা ব্রজকৃত-বাল্যলীলাদি প্রকারে।
সঙ্কীর্ত্তন নাহি কর এথা অনুবারে ॥
কিন্তু সে অদ্ভুত হৈতে অতীব অদ্ভুত।
অনন্ত মাহাত্ম্য শ্লোকদ্বারা কর স্তুত ॥
দুষ্ট-পূতনাদিসব করিতে সংহার।
শিষ্ট-বসুদেবাদির পালন-নিস্তার ॥
করিবারে কংসের বঞ্চনা সে মায়ায়।
গোপত্ব স্বীকার প্রভু করিলা লীলায় ॥
এই পরমেশ্বরের মায়ার বর্ণন।
ভক্তগণ নাহিক করেন আদরণ ॥
যদি কহ—ব্রহ্মবাক্যে আছে ত প্রমাণ।
যথা (ভাঃ ২।৭।৫৩)—
মায়াং বর্ণয়তোঽমুষ্য ঈশ্বরস্যানুমোদতঃ।
শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং মায়য়াত্মা ন মুহ্যতি।
ভক্তগণগুরু তিঁহ—ইথে কিবা আন ? ॥
ইহার উত্তর শুন,—আরম্ভে ভক্তের।
উপযুক্ত হয় তাঁর মায়ার উক্তির ॥
ভক্তিফলরূপ শ্রীবৈকুণ্ঠ হৈলে প্রাপ্ত।
উপযুক্ত নহে মায়াবর্ণন সম্প্রাপ্ত ॥
অতএব সেই মায়াবর্ণনদ্বারায়।
কিম্বা গোকুলাচরিত-সঙ্কীর্ত্তনে তায় ॥
প্রভুশ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বরে স্তব করা নয়।
এই তত্ত্ব তোমারে কহিল সমুদয় ॥
তার মধ্যে কেহ-কেহ কহিলা কথন—।
গোপালন আদি কোনো লীলা তাঁর হন ॥
পাঞ্চভৌতিকের যেই হয় ত নির্ম্মাণ।
এই লীলা নহে সেই মায়ার সমান ॥
যদি কহ—কণ্টকারণ্যেতে ভ্রমণাদি।
কিবা সুখ যাহে লীলা হৈবে অনুবাদী ? ॥

তাহে শুন—দুর্ব্বোধাচরণ হয় তাঁর।
তাহার কারণ কেবা শক্ত বুঝিবার ? ॥
তিঁহ ত পরমেশ্বর—জানিহ কথনে ॥
অতএব দোষ নাহি মায়ার কীর্ত্তনে ॥
কোন কোন মহত্তম মুখ্যসেবিজন।
সেইসকলেরে তবে করি নিবারণ ॥
ক্রোধে কহিলেন—অহে! কি অবোধমত।
কহিতেছ তোমরা এ সকল সাম্প্রত ? ॥
ভক্তবাৎসল্যতাহেতু কৃত লীলাচয়।
মায়াকৃত আর নিরর্থক নাহি হয় ॥
যথোক্তং ভগবতা (বৃঃ ভাঃ ২।৪।১৪ টীকা)—
মুহূর্ত্তেনাপি সংহর্ত্তুং শক্তো যদ্যপি দানবান্।
মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ।
সে-সবার সঙ্কীর্ত্তনে মহাগুণ হয়।
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের তোষণ সুনিশ্চয় ॥
তাহাদের এতাদৃশ বাক্যের শ্রবণে।
প্রথম সিদ্ধান্তে লজ্জা জন্মিল তখনে ॥
শেষের সিদ্ধান্তে তৃপ্ত হৈল কিন্তু মন।
অন্তরে না হৈল তৃপ্তি সর্ব্বপ্রকারণ ॥
নিজেষ্টদেবতা শ্রীমন্মদনগোপাল-।
চরণপদ্মের অসাধারণ বিশাল ॥
রূপ বিনোদ বিহার ক্রীড়া পরিবার।
পরিচ্ছদ করুণা সে বিশেষপ্রকার ॥
সেইসব তথা না দেখিয়া মম মন।
দীনমত সেইস্থানে থাকে সর্ব্বক্ষণ ॥
সেইকালে প্রভু সর্ব্বজ্ঞের শিরোমণি
মম মনোদুঃখ সব জানিলা আপনি ॥
তবে দেখি বৈকুণ্ঠনাথে নন্দনন্দন।
লক্ষ্মীরে রাধিকারূপা করি আলোকন ॥
চন্দ্রাবলীর স্বরূপা ধরারে দেখিয়ে।
তাঁর সব গণে ব্রজবালক হেরিয়ে ॥
এপ্রকার দেখিলেহ এই বৃন্দাবনে।
করেন সপরিবার যেন বিহরণে ॥
সে প্রকার বৈকুণ্ঠে না করি আলোকন।
খেদযুক্ত মম মন হয় সর্ব্বক্ষণ ॥
কথন গোগণে ব্যাপ্ত বৈকুণ্ঠোপবনে।
দেখি গোপালনলীলা করে বিহরণে ॥
কথন বা লক্ষ্মী-ধরা-আদির সহিত।
দেখি সিংহাসনে প্রভু পূর্ব্বমত স্থিত ॥
স্বপ্রভু শ্রীমদনগোপালদেবাকারে।
কখনো দেখিয়ে তাঁরে সকলপ্রকারে ॥

তথাপি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথেরে অনুক্ষণ।
'পরমেশ ক্রিহ' এই বোধের কারণ ॥
আর বৈকুণ্ঠলোকেতে নিজ আগমন-।
স্মরণ-হেতুক জন্মে যেই আদরণ ॥
তদ্‌যুক্ত গৌরবে সেই প্রেম হানি হয়।
তেকারণে মম মন তৃপ্ত কভু নয় ॥
গোপালদেবের কৃপাবিশেষ সন্ধানে।
আলিঙ্গনচুম্বনাদি পাইলুঁ যে ধ্যানে ॥
বৈকুণ্ঠেশ হৈতে তাহা ইচ্ছা করি মনে।
না পাইয়া অবসন্ন হই ক্ষণেক্ষণে ॥
কখন ঈশ্বর যান নিভৃতে বিহিত।
অভ্যন্তরবর্ত্তি-শেষ-আদির সহিত ॥
সেইকালে করেন বৈকুণ্ঠবাসিসব।
প্রভুর দর্শনা ভাবে শোক অনুভব ॥
প্রভুদর্শনাভাবের বৃত্তান্ত যাহারে।
জিজ্ঞাসা করিয়ে অতি-গৌরব-প্রকারে ॥
পরম-রহস্য-ন্যায় করি সঙ্গোপন।
কেহ নাহি কহে ব্যক্ত করি উদ্‌ঘাটন ॥
'আমার প্রভুর গোপনীয় লীলা যেই।
অযোগ্য তার প্রকাশ'—কহে মাত্র এই ॥
কিন্তু সে-লীলা-প্রকাশে বৈকুণ্ঠের বাসে।
না রবে আদর—এইহেতু নাহি ভাষে ॥
যান যেইকালে প্রভু—পুন সে-সময়ে।
হয়েন জগদীশ্বর সে-স্থানে উদয়ে ॥
সূক্ষ্ম হৈতে অতি সূক্ষ্ম সে কাল তথায়।
মর্ত্ত্যলোকে বহুকাল তার মধ্যে যায় ॥
তবে ত তাঁহারে দেখি সন্তাপ নাশয়ে।
হর্ষসিন্ধু বাঢ়ে যেন চন্দ্রের উদয়ে ॥
মনের স্বভাবে জাত বিকলতাচয়।
যত-তত-পরিমাণ উৎপন্ন সে হয় ॥
বৈকুণ্ঠলোকের মহিমার উদ্রেকেতে।
ক্ষয় হয় যেন তমঃ সূর্য্য-উদয়েতে ॥
শ্রীবৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হৈতে আপন অশেষ।
প্রাপ্য সিদ্ধ হইলেহ যেমত বিশেষ ॥
নিজ ইষ্ট-অসিদ্ধিতে বিষণ্ণতা হয়।
তেমত যেকালে কভু আমার হৃদয় ॥
পূর্ব্বপূর্ব্বমত ব্যথা পায় সে-সময়।
ইচ্ছার পূর্ণতাভাব রোগ যেই হয় ॥
তাহার উৎপন্নের কারণ বিশেষতঃ।
অর্থাৎ বৈকুণ্ঠাধিক প্রাপ্য স্থানান্তরতঃ ॥
লাভেচ্ছাস্বরূপ সব বুঝিয়া আপনি।
আপন হইতে করি নিরাস তখনি—॥
'অনির্ব্বাচ্য শ্রীবৈকুণ্ঠবাস হৈতে অন্য।
কিছু প্রাপ্য নাহি—ইহা সুনিশ্চিত মন্য ॥
এ সিদ্ধান্তে সন্দেহ না কর অল্প মন।।
অন্য ইহা হৈতে কিবা কর জিজ্ঞাসন? ॥
রে চঞ্চল চিত্ত! তাহে বিচার করিয়া।
এখনো স্বভাব দূরে দেহ তেয়াগিয়া ॥
শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে বাস হইতে অপর।
উৎকৃষ্ট নাহিক ফল, এই সর্ব্বোপর ॥
সেইহেতু শতশত করিয়া বিচার।
শ্রেষ্ঠ উপশম প্রাপ্ত হও এইবার ॥'
এইমতে নিজমনে করি প্রবোধন।
বৈকুণ্ঠলোকেতে যেই প্রভুর ভজন ॥
সেহেতু সচ্চিদানন্দময় আপনারে।
করি বিলোকন আপনি সে সাক্ষাৎকারে ॥
আর যে পরম সুখ বিচিত্রপ্রকারে।
তাহাও আপনি করি মন-মধ্যে বারে ॥
শ্রীযুক্ত শ্রীমদনগোপালদেবে মন।
আকর্ষিত হৈলে যায় বিচার যখন ॥
তখনি বিষণ্ন মন হয় ত আপনি।
ইহাও হইল ব্যক্ত উক্ত বাক্যে ধ্বনি ॥
এই ত প্রকারে হই উদ্বিগ্ন কখন।
কখন বা হর্ষযুক্ত হয় মম মন ॥
বৈকুণ্ঠে নিবসি একদিন সুনির্জ্জনে।
শ্রীনারদগোস্বামিরে করিলুঁ দর্শনে ॥
মহাপ্রিয় কৃষ্ণের—দয়ালুচূড়ামণি।
কৃষ্ণভক্তিরসসিন্ধু নারদ আপনি ॥
বীণাযুক্ত-হস্তে মম মস্তক স্পর্শিয়া।
কহিতে লাগিলা শুভাশিষে হর্ষ দিয়া—॥
হে গোপনন্দন! কহি শুন দিয়া চিত।
তুমি বৈকুণ্ঠেশ্বরের সদানুগৃহীত ॥
মুখম্লানি-শূন্যদৃষ্টি-শ্বাসাদি-লক্ষণে।
দীনমত শোকী তোমা করিয়ে দর্শনে ॥
শোক আর দুঃখের প্রবেশ এইস্থানে।
কি প্রকারে হয়? কহ তাহার নিদানে ॥
যেহেতু এথায় শোকদুঃখপ্রবেশন।
কাহারো সম্বন্ধে না করিলাম দর্শন ॥
অতএব মম অতি কৌতূহল হৈবে।
এমত বচন তাঁর শুনি আমি তবে ॥
নির্হেতুক-কৃপাকারী আছে যত জন।
তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইথে সুহৃচ্ছ্রেষ্ঠ হন ॥
পরমাপ্ত নিজগুরুতুল্য পায়্যা তাঁরে।
নিজ মনঃকথা সব কহিলুঁ বিস্তারে ॥

আমার কথিত এ ত বৃত্তান্ত শুনিলা।
আপনিও তাঁহার অপ্রাপ্তে দীন ছিলা॥
বিশেষত এক্ষণেতে তাহার স্মরণে।
শোকেতে নিশ্বাস কিছু করিয়া ত্যজনে॥
মম শোকবৃদ্ধিভয়ে আপনার শোক।
সম্বরি সকল দিক করিয়া বিলোক॥
গূঢ়-কথা-ব্যক্তিভয়ে পার্শ্বেতে আনিলা।
অল্পস্বরে সকরুণে কহিতে লাগিলা—॥
এই শ্রীবৈকুণ্ঠলোক হইতে অপর।
প্রাপ্যফল কিছু আর নাহি অন্ততর॥
মানিতেছে যেই যুক্তিশ্রেণীর দ্বারায়।
সে সত্য নিশ্চিত—নাহি অন্যথা ইহায়॥
কিন্তু নিজ ইষ্ট শ্রীমন্মদনগোপাল-।
দেবের 'বিনোদ'—লীলাবিশেষ বিশাল॥
ধ্যানে যে মিলিত তাহা সাক্ষাত-দর্শনে।
সর্ব্বথাপ্রকারে ইচ্ছা কর যেই মনে॥
সেই ত বিনোদ কৃষ্ণসুখপ্রদায়ক।
মনোহারী প্রীতি-বিশেষের গোচরক॥
আমাদের সুলভ কখন তাহা নয়।
তাঁহারি নিগূঢ়-মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই হয়॥
কিন্তু প্রাসদ্ধমহিমা যেই ব্রজজন।
তাঁহাদের মত মহাপ্রেমে লভ্য হন॥
প্রপঞ্চ প্রপঞ্চাতীত যত লোকচয়।
তাহাদের উপরেতে কোনো লোক হয়॥
তাহাতে প্রসিদ্ধ সেই লীলা বিরাজিত।
নিজভক্তগণে লোভ দিয়া সুবিহিত॥
অতএব জগদীশবুদ্ধ্যে করি ভক্তি।
বৈকুণ্ঠে আসিয়া তাহা দেখিতে কি শক্তি?
অতি-প্রিয়তম-বুদ্ধ্যে যে প্রেমবিশেষ।
তার সম্পাদনে সেই লোকে সর্ব্বশেষ॥
পাইয়া পরম গোপ্য বিনোদ সে সব।
অনায়াসে হয় সে সাক্ষাৎ অনুভব॥
পরম-ঐশ্বর্য্য-প্রান্ত-সীমা যে নিশ্চিত।
তাহা ভগবানের এ লোকে প্রকাশিত॥
মহা গোপনীয় সুরহস্য লীলা যেই।
এ বৈকুণ্ঠে কিপ্রকারে ব্যক্ত হবে সেই?॥
সকল মনের শোক করিয়া ত্যজন।
শ্রীযুক্ত শ্রীবৈকুণ্ঠ-নায়কে করি মন॥
নিজ-ইষ্টদেববুদ্ধ্যে করহ দর্শন।
উভয়েতে ভেদ নাহি কর আশ্রয়ন॥
অভেদদর্শনে সুখ মন-তৃপ্তিকর।
অনির্ব্বচনীয় বর্দ্ধমান নিরন্তর॥

পরম মহত্ত—পরিচ্ছেদ নাই যার।
হেন সুখ এখানেও পাইবে বিস্তার॥
তবে শ্রীনারদের উক্তির পটুতায়।
মনেতে আশ্বাসমত পাইলাম তায়॥
বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-মহারত্ন প্রকাশেন।
অশেষ-সংশয়-উপদ্রব বিনাশেন॥
মানস করিয়া কোনো সিদ্ধান্তনিচয়।
যেসকল নিজ বুদ্ধিগোচর আছয়॥
বৈষ্ণববৃন্দের প্রিয় সে-সব শুনিতে।
শ্রবণ-ইন্দ্রিয় হঠে করিল প্রেরিতে॥
ইচ্ছিলাম নারদের মুখে শুনিবারে।
অন্যথা শ্রবণ-সুখ না হয় প্রচারে॥
তাঁহার গৌরব-হেতু লজ্জার কারণে।
নাহি পারি তাঁরে সেইসব জিজ্ঞাসনে॥
সর্ব্বজ্ঞের শ্রেষ্ঠ সেই ভাগবতোত্তম।
অভিপ্রায়ে জানিলেন সব মনোগম॥
আপন জিহ্বার—কর্ণদ্বয়ের আমার।
সুখ-হেতু মম হৃদিস্থিত যেই সার॥
সকল সিদ্ধান্তে ব্যক্ত সংক্ষেপের দ্বারে।
শ্রীনারদমুনি লাগিলেন কহিবারে—॥
গো-ঘোটক-গজ-আদি যত পশুগণ।
পারাবত-কোকিলাদি পক্ষিয়ে গণন॥
মন্দার-কুন্দাদি বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, তৃণ।
কীট-আদি এ বৈকুণ্ঠে যে দেখ নয়ন॥
তমোযোনিগত—পৃথিবীতে জাত-মত।
না মানহ এসকলে, শুনহ সম্মত—॥
এসব সচ্চিদানন্দরূপ সুনিশ্চয়।
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ইহারা পার্ষদ হয়॥
বিচিত্র সেবাতে হর্ষ দিবার কারণে।
পশু-পক্ষি-আদি রূপ করেন ধারণে॥
এই ভগবানের যে রূপ যে আকার।
যে যে বর্ণ নিজপ্রিয়তম-হেতু সার॥
ভাবনা করিয়া যেই যেই ভক্তগণ।
বৈকুণ্ঠনাথের করিয়াছেন ভজন॥
ইহাঁর তাদৃশাকার বর্ণ-স্বরূপতা।
পাইয়াছে নানাবিধ শোভা-আকারতা॥
শ্রীল-রঘুনাথাদির ভজন করিল।
তাঁদের সারূপ্য-প্রাপ্তে মনুষ্য হইল॥
শ্রীকপিলদেবাদির যে ভক্তি করিল।
মুনিরূপ সারূপ্য বৈকুণ্ঠ সে পাইল॥
মন্বন্তরাবতার শ্রীবিভু সত্যসেন।
তাঁদের সারূপ্যে হৈল দেবাকার যেন॥

বামু-বাহু-আদি ঈশ্বরের অবতার ॥
ইহা জানি যেইজন করয়ে ভজন ।
তাঁদের সারূপ্যে সেই সেই-মূর্ত্তি হন ॥
মহাপুরুষবিগ্রহ প্রথমাবতার ।
তাঁহার সারূপ্যপ্রাপ্তে হয় তদাকার ॥
অর্থাৎ সহস্রবাহু সহস্রচরণ ।
সহস্র-মস্তক-নেত্রযুক্ত-দেহ হন ॥
চতুর্ভুজাদির সাদৃশ্যেতে সে আকার ।
সমুচিতমত ধরে বেশ অলঙ্কার ॥
যদি কহ—'প্রভুর যে নহে অবতার ।
কারে কেন দেখি কপি-দৈত্যাদি-আকার ? ॥'
তাহে শুন—যে যে জন সংসারের শেষে ।
যে যে রস ভাব-বেশ-আকারবিশেষে ॥
সেবি কৃষ্ণপাদপদ্ম বৈকুণ্ঠে আইল ।
প্রভুর প্রিয় সে সব রসাদি হইল ॥
শ্রীযুক্ত সে রসাদিক সেইসব জনে ।
কৃষ্ণপ্রিয়-হেতু হয় প্রকৃষ্ট রোচনে ॥
অতএব নিজনিজ অন্ত-দেহ-স্থিত ।
দেহাদির করে অনুকরণ বিহিত ॥
নিরন্তর সেই-সেইমত দৃষ্ট হয় ।
ইথে এই সিদ্ধান্ত জানিহ সুনিশ্চয় ॥
শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণ ঈশ্বরে তাহারা ।
যুক্ত হৈয়া নিজপ্রিয়-বেশাদি-আকারা ॥
আপন উপাস্যদেবতার তুল্যরূপ ।
দেখে মনোহর নব দেবাদিস্বরূপ ॥
পূর্ব্বের চরম-দেহমত নবনব ।
অসীম ভজনানন্দ প্রাপ্ত হয় সব ॥
এই বৈকুণ্ঠেতে এক্ষণেতে বিশেষত ।
কোন কোন বিশেষে ত পায় অধিকত ॥
যারা ইষ্টদেবে পূর্ব্বকার উপাসিতে ।
আত্মমনোরম অসাধারণ বিদিতে ॥
সর্ব্বপরিবারে যুক্ত দেখি প্রভুবরে ।
পূর্ব্বমত ইচ্ছয়ে সেবিতে নিরন্তরে ॥
তাহারা প্রভুতে যে অত্যন্ত নিষ্ঠা হয় ।
তাহারা চরমসীমাপ্রাপ্ত মহাশয় ॥
নিজনিজ উপাস্য যে প্রভু আছিলেন ।
সেই সেই ধামে তিঁহ বাস করিলেন ॥

একরূপ প্রীতে যার নিষ্ঠা নাহি হয় ।
বিশেষ আকার আছে আগ্রহ না রয় ॥
অর্থাৎ প্রভুর সব-অবতার-রূপে ।
সে-সবার মধ্যে এক কোন বা স্বরূপে ॥
উপাসনা করিলে তাহার প্রাপ্তি হয় ।
এই বিবেচনা করি মনেতে নিশ্চয় ॥
এক দুই তিন কিম্বা বহুরূপ তাঁর ।
সেবা করে যেইসব হৈয়া নিষ্ঠাচার ॥
আর যারা শ্রীলক্ষ্মীপতির মন্ত্রবর ।
অষ্টাক্ষর পঞ্চাক্ষর দ্বাদশ-অক্ষর ॥
উপাসনা করে—তারা-সবে দেহশেষে ।
এই বৈকুণ্ঠ আশ্রয় করয়ে বিশেষে ॥
যথা-অভিলাষ সুখ পায় তারাসব ।
পূর্ব্ব হৈতে অধিক অধিক সবিভব ॥
তাহাদের নিজনিজ অনৈক্য রসের ।
শ্রবণকীর্ত্তনাদিক ভাগবিশেষের ॥
তাহাতে আছয়ে তারতম্য পরস্পর ।
তাহাতেও নিজনিজ-রস-অনুসর ॥
সে রসজাতীয় সুখ সবার যথেষ্ট ।
লাভ হয়, তাহে সবে তুল্য সবে শ্রেষ্ঠ ॥
যেমন ধরার আলম্বন-রত্নরূপ— ।
নরনারায়ণ, আর দত্তের স্বরূপ ॥
জামদগ্নি-কপিলাদি কৌতুকেতে আর ।
ইলাবৃতে সঙ্কর্ষণ-আদি অবতার ॥
ক্ষেত্রপুরে জগন্নাথ আদি যত স্থিত ।
প্রতিমাস্বরূপ সব ইঁহারা নিশ্চিত ॥
স্বর্গলোকাদিতে বর্ত্তমান যে তখনে ।
বিষ্ণু-যজ্ঞেশ্বর-আদি করিলে দর্শনে ॥
এক মহামীন যুগান্তে অবতরিলা ।
মহাপ্রলয়সাগরে বেদ উদ্ধারিলা ॥
অন্য মায়িক-অকাণ্ডপ্রলয়-সাগরে ।
সত্যব্রতে কৃপা-হেতু অবতার করে ॥
এক কূর্ম্ম সমুদ্রেতে অমৃতমন্থনে ।
মন্দরপর্ব্বত পৃষ্ঠে করিলা ধারণে ॥
অন্য কূর্ম্ম সদা ক্ষিতি বহেন অশ্রমে ।
এমত বরাহ এক সৃষ্টির প্রথমে ॥
ব্রহ্মার নাসিকা হৈতে হৈয়া আবির্ভূত ।
পৃথিবী উদ্ধারি জলে হন অন্তর্ভূত ॥

অন্য বরাহ অকাণ্ড-প্রলয়-সাগরে।
নিমগ্না পৃথ্বীর উদ্ধারণ করিবারে॥
আবির্ভূত হৈয়া হিরণ্যাক্ষে ক্ষয় করি।
আপনার লোকে গত হয়েন শ্রীহরি॥
অন্য কূর্ম যজ্ঞাঙ্গ—যজ্ঞাদি প্রবর্ত্তিলা।
ধরণীর প্রতি তিঁহ পুরাণ কহিলা॥
যোগধারণার্থে হইলেন অন্তর্দ্ধান।
অন্য কূর্ম পৃথিবীরে করিতে সমান॥
অবতীর্ণ হৈয়া নিজ দন্তের আঘাতে।
চূর্ণ করিলেন যত পর্ব্বত পশ্চাতে॥
বরাহরূপধারিণী ধরার সহিত।
পুত্র জন্মাইলা করি রমণ বিহিত॥
পশ্চাৎ নৃসিংহদেহে লীন সে হইলা।
অন্য কূর্ম পৃথিবীরে নিম্নেতে ধরিলা॥
নৃসিংহদেবেরো মাহচক্র-প্রমথন।
আর হিরণ্যকশিপু-দেহবিদারণ॥
মার্জার-আকার-ধরণাদি বহুরূপ।
বৃহৎ-সহস্রনামাখ্যে প্রসিদ্ধ স্বরূপ॥
করিবারে ধুন্ধু আর বলির ছলন।
বারদ্বয় অবতীর্ণ হইলা বামন॥
হয়গ্রীব হংসদেব এমতপ্রকার।
অবতীর্ণ হইলেন দুই-দুই বার॥
এইমত হয়েন অনেক অবতারে।
তাঁহাদের প্রত্যেকেতে ভেদ চেষ্টাদ্বারে॥
তাঁহারা সকলে শ্রীসচ্চিদানন্দঘন।
নানা হইয়াও একরূপ সদা হন॥
যেমত যথার্থ জীব একবস্তু হয়।
অবিদ্যা-উপাধি-ভেদে নানাত্ব দর্শয়॥
অথবা মায়িক দেহ বিদ্যমান যত।
নানা হৈয়া জীবরূপে ব্রহ্ম সবে গত॥
তেমত ভগবদ্রূপসবার নিশ্চয়।
নানাত্ব মায়িক কভু না কর প্রত্যয়॥
কিন্তু ভগবানের সে চিদ্বিলাসময়ী
শক্তি দ্বারা প্রকটিত নানা রূপ হয়॥
নানাবিধ উপাসক যতেক আছয়।
তাহাদের ভাবসব নানাবিধ হয়॥
সেই ভাবে দর্শনের উৎকণ্ঠা জন্ময়ে।
সেকালে সে-রূপে প্রভু আবির্ভাব হয়ে॥
অতএব যত অবতার—নিত্য সবে।
মায়া-সম্বন্ধ-রহিত সুসত্য-বৈভবে॥
এইহেতু বিম্ব-প্রতিবিম্ব-ভেদন্যায়।
সব অবতারের নানাত্ব নাহি ভায়॥

জলে আর দর্পণাদ্যে রবির যেমত।
বিম্ব-প্রতিবিম্ব হয়—সে মায়া সম্মত॥
তেমত নহেন, কিন্তু গগনেতে স্থিত।
এক সূর্য্যদেব যেন হয়েন উদিত॥
নিজনিজ স্থানে সর্ব্ব উপাসকগণ।
কেহ ভাবমত দেখে সূর্য্য তেজোঘন॥
কেহ দেখে চতুর্ভুজ-রক্তবর্ণ-রূপ।
কেহ দুইবাহুপদ দেখয়ে স্বরূপ॥
সেইমত নানামত দেখে ভক্তজন।
না হয় মায়িক—নিত্য সত্য সর্ব্বক্ষণ॥
যদ্যপিহ সবার পৃথক্ জ্ঞান হয়।
সুখও পৃথক্ অনুভবে ত নিশ্চয়॥
তথাপি যেহেতু জ্ঞানসুখ ব্রহ্মরূপ।
সেহেতু দুইর ঐক্য সুসিদ্ধ স্বরূপ॥
এই উক্তপ্রকারেতে নানাদেশ-স্থানে।
স্বপ্নমনোরথাদিতে হয় দৃশ্যমানে॥
শ্রীকৃষ্ণ-রূপের আর তাঁহার স্থানের।
আর শেষ-গরুড়াদি পার্ষদগণের॥
হইয়াও এক সে অনেকত্বময়।
সবার সত্যত্ব সদা সুসঙ্গত হয়॥
শ্রীকৃষ্ণের এক রূপ করিলে তোষিত।
তুষ্ট হয় সব রূপ তাঁর সুনিশ্চিত॥
একের ভজনে সকলের প্রীতি হয়।
পরস্পর পীতি ভক্তগণেরো জন্ময়॥
এক শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সেই সেই স্থানে।
নারদাদি স্বভক্তের করি হর্ষদানে॥
নরনারায়ণ-আদি-রূপেতে বৈসেন।
নিজভক্তগণেরে কৃপায় দেখা দেন॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-সখা-শিশু-বৎসগণ।
ব্রহ্মা যবে করিলেন সকল হরণ॥
শিশু-বৎস-রূপ সব শ্রীকৃষ্ণ তখন।
গোপ্যাদির হর্ষ-হেতু করিল ধারণ॥
বর্ষান্তে আসিয়া পুন ব্রহ্মা মহাশয়।
দুইস্থানে শিশু বৎস দেখি সবিস্ময়
ক্ষণপরে সেই বৎস-বালাদিসকলে।
দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণের রূপ অবিকলে॥
মহিষীবিবাহকালে আমি দ্বারকায়।
ভ্রমণ করিয়া সব মন্দিরে তথায়॥
এককালে কৃষ্ণ ষোলসহস্র হইয়া।
করেন বিবাহ সব কন্যারে লইয়া॥
দেখিলাম সমুদায় সত্য সেইসব।
মায়ার প্রপঞ্চ তাহা নহে অনুভব

সৌভরী-আদির শক্তি তাদৃশ সে হয়।
পরমেশ্বরেতে ইহা নহে ত বিস্ময়॥
পারমেশ্বরী সে শক্তি অদ্ভুতা নিশ্চয়।
তদীয়গণেরো দুর্বিতর্ক্যা সদা হয়॥
কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সে একান্ত-ভক্তগণে।
গোপনীয় নাহি কিছু—করে প্রকাশনে॥
শ্রীরাধাপ্রভৃতি রুক্মিণ্যাদি কিবা হয়।
পত্নীসহস্রের দত্ত যেই দ্রব্যচয়॥
এক কৃষ্ণ যেইকালে করেন ভোজন।
তাঁহার সকলে তবে করেন দর্শন—॥
'মম দত্ত দ্রব্য অগ্রে করিয়া গ্রহণ।
ভোজন করেন প্রভু—অদ্ভুত করণ॥'
কভু কোন জীবে তাঁর শক্তির প্রবেশে।
আবেশাবতার হয় তেমত বিশেষে॥
এসব নিজৈশ্বর্য্য-মাধুরী-প্রকটন।
শ্রীকৃষ্ণাবতারে প্রায় সুব্যক্ত সে হন॥
পরমাবতারী তিঁহ জানো দৃঢ়তর।
সর্বোৎকৃষ্ট-মহিমাবশেষ নিরন্তর॥
যাদৃশ শ্রীযুক্ত প্রভু কৃষ্ণ ভগবান্।
মহালক্ষ্মীও হয়েন তাদৃশ ব্যাখ্যান॥
বৈকুণ্ঠেশ্বরের বিষ্ণু-আদি অবতার।
মহত্তম-হেতু 'মহাবিষ্ণু' সংজ্ঞা তার॥
তেমত লক্ষ্মীর 'মহালক্ষ্মী'-আদি নাম।
বৈকুণ্ঠেশ্বরের নিত্যপ্রিয়া অভিরাম॥
নিবিড়-সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ তাঁহার।
প্রভুর সে বক্ষঃস্থলে বাস অনিবার॥
স্বর্গাদিতে বামন-আদির সন্নিধানে।
অপর যে লক্ষ্মীসব—সেই সেই স্থানে॥
তাঁহারাও হন এ-লক্ষ্মীর অবতার।
যেন নানা অবতার কৃষ্ণের প্রচার॥
মীন-কূর্ম্মাদিক যতযত অবতার।
তাঁহার সদৃশ সব অভিন্নপ্রকার॥
কিন্তু ভগবত্তাপ্রকটনে তারতম্যে।
তারতম্য হয় সব অবতারে গম্যে॥
সেইমত শ্রীলক্ষ্মীদেবীর অবতার।
তারতম্য ঐশ্বর্য্যপ্রকাশেতে বিস্তার॥
কিন্তু মুক্ত-ভক্তাদির উপেক্ষা যে হয়।
তাহার বৃত্তান্ত শুন—ন্যূনতা সে নয়॥
মহালক্ষ্মীর সকল মূর্ত্তির ভিতরে।
অণিমাদি মহাসিদ্ধি বর্ত্তে যাঁর পরে॥
বহুবিধ সব সম্পদের অধীশ্বরী।
ঐশ্বর্য্যদায়িনী তিনি অধিষ্ঠাত্রী পরি॥

মুক্তির ইচ্ছুক, মুক্ত, ভক্তগণ আর।
উপেক্ষা করেন সেই লক্ষ্মীর সুসার॥
যে চঞ্চলা লক্ষ্মী হৈতে সর্ব্বত্র ত প্রায়।
নবভক্তগণে কৃষ্ণপ্রিয়তাধিকায়॥
দুর্ব্বাসার শাপাদির ছলে ইতস্ততঃ।
তিরোভাব আবির্ভাব তাঁহারি হয় ত॥
কিন্তু মহালক্ষ্মীর তিঁহ সে অবতার।
প্রভুর গৃহীতা—বক্ষঃস্থলে বাস তাঁর॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা মহালক্ষ্মীদেবী।
সদা তাঁর বক্ষঃস্থলে বাস পদসেবী॥
অতি স্থিরতরা ভগবানের সমান।
তাঁরে আরাধয়ে ভক্তগণে সদা জান॥
কোনপ্রকারেতে কদাচিত সে তাঁহার।
উপেক্ষা সম্ভব নহে—কহিলাম সার॥
ধরণীও এইরূপ জান বিশেষিয়া।
অন্যা সরস্বতী-আদি শ্রীপ্রভুর প্রিয়া॥
সচ্চিদানন্দবিগ্রহা নিত্যপার্শ্বস্থিতা।
প্রভুর শক্তি সেরূপ জানিহ নিশ্চিতা॥
মহাবিভূতি-শব্দেতে যোগ-শব্দে আর।
কোনস্থলে যোগমায়া-শব্দেতে প্রচার॥
প্রকৃতি-শক্তি-শব্দপ্রভৃতিতে যাহারে।
বেদপুরাণাদি শাস্ত্রে কহে ব্যক্তাকারে॥
নিবিড়-সচ্চিদানন্দ বিলাস-বৈভব।
যাঁর আত্মা তিঁহ নিত্যা সত্যা সবিভব॥
অনাদ্যা অনন্তা নিজস্বরূপেতে রহে।
যাঁর শক্তি সব কহিবারে শক্য নহে॥
প্রভুর ভজনানন্দ-বৈচিত্র্যগণন।
তার মাধুর্য্যের আবির্ভাবয়িত্রী হন॥
নানাবিধ বিশেষ প্রভুর প্রকাশেন।
সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-একত্বাদি বিশেষেণ॥
ভক্ত আর ভক্তির শ্রীবৈকুণ্ঠলোকের।
আর ভগবানের আচরণসবের॥
অনির্বচনীয় বিশেষের বিচিত্রতা।
যাঁর শক্তি হৈতে হয় নিত্য সম্পন্নতা॥
শ্রীলক্ষ্মীদেবীর চেষ্টা অনির্বচনীয়া।
বিশুদ্ধভক্তিবিশিষ্ট ভক্তের জানীয়া॥
নীরস-দুস্তর্ক-জ্ঞান-মিশ্রিত মনেরে।
তর্কিবারে শক্তি নাহি সে চেষ্টাগণেরে॥
পরাপরশক্তিদ্বয়মধ্যে পরা শক্তি।
মহালক্ষ্মীদেবী হন পুরাণাদ্যে ব্যক্তি॥

তথাচ বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদস্তোৌ (১।১১।৭৬)—

সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বাত্মন্ যা শক্তিরপরা তব।
গুণাশ্রয়া নমস্তস্যৈ শাশ্বতায়ৈ সুরেশ্বর।
যাতীতগোচরা বাচাং মনসাঞ্চ বিশেষণা।
জ্ঞানিজ্ঞানপরিচ্ছেদ্যা বন্দে তামীশ্বরীং পরাম্। ইতি

'অপরা' মায়াখ্যা জড়রূপা শক্তি হয়।
'পরা' শক্তি মহালক্ষ্মীদেবী শাস্ত্রে কয়॥
স্বাভাবিকী শক্তি সেই প্রভুর সে হয়।
পৌরাণিকগণে তাঁরে 'প্রকৃতি'ও কয়॥
ভক্তি-ভক্ত ভজনীয়-ভেদের কারণ।
সে পরাখ্যশক্তির অনেক অংশ হন॥
মায়া শক্তি প্রতিচ্ছায়ারূপা সে তাঁহারি।
সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী সুপ্রচারি॥
মিথ্যাপ্রপঞ্চকার্য্যকারণের জননী।
মিথ্যাভ্রান্তি-তমোময়ী মায়া সে আপনি॥
'এইমত এই মায়া' নির্দ্দেশ না হয়।
অনিত্যা—যেহেতু জ্ঞানোদয়ে পায় লয়॥
চিচ্ছক্তির ছায়ারূপা হেতু 'আত্মা' তিনি।
জীবসকলের সদা সংসারকারিণী।
ইহ অষ্টাবরণের অধিকারিণী।
মূর্ত্তিমতী সতী প্রকৃতি হয়েন তিনি॥
কার্য্যরূপ বিকারের অপ্রাপ্তি তাঁহায়।
এইহেতু 'প্রকৃতি' তাঁহারে কহা যায়॥
যেই মায়া অতিক্রম করিলে নিশ্চিত।
মুক্তি আর ভক্তি সিদ্ধ হয় সুবিদিত॥
তিঁহ এই বিশ্বেরে করেন উৎপাদিত।
মিথ্যা ইন্দ্রজালে যেন দ্রব্যাদি দর্শিত॥
সামর্থ্যের দ্বারা যেই বস্তু উপজয়।
তাহারেও চিরস্থায়ী সত্য দৃষ্ট হয়॥
কর্দ্দমের তপোযোগে কামগ বিমান।
সৌভরির দিব্য অট্টালিকাদিনির্ম্মাণ॥
ইচ্ছামতে উপভোগ করেন তাঁহারা।
সেইসব নিত্যসত্য দেখি দৃষ্টিদ্বারা॥
জীবের তপেতে কৃত স্থির সত্য রয়।
পরমেশ্বরের কৃতে কি আছে বিস্ময়?॥
নিঃশেষ-সংকল্প-ফলদাতা যে অব্যয়।
যোগীশ্বরগণ যাঁর পাদাব্জ পূজয়॥
এমত কৃষ্ণের চিদ্বিলাস মহাশক্তি।
তাহাদ্বারা জন্মে যেই দ্রব্যসবব্যক্তি॥
তারা সেই শক্তিন্যায় কিম্বা কৃষ্ণন্যায়।
পরং নিত্য পরং সত্য হয় সমুদায়॥

এইমতে প্রসঙ্গের কথা সমাপিয়া।
'কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্' শুন বিবরিয়া॥
শ্রীকৃষ্ণ গোলোকনাথ সর্ব্ব-অবতারী।
স্বয়ং ভগবান, আর অবতার তাঁরি॥
অতএব যতেক আছেন অবতার।
সবে কৃষ্ণতুল্য নিত্য সত্য জানো সার॥
অভিন্ন হৈলেও সিদ্ধ পরমোৎকর্ষতা।
অবতারি-হেতু শ্রীকৃষ্ণের সে নিত্যতা॥
স্বয়ং অবতার সূক্ষ্মরূপে দেহে রয়।
সর্ব্বাবতারের বীজ এক কৃষ্ণ হয়॥
বিবিধ মহত্ত্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠানন্তাখ্যান।
জয়তি গোলোকনাথ কৃষ্ণ ভগবান্॥
যদি কহ 'শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ।
অবতারী' এই কথা করিয়ে শ্রবণ॥
তাঁহা হৈতে কৃষ্ণের মহিমাধিকতর।
কেমতে ত হয়? তার শুনহ উত্তর—॥
নারায়ণ হইতেও অবতারভাবে।
মনোহর মধুর মাহাত্ম্য অনুধাবে॥
কৃষ্ণপ্রেম ভক্তিদ্বারা আর্দ্র যে হৃদয়।
সেই জানিবারে—পরে অজ্ঞবেদ্য নয়॥
নিরন্তর ব্যক্ত হয় যে মাহাত্ম্য অতি।
তাহাতে বহু বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণো জয়তি॥
নরনারায়ণ-আদি অবতারগণ।
অবতারী—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ॥
কৃষ্ণচন্দ্র অবতার এবং অবতারী।
অবতারে বিবিধ লীলামাধুর্য্য তাঁরি॥
অবতারিরূপে পরমৈশ্বর্য্যপ্রকার।
স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণ, কি কহিব আর॥
সে সব অবতারের সেবক যেসব।
নিজ নিজ প্রিয় সেবারস অনুভব॥
পরম মহত সুখ তাথে লাভ হয়।
ভাবমত রস-জাতি হর্ষ উপজয়॥
উপাসনামত ফল দেন মহাশয়॥
নিজসাধ্যলাভেতে অপরিতোষ নয়॥
বিচিত্র লীলাবিভব শ্রীকৃষ্ণের হয়।
কোটিসমুদ্র হইতে গহন আশয়॥
বিচিত্র রুচিদায়ক তাঁর লীলা সবে।
তাহা বুঝিবারে শক্ত কোন্ জন হবে?॥
যদি কহ—ভক্তে সুখতারতম্যতায়।
পরম দয়ালুতা কিরূপে সিদ্ধ পায়?॥
তাথে শুন—ফল দেন রুচি-অনুসারে।
ইথে কৃপার মহিমা পরম বিস্তারে॥

সুখগত-তারতম্য হইলেও স্থিত।
নিজস্বভাবেতে স্পর্দ্ধাআদি-বিরহিত ॥
ভক্তির স্বভাবে পরস্পর প্রীতি রয়।
সেবাসুখ-অন্ত্যসীমা যথারুচি পায় ॥
যদি কহ—ন্যূন সুখে পূর্ণবুদ্ধি পায়।
অজ্ঞানের হেতু ঘটে ?—শুন কহি তায় ॥
বিষয়লম্পট যেই সংসারিকচয়—।
তুচ্ছ বিষয়ের সুখে বহুমতি হয় ॥
কিবা সন্ন্যাসিগণ স্বরূপ-মাত্রজ্ঞানে।
মোক্ষপ্রাপ্তে তুচ্ছ সুখ হয় ত বিধানে ॥
তেমত স‍চ্চিদানন্দ-ঘন ভক্তগণ।
ন্যূনসুখে পূর্ণবুদ্ধি না করে মনন ॥
ন্যূনসুখপ্রাপ্তিও না হয় কদাচনে।
যেহেতু আনন্দঘন সেই ভক্তগণে ॥
স্ব স্ব-সেবা-অনুসারে রস-সজাতীয়।
নানা সুখাপেক্ষা তারতম্য হয় স্বীয় ॥
শ্রবণকীর্ত্তনাদিক ভক্তির প্রকার।
পাদসংবাহন কেশসংস্কার সেবার ॥
স্বস্ব-রুচি-অনুসারে সাধন করয়।
সিদ্ধিপ্রাপ্তে সুখলাভে তারতম্য হয় ॥
বৈকুণ্ঠনিবাসী শেষ গরুড় প্রভৃতি।
হয়েন নিত্য পার্ষদ সেবক প্রকৃতি ॥
জয়-বিজয়ব্রতাদিক সাধিয়া।
বৈকুণ্ঠে আইল কৃষ্ণকৃপা ত পাইয়া ॥
নিত্য আর আধুনিক এ দুইপ্রকার।
পার্ষদগণের ভজনানন্দ-বিস্তার ॥
সম হইলেও স্বল্প ভেদ আছে তায়।
বাহ্য অম্বরীষ—দূরস্থ পার্শ্বস্থতায় ॥
কারো মতে থাকুক বা 'সেবাদির ভেদে
ফলভেদ' তথাপি অত্যন্ত নাহি ছেদে ॥
প্রভু যবে করেন ভূতলে অবতার।
নিত্যপার্ষদের গণ যায় সঙ্গে তাঁর ॥
এমতে সাধন করি পার্ষদ যে হয়।
সেই সব আধুনিকসহ ভেদ রয় ॥
শেষগরুড়াদি যে নিত্যপার্ষদগণ।
যদ্যপিও প্রভুসহ সম তাঁরা হন ॥
স্বভাবত নিত্য সত্য সেব্যতা প্রভুর।
শেষাদির সেবকতা তেমত প্রচুর।
নিবিড়সচ্চিদানন্দঘন ভগবান্।
হইলেও শেষাদিক তাঁহার সমান ॥
ভজনানন্দমাধুর্য্য বিদ্যা আকর্ষক।
অনির্ব্বচনীয় কৃষ্ণে বশিত্বকারক ॥

তাতে অতর্ক্য নানা মাধুর্য্যের সাগরে।
কৃষ্ণপাদাব্জে ঘটে দাসত্ব নিরন্তরে ॥
সচ্চিদানন্দঘন অশেষ অবতার।
নারায়ণ-আদি যত সহিত তাঁহার ॥
শ্রীকৃষ্ণ গোলোকনাথ দেবের সমতা।
থাকিলেও মাধুর্য্য মহত্ত্বে বিশেষতা ॥
অবতারিত্ব শ্রীকৃষ্ণদেবের যে হয়।
অবতারগণ হৈতে শ্রেষ্ঠ খ্যাত রয় ॥
অতএব সে সবার যে পার্ষদয়ে।
তাহা হৈতে ভগবত্তা বিধেয় নিশ্চয় ॥
মধুর মধুর সৌন্দর্য্যাদির কারণ।
ঘটয়ে মহাবিশেষ তাহে সর্ব্বক্ষণ ॥
অন্যেতে কহয়ে—শ্রীল কৃষ্ণ ভগবান্।
শোভন সচ্চিদানন্দঘনদেহাখ্যান ॥
তিঁহ পরং ব্রহ্ম, আর পার্ষদ তাঁহার।
ব্রহ্মস্বরূপ সকলে—বিমুক্ত সুসার ॥
ভক্তিরূপ আনন্দবিশেষের কারণ।
লীলাতে বিগ্রহ তাঁরা করেন ধারণ ॥
চিদ্বিলাসস্বরূপা প্রভুর শক্তি যিঁহ।
বিগ্রহধারণপ্রতি কারণ সে তিঁহ ॥
কহে গোপকুমার—করিয়া এ শ্রবণ।
পুনঃ শ্রীনারদে করিলাম জিজ্ঞাসন— ॥
ওহে ভগবান্ শ্রীনারদ ! ধরাতলে।
শ্রীমহাপ্রভুর যত প্রতিমা অচলে ॥
সকল সচ্চিদানন্দঘনমূর্ত্তি হন।
নীলাচলনাথ পুরুষোত্তম যেমন ? ॥
আপনি কহিলে—'এক শ্রীল ভগবান্।
নিবিড়সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বিধান ॥
জগন্নাথদেব কিবা কৃষ্ণদেব আর !
নীলাচল-বর্ষ-পুরী-আদিতে প্রচার ॥
নিজভক্তজনপ্রতি অনুগ্রহ করি।
লীলায় আছেন সেই সেই রূপ ধরি ॥'
উদাসীন হৈয়া ধর্ম্ম-কর্ম্ম-যোগাদিতে।
কিবা দোষ সেইসব প্রতিমা পূজিতে ? ॥
বরং কোনপ্রকারেতে করিলে পূজনে।
মহালাভ হয়—এই বোধ মম মনে ॥
একস্থানে অশেষ ত ভক্তির প্রকারে।
সিদ্ধি হয়—এই গুণ বুঝিয়ে বিচারে ॥
যদি লাভমাত্র হয়—তবে কি কারণে।
পুরাণসকলে শুনি সেসব-বচনে ? ॥

তথাহি (ভাঃ ১১।২।৪৭)—

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ইতি ॥

(ভাঃ ৩।২৯।২২)—

যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ ॥

ইত্যাদি

এইসব উক্তি নাহি হয় অপ্রমাণ।
মহতের মুখ হৈতে নির্গত আখ্যান ॥
শ্বেতদ্বীপাদিতে সঙ্কর্ষন-আদি করি।
ভারতবর্ষেও রঙ্গনাথ-আদি হরি ॥
যদ্যপি তাঁদের পূজা করিবে শ্রদ্ধায়।
তাহাতে বিমতি নাহি আছে অভিপ্রায় ॥
তথাপি পূর্ব্বের উক্ত সকল বচনে।
'প্রতিমাপূজন' শব্দ আছয়ে শ্রবণে ॥
তাঁহারাও লীলাহেতু প্রতিমাসমান।
প্রতিমাবর্গের মধ্যে হয় অনুমান ॥
তাঁহাদের পূজনেও হয় ত সংশয়।
এহেতু সামান্য প্রশ্ন করিলুঁ নিশ্চয় ॥
আমার কথিত এইসব বাক্য শুনি।
প্রভুর পূজার পথে আদিগুরু মুনি ॥
পরমানন্দেতে উঠি করি আলিঙ্গন।
কহিতে লাগিলা এই উত্তর তখন— ॥
আছেন প্রতিমা যত ক্ষেত্র-আদি স্থানে।
কহিলাম 'সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণের সমানে' ॥
তাঁহাদের পূজনের মাহাত্ম্য তাবত।
সুদূরেতে থাকুক কি কব বিশেষত ॥
পুরাতনী কিম্বা সংপ্রতিক-প্রকাশিত।
প্রভুর প্রতিমা যেবা আপন-নির্ম্মিত ॥
'স্বয়ং ভগবান্ ক্রিষ্ণ' এই বুদ্ধি করি।
স্বধর্ম্মপ্রভৃতিতে আসক্তি পরিহরি ॥
যে-জন পূজয়ে তার ধর্ম্মত্যাগাদিতে।
পাতিত্যাদি দোষ নাহি হয় কদাচিতে ॥

যথা (বৃঃ ভাঃ ২।৪।১৮৭ টীকা)—

মৎকর্ম্ম কুর্ব্বতাং পুংসাং ক্রিয়ালোপো ভবেদ্যদি।
তেষাং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি তিস্রঃ কোট্যোমহর্ষয়ঃ ॥ ইতি

ভক্তিতে প্রবৃত্ত যেই যেই জন হয়।
তাহাদের কর্ম্মে অধিকার নাহি রয় ॥
ভক্তিসাধনেতে প্রবৃত্তের পূর্ব্বকাল।
কর্ম্মের পর্য্যন্ত সেই জানিহ এ ভাল ॥
কৃষ্ণপ্রতিমাপূজনে মহাগুণ হয় ॥
সেই সে উত্তম ভক্তি ভক্তসব কয় ॥
ভক্তিশব্দের মুখ্যার্থ 'সেবা'—শাস্ত্রে গায়।
অশেষ-ভক্তিপ্রকার অনুবৃত্তি তায় ॥
যেই ভক্তি পরম মহত ফল মত।
চতুর্ব্বর্গ হইতে অধিক বিশেসত ॥
অন্তর্যামিরূপে কৃষ্ণ আছেন ইহায়।
এইজ্ঞানে তৃণে যদি করে মাননায় ॥
আর কৃষ্ণনামাভাস একবার কয়।
কিম্বা শুনে, তাদের সর্ব্বার্থপ্রাপ্তি হয় ॥
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের যেই প্রতিমা আকার।
আবাহন আদি মন্ত্রে কৃত সংস্কার ॥
কৃষ্ণসমাকারহেতু স্মারক তাঁহার।
শ্রবণাদি-নববিধ-ভক্তিপদ সার ॥
সেবনে সর্ব্বাঙ্গ ভক্তি সিদ্ধ সমবায়।
তাহাতে সে দোষাদির বিচার কোথায় ? ॥
যদি কহ—বৈষ্ণবাপরাধে পূজাফল।
নাহি পায় ? শুন তার উত্তর নিশ্চল— ॥
শ্রীকৃষ্ণপ্রতিমা পূজা করে যেইসবে।
কভু বৈষ্ণবেতে অনাদর না সম্ভবে।
যেহেতুক ভক্তিতে প্রবৃত্তির কারণ।
বৈষ্ণবের সহ প্রীতি হয় উপজন ॥
কৃষ্ণপ্রতিমাপূজনে আসক্তিকারণ।
যদি অনাদর কভু হয় ত ঘটন ॥
বৈষ্ণব সে অপরাধ না করি গ্রহণ।
পূজায় আসক্তিহেতু করেন শ্লাঘন ॥
যদি কহ—দোষশ্রুতি যেসব বচনে।
কোন্-বিষয়ক তাহা ? শুন সে কথনে—॥
'হরির প্রতিমা এই স্বয়ং হরি নয়।'
এইরূপ ভেদদৃষ্টে যেসব পূজয় ॥
কিম্বা শৈল-দারু-লৌহ-আদির নির্ম্মিত।
এই বুদ্ধে যেইসব পূজয়ে নিশ্চিত ॥
কৃষ্ণভক্তগণে সংমানন না করয়।
প্রাণিসকলের অবমানকর্ত্তা হয় ॥
পূজাগর্ব্বে স্বধর্ম্মাদি করিয়া ত্যজন।
প্রভুর বেদাজ্ঞা যেবা করয়ে লঙ্ঘন ॥
সেইসব জন অতিশয় ন্যূন হয়।
নির্গুণ সগুণ ভক্ত হইতে নিশ্চয় ॥
সেইসব মন্দবুদ্ধি শাস্ত্রোক্তানুসারে।
পূজাফল নাহি পায় নিশ্চিত বিচারে ॥
যদি জিজ্ঞাসহ—ভগবানের পূজন
বিফল হইতে যোগ্য কিমতেতে হন ॥

সফল হইলে বা কিমতে নিন্দ্য হয় ? ।
তাহার উত্তর শুন সিদ্ধান্ত নিশ্চয়—॥
উত্তমতে যেইসব প্রতিমা পূজয় ।
নির্দ্দোষ মহাবিষয়ভোগফল হয় ॥
অশেষ সৎকর্ম্মফল হৈতে গুরুতর ।
আপনা হইতে ভুলে সেই ত সত্বর ॥
স্বর্গভোগাদি বিষয়দোষ-বিরহিত ।
উত্তম মহাবিষয় ভোগে সে নিশ্চিত ॥
কিন্তু কৃষ্ণভক্তিযোগ্য যেই ফলচয় ।
প্রেমসম্পত্তি শ্রীকৃষ্ণচরণবিষয় ॥
তাঁর ধামলাভ—সদা তাঁহার দর্শন ।
শ্রীকৃষ্ণসহিত নিত্য বিহারকারণ ॥
এ ফল না জন্মে সে পূজায়, একারণ ।
সাধুবর নিন্দে পুরাণেতে সে পূজন ॥
অতএব সেইসব পুরাণবচন ।
প্রতিমাপূজকের ন্যূনতাসংপাদন ॥
উক্তরূপ প্রতিমাপূজকপ্রতি সেই ।
সকল পূজকপর নহে, মানো এই ॥
পূর্ব্বোক্তসকলে যদি সেরূপ পূজন ॥
সর্ব্বথা নিশ্চিত যদি না করে ত্যজন ।
তবে তাহাদের নিষ্ঠা পূজাতে জন্ময় ।
নিষ্ঠা হৈতে চিত্তের শোধন ক্রমে হয় ॥
গুণদর্শি কৃষ্ণভক্তগণের কৃপায় ।
অভিমান-আদি দোষ সব ক্ষীণ পায় ॥
কিছুকালমধ্যে তারা পরম উত্তম ।
শুদ্ধভক্তিমন্ত সব হয়েন সত্তম ॥
তাহার দৃষ্টান্ত দেখ—কামিভক্তগণ ।
তুচ্ছ ফলভোগ করি বাঞ্ছায় আপন ॥
ভক্তির প্রভাবে কালান্তরে তারাসব ।
পায় কৃষ্ণভক্তিযোগ্য ফল অনুভব ॥
ভক্তিযোগ্য সৎফল তৎকালে নাহি হয় ।
এহেতু নিষ্কামিভক্ত তাহারে নিন্দয় ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণপদ্ম সদা সন্দর্শন ।
ক্রীড়ানন্দ বিশেষানুগ্রহের প্রাপণ ॥
এইসব সৎফল ভক্তির যোগ্য হয় ।
শুদ্ধভক্তিমন্তগণ মানেন নিশ্চয় ॥
প্রেমভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের সন্দর্শনে ।
না সহেন একলবমাত্র বিলম্বনে ॥
ভগবানো সেইসব প্রেমভক্তগণে ।
অল্পকালো না পারেন করিতে ত্যজনে ॥
অতএব অন্য সর্ব্ব কামফল যত ।
সব তুচ্ছ, মুক্তিও নিশ্চয় তুচ্ছামত ॥

সেসব শ্রীকৃষ্ণ হৈতে সুলভ নিশ্চয় ।
ভক্তি প্রেমলক্ষণা সুলভ কভু নয় ॥
সেই প্রেমভক্তির প্রসাদে ভগবান্ ।
ভক্তের অধীন হন, শুনহ ব্যাখ্যান ॥
এইহেতু পরাধীন লাগি মহেশ্বর ।
সেই প্রেমভক্তি নাহি দেন নিরন্তর ॥
ইহা পরমত, কিন্তু আমি মানি এই— ।
মহাপ্রিয়তমের অধীন কৃষ্ণ সেই ॥
কোনো দুঃখ-দোষ নাহি করেন বিধান
অর্থাৎ ভক্তের মনে না হয় আখ্যান ॥
'কৃষ্ণ পরাধীন তাঁর—কি ঐশ্বর্য্য হয় ।'
এত ভাবি দুঃখ-দোষ কদাচিত নয় ॥
কিন্তু মহাপ্রেষ্ঠজনাধীনতা তাঁহার ।
লোকের প্রমোদ সদা করেন বিস্তার ॥
আর নিজ ভক্তবৎসলতাদিলক্ষণ ।
মহাকীর্ত্তিরূপ গুণ করে বিস্তারণ ॥
বিশেষে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নাগরশেখর ।
ভক্তাধীনতা তাঁহার অতি প্রিয়তর ॥
শ্রীমদ্ভগবত্তাস্বভাবের সীমা যেই ।
তাহার অন্তের পরিপাকরূপা সেই ॥
আত্মারাম পূর্ণকাম মহাযোগেশ্বর ।
এইসব গুণ হৈতে শ্রেষ্ঠা নিরন্তর ॥
বিরহ-আগ্নতে সুবৈকুল্য মহাভাব ।
তাহার সম্পত্তি সে অনির্ব্বাচ্য প্রভাব ॥
সপ্রেম ভক্তির পরিপাকে তাহা হয় ।
পরমার্থবিচারে তিঁহ সে নিশ্চয় ॥
মহাপ্রহর্ষের যেই সাম্রাজ্য ত হয় ।
তাহার মস্তকোপরি সর্ব্বদা নাচয় ॥
যদ্যাপ এরূপ হর্ষ তাহাতে আছয় ।
তথাপি স্বভাবহেতু মহা আর্ত্তিচয় ॥
শোক-সন্তাপাদি চিহ্ন বাহ্যে বিস্তারয় ।
মনে তাহা নহে—যাহে নিত্যানন্দময় ॥
সে বাহ্যদশাও প্রিয়তমের কথন ।
সহিতে নারেন কৃষ্ণ, যাতে প্রিয়জন ॥
সেই ভাব প্রেমভক্তিপরিণামে জাত ।
মূর্খসকলের ভ্রম জন্ময়ে তাহাত ॥
অতি দুঃখময় কিবা অতি সুখময় ।
বাহ্যদৃষ্টিপর লোক হেন বিলোকয় ॥
বুঝিতে না পারি তত্ত্ব সেই ভক্তগণে ।
করে পরিহাস ভক্তিতে আনচ্ছামনে ॥
এইহেতু ভগবান্ সেইসবজনে ।
প্রেমসহ ভক্তি নাহি দেন কদাচনে ॥

প্রেমের সহিত ভক্তি অত্যন্ত দুর্লভ।
স্বর্গাদির ভোগ আর মুক্তিও সুলভ ॥
চিন্তামণিরত্ন সর্ব্বজন নাহি পায়
কাচ-আদি কিম্বা স্বর্ণ কভু প্রাপ্ত তায় ॥
স্বর্গাদির ভোগ হয় কাচাদি-উপম।
মুক্তি তাহা হইতে দুর্লভ স্বর্ণসম ॥
কদাচিত কোনজন স্বর্ণ প্রাপ্ত হয়।
চিন্তামণি পরম দুর্লভ,—লভ্য নয় ॥
সেইমত প্রেমভক্তি জানিহ নিশ্চয়।
কদাচিত কোনজন পায় ভাগ্যোদয় ॥
এক প্রেমভক্তিরূপে স্পৃহা যার হয়।
লোকাতীতরীত যেই অতিমহাশয় ॥
হেন কোনজনে কদাচিত ভগবান্।
প্রেমের সহিত ভক্তি করেন প্রদান ॥
প্রেমভক্তিপরিপাকে যে ভাব জন্মায়।
তার তত্ত্ব নিরূপণে শক্তি নাহি হয় ॥
যোগ্যও নহে ত, যেন সাধুশাস্ত্রবর।
যেসব প্রভুর ভক্তিপ্রবৃত্ত্যর্থপর ॥
তাহে অজ্ঞজনের বিরুদ্ধতুল্য হয়।
প্রেমের স্বভাব শুনি ভয় উপজয় ॥
তাহে প্রেমভক্তিতে অজ্ঞের মতি নয়।
দুঃখাভাবজ্ঞানে মোক্ষে প্রবৃত্তি জন্ময় ॥
সে ভাবের উৎকর্ষ মাধুর্য্য জানে সেই।
সেই ভাবরূপ রস সেবা করে যেই ॥
তুমিই শ্রীগোকুলনাথের প্রসাদেতে।
স্বয়ং জানিবে, যাহে জন্ম গোকুলেতে ॥

তথাচ গ্রন্থকারো নারদং প্রণমতি,

(বৃঃ ভাঃ ২।৪।২১৪ টীকা)—

গূঢ়বৈষ্ণবসিদ্ধান্তমণিমঞ্জুষিকা হঠাৎ।

স্ফুটমুদ্‌ঘাটিতা যেন তং প্রপন্নোঽস্মি নারদম্ ।

শ্রীগোপকুমার তবে কহেন বচন—।
এপ্রকার বাক্য তাঁর করিয়া শ্রবণ ॥
নিজেষ্টদেবতা শ্রীগোপালশ্রীচরণে।
অত্যন্ত দর্শনোৎকণ্ঠা বাঢ়িল তখনে ॥
প্রেমভক্তিজাত-ভাববিশেষে তৎক্ষণে।
আশাবায়ুসমূহ জন্মিল মম মনে ॥
এ উভয়ে শোকার্ণবে পতিত আমারে।
দেখিয়া কহেন মুনি শান্ত করিবারে—॥
যদ্যপিহ এই মহা গোপনবচন।
উপযুক্ত নহে এই বৈকুণ্ঠে কথন ॥

তথাপি তোমারে অতি কাতর দেখিয়া।
হইলাম বাচাল, কহিয়ে এ লাগিয়া ॥
শ্রীমন্নরায়ণের পুরীর অদূরেতে।
আছে শ্রীরামের পুরী অযোধ্যানামেতে ॥
তাহার অদূরে আছে পুরী দ্বারাবতী।
শ্রীযুক্ত মধুর মধুপুরীতুল্য অতি ॥
শ্রীযদুপতির প্রিয়া, তুমি সেই স্থানে।
গিয়া নিজ ইষ্টদেবে দেখ সন্নিধানে ॥
শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মের সেবায়।
রসিকের সম্মত যে হয় সদুপায় ॥
উত্তম প্রকার যেই অযোধ্যাগমনে।
প্রথমত কহি, তাহা করহ শ্রবণে—॥
শ্রীকৃষ্ণ গোলোকনাথ বহুলীলাকারী।
সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ সর্ব্ব-অবতারী ॥
প্রকট পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত সে অশেষ।
তাঁর চরণের উপাসনার বিশেষ ॥
শ্রীমদনগোপালদৈবত দশাক্ষর।
মন্ত্ররাজাশ্রয়ণের দ্বারা নিরন্তর ॥
রঘুনাথপাদপদ্মাদিক সমুদয়।
যদ্যপি সাক্ষাৎ লাভ হয় সুনিশ্চয় ॥
তথাপিহ শ্রীরঘুবীরের শ্রীচরণ-।
সরোজ যে হয় অত্যন্ত অসাধারণ ॥
তাহে রসবিশেষের লাভের কারণ।
উপদেশ কহি, যত্নে করহ শ্রবণ ॥
অর্থাৎ সর্ব্বাবতারী মদনগোপাল।
তাঁর ভক্ত্যে যদি সর্ব্ব সিদ্ধ হয় ভাল ॥
তথাপিহ অবতার যতেক অশেষ।
তাহাতে শ্রীরঘুনাথ কিঞ্চিত বিশেষ ॥
তাঁর ভক্তিবিশেষ না করিলে আশ্রয়।
তদ্গত রসবিশেষ লাভ নাহি হয় ॥
এইহেতু উপদেশ বিশেষ করিয়ে।
ওহে গোপকুমার! শুনহ মন দিয়ে ॥

তথাচ (বৃঃ ভাঃ ২।৪।২২১)—

সীতাপতে শ্রীরঘুনাথ লক্ষ্মণ-

জ্যেষ্ঠ প্রভো শ্রীহনুমৎপ্রিয়েশ্বর।

ইত্যাদিকং কীর্ত্তয় বেদশাস্ত্রতঃ

খ্যাতং স্মরংস্তদ্‌গুণরূপবৈভবম্ ।

সীতাপতে আদি নাম করহ কীর্ত্তন।
বেদশাস্ত্রদ্বারা যাহা খ্যাত সর্ব্বক্ষণ ॥

তাঁর রূপ গুণ আর বৈভব চরিত।
স্মরণ করহ—যাহা জানহ নিশ্চিত॥
যদি কহ—মদনগোপালদেব মন।
হরণ করিলে, অন্য নহে ত রোচন॥
কেমনে অন্যের প্রেম করিবে গ্রহণ?।
তাহার উত্তর কহি, করহ শ্রবণ—॥
যে প্রকারে নিজ-ইষ্টদেব লাভ হয়।
তার অনুষ্ঠান হয় চাতুর্য্য নিশ্চয়॥

তথাচ (বৃঃ ভাঃ ২।৪।২২২ টীকা—
স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ কার্য্যধ্বংসেন মূর্খতা।

শবের কৃপায় যেন বিষ্ণুপদ পায়।
শ্রীগোপাল প্রাপ্ত তেন রামের কৃপায়॥
যদি কহ—মম ঐকপত্যব্রত ভঙ্গ।
হইবেক? তাহে শুন উত্তরপ্রসঙ্গ—॥
আপন ইষ্টদেবের যাহাতে সে গন্ধ।
অর্থাৎ যে কার্য্যে আছে অল্পও সম্বন্ধ॥
তাহাতে উত্তমা প্রীতি করে অনুক্ষণ।
নিজ এক ইষ্টদেবে নিষ্ঠাপর জন॥
শ্রীরামপাদাম্বুজ করিলে দর্শন।
দর্শনোৎকণ্ঠিতা যদি না হয় স্তম্ভন॥
তবে রামকৃপাভরে দ্রবীভূত মন।
সুখে দ্বারকায় করিবেন প্রস্থাপন॥
দ্বারকায় গমন করিয়া যথোদিত।
তাঁর নামসঙ্কীর্ত্তন করিবে নিশ্চিত॥
সুস্বর গাথায় উচ্চ নাম-উচ্চারণ।
গুণকীর্ত্তনাদি গান করিয়া স্তবন॥
সুখে দ্বারকায় গিয়া নিজ প্রিয়েশ্বর।
যদুগণে বৃত কৃষ্ণচন্দ্র মনোহর॥
দেখিতে ইচ্ছিত যাঁর যুগল চরণ।
তাঁহারে অচিরে তুমি করিবে দর্শন॥
অযোধ্যা-দ্বারকা-পুরুষোত্তম-আদিক।
এই শ্রীবৈকুণ্ঠের প্রদেশবিশেষিক॥
তথায় যাইতে বৈকুণ্ঠের ত্যাগ নয়।
এ লাগি প্রভুর আজ্ঞা অপেক্ষা না হয়॥
যদি কহ—'তথাপি অনুজ্ঞা লৈয়া তাঁর
গমন উচিত?' শুন উত্তর তাহার—॥
সর্ব্বহৃদ্বৃত্তিদর্শী শ্রীদেব নারায়ণ।
করিলেন আমারে ত প্রভু আজ্ঞাপন—॥
'হে নারদ! রহঃস্থলে করিয়া গমন।
গোপকুমারের কর মানসপূরণ॥'
এ আজ্ঞায় আইলাম; মম বদনেতে।
তাঁর আজ্ঞা হৈল, জান এ অনুমানেতে॥

এক মহাভক্তে অনুগ্রহ করিবারে।
গেলেন শ্রীভগবান্ স্বয়ং কোথাকারে॥
আসিতে বিলম্ব তাঁর হবে কতক্ষণ।
না পারিবে তুমি ব্যাজ করিতে সহন॥
এই সে কারণে তব গমন-বিষয়ে।
এই অবসর শ্রেষ্ঠ জানিহ নিশ্চয়ে॥
'আজ্ঞাহেতু প্রভুসন্নিধানেতে যাইবে।
তাঁহার দর্শনে পুন ত্যজিতে নারিবে॥
অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা না হবে তোমার।
চিরকালাভীষ্ট সিদ্ধ না হইবে আর॥'
ইত্যাদিক পরামর্শ করি ভগবান্।
করিলা পূর্ব্বোক্তমত, কর অনুমান॥
কহে গোপকুমার—শুনিয়া এ বচন।
অতিশয় হর্ষযুক্ত হৈল মম মন॥
শ্রীনারদে বারম্বার করি প্রণমন।
লৈয়া আশীর্ব্বাদ গেলুঁ স্মরিয়া শিক্ষণ॥
দূরে হৈতে দেখিলাম বানরসকল।
অনির্বাচ্য-মাধুর্য্য—অত্যন্ত সুচঞ্চল॥
লম্ফ দিয়া ইতস্তত করয়ে গমন।
'রাম রাম রাম' ইহা বলয়ে বচন॥
শ্রীরামচন্দ্রের অসাদৃশ্য না সহিয়া।
লৈলা মম হস্ত হৈতে বংশী আকর্ষিয়া॥
তাঁহাদের সহ অগ্রে করিয়া গমন।
দেখিলাম মনুষ্যসকল বিলক্ষণ॥
বৈকুণ্ঠপার্ষদ যেই চতুর্ভুজাকার।
তাহা হৈতে সুন্দর রামের সমাকার॥
সেই-সব নর আর বানরের গণ।
মম প্রণামাদি নাহি করিলা সহন॥
পুরীমধ্যে করাইলা মম প্রবেশন।
প্রথমে গেলাম বাহ্যপ্রকোষ্ঠে তখন॥
পরম-বিনীত-মত তাঁদের আচার॥
মোরে নীতে আসিছিলা আজ্ঞায় তাঁহার॥
অন্যথা শ্রীরামপদ সেবে সর্ব্বক্ষণ।
দূরগমনেতে নহে সম্ভব কখন॥
তবে দেখিলাম অতি মনোহর রীত।
সুগ্রীব-অঙ্গদ-জাম্ববানাদি-সহিত॥
শ্রীমান্ ভরত সুখে বসিয়া আছেন।
বামে তাঁর পত্নী, অগ্রে শত্রুঘ্ন রহেন।
নরে বুক্ত দেখি তাঁরে মানি রঘুবর।
তাঁর যোগ্য স্তব তবে করিনু বিস্তর॥
'মহারাজাধিরাজ শ্রীরামচন্দ্র জয়।
জানকীবল্লভ দশবদনবিজয়॥'

ইত্যাদিক স্তবে কর্ণ আচ্ছাদন করি।
'আমি দাস' বলি মুহু নিষেধ আচরি॥
তাঁর অসম্মত কর্ম্মে অপরাধে ভীত।
হইলুঁ অঞ্জলিবদ্ধ অগ্রে অবস্থিত॥
পুরমধ্যবর্ত্তি-রঘুনাথ-সন্নিধান।
হইতে বাহেতে আসি শীঘ্র হনূমান্॥
ত্বরায় গমন-হেতু হস্ত-আকর্ষণে।
করাইলা অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশনে॥
তথায় অদ্ভুত হৈতে অদ্ভুত স্বরূপ।
দেখিলাম রাম নরবরাকৃতি রূপ॥
অখিলমাধুরীময় মন্দিরে সগণে।
মহারাজাধিরাজের যোগ্য সিংহাসনে॥
সুখে অধিষ্ঠান করি আছেন বসিয়া।
মহাপুরুষলক্ষণে যুক্ত—হৃষ্ট-হিয়া॥
কোনপ্রকারেতে নারায়ণের সমান।
সর্ব্বপ্রকারেতে নহে উপমা-আখ্যান॥
আকার-সৌষ্ঠব-বয়োবর্ণাদি শোভন।
ভূষণাদি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের সমান॥
তাঁহা হইতেও অতি মধুর বিশেষ।
দ্বিভুজ-আদি স্বরূপে মনোরমাশেষ॥
কোদণ্ডনামেতে ধনু হস্তেতে শোভন।
সবিনয় লজ্জায় রমিত আলোকন॥
রাজেন্দ্রের ন্যায় প্রজাপালনাদি কর্ম্ম।
আশ্রিত-সৎকার্য্যকরণাদি-কথা-ধর্ম্ম॥
তাঁহার দর্শনানন্দভরেতে মোহিত।
দণ্ডপ্রণামার্থ অগ্রে হইলুঁ পতিত॥
কিন্তু সর্ব্বপুরুষার্থে শ্রেষ্ঠ মোহ এই।
ভক্তিতেও সাধ্য হয় যেহেতুক সে-ই॥
সে মোহে হইলুঁ দর্শনানন্দে বঞ্চিত।
দেখিলুঁ কৃপায় তাঁর হৈয়া উত্থাপিত॥
মোরে তথা রাখি নিজ-সেবন-বিধানে।
একলম্ফে হনুমান গেলা সন্নিধানে॥
অর্থাৎ শ্রীরামসহ জানকী লক্ষ্মণ।
অগ্রে হনুমান্ এইরূপ সুশোভন॥
ভক্তেরো হর্ষবিশেষ হয় সন্দর্শনে।
এ লাগিয়া হনু শীঘ্র করিলা গমনে॥
প্রভুপ্রিয়া অনুরূপা জানকী বামেতে।
অনুজলক্ষ্মণ বর শোভে দক্ষিণেতে॥
হনু অগ্রে থাকি শুভ্রচামরে কখন।
করেন বীজন গাই তাঁর গুণগণ॥
কখন বা স্বনির্ম্মিত বিচিত্র স্তবেতে।
করেন প্রভুর স্তব অঞ্জলিপুটেতে॥

ক্ষণেকে করেন শ্বেতচ্ছত্রের ধারণ।
ক্ষণে বা প্রভুর পাদদ্বয়-সংবাহন॥
ক্ষণে একবারে বহু সেবার প্রকার।
শ্রীরামে ব্যগ্রতা-বিনা করেন বিস্তার॥
অতি হর্ষভরে আমি হৈয়া পূর্ণাধার।
জয় জয় কহি প্রণমিলুঁ বারম্বার॥
ভগবান্ হইয়া কৃপায় স্নিগ্ধ-মনে।
পরম অদ্ভুত মৃদু অমৃত-বচনে॥
করিলেন আপ্যায়িত মোরে অবগম—
'ওহে গোপনন্দন আমার সুহৃত্তম!॥
আমাদের প্রতি স্নেহবিধানদ্বারায়।
করিলা শুভাগমন এই অযোধ্যায়॥
সাধু সাধু অতএব বৈস এইস্থানে।
ত্যজি ইতস্তত যাতায়াতের বিধানে॥
ইহাতেই পরিপূর্ণ হইল সকল।
প্রণামাদি বহুতর প্রয়াসে বিফল॥
চিরকাল দুঃখ নাহি দিও তুমি আরে।
আপন বান্ধব জ্ঞান নিশ্চয় আমারে॥
উত্তিষ্ঠ উত্তিষ্ঠ হয় মঙ্গল তোমার।
ত্যজ মম গৌরবের সম্ভ্রম বিস্তার॥
যেহেতু তোমার প্রেমসমূহে সতত।
বশীকৃত আছি সখা! নহে অন্যমত॥'
তথাপি পরমানন্দভরে বিশেষতঃ।
প্রণাম হইতে নাহি হইলুঁ বিরত॥
প্রভুর আজ্ঞায় তবে আসি হনুমান্।
করাইয়া ভূমি হৈতে আমারে উত্থান॥
শ্রীযুক্ত চরণপদ্মপীঠসন্নিধানে।
বল করি লৈয়া গেলা মোরে সেইস্থানে॥
তবে আমি করিলাম আপনার মনে—।
দীর্ঘ আশা আমার ফলিল এইক্ষণে॥
বাঞ্ছাতীত ফল মম সম্পন্ন এক্ষণ।
কোথা এথা-হৈতে আর করিব গমন?॥
নিজগোপবালকবেশেতে পূর্ব্বমত।
করি চামরান্দোলন-আদি সেবা যত॥
কিছুকাল করিলামনিবাস তথায়।
হৈয়া আনন্দভরেতে বশীকৃতপ্রায়॥
অনন্তর শ্রীরঘুসিংহের সেইস্থানে।
মহারাজাধিরাজের লীলার বিধানে॥
ধর্ম্মানুসারিণী দেখি অনুরূপ তার।
নাহি ভক্তবাৎসল্যেতে ধর্ম্মত্যাগাচার॥
ইষ্টদেব মদনগোপালচরণের।
বেণুবাদ্যগোপীমোহনাদি ক্রীড়নের॥

বিহারমাধুরী অনির্ব্বচনীয় সব।
ধ্যানাবেশে স্বয়ং যাহা হয় অনুভব॥
সেই-সব তথায় না হয় আলোকন।
আলিঙ্গনাদিক কৃপা না হয় লভন॥
শ্রীরামের পাদাব্জের মহিমানিচয়।
লজ্জা নম্রতা সরলস্বভাব বিনয়॥
ইত্যাদিক হনুমান্-মুখেতে শ্রবণে।
দেখি সাক্ষাতেও শোকল্লায় প্রাপণে॥
কৃষ্ণপ্রেমহেতু সেই শোক যেকারণ।
বস্তুতঃ সে শোক নহে—পরানন্দ হন॥
মনোদুঃখ নিবারি শ্রীরামে আরোপণ—।
ধ্যানে করি নিজেষ্টদেবের গুণগণ॥
পূর্ব্বাভ্যাসবশের কারণ যেসময়।
ব্রজভূমি আর শ্রীকৃষ্ণের লীলাচয়॥
আর তাঁর অনুকম্পাবলের দ্বারায়।
আমার হৃদয়মধ্যে অক্রমণ পায়॥
পরম শোকার্ত্ত তবে হৈয়া দ্বারকায়।
অযোধ্যা হইতে যাইবারে ইচ্ছা ভায়॥
মন্ত্রিবর হনুমান্ সেকালে দেখিয়া।
বিচিত্র যুক্তিচাতুর্য্যে রাখে আশ্বাসিয়া॥
তথাপি আমার শোক হয় পুনর্ব্বার।
দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র সে দুঃখবিস্তার॥
প্রখর-করুণা-হেতু কোমলহৃদয়।
জানেন জগতচিত্তবৃত্তি সমুদয়॥
তাহাতে জানিলা তিঁহ আমার হৃদয়—।
'মদনগোপালদেবোপাসক এ হয়॥
তাঁহার চরণে হয় প্রেমনিষ্ঠ জনে।
এহেতুক যোগ্য তাঁর সহিত মিলনে॥
অতএব আনন্দবিশেষে এথাকায়।
হনুমানকৃত আশ্বাসের দ্বারা আয়॥
হৃষ্ট না হইবে, অনুতাপ চিত্তে রবে।
কেবল দ্বারকা যাত্যে ইচ্ছাবান্ হবে॥'
ইহা জানি প্রণয়েতে কোমল বচনে।
'সুখে দ্বারাবতী যাও' এই আদেশনে॥
শাম্বমাতামহ জাম্ববানে সঙ্গে দিয়া।
দ্বারকায় শীঘ্র মোরে দিয়া পাঠাইয়া॥
শ্রীযুক্তশ্রীগুরুদেব-পাদপদ্ম মনে।
নিরন্তর সাবধানে করিয়া চিন্তনে॥
সটীক মূলের অর্থ করি অনুভব।
যথামতি যথাসাধ্য আমি লিখি সব॥
তাহাতে যে দোষ থাকে করুণা করিয়া
সাধুজন! শুদ্ধচিত্তে দিবেন শুধিয়া॥
বসুচতুর্দ্ধরীণাস্ত শ্রীজয়গোবিন্দ।
নিবেদয়ে ভাবি মনে শ্রীজয়গোবিন্দ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গোলোকমাহাত্ম্যখণ্ডে
বৈকুণ্ঠো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪॥

পঞ্চম অধ্যায়।

পঞ্চমে দ্বারকানাথে দৃষ্টে গোলোককীর্ত্তয়ে।
ভৌমেগোকুল-তৎক্রীড়া-তল্লোকমহিমোচ্যতে॥ • ॥

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত।
জয়জয় নিত্যানন্দ পরম অদ্ভুত॥
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তগণ।
কৃপা করি শুন পঞ্চমাধ্যায়কথন॥
কহেন গোপকুমার—তবে দ্বারকায়।
গিয়া দেখিলাম যাদবের সম্প্রদায়॥
মাথুরবিপ্রগণের সহ বর্ত্তমান।
কুমারবর্গসহিত আনন্দবিধান॥

করেন নিশ্চিন্তে সদা বিচিত্র বিহার।
পৃথকপৃথক বর্গে সমূহ বিস্তার॥
পূর্ব্বে আমি সর্ব্বস্থানে করিয়া ভ্রমণ।
কোনস্থানে শ্রীবৈকুণ্ঠদেবেও কখন॥
যে মাধুর্য্যপরাকাষ্ঠা না কৈলুঁ দর্শন।
যাদবগণেতে তাহা করে বিরাজন॥
তাঁহাদের দর্শনে যে আনন্দ হইল।
তাথে প্রণামাদি করি সর্ব্বার্থ ভুলিল॥
সর্ব্বজ্ঞপ্রবর তাঁরা সকল জানিল।
যে আমি যেহেতু যথা হইতে আইল॥
অতএব বলদ্বারা করিয়া গ্রহণ।
আমারে যাদবগণ কৈলা আলিঙ্গন॥
'ব্রজে গোবর্দ্ধনপর্ব্বতের সন্নিধানে।
গোপালের পুত্র' এই সুনিশ্চয় জ্ঞানে॥
স্নেহসমূহেতে আর্দ্র তাঁহাদের মন।
করে ধরি অন্তঃপুরে কৈলা প্রবেশন॥
তবে আমি দূরে হৈতে দেখিলুঁ বিস্তার।
মধ্যেতে সুধর্ম্মানামে মহত সভার॥
মণিস্বর্ণময়কৃত আসনবরেতে।
পরম উৎকৃষ্ট তুলিকার উপরেতে॥
বসিয়া লীলানুক্রমে বিরাজিতমান।
শ্রীদ্বারকানাথ কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান্॥
নারায়ণের বিচিত্র যে মাধুরীর সার।
শ্রীমুখ-লোচনাদি আকার অলঙ্কার॥
পূর্ব্বোক্ত-সকলেতে হয়েন সুসেবিত।
অর্থাৎ কিঞ্চিৎ সাম্য ইহার সহিত॥
কোন অধিকাধিক শোভাতিসমুদয়ে।
তাঁহা হৈতে শ্রীদ্বারকানাথ যুক্ত হয়ে॥
কৈশোরশোভা-মিশ্রিত যৌবনে পূজিত।
মনোহর হস্তদ্বয় ভক্তে প্রকাশিত॥
মাধুর্য্যভঙ্গিতে সেবকের মনোহরে।
বোধাতীত মহাশ্চর্য্যবিনোদ-সাগরে॥
শ্রীদ্বারকানাথের মস্তক-উপরিতে।
বিস্তারিত শ্বেত ছত্র আছে বিরাজিতে॥
শ্বেত দুই চামর সুবৃহত-আকার।
পার্শ্বদ্বয়ে বীজনেতে ভ্রমে অনিবার॥
অগ্রে সুবর্ণরচিত পীঠের উপরে।
শ্রীযুক্ত পাদুকাদ্বয় বিরাজন করে॥
শ্রীরাজরাজেশ্বর শ্রীদ্বাবকাধিনাথ।
তাঁর অনুরূপ ভূষণাস্ত্রাদিক সাথ॥
চতুর্দ্দিগে আছে পরিচারকের গণ।
অনুপাম শ্রীভগবানের যোগ্য হন॥

মহাবিভূতি রথাশ্ব নিধি পারিজাত।
গীতনৃত্যাদি সকল বিরাজে বিখ্যাত॥
নিজনিজাসনে বসুদেব রামাক্রুর।
গর্গাদি দক্ষিণপার্শ্বে বসিয়া প্রচুর॥
বামে রাজা উগ্রসেনে অগ্রেতে করিয়া।
গদ সাত্যকি সুজনে আছেন বসিয়া॥
মন্ত্রী বিকদ্রু আছেন তাঁর সন্নিধানে।
সেনাপতি কৃতবর্ম্মা-আদি সঞ্জনে॥
যাদবের শ্রেষ্ঠ ভোজ-অন্ধকাদি আর।
অন্য নৃপ-আদি সব বসিয়া বিস্তার॥
হেনই সময়ে সেই নারদ এস্থানে।
কৌশলে বীণার বাদ্যে আর শ্রেষ্ঠ গানে॥
হাসাইয়া প্রভুরে বিবিধপ্রকারে।
শ্লাঘায় আমোদি বারম্বার উঠি ফেরে॥
অগ্রে থাকি শ্রীগরুড় করেন স্তবন।
পুনঃপুনঃ করেন পাদপদ্মসংবাহন॥
রহস্য সুপ্রিয় গোকুলাদির কথায়।
আপন ঈশ্বরে দেন সন্তোষ-উপায়॥
সভামধ্যে ব্যক্ত করা অযোগ্য সে-সব।
এহেতু নিকটে থাকি কহেন উদ্ধব॥
শিষ্য বৃহস্পতির—মন্ত্রিবর হন।
সঙ্কেতে কহেন, অন্যে না বুঝে কথন॥
চিরকালীনের দর্শনেচ্ছার বিষয়।
দেখিয়া হৈলাম প্রেমভরে মোহময়॥
দূরে পড়িলাম দেখি প্রভু প্রকাশিত।
উদ্ভট স্নেহরসেতে হইয়া পূরিত॥
আনিবারে আমারে আপন সন্নিধানে।
উদ্ধবে আদেশ করিলেন ভগবানে॥
প্রভুপাদ-সংবাহনরত শ্রীউদ্ধব।
গোকুললোকপ্রিয় দেখিয়া মম সব॥
গোপকুমারের বেশ লক্ষিয়া আমারে।
হর্ষযুক্ত হৈয়া আইলেন শীঘ্রকারে॥
যত্নে উঠাইয়া সচেতন করিলেন।
হস্তদ্বয় ধরি প্রভুপার্শ্বে আনিলেন॥
নিজনিকটে আমা করিতে আনয়নে।
উঠিবার কামনা করিয়া সে আপনে॥
ভগবান্ অতিশয়ে কৃপার লক্ষণে।
অগ্রে যেই পাদপদ্ম করিলা অর্পণে॥
উদ্ধব বলেতে মম হস্তে আকর্ষিয়া।
তাহাতে মস্তক মম দিলেন রাখিয়া॥
প্রাণনাথ নিজকরাম্বুজের দ্বারায়।
প্রত্যঙ্গ আমার করে মার্জ্জনের ন্যায়॥

বস্তুতো ধূলি-অভাব গাত্রেতে আমার।
চাতুর্য্যবিশেষ সেই স্পর্শ করিবার॥
মম কর হৈতে বংশী করিয়া গ্রহণ।
অনুক্ষণ তাহারে করিয়া বিলোকন॥
দু'নয়ন হইতে অশ্রুর জল ঝরে॥
মহা-আর্ত্তমত থাকিলেন চুপ ক'রে॥
বাস্তব যদ্যপি মহা-আর্ত্ত হইলেন।
কিন্তু সভামধ্যে সংবরণ করিলেন॥
ক্ষণেক শ্রীহরি জিজ্ঞাসিলেন আমারে—।
'ভাল ত আছহ, কিবা ক্ষেম সে তোমারে॥
ব্রজে অমঙ্গল কিবা প্রভাব কি হয়।'
ইহা কহি পাইবেন মোহদশাচয়॥
পরমার্ত্তিলক্ষণ দেখিয়া সে সত্বর।
করিলেন ধৈর্য্যান্বিত তাঁরে মন্ত্রিবর॥
যদ্যপি এরূপ ভূমিস্থিত-দ্বারকায়।
থাকিলে সে অমঙ্গল ব্রজমধ্যে ভায়॥
তথাপি দ্বারকাদ্বয়ে অভেদাভিপ্রায়ে।
প্রভুর তাদৃশ ভাব অনুবৃত্তি পায়ে॥
ধৈর্য্য করিবারে শ্রীউদ্ধব মহাশয়।
দেখাইলা সঙ্কেতদ্বারেতে—অগ্রে হয়॥
বসুদেবাদি যাদব, ইন্দ্রাদি অমর।
ঋষি গর্গাদিক, যুধিষ্ঠিরাদি নৃপবর॥
প্রভুর পার্ষদ ইঁহারা সকলে হন।
কৌতুকহেতু তাঁহার সভামধ্যে র'ন॥
ভগবান্ করি পদ্মনেত্র উন্মীলন।
যাদবপ্রভৃতি অগ্রে করিয়া দর্শন॥
আপনারে সুস্থির করিয়া প্রযত্নতঃ।
অন্তঃপুর যাইবারে হইলা উদ্যত॥
নিজজীবিতেশ অভীষ্টদেবে সুচিরে।
পাইয়া হইনু মগ্ন হর্ষসিন্ধুনীরে॥
কি বাক্য কহিব কি করিব আচরণ।
জানিতে না পারিলাম কিছুই তখন॥
অন্তঃপুরে যাইবেন প্রভু একারণ।
করিলেন যাদবাদি সকলে গমন॥
তাম্বূল বিলেপন সুবাক্যাদি দ্বারায়।
মান্য করি সকলেরে করিয়া বিদায়॥
দক্ষিণহস্তেতে মম করদ্বয় ধরি।
উদ্ধব-সহ পুরে প্রবেশিলা হরি॥
তবে ত ষোলসহস্র অষ্টোত্তরশত।
মহিষীসকল হৈয়া হর্ষিত সম্মত॥
শ্বশ্রূ দেবকীরে রোহিণীরে অগ্রে করি।
সদাসী ভর্ত্তার অগ্রে আইলা সম্বরি॥

তথাচ (বৃঃ ভাঃ ২।৫ ২২)—
রুক্মিণী সত্যভামা সা দেবী জাম্ববতী তথা।
কালিন্দী মিত্রবিন্দা চ সত্যা ভদ্রা চ লক্ষ্মণা॥•॥
সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা এই অষ্টজন।
ইঁহাদের সহ আন্যা যত নারীগণ॥
নরকের গৃহে হৈতে হরিয়া আনিলা।
রোহিণীপ্রভৃতি ষোলসহস্র আইলা॥
রুক্মিণীপ্রভৃতি যত মহিষী-আখ্যান।
সর্ব্বোৎকর্ষ রূপগুণ কৃষ্ণের সমান॥
সর্ব্বপ্রকারেতে সবে তাঁহার উচিতি।
তুল্য দাসীগণে করে সেবা নানারীতি॥
দেবকী রোহিণী আর মহিষীর গণে।
হইলেন আবৃত সলজ্জায় সেক্ষণে॥
প্রদ্যুম্নশাম্বাদি কুমারেতে সুশোভিত।
আপন মন্দিরে হইলেন প্রবেশিত॥
যে ভাব জন্মিল মনে গোকুলস্মরণে।
লুকাইয়া হৃষ্টমত বসিলা আসনে॥
দৈবকীরে যশোদা, রোহিণী স্বয়ং, আর।
মহিষীবর্গকে মানি গোপীর আকার॥
প্রদ্যুম্নশাম্বাদি সেই কুমার-আখ্যান।
তাঁহাদিগে জানি গোপকুমারসমান॥
মম হস্ত হৈতে বেণু করিয়া গ্রহণ।
নিজকরকমলেতে করিলা ধারণ॥
তাহে ধ্যেয় মদনগোপালদেবসম।
দেখি সমক্ষে হইল হর্ষে মোহ মম॥
পূর্ব্ব হৈতে বিশেষ কণ্ঠেতে উপবীত।
উত্তরীয়বস্ত্রে তাহা আছে আচ্ছাদিত॥
শ্রীনন্দনন্দন ব্রজজনানন্দকারী।
কৃপা-অতিশয়েতে ব্যাকুল-মনোধারী॥
সম্ভ্রম-সহিত স্বয়ং উঠিয়া তখন।
বারম্বার অঙ্গসব করিয়া মার্জ্জন॥
নিজকরসরোজের স্পর্শের বলেতে।
মোহ ভাঙ্গি প্রবোধ করিলা কৌশলেতে॥
বর্ত্তমান হইলেও ভোজনসময়।
গোকুলবিরহে ভোজনেচ্ছা না করয়॥
মাতাসকলের অতি আগ্রহে নিশ্চয়।
করিলেন স্নানাদি মধ্যাহ্নকৃত্যচয়॥
আপন করেতে সেই দৈবকীনন্দন।
করাইলেন কিঞ্চিত আমারে ভোজন॥
পশ্চাত স্বয়ং ভোজন লাগিলা করিতে।
বাল্যলীলাক্রমেতে আমারে সন্তোষিতে॥
পূর্ব্বে ব্রজে করিতেন ভোজ যেমতে।
সখার মণ্ডলীমধ্যে রাখি বলরামে॥

বলাই না গোঠে গেলে শ্রীকৃষ্ণ আপনে।
মণ্ডলীর মধ্যে থাকি করিতা ভোজনে॥
সেইমত বালকের মণ্ডলী করিয়া।
মধ্যে নিজ অগ্রজেরে যত্নে বসাইয়া॥
নিজে পরিবেষি নানা কৌশলোক্তিদ্বারে।
হাস্যলীলা বিস্তারিয়া করিলা আহারে॥
প্রভুর মনেতে এই—'পরম-ঐশ্বর্য্য-।
বিশেষ-প্রকাশময় অন্তঃপুরবর্য্য॥
ইথে এ থাকিলে নিজ সুখ ন্যূন হবে।
এবঞ্চ ইহার সুখ তাহাতে না রবে॥
অতএব ব্রজপ্রিয়-উদ্ধব-আলয়ে।
এই গোপকুমারের বাস যোগ্য হয়ে॥'
এই ভগবানের জানিয়া অভিপ্রায়।
উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ খাইয়া তথায়॥
প্রভুর ইচ্ছায় আর স্বয়ং বল করি।
আনিলেন আমারে আপন গৃহে ধরি॥
উদ্ধবের গৃহে গেলে সম্যক্‌প্রকার।
সম্পূর্ণরূপেতে বোধ জন্মিল আমার॥
তথা অনুভূত সব করিয়া ভাবনে।
মুহু নৃত্য করি ইহা মানিলাম মনে—॥
আহা মম মনোরথ যে-সব আছিল।
তাহার পরম অন্ত অদ্য সে হইল॥
যেহেতুক ইষ্টদেব শ্রীব্রজনাগরে।
মনে ধ্যায়মান বহু-মাধুরী-আকরে॥
গোকুললম্পটে অদ্য আমি সাক্ষাতেতে।
পাইলাম, দেখিলাম সব নয়নেতে॥
অন্যদিন উদ্ধব-সঙ্গেতে পুন যাই।
করি বিলোকন নিজপ্রভুরে তথাই॥
হর্ষের বিবশে কিছু করিতে নারিল।
দর্শনাতিরিক্ত কিছু সেবা না হইল॥
শ্রীযুক্ত-শ্রীদ্বারকানাথের করুণার।
বিচিত্রতা অতিশয় পাইয়া বিস্তার॥
দ্বারকায় বসি মহা আনন্দের পুর।
যতেক করিয়ে অনুভব সে প্রচুর॥
তার নিরূপণ করিবারে ব্রহ্মজ্ঞানী।
দূরেতে থাকুক, কিবা কহিবে সে জানি॥
কৃষ্ণভক্তিমানো বাক্যমনে কোন্ জন।
পাইয়া ব্রহ্মার আয়ু পারে কোন্ ক্ষণ॥
'মোক্ষেতে সুখের মহত্তমপ্রাপ্তি হয়।'
মুক্তি-ইচ্ছুগণ সব এই কথা কয়॥
'তাহা হৈতে বৈকুণ্ঠেতে কোটিকোটিগুণ
সুখপ্রাপ্তি' ভক্তগণ কহেন নিপুণ॥
দুঃখাভাবমাত্র সুখ মুক্তিতে আছয়।
পরাকাষ্ঠা সুখের শ্রীবৈকুণ্ঠেতে হয়॥
'তাহা হৈতে সুখপ্রাপ্তি আছে' এ কথায়।
'বৈকুণ্ঠেতে অল্পসুখ' এই দোষ পায়॥
তথাপি পরম একান্তিতায় সেবনে।
রসনিষ্ঠাবিশেষেতে সুখবিশেষণে॥
অযোধ্যায় বৈকুণ্ঠ হইতেও অধিক।
পরমগম্ভীর যুক্তিদ্বারা এই ঠিক॥
দ্বারকায় যত সুখ হয় অনুভব।
কোন্ যুক্তিদ্বারা নিরূপণ হয়ে সব?॥
যাঁরে চিরকাল দেখিবারে ত ইচ্ছিয়া।
সেই প্রাণনাথ নন্দকিশোরে পাইয়া॥
কৃষ্ণ এক প্রিয় যার,—অন্য-কিছু নয়।
তাহার যাদৃশ সুখ অনুভব হয়॥
মনোবচনের কোন বৃত্তির দ্বারায়।
গ্রহণ করিতে পারে নিরূপণে তায়॥
সেই সুখ অনুভব করিতে যে পারে।
সে-সুখ-গ্রহণ-যোগ্য মনে জানে তারে॥
ইহাতে অন্যের অনুভব অসম্ভব।
কিপ্রকারে নিরূপিয়া কহিবেক সব॥
সেবারসবিশেষনিষ্ঠায় অযোধ্যায়।
বৈকুণ্ঠ হইতে সুখাধিক যেন পায়॥
তেন দ্বারকায় সৌহৃদরসবিশেষ।
নিষ্ঠায় অযোধ্যা হৈতে সুখাধিকাশেষ॥
এতাদৃশ সুখ অনুভবি দ্বারকায়।
নিবাস করিয়ে আমি, তখন আমায়॥
বিশ্বের অন্তরবাহ্য আনন্দ দেখিতে।
আর্দ্রমন যদুগণ লাগিলা কহিতে॥
উৎকৃষ্ট-পরমৈশ্বর্য্য-সম্পদে পুরিত।
এই স্থান বৈকুণ্ঠ হইতে প্রভাবিত॥
এথা আসি আছ আমা-সবার সহিত।
সখে! বন্যবেশে অতি দীনমত স্থিত॥
এথায় দুঃখপ্রসঙ্গ নাহি কথঞ্চিত।
তথাপি দুঃখীর ন্যায় দেখি প্রকাশিত॥
কোনমতে মোরা সাধু না মানি ইহায়।
আমাদের চিত্তে কিছু দুঃখমত ভায়॥
আমাদের অনির্ব্বাচ্য আনন্দবিশেষে।
আছয়ে যেমত ভোগবিলাসাদি বেশে॥
সেরূপ বেশাদি নিজ করহ বিস্তার।
স্থানগুণে আপনি হইবে তব সার॥
এতেক আগ্রহ করিলেন যদুগণ।
কিন্তু তাহে না হইল আপনার মন॥
অচ্যুতেরো না হইল অনুমতি তায়।
তাহে থাকিলাম নীচ-অকিঞ্চন-প্রায়॥

সভামধ্যে ভগবান্ বৈসেন যখন।
মহা-ঐশ্বর্য্যসকল সেবয়ে চরণ॥
মম বন্যবেশে তাঁর নিকটে গমনে।
লজ্জা আর ভয় হয় ঐশ্বর্য্যদর্শনে॥
সেইস্থানে শ্রীদ্বারকানাথেরে কখন।
শ্রীরুক্মিণী-আদিরে করিতে আনয়ন॥
আর নারদার্জ্জুনাদিসাহিত মিলনে।
চতুর্বাহুযুক্ত দেখি আপন নয়নে॥
ব্রজভূমিকৃত সেই ক্রীড়া গোচারণ-।
বনবিহারাদি সদা না করি দর্শন॥
কভু দ্বারকায় বিরচিত বৃন্দাবনে।
ব্রজলীলা কিছুকিছু হয় বিলোকনে॥
বৈকুণ্ঠেতে দ্বারকাসমীপে বর্ত্তমান।
পাণ্ডবসকল—প্রিয় বান্ধব-আখ্যান॥
তাঁদিগে দেখিতে যান একাকী কখন।
সেকালেতে নাহি হয় তাঁহার দর্শন॥
এইপ্রকারেতে চিরকালের অভীষ্ট।
সম্পূর্ণ না হই মন ব্যথয়ে গরিষ্ঠ॥
কিন্তু পূর্ব্বোক্ত তাঁহার রূপগুণচয়।
দেখিলে মনের ব্যথা-উপশম হয়॥
পূর্ব্বোক্তপ্রকার বাক্য-অমৃতে তাঁহার।
যাহা হৈতে প্রকাশিত হয় ত কৃপার॥
যে সুখবিশেষ মম জন্ময়ে শ্রবণে।
জিহ্বা কিপ্রকারে তারে করিবে স্পর্শনে?॥
এপ্রকারে উদ্ধবের আলয়ে তখন।
কতকদিবস মম হইল যাপন॥
যদি শোক হয় বৃন্দাবনাদিস্মরণে।
আকারগোপনে তাহা করি সংবরণে॥
একদিন শ্রীনারদ আইলা তথায়।
বৈকুণ্ঠেতে উপদেশ যে দিলা আমায়॥
তাঁরে দেখি প্রণমিয়া হর্ষ-বিস্ময়েতে।
স্তব করি কহিলাম এই প্রকারেতে—॥
মুনীন্দ্রের মত বেশ মহিমা সম্মত!।
প্রভুর পার্ষদমধ্যে উত্তম সতত!॥
সব স্বর্গলোকমধ্যে বৈকুণ্ঠেতে আরে।
এখানেও এইরূপগুণেতে তোমারে॥
সর্ব্বত্র ত একমত করিয়া দর্শন।
অত্যন্ত বিস্ময়যুক্ত হয় মম মন॥
এত শুনি শ্রীনারদ কহেন তথায়—।
করি বাস বৈকুণ্ঠেতে আর দ্বারকায়॥
অদ্যাপি কৌতুকী তুমি হে গোপবালক!।
তোমাদের কৌতুকতা কি অনিবারক?॥
যেহেতু সিদ্ধান্ত শুনি—করি অনুভব।
জানিয়াও সন্দেহ এ কৌতুক সম্ভব?॥
যদি কহ—কৌতুক না হয়, এ অজ্ঞানে।
জিজ্ঞাসিয়ে, তবে কহি শুন একধ্যানে—॥
পূর্ব্বে বৈকুণ্ঠেতে আমাদের যত তত্ত্ব।
সংক্ষেপে কি কহি নাই সকল মহত্ত্ব?॥
বহু মূর্ত্তি ধরি যেন কৃষ্ণ ভগবান্।
বহুস্থানে হয়েন আপনি বর্ত্তমান॥
সেইরূপ আমরা সেবকগণ তাঁর।
বহু রূপে বহুস্থানে থাকিয়ে বিস্তার॥
গরুড়-অনন্ত-হনুমান-আদি যত।
উদ্ধব যাদব সব হয় প্রভুমত॥
পৃথিবীতে কিংপুরুষবর্ষে হনুমান্।
আর রামচন্দ্রকীর্ত্তি যথা হয় গান॥
আর দ্বারকা বৈকুণ্ঠ থাকেন সতত।
উদ্ধবাদি দ্বারকানাথের সেইমত॥
সকল পার্ষদগণ নিত্য সুনিশ্চয়।
প্রভুর ক্রীড়াসুখের অনুরূপ হয়॥
আমরাসকলে হই সেবাপরায়ণ।
বহুরূপবিশিষ্ট সকলে নিরূপণ॥
কিন্তু একরূপ সবে হই ত প্রত্যেক।
যেন ভগবান্ বহু হইয়াও এক॥
তেন আমি সেবাহেতু অনেক-আকার।
ইহাতে বিস্ময় নাহি করহ বিস্তার॥
চক্র সুদর্শন কৌস্তুভাদি পরিচ্ছদ।
রাম লীলা প্রিয় মথুরাদি যত পদ॥
অনেক হৈয়াও এক—নিত্য সত্য জান।
কৃষ্ণপ্রায় সচ্চিদানন্দস্বরূপ মান॥
তুমিও বৈকুণ্ঠে আসি আমাদের প্রায়।
সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ধরিয়া এথায়॥
গোপবালকের মত পূর্ব্বের স্বভাব।
লীলায় বিস্তার কর—এ আশ্চর্য্য ভাব॥
অন্ত মহাশ্চর্য্য—অসম্পূর্ণ দুঃখিমন।
তোমারে এথাও সদা করি বিলোকন॥
এত শুনি আমি তাঁর ধরি পাদদ্বয়।
নমস্করি কহিলাম সদৈন্য-বিনয়॥
ওহে ভগবান্! যেহেতুক দুঃখিমন।
আপনি সকল জান, কি কব কথন?॥
শ্রীনারদ পরমদুর্লভার্থকারণ।
আগ্রহসমূহ মম করি আলোচন॥
ঈষত হাসিয়া হেরি উদ্ধব-আনন।
কহিতে লাগিলা তবে সুসত্য বচন—॥

হে উদ্ধব ! এই ব্যক্তি গোপের তনয় ।
বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধনে উদ্ভব এ হয় ॥
তোমরা সুহৃদ আর মোরা ভক্তগণ ।
সকলের সুদুর্লভ যেই বস্তু হন ॥
তাহা অন্বেষণ করি ভ্রমি বহুতরে ।
প্রপঞ্চ-অতীতে আর প্রপঞ্চ-ভিতরে ॥
ব্যগ্র হৈয়া চিত্তে-লগ্ন শোক পীড়াকরে ।
কোনস্থানে কোনক্ষণে নাহি পরিহরে ॥
'মথুরা-ব্রজলোকেতে কৃপায় কাতর ।
আপনি হয়েন'—ইহা সর্ব্বত্র গোচর ॥
পার্শ্বে আসিয়াছে এইজন সেকারণ ।
প্রতিবোধ কেনে নাহি দেন এইক্ষণ ? ॥
সেই শ্রীগোলোকনাম ধাম দূরতর ।
বৈকুণ্ঠ হইতে পরমোচ্চস্থানোপর ॥
সেই লোকনাথ প্রভু শ্রীনন্দনন্দন ।
তাঁর সহ বিহারাদি তাহে সুখগণ ॥
এ-দুইর সাধনো সকলি সে প্রার্থনে ।
আমরা পার্ষদ আমাদেরো দুর্ঘটনে ॥
শ্রীউদ্ধব নারদের বাক্যেতে সূচিতে ।
আমার ন্যূনত্ব নাহি পারিয়ে সহিতে ॥
মদীয় অভীষ্ট শীঘ্র সিদ্ধির কারণ ।
নারদের হর্ষহেতু কহেন বচন— ॥
ব্রজভূমিমধ্যে এই ব্যক্তি সে জন্মিল ।
সে-স্থানে গোপত্ব গোপালনাদি করিল ॥
শ্রীমদনগোপালের মন্ত্র দক্ষশার ।
জপ-আদি তাঁর উপাসনানিষ্ঠাপর ॥
তদ্ভিন্ন অতৃপ্তহেতু এই মহাশয় ।
আমাদের হইতে উৎকৃষ্ট সদা হয় ॥
এত শুনি শ্রীনারদ সানন্দিত-মন ।
উৎসাহযুক্ত উদ্ধবে করি আলিঙ্গন ॥
কহেন—'যেমতে এ অভীষ্টলাভ করে ।
সেইমত উপদেশ করহ সত্বরে ॥'
কহেন উদ্ধব—ওহে মহামুনিবর ! ।
ভক্তিপথাদির তুমি হও গুরুতর ॥
আমি ত ক্ষত্রিয়জাতি, তুমি বর্ত্তমানে ।
নহি অধিকারী উপদেশের প্রদানে ॥
নারদ অত্যন্ত উচ্চ হাসিয়া তখন ।
উদ্ধবের প্রতি কিছু কহেন বচন— ॥
বৈকুণ্ঠে সচ্চিদানন্দদেহ হয় সব ।
জাত্যাদির বিচার এখানে অসম্ভব ॥
এখানেও অদ্যাপিহ ক্ষত্রিয়ত্বমতি ।
না গেলে তোমার, এই সে আশ্চর্য্য অতি ॥

ঈষত হাসিয়া তবে কহেন উদ্ধব— ।
সে মতি না গেল আমাদের কিবা কব ॥
আমাদের প্রভুর সে ক্ষত্রিয়ত্বজ্ঞান ।
নাহি যায়, এ নিশ্চয় বিস্ময়ের স্থান ॥
ভূমি-দ্বারকায় যেন সদ্ধর্ম্ম পালয় ।
গৃহস্থানুরূপ ব্যবহার শত্রুজয় ॥
রাম-আদি গুরুবিপ্রগণে সম্মানন ।
এখানেও সেইমত করেন এখন ॥
নারদ শ্রবণ করি উদ্ধব-বচন ।
হর্ষসমূহেতে হৈয়া আক্রমিত-মন ॥
হাসি লম্ফ দিয়া-দিয়া উচ্চশব্দ করি ।
সুবিস্মিত হৈয়া ইহা কহেন বিবরি— ॥
অহো ভগবানের লীলার মাধুরীর ।
মহিমা আশ্চর্য্যরূপ সদা হয় স্থির ॥
সেবকগণের কৃষ্ণে একনিষ্ঠরূপ ।
গাম্ভীর্য্য অদ্ভুত ভগবানের স্বরূপ ॥
অহো শ্রেষ্ঠ কৌতুক এ করিয়ে দর্শন ।
পৃথিবীতে যেন কৃষ্ণ করেন ক্রীড়ন ॥
সেইমত বৈকুণ্ঠ-উপরি দ্বারকায় ।
বর্ত্তমান থাকি ক্রীড়া করেন সদায় ॥
পরম একান্তিভক্ত নিজপ্রিয়গণ ।
কেবল তাঁদের পরিতোষের কারণ ॥
যে লীলার অনুভব করিয়া নিশ্চয় ।
সর্ব্বজ্ঞপ্রবর আমাদিগে ভ্রম হয় ॥
'বৈকুণ্ঠে দ্বারকায় হইয়ে বর্ত্তমান ।
কিবা ভূমি-দ্বারকায়' নাহি হয় জ্ঞান ॥
ভক্তসকলের আর প্রভুর এমত ।
ব্যবহার উপযুক্ত হয় ত সতত ॥
প্রভুপাদপদ্মে ভক্তি প্রেমের সহিতা ।
কেবল ভক্তগণের হয় অপেক্ষিতা ॥
ভক্তপ্রিয় প্রভুর উত্তম ইচ্ছা এই ।
ভক্তের কামনাপ্রপূরণমাত্র যেই ॥
এইহেতু বৈকুণ্ঠেতে বাসের উচিত ।
তোমাদের সচ্চিদানন্দদেহঘটিত ॥
ব্যবহার কদাচিত অপেক্ষিত নয় ।
কিবা মর্ত্ত্যলোকের যেই বাসযোগ্য হয় ॥
হেন পঞ্চভৌতিক-দেহীর সমুচিত ।
নহে আদরণীয় চেষ্টিত কদাচিত ॥
প্রভুরো ঐশ্বর্য্য যোগ্য নহে অপেক্ষিত ।
কিবা লোকবন্ধুতার যোগ্য কদাচিত ॥
ইহাতে পরম একান্তিতার কারণ ।
লীলা অনুভবে সুখ পায় ভক্তগণ ॥

ভক্ত-প্রিয় ভগবান্—অনুরূপ তার।
নিরন্তর আপনি করেন ব্যবহার॥
তাহা মর্ত্ত্যলোকে কি বৈকুণ্ঠে সিদ্ধ হয়।
ইহাতে বিশেষ কিছু অপেক্ষিত নয়॥
বৈকুণ্ঠে সচ্চিদানন্দদেহ-অনুরূপ।
ব্যবহার হৈতে মর্ত্ত্যলোকেতে স্বরূপ॥
পাঞ্চভৌতিকদেহীর ন্যায় ব্যবহার।
শ্রেষ্ঠ হয়, যাহা প্রেমভক্তি-পুষ্টিকার॥
প্রভুর তেন লৌকিক বন্ধুব্যবহার।
পারমৈশ্বর্য্য-প্রকাশ হৈতে শ্রেষ্ঠ সার॥
তোমরা প্রেমভক্তিতে অতি নিষ্ঠাকার।
তোমাদের দৈন্য—দীনমত ব্যবহার॥
সপ্রেমভক্তির অতি অনুকূলাকার।
মহাপুষ্টিকরো সেই নিরন্তর সার॥
শ্রীভগবানেরো যেই হয় ত বিস্তার।
ভোগাকুল গ্রাম্যজন-ন্যায় ব্যবহার॥
সে অতি সমর্থ কৃষ্ণে প্রেমপ্রকাশনে।
পরমানুকূল মহাপুষ্টি প্রেমগণে॥
যদি কহ—ইহা ঘটে মায়ার বঞ্চনে?।
তাহা শুন—নহি নহি এমত কথনে॥
প্রেম-উদ্রেকের পরিপাকের মহিমা।
বর্ণন করিয়া কেবা দিবে তার সীমা॥
যাহা ভগবান্ পরমেশ্বরে সন্তত।
করয়ে সে লৌকিক পরমবন্ধুমত॥
অতএব শ্রীভগবানের ভক্তগণ।
পরস্পর প্রেমোদ্রেকপরীপাকে মন॥
তাহে প্রভু নিজৈশ্বর্য্যাদিক পরীহারে।
ভক্তের অভীষ্ট পরিপূর্ণ করিবারে॥
লৌকিক বন্ধুর মত করে ব্যবহার।
নহে সে তাদৃশ ভক্তে বঞ্চনা মায়ার॥
যদি কহ—'পরমেশ্বরত্তার প্রকাশে।
তাঁহার মাহাত্ম্যজ্ঞানে প্রেমোদ্রেক ভাসে॥
পুত্রাদিদৃষ্টে লৌকিক বন্ধুভাবে নয়।
পরমেশ্বরে তেমত দৃষ্টি দোষ হয়?॥'
তাহে শুন—আশ্চর্য্য যে লোকানুসারিণী।
পরম বান্ধব কৃষ্ণে ভাব সে মোহিনী॥
তারে করি স্তব যাহা হইতে নিশ্চয়।
গৌরব ভয় বিশ্বাস করি লোপচয়॥
শ্রীকৃষ্ণে উৎকৃষ্ট প্রেম করয়ে বিস্তার।
গৌরবাদি কৈলে প্রেমহানি জান সার॥
এত কহি নারদ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমভরে।
হইয়া অত্যন্ত বশীভূতচিত্ত পরে॥
কম্প-স্বেদ-পুলকাশ্রু প্রভৃতি সাত্ত্বিক।
বিকার হইল সব অঙ্গেতে অধিক॥
থাকিলেন কতক্ষণ নিরস্ত হইয়া।
ক্ষণপরে আমার অসুস্থতা দেখিয়া॥
আপনার উপদেশে সাপেক্ষ জানিয়া।
কহিতে লাগিলা মুনি কৃপা প্রকাশিয়া—॥
হে গোপালদেবপ্রিয় হে গোপনন্দন!।
শ্রীগোলোক-নাম যেই শোভাযুক্ত হন॥
বৈকুণ্ঠেতে আছে দেশ-বিদেশাদি যত।
তাহাদের চূড়ামণি হয়েন সম্মত॥
সর্ব্বধাম-উপরে আছেন বর্ত্তমান।
এথা হৈতে অতিদূরে বিরাজিত হন॥
মাথুরীয় শ্রীবিশিষ্টব্রজভূমিরূপে।
সেই শ্রীগোলোক এই জানিহ স্বরূপে॥
সেই শ্রীগোলোকে দ্যোতমানা মনোহরা।
মথুরানামেতে পুরী অত্যন্ত সুন্দরা॥
বৃন্দাবন ব্রজভূমি—মথুরার সারে।
তাহাবিনা গোলোক থাকিতে নাহি পারে
সেই শ্রীমথুরা গ্রাম-বনাদি-সহিতা।
গোপ্রধানদেশহেতু 'গোলোক'-সংজ্ঞিতা॥
রহস্যক্রীড়ার স্থান-হেতু গোপনীয়।
হইয়াও সর্ব্বত্র স্বনামে খ্যাত হয়॥
সুপ্রসিদ্ধ ব্রজলোকে, রাধা-আদি করি।
তাঁদের শ্রীযুক্ত প্রেম কৃষ্ণে শুদ্ধতরি॥
জ্ঞানাদি-গন্ধরহিত সেই ভাব হয়।
তার অনুবর্ত্তে শ্রীগোলোকলাভোদয়॥
'ঞিহ পরমেশ্বর হয়েন' এই জ্ঞানে।
ভয়-গৌরবাদির সম্ভব সেইস্থানে॥
তাহাতে তাদৃশ প্রেম সর্ব্বদা নিশ্চয়।
ভগবানে কদাচিত সম্পন্ন না হয়॥
যতেক ভুবন আর যত আবরণ।
তথাবাসিলোক-প্রেম হৈতে শ্রেষ্ঠ হন॥
বৈকুণ্ঠেরো উত্তর কেবল প্রেম সেই।
লৌকিক 'প্রাণবন্ধু' বুদ্ধিতে সিদ্ধ যেই॥
শ্রীগোলোকনাথ আর তথাকার জন।
তাঁহাদের পরস্পর প্রিয়তা লক্ষণ॥
লোকানুসারিণী হইয়াও নিরন্তর।
লোকস্বভাবাদি হৈতে অতিক্রান্ততর॥
কহেন নারদ—এই উদ্ধব-আলয়ে।
শুনিতে অযোগ্য ভিন্ন কেহ নাহি হয়ে॥
মথুরাব্রজের লোক প্রিয় এ উদ্ধব।
মথুরাব্রজেতে গোবর্দ্ধনে জন্ম তব॥

যেমত স্মরণমাত্রেতে যশোদার।
অকালেও স্তন হৈতে ক্ষরে স্তন্যধার॥
পিতা শ্রীনন্দের তেন বহে অশ্রুধার।
কৃষ্ণসুখার্থেতে গোপাদির পরিবার॥
কোন বৃদ্ধা যশোদার মত ভাবাচরে।
কৃষ্ণপ্রীতে কেহ বন্ধুকন্যাবেশ করে॥
বয়স্য তাঁহারে যত গোপের তনয়।
বৃক্ষ-আড় হইলে বিরহ নাহি সয়॥
শ্রীগোপিকাগণ কৃষ্ণবিনা নাহি জানে।
অন্তরে বাহেতে সদা কৃষ্ণময় জানে॥
সংযোগকালেতে আর বিচ্ছেদসময়ে।
নানাবিধ দশা নানাভাব প্রাপ্ত হয়ে॥
অত্যদ্ভুতা মধুরা সে প্রিয়তা নিশ্চয়।
ঐশ্বর্য্যেতে লৌকিকত্বে বিমিশ্রিতময়॥
এই ত ঐশ্বর্য্যে ভক্তসকলের হয়—।
বৈদিগ্ধ্যাদি প্রকাশন শ্রীকৃষ্ণলীলায়॥
লৌকিকত্বে—ভোজনাদি শ্রীকৃষ্ণসহিত।
প্রভুরো এই প্রকার দেখহ বিহিত॥
ঐশ্বর্য্যে—পূতনাদির প্রাণের শোষণ।
লৌকিকত্বে—নানালীলা-আদি গোচারণ।
শ্রীকৃষ্ণের আর তাঁর ভক্তাবাকার।
লৌকিক বন্ধুর মত যেই ব্যবহার॥
তাহা ভক্তসকলের শ্রীকৃষ্ণের আর।
উভয় প্রেম বাঢ়ায় অত্যন্ত বিস্তার॥
পরম-ঐশ্বর্য্যস্থান শ্রীবৈকুণ্ঠ হয়।
তাহাতে সে ভাব নহে সিদ্ধ সুনিশ্চয়॥
অযোধ্যাও বৈকুণ্ঠের জানিহ সমান।
দ্বারকাও তাহা হৈতে অধিক আখ্যান॥
অত্যন্ত পরমৈশ্বর্য্যবিশেষকারণ।
সেই ভাব বৈকুণ্ঠাদ্যে নহে প্রকাশন।
অতএব শ্রীকৃষ্ণ গোলোক-নাম স্থান।
করিলেন দূরে ব্যবস্থাপিত বিধান॥
সুখক্রীড়াবিশেষ সে অনির্ব্বাচ্যতর।
যাহা অনুভবহেতু তুমি বাঞ্ছা কর॥
মাধুর্য্যের অন্ত্যসীমা পাইল নিশ্চয়।
গোলোকে উচিত স্থানে তাহা সিদ্ধ হয়॥
অহো সুনিশ্চয় ভগবান্ শ্রীহরির।
গোলোকেতে প্রকাশিত রূপগুণাদির॥
মাধুর্য্য প্রভুর গোপ্য ভগবত্তা যেই।
সকলের সার প্রকাশন সদা সেই॥
রূপগুণাদি প্রভুর প্রকাশ অশেষ।
অতএব গোলোকের মহিমা বিশেষ॥

বৈকুণ্ঠের উপরেতে আছে বর্ত্তমান।
জগতের এক শিরোমণি সেই স্থান॥
শ্রীগোলোকধামের মহিমা অনুভব।
অধিক হৈতে অধিক হয়ত সম্ভব॥
মর্ত্ত্যলোকস্থিত যেই মথুরা গোকুল।
বৈকুণ্ঠাদি সর্ব্বহৈতে শ্রেষ্ঠ সুবিপুল॥
আশ্চর্য্য সে ধাম হয় মহিমা তাহার।
কোন জন লেশমাত্র পারে বর্ণিবার ?॥
তথাপি কহিয়ে সখে! করহ শ্রবণ।
চপলা জিহ্বা আমার করে কণ্ডূয়ন॥
মহামণি মথুরা গোকুলের মহিমা।
হৃদয়কৌটায় রাখিয়াছি স-গরিমা॥
অতি গোপনের ধন তাহারে কখন।
কাহার নিকটে না করিলুঁ প্রকাশন॥
চিরকালপরে অদ্য সেই মহাধন।
জিহ্বার অধৈর্য্যহেতু করি প্রকাশন॥
ব্রাহ্মকল্পে যে হয় সপ্তম মন্বন্তর।
তার অষ্টাবিংশচতুর্যুগীয দ্বাপর॥
তার শেষে শ্রীগোলোকনাথ ভগবান্।
প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যাঁহার আখ্যান॥
অনির্ব্বচনীয় মহা প্রেমের বিহার।
কামনায় আপনার গণ-সহকার॥
পূর্ণ সর্ব্ব ঐশ্বর্য্যাদি শক্ত্যে আপনার।
করেন মথুরা-গোকুলেতে অবতার॥
শ্রীকৃষ্ণের রূপ বিষ্ণু-আদি অবতার।
নানা স্থানে বর্ত্তমান অনেকপ্রকার॥
সকল আসিয়া মিলে এই অবতারে।
এহেতু অদ্বয় হৈয়া সর্ব্বতঃপ্রকারে॥
ত্যজি শীঘ্র বৈকুণ্ঠাদি ধাম আপনার।
নিজ নিত্য ভূষণাস্ত্র-আসনাদি আর॥
নিজ পারমৈশ্বর্য্য যে নিত্য আনুষঙ্গি।
তাহারে অতি দূরেতে উপেক্ষিয়া রঙ্গী॥
মহালক্ষ্মী অনন্যা সঙ্গিনী নিরন্তর।
তাঁরে সঙ্গে না আনিয়া করি অনাদর॥
আমর অনন্যগতি ভৃত্যে অনাদরি।
মর্ত্ত্য মথুরা গোকুলে যান কৃষ্ণ হরি॥
অন্যস্থানে অন্যসহ যেই সুখচয়।
শ্রীকৃষ্ণের কদাচিত লাভ নাহি হয়।
সেই সুখ মথুরাব্রজবাসি সহিত।
যাঁহাদের স্বভাবক্রীড়া যোগ্য বিশেষিত॥
নিজেচ্ছানুসারে বহু করিয়া বিহার।
মথুরাব্রজেতে লাভ করে অনুবার॥

ইথে শ্রীগোলোক হৈতে কদাচিতাশেষ।
ভোম-মথুরা-ব্রজের মহিমা বিশেষ ॥
অবতারকালে জগতের যতজন।
দৃঢ়-ভক্তিভাগ্যবিশিষ্ট যাঁহারা হন ॥
তাঁদের সাক্ষাৎ দৃশ্য হন সুনিশ্চয়ে।
অন্তকালে অপ্রকাশ কৃপা সমুদয়ে ॥
অতএব ভূমে অবতারের কারণ।
বৈকুণ্ঠনাথেরে বৈকুণ্ঠেতে কদাচন ॥
দর্শন না পান বৈকুণ্ঠনিবাসিসব।
তুমিও করিলা ইহা তথা অনুভব ॥
অতএব কৃষ্ণ সর্ব্বস্বরূপসহিত।
করেন শ্রীব্রজে অবতার প্রকাশিত ॥
অতএব মন্ত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিগণ।
আপন-আপন মতি-অনুসারে কন ॥
কেহ বৈকুণ্ঠনাথ, কেহ সহস্রশির।
কেহবা ক্ষীরোদশায়ী, কেহ বিষ্ণু স্থির ॥
কেহ নরনারায়ণ, কেহবা কেশব।
মথুরাতে অবতীর্ণ কহে মুনিসব ॥
যিঁহ হন যে-লোক-বৃত্তান্ত পরায়ণ।
'সেই-লোকনাথে তথা না করি দর্শন ॥'
আপন নির্ণীত নিজ নাথের মহিমা ॥
মাধুর্য্যাদি শ্রীকৃষ্ণেতে দেখিয়া গরিমা ॥
'সেই-লোকনাথ এই কৃষ্ণচন্দ্র হন।'
কহেন তাঁহারা অতি সুসরল-মন ॥
শ্রীভগবানের রূপ আছেন যতেক।
তাঁদের মাহাত্ম্য-গুণ-রূপাদি প্রত্যেক ॥
সকল শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে হয় বিরাজিত।
ইথে সর্ব্বোৎকৃষ্টতা পরম প্রকটিত ॥
কিন্তু শ্রীগোলোকনাথ স্বয়ং সুনিশ্চয়।
ভূমে নিজস্থান মথুরা-ব্রজ যে হয় ॥
তাহাতে সর্ব্বদা ক্রীড়াবিশেষ প্রকাশে।
ভূষিত করেন অতি সুমহা বিলাসে ॥
শ্রীগোলোকনাথের মহিমা এইমত।
সুন্দর কারিয়া ব্যক্ত মুনি কহি যত ॥
মথুরা-ব্রজেতে ভগবত্তা-প্রকাশন।
বিস্তারি কহিতে করিলেন আরম্ভণ ॥
করেন নারদ—এই উদ্ধব-আলয়ে।
শুনিতে অযোগ্য ভিন্ন কেহ নাহি হয়ে ॥
মথুরাব্রজের লোক প্রিয় এ উদ্ধব।
মথুরাব্রজেতে গোবর্দ্ধনে জন্ম তব ॥
প্রেমভক্তিযুক্তভিন্ন এথা কেহ নাই।
অতএব গোপ্য কিছু কহিয়ে এথাই ॥

এই শ্রীমথুরাব্রজে প্রকট প্রভুর।
ঐশ্বর্য্যের অন্ত্যসীমা আছয়ে প্রচুর ॥
কৃপালুতা বিবিধা পরমসুন্দরতা।
অশেষমহিমার মাধুরী প্রকাশিতা ॥
বিলাসের লক্ষ্মী আর ভক্তের বশ্যতা।
বিবিধপ্রকারে সব আছে সুব্যক্ততা ॥
সেই শ্রীনন্দের ব্রজ গুণে আপনার।
হৈল মহালক্ষ্মীর বিলাসভূমি সার ॥

তথাচ (ভাঃ ১০।৫।১৮)—

তত আরভ্য নন্দস্য ব্রজঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিমান্।
হরের্নিবাসাত্মগুণৈ রমাক্রীড়মভূন্নৃপ। ইতি

সেই মহালক্ষ্মীর কটাক্ষেতে কেবল।
ব্রহ্মরুদ্রাদিজগতে ঐশ্বর্য্য সকল ॥
ব্রহ্মারুদ্রাদিলোকেতে যে বিভূতি স্থিত।
তাহা হৈতে ব্রজে হৈল অধিক দর্শিত ॥
বৈকুণ্ঠনাথের গৃহেশ্বরী যিঁহ হন।
অতএব গৃহকৃত্য-আদিতে কখন ॥
বিলাসের সঙ্কোচ বৈকুণ্ঠধামে হয়।
সদা বিলাস এথায়—এ ঐশ্বর্য্যচয় ॥
যে ব্রজের কোনে-বৃক্ষ কোনো-দ্রব্যদ্বারে
যাচকগণের দেন বাঞ্ছা বহুবারে ॥
তবু নিজ প্রভুর বিহার-বিঘ্নভয়ে।
সে সব ঐশ্বর্য্য সদা নাহি প্রকাশয়ে ॥
বালকঘাতিনী যে রাক্ষসী পূতনারে।
সদ্বেশমাত্রেতে দিলা মাতৃগতি তারে ॥
পুনঃ অঘাসুর-আদি তার বন্ধুগণ।
যাহারা সাধুর মন্দ করে অনুক্ষণ ॥
পরম মহা মধুর লীলার দ্বারায়।
তাহাদিগে মুক্তিপদ দিলেন হেলায় ॥
ইথে দেখ শ্রীকৃষ্ণের করুণা অপার।
দ্রোহচেষ্টা করিয়াও হইল উদ্ধার ॥
নবনীতচৌর্য্য-হেতু যশোদা কোপিয়া।
যতেক গোসকলের রজ্জু সব নীয়া ॥
শ্রীকৃষ্ণের উদরেতে করিতে বন্ধন।
রজ্জু দুই-অঙ্গুলি না আঁটে কদাচন ॥
দেখিয়া মাতার শ্রম করিলা গ্রহণ।
আপন উদরে উদূখলেতে বন্ধন ॥
ব্রজগোপিকার আর বাঢ়ায়্যা আনন্দ।
করেন আশ্চর্য্য নৃত্য-গীতাদি প্রবন্ধ ॥
পুনঃ কৃষ্ণ তাঁহাদের আজ্ঞা-অনুসারে।
আনেন পাদুকা-আদি বহি শিরদ্বারে ॥

ইথে এই দেখাইলা—'শ্রীনন্দনন্দন।
বশীভূত ভক্তের আপনি সদা হন॥'
তাঁহার রূপের যে মহিমা সমুদয়।
কোনোজন কহিবারে সমর্থ না হয়॥
তথাপি যেমত আছে শক্তি আপনার।
কহিয়ে কিঞ্চিৎ তাহে হেতু জানিবার॥
যেহেতুক সেই ভগবানের বিস্ময়।
আপনার রূপসৌন্দর্য্যাদি দেখি হয়॥
যা দেখি গো-মৃগ-পক্ষি-লতা-তরুগণ।
পুলকাশ্রু-আদি ভাব হইল প্রাপণ॥
ওহে তাত! সেই রূপ আশ্চর্য্যকথন।
গোপিকাগণেরে ধৈর্য্য করেন হরণ॥
যদি কহ—স্ত্রীগণের চাঞ্চল্যস্বভাব।
সেহেতু ধৈর্য্যহরণ হয় ত সম্ভাব?॥
তাহাতে শুনহ—সেই শ্রীগোপিকাগণ।
কুলস্ত্রীসকলে পূজে যাঁদের চরণ॥
মহালক্ষ্মী হইতে যাঁহারা হৈল শ্রেষ্ঠ।
রূপ-শীল-গুণ-কর্ম্ম-লাবণ্যে যথেষ্ট॥
শ্রীগোপালদেবপ্রিয় সেই গোপীগণ।
তাঁহাদের ধৈর্য্যহানি কি কব কথন॥
সে রূপ দেখিয়া যত ইতরজনার।
যেই ভাব হয় তাহা করহ বিচার॥

তথাহি (বৃঃ ভাঃ ২।৫।১০৪)—

যদ্দর্শনে পক্ষ্মকৃতং শপন্তি
বিধিং সহস্রাক্ষমপি স্তুবন্তি।
বাঞ্ছন্তি দৃক্ত্বং সকলেন্দ্রিয়াণাং
কাং কাং দশাং বা ন ভজন্তি লোকাঃ।

বিধাতারে শাপ দেয় যে-রূপ-দর্শনে।
যেহেতু করিল নেত্রে পক্ষ্মের সৃজনে॥
পক্ষ্মের দ্বারায় চক্ষু হৈয়া আবরণ।
সে রূপ-দর্শনে হয় বিঘ্ন যে কারণ॥
সহস্রাক্ষ নানা অপরাধী সেকারণ।
অথবা গৌতম-শাপে বিরূপলক্ষণ॥
তাহাতে স্তবের যোগ্য সেই নাহি হয়।
তথাপি সর্ব্বদা স্তব তাহার করয়॥
সহস্র নেত্রেতে করে সে রূপ দর্শন।
এই লাগি তার স্তব জানিহ কারণ॥
'সকল ইন্দ্রিয় হকু নয়ন আমার।
সেইসবদ্বারে দেখি কৃষ্ণরূপ সার॥'
এইমত করে সদা বাঞ্ছা সমুদয়।
কোন্ কোন্ দশা নাহি ভজে লোকচয়?॥

মহিমা ব্রজভূমির কি করি বর্ণন।
অর্থাৎ বর্ণনে শক্ত নহি কদাচন॥
যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ রূপ-সৌন্দর্য্য আপন।
পরম আশ্চর্য্য সে করেন বিস্তারণ॥
যেহেতু ব্রজের তুল্য স্বভাবেতে স্থিত।
এমত কৃষ্ণের সহ হইয়া মিলিত॥
ব্রজভিন্ন বৈকুণ্ঠদ্বারকাবাসিজন।
ব্রজবাসিতুল্য ভাব না করে বহন॥
শৈশবশোভায় তাঁর বয়স আশ্রিত।
সদা তথা যৌবনলীলায় আদরিত॥
অতএব মনোহর কৈশোর-দশায়।
অবস্থিত পঞ্চদশবর্ষ অবস্থায়॥
গুণ-কান্তি-লাবণ্যাদি দ্বারা প্রতিক্ষণ।
নূতন হইতে অতিশয় সুনূতন॥
যে যে কর্ম্ম পূর্ব্বে কভু ব্রহ্মা পঞ্চানন।
স্বয়ং শ্রীনৃসিংহ-রঘুনাথাদি কখন॥
না করিলা কোন স্থানে কোনই প্রকারে।
মহাদৈত্যগণে বধকরণাদি আরে॥
ভক্তিবিস্তারাদি যেই দুষ্কর হইল।
সুন্দর বাল্য-চেষ্টায় ব্রজে তা করিল॥
সেই সেই লীলামৃতসাগর-ভিতরে॥
অবগাহে মম জিহ্বা অতি ভয় করে।
সে-লীলা-মধুদ্রব্য-প্রিয়া জিহ্বা মম।
ভয় পায় তবে এই লজ্জা ত অসম॥
যেহেতুক যেই কর্ম্ম অশক্য নিশ্চয়।
কখন তাহাতে লোক প্রবৃত্ত না হয়॥
মম চিত্ত শ্রীহরির লীলামৃত সার।
না করিল পান কর্ণপুটে একবার॥
তাহে প্রবর্ত্তিতে বাঞ্ছা করে, সে-কারণ।
নিশ্চয় চাঞ্চল্য লজ্জা না করে রক্ষণ॥
তিনমাসকালে যেই করিয়া শয়ন।
মৃদুপদে কৈলা স্থূল শকটভঞ্জন॥
এমত পারমৈশ্বর্য্যবিশিষ্ট যে হয়।
স্তন্যহেতু রোদন কি তারে সম্ভবয়?॥
তথাপি বাল্যলীলায় করেন রোদনে।
পুনঃ স্তন্যপানে আর মৃত্তিকাভক্ষণে॥
দুইবার মায়ে মুখভিতরে আপনে।
সমস্ত জগত করাইলেন দর্শনে॥
তৃণাবর্ত্তবধে যেই লীলা করিলেন।
আর গমনের ভঙ্গী যে আচরিলেন॥
আর গোপীগণের তোষণের কারণ।
করিলেন শ্রীকৃষ্ণ যে গোরস-চোরণ॥

সে সব আশ্চর্য্যলীলা মধুরের সারে।
শ্রবণজ মোহ হৈতে রক্ষতু তোমারে॥
গোপিকার আক্রোশনে জননীর ভয়ে।
সাক্ষাৎ মুখাবলোকে যে চাতুরী হয়ে॥
মৃত্তিকার ভক্ষণে যে কৌতুক করিলা।
তাহাতে পূর্ব্বোক্ত বিশ্বরূপ দেখাইলা॥
মাতার দধিমন্থনে দণ্ডাদিধারণ।
সেইসব লীলা করু আমারে রক্ষণ॥
প্রসিদ্ধ রোদন দধিভাণ্ডের ভঞ্জন।
শিক্যপাত্র হৈতে নবনীতের চোরণ॥
মায়ের ভয়েতে যে করিলা পলায়ন।
ভয়াকুল-আলোকন-বিশিষ্ট নয়ন॥
গোপাশেতে জননী যে জঠরে বান্ধিলা।
তাহাসহ উদূখল ক্রমে টাকাইলা॥
যমল-অর্জ্জুন দুই বৃক্ষের ভঞ্জন।
সে দশায় বরদান হরে মম মন॥
বৃন্দাবনে বৎসচারণেতে ক্রীড়া করি।
বৎস-বকাসুরদ্বয়ে মারিলা যে হরি॥
জন্তুসকলের মত করেন রবণ।
শিখিপুচ্ছ-গুঞ্জা-বনমালা-সুভূষণ॥
বেণু-বীণা-আদি বাদ্যগণে শুরু হন।
করুন সে কৃষ্ণচন্দ্র আমারে রক্ষণ॥
প্রাতঃকালে সখা-বৎস-সহ বৃন্দাবনে।
প্রবেশিয়া করিলা যে-সব বিহরণে॥
অঘাসুর সর্পরূপী মুখ প্রসারিয়া।
বালকগণের পথে আছিল সুতিয়া॥
বৎস-বালকেরা তাহা নাহি করি জ্ঞান।
অসুরের মুখমধ্যে করিলা প্রয়াণ॥
কৃষ্ণ দেখি পরামর্শ করিলেন মনে।
খলনাশ আর বালকাদির রক্ষণে॥
কি প্রকারে এই দুই হইবে সাধন।
এত ভাবি তার মুখে করি প্রবেশন॥
বাঢ়াইলা অপ্রমিত দেহ আপনার।
মরিল অসুর তাহে—গেল প্রাণ তার॥
অঘের শরীর হৈতে তেজ নিকশিল।
শ্রীকৃষ্ণের চরণ-সরোজে প্রবেশিল॥
মুক্তিদান করিলেন কৃপায় তাহারে।
ভক্তিয়ে সরস সেইসকল বিহারে॥
পুলিনভোজনে যেই করিলা বিহার।
অতি আকর্ষয়ে সেই মানস আমার॥
অদ্ভুত মহিমা তাঁর জানার কারণে।
ব্রহ্মা সব বৎসগণে করিলা হরণে॥

বৎসহেতু উৎকণ্ঠিত হৈলা সখাগণ।
তাঁহাদিগে ভোজনেতে করি আশ্বাসন॥
দধি-মিশ্রিতান্নগ্রাস শোভে বামকরে।
বৎস-অন্বেষণে প্রভু গেলেন সত্বরে॥
এখানেতে ব্রহ্মা সব বালকে হরিয়া।
পর্ব্বতগহ্বরে রাখিলেন মায়া দিয়া॥
শ্রীকৃষ্ণের যেই বিলাসের সুমাধুর্য্য।
ব্রহ্মাও দেখিয়া হৈলা মোহিত প্রাচুর্য্য॥
কোন্ জন তাহা বর্ণিবারে যোগ্য হয়।
যাহে চিত্তচমৎকার অত্যন্ত জন্ময়॥
কোথা মুগ্ধপ্রায় সখা-বৎস অন্বেষণ।
কোথা সেইসকলের স্বরূপধারণ॥
অর্থাৎ তাদৃশ পারমৈশ্বর্য্যপ্রকাশে।
না হয় সম্ভব হেন মুগ্ধতাবিলাসে॥
সেই-সেই শ্রীকৃষ্ণের যতেক বিহার।
শ্রীগোকুলব্রজ হয় আস্পদ তাহার॥
সে ব্রজের মহিমজ্ঞ যতেক আছয়ে।
সকলের মধ্যে সেই ব্রহ্মা শ্রেষ্ঠ হয়ে॥
যিঁহ ভগবানে অতি করিয়া আদরে।

তথাহি (ভাঃ ১০।১৪।৩৪)—

তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং
যদ্গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেকম্।
যজ্জীবিতন্তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দ-
স্ত্বদ্যাপি যৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব॥ ইত্যাদি।

করিলেন স্তব প্রণিপাতে যোড়করে॥
সেই ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজের নিশ্চয়।
মূর্ত্তিমান মহাপ্রেমরস নিঃসংশয়॥
গোপালনে আর বলরামের মাননে।
বৃন্দাবনমধ্যেতে শ্রীলক্ষ্মীর স্তবনে॥
ভ্রমরের গানপ্রায় গান সে করণে।
শুক-কোকিলাদিমত শব্দানুকরণে॥
যে সুন্দর ক্রীড়া করিলেন ভগবান্।
তাহার ভজন কর হৈয়া শ্রদ্ধাবান্॥
তালবনে যে লীলা প্রকাশ করিলেন।
জ্ঞাতিসহ ধেনুকাসুরে যে নাশিলেন॥
সায়ংকালে ব্রজনারীগণের মিলনে।
যেই লীলা করিলা আশ্চর্য্য প্রকাশনে॥
স্তোত্ররূপেও না পারি করিতে বর্ণন।
ইথে বাক্যে নমস্করি সেই লীলাগণ॥
কালিয়হ্রদে শ্রীযুক্ত যশোদাতনয়।
যেইযেই করিলেন বিহারনিচয়॥

তাহা শোক-হর্ষ-বেগে না পারি স্মরিতে।
কি প্রকারে শক্ত হব সে-সব কহিতে ? ॥
কোথা অতি দুষ্টচেষ্টা খল যে কালিয়।
তার দণ্ড ক্রোধভরে তবে করণীয় ॥
কোথায় নমিতফণাবর্গ-রঙ্গস্থলে।
হর্ষভরে নৃত্যোৎসব তাদৃশ কোশলে ॥
কোথায় শ্রীপাদদ্বয় করিয়া প্রহার।
সকল মস্তকভঙ্গ-নিগ্রহবিস্তার ॥
কোথা অনুগ্রহ তার মস্তক-উপরি।
পদরজো দিলেন তাদৃশ নৃত্য করি ॥
যেই অনুগ্রহ শেষ সহস্রবদনে।
বর্ণন করিতে না পারেন কদাচনে ॥
সেই কালিয়েরে আর নাগপত্নীগণে।
নমস্করি যে করিল সস্তুতি-পূজনে ॥
কালিয়হ্রদের তীরে আসি দাবানলে।
অতি তাপ দেয় গোপগোপিকাসকলে ॥
তাহা দিগে করাইয়া নয়ন মুদ্রিত।
খাইলেন দাবানল দয়ায় ত্বরিত ॥
পুন মুঞ্জবনেতে যতেক পশুগণে।
দাবানল পান করি করিলা মোচনে ॥
ভাণ্ডীরতলায় সেই করিল ক্রীড়ন।
হারিয়া আপনি কৈলা শ্রীদামে বহন ॥
বলরামহস্তে হৈল প্রলম্ব-সংহার।
করুক সে সব লীলা মঙ্গলবিস্তার ॥
বর্ষাকালে বৃক্ষক্রোড় করিয়া আশ্রয়।
করিলেন যেই মনোহর লীলাচয় ॥
তৎকালীন কন্দমূলফলাদিভক্ষণ।
আর দধিমিশ্রিতান্ন সহ সখাগণ ॥
শরৎকালে বনশোভা বাঢ়ে অতিশয়।
গোপীর কন্দর্পতাপ করয়ে উদয় ॥
পরম অদ্ভুত এই লীলাসমুদয়।
নিরন্তর বিরাজিত হউক নিশ্চয় ॥
সেই বন্যভূষা—সেই মোহন বাঁশরী !
তার মধু-রব-রাশি সর্ব্বচিত্তহারী ॥
সেই গোপললনার মোহন—এ-সব।
করিব তাঁহার কবে সাক্ষাদনুভব ? ॥
অহো কোথা গোপকন্যাগণের বসন
চৌর্য্যরূপোৎসব কৈলা শ্রীনন্দনন্দন ॥
কদম্ববৃক্ষমস্তকে করি আরোহণ।
অনেক কৌশল করিলেন ততক্ষণ ॥
অঞ্জলিবন্ধনে করাইয়া নমস্কার।
নিজ স্কন্ধ হৈতে বস্ত্র দিলেন সবার ॥
সেই যজ্ঞকারি-বিপ্রগণের ওদন।
করাইলা সখাগণদ্বারায় যাচন ॥
তারা নাহি দিলে তাহাদের পত্নীগণে।
অন্নব্যঞ্জনাদিসহ কৈলা আকর্ষণে ॥
সেকালের ভূষণে করিলা অবস্থিতি।
বাক্যের প্রসাদ যে করিলা শুভ রীতি ॥

তথাহি (ভাঃ ১০।২৩।২২)—

শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ—
ধাতুপ্রবালনটবেষমনুব্রতাংসে।
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং।
কর্ণোৎপলালককপোলমুখাব্জহাসম্ ॥ ইতি।

সখাগণসহ অন্ন যে কৈলা ভোজন।
সেইসব লীলা স্তব করি অনুক্ষণ ॥
নন্দাদির দ্বারা গোবর্দ্ধনের পূজন।
নিজ বামহস্তে মহাপর্ব্বতধারণ ॥
সন্তোষ দিলেন তাহে যত গোপগণে।
ইন্দ্র এত দেখি লজ্জা পাই বহু মনে ॥
সুরভিরে আনি ইন্দ্র ভক্তির উদ্রেকে।
গোবিন্দত্বে করিলেন কৃষ্ণে অভিষেকে ॥
ব্রহ্মহ্রদ-নিকটেতে ব্রজবাসিগণে।
করাইলা বৈকুণ্ঠাখ্যস্থানের দর্শনে ॥
দ্বাদশীর অল্পতা দেখিয়া নন্দরায়।
একাদশীরাত্রে কৈলা স্নান যমুনায় ॥
তথা হৈতে বরুণের দূতেতে হরিলা।
কৃষ্ণ তার লোক হৈতে নন্দেরে আনিলা ॥
যোগ্যো নাহি হই এইসকল কথনে।
কেমনে সে বিদগ্ধতা যে বেণুবাদনে ॥
তাহাতে মোহিয়া গোপীসকলে আনিয়া।
করিলা যে রাসলীলা সানন্দ হইয়া ॥
সকল লীলার সেই শেষসীমা হয়।
ভগবত্তামাধুরী কে কহিতে পারয় ? ॥
সর্ব্বাবতারের লীলা হইতে নিশ্চয়।
বিচারে এ ব্রজলীলা শ্রেষ্ঠ অতিশয় ॥
যে-লীলাসম্বন্ধী বর্ণ শ্রবণে প্রবেশে।
স্বভাবেতে প্রেমভর-উদয় অশেষে ॥
অপেক্ষা না সহে তাহে অর্থের বিচার।
অগ্নি যেন স্পর্শমাত্রে গুণ করে তার ॥
সর্ব্বাবতারেতে কৈলা যেই লীলা-সব।
তাহাহৈতে কৃষ্ণলীলা উত্তম প্রভব ॥
ইহা যুক্তিদ্বারা যেই করয়ে স্থাপন।
সেই ধন্য ভাগ্যবান্ হয় শ্লাঘ্যজন ॥

ব্রজলীলাসকলের ঈষৎ শ্রবণে।
যেমত পূতনামোচনাদির কথনে॥
আত্তশব্দ 'পূতনার' শ্রবণে যাহার।
প্রেমে পূর্ণ হয়—সেইজনে নমস্কার॥
অহো কৃষ্ণপ্রিয়বস্তু বেণু দারুময়।
বহুরূপ-গুণাদিয়ে বিলক্ষণ হয়॥
শ্রীকৃষ্ণের যোগ্য সদা হস্তপদ্মে রয়।
অধরামৃত-পানাদি করি বিহরয়॥
সে বেণুর মহিমা সে স্পর্শিতে নিশ্চয়।
আমার রসনা কভু শক্ত নাহি হয়॥
অথাপিহ শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদপ্রভাবে।
যতেক কহিতে পারি করি অনুভাবে॥
তার মত কহি কিছু মহিমা বংশীর।
শ্রবণ করহ হৈয়া সাবধান স্থির—॥
শ্রীমুখেতে বেদবাক্যে অন্তবাক্যামৃতে।
উপনিষদ্দ্বারা যাহা না হইল কৃতে॥
তাহা মোহন বংশিকা—দারুর নির্ম্মিতা।
তাঁর বিম্বাধরযোগে করিল সাধিতা॥
বিমানগামী যতেক দেবগণ ছিলা।
বধূসহ বেণু শুনি প্রণয়ে মোহিলা॥
ব্রহ্মা মহাদেব মহেন্দ্র প্রভৃতি আর।
তত্ত্ব বিস্মরিয়া হৈল মুগ্ধতা সবার॥
ব্রহ্মনিষ্ঠ আত্মারাম যেই মুনিগণ।
তাঁহাদের সমাধির হয় ত ভঞ্জন॥
পুলকাশ্রুপাতাদির জন্ম হয় তায়।
ইহাও হইতে পারে নিজাধীন যায়॥
সদা পরাধীন যেই চন্দ্র-আদিগণ।
কালচক্র-ভ্রমণের অনুবর্ত্তী হন॥
নিত্য শীঘ্রগমন তাঁদের নিরন্তর।
তাহার নিরোধ হৈল বিস্মিত বিস্তর॥
গোপগণ দেহ-দৈহিকাদি আত্মাহিত।
পুত্র-কলত্রাদি কৈলা কৃষ্ণসমর্পিত॥

তথাচ (বৃঃ ভাঃ ২।৫।১৪০ টীকা)—

হরিবংশে শ্রীনন্দং প্রতি গোপানাং বচনম্—

অত্তপ্রভৃতি গোপানাং গবাং গোষ্ঠস্য চানঘ।
আপৎসু শরণং কৃষ্ণঃ প্রভুশ্চায়তলোচনঃ। ইতি।

ইহাতে 'গোষ্ঠের প্রভু' এই ত বচনে।
গোপীদেরো প্রভু কৃষ্ণ হইল সূচনে॥
লজ্জাক্রমে গোপগণ স্পষ্ট না কহিলা।
ইথে নিজব্যবহারে উদাসীন ছিলা॥

ইহপরলোকে যে সাধ্যের সাধন।
তাহে নিরপেক্ষহেতু সমাশ্রিত হন॥
অতএব স্বভার্য্যারে করেন বন্দন।
যেহেতু তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া হন॥
ভার্য্যাশব্দে গোপিকার কেবল ভরণে।
পতিপ্রয়োজন অন্য নহে ত কিঞ্চনে॥
সেই গোপগণের বালকগণ যত।
শ্রীকৃষ্ণের ছায়ামত সদা সঙ্গে রত॥
বৃন্দাবনশোভাদর্শনাদি কৌতূহলে।
কদাচিত কৃষ্ণচন্দ্র দূরে গেলে ছলে॥
তাঁরে না দেখিয়া হৈয়া দুঃখী সখাগণ।
পুন আস্যে শীঘ্র স্পর্শি করেন ক্রীড়ন॥
শ্রীরাধিকাপ্রভৃতি পরম ভগবতী।
শ্রীরুক্মিণী-আদি হৈতে হন শ্রেষ্ঠা অতি॥
বেণুবাদ্যে পতি শিশু লোক ধর্ম্ম আর।
লজ্জা পরিহরি পাইলেন ভাবসার॥
যেইভাবে সদা কটু-মধুর-বিকারে।
ব্যাকুলা হইয়া সদা মোহিত আকারে॥
বৃক্ষমত স্থাবরত্ব পাইলেন গতি।
কিছু অনুসন্ধানে নহেন শক্তিমতী॥
যদ্যপিহ ব্রজবাসিগোপগোপিকার।
ভগবানে প্রেমভাব নিত্য আছে যার॥
তাহাতে কি নাহি ঘটে মোহ নিরন্তর ?।
তথাপি প্রভুর অসাধারণ সত্বর॥
পরম মধুর মহিমা বেণুবাদন।
তাহাতে পরম মোহযুক্তা গোপী হন॥
বেণুর মাহাত্ম্যপ্রসঙ্গেতে একারণ।
বর্ণন করিলা এই জ্ঞান নির্দ্ধারণ॥
নিশ্চয় আশ্চর্য্য কথা করহ শ্রবণ—।
পশুজাতি গোবৎস-বৃষভ-আদিগণ॥
বনমৃগ, বৃক্ষেতে নিবাসী পক্ষী যত।
জলচর পক্ষী দূরে থাকে ক্রীড়ারত॥
স্থাবর নদী-মেঘাদি জ্ঞানশূন্য হয়।
বেণু শুনি নিজনিজ স্বভাব ত্যজয়॥
গবাদির কৃষ্ণসঙ্গে সর্ব্বদা বসতি।
তাহাদের হৈতে পারে জ্ঞানশূন্যা গতি।
হইল তেমত বনবাসী মৃগগণ।
অহো তারা গাবীসঙ্গে থাকে কদাচন।
বৃক্ষবাসিপক্ষিগণ জ্ঞানশূন্য হয়।
তাহারাও কভু মূলে কৃষ্ণকাছে রয়॥
দূরে থাকে ক্রীড়ারত জলপক্ষিগণে।
তাহাদেরো আছে শক্তি নিকটে গমনে॥

তরু-লতা-নদী-আদি অচেতন সব।
অহো ব্রজে বাসহেতু হয় ত সম্ভব॥
গগননিবাসী ধূলিধূমেতে উদ্ভব।
জ্ঞানশূন্য স্বভাব ত্যজিল মেঘসব॥
বেণুবাদ্যে মোহে—গতিশক্তি না রহিল॥
তাহে চর প্রাণিসব স্থিরত্ব পাইল॥
পত্রের উদ্গম আর কম্পাদিপ্রভাবে।
স্থির বৃক্ষগণ হৈল চরত্বস্বভাবে॥
যত জ্ঞান-ক্রিয়া-শক্তি করিল গমন।
তাহে সচেতন সব হৈল অচেতন॥
বারম্বার কম্প-আদি পত্রের চলনে।
অচেতন শিলা-আদি হৈল সচেতন॥
মহাপ্রেমরসে সব হৈয়া নিমজ্জিত।
স্বেদ-কম্পাদি বিকারে হৈল আক্রমিত॥
রাসলীলা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রেষ্ঠা হয়।
অনির্ব্বাচ্য পরম ঐশ্বর্য্য অতিশয়॥
সর্ব্বস্ব সারের সেই পরিপাকময়।
উৎকৃষ্টতা মাধুর্য্যের সীমা প্রকাশয়॥
অতএব করি মনোরথ শত আশ।
লক্ষ্মীরো হইল সদা দুর্লভ যে রাস॥
অহো শ্রীকৃষ্ণের হয় বিদগ্ধতা অতি।
জগতে নাকর্ষে কোন্ অভিজ্ঞের মতি?॥
সেইপ্রকারেতে যত কুলনারীগণে।
বংশীবাদ্যে বনমধ্যে কৈলা আকর্ষণে॥
সেইক্ষণে বাক্যের চাতুর্য্য যে করিলা।
যাহে অতি ধৈর্য্যবতী গোপিকা কান্দিলা॥
আকারগোপনে যেই পাণ্ডিত্য হরির।
অর্থাৎ মনের ভাব না করে বাহির॥
তাহার প্রশংসা আমি তবে ত করিত।
গোপীর বিনয়সমূহে যদি ত থাকিত॥
সেইক্ষণে ব্যক্ত করি মন-অভিপ্রায়।
মোহিত করিয়া কৃষ্ণ সব গোপিকায়॥
কামক্রীড়া-সুরতেতে বিদগ্ধতা যেই।
রমিলা গোপীর সহ প্রকাশিয়া সেই॥
বিচ্ছেদলীলায় দক্ষ শ্রীল ভগবান্।
তাঁর অন্তর্দ্ধান সদা কে না করে গান?॥
যেই অন্তর্দ্ধানেতে যতেক গোপীগণে।
ধৈর্য্য-গাম্ভীর্য্যাদি সদা যাঁহাদের মনে॥
তাঁহারাও অশ্বত্থাদি-বৃক্ষে জিজ্ঞাসিলা।
উন্মত্ততা-আদিরূপ অবস্থা পাইলা॥
যাঁর লীলাচেষ্টা অতি দুর্ব্বোধ সে হয়।
হেন ভগবান্ হৈতে আমি করি ভয়॥

কোথা ত্যজি গোপীগণে নিভৃতলীলায়।
সৌভাগ্যের সারাৎসার দিলা রাধিকায়॥
কোথা সদ্য অন্তর্দ্ধানে অনাথা রাধায়।
ডুবাইলা রোদনসাগরে একা তাঁয়॥
পরে হৈয়া একত্র আর্ত্তিতে গোপীগণ।
গীতপ্রায় সুস্বরেতে করিলা রোদন॥
তাহে কৃষ্ণচন্দ্র প্রাদুর্ভাব হইলেন।
সমূহ আনন্দ গোপীসবারে দিলেন॥
গোপিকার প্রশ্নে স্ব-ঋণিত্ব-স্থাপনায়।
যে দিলা উত্তর তিঁহ রক্ষুন তোমায়॥
সেই মণ্ডলীবন্ধনে প্রভুর চাতুরী।
সেই নৃত্য-গীতাদিবিস্তারে দাক্ষ্য ভূরি॥
সেই পূর্ব্বশোভা হৈতে অধিক শোভন।
সব বিশ্বমোহিনী হরয়ে মম মন॥
কৃষ্ণপাদপদ্মমধুপানে লুব্ধ যেই।
সে-রস-ভোক্তীর সুমহত্ত্ব জানে সেই॥
ব্রহ্মা আর এই ত উদ্ধব—দুহেঁ তত্ত্ব।
গোকুলজাত সবার জানেন মহত্ত্ব॥
যেহেতু ইঁহারা গোপীগণের চরণ।
ধূলি-অভিষেক সদা করেন প্রার্থন॥

তথা (ভাঃ ১০।১৪।৩৪)—

ব্রহ্মণা প্রার্থিতম্—

তদ্ভূরি ভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং,
যদ্গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেকমিত্যাদি।

উদ্ধবেন চ (ভাঃ ১০।৪৭।৬১)—

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং,
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনামিত্যাদি।

যাহাদের সে-বস্তুতে লোভ প্রকাশয়।
সে-বস্তু-যুক্তের ভাগ্যবল সে জানয়॥
কৃষ্ণের অধরপানে লুব্ধ গোপীগণ।
বংশীর সৌভাগ্যভর গান সর্ব্বক্ষণ॥
মাথুর-ব্রজের লোকে সদা প্রেমভরে।
কৃষ্ণের আসক্তি মহা অদ্ভুত বিহরে॥
যে লাগি ব্রহ্মারে দেখিতে অনিচ্ছা তাঁর।
যদ্যপি আসিয়া কৈলা স্তব নমস্কার॥
কৃষ্ণপাদপদ্মমাত্র আমাদের গতি।
কদাচিত নহে অন্য আশ্রয়েতে মতি॥
আমাদিগে সম্ভাষিতে শ্রীকৃষ্ণ কখন।
উৎসাহী না হন, কি করিবেন মানন?॥

বৃন্দাবনবাসী গোপ-গোপীসব যত।
বিচিত্র ঔষধিমন্ত্র জানেন সম্মত ॥
তাহাতে নিশ্চয় গোষ্ঠনাগর মোহিত।
ইথে বিদগ্ধতাভাব হইল সূচিত ॥
ব্রজবাসিসকলের সর্ব্বদা আসক্তি।
অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপরা যেই অনুরক্তি ॥
তাহা কহিবারে শক্ত না হয় বচন।
যাঁহারা শ্রীভগবানে প্রেমের কারণ ॥
'নন্দগোপের কুমার' সতত জানেন।
'পরমেশ্বরস্বরূপে' কভু না মানেন ॥
প্রেমে বহুসেবা করি—তবু নিরন্তরে।
করেন কালযাপন মহা-আর্ত্তিভরে ॥
বহুতর জ্ঞানযুক্ত হই ত আমরা।
আমাদেরো পূজনীয় হয়েন তাঁহারা ॥
বৈকুণ্ঠে আনন্দ বহু যত যদুগণ।
তাঁহাদেরো পূজনীয় কালাতীত হন ॥
কৃষ্ণ না পারিলা ব্রজজনে মোহিবারে।
বিশেষে মোহিলা ব্রজবাসিসব তাঁরে ॥
এই কথা সত্য সত্য দেখিলুঁ নিশ্চয়।
বিস্মরিত হৈলে কৃষ্ণ দেবকার্য্যচয় ॥
আমি যায়্যা স্তুতিপরিপাটী-আদি-দ্বারে।
স্মরণ দিলাম কংসবধাদিক তাঁরে ॥
যদি কহ—'তবে কৃষ্ণ কেনে মথুরায়।
গমন করিলা ?' শুন বৃত্তান্ত তাহায় — ॥
পরম চতুরশ্রেষ্ঠ হয়েন অক্রূর।
শ্রীনন্দনন্দনে ব্রজে-হৈতে মধুপুর ॥
লৈয়া-গেলা কষ্ট-শ্রেষ্ঠে বহু বল করি
যদুসকলের হিতকামনা আচরি ॥
কৃষ্ণ সেই ব্রজবাসিজনে কদাচন।
ত্যাগ করিবারে শক্তিমান্ নাহি হন।
যদুকুলসকলের হিতের কারণ।
বারবার মধুপুরে করে আগমন ॥
পুনর্ব্বার বারম্বার করেন গমন।
ব্রজপুরে—যেহেতু তাঁহারা প্রিয় হন ॥
যদি কহ—'মধ্যেতে বিচ্ছেদ তবে হয় ?'।
তাহার সিদ্ধান্ত শুন, কহিয়ে নিশ্চয়— ॥
সেই ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ থাকেন নিরন্তর।
করেন অনেকমত ক্রীড়া বহুতর ॥
প্রকটাপ্রকট দুইরূপেতে নিশ্চয়।
নিত্য লীলা করে কৃষ্ণ—নাহিক সংশয় ॥
যদি কহ—'ব্রজবাসিদের কি কারণ।
বিরহেতে দুঃখাদিক করিয়ে শ্রবণ ?' ॥

ইহা সত্য, কিন্তু সেই ক্রীড়ার কৌতুক।
তাহা বিস্তারিয়া কহি, শুন সহেতুক— ॥
বিরহেতে জন্মে যেই ভাবের তরঙ্গ।
তাহে শ্রেষ্ঠ ব্রজের বিবিধ চেষ্টারঙ্গ ॥
নিজ মনোরম তাহা করিতে ঈক্ষণ।
পরম কৌতুকযুক্ত শ্রীনন্দনন্দন ॥
ব্রজনিবাসীর দৃষ্টি হইতে কখন।
ছল প্রকাশি কেবল করে পলায়ন ॥
যেমত বিবিধ-লীলা-দ্বারে কদাচন।
নিকুঞ্জকুহরে কৃষ্ণ অন্তর্হিত হন ॥
যদি কহ—'তথাপিহ বিরহের লেশ।
সহিতে না পারে ব্রজজন এই ক্লেশ ॥
তাহাদিগে হেন ব্যবহার যোগ্য নয় ?'।
তাহাতে কহিয়ে শুন সিদ্ধান্ত যে হয়— ॥
সুদুর্লভ বস্তু যে 'পরম প্রেম' হয়।
অতি গোপনীয় দ্রব্য সেই ত নিশ্চয় ॥
তাহা অতি প্রিয়তম ব্রজবাসিজনে।
শ্রীনন্দনন্দন যে করেন সমর্পণে ॥
দাতাশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের এই ব্যবহার।
কিন্তু তাহা বিরহেতে হয় ত প্রচার ॥
বিরহে পরমপ্রেম বিশেষ সে জানি।
সেই-লাগি অন্তর্দ্ধান—আমি এই মানি ॥
মথুরা-ব্রজভূমিতে যেন বিরহেন।
তেমত গোলোকে লীলা শ্রীকৃষ্ণ করেন ॥
উর্দ্ধভাগে—গোলোক, অধোতে—বৃন্দাবন।
এইমাত্র উভয়ের ভেদের কল্পন ॥
কিন্তু সেই ব্রজে নন্দপ্রভৃতি-সংহতি।
যদ্যপি সর্ব্বদা কৃষ্ণচন্দ্রো বিহরতি ॥
তথাপিহ কোন দ্বাপরযুগের শেষে।
সকলেতে দর্শন করয়ে সবিশেষে ॥
অন্তকালে—পরম একান্ত ভক্ত সেই।
কদাচিত দর্শন করয়ে সুখে যেই ॥
গোলোকে সর্ব্বদা তত্রগত সর্ব্বজন।
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের লীলা করেন দর্শন ॥
গরুড়প্রভৃতি নিত্যপার্ষদ যেমন।
বৈকুণ্ঠলোকে প্রভুর নিকটেতে রন ॥
তেমত গোলোকে সে নন্দাদি সমুদয়।
নিত্য প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সুনিশ্চয় ॥
মথুরা-গোকুলে আর উর্দ্ধে গোলোকেতে
দুইতে অভেদরূপ—ধামের ঐক্যেতে ॥
নন্দাদি যতেক ভৌম গোকুলনিবাসী।
নিজ-প্রাণনাথ-কৃষ্ণসহিত বিলাসী ॥

উক্ত দুইধামে ভগবানের সংহতি।
যদৃচ্ছাক্রমেতে নানামতে বিহরতি ॥
সাধকসকল করি যেমত উপায়।
গোলোক পাইতে যোগ্য হয় সর্ব্বদায় ॥
তাদৃশ উপায়ে ভৌমগোকুলমণ্ডলে।
শ্রীকৃষ্ণে দেখিতে শক্ত হয় ত সকলে ॥
ইহাতে বিশেষ আছে—যদি কোনজন।
কভু ব্রজে কোনমতে করয়ে দর্শন ॥
তবু সব-পরিবার-সহ ক্রীড়ারত।
দেখিতে না পায়, এই শুন সাধুমত ॥
সেইমত ক্রীড়াকারী কৃষ্ণ কদাচিত।
যদ্যপি দর্শন করে কেহ ভাগ্যোদিত ॥
কিন্তু তাঁর নিত্য পরিবারের ভিতরে।
প্রবেশি যাহাতে যথা-ইচ্ছায় বিহরে ॥
হেন প্রসাদবিশেষ লাভ নাহি হয়।
কহিলাম মম মত তোমারে নিশ্চয় ॥
ওহে তাত! তাদৃশ শ্রীগোপালদেবের।
পাদসরোজের লীলামাধুরীভাবের ॥
অনির্ব্বচনীয় সব তুমি কি প্রকারে।
হইতেছ উৎসুকবিশিষ্ট দেখিবারে? ॥
যদি কহ—'আপনারা হয়েন মহত।
তোমাদের অনুগ্রহে কি না সিদ্ধিগত?॥'
তাহে শুন—ওরে ভাই! ইহা সত্য জান।
শ্রীগোলোকপ্রাপ্তি অতি দুর্ঘট-বাখ্যান ॥
'প্রাপ্তির উপায় তার দুর্ঘটাতিশয়।'
এই ত আমার হয় পরম নিশ্চয় ॥
পশু-পক্ষি-কীট-আদি যত প্রাণিগণ।
প্রায় নাহি সবে হিতাহিত-বিবেচন ॥
সেই প্রাণিগণ-মধ্যে মনুষ্যসকল।
হিতাহিত-বিবেচনা-বিশিষ্ট কেবল ॥
সে-সব-মনুষ্য-মধ্যে কতকজনার।
আছয়ে যথোক্তমত আচার-বিচার।
হয় ত তাহারা অর্থকামপরায়ণ।
ধনভোগে রত—ধর্ম্মপর নাহি হয় ॥
কেহকেহ যদি ধর্ম্মপরায়ণ হন।
তাহা যশঃপ্রাপ্তিহেতু, স্বর্গহেতু নয় ॥
অতি অল্প লোক স্বর্গপ্রাপ্তির কারণ।
নিশ্চিত করয়ে কিছু ধর্ম্ম-আচরণ ॥
তাহাতে নিষ্কামকর্ম্মে কত জন রত।
নিষ্কামিগণের মধ্যে অরাগী কেহ ত ॥
অন্তরে বৈরাগ্যযুক্ত—মুক্তি-ইচ্ছু তারা।
ইহাতে বিশেষ কিছু বুঝহ বিস্তারা ॥

নিষ্কামকর্ম্মেতে রত হৈলে অরাগিত্ব।
সিদ্ধ হয়, তবু কাম-সাক্ষাৎ-ত্যাগিত্ব ॥
অতি মহাফল হয় এই সে কারণ।
রাগশূন্য-মন-জন পৃথক্ কথন ॥
তাঁর মধ্যে হংস-নামা হয় কতজন।
যোগাভ্যাসে নিষ্ঠা যাঁহাদের সর্ব্বক্ষণ ॥
তাঁহাদের মধ্যেতে পরমহংস কেহ।
পাইয়াছে আত্মতত্ত্ব যাঁরা নিঃসন্দেহ ॥
তাঁহারা নিশ্চয় কেহ কেহ মুক্ত হন।
তাঁহাদের মধ্যে জীবন্মুক্ত কোনজন ॥
তাহাতে কেহবা হয় সিদ্ধ ইহা জান।
সিদ্ধ মুক্তিগণমধ্যে বিশেষত মান— ॥
শ্রীকৃষ্ণভক্তিতে কেহ হয়েন তৎপর।
তাঁর ভক্তি বিনা অন্য না বাঞ্ছে অন্তর ॥
যেহেতুক মহাশয় গভীরাত্তিপ্রায়।
মোক্ষে তুচ্ছ করেন সে সূক্ষ্মবুদ্ধি তায় ॥
ভক্তিরত যতজন তাহার ভিতরে।
শ্রীমন্মদনগোপাল-পাদপদ্মবরে ॥
রত-মন সব সুদুর্ল্লভ অতিশয়।
তাঁর পূর্ণ কৃপা বিনা না হয় নিশ্চয় ॥
অর্থ-কাম-ধর্ম্ম-মোক্ষ-ভক্তি-আদি করি
তাদের সাধন ক্রমে অল্পত্ব বিবরি ॥
অর্থ কাম—কায়-বাক্য-মানসের আর।
বিবিধ ব্যাপারে জাত হয় ত বিস্তার ॥
তাহার সাধন হৈতে ধর্ম্মের সাধন।
অল্প হয় শাস্ত্র-বিধি-নিয়মকারণ ॥
তাহা হৈতে অল্প সদাচারের সাধন।
মোক্ষের সাধন তাহা হৈতে অল্প হন ॥
তাহা হৈতে শ্রবণাদিভক্তির সাধন।
স্বল্প হয় অতি গোপনীয়ের কারণ ॥
সাধনজ্ঞাপক শাস্ত্রসব আছে যত।
তাহাদের বচনেরো রীতি সেইমত ॥
অর্থকামশাস্ত্র হৈতে ধর্ম্মশাস্ত্র অল্প।
তাহা হৈতে গূঢ়হেতু মোক্ষশাস্ত্র স্বল্প।
তাহা হৈতে ভক্তিশাস্ত্র স্বল্পতর হয়।
অতিশয় গোপনীয়হেতু সুনিশ্চয় ॥
তাথে কৃষ্ণপাদপদ্ম-প্রেমপরায়ণ।
শাস্ত্র অতি অল্প—সুদুর্ল্লভের কারণ ॥
সেইসব-শাস্ত্র-মধ্যে ধর্ম্ম-আদি-পর।
বচনের অল্পকতা জানিবে বিস্তর ॥
এই প্রকারেতে যত হয় ত সাধন।
তদ্বোধক গ্রন্থ আর তাহার বচন ॥

ক্রমে স্বল্পহেতু ভক্তি অতি দুঃসাধন।
তাহাতে শ্রীমদনগোপাল-শ্রীচরণ-॥
বিষয়ক-প্রেমপর যেই ভক্তি হয়।
অতি-পরম-দুর্লভ জিনিবে নিশ্চয় ॥
কেবল তাঁহাতে লভ্য শ্রীগোলোক যেই।
এইমতে দেখাইলা সুদুর্ঘট সেই ॥
শ্রীনন্দনন্দন-পাদপদ্মের বিষয়।
প্রেমভক্তিযুক্ত ব্যক্তি যতেক আছয় ॥
তার মধ্যে শ্রীমতী-শ্রীগোপিকা-সমান।
ভাববস্তু পরম দুর্লভতর জান ॥
এ আশয়ে কহেন নারদ মুনিবর—।
মদনগোপালপদ-ভক্তের ভিতর ॥
কাহাদের যে-কোনো বিশেষ আছে ভারি।
তাহার কথনে আমি নহি অধিকারী ॥
এত কহি নারদ উদ্ধবে আলিঙ্গিয়া।
কহেন সদৈন্য অতি বিনয় করিয়া— ॥
বিশেষ যে আছে তুমি তাহার কিঞ্চিত।
বলহ আপনি হে উদ্ধব! প্রকাশিত ॥
নারদের অভিপ্রায় জানিয়া উদ্ধব।
প্রেমে পরিপূর্ণ হইলেন গাত্রে সব ॥
বারম্বার ভূকে স্পর্শ করি নিজশির।
করিতে লাগিলা গান উদ্ধব সুধীর— ॥

যথা (ভাঃ ১০।৪৭।৬৩)—

বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।

ক্ষণে মহার্ত্তিতে ব্যগ্র ধরি দন্তে তৃণ।
নারদের পদ ধরি হরিদাস বন— ॥

যথা চ (ভাঃ ১০।৪৭।৬১)—

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং।
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্।

প্রেমপরিপাকে হয় বিকারের চয়।
কম্প-স্বেদ-পুলকাশ্রু-আদি সমুদয় ॥
তাহে ব্যাপ্ত পুনঃপুনঃ করিয়া কুর্দ্দন।
গান গানি উদ্ধব পুনশ্চ প্রেমে মন— ॥

তথাচ (ভাঃ ১০।৪৭।৬০)—
নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাম্।

এইমতে ভাগবতবর্ত্তি-শ্লোকগণ।
গোপিকার মহিমা করিতে নির্দ্ধারণ ॥
শ্রীউদ্ধবমহাশয় করিলেন গান।
বিবেচনা করি বুঝ এসব আখ্যান ॥
এইমতে নিজেষ্টদেবের দুর্লভতা।
জানিয়া দুঃখিত অতি হইলুঁ সম্যতা ॥
আমারে এরূপ দেখি নারদ তখন।
বিস্মিত উদ্ধবগানে কহেন বচন—॥
এই ত উদ্ধব হরিদাস হরিশ্রেষ্ঠ।
অখিলবৈষ্ণবগণমধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ ॥
যে গোপীগণের পাদপদ্মধূলিগণ।
'বন্দে নন্দ'-শ্লোকে বহু করেন বন্দন ॥
যেই গোপিকার পাদপদ্মযুগলের।
রেণু-স্পর্শ-সৌভাগ্য ভজেন বিমলের ॥
হেন তৃণজন্ম বৃন্দাবনের ভিতরে।
'আসামহো'-শ্লোকেতে চাহেন নিরন্তরে ॥
রুক্মিণী হরির প্রিয়া প্রসিদ্ধা আছয়ে।
ত্যক্ত-কুলকন্যাধর্ম্ম হরির আশয়ে ॥
কৃষ্ণ কহিলেন বাণী কৌশল সম্মতী।

তথাহি (ভাঃ ১০।৬০।১৭)—

তথাত্মনোঽনুরূপং বৈ ভজস্ব ক্ষত্রিয়র্ষভম্। ইতি।

শুনি মৃততুল্যা যেই হৈয়াছিলা সতী ॥
সেই ত রুক্মিণী যেই গোপিকাসবার।
সৌভাগ্যের গন্ধ নাহি পান মনদ্বার ॥
স্বর্গদেবীন্যায় নারীমধ্যে শ্রেষ্ঠতমা।
সত্যভামা-কালিন্দীপ্রভৃতি সপ্ত রমা ॥
তাঁহারাও সে সৌভাগ্যগন্ধ নাহি পান।
কোথায় পাবেন ইহা বিচারিয়া জান ॥
রোহিণীপ্রভৃতি অন্যা মহিষী যতেক।
কোথায় অর্থাৎ দূরে আছেন প্রত্যেক ॥
সে সৌভাগ্যসকলের লেশের ভাজন।
কোন কৃষ্ণপ্রিয়া নহে—জান বিলক্ষণ ॥
সেইসব গোপিকার মাহাত্ম্যবর্ণনে।
আমি অতি বরাক—হইয়ে কোন্ জনে ? ॥
তথাপি যে বর্ণিলাম, তার হেতু এই—।
মম জিহ্বা চঞ্চলা—না রাখে ধৈর্য্য সেই ॥
অতএব কহি শুন পরম অদ্ভুত।
শ্রীব্রজনাথের মিত্র ওহে গোপসুত ! ॥
কৃষ্ণপ্রেমভক্তশ্রেষ্ঠ এই ত উদ্ধব।
তাঁর সারকৃপাবিশেষের ভাগ্যসব ॥

যত পরম শ্রীভগবতী গোপিকার।
প্রেমভর দেখিলেন সাক্ষাতে প্রচার॥
তাঁহাদের অতিশয় কৃপার ভাজন।
গোপনীয়-নিজ-ভাব-প্রকাশ-কারণ॥
আবাল্য যে সেবিলেন ইষ্ট কৃষ্ণে রঙ্গে।
তাঁর সঙ্গ ভুলিলেন গোপিকার সঙ্গে॥
সেই ত উদ্ধব যেই গোপিকা বিষয়।
পরম উৎকর্ষ সদা করেন নিশ্চয়॥
করিয়া ঈদৃশ বন্দনাদি-ব্যবহার।
যে কহেন, সে অত্যন্ত সম্ভব তাঁহার॥
যেই ত অক্রূর হন শ্বফল্কনন্দনে।
ক্রূরকর্ম্মহেতু অপরাধী ব্রজজনে॥
ভক্তিরসে স্পর্শ নহে যে নীরসজ্ঞান।
তাহাতে পরমশুষ্কচিত্ত সবিধান॥
বার্দ্ধক্যেতে বাহুরসিকতায় বিহীন।
দয়ার্দ্র হৃদয় হৈতে হীন অনুদিন॥
কংসদূত হৈয়া ব্রজে করিয়া গমন।
কৃষ্ণপাদাম্বুজদ্বয় করিয়া ভাবন॥
তাহাতে চঞ্চল হৈয়া ধার্ষ্ট্য আপনার।
হৃদয়েতে ভাবনা না করি বারবার॥
সহিত গোপীর মহোৎকর্ষ-বর্ণনের।
বর্ণিলেন প্রকর্ষতা কৃষ্ণচরণের—॥
"ব্রহ্মা-শিব-আদি দেব, লক্ষ্মীদেবী আর।
মুনি সাত্বতের গণ পূজে পদ যাঁর॥
অনুচরসহ বনে সে গাবী চরায়।
গোপীকুচকুঙ্কুমেতে ব্যাপ্ত আছে যায়॥
পতিত হইবে পাদপদ্মমূলে যবে।
শিরে হস্তপদ্ম ধরিবেন প্রভু তবে॥
যে হস্তে অভয় দেন শরণাগতেরে।
কালভুজঙ্গের বেগে উদ্বিগ্নজনেরে॥
পূজাদ্রব্যাদিক সমর্পিয়া যেই করে।
ইন্দ্রত্ব পাইল ইন্দ্র জগত-ভিতরে॥
কিম্বা 'কৌশিক'-শব্দেতে বিশ্বামিত্র হয়।
তিঁহ করিলেন রামচন্দ্রে পূজাচয়॥
তাহাতে তাঁহার পাদপদ্ম-ভজনের।
পাইলা আনন্দ অতি মাহাত্ম্যগণের॥
সেইরূপে বলি তাঁর করিল পূজন।
যাহে দ্বারে দ্বারী হইলেন শ্রীবামন॥
কিম্বা বলি ত্রিজগতে পাইবে ইন্দ্রত্ব।
প্রসিদ্ধ এসব কথা পূজার মহত্ত্ব॥
সৌগন্ধিকগন্ধন্যায় গন্ধ চরণের।
স্পর্শে দূর করে শ্রম ব্রজস্ত্রীগণের॥"

ইত্যাদি অক্রূর বহু করিলা প্রার্থন।
দশমস্কন্ধেতে তার দেখ বিবরণ॥
ভীষ্ম—কুরু-পাণ্ডব-গণের পিতামহ।
নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যনিষ্ঠ অহরহ॥
ক্ষত্রিয়ের জাতি-হেতু যুদ্ধ না ত্যজিলা।
গুরু-শ্রীপরশুরাম-সহিত যুঝিলা॥
অর্জুনসারথি-ভগবানের অঙ্গেতে।
মারিলা নিষ্ঠুর বাণসব যে রঙ্গেতে॥
তিঁহ ব্রজাঙ্গনার উৎকর্ষনিরূপণে।
অন্তকালে ভগবানে করিলা স্তবনে—॥
"ললিত-গতি-বিলাস, চারু হাসে আর।
প্রণয়-ঈক্ষণে শ্রেষ্ঠ সব গোপিকার॥
কৃষ্ণের বিরহে অত্যন্ত প্রেম-আবির্ভাবে।
উন্মাদেতে অন্ধন্যায় নিরন্তর- ভাবে॥
ইহ-পরলোকের যে সাধ্যাদি সাধন।
সকলবিষয়ে দৃষ্টিশূন্য গোপীগণ॥
গোবর্দ্ধনধারণাদি লীলা কৃষ্ণকৃত।
করিলেন গোপীসব তার অনুকৃত॥
কৃষ্ণের স্বভাব যেই জগতপূজ্যত্ব।
আকারে সচ্চিদানন্দ জগন্নিস্তারত্ব॥
বাৎসল্যাদি সব গোপবধূর শরীরে।
আগমন করিলেক নিশ্চয় সুস্থিরে॥"
পুন যাবে যুধিষ্ঠিরনগর হইতে।
কৃষ্ণচন্দ্র দ্বারকায় উদ্যত যাইতে॥
সেইকালে তাঁহারে ত করিয়া দর্শন।
পরস্পর কহিলেক পুরনারীগণ—॥
"এই ত ঈশ্বরে কৃষ্ণমাহিষীর গণ।
ব্রতস্নানাদির দ্বারা বহুত অর্চ্চন॥
নিশ্চয় করিল', যাহে শুন সখি! সার।
কৃষ্ণের অধরামৃত পীয়ে বারবার॥
যাহার আশয়ে যত ব্রজাঙ্গনাগণ।
অত্যন্ত পাইলা মোহ চিত্তে অনুক্ষণ॥"
ইথে দেখ রুক্মিণ্যাদি হৈতে গোপিকার
মহিমা বিশেষ হৈল সূচিত প্রচার॥
যেহেতু তাঁহারা পান করিবারে পারে।
স্মরণমাত্র ত গোপী মোহে প্রেমদ্বারে॥
যদ্যপি শ্রীনন্দ-যশোদাদির সমান।
ভাবিতে গোলোকধাম সাধকেতে পান॥
তথাপিহ প্রায় গোপীসদৃশভাবনে।
গোলোকে সর্ব্বথা মনোরথের পূরণে॥
ফলাবিশেষের তথা সম্পাদন হয়।
কহিলুঁ নিগূঢ় সব তোমায় নিশ্চয়॥

কহে গোপকুমার—এপ্রকার কথন।
কহিয়া নারদ মোরে কৈলা আলিঙ্গন॥
প্রেমরূপ সাগরেতে নারদ সুলগ্ন।
কম্পপুলকাশ্রুর তরঙ্গে হৈলা মগ্ন॥
বর্ণনে চঞ্চল জিহ্বা দন্তেতে কাটিয়া।
পাইলা বিবিধ দশা বিচিত্র নাচিয়া॥
ক্ষণকালে শ্রীনারদ সুস্থতা পাইয়া।
দৈন্যযুক্ত-মন তবে আমারে দেখিয়া॥
মধুর বাক্যের দ্বারা করিয়া সান্ত্বন।
পুনর্ব্বার আমারে নারদমুনি কন—॥
এসকল বৃত্তান্ত যে কহিলুঁ তোমারে।
সর্ব্বত্র করিবে সদা গোপন তাহারে॥
পরম ঐশ্বর্য্যভর প্রকট যেস্থানে।
বিশেষে করিবে তথা গোপনবিধানে॥
তখন বৈকুণ্ঠে বহু সিদ্ধান্ত কহিলুঁ।
কিন্তু গূঢ় এইকথা নাহি প্রকাশিলুঁ॥
তবে প্রেমমাধুর্য্যেতে হৈয়া চঞ্চলিত।
এথায় উদ্ধবগৃহে কহিলুঁ কিঞ্চিত॥
উদ্ধবের আপনার, আর সে তোমার।
শপথ করিয়া কহি শুনহ প্রচার—॥
সেই শ্রীগোলোকধাম দুঃসাধ্য এথায়।
সাধনো তাহার দুঃসাধ্য ত সর্ব্বদায়॥
'মর্ত্ত্যলোকবর্ত্তী যে মথুরা বৃন্দাবন।
তাহাতে তাহার সিদ্ধি হয় সর্ব্বক্ষণ॥'
এই গূঢ় অভিপ্রায় ইহাতে আছয়।
পশ্চাত হইবে স্পষ্ট এ এথা নিশ্চয়॥
কিন্তু এক হিত উপদেশের কথন।
আমা হৈতে এইক্ষণে করহ শ্রবণ—॥
পুরুষোত্তম-নামে ক্ষেত্র পূর্ব্বে ভূমে যেই।
দেখিলে, নিকটে এথা বিরাজিত সেই॥
তাহাতে সুভদ্রা-বলরামের সহিত।
শ্রীপুরুষোত্তম করে লীলা আচরিত॥
কালিন্দীর তীর গোবর্দ্ধন বৃন্দাবনে।
স্বয়ং যেই লীলাসব কৈলা আচরণে॥
সর্ব্বাবতারের এক হয়েন নিধান।
সেমত চরিত সব করেন বিধান॥
যদি কহ—মদনগোপাল মম মন।
হরিলেন, অন্য রূপ না হয় রোচন॥
তাহে শুন—সেই দেব যারে রোচে যেই।
নিশ্চয় ভক্তকে দেখায়েন রূপ সেই॥
সেই ক্ষেত্র শ্রীকৃষ্ণের সদা প্রিয় হয়।
যেমত শ্রীমথুরা তেমত সুনিশ্চয়॥
তাঁহার পরমৈশ্বর্য্যভরের প্রকাশ।
লোক-অনুসারি-ব্যবহার রম্য বাস॥
যাইয়া তথায় জগন্নাথের দর্শনে।
যদ্যপি নাহিক হয় তৃপ্তি তব মনে॥
থাকিহ তথাপি সেথা নিজেষ্টপ্রাপ্তির।
উপায় হইবে, ব্রজতুল্যস্থান স্থির॥
তাহার সাধন 'প্রেম'—প্রেমের আশ্রয়-।
গোপীপ্রাণনাথপাদসরোরুহদ্বয়॥
ব্রজ-শ্রীমথুরা-গোলোকের প্রেম সেই।
অন্যসজাতীয় নিজ নাহি রাখে সেই॥
সেই ত প্রেমের আদিকারণ নিশ্চয়।
পরম শ্রীকৃষ্ণের করুণা অতিশয়॥
কাহারো সাধন বিনা হয় ত উদয়।
কাহারো সাধনক্রমে,—এ প্রকারদ্বয়॥
তাহার উদয়েতে শ্রীকৃষ্ণকৃপাতর।
হয় আদিকারণ জানিবে নিরন্তর॥
যেন কোন দাতা ব্যক্তি হৈতে কোন জন।
পাককৃত অন্ন পায় করিতে ভোজন॥
কেহবা তণ্ডুল-পাত্র-কাষ্ঠ-আদি সব।
পাক করিবার দ্রব্য পায় ত বিভব॥
যাহারে যেমত দিতে উপযুক্ত হয়।
তারে সেইমত দাতা দেয় সুনিশ্চয়॥
সাধকজনার সাধনের ক্রম যাহা।
শাস্ত্র-অনুসারে আমি কহি ইবে তাহা—॥
ব্রজ-গোপ-গোপিকার দাস্যের ইচ্ছায়।
লোকানুসারেতে শ্রেষ্ঠ-বন্ধু-বোধ তায়॥
ঈশ্বর-বুদ্ধিতে ভয়াদিতে বিঘ্ন হয়।
তাহারে ত্যজিয়া প্রেম অর্জ্জিবে নিশ্চয়॥
পরমেশ্বরত্বদৃষ্টে ভয়াদি গৌরব।
উৎপন্ন হইয়া প্রেমহানি হয় সব॥
ব্রজলীলা-ধ্যান-গান প্রধান যাহাতে।
হেন ভক্ত্যে সেই প্রেম হয় সম্পন্নাতে॥
প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নামসঙ্কীর্ত্তনে।
প্রকাশিতমান সেই প্রেম সর্ব্বক্ষণে॥
প্রেমের সাধন অন্তরঙ্গ—সঙ্কীর্ত্তন।
এহেতুক গান হৈতে বিশেষে কথন॥
সেই প্রেমে অতিপ্রীতিযুক্তজন-সঙ্গে।
অত্যন্ত প্রকাশ পায় আপনি সে রঙ্গে॥
তথাপি সে বস্তু অতি প্রযত্ন করিয়া।
গোপন করিবে তাহা সতর্ক হইয়া॥
অভিব্যক্ত হৈলে প্রেম না হয় গোপন।
ব্যক্তের পূর্ব্বেতে করিবেক সংবরণ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ক্রীড়াবনেতে বিরলে।
বাস করি সাধনানুষ্ঠানের সকলে ॥
তাহাদ্বারা সেই প্রেম করিবে বিস্তারে।
হইবে সম্পন্ন শীঘ্র এই ত প্রকারে ॥
'কর্ম্ম'—আপন-আপন ধর্ম্মের আচার।
'জ্ঞান'—আত্মা-অনাত্মার হয় ত বিচার ॥
'যোগ'—অষ্টাঙ্গ বৈরাগ্য-জপাদিক যেই।
তাহার সাধন হৈতে দূরে স্থির সেই ॥
অতএব সে-সকলে করি অনাদর।
শ্রবণাদিভক্তি-নিষ্ঠ হবে নিরন্তর ॥
ইহ-পর-লোক দেহ-দৈহিকাদি সবে।
সাধ্যসাধনাদি কার্য্য-নিরপেক্ষ হবে ॥
সে-সকলে ঔদাসীন্য করিবে ভূষিত।
দৈন্য মূল সেই প্রেমে হয় ত নিশ্চিত ॥
দৈন্যং যথা—(বৃঃ ভাঃ ২।৫।২১৭)—
যেনাসাধারণাশক্তাধমবুদ্ধিঃ সদাত্মনি।
সর্ব্বোৎকর্ষান্বিতেঽপি স্যাদ্বুধৈস্তদ্দৈন্যমিষ্যতে ॥
সর্ব্বমতে শ্রেষ্ঠ হইয়াও আপনাতে।
অত্যন্ত-অশক্তাধম-বুদ্ধি হয় যাতে ॥
শাস্ত্রের লিখিত বিধি-নিষেধ-পালনে।
অহঙ্কারাভাবে ভবভয়-আলোচনে ॥
রোদনাদিকারণ পরম ব্যাকুলতা।
পণ্ডিতেরা 'দৈন্য' তারে কহেন স্ফুটতা ॥
যেই কায়ব্যাপারে বা মনের ব্যাপারে।
দৈন্য স্থির হয়—অতি যত্ন করি তারে ॥
ভজিবে বিদ্বান্—পুন বিরুদ্ধ সকল।
তাহার যে হয়—সব বর্জ্জিবে বিরল ॥
পুরুষের প্রযত্নেতে সাধ্য দৈন্য এই।
এবে শুন কৃষ্ণপ্রসাদজ দৈন্য যেই—॥
প্রেমপরিপাকে দৈন্য উত্তম জন্ময়।
কৃষ্ণের বিয়োগে গোপিকার যেন হয় ॥
মথুরাগমন-আদি-বিরহ-কারণ।
শ্রীরাধিকাদির যেন দৈন্য-উৎপাদন ॥
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহবিশেষেতে প্রায়।
তাঁর মাধুর্য্যাদি অনুভবের দ্বারায় ॥
প্রেমবিশেষের উদয়ে বিরহ হয়।
তাহার লাগিয়া দৈন্য বিশেষ জন্ময় ॥
যতযত প্রেমপরিপাক জন্মে নরে।
ততোত দৈন্যের উদয় তাহে করে ॥
যদি কহ—'দৈন্য প্রেমফল যে কহিলে।
অযুক্ত সে, 'প্রেম' সকলের ফল মিলে ? ॥'

তাহে শুন—প্রেমে-দৈন্যে অতি ভিন্ন নয়।
আন্তরলক্ষণ মুখ্য অঙ্গ দৈন্য হয় ॥
দৈন্য-পরিপাকে নিত্য প্রেম বিস্তারয়।
পরস্পর দৈন্য আর প্রেম এই হয় ॥
কার্য্যকারণত পোষ্য-পোষকত্ব হয়।
উভয়ের উভয়েতে পোষ্যতা করয় ॥
ওহে ভাই ! প্রেমের স্বরূপ যেই হয়।
প্রেমজ্ঞসকল তাহা বিশেষ জানয় ॥
অতএব তাহা কহিবারে শক্ত নই।
তটস্থলক্ষণ তার কেবল সে কই—॥
চিত্তের আর্দ্রত-হেতু যাহাতে সে হন।
কম্প-স্বেদ-পুলকাদি বাহ্যের লক্ষণ ॥
সেই-প্রেম-যুক্ত-সকলের হয় যত।
দাবানল-শিখা—যমুনার-জলমত ॥
যমুনার জল—অগ্নিশিখামত হয়।
বিষ—সুধাতুল্য, সুধা—বিষসম রয় ॥
মরণ—সুখদ, পীড়া-বৈবব—জীবন।
বিপরীতজ্ঞান প্রেমস্বভাবে স্ফুরণ ॥
সম্ভোগে-বিয়োগ যেই ভেদ সে তাহারে।
যেই প্রেমে বিবেচিতে সাক্ষাত না পারে ॥
ঘন হিমচয় যেন থাকে কোন স্থানে।
তাহার স্পর্শনে অগ্নিস্পর্শতুল্য মানে ॥
তেমত সম্ভোগানন্দে প্রেমের স্বভাবে।
বিরহস্ফূর্ত্তিতে দুঃখ হয় অনুভাবে ॥
আর সেই প্রেমবস্তু বুঝন না হয়—।
আনন্দসমূহ কিবা মহাশোকময় ॥
যে প্রেমের সম্পত্তির উদয়-কারণ।
মহা উন্মত্তের ন্যায় হয় আচরণ ॥
যেই প্রেম বিনা নববিধা কৃষ্ণভক্তি।
কদাচিত সুখ নাহি করে অভিব্যক্তি ॥
লবণ-ব্যতীত যেন ব্যঞ্জনাদিচয়।
ক্ষুধা বিনা যেন খাদ্যদ্রব্যসমুদয় ॥
অর্থবোধব্যতিরিক্ত শাস্ত্রপাঠ যেন।
ফল বিনা উপবনে সুখ না জন্মেন ॥
প্রেমের সামান্য কিছু কহিনু লক্ষণ।
কহিতে না পারি তার বিশেষ কথন ॥
শ্রীরাধিকা-আদি যেই ব্রজগোপীগণ।
তাঁদের শ্রীকৃষ্ণপ্রেম যে অসাধারণ ॥
তার তত্ত্ব কহিবারে কেমতপ্রকারে।
সমর্থ হইব ? এই কহিলাম সারে ॥
কৃষ্ণ মধুপুরী গেলে তাব গোপিকার।
প্রলয়াগ্নি হৈতে তীব্র হৈল সবাকার ॥

সে ভাবের হেতু 'প্রেম'—এই তত্ত্ব তার।
তটস্থলক্ষণদ্বারা কহিলাম সার॥
উক্ত হৈল যে-পর্য্যন্ত—ইহা বহি আর।
না হউক অভিলাষ বুঝিতে তোমার॥
এইমতে প্রেম নাহি হয় নিরূপিত।
কোনপ্রকারেতে যত্নে কহিলুঁ কিঞ্চিত॥
তাহাও তব হৃদয়ে প্রতীতি না হবে।
তেন প্রেমবান্ লোক না দেখিবে যবে॥
গোপীগণ-মধ্যে শ্রেষ্ঠা কৃষ্ণপ্রিয়া অতি।
পরমপ্রেমাতিশয়যুক্তা ভগবতী॥
শ্রীরাধায় কখন দেখিবে তুমি যবে।
মূর্ত্তিমান্ প্রেম অনুভব হবে তবে॥
তিঁহ যদি সেই প্রেম পারেন কহিতে।
তব শক্তি হৈলে তবে পারিবে শুনিতে॥
রাধাসম নিজ-প্রেম-সুবিস্তারকার।
যদি হয় শ্রীকৃষ্ণের মহা অবতার॥
কদাচিদ্বা শ্রীরাধার হয় অবতার।
তবে সেই প্রেম অনুসার পায় সার॥
হে মথুরব্রজভূমিজাত! সুনিশ্চয়।
শ্রীগোলোকনাথের সে কৃপার আলয়!॥
সে-হেতুক ইষ্টসিদ্ধি দুর্ঘট নহিবে।
মম সম নহ, মনস্কামনা পূরিবে॥
আপনার প্রয়োজনসিদ্ধির কারণ।
সেই ক্ষেত্রে শীঘ্র তুমি করহ গমন॥
নারদের উক্তি দ্বারা এই ত প্রকার।
ক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তম হৈতে দ্বারকার॥
ন্যূনত্ব হইল, তাহা না সহিতে পারি।
দ্বারকানাথের এক ভক্ত অধিকারী॥
শ্রীউদ্ধব—'সেক্ষেত্রের কৃতা দ্বারকায়।
সিদ্ধ হ'য়—এই কথা কহিছেন তায়॥
শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র প্রভুর যেমত।
প্রিয় হয়—শ্রীদ্বারকাপুর সেইমত॥
পরম ঐশ্বর্য্য আর লৌকিক উচিত।
কার্য্যে যেন ক্ষেত্র—তেন ইহো বিভূষিত॥
আমাদের প্রভু এ শ্রীদৈবকীনন্দন।
দারুব্রহ্মময়মূর্ত্তি করিয়া ধারণ॥
তাঁর প্রেমে আর্দ্রমন ক্ষেত্রবাসিগণে।
নিরন্তর হর্ষসব দিবার কারণে॥
শ্রীপুরুষোত্তমে স্থির হৈয়া বর্ত্তমান।
করেন সর্ব্বদা ক্রীড়া অনেকবিধান॥
সেই বস্তু সেই ক্ষেত্রমধ্যে সিদ্ধ হয়।
এস্থানেও তাহা সিদ্ধ হয় সুনিশ্চয়॥

তাহে নাহি উভয়েতে ভেদ সুনিশ্চিত।
কিন্তু নাহি হবে ইষ্ট সিদ্ধ বিকল্পিত॥
শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে কৃত লীলাসমুদায়।
সেই ক্ষেত্র দেখি অনুকরণদ্বারায়॥
কিম্বা গীতাদির দ্বারা করিয়া শ্রবণ।
ইষ্টপ্রাপ্তিজন্য শোক হইবে তখন।
সেই ক্ষেত্রে জগন্নাথমুখাব্জদর্শনে।
আর মহাপ্রসাদান্ন-লাভের কারণে॥
রথযাত্রা-আদি যেই হয় ত উৎসব।
তাহে হবে মনে স্ফূর্ত্তি-উল্লাস-বিভব॥
সে-লাগি দীনতা নাহি হইবে স্ফুরণ।
ইষ্ট সিদ্ধ নাহি হবে তথা কদাচন॥
শ্রীগোলোকপ্রাপ্তি যেই প্রেম হৈতে হয়।
দৈন্য বিনা সেই প্রেম না হয় উদয়॥
সেইলোক-লাভ বিনা নিশ্চয় ইঁহার।
উৎপন্ন না হইবেক কভু সুখভার॥
শ্রীপুরুষোত্তম পরদুঃখেতে কাতর।
পুনর্ব্বার ক্ষেত্র হৈতে গোপপুত্রবর॥
মথুরা-গোকুলে পাঠাইবেন ইহায়।
তবে কেন গোকুলে না পাঠায়েন তায়?
সেইস্থানে বন-নদী-গিরি-আদি যত।
শূন্যপ্রায় দেখিয়া যতেক সাধুসত॥
সদা হাহারব সব করেন বদনে।
মহা সন্তাপেতে সদা দগ্ধ হয় মনে॥
আপনার প্রিয় যেই শ্রীনন্দনন্দন।
সদা সর্ব্বমতে তাঁর করে অন্বেষণ॥
সে-সব সন্তের দৈন্য তথা উপজয়।
তাহে প্রেম শ্রীনন্দনন্দনে নিত্য হয়।
তবে মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ শ্রীউদ্ধবের বচন।
যুক্তিতে বর্দ্ধিত নিজপ্রিয় সে কথন॥
কিম্বা হৃদয়েতে ছিল ইহা সমুদায়।
না কহিলা মন্ত্রিবাক্যশ্রবণাপেক্ষায়॥
এক্ষণে শুনিয়া সব অতি প্রীতমনে।
শ্রীনারদ ভগবান্ কহেন তখনে—॥
হে উদ্ধব! ব্রজভূমিস্থিত সবজনে।
প্রীতিমান্ তুমি—সত্য কহিলে বচনে॥
ইহার ত্বরায় ইষ্টসিদ্ধির কারণ।
কহিলে যে যুক্তি—সেই হিত সর্ব্বক্ষণ॥
পরম-মাহাত্ম্য সেই ব্রজমণ্ডলের।
জানেন আপনি সে নিশ্চয় সকলের॥
নিজেষ্টদেবতা কৃষ্ণে ত্যজিয়া যে-স্থানে।
করিলে অনেকদিন নিবাসবিধানে॥

পুনর্ব্বার নারদ বৈষ্ণবপ্রিয়জন।
যাত্রাসিদ্ধিপ্রতি যত শুভ সুলক্ষণ॥

চতুর্দ্দিগে দেখিয়া হইয়া হৃষ্টমন।
সর্ব্বজ্ঞ আমার প্রতি কহেন বচন—॥

হে শ্রীযুক্তব্রজবীরপ্রিয়! সে ত্বরায়।
নিজ প্রয়োজন সিদ্ধ জান সমুদায়॥

ওহে মহাভাগ। অতিশয় শোভমান।
পূর্ব্বে করিলাম ইহা সব অনুমান॥

অতুল্যসুখভরের প্রান্তসীমা হয়।
শ্রীবৈকুণ্ঠধাম—ইথে নাহিক সংশয়॥

তাহা হৈতে সুখাধিক শ্রীঅযোধ্যাপুরে
দ্বারকায় তাহা হৈতে সুখের প্রচুরে॥

এসবস্থানেতে আগমনেও তোমার।
দুর্ঘট চিত্তের দুঃখ ঘটয়ে বিস্তার॥

সেই যত স্বর্গাদিতে সেসবস্থানের।
অধিষ্ঠানকর্ত্তা-স্বামি-শ্রীভগবানের॥

পাদপদ্মদ্বয়দর্শনেও ঘটে তব।
মহর্লোকাদিসবার অজ্ঞান সম্ভব॥

উপরে কথিত দুঃখ আর ত অজ্ঞান।
যেহেতু হইল তার কহি অনুমান॥

নিজপ্রিয়বর স্বামী—মদনগোপাল।
তার পাদপদ্মদ্বয়-দর্শনে বিশাল॥

প্রণয়সমূহ বাঢাইবার কারণ।
দুঃখ আর অজ্ঞান মানয়ে মোর মন॥

তাহা না হইলে এই বৈকুণ্ঠাদি ধামে।
কাহার কেমতে বা ঘটয়ে দুঃখগ্রামে?॥

স্বর্গাদিক হয় জ্ঞানস্থান নিরন্তর।
তাহাতে অজ্ঞান কেনে ঘটয়ে দুস্তর?॥

অজ্ঞাতহেতুক মনঃক্ষোভের রহিতে।
আর মহাকৌতুকেতে মহর্লোকাদিতে॥

সর্ব্বশ্রেষ্ঠমনোভিনিবেশের দ্বারায়।
অতি প্রেমে বিষ্ণুর দর্শন হৈল তায়॥

বিবিধ জ্ঞানেতে মনে চাঞ্চল্য জন্ময়।
অত্যন্ত ঔৎসুক্যাভাবে ভাব নাহি হয়॥

তাহে ভগবানের করিলেও দর্শন।
সুখোদয় তাদৃশ না হয় কদাচন॥

অতএব ভাবে বিষ্ণু কৈলে বিলোকন।
তাহে সুখবিশেষ জন্মিল সেইক্ষণ॥

সেইহেতু নিজ ভব দীর্ঘ চিরন্তন।
অভীষ্ট শ্রীমদনগোপালশ্রীচরণ॥

সন্দর্শন সিদ্ধ লাগি যাহ বৃন্দাবন।
পৃথিবীর শোভা কীর্ত্তি যে করে বর্দ্ধন॥

সে স্থানে সাধনসব অচিরে নিশ্চয়।
হইবেক সত্য সাধু সম্পন্ন বিষয়॥

সর্ব্ববৈকুণ্ঠোপরি বিরাজিত শ্রীমান্!
গোলোক-প্রাপক সেই সাধন-বিধান॥

তবে নারদের বাক্যামৃতে হৈয়া প্রীত।
উদ্যত হৈলাম ব্রজে গমনে নিশ্চিত॥

মনে আকাঙ্ক্ষিত কৃষ্ণ-আজ্ঞা লইবারে।
এত বুঝি কহিলেন উদ্ধব আমারে—॥

যদি তাঁর স্থান-ভিন্ন যাহ অন্য স্থানে।
তবে যাদবেন্দ্রের আজ্ঞাপেক্ষা-বিধানে॥

সেই শ্রীমাথুর-ব্রজসম্বন্ধিনী ভূমি।
দ্বারকা হইতে মহাপ্রিয় জান তুমি॥

এই দ্বারকায় তাঁর সাক্ষাত সেবায়।
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের যত প্রীতি না জন্মায়॥

সেই ব্রজস্থানে বাস করিলে কেবল।
তাঁর প্রীতি দৃঢ়তর জন্ময়ে সকল॥

অতএব যাদবেন্দ্রপ্রিয় সুবিরল।
ব্রজবাসিজনের আশ্বাস করি ছল॥

শ্রীমদ্ব্রজভূমিমধ্যে বহুদিন।
করিলাম বাস আমি সুখেতে প্রবীণ॥

যদি কহ—'তবে গমনাজ্ঞা না প্রার্থিব।
মঙ্গল দর্শন করি গমন করিব?॥

তাহে মানি ব্রজভূমি গমনকরণ।
তোমার কামনা যেই মনেতে এক্ষণ॥

মদীশ্বর জানি সেই নিজপ্রিয়স্থানে।
লইবেন নিজপ্রিয় তোমারে বিধানে॥

তবে তাঁর বাক্যামৃত পান করি হিত।
হইলাম পরম-আনন্দেতে পুরিত॥

মোহপ্রাপ্তমত দ্বারকায় হইলাম।
বাহ্যদৃষ্টি মুদ্রিত ক্ষণেক করিলাম॥

কেহ যেন কোথায় আমারে লৈয়া যায়।
এইরূপ বিতর্ক তখন মনে ভায়॥

'কেনচিৎ'-শব্দের অর্থ শুন দিয়া মন।
সাক্ষাত শ্রীভগবানে হইলে দর্শন॥

তাঁরে ত্যজি অন্যত্র গমন স্থিতি আর।
দুই অসম্ভব হয়—জান এই সার॥
এইহেতু সাক্ষাত দর্শন না হইল।
ইহা-লাগি শ্রীউদ্ধব নিষেধ করিল॥
তবে ক্ষণপরে চক্ষু করি উন্মীলন।
এই কুঞ্জে আপনারে দেখিলুঁ তখন॥
শ্রীগুরুপদারবিন্দ করিয়া চিন্তন।
শ্রীজয়গোবিন্দ দাস করে নিবেদন॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গোলোকমাহাত্ম্যখণ্ডে প্রেমনাম।
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ষষ্ঠে গোলোকগমনং তত্র শ্রীকৃষ্ণদর্শনম্।
কৃপাবিশেষতস্তস্য লীলা তল্লোকবর্ত্তিনী। ০ ॥

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
জয়জয় ভক্ত ভক্তি প্রেমসমাশ্রয়॥
জয়জয় নিত্যানন্দ অবধূতবর।
যিঁহ শ্রীচৈতন্যের দ্বিতীয় কলেবর॥
জয়জয় সীতানাথ অদ্বৈতসুন্দর।
জগত-উদ্ধার যাঁর কৃপায় বিস্তর॥
জয়জয় ভক্তগণ করিয়ে প্রণতি।
যাঁহাদের কৃপাবলে কৃষ্ণে হয় মতি॥
অবিরত গুরুপদ করিয়া চিন্তন।
ষষ্ঠাধ্যায়-কথা কহি শুন দিয়া মন॥
শ্রীগোপকুমার কহিছেন সবিস্তারে—।
উক্ত নারদের শিক্ষা-আদেশানুসারে॥
নিজপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের নাম অনুক্ষণে।
সুস্বরে কীর্ত্তন করি এই বৃন্দাবনে॥
আর তাঁর বৃন্দাবন-লীলা যতযত।
করিয়ে চিন্তন আর গান অবিরত॥
এই বৃন্দাবনে তাঁর লীলাস্থল সব।
দেখি যেই ভাব-দশা হইল উদ্ভব॥
লজ্জা পাই ভাবি সে ভাবাদি নিজমনে।
অন্যজনপ্রতি তাহা কহিব কেমনে?॥
সদা মহা-পীড়াহেতু করুণার স্বরে।
কান্দিয়া দিবস-রাত্রি গোঙাই কাতরে॥
চিরকাল সাধিলুঁ যে-সব অনুষ্ঠান।
সুখ কিম্বা দুঃখহেতু না জানি বিধান॥
কোনমতে ইহা মম নাহি হয় জ্ঞান।
কিবা দাবাগ্নিশিখায় আছি বর্ত্তমান॥
কিবা পরমমধুর নির্ম্মল শীতলে।
বসি আছি আমি যমুনার মধ্যজলে॥
কখন এমত মনে করিয়ে নিশ্চিত।
কোন অতিশঠহস্তে আছিয়ে পতিত॥
সর্ব্বদা নিমগ্ন বহু দুঃখসিন্ধুধারে।
কখনো সুখগন্ধও না স্পর্শে আমারে॥
এই উক্তপ্রকারেতে এই বৃন্দাবনে।
এই কুঞ্জে কতদিন কৈলুঁ নিবসনে॥
একদিন রোদনসাগরের ভিতরে।
নিমগ্ন হইয়া মোহ প্রাপ্ত হৈলুঁ পরে॥
শ্রীমদনগোপাল দয়ালুচূড়ামণি।
আমার নিকটে প্রভু আসিয়া আপনি॥
অমৃতশীতল বংশীযুক্ত পদ্মকরে।
মম গাত্র হৈতে ধূলি ঝাড়েন আদরে॥

মহাধূর্ত্তশ্রেষ্ঠ নিজ সৌরভ্যাতিশয়।
যাহা পূর্ব্বে অনুভূত না হৈল নিশ্চয় ॥
মম নাসাদ্বারা তাহা প্রবিষ্ট করিয়া।
সংজ্ঞা করিলেন মৃদু লীলায় চলিয়া॥
তাঁর মুখপঙ্কজ করি অবলোকন।
সসম্ভ্রমে সত্বর উঠিলাম তখন ॥
হর্ষভরে ব্যাপ্তদেহ কৃষ্ণে ধরিবারে।
শ্রেষ্ঠ পীতবস্ত্রে হৈলুঁ উদ্যত তাঁহারে ॥
পশ্চাত-গতিতে নাগরেন্দ্র মুরলীকে।
বাজাইতে বাজাইতে চলিলা অধীরে ॥
নিজ লীলাক্রমে কুঞ্জে হৈলা লুক্কায়িত।
তখন না পালুঁ অতি হৈয়াও ধাবিত॥
অন্তর্দ্ধানকৃত কৃষ্ণ—না দেখিয়া তাহে।
মূর্চ্ছা হৈয়া পড়িলাম যমুনাপ্রবাহে॥
জলবেগে কতদূর বহিলে আমায়।
বোধ পায়্যা নিজ নেত্র প্রকাশি তথায়॥
দেখিয়ে মনের বেগ জিনিয়া বিমানে।
তর্ক নাহি হয় যাহা—উদ্ধ সে যানে ॥
মহাশ্চর্য্য কোন পথে কোন দেশান্তরে।
আগমন করিয়াছি অত্যন্ত সত্বরে ॥
যাবত বিচারি চিত্তসমাধান করি।
তাবত বৈকুণ্ঠলোক পাইলুঁ সত্বরি॥
তাহা দেখি হৈলুঁ হর্ষযুক্ত অতিশয়।
তবে অতিক্রম হৈল অযোধ্যাদিচয়॥
তবে সর্ব্ববৈকুণ্ঠাদিলোকের উপরে।
শ্রীগোলোকধাম নিত্য বিরাজন করে॥
সদা নিজেষ্টদেবের ক্রীড়ার বিষয়।
চিরকালকৃত সর্ব্ব আশার আশ্রয়॥
এই শ্রীযুক্ত মথুরামণ্ডলে যাদৃশ।
আছয়ে গোলোকধামে সকল তাদৃশ ॥
শ্রীমথুরামণ্ডলস্বরূপ সে ভুবনে।
সেই মধুপুরী তাহে করিয়া গমনে॥
এ মথুরামত সেই পুরীতে বর্ত্তয়।
বৈকুণ্ঠোপরিও মর্ত্ত্যলোকরীতি হয়॥
ইহা দেখি মানস-সিদ্ধির সম্ভাবনে।
অত্যন্ত বিস্ময়-হর্ষ হৈল মম মনে ॥
সেই মধুপুরীমধ্যে শুনিলাম এই—।
শাস্ত্রাদিতে প্রসিদ্ধ আছয়ে কংস যেই॥
পিতা-উগ্রসেন বসুদেব-দেবকীরে।
নিগ্রহ করিয়া কংস স্বয়ং রাজ্য করে ॥
পৃথিবীতে পূর্ব্ব যে কংসাদিসমুদয়।
করিলেন কৃষ্ণচন্দ্র বিনাশ নিশ্চয় ॥

তাদের সংপ্রতি শ্রীগোলোকে থাকিবার।
কারণ অগ্রেতে ব্যক্ত হইবে বিস্তার ॥
সে কংসের দৈত্য-আদিগণ পরিবার।
অত্যন্ত অন্যায়কারী সকল দুর্ব্বার ॥
তাহার শঙ্কায় দেব আর যদুগণ।
করিতে না পারে কেহ সুখে বিহরণ ॥
তাহে তাঁরা বহুবিধ পীড়া সদা পায়।
উদ্ধবাদি কেহকেহ গেলেন কোথায় ॥
অক্রূরাদি কেহকেহ কংসের আশ্রয়।
করিয়া তথায় বাস করিলা সভয় ॥
এইসব পূর্ব্বে ভূমি-বৃন্দাবনে যেন।
করিলেন শ্রীনন্দনন্দন ক্রীড়া তেন ॥
গোলোকে কৃষ্ণের বাঞ্ছাসুখেতে ক্রীড়ার।
সামগ্রীর কারণ দেখাইলা বিস্তার ॥
অন্যথা পরমৈকান্ত যেই ভক্তজন।
মনঃপরিপূর্ণ তার নহে কদাচন ॥
আমিও হইয়া কংস হৈতে ভীতমন।
বিশ্রান্ত-তীর্থেতে তবে করিয়া মজ্জন ॥
মধুপুরী হৈতে শীঘ্র হৈয়া বাহির্গত।
চলিলাম বৃন্দাবনে তখন যত্নতঃ ॥
ইন্দ্র-ব্রহ্মা-আদি গরুড়াদি পার্ষদের।
অগম্য সে ধাম সূর্য্যচন্দ্রাদি দেবের ॥
ভূমি ভারতবর্ষে যে আর্য্যাবর্ত্ত দেশ।
তার রীতি সে গোলোকে নিরূপি বিশেষ ॥
ভৌম-ব্রজ নরভাষাচরিতাদিদ্বারে।
সূর্য্যোদয় প্রভৃতিতে মনোহরসারে ॥
গোলোকেও এইরূপ ব্যবস্থা-বিচারে।
রুদ্ধ হইলাম অতি মহা চমৎকারে॥
তাহাতে আনন্দরূপ রসের সাগরে।
হইলাম নিমগ্ন সপ্রেমভাব পরে ॥
ক্ষণপরে দেখিলাম কতজন তায়।
বনেতে ভ্রমণ করে গোপবেশন্যায় ॥
আর কতগুলি তথা কৈলুঁ আলোকন।
গোপীবেশযুক্তা পুষ্প করেন চয়ন ॥
তাঁরা সব মম পূর্ব্বদৃষ্ট যতজন।
রূপগুণাদিতে সর্ব্ব হৈতে শ্রেষ্ঠ হন ॥
মনোধন হরণ তাঁদের যে করিল।
তার ভাবে ব্যাকুলিত সকলে হইল ॥
দর্শনমাত্রেতে আমি তাঁদের সমান।
পাইলাম ব্যাকুলত্বাদিক বিদ্যমান ॥
যত্নেতে পাইয়া ধৈর্য্যমত ক্ষণপরে।
তাঁহাদিগে ইহা জিজ্ঞাসিলাম আদরে—॥

ওহে পরমহংসের মনের বাঞ্ছিত-।
দুর্লভ-পরমহর্ষভরেতে সেবিত ।।
কমলাপতির যে প্রণয়ভক্তজন।
তাদের পরম-যাচ্য দয়ার ভাজন ।।
অতিদীন আমি হই শরণে আগত।
আহা করুণা করিয়া দেখত দেখত ।।
কহ এ দেশের নৃপ কোন্ মহাশয়।
কোথা তাঁর গৃহ কোন্‌পথে যাত্যে হয় ? ।।
তথাপি না করিলেন তাঁরা সম্ভাষণ।
পুনর্ব্বার কহিলাম তাঁদিগে বচন—।।
ওহে ওহে ধন্ত-সব ! বিনয়সহিত।
জিজ্ঞাসিয়ে কর কৃপা আমারে নিশ্চিত ।।
হে সুব্রতসব ! যদি হও মৌনব্রত।
তথাপি সঙ্কেতে দ্বারা উত্তর দেহ ত ।।
তাহেও না করিলেন তাঁরা দৃষ্টিপাত।
পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলাম বিখ্যাত— ।।
অহো অহো মম বাক্য করহ শ্রবণ।
অত্যন্ত পীড়িত আমি হৈয়াছি একণ ।।
ব্রজে যেই ধূর্ত্ত মোরে করিল বঞ্চিত।
তোমরা তাহার ভাবে হবে বা মোহিত ? ।।
এইমতে ইতস্ততঃ দেখিলাম যারে।
বারম্বার সকাতরে পুছিলাম তারে ।।
গমনক্রমেতে অগ্রে যাইয়া তখন।
গো-আবাস-স্থান সব পাইলুঁ দর্শন ।।
তবে চতুর্দ্দিগে চক্ষু করিয়া চালন।
অতি দূরে এক পুরী কৈলুঁ আলোকন ।।
মাধুরীসারের পরিপাকেতে সেবিত।
বৈকুণ্ঠাদি পুরী হৈতে উৎকর্ষদর্শিত ।।
তার সর্ব্বদিগে পার্শ্বে করিলুঁ শ্রবণ।
গোপিকাসবার গীত অদ্ভুতরচন ।।
দধিমন্থনের শব্দে যুক্ত চারুতর।
বলয়াদি ভূষণের শব্দে মনোহর ।।
প্রকৃষ্ট হর্ষে আকুল তাহে হইলাম।
স্থির করি আপনারে অগ্রেতে গেলাম ।।
দেখিলাম—একজন বৃদ্ধ নিরন্তরে।
ব্যগ্রতায় 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ!' সঙ্কীর্ত্তন করে ।।
বসিয়া কান্দেন কহি গদ্গদ অক্ষর।
মম-চাতুরীতে তাহা শুনিলুঁ সত্বর—।।
'শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পিতা নন্দ মহাশয়।
গোপরাজ তাঁহার এই ত গৃহ হয় ।।'
এই শব্দ বৃদ্ধ হৈতে শুনিল যখন।
হর্ষবেগে অতি মোহ পাইলুঁ তখন ।।
ক্ষণপরে যেই বৃদ্ধ দয়াশীলনন।
মোহ ভঙ্গ করি কৈল আমারে চেতন ।।
তবে ধায়্যা ধায়্যা অগ্রে বসিলুঁ সুসারে।
শ্রীগোপরাজের সে পুরের বহির্দ্বারে ।।
সেই স্থানে লক্ষলক্ষ কোটিকোটি যত।
দেখিলাম আশ্চর্য্য সকল বহুমত ।।
দর্শন-শ্রবণ-গত কভু নহে সব।
অন্যজন অনুভবে না করে সম্ভব ।।
ওহে দ্বিজোত্তম ! তত্রস্থিত সর্ব্বজন।
পরম আনন্দে কিবা সুনির্বৃত্তমন ? ।
কিবা দুঃখভরগ্রস্ত তাঁহারা বিদিত ? ।
নিশ্চিত না করিবারে পারিলুঁ কিঞ্চিত ।।
সেই স্থানে গোপীসকলের যেই গীত ।
শুনিলাম তাঁহাদের রোদনে অন্বিত ।।
তোষের কি শোকের সে অন্ত্যসীমা হন ।
না বুঝিলুঁ প্রেম-পরিপাকজ-কারণ ।
সেই শ্রীগোলোকস্থান করিয়া দর্শন ।
'মর্ত্ত্যলোকে আছি' এই মানে মোর মন ।।
যেহেতুক ভূমিস্থিত মথুরামণ্ডল ।
সহিত অভেদ হয় গোলোকে সকল ।।
বৈকুণ্ঠ-অযোধ্যা-প্রভৃতিতে আগমন ।
যবে পূর্ব্বপূর্ব্ব বহু করিয়ে স্মরণ ।।
তবে বুঝি চতুর্দ্দশ যতেক ভুবন ।
তার বাহে 'অলোক' সেসব আবরণ ।।
আর যত বৈকুণ্ঠাদি লোকের উপরে
বর্ত্তমান আছি এই বোধ মন করে ।।
এইকালে তথা আল্যা বৃদ্ধা এক নারী ।
অগ্রেতে যাইয়া তাঁরে করি নমস্কারি ।।
করিলাম অতি বিনয়েতে জিজ্ঞাসন— ।
অদ্য বিহরেন কোথা শ্রীনন্দনন্দন ? ।।
বৃদ্ধা কহে—প্রাতঃকালে বিহার করিতে ।
গো বয়স্য আর বলরামের সহিতে ।।
গহনে প্রবিষ্ট হৈলা করিতে বিহার ।
প্রাণদাতা কৃষ্ণ ব্রজনিবাসিসবার ।।
তিঁহ গোষ্ঠ হৈতে সায়ংকালে এইক্ষণে ।
কুশলসহিত করিবেন আগমনে ।।
যমুনাতীরের যেই পথে ব্রজজন ।
আছেন সকলে চক্ষু করিয়া অর্পণ ।।
গোসকল ঊর্দ্ধপুচ্ছ হইয়া উন্মুখ ।
আছয়ে দেখহ দেখিবারে তাঁর মুখ ।।
এই পথ দিয়া অদ্য শ্রীনন্দনন্দন ।
আসিবেন নিশ্চয় এ করহ শ্রবণ ।।

তবে আমি শুনি তাঁর বাক্যসমুদায়।
অভিষিক্ত হৈনু পরমানন্দধারায়॥
বৃন্দার দেখান পথে কৃষ্ণ আগমনে।
একদৃষ্টে থাকিলাম করি আলোকনে॥
পরম-আনন্দ-ভারে দু উরু স্তম্ভিত।
হইল, তথায় ক্ষণ হৈনু অবস্থিত॥
কোনমতে যত্নে অগ্রে যাইয়া তখনি।
দূরে শুনিলাম কোন অনির্বাচ্য ধ্বনি॥
মোহন বংশীর ধ্বনি অস্ফুট মধুর।
গোসবার হম্বারবে ললিত প্রচুর॥
ষড়্জ-আদি সপ্তস্বর লীলায় সুগীত।
মধুর মল্লার-আদি রাগেতে কলিত॥
জগত-মধ্যেতে অতি শ্রেষ্ঠ বিরচিত।
বিবিধ মূর্চ্ছনা-পরিপাটী-বিলসিত॥
গোপিকাপ্রভৃতি ব্রজবাসিজনের।
ঝটিতি বলিত পরমাকর্ষ মনের॥
যেই মুরলীর ধ্বনি করিয়া শ্রবণ।
বৃক্ষদের স্রবে দীর্ঘ রসধারাগণ॥
ব্রজবাসিসকলের নয়ন হইতে।
অশ্রুর প্রবাহ যাহে লাগিল বহিতে॥
কৃষ্ণমাতৃগণ বৃদ্ধবয়স্কাসবার।
স্তন হৈতে স্রবে অতিশয় ক্ষীরধার॥
কালিন্দীর প্রচলিত জলবেগ সব।
নিবর্ত্ত হইল—স্থির রহয়ে বিভব॥
নাহি জানি শ্রীকৃষ্ণের বংশীর করণ।
অমৃত কি গরল সে করয়ে বমন॥
না জানি সে নাদ বজ্র হইতে কঠিন।
কিবা জল হৈতে অতি মৃদু অনুদিন॥
নাহি জানি চন্দ্র হৈতে শীতল সে হয়।
কিবা জ্বলিতাগ্নি হৈতে উষ্ণ অতিশয়॥
যেই নাদ শ্রবণেতে উন্মাদ জন্মিয়া।
যত ব্রজবাসিজন থাকিল মোহিয়া॥
ক্ষণপরে দেখি গৃহ হইতে নির্গতা।
ব্রজগোপীগণ যত হইলা আগতা॥
শ্রীনন্দনন্দনের করিতে নীরাজন।
দীপ-সর্ষপাদি বস্তু হস্তেতে ধারণ॥
অন্য গোপী শিরেতে অর্পিত অলঙ্কার।
উপভোগ্য দ্রব্য যত শিরেতে কাহার॥
কেহ নাহি করে কিছু অপেক্ষা আচারে।
সম্ভ্রম বিষেতে যুক্ত স্থলে অনুবারে॥
সেইদিগে ধায় গোপী যেদিগে সংহরে।
বেণুনাদসহ ধেনু হম্বারব করে॥
কেহকেহ বিপরীত ধরিলা ভূষণে।
কেহবা আকুল নীবী-কেশের বন্ধনে॥
কেহবা হইল গৃহে তরুর সমান।
কেহ ভূমে পড়িলা মোহিতা—নাহি জ্ঞান॥
কেহবা মূর্চ্ছিতা অশ্রু-লালার্দ্র-বদন।
সখীগণে লৈয়া যায় করিয়া ধারণ॥
কেহ প্রেমভরেতে অকুল গোপী যায়।
সখীগণ কহে—'ওই দেখ শ্যামরায়'॥
তবে কৃষ্ণনামলীলাগানেতে তৎপরা।
বিচিত্র-ভূষণ-বস্ত্র বেশ-কান্তিধরা॥
রমার সৌভাগ্য মদ করে প্রহারণ।
বেগে যমুনার তট কৈলা আশ্রয়ণ॥
করিতে করিতে এইসব আলোকন।
কেহ যেন অগ্রে মোর কেলা আকর্ষণ॥
ধাবমানা যতেক গোপিকাগণ-সঙ্গে।
বেগেতে ধাইয়া আমি চলিলাম রঙ্গে॥
তবে দেখিলাম দূরে হৈতে বংশীধরে।
মধুর মুরলী বাজাইয়া ধরি করে॥
সখাপশুগণমধ্য হইতে ত্বরায়।
বেগে বহির্গত হৈয়া কৃষ্ণচন্দ্র ধায়॥
শ্রীদামেরে ক'ন—ওহে শ্রীদাম সুন্দর।
তব কুল-কমলের সাক্ষাৎ ভাস্কর॥
স্বরূপ*-নামক এই সুহৃদ আমার।
আইল পাইনু—ইহা কহে বারবার॥
ধাবনেতে চলে কদম্বের মালা যার।
অবতংস বস্ত্র বর্হামুকুট সে আর॥
বনমালা-আদি বনবেশ সুশোভিত।
দিগসব কৈল সৌরভ্যেতে সুবাসিত॥
লীলাতে ঈষত সে হাসেন অনুক্ষণ।
তাহার শোভায় বিকসিত পদ্মানন॥
কৃপাবলোকনে দীপ্ত পঙ্কজনয়ন।
বিচিত্র সৌন্দর্য্যভর শ্রেষ্ঠ বিভূষণ॥
গোধূলিতে অলঙ্কৃত অলকা চঞ্চল।
তাহা সংবরণে ব্যগ্র হস্তাঙ্গুলিদল॥
ভূমির শোভাতিশয় দান করিবারে।
ভূমি স্পর্শি নৃত্যোল্লাসে গমন আচারে॥
সুজাতপঙ্কজপদ বেগে উচ্চালনে।
উল্লাসভরেতে মনোহর সুশোভনে॥
কৈশোরমাধুর্য্যভরে সদা উল্লসিত।
শ্রীগাত্রের মেঘকান্ত্যে দিগ উজ্জলিত॥

*মূল হস্তলিখিত গ্রন্থে সর্ব্বত্র 'সরূপ' পাঠ আছে।

গোলকীয় নিত্যপ্রিয়-চিত্তগ্রহণীয়।
আশ্চর্য্য অনেক মহিমাসাগরশ্রিয় ॥
নিজদীনজনের প্রেমেতে বশীভূত।
বলে লম্ফ দিয়া আল্যা সমীপে প্রস্তুত ॥
আমি শ্রীনন্দনন্দন করিয়া দর্শন।
হইলাম প্রেমে অতি বিমোহিত-মন ॥
আমার গলেতে কৃষ্ণ করিয়া গ্রহণ।
সহসা পৃথিবীতলে পড়িলা তখন ॥
ক্ষণেকপরেতে জ্ঞান প্রাপ্ত হইলাম।
যত্নে গলা তাঁহা হৈতে মুক্ত করিলাম ॥
দেখিয়ে ভূমিতে পড়ি বিমুগ্ধ আকারে।
পথধূলি আর্দ্র করিছেন অশ্রুধারে ॥
গোপীসব আসি কহে—আহা এইজন।
কেবা, কোথা হৈতে এথা কৈল আগমন ? ॥
কি করিল, প্রাণনাথে এই দশা দিল।
হা হা ব্রজবাসি সবে হত যে হইল ॥
কংসরাজ মায়াকারী হয় সর্বক্ষণ।
হইবে বা তার ভৃত্য কেহ এইজন ॥
এইমতে বিলাপ উচ্চ করিয়া রোদন।
কৃষ্ণচতুষ্পার্শ্বে সবে বেড়িলা তখন ॥
ততঃপরে পিছে হৈতে আসি গোপগণ।
তাদৃশ অবস্থা কৃষ্ণে করিয়া দর্শন ॥
রোদন করিলা সবে সকরুণ স্বরে।
সেই ক্রন্দনের ধ্বনি শুনি ঘোরতরে ॥
ব্রজস্থিত বৃদ্ধ নন্দআদি গোপগণ
যশোদা পুত্রবৎসলা জরত্যাদি জন ॥
তথা সব দাসী আসি শীঘ্র সেই স্থানে।
স্খলিতচরণ অতি হৈয়া ধাবমানে ॥
কৃষ্ণের সে দশা সবে করিয়া দর্শন।
হৈয়া মুগ্ধ 'আহা আহা' কহেন বচন ॥
তবেত গো বৃষ বৎস মৃগ কৃষ্ণসার।
আসিয়া কাতর সেই দশা দেখি তাঁর ॥
অশ্রুর ধারাতে ধৌত হৈতেছে বদন।
স্নেহেতে কোমল অতি তাহাদের মন ॥
আসিয়া আসিয়া তারা শ্রীনন্দনন্দনে।
মুহুর্মুহু ঘ্রাণ লয় সুদুঃখিত মনে ॥
পক্ষিসব শূন্যেতে উপরিদেশে তাঁর।
করয়ে ভ্রমণ অতি দুঃখিত-আকার ॥
অনেক অনেক করে কোলাহল-স্বন।
যেন করিতেছে তারাসকলে রোদন ॥
স্থাবরসকল হৈয়া উত্তাপিত-মন।
স্তব্ধ শুষ্কমত তারা হইল তখন ॥

বহু আর সে বৃত্তান্ত কহিব কি হায়।
চরাচরসকল হইল মৃতপ্রায় ॥
আমি মগ্ন হৈয়া মহা শোকের সাগরে।
তৎকালকর্ত্তব্য কার্য্য নাহি মম স্মরে ॥
পাইয়া পরম পীড়া তাঁর শ্রীচরণ।
রাখি নিজ শিরে কান্দি বহু বিলাপন ॥
বিদূরেতে ছিলেন শ্রীযুক্ত বলরাম।
ভাই-সম বেশ-বয়সাদি অভিরাম ॥
নীলবস্ত্রদ্বয়ে শ্বেতকান্তি অলঙ্কৃত।
নিকটে আইলা ভয়যুক্ত বেগযুত ॥
প্রথমে তাদৃশ দশা দেখি অনুজের।
কান্দিয়া ক্ষণেতে অবলম্বিয়া ধৈর্য্যের ॥
না পাই নিশ্চয় তাঁর মূর্চ্ছার কারণ।
সকল দিগেতে দৃষ্টি করি প্রসারণ ॥
পশ্চাত আমারে তথা করি আলোকন।
করিয়া মোহের সে নিদানাবধারণ ॥
পরমাভিজ্ঞবরের যোগ্য সেইক্ষণে।
আপন প্রকর্ষ যত্ন করি প্রকাশনে ॥
নিজ অনুজের কণ্ঠ মম হস্তদ্বয়ে।
করাইলা গ্রহণ যত্নেতে সে-সময়ে ॥
মম হস্তে শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন করাইলা।
বিচিত্র বিনয়ে উচ্চে তাঁরে ডাকাইলা ॥
আমার দ্বারা করাইয়া সচেতনে।
ভূমি হৈতে উঠাইলা শ্রীনন্দনন্দনে ॥
অশ্রুধারে নেত্রপদ্ম আছিল মুদ্রিত।
হস্তেতে মার্জিয়া চাহিলেন সাবহিত ॥
লজ্জা পাল্যা সকলেরে করি আলোকন।
মোরে দেখি হর্ষে কৈলা চুম্বনালিঙ্গন ॥
প্রাণপ্রিয় সখা বহুকালে প্রাপ্ত যেন।
পাইলেন আমারে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তেন ॥
নিজ বাম-করকমলেতে প্রভুবর।
ধরিলেন অত্যন্ত স্নেহেতে মম কর ॥
'ওহে প্রিয়সখা ! ক্ষেম আরোগ্য তোমার ?।'
ইত্যাদি বিচিত্র প্রশ্ন করিয়া আমার ॥
অত্যন্ত আনন্দ দিয়া যত ব্রজজনে।
গজগামী ব্রজমধ্যে কৈলা প্রবেশনে ॥
শ্রীকৃষ্ণবিরহে দীন বন্য মৃগগণ।
কৃষ্ণবিনা শক্ত নহে কুত্রাপি গমন ॥
প্রাতঃকালে হইবেক শ্রীকৃষ্ণদর্শন।
তাহার আশায় তারা করি নিজমন ॥
কোনমতে রাত্রিকাল করিতে যাপন।
ব্রজের দ্বারেতে থাকিলেন মৃগগণ ॥

উড়িয়াউড়িয়া যতযত পক্ষিগণ।
ব্রজের মধ্যেতে কৃষ্ণে করেন দর্শন॥
নিশাতে না দেখি যেন করয়ে রোদন।
উচ্চরব করি সবে করিল গমন॥
তত্রস্থিত বন্য পশুপক্ষিসবাকার।
শ্রীকৃষ্ণেতে শ্রেষ্ঠ প্রেম দেখহ প্রচার॥
গোদোহনান্তরে নন্দ পুত্রের প্রণয়ে।
করেন আগ্রহ বহু আকুল হৃদয়ে॥
"ওহে তাত! বনের ভ্রমণ করি দিনে।
সর্ব্বতোভাবেতে শ্রান্ত আছ অতি ক্ষীণে॥
অগ্রজের সহ করি গৃহেতে গমন।
দুইভাই কর স্নানাদিক আচরণ॥
গোর সন্তালন আমি করিব এথায়।
তব মাতা শোক করি নিন্দিবে আমায়॥
মানিয়া শপথ মম যাও ত ত্বরায়।"
ইত্যাদি করিলা বহু প্রযত্ন বিদায়॥
তাহে নাহি করি গোসবার সন্তালন।
দুইভাই নিজগৃহে করিলা গমন॥
তবে ত যশোদা দেবী রোহিণী-সংহতি।
স্নেহে করে স্তন্য আর নেত্র-ধারাততি॥
তাহে ধৌত অঙ্গ আর বসন তাঁহার।
আগমন করিলেন অগ্রে শীঘ্রকার॥
কৃষ্ণবলরাম দুইজনের তখন।
করিলেন বহু প্রত্যঙ্গের নীরাজন॥
আপনার কেশে পুত্রে করি নীরাজন।
অতি স্নেহে করিলেন চুম্বনালিঙ্গন॥
না জানেন—রাখিবেন বক্ষের অন্তরে।
কিম্বা শিরে, কিবা নিজ জঠর-ভিতরে॥
প্রণয়ে আকুলচিত্ত শ্রীনন্দনন্দন।
করাইলা মোরে নীয়া মাতার বন্দন॥
মাতা দেখি আমাতে পুত্রের স্নেহভর।
করিলা স্বপুত্রমত লালন বিস্তর॥
ততঃক্ষণে সেইস্থানে যত গোপীগণ।
একবারে আসিয়া মিলিলা হর্ষমন॥
কেহকেহ আইলেন কোন ছল ধরি।
কেহ লোকধর্ম্মাদির অপেক্ষা না করি॥
যশোদা রোহিণী দুইভাইর তখন।
করিলেন আরম্ভ করাইতে স্নপন॥
এত দেখি কহিতে লাগিলা ভগবান্।
যশোদাগণের রতিলম্পট বিধান—॥
ওগো মাতাদ্বয় গো! আমরা দুইভাই।
ক্ষুধাতে পীড়িত অতি আছিয়ে এথাই॥

অন্নব্যঞ্জনাদি শীঘ্র করায়্যা সাধন।
পিতারে আনাইয়া ভুঞ্জাহ দুইজন॥
এত শুনি কহে প্রিয় গোপাপঙ্কজিনী—।
হে যশোদে ব্রজেশ্বরি! হে দেবি রোহিণি!॥
স্নান-করান হইতে বিরাম করিয়া।
কর ভোজনসামগ্রী সম্পন্ন যাইয়া॥
আমরা সুখেতে ইঁহাদিগেরে নিশ্চয়।
করাই ত্বরায় স্নান—না কর সংশয়॥
যশোদা কহেন—হে বালিকাসমুদায়!।
অগ্রে করাইয়া স্নান জ্যেষ্ঠেরে ত্বরায়॥
ভোজনার্থে নন্দে করাইতে আনয়ন।
বলরামে ত্বরায় করহ প্রস্থাপন॥
তবে গোপকুমার—স্বরূপ নাম যার।
শ্রীকৃষ্ণ-উক্তিতে নাম হইল প্রচার॥
কহেন—শুনহ দ্বিজ! যশোদাবচন-।
নিজপ্রিয় শুনি গোপী করি প্রশংসন।
যশোদা রোহিণী গেহে প্রবিষ্ট হইলে।
কতক গোপিকা রামনিকটেতে মিলে॥
অতি শীঘ্র বলরামে করাইয়া স্নান।
নন্দে ডাকিবারে করাইলেন প্রস্থান॥
তবে ত গোপিকাসব বিচিত্র ভূষণ।
কৃষ্ণ-অঙ্গ হৈতে ক্রমে করি উত্তারণ॥
নিজনিজ উত্তরীয়বসনে তখন॥
শ্রীকৃষ্ণের গাত্রসব করিলা মার্জ্জন॥
শ্রীকৃষ্ণের বংশী হন সপত্নীসমান।
অধরামৃত সর্ব্বদা যাহে করে পান॥
'মোরে দেহ মোরে দেহ' সকলে চাহেন।
হস্ত হৈতে কাড়িবারে উদ্যতা হয়েন।
তিঁহ সঙ্কেতে কহিলা আমারে বচন॥
পৃষ্ঠে আসি দূরে হস্ত করি প্রসারণ॥
'ফেলিয়ে মুরলী তুমি করহ গ্রহণ।'
তবে মম মুক্তহস্তে কৈলা নিক্ষেপণ॥
পরে গোপী নিজহস্তকমল কোমলে।
যাহাতে আছয়ে স্পর্শপটুতা বিমলে॥
মহারাজাদিক তৈল করাই মর্দ্দন।
অঙ্গে-অঙ্গে আরম্ভ করিলা উদ্বর্ত্তন॥
তথাপি অঙ্গের সুকুমারতা-কারণ।
আর লীলাকৌতুকেতে নাগরেন্দ্র-মন॥
ব্যথা পায়্যা শ্রীমুখের ভঙ্গির সহিত।
করিলা শীৎকারধ্বনি তখন বিদিত॥
যশোদা পুত্রৈকপ্রাণা শুনি সেই ধ্বনি।
শীঘ্র গৃহে হৈতে আল্যা বাহিরে তখনি॥

'কি হইল কি হইল, করি জিজ্ঞাসন।
স্নুতের স্নুস্মিত মুখ করি আলোকন ॥
গৃহে প্রবেশিলে তাঁর মিথ্যা সে শীৎকারে।
ঈষত হাসিয়া ত্রাস পাইয়া বিস্তারে ॥
গীতপ্রিয়-হেতু গীত গাইয়া তখন।
করিলা অঙ্গের উদ্বর্তন-নিষ্পাদন ॥
ততঃপরে অল্প উষ্ণ অতি সুবাসিত।
নির্মল যমুনাজলে লীলার সহিত ॥
রত্নের কুম্ভেতে ক্রমে ঘটীর দ্বারায়।
গোপীগণ স্নান করাইলেন তাঁহায় ॥
নিজনিজ গৃহ হৈতে করি আনয়ন।
মালাচন্দনলেপন বসন ভূষণ ॥
আপন-আপন রুচিমত গোপীগণ।
নানাবিধ নটবেশে কৈলা বিভূষণ ॥
পুত্রের উদরাস্বাস্থ্য হইবে বলিয়া।
যশোদা করিবে ক্রোধ—এ ভয় করিয়া ॥
আর প্রেমবিশেষেতে কৃষ্ণেরে নির্জনে।
নবনীত-আদি কিছু করায়্যা ভোজনে ॥
কর্পূরের দীপ সর্ষপাদিবস্তুদ্বারে।
আরাত্রি করিয়া গোপীগণ বারম্বারে ॥
সেইসব দ্রব্য সবে মস্তকে ধরিলা।
দিব্য চন্দন কাশ্মীর কস্তুরী আনিলা ॥
তাহার পঙ্কেতে গলে ভালে কপোলেতে।
অদ্ভুত বিচিত্র চিত্র কৈলা সকলেতে ॥
কৃষ্ণ তাঁহাদের ভাব করেন দর্শন।
তাহে প্রেমোদয়ে হয় হস্তের কম্পন ॥
যত্নে স্থির করি নেত্রে দিবারে কজ্জলে।
প্রবৃত্তা হইলে হর্ষমনেতে সকলে ॥
কৃষ্ণ নিজ বাল্যক্রীড়াসুখের বৃত্তান্ত।
বহুতর গোপীগণে কহেন একান্ত ॥
বিচিত্র কৌশল গোপীসহিত ধরেন।
স্তনগ্রহণাদি নানা কৌতুক করেন ॥
এমতে অন্যোন্য প্রেমভর প্রকাশনে।
সমাপ্তি না হয় তিলকাদিবিরচনে ॥
এক গোপী কৈলে অন্যে কহেন তাঁহারে—
'উত্তম না হইয়াছে, কর পুনর্ব্বারে ॥'
লোপ করি বারম্বার করিতে রচন।
সমাপ্তি না হয় বেশাদিক একারণ ॥
পুত্রস্নেহ বিবশ-অন্তর যশোমতী।
পুনঃপুনঃ বাহিরেতে করিয়া আগতি ॥
বেশাদিসমাপ্তি না দেখিয়া রুষ্টাস্যায়।
কহেন সকল গোপীগণপ্রতি তায়— ॥

অহো গোপকুমারিকা! বাল্য হৈতে সবে।
চঞ্চল স্বভাব তোমাদের সুপ্রভবে ॥
স্নান-অলঙ্করণাদি ইহার যে ছিল।
এতক্ষণপর্যন্ত না সম্পন্ন হইল ॥
স্বরূপ কহেন—যশোদার এ বচনে।
নিজপ্রিয় মুখ মুহু হেরে গোপীগণে ॥
পরিহাসে তাঁহাদের আনন্দিত মন।
বৃদ্ধ অভিপ্রায় বুঝি কহেন তখন— ॥
অরে পুত্রি যশোদে! হইয়া হর্ষভর।
এখানে আসিয়া তুমি নিরীক্ষণ কর ॥
আপনার এই পুত্র শ্যামবর্ণ ছিল।
গোপকুমারিকাগণ সুন্দর করিল ॥
যশোদা আপনধাত্রী-মুখরা-বচন।
শুনি পুনর্ব্বার বাহে করি আগমন ॥
তাঁহার কৌশলবাক্য বুঝি অভিপ্রায়।
রোষযুক্ত মত মাতা কহেন তথায়— ॥
সহজ অশেষ সেই সৌন্দর্য্যের গণ।
তাহাতেই নীরাজিত কমলচরণ ॥
মম পুত্র শ্রীযুক্ত শ্রীশ্যামল সুন্দর।
জগতের শিরে করে নৃত্য বহুতর ॥
শ্রীরাধিকাপ্রভৃতি সকল গোপিকার।
সৌন্দর্য্যের ভাব যেই আছে সবাকার ॥
কৃষ্ণপাদনখাগ্রের এক সৌন্দর্য্যের।
যোগ্য নাহি হয় নীরাজনের কার্য্যের ॥
স্বরূপ কহেন—সেই সৌন্দর্য্য তাঁহার।
সে লাবণ্যলক্ষ্মী আর মাধুর্য্যের ভার ॥
বর্ণিত কি হইবেক সে-সব নিশ্চয়।
লৌকিক দ্রব্যেতে যোগ্য উপমা না হয় ॥
নারায়ণ-রাম-আদ্যে কি দিব উপমা।
দ্বারকানায়কো তাঁর নাহি হন সমা ॥

যথা (বৃঃ ভাঃ ২।৬।১০৭)—

কৃষ্ণো যথা নাগরশেখরাগ্র্যো,
রাধা তথা নাগরিকাবরাগ্র্যা।
রাধা যথা নাগরিকাবরাগ্র্যা,
কৃষ্ণস্তথা নাগরশেখরাগ্র্যঃ ।

নাগরশেখরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ যেমন।
নাগরিকাবরশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধা তেমন ॥
নাগরিকাবরশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধা যেমন।
নাগরশেখরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ তেমন ॥

ইথে বুঝ শ্রীরাধাকৃষ্ণেতে পরস্পর।
উপমা হয়েন—অন্য নাহি সমপর ॥
তত:পরে গোপরাজ স্নানাদিক করি।
আইসেন বলরাম-সহিত সত্বরি ॥
স্বরাদিতে ইহা জানি যত গোপীগণ।
লুকাইলা, কৃষ্ণ অগ্রে হইলা তখন ॥
ভোজনশালায় নন্দ কনক-আসনে।
বসিয়া আরম্ভ কৈলা করিতে ভোজনে ॥
রামকৃষ্ণ দুইভাই তাঁর পার্শ্বদ্বয়ে।
কনক-আসনে বসি ভোজন করয়ে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বামেতে—রাম দক্ষিণে তাঁহার।
একপাত্রে ভোজন হৈতেছে সবাকার ॥
তাঁহাদের অনেক আগ্রহেতে সম্মুখে।
বসি আমি পৃথক্ ভোজন করি সুখে ॥
রত্ন-স্বর্ণ রজতের বিবিধ ভাজনে।
দ্রব্যাদি ভরি রোহিণী করেন প্রেরণ ॥
গৃহমধ্য হৈতে আনি যশোদা আপনে।
করেন পরিবেষণ পুত্রে স্নেহমনে ॥
ভোগপুরন্দর কৃষ্ণ চতুর্ব্বিধ অন্ন।
ভোজন করেন সর্ব্ব সদ্গুণ-সম্পন্ন ॥
ভিন্নভিন্ন বিচিত্র কটোরাতে পূরিত।
বিস্তীর্ণ কনক-স্থানে করিয়া আনীত ॥
গ্রাসগ্রাস রচনা করিয়া সেইসব।
ভোজন করেন কৃষ্ণ সুখ-অনুভব ॥
মাতা পিতা ভ্রাতা যত্নে ক্রমে কৃষ্ণমুখে।
অর্পণ করেন কত খান কৃষ্ণ সুখে ॥
মধ্যেমধ্যে স্বর্ণভৃঙ্গারিকাতে পূরিত।
উত্তম নির্ম্মল জল পিয়েন বিহিত ॥
নানাবিধ পিষ্টকাদি পূর্ণ কটোরায়।
ভোজন করেন কৃষ্ণ অতি মিষ্টতায় ॥
সুমিষ্ট উৎকৃষ্ট মিষ্ট সঘৃত শর্কর।
পায়স খায়েন কৃষ্ণ সুমধুরতর ॥
জিলাপী ফেনিকা আর রোটিকা-সহিত।
অন্য ঘৃতপক্ক নানাবিধ সুবিহিত ॥
দধিদুগ্ধবিকারেতে জাত নানামত।
শিখরিণী, অপর মিষ্টান্ন কব কত ॥
মধ্যে অন্ন উষ্ণ সূক্ষ্ম অন্ন বিলক্ষণ।
বটক পর্পট শাক সূপ সুব্যঞ্জন ॥
মধুরাম্লরসপ্রায় গোরস-সাধিত।
মরীচাদিচূর্ণ জীরা-লবণ-সহিত ॥
অতিমিষ্ট শিখরিণী অন্তে পুনর্ব্বার।
দধির সম্ভব দ্রব্য বিকারে তাহার ॥

হিঙ্গ-আজ্যে সংস্কৃত তক্র সুমধুর।
ভোজন করায়া আমা খাইলা প্রচুর ॥
চর্ব্বণে উদ্যুক্ত কৃষ্ণ অরুণ-অধর।
জিহ্বা গণ্ডস্থল মুখপদ্ম মনোহর ॥
তাহার বিলাসভঙ্গী ভ্রূযুগ-নর্ত্তন।
আর নয়নপদ্মের নৃত্যের শোভন।
তাহার যে শোভা সব হৈল সেইক্ষণে।
বাক্য-মনোগোচর নহে ত কদাচনে ॥
তবে গোপী ক্ষীর ঘৃত চিনি পক্কধুত।
স্ব স্ব গৃহ হৈতে আনি মিষ্টান্ন বহুত ॥
যশোদার অগ্রে সেইক্ষণে ধরিলেন।
বিচিত্র লীলায় কৃষ্ণ তাহা শ্লাঘিলেন ॥
তাঁদিগে রঞ্জিয়া খাইলেন একবার।
স্বহস্তে কিঞ্চিত মোরে করায়া আহার ॥
তবে সেই শ্রীরাধিকা অতি মনোহরা।
গুটিকা পূরিকা সহ লাড়ু মনোহরা ॥
আনিয়া কৃষ্ণের বামপার্শ্বেতে ধরিলা।
নখাগ্রেতে কৃষ্ণ তার কিঞ্চিত লইলা ॥
আপন জিহ্বার অগ্রে করিয়া ক্ষেপণ।
নিম্বমত করিলেন ভঙ্গি শ্রীবদন ॥
পরিহাস-ভঙ্গীর বিস্তার করিলেন।
তাহে ভ্রাতা বলরাম অল্প হাসিলেন ॥
পুত্রে তিক্তদ্রব্য-দান হেতু-যশোদার।
হইল ক্রোধিত মন প্রতি শ্রীরাধার ॥
পিতা নন্দ হইলেন সবিস্ময়মন।
এ লড্ডুক নহে ত তিক্ততা কদাচন ॥
শ্রীরাধার সখী সকলের পীড়া মনে।
তাঁহার আনীত দ্রব্য তিক্ত কি-কারণে ॥
বিদগ্ধ সখীগণের হৈল হর্ষজাত।
পরিহাসে শ্রীরাধার সৌভাগ্য বিখ্যাত ॥
হর্ষ হৈল দ্বেষকারী সপত্নীসবার।
তিক্ত অনুমানিয়া আনীত দ্রব্য তাঁর ॥
তত:পরে কৃষ্ণ সেই লড্ডুকাদিগণে।
রাধাভ্রাতৃবংশজাত আমার ভাজনে ॥
করিলেন নিক্ষেপ অত্যন্ত প্রীতিমনে।
সর্ব্বোৎকৃষ্টতর বস্তুসকল তখনে ॥
পরম-আস্বাদযুক্ত সেই দ্রব্যচয়।
ভোজন করিয়া আমি হইলুঁ বিস্ময় ॥
সরলবুদ্ধিতে রোষ মাতার হইল।
তাহে শ্রীরাধার লজ্জা-দুঃখ সে জন্মিল ॥
গোপনে কৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধা চাহিল।
সে-ভ্রূভঙ্গ অন্য গোপী কেহ না জানিল ॥

কৃষ্ণ তাহে মৃদু হাসি আনত-বদনে।
কটাক্ষেতে শ্রীরাধায় করিলা রঞ্জনে ॥
বিদগ্ধশিরোমণির এই লীলাসব।
সেইক্ষণে আমি করিলাম অনুভব ॥
কৃষ্ণপ্রেমভরেতে পীড়িত যার মন।
তাহার পরমপ্রীতিদায়ী লীলা হন ॥
ততঃপরে ন্যায়মত করি আচমন।
লীলায় তাম্বুলোত্তম করিয়া চর্বণ ॥
রাধিকার প্রতি চাহি তাম্বুলচর্ব্বিত।
আমার মুখেতে তবে করিলা অর্পিত ॥
স্নেহেতে বিবশা মাতা যশোদা তখন।
বিভুক্তজারক মন্ত্র করিয়া পঠন ॥
বামপাণিতলদ্বারা কৃষ্ণের উদর।
বারম্বার মার্জন করেন ততঃপর ॥
'কৃষ্ণরহঃক্রীড়ায় সময় এইক্ষণ।'
এত জানি সুপ্ত হৈলা রাম বিচক্ষণ ॥
গোসমূহমধ্যে নন্দ নামন করিলা।
গৃহকৃত্যহেতু মাতা গৃহে প্রবেশিলা ॥
ব্রজাঙ্গনে কৃষ্ণ ব্রজাঙ্গনার সহিত।
পুনঃপুনঃ ভ্রমেন গাইয়া সুখে গীত ॥
ব্রজসুন্দরীতে রত শ্রীনন্দনন্দন।
ভ্রমণ-ক্রীড়ন-আদি করি কতক্ষণ ॥
যশোদার আহ্বানের গৌরব-আদরে।
শয়নগৃহের মধ্যে গেলেন সত্বরে ॥
দুগ্ধফেননিন্দি-চারু-তুলিকা-উপরে।
করিলেন শয়ন তখন সুখান্তরে ॥
মনোহর পর্য্যঙ্কে সুমহাপ্রভান্বিত।
অমূল্য রত্নে খচিত কাঞ্চনে রচিত ॥
অকলঙ্ক-পূর্ণচন্দ্র-সম উপাধান।
পার্শ্বে লম্বাকার উপাধান শোভমান ॥
আছে সে পর্য্যঙ্কশ্রেষ্ঠ অট্টালিকাবরে।
বহুরত্নে নির্ম্মিত প্রকোষ্ঠ মনোহরে ॥
মুক্তামালা চতুর্দ্দিগে আন্দোলায়মান।
বাসিত অগুরুধূপে বিচিত্র বিতান ॥
বিদগ্ধা সে মুখ্যা রাধা মুখের অন্তরে।
সংস্কৃত তাম্বুল তাঁর অর্পেন সাদরে ॥
চন্দ্রাবলী ললিতা শ্রীকমলচরণ।
লীলার সহিত করিছেন সংবাহন ॥
কোনকোন গোপী কেলা চামর গ্রহণ।
কেহ তাম্বুলের পাত্রশ্রেণীর ধারণ ॥
কেহ চর্ব্বিত-তাম্বুল-ধারণের পাত্র।
কেহ জলপূর্ণ ভৃঙ্গারিকা সব মাত্র ॥

বিভাগেতে সকলেতে করেন সেবন।
কেহকেহ গান গা'ন সহিত কীর্ত্তন ॥
কর্ণমনোহর হয় সেইসব গীত।
কেহকেহ বাদ্য বাজায়েন বহু-নীত ॥
কেহকেহ গোপিকা শ্রীকৃষ্ণের সহিত।
নানামত কৌশল করেন বিস্তারিত ॥
অতিশয় প্রেমে বশীকৃত গোপীগণ।
সবে এইমত করে কৃষ্ণের সেবন ॥
তাম্বুলচর্ব্বিত অতি প্রিয় গোপিকারে।
দিলেন সে অন্য গোপী লক্ষিতে না পারে ॥
মহাধূর্ত্তসমাজের কৃষ্ণ শিরোমণি।
এইমতে চেষ্টাসব করিয়া আপনি ॥
সকল প্রেয়সীগণে শ্রীনন্দনন্দন।
করিলেন মনোহর সবার রমণ ॥
সুনিবৃত শ্রীরাধার প্রেমের কথায়।
ক্ষণকাল ভজিলেন শয়নলীলায় ॥
জনার্দ্দন-আদি কোন সঙ্কেতের দ্বারে।
কহিলেন রহঃক্রীড়া-হেতু যাইবারে ॥
হর্ষরস-প্রবাহেতে নিমগ্ন হইয়া।
সবে নিজনিজ গৃহে গেলেন মোহিয়া ॥
ততঃপরে সেই স্থানে শ্রীদামা আসিয়া।
যত্নে মোরে নিজগৃহে গেলেন লইয়া ॥
অন্য নিশাক্রীড়া যেই হইল তাঁহার।
কহিতে সে-সব নাহি যোগ্যতা আমার ॥
মহাদুঃখে সেই রাত্রি করিয়া যাপন।
প্রাতঃকালে নন্দগৃহে করিনু গমন ॥
দেখিলাম রাত্রি জাগি পর্য্যঙ্ক-উপরে।
শয়নে আছেন রতিচিহ্ন অঙ্গবরে ॥
গোপীর বিলাসে নিশা জাগি নিদ্রা যায়।
দেখি মাতা অন্যমত ভাবিয়া তাহায় ॥
সরলস্বভাবা মাতা বসি পার্শ্বে তাঁর।
করি বহু লালন কহেন কিছু আর—॥
আহা এই আমার বালক বনেবনে।
সমস্ত দিবস গাবী করিয়া রক্ষণে ॥
শ্রান্ত হৈয়া নিদ্রাজন্য সুখ পাইয়াছে।
সেইহেতু এতক্ষণো নাহি জাগিয়াছে ॥
বিদগ্ধগোপিকাকৃত দেখি নখক্ষত।
কহেন যশোদা মনে ভাবি অন্যমত—॥
অরণ্যেতে সর্ব্বদিগে মুহু ধাইয়াছে।
সর্ব্বাঙ্গে কণ্টক দুষ্ট সব ফুটিয়াছে ॥
গোপীনেত্রচুম্বনেতে অধরে কজ্জল।
লাগিয়াছে দেখিয়া মাতা কহেন সরল—॥

আহা কষ্ট নিদ্রাবশে কিছু না জানিল।
নেত্রের কজ্জল নিজগাত্রেতে মাখিল॥
গোপীর অধর-তাম্বুলের রাগ তাঁর।
গণ্ডাদিতে লগ্ন দেখি কহে পুনর্ব্বার—॥
তাম্বুলের রাগ অধরের আপনার।
ইতস্তত মাখিয়াছে নহে জ্ঞাতসার॥
পুনঃপুনঃ পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া।
কণ্ঠভূষা হার-আদি ফেলিল ছিঁড়িয়া॥
গোপিকার স্তনের কুঙ্কুম কৃষ্ণগায়।
লগ্ন দেখি করে মাতা অন্য অভিপ্রায়—॥
যমুনানীরমৃত্তিকা কুঙ্কুমের রঙ্গে।
লাগিয়াছে তাহা সুনিশ্চয় কৃষ্ণ-অঙ্গে॥
স্নানেতেও অঙ্গ হৈতে না হৈল ত্যজিত।
শরীরের সহচর-মত সংলগ্নিত॥
চপলা বালিকাগণ করি অবধান।
সন্ধ্যার সময় নাহি করাইল স্নান॥
তৈলাভ্যঙ্গ আর শরীরেতে উদ্বর্ত্তন।
মনোভিনিবেশে না করাইল তখন॥
বারম্বার যশোদা কহেন এইমত।
ব্রজকন্যাগণসকলের সমক্ষতঃ॥
শুনি ভয় হাস লজ্জা হৈয়া আবির্ভাব।
লজ্জাযুক্ত-মুখ গোপী হইলা স-ভাব॥
ততঃপরে কৃষ্ণ নিদ্রা হইতে উঠিলা।
রামের সহিত মাতা স্নান করাইলা॥
বহু অলঙ্কারে করাইয়া বিভূষিত।
করাইলা তবে ত ভোজন সুবিহিত॥
ভোজনান্তে গোপিকার সুখের বার্ত্তায়।
ক্ষণেক করিলা কৃষ্ণ বিশ্রাম তথায়॥
তবে ত কাননে শুভ প্রয়াণ করেন।
করিলেন যশোমতী যোগ্য আয়োজন॥
বনপ্রয়াণেতে ভাবি-বিরহ-শঙ্কায়।
যদ্যপি গোপিকামন পীড়িতা তাহায়॥
তবু দিব্য সুমঙ্গলগীতের দ্বারায়।
পূর্ণকুম্ভ-দধি-আদি রাখাইলা তায়॥
বলরামসহ এক পীঁড়ার উপরে।
বসাইয়া কৃষ্ণে মাতা বেশ-ভূষা করে॥
বনের উচিত সর্ব্ব অঙ্গেতে ভূষণ।
পরাইলা আর সে ঔষধপ্রকরণ॥
মণি ব্যাঘ্রনখ আর বিশল্যকরণী।
রক্ষাডোর মন্ত্র পড়ি করিলা রক্ষণী॥
বৃদ্ধা গোপী আর বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীদ্বারায়।
শুভ আশীর্ব্বাদ বহু করাইলা তায়॥

শ্রীহস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলী নাসিকায়।
ধরাইয়া শুভযাত্রা করাইলা মায়॥
মধ্যাহ্নের সময়েতে করিতে ভোজন।
শিকায় বাঁধিয়া দ্রব্য করিলা অর্পণ॥
শ্রীদামাদি-বালকের হস্তে তাহা দিয়া।
নিকসিলা গো-অগ্রেতে বেণু বাজাইয়া॥
সেইকালে কৃষ্ণ-সখা গোপের কুমার।
উচিতত্ব-প্রাপ্ত সদা সখ্যতায় তাঁর॥
নিজনিজ ভোজ্য সবে করিয়া গ্রহণ।
শ্রীকৃষ্ণের নিকটেতে করি আগমন॥
যূথেযূথে সকলেতে মিলি কৃষ্ণসঙ্গে।
বাহির হইলা ব্রজ হৈতে গোষ্ঠে রঙ্গে॥
সখাসহ কভু বংশী শিঙ্গা বা কখন।
নানা বাদ্য বাজাইয়া করে বিলসন॥
সখাগণ লৈল ছত্র পাদুকা চামর।
ধ্বজ ভোগ্য পেয়াসন কন্দুক বিস্তর॥
তাল-মৃদঙ্গাদি বহু ক্রীড়ার সাধন।
স্বচ্ছন্দে খেলিতে সবে করিলা গ্রহণ॥
গায় নাচে তারা কভু হর্ষে স্তব করে।
চলিল রামের সহ কানন-গোচরে॥
অগ্রে বলদেব আমি স্বরূপ পশ্চাতে।
সখাগণ চতুর্দ্দিগে শোভা নানা ভাঁতে॥
গোষ্ঠযাত্রা দেখিবার লাগি করি ছল।
আইলেন সেইস্থানে গোপিকাসকল॥
কৃষ্ণের বিরহদুঃখ সহিতে না পারে।
আকর্ষিত প্রেমপাশে আল্যা তথাকারে॥
গোপীমুখ নিরীক্ষণ করি ভাবোদয়ে।
কৃষ্ণের মুখেতে ঘর্ম্ম হৈল সে-সময়ে॥
ঘর্ম্মযুক্ত মুখপদ্ম দেখি বালকের।
স্নেহেতে ঝরয়ে ক্ষীর মাতার স্তনের॥
মার্জ্জন করিলা হস্তে অঞ্চলেতে আর।
পিছে আল্যা পর্য্যন্ত ব্রজের বহির্দ্বার॥
কৃষ্ণের কথনে গৃহে করিতে গমন।
গ্রীবা ফিরাইয়া মাতা করিয়া দর্শন॥
দুই তিন পদ গিয়া ফিরি পুনর্ব্বার।
পুত্রের নিকটে আইলেন ব্যগ্রাকার॥
তাম্বুল সাজিয়া কৃষ্ণমুখে হস্তে আর।
সমর্পিয়া চলিলেন গৃহে পুনর্ব্বার॥
গ্রীবা ফিরি পুত্রমুখ দেখি পূর্ব্বমত।
অতিবেগে ব্যগ্রা পুন হইলা আগত॥
কিছু মিষ্টফলাদিক আর মিষ্টজল।
পথে পুত্রে করাইয়া ভোজন সকল॥

গৃহে যাত্যে ফিরিয়া আসিয়া পুনর্ব্বার।
সংনিবেশি বালকের বস্ত্র অলঙ্কার॥
স্নেহভরস্বভাবেতে দুঃখিতা হইয়া।
শিক্ষা দেন বালকেরে সুযত্ন করিয়া—॥
হে বাছা! দুর্গম বনে দূরে না যাইবে।
সকণ্টকারণ্যে কভু নাহি প্রবেশিবে॥
এত কহি মাতা অতি বিনয়সহিত।
আপনার শপথ দিলেন বিস্তারিত॥
নিবর্ত্ত হইয়া দুই চারি পদ গিয়া।
পুনর্ব্বার আইলেন তথায় ফিরিয়া॥
'ওহে বাপ বলরাম! সকল সময়।
নিজ অনুজের অগ্রে থাকিবে নিশ্চয়॥
শ্রীদামা স্বরূপ-সহ পৃষ্ঠেতে থাকিবে।
দক্ষিণেতে অংশু বামে সুবল বর্ত্তিবে॥
কণ্টককাননে কিবা ভয়স্থানে আর।
যদি যান, নিবারণ করিবে ইহার॥
রৌদ্রের আতপে ছায়া করিবে নিশ্চয়।
ভোজনাদি করাইবে সকল সময়॥'
ইত্যাদি প্রার্থনা দন্তে তৃণ ধরি করি।
নিরীক্ষণ করে পুত্রে অতি স্নেহে ভরি॥
স্নেহভরে ব্যাকুলবুদ্ধিতে যশোমতী।
এইমত মুহু কৈলা যাতায়াত অতি॥
নূতন প্রসূত গাবী অতিস্নিগ্ধ হয়।
মাতা স্নেহভরে তারে করিলেন জয়॥
পায়ে ধরি করি নমস্কার আলিঙ্গন।
যশোদারে পুত্রে করে বিবিধ ছলন॥
'সন্ধ্যাকালে আসি মাতা! খাইবার তরে।
দ্রব্য আয়োজন কর; উচিত সত্বরে॥
গৃহকৃত্য আছে মাতা! করুন গমন।'
ইত্যাদিক বহু ছল করিয়া তখন॥
আপন শপথ দিয়া মাতারে তখন।
কৃষ্ণচন্দ্র করিলেন যত্নে নিবর্ত্তন॥
যেইস্থলে মাতারে করিলা নিবর্ত্তন।
অতি উচ্চস্থল সেই নিকট কানন॥
চিত্রপুত্তলিকাপ্রায় মাতা সেইস্থানে।
স্তনে ক্ষীর নেত্রে ধারা দেখেন সন্তানে॥
করেন গোপিকাসব পশ্চাতে গমন।
বাষ্পেতে সংরুদ্ধকণ্ঠ গদগদ বচন॥
গানেতে অশক্ত সবে স্খলিতচরণ।
অন্তর্দৃষ্টি হৈলা—রুদ্ধ অশ্রুতে নয়ন॥
লজ্জাভয়ে করিতে বলিতে কিছু নারে।
মগ্ন হৈলা মহাশোকসমুদ্রসম্ভারে॥
সে শোকের প্রতীকার করণে অক্ষম।
বিনা আলিঙ্গনে দুঃখ নহে উপশম॥
'কেমনে বাঁচিব' ইত্যাদিকো কহিবারে।
নাহি পারে, যাহে কিছু শোকপ্রতীকারে॥

যথা (বৃঃ ভাঃ ২।৬।১৬৭ টীকা)—

নিবেদ্য দুঃখং সুখিনো ভবন্তি।

ব্রজ হৈতে দূরতর গোপিকা আইলা।
তাহাদের মনোনেত্র শ্রীকৃষ্ণ হরিলা॥
অতি যত্নে করি তাসবারে নিবর্ত্তন।
মুহুর্মুহু ফিরি-ফিরি করে নিরীক্ষণ॥
ব্যগ্রমন কৃষ্ণ ইঙ্গিতের দ্বারায়।
প্রেমে স্বয়ং গ্রীবা ফিরি করি দৃষ্টি তায়॥
বারম্বার আশ্বাস করেন গোপীগণে।
ভ্রূক্ষেপ মস্তককম্প জিহ্বাগ্রে দর্শনে॥
বল করি লজ্জাভয় তাঁদের জন্মান।
সম্যক্ স্তম্ভিতা গোপী হৈলা সেইস্থান॥
যশোদার অগ্রে উচ্চস্থানে দাণ্ডাইয়া।
রোদন করেন প্রাণনাথেরে হেরিয়া॥
গোপেন্দ্র আপনি সুস্নিগ্ধ আশায়।
বিশেষত পত্নীর বাৎসল্য দেখি তায়॥
সর্ব্বব্রজজনের হেরিয়া স্নেহভর।
স্নেহাধিক্যপ্রকাশে হইলা বশীকর॥
উপনন্দ-আদি পুরোহিতের সহিতে।
পশ্চাতে গিয়াও দূরে না পারে ত্যজিতে॥
গো-মহিষ-মৃগ-খগ-আদির হৃষ্টতা।
দেখিয়া কুশল শুভ অত্যন্ত পুষ্টতা॥
অন্তরে প্রকৃষ্ট হৃষ্ট হইয়াও নন্দ।
পুত্রবিচ্ছেদকাতরে অতি নিরানন্দ॥
রামসহ পুত্রে কৈলা পৃথগালিঙ্গনে।
পুন একবারে আলিঙ্গিলা দুইজনে॥
করিলেন মস্তকের আঘ্রাণ-গ্রহণ।
স্নেহভরে আর্ত্ত বহু করিলা রোদন॥
ততঃপরে পুত্র শ্রীনন্দেরে প্রণমিলা।
অনেক আছয়ে কার্য্য তাঁরে দেখাইলা॥
'ব্রজবাসিগণের আশ্বাসন রক্ষণ।
সমাগমকালে ব্রজে শোভাদিকরণ॥
ইত্যাদিক বহু কর্ম্ম আছে আপনার।'
ইহা কহি প্রস্থাপন করাইল [illegible]য়।
ফিরিয়া শ্রীনন্দ কৃষ্ণে করিয়া ঈক্ষণ।
সেইস্থানে অবস্থান কৈলা কতক্ষণ॥

রামকৃষ্ণ দূরে বনে করিলে গমন।
অরণ্যেতে দর্শন হইল আচ্ছাদন॥
হবে শিঙ্গা-হম্বারব না হয় শ্রবণ।
ব্রজপ্রতি নিবর্ত্ত হইলা সেইক্ষণ॥
শীঘ্রবার্ত্তা-আনয়নকারী ভৃত্যগণে।
করিলা নিয়োগ কৃষ্ণবার্ত্তা আহরণে॥
পত্নীসহ গোপীগণে করিয়া সান্ত্বন।
সবাকারে গৃহে করিলেন আনয়ন॥
গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণের বিলাসসকল।
গান করি প্রবেশ করিলা ব্রজতল॥
শ্রীকৃষ্ণসঙ্গম ধ্যান করি গোপীগণ।
করিতে লাগিলা সেই দিনের যাপন॥
তাঁহার বিশেষ করিবারে নির্ব্বাচন।
অনন্তের শক্তিতে না হয় কদাচন॥
মহাপীড়াজনক বার্ত্তা সে-সব হয়।
কোন্ বুদ্ধিমান্ বা তাহাতে প্রবর্ত্তয়॥

গোপীগণে কৃষ্ণচন্দ্র করি প্রস্থাপন।
হইলা অধিক অতি সুদুঃখিতমন॥
সখাগণ কল করি তাঁহারে লইলা।
অগ্রে শ্রীমদ্বৃন্দাবনমধ্যে প্রবেশিলা॥
সখাগণ বৃন্দাবন-শোভা দেখাইলা।
স্বয়ং বর্ণি পীড়াগতমত সে হইলা॥
তবে বিস্তারিলা যেই ক্রীড়া গোপমত।
পাইল যে ভাব তাহে চরাচর যত॥
সে-সব বৃত্তান্ত ধ্যানে নাহি হয় মনে।
জিহ্বা কিপ্রকারে করিবেক নিরূপণে?
গোচারণ করি গোবর্দ্ধনসন্নিধানে।
করায়্যা তাদিগে যমুনার জলপানে॥
সায়ংকালে পূর্ব্বমত নিজব্রজে আসি।
ব্রজেশ ক্রীড়েন সহ ব্রজবধূরাশি॥

নন্দীশ্বরস্থানে পুরী শ্রীনন্দের হয়।
কিন্তু কৃষ্ণ সদা কুঞ্জমধ্যে বিরাজয়॥
কৃষ্ণমত অনুবর্ত্তি' গোলোকনিবাসী।
কুঞ্জে বাস বহু করি মানে অভিলাষী॥
এইমতে গোলোকেতে নিবাস করিয়া।
যে আনন্দ অনুভব হয় মম হিয়া॥
যেবা সখ সেইস্থানে হইল তাহার।
বর্ণন না হয় সে কীদৃশপ্রকার॥
মুক্তসকলের সুখ হৈতে অভিমত।
বৈকুণ্ঠবাসীর হয় অত্যন্ত মহত॥
কৃষ্ণভক্তিমাহাত্ম্য তাহার হেতু হয়।
সে-সুখবেত্তা-সকল কহিলা নিশ্চয়॥

বৈকুণ্ঠে বিচিত্র ভক্তিরসের কারণ।
মোক্ষ হৈতে হয় সে অধিক সুখগণ॥
অযোধ্যায় সেবারস-নিষ্ঠা বিশেষেতে।
বৈকুণ্ঠ হইতে সুখ হয় অধিকেতে॥
দ্বারকায় সৌহৃদ্যরস-বিশেষ-চয়।
অযোধ্যা হইতে সুখবিশেষ সে হয়॥
গোলোকেতে প্রেমরস-নিষ্ঠাবিশেষিক।
দ্বারকা হইতে সুখ অধিক অধিক॥
অযোধ্যাদিবাসিসুখ হইতে সুস্থির।
অধিকাধিক সে সুখ গোলোকবাসীর॥
সেই সুখ অতিক্রান্ত তর্কের বিধানে।
কিপ্রকারে বাক্যে তাহা ধরিবেক স্থানে॥
গোলোকনিবাসিজন সব নিরন্তর।
সেই সুখ অনুভব করেন বিস্তর॥
গোলোকনাথের প্রেমবিষয়ী হয়েন।
সে সুখের তত্ত্বমাত্র তাঁহারা জানেন॥
গোলোকনিবাসী গোপরাজ নন্দাদির।
অবতার বৈকুণ্ঠের নন্দাদি সুস্থির॥

অবতার-শব্দে হয় নিত্যত্বের হানি।
তাহা নহে, সবে নিত্য সুনিশ্চয় মানি॥
বৈকুণ্ঠে নিবাসী ইন্দ্রচন্দ্রাদির যেন।
প্রতিরূপ স্বর্গে ইন্দ্রচন্দ্রাদি হয়েন॥
যথাচ উপেন্দ্র বিষ্ণু লীলা করিবারে।
ধরণীমণ্ডলেতে করেন অবতারে॥
তাঁর প্রীতিহেতু সেইসব দেবগণ।
বারম্বার ধরাতলে অবতার হন॥
যেন গোপরাজ নন্দ শ্রীগোলোকধামে।
তাঁর অবতার বৈকুণ্ঠেতে নন্দনামে॥
দ্রোণ-নামে বসু তিঁহ দেবেতে গণন।
কদাচিত পৃথিবীতে নন্দরূপ হন॥
গোলোকে শ্রীবলদেব বৈকুণ্ঠেতে শেষ।
দেবের মধ্যেতে তিঁহ ধরণীধরেশ॥
পৃথিবীতে কদাচিত বলরাম জান।
সেইমত গোলোকেতে শ্রীদামা আখ্যান॥
বৈকুণ্ঠে গরুড় দেবে বিনতানন্দন।
পৃথিবীতে কদাচিত শ্রীদামাখ্যা হন॥
এইরূপ অন্যসব বিশেষ জানিবে।
দীন-হীন বিস্তারিয়া কতকে লিখিবে?॥
যেন কৃষ্ণ অবতারী তাঁহার সহিত।
অবতার সব হন অভিন্ন নিশ্চিত॥
তেন গোলোকস্থ নিত্যপ্রিয় নন্দাদির।
তাঁহাদের অবতারে অভিন্ন সুস্থির॥

অংশেতে কখন, পূর্ণরূপে কদাচিত।
যথাকাল যথাকার্য্য যথাস্থানোচিত॥
যেস্থানে যেমত প্রয়োজন অবতারে।
তথায় তেমত তাঁহা হয়েন প্রকারে॥
কৃষ্ণ যেন কার্য্য স্থান বুঝি অবতরে।
তেমত পার্ষদসব ধরে কলেবরে॥
এইমতে কোনরসে হৈয়া আকর্ষিত।
কদাচিত শ্রীগোলোকনাথের সহিত॥
ইচ্ছাযুক্ত হৈয়া মথুরায় অবতারে।
নিজ অংশ দ্রোণাদিকসহ ঐক্যাকারে॥
যবে প্রাদুর্ভাব হন সেই ত সময়।
ব্রহ্মবরে দ্রোণাদিক তাহে হন লয়॥
পরমেশ্বরের ন্যায় তাঁরা অবতরে।
সেই লীন-হেতুক যতেক মুনিবরে॥
কহেন নন্দাদিরূপে দ্রোণাদি হইল।
সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত এসকল কহিল॥
এসকল আরো যত গোলোকে আছয়।
জানিবে সচ্চিদানন্দময় অসংশয়॥
কৃষ্ণের ইচ্ছায় লীলাবিস্তারকারণ।
গোলোকমধ্যেতে কংসাদির নিবসন॥
পূর্ব্বেতে সিদ্ধান্ত যেই নারদকথিত।
তার অনুসারে সব জানিবে নিশ্চিত॥
হে মথুরোত্তম! মহাশ্চর্য্য বৃত্ত যেই।
কৃষ্ণ-প্রভাবেতে কিছু কহি শুন এই—॥
গোলোকমধ্যেতে যত গোপসব হয়।
বালক যুবক বৃদ্ধ কোটিকোটি চয়॥
সবে জানে—'শ্রীকৃষ্ণের আমি প্রিয়তর
আমার সমান কেহ নহে ত ইতর॥'
তাঁহাদের নহে মনে কেবল মনন।
সেইরূপ ব্যবহার দেখি সর্ব্বক্ষণ॥
তাঁহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণেরো সেইমত।
বিশুদ্ধ দেখিয়ে প্রেম নিত্য অবিরত॥
তথাপিহ তাহাতে কাহার কদাচিত।
নাহি হয় মনঃপরিপূর্ণতা উদিত॥
বিধবা প্রেমের তৃষ্ণা—দৈন্যের জননী।
অনুক্ষণ অতিশয় বাড়য়ে আপনি॥
গোলোকবাসিনা কোটিকোটি গোপী যত।
তাহাদের প্রতি কৃষ্ণচন্দ্রের সতত॥
শ্রেষ্ঠ প্রীতি কৃপা আর আসক্তি বিরল।
করিলাম অনুভব সাক্ষাতে সকল॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি কৃপা আসক্তিকারণ।
করিলাম ব্যক্ত অনুমান সর্ব্বক্ষণ॥

গোপিকা হইতে কিবা গোপিকার সম।
নাহি গোলোকেও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম॥
তত্রাপি যে গোপিকার প্রতি যেইক্ষণে।
কৃষ্ণের বিশেষ প্রেম করিয়ে ঈক্ষণে॥
সেইক্ষণে সুনিশ্চয় হয় ত প্রত্যয়—।
'কৃষ্ণের সর্ব্বদা প্রিয় এই গোপী হয়॥'
নিজনিজপ্রেমযোগ্য সেই গোপীসব।
করিয়াও ক্রীড়াসুখবিশেষানুভব॥
নিরন্তর নিজমনে করেন মনন—।
'নাহি প্রেম প্রভুর আমাতে কদাচন॥'
করেন প্রত্যেকে অভিলাষ এইমত—।
'হইবেক কি আমার সৌভাগ্য কিয়ত?॥
যাহাতে অধম দাসী কৃষ্ণের হইব।
হেন শুভ দিন কিসে উদয় করিব?
গোপেরা 'কৃষ্ণের প্রিয়' আত্মারে মানেন।
আপন সৌভাগ্য তাহে বিশেষ জানেন॥
কিন্তু প্রেমবিশেষস্বভাবে ভগবানে।
অতৃপ্তি মানসেতে বিশেষ তৃষ্ণা জানে॥
গোপীসব অতি নিষ্ঠ-হেতু নিরন্তর।
পরমদৈন্যতাযুক্তা অন্তর-অন্তর॥
কৃষ্ণের অধমা দাসী হবার কারণ।
আপনার সৌভাগ্য সে করেন ইচ্ছন॥
ইথে যত গোপগণ হৈতে গোপিকার।
সৌভাগ্যবিশেষ কর বিবেচনা সার॥
যদ্যপিহ বৈকুণ্ঠের পার্ষদগণের।
ভক্তস্বভাবেতে তাহাদিগের মনের॥
প্রভুর চরণভজনানন্দ প্রভৃতে।
নিশ্চয় মনের তৃপ্তি নাহিক প্রকৃতে॥
তথাপি সকলে 'কৃষ্ণকৃপা অতিশয়।
আমাদিগে' এই তাঁদিগের মনে হয়॥
গোলোকবাসীর তাহা নহে কদাচিত।
ইথে বৈকুণ্ঠ হইতে মহিমা বিদিত॥
অহো গাঢ় প্রেমের সাবেশ-স্বভাবের।
অদ্ভুত মহিমা অতি গভীর সবের॥
মহতজনেও দুঃখে তর্কিতে না পারে।
অনন্ত মাহাত্ম্য নাহি পারে কহিবারে॥
একদিন বিহরেন শ্রীনন্দনন্দন।
যমুনার তীরে সহ যত সখাগণ॥
কারলেন শ্রবণ সে লোকের মুখীয়—।
কালিয়হ্রদেতে পুন আইল কালিয়॥
মহাবিষে বিদূষিত স্থানেতে গমন।
সখাগণে যোগ্য নহে করি এই মন॥

কিম্বা বিষজলহ্রদে আমারে পড়িতে।
যত্নে সখাগণ করিবেক নিবারিতে॥
এত ভাবি একাকী সে হ্রদতীরে গিয়া।
শীঘ্র কৃষ্ণ কদম্ববৃক্ষেতে আরোহিয়া॥
বেগে লম্ফ দিয়া হ্রদজলে পড়িলেন।
জলসব উপরে নিঃসার করিলেন॥
জলে সন্তরিয়া বহু বিচিত্র বিলাস।
জলশব্দ বহুবিধ করিল সহাস॥
তাহে খল কালিয় হইয়া উপস্থিত।
করিলেক নিজদেহে কৃষ্ণেরে বেষ্টিত॥
তাহাতে কৌতুকী কৃষ্ণ দশা আপনার।
অনির্বচনীয় দেখাইলেন বিস্তার॥
সহসা গমনকারী কৃষ্ণে না দেখিয়া।
কৃষ্ণসখাগণ মৃতপ্রায় সে হইয়া॥
সবে তাঁর অন্বেষণে হইয়া কাতর।
দেখি পদচিহ্ন হ্রদে গেলেন সত্বর॥
দেখিলেন কালিয়ের শরীরে বেষ্টিত।
কৃষ্ণচন্দ্র নাহি কিছু করেন চেষ্টিত॥
বয়স্যসকল তাহে হৈলা মোহগত।
স্পন্দনবিহীন রহিলেন জ্ঞানহত॥
বন-আচ্ছাদনে যারা না পায় দর্শন।
নাহি ইচ্ছা করে তারা রাখিতে জীবন॥
ধেনু বৃষ বৎস মহিষাদি গ্রাম্য আর।
বনজাত পশুবর্গ আদি কৃষ্ণসার॥
সবে কৃষ্ণবদনেতে অর্পিয়া নয়ন।
তীরে থাকি আর্ত্তনাদে করয়ে ক্রন্দন।
উচ্চৈঃস্বরে রোদনে বিকল পক্ষিগণ।
বেগে উড়ি হ্রদমধ্যে হয় ত পতন॥
শুষ্ক হৈল বৃক্ষাদিক নিশ্চয় সেক্ষণে।
ত্রিবিধ উৎপাত মহা হৈল প্রকাশনে॥
  এক বৃদ্ধে প্রভু কৈলা মনেতে প্রেরণ
ব্রজমধ্যে ধাবমান গেল সেই জন॥
হাহা মহারব করি সুঘোর কান্দিয়া।
সে-সব বৃত্তান্ত ব্রজে কহিলেক গিয়া॥
বৃদ্ধ-আগমন-পূর্ব্বে মহত উৎপাত।
রক্তবৃষ্টি ভূকম্পাদি ভয়ঙ্কর জাত॥
দেখিয়া শ্রীনন্দ-যশোমতা-আদি যত।
ব্রজবাসিসবে হৈলা সম্ভ্রম-সঙ্গত॥
ব্রজের মঙ্গল কৃষ্ণ—তাঁর অন্বেষণে।
ব্রজে হৈতে বাহির হইয়াছে সর্ব্বজনে॥
পুন সেই বৃদ্ধ ভগ্নকণ্ঠে স্বর করি।
হ্রদে মগ্ন সর্পবেষ্ট কহিল বিবরি॥

শুনি সে বৃত্তান্ত যত ব্রজবাসিগণ।
বজ্রপাতসম সবে করিল মনন॥
  নিজ অনুজের প্রভাবজ্ঞ বলরাম।
আপনার গৃহে স্থিত জানি সবকাম॥
'ইহা মিথ্যা মিথ্যা' এই উচ্চশব্দ করি।
রোহিণীমাতাকে যত্নে প্রবোধ আচরি॥
গৃহরক্ষা-হেতু তাঁরে নিয়োগ করিয়া।
সর্ব্ব ব্রজজনে শান্তকরণ লাগিয়া॥
মৃতপ্রায় সকলেরে অগ্রেতে ধাবিত।
ধাইয়া মিলিলা রাম তাঁদের সহিত॥
শীঘ্র সেই হ্রদে রাম আসিয়া তখন।
অনুজে তাদৃশ দশা করি নিরীক্ষণ॥
ভাইর প্রেমেতে অতি সুকাতর-মন।
ধৈর্য্য না রক্ষিতে পারি করিলা রোদন॥
বিবিধ বিলাপ বলরাম সে করিল।
কাষ্ঠপাষাণাদি-ভেদ যাহাতে হইল॥
পূর্ব্বে নন্দ-যশোমতী মূর্চ্ছা হৈলা যেন।
বলরাম মূর্চ্ছিত হইলা ক্ষণে তেন॥
  তবে সে-সকলে আর যত প্রাণিগণ।
অতি মহাউচ্চৈঃস্বরে করয়ে রোদন॥
অতি আর্ত্তিনাদে তাহা হইল পূরিত।
বিশ্বের রোদন যাহা হৈতে প্রকাশিত॥
সেই মহানাদে রাম পাইয়া সুজ্ঞান।
যত্নে ধীরশিরোমণি হৈলা ধৈর্য্যবান্॥
যশোমতী-নন্দ সংজ্ঞা ক্ষণেকে পাইয়া।
তাদৃশ অবস্থা হ্রদে কৃষ্ণেরে দেখিয়া॥
উচ্চে কান্দি বেগে হ্রদে করে প্রবেশন।
বলরাম দুইকরে করিলা রোধন॥
মৃত্যুতুল্য মূর্চ্ছিত দেখিয়া ব্রজজনে।
হৈলা রাম অতি ব্যথাযুক্ত নিজমনে।
সুন্দর গদ্গদ স্বর করিয়া তখন।
কৃষ্ণ সম্বোধিয়া উচ্চে কহেন কথন—॥
পার্ষদ বৈকুণ্ঠবাসী এসকল নয়।
অযোধ্যানিবাসী নহে এ বানরচয়॥
দ্বারকানিবাসী এই নহে ত যাদব।
গোলোকনিবাসী হয় এই জনসব॥
বৈকুণ্ঠাদিবাসী পারে বিরহ সহিতে।
কৃষ্ণের প্রভাব তাঁরা সদা ভাবে চিতে॥
এ গোলোকবাসী তোমাগত সে জীবন।
পরম প্রেমেতে মগ্ন-মন সর্ব্বক্ষণ॥
আমি আর রক্ষিবারে নারিয়ে এখন।
দেখিয়া এ দশা তব মরে সর্ব্বজন।

হে করুণ ! এসবে না মরে যতক্ষণ।
ত্যজ চেষ্টারাহিত্যাদি কৌতুক এখন ॥
গোষ্ঠজন একবন্ধু হে কৃষ্ণ ! তোমার।
মৃদুলস্বভাব —দুঃখ নার সহিবার ॥
যদ্যপি এ বিনোদ এখনো না ত্যজিবে।
পরে নিজমনে শোক অত্যন্ত পাইবে ॥
স্বরূপ কহেন তবে—যত গোপীগণ।
বিবিধ বিলাপ করি করেন রোদন ॥
পুনঃপুনঃ মোহযুক্ত হয়েন সকলে।
এইহেতু পশ্চাতে আইলা সেইস্থলে ॥
পরম পীড়িতা শঙ্খ-বলয়াদি ভঙ্গ।
মুক্ত কেশ-নীবি-আদি দুঃখিত সর্ব্বাঙ্গ ॥
প্রভুর পার্শ্বেতে যাইবারে সে-সময়।
হ্রদে প্রবেশিতে যান সব গোপীচয় ॥
শোকেতে বিনষ্টচিন্তা—নাহি অবধান।
প্রভুর প্রভাব তাহে নাহি হয় জ্ঞান ॥
হ্রদে প্রবেশিতে গোপী চাহেন যাবত।
আপন কৌতুক কৃষ্ণ ত্যজিয়া তাবত ॥
না সহিয়া প্রভু সকলের দুঃখ যত।
কালিয়বন্ধন হৈতে হৈলা বহির্গত ॥
অতি উচ্চ বিস্তীর্ণ সহস্রফণে তার।
আরোহিয়া হস্তপদ্ম করিলা বিস্তার ॥
কালিয়ের সহস্রেক ফণ শোভমান।
রত্নেতে খচিত স্থলশ্রেণীর সমান ॥
তাহাতে সত্বর নিজপ্রিয়া গোপীগণে।
একবারে করাইলা কৃষ্ণ আরোহণে ॥
চিত্র হৈতে বিচিত্র ভ্রমণে বহুতর।
সেইসব ফণা হৈল অতি মনোহর ॥
পরম অদ্ভুত সেইসব রঙ্গস্থলে।
সকল গোপীর সহ মিলিয়া একলে ॥
আকাশে দেবতাগণ করে বাদ্যগীত।
তাহাতে নাচেন অতি বিচিত্র বিহিত ॥
কৌতুকসাগর নৃত্যে বহু করিলেন।
রসবিলাসেতে জাত সুখ পাইলেন ॥
কৃষ্ণশক্তিবিশেষেতে নন্দাদিক যত।
মোহের গাম্ভীর্য্য কিম্বা নহে অপগত ॥
সেইহেতু গোপীসহ এই নৃত্যলীলা।
নন্দাদিক গুরুবর্গ কেহ না দেখিলা ॥
নন্দাদি শ্রীরাম হৈতে পায়্যা বোধোদয়।
কৃষ্ণে তটোপরি হেরি আনন্দ বিস্ময় ॥
সর্পরাজ-কালিয়ের করিলে দমন।
নাগপত্নীসকলেতে করিল স্তবন ॥
তাহাদের গাত্র হৈতে উত্তরীয়বস্ত্র।
কাড়িয়া লইলা মন্দহাস্যযুক্ত তত্র ॥
তাহে বাগডোর দীর্ঘ করিলা রচন।
কালিয়ের নাসা বিন্ধি করি প্রবেশন ॥
কৌতুকী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বামহস্তে ধরি।
অশ্বন্যায় চড়িলেন তাহার উপরি ॥
হঠ করি ইতস্তত তাহারে চলান।
দক্ষহস্তে ধৃত বংশী হর্ষেতে বাজান ॥
চাবুকের মত সেই বংশীতে কখন।
বলের দ্বারায় তারে করেন চালন ॥
গরুড়ের মত তারে বাহক করিলা।
অতিশয় প্রসন্নতা তাহারে সে দিলা ॥
সেইক্ষণে আনি দিল নাগপত্নীগণ।
অমূল্য বসন মাল্য রত্নের ভূষণ ॥
অনুলেপ-আদি যত দিল ভক্তিভরে।
রাখিলেন কৃষ্ণচন্দ্র ফণার উপরে ॥
পঙ্কজ-উৎপল-আদি পুষ্প বহুতর।
যমুনায় জাত আনি দিলেক বিস্তর ॥
সে-সব ভূষণে নাগপত্নীর দ্বারায়।
ভূষাইলা আপনারে আর গোপিকায় ॥
ফণীন্দ্র কালিয় নিজ অসঙ্খ্য বদনে।
করিলেক স্তব বহু শ্রীনন্দনন্দনে ॥
নন্দাদি সবারে হর্ষে করায়্যা নর্ত্তন।
হ্রদে হৈতে করিলেন তবে নিঃসারণ ॥
গরুড়ের দুষ্প্রাপ যে মহাপ্রসন্নতা।
বরশ্রেণী লাভে নাগ মহা প্রহৃষ্টতা ॥
কালিয় হইতে গোপীসমূহসহিত।
নামিলেন কৃষ্ণ মহা আশ্চর্য্য বিদিত ॥
নন্দাদিক করি আরাত্রিক আলিঙ্গন।
হর্ষযুক্ত অশ্রুধারে করিলা প্লাবন ॥
কৃপা করি কালিয়ে কিঞ্চিৎ কহিলেন।
হ্রদ হৈতে তাহারে ত দূর করিলেন ॥

তথাচ (ভাঃ ১০।১৬।৬০ ৬১) ভগবদাজ্ঞা—

নাত্র স্থেয়ং ত্বয়া সর্প সমুদ্রং যাহি মা চিরম্।
স্বজ্ঞাত্যপত্যদারাঢ্যো গোনৃভির্ভুজ্যতে নদী ॥
য এতৎ সংস্মরেন্মর্ত্ত্যস্তুভ্যং মদনুশাসনম্।
কীর্ত্তয়ন্নুভয়োঃ সন্ধ্যোর্ন যুষ্মদ্ভয়মাপ্নুয়াৎ ॥

গোপ-গোপী-সমুদয় একত্র হইয়া।
নানাবিধ যন্ত্র-তন্ত্র-আদি মিলাইয়া ॥
গাইতে লাগিলা অতি মনোহর গীত।
সেই মহোৎসবে কৃষ্ণ হৈয়া সন্তোষিত ॥

গোপ-গোপীগণসহ শ্রীনন্দনন্দন।
ভগবান্ কৈলা নিজগৃহেতে গমন॥
কদাচিত সে দুষ্ট কংসের অনুচর।
কেশী আর অরিষ্ট দুঁহেতে নামধর॥
কেশী মহা অশ্বের আকার সেই হয়।
বৃষের আকৃতি ধরে অরিষ্ট দুর্জ্জয়॥
বহিশ্চর-প্রাণরূপ কংসের সুপ্রিয়।
বৃহত শরীর তাহে গগনস্পর্শীয়॥
ঘোরশব্দে প্রাণিমাত্রে ভূতলে ফেলায়।
গোপসকলের ভয় বিবিধ দেখায়॥
গোসকলে পদদ্বারা করে আক্রমন।
একবারে ব্রজেতে করিল আগমন॥
দুই অসুরের ভয়ে গোপগোপীগণ।
আকর্ষিয়া কৃষ্ণে করিছেন নিবারণ॥
তাঁদিগে আশ্বাসি বীরদর্প দেখাইয়া।
অগ্রে হৈলা নিজহস্তে ভুজ আস্ফোটিয়া।
প্রথমত কেশী দৈত্য আল্য বেগভরে।
পাদের প্রহারে তারে দূরে ক্ষেপ করে॥
পশ্চাতে বৃষের নাসা-বিভেদ করিয়া।
রাখিলেন গোপীশ্বর-শিবাগ্রে বাঁধিয়া॥
পুনর্ব্বার কেশী দৈত্য আইল তথায়।
অমন্দবিক্রম কৃষ্ণ লম্ফ দিয়া তায়॥
মহাপরাক্রমে তার পৃষ্ঠে আরোহিল।
নানা গতি শিক্ষাইয়া দমন করিল॥
সেই অশ্বে আরোহিয়া নিজসখাগণে।
সহস্রসহস্র শীঘ্র করিয়া ভ্রমণে॥
তাহার কুর্দ্দনেতে বিচিত্র কৌতুকিত।
ভূতলে আকাশে ভ্রমি শোভা বিরাজিত॥
ক্ষণমধ্যে নিয়মিয়া স্ববশ করিয়া।
আরোহণহেতু ব্রজে রাখিল বান্ধিয়া॥
বৃষকেই পূর্ব্বে গোপীশ্বরেতে বান্ধিল।
শকটবাহনহেতু ব্রজেতে রাখিল॥
শ্রীগোলোক-ব্রজবর্ত্তি-নন্দীশ্বরপুরে।
নিবসেন কৃষ্ণ নানা আনন্দপ্রচুরে॥
ব্রজ হৈতে মধুপুরী তাঁরে লইবারে।
কংসাজ্ঞায় অক্রূর আইল একবারে॥
সেইকালে ব্রজে যেই বৃত্তান্ত হইল।
কে কহিবে—তাতে ব্রজে কি গতি ধরিল?॥
অন্তরিক শিলা-কাষ্ঠাদিক তা শুনিয়া।
নিশ্চয় রোদন করি যায় বিদরিয়া॥
সেই বার্ত্তা রাত্রিতেই করিয়া শ্রবণ।
গোলোক-গোকুলবাসী যত সবজন॥
বহুত প্রকার সবে করি বিলপন।
পুনঃপুন অতিশয় মোহযুক্ত হন॥
পুত্রপ্রাণা যশোদা শুনিয়া সমুদয়।
দুষ্ট কংস হইতে পাইয়া অতিভয়॥
আপন শপথ দিয়া করি আচ্ছাদন।
লুকায়্যা রাখেন পুত্রে করিয়া গোপন॥
প্রভাতে অক্রূর বহু যুক্তির দ্বারায়।
প্রবোধ দিলেন নন্দরাজেরে তথায়॥
নন্দ নিজপত্নী যশোদারে নানামত।
বুঝাইয়া পুত্রে বাহে আনিলেন ততঃ॥
দেখি লজ্জা ত্যজিয়া যতেক গোপীগণ।
হাহা আর্ত্তস্বরে উচ্চ করেন রোদন॥
করিতে অশক্তি মাত্র করেন দর্শন।
তাঁহাদের প্রাণ যেন করিল ছেদন॥
সেইকালে যশোমতী অতি দীনমন।
নিজ অশ্রুধারে করে করেন মার্জ্জন॥
ধরি নিজপুত্রকরে করে অক্রূরের।
নিক্ষেপের ন্যায় অর্পিলেন স্বপুত্রের॥
কহিলা নন্দেরে—তব হস্তেতে এক্ষণ।
প্রাণধনাধিক পুত্র করিলুঁ অর্পণ॥
কারেও না বিশ্বাসিবা স্বপার্শ্বে রাখিয়া।
দিবে মম করে তুমি এখানে আনিয়া॥
এইমতে সুতস্নেহভরেতে আতুরা।
পৌনঃপুন্য মোহযুক্তা হয়েন প্রচুরা॥
বাক্যরোধ যশোমতী আপন আলয়ে।
কৃষ্ণবিনা একা আইলেন যেসময়ে॥
তবে ব্রজগোপিকাগণের সুমহত।
ক্রন্দনের ধ্বনি হৈল অতি উচ্চগত॥
যে ক্রন্দন অদ্যাপিহ করিলে স্মরণ।
শুষ্ককাষ্ঠে জল বহে—শিলায় রোদন॥
স্বয়ং ব্রজ তাহা শুনি হয় ত বিদার।
কহিব কি কথা ইথে অন্তের কি আর?॥
নিশ্চয় জগত যদি ক্ষণে নাহি মরে।
তবে মগ্ন হয় সেই শোকের সাগরে॥
সরলস্বভাবা যশোমতী বহুতর।
প্রবোধ দিলেন গোপীগণেরে বিস্তর—॥
মুনিপুত্র অক্রূরের করে এইক্ষণ।
নিক্ষেপরূপেতে করিলাম সমর্পণ॥
সাধুলোকহস্তে সমর্পিলে দ্রব্যচয়।
কদাচিত তাহে কোন আশঙ্কা না হয়॥
শীঘ্র তাঁরা কৃষ্ণে আনি করিবে অর্পণ।
অতএব শোক নাহি কর গোপীগণ॥

এমতে প্রবোধ সান্ত্ব বহু করিলেন।
তবু গোপী শোকার্ণবে মগ্ন হইলেন॥
কোপের সহিত যশোদারে সেসময়।
কহিতে লাগিলা খেদে ব্রজনারীচয়—॥
রে নির্দয়ে! আরে বুদ্ধিবিহীন হইলে।
নিজপুত্র ব্যাঘ্রের করেতে সমর্পিলে?॥
কৃষ্ণবিনা শূন্য এই হইল আলয়।
একা তুমি প্রবেশিলে কেমন হৃদয়-॥
এইমতে যশোদারে নন্দাদিরে আর।
নিন্দন করেন গোপী অনেকপ্রকার॥
অধিক শোকের বেগে অক্রূরে শাপিয়া।
ধাইলেন বেগে গৃহে হৈতে বাহিরিয়া॥
প্রভুরে আহ্বান করি করুণা করিয়া।
করেন রোদন অতিশোকার্ত্ত হইয়া॥
প্রিয় কৃষ্ণ রথোপরি আরোহণে স্থিত।
নন্দ বলদেব গোপ অক্রূর সহিত॥
গোপীদের মহাশোক দৃঢ়ার্ত্তি রোদনে।
কান্দিলা মোহিলা যত ব্রজবাসিগণে॥
ক্ষণে স্বাস্থ্য পাই সেই গোপিকার গতি।
গোপীগণে দেখি প্রাপ্ত-শেষদশা অতি॥
স্বয়ং তাঁহাদিগে বাঁচাইবার কারণ।
রথ হৈতে লম্ফ দিয়া নামিলা তখন॥
আবৃত হইয়া কৃষ্ণ সেই গোপীগণে।
অলক্ষিতে কুঞ্জমধ্যে করিলা গমনে॥
ততঃপরে কংসদূত সুস্থতা পাইয়া।
কৃষ্ণচন্দ্রে রথের উপর না দেখিয়া॥
অনুতাপ করি বলরামে কহিলেক।
বাক্যের চাতুর্য্যে তাঁরে বশ করিলেক॥
বসুদেব দেবকী যাদব সবাকার।
দুঃখ কহিলেক—কৃষ্ণ কারণ যাহার॥
তবে রাম অক্রূরের সহ অন্বেষিয়া।
পাইলেন কুঞ্জ পদচিহ্নিত দেখিয়া॥
গোপীগণে আবৃত শ্রীকৃষ্ণেরে দেখিয়া।
অবিদূরে বলরাম থাকিলেন গিয়া॥
অক্রূর তখন উচ্চ করিয়া রোদন।
কহিতে লাগিলা কৃষ্ণ শুনেন যেমন—॥
বসুদেব দেবকী সুবৃদ্ধ অতিদীন।
দুষ্ট কংস নির্ভৎসন করে প্রতিদিন॥
উঠাইয়া খড়্গ নিত্য কাটিবারে চায়।
ত্রাস-শোক-পীড়াসাগরেতে ফেলি তাঁয়॥
সেই দুইজন তব ভক্ত অতি হয়।
ত্যাগ করিবারে কদাচিত যুক্তি নয়॥
সকল যাদবগণ অনন্যালম্বন।
দিয়া আছে মম পথমধ্যেতে নয়ন॥
কংস হৈতে ত্রস্ত দেববিপ্রাদিকসব।
মহা আর্ত্ত শোকোত্তপ্ত হত-আশা হবে॥
সেই কংসরাজ হয় দেবের মর্দ্দন।
নিজ বাহুবল সদা করয়ে শ্লাঘন॥
নিজ অনুরূপ যেই মহাবলাসুর।
সেইসব তার সঙ্গী হয় ত প্রচুর॥
জরাসন্ধ-নরকাদি যত রাজগণে।
তাহারে পূজয়ে নাহি মানে কোনজনে॥
স্বরূপ কহেন—তব শ্রীনন্দনন্দন।
গোপিকাগণেরে নাহি করিল ত্যজন॥
কহিতে-কহিতে দন্তে ধরি তৃণচয়।
অক্রূর করিল মহা কাকুসমুদয়।
পরমোগ্রকর্ম্মা সেই ব্রজনারীগণে।
একে-একে প্রণমিয়া কহয়ে বচনে—॥
যদুবংশজাত আর যত লোকগণে।
ওগো দেবীসব! নাহি কর বিনাশনে॥
এইসব গোপ কংস হৈতে ধরে ত্রাস।
ইহাদের প্রতি কৃপা করহ প্রকাশ॥
বসুদেব-দেবকী—কৃষ্ণের মাতা-পিতা।
কংস হৈতে কৃষ্ণ দীন হও গো রক্ষিতা॥
গোপিকাগণের ওহে মহাধূর্ত্তবর!।
কংস-অনুবর্ত্তি মিথ্যা প্রলাপ না কর॥
পিতামাতা কোনস্থানে হয় ত ইঁহার।
নন্দ-যশোদার পুত্র প্রসিদ্ধ যাঁহার॥
গোকুল গো-কুল আর যত নারীকুল।
না মার না মার ইহা কহিলাম মূল॥
স্বরূপ কহেন—দুষ্টকংসের চেষ্টিত।
শুনিয়া হইল কৃষ্ণে ক্রোধ উপস্থিত॥
বন্ধুগণ-দুঃখ হেতু আপনি যাহার।
শ্রবণ করিয়া শেকে হইল প্রচার॥
মথুরাগমনে দেখি রামের সম্মতি।
যেহেতু আছেন মৌনে অক্রূরসংহতি॥
গোপীসকলের কৃষ্ণ করি আশ্বাসন।
কুঞ্জ হৈতে নির্গমন করিলা তখন॥
তাহাতে অক্রূর অতি হৈয়া আনন্দিত।
সঙ্কেত পাইয়া বলরামের ত্বরিত॥
সেইস্থানে রথ আনিবারে চলিলেন।
ধাইয়া বেগেতে বহির্গত হইলেন॥
মথুরাগমনকারি-কৃষ্ণের নিশ্চয়।
মুহু তাঁর মুখপদ্ম দেখে গোপীচয়॥

বিয়োগ-আনলে ভীতা করিয়া রোদন।
পাদপদ্মে পড়ি কৃষ্ণ কহেন বচন—॥
ওহে নাথ! না পারিব ধরিতে জীবন।
তোমা বিনা অনাশ্রয়ে কভু এইক্ষণ॥
এই নিজদাসীগণে ত্যাগ না করিবে।
লৈয়া চল তথা প্রভু! যেস্থানে যাইবে॥
তব সঙ্গলাভহেতু গৃহ হৈল বন।
গৃহ বন তব সঙ্গ-অভাব-কারণ॥
হইল সপত্নীবর্গ সুহৃদে গণন।
তব সঙ্গমের সাহায্যতার কারণ।
বৈরী হৈল পতিপুত্রাদিক বন্ধুগণ।
যেহেতুক কৃষ্ণসঙ্গ করে নিবারণ॥
বিষ হৈল সুধা প্রেমে করিতে ভোজন।
জ্যোৎস্না-চন্দনাদি-মিষ্ট বিষতুল্য হন॥
এইহেতু তোমা বিনা অবশ্য মরিব।
কদাচিত জীবন ধরিতে না পারিব॥
ঈষদ্ধাস্যযুক্ত তব সুন্দর আনন।
মনোহর পাদপদ্ম উরুদ্বয় হন॥
বক্ষঃস্থল নানামত শোভাতে পূজিত।
কোথাও না দেখি নাহি থাকিবে জীবিত॥
যদি কহ—আমি শীঘ্র আসিব এথায়।
নিশ্চয় জানিহ, শুন উত্তর তাহায়—॥
গোপবিলাসের হেতু তুমি বৃন্দাবনে।
সখার সহিত নাথ। করিলে গমনে॥
সন্ধ্যাকালে অবশ্য সে আসিবে আপনে।
এই আশে কৃচ্ছে দিন করিয়ে যাপনে॥
কংস দুষ্টজনের আশ্রয় তার পুর।
দূরে গেলে কংসপ্রিয় সহিত অক্রূর।
নানাবিধ শঙ্কাতে আকুল হইবারে॥
প্রবাসার্ত্তি চিন্তিয়া বাঁচিব কি প্রকারে?॥
সহঅনুচর সেই কংসের বিনাশে।
নাহি জানি তব কত হইবে আয়াসে॥
মথুরানিবাসিজন-পীড়া-বিনাশনে।
না জানিবে কতকাল হবে বিলম্বনে॥
আমাদের স্মৃতি তথা হবে না কি হবে।
অতএব শীঘ্র আসিবে কিরূপে তবে॥
স্বরূপ কহেন—তবে এই ত প্রকার।
বহু কাকু করিলেন গোপিকা প্রচার॥
যাহা শুনি সেইস্থানবাসী যতজন।
করিয়া রোদন মোহ পাইল তখন॥
কোনমতে কৃষ্ণ করি ধৈর্য্য আলম্বন।
স্বচক্ষু হইতে অশ্রু করিয়া মার্জ্জন॥
গোপিকার নেত্রজল করিয়া মার্জ্জন।
কহিতে লাগিলা ইহা গদগদ বচন—॥
সাধু আর মম দ্বেষী—অল্পশক্তি তায়।
কংসের বিনাশ আমি করিয়া হেলায়॥
আইলাম প্রায় আমি প্রতীতি সে ধর।
ওহে সখি! কান্দি অমঙ্গল নাহি কর॥
স্বরূপ কহেন—তত্র করিলা গমন।
গোপপুরোহিত-পশু-দাস-দাসীগণ॥
অতিবেগে আল্যা নন্দ যশোদা রোহিণী।
তথায় আনিল রথ অক্রূর সে তিনি॥
বলদেব-সহ কৃষ্ণ তাহে আরোহিলা।
গোপীতে সংলগ্ন দৃষ্টি যত্নে নিবর্ত্তিলা॥
মূর্চ্ছা বিহ্বলিতা গোপী কান্দেন পড়িয়া।
নেত্রজলে ধরণী কর্দ্দম হয় গিয়া॥
তাহা দেখি যশোমতী সকরুণস্বরে।
পুনঃ উচ্চ অধিক রোদন তথা করে॥
মনোদুঃখী নন্দ তাঁরে কহেন সান্ত্বিয়া।
প্রস্তুতার্থসমাধান-নৈপুণ্য দর্শিয়া—।
কংসের পুরেতে মম হর্ষেতে প্রয়াণ।
এইমত তোমরা কদাচ নাহি জান॥
মিথ্যাভাবী অক্রূরের বাক্যে কদাচিত।
অন্যের সন্তান কৃষ্ণে না জানি নিশ্চিত॥
কোনমতে কৃষ্ণে রাখি ব্রজে না আসিব।
কার সাধ্য বল করি ইহারে রাখিব?॥
মধুপুরে উন্মনা—বিলম্ব না করিব।
কংসবধে ব্যাজপ্রাপ্তে ভুলিতে না দিব॥
জানি কৃষ্ণ বিনা যত ব্রজবাসিগণ।
জীবন ধরিতে নাহি পারি একক্ষণ॥
তাহে জান শীঘ্রাগত মোরে পুত্রসহ।
মুক্ত করি বসুদেব-দেবকী-নিগ্রহ॥
স্বরূপ কহেন—নন্দরাজ এপ্রকারে।
শপথাদি দিয়া আশ্বাসিলা যশোদারে॥
চিত্তে শান্তি-মত তাহে যশোদা ধরিলা।
গোপীগণে বহুতর আশ্বাস করিলা॥
জলসেক-আদি বহুপ্রকার করিয়া।
যত্নে গোপীগণে লইলেন উঠাইয়া॥
গোপসব শকটে করিল আরোহণ।
অক্রূর শীঘ্রতে রথ করিল চালন॥
গমন করেন কৃষ্ণ দেখি ব্রজনারী।
কিঞ্চিত বিরহ তাঁর সহিতে না পারি॥
হাহা উচ্চ নাদে শুষ্ক হইল বদন।
অত্যন্ত স্খলিত হয় পদের গমন॥

ভগ্ন কণ্ঠস্বর দীর্ঘরবেতে তখন।
মহা-আর্ত্তি-কাকুযুক্ত করেন রোদন॥
যার শব্দে দশদিগ হইল পুরণ।
রথের পশ্চাতে গোপী করিল ধাবন॥
কোনকোন গোপী রথ করিল ধারণ।
কেহকেহ অনুমানি আপন মরণ॥
কিম্বা রথগমন-বিরোধ করিবারে।
চক্রের তলেতে পড়িলেন বেগদ্বারে॥
কেহ কেহ কিছুদূর যাইয়া মোহিলা।
কেহকেহ অগ্রে যাইবারে না পারিলা।
ততঃপরে ধেনু বৃষ বৎস মৃগগণ।
অন্ধ-অন্ধ জন্তু যত হৈয়া দুঃখিমন॥
উচ্চরোদনের অশ্রুজলে ধৌতানন।
থাকিল সকলে রথ করি আবরণ॥
কোলাহল রব করি আকুল হইয়া।
পক্ষিসব রথোপরি বেড়ায় ভ্রমিয়া।
সেইক্ষণে বৃক্ষজাতি যতেক আছিল।
পত্রের সঞ্চয় সব শুষ্কতা পাইল॥
মহাগিরিসকলের বৃক্ষের সহিত।
শিলাসব নিম্নস্থলে হয় ত স্খলিত॥
নদীর হইল শুষ্ক জল পুষ্প যত।
অতিক্ষীণ উজান বহনে হৈল গত॥
পরম প্রেয়সী গোপীপ্রভৃতি সবার।
অতি দুঃখময়ী দশা দেখিয়া প্রচার॥
শোকেতে আকুল হৈল কৃষ্ণের মানস।
রোধিবারে নারে উচ্চরোদন-বিবশ॥
অশ্রুধারা অতিশয় হয় ত পতন।
তাহার মার্জনে ব্যগ্র হইলা তখন॥
'রথ হৈতে প্রভু লম্ফ দিয়া পাছে যান।'
পুনর্ব্বার এ আশঙ্কা করি অনুমান॥
যত্নবৃদ্ধ অক্রূর প্রভুরে পৃষ্ঠে ধরে।
উৎপ্রেক্ষা করিয়ে এই চিত্তের ভিতরে॥
'কদাপি মোহেতে পাছে হয় ত পতন।'
এই প্রণয়েতে যেন করিলা ধারণ॥
মোহ-প্রাপ্ত-মত কৃষ্ণে জানিয়া লক্ষণে।
বলরাম নন্দাদির সম্মতে তখনে॥
রথের ঘোটকগণে করাঘাত করি।
অক্রূর চালায়্যা দিলা অতিবেগ ধরি॥
চেতনবিহীন গোপনারী পশুগণ।
ইতস্তত পড়িয়া আছয়ে কতজন॥
তাহাদিগে বর্জ্জি রথ বক্রগতি করি।
বাহির করিলা রথ অক্রূর সত্বরি॥

করিছেন গোপীগণ প্রভুরে দর্শন।
কুররীপক্ষীর ন্যায় অতি আক্রোশন।
নির্দ্দয় অক্রূর তথা প্রভুরে হরিল।
পক্ষিমধ্য হৈতে শ্যেন যেন মাংস নীল॥
অক্রূরের তাড়নায় রথ-অশ্বগণ।
তেন অতি বেগযুক্ত করিল গমন॥
যেন কোন্‌স্থানে কৃষ্ণ করিল গমন।
লক্ষিতে নহিল শক্ত তাহা কোনজন॥
তবে করিলেন নন্দ-আদি গোপগণ।
নিজনিজ শকটেতে বৃষভ-যোজন॥
তাহার উপরে সবে করি আরোহণ।
করিলেন অতিবেগে পশ্চাতে গমন॥
ব্রহ্মহ্রদে অক্রূর করিয়া আনয়ন।
বহুবিধ স্তব দ্বারা স্তুতির রচন॥
অনেকপ্রকার নীতিবিস্তার দ্বারায়।
করিলেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রেরে শুশ্রূষায়॥
তবে ব্রজজনের জন্মিল দশা যেই।
শ্রবণে শ্রাবকে তেন দশা দেয় সেই॥
তাহার কথায় মন হৃদয়-দলন।
হাহা বজ্র হয় যেন মস্তকে পতন॥
পরীক্ষিত কহিছেন—শুন মা উত্তরে।।
কহিতে-কহিতে এইমত কথা পরে॥
স্বরূপ করুণস্বরে কাতর-সহিত।
উচ্চ কান্দি প্রেমভোলে হৈল মূর্চ্ছান্বিত॥
শ্রোতা দ্বিজবর কৃষ্ণকথা শুনাইয়া।
অতি ক্লেশে ক্ষণে সুস্থ করিলেন নীয়া॥
পুনশ্চ স্বরূপ প্রেম-গদগদ বচনে।
কহিতে আরম্ভ করিলেন ততঃক্ষণে॥
কিন্তু পুনর্ব্বার মোহ করি আশঙ্কন।
ত্যজিলা ব্রজের দুঃখ দুর্দ্দশা বর্ণন॥
কহেন—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মথুরায় গিয়া।
মালাকার-রজক-কুব্জাদিরে তোষিয়া॥
অনুচর-সহ কংসে করিয়া নাশন।
বসুদেব-দেবকীরে করিলা মোচন॥
কংসের জনক উগ্রসেনে রাজ্য দিলা।
সর্ব্বদিগ হৈতে যদুগণে আনাইলা॥
কংসের দৌরাত্ম্যে ত্যক্ত ছিল পৌরজন।
মিষ্টবাক্যে সকলে করিলা আশ্বাসন॥
কংস হৈতে পরম পীড়িত যদুগণ।
কৃষ্ণ যাঁহাদের গতি আর ত জীবন॥
কংসবন্ধু জরাসন্ধ-আদি-নৃপ-ভয়ে।
তথায় থাকিতে কৈলা যত্ন অতিশয়ে॥

ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজসহিত ।
সুখ করিবারে তথা হৈলা নিবাসিত ॥
ব্রজবাসিজনে করিবারে আশ্বাসন ।
নন্দাদিরে গোকুলেতে করিলা প্রেরণ ।
কৃষ্ণ কহে—ওহে পিতা ! তাবত আপনে
গোপবর্গ-সহ ব্রজে করহ গমনে ॥
আমাদের বিনা যত ব্রজবাসিজন ।
যাবত কাহার নাহি হয় ত মরণ ॥
উদ্বিগ্নমানস তব মিত্র যদুগণ ।
ক্রমেতে করিয়া সবাকার সুখিমন ॥
শীঘ্র আমি মম প্রিয়তম বৃন্দাবনে ।
নিঃসংশয় জানিবে করিব আগমনে ॥
নন্দ কহে—তুমি আমাদিগে ত্যাগ করি ।
পারহ অন্যত্র বাস করিতে শ্রীহরি ! ॥
এ প্রত্যয় আমার না হয় কদাচন ।
ইহা জানি আমি এথা করিল গমন ॥
নিজপরিজনদিগে নিজসন্নিহিতে ।
রক্ষ রক্ষ মা মুঞ্চ মা মুঞ্চ কদাচিতে ॥
আপন ইচ্ছায় যবে করিবে গমন ।
তোমার সঙ্গেতে মোরা যাইব তখন ॥
মম দত্ত আশায় ব্রজের যতজন ।
তব জননীর সহ আছে সঞ্জীবন ॥
তোমা বিনা গেলে আমি কঠিনহৃদয় ।
মরিবে তখনি বাপ ! সকলে নিশ্চয় ॥
শ্রীদাম কহেন—কিবা করিবে এখন ।
গোষ্ঠভূমে তুমি যবে কর গোচারণ ॥
তরু-লতা-আদিতে হইলে আচ্ছাদন ।
যে আমরা নাহি পরি ধরিতে জীবন ॥
ওহে প্রভু ! তোমা বিনা তত্র চিরকাল ।
থাকিতে হইব শক্ত কেমতে গোপাল ! ॥
স্বরূপ কহেন—নন্দাদির বিরুবিত ।
এপ্রকার শুনি প্রভু হৈলা তুষ্ণীস্থিত ॥
ইচ্ছা ব্রজে যাইবার তাঁর আশঙ্কিয়া ।
বসুদেব কহেন কিঞ্চিৎ বিবরিয়া—॥
ভাই নন্দ ! তব পুত্র অগ্রজসহিত ।
ব্রজে সদা সুখে থাকে অন্যত্র দুঃখিত ॥
কিন্তু একাদশবর্ষবয়স-সময় ।
উপনয়নের কাল এই ত নিশ্চয় ॥
তাহে দুহে ব্রহ্মচারী হই স্থানান্তরে ।
বেদ-অধ্যয়ন করি ব্রজে যাবে পরে ॥
স্বরূপ কহেন—বসুদেবের বচনে ।
কৃষ্ণের সম্মতি নন্দ জানিয়া লক্ষণে ॥

আপন বাক্যেতে তাঁর অসম্মতি-জ্ঞানে ।
রোদনে আকুল নন্দ করিলা প্রস্থানে ॥
বস্তুত নন্দের এই আশয় সে মনে ।
আমাদের গতি কৃষ্ণ করি আলোকনে ॥
বিরহে অন্যত্র কৃষ্ণ না পারি থাকিতে ।
আমাদের সঙ্গে ব্রজে আসিবে ত্বরিতে ॥
এই অভিপ্রায় নন্দ করিয়া হৃদয়ে ।
প্রস্থান করিলা ইহা জানিবে নিশ্চয়ে ॥
যাদবকুলের সহ শ্রীকৃষ্ণ আপনি ।
অনুব্রজ্যা যান গোপরাজের তখনি ॥
রোদন করিয়া ক্রমেক্রমে গোপগণ ।
কৃষ্ণকণ্ঠে ধরে তিঁহ করেন রোদন ॥
ব্রজে যাইবারে কৃষ্ণে ব্যাকুলিতমন ।
দেখি বসুদেবাদি যাদব ধীরগণ ॥
অনেকপ্রকার যুক্তিপংক্তি দেখাইয়া ।
নিবর্ত্ত করিলা কৃষ্ণে যাইতে না দিয়া ॥
নন্দাদি আইলা ব্রজে কৃষ্ণের ইচ্ছায় ।
অন্যথা শ্রীকৃষ্ণ বিনা কেবা ব্রজে যায় ? ॥
নন্দ আইলেন শুনি ব্রজবাসিজন ।
কৃষ্ণাগম-আশে সবে করিলা গমন ॥
নন্দ কৃষ্ণবিরহেতে শোকে আকুলিত ।
কৃষ্ণবিনা নিজ আগমনে লজ্জান্বিত ।
তাহে বস্ত্রে মুখাচ্ছাদি হইয়া রোদিত ।
গৃহে গিয়া ভূমে শোয় পরম দুঃখিত ॥
ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণ না করি দর্শন ।
পরম পীড়ায় অতি সকাতরমন ॥
নাহি জানে কি কর্ম্ম করিবে সে-সময় ।
বহুতর শঙ্কা হৈতে বিবশ-হৃদয় ॥
শুষ্ক হৈল বদন—কেহ ত নাহি পারে ।
'শ্রীকৃষ্ণ কোথায় ?' এই প্রশ্ন করিবারে ॥
বৃদ্ধগোপ-মুখে শুনি কৃষ্ণসমাচারে ।
'এক্ষণে যাদবকুল-দুঃখ হরিবারে ॥
মধুপুর-মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র থাকিলেন ।'
এই কথা যখন সকলে শুনিলেন ॥
হাহা হাহা মহা-আর্ত্তি-শব্দেতে তখন ।
কৃষ্ণমাতা-সহ উচ্চ করিয়া রোদন ॥
নারীগণ যে দশা পাইলা সে-সময় ।
হা হন্ত হা হন্ত কার সাধ্য তাহা কয় ? ॥
পরীক্ষিত কহেন—এপ্রকারে তখনে ।
ব্রজজন-দশা আসি স্বরূপের মনে ॥
শোকানল প্রজ্বলিত হৈয়া অতিশয় ।
দগ্ধ হৈলা শ্রীগোপকুমার মহাশয় ॥

মোহযুক্ত পুনর্বার স্বরূপ হইলা।
চেতনবিহীন ভূমিতলেতে পড়িলা॥
সেই বিপ্রবর জলসেকাদি-দ্বারায়।
যত্নে অল্প স্বাস্থ্য-প্রায় করিলা তাঁহায়॥
স্বরূপ আপন মোহ পুন আশঙ্কয়।
অধিক সে বার্ত্তা বিশেষেতে না বর্ণয়॥
প্রস্তুতা কথার শেষ করিতে শ্রবণ।
মাথুর ব্রাহ্মণে ব্যগ্র করিয়া দর্শন॥
যত্নে নিজমনঃস্থির করি সে-সময়।
পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলা মহাশয়॥
'ব্রজজন-শোক-পীড়াভর কদাচিত।
অন্তপ্রকারেতে নাহি হবে নিবর্ত্তিত॥'
প্রতীতির যোগ্য উদ্ধবাদির দ্বারায়।
শুনিয়া যাদবগণে কহি সব তায়॥
প্রিয়প্রেমবশ কৃষ্ণ রামের সহিত।
ব্রজে আগমন করিবেন সত্বরিত॥
বিদগ্ধগণের মস্তকের শ্রেষ্ঠমণি।
কৃপা করিবারে নিত্য আকুল আপনি॥
ব্রজস্থিত সকলের কৈলা প্রাণদান।
তাহাদের সহ বিহরিলা তথা স্থান॥
যেন তাঁরা এই দুঃখ মূলের সহিত।
বিস্মরণ করিলেন হৈয়া আনন্দিত॥
যদি ব্রজবাসিসকলের কোনজন।
মথুরাগমন কভু করয়ে স্মরণ॥
খেদে কহে—'আমি স্বপ্ন দেখিলুঁ কিঞ্চিত'।
ভয়ে শোক করে বহু রোদন-সহিত॥
গোপালের বিহারের মাধুরীর ভরে।
আকর্ষিত বিমোহিত সর্ব্বেন্দ্রিয়বরে॥
চিরকাল এইমত ব্রজবাসিজন।
ভূত ভবিষ্যত কিছু না করে স্মরণ॥
কালান্তরে সেই ত অক্রূর পুনরায়।
রথ নীয়া আল্য ব্রজে অনাগতপ্রায়॥
পূর্ব্বমত নীয়া গেলে ব্রজের জীবনে।
হৈলা পূর্ব্বমত দশা ব্রজবাসিজনে॥
পুনর্ব্বার মধুপুরে করিয়া গমন।
করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কংসের নাশন॥
পূর্ব্বমত ব্রজমধ্যে করেন গমন।
এইমত নিশ্চয় করেন বিহরণ॥
এইমতে পুনঃপুনঃ পূর্ব্বপূর্ব্বমত।
পুনঃ যান পুনঃ আসি ব্রজে ক্রীড়ারত॥
সেইমত কালিয়দমন পুনঃপুন।
মুহুর্মুহু গোবর্দ্ধনধারণে নিপুণ॥

বারম্বার প্রভুর বিবিধ লীলা পর।
আশ্চর্য্য প্রবর্ত্ত হয় ভক্তমনোহর॥
কৃষ্ণের পরম প্রেম কালকূটসম।
তাহে বিমোহিত ব্রজবাসী নিরুপম॥
যত কৃষ্ণ-লীলাগণে মানে নিজমনে।
পূর্ব্ব অনুভব যেন না কৈল কখনে॥
ইথে তাহাদের প্রেমাবেশ নিরন্তর।
বিয়োগে যোগেতে বাড়ে সুমহত্তর॥
গোলোকেতে নিত্যবাসিগণ যত হয়।
তাহারা যে বিস্মরণ করে সমুদয়॥
সে কথা থাকুক দূরে—আমরা নূতন।
আমাদেরো স্মৃতি নাহি থাকে কদাচন॥
অনির্ব্বচনীয় মহা মোহন মাধুর্য্যে।
সরিতের ধারা সিন্ধু নিমগ্ন প্রাচুর্য্যে॥
তাদৃশ প্রিয়ের প্রেম-মহাধনচয়।
লাভের উদ্যমে কেবা কি না বিস্মরয়?॥
অহো মহাশ্চর্য্য এই প্রভু সে আপনে।
নিজপ্রিয়-প্রেম-সমুদ্রেতে মগ্ন-মনে॥
কিছু কৃতকার্য্য সদা করিতে সন্ধান।
ক্ষম নাহি হন বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ ভগবান্॥
প্রভুচরণের লীলা সব নিত্যা হয়।
সচ্চিদানন্দময়ীশে স্বয়ং বিরাজয়॥
প্রভুপাদসেবা দ্বারা আকর্ষিতা হয়।
সেইসেই পরিবারযুক্তা প্রবর্ত্তয়॥
গোলোকের মাহাত্ম্য-মাধুরীধারা যেই।
তোমারে কহিলুঁ তার অন্ত্যসীমা এই॥
সর্ব্ব বৈকুণ্ঠাদি ধাম হৈতে বিলক্ষণ।
নিঃশেষে কহিলুঁ এই তোমারে ব্রাহ্মণ।॥
মাথুর ব্রাহ্মণ তাঁরে করে জিজ্ঞাসন।
কৃষ্ণচন্দ্র মধুপুরী করিলে গমন॥
তুমি কোথা বসতি করিলে কিপ্রকারে।
যাহে চিরকাল করি বহু যত্ন সারে॥
ব্রজভূমে শ্রীগোপালদেবের সহিত।
ক্রীড়ার আশায় পাল্যে সে ধাম বিহিত॥
ব্রজভূমে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বদা ক্রীড়ন।
পরিত্যাগ নাহি ঘটে তাহা কদাচন॥
মধুপুরী গেলে তাঁর সহিত বিলাস।
নাহি ঘটে, কহ দেখি ইহার নির্য্যাস॥
স্বরূপ কহেন—মম তুল্য যতজন।
পায়্যাছে গোলোক যারা করিয়া সাধন॥
প্রভুর আদেশে ব্রজে নন্দাদি-সহিত।
নিজতুল্যজন-সহ সদা হয় স্থিত॥

যেহেতুক গোলোকের এই ত স্থিত।
কৃষ্ণসঙ্গ বিনাও সর্ব্বদা সুভাব॥
সেইস্থানে থাকিবার ইচ্ছা সদা হয়।
অন্যত্র গমন করিবারে বাঞ্ছা নয়॥
বিরহাদিকৃত দুঃখ গোলোকে যে হয়।
সর্ব্বসুখ-মস্তকে সে অত্যন্ত নাচয়।
শ্রীগোলোকে বিরহেতে যে শোক জন্ময়।
সর্ব্বানন্দ-সমূহের উপরে নাচয়॥
এই উক্ত প্রকারে শ্রীগোলোকে বসিয়া।
আমার মনের পরিপূরণ হইয়া।
পাইয়াও বাঞ্ছাধিক ফল সে বাঞ্ছিত।
বস্তুর স্বভাবে তৃপ্তি নহে কদাচিত॥
তাথে ব্রজনারী-কুচ-কুঙ্কুমে আচিত।
মনোরম পাদপদ্মদ্বয় সুললিত॥
কোন নিজ-ইন্দ্রিয়াদি-দ্বারায় নিশ্চিত।
ত্যজিতে না পারি ক্ষণকালো কদাচিত॥
এই দীনতর জনে মাধুর্য্য-নিষ্ঠার।
কৃপাপ্রসন্নতা যেই হইল তাঁহার॥
অন্যে অসম্ভাব্যহেতু কুত্রাপি কহিতে।
যোগ্য নাহি হয়—তবু কহিলুঁ বিদিতে॥
তোমার হিতার্থে শ্রীরাধিকার আজ্ঞায়।
কহিলাম এইভাবে জানিহ ইহায়॥
যদি কহ—তবে এই ভৌমমথুরায়।
কি প্রকারে আইলে? উত্তর শুন তায়—॥
এইমতে চিরকাল থাকিয়া তথায়।
মর্ত্ত্যলোক-মধ্যস্থিত এই মথুরায়॥
শ্রীবিশিষ্ট যেমত গোলোকে সব হয়।
সেইমত দেখিলাম ইহাতে নিশ্চয়॥
হইলে শ্রীগোলোকের তত্ত্ব অনুভব।
এই মথুরার তত্ত্বজ্ঞান হয় সব॥
শ্রীগোলোকবর্ত্তী যত গোপ-গোপীগণ।
পশু পক্ষী কৃমি গিরি সরিত গোধন॥
তাঁদের পৃথক মূর্ত্তি বিশেষেতে বৃত।
সদা একরূপে কৃষ্ণক্রীড়াযোগ্য কৃত॥
লোকের উক্তির প্রকারেতে সুনিশ্চয়।
গোলোকবিহারী কৃষ্ণ সর্ব্বদা সময়॥
গোলোকসদৃশ ক্রীড়া-আবলি-সকল।
বিস্তারিয়া বিভূষিত করেন নিশ্চল॥
সেহেতু এ মথুরা-ব্রজেতে কদাচিতি।
থাকিয়া কখন বা গোলোকে করে স্থিতি॥
ভৌমমথুরামণ্ডলে গোলোকেতে আর।
দুইস্থানে কিছু ভেদ না দেখি ইহার॥
এস্থানে থাকিয়ে জানি আছিয়ে তথায়।
গোলোকে থাকিয়ে জানি আছিয়ে এথায়॥
যদি কহ—'পূর্ব্বে কেন ছাড়ি এই স্থান।
গোলোক পাইতে যত্ন করিলে বিধান?॥'
পূর্ব্বে এই তত্ত্ব অনুভব না হইয়া।
পরম বিভেদজ্ঞান কৈল মম হিয়া॥
এইক্ষণে সেই তত্ত্ব জানিয়া সন্ধান।
দুইধামে অভেদ হইল মম জ্ঞান॥
যদি কহ—'ঊর্দ্ধ-অধ-ভাবে, ভেদ হয়ে।
গমনাগমন হবে কর লোকদ্বয়ে॥
তবে দুই লোকের বিচ্ছেদে দুঃখ হয়?।'
ইহার উত্তর কহি শুনহ নিশ্চয়—॥
গমনাগমনে ভেদ যে হয় জনন।
লোকদ্বয়ে চিত্ত-আনুরক্তির কারণ॥
তাহাও না জানিয়ে যেমত প্রকাশিত।
কখনোবা কিছু দুঃখ হয় ত সূচিত॥
'এই স্থানদ্বয় হৈতে অন্য কোনধামে।
না স্পৃহে শ্রবণ দৃষ্টি মন কোনকামে॥
এই স্থানদ্বয় হৈতে অন্য কোনস্থানে।
বর্ত্তমান কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ংভগবানে॥
আছেন তাদৃশ ভক্তসকল তাঁহার।'
এমত না মানে কভু হৃদয় আমার॥
বৈকুণ্ঠাদিবাসিগণ দেখে কদাচিত।
তাদিগেও দেখি কৃষ্ণবিরহে পীড়িত॥
বৈকুণ্ঠাদিলোকবাসি-মধ্যে কদাচিত।
গোলোকস্থ-ব্রজবাসী-সম ভাবান্বিত॥
না দেখিয়া অনুতাপে প্রেম প্রকাশিতে।
গোলোকস্থ শ্রেষ্ঠ সুখ হয় ত উদিতে॥
ভূলোক অবধি বৈকুণ্ঠাদিবাসিগণ।
গোলোকবাসির নিত্য করেন পূজন॥
সেই গোলোকীয়গণ যেই অনুভবে।
মহত পদার্থ গোলোকের বৃত্ত সবে॥
তার কতকত বিবরণ কহিবারে।
শক্ত হব আমি তাহে কেমতপ্রকারে?॥
অহো সেই গোলোকের যত পরিকর।
তাঁহাদিগে প্রণাম আমার বহুতর॥
বন্দিয়া আনন্দে গুরুচরণারবিন্দ।
সর্ব্বশুভোদয় হয় যাহাতে অনিন্দ্য॥
কথা ষষ্ঠাধ্যায় সমুদায় বিরচনে।
কহে জয়গোবিন্দ গোবিন্দ ভাবি মনে॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গোলোকমাহাত্ম্যখণ্ডে-ঽভীষ্টলাভো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥

সপ্তম অধ্যায়

সপ্তমে শ্রীস্বরূপস্য কৃপয়া প্রেমবেগতঃ।
তত্ত্বং কৃষ্ণপ্রসাদোঽভূদ্বিপ্রে তস্মিন্নিতীর্য্যতে ॥*॥

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
জয় নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর তনয় ॥
জয়জয় সীতানাথ জয় ভক্তগণ।
দীনহীন-প্রতি কর কৃপাবলোকন ॥
স্বরূপ কহেন তবে—শুন হে ব্রাহ্মণ।
পরম যে সাধ্য, আর পরম সাধন ॥
মম উক্তপ্রকারেতে করিয়া বিচার।
সম্প্রতিক করহ নিশ্চয় তুমি তার ॥
মাথুর ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! মহৎপ্রাপ্য যেই।
দেবীর প্রসাদে সর্ব্ব পাল্যে মান সেই ॥
অবশিষ্ট মদনগোপালের দর্শনে।
আছে, সেই হৈল প্রায়, তাহা জান মনে ॥
ভগবান্ গোলোকনাথের কৃপাভর।
দেখিতেছি ব্যক্তরূপ তোমার উপর ॥
দেখ ভক্তসকলের, আর আপনার।
নিশ্চয় পরম গোপ্য যে বৃত্তান্ত সার ॥
কহিলাম নিঃশেষেতে আমি সেইসব।
আপনার মনে ইহা কর অনুভব ॥
নিজ ভাববিশেষেতে কৃষ্ণপদাশ্রয়।
নিজমনে লজ্জায় প্রকাশে যোগ্য নয় ॥
মোহ-উন্মাদাদি দশা জন্মিলে আমার।
তাহে বিস্মরিয়া নিজপর-সমাচার ॥
সেহেতু বিশেষ-জ্ঞান-রহিত প্রকারে।
যেই নাহি অনুভব হৈল। আপনারে ॥
কৃষ্ণচন্দ্র আমার হৃদয়ে প্রবেশিলা।
সেইসেই সব এই বলে নিঃসারিলা ॥
সেইহেতু তব অগ্রে আইল বদনে।
মম অনিচ্ছায় ইহা জান কর মনে ॥
ইথে শীঘ্র ফলপ্রদ বিশ্বাস তোমার।
জন্মেছেন ক্ষণে আমি জানিল প্রচার ॥
স্বয়ং শ্রীরাধিকাদেবী প্রভাতসময়ে।
করিলেন আদেশ আমারে কৃপোদয়ে—
"হেদে হে স্বরূপ! মম কুঞ্জে এইক্ষণ।
আসিতেছে মম ভক্ত মাথুর ব্রাহ্মণ ॥
সেস্থানে একাকী তুমি করিয়া গমন।
সর্ব্বমতে করি উপদেশ-প্রকাশন ॥
প্রবোধ করিয়া পুনঃ আশ্বাসিয়া তায়।
প্রাপ্ত কর শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ ত্বরায় ॥"
শ্রীরাধাদেবীর এই সমাদেশ পাই।
শীঘ্র এইস্থানে উপস্থিত হৈনু আই ॥
শ্রীরাধার আজ্ঞাপ্রাপ্তি-হর্ষের কারণ।
কৃষ্ণসঙ্গসুখো না করিনু অপেক্ষণ ॥
শ্রীরাধার আজ্ঞা প্রতিপালনে নিশ্চয়।
কৃষ্ণবশীকারে সেই সুখাধিক হয় ॥
পরীক্ষিত কহেন—স্বরূপ সেই দ্বিজে।
এইমত বহুতর কহিয়াও নিজে ॥
উদয় না দেখি প্রেমসম্পদের সার।
অর্পণ করিলা হস্ত মস্তকে তাঁহার ॥
মহাত্মা শ্রীস্বরূপ যে কৈলা অনুভব।
তাঁহার কৃপায় ব্রাহ্মণের চিত্তে সব ॥
আপনা হইতে যেন অনুভব ছিল।
তৎক্ষণেতে এককালে সকল স্ফুরিল ॥

মহৎসঙ্গমের এই মাহাত্ম্য সে হয়।
পরম অদ্ভুত তাহা জানিবে নিশ্চয়॥
যেই সাধুসঙ্গ হৈতে সদ্য বিপ্রবর।
স্বরূপের ন্যায় হৈল কৃতার্থ সত্বর॥
স্বরূপের মত সেই ব্রাহ্মণ সত্বরে।
মগ্ন হৈল মহাপ্রেমরসের সাগরে॥
বিকারের ঊর্ম্মি—স্বেদ-কম্প-আদি যত।
তাহে হৈল ব্যাপ্ত অতি স্বরূপের মত॥
হা কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি বলি করয়ে রোদন।
'কিশোরশেখরে মোরে করাহ দর্শন॥'
স্বরূপেরে আর চরস্থিরপ্রাণিগণে।
নমস্কার করি তৃণ ধরিয়া দশনে॥
ভয় শোক আর্ত্তিধ্বনি বিকার-সহিত।
দ্বিজবর জিজ্ঞাসেন সবারে ত্বরিত—॥
'কোথায় কোথায় কৃষ্ণ শ্রীনন্দনন্দন?
করিয়াছ তুমি কিবা তাঁহারে দর্শন?—
প্রেমসমুদ্রেতে মগ্ন স্বরূপ তখন।
বিবশ বিপ্রের প্রেম করিয়া দর্শন॥
হেন গুরুপদ বিপ্র করিয়া ধারণ।
কৃষ্ণনাম মনোরম করেন কীর্ত্তন॥
ক্ষণে মহাপ্রেমবেগে ঘূর্ণিত হইয়া।
মহোন্মত্ত-মত উঠি সে বনে ভ্রমিয়া॥
করীরকুঞ্জেতে বহুকণ্টক-আচিতে।
পড়িল মাথুর দ্বিজ হৈয়া বিমূর্চ্ছিতে॥
ওগো মাতা! তবে দূরে হইল প্রচার।
গম্ভীর মধুর বেণু-শৃঙ্গরব আর॥
তৌর্য্যবীণা আর দল-বাদ্যেতে মিলিত।
গো-সবার হাম্বারবে অত্যন্ত মিশ্রিত॥
সেইসব রবে গুরুশিষ্য দুইজন।
বোধপ্রাপ্ত হইয়া উঠিল সেইক্ষণ॥
সেই উচ্চনাদ-অভিমুখেতে ধাইলা।
শ্রীযুক্ত গোপালদেবে তথায় দেখিলা॥
অতি মনোহর রূপ শোভিত সকল।
সুষ্ঠু শ্যাম গাত্র—কান্তিসমূহে উজ্জ্বল॥
পশুদিগে জল পিলাইতে যমুনার।
আর বয়স্যের সহ করিতে বিহার॥
গোপীগণে নৌকা-পার-করণ প্রভৃতি।
কার্য্যহেতু অনন্ত যাহার লীলাকৃতি॥
গজেন্দ্রলীলার দ্বারা পূজ্য নৃত্যগতি।
করিছেন আগমন সন্নিধানে অতি॥
স্বকীয় কৈশোর তাঁর মহা বিভূষণ।
বিচিত্র লাবণ্যতরঙ্গের সিন্ধু হন॥

জগতের মনোনেত্রহর্ষেরে বাঢ়ায়।
মুহুর্মুহুঃ নূতন মাধুরী ধরে তায়॥
দ্বাত্রিংশত সল্লক্ষণে সুন্দরাঙ্গ হয়।
কদম্বের পুষ্পে কর্ণভূষণ শোভয়॥
ময়ূরপিচ্ছের চূড়, পট্ট পীতাম্বর।
মুক্তাবলী-লম্বিত শ্রীকম্বুকণ্ঠবর॥
বিলম্বিত গুঞ্জা-মহা-হারেতে ভূষিত।
পীনবক্ষ শ্রীবৎস-লক্ষ্মীতে সুলক্ষিত॥
সিংহশ্রেষ্ঠ-মধ্য, শতসিংহবিক্রমিত।
পাদপদ্ম সৌভাগ্যের সারেতে পূজিত॥
কদম্ব তুলসী গুঞ্জা শিখণ্ড প্রবাল।
মালার শ্রেণীতে চারু বেশ অতি ভাল॥
বিচিত্র পুষ্পের কাঞ্চী কটিতটে রাজে।
তাহা লম্বমানেতে নিতম্বদেশে সাজে॥
সুবর্ণে রচিত দিব্য অঙ্গদ কঙ্কণ।
মনোহর সুদীর্ঘায়ত ভুজে সুশোভন॥
বিম্বাধরে ন্যস্ত মনোহর বেণু সার।
সে বাদ্যে নাচয়ে পদ্মকরাঙ্গুলি তাঁর॥
আপনি করিছে যে অপূর্ব্ব বেণুগীত।
বিশ্বলোক তাহার ভঙ্গীতে বিমোহিত॥
বক্র অল্প-চঞ্চল লীলায় বিলোকয়।
সে ভূষণে বিভূষিত নেত্রপদ্মদ্বয়॥
চাপতুল্য ভ্রূযুগের নর্ত্তনশোভায়॥
বাঢ়াইছে প্রেষ্ঠজন-অনুরাগ তায়॥
মুখপদ্ম ঈষদ্ধাস্য শ্রীযুক্ত সদায়।
আত্মারামগণচিত্ত আকর্ষে শোভায়॥
তিলপুষ্পসম নাসিকার অগ্র'পর।
বিরাজিত গজেন্দ্রের এক-মুক্তাবর॥
কভু গোধূলিভূষিত অলকাভ্রমর।
সংবরণ করিবারে শোভমান কর॥
ঊর্দ্ধপুণ্ড্র যমুনার শুভ্রমৃত্তিকার।
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ভালপট্ট স্ফীত তায়॥
গিরিহরিতালাদিতে চিত্রিতাঙ্গ হয়।
নানা মহারঙ্গ-তরঙ্গের সিন্ধুচয়॥
দাঁড়াইয়া কদাচিত ত্রিভঙ্গী-ললিত।
অনেক কৌশলে বাজায়েন বংশীগীত॥
সে কৌশলে হাসায়েন নিজ মিত্রগণে।
ভূষিত করেন ভূমি নিজ শ্রীচরণে॥
অগ্রজন্মা বলরাম রমণীয়দেহ।
গোপালদেবের তুল্য বয়োবেশে এহ॥
নীলবস্ত্রে অলঙ্কৃত গৌরমূর্ত্তি তায়।
হেন বলরামে যুক্ত কৃষ্ণ শোভা পায়॥

সখাগণ আত্মতুল্য নিরুপম হয়।
প্রিয় সেইসবে আছে আবৃত শোভায়॥
গুরু-শিষ্য সেই রূপ করিয়া দর্শন।
হৈল মহাহর্ষশ্রেণীভার গাঢগণ॥
পড়িলেন কিবা দণ্ডপ্রণামকারণ।
সম্ভ্রমে-ধ্বংসিত-সর্ব্বনৈপুণ্য দুইজন॥
প্রিয়প্রেমবশ কৃষ্ণ ধাইলা তখন।
হর্ষভরে মুগ্ধ করিলেন আগমন॥
তাঁহাদের উপরেতে হইলা পতনে।
দার্ঘ মহাভুজে আলিঙ্গিয়া দুইজনে॥
অহো কৃষ্ণ মহাপ্রভু কৃপার্দ্রহৃদয়ে।
স্নান করাইলা সে প্রেমাশ্রুধারাচয়ে॥
ক্ষণেক উঠিয়া করদ্বয়ে দুইজনে।
উঠাইয়া করিলেন স্থির সেইক্ষণে॥
গাত্রে লগ্ন অশ্রু আর ধূলির মার্জ্জন।
করিয়া দয়ালু মুহুঃ কৈলা আলিঙ্গন॥
তথায় ভূমিতে বসি তাঁদের সহিত।
বাক্যামৃতে দ্বিজবরে করেন তোষিত—॥
হে শ্রীজনশর্ম্মা মথুরানুগৃহীতার্য্য!।
বিপ্রবংশসারের চন্দ্রমা আচার্য্য!॥
জিজ্ঞাসিয়ে—সর্ব্বমতে তোমার কুশল।
কহ কহ বিরাজিত হয় কি সকল?॥
সব পরিবারের সহিত সে আমার।
তোমার প্রভাবেতে কুশল অনিবার॥
তোমার উপরে যেই মম কৃপা হয়।
তাহাতে আকৃষ্টচিত্ত জানিহ নিশ্চয়॥
'কবে তুহি আগমন করিবে এথায়।'
পথনিরীক্ষণে আমি থাকি সর্ব্বদায়॥
অদ্য তুমি আমারে যে করিলা স্মরণ।
অদ্য চিরকালপরে করিলা দর্শন॥
তোমার স্বাধীন আমি জানিবে ব্রাহ্মণ!।
আপন ইচ্ছায় এথা করহ ক্রীড়ন॥
পরীক্ষিত কহে—জনশর্ম্মা দ্বিজবরে।
সম্পূর্ণ সম্ভ্রম আর প্রেমানন্দভরে॥
বশীকৃত হই তবে প্রত্যুত্তর দিতে।
শক্ত নাহি হন আর দর্শন করিতে॥
বাষ্পেতে সম্যক্ রুদ্ধকণ্ঠ সে হইল।
নয়নের দৃষ্টি অশ্রুধারায় রোধিল॥
কেবল শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্মদ্বয়।
মস্তকে ধরিয়া বহু রোদন করয়॥
দাতাচূড়ামণি কৃষ্ণ ভাবে নিজমনে—।
এই বিপ্র করিলেক আত্মা-সমর্পণে॥

আমি যদি বশীভূতরূপেতে ইহারে।
নিজ আত্মা সমর্পণ করিয়ে প্রচারে॥
তবে সম হৈলে মম কিবা উদারতা।
আমা হৈতে অধিকো না দেখিয়ে দেবতা॥
হইলা আকুল প্রতিদেয় না দেখিয়া।
বলে গাত্র হৈতে অলঙ্কার আকর্ষিয়া॥
সেসব ভূষণে বিপ্রে করিয়া ভূষিত।
স্বরূপের মত করিলেন সুশোভিত॥
এইমতে কৃষ্ণ নিজ প্রিয় সহচার।
গোপকুমারত্ব করি প্রতিপন্ন তাঁর॥
তাহাতে পরম কৃপা করিলা বিস্তার।
জনশর্ম্মা পাইয়া সে করুণার সার॥
স্বরূপের মত বিধানেতে সুনিশ্চয়।
পরিপূর্ণ-সর্ব্বকাম হৈল সেসময়॥
অতঃপরে বেণুধ্বনি সঙ্কেত দ্বারায়।
পশুদিগে আহ্বান করিয়া শ্যামরায়॥
মুখশব্দ বিচিত্র করিয়া সেইক্ষণে।
জলপান করাইলা সব পশুগণে॥
সেইশব্দে সুখদেশে যত পশুগণে।
নিরোধিয়া পশুগণে, বসিয়া আপনে॥
জনশর্ম্মা স্বরূপ অগ্রজ সখাগণ।
সকলের সহ কৈলা জলেতে ক্রীড়ন॥
পরস্পর জল সেকে কৃষ্ণ সখাগণে।
কভু জল দিয়া করে ভক্তের প্রাপণে॥
কভু সখাগণ হৈতে পাই ভঙ্গভর।
বিহারবিদগ্ধ কৃষ্ণ হাসেন বিস্তর॥
বহু জলবাদ্য শুভ তাদের সহিত।
বাজাইয়া যমুনার প্রবাহে ত্বরিত॥
স্রোতের উজান আর ভাটায় তখন।
করিলেন বিচিত্র ক্রীড়ন সন্তরণ॥
কভু যমুনার জলে লুকাইয়া কায়।
পদ্মবনে কৃষ্ণ নিজ মুখ রাখি তায়॥
কুতূহলী এইমতে হইলেন স্থিতে।
যেন কেহ তাঁহারে না পারয়ে লক্ষিতে॥
কৃষ্ণের দর্শনে প্রাণ ধরে সখাগণ।
অন্বেষণ করি কৃষ্ণে না পান যখন॥
বন্ধুগণ ব্যগ্রবুদ্ধি হইয়া তখন।
মহা দুঃখী সুস্বরোচ্চে করেন রোদন॥
তবে হাসি পদ্মবন হৈতে বাহিরিলা।
সখাগণ যেনমাত্র শ্রীকৃষ্ণে দেখিলা॥
প্রকৃষ্ট হর্ষসমূহে বিকাসি নয়ন।
লম্ফগতি সবে অগ্রে করেন গমন॥

পরম কৌতুকী কৃষ্ণ তাঁদের সহিত।
বিহরেন জলক্রীড়া করি সুবিহিত॥
পদ্মপুষ্পে মৃণালসমূহে গাঁথি হার।
সহচরগণে করিলেন সালঙ্কার॥
সেইরূপ মালাও কৃষ্ণেরে সবে দিলা
জল হৈতে তবে সবে উপরে উঠিলা॥
মধ্যাহ্নেতে ভোজন করিতে সেই বনে।
যমুনার পুলিন বিস্তীর্ণ সুশোভনে॥
সখাসহ বসিলেন মণ্ডলী করিয়া।
সকলের মধ্যে বলরামে বসাইয়া॥
নিজনিজ গৃহ হৈতে প্রাতঃকালে যেই।
আনিলা অদ্ভুত ভোজ্যদ্রব্য সব সেই॥
স্বয়ং পরিবেষণ করেন বিলসিয়া।
লীলায় রচিত নৃত্যগতিতে ভ্রমিয়া॥
সকল ঋতুতে সেই ফল সব হয়।
বৃন্দাবনে নিত্যনিত্য সে ফল জন্ময়॥
আনিয়া সে ফল সব অতি স্বাদুতরে।
ওগো মাতা! যথারুচি দেন সহচরে॥

ফলানাং নামান্যাহ (বৃঃ ভাঃ ২।৭।৪১)—

রসাল-তাল-বিল্বানি বদরামলকানি চ।
নারিকেলানি পনস-দ্রাক্ষা কদলকানি চ॥
নাগরঙ্গাণি পীলূনি করীরাণ্যপরাণ্যপি।
খর্জ্জুরদাড়িমাদীনি পক্কানি রসবন্তি চ॥ ইতি।

যেইসব ফল পরিবেশন করিলা।
তার মধ্যে কিছুকিছু আপনি লইলা॥
থাকি তারতার কাছে অচ্যুত খায়েন।
সহচরগণেরেও যত্নে খাওয়ায়েন॥
সখাগণ কিছু খায়্যা মিষ্ট পরীক্ষিয়া।
উঠিউঠি কৃষ্ণমুখে দেন সাদরিয়া॥
প্রশংসি কৌশলহাস্যে মধুর চর্ব্বণে।
নানা মুখভঙ্গে হাসায়েন সখাগণে॥
নানা প্রেয়দ্রব্য অম্ল মিষ্ট তক্র আর।
অলাবুপাত্রাদি-ধৃত জল যমুনার॥
পিয়া পিয়াইয়া গোপগণে রমে স্থিত।
নানাবিধ-সুখক্রীড়া-কৌতুক-পণ্ডিত॥
আচমন করিয়া তাম্বূল সুগন্ধিত।
আপন-আপন গৃহ হইতে আনীত॥
গুবাক-কর্পূর-আদি মসলা মিলনে।
বিভাগ করিয়া কৃষ্ণ খায়েন আপনে॥
তুলসী মালতী জাতী লবঙ্গ মল্লিকা।
স্বর্ণযুথী শ্বেতযুথী কেতকী ঝিণ্টিকা॥

কুন্দ কুব্জ করবীর মাধবী কাঞ্চন।
রক্তপদ্ম শ্বেতপদ্ম পলাশ দমন॥
কদম্ব বকুল নাগ পুন্নাগ চম্পক।
জবা নবমল্লিকা অর্জ্জুন পাটলক॥
কুটজ অশোক নীপ কর্ণিকা মন্দার।
প্রিয়ক প্রভৃতি পুষ্প বিবিধপ্রকার॥
পত্রসহ আনি বিরচিলা সখা যত।
বৈজয়ন্তী-বনমালা-আদি নানামত॥
অগুরু কস্তুরী আর কুঙ্কুম চন্দন।
বৃন্দাবন হৈতে সবে কৈলা আনয়ন॥
অন্য সুগন্ধিসহিত করিয়া পেষণ।
সকলের অঙ্গ তাহে হইল লেপন॥
নিকুঞ্জে সুগন্ধি পুষ্প সুবাসিতবরে।
মধুকরপুঞ্জ গুঞ্জগুঞ্জ শব্দ করে॥
নবীন-কোমল-পত্রগুচ্ছে পুষ্পজাতে।
রচিত শয্যায় কৃষ্ণ শুইলেন তাতে॥
প্রিয়সখা শ্রীদামের ক্রোড়ে শির দিলা।
পদসংবাহন কেহ করিতে লাগিলা॥
কেশ প্রসাধয়ে কেহ কর সংবাহয়ে।
কেহ গীত স্তব, কেহ পত্রেতে বীজয়ে॥
মুখকমলের নানা করিয়া বিকার।
কৌশলের ভঙ্গী সব তাহাতে প্রচার॥
হাস্যকেলিদক্ষ সখাগণে সুখ দেন।
রামসহ বিশ্রামের কেলি বিস্তারেন॥
পরে শিঙ্গা-বেণু-নাদে উঠায়্যা গোগণে।
গোবর্দ্ধননিকটেতে করেন চারণে॥
শিখণ্ডের চূড়া, হরিতালের তিলক।
গুঞ্জামালা-প্রভৃতিতে যতেক বালক॥
'আমি পূর্ব্বে আমি পূর্ব্বে করিব রচিত।'
এত কহি যথারুচি করেন ভূষিত॥
নূতন আগত জনশর্ম্মা বিপ্রবরে।
সমর্পণ করি কৃষ্ণ স্বরূপের করে॥
সায়ংকালে পূর্ব্বতম ব্রজে প্রবেশিয়া।
বিলাস করেন ব্রজজনে হর্ষ দিয়া॥
এইমতে ইতিহাস করি সমাপন।
মাতাপ্রতি পরীক্ষিত কহেন বচন—॥
শ্রীগোপীনাথের প্রসন্নতা পাইয়াছ।
মহাসাধুজনমত-মতি হইয়াছ॥
আপন প্রশ্নের মাতা! উত্তর এক্ষণে।
আপনি বিচার করি করহ গ্রহণে॥
পুন পরীক্ষিত মাতৃস্নেহেতে উত্তর।
প্রকাশিয়া ফলিতার্থ উপদেশপর॥

প্রকরণার্থের উপসংহার করিয়া।
কহেন জননীপ্রতি তত্ত্ববোধ দিয়া— ॥
সম্পূর্ণ পরমানন্দসমূহ যে তায়।
তার অন্ত্যসীমার গম্ভীর সিন্ধুপ্রায় ॥
শ্রীগোলোক—তাহাতে গমন গো জননি!।
আপনি প্রয়াস দ্বারা সাধহ এখনি।
যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদেতে তত্র গতি।
তথাপি নিমিত্ত—সাধকের শ্রদ্ধা-রতি ॥
অন্যথা সর্ব্বত্র যদি উদাসীন হয়।
তবে ভগবানের প্রসাদ কভু নয় ॥
যে গোলোকে যাত্রামাত্রে সে নাথ-সহিত।
মধুরমধুর ক্রীড়া নানা সংঘটিত ॥
যদি কহ—'তোমার উক্তির অনুসার।
শ্রীগোলোকসহ এই ভৌম-মথুরার ॥
অভেদহেতুক কেনে এস্থানে গমন।
না সাধিয়ে', তাহে শুন উত্তর বচন— ॥
গমনমাত্রেতে ভৌম-মথুরামণ্ডলে।
যেকোন ব্যক্তির সদা সময়ে সকলে ॥
শ্রীকৃষ্ণের সহ সেই বিবিধ ক্রীড়ন।
সিদ্ধ নাহি হয় নিরন্তর কদাচন ॥
কিন্তু কোন দ্বাপরযুগান্তে যে-সময়।
শ্রীগোলোকনাথ অবতরি প্রকটয় ॥
সে-কালে গমনমাত্রে সবার নিশ্চয়।
যেকোনপ্রকারেতে মানস সিদ্ধ হয় ॥
অন্যকালে কৃষ্ণপ্রিয়জন-কৃপাচয়ে।
ভৌম-মথুরায় কারো ইষ্ট সিদ্ধ হয়ে ॥
সেইহেতু কৃষ্ণপদ প্রিয় যাহাদের।
পদধূলি সঞ্চয় করহ তাহাদের ॥
ওগো মাতা! শিরে ধর সে ধূলিনিচয়।
যাহে গতমাত্রে নিজাভীষ্ট সিদ্ধ হয় ॥
গোপীকুচতট-কুঙ্কুমের শোভাভর।
তাহে আর্দ্র' শ্রীযুক্ত চরণদ্বয়বর ॥
তার প্রীতিযুক্ত সঙ্গ করয়ে প্রদান।
জানিবারে ইচ্ছা গো জননি! হেন স্থান ॥
এই হেতু সংপ্রতিক সম্বন্ধে তোমার।
মধুর-গহন-প্রশ্নভাব-অনুসার ॥
কহিলাম শ্রীগোলোকমাহাত্ম্যসঞ্চয়।
যাহা শুনি অশেষ-সংশয়-নাশ হয় ॥
বৈকুণ্ঠেরো উপরি যে ধাম বিরাজয়।
অন্য কোন উপায়ে তাহার লাভ নয় ॥
নিতান্ত শ্রীগোপীনাথপদকৃপাচয়ে।
লাভ হয় সেই ধাম জনিহ নিশ্চয়ে ॥

বাঞ্ছার-বাঞ্ছার-পরে গুরু ফল যেই।
তাহার প্রাপ্তির ভূমি শ্রীগোলোক সেই ॥
যে-গোলোকবাসি-জনে যেজন স্মরেন।
তারে অতি প্রেমসম্পত্তির নিষ্ঠা দেন ॥
সম্প্রতিক এই উক্ত উপাখ্যানদ্বয়ে।
মহামুনিগণের যে যুক্ত বাক্য হয়ে ॥
কহিয়ে এক্ষণে তাহা করহ শ্রবণ।
যাহে নিজ চিত্তের হইবে সন্তোষণ—॥
সবলোক-উর্দ্ধে শ্রীবৈকুণ্ঠলোক হয়।
নারদাদি ব্রহ্মঋষিগণেতে সেবয় ॥
তত্র গতি হয় উমাসহ শ্রীশিবের।
জ্যোতিঃস্বরূপের মহাশয়সকলের ॥
তাহার উপরে শ্রীগোলোক বিরাজয়।
যারে সাধনেতে যোগ্য নন্দাদি পালয় ॥
অথবা যাহারা যোগ্য কৃষ্ণবশীকারে।
শ্রীরাধাপ্রভৃতি পালে বিচিত্র-বিহারে ॥
সেই ধাম নিত্য সর্ব্বসময়েতে গত।
মহাকাশগত পর হয় ত মহত ॥
সর্ব্বোপরি বৈকুণ্ঠের উপরি রাজয়।
সমাধির দ্বারা জানিবারে শক্য হয় ॥
জিজ্ঞাসিয়া ব্রহ্মারে ইন্দ্রাদি দেব সব।
করিতে না পারেন যাহার অনুভব ॥
'ব্রহ্মারো দুর্জ্জেয়' ইথে হইল ধ্বনিত—।
'অন্যে জানিবেক কিবা তারে প্রকাশিত?॥'
শমদমে যুক্ত যে সুকৃতকর্ম্মা জন।
সত্যলোকপর্য্যন্ত তাদের প্রাপ্য হন ॥
বিষ্ণুবিষয়-তপস্যায় যুক্ত যেই নর।
শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে শ্রেষ্ঠা গতি নিরন্তর ॥
গোপ-গোপীপ্রভৃতির গোলোকেতে গতি।
অন্যের সে লোক হয় দুরারোহ অতি ॥
'ইন্দ্র যবে বর্ষণে তাহারে দুঃখ দিল।
ধৃতিমান্ ধীর কৃষ্ণ তখন রক্ষিল ॥'
হরিবংশে এই সব কহিল বচন।
স্কন্দপুরাণীয় ইবে শুনহ কথন—॥
'এবং বহুবিধরূপে পৃথ্বীতে ভ্রমণ।
শ্রীগোলোক ব্রহ্মলোক সত্য সনাতন ॥'
কহেন জনমেজয়—হে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব!।
বৈশম্পায়নের মুখে এই শ্লোক সব ॥
শুনিয়া তখন কোন্ অর্থ হৈল জ্ঞান।
তোমা হৈতে শুনি কোন্ অর্থ চিত্তে ভাণ?॥
'সত্যনামে ব্রহ্মলোক প্রপঞ্চমধ্যেতে।'
ইত্যাদিক অর্থ জ্ঞান হইল পূর্ব্বেতে ॥

তব মুখে সেইসব করিয়া শ্রবণ।
'প্রপঞ্চের অতীত বৈকুণ্ঠোপরি হন॥
শ্রীগোলোক' ইত্যাদিক অর্থ এইক্ষণে।
তব প্রসাদেতে দীপ্ত পায় মম মনে॥
ভাগবতসকলের আশ্চর্য্য মহিমা।
পরম অদ্ভুত—যার নাহি আছে সীমা॥
কথার সমাপ্তি আশঙ্কিয়া মম মন।
পরিতাপ করে যেন জ্বরযুক্তজন॥
কিছু রসায়ন—কৃষ্ণ তাঁর ভক্ত কথা।
দান কর অতি সুখী থাকে মন যথা॥
শুনি জৈমিনি কহেন—যেন রসায়ন।
গোলোকমাহাত্ম্যে ব্রহ্মসংহিতাবচন॥
তথা ব্রজ আর তদ্বাসীর মহিমার।
দশমস্কন্ধোক্ত পদ্যে করেন বিস্তার॥
ওহে বৎস! মধুর বিচিত্র ভাবময়ে।
তব পিতা যে কহিল উপাখ্যানদ্বয়ে॥
তাহে যুক্ত পদ্য সব মনোহর হয়।
শ্রুতি-স্মৃতিগণের নানার্থসারময়॥
হৃষ্ট হৈয়া গোলোকের মাহাত্ম্যকথায়।
গাইল তোমার অগ্রে সুখে মন ভায়॥
তাহে তব তাত-বিয়োগের দুঃখ যায়।
সুখেতে ভ্রমিয়ে, তাহা কহিয়ে তোমায়—॥

ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (বৃঃ ভাঃ ২।৭।৬৬)—

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ • ॥

সুপ্রসিদ্ধ বৈদগ্ধী সে গুণ-রূপাদিক।
অথবা নিজাংশ গোপগোপী প্রভৃতিক॥
স্বাভাবিকহেতু কিবা সমানবিভবে।
আনন্দচিন্ময়রসে নির্ম্মিত যেসবে॥
তাঁহাদের সহিত শ্রীগোলোকে নিশ্চয়।
অখিলের অন্তর্যামী যেই নিবসয়॥
সেই শ্রীগোবিন্দ আদিপুরুষ যে হন।
তাঁহার করিয়ে আমি নিতান্ত ভজন॥

তত্রৈব (ঐ ৬৭)—

গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য,
দেবী-মহেশ-হরিধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥•॥

গোলোকাখ্য নিজ ধামে তলেও তাহার।
প্রকৃতির শিবের হরির ধামে আর॥
প্রভাবসমূহ কৈল যে প্রকট দিয়ে।
সেই আদিপুরুষ গোবিন্দেরে ভজিয়ে॥

তত্রৈব (ঐ ৬৮)—

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো,
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী,
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ॥•॥

যে গোলোকে নারীগণ মহালক্ষ্মী হয়।
পরমপুরুষ কৃষ্ণ কান্ত বিরাজয়॥
বৃক্ষগণ কল্পতরু, অমৃত সে জল।
চিন্তামণিগণময়ী ভূমি ত সকল॥
কথা গান কর্ণসুখাবহের কারণ।
প্রিয়সখী বংশী, নাট্যস্বরূপ গমন॥
প্রদীপাদি জ্যোতি চিদানন্দরূপ যায়।
গোবিন্দ-অধরামৃত আস্বাদ্য তাহায়॥
প্রায় সেইস্থলে ভগবতী গোপিকার।
প্রাধান্যহেতুক হেন কহিলেন সার॥

তত্রৈব (ঐ ৬৯)—

স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ সরতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহান্,
নিমেষার্দ্ধাখ্যো বা ব্রজতি ন হি যত্রাপি সময়ঃ।
ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং,
বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে॥•॥

যেই শ্বেতদ্বীপে ক্ষীরসাগর নিঃসরে।
কামধেনুসকল হইতে নিরন্তরে॥
নিমেষার্দ্ধ-পরার্দ্ধাখ্য যে স্থানে সময়।
নাহি যায়—অর্থাৎ নাহিক কালভয়॥
সেই শ্বেতদ্বীপে আমি করিয়ে ভজন।
বিশুদ্ধ দ্বীপের তুল্য কোন স্থান হন॥
প্রপঞ্চান্তর্গত ক্ষীরসমুদ্রে বর্ত্তয়।
'শ্বেতদ্বীপ'-নামে সেই স্থান ইহা নয়॥
যাহারে 'গোলোক' করি জানেন প্রভব
ক্ষিতিতে বিরলচারী কতক সাধব॥
ইহাতে নিগূঢ় স্থান হইল সূচিত।
সর্ব্বজন তাহারে না জানেন নিশ্চিত॥

শ্রীদশমস্কন্ধে (ভাঃ ১০।৪৪।১৩)—

পুণ্যা বত ব্রজভুবো যদয়ং নৃলিঙ্গো,
গূঢ়ঃ পুরাণপুরুষো বনচিত্রমাল্যঃ।
গাঃ পালয়ন্ সহবলঃ ক্বণয়ংশ্চ বেণুং,
বিক্রীড়য়াঞ্চতি গিরিত্রয়মার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিঃ॥ ১॥

মথুরায় রঙ্গভূমে শ্রীনন্দনন্দন।
চাণুরাদিসহ যুদ্ধ করেন যখন॥
মথুরানাগরী সব কুনীতি দেখিয়া।
কহেন শ্রীযুক্তা ব্রজ মি প্রশংসিয়া—॥
ব্রজভূমি কিম্বা ব্রজভূমিজাত যত।
পুণ্যযুক্ত এই পুরী না হয় সেমত॥
যাহে এই কৃষ্ণচন্দ্র পরমমোহন।
শিব মহালক্ষ্মী যাঁর সেবন চরণ॥
পুরাণপুরুষ—চিত্র-বনমালা ধরে।
মনুষ্যলক্ষে গোপনীয়ভাবে চরে॥
রামসহ কিম্বা গোপকুমার-সহিত।
গো-পালন করেন বাজায়্যা বেণুগীত॥
রাস আদি বহুলীলা করিয়া যাহায়।
ভ্রমণ করেন কৃষ্ণচন্দ্র হায়হায়॥
অথবা গিরির দ্বারা করেন রক্ষণ।
'গিরিত্র'-শব্দেতে হয় শ্রীনন্দনন্দন॥
তাঁহারে রমেন যিঁহ হর্ষভর দিয়ে।
'গিরিত্রনন্দা'-শব্দেতে শ্রীরাধা কহিয়ে॥
তিঁহ পূজা করেন শ্রীচরণ যাঁহার।
ইহাতে শ্রীব্রজভূমি পুণ্যযুক্ত সার॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।১৪।৩১)—

অহোঽতিধন্যা ব্রজগোরমণ্যঃ
স্তন্যামৃতং পীতমতীব তে মুদা।
যাসাং বিভো বৎসতরাত্মজাত্মনা,
যত্তৃপ্তয়েঽদ্যাপি ন চালমধ্বরাঃ॥ ২॥

বৎস আর বালক হরিলা ব্রহ্মা সব।
শ্রীনন্দনন্দন ইহা করি অনুভব॥
সকলের স্বরূপ সে হইয়া আপনে।
একবর্ষ এইমতে করিল ক্রীড়নে॥
ব্রহ্মা আসি প্রথমত হইয়া মোহিত।
তবে কৃষ্ণ কৃপাতে হইল জ্ঞানোদিত॥
জানি কৃষ্ণতত্ত্ব ব্রজজনের মহিমা।
বর্ণন করেন ব্রহ্মা আপনি অসীমা—॥
ভগবান্ পান করিলেন দুগ্ধ যার।
মহিমা বর্ণেন হেন ধেনু-গোপিকার—॥
অহো অতি ধন্যা ব্রজে গোরমণী যত।
পান কৈলা স্তন্যামৃত অতি হর্ষগত॥
ওহে বিভো! যাহাদের তৃপ্তির কারণে।
হৈলা বৎস-বালকস্বরূপ সে আপনে॥
অদ্যাপিহ তাহাদের তৃপ্তি না হইল।
অতএব তাহাদের সৌভাগ্য বর্ণিল॥

যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তমের প্রধান।
শ্রীরাধিকাপ্রভৃতি সর্বত্র সপ্রমা-॥
তাঁহাদের মহিমা বর্ণনে যুক্ত হয়।
তবু প্রেমবিশেষের অভাবে নিশ্চয়॥
তাঁহাদের মহিমা বিশেষ না জানিয়া।
কহিলেন এতাদৃশ বচন প্রার্থিয়া॥
তাহে হৈল তাঁর বালগোপালদর্শন।
স্তত্যারম্ভে মৃদুপাদ কহিলা বচন॥
কিম্বা ব্রহ্মা সেবক হৈলেন বৃদ্ধতরে।
আপনি তাহার পুত্র-অভিমান করে॥
ধার্ষ্ট্যপরিহারহেতু তাহা না বর্ণিলা।
এরূপ সিদ্ধান্ত ইথে গোস্বামী লিখিলা॥

তত্রৈব (ঐ ৩২)—

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥ ৩॥

নন্দ আর গোপ ব্রজবাসিগণ যত।
পরমাতিশয় ভাগ্য সবার সম্মত॥
যাহাদের মিত্র হিতকারী সদা হন।
পরানন্দদায়ী পূর্ণব্রহ্ম সনাতন॥

তত্রৈব (ঐ ৩৩)—

এষাস্তু ভাগ্যমহিমাচ্যুত তাবদাস্তা-,
মেকাদশৈব হি বয়ং বত ভূরিভাগাঃ।
এতদ্ধৃষীকচষকৈরসকৃৎ পিবামঃ,
শর্বাদয়োঽঙ্‌ঘ্র্যুদজমধ্বমৃতাসবং তে॥ ৪॥

হে অচ্যুত! ইঁহাদের ভাগ্যের মহিমা।
থাকুক তাবত কেবা দিতে পারে সীমা?॥
শিব ব্রহ্মা চন্দ্র দিগ বাতার্ক প্রচেতঃ।
অশ্বি বহ্নীন্দ্রোপেন্দ্র মিত্র দ্বাদশে ত।
প্রজাপতি এই ত্রয়োদশ মোরা গণ।
বহুভাগ্যবান্, কহি তাহার কারণ—॥
ব্রজবাসীদের অহঙ্কার বুদ্ধি মন।
চক্ষু কর্ণ ত্বক্ রসন নাসিকা বচন॥
পাণি পাদ এইসব ইন্দ্রিয়ের গণে।
অধিষ্ঠাতা আমরা সকলে অনুক্ষণে॥
তব পাদপদ্মমধু অমৃতসমান।
প্রাণদায়ী ইন্দ্রিয়-চষকে করি পান॥

তত্রৈব (ঐ ৩৪)—

তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং,
যদ্গোকুলেঽপি কতমাঙ্‌ঘ্রিরজোঽভিষেকম্।
যজ্জীবিতন্তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দ-
স্ত্বদ্যাপি যৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব॥ ৫॥

সেই ভূরি ভাগ্য মম তৃণাদিরূপেতে।
কোনো জন্ম হয় এই বনে গোকুলেতে॥
যাহে গোকুলের কোনোজনেরো চরণ-।
ধূলি-অভিষেক মম হয় ত প্রাপণ॥
যাহাদের নিখিল জীবন ভগবান্!
মাধুর্য্য-সৌন্দর্য্যৈশ্বর্য্য-কারুণ্যাদিস্থান॥
প্রেম সুখদায়ক হয়েন, শ্রুতিচয়।
যাঁর পদধূলি সে অদ্যাপি অন্বেষয়॥

তত্রৈব (ঐ ৩৫)—

এষাং ঘোষনিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেবরাতেতি ন-
শ্চেতো বিশ্বফলাৎ ফলং ত্বদপরং কুত্রাপ্যয়ন্মুহ্যতি।
সদ্বেশাদিব পূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতা,
যদ্ধামার্থ-সুহৃৎ-প্রিয়াত্ম-তনয়-প্রাণাশয়াস্ত্বৎকৃতে॥৬॥

সর্ব্বফলার্থক তুমি—তোমা হৈতে অন্য।
কিবা ফল, তুমি ব্রজবাসিগণে ধন্য॥
দিবে?—তাই ওহে দেব! আমাদের মন।
সর্ব্বত্র যাইয়া বিচারিয়া মুগ্ধ হন॥
তোমার অঋণীকারী দ্রব্য কোনস্থানে।
না পাইয়া মুগ্ধ হয় চিত্ত সাবধানে॥
যদি কহ—ইহাঁদিগে আপনারে দিবে।
অঋণী হইবে, তাহা কভু না ভাবিবে॥
ভক্তসম বেশমাত্র পূতনা করিল।
আপনার কুলসহ তোমারে পাইল॥
যাঁহাদের ধাম অর্থ বন্ধু প্রিয় মন।
পুত্র প্রাণাশয় তব অর্থে সর্ব্বক্ষণ॥
ভক্তিবিশেষের হেতু ব্রজবাসিগণে।
মহাঋণিমত প্রভু! থাকিলে আপনে॥

তত্রৈব (ঐ ৩৬)—

তাবদ্রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্।
তাবন্মোহোঽঙ্ঘ্রি নিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ।

তাবৎ রাগাদি সব হয় চৌর্য্যকারী।
বিবেক-ধৈর্য্যাদি-সর্ব্বগুণরত্নহারী॥
তাবৎ হয় ত গৃহ যেন কারাগার।
তাবৎ সে মোহ পাদশৃঙ্খল-আকার॥
যাবৎ হে কৃষ্ণ! ভক্তি না হয় তোমার।
তব ভক্ত হৈলে সব করে উপকার॥

তত্রৈব (ঐ ৩৭)—

প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে।
প্রপন্ন-জনতানন্দ-সন্দোহং প্রথিতুং প্রভো॥৮॥

নিজভক্তসকলের আনন্দনিচয়॥
করিবারে বিস্তার হে প্রভো! সুনিশ্চয়॥
প্রপঞ্চের অতীত হইয়া তুমি সার!
করিছ ভূতলে পুত্রত্বাদি-অনুকার॥

তত্রৈব (ঐ ৩৮)—

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ॥৯॥

জ্ঞানে যত্নবান জ্ঞান করুক্ সাধন।
ভক্তির মহিমা বহু কি কব কথন॥
হে প্রভো—বিচিত্রানন্ত-গরিমা-প্রভাব!।
তোমার বৈভব ভক্তিমহিমানুভাব॥
নহে মম কায়-মন-বাক্যের ব্যাপার।
অপরিচ্ছিন্নত্ব অবিতর্ক হেতু তার॥
দ্বিতীয়প্রকার অর্থ শ্রবণ হে কর।
'প্রভো'—সর্ব্ববিলক্ষণরূপ শ্রেষ্ঠতর!॥
তব শরীরের যেই বৈভব সে হয়।
মম মনোবচনের না হয় বিষয়॥
কিম্বা তব মনোবপুর্বাক্যের বৈভব।
না হয় গোচর মম তার অনুভব॥
তৃতীয়ার্থে 'এষাং'-শব্দ আস্যে অনুবৃত্তি।
পূর্ব্বশ্লোক হৈতে তাহে শুন অর্থ বৃত্তি—॥
প্রভো—হে অপরিচ্ছিন্ন চিত্রশক্তিমান্!।
এই ব্রজবাসিসকলের মহিমান॥
মম আর তব কায়-মনাদি-গোচর।
নাহি হয়, ইথে সুমাহাত্ম্য শ্রেষ্ঠতর॥

তত্রৈব (ঐ ৩৯)—

অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ সর্ব্বং ত্বং বেৎসি সর্ব্বদৃক্।
ত্বমেব জগতাং নাথো জগচ্চৈতত্তবার্পিতম্॥১০॥

কৃষ্ণের প্রসাদ হৈল পুনঃ ভক্তি স্তবনে।
অখিলাভিমান গেল ব্রহ্মার তখনে॥
অতি দৈন্যাশ্রয়ে ব্রজবাসিসন্নিধানে।
অযোগ্য দেখিয়া দীর্ঘকাল অবস্থানে॥
তাহে অন্য অপরাধ আশঙ্কা করিয়া।
নিজস্থানে যাইবারে কহেন প্রার্থিয়া—॥
আমাদের নিকৃষ্টতা মহিমা আপন।
নিশ্চয় জানহ তুমি সর্ব্ব সর্ব্বক্ষণ॥
যেহেতু সাক্ষাৎ সর্ব্ব দেখহ নিশ্চয়।
তাহে স্তব করিতেও শক্তি নাহি হয়॥
গমনে আমারে কর অনুজ্ঞাপ্রদান।
এইক্ষণে যাই আমি প্রভো! নিজস্থান॥

জগতের নাথ তুমি হও ত নিশ্চিত।
তথাপি জগৎ কৈলুঁ তোমারে অর্পিত॥

তত্রৈব (ঐ ৪০)—

শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিকুলপুষ্করজোষদায়িন্,
ক্ষ্মা-নির্জ্জর-দ্বিজ-পশূদধিবৃদ্ধিকারিন্।
উদ্ধর্মশার্ব্বরহর ক্ষিতিরাক্ষসধ্রুগ্,
আকল্পমার্কমর্হন্ ভগবন্নমস্তে॥ ১১॥

হে শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিকুলপদ্মপ্রীতিদায়ি!।
ইহাতে সূর্য্যের সহ উপমা নিশ্চায়ি॥
পৃথ্বী আর দেব পশু দ্বিজ সিন্ধুপম।
তাহাদের বৃদ্ধিকারি-হেতু চন্দ্রসম!॥
হে পাষণ্ডধর্ম্ম-অন্ধকারের হারক!।
ক্ষিতিতে রাক্ষস-কংসাদির বিনাশক!।
আদিত্যপর্য্যন্ত সর্ব্বপূজ্য ভগবান্!।
আকল্পপর্য্যন্ত করি প্রণামবিধান॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।১৫।৮)—

ধন্যেয়মদ্য ধরণী তৃণবীরুধস্ত্বৎ-,
পাদস্পৃশো দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ।
নদ্যোঽদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈ-,
র্গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ॥ ১২॥

গোপালন-লীলায় পৌগণ্ডে বৃন্দাবনে।
বলরামপ্রতি কন শ্রীকৃষ্ণ আপনে—॥
অদ্য এই ধরা তৃণ-গুল্মাদিক আর।
তব পাদস্পর্শহেতু হৈলা ধন্যা সার॥
বৃক্ষলতাগণ তব হস্তের স্পর্শনে।
নদী গিরি খগ মৃগ দয়াবলোকনে॥
সবে ধন্যা, গোপীগণ ধন্যা অতিশয়।
যাহাদের বক্ষশোভা লক্ষ্মীও বাঞ্ছয়॥
ক্রমেক্রমে সকলের ধন্যত্ব কহিতে।
গোপীসব স শ্রেষ্ঠা হইল স্বচিতে॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।২১।১০)—

বৃন্দাবনং সখি ভুবো বিতনোতি কীর্ত্তিং,
যদ্দেবকীসুতপদাম্বুজলব্ধলক্ষ্মি।
গোবিন্দবেণুমনু মত্তময়ূরনৃত্যং,
প্রেক্ষ্যাদ্রিসান্বপরতান্যসমস্তসত্ত্বম্॥ ১৩॥

বৃন্দাবনমধ্যে গত শ্রীনন্দনন্দন।
করিলেন মনোহর বংশীর বাদন॥
তাহা শুনি গৃহমধ্যস্থিতা গোপীগণ।
প্রেমে পূর্ণা পরস্পর কহয়ে কথন—॥

ওহে সখি শ্রীরাধিকে! এই বৃন্দাবন।
পৃথিবীর কীর্ত্তি করিতেছে বিস্তারণ॥
যেহেতুক দেবকীসুতের শ্রীচরণ।
হৈতে লভিয়াছে সর্ব্ব শোভারূপ ধন॥
গোবিন্দের বেণুনাদ করিয়া শ্রবণ।
মত্তজ্ঞানে নৃত্য করে ময়ূরের গণ॥
তাহা দেখি পর্ব্বতের শৃঙ্গের উপরে।
অন্যপক্ষিগণ যত আসি নৃত্য করে॥

(তত্রৈব ১৮)—

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো,
যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পরশপ্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহগোগণয়োস্তয়োর্যৎ,
পানীয়সূযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ॥ ১৪॥

হে অবলা! হন্ত এই গিরিগোবর্দ্ধন।
হরিদাসসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হন॥
যেহেতুক রামকৃষ্ণচরণস্পর্শনে।
কিম্বা ক্রীড়াকারী যেই কৃষ্ণের চরণে॥
তাহার স্পর্শনেতে প্রমোদযুক্ত হয়।
জল ঘাস গুহা কন্দ মূলে সমুদয়॥
ধেনু আর সহচরগণের সহিত।
শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা করে বিস্তারিত॥
অথবা রময়ে যেই শ্রীকৃষ্ণচরণ।
তাহা যবে গিরিবরে করয়ে স্পর্শন॥
কঠিনতা ত্যজি অতি কোমল হইয়া।
প্রমোদ তাঁহারে দেন চরণ সেবিয়া॥

তত্রৈব (ঐ ১৬)—

দৃষ্ট্বাতপে ব্রজপশূন্ সহ রামগোপৈঃ,
সঞ্চারয়ন্তমনু বেণুমুদীরয়ন্তম্।
প্রেমপ্রবৃদ্ধ উদিতঃ কুসুমাবলীভিঃ,
সখ্যুর্ব্যধাৎ স্ববপুষাম্বুদ আতপত্রম্॥ ১৫॥

বলরাম আর সহ সহচরগণ।
রৌদ্রে ব্রজপশুগণে করেন চারণ॥
প্রতিক্ষণ বেণুনাদ করেন পূরণ।
দেখিয়া অম্বুদ প্রেমে বাঢ়িয়া তখন॥
উদিত হইয়া বিন্দুবিন্দু জল ঝরে।
প্রিয়ের হইল ছত্র নিজ কলেবরে॥

তত্রৈব (ঐ ১৫)—

নদ্যস্তদা তদুপধার্য্য মুকুন্দগীত,
মাবর্ত্তলক্ষিতমনোভবভগ্নবেগাঃ।
আলিঙ্গনস্থগিতমূর্ম্মিভুজৈর্মুরারে-,
র্গৃহ্ণন্তি পাদযুগলং কমলোপহারাঃ॥ ১৬॥

কালিন্দ্যাখ্যা শুনি তবে মুকুন্দের গীত।
আবর্ত্তে দর্শিত কামে ভগ্নবেগান্বিত ॥
কিম্বা মুকুন্দগীতের শোভা পরস্পরে।
অতি প্রকাশিত কামে ভগ্নবেগ ধরে ॥
উর্ম্মিরূপে ভুজে মুরারির পাদদ্বয়।
আলিঙ্গনে স্থগিত সে গ্রহণ করয় ॥
যাহাদের পূজার সামগ্রী পদ্মসব।
কিম্বা কমলার পূজ্যা সৌভাগ্যপ্রভব ॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।৩৫।৯)—

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং,
ব্যঞ্জয়ন্ত ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ,
প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম ॥ ১৭ ॥

পূর্ব্বশ্লোক-উক্ত বেণুনাদ হৈল পর।
বৃন্দাবনাদিতে যেই লতা তরুবর ॥
ভক্তিবশহেতু কৃষ্ণ নিজচিত্তে স্থিত।
গোপনীয় তবে প্রেমে করেন ব্যঞ্জিত ॥
পুষ্প আর ফল সবে যুক্ত অনিবার।
বিনয়াদিগুণে নম্রগত পরিবার ॥
প্রেমেতে সন্তুষ্টতনু সদা মধুধার।
বর্ষণ করেন আনন্দাশ্রুর সঞ্চার ॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।১৫।৬)—

এতেঽলিনস্তব যশোঽখিললোকতীর্থং,
গায়ন্ত আদিপুরুষানুপথং ভজন্তে।
প্রায়ো অমী মুনিগণা ভবদীয়মুখ্যা,
গূঢ়ং বনেঽপি ন জহত্যনঘাত্মদৈবম্ ॥ ১৮ ॥

বলরামে কহেন শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বমত—।
হে আদিপুরুষ ! এইসব অলি যত ॥
পথেপথে ভজি পিছে করয়ে প্রস্থান।
তব যশ সর্ব্বলোকত্রাতৃ করি গান ॥
প্রায় এই সকল সে হয় মুনিগণ।
ভক্তসবমধ্যে হয় মুখ্যমুখ্য জন ॥
নিজ ইষ্টদেব আছে সংগোপনে বনে।
তথাপিও ত্যাগ নাহি করে কদাচনে ॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।৩৫।১১)—

সরসি সারসহংসবিহঙ্গা-,
শ্চারুগীতহৃতচেতস এত্য।
হরিমুপাসত তে যতচিত্তা,
হন্ত মীলিতদৃশো ধৃতমৌনাঃ ॥ ১৯ ॥

দিবার বিরহদুঃখশান্তির কারণ।
পূর্ব্বমত কৃষ্ণলীলা গায় গোপীগণ ॥
সরোবরে সারস-হংসাদি পক্ষিগণ।
কৃষ্ণকৃত চারুগীত করিয়া শ্রবণ ॥
সবাকার চিত্তসব হরণ হইয়া।
হরি-উপাসনা করে সমীপে আসিয়া ॥
যমন করিয়া চিত্ত মুদ্রিতনয়ন।
হন্ত হন্ত কৈল সবে মৌনের ধারণ ॥
পক্ষিজাতিগণের এমত আকর্ষণ।
কহ দেখি কিমতে রহিবে গোপীগণ ? ॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।২১।১৪)—

প্রায়ো বতাম্ব মুনয়ো বিহগা বনেঽস্মিন্,
কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং বনবেণুগীতম্।
আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচিরপ্রবালান্।
শৃণ্বন্তি মীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ ॥২০॥

খেদে কহে—ওগো মাতা ! প্রায় এইবনে।
পক্ষিগণ মুনি কৃষ্ণ ধর্ম্মপরায়ণে ॥
অথবা যে কৃষ্ণপরায়ণ মুনিগণে।
পক্ষীর স্বরূপ হৈল সবে এইবনে ॥
মনোহরপত্রযুক্ত বৃক্ষের শাখায়
আরোহণ করি নিমীলিতনেত্রে তায় ॥
ত্যজি অন্য বাক্য হৈয়া কৃষ্ণের ঈক্ষিত।
কৃষ্ণের উদিত শুনে কলবেণুগীত ॥
'বত' এই খেদবাক্যে এই ত আশয়।
কৃষ্ণপরায়ণ পক্ষিগণ মহাশয় ॥
ধিক্ আমাদিগে—মোরা সকল ত্যজিয়া।
শ্রীকৃষ্ণদর্শন নাহি করি বনে গিয়া ॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।২১।১১)—

ধন্যাঃ স্ম মূঢ়মতয়োঽপি হরিণ্য এতা,
যা নন্দনন্দনমুপাত্তবিচিত্রবেশম্।
আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহকৃষ্ণসারাঃ,
পূজাং দধুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ ॥ ২১ ॥

মূঢ়মতি হইয়াও হরিণীর গণ।
ওগো সখি ! সব হয় ধন্যা সর্ব্বক্ষণ ॥
বেণুশব্দ শুনি কৃষ্ণসারের সহিত।
নানাবেশভূষাধারিকৃষ্ণের নিশ্চিত ॥
পূজা করে প্রণয়াবলোকনে রচিত।
অতএব ধন্যা তারা হয় সুবিহিত ॥

ইহাতে হরিণীগণ পতির সহিত।
কৃষ্ণমুখ দেখে, তাহে ধন্যা সুনিশ্চিত ॥
গোপিকার মনেতেও হয় সে আশয়।
এপ্রকার এই শ্লোকে অর্থ নাহি হয় ॥
হরিণীগণের পতি 'কৃষ্ণসার' হয়।
'কৃষ্ণ সার যাহাদের' এ অর্থ নিশ্চয় ॥
আমাদের পতি দ্বেষ করয়ে দর্শনে।
অতএব অধন্যা আমরা সর্ব্বক্ষণে ॥

তত্রৈব (ঐ ১৩)—

গাবশ্চ কৃষ্ণমুখনির্গতবেণুগীত-
পীযূষমুত্তভিতকর্ণপুটৈঃ পিবন্ত্যঃ।
শাবাঃ স্নুতস্তনপয়ঃকবলাঃ স্ম তস্থু-
র্গোবিন্দমাত্মনি দৃশাশ্রুকলাঃ স্পৃশন্ত্যঃ ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণমুখনির্গত মুরলীগীতামৃত।
ঊর্দ্ধ কর্ণপুটে ধেনুগণ পান কৃত ॥
শবতুল্যা হৈয়া মুখ হৈতে গ্রাস পড়ে।
স্তন হৈতে দুগ্ধ ক্ষরে, যেন রহে জড়ে ॥
মনোমধ্যে গোবিন্দেরে করিয়া স্পর্শন।
চক্ষুসব হৈতে অশ্রু বর্ষে অনুক্ষণ ॥
কিম্বা 'শাব,-শব্দে বৎস—তাদের বদনে।
স্তনদুগ্ধরূপ গ্রাস ক্ষরে সেইক্ষণে ॥
অন্য অর্থ পূর্ব্বমত জানিহ ইহায়।
অতএব ধন্য তারা হয় সমুদায় ॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।৩৫।৫)—

বৃন্দশো ব্রজবৃষা মৃগগাবো,
বেণুবাদ্যহৃতচেতস আরাৎ।
দন্তদষ্টকবলা ধৃতকর্ণা,
নিদ্রিতা লিখিত-চিত্রমিবাসন্ ॥ ২৩ ॥

হে সখি! ব্রজের ধেনু বৃষ মৃগগণ।
বেণুরবাদ্যেতে চিত্ত হইয়া হরণ ॥
শীঘ্র নিজস্থান হৈতে করি আগমন।
দন্তে গ্রাস ধরি রহে, না করে ভক্ষণ ॥
বেণু শুনিবারে রহে ধৃতকর্ণ তায়।
হইল নিদ্রিত কি লিখিতচিত্রপ্রায় ॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।২১।১৭)—

পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য উরুগায়পদাব্জরাগ-
শ্রীকুঙ্কুমেন দয়িতাস্তনমণ্ডিতেন।
তদ্দর্শনস্মররুজস্তৃণরূষিতেন,
লিম্পন্ত্য আননকুচেষু জহুস্তদাধিম্ ॥ ২৪ ॥

যে কুঙ্কুম কৃষ্ণপদাব্জরাগে শোভিত।
কৃষ্ণপ্রিয়া-স্তনমধ্যে আছিল মণ্ডিত ॥
রতিকালে পাদপদ্ম ধরিলেক স্তনে।
তাহাতে সে কুঙ্কুম লাগিল শ্রীচরণে ॥
বনের ভ্রমণে তাহা লাগিল তৃণেতে।
দেখিয়া পুলিন্দী কামে পীড়িত মনেতে ॥
উঠাইয়া সে কুঙ্কুম লেপি মুখে স্তনে।
অনির্ব্বাচ্য মনোব্যথা করিল ত্যজনে ॥
ইহাতে পুলিন্দী—শবরের নারী যত।
হইল কৃতার্থ বনচারিণী সর্ব্বতঃ ॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।১২।৬)

যদি দূরংগতঃ কৃষ্ণো বনশোভেক্ষণায় তম্।
অহং পূর্ব্বমহং পূর্ব্বমিতি সংস্পৃশ্য রেমিরে ॥ ২৫ ॥

ব্রজবালকসবার মাহাত্ম্য এখন।
গোস্বামী শ্রীশুকদেব করেন বর্ণন—॥
বনশোভা দেখিবারে শ্রীনন্দনন্দন।
যদি দূরবনমধ্যে করেন গমন ॥
'আমি পূর্ব্বে আমি পূর্ব্বে করিব স্পর্শন।'
ইহা কহি স্পর্শি সবে করেন ক্রীড়ন ॥

তত্রৈব (ঐ ১১)—

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা,
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ,
সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥২৬॥

'নরদারক'-শব্দেতে কিশোরশেখর।
অতি মনোহর যেই নববধূবর ॥
দাস্যতায় যে গোপীরা লইলা আশ্রয়।
তাঁহাদের নরদারক শ্রীকৃষ্ণ হয় ॥
সাধু ভক্তগণের সে পরম দৈবত।
তাঁহার সহিত ব্রহ্মসুখানুভবতঃ ॥
বৎসচারণাদিমতে করিল বিহার।
কৃতপুণ্যপুঞ্জ যত গোপের কুমার ॥
অত্র 'পুণ্য'-শব্দে ভক্তি-পরিভাষা হয়।
'কৃতভক্তিপুঞ্জ' এই অর্থ সুনিশ্চয় ॥

তত্রৈব (ঐ ১২)—

যৎপাদপাংশুর্বহুজন্মকৃচ্ছ্রতো,
ধৃতাত্মভির্যোগিভিরপ্যলভ্যঃ।
স এব যদ্দৃগ্বিষয়ঃ স্বয়ং স্থিতঃ,
কিং বর্ণ্যতে দিষ্টমহো ব্রজৌকসাম্ ॥২৭॥

যাঁর পদরেণু বহুজন্মকৃচ্ছ্র চয়ে।
স্থিরীকৃতমন যোগিগণ না লভয়ে॥
শ্রীসচ্চিদানন্দঘনমূর্ত্তি সে নিশ্চয়ে।
স্বয়ং স্থিত যাঁহাদের চক্ষুর বিষয়ে॥
হেন ব্রজবাসিসকলের ভাগ্যচয়।
অহো কি বর্ণিব, যার সীমা নাহি হয়॥
কিম্বা 'মহঃ'-শব্দে হয়, তেজের প্রভাব॥
কি বর্ণিব 'দিষ্টমহঃ', নাহি অনুভাব॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।১৫।১৬)—

কচিৎ পল্লবতল্পেষু নিযুদ্ধশ্রমকর্ষিতঃ।
বৃক্ষমূলাশ্রয়ঃ শেতে গোপোৎসঙ্গোপবর্হণঃ॥ ২৮॥

মল্ললীলাশ্রমে কৃষ্ণ হইয়া কর্ষিত।
কোনস্থানে যে শীতল-বাতেতে সেবিত॥
কদম্বাদিবৃক্ষতল করিয়া আশ্রয়।
পল্লব-পুষ্পাদি-শয্যা'পরে সেসময়॥
শয়ন করেন কৃষ্ণ সুখে সেইস্থান।
শ্রীদামের ক্রোড় তাঁর হয় উপধান॥

তত্রৈব (ঐ ১৭, ১৮)—

পাদসংবাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ।
অপরে হতপাপ্মানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্॥ ২৯॥
অন্যে তদনুরূপাণি মনোজ্ঞানি মহাত্মনঃ।
গায়ন্তি স্ম মহারাজ স্নেহক্লিন্নধিয়ঃ শনৈঃ॥ ৩০॥

কোন মহাশয় তাঁর পাদ সংবাহয়ে।
কোন হত-অপরাধ ব্যজনে বীজয়ে॥
স্নেহে আর্দ্রবুদ্ধি কেহ অনুরূপ তার।
মহাত্মা কৃষ্ণের যেই মনোহর সার॥
করেন হে মহারাজ! অল্পে-অল্পে গান।
সখাসব হেন সেবা করে সাবধান॥
'মহারাজ'-শব্দে তোমাদিগেরো কথন।
হেন সুখ ক্রীড়া নাই বুঝ নিজমন॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।৮।৪৬)—

নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ॥ ৩১॥

মাতৃপিতৃস্নেহ-আদি শুনিয়া বিস্ময়ে।
রাজা পরীক্ষিত শুকদেবে জিজ্ঞাসয়ে—॥
ওহে ব্রহ্মমূর্ত্তে! কিবা শ্রেয় মহোদয়।
করিয়াছিলেন তাহে নন্দ সুনিশ্চয়॥

মহাভাগ্যবতী বা যশোদা আচরিল।
যাঁর স্তনপান হরি আপনি করিল॥
পিতা হৈতে মাতৃস্নেহ অধিক সে হন।
'মহাভাগা' 'স্তনপান' কহি একারণ॥
কিম্বা নন্দপক্ষে—'আজ্ঞা করিল রক্ষণ'।
যশোদাপক্ষেতে 'স্তনপান সে করণ'॥

তত্রৈব (ঐ ৫১)—

ততো ভক্তির্ভগবতি পুত্রীভূতে জনার্দ্দনে।
দম্পত্যোর্নিতরামাসীদ্গোপগোপীষু ভারত॥ ৩২॥

কহেন শ্রীশুক—ব্রহ্মবরের কারণ।
হৈলা পুত্ররূপে ভগবান্ জনার্দ্দন॥
সব গোপ-গোপী মধ্যে নন্দ-যশোদার।
তাঁহাতে হইল ভক্তি বিবিধপ্রকার॥
'হে ভারত!'-সম্বোধনে—শ্রেষ্ঠবংশোদ্ভব॥
অতএব তুমি স্বয়ং কর অনুভব॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।৬।৪৩)—

নন্দঃ স্বপুত্রমাদায় প্রোষ্যাগত উদারধীঃ।
মূর্দ্ধ্ন্যবঘ্রায় পরমাং মুদং লেভে কুরূদ্বহ॥ ২৩॥

পূতনাবধের কালে নন্দ মথুরায়।
গিয়াছিলা, আসিয়া শুনিলা সমুদায়॥
দানশীলবুদ্ধি নন্দরাজ সেইক্ষণে।
আপন পুত্রেরে ক্রোড়ে করিয়া গ্রহণে॥
অতি স্নেহে মস্তকের আঘ্রাণ লইয়া।
ওহে কুরূদ্বহ! হর্ষ পরম পাইলা॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।৯।১৮)

স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়া বিস্রস্তকবরস্রজঃ।
দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে॥ ৩৪॥

নবনীতচৌর্য্য ভগ্ন দধির ভাজন।
দেখি ক্রোধে মাতা কৃষ্ণে করিতে বন্ধন॥
উদরে বান্ধেন যত রজ্জুতে তাঁহায়।
ন্যূন হয় দ্বি-অঙ্গুলী রজ্জু সর্ব্বথায়॥
ঘর্ম্মযুক্ত সর্ব্বগাত্র হইল মাতার।
খসিল কবরী আর মালিকা তাহার॥
পরিশ্রম দেখি কৃষ্ণ কৃপা-প্রকাশনে।
করিলেন স্বীকার আপনার বন্ধনে॥

তত্রৈব (ঐ ২০)—

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া ।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ ॥ ৩৫ ॥

বিমুক্তিদ কৃষ্ণ হৈতে গোপী যশোমতী।
লাভ করিলেন যেই প্রসন্নতা অতি ॥
ব্রহ্মা, শিব মহালক্ষ্মী সদাবক্ষঃস্থিতা।
না পাইলা সেই প্রসন্নতা সুনিশ্চিতা ॥
সংসারবন্ধন হৈতে মুক্তি দেয় যেই।
গোপী হৈতে গোরজ্জুতে বান্ধা গেলা সেই ॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।১১।১৮)—

পয়াংসি যাসামপিবৎ পুত্রস্নেহস্নুতান্যলম ।
ভগবান্ দেবকীপুত্রঃ কৈবল্যাদ্যখিলার্থদঃ ॥
তাসামবিরতং কৃষ্ণে কুর্বতীনাং সুতেক্ষণম ।
ন পুনঃ কল্পতে রাজন্ সংসারোঽজ্ঞানসম্ভবঃ ॥ ৩৬ ॥

যে যে বৃদ্ধগোপিকার দুগ্ধ স্তনস্থিত।
কৃষ্ণে পুত্রস্নেহহেতু হইল ক্ষরিত ॥
কৈবল্যাদি-অখিলার্থপ্রদ ভগবান্
দেবকীনন্দন অতি করিলেন পান ॥
কৃষ্ণে পুত্রদৃষ্টি তারা করে অবিরত।
না হয় অজ্ঞানোদ্ভব সংসার পুনত ॥
'রাক্ষসগণের হৈল সংসারমোচন।
গোপিকার তাহাতে কি হৈল প্রশংসন ? ॥'
অতএব কহি শুন অর্থ-বিবরণ—।
সম্যক্সার 'সংসার'-শব্দেতে 'মুক্তি' হন ॥
অকার-বিশ্লেষ নাহি করি এইবার।
জ্ঞান হৈতে হয় মুক্তি—জানিহ প্রকার ॥
তাহা নাহি হয় যত বৃদ্ধগোপিকার।
যেহেতুক সদা কৃষ্ণলীলাপরিবার ॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।১১।১৬)—

গোপীনাং পরমানন্দ আসীদ্গোবিন্দদর্শনে ।
ক্ষণং যুগশতমিব যাসাং যেন বিনাভবৎ ॥ ৩৭ ॥

মুঞ্জাটবীমধ্যে দাবানল-বিমোচন।
করি কৃষ্ণ ব্রজেতে করিলে আগমন ॥
গোবিন্দদর্শন করি যত গোপিকার।
পরম আনন্দ অতি হইল প্রচার ॥
যেই কৃষ্ণে না দেখিয়া ক্ষণেক সময়।
যে গোপীগণের যুগ-শত-সম হয় ॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।৩০।৪৩)—

তন্মনস্কাস্তদালাপাস্তদ্বিচেষ্টাস্তদাত্মিকাঃ ।
তদ্গুণানেব গায়ন্ত্যো নাত্মাগারাণি সস্মরুঃ ॥ ৩৮ ॥

রাসারম্ভে কৃষ্ণচন্দ্র হৈলে অন্তর্দ্ধান।
না পাইয়া গোপী অন্বেষিয়া নানা স্থান ॥
নিবিড় বনেতে জ্যোৎস্না সম্ভব না হয়।
অন্ধকার দেখি নিবর্ত্তিলা গোপীচয় ॥
কৃষ্ণে মন, কৃষ্ণালাপ, কৃষ্ণের কারণ।
পুষ্পমালা-রচনাদি বিবিধ চেষ্টন ॥
তন্ময়ী হইয়া সে তাঁহার গুণগণ।
গায়েন আলয় দেহ না করি স্মরণ ॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।৪৪।১৪)—

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং,
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্ ।
দৃগ্ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ ,
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য ॥ ৩৯ ॥

কংসরঙ্গস্থলে কৃষ্ণে করিয়া দর্শন।
পরস্পর কহে কথা পুরনারীগণ—॥
প্রসিদ্ধ তপস্যা সব যে আছে ভুবনে।
এতাদৃশ ফল তার না করি শ্রবণে ॥
গোপীসব কিবা তপ কৈল আচরণ।
যেহেতু ইঁহার রূপ সর্ব্ববিলক্ষণ ॥
লাবণ্যের সার,—নাহি সম ঊর্দ্ধ যার।
প্রতিক্ষণ-নূতন দুষ্প্রাপ্য সবাকার ॥
যশঃ শ্রী ঐশ্বর্য্য তার যে একান্ত ধাম।
স্বতঃসিদ্ধ চক্ষুদ্বারা পিয়ে অবিরাম ॥

তত্রৈব(ঐ ১৫)—

যা দোহনেঽবহননে মথনোপলেপ-,
প্রেঙ্খেঙ্খনার্ভরুদিতোক্ষণমার্জ্জনাদৌ ।
গায়ন্তি চৈনমনুরক্তধিয়োঽশ্রুকণ্ঠ্যো,
ধন্যা ব্রজস্ত্রিয় উরুক্রমচিত্তযানাঃ ॥ ৪০ ॥

দোহন বর্ত্তন আর দধির মথনে।
বালক-রোদিতে আর দোলা-আন্দোলনে ॥
চন্দনানুলেপ আর সেচন-মার্জ্জনে।
ইত্যাদিকে গায় যারা শ্রীনন্দনন্দনে ॥
অনুরক্তবুদ্ধি উরুক্রমে চিত্তগতি।
অশ্রুকণ্ঠী ব্রজনারীগণ ধন্যা অতি ॥

তত্রৈব (ঐ ১৬)—

প্রাতর্ব্রজাদ্‌ব্রজত আবিশতশ্চ সায়ং,
গোভিঃ সমং ক্বণয়তোঽস্য নিশম্য বেণুম্ ।
নির্গত্য তূর্ণমবলাঃ পথি ভূরিপুণ্যাঃ,
পশ্যন্তি সস্মিতমুখং সদয়াবলোকম্ ॥৪১॥

গো-গোপকুমার-সহ প্রভাতসময়ে ।
ব্রজে হৈতে কৃষ্ণচন্দ্র গমন করয়ে ॥
সায়ং-আগমনে বেণু করেন বাদন ।
সেই মুরলীর ধ্বনি শুনি নারীগণ ॥
শীঘ্র পথে আসি দেখে ভূরি-পুণ্যাগণ ।
সস্মিত-সদয়দৃষ্টি শ্রীকৃষ্ণবদন ॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।৩২।২২)—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ ।
যা মা ভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥৪২॥

রাসে অন্তর্দ্ধান হৈয়া গোপীর ক্রন্দনে ।
আবির্ভূত কৃষ্ণচন্দ্র হইলা যখনে ॥
গোপীসকলের প্রশ্নত্রয়ের উত্তরে ।
তাঁহাদের কহেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পরে—॥
তোমাদের সংযোগ হে গোপি ! অনিন্দিত ।
দেবগণ পরমায়ুকালেও ব্যাপিত ॥
আমি নাহি পারি তোমাদের কদাচিত ।
প্রত্যুপকারের কৃত্য করিতে নিশ্চিত ॥
দুর্জর সে গৃহরূপ শৃঙ্খল ছেদিয়া ।
আমার ভজন সবে করিলে আসিয়া ॥
তাহে সব তোমাদের সাধুত্বদ্বারায় ।
প্রতিকৃত হউক ; শুনহ ভাব তায় ॥
তোমাদের সুশীলতা যদি না সহায় ।
তবে ঋণী থাকিলাম আমি সর্ব্বদায় ॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।৪৬।৩)—

গচ্ছোদ্ধব ব্রজং সৌম্য পিত্রোর্নঃ প্রীতিমাবহ ।
গোপীনাং মদ্বিয়োগাধিং মৎসন্দেশৈর্বিমোচয় ॥৪৩॥

মথুরায় থাকি কৃষ্ণ গোপীর বিরহ ।
ভাবিয়া মনেতে অতি হইয়া অসহ ॥
প্রিয়সখা মন্ত্রিবর উদ্ধবে ডাকিয়া ।
পাঠায়েন ব্রজে কিছু সান্ত্বনা করিয়া—॥
সহজ-কোমল-রীতি হে উদ্ধব ! তায় ।
ব্রজেতে গমন তুমি করহ ত্বরায় ॥
যশোমতী নন্দ আমাদের মাতা পিতা ।
তাঁহাদিগে প্রীতি দাও নিজচাতুরিতা ॥
গোপিকার মম বিরহের দুঃখ যত ।
আমার সন্দেশ-বাক্যে মোচন কর ত ॥

তত্রৈব (ঐ ৪)—

তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ ।
যে ত্যক্তলোকধর্ম্মাশ্চ মদর্থে তান্ বিভর্ম্যহম্ ॥৪৪॥

গোপিকার আমাতেই মন-প্রাণ হয় ।
মদর্থে ত্যজিলা দেহকার্য্য সমুদয় ॥
মন্নিমিত্তে লোকধর্ম্ম ত্যজে যে যে জন ।
তাহাদিগে করি আমি সুখেতে বর্দ্ধন ॥

তত্রৈব (ঐ ৫৬)—

ময়ি তাঃ প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে দূরস্থে গোকুলস্ত্রিয়ঃ ।
স্মরন্ত্যোঽঙ্গ বিমুহ্যন্তি বিরহৌৎকণ্ঠ্য-বিহ্বলাঃ ॥
ধারয়ন্ত্যতিকৃচ্ছ্রেণ প্রায়ঃ প্রাণান্ কথঞ্চন ।
প্রত্যাগমনসন্দেশৈর্বল্লব্যো মে মদাত্মিকাঃ ॥৪৫॥

আমি প্রিয়তম হই প্রিয়তমগণে ।
দূরেতে থাকিতে গোকুলের নারী মনে ॥
স্মরিয়া বিরহ-উৎকণ্ঠায় বিহ্বলিতা ।
বিশেষেতে মুহুর্মুহুঃ মোহ প্রাপ্তস্থিতা ॥
হে অঙ্গ ! শ্রীরাধা-আদি বল্লবীসকল ।
মম প্রত্যাগম-আশা জানিয়া প্রবল ॥
মন্ময়ী তাঁহারা অতি কৃচ্ছ্রে তে জীবন ।
কোনপ্রকারেতে মাত্র করেন ধারণ ॥

তত্রৈব (ভাঃ ১১।১২।১০)—

রামেণ সার্দ্ধং মথুরাং প্রণীতে,
শ্বাফল্কিনা ময্যনুরক্তচিত্তাঃ ।
বিগাঢ়ভাবেন ন মে বিয়োগ-,
তীব্রাধয়োঽন্যং দদৃশুঃ সুখায় ॥ ৪৬ ॥

দ্বারকায় কৃষ্ণ গোপীমহিমোত্থাপনে ।
উদ্ধবের প্রতি কিছু কহেন বচনে—॥
বৃন্দাবন হৈতে মোরে রামের সহিত ।
মথুরায় অক্রূর সে করিলে আনীত ॥
মযি অনুরক্ত-চিত্ত অতি গাঢ়ভাবে ।
বিচ্ছেদের তীব্র পীড়া সদা অনুভাবে ॥

আমা হৈতে অন্য কিছু সুখের কারণ।
না দেখিয়া থাকিলেন সুদুঃখিত-মন ॥

তত্রৈব (ঐ ১১)—

তাস্তাঃ ক্ষপাঃ প্রেষ্ঠতমেন নীতা,
ময়ৈব বৃন্দাবনগোচরেণ।
ক্ষণার্দ্ধবত্তাঃ পুনরঙ্গ তাসাং,
হীনা ময়া কল্পসমা বভূবুঃ ॥ ৪৭ ॥

আমি প্রেষ্ঠতম সে বৃন্দাবনগোচর।
আমার সহিত অনির্ব্বচনীয়তর ॥
নিশা-সব রাসক্রীড়াদিক পরানন্দে।
ক্ষণার্দ্ধসমান গত করিলা স্বচ্ছন্দে ॥
হে অঙ্গ। সে সব নিশা পুনঃ কল্পপ্রায়।
হৈল আমা হৈতে হীন হৈয়া গোপিকায় ॥

তত্রৈব (ঐ ১২)—

তা নাবিদন্ময্যনুষঙ্গবদ্ধ-,
ধিয়ঃ স্বমাত্মানমদস্তথেদম্।
যথা সমাধৌ মুনয়োঽব্ধিতোয়ে,
নদ্যঃ প্রবিষ্টা ইব নামরূপে ॥ ৪৮ ॥

আমাতে সর্ব্বদা-সঙ্গে বদ্ধবুদ্ধি যত।
ইহ-পর-লোক সুহৃদবর্গ অভিমত ॥
নিজ-আত্মা-পর্য্যন্ত না জানয়ে কিঞ্চিত।
সিন্ধুতোয়ে নদীমত প্রবিষ্ট নিশ্চিত ॥
সমাধিতে প্রবিষ্ট যেমত মুনি যত।
নাহি জানে নামরূপাত্মক এ জগত ॥

তত্রৈব (ঐ ১৩)—

মৎকামা রমণং জারমস্বরূপবিদোঽবলাঃ।
ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গাচ্ছতসহস্রশঃ ॥৪৯॥

অবলা-শব্দের অর্থ কহেন প্রবীণ।
জাতি-ক্রিয়া-জ্ঞান-শক্ত্যাদিক বলহীন ॥
পুলিন্দীপ্রভৃতি শতসহস্রশো নারী।
আত্মতত্ত্বজ্ঞানেতে রহিতা বনচারী ॥
গৃহাদিগমনে গোপীসঙ্গতি পাইয়া।
আমাবিষয়ক-কাম-বিশিষ্টা হইয়া ॥
পরব্রহ্মস্বরূপ আমি শ্রীনন্দনন্দন।
আমারে পাইল স্বাবিভাবে নারীগণ ॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।৪৭।৫৮)—
এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো,
গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ
বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ
কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথারসস্য ॥৫০॥

কৃষ্ণাজ্ঞায় উদ্ধব আসিয়া বৃন্দাবনে।
শ্রীকৃষ্ণের আদেশ কহিয়া গোপীগণে ॥
বিরহের শান্তি নাহি অথচ বর্দ্ধিত।
দেখিয়া উদ্ধব মনে হইলা বিস্মিত ॥
এমত গাম্ভীর্য্য প্রেম না দেখি কোথায়।
পরম ভক্তিতে প্রণমিয়া ইহা গায়— ॥
ব্রজে মহালক্ষ্মী এই গোপবধূগণ।
ভুবিমধ্যে সফলজন্মা ইঁহারা হন ॥
যেহেতুক সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীগোবিন্দে।
রূঢ়ভাব অতি প্রেমবতী সে অনিন্দে ॥
মুক্তীচ্ছুকসব আর মুক্ত মুনিগণ।
আমরাও বাঞ্ছা করি যাহা সর্ব্বক্ষণ ॥
অনন্তের কথা-রস-বিশিষ্ট যে মনে।
কিবা ফল আত্মতত্ত্ব-প্রকাশ-সাধনে ? ॥

তত্রৈব (ঐ ৫৯)—
ক্বেমাঃ স্ত্রিয়ো বনচরীর্ব্যভিচারদুষ্টাঃ,
কৃষ্ণে ক্ব চৈব পরমাত্মনি রূঢ়ভাবঃ।
নন্বীশ্বরোঽনুভজতোঽবিদুষোঽপি সাক্ষা-
চ্ছ্রেয়স্তনোত্যগদরাজ ইবোপযুক্তঃ ॥ ৫১ ॥

বৃন্দাবনে রহঃস্থানে করেন ভ্রমণ।
কোথা এই শ্রীনন্দব্রজের নারীগণ ॥
না করা প্রতিপালন আদেশ তাঁহার।
তত্ত্বক্তিনিষ্ঠত্ব-রাহিত্যাদি ব্যভিচার ॥
তাহে দুষ্টা আমরা বা আছিয়ে কোথায়।
পরমাত্ম-কৃষ্ণে রূঢ়ভাব কোথা ভায় ? ॥
অর্থাৎ গোপিকাদের যেই রূঢ়ভাব।
তাহা কোথা আমাদের হবে অনুভাব ? ॥
বুঝিলাম—যদ্যপিও হৈয়া-অপণ্ডিত।
নিরন্তর ঈশ্বরেরে ভজয়ে নিশ্চিত ॥
সাক্ষাত কুশল তার করেন বিস্তারে।
ঔষধ খাইলে যেন রোগ নাশ করে ॥

তত্রৈব (ঐ ৬০)—
নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ,
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ,
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥ ৫২ ॥

রাসোৎসবে কৃষ্ণকণ্ঠ করিয়া গ্রহণ।
সুখপাল্য যেই ব্রজসুন্দরীর গণ॥
তাঁহারা যে প্রসন্নতা কৃষ্ণের লভিলা।
নিতান্ত রতির তাহা লক্ষ্মী না পাইলা॥
পদ্মগন্ধকান্তি স্বর্গনারী সমুদায়।
না পাইলা অন্যা সব পাইবে কোথায়?॥

তত্রৈব (ঐ ৬১)—

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং,
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা,
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥ ৫৩॥

গোপিকাসবার পাদরেণু যেই পায়।
বৃন্দাবনে গুল্মলতাদিক সমুদায়॥
তাসবার মধ্যে আমি কিছু কি হইব।
অহো গোপীপদরেণু সর্ব্বাঙ্গে পাইব॥
যাঁহারা অত্যাজ্য পতিপুত্রাদিক সব।
সদাচাররূপ ধর্ম্ম ত্যজিয়া বিভব॥
পাইলা শ্রীমুকুন্দের কমল-চরণ।
শ্রুতিসবাকার অন্বেষণীয় যে হন॥
শ্রুতিদের ধর্ম্মাদির অপেক্ষা আছয়ে।
গোপীগণ সর্ব্ব ত্যজি লৈল কৃষ্ণাশ্রয়ে॥
অতএব শ্রুতিরা কেবল অন্বেষয়ে।
গোপিকারা পাইলেন সে পদ নিশ্চয়ে॥
এইহেতু গোপিকারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হন।
এবঞ্চ যে কেহ কহে—'উপনিষদগণ॥
বিশেষ ভজনলাভে গোপিকা হইলা।'
সেকথাও একথায় নিরস্ত রহিলা॥
লক্ষ্মী হৈতে তাঁহাদের ন্যূনত্ব সে হয়।
অতএব নহে তত সৌভাগ্য-উদয়॥
কেবল শ্রীগোবিন্দের করুণাপ্রভাবে।
নিশ্চয় সম্ভবে তাহা, এই হয় ভাবে॥

তত্রৈব (ঐ ৬২)—

যা বৈ শ্রিয়ার্চ্চিতমজাদিভিরাপ্তকামৈ-
র্যোগেশ্বরৈরপি যদাত্মনি রাসগোষ্ঠ্যাম্।
কৃষ্ণস্য তদ্ভগবতঃ প্রপদারবিন্দং,
ন্যস্তং স্তনেষু বিজহুঃ পরিরভ্য তাপম্॥৫৪॥

লক্ষ্মী যাহা নিরন্তর করেন অর্চ্চন।
ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদিক দেব আর মুক্তগণ॥
ভক্তিযোগসমর্থ প্রভৃতি সমুদয়ে।
যেই পদ সদা মনোমধ্যেতে আছয়ে॥
সেই শ্রীকৃষ্ণের পদ গোপিকানিকরে।
রাসে স্তনে রাখি আলিঙ্গিয়া তাপ হরে॥

তত্রৈব (৬৩)—

বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদগীতং পুণাতি ভুবনত্রয়ম্॥৫৫॥

শ্রীনন্দব্রজের যেই গোপীপরিবার।
তাঁহাদের পাদরেণু বন্দি বারম্বার॥
যাঁহাদের হরির কথায় উচ্চগীত।
ত্রিভুবন পবিত্র করয়ে সুনিশ্চিত॥
কিম্বা হরিকথা-স্থায় যাঁদের উদ্গীত।
কিম্বা ইঁহাদের পাদরেণু সুনিশ্চিত॥
হরিকথোদ্গীত-স্থায় এই ত্রিভুবন।
পবিত্রয়ে ইত্যাদিক আছে অর্থগণ॥

তত্রৈব (১০।২১।৯)—

গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু-
র্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্।
ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো,
হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্য্যাঃ॥৫৬॥

বৃন্দাবনমধ্যে শুনি কৃষ্ণবংশীধ্বনি।
কহেন সখীর প্রতি শ্রীরাধা আপনি—॥
ওহে ললিতাদি সখি! এই কাষ্ঠময়।
কৃষ্ণবেণু কীদৃশ কুশল আচরয়॥
গোপীদের পানযোগ্য কৃষ্ণাধরামৃত।
শেষ না রাখিয়া স্বয়ং পিয়ে অবিরত॥
যাহার শ্রবণে যমুনাদি নদীগণ।
হর্ষে ফুল্লপদ্ম দ্বারা রোমাঞ্চিত হন॥
বংশেতে উদ্ভব বংশী তাহে তরুগণ।
নয়ন হইতে করে অশ্রুবিমোচন॥
যেন বৃদ্ধাগণ বংশে দেখি কৃষ্ণভক্ত।
রোমাঞ্চিত হন অশ্রু মুঞ্চে অনুরক্ত॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।৯০।৪৮)—

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো,
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন,
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্॥৫৭॥

দশমস্কন্ধের শেষে শ্রীশুক আপনে।
প্রতিপাদ্য সঙ্ক্ষেপিয়া কহেন বচনে—॥
জয়তি শ্রীকৃষ্ণ—জনেদের যাহে বাস।
অথবা জনসকলে যাঁহার নিবাস॥
দেবকীতে জন্ম এই প্রসিদ্ধি যাঁহার।
যদুবরসব-সভা-সেবক আকার॥
ইচ্ছাধীন চতুর্বাহু হইয়া আপনে।
কিম্বা বন্ধুবাহুদ্বারা দৈত্যবিনাশনে॥
বৃন্দাবনস্থিত স্থিরচরগণ যত।
তাহাদের ক্লেশনাশ করেন সতত॥
জ্যোতির্ম্মুক্ত কাম ব্রজপুর-বনিতার।
সুস্মিত শ্রীমুখে বাড়ায়েন অনিবার॥ ইতি॥

কহেন জনমেজয়—গুরো ভগবন্!।
কৃতার্থোঽস্মি কৃতার্থোঽস্মি নিশ্চিত এক্ষণ॥
গোলোকের মাহাত্ম্য যে গোপনীয় হয়।
করাল্যে সে শ্রবণ আমারে মহাশয়!॥
জৈমিনি কহেন—কৃতার্থোঽস্মি বাক্য যেই।
ওহে তাত! যে কহিলে, সব সত্য সেই॥
গোলোকমহিমাখ্যান ভক্তির দ্বারায়।
শ্রবণে কীর্ত্তনে ধ্যানে সেইপদ পায়॥
নির্হেতুক কৃপাকুল শ্রীনন্দনন্দন।
গুরূত্তম যিঁহ তাঁরে মন অনুক্ষণ॥
ভক্তি করাইয়া যিঁহ স্বসেবকজনে।
পরমোপকারিন্যায় হন সন্তোষণে॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গোলোকমাহাত্ম্যখণ্ডে
জগদানন্দো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥
॥•॥ সমাপ্তশ্চায়ং দ্বিতীয়খণ্ডঃ ॥•॥

❋ ॥ ইতি শ্রীভাগবতামৃতং সম্পূর্ণম্ ॥ ❋

অনুবাদকের আত্মকথা

)(*

নমোনম সনাতনগোস্বামিচরণে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের যে হন নিতাজনে॥
শ্রীগুরুপদারবিন্দ বন্দি সাবধানে।
যাঁহার কৃপায় হৈল এ গূঢ় ব্যাখ্যানে॥
বেনাপুর-নামে গ্রাম পরমসুন্দর।
বিরাজ করেন যাহে শ্রীশ্যামসুন্দর॥
তাঁহার সেবক—বসু শ্রীগোকুলচন্দ্র।
প্রেমভক্তিরূপ গগনেতে যেন চন্দ্র॥
তাঁহার তনয় জয়গোবিন্দ সুদীন।
ভক্তি-শ্রদ্ধা-নিষ্ঠা-আদি সকলে বিহীন॥

যথামতি টীকা মূল করিয়া ভাবনা।
করিল সম্প্রতি ভাষাবচনে রচনা॥
ইহাতে কামনা এই সদা মম মনে।
করিবেন কৃপা এ অধীনে সাধুগণে॥

শাকে বেদরসাশ্বচন্দ্রগণিতে চৈত্রে দ্বিতীয়েঽহনি
নত্বা শ্রীগুরুপাদপদ্মযুগলং শ্রীকৃষ্ণভক্তিপ্রদম্।
শ্রীমদ্ভাগবতামৃতাখ্যকমিদং সৎপুস্তকং ভাষয়া,
পূর্ণং সর্ব্বফলাকরং গুণযুতং হীনেন জাতং মুদা॥০॥

শ্রীরাধাশ্যামসুন্দরাভ্যাং নমঃ॥ শ্রীহরয়ে নমঃ॥
শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণার্পণমস্তু॥

শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী

৺পণ্ডিত রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য

প্রথম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

লাচরণ

বন্দে নিত্যমনন্তভক্তিনিরতং ভক্তপ্রিয়ং সদ্‌গুরুম্‌,
শ্রীমদ্বীরগদাধরং দ্বিজবরং ভূতৈককরুণাকৃতিম।
শ্রীমদ্ভাগবতং বিলোক্য রুচিরাং ভক্তিপ্রদাং শ্রীহরৌ,
কর্ত্তুং কৃষ্ণচরিত্রপুণ্যরচনাং ধীরেতরাণাং মুদে ॥ ১
এষা ভাগবতী গদাধরপদাম্ভোজৈকসম্ভাবিতা,
সর্ব্বেষামঘনাশিনী শ্রুতিবনভ্রান্তামৃতস্যন্দিনী।
নানাবর্ণলয়াঙ্কিতাতিমধুরাকৃত্যা গভীরাশয়া,
কৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী হরতু বঃ সন্তাপমন্তর্ব্বহিঃ ॥ ২
শ্রীমদ্ভাগবতাদহর্নিশমিয়ং পীযূষসংবাহিনী,
স্বর্গঙ্গেব বিনির্গতা যদুপতেঃ শ্রীমৎপদাম্ভোরুহাৎ।
শ্রোত্রৈঃ কৃষ্ণগুণানুকীর্ত্তনপয়ঃপানান্মনোমজ্জনাৎ,
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী বিজয়তে তাপত্রয়োন্মূলিনা ॥ ৩
শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যৈঃ প্রেমভক্তিবিবৃদ্ধয়ে।
গীয়তে পরমানন্দং শ্রীগোবিন্দকথামৃতম্‌ ॥ ৪

মল্লার রাগ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোপীনাথ গোকুলনন্দন।
বৃন্দাবনচন্দ্র ব্রজরমণীজীবন ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ সার নাম এ দুই অক্ষর।
এক কৃষ্ণ নামে হয় কোটিনামফল ॥
মুখে বাণী থাকিতে থাকিতে কৃষ্ণনাম।
তবু লোক সংসারে ভ্রমরে অবিরাম ॥
সুখে ভব তরিতে যাহার চিত্ত ধরে।
সে জন কেবল মাত্র কৃষ্ণনাম করে ॥
বিনি কৃষ্ণনামে ভাই গতি নাহি আন।
বিনি কৃষ্ণ না ভজিলে নাহি পরিত্রাণ ॥ (১)
কৃষ্ণনামে কৃষ্ণগুণ শ্রবণ কীর্ত্তন।
কৃষ্ণধ্যান (২) কৃষ্ণসেবা চরণবন্দন ॥
কৃষ্ণ বৈষ্ণবের হেতু সর্ব্বধর্ম্ম তেজে।
কৃষ্ণপদ পূজন বৈষ্ণব পদ ভজে ॥
ভক্তিযোগ হয় কৃষ্ণচরণে তাহার।
তবে সুখে হয় ঘোর সংসারের পার ॥
এ বোল বুঝিয়া ভাই কৃষ্ণে ধর মন।
সুখে ভব তরি যাহ টুটুক বন্ধন ॥
পণ্ডিত গোসাঞি শ্রীযুত গদাধর নামে।
যাহার মহিমা ঘোষে এ তিন ভুবনে ॥
ক্ষিতিতলে কৃপায়ে কেবল(৩)অবতার।
অশেষ পাতকী জীব করিতে উদ্ধার ॥

---

(১) সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তকে,—
"কৃষ্ণনাম বিনে ভাই গতি নাহি আর।
কৃষ্ণ না ভজিলে কেহো নাহি পায় পার।"
(২) পাঠান্তর—"কৃষ্ণকথা"।
(৩) পাঠান্তর—"কৈলেন"; "করিলা"।

বৈকুণ্ঠনায়ক কৃষ্ণ চৈতন্য-মূরতি।
তাঁহার অভিন্ন তেঁহ(১)সহজে শকতি॥
মোর ইষ্টদেব গুরু সে দুই চরণ।
দেহ মন বাক্যে মোর সেই সে শরণ॥ (২)
তাহার চরণে রহু সতত প্রণতি।
কৃষ্ণগুণ ভাষাতে বর্ণিব যথামতি॥ (৩)
দ্বিতীয়ে প্রণাম করোঁ গণেশ প্রবীর।
দিব্য করিমুণ্ডধর স্থূল শ্রীশরীর॥
যাঁহার প্রসাদে সর্ব্বসিদ্ধি অব্যাহতি।
সে দেব-চরণে রহু সতত প্রণতি॥
বেদব্যাস চরণে করিয়ে নমস্কার।
যাঁহার কৃপায়ে ভাগবতে পরচার॥
সর্ব্ব ধর্ম্মসার বেদ পুরাণ-গোপিত।
হেন ভক্তিযোগ ভাগবতে প্রকাশিত॥
যাঁহা হৈতে হেন ভাগবত উপাদান।
তাঁহার চরণে রহু সতত প্রণাম॥
দেব দ্বিজ চরণ বন্দিয়া গুরুজনে।
কথাচ্ছলে ভাগবত কহিব পুরাণে॥ (৪)
ভাষায় রচিব কৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী।
শুনিলে গোবিন্দ প্রেম হয় হেন জানি॥

(১) পাঠান্তর—"তত্ত্ব"।
(২) পাঠান্তর"-জীবন"।
(৩) সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তকে :—
"তাঁহার চরণে বহু সহস্র প্রণতি।
কৃষ্ণগুণ পাঁচালী রচিব যথামতি।"
(৪) "করিব রচনে"।

জয় জয় মহামৎস্য আদি অবতার।
জয় কূর্ম্মরূপ ক্ষীরজলধি-বিহার॥
জয় যজ্ঞকলেবর বরাহ-মূরতি।
জয় দিব্য নরসিংহ অনন্তশকতি॥
জয় জয় অদভুত বামন বিহার।
জয় জয় ভৃগুপতি রাম অবতার॥
জয় রঘুকুলপতি রাবণ-সংহার।
জয় হলধর বলরাম অবতার॥
জয় বুদ্ধ অবতার অসুরমোহন।
জয় কল্কিরূপ ম্লেচ্ছকুল-বিনাশন॥
জয় নন্দসুত পূর্ণব্রহ্ম অবতার।
শ্রুতিগণ (১) অগোচর বিচিত্রবিহার॥
জয় জয় জগত পাবন গুণবান। (২)
জয় জয় অখিলমঙ্গল গুণধাম॥
জয় জগন্নাথ নীলাচল অবতার।
বিবিধ মঙ্গলধাম বিচিত্র বিহার॥
জয় জয় গৌরচন্দ্র চৈতন্য বিহার।
ভক্তকুল-প্রাণধন ভক্ত অবতার॥
শ্রীঅদ্বৈত শ্রীনিবাস হরিদাস সঙ্গ।
নিত্যানন্দ বলরাম সহ নিত্য রঙ্গ॥
গদাধর প্রাণনাথ ভক্তকুলপতি।
ভক্তরূপ অবতার ত্রিজগৎগতি॥
তবে শুন কহি ভাই হরিগুণ-গাথা।
কথাচ্ছলে কহিব শ্রীভাগবত-কথা॥
ধীরশিরোমণি শ্রীগদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান॥

(১) "শ্রুতি মুনি"।
(২) পাঠান্তর—"গুণধাম"।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে
প্রেমতরঙ্গিণী প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

গ্রন্থারম্ভ

যঃ স্বানুভাবমখিলশ্রুতিসারমেক-
মধ্যাত্মদীপমতিতীর্ষতাং তমোঽন্ধম্।
সংসারিণাং করুণয়াহ পুরাণগুহ্যং
তং ব্যাসসূনুমুপযামি গুরুং মুনীনাম্॥

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেবমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ

সিন্ধুড়া রাগ।

জন্মাদ্যস্যেত্যাদি—

বন্দো প্রভু নারায়ণ সর্ব্ব-সুখদাতা।
নরাবতার বন্দো অখিল পরিত্রাতা॥
সত্যপর নিত্য ব্রহ্ম করিব চিন্তন।
যাহাঁ হৈতে উতপতি প্রলয় পালন॥
চরাচর জগতে যাহার পরবেশ।
জগতের ভিন্ন নাহি নাহি সঙ্গলেশ।
পুরুষ-প্রকৃতি-পর নিত্য-পরকাশ।
সহজ করুণানিধি আনন্দবিলাস॥
ব্রহ্মার আননে কৈলা বেদ সমর্পণ।
সে বেদে মোহিত হয় মহামুনিগণ॥
ত্রিগুণজনিত যত এ সব সংসার।
মিছা হেন জানি সব কৃপায়ে যাহার॥
নিজ তেজে কৈলা সব কপট খণ্ডন।
হেন সত্য পরানন্দ করিব চিন্তন॥
নারায়ণ-মুখে ভাগবত উপাদান।
স্থাপিলা ব্রহ্মার মুখে প্রভু ভগবান॥
কহিল পরমধর্ম্ম শ্রীভাগবতে।
মুক্তিপদ পর্য্যন্ত কপট নাহি যাথে॥
নির্ম্মৎসর শান্ত জন যারা অধিকারী।
হেন মহাভাগবত ধর্ম্মঅবতারী॥
পরমার্থ তত্ত্ববস্তু জানি ভাগবতে।
তাপত্রয় বিমোচন হয় যাহা হৈতে॥
আর নানা শাস্ত্র যদি করিয়ে শ্রবণ।
তবু কি বান্ধিতে পারি চিত্তে নারায়ণ॥ (১)
শুনিবার ইচ্ছা মাত্র ভাগবত করি।
সেইক্ষণে চিত্তে কৃষ্ণ বান্ধিবারে পারি॥

(১) অন্য পুঁথির পাঠ,—
'আর নানা শাস্ত্র যদি না করি চিন্তন।
তবু বান্ধিবারে চিত্তে পারি নারায়ণ॥'

নিগম কল্পতরু-বিগলিত ফল।
শুকমুখে পতিত অমৃত মধুতর॥
ক্ষিতিতলে নিপতিত ভাগবত নাম।
পিয় রে ভাবুক ভাই রসিক সুজান॥
সর্ব্বধর্ম্ম সারধর্ম্ম মহাভাগবতে।
ব্যাস মুনি করিলা (২) চিন্তিয়া লোকহিতে॥
শ্রুতি স্মৃতি ইতিহাস পুরাণের সার।
বেদব্যাস বিরচিয়া করিলা উদ্ধার॥ (৩)
একত্র করিয়া সার রচিলা ভাগবতে। (৪)
সর্ব্বলোক সুখে পার হৈব ইহা (৫) হৈতে॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চারি ধর্ম্ম এহি।
নানা ভেদে সর্ব্ব শাস্ত্রে আন নাহি কহি॥
সকল ধর্ম্মের ফল কৃষ্ণ আরাধন।
কৃষ্ণ ভজিবারে (১) বলি এই সে কারণ॥
কেবল বৈষ্ণব-ধর্ম্ম কৃষ্ণগুণ গাথা।
মহাভাগবতে না কহিব অন্য কথা॥
কৃষ্ণগুণকর্ম্ম (২) ভাই শুন সাবধানে।
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী রঘুনাথ গানে॥

(২) পাঠান্তর,—"কহিলা"।
(৩) অন্য পুঁথির পাঠ,—
"বেদ বিচারিয়া ব্যাস করিলা উদ্ধার।"
(৪) পাঠান্তর,—
"একত্র করিয়া কহিলেন ভাগবতে।"
(৫) পাঠান্তর,—"যাহা"।

(১) পাঠান্তর—"মহাভাগবত"।
(২) "ধর্ম্ম"।

ইতি শ্রীভাগবতে প্রথম স্কন্ধে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২॥

তৃতীয় অধ্যায়

কেদার রাগ।

উগ্রশ্রবা সূত গেলা নৈমিষ অরণ্যে।
ছাব্বিশ সহস্র তথা বৈসে মুনিগণে॥
শৌনক প্রধান তাথে বৃদ্ধ কুলপতি।
সূতকে জিজ্ঞাসা তেঁহ কৈলা মহামতি॥
শুন শুন সূত মহাঘোর কলিকাল।

হরি বিনে না দেখিয়ে জীবের নিস্তার ॥
ধর্ম্মশাস্ত্র যত যত পুরাণ বিদিত।
তোমা ভালে জানি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ॥
সর্ব্বশাস্ত্রের সার ধর্ম্ম করিয়া উদ্ধার।
যাহা হৈতে তরে জীব এ ঘোর সংসার ॥
হরিনাম হরিকথা হরিসংকীর্ত্তন।
যত যত অবতার কৈলা নারায়ণ ॥
কহিবে সকল তুমি একত্র করিয়া।
সুখে যেন তরে জীব গোবিন্দ ভজিয়া ॥
সূত মহামুনি শুনি মুনির বচনে।
বাহ্য পাসরিলা হরি-গুণ স্মঙরণে ॥
ক্ষণে বাহ্য পায়্যা চিত্তে হৈলা (৩) অবগতি ॥
গুরুর চরণে কৈল প্রথমে প্রণতি ॥

নট রাগ।

অখিল বেদের সার পুরাণে গোপিত।
যাহা হৈতে হৈল ভাগবত প্রকাশিত ॥
শুক মহাযোগেশ্বর মুনির প্রধান।
তাঁহার চরণে বহু সতত প্রণাম ॥
জন্মিয়া হইলা শুক মহা যোগেশ্বর।
সেইক্ষণে অরণ্যে চলিলা একেশ্বর ॥
পুত্রশোকে বেদব্যাস পাছে চলি যায়।
পুত্র পুত্র করি মোহে ডাকে ঘন রায় (১) ॥
যোগবলে বৃক্ষগণে পরবেশ করি।
বাপকে সম্মতি (২) দিল বৃক্ষরূপ ধরি ॥
বৃক্ষরূপে কৈলা, ব্যাসের মোহ নিবারণ।
তাহার চরণ সূত করিয়া বন্দন ॥
কহিতে লাগিলা সূত সর্ব্বধর্ম্মসার।
যাহা হৈতে হৈব সর্ব্ব জীবের নিস্তার ॥
সেই সে পরম ধর্ম্ম সর্ব্ব বেদে কহে।
যাহা হৈতে হরির চরণে ভক্তি রহে (৩) ॥
হরিভক্তি হৈলে তত্ত্বজ্ঞান পরকাশ।
ছিণ্ডয়ে সংসার (৪) সব অবিদ্যা বিনাশ ॥
এইমত কৈলা কিছু ভকতি বিস্তার।
কহিতে লাগিলা তবে যত অবতার ॥

সুহই রাগ।

প্রলয়ে না ছিল কিছু এ লোকরচনা।
ন চন্দ্রতারকাজ্যোতি ব্রহ্মাদি কল্পনা ॥
নিরাধার নিরালম্ব এক ভগবান্।
তাহা বিনে বলিতে না ছিল কিছু আন ॥
তবে বিহরিতে প্রভু যখনে ইচ্ছিলা।
তখনে পুরুষরূপ প্রকাশ হইলা ॥
আদি নারায়ণ তিঁহ পুরুষ পুরাণ।
তাঁহা হৈতে নানা অবতার উপাদান ॥
প্রথমে সনকাদি চারি ব্রহ্মার কুমার।
ব্রহ্মচর্য্য কৈল ব্রহ্মচারী অবতার ॥
দ্বিতীয়ে বরাহরূপে কৈল অবতার।
দশনে তুলিয়া কৈলা পৃথিবী উদ্ধার ॥
আদি দৈত্য হিরণ্যাক্ষ তথাই বধিল।
জলের উপরে প্রভু পৃথিবী স্থাপিল ॥
তৃতীয়ে নারদরূপ হৈলা হৃষীকেশ।
লয়াইলা সাধুতন্ত্র ভক্তি উপদেশ ॥
চতুর্থে ধর্ম্মের ঘরে কৈলা অবতার।
নরনারায়ণ নাম বিদিত সংসার ॥
বদরিকাশ্রম তীর্থে রহি নিরন্তর।
আকল্প পর্য্যন্ত তপ করেন দুষ্কর ॥
পঞ্চমে কপিলদেব হই মুনিবেশ।
মায়ে বুঝাইলা ভক্তি-যোগ উপদেশ ॥
দত্তাত্রেয়রূপে অত্রিমুনির কুমার।
যোগধর্ম্ম লয়াইলা ষষ্ঠ অবতার ॥
সপ্তমে রুচির সুত হয়ে নারায়ণ।
যজ্ঞরূপে বৈবস্বত মনুর রক্ষণ (১) ॥
অষ্টমে ঋষভ দেব নাভির তনয়।
জড়ধর্ম্ম জগতে লয়াইলা মহাশয় ॥
নবমে ধরিলা প্রভু পৃথু-কলেবর।
পৃথিবী দুহিয়া লৈল ওষধি সকল ॥
ধনু-অগ্র দিয়া কৈল পৃথিবী সমানা।
পৃথুর পৃথুল (২) যশ জগতে ঘোষণা ॥
মৎস্য অবতার প্রভু দশমে হইলা।
পৃথিবী করিয়া নৌকা বেদ উদ্ধারিলা ॥
মনু-বৈবস্বত আর মহর্ষির গণে।
নৌকাতে তুলিয়া কৈল প্রলয় রক্ষণে ॥
একাদশে হৈলা প্রভু কূর্ম্ম-কলেবর।
অমৃত-মথনে পৃষ্ঠে ধরিল মন্দর ॥
দ্বাদশে উদয় কৈল ধন্বন্তরি-বেশে।
দেব উদ্ধারিতে লৈলা অমৃতকলসে ॥

---

(৩) "কৈলা"।
(১) রায় অর্থে "রবে"।
(২) পাঠান্তর,—"বাপের প্রবোধ"।
(৩) "রয়ে"। (৪) "সংশয়"।

(১) "স্বায়ম্ভুব মনুর পালন" এইরূপ পাঠ হইবে।
(২) পৃথুল,—বিস্তৃত।

ত্রয়োদশ অবতারে হইলা মোহিনী।
নারীবেশে অসুর মোহিলা চক্রপাণি ॥
চতুর্দ্দশে হৈলা নরসিংহ অবতার।
হিরণ্যকশিপু দৈত্য করিলা সংহার ॥
পঞ্চদশ অবতারে কপট বামন।
ছলিয়া পাতালে বলি লৈলা নারায়ণ ॥
ষোড়শে পরশুরাম দ্বিজ-অবতার।
নিক্ষত্রিয়া কৈলা পৃথ্বী তিন সাত বার ॥
সপ্তদশে সত্যবতীসুত বেদব্যাস।
বেদ বিভজিয়া কৈল ধর্ম্ম পরকাশ ॥
অষ্টাদশে হৈলা রঘুনাথ অবতার।
সীতা উদ্ধারিয়া কৈলা রাবণ সংহার ॥
উনবিংশে বিংশে রাম-কৃষ্ণ অবতার।
অসুর বধিয়া সব খণ্ডিলা ভূভার ॥
একবিংশে প্রভু বুদ্ধ শরীর ধরিল।
লয়াইয়া পাষণ্ডধর্ম্ম অসুর মোহিল ॥
দ্বাবিংশেতে কল্কিরূপে হৈব অবতার।
ম্লেচ্ছ বধি সত্য প্রচারিব আর বার ॥
এই মত কতেক অনন্ত অবতার।
কহিতে উদ্দেশ জানে শকতি কাহার ॥
যত যত অবতার করেন মুরারি।
কেহ অংশ কেহ কলা বুঝহ বিচারি ॥
পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণ অবতার-শিরোমণি।
অন্ত অবতার অবতারী যদুমণি ॥

বেলয়ার রাগ।

কৃপা কর প্রভু ঠাকুর যদুরায়।
দারুণ যমের দূত লগে লগে ধায় ॥ ধ্রু ॥
তবে আর কথা সূত কহিতে লাগিলা।
যেমতে নারদ ব্যাস সমাগম হৈলা ॥
নানা বর্ণধর্ম্ম ব্যাস কহিল পুরাণে।
সকল বেদের অর্থ ভারত আখ্যানে ॥
এক বেদ চারি ভাগ বহু শাখা করি।
পাঢ়াইলা বহু শিষ্যে বেদ-অধিকারী ॥
লোক উদ্ধারিতে কৈলা এতেক আয়াস।
তমু ব্যাসের না হৈল হৃদয়ে (১) প্রকাশ ॥
সরস্বতী তীরে ব্যাস চিন্তিয়া বসিলা।
হেনকালে তথা আসি নারদ মিলিলা ॥
শিষ্যগণ সহে ব্যাস উঠিলা সত্বরে।
আতিথ্য বিধানে পূজি আনিলা মন্দিরে ॥
প্রণাম স্তবন কৈল পাদ সম্বাহন।
তবে তাঁরে পুছিলা নারদ-তপোধন ॥

কেন ব্যাস দেখি তোমা চিন্তিতহৃদয়।
তোমা হৈতে জগতের ঘুচিল সংশয় ॥
নানা ভেদে নানা ধর্ম্ম নানা উপাখ্যানে।
বেদ বিভজিলে লোক বুঝিব কারণে ॥
জগতে রহিতে কৈলে ধর্ম্ম সংস্থাপন।
তোমার হৃদয়ে শোক এ কোন্ কারণ ॥
দান ব্রত তপ যজ্ঞ বিবিধ আচার।
লোক উদ্ধারিতে কৈলে এ সব প্রচার ॥
তবে কেন ব্যাস তুমি হৃদয়ে চিন্তিত।
কহত কারণ তুমি জ্ঞানে সুপণ্ডিত ॥

বরাড়ি রাগ।

উত্তর দিলেন তবে ব্যাস মহাশয়।
তুমি যত কহিলে সকল সত্য হয় ॥
তথাপি হৃদয় মোর না হয় প্রসন্ন।
আপনে কহিবে তুমি ইহার কারণ ॥
মহাভাগবত তুমি ব্রহ্মার কুমার।
তিন লোকে অগোচর নাহিক তোমার ॥
ভূত ভব্য বর্ত্তমান তিনে সুপণ্ডিত।
বাহ্য অভ্যন্তর সব তোমাতে বিদিত ॥
তোমার হৃদয়ে বৈসে প্রভু নারায়ণ।
আমার সংশয়-হেতু কহ তপোধন ॥
হাসিয়া নারদ তবে দিলেন উত্তর।
সকল পাসর হয়্যা আপনে ঈশ্বর ॥
দান ব্রত তপ যজ্ঞ কহিলে বিচারি।
হরি সংকীর্ত্তন তুমি না কৈলে বিস্তারি ॥
তে-কারণে নহে তোমার সন্তোষ হৃদয়।
আপনে চিন্তিয়া চাহ ব্যাস মহাশয় ॥
তুমি বোল পশুধর্ম্ম লোকের আচার।
আহার শৃঙ্গার নিদ্রা ভয় ব্যবহার ॥
নিয়ম করিব তাথে ধর্ম্ম উপদেশে।
আমার বচন লোক ধরিব সন্তোষে ॥
স্বধর্ম্ম করিতে লোক শুদ্ধমতি হৈব।
ক্ষুদ্র সুখ তেজি তবে মহাসুখ পাইব ॥
আপনে বিচার করি ভজিব শ্রীহরি।
পাছে তবে যাবে লোক ভবসিন্ধু তরি ॥
যে তুমি চিন্তিলে হিত হৈল অপকার।
নিভাইতে প্রদীপ বাঢ়াইলে আর বার ॥
পশুবুদ্ধি জীব তাথে না কৈল বিচার।
মানিল পরম ধর্ম্ম আহার শৃঙ্গার।
সুখভোগ স্বর্গবাস শুভ কর্ম্মফল।
এই বলি ধর্ম্মকর্ম্ম করয়ে নিরন্তর ॥

(১) পাঠান্তর,—"চিত্তের"।

দান ব্রত তপ যজ্ঞ এই সভে জানে।
আপনে কহিলা ব্যাস ভারত পুরাণে॥
আহার শৃঙ্গার সভে জীবের ভজনা।
ইহার কারণে করে নানা উপাসনা॥
তুমি যে নিয়ম কৈলে সে হইল বিধি।
তে কারণে সংসারে ভ্রময়ে পশুবুদ্ধি॥
হরি না ভজিয়া জীব সংসারে ভ্রময়ে।
তে-কারণে নহে তোমার প্রসন্ন হৃদয়ে॥
শুন শুন ব্যাস সত্যবতীর নন্দন।
হরিনাম হরিকথা হরিসংকীর্ত্তন॥
হরির চরিত্র বিনে না কহিবে আন।
জগতে করাহ তুমি হরিগুণ গান॥
হরিনাম শ্রবণ প্রণাম স্তুতিবাদ।
বৈষ্ণব মহিমা কহ বৈষ্ণবপ্রসাদ॥
হরিভক্তি বিনে আন না কহিবে ধর্ম্ম।
সর্ব্বধর্ম্মফল হরি আরাধন-কর্ম্ম॥
এতেক বলিয়া তবে ব্রহ্মার নন্দন।
আপনার কহে পূর্ব্বজন্ম-বিবরণ॥
দাসীসুত হয়্যা কৃষ্ণ দেখিলু সাক্ষাতে॥
হরির কিঙ্কর হৈলুঁ বৈষ্ণবকৃপাতে।
দাসীসুত হয়্যা পাইলুঁ কৃষ্ণদরশন।
তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ কৈলা নারায়ণ॥
এস বাণী বলিয়া নারদ তপোধন।
তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিলা সেইক্ষণ॥
আপনে সাক্ষাৎ হই প্রভু হৃষীকেশ।
ব্রহ্মাকে দিলেন ভাগবত উপদেশ॥
ব্রহ্মা নারদের মুখে কৈলা সমর্পণ।
নারদ ব্যাসের মুখে কৈলা আরোপণ॥
সংক্ষেপে কহিল ভাগবত উপদেশ।
বেদব্যাস হই তুমি পঢ়াহ বিশেষ॥
এতেক বলিয়া মহামুনি তপোধন।
অন্তরীক্ষ হয়্যা গেলা ব্রহ্মার নন্দন॥

নট রাগ।

জ্ঞান পায়্যা ধ্যান কৈলা ব্যাস মহামুনি।
হৃদয়ে প্রকাশ দিল প্রভু চক্রপাণি॥
হৃদয়কমলে ব্যাস দেখি গদাধর।
প্রেমভাবে পুলকে পুরিল কলেবর॥
নয়নে আনন্দজল গদ গদ বাণী।
কৃষ্ণভাবে বাহু পাসরিল মহামুনি॥
ক্ষণে চিত্ত সমাধিল ব্যাস মহাশয়।
নারদকৃপায় হৈল ভক্তির উদয়॥

সত্য ধর্ম্ম কর্ম্মে আমি জগৎ বান্ধিল।
বিষয়লম্পট করি লোক বিনাশিল॥
বিনে কৃষ্ণ ভজিলে সংসার নাহি ছুটে। (১)
বেদ গূঢ় করি ভক্তি রাখিল কপটে॥

শ্রীরাগ।

তবে সত্যবতী সুত হৈয়া প্রেমভক্তিযুত
লোকহিতে চিন্তি পরকার।
পরমহংসের মত ভক্তিশাস্ত্র ভাগবত
রচিল সকল বেদসার॥
শুকদেব তাঁর সুত মহাযোগী যোগে রত
চলি গেলা তার বাগস্থানে।
পঢ়াইয়া ভাগবত বেদব্যাস সত্যব্রত
পুন আইলা আপন ভবনে॥
ব্যাসের নন্দন যাই রাজা পরীক্ষিত ঠাঞি
গঙ্গাতীরে মুনির মণ্ডলে।
সভার ভিতরে বসি গ্রহমধ্যে যেন শশী
ভাগবত কহিলা সকলে॥
শুকদেব কৃপা কৈল তথা বসিবারে পাইল
পঢ়িল সকল ভাগবত।
কহিলুঁ তোমার স্থানে তুমি মহামুনিগণে
তবে সূত হৈলা নিশবদ॥
শুনিঞা শৌনক মুনি সূতের অমৃত বাণী
সাধু সাধু সূতকে বাখানে।
পুছিলা বিস্ময়পর শুক মহা যোগেশ্বর
কেন গেলা রাজসন্নিধানে॥
তাঁর নাহি দেহধর্ম্ম কেহ নহে ভিন্ন মর্ম্ম
কোন কার্য্য রাজসম্ভাষণে।
দিব্যজ্ঞান মহাশুদ্ধি পঢ়িলে কি তার সিদ্ধি
কেন তেঁহ পুরাণ বাখানে॥
ইহার কারণ সূত কহ অতি অদভুত
আর কথা পুছিব তোমারে।
মহা ভাগবত রাজা জগতে যাহার পূজা
ব্রহ্মশাপ কে দিল তাহারে॥
কহ তাঁর জন্ম কর্ম্ম শুনিলে বৈষ্ণবধর্ম্ম
গোবিন্দচরণে হয় মতি।
বিস্তারিয়া ভাগবত কহিবে সকল তত্ত্ব
শুনি লোক তরিব দুর্গতি॥
সূত বলে শুন শুন হেনঞি অনন্ত গুণ
মুক্তগণে প্রভু গুণ গায়।

(১) পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকের পাঠ,—"কৃষ্ণে না ভজিলে কভু সংসার না টুটে।"

কৃষ্ণের মহিমা গাই অতুল আনন্দ পাই
মুক্তিপদে সে সুখ না পায় ॥
তবে সূত শুদ্ধচিত্তে ভাগবত আদি হৈতে
কহিল সকল মুনি স্থানে।
মুনিগণে হরষিত শুনি হৈলা আনন্দিত
ভাগবত আচার্য্য সুগানে ॥

ভাটিয়ালি রাগ।

যত যত প্রসঙ্গ পুছিলা শৌনকে।
তবে সূত সকল কহিল একে একে ॥
সেই ভাগবত হৈলে বিস্তার কথনে।
সূত্রবন্ধে কহিল করিয়া সমাধানে ॥
প্রথমে ভারতযুদ্ধ সংক্ষেপে কহিল।
যেমত উত্তরাগর্ভ গোবিন্দ রাখিল ॥
কুরুক্ষেত্রে শরশয্যা ভীষ্মের শয়নে।
নানা ধর্ম্ম বুঝাইলা যুধিষ্ঠির স্থানে ॥
সাক্ষাতে দেখিয়া কৃষ্ণে হৈল অনুরাগ।
কৃষ্ণে প্রাণ প্রবেশিয়া কৈলা দেহত্যাগ ॥
মহারাজ অভিষেক করি রাজাসনে।
যুধিষ্ঠির রাজা করি স্থাপিলা আপনে ॥
সাগর পর্য্যন্ত দিল পৃথিবী শাসিয়া।
পৃথিবীর রাজা দিল সেবক করিয়া ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইল তিনবার।
ব্রহ্ম অস্ত্র কাটি পরীক্ষিৎ প্রতিকার ॥
সত্যব্রত প্রভু কৈলা সত্যের পালন।
দ্বারকা বিজয় তবে কৈলা নারায়ণ ॥
ভাইগণ সঙ্গে রাজা সত্যে রাজ্য পালে।
পরীক্ষিৎ জনম হইল শুভকালে ॥
তীর্থযাত্রা করিয়া বিদুর আগমন।
হতশেষ বন্ধুগণ কৈল সম্ভাষণ ॥
ধৃতরাষ্ট্র বুঝাইল ধর্ম্ম উপদেশে।
তিন জনে উঠিয়া চলিলা রাত্রিশেষে ॥
গঙ্গাদ্বারে ধৃতরাষ্ট্র মহাযোগবলে।
জালিয়া আগুনি পোড়াইল কলেবরে ॥
তার পাছে গান্ধারী পশিল হুতাশনে।
বিদুর চলিল তবে তীর্থ পর্য্যটনে ॥
তবে যুধিষ্ঠির হৈলা শোকে অচেতনে।
নারদ আসিয়া তবে বুঝাল্যা যতনে ॥
ছলে কৃষ্ণবিজয় কহিল তপোধন।
নারদ চলিলা রাজা চিন্তে মনেমন ॥
ব্রহ্মশাপ ছলে করি যদুকুল ক্ষয়।
বৈকুণ্ঠনাথের হৈল বৈকুণ্ঠ বিজয় ॥
ভার্য্যাগণ আনিতে অর্জ্জুন মানভঙ্গ।
আইলা হস্তিনাপুর হৈয়া নিরানন্দ ॥
অর্জ্জুনের মুখে শুনি শ্রীহরিবিজয়।
স্বর্গ আরোহণ কৈল পঞ্চ মহাশয় ॥
নবখণ্ড জম্বুদ্বীপ পৃথিবী মণ্ডল।
পরীক্ষিৎ রাজা হৈয়া শাসিল সকল ॥
ধরণীমণ্ডলে যত আছিলা নৃপতি।
দাস হয়্যা করে তার চরণে প্রণতি ॥
চতুষ্পাদ ধর্ম্ম করি নিজ অধিকারে।
নিগ্রহ করিয়া কলি স্থাপিল সংসারে ॥
পরম বৈষ্ণব রাজা ধর্ম্ম অবতার।
তাঁর গুণ কহে হেন শকতি কাহার ॥
দৈবযোগে শাপ দিল মুনির কুমারে।
স্বীকার করিয়া রাজা লইল আদরে ॥
সে হেন সম্পদে তাঁর নৈল বস্তুজ্ঞান।
তিলেকে সকল ত্যজি গেলা মতিমান্ ॥
গঙ্গার ভিতরে (১) ব্রত উপবাস করি।
রহিল নৃপতিসিংহ ভয় পরিহরি ॥
যতেক আছিল মহা মহামুনিগণ।
কৌতুকে দেখিতে গেলা রাজার মরণ ॥
তা-সভা পূজিল রাজা করিয়া প্রণতি।
বিনয়ে পুছিলা তবে পরলোকগতি ॥
হেনকালে শুকদেব ব্যাসের নন্দন।
আসিয়া মিলিল যেন দীপ্ত হুতাশন ॥
সভাসদে নরপতি উঠিলা সত্বরে।
আতিথ্য বিধানে শুকে পূজিল বিস্তরে।
আসনে বসিলা তবে শুক যোগেশ্বর।
চৌদিকে সকল মুনি রচিল মণ্ডল ॥
শিরে কর যুড়ি রাজা কৈল স্তুতিবাদ।
বিনয় ভকতি বহু কৈলা দণ্ডপাত ॥

বসন্ত রাগ।

তবে রাজা জিজ্ঞাসিলা শুকের চরণে।
এ ঘোর সংসারে প্রজা তরিব কেমনে ॥
দেবমায়া-রচিত অনাদি ভববন্ধ।
কেমনে ছুটিব গোসাঞি পুন নহে সঙ্গ ॥
কি চিন্তিয়া কি জপিয়া কি দেব ভজিয়া।
এ ঘোর সংসারে জীব যাইবে তরিয়া ॥
বেদ-বেদান্তের সার করিয়া উদ্ধার।
যাহা হৈতে হয় সব জীবের নিস্তার ॥
কৃপা যদি কর এই নিবেদি চরণে।
সে ধর্ম্ম কহিবে গোসাঞি জীবের কারণে ॥

(১) পাঠান্তর "উপরে"

ভূত ভব্য বর্ত্তমানে তুমি সুপণ্ডিত।
বাহ্য আভ্যন্তর গোসাঞি তোমাতে বিদিত॥
তুমি শুক মহামুনি মহা গুণনিধি।
গর্ভবাসে হৈল যার মহাযোগ সিদ্ধি (১)॥
সূত্রবন্ধে কহিল প্রথম স্কন্ধকথা।
সুখে যেন শুনে লোক কৃষ্ণগুণগাথা॥

বুধজনে সভে মোর এই পরিহার।
দোষ ক্ষমা করি গুণ করিবে বিচার॥
কৃষ্ণকথা সুধা পানে যে করিবে বোধ (২)
সেই সে ভরসা মোর চিত্তের প্রবোধ॥
কৃষ্ণ-কথামৃত-মহৌষধি জল পানে।
তৃপ্তি বা কাহার হয় এ তিন ভুবনে॥
ভাগবত আচার্য্যের এ সব ভরসা।
সুখে ভাগবত শুন ছাড়িয়া দুরাশা॥

(১) ইহার পর অন্য পুঁথিতে নিম্নলিখিত শ্লোকটী আছে;—
"কহিবে পরম ধর্ম্ম মহা যোগেশ্বর।
সুখে যেন তরে জীব এ ভবসাগর।"

(২) পাঠান্তর,—"কে করে বিরোধ"

ইতি শ্রীভাগবতে প্রথম স্কন্ধে কৃষ্ণভক্তি-
তরঙ্গিণী তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩॥
সমাপ্তশ্চায়ং প্রথমস্কন্ধঃ॥ ১॥

দ্বিতীয় স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

ইদং সভাসদঃ সর্ব্বে দ্বিতীয়স্কন্ধবর্ণনম্।
ভবন্তু সুখিনঃ শ্রুত্বা যত্রানন্দামৃতাম্বুধিঃ।

সিন্ধুড়া রাগ।

রাজার বচন শুনি ব্যাসের নন্দন।
কৃষ্ণের মহিমা হৈল হৃদয়ে স্মরণ॥
নয়নে আনন্দজল পুলকিত অঙ্গে।
মজিল ব্যাসের সুত আনন্দ-তরঙ্গে॥
বাহ্য পাসরিল চিত্তে নাহি অবধান।
অলপে অলপে কৈল চিত্ত সমাধান॥
যোগাসন করিয়া বসিলা মহাশয়।
হরি হরি শব্দ উঠিল জয় জয়॥
মুনিগণ বদন কটাক্ষে নিরখিয়া।
কহিতে লাগিলা শুক সভাতে বসিয়া॥
ধন্য ধন্য রাজা তুমি ধন্য মতিমান।
মরণ সময়ে তোমারে হেন দিব্য জ্ঞান॥

তুড়ি রাগ।

শুন শুন মহারাজা শুন সাবধানে।
কহিব পরম ধর্ম্ম হরিগুণ-গানে॥
যোগ যজ্ঞ তপ জ্ঞান দান ব্রত কহি।
তবহু নিস্তার নহে হরিভক্তি বহি॥

সর্ব্বভাবে কর যদি গোবিন্দ ভজন।
তবে সে সংসার দুঃখ হবে বিমোচন॥
সকল ধর্ম্মের ফল হরি-আরাধন।
হরিভক্তি মহাধর্ম্ম কহি তে-কারণ॥
তত্ত্বজ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির পরিকর।
হরিভক্তি হৈলে তারা মিলয়ে সত্বর॥
হরিনাম হরিগুণ হরিসংকীর্ত্তন।
গোবিন্দ ভজিলে হয় ভববিমোচন॥
কেহ কৃষ্ণে বলে ব্রহ্মা কেহ জ্ঞানময়।
কেহ স্থূল কেহ সূক্ষ্ম করয়ে নির্ণয়॥
এক কৃষ্ণ নানা মতে নানা শাস্ত্রে কহে।
সে কৃষ্ণ-ভজন বিনে পরিত্রাণ নহে॥
সাংখ্য যোগ ধর্ম্ম শাস্ত্রে এই অবধারি।
অখিল জন্মের লাভ যদি বোলে হরি॥
মুক্ত মুনিগণ বিধি-নিষেধ-রহিত।
কৃষ্ণগুণ গায় তারা হৈয়া আনন্দিত॥
এমত প্রভুর গুণ শুন নৃপবর।
মুক্তগণ যার গুণ গায় নিরন্তর॥

আমি জ্ঞানে সুপণ্ডিত নাহি কর্ম্মলেশ।
বাপের নিকটে তবু লৈলুঁ উপদেশ॥
ভাগবত পঢ়িলুঁ বাপের সন্নিধানে।
হরিল আমার চিত্ত কৃষ্ণগুণগানে॥
সেই ভাগবত রাজা কহিব তোমারে।
পরম বৈষ্ণব তুমি পুণ্য কলেবরে॥
জ্ঞানযোগী কর্ম্মযোগী কর্ম্মপরায়ণ।
সভার সুখের হেতু হরি-সংকীর্ত্তন॥
তবে শুন ভাগবত কহিব বিস্তারি।
সাবধানে শুন রাজা কৃষ্ণে মন ধরি॥ (১)

দেশাল রাগ।

জয় জয় নারায়ণ পরম কারণ।
অসার সংসার লয়্যা যায় অকারণ॥
প্রথমে ধারণা ধ্যান করি মহাশয়।
ব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহ পাছে বিরাট নির্ণয়॥
যেমতে শরীর তেজে যোগী যোগবলে।
যেমতে পরম পদ পায় অবহেলে॥ (২)
নানা লোকে নানা কামে নানা দেব ভজে।
হরিভক্তি মহিমা কহিল মুনিরাজে॥
শৌনক পুছিলা তবে সূত সন্নিধানে।
কি কি জিজ্ঞাসিলা রাজা শুকদেব স্থানে॥
সে রাজা পরম ভাগবত মহামতি।
হরিকথা ছাড়ি আন নাহি অবগতি॥
বালক্রীড়া কালে কৈল কৃষ্ণলীলা-কেলি।
সে কেন পুছিব আন কৃষ্ণকথা ছাড়ি॥
কৃষ্ণকথা বিনে যার যত যায় কাল।
দিননাথ বৃথা আয়ু হরয়ে তাহার॥
যদি বল সভে জীয়ে নিবন্ধ অবধি!
তৃণ গাছ জীয়ে তার আছে কোন্ সিদ্ধি॥
যদি বল তৃণ গাছে নাহিক চেতনা।
পশুপতি খায় ধায় কি গুণ কল্পনা॥
কুক্কুর শূকর উষ্ট্র গর্দ্দভ সমান।
যার কর্ণে নাহি যায় হরিগুণগান॥
গর্ত্ত তুল্য তার দুই শ্রবণ-বিবর।
কেশবচরিত্র যার নহিল গোচর॥
যে জিহ্বায় গোবিন্দমহিমা নাহি গায়।
ভেক-জিহ্বা সদৃশ সে কিবা গুণ তায়॥
বিচিত্র মুকুট পাগ যেবা শিরে ধরে।
পরংভার সে যদি প্রণাম নাহি করে॥ (১)
কঙ্কণ ভূষণ ভুজে সেবা নাহি করে।
কেবল মড়ার হাথ আছয়ে বিফলে॥
বৈষ্ণব বিষ্ণুর মূর্ত্তি না দেখে নয়নে।
ময়ূর পাখার চক্র (২) জানিহ সমানে॥
যে চরণে হরিক্ষেত্র না গেল চলিয়া।
বৃক্ষমূলে আছে যেন ভূমিতে পড়িয়া॥
বৈষ্ণব চরণধূলি যে না নিল মাথে।
জীয়ন্তেই মরা তাথে জানিহ সাক্ষাতে॥
শিলাতে অধিক তার কঠিন হৃদয়।
হরিনামে নহে যদি বিকার উদয়॥
তবে শুকে কি পুছিল রাজা পরীক্ষিৎ।
কি তার উত্তর দিলা শুক সুপণ্ডিত॥
বৈষ্ণব সভায় কৃষ্ণকথার প্রচার।
তে-কারণে সূত তোমা পুছি বারেবার॥
তবে সূত কহিতে করিল অনুবন্ধ।
শুকদেব পরীক্ষিতে যে হৈল প্রসঙ্গ॥
তবে রাজা জিজ্ঞাসিলা শুকের চরণে।
কিরূপে ভকতি গোসাঞি হয় নারায়ণে॥
জগতের উতপতি কে করে পালন।
কে করে প্রলয় হেন বিবিধ রচন॥
এ সব কহিবে গুরু হিত-উপদেশ।
তোমার প্রসাদে যেন জানিএ বিশেষ॥
নানা মূর্ত্তি ধরি প্রভু করে নানা কেলি।
কিমতে বিবিধ লীলা করে বনমালী॥
আপনে নির্গুণ হই সগুণ বিহার।
এক হয়ে নানারূপে করে অবতার॥
কহ শুক এ সব তোমাতে সুগোচর।
তোমার প্রসাদে যেন জানিএ সকল॥
রাজার বচন শুনি শুক মহাশয়।
কৃষ্ণভাবে পুলকিত চকিত হৃদয়॥
পুনঃপুনঃ প্রণাম করিয়া নারায়ণে।
পুরুষ সংবাদ শুক কহে আদি হনে॥

গৌড় মল্লার রাগ।

পুরুবে নারদ গেলা ব্রহ্মার সদনে।
ব্রহ্মা তপ করেন দেখিল তপোধনে॥
বিস্ময় হইল মুনি দেখি প্রজাপতি।
কি তপ করেন ব্রহ্মা কাহার ভকতি॥

(১) অন্য পুঁথির পাঠ,—
"তবে শুক ভাগবত কহেন বিচারি।
সাবধানে শুনে রাজা কৃষ্ণে মন ধরি।"
(২) পাঠান্তর,—"যোগেশ্বরে"।

(১) অন্য পুঁথির পাঠ,—
"ভার বহে যদি কৃষ্ণে প্রণাম না করে।"
(২) পাঠান্তর,—"চক্ষু"।

প্রণাম করিয়া মুনি ব্রহ্মাকে পুছিল।
এরূপ তোমারে দেখি বড় ভয় পাইল।
তুমি আদিদেব তুমি জগতকারণ।
তোমা হৈতে উতপতি প্রলয় পালন॥
তুমি তপ কর কিবা দেব আরাধন।
এ সব সংশয় মোর কর বিমোচন॥
নারদের বচন শুনিয়া প্রজাপতি।
চিন্তিতে লাগিলা ব্রহ্মা জগতের গতি॥

মল্লার রাগ।

সত্য সত্য দেবমায়া মহাবলবতী।
মহাযোগী মোহে যার বলের শকতি॥
আপনে নারদ হঞা মহাযোগেশ্বর।
তত্ত্ব না জানিয়া বলে আমারে ঈশ্বর॥
যাঁহার সৃজিত আমি সৃজিয়ে সংসার।
যাহার অজ্ঞাতে করি এ লোক বিস্তার॥
সেই সে সভার মূল বিশ্বের আধার।
প্রলয়ে যাহাতে হয় সকল সংহার॥
নারায়ণ পরলোক নারায়ণ গতি।
নারায়ণ পরদেব নারায়ণ শ্রুতি॥
নারায়ণ পরযজ্ঞ নারায়ণ ধর্ম্ম।
নারায়ণ পরতপ নারায়ণ কর্ম্ম॥
যাঁর অংশ তেজ পেয়ে উরে দিনকর।
যাঁর জ্যোতি বল পেয়ে দীপ্ত শশধর॥
দহন শকতি লেশ পেয়ে হুতাশন।
যাঁহার প্রসাদে করে ত্রৈলোক্য দাহন॥
যার অধিকার পেয়ে যমে দণ্ড ধরে।
দেবের উপরে বজ্র ধরে পুরন্দরে॥
হেন প্রভু থাকিতে অখিল লোকনাথ।
আমারে বলয়ে লোক প্রভু পরিবাদ॥
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা দেবের দেবতা।
আদি হৈতে কহিল সকল সৃষ্টিকথা॥
কহিল তোমারে মুনি তত্ত্ব উপদেশ।
কাহার শকতি কৃষ্ণে জানিতে উদ্দেশ॥
কৃষ্ণের চরণে মোর আছে দৃঢ় মতি।
সেই সে কারণে সৃষ্টি করিতে শকতি॥
মোহর হৃদয়ে বৈসে প্রভু নারায়ণ।
কুপথে না চলে চিত্ত এই-সে কারণ॥
অসত্য বচন আমি না কহি বদনে।
বিকর্ম্মে না ধায় মন হরিসেবা বিনে॥
কহিল তোমারে মুনি শুন যোগেশ্বর।
হরি সে সভার প্রভু সভার ঈশ্বর॥
কহিব তোমারে শুন নারদ কুমার।
যে যে কর্ম্ম করে প্রভু যে যে অবতার॥

শ্রীরাগ।

তোমার সেবক করি রাখ মোরে প্রভু হরি
এবার উদ্ধার যদুনাথ।
দারুণ যমের ভয় প্রাণ মোর স্থির নয়
তোমা বহি নিবেদিমু কাত॥ ধ্রু॥

ধরিয়া বরাহরূপ প্রভু চক্রপাণি।
পাতাল ভেদিয়া তুলে দশনে মেদিনী॥
হিরণ্যাক্ষ নামে দৈত্য তথাই বধিল।
জলের উপরে ক্ষিতিমণ্ডল স্থাপিল॥
আকুতি উদরে জন্ম লৈল গদাধর।
রুচির তনয় হৈলা যজ্ঞ-কলেবর॥
স্বায়ম্ভুব মনু তার দক্ষিণা বনিতা।
হরি অবতার কৈল সর্ব্বলোকপিতা॥
কর্দ্দমতনয় হৈলা কপিল মুরতি।
তাহা হৈতে তত্ত্বজ্ঞান পাইলা দেবহূতি॥
অত্রিম তনয় হই দত্ত অবতার।
যোগধর্ম্ম জগতে করাইল পরচার॥
সনক সনন্দ আর সনৎকুমার।
সনাতন নাম চারিমুনি অবতার॥
সুমূর্ত্তি উদরে হই ধর্ম্মের কুমার।
নরনারায়ণ রূপে কৈলা অবতার॥
করেন দুষ্কর তপ বদরিকাশ্রমে
লোকহিতে হৈলা নরনারায়ণ নামে॥
আদি রাজা হৈলা আর পৃথু অবতার।
ধনুহুল দিয়া কৈলা পৃথিবী সুসার॥
নানা অদভুত কর্ম্ম কৈলা মহারাজে।
যাহার নির্ম্মল যশ দেবতাসমাজে॥
ঋষভ মুরতি হৈলা নাভির তনয়।
জড়ধর্ম্ম জগতে করিল পরিচয়॥
হয়গ্রীব রূপ হই নাসিকাবিবরে।
কহিয়া সকল বেদ বুঝাইলা মোরে॥
কৌতুকে ধরিলা প্রভু মৎস্যকলেবর।
করিয়া বিচিত্র নৌকা মেদিনীমণ্ডল॥
চারি বেদ মুনিগণ সত্যব্রত মনু।
প্রলয়ে রাখিলা প্রভু ধরি মৎস্যতনু॥
অমৃত মথনে তনু করিয়া বিস্তার।
মন্দর ধরিল পৃষ্ঠে কূর্ম্ম অবতার॥
নরসিংহরূপে আর বিষ্ণু অবতার।
অসুর বধিয়া কৈলা বেদের উদ্ধার॥
হরিরূপে অবতার কৈলা নারায়ণ।
চক্রে নক্র কাটি কৈলা গজেন্দ্র মোক্ষণ॥
ধরিয়া বামনবেশ প্রভু দামোদর।

বলি ছলি ত্রৈলোক্যে স্থাপিলা পুরন্দর ॥
ধন্বন্তরিরূপ ধরি অমৃতমথনে।
যার নামে সর্ব্বরোগ হরে সুরগণে ॥
ভৃগুপতি কামরূপ মুনির কুমার।
নিক্ষত্রিয়া কৈলা পৃথ্বী তিন সাত বার ॥
রাম অবতারে প্রভু রাবণ বধিলা।
দেবের কুশল করি সীতা উদ্ধারিলা ॥
রামকৃষ্ণরূপে হই পূর্ণ অবতার।
করিয়া অদ্ভুত কর্ম্ম থুইলা চমৎকার ॥

শ্রীরাগ।

দুটী ভাই কানাঞি বলাই গোয়ালা
ছাওয়ালের প্রাণধন।
যমুনার কূলে কূলে চরায় গোধন ॥ ধ্রু ॥
বিষস্তন পান করি পূতনা বধিল।
এক মাসে (১) পায়ে ঠেলি শকট ভাঙ্গিল ॥
যমল অর্জ্জুন দুই মহাতরুবর।
ভাঙ্গিল উথলি ঠেলি প্রভু দামোদর ॥
অঘ বক তৃণাবর্ত্ত মারিল অসুর।
কালিনাগ দমিঞা করিল অতি দূর ॥
দাবাগ্নি করিয়া পান প্রভু কুতূহলী।
গোপ গোপী গোকুল রাখিলা বনমালী ॥
এ চৌদ্দ ভুবন প্রভু দেখাল্যা উদরে।
মায়ে ভয় পায়্যা মনে মানিল ঈশ্বরে ॥
নন্দকে হরিয়া নিল বরুণের চরে।
আপনে উদ্ধার করি আনিল সত্বরে ॥
গোপগণে দেখাল্য বৈকুণ্ঠ নিজ ধাম।
যজ্ঞ ভাঙ্গি ইন্দ্রের করিল অপমান ॥
সাতদিন গোবর্দ্ধন ধরি বামকরে।
হরিয়া ইন্দ্রের দর্প রাখিল গোকুলে ॥
দিব্য রাস রসময় রচি বনমালী।
ব্রজবধূ সমাঝে করিল রাসকেলি ॥
প্রলম্ব ধেনুক কেশী অরিষ্ট অসুর।
কুবলয়াপীড় গজ মুষ্টিক চাণুর ॥
কংস কালযবন বধিয়া শিশুপাল।
কাশীপুরী পোড়াইল মারিল শৃগাল ॥

(১) মূলে, "ত্রৈমাসিকস্য' পাঠ আছে।

জরাসন্ধ আদি করি দুষ্ট নৃপবর।
দন্তবক্র বিদুরথ দ্বিবিদ বানর ॥
শাল্ব সম্বর কুরু রুক্মী আদি করি।
একে একে সকল মারিলা রাম হরি ॥
করিয়া ভারত যুদ্ধ প্রভু যদুবর।
পৃথিবীর ভার যত হরিলা সকল ॥
বেদব্যাসরূপে তবে হই অবতার।
ভারত পুরাণ বেদ করিল প্রচার ॥
করিয়া পাষণ্ড ধর্ম্ম বৌদ্ধ অবতারে। (২)
অসুর মোহিব হরি দেব দামোদরে ॥
কল্কি-অবতারে ম্লেচ্ছ করিয়া সংহার।
অধর্ম্ম করিব নাশ সত্য পরচার ॥
এইরূপে কত কত অনন্ত মূরতি।
কে জানে কিরূপে ধরে অনন্ত শকতি ॥
আমি যাখে না জানি না জানে মুনিগণ।
হর আদি সুরে যার না জানে মরম ॥
দশ শত বদনে অনন্ত গুণ গায়।
তবহু গুণের যার অন্ত নাহি পায় ॥
সে প্রভুচরণে যার একান্ত ভকতি।
তবে তারে দয়া যদি করে প্রাণপতি ॥
সেই সে তরিতে পারে সে প্রভুর মায়া।
শ্বভক্ষ্য শরীর করি তার নহে দয়া ॥
শবর চণ্ডাল হীন পাপজীবিগণে।
যদি সেবা করে তার ভকত চরণে ॥
কৃষ্ণগুণ মহিমা বৈষ্ণবমুখে শুনে।
সেই তরে দেবমায়া কি কহিব আনে ॥
কহিনুঁ তোমারে বৎস নারদ কুমার।
কে জানে কৃষ্ণের গুণ মহিমা বিস্তার ॥
ভাগবত নাম এই তত্ত্ব উপদেশ।
আপনে বাঢ়হ তুমি জানিয়া বিশেষ ॥
সুখে যেন তরে লোক এ ভব সংসার।
হরিগুণ গায়্যা যেন ভবে হয় পার ॥
এই ভাগবত তুমি বাঢ়াহ যতনে।
ভাগবত আচার্য্য কহিল সাবধানে ॥

(২) অন্য পুঁথির ওঠে,—
"বৌদ্ধরূপে প্রভু আর হৈব অবতারে।"

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে দ্বিতীয় স্কন্ধে
প্রেমতরঙ্গিণী প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পঠমঞ্জরী রাগ।

তবে রাজা পরীক্ষিৎ করিয়া বিনয়।
শুকদেবচরণে পুছিলা মহাশয়॥
নারদ কাহার তরে কৈলা উপদেশ।
কে বাঢ়াইল ভাগবত জানিঞা বিশেষ॥
কৃষ্ণকথা বিনে তুমি না কহিবে আন।
কৃষ্ণের চরণে যেন রহে মন প্রাণ॥
কৃষ্ণে মন প্রবেশিয়া ছাড়িমু জীবন।
কহ হেন উপদেশ শুক তপোধন॥
হেন শুনি নারায়ণ নাভি পদ্ম'পরে।
ব্রহ্মা উৎপন্ন হৈলা ভুবন আধারে।
তথা রহি চিরকাল ব্রহ্মা স্তুতি কৈল।
দেখিতে না পায়্যা রূপ ব্যাকুল হইল॥
হেন অদভুত কথা কহ মুনিবর।
কল্প বিকল্প আর কহিবে সকল॥
সত্ত্ব রজ তম আর ত্রিগুণ জনিত।
কিরূপে জন্মিল বিশ্ব মায়াবিরচিত॥
নদ নদী পাতাল সাগর দিগন্তর।
ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল তত বাহ্য অভ্যন্তর॥
মহাজনচরিত্র ভকতগুণগাথা।
একে একে কহ কৃষ্ণ অবতার কথা॥
চারি যুগ যুগধর্ম্ম যুগপরিমাণ।
সকল জীবের ধর্ম্ম কহ গুণগ্রাম॥
কৃষ্ণ আরাধন বিধি ভকতিলক্ষণ।
যোগপথ ধর্ম্ম কহ মুকতি কারণ॥
কিরূপে করয়ে প্রভু প্রলয় পালন।
কিরূপে করয়ে সৃষ্টি দেব নারায়ণ॥
এই সব কথা মোরে কহ মহাশয়।
যেমতে ঘুচয়ে মোর চিত্তের সংশয়॥
তোমার বচন হরিকথা সুধাময়।
শ্রবণে করিতে পান যুড়ায় হৃদয়॥
সাত দিন উপবাস নাহি অবধানে।
তৃপ্তি নাহি হয় হরিকথা রস পানে॥
রাজার বচন শুনি মুনি যোগেশ্বর।
সাধু সাধু বলি তাঁরে দিলেন উত্তর॥
সেই ভাগবত নাম চারি বেদসার।
যাহার প্রসাদে পায় জগৎ নিস্তার॥
শুন শুন মহারাজ কহিব তোমারে।
প্রভুর মহিমা কহি বুদ্ধি অনুসারে॥
বিহার করিতে হরি ইচ্ছিলা যখনে।
ব্রহ্মা উতপন্ন হৈলা নাভি পদ্ম হ'নে॥

সৃষ্টি করিবারে ব্রহ্মা কৈলা অবধানে।
না জানি কেমনে হৈব সৃষ্টি নিরমাণে॥
ধ্যান করি ব্রহ্মা মনে চিন্তিতে লাগিলা।
হেনকালে তপ তপ শবদ শুনিলা॥
কোথা হৈতে উপজিল তপ তপ বাণী।
দেখিতে না পাল্যা তাহা ব্রহ্মা পদ্মযোনি॥
তবে তপ কৈল দিব্য সহস্র বৎসর।
বৈকুণ্ঠ দেখাইলা তারে প্রভু সুরেশ্বর॥

বেলোয়ার রাগ।

আজু রে শ্রীচান্দমুখ দরশন ভেল।
জনমে জনমে সব দুঃখ দূরে গেল॥ ধ্রু॥
নাহি শোক মোহ যথা নাহি জরা ভয়।
নাহি কালগতি যথা মায়াপরিচয়॥
কোটি কোটি বৈসে বিষ্ণু-পারিষদগণ।
শ্যাম কলেবর ধরে সুপীত বসন॥
চতুর্ভুজ মহাবাহু শঙ্খচক্রধারী।
রাজীবলোচন তারা দিব্য বনমালী॥
মহামণিময় দিব্য রতনভূষিত।
মুকুট কুণ্ডল মণিগণ বিরাজিত॥
তার মাঝে দেবদেব মহা রাজেশ্বর।
কমলা করয়ে পদসেবা নিরন্তর॥
মহাধন মণিগণ ভূষণ ভূষিত।
মুকুট কুণ্ডল মণিহার বিরাজিত॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি ভুজে।
পীতবাস কঙ্কণ কেয়ূর সুবিরাজে॥
অষ্টনিধি চারি বেদ ধরিয়া মুরতি।
তত্ত্বগণ রূপ ধরি করে নানা স্তুতি॥
এরূপ দেখিল ব্রহ্মা প্রভু জগন্নাথ।
চরণপঙ্কজে কৈলা বহু দণ্ডপাত॥
প্রেমভরে পুলকিত পূরিল অন্তর।
প্রেম জলে পুরিল ব্রহ্মার কলেবর॥
প্রেমে গদগদ বাণী বাহ্য নাহি জানে।
শিরে কর যুড়িয়া রহিলা সেই মনে॥
হাসিয়া উত্তর তবে দিলা চক্রপাণি।
বর মাগ প্রজাপতি শুন তত্ত্ববাণী॥
বড় দুঃখে তপ তুমি কৈলে চিরকালে।
তুষ্ট হৈয়া দিব্যরূপ দেখাইনু তোরে॥
আমার এরূপ যার হয়ে দরশন।
সেই ক্ষণে হয় ভববন্ধ বিমোচন॥

গতাগত শ্রম আর নহিব তোমার।
আজ্ঞা লৈয়া চল তুমি সৃষ্টি করিবার॥
চারি শ্লোকে ভাগবত কহিলু সংক্ষিপে।
এই তত্ত্বজ্ঞান ব্রহ্মা জানিহ স্বরূপে॥
সৃষ্টিকার্য্যে চল তুমি চিন্তা নাহি কর।
তত্ত্বজ্ঞান করি এই ভাগবত ধর॥
তুমি সৃষ্টি কর ব্রহ্মা এক মন চিতে।
তবে ত তোমার চিত্ত না যাব বিপথে॥
এতেক বলিয়া দেবদেব নারায়ণ।
অন্তরীক্ষ হয়্যা তবে চলিলা তখন॥

কানাড়া রাগ।

দেখরে দেখরে সুন্দর যদুনন্দনা।
ইন্দ্রনীলমণি কিরে এ শ্যাম বরণা॥ ধ্রু॥
কৃষ্ণের চরণে ব্রহ্মা করিয়া প্রণাম।
সৃষ্টি করিবার তরে গেলা নিজ স্থান॥
পূর্ব্বে যেরূপে ছিল কল্প বিকল্পনা।
সেইরূপে কৈল ব্রহ্মা জগত রচনা॥
তবে মহা যোগেশ্বর নারদ কুমার।
ব্রহ্মার সদনে গেলা তত্ত্ব জানিবার॥
তবে ভাগবত ব্রহ্মা কহিল তাহারে।
আপনে কহিল যাহা দেব দেবেশ্বরে॥
দশবিধ লক্ষণ পুরাণ বেদসার।
ব্রহ্মামুখে জানিলেন নারদ কুমার॥
নারদ ব্যাসেরে তবে কৈলা উপদেশ।
ব্যাসে আমা পঢ়াইল করিয়া বিশেষ॥
সেই ভাগবত আমি কহিব তোমারে।
সাবধান হয়্যা তুমি শুন নৃপবরে॥
সর্গ বিসর্গ স্থান পোষণ ধারণ।
কর্ম্ম-বাসনা মন্বন্তর বিবরণ॥
ঈশ্বরচরিত মুক্তি প্রলয় আশ্রয়।
দশবিধ কহিল লক্ষণ পরিচয়॥
জীবের স্বরূপ গতি বন্ধবিমোচন।
যেরূপে তত্ত্বের গতি মায়ার জনম॥
সত্ত্ব রজ তম তিন গুণ উতপতি।
যেরূপে বিরাটরূপ হৈলা সুরপতি॥
যেরূপে সৃজিলা জল এ মহীমণ্ডল।
নদ নদী স্থাবর জঙ্গম চরাচর॥
যেরূপে সাগর গিরি পাতাল কল্পনা।
যেরূপে উপরে সাত লোকের রচনা॥
দেবতা দানব নর কিন্নর বানর।
সুর সিদ্ধ মুনি মনু যক্ষ বিদ্যাধর॥
নগ নাগ কিম্পুরুষ গুহ্যক চারণ।
ভূতপ্রেত পিশাচ রাক্ষস দুষ্টগণ॥
পশু পক্ষ খগ মৃগ কীটাদি পতঙ্গ।
চতুর্ব্বিধ জীব জাতি সিংহ ও মাতঙ্গ॥
জল স্থল পাতাল সকল লোকবাসী॥
একে একে সৃজিল যতেক জীবরাশি॥
এইরূপে সৃজে হরি সকল সংসার।
প্রলয় সময়ে করে জগত সংহার॥
নানারূপ ধরি হরি করয়ে পালনে।
তবে পাদ্মকল্প কহি শুন সাবধানে॥
পুছিল শৌনক তবে সূত সন্নিধানে।
কেনে ঘর ছাড়িয়া বিদুর গেলা বনে॥
সে হেন সম্পদ কেনে ছাড়িল বিদুরে।
কিরূপে চলিলা তেঁহ তীর্থ করিবারে॥
মৈত্রেয় মুনির সহে কোথা দরশন।
কি কাজে একত্র হৈলা দুঁহার মিলন॥ (১)
কি কথা কহিল মুনি বিদুরের স্থানে।
এ সব কহিবে সূত শুনে মুনিগণে॥
তবে সূত কহিতে করিল অনুবন্ধ।
যেরূপে মৈত্রেয় সহে বিদুরপ্রসঙ্গ॥
এই কথা জিজ্ঞাসিলা রাজা পরীক্ষিৎ।
শুক মুনি কহিলা করিয়া বিস্তারিত॥
কহিব তোমারে রাজা শুন সাবধানে।
বিদুর-মৈত্রের-কথা বিদিত ভুবনে।
কহিল দ্বিতীয় স্কন্ধ কথা সমাধানে॥
ভক্তিযোগ কহি যাথে নানা উপাখ্যানে॥
ধন্য পুণ্য পাপহর জগত-পবিত্র।
ভব-বন্ধ-বিদারণ গোবিন্দচরিত্র॥
সুখে ভাগবত লোক বুঝিব কারণে।
গীতবন্ধে ভাগবত কহে সমাধানে॥
ধীরশিরোমণি শ্রীগদাধর জানে॥
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গানে॥

(১) অন্য পুঁথির পাঠ,—
"কি কাজে একত্রে তাঁহা দুহাঁর মলন"

ইতি শ্রীভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে প্রেমতরঙ্গিণী
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২॥
সমাপ্তশ্চায়ং দ্বিতীয়ঃ স্কন্ধঃ॥ ২॥

তৃতীয় স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়।

ভক্তিশ্চতুর্ব্বিধা জ্ঞানং বিজ্ঞানং তত্ত্বনির্ণয়ম্।
তৃতীয়স্কন্ধচরিতং শৃণুধ্বং যত্র বর্ণ্যতে।

সিন্ধুড়া রাগ।

ধৃতরাষ্ট্র রাজা ছিল কুপুত্র অধীন।
সে যেই ইচ্ছয়ে তাই করে অক্ষহীন॥
পঞ্চটী পাণ্ডব শুদ্ধ ধর্ম্ম কলেবরে।
তা-সভা পোড়াত্যে রাজা থুইল জৌঘরে॥
ছলে রাজ্য হারাইল দ্যূতক্রীড়া করি।
দ্রৌপদী সভাতে আনে কেশপাশ ধরি॥
বিষলাড়ু দিলা ভীমে মারিবার তরে।
এইরূপে কত কত কৈল পরকারে॥
ধৃতরাষ্ট্র মহারাজ মন্ত্রণা করিতে।
ডাক দিয়া বিদুরে আনিলা সভাসতে॥
কহিতে লাগিলা তবে বিদুর সুমতি।
কহিব তোমারে রাজা কর অবগতি॥
যুধিষ্ঠিরে দেহ তুমি অর্দ্ধ রাজ্যখণ্ড।
দুভাই অর্জ্জুন ভীম মহা পরচণ্ড॥
কৃষ্ণ তার সহায় অখিল লোকপতি।
তার সহে ছাড় রাজা বিবাদ যুগতি॥
কুলাঙ্গার দুর্য্যোধন আছে নিজ পুরে।
এ বড় বিষম দোষ দেখিয়ে তোমারে॥
এ বোল শুনিঞা দুর্য্যোধন দুরাচার।
বিদুরকে দিলা গালি ভর্ৎসিয়া অপার॥
কে আনিল হেন দুষ্ট সভার ভিতরে।
যার অন্ন খেঞা জীয়ে মন্দ বোলে তারে॥
সহজে অল্প জাতি দাসীর কুমার।
আনিতে উচিত নহে সভার মাঝার॥
সভা হৈতে দূর কর কুমন্ত্রভাজন।
পর পক্ষ হৈয়া বলে অসত্য বচন॥
এ বোল শুনিঞা ধীর ব্যাসের নন্দন।
দ্বারে ধনু থুইয়া বনে চলিলা তখন॥
অবধূত বেশ ধরি শিরে জটাভার।
দণ্ড কমণ্ডলু করে পরে বাঘছাল॥
নানা তীর্থ যত যত আছে ক্ষিতিতলে।
পুণ্য নদ নদী যত পুণ্য-সরোবরে॥
যে যে রূপ ধরি হরি যথা যথা বৈসে।
করিয়া সকল তীর্থ চলিলা প্রভাসে॥
যখনে বিদুর আসি প্রভাসে মিলিলা।
লোকমুখে বন্ধুগণনিধন শুনিলা॥
জানিলা বিদুর ভার হরিলা শ্রীহরি।
ক্ষণেক বসিলা তবে চিত্ত স্থির করি॥
যুধিষ্ঠিরে রাজা করি প্রভু যদুবর।
শাসিয়া সকল দিল ধরণীমণ্ডল॥
এ সব শুনিঞা সরস্বতীতীরে আসি।
তথা রহি নানা তীর্থ কৈল তীর্থবাসী॥
তবে আসি প্রয়াগে বিদুর উত্তরিলা।
উদ্ধবের সঙ্গে তথা দরশন হৈলা॥

মারাটি রাগ।

দ্বারকার কথা জিজ্ঞাসিলা একে একে।
সঙরিয়া উদ্ধব আকুল হৈলা শোকে॥
সে মহা ভকত একে কৃষ্ণের কিঙ্কর।
এ জন পরাণে জীয়ে বড় চমৎকার॥
সঙরি বিচ্ছেদ তার জীয়ে হেন জন।
এইত অল্প নহে শকতি কারণ॥
পাঁচ বরষের শিশু যখনে আছিল।
ভাত খাইবার তরে মায়ে ডাক দিল॥
না ছাড়িল কৃষ্ণকেলি না কৈল ভোজন।
হেন সে উদ্ধব ভাগবত মহাজন॥
ভূমিতে পড়িলা সে যে হয়্যা মুরছিত।
ক্ষণেক থাকিয়া তবে স্থির কৈল চিত্ত॥
পুলকে পুরিল অঙ্গ সজলনয়নে।
চিত্ত নিবারিয়া কথা কহে মতিমানে॥
কি কহিব কুশল বিদুর মহামতি।
হত্যভাগ্য সব লোক হত বসুমতী॥
হতভাগ্য যদুকুল জান ভাল মতে।
একত্রে বসিয়া কৃষ্ণের না জানিল তত্ত্বে॥
ইঙ্গিতজ্ঞ এক মহামতি শুভভাব।
হেন হয়্যা না জানিল প্রভুর স্বভাব॥
দেবমায়া বলবতী কি কহিব তারে।
হরয়ে সভার মতি ভ্রম করিবারে॥

ব্রহ্মশাপ ছলে হরি যদুকুল হরে।
বৈকুণ্ঠ বিজয় তবে কৈলা যদুবরে॥
উদ্দেশ না জানে যার ভব আদি সুরে।
কে জানে কিরূপে হরি কোন্ কর্ম করে॥
কর্ত্তা নহে কর্ম করে অজ হঞা জন্ম।
কে জানে কিরূপে হরি করে কোন্ কর্ম॥
অসুর বধিতে জন্ম বসুদেবঘরে।
পলায়্যা গোকুলে যায় কংসাসুরডরে॥
আর এক দুঃখ মোর শুন মহামতি।
বাপের চরণ ধরি করয়ে কাকুতি॥
বসুদেব দেবকীর ধরিয়া চরণ।
আপনার অপরাধ করায় খণ্ডন॥
শরণ পশিয়া তাঁর চরণকমলে।
কেবা দুঃখ নাহি তরে এ ভব সংসারে॥
সাক্ষাতে দেখিলে তুমি আর অদভুত।
কি কাজে কিঙ্কর হৈলা অর্জ্জুনের দূত॥
শিশুপাল করিয়া অশেষ অপরাধ।
চরণে প্রবেশ কৈলা দেখিলা সাক্ষাৎ॥
ভায়তে যতেক দৈত্য পড়িল সমরে।
মুখচন্দ্র দেখি গেলা বৈকুণ্ঠ নগরে॥
উগ্রসেন সাক্ষাতে দাণ্ডায়্যা বনমালী।
ভয় করি আজ্ঞা মাগে কর জোড় করি॥
কালকুট স্তন পান পূতনা করায়।
সে হেন রাক্ষসী হয়্যা মাতৃপদ পয়ায়॥
যত দৈত্যগণ মৈল সমর ভিতরে।
তারা সে বৈষ্ণব বড় মোর চিত্তে ধরে॥
গরুড় বাহন হরি দেখিয়া সাক্ষাতে।
সবংশে বৈকুণ্ঠে চলি গেলা সেই পথে॥
সে সব কহিতে মোর মনে দুঃখ উঠে।
স্মঙরি প্রভুর গুণ মোর প্রাণ ফাটে॥
আর কি কহিব কথা শুন হে বিদুর।
প্রাণ হরি লৈয়া প্রভু গেলা নিজপুর॥
গোধন চরায় হরি গোপবেশ ধরি।
গোপশিশু সঙ্গে করি করে নানা কেলি॥
বিবিধ দানব মারে বিবিধ প্রকারে।
দাবাগ্নি করিয়া পান গোকুল উদ্ধারে॥
দুষ্ট নাগ দমিয়া পাঠাইল আন স্থান।
যমুনার জল কৈল অমৃতসমান॥
যজ্ঞ ভঙ্গ করিয়া ইন্দ্রের ভাঙ্গে পূজা।
করে গিরি ধরিয়া রাখে গোকুলের প্রজা॥
রাসকেলি করে ব্রজ-রমণীমণ্ডলে।
অখিল ভুবনে অনুপাম রূপ ধরে॥

কংস মারি উগ্রসেনে অভিষেক করে।
গুরুসেবা লওয়াইতে গেলা গুরুঘরে॥
রাজচক্র জিনিঞা রুক্মিণী দেবী হরে।
সাত বৃষ বান্ধি নাগ্নজিতী বিভা করে॥
এইমতে অষ্টদেবী বিবাহ করিয়া।
ষোল সহস্র কন্যা আর আনিল হরিয়া॥
নরক মারিয়া তার পুত্রে কৈল রাজা।
স্বর্গে গেলা ইন্দ্রাদি দেবেতে কৈল পূজা॥
পারিজাত আনিলা জিনিয়া দেবগণে।
কল্পতরু আরোপিলা দ্বারকা ভুবনে॥
ষোড়শ সহস্র রূপ ধরি এক কালে।
ষোড়শ সহস্র বিভা কৈলা যদুবরে॥
যত যত পরচণ্ড দৈত্য অধিকারী।
জরাসন্ধ আদি সব মারিল মুরারি॥
যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চ পাণ্ডবের সঙ্গে।
দুর্য্যোধন সহে কৈলা বৈর অনুবন্ধে॥
হরিলা সকল ভার এই লক্ষ্য করি।
সত্যের পালন তবে করিলা শ্রীহরি॥
যুধিষ্ঠিরে রাজা করি নিজ অধিকারে।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইল তিন বারে॥
শাসিয়া সকল দিল মেদিনীমণ্ডল।
পৃথিবীর রাজা দিল করিয়া কিঙ্কর।
উত্তরার গর্ভরক্ষা সত্যের পালন।
দ্বারকা চলিয়া তবে আইলা নারায়ণ।
রাজরাজেশ্বর হই দ্বারকামণ্ডলে।
গৃহধর্ম্মসুখ করি বুঝাল্যা সংসারে॥
প্রকৃতি-পুরুষপর পুরুষ পুরাণ।
গৃহধর্ম্ম কৈলা যেন জীবের সমান॥
কত কোটি সুত দার কে জানিতে পারে
কত কত যজ্ঞ দান কৈলা ঘরে ঘরে॥
কত কর্ম্ম কত রূপ কৈল একবারে।
দ্বারকার সম্পদ শ্রুতির অগোচরে॥
তিলেক সকল নাশ কৈলা যদুবর।
সাগরে মজিলা তবে দ্বারকা নগর॥
ব্রহ্মশাপ ছল করি তেজি নিজ পুরে।
প্রভাসে আসিয়া প্রভু কুলক্ষয় করে॥
যদুকুল সংহার করিয়া যোগেশ্বরে।
বীরাসন করিয়া বসিলা তরুতলে॥
বৈকুণ্ঠনাথের হৈল বৈকুণ্ঠ বিজয়।
সুরগণে জানিলেন প্রভুর হৃদয়॥

পঠমঞ্জরী রাগ।

ব্রহ্মা ভব সুরপতি শশী দিনকর।
সুর সিদ্ধ মুনিগণ গন্ধর্ব্ব কিন্নর॥
তাঁরা সব সভাই রহিলা সাবহিতে।
সভেই বলেন প্রভু যাইবা এ পথে॥
নরবেশ ছাড়ি প্রভু নিজ বেশ ধরে।
সূর্য্যকোটি জিনিঞা প্রকাশ কলেবরে॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধরে চারি ভুজে।
ধ্বজ বজ্র বিরাজিত চরণ পঙ্কজে॥
মুকুট কুণ্ডল হার কটক বিরাজে।
সুপীবর বক্ষেতে কৌস্তুভ মণি সাজে।
দিব্য গন্ধ তুলসী কুসুম দিব্য মালা॥
দিব্য মণিময় হার চমকে চপলা।
চরণে নূপুর করে কেয়ূর কঙ্কণ।
পীতবাস পরিধান বিচিত্র ভূষণ॥
বৈকুণ্ঠের পারিষদ অষ্ট মহানিধি।
নিজ রূপ ধরি সব আইলা যোগসিদ্ধি॥
স্বর্গে যেন তারা ছুটে বিজুরি সঞ্চারে।
হেন অলক্ষিত গতি চলিলা সত্বরে॥
যে দেব আসিল যথা রহিলা সেমতে।
কেহ না জানিলা প্রভু গেলা কোন্ পথে॥
তখনে আছিলুঁ মুঞি অধম বঞ্চিত।
না জানিলুঁ কিরূপে চলিলা আচম্বিত॥
কহিলা মোহোর তরে দিব্য যোগ জ্ঞান।
বৈকুণ্ঠ চলিলা তবে পুরুষ পুরাণ॥
আজ্ঞা হৈল মোরে যাইতে বদরিকাশ্রম।
ভাগ্যে তোমা সনে হৈল পথে দরশন॥
নর-নারায়ণ তথা পুরুষ পুরাণ।
ভক্তিযোগ সাধিব তাঁহার সন্নিধান॥
এত মর্ম্ম শুনিঞা বিদুর মহাশয়।
কর জোড়ে বলে কিছু করিয়া বিনয়॥
কৃপা করি যদি মোরে কহ তত্ত্বজ্ঞান।
তোমার প্রসাদে মোর হয় পরিত্রাণ।
লোক হিত করিতে বৈষ্ণব অবতার।
সর্ব্বত্র বেড়ায়্যা করে জীবের উদ্ধার॥

ভাটিয়ালি রাগ।

কহিলা উদ্ধব তবে জ্ঞানে সুপণ্ডিত।
আমি উপদেশ দিতে না হয় উচিত॥
মৈত্রেয় মুনিকে আজ্ঞা দিলেন আপনে।
এই জ্ঞান দিহ তুমি বিদুরের স্থানে॥
বিদুর আমার সখা শুন মহামুনি।
মোর বিদ্যমানে কহিলেন চক্রপাণি॥
মৈত্রেয় তোমারে কহিবেন তত্ত্বজ্ঞান।
শীঘ্র চলি যাহ তুমি মুনি সন্নিধান॥
এতেক বলিয়া তুমি হরির কিঙ্কর।
চলিলা উত্তর মুখে ভকতশেখর॥
বিদুর অজ্ঞান হয়ে পড়ি ভূমিতলে।
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
ক্ষণে চিত্ত স্থির করি চলিলা তখন।
গঙ্গাদ্বারে গিয়া পাইল মুনির দর্শন॥
দেখিলা মৈত্রেয় মুনি মহা তপোনিধি।
কর যোড়ি প্রণাম করিলা মহাবুদ্ধি॥
প্রণত কন্ধর হই বলে স্তুতিবাণী।
জিজ্ঞাসা করিব কিছু শুন মহামুনি॥
আমি দীন হীন জনে যদি দয়া হয়।
সে সব করিলে মোর খণ্ডয়ে সংশয়।
সুখ হেতু করে লোক নানা পুণ্য কর্ম্ম।
তাহাতে না দেখি সুখ না ঘুচে অধর্ম্ম॥

বেলোয়ার রাগ।

পরিণামে দুঃখ সভে দেখিয়ে তাহার।
কহ মুনি তপোধন কি হয় বিচার॥
কিরূপে করয়ে প্রভু সৃষ্টি পরলয়।
কিরূপে পালন করে প্রভু দয়াময়॥
প্রলয়সাগরে করি অনন্ত শয়ন।
যোগনিদ্রা কিরূপে করয়ে নারায়ণ॥
দান পুণ্য যজ্ঞ ব্রত শুনিল ভারতে।
ব্যাসমুখে শুনিয়া সন্তোষ নৈল চিতে॥
হরিকথা সুধাপান করিতে শ্রবণে।
তৃপ্তি মানয়ে হেন আছে কোন্ জনে॥
সর্ব্বধর্ম্মসার হরি কথা সুধাপান।
তাহা বহি মুনি তুমি না কহিবে আন।
বিদুরের বচন শুনিঞা মহামুনি।
সাধু সাধু বাদ করি বিদুরে বাখানি॥
ব্যাসের নন্দন তুমি যম ধর্ম্মরাজ।
তুমি যে বৈষ্ণব হবে কত বড় কাজ॥
মুনি মাণ্ডব্যের শাপে তুমি শূদ্রজাতি।
শুদ্ধভাবে ভজিলে গোবিন্দ প্রাণপতি॥
তোমার কারণে হরি বলিলা আমারে।
তত্ত্ব উপদেশ তুমি কহিও বিদুরে॥
এতেক বলিয়া তবে মুনি যোগেশ্বর।
সৃষ্টি স্থিতি উতপতি কহিলা বিস্তর॥
সৃষ্টিকালে যখনে প্রভুর ইচ্ছা হৈল॥
প্রকৃতি পুরুষ কাল মহত জন্মিল।
অহঙ্কার পঞ্চতত্ত্ব পঞ্চভূতগণ।

দশবিধ ইন্দ্রিয় দেবতা দশজন ॥
এ সব একত্র হই করিব সৃজন।
অহঙ্কারে একত্র নহিল কোন জন ॥
তারা যদি না পারিল সৃষ্টি করিবারে।
কৃষ্ণেরে প্রণাম কৈল কর যুড়ি শিরে
ভকতি প্রণতি স্তুতি কৈল নানা ভাবে।
সর্ব্বভাব করিয়া ভজিলা সর্ব্ব দেবে ॥
কালরূপ ধরিয়া অনন্ত হৃষীকেশ।
সভার হৃদয় মাঝে কৈলা পরবেশ ॥
তবে তারা সভে মেলি হৈল একমতি।
সৃজিল ব্রহ্মাণ্ড নানা বিচিত্র শকতি ॥
ব্রহ্মাণ্ড মজিল তবে প্রলয়সাগরে।
সহস্র বৎসর হৈল জলের ভিতরে ॥
তবে প্রভু ধরিয়া বিরাট কলেবর।
ব্রহ্মাণ্ড স্থাপিলা ভূমি জলের উপর ॥
আপনে প্রবেশ কৈলা বাহ্য অভ্যন্তরে।
সুদৃঢ় ব্রহ্মাণ্ড হৈল কৃষ্ণশক্তি বলে ॥
তাহার ভিতরে হল ব্রহ্মাদি কল্পনা।
এ চৌদ্দ ভুবন আর বিবিধ রচনা ॥
চন্দ্র সূর্য্য পুরন্দর যম হুতাশন।
কুবের ঈশান মৃত্যু (১) বরুণ পবন ॥
সুর সিদ্ধ নাগ নর যক্ষাদি কিন্নর।
নক্ষত্র সকল আর সাধ্য বিদ্যাধর ॥
সুরাসুর মুনিগণ গন্ধর্ব্ব খেচর।
পশু পক্ষ খগ মৃগ জল স্থলচর ॥
অশেষ বিশেষ জন্তু নানা চরাচর।
সকল সৃজিল প্রভু ব্রহ্মাণ্ড ভিতর ॥
মুখে হৈতে ব্রাহ্মণ সৃজিলা সুরপতি।
বাহুমূলে ক্ষত্রিয়ের করিলা উতপতি।
বৈশ্য জাতি উরু স্থলে কৈলা উতপন্ন।
পদযুগে শূদ্রজাতি করয়ে সৃজন ॥
সর্ব্ব বর্ণ সর্ব্ব ধর্ম্ম আশ্রম আচার।
সৃজিলা সভার বৃত্তি আহার বিহার ॥
শস্ত্র শাস্ত্র নানা বিদ্যা শিল্প ব্যবহার।
সর্ব্ব জীব জীবন-উপায় পরকার ॥
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজয়ে এইরূপে।
কে জানে কেমন কর্ম্ম করে কোন্‌রূপে ॥
কহিল তোমারে কিছু বুদ্ধি অনুসারে।
সকল কহিব হেন শক্ত কেবা ধরে ॥
ভাগবত-আচার্য্যের মধুর বচন।
উদ্দেশে কহিলুঁ কিছু সৃষ্টিনিরূপণ ॥
শুনিলে দুরিত হরে পুণ্য উপচয়।
বিষ্ণুলোকে বাস তার ঘুচে ভবভয়।
ধীরশিরোমণি শ্রীগদাধর জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস-গান ॥

(১) পাঠান্তর,—"বসু"।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়
স্কন্ধে প্রেমতরঙ্গিণী প্রথম
অধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

(বরাড়ী) রাগ।)

এতেক শুনিঞা তবে বিদুর সুধীর।
নয়নে আনন্দজলে পুলক শরীর ॥
তবে আর জিজ্ঞাসিলা মুনি সন্নিধানে।
প্রণত কন্ধর হই পুছিলা বিধানে ॥
অজ নিরঞ্জন হরি নির্গুণ বিহার।
সে কেন শরীর ধরি করে অবতার ॥
দান যজ্ঞ ব্রত বিধি নানা বর্ণ ধর্ম্ম।
জীবগতি কহিবে সকল গুণ কর্ম্ম ॥
কোন্ কর্ম্মে দেবদেব হয় পরসন্ন।
কোন্ কর্ম্মে করিব গোবিন্দ আরাধন ॥
ভক্তি জ্ঞান বৈরাগ্য কহিবে যে গগতি।
জ্ঞান দান দিঞা মোর ঘুচাহ দুর্ম্মতি ॥
কহিতে লাগিলা তবে মুনির প্রধান।
ধন্য পুরুবংশ (১) যাথে তুমি উপাদান ॥

(১) পাঠান্তর,—"পুণ্যবংশ"।

হরিকথামৃত পান কর মহাভাগ।
পদে পদে নব নব বাঢ়ে অনুরাগ॥
ব্রহ্মার আননে যে কহিল সুরেশ্বরে।
সেই ভাগবত আমি কহি সবিস্তারে॥
অনন্ত ধরণীধর সহস্র বয়ান।
সনকাদি চারি মুনি গেলা তাঁর স্থান॥
যেরূপে তাঁহার স্তুতি কৈলা আরাধন।
যেরূপে ধরণিধর হৈলা পরসন্ন॥
সনক সনন্দ আর মুনি সনাতন।
সনৎকুমার চারি ব্রহ্মার নন্দন॥
ধরিণিধরের স্থানে পাইলা উপদেশ।
মৈত্রেয় কহিলা সেই করিয়া বিশেষ॥
প্রলয় সময়ে বিশ্ব করিয়া উদরে।
অনন্ত-শয়নে ছিলা প্রভু বিশ্বম্ভরে॥
তাঁর নাভিকমলে ব্রহ্মার উতপতি।
চিরকাল ধ্যান করি রহে প্রজাপতি॥
কত বড় নাভিপদ্ম কি তার আধার।
ব্রহ্মা হঞা না পারিলা তত্ত্ব জানিবার॥
পদ্মনাল-বিবরে করিয়া পরবেশ।
কোথা হৈতে হৈল পদ্ম না পাইল উদ্দেশ॥
চিরকাল ভ্রমিঞা উঠিল আর বার।
এইরূপে ভ্রমিতে রহিলা চিরকাল॥
চির পরিশ্রমে ব্রহ্ম হৈলা অবসন্ন।
তবে হরি সাক্ষাতে দিলেন দরশন॥
অনন্ত শয়নে হরি দিব্যরূপ ধরে।
নানা স্তুতি কৈলা ব্রহ্মা প্রণত কন্ধরে॥
প্রসন্ন হইয়া প্রভু পুরুষ পুরাণ।
ব্রহ্মাকে কহিলা ভাগবত-তত্ত্বজ্ঞান॥
বিশ্ব সৃজসেন ব্রহ্মা পাঞা উপদেশ।
কহিল মৈত্রেয় মুনি করিয়া বিশেষ॥
যত যত পুছিলা বিদুর মহাশয়।
সকল কহিলা মুনি প্রসন্নহৃদয়॥
যতেক মানস সৃষ্টি কৈলা পিতামহে।
তবে আর যতেক সৃজিলা নিজদেহে॥
সনকাদি চারিমুনি মানস কুমার।
রুদ্র সৃষ্টি কৈলা ব্রহ্মা হয় অবতার॥
মনে উপজিল মুনি মরীচি তনয়।
নয়নে জন্মিল অত্রি মুনি মহাশয়॥
জন্মিলা অঙ্গিরা মুনি ব্রহ্মার বদনে।
জন্মিলা পুলস্ত্য মুনি ব্রহ্মার শ্রবণে॥
জন্মিলা পুলহ মুনি নাভির বিবরে।
ক্রতু মুনি জন্মিলা ব্রহ্মার দুই করে॥
চর্ম্মে উপজিল ভৃগু মুনির প্রধান।
প্রাণ হৈতে বশিষ্ঠ জন্মিলা মতিমান্॥
দক্ষিণ অঙ্গুলি হৈতে দক্ষের জনম।
বক্ষঃস্থলে জন্মিলা নারদ তপোধন॥
স্তনে হৈতে জনমিলা ধর্ম্ম অবতার।
পৃষ্ঠে উপজিলা মৃত্যু অধর্ম্ম আচার॥
হৃদয়ে জন্মিলা কাম ক্রোধ ভুরুযুগে।
অধরে জন্মিলা লোভ বাণী হৈলা মুখে॥
ছায়া হৈতে জন্মিলা কর্দ্দম মুনিবর।
চারিমুখে চারিবেদ সৃজে মুনিবর॥
অর্থ শাস্ত্র যজ্ঞ হোম বিবিধ প্রচার।
আয়ুর্ব্বেদ ধনুর্ব্বেদ শিল্প ব্যবহার॥
স্বায়ম্ভুব মনু যার শতরূপা নারী।
দুই মূর্ত্তি ধরে আর ব্রহ্মা অধিকারী॥
করিয়া দম্পতিভাব তারা দুইজনে।
বাঢ়াইল অপত্য সৃষ্টি ব্রহ্মার বচনে॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র হৈল তার প্রিয়ব্রত নাম।
দ্বিতীয় উত্তানপাদ পুত্রের প্রধান॥
তিন কন্যা হৈলা তার আকুতি প্রসূতি।
দেবহূতি নাম আর কন্যা মহাসতী॥
জনমিঞা জিজ্ঞাসিলা ব্রহ্মার চরণে।
কি সেবা করিব মুঞি তোমার এখনে॥
বিরিঞ্চি দিলেন আজ্ঞা ভজ নারায়ণ।
শতরূপা লঞা কর অপত্য সৃজন॥
ধরণী শাসিয়া কর এ লোক পালন।
এই সে আমার সেবা গুরু আরাধন॥
স্বায়ম্ভুব মনু নিবেদিল আরবার।
কোথাতে রহিব লোক নাহিক আধার॥
পাতালে মজিয়া রৈল ধরণীমণ্ডল।
কোথাতে রহিব আমি এ লোক সকল॥
এ বোল শুনিঞা ব্রহ্মা চিন্তিল আপনে।
না কহিল পুত্র মোর অসত্য বচনে॥
আপনে রচিলুঁ আমি সৃজিতে সংসার।
পাতালে মজিল পৃথ্বী এ লোক আধার॥
কিরূপে এখন তবে উঠয়ে ধরণী।
প্রকার না দেখি আন বিনে চক্রপাণি॥
এইরূপে চিন্তিতে রহিলা প্রজাপতি।
হেনকালে জনমিলা বরাহ মুরতি॥
ব্রহ্মার নাসিকারন্ধ্রে হৈলা উপাদান।
শূকর বালক হৈলা গজ পরমাণ॥
মহানাদ কৈলা রহি আকাশমণ্ডলে।
তিলেকে গগন যুড়ি ধরে কলেবরে॥

সুর সিদ্ধ মুনিগণে করিলা স্তবন।
গন্ধর্ব্ব কিন্নরে কৈলা পুষ্প বরিষণ॥
তখনে প্রবেশ কৈলা পাতাল বিবরে।
পৃথিবী উদ্ধার কৈলা দশনশিখরে॥
হিরণ্যাক্ষ নাম দৈত্য মহা ঘোরতর।
তার সহে যুদ্ধ হৈল জলের ভিতর॥
তাহাকে মারিয়া হরি পৃথিবী তুলিল।
জলের উপরে প্রভু লীলায় স্থাপিল॥
শঙ্কর বিরিঞ্চি আদি কৈলা নানা স্তুতি।
অন্তর্দ্ধান কৈলা তবে বরাহ মুরতি॥
কহিলুঁ সংক্ষেপে কিছু যজ্ঞ অবতার।
সকল কহিতে পারে শকতি কাহার॥
দিব্য যজ্ঞবরাহচরিত পুণ্য কথা।
ভাগবত-আচার্য্য রচিল গুণগাথা॥
সাবধানে শুন লোক গোবিন্দচরিত।
শুনিলে দুরিত হরে খণ্ডে ভবভীত॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়
স্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২॥

তৃতীয় অধ্যায়।

গণ্ডরী রাগ।

শুনিলা বিদুর যদি গোবিন্দ-চরিত্র।
পাপহর পুণ্যকর জগতে পবিত্র॥
আনন্দে পূরিল তনু সন্তোষ-হৃদয়।
শিরে কর ধরি কৈল বিস্তর বিনয়॥
তবে জিজ্ঞাসিল আর মুনির চরণে।
হিরণ্যাক্ষ দৈত্য যুদ্ধ কৈল কি কারণে॥
কোথাতে জনম তার কোন্ স্থানে বৈসে।
এই সব কথা মোরে কহিবে বিশেষে॥
সাধু সাধুবাদ করি বিস্তর বাখান। (১)
কহিতে লাগিলা তবে মুনির প্রধান॥
দিতি নামে কশ্যপের আছিল বনিতা।
দৈত্যের জননী তিঁহ দক্ষের দুহিতা॥
চন্দ্র সূর্য্য পুরন্দর অদিতিতনয়।
তা-সভা দেখিয়া দুঃখ পাইলা অতিশয়॥
সন্ধ্যাকালে গেলা তিঁহ কশ্যপের স্থানে।
পুত্রকামে রতিকেলি মাগিল চরণে॥
কশ্যপ বিস্তর তাঁরে কৈলা নিবারণ।
এখনে উচিত নহে নারী-সম্ভাষণ॥
শঙ্করের অনুচর এখনে ভ্রময়ে।
অধর্ম্ম দেখিলে তারা কারো নাহি সয়ে।
আসুরী বেলায় যত করি পুণ্য কর্ম্ম।
অসুরে হরয়ে তাহা সে হয় অধর্ম্ম॥
এতেক শুনিঞা দিতি দক্ষের দুহিতা।
ধরিতে না পারে চিত্ত কামে বিমোহিতা॥
বিস্তর যতন কৈল বিস্তর বিনতি।
তার ইচ্ছা পালিল কশ্যপ প্রজাপতি॥
স্নান করি কৈলা ব্রহ্মমন্ত্র স্মঙরণে।
অদৃষ্ট মানিয়া মুনি রহিল ধেয়ানে॥
গর্ভযুগ ধরে তবে দিতি দৈত্যমাতা।
সুরগণ জিনিব শুনিয়া আনন্দিতা॥
তার তেজে তিন লোক দহয়ে সকল।
দেবগণ মিলি গেলা ব্রহ্মার গোচর॥
স্তুতি করি কৈলা দেবে দুঃখ নিবেদন।
দেবতা শান্তিয়া ব্রহ্মা কহিলা কারণ॥

ভাটিয়ালি রাগ।

চতুরানন-নন্দন, শ্রীসনক সনাতন,
আর সনৎকুমার সনন্দ।
তাঁরা চারি কামচারী, চলিল বৈকুণ্ঠ পুরী,
দিব্যরূপ সদায় আনন্দ॥
কহিলা চতুরানন, শুন শুন সুরগণ,
তুমি সব না করিহ ভয়।
অসুর শরীর ধরি দিতিগর্ভে অবতরি
জনমিলা শ্রীজয় বিজয়॥
মণি ঘরে স্বর্ণকুম্ভ দিব্য রত্ন মণি স্তম্ভ
রতন মন্দির থরেথর।

(১) পাঠান্তর,—
"সাধু সাধু বলি তারে করিলা বাখান"

স্ফটিক রচিত স্থল বিদ্রুমের ঝলমল
উজ্জ্বলিত বৈকুণ্ঠ নগর ॥
ললিত বিতান জাল বিলোল মুকুতামাল
মরকত রুচির প্রাচীর।
দিব্য বাপী উঙট, বিদ্রুত ঘটিত তট
তরলিত বিমল সলিল ॥
নিঃশ্রেয়স নাম বন শুক সারী ভৃঙ্গগণ
শ্যাম স্বর সুমধুর গান।
যত পারিষদ বৈসে বিষ্ণুসম রূপ বেশে
সব লোকে বৈকুণ্ঠ সমান ॥
নিজ দেশে পরিহরি লক্ষ্মী যাথে সুকিঙ্করী
করয়ে মন্দির মারজনে।
পুরুষ-প্রকৃতি পর বুদ্ধি মন অগোচর
বৈকুণ্ঠের মহিমা কে জানে ॥
চারি মহা যোগেশ্বর উঠিলা বৈকুণ্ঠ পর
যায় পুর পরবেশ করি।
দুই পারিষদ বর বিষ্ণু সম তেজ ধর
রাখিল দুয়ারে বেত্র ধরি ॥
দীপ্ত হুতাশন জিনি কোপ কৈল চারি মুনি
তা-সভাকে শাপিল বচন।
বৈকুণ্ঠে বসতি যার হেন সে কুবুদ্ধি তাঁর (১)
হেন জন বৈসে হেন স্থানে ॥

(১) পাঠান্তর—"হেন ভেদ বুদ্ধি তার"।

তোরা এথা হৈতে নড় শীঘ্রগতি অধো চল
হও সে অসুর দুরাচার।
কহে সেই জয় বিজয় জন্ম যথা তথা হয়
হরি-স্মৃতি রাখহ আমার ॥
চারি ব্রহ্মার কুমার কৈলা বর অঙ্গীকার
ঐরি ভাবে করিহ স্মরণ।
দিব্য পরিচ্ছদ পরি বৈকুণ্ঠের অধিকারী
হেনকালে কৈলা আগমন ॥
তবে প্রভু ভগবত ধর্মব্রত সত্যব্রত
নানা স্তুতি কৈলা নমস্কার।
ভৃত্যে করে অপরাধ প্রভুর উপরে বাদ
ক্ষম দোষ সকল আমার ॥
প্রভুর মহিমা জানি স্তুতি কৈলা চারি মুনি
বিমোহিত হৈলা চারি জন।
চলিলা প্রণাম করি প্রভু গেলা নিজ পুরী
দুই বীর পড়িল তখন ॥
জয় বিজয় দুইজন দিতি গর্ভে উৎপন্ন
সুরগণ চলে নিজ স্থানে।
প্রভু করি অবতার হরিব অসুর তার
ভাগবত আচার্য্য সুগানে ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়
স্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়

ব্রহ্মার বচন শুনি যত সুরগণে।
হরিষে চলিলা তবে নিজ নিজ স্থানে ॥
দিতি যে ধরিল গর্ভ শতেক বৎসর।
প্রসব হইল তবে অপত্য যুগল ॥
হিরণ্যকশিপু আর হিরণ্যাক্ষ নাম।
তার সম কেহ নৈল করিতে সংগ্রাম ॥
ধরিয়া বরাহরূপ আপনে শ্রীহরি।
পৃথিবী উদ্ধার কৈলা হিরণ্যাক্ষ মারি ॥
হিরণ্যাক্ষ বধ-কথা কহিল সকল।
হিরণ্যকশিপু হৈল ত্রৈলোক্য ঈশ্বর ॥
হিরণ্যাক্ষবধ কথা বরাহচরিত।
শুনিলে মুকতিপদ দুরিত খণ্ডিত ॥ (১)
হরিকথা শুনিঞা বিদুর মহাশয়।
হরিষে পূরিল তনু প্রসন্ন হৃদয় ॥
ভকতি করিয়া কৈল মুনিকে প্রণাম।
বিদুর জিজ্ঞাসা কৈল ভকত প্রধান ॥
স্বায়ম্ভুব মনু ছিল ব্রহ্মার কুমার।
সপ্তদ্বীপ পৃথিবী শাসিলা একেশ্বর ॥

(১) "শুনিলে মুকুতিপদ"

তিল মাত্র না ছাড়িল গোবিন্দ ভজন।
মহাভাগবত তিঁহো ব্রহ্মার নন্দন॥
চারি বেদ শ্রম করি পড়ি চিরকাল।
ভকত চরিত শুনি এই ফল সার॥
হরিকথা শুনি কিবা ভকত চরিত।
সর্ব্বশাস্ত্রে সার ধর্ম্ম এই সুনিশ্চিত॥
সাধু সাধু বাখানিঞা মুনি যোগেশ্বর।
প্রসন্ন হৃদয়ে তারে দিলেন উত্তর॥
স্বায়ম্ভুব মনু তিঁহো ব্রহ্মার নন্দন।
ব্রহ্মার বচনে কৈলা অপত্য সৃজন॥
দুই পুত্র তিন কন্যা সৃষ্টির কারণ।
শতরূপা উদরে জন্মিলা পাঁচ জন॥
আকূতি বিবাহ দিল রুচি মনু স্থানে।
প্রসূতি দক্ষেরে তবে কৈলা সংপ্রদানে॥
আছিলা কর্দ্দম মুনি ব্রহ্মার তনয়।
পরম যোগেন্দ্র তেঁহ মহাতপোময়॥
ব্রহ্মা আজ্ঞা দিলা যদি সৃষ্টি করিবারে।
সহস্র বৎসর তপ কৈলা নিরন্তরে॥
সাক্ষাতে আসিয়া বর দিলা জগন্নাথ।
স্বায়ম্ভুব কন্যা লঞা আসিব এথাত॥
বিনয় করিয়া কন্যা দিব দেবহূতি।
তবে নব কন্যা তাথে হইব উতপতি॥
আপনে আসিয়া পুত্র হইব তোমার।
ধরিব কপিল নাম মুনি অবতার॥
মায়েরে কহিব সাংখ্য যোগ ভক্তি জ্ঞান।
এ বোল বলিঞা প্রভু হৈলা অন্তর্দ্ধান॥
যোগেন্দ্র রহিলা যোগ সমাধি করিয়া।
সন্তোষ পাইলা কৃষ্ণ সাক্ষাতে দেখিয়া॥
স্বায়ম্ভুব মনু তবে ব্রহ্মার বচনে। (১)
রাজসিংহ চলিল মুনির তপোবনে॥
শতরূপা মহিষী অলপ সৈন্য সাথে।
দেবহূতি কন্যা তুলি নিল দিব্য রথে॥
সরস্বতী নদী তীরে দিব্য সিদ্ধাশ্রম।
সর্ব্বগুণে অলঙ্কৃত দিব্য তপোবন॥
তমাল হিন্তাল তাল শাল যে পিয়াল।
বকুল কদম্ব নীপ বিল্ব কোবিদার॥
চম্পক লবঙ্গ চূত নারেঙ্গ পারিজাত। (২)
ফল ফুলে লম্বিত বিবিধ তরুজাত॥

(১) পাঠান্তরে—
"স্বায়ম্ভুব কন্যা লঞা চলিলা শুভক্ষণে।"
(২) পাঠান্তর,—
"চম্পক পুন্নাগ চূত আর পারিজাত।"

বিবিধ বিহঙ্গ ভৃঙ্গ বিবিধ ঝঙ্কার।
বিবিধ নির্ম্মিত স্থল বিবিধ সঞ্চার॥
যোগীন্দ্র ধনীন্দ্রবৃন্দ বিবিধ মণ্ডল।
যজ্ঞ হোম বেদধ্বনি বিবিধ মঙ্গল॥
তথা গিয়া উত্তরিলা মনু মহারাজ।
আনন্দিত হৈল দেখি মুনির সমাজ॥
দণ্ড পরণাম করি ব্রহ্মার নন্দন।
কর্দ্দম মুনির কৈলা চরণবন্দন॥
বিবিধ বিধানে স্তুতি কৈলা অতিশয়।
করযোড় করিয়া রহিলা মহাশয়॥
উঠিয়া কর্দ্দম তবে রাজা সম্ভাষিলা।
বিবিধ বিধানে পূজি পাদ্য অর্ঘ্য দিলা॥
স্বাগত বচনে কৈলা কুশল জিজ্ঞাসা।
মধুর বচনে কৈলা আতিথ্য সম্ভাষা॥
তবে স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মার নন্দন।
মুনির চরণে কৈলা আত্মনিবেদন॥
মোর কন্যা দেবহূতি কুলশীলবতী।
নারদের বচনে বরিল তোমা পতি॥
পিতামহ মোরে আজ্ঞা দিলেন আপনে।
কন্যাখানি সমর্পিব তোমার চরণে॥
এতেক বলিয়া মনু কৈলা শুভক্ষণ।
কর্দ্দম মুনিরে কৈলা কন্যা সমর্পণ॥
বিবিধ যৌতুক দিল বহুমূল্য ধন।
শতরূপা দেবী কিছু কৈলা নিবেদন॥
আজ্ঞা মাগি দম্পতি চড়িয়া নিজ রথে।
বর্হিষ্মতী নিজ পুরী গেলা রাজপথে॥
সত্যবতী দেবহূতি মনুর দুহিতা।
সর্ব্বভাবে পতিসেবা কৈল পতিব্রতা॥
ছাড়িয়া সকল সুখ শয়ন ভোজন।
নিরবধি কৈল কন্যা পতি আরাধন॥
এইরূপে সেবিতে রহিলা চিরকাল।
কৃপা কৈল মুনি দুঃখ দেখিয়া তাহার॥
যোগবলে দিব্যরথ আনিল তখনে।
রতনে রচিত রথ খচিত কাঞ্চনে॥
তরল কিঙ্কিণীজাল বিলোলিত মাল।
বিবিধ মন্দির পুর বিবিধ সঞ্চার॥
দেবের নাচনী নাচে গায় বিদ্যাধর।
দেবগণে সেবে রথ দিব্য কলেবর॥
যত ইচ্ছা করে রথ বাঢ়ে তত দূর।
বিচিত্র নির্ম্মিত রথ যেন সুরপুর॥
পাটের থোপনা তাথে সুবর্ণ গাঁথনী।
হেম মরকত মাঝে দীপ্ত করে মণি॥

বহুবিধ ভোগ দিব্য তাথে মনোহর।
সুবর্ণ ভিঙ্গার তাথে সুশীতল জল॥
কর্পূর তাম্বুল তাথে মনোহর ভাঁতি।
স্বপনেই যাহা নাহি দেখে শচীপতি॥
ত্রিভুবনে নাহি সে যে রথের উপমা।
কাহার শকতি তার কহিব মহিমা॥
একত্র আছয়ে তাথে অষ্ট মহানিধি।
মূর্ত্তিমতী হৈল কি মুনির যোগ সিদ্ধি॥
হেন রথ মিলিল মুনির যোগবলে।
তাহাতে হইল আর দিব্য সরোবরে॥
ইহাতে করিয়া স্নান চড় দিব্য রথে।
তবে আমি পুরাব তোমার মনোরথে॥
আজ্ঞা পেয়ে দেবহূতি জলেতে মজ্জিল।
জলের ভিতরে সুরসুন্দরী দেখিল॥
অঙ্গ মারজন কেহ করায় মজ্জন।
বসন পরায় কেহ বিবিধ ভূষণ॥
কেহ বেশ করে কেহ চামর ঢুলায়।
কেহ মাল্য করে কেহ তাম্বুল যোগায়॥
ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী কিবা হরের পার্ব্বতী।
ভুবন জিনিঞা রূপ ধরে দেবহূতি॥
জলে হৈতে উঠিল কিঙ্করীগণ সঙ্গে।
মুনির বচনে রথে চড়িলা আনন্দে॥
চলিলা কর্দ্দম মুনি মহাযোগেশ্বর।
কাম কোটি জিনি রূপ ধরে মনোহর॥
যতেক বিহার স্থল আছে ত্রিভুবনে।
যোগবলে বিহার করিল স্থানে স্থানে॥
পরম যোগেন্দ্র মুনি অব্যাহত গতি।
বিবিধ বিহার (১) করে লৈয়া দেবহূতি॥
সুর-সিদ্ধ নর-পুরে করেন বিহার।
এইরূপে বিহরিতে গেল চিরকাল॥
তবে নিজ স্থানে চলি আইলা মুনিবর।
পূর্ব্বরূপ ছাড়ি হৈলা মুনিকলেবর॥
তবে নব কন্যা প্রসবিনী দেবহূতি।
উতপল গন্ধ তনু মোহন মুরতি॥
চলিলা কর্দ্দম মুনি করিয়া সন্ন্যাস।
করযোড়ে দেবহূতি দাণ্ডাইলা পাশ॥
পুরুবে আছিল আজ্ঞা হইব তনয়।
আপনে জানিয়া কৃপা কর মহাশয়॥
পত্নীর হৃদয় বুঝি মুনির প্রধান।
কথোদিন রহিলা করিয়া সমাধান॥

(১) পাঠান্তর,—"বিনোদ" "বিলাস"।

শুভকালে শুভক্ষণে শুভ যোগ-তিথি।
আপনে আসিয়া জনমিলা সুরপতি॥
ধরিলা কপিল নাম মহা মুনীশ্বর।
সূর্য্য কোটি সম তেজ দীপ্ত কলেবর॥
হেনকালে ব্রহ্মা আইলা সঙ্গে ঋষিগণ।
কর্দ্দম মুনিরে তবে কৈলা সম্ভাষণ॥
ধন্য তুমি মহাযোগী সফল জীবন।
আপনে তোমার পুত্র হৈলা নারায়ণ।
তোমার আছয়ে কন্যা নব ধৃতব্রতা।
তাঁ-সভার যোগ্যবর এ নব জামাতা॥
নব ঋষি কুলে শীলে তোমার সমান।
বুঝিয়া করহ তুমি কন্যা সংপ্রদান॥
আমার কুমার বৎস তোমার জামাতা।
এ বোল বলিয়া গেলা সর্ব্বলোক পিতা॥
তবে মুনি বিচারিয়া কৈল শুভক্ষণ।
আনিয়া বরিলা নব ঋষি তপোধন॥
মরীচি ঋষিকে কন্যা দিলা কলা নামে।
অত্রিকে করিলে অনসূয়া সংপ্রদানে॥
শ্রদ্ধা নামে কুমারী অঙ্গিরা মুনি পাইল।
হবির্ভূ দুহিতা তার পুলস্ত্যে ভজিল॥
পুলহে পাইল গতি ক্রিয়া ক্রতু মুনি।
খ্যাতি কন্যা পাইল ভৃগু পরম রমণী॥
বশিষ্ঠ পাইল কন্যা নামে অরুন্ধতী।
অথর্ব্বকে দিলা শান্তি নামে সত্যবতী॥
কন্যা দিয়া কৈলা মুনি বিনয় বেভারে।
সাদরে চলিলা তারা নিজ নিজ ঘরে॥
বিষ্ণু অবতার দেখি কপিল কুমার।
আসিয়া কর্দ্দম মুনি কৈল নমস্কার॥
বহুবিধ স্তুতি কৈল বিবিধ বিধানে।
চলিতে মাগিলা আজ্ঞা পুত্রের চরণে॥
পুত্র বুদ্ধি না ঘুচিব তোমার সাক্ষাতে।
দূরে থাকি চরণ ভজিব ধ্যান পথে॥
জগত-উদ্ধার-হেতু কৈলে অবতার।
মোর ভববন্ধ যেন নহে আরবার॥
আজ্ঞা দেহ পৃথিবী করিব পর্য্যটন।
যথা তথা থাকি যেন চিন্তয়ে চরণ॥
বাপের বচন শুনি কপিল কুমার।
কহিল যাহার তরে কৈলা অবতার॥
সত্যযুগে সাংখ্য যোগ পুরুষে কহিল।
হেন যোগপথ চিরকাল নষ্ট হৈল॥
সেই সাংখ্যযোগ আমি কহিব এথানে।
সুখে যেন তরে লোক এই দরশনে॥

চল তুমি মহাযোগী ভজিহ আমারে।
এই ঘোর সংসার তরি যাহ বিষ্ণুপুরে॥
মায়েরে কহিব ভক্তিযোগ উপদেশ।
সুখে যেন ভজে আমা জানিয়া বিশেষ॥
তরিব দুরন্ত ভয় এ ঘোর সংসার।
এই সে কারণে আমি কৈলুঁ অবতার॥
শুনিয়া কর্দ্দম মুনি পুত্রের উত্তর।
প্রদক্ষিণ করিয়া করিল যোড় কর॥
প্রণাম করিয়া তবে পুত্রের চরণে।
চলিলা কর্দ্দমমুনি হরষিত মনে॥

ছাড়িয়া সকল কর্ম্ম আশ্রম আচার।
নিরালম্ব নিরাশ্রয় হৈলা নিরাধার॥
একান্ত ভকতি করি ভজি নারায়ণ।
পাইল পরমপদ ছুটিল বন্ধন॥
তবে আইলা দেবহূতি কপিলজননী।
প্রণাম করিয়া দেবী বলে কোন বাণী॥
ধীরশিরোমণি শ্রীগদাধর জ্ঞান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়
স্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪॥

পঞ্চম অধ্যায়।

কামোদ রাগ।

অজ নিরঞ্জন তুমি নির্গুণ বিকার।
লোক-পরিত্রাণ-হেতু কৈলে অবতার॥
স্ত্রীজাতি সহজে না জানে ভাল মন্দ।
কিরূপে সংসার ছুটে ছুটে ভববন্ধ॥
অজ্ঞানতিমির অন্ধ মূঞি মূঢ়মতি।
জ্ঞানচক্ষু দিয়া মোর খণ্ডাহ দুর্গতি॥
এ ঘোর সংসার পার কর দয়াময়।
মাতৃভাবে কৃপা করি ঘুচাহ সংশয়॥
মায়ের বচন শুনি প্রভু হৃষীকেশ।
কহিতে লাগিলা প্রভু ধরি মুনিবেশ॥
ভক্তি যোগ হয় যদি আমার চরণে।
বিষয়ে বৈরাগ্য বলে বাঢ়ে অনুক্ষণে॥
তবে সে তরিতে পারে এ ঘোর সংসার।
শুন মাতা কহিব তাহার পরকার॥
প্রসঙ্গ দুর্জ্জয় পাশ জীবের বন্ধন।
সেই সাধু সঙ্গ হৈলে কৈবল্য কারণ॥
ত্যাগশীল দয়ালু সকল হিতকারী।
জগতে যাহার নাহি উপজয়ে বৈরী॥
এসব ভকতজন ভকতভূষণ।
সংভাবে করে যেবা গোবিন্দ ভজন॥
সুত দার পরিজন গৃহ ধন তেজে।
ছাড়িয়া সকল ধর্ম্ম সভে আমা ভজে॥
পুণ্যকথা আমার শুনয়ে যেবা কহে।
বিবিধ সংসারতাপ কভু তার নহে॥

এ সব ভকত সহে কর তুমি সঙ্গ।
সঙ্গদোষ হরিব হইব ভবভঙ্গ॥ (১)
ভকত জনের সঙ্গ হয় যথা তথা।
আমার চরিত্রগুণ শুনে পুণ্য কথা॥
নিরবধি হরিকথা শুনে যেই জন।
শ্রদ্ধা রতি ভকতি বাঢ়য়ে অনুক্ষণ॥
ভক্তিযোগ হয় যার হয়ে ভাগ্যোদয়।
বিষয়ে বৈরাগ্য হয়ে খণ্ডয়ে সংশয়॥
শুদ্ধভাবে নিরবধি ভজয়ে শ্রীহরি।
তবে সে পরমপদ পায় ভব তরি॥
পুত্রের বচন শুনি মনুর দুহিতা।
আর কিছু জিজ্ঞাসিলা হৈয়া হরষিতা।
কিরূপ ভকতজন কিরূপ ভকতি।
কেমন লক্ষণে চিনি কহ মহামতি (২)॥
মায়ের বচন শুনি প্রভু দামোদর।
কপট কপিলবেশে দিলেন উত্তর॥
বেদমুখে বুঝায় যাহার যে যে ধর্ম্ম।
সকল ইন্দ্রিয়গণ করে সেই কর্ম্ম॥
স্বভাবে যাহার যে যে করয়ে বিষয়।
সে সব বিষয় যদি কৃষ্ণ-হেতু হয়॥

---

(১) পাঠান্তর,—
"সঙ্গ গুণে নহিব হরির স্মৃতি ভঙ্গ।"

(২) পাঠান্তর,—"ভকতের গতি"।

সেই হরি ভকতি বলিব অকিঞ্চনা।
কৈবল্য অধিক সেই ভকতি প্রধানা॥
জীবের বাসনা বন্ধ হরয়ে সকল।
অন্নপান জারে যেন উদর আনল॥
চরণসেবনে রত যে জন আমার।
কৈবল্য করিয়া কিবা বস্তুজ্ঞান তার॥
ভকতসমাঝে মেলি হরিগুণ গায়।
কৈবল্য অধিক সুখ তাহা হৈতে পায়॥
আমার রুচির রূপ দেখে সেই জনে।
অতিশয় নাহি যার নাহিক সমানে॥
প্রসন্নবদন ফুল্ল কমললোচন।
মুকতি করিয়া তার কোন্ প্রয়োজন॥
আমার অমৃত কথা কহে নিরন্তর।
শ্যামল সুন্দর রূপ দেখে মনোহর॥
এই সুখে প্রাণ হরে হরয়ে চেতন।
তথাপি কৈবল্যপদ হয় উপসন্ন॥
অষ্টসিদ্ধি অষ্টৈশ্বর্য্য অনন্ত বিভূতি।
মিলয়ে ভকতজনে অষ্ট মহানিধি॥
ভকত জনের নাহি কবহু বিনাশ।
কালচক্রে না পারিয়ে করিতে গরাস॥
আমি যার প্রিয় সখী সুত গুরুজন।
আমি যার ইষ্টদেব সুহৃদ আপন॥
আমার নিমিত্তে ছাড়ে সুত গৃহ দার।
ইহলোক পরলোক তেজে আপনার॥
পশু বিত্ত সম্পদ সকল সুখ তেজে।
একান্ত ভকতি করি সভে আমা ভজে॥
ইহাকে করিয়ে মুক্ত সংসারের পার।
তাহা বিনে আমার বান্ধব নাহি আর।
আমি সে প্রকৃতি পর পুরুষ প্রধান।
আমা হৈতে সকল জীবের উপাদান॥
মোর ভয়ে রহে বায়ু উয়ে দিনকর।
মোর ভয়ে বরিষয়ে দেব পুরন্দর॥
যমে দণ্ড ধরে ধর্ম্ম করিয়া নির্ণয়।
ধমার ভয়ে সাবধানে হুতাশন দয়॥
এই সে কারণে মহা মহাযোগেশ্বর।
ভকতি করিয়া ভজে পদ নিরন্তর॥
কহিব তোমারে ভক্তিযোগ তত্ত্ব কথা।
তত্ত্বভেদ লক্ষণ কহিব শুন মাতা॥
তত্ত্বভেদ জানিলে হৃদয় গ্রন্থি ছুটে।
তত্ত্বজ্ঞান উদয়ে অজ্ঞান বন্ধ টুটে॥
এই সে কারণে করি তত্ত্ব উপদেশ।
সুখে যেন ভজে হরি জানিও বিশেষ॥

এতেক বলিয়া মহাযোগী দয়াময়।
কহিল সকল তত্ত্ব করিয়া নির্ণয়॥
অজ নিরঞ্জন জীব নিগুর্ণ বিকার।
দেহধর্ম্মে আপনাতে করে অহঙ্কার॥
সুখী দুঃখী ভোগী হেন আপনাকে মানে।
কর্ম্মদোষে বন্দী জীব শরীর বন্ধনে॥
দেহধর্ম্ম আপনাতে করে অভিমান।
তেকারণে নানা জনে ভ্রমে স্থানেস্থান॥
অকারণে ভ্রমে জীব এ ঘোর সংসারে।
বিষয় ধেয়ানে দুঃখ পায় বারে বারে॥
স্বপনে অনর্থ যেন হয় দরশনে।
জাগিলে সকল যেন হয় মিথ্যা ভাণে॥
এইরূপ জান তুমি জীবের সংসার।
কি কারণে বন্দী জীব অধীন কাহার॥
এই সে কারণে চিত্ত করিব সংযম।
আনিয়া কুপথ হৈতে করিয়া নিয়ম॥
গোবিন্দচরণে চিত্ত ধরিব যতনে।
সত্য শৌচ ত্যাগ তপ সাধিব আপনে॥
কহিব আমার কথা মহিমা প্রচার।
চিন্তিব সকল জীব-হিত পরকার॥
ব্রহ্মচর্য্য ব্রত মৌন আশ্রম আচার।
করিব ছাড়িব দেহ গেহ অহঙ্কার॥
শান্তি দয়া তুষ্টি ধৈর্য্য করিব সাধনে।
এ সব উপায়ে চিত্ত করি সমাধনে॥
কেশব চরণে চিত্ত ধরিব যতনে।
তবে সে জীবের ছুটে এ ভববন্ধনে॥
বিনে হরিভকতি উপায় নাহি আন।
বিনে কৃষ্ণ ভজিলে না হয় পরিত্রাণ॥ (১)
তবে মাতা কহি শুন যোগের লক্ষণ॥
যাহার শ্রবণে চিত্ত হয় পরসন্ন॥
শকতি পর্য্যন্ত জীব করিব স্বধর্ম্ম।
পরম যতন করি তেজিব বিকর্ম্ম॥
যথা লাভে সন্তোষ ভকতপদ পূজে।
গ্রাম্যধর্ম্ম পরিত্যাগ মোক্ষধর্ম্ম ভজে॥
মিতভোজী বিরল-কুশল-স্থান-সেবী।
অসত্য ভাষণ পরহিংসা পরিত্যাগী॥
প্রয়োজন অবধি ধনের প্রয়োজন।
ব্রহ্মচর্য্য শৌচ তপ বেদ অধ্যয়ন॥

(১) পাঠান্তর,—
"শ্রীকৃষ্ণ ভজন বিনে নহে পরিত্রাণ"

পুরুষ অর্চ্চন মৌন জিনিব আসন।
বিষয় বিমুখ করি ইন্দ্রিয় রক্ষণ॥
সমাধি ধারণা ধ্যান ধৈর্য্যাবলম্বন।
গোপীনাথ-লীলা ধ্যান শ্রবণ কীর্ত্তন॥
এতরূপে বশ করি মন দুরাচার।
কেশব-চরণে ধরি করিব নিবার॥
চিন্তিব প্রভুর দুই চরণকমল।
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ বিরাজিত মনোহর॥
উন্নত লোহিত বিলসিত নখপাঁতি।
ভকত হৃদয়-তম হরে যার জ্যোতি॥
যার পদধৌত জল শিব ধরি শিরে।
শিবপদ পাই শিব হৈলা মহেশ্বরে॥
সে পদপঙ্কজ ধ্যান করিব বিশেষে।
ভকত দুরিত-শৈল খণ্ডন কুলিশে॥
এইরূপ নিরন্তর চিন্তিব শ্রীহরি।
বৈকুণ্ঠে চলিব তবে ভবসিন্ধু তরি॥
তবে আর কহি কথা শুন সাবধানে।
বহুবিধ ভক্তিযোগ কহিব বিধানে॥
দম্ভ মাৎসর্য্য হিংসা করিয়া সন্ধান।
ক্রোধভাবে যেবা ভজে হয়্যা হীনজ্ঞান॥
তামস ভকত তারে জানিব বিচারি।
বৈষ্ণব ছাড়িয়া আন কহিতে না পারি॥
ধন পুত্র সম্পদ বাঞ্ছিয়া ভজে হরি।
সে ভকত জানিহ রাজস অধিকারী॥
সৎকর্ম্ম তেজি কিবা করে আরোপণ।
যে ভজে কেশব সে সাত্বিক মহাজন॥
কৃষ্ণগুণ শুনি চিত্ত দ্রবয়ে যাহারে।
সর্ব্বভাব উদয় করয়ে একিকালে॥
কৃষ্ণপদে অবিচ্ছিন্ন যার মন ধায়।
শতমুখে গঙ্গা যেন সাগরে মিলায়॥
নিগুণ ভকত তারে বলি মহাশয়।
চারি ভেদে কহিল ভকতপরিচয়॥
সালোক্য সারূপ্য সার্ষ্টি সামীপ্য মুকতি।
দিলেহো না লয় যার নিগুণ ভকতি॥
হেন ভক্তিযোগ মাতা কহিল তোমারে।
অবিদ্যা বিনাশ করি কৃষ্ণ দিতে পারে॥
স্বধর্ম্ম করিব জীব তেজি কর্ম্মফল।
পরিচর্য্যা করিয়া ভজিব গদাধর॥
কৃষ্ণমূর্ত্তি দরশন পূজন বন্দন॥
স্তুতি ভক্তি করিয়া ভজিব নারায়ণ॥
সর্ব্বভূতে বৈসে হরি করিব ভাবনা।
সর্ব্বলোক না করি অসত্য সম্ভাষণা॥
দেখিয়া বৈষ্ণব-মূর্ত্তি করিব সম্মান।
দীনহীন দেখিয়া করিব জ্ঞান-দান॥
সমান জনের সঙ্গে করিব মিতালী।
যোগধর্ম্ম যোগকথা কহিব বিচারি॥
হরিনাম হরিগুণ হরীসংকীর্ত্তন।
থাকিব বৈষ্ণবজন সঙ্গে অনুক্ষণ॥
কৃষ্ণকর্ম্ম নিরবধি করে সাবধানে।
ভক্তিযোগ হয় তার পায় নারায়ণে॥
চারিভেদে ভক্তিযোগ কহিলুঁ তোমারে।
এক ভক্তি হৈলে জীব হেলে ভব তরে॥
আর এক কহি মাতা শুন তত্ত্বকথা।
না বুঝে প্রভুর লীলা শঙ্কর বিধাতা॥
সর্ব্বসুখ মিলিব খণ্ডিব দুঃখভারে।
এই সে কারণে জীব নানা কর্ম্ম করে॥
অধ্রুব শরীর গৃহ সুত বিত্ত দার।
অধ্রুব সকল সুখ অধ্রুব সংসার॥
এই ধ্রুব মানিঞা করয়ে নানা কর্ম্ম।
নানা যোনি ভ্রমে জীব ভুঞ্জয়ে অধর্ম্ম॥
দেখিয়া কুমতি তার প্রভু নরহরি।
তিলেকে সকল হরে কালমূর্ত্তি ধরি॥
নারকী নরক ভুঞ্জে তথি সুখ মানে।
কুযোনি-জনম সেই সুখ করি মানে॥
সাধুসঙ্গ সাধুসেবা না কৈল বিচারি।
কুটুম্বে আসক্তি করি না ভজিল হরি॥
গৃহ দার সুত বিত্ত চিন্তা অতিশয়।
কুটুম্ব-ভরণ-হেতু আকুল হৃদয়॥
নানা পাপ কর্ম্মে ধন করে উপার্জ্জন।
নানা দুঃখ তাপে করে কুটুম্ব পোষণ॥
দুঃখ-নিবারণ-হেতু যে যে কর্ম্ম করে।
সেই সেই সুখ হেন তার চিত্তে ধরে॥
বিচারে দেখয়ে নহে দুঃখ প্রতিকার।
মানয়ে কুমতি মূর্খ সুখ আপনার॥
নানা দুঃখ করি ধন উপার্জ্জন করে।
সে ধন বিনাশ হৈল কোন পরকারে॥
পুন ধন অরজিতে করয়ে সন্ধান।
ধনের কারণে তেজে আপনার প্রাণ॥
দৈবক্রমে নৈল তার যদি ধনযোগ।
হেনকালে উপজিল নানা দুঃখ রোগ॥
আছুক পুষিব সুত দার পরিজন।
করিতে না পারে নিজ উদর-ভরণ॥
জরা পরবেশ করি হরয়ে গেয়ান।
কম্পে থর থর অঙ্গ করে বকধ্যান॥

দুঃখশোকে জরারোগে পোড়ে কলেবর।
চঞ্চল সকল অঙ্গ করে টলবল॥
সন্ধিবন্ধ খসে সব টুটয়ে বন্ধন।
নিজ অঙ্গে না পারে করিতে সংবরণ॥
সুত দার পরিজন নিতি বলে মন্দ।
বলিতে না পারে কিছু পড়ে রহে ধন্দ॥
আপনার ইচ্ছায়ে যখন যে জিজ্ঞাসে।
সেইক্ষণে জীয়ে হেন আপনাকে বাসে॥
সর্ব্বক্ষণ সভাই বলয়ে অপমান।
ভরণ পোষণ করে কুকুর সমান॥
অতিশয় ক্ষুধা তৃষ্ণা অলপ আহার।
করিতে না পারে কিছু করে অহঙ্কার॥
কফ পিত্ত শ্বাস কাস উঠে ঘনেঘন।
ক্ষণে কণ্ঠরোধ ক্ষণে করয়ে মরণ (১)॥
দেখিয়া মরণকাল শব বন্ধুগণ।
চৌদিকে বেড়িয়া সভে করয়ে ক্রন্দন॥
বোলাইতে কিছুই বলিতে নাহি পারে।
কিরূপে মরিব বলি কান্দে নিরন্তরে॥
কোথাতে রহিব মোর সুত বিত্ত দার।
মরিলে কোথাতে যাব কি হব প্রকার।
কুটুম্ব-ভরণ-হেতু এত দুঃখ হয়।
এইরূপে মরয়ে গৃহস্থ দুরাশয়॥
হেনকালে দুই যমদূত ঘোরতর।
নিকটে দাণ্ডায় আসি দেখি ভয়ঙ্কর॥
তা-সভা দেখিয়া ভয়ে হরয়ে গেয়ান।
বিষ্ঠা মূত্র ছাড়ে তবু নাহি অবধান॥
যাতনাশরীর বান্ধি যমের কিঙ্কর।
যম পথে লৈয়া যায় যমের গোচর॥
তর্জ্জন গর্জ্জন তারা করয়ে তাড়ন।
পথের কুকুর আসি করয়ে ভোজন॥
নিজকর্ম্ম সঙরিয়া কান্দে উচ্চস্বরে।
ক্ষুধায়ে তৃষ্ণায়ে মরে উদয় আনলে॥

তপ্ত বালুকার পথে নেয়ত বান্ধিয়া।
পিঠেতে চাবুক মারে না চাহে ফিরিয়া॥
নাহি জল বৃক্ষ যাহে নাহিক সঞ্চার।
হেন পথে লৈঞা যায় পাপী দুরাচার॥
ক্ষণে মুরছিত হঞা পড়ে ভূমিতলে।
মারণের ভয়ে পুন উঠয়ে সত্বরে॥
নিরানৈ সহস্র পথ প্রহর প্রমাণ।
তিনদণ্ডে লঞা যায় যম বিদ্যমান॥
সকল নরক ভোগ করায় তাহারে।
জলন্ত অনল দিঞা পোড়ে কলেবরে॥
তাহা হৈতে তার মাংস কাটিয়া খাওয়ায়।
শৃগাল কুকুরে আঁত টানিঞা খসায়॥
মহা সর্পগণ আসি দংশে কলেবর।
ডাশ মচ্ছর (১) বেড়ি খায়য়ে নিরন্তর॥
কাটয়ে সকল অঙ্গ করি খণ্ড খণ্ড।
ভূমিতে ফেলায়ে গজ প্রবেশায় দন্ত॥
পর্ব্বতশিখর হৈতে মারেন আছাড়।
গর্ত্তের ভিতরে ধরি রোধেন দুয়ার॥
যতেক যাতনা আছে যমের সদনে।
একে একে ভুঞ্জায় সকল পাপিগণে॥
কুটুম্বের ভরণে ব্যাকুল যে যে জন।
কেবল করয়ে কিংবা উদর ভরণ॥
ছাড়িয়া কুটুম্ব সব নিজ কলেবর।
যমপথে চলে সভে হঞা একেশ্বর॥
পরহিংসা পরপীড়া জনিত দুরিত।
পথের সম্বল সভে জানিহ বিদিত॥
এইরূপে করে যেবা কুটুম্ব ভরণ।
নানা পাপ করিয়া পোষয়ে পরিজন॥
অন্তকালে দেখিয়ে নরকভোগ সার।
তবে মাতা শুন তুমি যে কহিব আর॥
ভক্তিরস-গুরু শ্রীগদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান॥

(১)পাঠান্তর—"বমন"।

(১) পাঠান্তর—"মশা"

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয় স্কন্ধে
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ভাটিয়ালি রাগ।

তবে কর্ম্মবশে জীব মায়ের উদরে।
বাপের ঔরস সহে পরবেশ করে॥

এক রাত্রে কলল বুদ্বুদ পঞ্চদিনে।
দশরাত্রে হয় যেন বদর প্রমাণে॥

তাহার অন্তরে হয় অণ্ড পরিমাণ।
এক মাসে হয় শির শ্রবণ নয়ান॥
দুইমাসে হয় কর পদ উতপতি॥
তিনমাসে নখ লোম ছিদ্র অবগতি।
চারিমাসে হয় সপ্ত ধাতু নিরূপণ॥
পঞ্চমাসে হয় ক্ষুধা তৃষ্ণার উদ্গম॥
ছয় মাসে ক্রমে শিশু মায়ের উদরে।
মায়ের ভোজনরসে নিতি নিতি বাঢ়ে॥
বিষ্ঠা-মূত্র-গর্ত্তে রহে করিয়া শয়ন।
কৃমি কীট বেঢ়ি করে সর্ব্বাঙ্গ ভক্ষণ॥
ক্ষণে মূরছিত হয় ক্ষণে জীঞা উঠে।
দুঃখ ভয় পাঞা অঙ্গ করে ছটপটে॥
কটু তিক্ত অম্লাদি মায়ের অন্ন পান।
তাহার পরশে ক্ষণে তেজয়ে পরাণ॥
আঙলে বেষ্টিত চারিদিগ অন্তপাশ।
নড়িতে না পারে শিশু দেখিয়া তরাস॥
পৃষ্ঠ গলা ভগন উদরে শির ধরে।
এইরূপে শিশু নানা দুঃখ ভোগ করে॥
দৈবযোগে জ্ঞান যদি হয় সাত মাসে।
শত শত জনম স্মঙরে ভাগ্য-বশে॥
এদিগে ওদিগে চালে প্রসব মারুতে।
ব্যাকুলিত শিশু কিছু না পারে করিতে॥
জানিঞা ভজয়ে তবে প্রভু নরহরি।
নানা স্তুতি করে জীব শিরে কর ধরি॥
নমো নমো দেব দেব প্রভু নারায়ণ।
জানিঞা পশিলুঁ দুই চরণে শরণ॥
না ভজিয়া প্রভু দুই চরণ তোমার।
এই গর্ভবাস দুঃখ হয় বার বার॥
সংসারে পতিত জীব স্বকর্ম্ম বন্ধনে।
মায়াবশে দুঃখ ভোগ করে স্থানে স্থানে॥
সুখ দুঃখ রহিত কেবল জ্ঞানময়।
আনন্দে বিহরে প্রভু জীবের হৃদয়॥
প্রণমোহ প্রাণনাথ চরণে তোমার।
গর্ভবাসদুঃখ যেন নহে আরবার॥
চরাচর শরীরে বৈসয়ে হৃষীকেশ।
নির্গুণ নির্লেপ তাথে নাহি সঙ্গলেশ॥
চরণপঙ্কজ তাঁর না ভজিলুঁ হেলে।
তে-কারণে মজি আমি উদরগহ্বরে॥
বারেক প্রভুর যদি দয়া হয়্যা যায়।
দুর্গত পাতকী তবে পরিত্রাণ পায়॥

এইবার হৈতু মোর গর্ভবাস দুঃখ। (১)
জন্মিঞা না দেখি যেন আর মায়ামুখ॥
এথাই থাকিয়া মুঞি করিমু যতন।
ভক্তি করিয়া দৃঢ় ভজো নারায়ণ॥
তবে সে করিব হরি দয়া পরকাশ।
গর্ভবাস ছুটিব খণ্ডিব মায়াপাশ॥
দশমাস ধরি স্তুতি এইরূপে করে।
প্রসূত মারুত তবে প্রবেশে উদরে॥
বাহিরে ঠেলিয়া পেলে অধোমুখ করি।
তিলেক পাসরে সব ভূমিতলে পড়ি॥
ভূমিতে পড়িয়া শিশু হয় অচেতনে।
বন্ধুগণ মেলি শিশু জীয়ায় যতনে॥
ক্ষণে শিশু বিষ্ঠা মূত্র শয়নে লোটায়।
ক্ষণে ক্রিমি কীট সব অঙ্গ বেঢ়ি খায়॥
হস্ত পদ আছাড়িয়া কান্দে ঘনেঘন।
বলিতে করিতে নারে না জানে মরম॥
বন্ধুগণ জানি তার দুখের কারণ।
নানাপরকারে দুঃখ করে বিমোচন॥
ডাকিনী যোগিনী হয় ভূত অধিষ্ঠান।
নানা রোগ নিবারিয়া রাখয়ে পরাণ॥
এইরূপে দুঃখ ভোগ করে শিশুকালে।
যৌবন সময় হৈলে হয় বেয়াকুলে॥
হরিব পরের বিত্ত পশু গৃহদার।
দিনে দিনে কাম লোভ বাঢ়ে অহঙ্কার॥
বিরোধ কন্দল যুদ্ধ করে জনে জনে।
পরদুঃখ কারে বলে চিত্তেহ না জানে॥
পঞ্চভূত রচিত আপন ভিন্ন কায়।
মোহোর শরীর বলি কুমতি দঢ়ায়॥
করিয়া আপন বুদ্ধি অসত্য শরীরে।
হতবুদ্ধ্যে পরহিংসা পরপীড়া করে॥
সাধুসঙ্গ নহিল কুসঙ্গ-সঙ্গিদোষে।
আহার শৃঙ্গার মাত্র জানিল বিশেষে॥
কর্ম্মদোষে সাধুসঙ্গ না কৈল বিচার।
তে-কারণে ভুঞ্জে জীব এত দুঃখভার॥
সাধুসঙ্গে চিত্ত যার হয়ে পরসন্ন।
কর্ম্মদোষে হয়ে যদি কুসঙ্গে মিলন॥
পুরুবে যেরূপ ছিল কুমতি তাহার।
সেইরূপে হয়ে পুনঃ কুমতি সঞ্চার॥

---

(১) পাঠান্তর,—
"এই হৈতে রহু মোর গর্ভবাস দুঃখ।
জনমিয়া না দেখিব আর মায়ামুখ।"

সত্য শৌচ দয়া দান লজ্জা যশ ক্ষমা।
কুসঙ্গে সকল বুদ্ধি হরয়ে মহিমা॥
স্ত্রীয়ে রত স্ত্রীয়ের অধীন মূঢ় জনে।
এ সব অসাধু সঙ্গ ছাড়িব যতনে॥
ব্রহ্মা হঞা নারীসঙ্গে হৈল বিমোহিত।
অন্যকে মোহিব তাথে এ কোন্ বিচিত্র॥
সতত যতন করি কুসঙ্গ ছাড়িব।
ভকত জনের সঙ্গ যতনে করিব॥
ভকত জনের সঙ্গে বাঢ়য়ে ভকতি।
ভব বিমোচন হয়ে বিষ্ণুপদে গতি॥
ভক্তিরস-শুক্র শ্রীগদাধর জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়
স্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬॥

সপ্তম অধ্যায়।

শ্রীরাগ।

পিতৃলোক ভজে যদি পিতৃলোক যায়।
যে দেবে যে ভজে সেই সেই গতি পায়॥
নানা দুঃখে তপ যজ্ঞ করে ব্রত দান।
কর্ম্মফল বিনে কিছু না দেখিয়ে আন॥
সর্ব্ব কর্ম্ম করে কিবা সর্ব্বদেব পূজে।
সর্ব্ব যজ্ঞ করি যদি সর্ব্বদেব ভজে॥
তবু তার না ঘুচয়ে ভব-অন্ধকার।
বিনে কৃষ্ণ ভজিলে সংসার নহে পার॥ (১)
পুরুষ পুরাণ ব্রহ্ম শ্বত সত্যময়।
সভার হৃদয়ে বৈসে প্রভু কৃপাময়॥
সর্ব্বভাবে লহ তুমি তাঁহাতে শরণ।
তবে সে দেখিয়ে মাতা ভব বিমোচন॥
গৃহরসে গৃহে যায় নিবদ্ধ হৃদয়।
পিতৃযজ্ঞ দেবযজ্ঞ করে অতিশয়॥
মধুরিপু চরিত্র পবিত্র দিব্য গাথা।
শুনিতে সন্তোষ যার নহে হরিকথা॥
কুকথা শ্রবণে যার সন্তোষ বাঢ়য়ে।
শূকর সদৃশ তারে জানিহ নিশ্চয়ে॥
দেবময় পিতৃময় হরি সর্ব্বময়।
হরি বিনে বলিতে জগতে কিছু নয়॥
সর্ব্বরূপ ধরে হরি সর্ব্বলোকপতি।
হরি সে দিবারে পারে সুখ মোক্ষগতি॥

---

(১) পাঠান্তর,—
"কৃষ্ণ না ভজিলে কভু সংসার নহে পার।"

এতেক জানিঞে ভজ শ্রীহরিচরণ।
সর্ব্বভাবে লহ মাতা গোবিন্দ শরণ॥
কহিল তোমারে মাতা এই তত্ত্ব কথা।
গোবিন্দ-শরণ লঞা রহ যথা তথা।
জ্ঞানযোগে ভক্তিযোগে নাহি কিছু ভেদ।
জ্ঞান হৈলে হয় তবে ভববন্ধ ছেদ॥
ভক্তি হৈলে হয় কৃষ্ণ ভকত অধীন।
জ্ঞানযোগে ভক্তিযোগে এই মাত্র ভিন॥
চারি ভেদে ভক্তিযোগে কহিল জননি।
ভকতি করিয়া তুমি ভজ চক্রপাণি॥
উপদেশ না করিহ খলমতি জনে।
ধর্ম্ম তেজি যেবা হয় বিনয় বিহীনে॥
গৃহে যায় চিত্ত বদ্ধ দেখ অতিশয়।
ভকত জনের দ্বেষ যে জন করয়॥
শ্রদ্ধা ভক্তি বিহীন যে জন দুরাচারে।
কদাচিত উপদেশ না করিহ তারে॥
সর্ব্ব জীব হিতে রত ভকত সুধীর।
বিষয়ে বৈরাগ্য যার বিমল শরীর॥
দম্ভ মান মদ হিংসা না দেখ যাহার।
না দেখ যাহার কাম ক্রোধ অহঙ্কার॥
উপদেশ করিহ এ সব মহাজনে।
ভক্তিতত্ত্ব উপদেশ কৈল নিরূপণে॥
যেবা শুনে যেবা কহে এ পুণ্য কথন।
বৈকুণ্ঠে তাহার বাস ভববিমোচন॥
ভক্তিরস-শুক্র শ্রীগদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭॥

অষ্টম অধ্যায়।

পুত্রের বচন শুনি কপিলের মাতা।
মোহজাল সকল ছিণ্ডিলা সুপণ্ডিতা॥
পুনঃপুনঃ চরণে করিয়া দণ্ড স্তুতি।
করজোড়ে স্তুতি কিছু করে দেবহুতি॥
যার নাভিপদ্মে উপজিল প্রজাপতি।
যাহা হৈতে চরাচর বিশ্ব উতপতি॥
অখিল ভুবননাথ হেন নারায়ণ।
জঠরে জনমে মোর না বুঝি কারণ॥
যার নাম শ্রবণ করয়ে সোঙরণ।
যদি বা চণ্ডাল জনে কয়ে কীর্ত্তন॥
চণ্ডাল জনম দোষ হরে সেই ক্ষণে।
কি বলিব সাক্ষাৎ তাহার দরশনে॥
যাহার জিহ্বায় নাম বৈসয়ে তোমার।
জানি বা সভার শ্রেষ্ঠ যদি বা চণ্ডাল॥
সর্ব্বতপ সর্ব্বযজ্ঞ সর্ব্বতীর্থস্নান।
সর্ব্ববেদ পড়িল সেই সে মতিমান্॥ (১)
মায়ের বচন শুনি কপিল ঈশ্বর।
চলিলা পরম যোগী মহা যোগেশ্বর॥

(১) পাঠান্তর,—
সর্ব্বদেব পূজিল সেই সে মতিমান।"

পুরুব-উত্তর কোণে আছে মুনিবন।
তথা আসি মিলিলা কপিল তপোধন॥
কথো দূর স্থান ছাড়ি দিলেন সাগর।
তথাই রহিলা তবে মুনি যোগেশ্বর॥
পুত্রমুখে তত্ত্ব কথা শুনি দেবহুতি।
ভজিলা মুকুন্দপদ করিয়া ভকতি॥
সর্ব্বভাবে লৈল যদি গোবিন্দে শরণ।
চলিলা বৈকুণ্ঠপুরী ছুটিল বন্ধন॥
যেবা কহে যেবা শুনে কপিলচরিত্র।
পুণ্যকর পাপহর পরম্ পবিত্র॥
হরিপদে হয় তার ভকতি উদয়।
বিষ্ণুপদে বাস তার খণ্ডে ভবভয়॥
কহিল তৃতীয় স্কন্ধচরিত অমৃত।
পদে পদে ভক্তি তত্ত্বজ্ঞান সমুদিত।
যেবা শুনে শুনায় কপিল-যোগ কথা।
ভবদাবদহন মুকতি গুণগাথা॥
বৈকুণ্ঠে বসতি তার ভববন্ধ ছেদ।
নহিব সংসারে আর গতাগতি খেদ॥
গদাধর-পদযুগ এই সে ভরসা।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-ভাষা॥
চৈতন্য পদারবিন্দ-মকরন্দ রসে।
প্রেমতরঙ্গিণী কহি মুদিত মানসে॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়স্কন্ধে
প্রেমতরঙ্গিণী অষ্টমোঽধ্যায়॥ ৮॥
তৃতীয়ঃ স্কন্ধঃ সমাপ্তঃ॥

চতুর্থ স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়।

চতুর্থস্কন্ধ চরিতং নানোপাখ্যানবৃংহিতম্।
বর্ণ্যতে সদসঃ প্রীত্যৈ যতো হরিকথোদয়ম্॥

মালসি রাগ।

আকৃতি যাহার নাম মন মনুর দুহিতা। (১)
সত্যবতী প্রিয়ব্রতা রুচির বনিতা॥
ধন্য জারা বিষ্ণুরাত ধন্য নরেশ্বর।
নিরমল মতি ভূতি ভকতশেখর॥

(১) অধ্যায়ের আরম্ভে অন্য পুথির অধিক পাঠ,—

নিরবধি হরি কথা শুনহ শ্রবণে।
তাহার উদরে হৈল যজ্ঞ অবতার।
দক্ষিণা লক্ষ্মীর অংশে বিদিত সংসার॥
মরীচি মুনির পুত্র কশ্যপ জন্মিল।
যাহার অপত্য সৃষ্টে জগৎ পূরিল॥
ব্রহ্মার বচনে অত্রি মুনি যোগেশ্বর।
করিল পরম তপ শতেক বৎসর॥
এক পায়ে রহে বায়ু করিয়া রোধন।
ব্রহ্মরন্ধ্র ফুটিয়া উঠিল হুতাশন॥

হেনকালে আইলা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর।
তিন দেব দিল তারে তিন পুত্র বর॥
তিন অংশে তিন পুত্র হইব তোমার।
তোমার নির্ম্মল যশ ঘুষিব সংসার॥
এতেক বলিয়া তাঁরা কৈল্য অন্তর্দ্ধান॥
অগস্থ্যা সনে মুনি আইলা নিজ স্থান॥
বিরিঞ্চির অংশে পুত্র হৈলা শশধর।
শিব অংশে দুর্ব্বাসা জন্মিল মুনিবর॥
বিষ্ণু অংশে দত্ত নামে জন্মিল কুমার।
প্রসঙ্গে করিল দত্তাত্রেয় অবতার॥
অঙ্গিরা মুনির দুই জন্মিল তনয়।
উতথ্য মুনীন্দ্র বৃহস্পতি মহাশয়॥
জন্মিলা অগস্ত্য মুনি পুলস্ত্যকুমার।
কনিষ্ঠ বিশ্রবা নাম বিদিত সংস্থার॥
বিশ্রবার তিন পুত্র হৈল মহাবল।
এক পক্ষে জন্মিল কুবের ধনেশ্বর॥
তমু বল বল তুমি কহ অনুক্ষণে॥
কহিব পরম "হু তোমার গোচর।
দক্ষযজ্ঞ-ভঙ্গ কথা শুন নরেশ্বর॥
এতেক শুনিঞা তবে রাজা পরীক্ষিৎ।
প্রেমভাবে পুলকে পূরণ হৈল চিত্ত।
ক্ষণে চিত্ত নিবারিয়া কৈল সমাধান॥
মুনিকে পুছিল কিছু বিনয় বিধান॥
কৃষ্ণকথা সম সুখে নহে ব্রহ্মপদ।
তে কারণে মুক্তগণ গায় অনব্রত॥
কৃষ্ণকথা শ্রবণে যাহার নাহি মতি।
কেবল না শুনে অচৈতন্য পশুমতি॥
রাজার বচন শুনি শুক যোগেশ্বর।
প্রেমভাবে পুলকে পূরল কলেবর॥
আর পক্ষে জন্মিল রাবণ কুম্ভকর্ণ।
নিজ ভুজে আচ্ছাদিল তিন লোকধর্ম্ম॥
এইরূপে নব ঋষি অপত্য বিস্তার।
একে একে কহিল সকল ধর্ম্মসার॥
মূর্ত্তি নামে দক্ষসুতা ধর্ম্মের ঘরণী।
তার ঘরে অবতার কৈল চক্রপাণি॥
নরনারায়ণরূপে কৈলা অবতার।
বদরিকাশ্রমে তপ করেন প্রচার॥
যেরূপে জন্মিল দক্ষ শঙ্কর বিবাদ। (১)
দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ আর সতী-দেহত্যাগ॥
কহিব বিদুর আর যত বিবরণ।
সাবধানে শুন তুমি কৃষ্ণে ধরি মন॥

(১) পাঠান্তর,— বিরাগ"

প্রসূতি মনুর কন্যা মহা গুণবতী।
শুভকালে বিভা কৈলা দক্ষ প্রজাপতি॥
জন্মিল ষোড়শ কন্যা তাহার উদরে।
ত্রয়োদশ কন্যা দিল ধর্ম্মরাজ তরে॥
এক কন্যা বিভা দিল অগ্নি-সন্নিধান।
পিতৃগণে কৈলা তার এক কন্যা দান॥
আর এক কন্যা দিল শঙ্করের তরে।
সতী নামে গুণবতী বিদিত সংসারে॥
পতিসেবা করে দেবী সতী পতিব্রতা।
বাপের দুর্ম্মতি দেখি পরম দুঃখিতা॥
শিবদেবে দেখিয়া বাপের অপরাধ।
যোগবলে কৈল সতী নিজ দেহত্যাগ॥
বিদুর জিজ্ঞাসা কৈলা মৈত্রেয়চরণে।
শঙ্করের দ্বেষ দক্ষ কৈলা কি কারণে॥
চরাচরগুরু শিব শান্ত কলেবর।
আত্মারাম বৈরাবিবর্জ্জিত মহেশ্বর॥
কেনে দ্বেষ কলা তায় দক্ষ প্রজাপতি।
জামাতা শ্বশুরে কেন বিবাদ যুগতি॥
শুনিঞা মৈত্রেয় মুনি বিদুরের বাণী।
কহিতে লাগিলা তবে পুরুষ কাহিনী॥
প্রজাপতিগণে কৈলা যজ্ঞ অনুবন্ধ।
দেবগণ আল্যা তাথে করিয়া আনন্দ॥
সিদ্ধ মহাঋষিগণ মুনিগণ মেলি।
সনকাদি মুনি ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি করি॥
সগণে শঙ্করদেব চলি গেলা তাথে।
সভে মেলি বসিয়া আছেন সভাসতে॥
হেনকালে গেলা তথা দক্ষ প্রজাপতি।
দশ দিগ্ প্রকাশিত যার অঙ্গজ্যোতি॥
দক্ষ দেখি সভাসদ উঠিলা সংভ্রমে।
কুণ্ড হৈতে আগুনি উঠিলা ভয় মনে॥
সভাসদে মেলি দক্ষ পূজিল সাদরে।
না উঠিলা সভে ব্রহ্মা হয় মহেশ্বরে॥
ব্রহ্মাকে প্রণাম করি দক্ষ প্রজাপতি।
আজ্ঞা পায়্যা আসনে বসিল মহামতি॥
দেখিয়া শঙ্করদেবে ক্রোধ করি মনে।
বলিতে লাগিলা দক্ষ ঘূর্ণিত ন নে॥
শুন শুন দেবমুনি মহা ঋষিগণ।
সভাসদে কহি কিছু সাধু বিবরণ॥
ক্রোধে নাহি বলি আমি না বলি অজ্ঞানে।
সাধুজন ধর্ম্ম কহি সভা বিদ্যমানে॥
হের-দেখ শঙ্কর নির্লজ্জ দুরাচার।
বেদবিনিন্দিত পথে কেবল সঞ্চার॥

ধর্ম্মপথ বিনাশন মর্কটলোচন।
শিষ্য হয়্যা করে এত গুরু বিলঙ্ঘন॥
অগ্নি বিপ্র সাক্ষী থুয়্যা দিল কন্যাদান।
শিষ্য হয়্যা করে এত বড় অবজ্ঞান॥
যাহা দেখি উঠিয়া করিয়ে নমস্কার।
বচনেহ তাঁর কিনা করি পুরস্কার।
প্রেতভূতগণ যুত উনমত বেশ।
বাঘছাল পরিধান পিঙ্গ জটাকেশ॥
ইচ্ছায় না দিলু কন্যা বিধির ঘটনা।
দৈবযোগে হয় সাধুজনবিড়ম্বনা॥
ভস্মবিভূষিত অঙ্গ অস্থিমালা ধরে।
শ্মশানে বসিয়া রহে হৈয়া দিগম্বরে॥
নষ্টাচার পতিত পিশাচ সঙ্গে রহে।
দৈবযোগে সম্বন্ধ ঘটিল তার সহে॥
এতেক বলিয়া দক্ষ জল লঞা করে।
ক্রোধ করি দিলা শাপ শঙ্করের তরে॥
আজি হৈতে যজ্ঞভাগ নহিব ইহার।
দেবাধম হয়্যা যেন রহে দুরাচার॥
এ বোল শুনিঞা ক্রোধ কৈলা মহেশ্বর।
উঠিয়া চলিলা শিব না দিলা উত্তর॥
নন্দীশ্বর আদি যত শঙ্করের গণ।
ক্রোধ করি তারা সব কি বোলে বচন॥
মানুষ শরীর পাঞা এত বড় গর্ব্ব।
ঈশ্বরের দ্রোহ করিবারে এত দর্প॥
শঙ্করের অপরাধে দক্ষ প্রজাপতি।
তত্ত্বজ্ঞান দূর হকু বাঢ়ুক কুমতি॥
গৃহধর্ম্মে চিত্ত বদ্ধ হউ অতিশয়।
গ্রাম্যসুখে হোক দক্ষ নিবদ্ধহৃদয়॥
কর্ম্মপথে দক্ষের বাঢ়ুক অনুরাগ।
বেদপথ ছাড়ুক বাঢ়ুক দুঃখ ভাগ॥
তত্ত্বজ্ঞান খণ্ডুক বাঢ়ুক পশুপতি।
ছাগমুখ হোক দক্ষ যাউক অধোগতি॥
দক্ষপক্ষ হৈয়া যে যে কৈল উপহাস।
শিব অপরাধে তার হোক মতি নাশ॥
সর্ব্ব ভক্ষ্য হোক তার দেহ গেহ মতি।
মাঙ্গিতে বেড়ায় যেন ভুঞ্জয়ে দুর্গতি॥
এতেক বচন শুনি ভৃগু মহামুনি।
শিবের কিঙ্করে তবে বলে কোন বাণী॥
শিবব্রত ধরে যেবা শিবের কিঙ্কর।
পাষণ্ডী নিন্দিত তারা হকু নিরন্তর॥
নষ্টাচার হকু তারা জটাভস্মধারী।
সর্ব্ব ধর্ম্ম তেজে যেন বেদপথ

শিবের কিঙ্কর যেবা শিবদেব ভজে।
সে জন পাষণ্ড হয় সর্ব্ব ধর্ম্ম তেজে॥
এত শাপ দিলা যদি ভৃগু মুনীশ্বর।
নিশবদে গেলা শিব না দিলা উত্তর॥
যজ্ঞ সমাপিয়া যত দেব-মুনিগণে।
সভেই চলিয়া গেলা নিজ নিজ স্থানে॥
যজ্ঞ সমাপন হৈল সহস্র বৎসরে।
পূর্ণা দিয়া গেলা দেব নিজ নিজ পুরে॥
এইরূপে হয় দক্ষে বাড়িল বিবাদ।
রহিল বিস্তর কাল নহিল প্রসাদ॥
এককালে দক্ষ আনি ব্রহ্মা সুরেশ্বর।
মহা অভিষেক করি দিলা দিব্য বর॥
প্রজাপতিগণ-অধিপতি করি দিল।
তে-কারণে দক্ষের অধিক দর্প হৈল॥
বৃহস্পতি সব নামে কৈলা যজ্ঞরাজ।
তাহাতে মিলিল আসি দেবের সমাজ॥
ব্রহ্মঋষি দেবঋষি যত পিতৃগণ।
সভেই দক্ষের যজ্ঞে হৈল উপসন্ন॥
সগণে দেবগণ পত্নীগণ সহে।
দেখিতে দক্ষের যজ্ঞ মিলিলা উৎসাহে॥
সিদ্ধগণ চলি যায় আকাশমণ্ডলে।
রথে রথে ঘষাঘষি বাজিলা কন্দলে (১)
দেবগণ সিদ্ধগণ যায় ত্বরাত্বরি।
দিব্য রথে চঢ়ি যায় দেবতা সুন্দরী॥
আকাশ মণ্ডলে যায় দেবদেবীগণ।
শিব দিব্যমানে সতী কি বোলে বচন॥
দক্ষ প্রজাপতি নাথ তোমার শ্বশুর।
যজ্ঞ আরম্ভিলা তেঁহ উৎসব প্রচুর॥
সাদরে দেবতাগণ রথে চঢ়ি যায়ে।
হের-দেখ আকাশে বিমানগণ ধায়ে॥
সকল ভগিনীগণ যায় শূন্যপথে।
নিজ পতিগণ সঙ্গে চঢ়ি দিব্য রথে॥
আজ্ঞা দেহ যদি নাথ ঝাট চলি যাই।
বাপের উৎসব যজ্ঞ সভে মেলি চাই॥
চিরকালে বাপ মায়ে হয় দরশন।
ভগিনীগণের সঙ্গে হয় সম্ভাষণ (২)।
ভগিনী ভগিনীপতি আসিব উৎসবে।
একত্রে বান্ধবগণ দেখি আমি সভে॥

(১) পাঠান্তর,—"রথে রথে ঠেকাঠেকি বাজে উতরোল।"

(২) পাঠান্তর,—"ভগিনীগণের সনে করিব মিলন।"

যদি ইৎসা কর নাথ চলি চল যাই।
সকল বান্ধবগণ দেখি এক ঠাঞি॥
তোমার মায়ায় নাথ নির্ম্মিত সকল।
তুমি সর্ব্বলোকপতি তুমি মহেশ্বর॥
তিরি জাতি আমি তত্ত্ব কি জানিতে পারি
কৃপা যদি কর নাথ ঝাট করি চলি॥
দেখ নাথ সকল ভগিনী যায় রথে।
পতিগণ সঙ্গে চলি যায় শূন্যপথে॥
চল নাথ দেখি গিয়ে আনন্দ মঙ্গল।
ঝাট করি দেখি গিয়ে বান্ধব সকল॥
যদি বল যাচিয়া না যাই বন্ধুঘরে।
তথাপি বাপের ঘরে দোষ নাহি ধরে॥
সুপ্রসন্ন হও নাথ বিলম্ব না কর।
বাপের উৎসব দেখি ঝাট করি চল॥
এতেক বচন শিব শুনিঞা শ্রবণে।
স্মঙড়ি পুরুষ কথা হাসে মনে মনে॥
তুমি যে কহিলা সতী সে নহে অন্যথা।
যাচিয়া যাইতে হয় উচিত সর্ব্বথা॥
যদি আমা দেখিয়া দক্ষের নহে ক্রোধ।
যদি বা দক্ষের সহে না হয় বিরোধ॥
যদি কোন মতে কিছু নহে বিপরীত।
তবে সে আমার হয় যাইতে উচিত॥
তপ বিত্ত কুলশীলে যার বাড়ে গর্ব্ব।
অসত্য শরীর ধরি তার হয় দর্প॥
দেব দ্বিজ গুরু করি নহে তার জ্ঞান।
পাসরে সকল ধর্ম্ম বাড়ে অভিমান॥
তার ঘরে যাইতে উচিত নাহি হয়।
যে জন বান্ধব দেখি ক্রোধ দৃষ্টে চায়।
রিপুবাণে হয় যদি অঙ্গ জরজর।
তথাপি তাহাতে ব্যথা নহে তত বড়॥
বন্ধুগণ কুবচন-বাণ-বরিষণে।
যেরূপে হৃদয়ে তাপ বাড়ে অনুক্ষণে॥
বাপের প্রধান তুমি কন্যা গুণবতী।
তোমাতে অধিক প্রেম ধরে প্রজাপতি॥
তবু তথা গেলে তুমি না পাবে সন্তোষ।
আমার বনিতা দেখি হব তার রোষ॥
পাপে দৃঢ়মতি যার কুচ্ছিত হৃদয়।
সম্পদ বিষয়ে গর্ব্ব বাড়ে অতিশয়॥
ঈশ্বর না হয়ে করে ঈশ্বরের দ্বেষ।
বৃথা যেন অসুরে হিংসয়ে হৃষীকেশ॥
যদি বল কেন তুমি না কৈলে প্রণাম।
তার কথা কহি সতী তোমা বিদ্যমান॥

দেহ গেহে দেখিয়ে যাহার অহঙ্কার।
বুধজনে তাহারে না করে নমস্কার॥
যাহার অন্তরে আছে প্রভু ভগবান।
চিত্তের ভিতরে তারে করিয়ে প্রণাম॥
বাসুদেব নাম সত্ত্ব বিশুদ্ধ বিজ্ঞান।
তাহাতে পরম ব্রহ্ম বৈসে ভগবান্॥
সেই বাসুদেব নাম করিয়ে চিন্তন।
শরীরে প্রণাম করি কোন প্রয়োজন।
প্রণাম না কৈলু আমি এই সে কারণে॥
না বুঝিয়া দক্ষ ক্রোধ কৈল অকারণে।
তুমি না চলিহ সতী দক্ষ-দরশনে॥
তার দুষ্টগণ না করিবে সম্ভাষণে।
কৌতুকে গেলাম মুঞি যজ্ঞ দেখিবারে।
তাহাতে ভর্ৎসিয়া দক্ষ কৈল তিরস্কারে॥
তুমি যদি আমার বচন পরিহরি।
বাপের মন্দিরে যাহ চিত্তে কোপ করি॥
তবে সতী ফলিবে বিষম পরমাদ।
এ বোল বুঝিয়া রহ না কর বিষাদ॥
এ বোল বলিয়া শিব হৈল নিশবদ।
মনে দুঃখ পাঞা দেবী করে ছটফট॥
পুর হৈতে বাহির বাহির হৈতে পুর।
আইসে যায় মনে দুঃখ পাইয়া প্রচুর॥
সকম্প শরীরে আঁখি বেয়্যা পড়ে জলে।
লাজে ভয়ে সতী দেবী কিছুই না বলে॥
কারে কিছু না বলিঞা ক্রোধ করি মনে।
চলিলা বাপের ঘরে সজল-নয়নে॥
বুঝিয়া দেবীর মন দেব ত্রিলোচন।
পাঠাঞা দেবীর সঙ্গে দিলা নিজগণ॥
ধ্বজ ছত্র চামর পতাকা দিব্য বানা।
চলিল দেবীর পাছে শত শত সেনা॥
শঙ্খ ভেরী মৃদঙ্গ দুন্দুভি কোলাহল।
চৌদিগে পুরিয়া হৈল আনন্দ মঙ্গল॥
উত্তরিলা গিয়া দেবী বাপের মন্দিরে।
দ্বিজগণ বেদ ঘোষে পুরিত অন্তরে॥
পশু হিংসা বলিদান বিবিধ সম্ভার।
বহুবিধ ধাতুপাত্র কাঞ্চন অপার॥
হেন যজ্ঞঘরে দেবী করিলা প্রবেশ।
কেহ না বোলয়ে তারে শিবে ধরি দ্বেষ॥
কিছুই না বোলে কেহ না চাহে নয়নে।
সকল ভগিনীগণ পূজিল আদরে॥
মায়ে কোল দিয়া ঘরে আনিল দুহিতা।

আসনে বসাঞা মাতা হৈলা আনন্দিতা ॥ (১)
মনে ক্রোধ করি সতী চৌদিকে নেহালে।
না দেখি শিবের ভাগ যজ্ঞের ভিতরে ॥
বাপের দুর্নীত দেখি শিবে অবজ্ঞান।
অন্তরে জানিলা দেবী পায়্যা অপমান ॥
শিব শিব এত বড় দেখিলুঁ দুর্নীত।
মুনির সমাঝে হয় হেন বিপরীত ॥
এ সব ব্রাহ্মণে করে যজ্ঞধূমপান।
এই অহঙ্কারে করে শিবে অবজ্ঞান ॥
যার সম ত্রিভুবনে নাহি অতিশয়।
সকল জগৎগুরু পিতা সর্ব্বময় ॥
যার বৈরিভাব নাহি দেখি ত্রিভুবনে।
হেন শঙ্করের দ্বেষ করে দ্বিজগণে ।
কোন কোন দুষ্ট জন গুণে দোষ ধরে।
সাধুজনে অল্প গুণ সেহ বড় করে ॥
অসত্য শরীরে যে আপন করি মানে।
হিংসাবুদ্ধি হয় তার সাধু মহাজনে ॥
মহাজন নিন্দিব এ কোন্ তার কাজ।
কুসঙ্গ সংযোগে যার নাহি ভয় লাজ ॥
প্রসঙ্গেতে গিরে (১) যার শিব দু অক্ষর।
জগতমঙ্গল নাম সর্ব্বপাপহর ॥
শিব নাম কীর্ত্তনে সংসারদুঃখ হরে।
হেন শঙ্করের দ্বেষ দ্বিজগণ করে ॥
যার পাদপদ্ম যোগী চিন্তয়ে ধিয়ানে।
যার গুণ কীর্ত্তন করয়ে সুরগণে ॥
হেন শঙ্করের সহে বাপের বিবাদ।
তাহার দুহিতা আমি এ বড় বিষাদ ॥
ব্রহ্মা আদি দেবে যার তত্ত্ব নাহি জানে।
হেন শঙ্করের হিংসা করে দ্বিজগণে ॥
জটা ভস্ম ধরে শিব বাঘছাল পরে।
প্রেত ভূত পিশাচ যোগিনী সঙ্গে ফিরে ॥
এ সব শিবের দোষ নাহি জানে আনে।
সভে দোষ জানে এই যজ্ঞের ব্রাহ্মণে ॥
মহাজন নিন্দা যথা শুনি নিজ কাণে।
হাথে কাণ ঢাকিয়া চলিব তথা হনে ॥
যদি পারি তার জিহ্বা কাটিয়া ফেলিব।
নহে বা আপন প্রাণ আপনে ছাড়িব ॥
এথা আসি শিবনিন্দা শুনিলুঁ শ্রবণে।
যজ্ঞভাগী নহে শিব দেখিলুঁ নয়নে ॥
হেন দক্ষ হইতে মোর উৎপন্ন কায়।
এ দেহ রাখিতে মোর আর না যুয়ায় ॥
লোভ-মনে গরিষ্ঠ ভোজন যদি করি।
সেই অন্ন পাছে যদি উগারিয়া পেলি ॥
তবে পাছে পরিণামে সেই ভাল হয়।
এ দেহ রাখিতে আর উচিত না হয় ॥
বেদবাদরত মতি নহে মহাজন।
নিজ ধর্ম্মে থাকি করে স্বধর্ম্ম রক্ষণ ॥
প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম বেদমুখে শুনি।
নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম সেই বেদবাণী ॥
এক কর্ত্তা দুই কর্ম্মে নহে অধিকারী।
জ্ঞানপথে কর্ম্মযোগে ফল নাহি ধরি ॥
এ দেহ ধরিয়া কিছু ফল নাহি আর।
ভজিতে শঙ্কর দেব নাহি অধিকার ॥
এ দেহ রাখিয়ে মোর নাহি প্রয়োজন।
এ বড় কুচ্ছিত মোর কুযোনি-জনম ॥
এ বোল বলিয়া দেবী বসিলা ধিয়ানে।
যোগপথে কৈলা দেবী চিত্ত সমাধানে ॥
শিবচরণারবিন্দ হৃদয়ে ধরিয়া।
যোগপথে নিজ দেহ আগুনি জ্বালিয়া ॥
শরীর পোড়ায়্যা দেবী শিবলোকে গেল।
তিনলোকে হাহাকার শবদ উঠিল ॥
কোন্ জনে সতীদেবী কৈলা অবজ্ঞান।
কোন্ বাণী কে বলিল পাইল অপমান ॥
সতীদেবী শরীর ছাড়িল কি কারণে।
এইরূপ নানা বাণী বলে সর্ব্বজনে ॥
হেনকালে শঙ্করের পারিষদগণ।
জানিঞা সাক্ষাতে সতীদেবীর মরণ ॥
অস্ত্র তুলি ধাইল তারা মারিবার তরে।
হেনকালে ভৃগুমুনি কোন যুক্তি করে ॥
যেই মাত্র কুণ্ডে হোম কৈলা মুনিবর।
কুণ্ডে হৈতে দৈত্যগণ (১) উঠিল সত্বর ॥
মহা ভয়ঙ্কর তারা দিব্য অস্ত্র ধরে।
দুইগণে যুদ্ধ হয় পৃথিবী উপরে ॥
শিবগণে ব্রহ্মতেজ সহিতে না পারি।
চৌদিকে পলঞা গেল ভয়ে রণ ছাড়ি ॥
শিবদেব শুনিলা দক্ষের অবজ্ঞান।
সতীদেবী দেহ ছাড়ি গেলা নিজস্থান ॥

---

*পাঠান্তর,—"কৈলা আলিঙ্গিতা"।
(১) গিরে,—(গির, বাক্য) বাক্য স্ফূর্ত্তি হয়।

(১) পাঠান্তর,—"কৃত্যাগণ"। মূলে'—
"অধ্বর্য্যুণা হূয়মানে দেবা উৎপেতুরোজসা।
ঋভবো নাম তপসা সোমং প্রাপ্তাঃ

ভয়ে রণ তেজি নিজগণের ভঙ্গান।
শুনিয়া নারদমুখে শিব ভগবান ॥
ক্রোধ করি মহাদেব উঠিলা সত্বরে।
দন্তে দন্তে পিষিয়া ছিণ্ডিলা জটাভারে ॥
তড়িতবরণ জটা দেখি ভয়ঙ্কর।
তাহা হৈতে পুরুষ উঠিলা ঘোরতর ॥
শিরে পরশিল বীর গগণ-মণ্ডল।
তিন গোটা অক্ষি যেন তিন দিনকর ॥
জলন্ত আগুনি যেন বিকট দশন।
বিশাল সহস্র ভুজ ঘোর দরশন ॥
নানা অস্ত্র করে ধরে মুণ্ডমালা গলে।
শিবের অগ্রেতে বলে কর যুড়ি শিরে ॥
আজ্ঞা কর কি নাথ করিব আরাধন।
শিব বলে শুন শুন আমার বচন ॥
সগণে মারিয়া আইস দক্ষ দুরাচার।
নজ্ঞভঙ্গ কর তার কুলের সংহার॥
গণের প্রধান তুমি নিজ অংশধর।
আমার বচনে তুমি শীঘ্র ইহা কর ॥
আজ্ঞা শিরে ধরিয়া পুরুষ ঘোরতর।
প্রণাম করিয়া বীর চলিলা সত্বর ॥
রুদ্র পারিষদগণ ধাইল তার পাছে।
মহারব করিয়া ধরিয়া রণকাছে ॥
দেখিয়া উত্তর দিগে ধুলা অন্ধকার।
দক্ষপুরে শবদ উঠিল হাহাকার ॥
চিন্তিতে লাগিলা দক্ষ যতেক ব্রাহ্মণ।
আকাশে উঠিল ধুলা এ কোন্ কারণ ॥
নাহি ঝড় উতপাত দুষ্টজন-ভয়।
অরাজক রাজ্য নহে দেখিয়ে প্রলয় ॥
কোন্ দোষে কৈলা দক্ষ সতী অবজ্ঞান।
পরমাদ ফলে হেন করি অনুমান ॥
অন্তকালে যে শিব মেলিয়া জটাভার।
দিগ্‌গজ বিন্ধিয়া শূলে করয়ে বিহার ॥
যার ক্রোধ আনলে ব্রহ্মাণ্ডকোটি দহে ॥
কেন দক্ষ বিবাদ বাঢ়াইল তার সহে ॥
এইরূপে বলাবলি করে সর্ব্বজনে।
হেনকালে আসিয়া বেঢ়িল রুদ্রগণে ॥
কেহ ঘর ভাঙ্গে কেহ প্রাচীর দুয়ার।
কেহ সভা ভাঙ্গে কেহ রন্ধনআগার ॥
কেহ যজ্ঞকুণ্ড ভাঙ্গি আগুনি নিভায়।
কেহ কেহ যজ্ঞপাত্র ভাঙ্গিয়া পেলায় ॥
কুণ্ডের উপরে কেহ ছাড়ে মলমূত্র।
দ্বিজগণে বান্ধি কেহ ছিণ্ডে যজ্ঞসূত্র ॥
কেহ নারীগণে ধরি করে বিড়ম্বন।
কেহ আনি বান্ধিয়া পেলায় মুনিগণ ॥
দেবগণ পলায় বান্ধিয়া কেহ আনে।
ভৃগুমুনি বান্ধিয়া আনয়ে মণিমানে ॥
বীরভদ্র বীর বান্ধে দক্ষ প্রজাপতি।
চণ্ডেশ বান্ধিয়া করে পূষার দুর্গতি ॥
নন্দীশ্বর ভগদেবে বান্ধিলা নির্জ্জাসে।
চৌদিক্ ভরিয়া দেব পলায়ে তরাসে ॥
যে দাড়ি দেখায়্যা ভৃগু হাসিলা তখনে।
সে দাড়ি মুড়াঞা তার কৈলা বিড়ম্বনে ॥
যে দন্ত দেখায়্যা পূষা পুরুবে হাসিল।
ভুমেতে পেলাঞা তার দন্ত উপাড়িল ॥
ভগবেবে যে আঁখি দেখাঞা দিল ঠার।
ভুমিতে পেলিয়া আঁখি উফাড়িল তার ॥
চাপিয়া ধরিয়ে দক্ষে ভুমিতে পেলিয়া।
খরসান খড়্গে মাথা পেলিল কাটিয়া ॥
কাটিতে না গেল কাটা চিন্তে মহেশ্বর।
সংগোপনে যোগ চিন্তে মনের ভিতর ॥
কাটিল দক্ষের মাথা সেই যোগবলে।
সাধু সাধু শবদ উঠিল ক্ষিতিতলে ॥
দক্ষশির হুলিল যজ্ঞের হুতাশনে।
হাহাকার শবদ উঠিল দক্ষগণে ॥
দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ হৈল দক্ষের মরণ।
প্রাণ লঞা সুরলোকে গেলা সুরগণ ॥
ত্রিশূল পট্টিশ গদা পরিঘ মুদ্গারে। (১)
ছিন্ন ভিন্ন হঞা দেব পলায় সত্বরে ॥
ব্রহ্মাকে জানাল্যা গিয়া করিয়া প্রণাম।
শুনিঞা বিরিঞ্চি দেব কৈলা প্রণিধান ॥
ব্রহ্মা নারায়ণ স্থানে কৈলা নিবেদন।
শুনিয়া গোবিন্দ দেব কি বোলে বচন ॥
মহাজন অপরাধে না হয় কল্যাণ।
তুমি-সব শিব দেবে কৈলে অবজ্ঞান ॥
ত্রিজগৎনাথ শিব লোকমহেশ্বর।
তাঁর স্থানে অপরাধে না দেখি কুশল ॥
সভে মেলি কর গিয়ে শিব আরাধন।
ভজিলে তখনে শিব হৈব পরসন্ন ॥
চরণ ভজিলে মাত্র করিব প্রসাদ।
ভজিলে শঙ্কর দেব খণ্ডিব প্রমাদ ॥

---

(১) পাঠান্তর;—
পরশুল পটিশ গদা পরিঘ মুদ্গর।

মরম ভেদিল তাঁর দক্ষ-কুবচনে।
প্রিয়াহীন শঙ্করে করহ আবাধনে॥
আমি নারায়ণ যার তত্ত্ব নাহি জানি।
ব্রহ্মাহ না জানে তত্ত্ব কিবা সুর মুনি॥
হেন শিবদেবে আছে কি আর উপায়।
ভজিলে করিবে কৃপা সভে মনে ভায়॥
এ বোল বলিয়া হরি লৈয়া সুরগণ।
ব্রহ্মা লৈয়া আপনে চলিলা নারায়ণ।
কৈলাস পর্ব্বত যথা শঙ্কর স্থান॥
আপনে চলিয়া তথা গেলা ভগবান॥
কিন্নর গন্ধর্ব যক্ষ অপ্সরা বেষ্টিত।
নানা মণিময় শৃঙ্গ দেখিতে শোভিত॥
নানা দ্রুম লতাবলি ভ্রমর ঝঙ্কার।
নানা মণিময় পথ বিমল সঞ্চার॥
সিদ্ধগণ সহে সিদ্ধবহু (১) বিহরণ।
ময়ুর-শবদ শুক কোকিল ভ্রমণ॥
বিবিধ বিহগ সঙ্গ ধ্বনি বিরাজিত।
ক্ষেপিত হইয়া স্বর্গ পেশে ভয়ঙ্কর॥
ছিন্ন ভিন্ন হৈয়া দেব পলায় তরাসে।
তা দেখিয়া রুদ্রগণ উচ্চস্বরে হাসে॥
দেব মুনিগণ বলে নাহি নিস্তার।
কিরূপে তরিব তার করে প্রতিকার॥"

— মেদিনীপুরের পুঁথি।

পারিজাত সরল মন্দার সুশোভিত॥
তাল তমাল সাল আম্র কোবিদার।
নাগ পুন্নাগ নিম্ব মুচকুন্দ পিয়াল॥
মালতী মাধবী জাতি মল্লিকা মণ্ডিত।
রাজপুগ পুগ বাতপুর সুশোভিত॥
কুন্দ কুরবক নীপ মধূক বকুল।
ভূর্জ্জ সর্জ্জ কুব্জ বট কদম্ব সরল॥
কুমুদ কহ্লার শতপত্র উৎপল।
বিবিধ কমল যুক্ত দীঘি সরোবর॥
মৃগ শাখীমৃগ সিংহ মত্ত মাতঙ্গ।
শরভ মহিষ খর দেখিতে সুরঙ্গ॥
পুণ্য নদী পুণ্য তরু পুণ্য উপবন।
দেখিয়া বিস্মিত হৈলা সব সুরগণ॥
শিবের অলকাপুরী কৈলাস পর্ব্বতে।
দেবগণ আসিয়া দেখিলা হরষিতে॥
সৌগন্ধিক বন তাথে সুষমা মধুর।
শুক পিক বিহগ নাদিত ভৃঙ্গকুল॥

কুসুমতি ক্রমজাল পুণ্য লতাবলী।
সুরবধু কেলি করে হয়ে কুতূহলী॥
বিক্রমরচিত তথা দীঘী সরোবর।
কুসুমে আমোদ বন পবন শীতল॥
তার মাঝে আছে এক বট মনোহর।
শতেক যোজন গাছ দীঘল প্রসর॥
বিবিধ সন্তাপ তথা নাহি জরা ভয়।
পুণ্য গন্ধ আমোদিত পবন সঞ্চয়॥
তার তলে শিবদেব শান্ত কলেবর।
চৌদিগে বেড়িয়া আছে গন্ধর্ব্ব কিন্নর॥
উপাসনা করে সিদ্ধ যোগী মুনিগণে।
সনকাদি নারদাদি করয়ে স্তবনে॥
দেবগণ দেখিয়া শঙ্কর মহেশ্বর।
ত্বরাত্বরি করজুড়ি শিরের উপর॥
প্রণাম করিয়া মহেশ্বরের চরণে।
স্তুতি করে সুরগণ হরষিত মনে॥
স্তুতি করে নারায়ণ ব্রহ্মা সুরপতি।
দেবগণ স্তুতি করে শিবগত মতি॥
তুষ্ট হয়্যা মহাদেব কি বোলে বচন।
বর মাগ কোন্ বর দিব সুরগণ॥
শিবের বচন শুনি সুরগণ মেলি।
বর মাগে সুরগণ করজোড় করি॥
যজ্ঞ রক্ষা কর দেব (১) দক্ষ প্রাণ দান।
জীয়াইয়া দেবগণে কর পরিত্রাণ॥
যজ্ঞভাগ তোমারে না দিল দ্বিজগণে।
যজ্ঞভঙ্গ তুমি হব কৈলে সে-কারণে॥
দ্বিজগণে প্রাণদান দেহ একবার।
দুই আঁখি দিয়া ভগ কর প্রতিকার॥
ভৃগুর উঠুক দাড়ি পুষার দশনে।
প্রাণদান দিয়া দেব কর বিমোচনে॥
যজ্ঞভাগ তোমার রহিল সর্ব্বকাল।
যজ্ঞ রক্ষা করি কর দক্ষের উদ্ধার॥
দেবের বচন শুনি হয় মহেশ্বর।
তুষ্ট হয়্যা দেবগণে কি বোলে উত্তর॥
দক্ষ আদি দ্বিজগণ ছাওয়াল সমান।
দেব মায়া বিমোহিত মুর্খ অগেয়ান॥
তা-সভার অপরাধে ক্রোধ না হ করি।
দুষ্ট দোষ নিবারিতে খল দণ্ড ধরি॥
ছাগ মুখ হৌক দক্ষ দিলু এই বর।
মিত্রের লোচনে ভগ দেখিব সকল॥

(১) সিদ্ধবধূ।

(১) পাঠান্তর,—"দেহ"।

নহিব পুষার দন্ত ভক্ষিব পিঠালি।
দেবগণ রহে যেন কাটা অঙ্গ ধরি।
ছাগলের দাড়ি যেন ভৃগুমুনি ধরে।
এই বর দিলুঁ দেব চল সুরপুরে॥
শিবের বচন শুনি যত দেবগণে।
শিব আজ্ঞা লয়্যা গেলা সেই যজ্ঞ স্থানে॥
ছাগলের মুণ্ড দিয়া দক্ষদেহে যুড়ি।
জীয়ায়ে তুলিল দক্ষে অভিষেক করি॥
তবে দক্ষ উঠিয়া চিন্তিল মনে মনে।
শিবেরে সন্তোষ আমি করিব কেমনে॥
শিবের মহিমা দেখি কম্পিত অন্তর।
স্তুতি ভক্তি করিয়া তুষিল মহেশ্বর॥
পুনরপি যজ্ঞ কৈল ব্রহ্মার বচনে।
পূর্ণা দিয়া যজ্ঞ সমাপিল দ্বিজগণে॥
কুণ্ডে হৈতে আপনে উঠিলা নারায়ণ।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শ্রীবৎস লাঞ্ছন॥
মুকুট কুণ্ডল হার হেম অলঙ্কার।
আপনে আসিয়া কৃষ্ণ কৈলা অবতার॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণে কৈল নানা স্তুতি।
তুষ্ট হৈয়া বর দিয়া গেলা সুরপতি॥
রুদ্রভাগ দিয়া দক্ষ যজ্ঞ সমাপিল।
দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ কথা সংক্ষেপে কহিল॥
ধন্য পুণ্য পাপহর পরম পবিত্র।
কৃষ্ণগুণ সমুদিত শঙ্করচরিত্র॥
যেবা শুনে শুনায় দুরিতরাশি হরে।
অন্তকালে তনু তেজি যায় বিষ্ণুপুরে॥
ধীরশিরোমণি শ্রীগদাধর জান।
ভাগবত আচার্যের মধুরস গান॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে চতুর্থ-
স্কন্ধে প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সুহই রাগ।

তবে আর কহিব বিদুর মতিমান্।
একচিত্তে শুন তুমি হয়্যা সাবধান॥
স্বায়ম্ভুব মনুর আছিল পুত্র শ্রেষ্ঠ।
কনিষ্ঠ উত্তানপাদ প্রিয়ব্রত জ্যেষ্ঠ॥
উত্তানপাদের দুই আছিল বনিতা।
সুনীতি সুরুচি নাম জগৎ বিদিতা॥
সুরুচি সুন্দরী হয় রাজার বল্লভা।
সুনীতি যাহার নাম যে হয় দুর্ভগা॥
সুরুচি দেবীর হৈল উত্তম কুমার।
সুনীতির পুত্র ধ্রুব বিদিত সংসার॥
একদিন রাজসিংহ রাজসিংহাসনে।
উত্তমে করিয়া কোলে বসিলা আপনে॥
হেনকালে ধ্রুব গেলা তাঁর সন্নিধানে।
ইচ্ছা কৈল উঠিতে বাপের সিংহাসনে॥
ভৎর্সিয়া সুরুচি বলে আরে রে ছাওয়াল।
রাজাসনে বসিতে তোমার অহঙ্কার॥
নাহি কর যজ্ঞ তপ কৃষ্ণ আরাধন।
আমার উদরে তোমার না হৈল জনম॥
তবে কেন ইচ্ছা কর এত বড় পদে।
তেন ভাগ্য নাহি কর চল নিশবদে॥
এ বোল শুনিঞা রাজা হয়্যা হেটমাথা।
লাজে কিছু না বলিল মনে পাঞা ব্যথা॥
এতেক বচন শুনি ধ্রুব মতিমান।
কান্দিতে কান্দিতে গেলা মাতা বিদ্যমান॥
পুত্র পুত্র বলিয়া সে আইল জননী।
কেন পুত্র কান্দিতেছ চক্ষে পড়ে পানি॥
কি কারণে কান্দ তুমি কে বলিল মন্দ।
তোমা সনে কাহার ছাওয়াল কৈল দ্বন্দ্ব॥
তবে ধ্রুব কহিল সকল বিবরণ।
যে বলিল সৎমায়ে বিরোধ বচন॥
শুনিঞা দুঃখিত হৈল ধ্রুবের জননী।
পুত্রকে শান্তিয়া তবে বলে কোন বাণী॥
সত্য সত্য সৎমায়ে বলিল তোমার।
পুণ্যে হৈতে নহে বাপ কোন অধিকার॥
ভকতবৎসল হরি সর্ব্বফলদাতা।
অখিল জগৎগুরু সর্ব্বলোকপিতা॥
মুক্তগণ চিন্তে যাঁর উদ্দেশে চরণ।
সর্ব্বভাবে লহ বাপু তাঁহার শরণ॥
লক্ষ্মী যাঁর পাদপদ্ম করয়ে ধেয়ান।
কমল ধরিয়া করে পূজে অবিরাম॥

ব্রহ্মা আদি দেবে যাঁর চিন্তয়ে চরণ।
হেন লক্ষ্মী করে যাঁর চরণ সেবন॥
উচ্চপদে যদি বাঞ্ছা আছয়ে তোমার।
যদি বাপু ইচ্ছ তুমি বড় অধিকার॥
তবে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম কর আরাধন।
ত্রৈলোক্য-বন্দিত পদ দিব নারায়ণ॥
যাঁর পদ সেবি ব্রহ্মা পাইল ব্রহ্মপদ।
শিবের শিবত্ব হৈল সেবি যাঁর পদ॥
সে হরিচরণে বাপু করহ ভকতি।
জগৎবন্দিত পদ দিব দিব্যগতি॥
ধ্রুব মহামতি শুনি এতেক বচন।
ধীরে ধীরে কৈলা চিত্তে ক্রোধ নিবারণ॥
মাতাকে প্রণাম করি ধ্রুব গেলা বনে।
নারদ আসিয়া পথে দিলা দরশনে॥
আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলা তপোধন।
রাজার কুমার বনে চল কি কারণ॥
পঞ্চ বৎসরের তুমি রাজার কুমার।
মনে অপমান কিবা তোমার বিচার॥
খেলার ছাওয়াল তুমি শিশুখেলা খেল।
মায়ের বচনে তুমি ক্রোধ কেনে কর।
মান অপমান দিতে পারে নারায়ণ।
না জানিয়া ক্রোধ লোক করে অকারণ॥
মায়ে উপদেশ কৈলা ভজিতে শ্রীহরি।
তোমার শক্তিতে তাঁরে ভজিতে না পারি।
অনেক জনম ধরি মহামুনিগণে।
চিন্তিয়ে না পায় যাঁর চরণ সন্ধানে॥
তপ যোগ সমাধি করিয়া নিরন্তর।
যোগেন্দ্র না দেখে যাঁর চরণকমল॥
একে শিশু আরে তুমি রাজার কুমার।
সে প্রভু ভজিতে কিবা শকতি তোমার॥
এতেক বলিলা যদি মুনি যোগেশ্বর।
প্রণাম করিয়া ধ্রুব দিলেন উত্তর॥
নিশ্চয় জানিলুঁ হরি হৈলা পরসন্ন।
তে-কারণে তোমা সনে হৈলা দরশন॥
যে কিছু কহিলে তুমি মোর হিতবাণী।
না রহে হৃদয়ে মোর দোষ দেহ জানি॥
মরম ভেদিল সৎমায়ের বচনে।
কেমতে করিতে পারি চিত্ত সমাধানে॥
জগৎবন্দিত পদ নাহি দেখি আন।
হেন পদ পাইতে মোর চিত্তে অভিমান॥

কোন পুণ্যে কোন্ তপে সে পদ মিলয়।
হেন উপদেশ মোরে কর মহাশয়॥

ধ্রুবের বচন শুনি মুনির প্রধান।
ধন্য ধন্য করি কৈল ধ্রুবের বাখান॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ মিলয়ে তখনে।
সর্ব্বভাবে লয় যদি গোবিন্দ শরণে॥
ভজিলে সে হরি পারে আপনা দিবারে।
উচ্চপদ দিব কোন বস্তুজ্ঞান তারে॥
সত্য উপদেশ কৈল তোমার জননী।
ভকতবৎসল ভক্ত-প্রাণ চক্রপাণি॥ (১)
যমুনা পুলিনে পুণ্য আছে মধুবন।
চল তথা গিয়ে কর শ্রীহরি ভজন॥
ত্রিকাল করিহ স্নান যমুনার জলে।
ত্রিকাল ভজিহ হরি দিব্য ফলফুলে॥
ধূপ দীপ বিবিধ নৈবেদ্য উপহারে।
বিবিধ বিধানে পূজ দিনে তিনবারে॥
ভূতশুদ্ধি করপদ করিহ শোধন।
স্থির হয়্যা বসিহ করিয়া শুদ্ধাসন॥
পূজিয়া গোবিন্দ রূপ করিহ চিন্তন।
নবঘন শ্যাম তনু রাজীবলোচন॥
ময়ূর চন্দ্রিকা চারু কুটিল কুন্তলে।
ললিত অলকাবলী বিলোল কপোলে॥
গণ্ডমুখে বিলোলিত মকর কুণ্ডল।
ইন্দুকোটি-বিরাজিত বয়ানমণ্ডল॥
হার বিরাজিত গলে বনমালা উরে।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি করে॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা কটিতটে পীতবাস।
নখমণি জিনি কোটি চান্দ পরকাশ।
মঞ্জীর-রঞ্জিত চারু চরণপঙ্কজে।
কেয়ূর কঙ্কণযুগ চারু ভুজরাজে॥
সুরেন্দ্র মুনীন্দ্রবৃন্দ করয়ে স্তবন।
শঙ্কর বিরিঞ্চি করে চরণ বন্দন॥
এরূপ চিন্তিয়া তুমি পূজ হৃষীকেশ।
কহিব তোমারে আর মন্ত্র উপদেশ॥
দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্র সর্ব্বমন্ত্র-সার।
কহিব তোমারে মন্ত্র করিয়া উদ্ধার॥
সাত দিন যদি মন্ত্র জপে নিরন্তর।
সর্ব্ব সিদ্ধি হয় তার সর্ব্বত্র মঙ্গল॥
সে মন্ত্র জপিয়া কৃষ্ণ পূজ নিরন্তর।
ত্রৈলোক্য-বন্দিত পদ দিব গদাধর॥
এতেক বচন শুনি রাজার কুমার।
মুনির চরণে ধ্রুব কৈল নমস্কার॥

(১) পাঠান্তর,—
"ভকতবৎসল হরি ভক্ত চক্রপাণি।"

প্রদক্ষিণ করিলা চলিলা মধুবনে।
নারদ চলিয়া আইলা রাজা বিদ্যমানে॥
দেখিয়া উত্তানপাদ পূজিল বিধানে।
শিরে করি আনিঞা বসাইল দিব্যাসনে॥
পুছিল রাজারে তবে মুনি যোগেশ্বর।
বিষাদ করিছ কেনে হয়্যা নৃপবর॥
রাজা হয়্যা কেন তুমি কর বিমরিষ।
কি কারণে না দেখিয়ে হৃদয় হরিষ॥
নিষ্কণ্টক দেখি বাপু রাজ্য অধিকার।
তোমার প্রচণ্ড দণ্ড ফিরয়ে সংসার॥
কেহ নাহি আজ্ঞা লঙ্ঘে না দেখি অধর্ম্ম।
তুমি যদি ইৎসা কর নহে কোন কর্ম্ম॥
তবে কেনে কর তুমি হৃদয় বিষাদ।
রাজা হয়্যা কর শোক এ বড় প্রমাদ॥
শুনিঞা উত্তানপাদ মুনির বচন।
আপন দুঃখের কথা কৈল নিবেদন॥
স্বরূপ ছাওয়াল মোর গেল বনবাসে।
কেহ না রাখিল সবে মোর কর্ম্মদোষে (১)
সৎমায়ে ভর্ৎসিল মোহোর বিদ্যমানে।
মুঞি তাথে কিছু না বলিলুঁ মতিহীনে॥
নারীজিত মুঞিত অধম দুরাচার।
স্ত্রীভয়েতে উপেখিলুঁ স্বরূপ ছাওয়াল॥
বনে ভয় পাঞা যদি ছাওয়াল ডরায়।
সিংহে যদি মারে কিংবা বাঘে ধরি খায়॥
কোপে যদি ধ্রুব মোর যায় দূর দেশ।
চাহিতে চাহিতে যদি না পাই উদ্দেশ॥
তবে কি করিব মুঞি নারদ গোসাঞি।
স্ত্রীজিত পুরুষ মোর সম কেহ নাঞি॥
রাজার বচন তবে শুনি মুনিবর।
শান্তিয়া রাজারে তবে দিলেন উত্তর
কৃষ্ণ আরাধিব ধ্রুব তোমার তনয়।
সে পদ সাধিব যাথে নাহি কালভয়॥
জগতে তোমার যশ করিব বিস্তার।
সাধিব সকল সিদ্ধি হৈব ভবপার॥
আনে আনে যে পদ পাইতে বাঞ্ছা করে।
ধ্রুব পদ পাব যে তাহার উপরে॥
চিন্তা পরিহর তুমি শুন মহারাজ।
নিকটে আসিব ধ্রুব সাধি সব কাজ॥
এতেক বচন বলি নারদ চলিলা।
ধ্রুব গিয়া পুণ্য মধুবনে উত্তরিলা॥

(১) পাঠান্তর,—
"কেহ না দেখিল ধ্রুব গেল কোন্ দেশে।"

তীর্থজলে স্নান করি কৈলা উপবাস।
পরদিনে কৃষ্ণ পূজা কৈল পরকাশ॥
নারদের উপদেশ বিধি অনুসারে।
কৃষ্ণ আরাধন ধ্রুব করে নিরন্তরে॥
তিন দিন বহি ধ্রুব করেন পারণা।
কেবল বদর ফল দেহের ধারণা॥
এক মাস গেল তবে এই পরকারে।
দুই মাসে ষড়রাত্রি উপবাস করে॥
পারণা দিবসে পত্র করেন ভোজন।
হেনকালে তিন মাস দিল দরশন॥
নব রাত্রি পরেতে করেন জলপান।
যোগবলে ধরয়ে কেবল নিজ প্রাণ॥
চারিমাসে দ্বাদশ উপবাস করি।
শরীর রাখয়ে ধ্রুব বায়ু পান করি॥
পঞ্চ মাসে ধ্রুব কৈল পবন রোধন।
হৃদপঙ্কজে আরোপিল নারায়ণ॥
স্তম্ভিয়া রাখিল বায়ু এ দশ দুয়ার।
নিশ্চলে রহিল যেন পর্ব্বত আকার॥
মন নিয়োজিল ধ্রুব কৃষ্ণের চরণে।
বাহ্য পাসরিলা তবে কেশব ধেয়ানে॥
এক পায়ে পরশিয়া রহে ক্ষিতিতল।
তার ভয়ে পৃথিবী করয়ে টলমল॥
নগনাগ দশ দিক কাম্পিত হয়।
পদভরে পাতাল তলায় ক্ষিতিতল॥
পবন রুধিল ধ্রুব আপন শরীরে।
তিন লোক নিঃশ্বাস হইল সুরাসুরে॥
তবে তার তপোবল দেখিয়া বিদিত।
ইন্দ্র আদি সুরগণ হৈলা চমকিত॥
ভয়ে গিয়া কৈল নারায়ণে স্মরণ।
বিবিধ প্রণাম কৈল বিবিধ স্তবন॥
তবে হরি সাক্ষাতে দিলেন দরশন।
দেবগণে আশ্বাসিলা বিবিধ বচন॥
বৈরভাব নাহি তার করে মহামতি।
পরম বৈষ্ণব ধ্রুব সাধয়ে ভকতি॥
ভয় পরিহর দেব চল নিজ স্থানে।
আপনে চলিব আমি ধ্রুব সম্ভাষণে॥
দেবগণ সন্তোষিয়া পুরুষ পুরাণ।
সেইক্ষণে আইলা প্রভু ধ্রুব বিদ্যমান॥
(সমাধি করিয়া ধ্রুব আছেত ধেয়ানে।
দিব্য কৃষ্ণরূপ ধ্রুব দেখে বিদ্যমানে॥)
দিব্য কৃষ্ণরূপ ধ্রুব দেখিল সম্মুখে।
বাহ্য আভ্যন্তর পাসরিলা প্রেমসুখে॥

নমো নমো নমো নমো নমো জগন্নাথ।
এ বোল বলিয়া ধ্রুব কৈল দণ্ডপাত ॥
ভূমেতে পড়িলা ধ্রুব হঞা অচেতনে।
শিথিল হইলা অঙ্গ কিছুই না জানে ॥ (১)
দেখিয়া ধ্রুবের ভাব প্রভু দামোদর।
শির পরাশিলা প্রভু দিয়া নিজ কর ॥
তবে ধ্রুব পাইল বল বুদ্ধি চমৎকার।
উঠিয়া করয়ে স্তুতি রাজার কুমার ॥
কত কত স্তুতি কৈল কত দণ্ড নতি।
কত ভাব উপজিল কহেক ভকতি ॥
তবে তুষ্ট হয়্যা বর দিল ভগবান।
জগৎবন্দিত তুমি হও নিত্যস্থান ॥
ধ্রুবলোক যাহ তুমি সভার উপরে।
লক্ষ্মী সহ তথা আমি বসি নিরন্তরে ॥
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ যোগ নক্ষত্র করণ।
তারা সবা তোমা বেঢ়ি করিব ভ্রমণ ॥
মুনিগণ বেঢ়িয়া করিব স্তুতিবাদ।
গন্ধর্ব্ব করিব গান তোমার সাক্ষাৎ ॥
ছত্রিশ সহস্র তুমি বৎসর অবধি।
রাজ্যভোগ করহ নির্ম্মল কর নীতি ॥
মহাযজ্ঞ করি তুমি দক্ষিণ প্রকারে।
তবে তুমি ধ্রুব লোক পাইব অন্তকালে ॥
এতেক বচন বলি প্রভু ভগবান।
ধ্রুবের সাক্ষাতে কৃষ্ণ হৈলা অন্তর্দ্ধান ॥
তবে ধ্রুব উদ্দেশে বারবার নমস্কার।
নিজ পুরে চলে তবে রাজার কুমার ॥
উত্তরিলা ধ্রুব যদি পুর-সন্নিধানে।
এক জনে জানাইলা রাজা বিদ্যমানে ॥
রাজা তারে দিল হার রাজ আভরণে।
হয় বা না হয় রাজা চিন্তে মনে মনে ॥
নারদে কহিল আমি নিশ্চয় বচনে।
আনন্দে পুরিয়া রাজা চলে সেই ক্ষণে ॥
কুলের প্রধান যত আছে বৃদ্ধগণ।
কুলপুরোহিত যত প্রধান ব্রাহ্মণ ॥
পাত্র মিত্র সামন্ত অমাত্য মন্ত্রিগণ ॥
চলিলা রাজার সঙ্গে সব পুরজন ॥
মদমত্ত গজরাজ করি আগুয়ান।
লক্ষ লক্ষ হস্তী ঘোড়া করিলা যোগান ॥
অযুত অযুত রথ শত শত সেনা।
নানা বর্ণে পতাকা বিবিধ ছত্রবানা ॥

(১) পাঠান্তর,—
"তিতিল সকল অঙ্গ নয়নের জলে।"

বিবিধ বাজনা বাজে রাজার গমনে।
চলিলা ধ্রুবের মাতা হরষিত মনে ॥
উত্তমের জননী উত্তম পুত্র সঙ্গে।
ধ্রুব আনিবারে দেবী চলিল আনন্দে ॥
বিবিধ সাজনে সেনা সাজিয়া বিস্তারে।
চলিলা নৃপতি নিজ পুত্র আগুসারে ॥
কথো দূর গিয়া হৈল পুত্র দরশনে।
দণ্ডবত হৈল ধ্রুব বাপের চরণে ॥
মায়ের চরণে তবে কান্দিয়া বন্দনে।
দণ্ডবত কৈলা সৎমায়ের চরণে ॥
উত্তমের সঙ্গে তবে কৈল কোলাকোলি।
বিনয় বচন তবে সর্ব্বলোকে বলি ॥
তবে রাজা তুলিয়া পুত্রেরে দিল কোল।
ভুবন ভরিয়া হৈল জয় জয় রোল ॥
পুত্র কোলে বসি রাজা আপনা পাসরে।
তিতিল সকল অঙ্গ নয়নের লোরে ॥
সৎমায়ে কোলে লৈয়া কৈল আশীর্ব্বাদ।
চিরজীবী বলিয়া মাথায় দিল হাত ॥
মায়ে আশীর্ব্বাদ দিল করি আলিঙ্গন।
আশীর্ব্বাদ দিল যত দ্বিজ গুরুগণ ॥
রথে তুলি পুত্র লৈয়া আইলা নিজপুরী।
পুষ্প বরিষণ করে যত পুরনারী ॥
প্রবাল তণ্ডুল ফল লাজ বরিষণ।
পুরে পুরে খেলা যত পুরনারীগণ ॥
বসাই পুত্রকে রাজা দিব্য রাজঘরে।
বহুবিধ নৃত্য গীত বাদ্য মনোহরে ॥
এইরূপে আনন্দে রহিল কথোকাল।
তবে বিভা কৈল ধ্রুব রাজার কুমার ॥
শিশুমার নামে ছিল এক প্রজাপতি।
তার কন্যা বিভা কৈল ভ্রমি নামে সতী ॥
ধ্রুবে রাজা করিয়া স্থাপিল রাজাসনে।
আপনে চলিয়া রাজা গেল তপোবনে।
যোগে দেহ ছাড়ি রাজা গেলা স্বর্গবাসে।
সুখে রাজ্য করে ধ্রুব গুরু উপদেশে।
মৃগয়া করিতে বনে উত্তম চলিলা।
তথাই গন্ধর্ব্বগণে বেঢ়িয়া মারিলা ॥
পুত্রশোকে তার মাতা গেলা অনুসারে।
অগ্নি পরবেশ করি তেজে কলেবরে ॥
শুনিঞা ধ্রুবের কোপ হৈলা অতিশয়।
সাজিয়া সকল সৈন্যে চলে মহাশয় ॥
গন্ধর্ব্বগণের সহে করিয়া সমর।
কোটি কোটি গন্ধর্ব্ব কাটিলা মহাবল।

গন্ধর্বের সৃষ্টিনাশ হয় হেনকালে।
স্বায়ম্ভুব মনু আইলা ধ্রুবের গোচরে॥
পরম বৈষ্ণব বৎস তুমি মহাশয়।
এত প্রাণী বধ করা উচিত না হয়॥
গন্ধর্বের সৃষ্টিনাশ নহেত উচিত।
ভকত জনের কর্ম্ম নহে বিপরীত॥
এইরূপে নানা স্তুতি কৈলা মনুরাজ।
তবে যুদ্ধ ছাড়ে ধ্রুব মনে পাঞা লাজ॥
তবে স্বায়ম্ভুব মনু গেলা স্বর্গবাসে।
কুবের আসিয়া তথা মিলিলা হরিষে॥
করিয়া কুবের নানা তত্ত্বে স্তুতিবাদ।
মাথে হস্ত দিয়া তাঁরে দিলা আশীর্ব্বাদ॥
রহিল গন্ধর্ব্ব সৃষ্টি কৃপায় তোমার।
দেবগণ তুষ্ট হৈলা গন্ধর্ব্ব নিস্তার॥
পরম বৈষ্ণব তুমি চিত্তে কৃষ্ণ ধর।
নিজ পর বুদ্ধি তুমি কভু নাহি কর॥
ভকতবৎসল হরি ভক্তিভাবে ভজ।
নিজ পুরে চল বৎস বৈরভাব তেজ॥
এতেক বচন বলি কুবের চলিল।
নিজ পুরে আসি তবে ধ্রুব উত্তরিল॥
জনমিল পুত্র পৌত্র মহা বলবান্।
পৃথিবী শাসিয়া কৈল মহা যজ্ঞ দান॥
দুইজন খণ্ডিল দণ্ডিল দুরাচার।
শিষ্ট পরিপালন করিল সর্ব্বকাল॥
হরি-পূজা হরি-সেবা হরি-সংকীর্ত্তন।
মুকুন্দ-পবিত্র-কথা সতত শ্রবণ॥
সাধুপূজা সাধুসেবা সাধুজন-সঙ্গ।
তবু তার না হৈলা প্রচণ্ড দণ্ডভঙ্গ॥
চরাচর শরীরে দেখিলা কৃষ্ণরূপ।
কৃষ্ণ বিনে আন কিছু না হয় স্বরূপ॥
যদি চিত্ত স্থির হৈল কৃষ্ণের চরণে।
বাহ্য অভ্যন্তর ধ্রুব কিছুই না জানে॥
তবে ধ্রুব পরিহরি নিজ অধিকার।
প্রধান পুত্রেরে তবে দিলা রাজ্যভার॥
ছত্রিশ সহস্র ধরি বৎসর অবধি।
রাজ্যভোগ কৈলা ধ্রুব সর্ব্ব গুণনিধি॥
সে হেন সম্পদ তেজি গেলা মুনিবনে।
বিশালা নদীর তীর নীর সুশোভনে॥
পুণ্যজলে মজ্জিয়া পুজিল নারায়ণ।
হেনকালে দিব্য রথ দিল দরশন॥
দুই পারিষদ চারি ভুজ-বিরাজিত।
পীতবস্ত্র কৃষ্ণবেশ ভূষণে ভূষিত॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চারি মহাভুজে।
রাজীবলোচন দিব্য বনমালা সাজে॥
কহিলা ধ্রুবেরে তবে তাঁরা দুই জন।
দিব্য রথ তোমারে পাঠাইলা নারায়ণ॥
এই রথে চড়ি তুমি ধ্রুবলোকে চল।
আজ্ঞা দিলা জগন্নাথ বিলম্ব না কর॥
তবে ধ্রুব তাঁ-সভারে কৈলা দণ্ডনতি॥
গন্ধ পুষ্প দিয়া পূজা কৈলা মহামতি॥
পূজিল বিমানবর বিবিধ বিধানে।
প্রণাম করিলা দেব দ্বিজ গুরুগণে॥
উঠিলা বিমানে ধ্রুব হঞা নমস্কার।
সূর্য্যকোটি সম তেজ ধরেন তৎকাল॥
আকাশে রহিয়া ধ্রুব বলে কোন বাণী।
পরম দুঃখিতা মোর রহিলা জননী॥
কোন মতে হয় যদি মায়ের উদ্ধার।
কহ পারিষদবর তার পরকার॥
বুঝিয়া ধ্রুবের মন দুই পারিষদে।
দেখাইল জননী তাঁর যায় দিব্য রথে॥
তবে ধ্রুব চলি যায় হরষিত মনে।
দুন্দুভি বাজন বাজে পুষ্প বরিষণে।
ধন্য ধ্রুব ধন্য ধ্রুব কয়য়ে বাখান।
সুরপুর লঙ্ঘিয়া চলিলা নিজ স্থান॥
নাম্বিয়া বসিল ধ্রুব পরম আসনে।
বায়ুবেগে রথরাজ উড়ায় তখনে॥
ধ্রুব প্রদক্ষিণ করি শশী দিনকর।
বেঢ়িয়া ভ্রময়ে যত জ্যোতিষ মণ্ডল॥
সপ্ত ঋষি স্তুতি করে নাচে বিদ্যাধর।
সুরবধূগণ নাচে অতি মনোহর॥
পরম বৈষ্ণব ধ্রুব বিষ্ণুপদে বাস।
ধ্রুবের চরিত্র কিছু কৈল পরকাশ॥
ধন্য পুণ্য শোকহর দরিদ্র নাশন।
পবিত্র-চরিত্র-কথা দুরিত খণ্ডন॥
পুণ্য তিথি পুণ্য কালে যে করে শ্রবণে।
অশ্বমেধ শত-ফল হয়ে দিনে দিনে॥
কৃষ্ণের চরণে ভক্তি হয় পাপক্ষয়।
বিষ্ণুপদে বাস তার খণ্ডে ভবভয়॥
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-বাণী।
ধ্রুবের মহিমা শুন পুণ্যফল জানি॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে চতুর্থস্কন্ধে ধ্রুবচরিত্র কথনে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২॥

তৃতীয় অধ্যায়।

কহিলা মৈত্রেয় মুনি ধ্রুব উপাখ্যান।
বিদুর সন্তোষ পাইলা ভকত-প্রধান॥
তবে আর জিজ্ঞাসিলা মৈত্রেয়-চরণে।
কার পুত্র দশজন প্রচেতস নামে॥
কহ মুনি তার জন্ম কর্ম্ম গুণ নাম।
মোর নিবেদনে গুরু কর অবধান॥
শুনিঞা মৈত্রেয় মুনি দিলেন উত্তর।
ধ্রুবের কুমার রাজা আছিল উৎকল॥
রাজা হয়্যা রাজ্যে তার নৈল অভিলাষ।
জগৎ দেখিল যেন তড়িৎ-প্রকাশ॥
নিরবধি সমাধি নাহিক ধ্যানভঙ্গ।
কার সহে নাহি প্রেম কার সহে সঙ্গ॥
যেন জড় উনমত-বধির-আকার।
তবে তায় মন্ত্রিগণে করিল বিচার॥
বৎসর কনিষ্ঠ তার করিয়া নৃপতি।
তবে রাজা পালিল শাসিল বসুমতী॥
পুষ্পার্ণ কুমার তার পাইল রাজ্যভার।
ব্যুষ্ট নামে রাজা হৈল তাহার কুমার॥
ব্যুষ্টের তনয় রাজা হৈল চক্ষু নামে।
চক্ষুর কুমার হৈল উল্মুক প্রধানে॥
উল্মুকের পুত্র অঙ্গ নামে নরপতি।
তার পুত্র হৈল বেণ কেবল কুমতি॥
দুরন্ত দুঃশীল বেণ হৈল দুরাচার।
অঙ্গ রাজা না পারিল করিতে নিবার॥
মনে দুঃখ পেয়ে রাজা গেল তপোবনে।
দুষ্ট বেণ বসিল বাপের রাজাসনে॥
রাজা হয়্যা দুষ্ট বেণ করিল ঘোষণা।
মোর রাজ্যে ধর্ম্ম জানি করে কোন্ জনা॥
না করিহ যজ্ঞ দান ব্রত পুণ্য কর্ম্ম।
কেহ জানি কোন দেব করে আরাধন॥
এই আজ্ঞা দিল বেণ নিজ অধিকারে।
রাজার আজ্ঞাতে লোক সেই কর্ম্ম করে॥
এতেক দুনাত শুনি যত মুনিগণ।
আসিয়া বেণেরে তবে কৈল নিবারণ॥
সামদানে স্তুতি করি বুঝাইল প্রকারে।
তবুত কুমতি নাহি ছাড়িল দুরাচারে॥
ভর্ৎসিয়া বলিল বেণ আরে মুনিগণ।
এবে সে জানিলু তোরা কুমতি ভাজন॥
কুপণ্ডিত তোরা সব হেন মনে বাসি।
মিছা তপ কর তোরা কপট তপস্বী॥

কারে বোল বিষ্ণু তোরা সৃষ্টি-স্থিতিকারী।
কারে বোল পুরাণ পুরুষ ব্রহ্ম করি॥
সর্ব্বদেবময় নৃপ ইহা নাহি জান।
সাক্ষাতে থাকিতে রাজা আন দেব মান॥
নিজ পতি ছাড়ি যেন নারী ভজে জার।
সেইরূপ তুমিসব কর ব্যবহার॥
ভজ পূজ আমারে করহ আরাধন।
আমি তুষ্ট হৈলে তুষ্ট হয় দেবগণ॥
রাজার বচন শুনি যত মুনিগণে।
ক্রোধেতে জ্বলিল যেন দীপ্ত হুতাশনে॥
শাপিয়া মারিয়া তারা গেল তপোবনে।
শুনিয়া বেণের মাতা যুক্তি কৈল মনে॥
তেলদ্রোণে ফেলিয়া রাখিল কলেবর।
চোর দস্যুভয়ে রাজ্য হৈল ভয়ঙ্কর॥
অরাজক রাজ্য নাশ কৈল দস্যুগণ।
লুটিয়া পুড়িয়া ছন্ন কৈল দুষ্টজন॥
আনে আন কাটিল হরিল আনে ধন।
আনে আন খণ্ডিল দণ্ডিল আন জন॥
এইরূপে ধরণীমণ্ডল ছন্ন হৈল।
মহারণ্যে সকল পৃথিবী বিয়াপিল॥
প্রমাদ দেখিয়া সব মুনিগণে আসি।
বেণের মাতাকে তবে সভেই জিজ্ঞাসি॥
কোন মতে হয় মাতা সন্ততি রক্ষণ।
কহ দেখি কে করিবে পৃথিবী পালন॥
শুনিঞা বেণের মাতা দিলেন উত্তর।
তৈলদ্রোণে রাখিয়াছি পুত্রকলেবর॥
আনিঞা দিলেন বেণ মুনি-বিদ্যমানে।
বাম উরু মথিল সকল মুনিগণে॥
ধূম্রবর্ণ পিঙ্গললোচন একজন।
জনমিল মহাকায় ঘোর দরশন॥
রহিতে মাগিল স্থান মুনিগণ স্থানে।
বলিল সকল মুনি নিষীদ (১) বচনে॥
তে-কারণে হৈল সে যে নিষাদ চণ্ডাল। (২
বেণ-পাপে তার অংশ হৈল দুরাচার॥
মথিল বেণের দুই ভুজ আরবার।
প্রকৃতি পুরুষ দুই হৈল অবতার॥

---

(১) নিষীদ,—নিস্তব্ধ ভাবে অবস্থান কর; বৈস।

(২) ইহার পর বর্দ্ধমান—ভৈটার পুঁথিতে অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

অবতার কৈল দেখি লক্ষ্মী নারায়ণে।
পরম সন্তোষ পাইলা সব ঋষিগণে ॥
এই সে সাক্ষাৎ বিষ্ণু পুরুষ পুরাণ।
এই লক্ষ্মী দেবী জানি হরে অর্চ্চি নাম ॥
পৃথু নাম ধরিব এই সে নরপতি।
রিপুদল জিনিব শাসিব বসুমতী ॥
লক্ষ্মীনারায়ণ অবতার হেন মানি।
বিবুধ-সদনে হৈল জয় জয় ধ্বনি ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নরে গায় পুষ্প বরিষণ।
দেববাদ্য বাজে নাচে সুরবধূগণ ॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ আইলা তৎকাল।
দেখিল সাক্ষাতে নারায়ণ অবতার ॥
অভিষেক কৈল সর্ব্বদেবগণ মেলি।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর সুরবধূ বিদ্যাধরী ॥
নদ নদী স্থাবর সাগর বন গিরি।
অভিষেক কৈল তারা নিজ মূর্ত্তি ধরি ॥
কনক-আসন তাঁরে দিলা ধনপতি।
বরুণ বিমল ছত্র দিল মহামতি ॥
ধর্ম্ম দিব্য মালা দিল পবন চামর।
যমে দণ্ড দিল ইন্দ্রে কিরীট উজ্জ্বল
ব্রহ্মায় কবচ দিল সরস্বতী হার।
নারায়ণ চক্র দিল বিপক্ষ বিদার ॥
দশ-চন্দ্র খড়্গ দিলা হয় মহেশ্বর।
দুর্গাদেবী দিল শতচন্দ্র চর্ম্মবর ॥
চন্দ্র দিব্য ঘোড়া দিল বায়ুবেগগতি।
দিব্য রথ দিল বিশ্বকর্ম্ম প্রজাপতি ॥
সূর্য্য তীক্ষ্ণ বাণ দিল চাপ হুতাশন।
পৃথিবী পাদুকাযুগ দিল মহাধন ॥
ঋষিগণ মিলিয়া দিলেন আশীর্ব্বাদ।
শঙ্খবর কৈল তারে সাগর প্রসাদ ॥
সূত মাগধ আইলা স্তুতি করিবারে।
তবে তারে জিজ্ঞাসিলা পৃথু ক্ষিতীশ্বরে ॥
কাহাকে স্তুবিবে কেবা স্তব অধিকারী।
জনমিঞা আমি কোন কর্ম্ম নাহি করি ॥
কি বোল বলিয়া স্তব করিবে আমার।
মানুষ জাতিতে কিবা স্তবে অধিকার ॥
এক প্রভু থাকিতে সাক্ষাৎ ভগবান্।
আপনার স্তুতি করে মূর্খ অগেয়ান ॥
তুমি সব স্তুতি কর হরিগুণ গাথা।
সুখে যেন তরে লোক শুনি কৃষ্ণকথা ॥
সূত মাগধ শুনি পৃথুর বচন।
নিশবদ হঞা তারা রহিলা দুজন ॥

তবে আজ্ঞা দিলা তারে যত মুনিগণে।
পৃথু রাজা যত কর্ম্ম করিব আপনে ॥
সেই যশ গাহ তোরা পৃথুর চরিত।
শুনিলে হরিব সর্ব্বলোকের দুরিত ॥
যে যে কর্ম্ম করিব জানিল সেইক্ষণে।
পৃথুর নির্ম্মল যশ গায় দুইজনে ॥
পৃথু রাজা জিনিব সকল বসুমতী।
শিষ্টজন পালিব খণ্ডিব দুষ্টমতি ॥
কেবল নৃপতিরাজ ধর্ম্ম অবতার।
পৃথুদেহে বসিব সকল লোকপাল ॥
হরিব পৃথ্বীর ধন দিব শুভকালে।
মহাযজ্ঞ করিব ভজিব সুরেশ্বরে ॥
চন্দ্র সমতুল সর্ব্বজীবে দয়াপর।
প্রচণ্ড প্রতাপ হৈব যেন দিনকর ॥
ক্ষিতি সম সর্ব্বলোকে দিব বৃত্তি দান।
তৃপিত করিব লোক ইন্দ্রের সমান ॥
পৃথিবী দুহিব বৎস করি হিমালয়।
স্থাপিব জগতে যশ পৃথু মহাশয় ॥
ধনু-হুল দিয়া সুসারিব ক্ষিতিতল।
সর্ব্বলোক তুষিব ভুষিব মহেশ্বর ॥
সাগর পর্য্যন্ত হৈব দণ্ড অধিকার।
যে যে কর্ম্ম করিব থাকিব চমৎকার ॥
সর্ব্বধন ব্রাহ্মণে করিব সমর্পণ।
দাস হঞা পূজিব ভকত মহাজন ॥
এইরূপ করিব কতেক মহা কর্ম্ম।
পৃথু হৈতে জগতে রহিব রাজধর্ম্ম ॥
এইরূপে স্তুতি করে সে, সূত মাগধ।
না পাই মহিমা অন্ত হৈলা নিশবদ ॥
তা-সভা পূজিলা রাজা দিয়া নানা ধন।
একে একে পূজিল সকল মহাজন ॥
বসন ভূষণ অন্য মহাধন দিয়া।
সভারে পাঠাল৷৷ রাজা বিনয় করিয়া।
দেবগণে মুনিগণে পূজিল বিধানে।
চলিল সকল লোক হরষিত মনে ॥
মুনিগণ চলিল করিয়া আশীর্ব্বাদ।
চলিলা বিবুধগণ করিয়া প্রসাদ ॥
তবে রাজা বসিল পরম রাজাসনে।
শিষ্ট জন স্থাপিল খণ্ডিল দুষ্ট জনে ॥
যত মত মহিমা কহিল যশো ভার।
সেই সেই কর্ম্ম করি থুইল চমৎকার ॥
তবে রাজা পরীক্ষিৎ শুককে পুছিল।
কি কারণে পৃথু রাজা পৃথিবী দুহিল ॥

কিবা ধর্ম্ম সংস্থাপন করিল সংসারে।
বিস্তার করিয়া শুক কহিবে আমারে॥
জগতে দুর্লভ ভাগবত সেই জন।
তারে বিঘ্ন বাধিতে না পারে কদাচন॥
আপনে কহিলে পূর্ব্বে ব্যাস-মুখরিত।
ভাগবত জন হয় সংসারে পূজিত॥
একান্ত ভকতি যার দেব জনার্দ্দনে।
তারে বিঘ্ন বন্ধিতে না পারে কদাচনে॥
নচাগ্নি বাধিতে পারে দুষ্ট চৌর ভয়।
ভূত বেতাল আদি যত প্রেতচয়॥
সর্প ব্যাঘ্র নক্র আদি দুষ্ট দস্যুগণ।
ভাগবত জনেরে না বাধে কদাচন॥
জগতে পূজিত রাজা মহা ভাগবত।
কেন তারে বিঘ্ন কৈল অদিতির সুত॥
ভাগবত জনে দ্বেষ করয়ে যে জন।
ব্যর্থ তার দেহ গেহ বিফল জনম॥
সলিল বিহনে যেন সরিতা যেমন।
পদ্মহীন সর হেন নহে সুশোভন॥
ফলহীন তরুবর বিফল যেমন।
ভাগবতদ্বেষী ভক্তিবিহীন তেমন॥
কি বুঝিয়া ইন্দ্রে দ্বেষ কৈলা নরবরে।
বিস্তার করিয়া শুক কহিবে আমারে॥
রাজার বচন শুনি শুক যোগেশ্বর।
সাধু সাধু বলি প্রশংসিলা বহুতর॥
সমাহিত হৈয়া রাজা শুন সাবধানে।
যাহা জিজ্ঞাসিলে কিছু করিমু বাখানে॥
মহা ভাগবত রাজা পৃথু নরপতি।
তাহার মহিমা কহে কাহার শকতি॥
কহিব তোমারে কিছু অলপ বিস্তর।
একচিত্ত হৈয়া তুমি শুন নরবর॥
মহাভাগবত রাজা পৃথু নরেশ্বর।
প্রতাপে মার্ত্তণ্ড শীতলতায় শশধর॥
একছত্রে নরপতি ভারতমণ্ডলে।
বিপুল অতুল ধর্ম্ম স্থাপিল সংসারে॥
ইন্দ্রের অমরাবতী সমান বৈভব।
নৃপতির গুণে সুখী সকল মানব॥
পুণ্যকর্ম্ম ফলভোগ করিল বর্জ্জন।
সকল সংসার হৈল হরিপরায়ণ॥
ইন্দ্র আদি উপাসনা সকলে তেজিল।
বিষ্ণুভক্তি উপাসনা সকল ব্যাপিল॥
উদ্দেশে ভজয়ে সভে প্রভুর চরণ।
দণ্ড পরণাম স্তুতি শ্রবণ কীর্ত্তন॥

ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বভোগ ভোগ সমতুল।
নিষ্কণ্টকে পৃথুরাজা ভুঞ্জয়ে বিপুল॥
রাজার ঐশ্বর্য্যে ভয় পাইল পুরন্দর।
মোর ইন্দ্রপদ নিব এই নরবর॥
এত বিমরিশ ইন্দ্র করিয়া হৃদয়।
পৃথিবীর স্থানে গিয়া করিল বিনয়॥
আমার বচন তুমি দৃঢ়চিত্তে ধর।
সংসারের যত শস্য সম্বরেতে হর॥
এত শুনি সব শস্য পৃথিবী হরিল।
সংসারের যত জীব মহাকষ্টী হৈল॥
অনাবৃষ্টি কৈল ইন্দ্র দ্বাদশ বৎসর।
অসংখ্য অপার জীব মরিল বিস্তর॥
দেখি পৃথুরাজা হৈলা চিন্তিত অন্তর।
পুরোহিত লঞা যুক্তি কৈল নরবর॥
পুরোহিত বলে রাজা কর অবধানে।
ইন্দ্র দেবরাজ হয়্যা তত্ত্ব নাহি জানে॥
জীবহিংসা মহাপাপ বেদেতে বাখানে।
তথাপি করিল ইন্দ্র হৈলা হীন জ্ঞানে॥
জীবহিংসা সাধুজনে না করে প্রশংসা।
তবে দ্বেষ ইন্দ্রচিত্তে করিল দুরাশা॥
এতেক শুনিঞা রাজা বন্দি পুরোহিতে।
ইন্দ্রেরে মারিব আজি হেন কৈল চিতে॥
নানা অস্ত্রশস্ত্র দিব্য করিল কাছনি।
একরথে সুরপুরে গেলা নৃপমণি॥
জানি ইন্দ্র পৃথুরাজা বিষ্ণু অবতার।
সঙ্গোপনে রহে সভে তেজি স্বর্গদ্বার॥
একে একে স্বর্গ পৃথু সব বিচারিল।
কোথাহ ইন্দ্রের দরশন না পাইল॥
স্বর্গে হৈতে পৃথিবীতে করিল গমন।
পথে নারদের সঙ্গে হৈল দরশন॥
নারদ বলেন রাজা কোন্ কর্ম্ম কর।
আগে তুমি পৃথিবীরে সত্বরেতে মার॥
তবে সে ইন্দ্রের বধ হইবে নিশ্চয়।
এত বলি চলিলা নারদ মহাশয়॥
শুনিয়া নৃপতি বাণ যুড়িয়া সন্ধানে।
সকল পৃথিবী বুলে করিয়া ভ্রমণে॥
দেশ গিরি আদি করি করিলা ভ্রমণ।
কোথায় পৃথিবী সঙ্গে নৈল দরশন॥
ভ্রমিয়া অনেক শ্রম হৈলা কলেবরে।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ ক্রোধিত অন্তরে॥
শব্দভেদী বাণ ক্রোধে সন্ধান করি
ভয় পায়্যা পৃথ্বী আসি দরশন দি

গাভীরূপ ধরি তবে বলয়ে ধরণী।
প্রণতকন্ধর হই নানা স্তুতিবাণী॥
জয় জয় অংশ অবতার নৃপমণি।
জয় মীনকলেবর দেব চক্রপাণি॥
জয় ধন্বন্তরিরূপ নমো নারায়ণ।
নমো যজ্ঞকায় হিরণাক্ষ্যবিদারণ॥
নমো কূর্ম্ম অবতার মন্দরধারণ।
নমস্তে মোহিনীরূপ অসুরমোহন॥
নমো ভৃগুপতি রাম ক্ষত্রিকুলান্তক।
নমো রাম অবতার রাবণনাশক॥
নমো নরসিংহরূপ দৈত্যবিনাশন।
নমো দিব্য অবতার নমস্তে বামন॥
নমো রামকৃষ্ণ বসুদেবের নন্দন।
পূর্ণব্রহ্ম অবতার ব্রহ্মসনাতন॥
ভবিষ্যৎ অবতার নমো বুদ্ধকায়।
নমো কল্কি-অবতার ম্লেচ্ছবিনাশায়॥
কত কত অবতার করহ আপনে।
তব লীলা বুঝে হেন কে আছে ভুবনে॥
ব্রহ্মা হৈয়া না পারিল অন্ত জানিবারে।
নারদাদি মুনিগণ মহামুনিবরে॥
হেন প্রভু আপনে ঈশ্বর নৃপমণি।
কি কারণে সংহারিতে চাহত ধরণী॥
ভূতহিংসা মহাপাপ পুরাণে বাখানে।
অহিংসক হিংসিবারে চাহ কি কারণে॥
এত শুনি পৃথুরাজা বিস্ময় বদন।
সাম্যচিত্তে ধরণীরে বলিলা বচন॥
যতেক কহিলে সতি অসত্য না হয়।
পূর্ব্বাপর আছে হেন বেদশাস্ত্রে কয়॥
প্রজা সুখী না হইলে রাজা সুখী নয়।
পৃথিবী হরিল শস্য প্রজার সংশয়॥
প্রজা পালনেতে ধাতা নৃপে নিয়োজিল।
কপট করিয়া ইন্দ্র বৃষ্টি না করিল॥
এই হেতু মহাক্রোধ হইল আমার।
ইন্দ্রেরে মারিব হেন যুক্তি কৈল সার॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ভ্রমিল ত্রিভুবন।
কোথাহ ইন্দ্রের না পাইল দরশন॥
সংহারিতু এই হেতু আজিত ধরণী।
নি পরিচয় মোরে কহত আপনি॥
এত শুনি গাবীরূপ বলয়ে ধরণী।
আমিত পৃথিবী রা া সংসারধারিণী॥
সংহারিতে রাজা মোরে চাহ অকারণে।
তত্ত্ব উপদেশ কহি শুন সাবধানে॥

ইন্দ্রের আজ্ঞায় শস্য আমিত হরিল।
সদয় হইয়া রাজা তোমারে বলিল॥
যতেক পর্ব্বত আছে সংসার ভিতরে।
ক্রমে ক্রমে বৎস করি দেহত আমারে॥
নানাবিধ শস্য যত হয় উপজাত।
ইন্দ্র বৃষ্টি করিব শুনহ নরনাথ॥
পৃথিবীর আজ্ঞা শুনি রাজা আনন্দিত।
মৌন হৈয়া ক্ষণেক ভাবিল নিজ চিত॥
ধনু-শর হাত হৈতে এড়িল রাজন।
অস্ত্রবলে আনিল যতেক গিরিগণ॥
রাজার প্রতাপে যত আছিল শিখর।
বৎসরূপ ধরি আইল নৃপতি গোচর॥
তবে আনন্দিতচিত্ত হইয়া রাজন।
আরম্ভ করিল পৃথ্বী করিতে দোহন॥
হিমালয় বৎস করি প্রথমে দুহিল।
ধান্য যব আদি শস্য উপজাত হৈল॥
তদন্তরে ত্রিকূট নামেতে গিরিবর।
তারে বৎস করি রাজা দুহিলা সত্বর॥
সরিষা মুসুরি বুট আদি শস্যগণ।
উপজাত হৈল দেখি হরিষ রাজন॥
শতশৃঙ্গ গিরি বৎস করি তদন্তরে।
পুনরপি পৃথিবীরে দোহে নৃপবরে॥
গম তিল ইক্ষু আদি হৈল উৎপত্তি।
দেখি আনন্দিত চিত্ত হৈল নরপতি॥
সুমেরু করিয়া বৎস তদন্তে রাজন।
পুনরপি পৃথিবীরে করিল দোহন॥
নানাবিধ রত্ন যত হৈল উপজাত।
দেখি হরষিত চিত্ত হৈল নরনাথ॥
গন্ধমাদন বৎস করি পুনর্ব্বার।
পৃথিবীরে নৃপতি দুহিলা আরবার॥
অসংখ্য গন্ধর্ব্ব অস্ত্র হৈল উৎপতি।
লোক দিয়া দেশে পাঠাইলা নরপতি॥
এইরূপে ক্রমে ক্রমে যত গিরিগণ।
একে একে বৎস করি করিলা দোহন॥
নানাবিধ শস্য যত হৈল উপজাত।
হরিষে পূর্ণিত হৈলা পৃথু নরনাথ॥
পূর্ব্বে বেণ রাজা যত অপকর্ম্ম কৈল।
সেই দোষে দেবরাজ বৃষ্টি না করিল॥
বীজহীন হইয়া আছিল শস্যগণ।
ইবে পৃথু মহারাজা কৈল উদ্ধারণ॥
পৃথুর মহিমা যশ জগত পূরিল।
স্থানে স্থানে পৃথ্বী যত উচ্চ নীচ ছিল॥

এক রথে সংসার ভ্রমিঞা নরবর।
ধন আগে দিয়া সব কৈল সমসর॥
ধর্ম্ম অবতার হয়্যা দেব ভগবান্।
হৈলা সকল শস্য হইয়া কৃষাণ॥
পৃথিবী পুরিল শস্য লোকে আনন্দিত।
অনুক্ষণ গায়ে সভে পৃথুর চরিত॥
বিষ্ণু অবতার রাজা মহা মতিমান্।
ইন্দ্র আদি দেব করে যাহার বাখান॥
লজ্জা পায়্যা শেষে ইন্দ্র জল বৃষ্টি কৈল।
রাজার বিক্রমে দেবগণ ভয় পাইল॥
চন্দ্রের সমান রাজা প্রজার পালনে।
রাজার পালনে প্রজা দুঃখ নাঞি জানে॥
যজ্ঞ মহোৎসব রাজা কৈল অনুক্ষণ।
দেবতুল্য কৈল রাজা ব্রাহ্মণ পূজন॥
ব্রাহ্মণের সেবা বিনে অন্য নাহি জানে।
অনুক্ষণ করে রাজা ব্রাহ্মণ ভরণে॥
যাহা জিজ্ঞাসিলে তুমি রাজা পরীক্ষিত।
সংক্ষেপে কহিল কিছু তোমার বিদিত॥
বিস্তারিয়া কহি যদি শতেক বৎসরে।
পৃথুর মহিমা গুণ নারি কহিবারে॥
অতঃপর যে কহিয়ে শুন একমনে।
পৃথুর মহিমা যশ অতুল ভুবনে॥
ধীরশিরোমণি শ্রীগদাধর জান।
শ্রীভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থ স্কন্ধে
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩॥

চতুর্থ অধ্যায়।

রাজসিংহ বসিলা বিচিত্র রাজাসনে।
পৃথিবীর রাজা পায়ে করয়ে পূজনে॥
রাজার মহিমা যশ অতুল ভুবনে।
যত যত কর্ম্ম কৈল না হয় বর্ণনে॥
শত যজ্ঞ করিয়া ভজিলা গদাধর।
ব্রহ্মা বিষ্ণু আইলা যাথে হর মহেশ্বর॥
দেব সব আসিয়া সাক্ষাতে লৈল ভাগ।
যজ্ঞ মহোৎসব দেখি লোকে অনুরাগ॥
এইরূপে শত যজ্ঞ কৈলা নৃপবর।
অবশেষ যজ্ঞ-অশ্ব নিল পুরন্দর॥
ভস্ম বিভূষিত অঙ্গ রক্ত বস্ত্র ধরি।
তপস্বীর বেশে ইন্দ্র নিল অশ্ব হরি॥
অত্রিমুনি চিনাইল পৃথুর কুমারে।
তপস্বীর বেশে অশ্ব হরে পুরন্দরে॥
রাজার কুমার তবে জিনি দেবরাজ।
আনিল বাপের অশ্ব ইন্দ্র পাইল লাজ॥
পুনরপি হয়্যা ইন্দ্র কপট তপস্বী।
হরিতে রাজার অশ্ব দেখে অত্রি ঋষি।
রাজার কুমার তুমি বধি শচীপতি।
ঘোড়া আনি যজ্ঞ রক্ষা কর মহামতি॥
রাজার কুমার তবে যুড়ে ধনুর্ব্বাণ।
মুনিগণে রক্ষা কৈলা ইন্দ্রের পরাণ॥
জিনিঞা আনিল অশ্ব নিজ ভুজবলে।
বিজিতাশ্ব নাম তার থুইলা সকলে॥
কপট তপস্বী বেশ হৈলা শচীপতি।
সে বেশ ধরিব যত পাষণ্ড কুমতি॥
শত যজ্ঞ পৃথুরাজা কৈল সমাধানে।
শতক্রতু নাম তার হৈল তে-কারণে॥
বসন ভূষণ অন্ন দিয়া বহু ধন।
দেবগণ মুনিগণ পূজিল ব্রাহ্মণ॥
চণ্ডাল পর্য্যন্ত পূজা কৈল সর্ব্বজনে।
চলিলা সকল জন হরষিত মনে॥
মুনিগণ চলিল করিয়া আশীর্ব্বাদ।
চলিলা দেবতাগণ করিয়া প্রসাদ॥
বহুবিধ বর দিয়া চলিলা শ্রীহরি।
রাজসিংহ রহিল গোবিন্দে চিত্ত ধরি॥
উদ্দেশে করিয়া রাজা কৃষ্ণে নমস্কার।
ধর্ম্মে চিত্ত দিয়া কৈল রাজ্য অধিকার॥
মহাযোগে বহু জন্ম কৈল কর্ম্মনাশ।
দেহ গেহ সম্পদে নহিল বিশোয়াস॥

হরিভক্তি বিনে লোকে নাহি ওয়ায় আন ।
সর্ব্বলোকে করাইল কৃষ্ণগুণ গান ॥
ব্রাহ্মণ-চরণ-পূজা বৈষ্ণব-সেবন ।
শরীর পর্য্যন্ত কৈল দ্বিজে সমর্পণ ॥
এইরূপে পৃথিবী পালেন পৃথুপাল ।
একদিন আল্যা চারি ব্রহ্মার কুমার ॥
সনক সনন্দ আর সনৎকুমার ।
সনাতন নামে চারি মুনি অবতার ॥
তা-সভা দেখিয়া চারি মহাযোগেশ্বর ।
সভাসদে পৃথুরাজা উঠিলা সত্বর ॥
ভূমিতে পড়িয়া কৈল দণ্ডপরণামে ।
বসাইল আসনে পূজি আতিথ্য বিধানে ॥
কর যোড়ি বলে রাজা বিনয় বচন ।
শুন চারি যোগেশ্বর ব্রহ্মার নন্দন ॥
তোমার চরণে মোর এই নিবেদন ।
শরীর পর্য্যন্ত মোর দ্বিজে সমর্পণ ॥
কি দিয়া পূজিমু মুঞি চরণ তোমার ।
দ্বিজশেষ বিনে কিছু নাহি বলিবার ॥
সভে প্রণিপাত আছে পূজিতে সম্ভার ।
জানিঞা ক্ষমিহ দোষ ব্রহ্মার কুমার ॥
রাজার বচন শুনি চারি যোগেশ্বর ।
তুষ্ট হয়্যা প্রশংসিল রাজারে বিস্তর ॥
তত্ত্ব উপদেশ কৈল সনৎকুমার ।
অন্তরীক্ষে চলে চারি মুনি অবতার ॥
তত্ত্ব উপদেশ পায়্যা পৃথু নরপতি ।
ভজিল মুকুন্দপদ একান্ত ভকতি ॥
হরিভক্তি বিনে চিত্তে না চিন্তিল আন ।
সপ্তদ্বীপ অধিকারে নৈল অবধান ॥ (১)
তবু তার কোথাহ নহিল দণ্ডভঙ্গ ।
সুত দার শরীরে না হৈল তার সঙ্গ ॥
এইরূপে রাজ্যভোগ কৈল কথোকাল ।
বৃদ্ধভাব শরীরে দেখিল আপনার ॥
পুত্রে রাজ্য দিয়া রাজা গেলা তপোবনে ।
যোগবলে তেজে রাজা শরীর-বন্ধনে ॥
অর্চ্চি মহাদেবী প্রবেশিল হুতাশনে ।
পতি সহে পতিলোকে গেলা সেইক্ষণে ॥
ধন্য ধন্য সুরলোকে উঠিল বাখান ।
বৈকুণ্ঠ চলিল রাজা ভকত-প্রধান ॥
ধন্য পুণ্য শোকহর দুঃখবিনাশন ।
সকল সম্পদ হয় দুরিত খণ্ডন ॥
পৃথুর চরিত্র ভাই শুন সাবধানে ।
শুনিলে সম্পদ বাড়ে পাপবিমোচনে ॥
ভাগবত-আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী ।
শুন সাবধানে লোক কৃষ্ণগুণবাণী ॥

---

(১) পাঠান্তর,—
"সর্ব্বলোক করাইল হরিগুণ গান"।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে চতুর্থ স্কন্ধে
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায় ॥

গোণ্ডকিরী রাগ ।

বিজিতাশ্ব রাজা হৈলা পৃথুর কুমার ।
সাগর পর্য্যন্ত তার রাজ্য অধিকার ॥
ইন্দ্রকে জিনিয়া অশ্ব আনিল যে কালে ।
অন্তর্দ্ধান গতি তারে দিল পুরন্দরে ॥
অন্তর্দ্ধান পুত্র হৈল নাম হবির্দ্ধান ।
রাজা হয়্যা নৈল তার রাজ্যে অবধান ॥
নিরন্তর ভক্তি রাজা কৈল দামোদরে ।
যোগবলে তনু তেজি গেল বিষ্ণুপুরে ॥
ছয় পুত্র হৈল তার মহা বলবান্ ।
প্রাচীনবর্হি নামে পুত্রের প্রধান ॥
কর্ম্মকাণ্ডে হৈল তার দৃঢ়তর মতি ।
পূর্ব্ব অগ্রে কুশে আচ্ছাদিল বসুমতী ॥
প্রাচীনবর্হি নাম এই সে কারণে ।
দান ব্রত তপ যজ্ঞ করে দৃঢ় মনে ॥
তার দশ পুত্র হৈল প্রচেতস নামে ।
বাপে আজ্ঞা দিল সৃষ্টি করহ সৃজনে ॥

শিরে আজ্ঞা ধরি গেলা তপ করিবারে।
হর সনে দরশন হৈল হেন কালে ॥
শঙ্কর দেখিয়া তারা কৈল প্রণিপাত।
হর তুষ্ট হয়্যা কৈল পরম প্রসাদ ॥
আমি জানি তুমি সব কৃষ্ণ-পরায়ণ।
তে কারণে পথে আসি দিলু দরশন ॥
আমার বান্ধব নাহি হরিভক্ত বিনে।
সতত বৈষ্ণব সঙ্গ করিয়ে যতনে ॥
শত জন্ম স্বধর্ম্ম করিয়ে নিরন্তর।
তবে ত ব্রহ্মত্ব পায় শুদ্ধ কলেবর ॥
তবে আমা পাইতে পারে তবে বিষ্ণুপদ।
তে-কারণে জগতে দুর্লভ ভাগবত ॥
মন্ত্র উপদেশ কহি ধর দৃঢ় মনে।
এই মন্ত্র জপিয়া ভজিহ নারায়ণে ॥
এই মন্ত্র জপিয়া করিহ এই ধ্যান।
এই বিধি ধর তুমি এই অনুষ্ঠান ॥
এই স্তব স্তবিয়া স্তবিহ ভগবান।
এতেক বলিয়া শিব কৈলা অন্তর্দ্ধান ॥
শিবমুখে পাইল যদি তত্ত্ব উপদেশ।
দশ প্রচেতস কৈল সাগরে প্রবেশ ॥
জলের ভিতরে থাকি অযুত বৎসর।
গোবিন্দ ভজিল তপ করি নিরন্তর ॥
প্রাচীনবর্হিহ রাজা কর্ম্ম পরায়ণ।
জানিঞা আইলা তথা নারদ তপোধন ॥
পুছিলা নারদ তবে শুন নৃপবর।
কর্ম্ম হৈতে দেখ তুমি কেমন কুশল ॥
সুখের বিনাশ হয় দুঃখ উতপতি।
কর্ম্ম হৈতে না দেখি তোমার সুখগতি ॥
রাজা বলে আমি কিছু না জানি মরম।
কিরূপে নিস্তার হয় কহ তপোধন ॥
রাজার বচন শুনি ব্রহ্মার কুমার।
দেখাইল রাজারে তবে মহা চমৎকার ॥
যজ্ঞে যত পশু বধ কৈল নরেশ্বর।
অস্ত্র ধরি রহে তারা রাজার গোচর ॥
কাটিব ছেদিব বলি করে মহানাদ ॥
বড় ভয় পাইল রাজা দেখিয়া প্রমাদ।
তবে মুনি কহিল পুরাণ ইতিহাস।
জীবের শরীরধর্ম্ম যাহাতে প্রকাশ ॥
পুরঞ্জন উপাখ্যান কহিব বিস্তারি।
বুঝাই তোমারে শুন চিত্ত স্থির করি ॥
পুরঞ্জন নামে এক আছিল নৃপতি।
অবিজ্ঞাত নামে তার সখা মহামতি ॥

সে রাজা পৃথিবীতল কৈল পর্য্যটন।
বসিবার তরে স্থল কৈল নিরূপণ ॥
একে একে ভ্রমিলা সকল পুরে পুরে।
আপনার যোগ্য স্থান না দেখে সংসারে ॥
হিমালয় পর্ব্বতের আসিয়া দক্ষিণে।
একখানি দিব্য পুরী দেখিল নয়নে ॥
নয়খানি দুয়ার পুরীর সুশোভন।
চারি পাশে প্রাচীর সুন্দর উপবন ॥
ভয়ঙ্কর গড়খাই চৌদিগে বেষ্টিত।
পতাকা তোরণ ধ্বজ দেখি সুশোভিত ॥
স্ফটিক বিদ্রুম মণি মরকত স্থল।
কাঞ্চননির্ম্মিত ঘর শোভে থরেথর ॥
সভাঘর ক্রীড়াঘর চত্বরে চত্বরে।
বিবিধ পসার ঘর শোভে থরে থরে ॥
বিদ্রুমরচিত পথ রতন-সোপান।
সারি সারি শোভে ঘট কাঞ্চননির্ম্মাণ।
পুণ্য-জল দীঘি সরোবর মনোহর।
অলিকুল বিহগ শবদ কোলাহল ॥
হেন দিব্য পুরী দেখি রাজা পুরঞ্জন ॥
দ্বারেতে দাঁড়ায়্যা রাজা চিন্তে মনেমন।
হেন কালে তথা এক আইল্যা দিব্য নারী
দিব্য মূর্ত্তি দশ ভৃত্য নিজ সঙ্গে করি ॥
এক এক জনার শতেক জন সঙ্গ।
পঞ্চশির নামে তার প্রহরী ভুজঙ্গ ॥
আপনার যোগ্যপতি চাহিয়া বেড়ায়।
হেন দিব্য নারী গিয়া মিলিল তাহায় ॥
সুন্দরী দেখিয়া বীর বোলে কোন বাণী।
কোথা হৈতে কোথা যাহ কাহার রমণী ॥
কি নাম তোমার তুমি কাহার দুহিতা।
দিব্যরূপ বেশধরা সর্ব্বগুণযুতা ॥
কে হয় তোমার সঙ্গে এই দশ জন।
দাস দাসীগণ লৈয়া ভ্রম কি কারণ ॥
নারীগণ সঙ্গে দেখি বনিতা কাহার।
আগে আগে যায় সর্প কি নাম ইহার ॥
হরের পার্ব্বতী কিংবা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী।
দেখিয়ে সাক্ষাতে যেন লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ॥
কমলচরণে কর পৃথিবী সঞ্চার।
হেন বুঝি যোগ্যবর চাহ আপনার ॥
এই পুরী ভূষণ করিয়া তুমি রহ।
ইচ্ছা যদি কর তুমি বোল দুই কহ ॥
রাজার বচন শুনি হাসিয়া সুন্দরী।
কহিতে লাগিলা নারী লজ্জা পরিহরি ॥

কিঙ্কর কিঙ্করীগণ আমার সংহতি।
পুরঞ্জনী নাম ধরি জগতে খেয়াতি॥
যে দেখ আমার আগে সর্প ভয়ঙ্কর।
জাগিয়া আমার আগে থাকে নিরন্তর॥
ভাগ্যে দরশন আজি ঘটিল তোমার।
আমা লয়্যা কামভোগ কর চিরকাল॥
ভজিলুঁ তোমারে আমি শুন নরেশ্বর।
এই পুরী পরবেশি রহ নিরন্তর॥
নবমুখী পুরীখান দেখিতে সুন্দর।
ইহাতে প্রবেশি থাক শতেক বচ্ছর॥
তোমা বিনে আমি বর না বরিব আন।
নিতি নিতি নানাভোগে করিব যোগান॥
তোমাকে ভজিলে দেখি সর্ব্বত্র কল্যাণ।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ হৈব উপাদান॥
পুত্র পৌত্র সুখভোগ মিলিব সকল।
জগত ভরিয়া যশ রহিব বিস্তার॥
ইহলোক পরলোক সকল সাধিব।
পিতৃদেব গুরুগণ ব্রাহ্মণ ভজিব॥
গৃহস্থ আশ্রম শ্রেষ্ঠ বলে সর্ব্বজনে।
না ভজিব পতি আন পতি তোমা বিনে।
গৃহধর্ম্ম করিব সাধিব সর্ব্ব সিদ্ধি।
জানিঞা ভজিলুঁ আমি তোমা গুণনিধি॥
এতেক বচন বলি তাঁরা দুঁহে মিলি।
আনন্দ রহিল পুর পরবেশ করি॥
পুরীর উপরে সাত বিচিত্র দুয়ার।
হেটে আর দুই খান দুয়ার বিশাল॥
পাঁচ খান দ্বার তার পুরীর সম্মুখে।
দুইখান দুয়ার দক্ষিণ বামভাগে॥
গতাগত করে রাজা এ নব দুয়ারে।
যার যে যে নাম রাজা কহিব তোমারে॥
আবির্ম্মুখী খদ্যোত (১) এই দুই যার নাম।
সে দুয়ারে যবে রাজা করয়ে পয়াণ॥
সূর্য্য সখা করিয়া উজ্জ্বল দেশে যায়।
এইরূপে পুরঞ্জন আনন্দে বেড়ায়॥

(১) আবির্ম্মুখী,—প্রকাশবহুল দক্ষিণ নেত্র। খদ্যোত,—স্বল্পপ্রকাশ বাম চক্ষু।

নলিনী নালিনী (১) দুই সম্মুখে দুয়ার।
সে দুয়ারে যদি রাজা করয়ে সঞ্চার॥
সুগন্ধি নগরে যায় বায়ু সখ্য করি।
মুখ্যা মুখ প্রথম দুয়ারে নাম ধরি॥
সে দুয়ারে করে রাজা নানা উপভোগ।
বরুণ মিত্রের সহে করিয়া সংযোগ॥
পিতৃহূ দেবহূ (২) নাম এ দুই দুয়ার।
উত্তর দক্ষিণে তার সঞ্চার বেভার॥
আকাশ করিয়া সখ্য যায় পুরঞ্জন।
দক্ষিণ উত্তর দেশে করয়ে ভ্রমণ॥
পাছে যে দুয়ার নাম আসুরী তাহার।
সে দুয়ারে করে রাজা মৈথুন আচার॥
আর এক দুয়ার নির্ঋতি যার নাম।
সে দুয়ারে করে রাজা যদ্যপি পয়াণ॥
সে দুয়ারে পুরঞ্জন করে মলত্যাগ।
এইরূপে সুখে বৈসে রাজা মহাভাগ॥
বিষূচীন (৩) সঙ্গে রাজা অন্তঃপুরে বৈসে।
ক্ষণে শোক মোহ ক্ষণে থাকয়ে হরিষে॥
পুত্র দার ধন হেতু নানা উৎপাত।
নিতি নিতি ধর্ম্ম করে না পায় সোয়াস্ত॥
যে যে ইচ্ছা করে নারী আনিঞা যোগায়।
অবুধ বঞ্চিত রাজা নানা দুঃখ পায়॥
পুরঞ্জনী কৈল যদি লঙ্ঘন ভোজন।
তবে অন্ন পানি খায় রাজা পুরঞ্জন॥
সে যদি কান্দিলে কান্দে হাসিলে হাসয়ে।
সে যদি বোলয়ে কিছু বিনয়ে বোলয়ে॥
সে যদি চলয়ে তার পাছে চলি যায়।
সে যথা বৈসয়ে তার সম্মুখে দাণ্ডায়॥
সে যদি শয়ন করে করয়ে শয়ন।
এইরূপে নিজ পুরে বৈসে পুরঞ্জন॥
ধীরশিরোমণি শ্রীগদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যে মধুরস-গান॥

(১) নলিনী ও নালিনী,—বাম ও দক্ষিণ নাসাপুট।

(২) পিতৃহূ,—দক্ষিণ কর্ণ। দেবহূ—বাম কর্ণ।

(৩) বিষূচীন,—সর্ব্বতোমুখ মন।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে চতুর্থ স্কন্ধে
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মৃগয়া করিতে রাজা ইচ্ছয়ে যখনে।
দিব্য রথে চড়িয়া নৃপতি যায় বনে॥
নানা পরিচ্ছদে রথ করিয়া সাজন।
মৃগয়া করিতে চলে রাজা পুরঞ্জন॥
পঞ্চ ঘোড়া দুই চক্র রথের সাজনা।
দুই ঈশ তিন বাঁশে করিয়া কাছনি॥
এক বাগ এক চাবুক একখানি ঘর।
পঞ্চ প্রহরণ পঞ্চ বিক্রম প্রখর॥
হেন দিব্যরথে চড়ি রাজা পুরঞ্জন।
পঞ্চ পরকারে বনে করয়ে ভ্রমণ॥
দিব্য অস্ত্র বাণ ধনু ধরে নরেশ্বর।
মৃগয়া করিতে বুলে বনের ভিতর॥
ধরিয়া আসুরী বুদ্ধি রাজা পুরঞ্জন।
তিরি ঘর ছাড়িয়া বেড়ায় বনেবন॥
নানা পশু বধ রাজা করে তীক্ষ্ণবাণে।
দেবযজ্ঞ পিতৃযজ্ঞ করয়ে বিধানে॥
প্রাণিবধ করিয়া করয়ে পুণ্য কর্ম্ম।
প্রাণিবধগত দোষ না বুঝে অধর্ম্ম॥
অহঙ্কারে যে জন করয়ে পরহিংসা।
নরকে গমন তার না করি প্রশংসা।
শশক শল্লক মৃগ মহিষ শূকর।
নানা অস্ত্রে নানা পশু বধিল বিস্তর॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় রাজা শ্রমিত শরীর।
বাহুড়িয়া নিজপুরে গেল মহাবীর॥
স্নান পান করিয়া বসিলা রাজাসনে।
অঙ্গ বিভূষণ কৈলা বসন ভূষণে॥
হৃষ্টচিত্ত হৈয়া রাজা বসিলা আসনে।
নিজ মহাদেবী হৈল স্মঙরণ মনে॥
বিচারিয়া চাহিলা রমণী নাহি ঘরে।
দাসীগণে আনিঞা পুছিলা নরেশ্বরে॥
কোথা গেলা মোর প্রিয়া কহ উপদেশ।
কহ সব দাসীগণ কি জান বিশেষ॥
দাসীগণ বলে রাজা শুন বিবরণ।
তোমার সুন্দরী আছে করিয়া শয়ন॥
ভূমেতে পড়িয়া আছে উত্তর না করে।
অন্ন পানি নাহি খায় বচন না ধরে॥
তবে রাজা ধীরে ধীরে দাণ্ডাঞা নিয়ড়ে।
বিনয়ে বোলয়ে কিছু প্রবোধ উত্তরে॥
মুখানি তুলিয়া চাহ পরিহর খেদ।
তিলেক সহিতে নারি তোমার বিচ্ছেদ॥

বিষাদ ভাবিয়া দেবি আছ কি কারণ।
কে তোমার কৈল দেবী পীরিতি লঙ্ঘন॥
তার দণ্ড করিব ব্রাহ্মণ মাত্র বিনে॥
কভু দণ্ড না করিব ভক্ত সাধুজনে।
কেহ বা করিয়া থাকে যদি আজ্ঞাভঙ্গ।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব বিনে করি তার দণ্ড॥
মলিন বসন ধর মলিন বদন।
কহ মহাদেবি তুমি দুঃখের কারণ॥
পুরঞ্জন-বচন শুনিঞা পুরঞ্জনী।
সম্ভাষিয়ে-রাজারে বোলয়ে প্রিয়বাণী॥
এইরূপে দুঁহে মেলি রতিভোগ করে।
কত দিন রাত্রি যায় চিন্তে নাহি ধরে॥
কামে বিমোহিত রাজা হরল গেয়ান॥
কতকাল বহি যায় নাহি অবধান॥
মজিয়া রহিল রাজা গৃহ-অন্ধকূপে।
অর্দ্ধেক বয়স বহি গেল এইরূপে॥
একাদশ শত পুত্র হৈল মহাবলী।
ত্রয়োদশ এক শত জন্মিল কুমারী।
আনিঞা উত্তম বর কন্যা সমর্পিল।
কন্যাগণ আনিঞা পুত্রকে বিভা দিল॥
এক শত পুত্র হৈল এক পুত্র ঘরে।
পুত্র পৌত্রে পুরঞ্জন বাঢ়িল কুশলে॥
ধনরাজ্য বিভজিয়া দিল পুত্রগণে।
যজ্ঞ করি কৈল দেব-পিতৃ আরাধনে॥
পশু বধ করিয়া দেব-পিতৃ আরাধিল।
দান ব্রত করিয়া বিস্তর কাল নিল॥
হেনকালে আইল এ কাল বিদ্যমান।
চণ্ডবেগ নামে এক গন্ধর্ব্ব প্রধান॥
তিন শত ষাটি গন্ধর্ব্ব সঙ্গে করি।
তিন শত ষাটি গন্ধর্ব্বগণ নারী॥
শুক্ল কৃষ্ণ বরণ গন্ধর্ব্বগণ ধরে।
বেঢ়িয়া গন্ধর্ব্বগণ রাজপুরী লোড়ে॥
চণ্ডবেগ অনুচরে ভাঙ্গে পুরীখান।
যুঝিবারে আইল প্রজাগর বলবান্॥
সাত শত কুড়িজন গন্ধর্ব্বের সঙ্গে।
নিরবধি প্রজাগর যুঝে নানা রঙ্গে॥
শতেক বৎসর ধরি যুঝে একেশ্বরে।
এইরূপে প্রজাগর পুরী রক্ষা করে॥
যুঝিতে যুঝিতে তার ক্ষীণ হৈল বল।
তবে যুদ্ধে হারিয়া রহিল প্রজাগর॥

তবে পুরঞ্জন রাজা মনে পায়্যা ভয়।
পুরীর ভিতরে থাকি চিন্তে অতিশয়॥
কিছুই করিতে নারে বকবৎ চায়।
বন্ধুগণ আনি তার আহার যোগায়॥
আছিল কালের এক কন্য দুষ্টমতি।
ত্রিভুবন চাহিয়ে বেড়ায় নিজ পতি॥
কেহ তারে না বরে দেখিয়া দুষ্টচিতা।
চাহিয়া বেড়ায় পতি কামে বিমোহিতা॥
যযাতি রাজার পুত্রে নৈল পতি করি।
তার সঙ্গে কথোদিন কৈল রতিকেলি॥
ব্রহ্মলোক হৈতে আমি আইলুঁ ক্ষিতিতলে।
আমারে বরিল পতি সেই হেনকালে॥
আমি যদি না ইচ্ছিলুঁ শাপিল পাপিনী।
এক রাত্রি একত্র কোথাহ থাক ভানি॥
তবে আমি দিল তারে পতি উপদেশ।
আমার বচনে গেল যবনের দেশ॥
যবনগণের পতি ভয় নামে জানি।
বরিল তাহাকে পতি কন্যা স্বৈরিণী॥
শুনিঞা যবন পতি কন্যার বচন।
কহিল কন্যারে তবে শুহ্য বিবরণ॥
অলক্ষিত গতি তুমি কর কাম ভোগ।
সর্ব্বলোকে হৈব কন্যা তোমার সংযোগ॥
চলুক যবনগণ নিজ সৈন্য সাথে।
প্রজ্বারের সঙ্গে ভ্রমুক অলক্ষিত পথে॥
প্রজ্বার আমার ভাই তুমি সে ভগিনী।
তোমা সভা লঞা সুখে ভ্রমিব মেদিনী॥
ভয় নামে রাজার যবন নামে সেনা।
কালকন্যা লঞা সর্ব্ব ঠাঞি দেই হানা॥
কালকন্যা প্রজ্বারে যবনগণ বেঢ়ি।
লুটিয়া পোড়াঞা ভাঙ্গে পুরঞ্জনপুরী॥
পুরী পরবেশ করি যবনের গণে।
ভাঙ্গিয়া রাজার পুরী কৈল খানখানে॥
ভয়ে তেজি গেল পুরা মিত্র বন্ধুগণ।
কাল কন্যা হরিল রাজার সব ধন॥
চিন্তিতে লাগিল রাজা মনে পাঞা ভয়।
করিতে না পারে কিছু পড়িল সংশয়॥
হতবল হয়্যা রাজা চিন্তিতে লাগিলা।
প্রজ্বার আসিয়া তার নিকটে মিলিলা॥
ভয় নামে রাজা তার করিতে পীরিতি।
পুরীখান সকল পুড়িল দুষ্টমতি॥
তবে রাজা পুরঞ্জন বন্ধুগণ লয়্যা।
দুঃখ শোক করি কান্দে ব্যাকুল হইয়া॥

যবনে বেঢ়িয়া পুরী পোড়াল্য সকল।
গন্ধর্ব্বে হরিয়া তার নৈল বুদ্ধি বল॥
কান্দে পুরঞ্জন রাজা কম্পিতহৃদয়।
গৃহকূপে পড়িয়া মজিল দুরাশয়॥
বকবৎ ধ্যান করি রহে দুরাচার।
মরিয়া কোথায়ে যামু কি হবে প্রকার
কোথায়ে রহিব মোর ভার্য্যা গুণবতী।
কুলশীলসুচরিতা পতিব্রতা সতী॥
আমি না খাইলে কিছু না খায় সুন্দরী।
নিরন্তর আমাতে থাকয়ে চিত্ত ধরি॥
আমি বিনে কোথায়ে রহিব সুত দার।
ধন জন পাত্র মিত্র এ মহী ভাণ্ডার॥
এই মত চিন্তে রাজা আকুল শরীর।
হেনকালে ভয় নামে আইল মহাবীর॥
ধরিয়া বান্ধিল রাজার ভয় মহাবলী।
তা দেখিয়া বন্ধুগণ কান্দয়ে ব্যাকুলী॥
বলে বান্ধি নৈল তারে ভয় বলবান্।
ভূমিতে পড়িয়া রহে ভাঙ্গা পুরীখান॥
যত পশু বধ রাজা কৈল যজ্ঞকালে।
তারা আসি চৌদিগে বেঢ়িল কাটিবারে॥
ধর মার করিয়া বেঢ়িল পশুগণ।
খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিল পুরঞ্জন॥
আর্ত্তনাদ করি রাজা কান্দে নিরন্তরে।
এইরূপে নিরবধি দুঃখ ভোগ করে॥
দুঃখময় সাগরে মজিল নরেশ্বর।
চিরকাল দুঃখ ভোগ করে নিরন্তর॥
ত্রিপুর সঙ্গে ভুলিয়া রহিলা নরপতি।
সঙ্গদোষে হৈল এত বড় অধোগতি॥
স্তিরিরূপ চিন্তিতে আছিল অনুক্ষণ।
স্তিরিরূপ ধরি গিয়া লভিল জনম॥
বিদর্ভ রাজার ঘরে স্তিরিরূপ ধরি।
জনমিল পুরঞ্জন স্তিরি ধ্যান করি॥
আছিল মলয়ধ্বজ পাণ্ড্যদেশ পতি।
বিভা করি নিল কন্যা সতী গুণবতী॥
এক কন্যা জনমিল তাহার উদরে।
কন্যার কনিষ্ঠ আর সাত সহোদরে॥
দ্রবিড় দেশের রাজা হৈল সাত ভাই।
সাত খান পুরী তার রহে সাত ঠাঞি॥
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ পুত্র হৈল সাত ঘরে।
যার বংশে ব্যাপিল এ মহীমণ্ডলে॥
অগস্ত্য নৃপতি বিভা কৈল কন্যাখানি।
তার গর্ভে পুত্র জনমিল মহামুনি॥

ইধ্মবাহ নামে মুনি বিদিত ভুবনে।
আছিল মলয়ধ্বজ রাজা এই মনে ॥
নিজ রাজ্য বিভজিয়া দিল পুত্রগণে।
আপনে চলিল রাজা কৃষ্ণ আরাধনে ॥
কুলাচল পর্ব্বতে রহিলা নরপতি।
তার সঙ্গে রহিলা মহিষী রূপবতী ॥
চন্দ্রসরা তাম্রপর্ণী বটোদকা জলে।
নিতি নিতি জল পান দুহে মিলি করে ॥
পুণ্যজল-মজ্জনে শোধিল কলেবর।
দেহের ধারণ হেতু কন্দমূল ফল ॥
শীত বাত বরিষণ ক্ষুধা-তৃষ্ণা সহি।
দুহে মেলি তপ করে পুণ্যতীর্থে রহি ॥
সংযম নিয়ম করি শরীর শোধিল।
তপ যোগ করি রাজা কৃষ্ণ আরাধিল ॥
ব্রহ্মে চিত্ত নিয়োজিয়া স্থির কৈল মন।
ভক্তিভাব করিয়া ভজিল নারায়ণ ॥
ঈশ্বর ইচ্ছায় পাইল গুরুউপদেশ।
জ্ঞানদীপে সাক্ষাতে দেখিল হৃষীকেশ ॥
ব্রহ্মে মন নিযোজিয়া ব্রহ্মে প্রবেশিল।
শুদ্ধভাবে তার ভার্য্যা পতিসেবা কৈল ॥
স্বামীর মরণ দেখি ভার্য্যা পতিব্রতা।
বিলাপ করিয়া কান্দে দুঃখশোকযুতা ॥
চিতা করি কাষ্ঠ দিয়া জ্বালিল আগুনি।
তাহার উপরে থুইল পতিদেহ আনি ॥
তবে দেবী কৈল সেই চিতা আরোহণ।
হেনকালে পূর্ব্ব সখা দিলা দরশন ॥

সখা বলে শুন দেবী কান্দ কি কারণে।
কেবা তুমি কার তরে কান্দ অনুক্ষণে ॥
তোমার পূরব সখা আমি গুণনিধি।
তুমি আমি একত্র থাকিয়ে নিরবধি ॥
অবিজ্ঞাত নামে আমি সেহ পাসরিলে।
আমা পাসরিয়ে তুমি এত দুঃখ পাল্যে ॥
তুমি আমি দুই হংস থাকি এক গাছে।
বিষয় বিধানে তুমি পাসরিলে পাছে ॥
আমাকে ছাড়িয়া তুমি অন্ধ হয়্যাছিলে।
বিষয়লম্পট হয়্যা সব পাসরিলে ॥
তিরিসঙ্গে নবমুখ পুরী পরবেশি।
তিরিসঙ্গে পাসরিলে নিজ গুণরাশি ॥
তে-কারণে তিরি হঞা জনম তোমার।
তুমি বা কাহার নারী দুহিতা কাহার ॥
পুরঞ্জিনী সঙ্গে তুমি হৈলে বিমোহিত।
নারীসঙ্গে হৈলে তুমি কেবল বঞ্চিত ॥
তোমার আমার নাহি তিলেক বিচ্ছেদ।
আমা সহে তোমার তিলেক নাহি ভেদ ॥
তুমি পুরঞ্জন নহ নহি পুরঞ্জনী।
সকল আমার মায়া বিচারিলে জানি ॥
দর্পণে দেখিয়ে যেন আপনার ছায়া।
বিচারিলে সত্য নহে সব দেখ মায়া (১)।
এইরূপে যদি হংসী প্রবোধিল হংস।
সেইক্ষণে হৈল তার ভববন্ধ ধ্বংস ॥
বীবশিরোমণি শ্রীগদাধর দান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান ॥

(১) পাঠান্তর,— দেবমায়া'।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে চতুর্থ-
স্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

ভাঠ্যারি রাগ।

প্রাচীনবরিহি রাজা এত বাণী শুনি।
কহিতে লাগিলা তবে তত্ত্ব নাহি জানি ॥
না বুঝি তোমার আমি হিত উপদেশ।
কর্ম্ম বিনে আমি আর না জানি বিশেষ ॥
রাজার বচন শুনি মুনি তপোধন।
প্রকাশিয়া কহিলা সকল বিবরণ ॥

চরাচর সব দেহে জীবের সঞ্চার।
পুরঞ্জনী মায়া পুরঞ্জন নাম তার ॥
যে কহিল তার সখা অবিজ্ঞাত নাম।
সে কেবল ঈশ্বর সাক্ষাৎ ভগবান্ ॥
গুণকর্ম্মে যার তত্ত্ব জানিতে না পারি।
তে-কারণে অবিজ্ঞাত তার নাম ধরি ॥

যে নারীর সঙ্গে রাজা কৈল গৃহবাস।
বুদ্ধি নাম তার সঙ্গে মনের বিলাস ॥
সখাগণ সকল ইন্দ্রিয়গণ বলি।
সখীগণ প্রাণ মন বৃত্তি অবধারি ॥
পাঁচ বিষয়ের নাম পঞ্চ পঞ্চাল।
প্রকাশিয়া কহি শুন এ নব দুয়ার ॥
দুই আঁখি দুই নাসা এ দুই শ্রবণ।
গুহ্য লিঙ্গ মুখ নবদ্বার নিরূপণ ॥
দুই আঁখি দুই নাসা পরীর সম্মুখে।
দক্ষিণ উত্তর দুই কর্ণ দুই ভাগে ॥
মুখ নামে আর এক সম্মুখে দুয়ার।
এই সাত দুয়ারে সঞ্চরে সর্ব্বকাল ॥
খদ্যোত আবির্ম্মুখী এ দুই নয়ান।
এ দুই দুয়ারে রূপ লয় গতিমান্ ॥
নলিনী নালিনী দুই নাসিকাবিবর।
এ দুই দুয়ারে গন্ধ লয় নরেশ্বর ॥
মুখ্যা নামে দুয়ার মুখের নাম ধরি।
সে দুয়ারে রস লয় রসভেদ করি ॥
পিতৃহু দেবহু দুই শ্রবণবিবর।
সে দুয়ারে শব্দভেদ লয় নিরন্তর ॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি শাস্ত্র পঞ্চ পঞ্চাল।
পিতৃযান দেবযান শ্রবণ সঞ্চার।
লিঙ্গের দুর্ম্মদ নাম অপান নির্ঋতি।
মল মূত্র সে দুয়ারে ছাড়ে জীব জাতি ॥
দুই হস্ত দুই পদ অন্ধ নাম ধরে।
গতি কর্ম্ম করে জীব সে দুই দুয়ারে ॥
অন্তঃপুর হৃদয় বুঝিব অনুমানে।
বিষূচি মনের নাম বিচারিলে জানে ॥
ইন্দ্রিয় রথের ঘোড়া রথ কলেবর।
কালগতি রথের গমন নিরন্তর ॥
তিন গুণ ধ্বজ চক্র শুভাশুভ কর্ম্ম।
পঞ্চপ্রাণ বন্ধুর জানিব তার মর্ম্ম ॥
জানিব ঘোড়ার বাগ শীঘ্রগতি মন।
রথের সারথি বুদ্ধি করায় ভ্রমণ ॥
একাদশ ইন্দ্রিয় জানিব তার সেনা।
পঞ্চ বধস্থানে গিয়া নিতি দেই হানা ॥
এইরূপে করে জীব সুখ দুঃখ ভোগ।
শতেক বৎসর সতে দেহের সংযোগ ॥
অজ্ঞানে মোহিত জীব করে অহঙ্কার।
দেহধর্ম্মে সুখ দুঃখ বলে আপনার ॥
আপনে নির্গুণ হঞা অসত্য ধেয়ায়।
মুঞি মোর বলিয়া সতত দুঃখ পায় ॥

কর্ম্ম করি লয় জীব আপন বন্ধন।
নানা দেহ ধরে জীব কর্ম্মের কারণ ॥
গুরুরূপ আপনে সাক্ষাৎ ভগবান্ ॥
গুরু না ভজিলে তার নাহি পরিত্রাণ ॥
প্রকৃতির পর জীব আপনা পাসরে।
কর্ম্ম করি শুভাশুভ শরীরে সঞ্চরে ॥
শুভ কর্ম্ম করিয়া উজ্জ্বল লোকে যায়।
ফলভোগ অবশেষে পুন দুঃখ পায় ॥
কর্ম্মফল অনুসারে নানা দেহ ধরে।
কর্ম্মভোগ কারণে বিবিধ ভোগ করে ॥
কোথাতে পুরুষ হয়ে কোথাতে বা নারী (১)।
কোন কালে রহে নপুংসক-বেশ ধরি ॥
কোন কালে হয় দেব কোন কালে নর।
পশু কীট পতঙ্গ স্থাবর কলেবর ॥
কর্ম্ম অনুরূপে জীব নানা দেহ ধরে।
কর্ম্ম অনুরূপে সুখ দুঃখ ভোগ করে ॥
কর্ম্ম অনুরূপে দেহ ধরে দুঃখময়।
কর্ম্মভোগ কারণে বিবিধ দুঃখ হয় ॥
ক্ষুধায়ে তৃষ্ণায়ে হয়ে সতত বিকল।
দীন হীন হৈয়া দুঃখ ভুঞ্জে নিরন্তর ॥
দুয়ারে দুয়ারে গিয়া ভিক্ষা মাগি খায়।
দৈবযোগে তাথে মান অপমান পায় ॥
ঘরে ঘরে ফিরে যেন কুক্কুর সমান।
কোন ঘরে অন্ন পায় দণ্ড কোন স্থান ॥
এইরূপে ভ্রমে জীব নানা কলেবরে।
ক্ষণে অধোগতি ক্ষণে উপরে সঞ্চরে ॥
এক জীব কর্ম্ম করি করে দুঃখ ভোগ।
কর্ম্ম হেতু জীবের না ঘুচে দেহযোগ ॥
কোন প্রতীকারে নহে দেহের বিচ্ছেদ।
শুভ কর্ম্মে বিকর্ম্মে কিঞ্চিত মাত্র ভেদ ॥
মাথার বোঝার ভাব সহিতে না পারি।
ক্ষণেক বিশ্রাম যেন করে কান্ধে ধরি ॥
এইরূপে জান সবে শুভ-কর্ম্ম ফল।
শুভাশুভ কর্ম্মে সভে কিঞ্চিৎ অন্তর ॥
কর্ম্ম হৈতে কভু নহে একান্ত কুশল।
শয়নে স্বপনে যেন হয় মতি জড় ॥
কোন মতে জীবের সংসার নাহি ছুটে।

---

(১) পাঠান্তর,—
"কখন পুরুষ হয় কভু হয় নারী"।

বিনি গুরু ভজিলে অজ্ঞান নাহি টুটে (১)।
হরি গুরুচরণে ভকতি যদি বাঢ়ে।
তবে সে অজ্ঞান ধ্বংস ভববন্ধ ছাড়ে॥
ভক্তিযোগ হরিকথা শ্রবণে উদয়।
শ্রদ্ধাযুক্ত না হইলে হরিকথা নয়॥
যথাতে ভকতজন সাধু মহাভাগ।
হরিগুণ শ্রবণে তথাতে অনুরাগ॥
হরি-কথা-অমৃত-সরিৎ জলপান।
শ্রবণ করিয়া যে করয়ে অবিরাম॥
শোক মোহ জরা ভয় না হয় তাহার।
সেই জনা হয় ভব সংসারের পার॥
যদি বল তবে কেন হরিগুণ-গাথা।
সব লোকে না শুনে কহিয়ে তার কথা॥
ব্রহ্মা ভব সনকাদি দক্ষ আদি করি।
পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু যোগ-অধিকারী॥
মরীচি অঙ্গিরা ভৃগু বশিষ্ঠ কুমার।
এ সব জানিতে নাহি পায়ে তত্ত্ব যার॥
এ আদি পর্য্যন্ত যার করিয়া ধেয়ান।
চিন্তিয়ে না পায় যোগী চরণ-সন্ধান॥
অনুগ্রহ করে হরি যখন যাহারে।
সেই সে প্রভুর তত্ত্ব জানিবারে পারে॥
লোকে বেদে দৃঢ়মতি ছাড়ে সেই জন।
তবে জানি অনুগ্রহ কৈল নারায়ণ॥
এ বোল শুনিয়া রাজা কর্ম্মে দৃষ্টি ছাড়।
মিছা কর্ম্মফলে বস্তু বুদ্ধি পরিহর॥
শ্রুতিসুখ কর্ম্মফলে নাহি সুখলেশ।
বৃথা কর্ম্ম করি কেন পাও নানা ক্লেশ॥
যজ্ঞধূম পান করি বৃথা দুঃখ পাও।
তত্ত্ব না জানিঞা বাপু কর্ম্মপথে ধাও॥
কুশে আচ্ছাদিলে বাপু এ মহীমণ্ডল।
পশুবধ করি কর্ম্ম কৈলে নিরন্তর।
বুঝ দেখি তাথে গতি কি হৈব তোমার॥
জন্ম মৃত্যু গর্ভবাস সভে দুঃখ সার।
সেই কর্ম্ম যাহা হৈতে তুষ্ট হয় হরি॥
সেই বিদ্যা যাহা হৈতে কৃষ্ণে মন ধরি।
সর্ব্বলোক আত্মা হরি সভার ঈশ্বর।
সর্ব্বজীব-গতি-পতি প্রকৃতির পর॥

তাঁর পদকমল সকল সিদ্ধি হেতু।
অপার সংসারসিন্ধু-পরিত্রাণ-সেতু॥
সেই প্রিয় সেই আত্মা সেই সে শরণ।
এমত একান্ত চিত্ত জানে যেবা জন॥
সেই সে পণ্ডিত গুরু সর্ব্ব তত্ত্ব জানে।
না জানিঞা অন্য বিপ্র গুরু করি মানে॥
কহিল তোমারে রাজা এই সুনিশ্চিত।
কর্ম্মপথ তেজি তুমি কৃষ্ণে ধর চিত॥
স্ত্রীঘরে স্ত্রীসুখ করে মধু সমতুল।
কাম্য কর্ম্ম করে জীব হইয়া ব্যাকুল॥
স্ত্রীঘরে নিবেসিত সতত হৃদয়।
সুখভোগ-হেতু কর্ম্ম করে দুরাশয়॥
দিন রাত্রিরূপে কালে পরমায়ু হরে।
যমপাশে আপন বন্ধন (১) না স্মঙরে॥
না কর না কর রাজা কর্ম্ম অভিলাষ।
সুখে পার হবে যদি ভজ শ্রীনিবাস॥
শ্রুতিসুখমাত্র পুত্রদার-মধুভাষা।
না কর না কর রাজা ছাড় দুষ্ট আশা॥
প্রাচীনবরিহি রাজা শুনি এত বাণী।
কহিতে লাগিলা কিছু করি যোড় পাণি।
মোর গুরুগণ সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত।
সর্ব্ব-বেদতত্ত্ব জানে কুল পুরোহিত॥
তবে কেন তাঁরা মোরে কেলা উপদেশ।
হেন বুঝি তাঁরা কিছু না জানে বিশেষ॥
হেন বুঝি বঞ্চিত কেবল ঋষিগণ।
বেদপথে বিমোহিত কর্ম্মপরায়ণ॥
রাজার বচন শুনি ব্রহ্মার নন্দন।
তত্ত্বউপদেশ তারে দিলা সেইক্ষণ॥
জীবগতি দরশিয়া কেলা অন্তর্দ্ধান।
সত্যলোকে চলিলা নারদ মতিমান্॥
প্রাচীনবরিহি রাজা নারদের স্থানে।
উপদেশ পেয়্যা কৈলা চিত্ত সমাধানে॥
পুত্রগণে কৈলা রাজ্যপদ সমর্পণে।
সর্ব্বধর্ম্ম সর্ব্বকর্ম্ম তেজে সেইক্ষণে॥
কৃষ্ণে মন ধরি রাজা গেলা তপোবনে।
কৃষ্ণ আরাধিল গিয়া কপিল আশ্রমে॥
ভক্তিভাব করিয়া ভজিল হৃষীকেশ।
কৃষ্ণময় হয়্যা কৈল কৃষ্ণে পরবেশ॥
পুরঞ্জন উপাখ্যান মুকুন্দ-চরিত।
ভুবন-পবিত্র-কথা শুক-মুখরিত॥

---

(১) অন্য পুঁথির পাঠ,—
"বিনি গুরু না ভজিলে অজ্ঞান না টুটে"
অন্যত্র,—"গুরু না ভজিলে কভু
অজ্ঞান না টুটে"।

(১) পাঠান্তর,—"বান্ধব"।

যে জন কীর্ত্তন করে ভক্তিভাবে শুনে।
ভববন্ধ নহে তার বৈকুণ্ঠ গমনে॥
ভক্তিরস-গুরু শ্রীগদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান॥

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থ স্কন্ধে
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়।

ভৈরবী রাগ।

বিদুর জিজ্ঞাসা কৈল শুন যোগেশ্বর।
দশ প্রচেতস ছিল জলের ভিতর॥
কৃষ্ণ আরাধিয়া তারা কৈল কোন্ সিদ্ধি।
সে সব কহিবে মোরে গুরু মহাবুদ্ধি॥
শুনিয়া মৈত্রেয় মুনি বিদুর-বচনে।
সে পুণ্য চরিত কহে আনন্দিত মনে॥
অযুত বৎসর থাকি জলের ভিতর।
তপ করি কৃষ্ণ আরাধিল নিরন্তর॥
তুষ্ট হয়্যা দরশন দিলা হৃষীকেশ।
গরুড়বাহনে প্রভু ধরি দিব্য বেশ॥
তবে তারা স্তুতি কৈল গদগদ বাণী।
পরম সন্তোষে বর দিলা চক্রপাণি॥
তবে তারা নিবেদিল প্রভুর চরণে।
আন বর না মাগি ভকত-সঙ্গ বিনে॥
কর্ম্ম নিবন্ধনে জন্ম হয় যথা তথা।
ভকত জনের সঙ্গে ঘটুক সর্ব্বথা॥
ক্ষণেক শঙ্কর সঙ্গে হৈল দরশন।
কৃপায় কহিল কিছু ভক্তি নিরূপণ॥
তোমা দরশন পাইল শঙ্করপ্রসাদে।
হেন সে বৈষ্ণব-সঙ্গ কে বুঝিব তত্ত্বে॥
তা-সভার বচন শুনিঞা গদাধর।
হাসিয়া সন্তোষে হরি দিলেন উত্তর॥
বাপের বচন তুমি করিলে পালনে।
রহিব নির্ম্মল যশ এ তিন ভুবনে॥
কণ্ডু মুনি প্রম্লোচা অপ্সরা সমাগমে।
জনমিল তাথে কন্যা মারিষা যে নামে॥
অপ্সরা তেজিয়া তারে গেলা মহাবনে।
কন্যা বাস দিয়া তারে রাখে বৃক্ষগণে॥
সে কন্যা ক্ষুধায় কান্দে বনের ভিতর।
অমৃত অঙ্গুলি মুখে দিলা শশধর॥
অমৃত ভোজনে তার রহিল জীবন।
তারে পরিণয় গিয়া কর দশজন॥
জনমিব তাহাতে তনয় মহাবল।
ভুজবলে শাসিব সকল ক্ষিতিতল॥
একান্ত ভকতি করি আমারে ভজিহ।
অন্তকালে তনু তেজি বিষ্ণুপদে যাইহ॥
এতেক বলিয়া হরি কৈলা অন্তর্দ্ধানে।
জলে হৈতে উঠে তবে তারা দশজনে॥
বৃক্ষগণে ব্যাপিত দেখিল এ মেদিনী।
ক্রোধ করি মুখে হৈতে জ্বালিল আগুনি॥
পোড়াঞা পৃথ্বীর বৃক্ষ কৈল ভস্মসাৎ।
হেনকালে আইলা ব্রহ্মা ত্রিভুবননাথ॥
বৃক্ষসৃষ্টি না পোড়াহ এই বাক্য ধর।
বৃক্ষগণে কন্যা দিব তারে বিভা কর॥
এ বোল বলিয়া ব্রহ্মা গেলা নিজ স্থানে।
হেনকালে কন্যা আনি দিলা বৃক্ষগণে॥
সেই কন্যা বিভা কৈল দশ সহোদর।
রাজ্যভোগ কৈল দশ সহস্র বৎসর॥
দক্ষ পুত্র জন্মাইল দশ সহোদরে।
পূর্ব্বজন্মে যারে বিড়ম্বিল মহেশ্বরে॥
শিবশাপে ছাগমুখ দক্ষের আছিল।
সে তনু ছাড়িয়া আর শরীর ধরিল॥
তবে তারা দশ ভাই ভজিল শ্রীহরি।
অন্তকালে তনু তেজি গেল বিষ্ণুপুরী॥
উত্তানপাদের বংশ কহিল বিস্তার।
কহ পরীক্ষিৎ রাজা কি কহিব আর॥
(ধন্য পুণ্য পাপহর পবিত্র আখ্যান।
কহিল চতুর্থ স্কন্ধ বিচিত্র বাখান॥)
ভক্তিরসগুরু শ্রীগদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে চতুর্থ স্কন্ধে প্রেমতরঙ্গিনী অষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮ ॥ সমাপ্তশ্চায়ং চতুর্থস্কন্ধঃ॥ ৪ ॥

পঞ্চম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়।

ক্রিয়তে পঞ্চমস্কন্ধপ্রবন্ধঃ সম্মতঃ সতাম্।
যত্রর্ষভস্তুতানন্দচরিতাম্বুধিরুজ্জ্বলঃ ॥

দেশাগ রাগ।

রাজা বোলে শুন শুক মুনি যোগেশ্বর।
প্রিয়ব্রত রাজা ছিল ধর্ম্মকলেবর ॥
পরম বৈষ্ণব রাজা মহা গুণনিধি।
কামভোগ বিলাসে বৈরাগ্য নিরবধি ॥
হেন হৈয়া কেন কৈল রাজ্য অধিকার।
ভকত জনের নহে উচিত সংসার ॥
কহ মুনি প্রিয়ব্রত রাজার আখ্যান।
সার্ব্বভৌম নরপতি ভকত-প্রধান ॥
রাজার বচন শুনি শুক মহামুনি।
ধন্য ধন্য সাধু সাধু রাজারে বাখানি ॥
স্বায়ম্ভুব মনু ছিল ব্রহ্মার তনয়।
তার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিয়ব্রত মহাশয় ॥
বাপে রাজ্য দিল তারে না কৈলা অঙ্গীকার।
দেখিল সংসার বন্ধ রাজ্য অধিকার ॥
না কৈল সংসার তিঁহো বাপের বচনে।
হেনকালে ব্রহ্মা আসি দিলা দরশনে ॥
ব্রহ্মা বলে শুন বৎস কোন্ যুক্তি কর।
কোন্ দোষে বাপের বচন নাহি ধর ॥
কহিব বৈষ্ণব ধর্ম্ম শুন সাবধানে।
মিথ্যা বুদ্ধি না করিহ আমার বচনে ॥
আমি ব্রহ্মা হর সুর মহা ঋষিগণে।
যার বশ হয়্যা আজ্ঞা বহি সর্ব্বজনে ॥
যদি যোগ তপ যজ্ঞ নানা কর্ম্ম করে।
তবুত প্রভুর কর্ম্ম খণ্ডিতে না পারে ॥
ভয় শোক সুখ দুঃখ প্রভু দিব যারে।
খণ্ডিতে না পারি আমি হর মহেশ্বরে ॥
যার বেদবাণীপাশে আছিয়ে বন্ধনে।
যাহার ইচ্ছায় কর্ম্ম করি সাবধানে ॥
নাকে দড়ি দিয়া যেন বলদ গাথনি।
আমি সব বন্দী আছি যার বেদবাণী ॥
যে কর্ম্মে যাহারে প্রভু করে নিয়োজিত।
সে কর্ম্ম সভেই করি হৈয়া সাবহিত ॥
নড়ি ধরি আনে যেন আন্ধলে হাঁটায়।
সেইরূপ সুখ দুঃখ জীবেরে ভুঞ্জায় ॥
ছয় রিপু দেহে বেসে করে বনে বাস।
না ঘুচে সংসার-ভব নহে ভব নাশ ॥
গৃহে বসি ছয় রিপু করে নিবারণ।
গোবিন্দ ভজিলে ছুটে শরীরবন্ধন ॥
ছয় রিপু জিনিব যাহার আছে মনে।
ঘরে থাকি যুদ্ধ করি জিনিব যতনে ॥
গুরু হৈলে শিষ্যে করে তত্ত্ব উপদেশ।
বুঝায় সকল ধর্ম্ম করিয়া বিশেষ ॥
সহজে সকল লোক কর্ম্মপথে চলে।
গুরু হৈলে কর্ম্ম উপদেশ নাহি বলে ॥
সুখলেশ হেতু অন্ধ নানা কর্ম্ম করে।
পরিণামে দুঃখ সভে দেখিয়ে বিচারে ॥
দুঃখময় কর্ম্ম নাহি মূঢ় জনে জানে।
আপনে জানিঞা গুরু ছাড়ায় যতনে ॥
পাছে যথা তথা রহে বনে বা মন্দিরে।
গোবিন্দ চরণ ভজি হেলে ভব তরে ॥
ভকতউত্তম তুমি পরম পণ্ডিত।
বাপের বচন লঙ্ঘ এ নহে উচিত ॥
রাজা হঞা রাজ্যভোগ মহাসুখে কর।
ছয় শত্রু জিনিঞা গোপালে ভক্তি ধর ॥ (১)
দেহ গেহে রাজ্যপদে তেজে অহঙ্কার।
ভজিয়া গোবিন্দ পদ হও ভবে পার ॥
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা গেলা নিজ স্থানে।
প্রিয়ব্রত রাজা হইল ব্রহ্মার বচনে ॥
পুত্রে রাজ্য দিয়া মনু গেলা তপোবনে,
তত্ত্ব উপদেশ পাইলা নারদের স্থানে ॥
তপ যোগ সাধিয়া ভজিল গদাধর।
বিষ্ণুপদে প্রবেশিল তেজি কলেবর ॥
প্রিয়ব্রত সপ্তদ্বীপে এক নরপতি।
নিজ ধর্ম্ম স্থাপিয়া শাসিলা বসুমতী ॥ (২)
বিশ্বকর্ম্মা কন্যা বিভা দিলা বর্হিষ্মতী।
দশ পুত্র হৈল তাথে কন্যা ঊর্জ্জস্বতী ॥
একাদশ অর্ব্বুদ বৎসর পরিমাণ।
প্রিয়ব্রত রাজ্য কৈল নৃপতি-প্রধান ॥
অস্তগিরি যাবৎ উঠিয়ে দিনকর।
তাবৎ নৃপতিসিংহ এক দণ্ডধর ॥

---

(১) পাঠান্তর,—
'ছয় রিপু জিনিঞা গোবিন্দে চিত্ত ধর'।
(২) "নিজ ভুজে শাসিল সকল বসুমতী"।

কৃষ্ণপদ-ভকতি প্রভাব যোগবলে।
সপ্তদ্বীপ নরপতি অখণ্ড মণ্ডলে॥
মনোজব রথে রাজা করি আরোহণ।
রজনী করিব দিন হেন লয় মন॥
ধরণী বেঢ়িয়া সপ্ত প্রদক্ষিণ দিল।
চতুর্মুখ আসিয়া রাজারে নিবারিল॥
রাত্রি দিন করিতে সূর্য্যের অধিকার।
ক্ষিতিতল পালিতে তোমার নিজ ভার॥
তবে ব্রহ্মা চলি গেলা আপন ভুবনে।
নিজ পুরে রাজা আইল ব্রহ্মার বচনে॥
একচক্র রথে দিল সপ্ত প্রদক্ষিণে।
সপ্ত সিন্ধু হৈল সপ্ত রথরেখা চিহ্নে॥
জম্বু প্লক্ষ শাল্মলি কুশ ক্রৌঞ্চ নামে।
শাক পুষ্কর দ্বীপ বিদিত ভুবনে॥
লবণজলধি ইক্ষুরস সুরানিধি।
ঘৃতসিন্ধু দধিসিন্ধু ক্ষীরজলনিধি॥
আর জলনিধি সাত সিন্ধু সাত নামে।
সাত দ্বীপ সাত সিন্ধু হৈলা হেনমনে॥
জম্বুদ্বীপ লবণ সমুদ্র পরিমাণে।
প্লক্ষদ্বীপ হয় তার দ্বিগুণ প্রমাণে॥
দ্বিগুণ দ্বিগুণ সিন্ধু দ্বীপের বিস্তার।
ত্রিভুবনে রহিল বিক্রম চমৎকার॥
মহা অনুভাব রাজা অতুলশকতি।
সপ্ত দ্বীপে সপ্ত পুত্রে কৈল নরপতি॥
উর্দ্ধরেতা হৈয়া তিন পুত্র গেল বনে।
পরমহংসের গতি পাইল তিন জনে॥
এইমতে কত কত হৈল মহা কর্ম্ম।
সপ্তদ্বীপে স্থাপিল সকল নিজ ধর্ম্ম॥
একান্ত ভকতি করি ভজিল গোপাল।
ভকতজনের সঙ্গ কৈল সর্ব্বকাল॥
পরম বৈরাগ্য তবে জন্মিল হৃদয়।
বিষয়-লম্পট মুঞি হৈলুঁ অতিশয়॥
স্ত্রীর সঙ্গে রাজ্যভোগ গেল এতকাল।
না ভজিলুঁ জগন্নাথ নহিল নিস্তার॥
পুত্রে রাজ্য বিভজিয়া তেজিল সংসার।
প্রবেশিলা তপোবনে মনুর কুমার॥
সে হেন সম্পদ ভোগ ছাড়িয়া বসতি।
কৃষ্ণগতি পাইল রাজা সাধিয়া ভকতি॥
দশ পুত্র প্রধান অগ্নীধ্র নাম যার।
জম্বুদ্বীপে হৈল তার রাজ্য অধিকার॥
গুণশীল বলবীর্য্য বাপের সমান।
পৃথুনিজ জে থিবী শাসিল বলবান্॥

পুত্রকামে তপ কৈল পর্ব্বতগহ্বরে।
পূর্ব্বচিত্তি অপ্সরা পাঠাল্য দামোদরে॥
তার সঙ্গে বিহার করিল নিরবধি।
রাজ্যভোগ কৈল লক্ষ বৎসর অবধি॥
নব পুত্র হৈল তার মহা ধনুর্দ্ধর।
পূর্ব্বচিত্তি গেল তবে প্রভুর গোচর॥
অগ্নীধ্র তেজিল তনু অপ্সরা ধেয়ানে।
চলিল অপ্সরালোকে দেবের ভবনে॥
নব খণ্ডে জম্বুদ্বীপে নব নরপতি।
নব পুত্রে শাসিল সকল বসুমতী॥
জ্যেষ্ঠপুত্র নাভি নামে তাহাতে প্রধান।
জম্বুদ্বীপে রাজা হৈল মহা বলবান্॥
পুত্রকামে যজ্ঞ করি ভজিল শ্রীহরি।
কৃষ্ণ দরশন দিলা দিব্যরূপ ধরি॥
সগণে প্রণাম স্তুতি কৈলা নরেশ্বর।
জয় জয় নমো নমো প্রণতি বিস্তর॥
তুষ্ট হয়্যা বর দিলা প্রভু দামোদর।
হইব তোমার পুত্র নর কলেবর॥
জগতে তোমার যশ করিব বিস্তার।
হইব তোমার পুত্র অংশ অবতার॥
এতেক বলিয়া প্রভু হৈলা অন্তর্দ্ধান।
নাভি রাজা পৃথিবী শাসিল বলবান॥
শুভকালে জনমিল নাভির তনয়।
অংশ অবতার কৈল প্রভু দয়াময়॥
শৌর্য্য বীর্য্য যশ গুণের নিধান।
রাখিল ঋষভ নাম পিতা মতিমান্॥
পুণ্যকালে পুত্রে রাজ্য কৈল সমর্পণে।
নাভি রাজা গেলা তবে পুণ্য তপোবনে।
বিশালা নদীর তীরে কৃষ্ণ আরাধিল।
অন্তে তনু তেজি কৃষ্ণপদে প্রবেশিল॥
বসিলা ঋষভদেব রাজসিংহাসনে।
নিজ ধর্ম্ম স্থাপিয়া পালিলা প্রজাগণে॥
গুরুভক্তি লওয়াইলা সেবি গুরুগণ।
দেব দ্বিজ বৈষ্ণব সেবিল অনুক্ষণ॥
জন্মিল শতেক পুত্র ভরতপ্রধান।
বৈষ্ণব বলিতে নাহি ভরত সমান॥
উর্দ্ধরেতা নব পুত্র মহা যোগেশ্বর।
অন্তরীক্ষে নব মুনি চলিল সত্বর॥
নব খণ্ডে নব পুত্র নব নরপতি।
নিজ ধর্ম্ম স্থাপিয়া শাসিল বসুমতী॥
একাশী কুমার হৈল কর্ম্মপরায়ণ।
যজ্ঞশীল কর্ম্মশীল শোত্রিয় ব্রাহ্মণ॥

আপনে ঋষভদেব বিষ্ণু অবতার।
নিজ ধর্ম্ম জগতে করিল পরচার ॥
শত যজ্ঞ করিয়া ভজিল নারায়ণে।
সর্ব্বকালে সর্ব্বসুখ দিল সর্ব্বজনে ॥
শিখাল্য সকল লোকে ভক্তি উপদেশ।
ভক্তিযোগ কহি লোকে বুঝাল্য বিশেষ ॥
নরদেহে কামভোগ উচিত না হয়ে।
কামভোগী নারকীরে নরক মিলয়ে ॥
কৃষ্ণভক্তি সাধিব মানুষ দেহ ধরি।
অন্তর শোধিব ব্রহ্মসুখ অধিকারী ॥
ভকত জনের সেবা মুকতি দুয়ার।
তিরিসঙ্গী সঙ্গ হৈলে নরক সঞ্চার ॥
শান্ত সমচিত্ত সর্ব্বভূত-হিতকারী।
সেই সে ভকত জন জানিব বিচারি ॥
আমাতে পীরিতি যেবা করে দৃঢমনে।
আমি ইষ্ট বন্ধু তার আমি প্রিয়জনে ॥
আহার শৃঙ্গার যার সতত বাসনা।
তার সঙ্গে পীরিতি না করে যেই জনা ॥
সুত দার রিপু বিত্ত গৃহে দৃঢ় মতি।
তার সঙ্গে যার নহে কবহু পীরিতি ॥
প্রযোজন অবধি তাহার সঙ্গ করে।
সেই জনে জান সাধু বিষ্ণুকলেবরে ॥
দেহের পীরিতি হেতু যে যে কর্ম্ম করি।
সেই সেই বিকর্ম্ম বুঝিহ অবধারি ॥
পুনঃপুনঃ দেহবন্ধ হয় যাহা সনে।
সেই সেই বিকর্ম্ম বুঝিব অনুমানে ॥
তত্ত্বজ্ঞান যাবৎ জিজ্ঞাসা নাহি করে।
গতাগত দুঃখ তার তাবৎ না ছাড়ে ॥
যাবৎ জীবের কর্ম্ম করি দৃঢ় মন।
তাবৎ না ঘুচে তার শরীরবন্ধন ॥
যাবৎ আমার সঙ্গে প্রেম নাহি হয়।
তাবৎ না ঘুচে তার এ ঘোর সংশয় ॥
প্রকৃতি পুরুষ সহে শরীর বন্ধন।
এই বোল বুঝিয়া তেজয়ে বুধজন ॥
সুত বিত্ত গৃহে দারে না করি পীরিতি।
যার সঙ্গে ভববন্ধে হয় দৃঢ় মতি ॥
হরিগুরুচরণে ভকতি হয় যার।
বিষয়ে বৈরাগ্য হয়ে ভবে হয় পার ॥
সতত ভকত সঙ্গে হরিকথা কহে।
হরিগুণ কীর্ত্তনে সাধুর সঙ্গে রহে ॥
দেহ গেহে নহে যার প্রেম অনুবন্ধ।
এ সব জনের কভু নহে ভববন্ধ ॥

গুরু হৈলে শিষ্যে করে তত্ত্ব উপদেশ।
বুঝাহ সকল ধর্ম্ম করিয়া বিশেষ ॥
সহজে সকল লোক কর্ম্মপথে চলে।
গুরু হৈলে কর্ম্ম উপদেশ নাহি বলে ॥
সুখলেশ হেতু জন্তু নানা কর্ম্ম করে।
পরিণামে দুঃখ সভে দেখিবে বিচারে ॥
দুঃখময় কর্ম্ম নাহি মূঢ় জনে জানে।
আপনে জানিঞা গুরু ছাড়ায় যতনে ॥
গুরু নহে পিতা নহে নহে বন্ধু জন।
মাতা নহে পতি নহে নহে দেবগণ ॥
যদি খণ্ডাইতে নারে মরণ সংশয় (১)।
কিবা গুরু কিবা পতি কেহ কারো নয় ॥
চরাচর জীব শ্রেষ্ঠ যাথে জীব বৈসে।
জানিব তাহাতে শ্রেষ্ঠ যাথে জ্ঞান আছে ॥
তাহাতে জানিব শ্রেষ্ঠ মানুষ জনম।
বুঝিব তাহাতে শ্রেষ্ঠ সুর সিদ্ধগণ ॥
তাহার প্রধান জান মুনি যোগেশ্বর।
তাহার প্রধান হয় হর মহেশ্বর ॥
তাহার প্রধান হয় ব্রহ্মা প্রজাপতি।
সভার প্রধান আমি বিষ্ণু সুরপতি ॥
আমার প্রধান হয় দ্বিজকলেবর।
ব্রাহ্মণপ্রসাদে আমি বিষ্ণু সুরেশ্বর ॥
ব্রাহ্মণের মুখে আমি করিয়ে ভোজন।
ব্রাহ্মণপ্রসাদে সৃষ্টি করিয়ে পালন ॥
ব্রাহ্মণ পূজিহ ভক্তি করিহ ব্রাহ্মণে।
প্রণাম করিহ দ্বিজ-বৈষ্ণব চরণে ॥
সেই সে আমার পূজা ভক্তি আরাধন।
বুঝিয়া ভজিহ দ্বিজ-বৈষ্ণব-চরণ ॥
এইরূপে নানা ধর্ম্ম লোক শিক্ষা করি।
স্থাপিল ভরতে রাজ্য অভিষেক করি ॥
শতেক পুত্রের জ্যেষ্ঠ ভরত কুমার।
তার তরে দিল রাজা রাজ্য অধিকার ॥
আপনে ঋষভদেব ধরি মুনিবেশ।
বৃক্ষছাল পরিলা পিঙ্গল জটা কেশ ॥
যেন উনমত অবধূত দুরাচার।
লোকধর্ম্ম বেদপথ তেজিল আচার ॥
শৌচ আচমন স্নান তেজিল বসন।
যেন অন্ধ বধির করয়ে পর্য্যটন ॥
বিষ্ঠামূত্র লেপিত ধূসর কলেবরে।
আপনে ঈশ্বর হৈয়া হেন কর্ম্ম করে ॥

(১) পাঠান্তর,—"মৃত্যুযমভয়" "মনের সংশয়"।

লোক বুঝাইতে প্রভু হেন বেশ ধরে।
কেহ জানি কোথাহ কাহার সঙ্গ করে॥
সঙ্গ হৈতে জনম মরণ দুঃখভার।
সঙ্গদোষে না ঘুচয়ে এ ঘোর সংসার॥
এ বোল বুঝিয়া জানি কেহ সঙ্গ করে।
লোক বুঝাইতে প্রভু হেন বেশ ধরে (১)॥

(১) পাঠান্তর,—"হেন সঙ্গ করে"।

ভূধর্ম্ম লওয়াইতে ঋষভ অবতার।
আপনে করিয়া কর্ম্ম বুঝায় সংসার॥
ঋষভ-চরিত্র লোক শুন সাবধানে।
শুনিলে দুরিত হরে ভব বিমোচনে॥
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-বাণী।
ভাগবত-কথা কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পঞ্চমস্কন্ধে
প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ধানশী রাগ।

মহাভাগবত রাজে ভরত বসিল রাজ্যে
শাসিল সকল ক্ষিতিতলে।
ভারতবরিষ করি নিজ অধিকারে ধরি
যশ থুইল ভুবনমণ্ডলে॥
বহুবিধ যজ্ঞ কৈল কৃষ্ণপদ আরাধিল
পঞ্চ পুত্র হৈল মহাবল।
কৃষ্ণনাম গুণগান স্তুতি পূজা জপ ধ্যান
রাজ্য কৈল অযুত বৎসর॥
রাজ্যখণ্ড বিভজিয়া পুত্রে অভিষেক কর্য়া (২)
ভরত চলিল তপোবনে।
চক্র নদী নাম যথা পুলহ আশ্রম তথা
ভরত রহিল হেন স্থানে॥
তপ যোগ সুসমাধি ভকতি প্রণতি স্তুতি
কৃষ্ণ আরাধিল নিরন্তরে।
চক্র নদী জলে মজি ত্রিকাল কেশব পূজি
ফল পত্র করয়ে আহারে॥
এককালে তীর্থজলে ভরত মজ্জন করে
জল পিতে আইল হরিণী।
বনে সিংহনাদ কৈল হরিণী তরাস পাইল
ঝাঁপ দিল চক্রনদীপানি॥
হরিণীর গর্ভ খসি যায় জল মধ্যে ভাসি
মৃগী মৈল জলের ভিতরে।
ভরত রাজা ধ্যান ছাড়ি মৃগশিশু কোলে করি
লঞা গেলা আপন মন্দিরে॥
পালন পোষণ করি মৃগশিশু প্রেম ধরি
ভরত পাসরে নিজ ধর্ম্ম।

(২) পাঠান্তর,—"পুত্রে দিল সমর্পিয়া"

হরিণে আসক্তি করি অন্তকালে তনু ছাড়ি
হরিণ উদরে পাইল জন্ম॥
কৃষ্ণ আরাধন পুণ্যে জাতিস্মর হঞা জন্মে
ভয় পেয়্যা চিন্তে মনে মনে।
সকল সংসার ছাড়ি হরিণে আসক্তি করি
পশু জন্ম হৈল তে-কারণে॥
শালগ্রাম তীর্থে যাই পুণ্যজলে স্নান পান (১)
করি রাজা রহে নিরন্তর।
নিরবধি হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তন করি (২)
তেজিল হরিণ কলেবর॥
তবে পুণ্য দ্বিজ কুলে নম লভিল রাজা (৩)
জনমিঞা হৈল জাতিস্মর।
শ্রীকৃষ্ণ গুণ শ্রবণ স্মরণ শ্রীপদ ধ্যান (৪)
মনে মনে করে নিরন্তর॥
পিতা দশ কর্ম্ম কৈল নিজে বেদ পঢ়াইল
তাথে তার নহে অবগতি।
অন্ধ বধির জড় যেন রহে নিরন্তর
বুঝিয়া না বুঝে মহামতি॥
অনেক যতনে পুত্রে বুঝাইতে না পারিল
জ্যেষ্ঠ পুত্রে করি সমর্পণে।
অন্তে তনু তেজি দ্বিজ পরলোকগতি গেল (৫)
জননী পশিল হুতাশনে॥

(১) পাঠান্তর,—"পাই"। (২) "যথা"।
(৩) "হেলে"। (৪) "স্মরণ পদপূজন"।
(৫) পাঠান্তর,—
"অন্তকালে তনু তেজি, নিজ পরলোকগতি।"

জ্যেষ্ঠ ভাইগণে নানা (১) বেদধর্ম্ম পঢ়াইল
তাহাতে না কৈল অবধান।
মৃগসঙ্গ করি মৃগ শরীর ধরিল দেখি (২)
রহে জড় বধির সমান॥
শৌচ আচমন তেজি অবধুত বেশ ধরি
কপট মলিন অঙ্গ করে।
তার দুরাচার দেখি তেজিলা বান্ধবগণ (৩)
নিজ সুখে আনন্দে বিহরে॥
তর্জ্জন তাড়ন কেহ দণ্ড পরহার করে
কেহ করে কেশ আকর্ষণে। (৪)
গন্ধ চন্দন কেহ পান ভোজন দেই
সুখ দুঃখ নাহি তার মনে॥
ভক্তিযোগ জ্ঞান বলে দীপ্ত কলেবর ধরে
বাহ্য অভ্যন্তরে সুখময়।
স্থূল বলবান্ দেখি বেঠায় খাটায় তারে
যার মনে যে যে কর্ম্ম লয়॥

(১) পাঠান্তর,—"তার"।
(২) পাঠান্তর,—
"মৃগ সঙ্গে সঙ্গ করি, মৃগশরীর।"
(৩) পাঠান্তর,—"সকল বান্ধব তেজি।"
(৪) পাঠান্তর,—"কহে সব গর্জ্জন বচনে"
অপরঞ্চ,—"কেহ করে কেশ করিষণে।"

কোদালে কাটিয়া মাটি বান্ধিতে খেতের আলি
ভাইগণে নিয়োজিল তারে।
আছিল বৃষল রাজা করিব দেবীর পূজা
বলি পাঠাইল হেন কালে॥
চাহিতে রজনীযোগে পাইক ধাইল বেগে (১)
নরবলি চাহিয়া বেড়ায়।
বান্ধিয়া আনিয়া তারে দিল রাজার গোচরে
দেখি রাজা বড় সুখ পায়॥
পুণ্য জলে স্নান করি গন্ধ চন্দন দেই ভরি
আনিল চণ্ডীর বিদ্যমানে।
করিয়া পার্ব্বতীপূজা আসিয়া বৃষল রাজা
খড়্গা লৈল কাটিবার মনে॥
ভক্ত স্থানে অপরাধ দেখি বড় পরমাদ
ক্রোধ কৈল চণ্ডী ভগবতী।
ভয়ঙ্করীরূপ ধরি রাজার খড়্গা নিল কাড়ি
সবংশে কাটিল নরপতি॥
মুখের আগুনি জ্বালি পোড়াইল সব পুরী
সভে একা ভরত রহিল।
ভরতে প্রসাদ করি জগৎ জননী দেবী
নিজ লোকে আপনে চলিল॥
জড়ধর্ম্ম করি জড় ভরত ধরিল নাম
ধন্য রাজা ভরত প্রধান।
ভরত চরিত্র কথা শুনিলে দুরিত হরে
ভাগবত-আচার্য্য সুগান॥

(১) পাঠান্তর,—"পাখি ধাইল দশ দিগে।"

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পঞ্চম
স্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২॥

তৃতীয় অধ্যায়।

সিন্ধুড়া-রাগ।

সিন্ধু দেশে রাজা ছিল রহুগণ নামে।
জন্মিল বৈরাগ্য তার ভকতি গেয়ানে॥
রাজ্য তেজি চলে রাজা কপিলের স্থানে।
ভরতের সনে হৈল পথে দরশনে॥
চৌদল বহিতে ধরে রাজার কিঙ্করে (১)।
বহিতে না পারে দোলী ব্রাহ্মণকুমারে॥
ক্রোধ করি বলে তবে রাজা রহুগণ।
বিষম করিয়া দোলা বহ কি কারণ॥

(১) পাঠান্তর,—"রাজা কোপ করে"।

মরিবারে চাহ তোরা নাহি বাস ডর।
ভাল মতে না যাহ ভুঞ্জিবে প্রতিফল॥
শুনিঞা বাহকগণ রাজার বচন।
সম্ভ্রমে রাজারে তবে কহে বিবরণ॥
আমি-সব মত্ত নহি বহি সাবধানে।
কিন্তু বেগারিয়া ভার বহিতে না জানে॥
সঙ্গদোষে আমি-সব বৃথা দোষ পাই।
অতিশয় সাবধানে দোলা লয়্যা যাই॥
এতেক বচন শুনি রাজা রহুগণ।
যদ্যপি ব্রাহ্মণ গুরু সেবা পরায়ণ॥

তথাপি কিঞ্চিৎ ক্রোধ উঠিল হৃদয়।
রজোগুণে হৈল কিছু মতিবিপর্য্যয়॥
ব্রাহ্মণেরে তবে রাজা বলে কোন বাণী।
ভাল ভাল অহো ভাই আমি ভালে জানি॥
না ধর বিস্তর বল নহ অতি স্থূল।
একেশ্বর দোলা বহি আন এত দূর॥
এত পরিশ্রম পাইলে নহ বক্রকায়।
বৃদ্ধকালে এত দুঃখ করিতে না জুয়ায়॥
এত উপালম্ভ যদি কৈল নরেশ্বর।
নিশবদে দোলা বহে না দিল উত্তর॥
সুখ দুঃখে নাহি তার চিত্তে অবধান।
অসত্য শরীরে তার নহে বস্তু জ্ঞান॥
সেইরূপে দোলা বহে ব্রাহ্মণকুমার।
মুসারে না চলে দোলা দোলে আরবার॥
ক্রোধ করি রাজা তবে ভচ্ছিল অপার।
কাটিয়া ফেলিমু আরে দুষ্ট দুরাচার॥
যদ্যপি না দোলা বহ হয়ে সাবধানে।
তবে আজি মোর হাথে না জীবে পরাণে॥
রাজার বচনে তাঁর (১) নাহি অবধান।
কার দোলা বহে কেবা করে অপমান॥
রহূগণ রাজা যায় তত্ত্ব সাধিবারে।
যুগতি চিন্তিল মনে ব্রাহ্মণকুমারে॥
তত্ত্ব পদ সাধিতে রাজায় আগমন।
বুঝিয়া করিব আমি কুমতি খণ্ডন॥
সাধুজনে কপট উচিত নাহি হয়।
কথাচ্ছলে করিব আপন পরিচয়॥
সত্য সত্য যে কিছু কহিল নরপতি।
অজ্ঞান জনের হয় এ সব কুমতি॥
কেবা রাজা কিবা রাজ্য কার অধিকার।
আপনে কে হয় কেবা করে অহঙ্কার॥
তত্ত্ব না জানিঞা জীব করে অভিমান।
সমায় সকল জীবে এক ভগবান্॥
তুমি যে কহিলে রাজা তবে সত্য মানি।
যদি তার থাকে তবে ভারী হেন জানি॥
যদি কেহো যায় হেন থাকে গম্যদেশ।
তবে সে তোমার ঘটে বচন বিশেষ॥
স্থূল বলবান্ তুমি বলিলে কাহারে।
এ সব বচন রাজা পণ্ডিতে না বলে॥
স্থূল কৃশ আধি ব্যাধি ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয়।
ক্রোধ কলি (১) নিদ্রা রতি মদ মান হয়॥

(১) "তনু"—পাঠান্তর।
(১) কাল, অর্থে—কলহ।

এ সব শরীর-ধর্ম্ম দম্ভ অহঙ্কার।
আমি দেহ নাহি তাথে কি দায় আমার॥
জীবন্মৃত করিয়া বলিলে নরেশ্বর।
জীবন্মৃত আমি নহি কিন্তু কলেবর॥
জন্মমৃত্যুযুক্ত রাজা সভার শরীরে।
জীবন্মৃত কারে তুমি বল মহাবীর॥
যে তুমি কহিলে আজ্ঞা লঙ্ঘিস্ আমার।
তার কথা কহি কিছু সাক্ষাতে তোমার॥
যদি স্বামী স্বাম্যভাব হয় সুনিশ্চিত।
তবে সে এ সব বাণী বলিতে উচিত॥
যদি রাজা-ভৃত্যভাব থাকয়ে বিশেষ।
তবে সে এ সব বাণী করি উপদেশ॥
তুমি সত্য রাজা নহ আমি নহি ভৃত্য।
অভিমানে যত বল সকল অনিত্য॥
দণ্ড করি শিখাইব যে তুমি বলিলে।
সেই বাক্য নিরর্থক আমারে না ফলে॥
আমি জড় উন্মত্ত অজড় ব্রহ্মময়।
তুমি শিখাইলে কি শিখিব অতিশয়॥
যদি আমি মত্ত স্তব্ধ এই হয় দড়।
তবে তুমি কেন আর ব্যর্থ শিক্ষা কর॥
পিঠালী পিষিলে তাথে কোন প্রয়োজন।
তবে নিশবদে দোলা বহিল ব্রাহ্মণ॥
ভোগে বিপ্রকরে দেহ হেতু কর্ম্মক্ষয়।
পুনরপি রাজদোলা বহে মহাশয়॥
তবে সিন্ধুপতি রাজা হরষিত চিত্তে।
শ্রদ্ধাযুক্ত হয়্যা যায় তত্ত্ব জিজ্ঞাসিতে॥
সর্ব্বযোগ শাস্ত্রসার ব্রাহ্মণবচন।
শুনিলে হৃদয়-গ্রন্থি অবিদ্যা খণ্ডন॥
ত্বরিতে নামিঞা রাজা পড়িল চরণে।
নিজ অপরাধ তবে খণ্ডায় ব্রাহ্মণে॥
রাজ-অভিমান তেজি বলে কোন বাণী।
কে তুমি কিরূপে ভ্রম কহ দ্বিজমণি॥
গূঢ়রূপে ভ্রম তুমি ব্রহ্মসূত্র ধর।
অবধূত বেশে কোথা চল কোথা ঘর॥
কিবা মোর কুশল কারণে আগমন।
হেন বুঝি সাক্ষাতে কপিল তপোধন॥
শঙ্করের ত্রিশূল যমের যমদণ্ডে।
তেন শঙ্কা নাহি অর্ক বহ্নি পরচণ্ডে॥
তেন শঙ্কা নাহি মোর ইন্দ্রের কুলিশে।
যত বড় বিপ্র-অবজ্ঞান শঙ্কা বৈসে॥
কেবা তুমি জড়বৎ নিগূঢ়চরিত।
অনন্ত মহিমা সর্ব্বসঙ্গ-বিবর্জ্জিত॥

যতেক কহিলে তুমি যোগশাস্ত্রসার।
মনেহ না পারি কিছু ভেদ করিবার॥
কিন্তু তুমি যোগেশ্বর তত্ত্ববিদাম্বর।
নারায়ণ জ্ঞান অংশে মুনিকলেবর॥
যাঁহার নিকটে যাই তত্ত্ব জিজ্ঞাসিতে।
সেই বা কপিল তুমি মিলিলা সাক্ষাতে॥
যোগেশ্বর গতি এনা জানিব কেমনে।
গৃহবাসে নিরবধি বিষয় ধেয়ানে॥
এই কৃপা করি কিবা আইলা যোগেশ্বর।
তোমার বাক্যের কিছু কহিব উত্তর॥
তুমি যে বলিলে শ্রম নাহিক আমার।
অনুমানে তার এই বুঝিলুঁ বিচার॥
যদি ভার বহ তুমি তবে বলি শ্রম।
কর্ত্তা যদি নহ শ্রম বলি অকারণ॥
যত কিছু বলি মাত্র সব ব্যবহার।
ব্যবহার পথ মাত্র না দেখি বিচার॥
বিনি ঘটে জল যেন না পারি আনিতে।
এইরূপ সত্য সব ব্যবহার পথে॥
তুমি যে কহিলে স্থূল কৃশ আদি চিহ্ন।
এ সব দেহের ধর্ম্ম আমি দেহ ভিন্ন॥
কেবল সংযোগ মাত্র যদি দেহে থাকে।
তবে বা এ সব না ঘটিব কোন পাকে॥
যেন স্থালীতাপে হয় জলের সন্তাপ।
তার তাপে তণ্ডুলের বাহ্য পরিপাক॥
তবে ত তণ্ডুলের হয় অন্তরে রন্ধন।
এইরূপে দেহযোগে জীবের জনম॥
দেহের সন্তাপে যেন ইন্দ্রিয় তাপিত।
তার তাপে হয় প্রাণগণ বিমোহিত॥
তার তাপে হয় তেন মনের সন্তাপ।
তার অনুরোধে হয় জীবের বিপাক॥

এ সব অসত্য নহে ব্যবহার পথে।
তবে আর নিবেদন করিব সাক্ষাতে॥

যদ্যপি সকল মিথ্যা কিছু সত্য নয়।
তথাপি সংসার পথে এই সে নির্ণয়॥

দণ্ড অনুগ্রহ করে যে হয় নৃপতি।
ঈশ্বর-কিঙ্কর করে ঈশ্বর-ভকতি॥

পিষ্টপেষ না করে অচ্যুতদাস হয়্যা।
ঈশ্বরের আজ্ঞা পালে কপট বর্জ্জিয়া॥

স্বধর্ম্ম করিয়া করে ঈশ্বর ভজন।
অশেষ দুরিতচয় করে বিমোচন॥

কিন্তু মুঞি নরদেহ হেন অভিমানে।
অবজ্ঞান কৈলু মুঞি হেন মহাজনে॥

কৃপাদৃষ্টি দেহ মোরে আর্ত্তজনবন্ধু।
যেন তরোঁ সাধু-অবজ্ঞান পাপ-সিন্ধু॥

যদ্যপি তোমার নাই মান অপমান।
বিকারবর্জ্জিত তুমি সর্ব্বত্র সমান॥
আমি সব তথাপি মহান্ত-কৃত দোষে।
শূলপাণি হই যদি মজিয়ে সবংশে॥
সর্ব্ব অবতারে কহি চৈতন্যমহিমা।
চৈতন্য-ভকত-গুণ-চরিত্র বর্ণনা॥
সর্ব্বময় গৌরচন্দ্র পূর্ণ অবতার।
ভক্তি-রস-সুধানিধি আনন্দ বিহার॥
ভাগবত-আচার্য্যের মধুর ভারতী।
চৈতন্যপদারবিন্দ গদাধর-গতি॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পঞ্চম
স্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ। ৩॥

চতুর্থ অধ্যায়।

কামোদ রাগ।

বিপ্র বলে রাজা তুমি মূর্খ অগেয়ান।
পণ্ডিতের কথা কহ পণ্ডিত সমান॥

ব্যবহার সত্য করি বল অকারণে।
কিন্তু সত্য বিচারে না বোলে বুধজনে॥
কি পুন কহিব কর্ম্মময় বেদবাণী।
গৃহকর্ম্ম যজ্ঞ যাথে বিস্তারে বাখানি॥
শুদ্ধ তত্ত্ববাদ যাথে প্রকাশ না করে।
কি পুন কহিব রাজা লোক ব্যবহারে॥

তত্ত্ব লওয়াইতে নারে বেদান্ত বচনে।
গৃহ-সুখ স্বপন সমান যে না জানে॥
বিচারিয়া অনুমানে না ছাড়ে সংসার।
তার বশ নহে কভু মন দুরাচার॥

সত্ত্ব রজ তম গুণে বশ করি রাখে।
শুভাশুভ জীবের সৃজয়ে কর্ম্মপাকে॥
সেই মন বিবিধ বাসনাযুক্ত হয়।
বিচিত্র বিধানে তনু সৃজে কর্ম্মময়॥
অশেষ বাসনাযুক্ত বিষয় জড়িত।
এদিগে ওদিগে তিন গুণে বিচলিত॥
দেব দানব ক্রিমি কীট রূপ ধরে।
নানা দেহ নানা যোনি ভ্রমায় সবারে॥
সুখ দুঃখ সৃজে মন নানা কর্ম্মফল।
জীব আলিঙ্গিয়া মন রহে নিরন্তর॥
মন-নিবন্ধনে হয় জীবের সংসার।
নহে যদি সত্য জীব নিত্য নির্ব্বিকার॥
সংসারের হেতু মন বলি তে-কারণে।
এ বোল বুঝিয়া মন রোধিব (১) যতনে॥
এই দুষ্ট মন যদি গুণহীন হয়।
মুকতি-কারণ তবে সেই (সুনিশ্চয়)॥
গুণযুক্ত হৈয়া সৃজে নানা দুঃখভার।
গুণহীন হৈলে সেই মুকতি-দুয়ার॥
তৈল শলিতায় যেন প্রদীপের শিখা।
ধূমময় হৈয়া নানা বর্ণে দেই দেখা॥
তৈল বাতি না থাকিলে নিজ রূপ ভজে।
মুকতি-কারণ মন যদি গুণ তেজে॥
মনের কল্পনা সব বিবিধ বাসনা।
শত শত কোটি কোটি না যায় গণনা॥
অন্যোন্যে না হয় কিছু না হয় আপনে।
অশেষ বাসনাময় মন নিবন্ধনে॥
ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর প্রভু অনন্ত শকতি।
তাথে হৈতে মনের বিভূতি উৎপতি॥
মায়াবিরচিত লিঙ্গদেহ মনোময়।
আবির্ভাব তিরোভাব সব তথি হয়॥
যে পুন ক্ষেত্রজ্ঞ জীব সে ভুঞ্জে বিষয়।
ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর তাথে নিত্য শুদ্ধময়॥
ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর আত্মা পুরুষ পুরাণ।
অজ নিরঞ্জন নারায়ণ ভগবান্॥
সুপ্রকাশ বাসুদেব পরম ঈশ্বর।
নিজ মায়া বলে জীব সৃজয়ে সকল॥
যাবৎ জিজ্ঞাসা করি জ্ঞান নাহি বুঝে।
জ্ঞানে মায়া ছেদিয়া ঈশ্বর নাহি ভজে॥
যাবৎ ঈশ্বরতত্ত্ব বিচার না করে।
তাবৎ ভ্রময়ে জীব এ ঘোর সংসারে॥

(১) পাঠান্তর,—"বান্ধিব"।

যাবৎ না জানে লিঙ্গদেহ মনোময়।
অশেষ সংসার ক্ষেত্র তাপ কর্ম্মচয়॥ (১)
শোক মোহ রাগ রোগ লোভ নিবন্ধন।
তাবৎ ভ্রময়ে জীব না ঘুচে বন্ধন॥
এ বোল বুঝিয়া রাজা করি বিমরিশ।
মহাবল মহাশক্র মন দুর্দ্ধরিষ॥
গুরুরূপ হরিপদ-সেবা অস্ত্র ধর।
আত্মবিনাশন মন শীঘ্র কাটি পেল॥
এতেক বচন শুনি রাজা রহুগণ।
ক্ষিতিতলে পড়ি করে আত্মনিবেদন॥
নমো নমো অবধূত দ্বিজকলেবর।
নমো নমো নিগূঢ় কারণ তত্ত্ববর॥
নিজানন্দে পূর্ণ নিত্য অনুভবানন্দ।
নমো নমো নিরবধি বন্দো পদদ্বন্দ্ব॥
রোগীর ঔষধ হেন হিত রোগহর।
নিদাঘ সন্তাপে যেন সুশীতল জল॥
(কুচ্ছিত) শরীরে অভিমান ফণধরে।
দংশিল সকল মোর জ্ঞান অক্ষিবলে॥
তোমার অমৃতময় বচন বিশেষে।
অজ্ঞান গরল মোর হরিল অশেষে॥
পাছে মুঞি জিজ্ঞাসিমু নিজ প্রয়োজন।
যাহা হৈতে হয় মোর এ মায়া (২) খণ্ডন॥
যে তুমি কহিলে বিপ্র দুর্ব্বোধ বচন।
বেকত করিয়া মোরে বুঝাহ এখন॥
কিবা ভার কিবা ভারী কার পরিশ্রম।
ব্যবহার মাত্র সভে কেবল ভরম॥
এ সব কহিলে তুমি সব ব্যবহার।
সাক্ষাতে দেখিয়ে কেন নহে আপনার॥
এই সে মনের মোর ভ্রম অতিশয়।
তত্ত্ব বিচারিয়া মোর খণ্ডাহ সংশয়॥
রাজার বচন শুনি ব্রাহ্মণকুমার।
কহিতে লাগিলা তত্ত্ব কহিয়া বিস্তার॥ (৩)
শুন হে পার্থিব যারে বলে কলেবর।
মৃত্তিকার পিণ্ড তাথে নাঞি বুদ্ধিবল॥
সেই ভার বহে সেই ধরে যেন নাম।
কি তার কারণ কোথা হৈতে উপাদান॥

(১) পাঠান্তর,—
"যাবৎ না জানে মন লিঙ্গদেহময়।
অশেষ সংসারে তাপ ক্ষেত্র কর্ম্মচয়॥"

(২) "অজ্ঞান"। (৩) "বিচার"

যদি তার শ্রম তবে সেই ভার বহে।
বিচারিয়া বুঝি (১) যদি সেহ সত্য নহে ॥
পায়ের উপরে জঙ্ঘা জানু কটিদেশ।
তাহার উপরে নাভি উদর বিশেষ ॥
তাহার উপরে বক্ষঃস্থল শিরোবর।
বুঝ দেখি কি কি ভার বহে কলেবর ॥
কাষ্ঠময় দোলা আছে স্কন্ধের উপরে।
তাথে তুমি আছ রাজা বলাহ কাহারে ॥
মাটি পিণ্ড আছে যার সিন্ধুপতি নাম।
তাথে তুমি রাজা হেন কর অভিমান ॥
দেহমদে অন্ধ তুমি আপনা পাসর।
দেহ ভিন্ন তুমি ভিন্ন কারে রাজা বল ॥
বেঠায়ে খাটাহ দীন হীন জন ধরি।
অহঙ্কারে আপনারে মান অধিকারী ॥
মিথ্যা গর্ব্ব কর তুমি লজ্জা নাহি বাস।
কোন্ গুণে আপনাকে আপনি প্রশংস ॥
যদি বল চরাচর দেহের কারণ নয়।
মাটি হৈতে হয় তার মাটিতে নিধন ॥
নানা ভেদ কহি মাত্র মাটির বিকার।
সেহ সত্য নহে সভে মাটি মাত্র সার।
ব্যবহার বিনে যদি পার নিরূপিতে।
অনুমানে বিচারিয়া দেখ দেখি চিতে।
মাটির বিকার দেহ নানা পরকরে।
কত হয় কত যায় মাটি মাত্র সার ॥
ক্ষিতি সত্য বল যদি সেহ সত্য নয়।
অন্তকালে পরমাণু-রূপে পরলয় ॥
পরমাণু সত্য যদি বলিবে নিশ্চিত।
মনের কল্পনা সেহ মায়া বিরচিত ॥
পরমাণুগণে করে পৃথিবী রচনা।
এতেক অসত্য সব মনের কল্পনা ॥
এই হেন রূপ দুই বস্তু যারে বলি।
কার্য্য কারণ স্থূল কৃশ আদি করি ॥
জীব অজীব (২) আর যত দেখি শুনি।
মায়া-বিনির্ম্মিত সব বুঝ অনুমানি ॥
সত্য এক পরমার্থ বিশুদ্ধ বিজ্ঞান।
অন্তরে বাহিরে সেই পরিপূর্ণ-ধাম ॥

(১) পাঠান্তর,—"চাহ"।
(২) পাঠান্তর,—"নির্জ্জীব"।

নিত্য শান্ত ভগবান বাসুদেব নাম।
সভে সত্য এই মাত্র কিছু নহে আন ॥
শুন রহুগণ তত্ত্ব কহিব তোমারে।
তপ যোগ যজ্ঞ করি না পাই তাহারে ॥
দান ব্রত গৃহত্যাগ সন্ন্যাস বিধানে।
অগ্নি জল সূর্য্য সেবা তীর্থ পর্য্যটনে ॥
সাধুজন-পদরজ অভিষেক বিনে।
সে কৃষ্ণ না পাই রাজা বিবিধ বিধানে ॥ (১)
সাধুর সমাজে হয় হরিগুণ গাথা।
যাহার শ্রবণে দূর যায় গ্রাম্য কথা ॥
নিরবধি হরি কথা করিতে শ্রবণ।
শ্রীহরিচরণে মতি বাঢে অনুক্ষণ ॥
আমার পুরুব কথা শুন রহুগণ।
কহিব তোমারে কিছু পূর্ব্ব বিবরণ ॥
ভরত আমার নাম পুরুবে আছিল।
চক্রবর্ত্তী রাজা হয়্যা পৃথিবী শাসিল ॥
কৃষ্ণ-আরাধন করি নানা যজ্ঞ দানে।
পুত্রে রাজ্য দিয়া আমি প্রবেশিলুঁ বনে।
সমাধি ধারণা ধ্যান করিয়া বিস্তর।
সর্ব্বভাবে হরি আরাধিলুঁ নিরন্তর ॥
মৃগশিশু সঙ্গে আমি সর্ব্বনাশ করি।
জনম লভিলুঁ গিয়া মৃগরূপ ধরি ॥
জাতিস্মর হৈয়া আমি জনম লভিল।
হরিসেবা অনুভাবে স্মৃতিভঙ্গ নৈল ॥
চক্র-নদী তীরে তেজি মৃগকলেবরে।
জনম লভিল আসি দ্বিজবর-ঘরে ॥
তে-কারণে থাকি সর্ব্ব সঙ্গ পরিহরি।
অবধূত-বেশে ভ্রমি মনে শঙ্কা করি ॥
সর্ব্বসঙ্গ-বিবর্জ্জিত সাধুসঙ্গ করি।
যদি সেই জ্ঞানখড়্গ ভক্তিভাবে ধরি ॥
জ্ঞানখড়্গে সর্ব্বসঙ্গ পেলিব কাটিয়া।
হরিকথা হরিলীলা শ্রবণ করিয়া ॥
তবে জ্ঞানযোগে (২) ভবপথে হয় পার।
তবে সে শ্রীহরি লভে জন্ম নাহি আর ॥
ভাগবত-আচার্য্যের মধুর ভারতী।
চৈতন্যপদারবিন্দ গদাধর-গতি ॥

(১) "বিনা ভাগবত পদরজ দরশনে।
সে প্রভু না পাই রাজা বিবিধ বিধানে।"
—পাঠান্তর 'পরশনে'।
(২) পাঠান্তর,—"ভক্তিযোগে"।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পঞ্চম স্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

সুই-রাগ।

ভবপথ কহি শুন রাজা রঘুগণ।
দুস্তর সংসার পথে ভ্রমে সর্ব্বজন।
দেবমায়া নিপতিত ভ্রমে ভবপথে।
গুণ ভেদে কর্ম্ম করে অদৃষ্টের (১) সাথে॥
যেন বাণিজার সঙ্গে লঞা সাধুগণ।
এদিগে ওদিগে ধায় ধনের কারণ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যেন যায় নানা দেশ।
ধনলোভে করে গিয়া বনে পরবেশ॥
সেইরূপে ভবাটবী নামে মহাবন।
সুখ-হেতু প্রেবেশিয়া ভ্রমে সর্ব্বজন॥
ছয় গোটা শত্রু তাথে মহাবলী যার।
সর্ব্ব ধন হরি তবে মারে বাণিজার॥
শৃগাল আসিয়া তাথে বেঢ়ি কামড়ায়।
ভেড়া ধরি কুকুরে বেঢ়িয়া যেন খায়॥
কোন ঠাঞি তৃণ লতা পূরিত অন্তরে।
প্রবেশ করয়ে গিয়া কঠোর গহ্বরে॥
ডাশ মচ্ছর তথি বেঢ়ি কামড়ায়।
কোন ঠাঞি গন্ধর্ব্ব নগরে চলি যায়॥
তথা গিয়া বিস্তর সুন্দর ধন দেখে।
ধনের কারণে ধায়ে এদিগে ওদিগে॥
কোন ঠাঞি মহাবাত ঝড় উতপাতে।
ধূম্রবর্ণ দশদিগ ধূলায় আচ্ছাদে॥
দেখিতে না পায় কিছু আঁখি মূদি রহে।
যত উতপাত পড়ে নানা দুঃখ সহে॥
কোন ঠাঞি দেখিয়ে ঝিল্লিক রব উঠে।
সহিতে না পারে বেথা দুই কাণ ফাটে॥
কোন ঠাঞি ঘুঘু পক্ষ ডাকে ঘোরতর।
সহিতে না পারে তাহা দুঃখিত অন্তর॥
কোন ঠাঞি পাপবৃক্ষ অতি দুঃখময়।
ক্ষুধায়ে আকুল হঞা করয়ে আশ্রয়॥
কোন ঠাঞি মৃগ-তৃষ্ণা জল বুদ্ধি করি।
তৃষ্ণায় পীড়িত ধেঞা যায় ত্বরাত্বরি (২)॥
কোন ঠাঞি নদ নদী দেখি ধেঞা যায়।
শুখান দেখিয়া নদী মনে দুঃখ পায়॥
কোন ঠাঞি দাবাগ্নি বেঢ়িয়া অঙ্গ পড়ে।
কোন ঠাঞি যক্ষগণে বেঢ়ি ধন লোড়ে॥

কোন ঠাঞি বলে ধন হরে বাণিজারে।
শোকে বিমোহিত কিছু কহিতে না পারে॥
কোন ঠাঞি গন্ধর্ব্ব নগরে পরবেশে।
ক্ষণ মাত্র থাকে তথা চিত্তের সন্তোষে॥
কোন ঠাঞি কণ্টক দুর্গম পথে যায়।
হাঁটিতে না পারে বৃক্ষে উঠিবারে চায়॥
ক্ষণে ক্ষণে উদর অনলে তনু দহে।
ক্রোধ করি বন্ধুগণে মারিবারে চাহে॥
কোন ঠাঞি আসি ধরি গিলে অজগরে।
শব সম হয়্যা রহে বনের ভিতরে॥
কোন ঠাঞি সর্পে আসি দংশে কলেবর।
অচেতন হয়্যা থাকে বনের ভিতর॥
কোন ঠাঞি অন্ধকূপে পড়ে অন্ধ হয়্যা।
কোন ঠাঞি সুখে রহে ক্ষুদ্র রস পায়্যা॥
তথায় বেঢ়িয়া মাছি করে উতপাত।
সুখ হেতু বেয়াকুল না পায় সোয়াস্ত॥
কেহ গালি দেয় কেহ করে তিরস্কার।
ভর্ৎসন তাড়ন দণ্ড পায় বারেবার॥
সহিতে না পারে দুঃখ কোন পরকারে।
সেই ধন লয়্যা গিয়া কোথাহ উত্তরে॥
তথাতে বেঢ়িয়া ধন লোভে আনে আনে।
দৈবযোগে তথা হৈতে গেল অন্য স্থানে॥
তথা তারে আনে আনে বান্ধিয়া পেলায়।
দণ্ড মুণ্ড করি সব ধন লঞা যায়॥
কোন ঠাঞি শীত তাপ ঝড় বরিষণে।
নানা দুঃখ ভোগ করি রহে সেই মনে॥
কোন ঠাঞি বিরোধ কন্দল গালি বাজে।
অন্যোন্যে বেঢ়িয়া জড়াজড়ি গ্রায় ভাজে॥
দৈবদুর্ব্বিপাকে যদি যায় ধন নাশ।
নাহি শয্যা নাহি ভূষা নাহি গৃহ বাস॥
মাগিয়া পরের ঠাঞি যেবা কিছু আনে।
তাই লয়্যা তুষ্ট হয় (মনুষ্য হেন)
যদি কিছু না পায় অন্তরে পরিতাপ।
পরের সম্পদ দেখি করয়ে বিলাপ॥
অন্যোন্যে করিতে ধন ব্যয় অপব্যয়।
বন্ধুগণ সহে বৈরি-অনুবন্ধ হয়॥
তথাপি অন্যোন্যে মেলা সকল বান্ধবে।
বিবাহ মঙ্গল কর্ম্ম বিবিধ উৎসবে॥
বিবাহ করিতে রহে তাতে বিঘ্ন পড়ে।
রাজভয় দস্যুভয় নানা দুঃখ মিলে॥
সম্পদে বিপদ আসি মিলে আচম্বিতে।

(১) পাঠান্তর,—"সর্ব্বসঙ্গ"।
(২) পাঠান্তর,—
"রক্ত দিয়া ত্বরাত্বরি যায় মন ধরি"

মৃতবৎ হয় কিছু না পারে করিতে ॥
এই ভবপথে লোক এত দুঃখে ভ্রমে।
কত কত দুঃখভোগ করে পরিশ্রমে ॥
ধন পুত্র পরিবার যত যায় নাশ।
সে সব পাসরে আর ধনে করে আশ ॥
পুন ধন পুন পুত্র পুন পরিজন।
ইহার কারণে পুন করে পরিশ্রম ॥
এইরূপে সর্ব্বলোক ভ্রমে ভবপথে।
বাহুড়িয়া কেহ না আইসে কোন মতে ॥
নাহি কেহ হৈতে পারে ভবপথে পার।
এইরূপে গতাগতি পরিশ্রম সার।
মহাশূর মহাবীর নৃপতিমণ্ডল।
দিগ্‌গজ জিনিঞা যারা ধরে মহাবল ॥
মোর মোর বলি তারা এই ক্ষিতিতলে।
বৈর অনুবন্ধে যুদ্ধ কৈল চিরকালে ॥
এথাতে যুঝিয়া সব মৈল বীরগণ।
নাহি ভবপথে পার হৈল কোন জন ॥
কোন ঠাঞি লতাভুজ করি আরোহণ।
শুক পিক কলরব মধুর ভাষণ ॥
শুনিতে আনন্দ তবে বাঢ়ে অতিশয়।
সেই সঙ্গে সন্তোষে বিহরে দুরাশয় ॥
কোন ঠাঞি কালচক্র দেখিয়া তরাসে।
কঙ্ক বক-কাককুল শরণে প্রবেশে ॥
তারা সব যদি তারে বঞ্চয়ে কপটে।
হংসকুলে প্রবেশয়ে পড়িয়া সঙ্কটে ॥
তা সভার গুণ শীল করিয়া আচার।
বানরগণের সঙ্গ রয়ে আরবার ॥
তা-সভার জাতি অনুসার ক্রীড়ারসে।
অন্যোন্যে বিহরে সেই সন্তোষ বিশেষে ॥
মৃত্যুকাল আছে হেন মনেহ না তায়।
দ্রুম আরোহণ করি বিহরিতে চায় ॥
সুতা দার পরিজন দয়ারস বশে।
অতিশয় রতি সুখ সন্তোষ বিশেষে ॥
আপন বন্ধন জীব ছিণ্ডিতে না পারে।
কোন ঠাঞি পরবেশে পর্ব্বত গহ্বরে ॥
কন্দরে পড়িয়া হয় ভয়ে অচেতন।
গজভয়ে লতাবলী করে আরোহণ ॥
যদি কদাচিৎ হয় আপদ নিস্তার।
পুনরপি সেই পথে মিলে আরবার ॥
এইরূপে ভবপথে এ লোক সকল।
দেবমায়া নিপতিত ভ্রমে নিরন্তর ॥
এই ভবপথে লোক এখন ভ্রময়ে ॥

তার মাঝে এক গুটি পার নাহি হয়ে।
তুমি রহূগণ এই পথে নিপতিত।
এ বোল বুঝিয়া শীঘ্র হও সাবহিত ॥
হরিসেবা করি তুমি জ্ঞানখড়্গা ধর।
বিষয়ে আসক্তি রাজা মনে বুঝি ছাড় ॥ (১)
সর্ব্বভূতে দয়া মৈত্রী দণ্ড পরিহর।
শীঘ্র এই ভবপথে পার হৈয়া চল ॥
তবে কোন বাণী বলে রাজা রহূগণ।
অহো ধন্য অতি ধন্য মানুষ জনম ॥
স্বর্গে দেবজন্ম তাহে কোন প্রয়োজন।
তোমা-সব সঙ্গে যাহে নাহি সমাগম ॥
অন্তর শোধিত যার হরিগুণরসে।
তুমি সব মহান্ত মুদিত কৃষ্ণরসে ॥
তোমা সব সঙ্গে যথা প্রচুর সঙ্গম।
নাহি যদি স্বর্গবাসে কোন প্রয়োজন ॥
তোমার পদারবিন্দ-রজ পরশনে।
সর্ব্ব পাপ হরে ভক্তি হয় নারায়ণে ॥
এই কোন অদভুত মহিমা তোমার।
ক্ষণ মাত্র সঙ্গ আজি ঘটিল আমার ॥
কুতর্ক সন্ধানে অতিশয় বদ্ধমূল।
হেন অবিবেক মোর সব গেল দূর ॥
নমো নমো মহান্তচরণে নমস্কার।
নমো নমো দ্বিজবটুচরণে তোমার ॥
অবধূত বেশে প্রভু ভ্রম ক্ষিতিতলে।
নমো নমো ব্রাহ্মণচরণে নিরন্তরে ॥
শুক মুনি বলে রাজা শুন পরীক্ষিৎ।
তবে অবধূতরাজা জ্ঞানে সুপণ্ডিত।
রাজারে বুঝায়্যা তত্ত্ব উপদেশ দিল।
চরণে প্রণাম করি সে রাজা চলিল ॥
তত্ত্ব উপদেশ পায়্যা রাজা রহূগণ ॥
জ্ঞানদীপে নিবারিল আত্মগত ভ্রম ॥
অবিদ্যারচিত ভেদ তেজি অহঙ্কার।
ভজিয়া শ্রীহরি হৈল ভবপথে পার ॥
অবধূত দ্বিজ পরিপূর্ণ জ্ঞান-রসে।
জিনিঞা তরঙ্গ চক্র সিন্ধুজলে ভাসে ॥

(১) পাঠান্তর,—
"বিষয়-আসক্তি রাজা বুদ্ধি মন ছাড়"।

নিজ সুখে ভ্রমে বিপ্র ছাড়িয়া কল্পনা।
কহিল তোমারে রাজা ভকত মহিমা ॥
রাজা বলে শুন শুকদেব মহামতি।
তুমি যে কহিলে মোর নৈল অবগতি ॥
ভবপথ নিরূপিলে পরোক্ষ বচনে।
বিচারিলে কদাচিৎ বুঝে বুধজনে ॥
মূর্খ লোক বুঝিতে না পারে কি প্রকার (১)
প্রকাশিয়া কহ কিছু করিয়া বিস্তার ॥
ধীর-শিরোমণি শ্রীগদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান ॥

(১) পাঠান্তর,—
"মূর্খজনে বুঝিতে না পারে তৎকাল"।

ইতি শ্রীভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

দেশাগ রাগ।

মুনি বলে রাজা তুমি কর অবধান।
প্রকাশিয়া ভবাটবী করিব ব্যাখ্যান ॥
এই সব জীবলোক বিষ্ণুমায়াবশে।
দুর্গম সংসারপথে ভ্রমে কর্ম্মদোষে ॥
ভবাটবী প্রবেশিয়া ভ্রমে নিরন্তরে।
শ্রীহরিচরণ নাহি ভজে একবারে (১)।
হরিগুরু-চরণারবিন্দ-মধুকরে।
তারা সব ভক্তিযোগ স্থাপিল সংসারে।
হেন ভক্তিযোগ এক (২) কালে নাহি পায়ে।
দুর্গম সংসারপথে ভ্রমিঞা বেড়ায়ে ॥
শুভাশুভ ত্রিগুণকল্পিত কর্ম্ম করে।
কর্ম্মবশে উত্তম অধম দেহ ধরে ॥
দেহ গেহ সুত-দার সংযোগ বিচ্ছেদ।
নানা কর্ম্ম-বিনির্ম্মিত বহুবিধ খেদ ॥
বহুবিধ প্রতিকার করে বহু মতে।
সাধিতে না পারে কিছু ভ্রমে ভবপথে ॥
যেন বাণিজার গণে অর্থ উপার্জ্জনে।
ধন-হেতু ব্যাকুলিত পৈশে মহাবনে ॥
এইরূপে ভবপথে ভ্রমে হতবুদ্ধি।
শুভাশুভ কর্ম্ম করি মরে নিরবধি ॥
এই ভবাটবী মাঝে ছয় রিপু বৈসে।
ইন্দ্রিয় তাহার নাম বিষয় প্রবেশে ॥
বহু ভন্ম কষ্ট করি করে উপার্জ্জন।
সঞ্চয় করিয়া যত রাখে পুণ্যধন ॥
দস্যুবৎ বেঢ়িয়া তারা সর্ব্ব ধন লুটে।
বুদ্ধি মন হরে করি বিষয়ে লম্পটে (১) ॥
এদিগে ওদিগে তারা বান্ধি লৈয়া যায়।
পরলোক ধন তারা সব বেঢ়ি খায় (২) ॥
ধনের বাণিজ্যে যেন চলে সাধুগণে।
কুনায়ক সঙ্গী সঙ্গে ফিরে বনে বনে (৩) ॥
আচম্বিতে বেঢ়ি যেন দস্যুগণ লোড়ে।
এইরূপে গ্রাম্যসুখে গৃহবাসী মরে ॥
এ বন্ধু বান্ধব সুত দার পরিবার।
নামে সে কুটুম্ব কার্য্যে কেবল শৃগাল ॥
কামী কুপুরুষ তারা বেঢ়ি কামড়ায়ে।
কুক্কুরে বেঢ়িয়া যেন ভেড়া ধরি খায়ে ॥
বৎসরে বৎসরে যেন কৃষি করে খেতে।

(১) কোন কালে। (২) "যত"।

(১) পাঠান্তর,—
"বিষয় লম্পট করি বুদ্ধি মন টুটে"
অপরঞ্চ,—
"দস্যুগণে বেঢ়ি তার সব ধন লোড়ে।
বিষয়-লম্পট করি বুদ্ধি বল হরে।"
(২) সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তকে,—
"এ দিগে ও দিগে তার কন্দল বাজায়।
পরলোক ধন তার সব বেঢ়ি খায়।"
(৩) অন্য পুঁথির পাঠ,—
"দোলা এক চাপি যেন ভ্রমে বনে বনে।"
পরিষৎ প্রকাশিত পুস্তকের পাঠ—
"কোন এক সঙ্গী সঙ্গে বৈসে মহাবনে।"

যদি বীজ পোড়াইতে নারে কোন মতে ॥
সেই খেতে শস্য যদি বুনিল কৃষাণে।
তৃণ গুল্ম ঘাসে হয় গহ্বর সমানে ॥
এইরূপ গৃহাশ্রম বলি কর্ম্ম-খেত।
কত কর্ম্ম উঠে তার নাহি পরিচ্ছেদ ॥
করিতে না টুটে কর্ম্ম বাঢে অতিশয়।
কর্ম্ম করি মরে গৃহবাসী দুরাশয় ॥
এ ঘর বসতি সে যে কামের কোদণ্ড।
কত কাম উঠে তার কেবা পায় অন্ত ॥
কর্পূরের ভাণ্ডে যেন গন্ধ নহে দূর।
কর্পূর না থাকে তভু গন্ধ যে প্রচুর।
এইরূপে শূন্য ঘরে উঠে নানা কাম।
তাথে দুষ্ট লোক ডাশ মশার সমান ॥
পতঙ্গ শকুনী চোর মুষা সমতুল।
তারা সব বেঢ়ি প্রাণে করয়ে ব্যাকুল ॥
এইরূপে ভ্রমে জীব এনা মহাবনে (১)।
অবিদ্যারচিত কাম-কর্ম্ম নিবন্ধনে ॥
কদাচিৎ কখন মধুর পুরে যায়।
গন্ধর্ব্বনগর তুল্য দেখি সুখ পায় ॥
কোন ঠাঞি ফিরয়ে বিষয় অভিলাষে।
মৃগতৃষ্ণা সমতুল্য নাহি সুখলেশে ॥
পান ভোজনাদি রতিসুখ ভোগলেশ।
এখনে মানয়ে সুখ অন্তে মাত্র ক্লেশ ॥
কোন ঠাঞি বহ্নিমল অঙ্গার বরণ।
তাহার কারণে ধায় মানিঞা কাঞ্চন ॥
উল্কামুখ কেবল পিশাচ সমতুল।
অগ্নিকামে ধায় তথা হইয়া ব্যাকুল ॥
উল্কামুখ পিশাচী ভ্রময়ে বনে বনে।
আগুনি বলিয়া ধায় শীতাতুর জনে ॥
এইরূপ কনক আনল সমতুল।
তা' দেখিয়া ধায় জীব হইয়া ব্যাকুল ॥
কনক না পায় যদি কর্ম্মবশে ধায়।
সেই হেম কারণে আপনে মরি যায় ॥
ভাল জল স্থল দেখি তথা করে বাস।
বিবিধ জীবিকা-হেতু বিবিধ প্রয়াস ॥
এ দিগে ও দিগে ভ্রমে এই ভববনে।
তবে আর কহি রাজা শুন সাবধানে ॥
কোন ঠাঞি যুবতী করিয়া কোলে রহে।
অসাধু নিন্দিত কথা তার সনে কহে ॥

(১) পাঠান্তর,—"নানা কুসন্ধানে"; "ঘোর মহাবনে"।

সকল মর্য্যাদা পরিহরে একিবারে।
অন্ধবৎ হয় যেন অন্ধকার ঘরে (১) ॥
দেব দ্বিজ কাল দেশ পাসরে সকল।
যুবতী করিয়া কোলে অজ্ঞানে বিভোল ॥
যেন বায়ুচক্রে করে ধূলায়ে আকুল।
না জানে বিদিক্ দিক কিবা নিজ পর ॥
এইরূপে ভ্রমে জীব ভব মহাবনে।
দুঃখ ভোগ করে মাত্র অসত্য ধেয়ানে ॥
ক্ষণ মাত্র বিষয় অসত্য করি জানে।
মতি-ভ্রষ্ট হয় পুন দেহ অভিমানে ॥
বিষয় সন্ধানে পুন হয়ত ব্যাকুল।
না জানে বিষয় মৃগতৃষ্ণা সমতুল ॥
কোন ঠাঞি এইরূপে ভ্রমিয়ে বেড়ায়।
কোন ঠাঞি দুর্জ্জন-ভর্ৎসন গালি খায়।
রিপুগণে সেই গালি রাজার কিঙ্করে।
তর্জ্জন গর্জ্জন নানা পরিবাদ করে (২) ॥
অসত্য বচন শুনি মনে দুঃখ উঠে।
সহিতে না পারে বেথা দুই কাণ ফাটে ॥
ব যেন উলুক ঝিল্লিক ঝনঝনী।
সহিতে না পারে লোক উতপাত ধ্বনি ॥
কোন ঠাঞি ক্ষীণ পুণ্য আপনার দেখি।
জীয়ন্তেই মরা যেন মনে হয় দুঃখী (৩ ॥
দান ভোগ বিহীন বণিক ঘরে ধায়।
নহে কিছু প্রয়োজন দুঃখ মাত্র পায় ॥
বিষদ্রুম লতা যেন করিয়া আশ্রয়।
বিষজল পানে যেন দুঃখ অতিশয় ॥
কোন কালে হয় যদি কুসঙ্গে কুমতি।
পাষণ্ড দুর্জ্জন জনে করয়ে সংহতি ॥
শুখন নদীর গর্ত্তে কেহ জানি পড়ে।
হাত পাও ভাঙ্গি যেন শির ফুটি মরে ॥
যদি ধনহীন হৈল অন্ন নাহি মিলে।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মরে উদর অনলে ॥
বাপের পুত্রের কিছু যায় ঠাঞি পায়।
তৃণ মাত্র হয় যদি কাঢ়ি ধরি খায় ॥
কোন কালে দেখে ঘরে নাহি কিছু সুখ।
দাবানল সমতুল পরকালে দুঃখ ॥

(১) পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তকে,—"পাতকী সহায় যেন অন্ধকার স্থলে"।
(২) পাঠান্তর,—"বোলে"
৩) পাঠান্তর,—"হা কার করি তবে বিধাতাকে লেখি।"

শোকানলে পুড়িয়া মরয়ে নিরন্তর।
রহিতে না পারে ঘরে চলে দেশান্তর॥
কোন ঠাঞি কালদোষে রাজা দুষ্টমতি।
ধন প্রাণ হরে সব এ ঘর বসতি॥
রাক্ষসে বেঢ়িয়া যেন প্রজা ধরি খায়।
এইরূপে প্রাণ-ধন হরি লয়্যা যায়॥
জীবন উপায় কিছু না দেখে সংসারে।
মৃতবৎ হঞা চিন্তা করে নিরন্তরে॥
কোন ঠাঞি মনোরথ-রচিত সংসার।
পিতা পুত্র ধন জন এ মহীভাণ্ডার॥
অসত্য মানয়ে সত্য তড়িৎ চঞ্চল।
প্রবেশিয়া রহে যেন গন্ধর্ব্বনগর॥
স্বপন সমান সুখ ক্ষণ মাত্র পায়।
সুখের কারণে নানা দুঃখ অনুভায়॥
কোন ঠাঞি গৃহকর্ম্ম বিধি অনুষ্ঠান।
গুরুতর গিরি যত বিবিধ বিধান॥
বুঝিতে কর্ম্মের অন্ত কর্ম্মগিরি চঢ়ে।
তথি কত কত দুঃখ নানামতে পড়ে॥
সেই দুঃখ সহি জীব করে কর্ম্মরাশি।
কণ্টক পূরিত ক্ষেত্রে যেহেন প্রবেশি॥
নিরবধি কর্ম্ম করি পায় অবসাদ।
সভে দুঃখ মাত্র সার না হয় প্রসাদ॥
কোন কালে দুর্দ্ধরিষ উদরঅনলে।
বুদ্ধি বল হরে সব আকুল অন্তরে॥
ক্রোধ করি গালি দেয় বন্ধু পরিজনে।
নিদ্রা অজগরে ধরি গিলে কোন ক্ষণে॥
অন্ধতমে মজিয়া না জানে ভাল মন্দ।
যেন শূন্য বনে প্রবেশিয়া রহে অন্ধ॥
কোন কালে আসিয়া দুর্জ্জন ফণধরে।
চৌদিগে বেঢ়িয়া তার দংশে কলেবরে॥
ক্ষণেক না যায় নিদ্রা অন্তরে দুঃখিত।
অন্ধবৎ যেন অন্ধকূপে নিপতিত॥
কোন কালে মধুলব (১) কাম অভিলাষে।
পরদার পরদ্রব্য হরে কর্ম্ম বশে॥
ধরিয়া মারিয়া আনে অঙ্গে লয়্যা যায়।
রাজার কিঙ্কর পাইলে মারিয়া পেলায়॥
নরকে পড়িয়া পচে (২) করে দুঃখ ভোগ।
তে কারণে বলি ভববীজ কর্ম্ম যোগ (৩)॥

পরদার পরদ্রব্য হরয়ে যে জনে।
বান্ধিয়া পেলায়ে তারে আনি ধরি আনে॥
সেই সেই বন্ধ ছাড়ি যায় যথা যথা।
অন্যে অন্যে বান্ধিয়া পেলায় তথা তথা॥
কেহ মারে কেহ বান্ধে ধন লৈয়া যায়।
কাকবৎ মহাপাপী ভ্রমিঞা বেড়ায়॥
কোন কালে দেবগত হয়ে দুঃখ শোক।
কোন কালে নানা প্রাণিগত কর্ম্মভোগ॥
কোন কালে দেহগত আদি ব্যাধি ব্যথা।
খণ্ডিতে না পারে দুঃখ চিন্তয়ে সর্ব্বথা॥
কোন কালে অন্যোন্যে মেলিয়া বন্ধুগণে।
ধন উপভোগ করে বিবিধ বিধানে॥
কেহ যদি পাঁচ গণ্ডা কৈল কার ধার।
তবে কলি কন্দলসে বাড়িল তৎকাল॥
এই ভবপথে হয় প্রত্যহ উৎপাত।
সুখ দুঃখ রাগ দ্বেষ হরিষ বিষাদ॥
শোক দুঃখ অভিমান উনমাদ ভয়।
ক্ষুধা তৃষ্ণা জরা রোগ জন্ম পরলয়॥
মোহ মাৎসর্য্য হিংসা মান অভিলাষ।
এত উতপাত বেঢ়ি করে সর্ব্বনাশ॥
তিরিজাতি দেবমায়া ভুজ আলিঙ্গনে।
বিবেক বিজ্ঞান জ্ঞান হরে সেই ক্ষণে॥
তিরিষর নিরমাণে আকুল হৃদয়।
শয়ন ভোজন পানে চিন্তা অতিশয়॥
তনয় কলত্র মৃদু মধুর ভাষণে।
চঞ্চল আলোল লোল বিলাস গমনে॥
চিত্ত হরে তিল মাত্র ছাড়িতে না পারে।
আপনারে আপনে মজায় অন্ধকারে॥
কোন কালে কালরূপী ঈশ্বর সাক্ষাৎ।
ব্রহ্মা পর্য্যন্তের যাথে ভ্রূভঙ্গে নিপাত॥
সৃষ্টি স্থিতি পরলয় কালের বিলাস।
কালভয় চিত্তে যদি উঠিল তরাস॥
সেই কাল চক্র যার অস্ত্র নিজ করে।
হেন প্রভু সাক্ষাতে থাকিতে পরিহরে॥
পাষণ্ড আলাপ করে পাষণ্ড আগমে।
পাষণ্ড দেবতা সেবে পাষণ্ড বচনে॥
নানা দেবগণ ভজে কঙ্ক বক প্রায়।
তে-কারণে কালচক্রে ভ্রমিঞা বেড়ায়॥
যদি বা পাষণ্ড সঙ্গ হৈল কদাচিৎ।
কুসঙ্গে আপনা কৈল আপনে বঞ্চিত॥
কুল শীল নিজ ধর্ম্ম তেজি আপনার।
নিগম ব্রাহ্মণ বিধি বিধান আচার॥

---

(১) মধুলব অর্থাৎ মধুকণা।
(২) পাঠান্তর,—"তবে",—অন্তচ্চ—"মরে"
(৩) পাঠান্তর,—"ভবপথ-কর্ম্মযোগ"।

শূদ্রবৎ হঞা শূদ্রকুলধর্ম্ম ভজে।
পাষণ্ড হইয়া নিজ কুলধর্ম্ম তেজে॥ (১)
শূদ্রকুলে নাহি ধর্ম্ম নিগম আচার।
কুটুম্ব ভরণ মাত্র নারীসঙ্গ সার॥
হেন শূদ্রজাতি যেন আচারে বানর।
তার সঙ্গে স্বচ্ছন্দে বিহরে নিরন্তর॥
লজ্জা ভয় পরিহরি কৃপণ বঞ্চিত।
অন্যোন্যে কুতর্কে কর্ম্ম করে বিনিন্দিত॥
মৃত্যুপথ আছে হেন মনেহ না জানে।
এইরূপে গ্রাম্যসুখে ভ্রমে ভববনে॥
কোন ঠাঞি গৃহবাসে আকুল হৃদয়।
সুত দার পরিবারে দয়া অতিশয়॥
আহার শৃঙ্গারে কাল যায় নিরন্তর।
গাছের উপরে যেন বিহরে বানর॥
কোন ঠাঞি শীত বাত নানা উতপাত।
দৈবগত দেহগত দুষ্কৃত বিপাক॥
নিবারিতে নারে নাহি কিছু বুদ্ধিবল।
বিষাদ ভাবিয়া মনে চিন্তে নিরন্তর॥
এইরূপে ভবপথে নানা দুঃখ শোকে।
নিরবধি ভ্রমে জীব নিজ কর্ম্মপাকে॥
এক সাথে ভবপথে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
এক জন তার মাঝে না পারে চলিতে॥
শক্তিহীন হৈল কিবা শুইল (২) সেই ঠাঞি।
সঙ্গিগণ যায় তাথে তেজিয়া তথাই॥
ক্ষণে শোক ক্ষণে মোহ কান্দে উচ্চস্বরে।
ক্ষণে হাসে ক্ষণে নাচে হরিষ অন্তরে॥
ক্ষণে কেহ ধরি মারে করে অপমান।
এইরূপে ভবপথে ভ্রমে অবিরাম॥
যে যায় সে যায় মাত্র পালটি না (৩ আইসে।
নাহি কেহ পার হৈতে পারে কর্ম্মদোষে॥
নাহি ভক্তি জ্ঞান উপদেশ কেহ লয়।
নহে বা নিস্তার পথ কার চিত্তে ভায়॥
ত্যক্তদণ্ড মুনিগণ শান্ত সমশীল।
যে পদ সাধয়ে তারা বিমল শরীর॥
সে পদ সাধিতে কার মনেহ না লয়।
তে-কারণে ভবপথে ভ্রমে দুরাশয়॥
দিগ্‌গজ জিনিঞা যারা শাসিল মেদিনী॥
মহাবল পরাক্রম নৃপশিখামণি॥

অন্যোন্যে যুঝিল তারা ঘোর ঘোর করি।
তারা সব কোথা গেল রাজ্য পরিহরি॥
কর্ম্মলতা অবলম্ব করি দুরাচার।
আপদ সম্পদ মাত্র ভুঞ্জে বার বার॥
কেহ কি করিতে পারে লতা আরোহণ।
লতা অবলম্ব করি তরে কোন্ জন॥
এইরূপে কর্ম্মলতা অবলম্ব করি।
ভবপথে ভ্রমে কেহ তরিতে না পারি॥
স্বর্গ নরকভোগ গতাগত সার।
কিন্তু ভবপথে কেহ কভু নহে পার॥
কহিলুঁ তোমারে রাজা এই সুনিশ্চিত।
কর্ম্ম হৈতে কেহ পার নহে কদাচিৎ॥
হরিভক্তি বিনে রাজা গতি নাহি আর।
বিনে কৃষ্ণ ভজনে সংসার নহে পার॥
হেন মহাপুরুষ ভরত-নৃপসিংহ।
হরিপদকমল-রসিক-মত্ত ভৃঙ্গ॥
হেন কোন নৃপ আছে এ মহীমণ্ডলে।
মনেহ ঋষভসুত পথ অনুসরে॥
গরুড়ের পথে যেন মাছি না সঞ্চরে।
ভরতের পথ তেন না বুঝে সংসারে॥
এ হেন সম্পদ রাজ্য সুত বিত্ত দার।
এ হেন সামন্ত মন্ত্রী সে মহীভাণ্ডার॥
যুবা কালে সকল তেজিয়া গেল বনে।
মলবৎ সব যেন দেখিল নয়নে॥
কৃষ্ণরস লালস-মানস-মহাশয়।
তিলেকে তেজিল সব মুদিতহৃদয়॥
সে হেন কলত্র সুত বিত্ত পরিজন।
সে হেন সম্পদ যাহা বাঞ্ছে সুরগণ॥
তিলেকে তেজিলা সব নৈল বস্তুজ্ঞান।
ভকত জনের এই উচিত বিধান॥
মধুরিপু-পদযুগ-সেবাগত-মতি।
উদার চরিত্র যার একান্ত ভকতি॥
কৈবল্য মুকতি সেই অল্প হেন মানে।
বস্তুবুদ্ধি নাহি তার এ তিন ভুবনে॥
নমো যজ্ঞরূপ নমো যজ্ঞফলদাতা।
নমো বিধি-বিধান-কারণজন পিতা॥
নমো নমো নারায়ণ প্রকৃতি ঈশ্বর।
সাংখ্য যোগ ফলদাতা যোগ যোগেশ্বর॥
এইরূপে কৈল রাজা হরিসংকীর্ত্তন।
মৃগতনু তেজি গেল ছুটিল বন্ধন॥
হেন ভরতের কেবা কহিবে মহিমা।
ভরতের সঙ্গে কার করিব উপমা॥

(১) পাঠান্তর,—
পাষণ্ড কথনে নিজ জাতিধর্ম্ম ত্যজে॥
(২) পাঠান্তর,—"মৈল"
(৩) "পালটিয়া আসে" পাঠ হইবে বোধ হয়।

হেন মহাভাগবত ভরত আছিল।
যাহা হৈতে ভক্তিযোগ প্রচার হইল (১)॥

(১) পাঠান্তর,—
"যোগবল পরকাশ হৈল"।

ধন্য পুণ্য চরিত্র দুরিত-বিনাশন।
কহিলে শুনিলে হয় ভব-বিমোচন॥
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী শুন সাবধানে।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গানে॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পঞ্চম-
স্কন্ধে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ॥ ৬॥

সপ্তম অধ্যায়।

সিন্ধুড়া রাগ।

ভরত রাজার হৈল সুমতি তনয়।
তার পুত্র নামে দেবজিৎ মহাশয়॥
তার পুত্র দেবদ্যুম্ন মহাবলবান্।
তার পুত্র প্রতীহ জন্মিল মতিমান॥
প্রতিহর্ত্তা তার পুত্র হৈল মহাবল।
জনমিল তার পুত্র ভূমা নরেশ্বর॥
ভূমার তনয় হৈল উদ্গীথ নৃপতি।
আর পুত্র প্রস্তাব জন্মিল মহামতি॥
জনমিল পৃথুসেন তনয় তাহার।
নক্ত নামে জনমিল তাহার কুমার॥
নক্ত মহারাজের বনিতা হৈল দ্ধতি।
দ্ধতির কুমার গয় নামে নরপতি॥
বিষ্ণু অংশে জনমিল গয় বলবান্।
নহিল না হৈব রাজা গয়ের সমান॥
যজ্ঞ দান করিয়া ভজিল নারায়ণ।
গুরু দ্বিজ পূজিল ভকত মহাজন॥
গয়ের নির্ম্মল যশ জগতে বিস্তার।
গয় মহা নরপতি বিদিত সংসার॥
গয়ের তনয় চিত্ররথ মহাবল।
তার সুত সম্রাট্ মরীচি ততঃপর॥
তার পুত্র জনমিল নামে বিন্দুমান্।
মধু নামে সুত তার রাজা বলবান্॥
মধুর তনয় মন্থু নামে নরপতি।
ভৌবন কুমার তার হৈল মহামতি॥
জনমিল ত্বষ্টা নামে তাহার তনয়।
ত্বষ্টার বিরজ নামে পুত্র মহাশয়॥
বিরজের সুত শত হৈল বলবান।
শতজিৎ হৈল শত পুত্রের প্রধান॥

প্রিয়ব্রতবংশ কথা কহিনু তোমারে।
শতজিৎ অবধি সন্ততি পরচারে॥ (১)
তবে আর কহিব ভূগোলচক্র কথা।
সপ্তসিন্ধু সপ্তদ্বীপ বৈসে যথা যথা॥
দ্বীপে দ্বীপে যত যত প্রমাণ বিস্তার।
যথাতে যেরূপে হরি করে অবতার॥
নব খণ্ড জম্বুদ্বীপ সুমেরু সংস্থান॥
সপ্তসিন্ধু কহিমু বিস্তার পরিমাণ॥
যত যত নদ নদী গিরি তরু বন।
কহিব ভূগোলচক্র করি প্রকাশন॥
জ্যোতিষ মণ্ডল তার কহিব বিস্তারি।
সপ্ত পাতাল আর বর্ণিব বিচারি॥
অনন্ত ধরণীধর কহিব মহিমা।
ব্রহ্মা আদি দেব যার দিতে নারে সীমা॥
সূর্য্যকোটি সম তেজ পাতাল বিবর।
লোকহিতে তথা বৈসে প্রভু হলধর॥
সর্পরাজ-কন্যা করে চরণ-বন্দন।
অহিপতিগণ যার করয়ে সেবন॥
পতিত দুঃখিত আর্ত্ত হয় যে যে জন।
অকস্মাৎ করে যদি নাম সঙ্কীর্ত্তন॥

(১) উক্ত বৃত্তান্তে পরমেষ্ঠী (ইনি দেবদ্যুম্নের পুত্র ও প্রতীহের পিতা), বিভু (ইনি প্রস্তাবের পুত্র পৃথুসেনের পিতা) এবং মধুপুত্র বীরব্রতের (ইনি মন্থুর পিতা) উল্লেখ নাই। এতদ্ব্যতীত প্রতিহর্ত্তা সহোদর প্রতিস্তোতা ও উদ্গীতা, ভূমসহোদর অজ, চিত্ররথসহোদর সুগতি ও অবিরোধন, মন্থু সহোদর প্রমন্থু এবং প্রস্তাবের বৈমাত্রেয় উদ্গীথের কোন প্রসঙ্গ নাই।

উপহাসে শুনে কিবা করয়ে স্মরণ।
সেইক্ষণে অশেষ দুরিত-বিমোচন॥
সহস্রশিরের এক শিরের উপরে।
সর্ষপ সমান রহে ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলে॥
হেন প্রভু অনন্ত অনন্ত শক্তি ধরে।
তাহার মহিমা কেবা কহিবারে পারে।
বলরাম অনন্ত-মূরতি ভগবান।
কহিব তাঁহার কিছু মহিমা ব্যাখ্যান॥
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-বাণী।
সাবধানে শুন ভাই প্রেমতরঙ্গিণী॥

ইতি শ্রীভাগবতে পঞ্চম স্কন্ধে
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭॥

অষ্টম অধ্যায়।

শ্রীরাগ।

তবে আর জিজ্ঞাসিলা রাজা পরীক্ষিৎ।
কাহারে নরক বোল কোথা তার স্থিত॥
কে বৈসে নরকে তার কেবা অধিকারী।
এই সব কথা মোরে কহিবে বিস্তারি॥
রাজার বচন শুনি শুক মুনীশ্বর।
রাজারে ব্যাখ্যান করি দিলেন উত্তর॥
দক্ষিণে নরক ভূমি পৃথিবীর তলে।
পাতালে নরক-লোক জলের উপরে॥
যমরাজা বৈসে তথা হয়্যা দণ্ডধর।
প্রভুর আজ্ঞায় দণ্ড ধরে নিরন্তর॥
অন্ধতামিস্র আর তামিস্র নরকে।
মহারৌরব আর রৌরব কুম্ভীপাকে॥
কালসূত্রে অসিপত্র শূকরবদন।
অন্ধকূপ তপ্তশূর্মি ক্রিমির ভোজন॥
সন্দংশ নরক আর যে বজ্রকণ্টক।
শাল্মলী নরক যাথে পরাণসঙ্কট॥
নদী বৈতরণী নাম জীবন রোধন।
বিশসন লালাভক্ষ কুক্কুরভোজন॥
অরজপাতন আর রাক্ষসভোজন।
ক্ষার কর্দম নর্ক আর শূলগাথন॥
গর্ত্তনিরোধন নাম আর দন্দশূক।
পর্য্যাবর্ত্ত নর্ক আর নর্ক সূচীমুখ॥
এইরূপ কতেক নরক ভূমি আছে।
এই সব নরকে পাতকিগণ পচে॥
পরবিত্ত পরনারী হরে যেবা জন।
যমদূতে আনে তারে করিয়া বন্ধন॥
তামিস্র নরকে তারে বান্ধিয়া পাড়ায়।
তর্জ্জন গর্জ্জন করি নরক ভুঞ্জায়॥
মহাদণ্ড করে তারে নির্ঘাত তাড়ন।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে না হয় মরণ।
পরহিংসা পরপীড়া করয়ে যেজন।
পরধন হরি করে কুটুম্ব-পোষণ॥
কুটুম্ব ছাড়িয়া পাছে চলে একেশ্বরে।
রৌরব নরকে পড়ি পাপ ভোগ করে॥
যত যত প্রাণিবধ কৈল পূর্ব্বকালে।
ঘোর মূর্ত্তি ধরি তারা করয়ে প্রহারে॥
যে কেবল দণ্ডাচার উগ্র ঘোরতর।
পশু পক্ষ বধ করি ভরয়ে উদর॥
কুম্ভীপাক নরকে তাহারে তবে পেলি।
যাতনা ভুঞ্জায়ে পাছে তপ্ত তৈলে ধরি॥
ব্রহ্মঘাতী যেবা জন কালসূত্রে পড়ে।
অযুত যোজন যার দীর্ঘ পরিসরে॥
তবে তপ্ত তাম্র খোলে পেলিয়া তাহারে।
তার হেন উপরে চৌদিকে অগ্নি জ্বালে॥
সকল শরীর পুড়ি হয় খণ্ড খণ্ড।
ক্ষুধায়ে তৃষ্ণাযে মরে তাহে যমদণ্ড॥
কোটি ২ বৎসর নরক ভোগ করে।
মহাপাতকীর শাস্ত্রে না দেখি উদ্ধারে॥ (১)
নিজ ধর্ম্ম পরিহরি পর ধর্ম্ম করে।
করিয়া পাষণ্ডসঙ্গ বেদ পথ ছাড়ে॥
চাবুক মারিয়া ফেলে অসিপত্রবনে।
অসিধার পত্রে অঙ্গ করে খান খানে॥
তালবন তীক্ষ্ণধার পত্র ভয়ঙ্কর।
খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটয়ে কলেবর॥
লোক দণ্ড করে রাজা লঙ্ঘয়ে ব্রাহ্মণ।
শূকরবদনে তার হয়ে নিপাতন॥

---

(১) পাঠান্তর,—"নিস্তারে"।

পরে দুঃখ দিয়া যেবা পর বৃত্তি হরে।
সে পাতকী অন্ধকূপে পচে নিরন্তরে॥
দংশ মশা পশু পক্ষ যেবা বধ করে।
অন্ধকূপে পড়িয়া নরক ভোগ করে॥
বিভজিয়া না খায় না করে যজ্ঞ দানে।
ক্রিমিভক্ষ্য নরকে তাহার নিপাতনে॥
ক্রিমিকুণ্ড এক লক্ষ প্রহর (যোজন) বিস্তারে।
ক্রিমি কীট বেঢ়ি খায় তাহার ভিতরে।
যেবা হরে পরধন বল ছল করি।
ব্রাহ্মণের ধন যেবা আনে অপহরি॥
তপ্ত সাঁড়াশী দিয়া যমের কিঙ্করে।
খসায় অঙ্গের মাংস পরাণে না মারে॥
অগম্য গমন-কাম করে যেবা নরে।
অগম্য পুরুষ সঙ্গে যে নারী বিহরে॥
লৌহময় নর নারী তপত করিয়া।
ধরিয়া দেখায় কোল চাবুক মারিয়া॥
নানা যোনি গমন করয়ে যেবা নরে।
শিমুলীকণ্টক বনে পেলায় তাহারে॥
শিমুলী গাছের কাঁটা বজ্রের সমান।
তাহে আলিঙ্গন দিয়া হরয়ে পরাণ॥
ধর্ম্মশীল সাধুজনে যেবা নিন্দা করে।
বৈতরণী নদী জলে পেলায় তাহারে॥
বিষ্ঠা মূত্র রক্ত মাংস তরঙ্গ কল্লোলে।
তাহাতে মজিয়া পাপী পচে চিরকালে॥
দম্ভে যজ্ঞ পূজা করি পিতৃ দেব ভজে।
ছাগল মহিষ পশু বলি দিয়া পূজে॥
বৈশস নরক যাথে বধস্থান বলি।
নরক ভুঞ্জায়ে তারে তথা লৈঞা পেলি॥
ছাগ মহিষের রূপ ধরি ভয়ঙ্কর।
খণ্ড খণ্ড করি তার কাটে কলেবর॥
আর্ত্তনাদ করি কান্দে হইয়া ফাঁপর।
মহাশূলে তার অঙ্গ বিন্ধে নিরন্তর॥
পরঘর পরগ্রাম লুটি পুড়ি খায়।
অন্তকালে যমদূতে বান্ধি লয়্যা যায়॥
শত শত কুক্কুর বিকট দন্ত ধরে।
খসায়্যা অঙ্গের মাংস খায় নিরন্তরে॥
অসত্য বচন বলে সভার ভিতরে।
মিথ্যা সাক্ষী দিয়া যেবা ন্যায় ভঙ্গ করে॥
শতেক প্রহর পথ (১) পর্ব্বতে তুলিয়া।
হেট মাথা করি তারে পেলায় ঠেলিয়া॥
এইরূপে শত শত মারয়ে আছাড়।
পরাণে না মারে পাপী না হয়ে উদ্ধার॥
অতিথি দেখিয়া যেবা ক্রোধ করে মনে।
ভক্ষ্যভয়ে না করয়ে তাঁর সম্ভাষে॥
বজ্রতুণ্ড গৃধ্র কাক মহা ভয়ঙ্করে।
টান দিয়া তার আঁখি বেঢ়িয়া উফাড়ে॥
এইরূপ আছে শত সহস্র যাতনা।
কাহার শকতি পারে করিতে গণনা॥
নারকী নারক ভোগ করে একে একে।
সকল নরক ভোগ করে কর্ম্মপাকে॥
পাতকীর পাপগতি কহিনু সংক্ষেপে।
বুঝিয়া গোবিন্দপদ ভজ সর্ব্বলোকে॥
যেবা শুনে শুনায় নরক উপাখ্যান।
পাপবুদ্ধি নহে তার হয় দিব্যজ্ঞান॥
ভাগবত-আচার্য্যের বচনমাধুরী।
সাবধানে শুন ভাই কৃষ্ণে মন ধরি॥

---

(১) পাঠান্তর,—"উচ্চ।"

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পঞ্চমস্কন্ধে
প্রেমতরঙ্গিণী অষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮॥
পঞ্চমস্কন্ধঃ সমাপ্তঃ॥ ৫॥

ষষ্ঠ স্কন্ধ

বেপন্তে দুরিতানি মোহমহিমা সম্মোহমালম্বতে,
সাতঙ্কো নখরঞ্জনং কলয়তে শ্রীচিত্রগুপ্তঃ কৃতী।
সানন্দং মধুপর্কসম্ভৃতবিধৌ বেধাঃ স্বয়ং যত্নবান্,
বক্তুং নাম জবেশ্বরাভিলষিতে ক্রমঃ কিমন্যৎপরম্॥

কামোদ রাগ।

তবে রাজা জিজ্ঞাসিল ভয় পাঞা মনে।
সভেই নরক ভোগ করে জনে জনে॥
সুকৃতী দুষ্কৃতী কিবা নাহিক বিচার।
এমতে না দেখি কোন জীবের নিস্তার॥
প্রথমে নিবৃত্তিপথ কহিলে বিস্তার।

প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম কহিলে সকল ॥
অধর্ম্মলক্ষণ নানা নরক কহিলে।
একে একে পুণ্য পাপ সকল বর্ণিলে ॥
কিরূপে নরক ভোগ জীবের না হয়।
এ সব কহিবে মোরে খণ্ডক সংশয় ॥
মুনি বলে শুন রাজা ভয় পরিহর।
আমার বচন তুমি দৃঢ়চিত্তে ধর ॥
পাপ কৈলে প্রায়শ্চিত্ত না করে যেজন।
অন্তকালে হয় তার নরকে গমন ॥
এ বোল বুঝিয়া জীব যতন করিয়া।
গুরু লঘু পাপ পুণ্য বিচার করিয়া ॥
কায়মনোবাক্যে যেবা প্রায়শ্চিত্ত করে।
সে জন না যায় রাজা যমের দুয়ারে ॥ (১)
রাজা বোলে মোর চিত্ত এ বোল না লয়।
প্রায়শ্চিত্তে কেমতে দুরিত নাশ হয় ॥
আপনেহি জানে পাপে হয় অধোগতি।
জানিঞা করয়ে পাপ এ কোন যুকতি ॥
প্রায়শ্চিত্তে কেমনে সে পাপ দূর হয়।
মোর মনে মুনি তুমি করাল্যে সংশয় ॥
জানিঞা যে করে পাপ না করে বিচার।
ব্যর্থ প্রায়শ্চিত্তে তার কোন্ প্রতীকার ॥
মুনি বলে শুন রাজা তুমি সুপণ্ডিতে।
আমি যাহা কহি তাহা শুন সাবহিতে ॥
কর্ম্মে হৈতে কর্ম্ম নাশ একান্ত না হয়।
মূর্খ দেখি, প্রায়শ্চিত্ত করিবে নির্ণয় ॥
পণ্ডিতে করিবে পাপ এ কোন্ বিচার।
প্রায়শ্চিত্ত ধরি মূর্খজনে অধিকার ॥
পথ্যযোগে রোগিজনে করাই আহার।
কুপথ্য ছাড়িলে রোগ টুটয়ে তাহার ॥
এইরূপে প্রায়শ্চিত্ত নিয়ম করিয়া।
পাপি হৈতে পাপিজনে আনি নিবারিয়া ॥
শুভ কর্ম্ম তাহারে করাই নিরন্তর।
অলপে অলপে পাপ খণ্ডয়ে সকল ॥
শুভ কর্ম্ম করিতে নির্ম্মল হয় চিত্ত।
তত্ত্বজ্ঞান হয় তার খণ্ডয়ে দুরিত ॥
তে-কারণে করি প্রায়শ্চিত্ত নিরূপণ।
আর কথা কহি রাজা স্থির কর মন ॥
কেহ কেহ ভকতি করিয়া নারায়ণে।
অশেষ দুরিত দুঃখ করয়ে খণ্ডনে।
দান ব্রত তপ যজ্ঞ নানা কর্ম্ম করে।
তথাপি তেমতে তার দুরিত না হরে ॥

(১) পাঠান্তর,—"গোচরে"।

বৈষ্ণবচরণ ভজে কৃষ্ণে ধরে মন।
তবে ত তাহার হয় পাপ বিমোচন ॥
এই ত উত্তম পথ সর্ব্বপাপ-হর। (১)
হরিপরায়ণ যথা রহে নিরন্তর ॥
প্রায়শ্চিত্ত শত যত্ন করিয়া করয়।
গোবিন্দবিমুখ জন পবিত্র না হয় ॥ (২)
সুরাকুম্ভ শুদ্ধ যেন নহে গঙ্গানীরে। (৩)
শ্রীহরিবিমুখ জন পুণ্যে নাহি তরে ॥
একবার কৃষ্ণপদে যেবা ধরে মন।
আছুক সকল রূপ করিব চিন্তন ॥
সর্ব্বভাবে ভজিব আছুক তার কথা।
যে জন সে জন হউ রহু যথা তথা ॥
অনুরাগে চিত্ত ধরে শ্রীহরি চরণে।
স্বপনেহ নহে তার যম দরশনে।
কিবা যম যমদূত না দেখে স্বপনে।
আছুক মরণকালে না হৈল দর্শনে ॥
সর্ব্বপাপ প্রায়শ্চিত্ত হয়্যা থাকে যার।
সেই সে গোবিন্দে পারে চিত্তে ধরিবার ॥
কহিব তোমারে ইতিহাস পুরাতন।
যমদূত বিষ্ণুদূত সংবাদ কথন ॥
কান্যকুব্জ দেশে এক আছিল ব্রাহ্মণে।
দাসীপতি দুষ্টাচার অজামিল নামে ॥
পরপীড়া করিয়া হয়য়ে পরধন।
কপট কৈতব করি ভাণ্ডে সর্ব্বজন ॥
নানা পাপ কর্ম্ম করি পুষে সুত দার।
সর্ব্ব লোকে পীড়য়ে পাতকী দুরাচার ॥
আটাশী বৎসর তার গেল এই বনে।
মরণ সময় আসি দিল দরশনে ॥(৪)
দাসীর উদরে পুত্র হৈল দশ জন।
কনিষ্ঠ পুত্রের নাম থুইল নারায়ণ ॥
শিশুভাব হৈতে তার বান্ধিল হৃদয়।
পুত্রস্নেহে তার মনে আন নাহি লয় ॥
শয়ন ভোজন পান করয়ে যখনে।
ডাক দিয়া শিশুপুত্র আনয়ে তখনে ॥

(১) পাঠান্তর,—"এই ত কুশল"।
(২) পাঠান্তর,—
"প্রায়শ্চিত্ত শতেক যতন করি করে।
গোবিন্দবিমুখ জন নাহি নাহি তরে।"
(৩) পাঠান্তর,—"গঙ্গাজলে"।
(৪) পাঠান্তর,—"হৈল উপসন্নে"।

শয়ন ভোজন পান করাই তনয়ে।
পাছে অজামিল পান ভোজন করয়ে॥
এইরূপে থাকিতে মরণকাল হৈল।
তিন যমদূত আসি দরশন দিল॥
মহা ঘোরতর তারা বিকট দর্শনে।
অজামিলে বলে ধরি বান্ধিল যতনে॥
দূরে খেলা খেলে শিশুপুত্র নারায়ণে।
আকুল হৃদয়ে পুত্রে ডাকিল ব্রাহ্মণে॥
ঘর্ঘর শব্দে বোলে আয় নারায়ণ।
হেনকালে বিষ্ণুদূত আল্য চারি জন॥
তারা বোলে ছাড় ছাড় আরে দুরাচার।
কেন বা বান্ধিল বিপ্রে করিস প্রহার॥
ব্রাহ্মণের মুখে উচ্চারিল হরিনাম।
তমু তোরা লঞা যাবি এত বড় প্রাণ॥
তা-সভার বচন শুনিঞা যমদূতে।
মনে ভয় পেয়্যা তবে লাগিলা বলিতে॥
তুমি-সব কেবা হও দূত বা কাহার।
কোথা হৈতে কোথা যাহ কি নাম তোমার॥
নব ঘন শ্যাম তনু মধুর মুরতি।
সূর্য্যসম তেজ ধর নিরমল কান্তি॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধর চারি ভুজে।
হেম মণি অলঙ্কার শরীরে বিরাজে॥
তোমা-সভা দেখি মহাপুরুষ লক্ষণ।
তবে কেনে কর ধর্ম্মমর্য্যাদা লঙ্ঘন॥
আমি সব হই ধর্ম্মরাজ-অনুচর।
কেন তাঁর আজ্ঞা ভঙ্গ কর এত বড়॥
এতেক বচন শুনি পারিষদগণ।
হাসিয়া উত্তর তারা দিল চারিজন॥
যদি তোরা হও ধর্ম্মরাজের কিঙ্কর।
কি ধর্ম্ম জানিস কহ আমার গোচর॥
এ বোল শুনিঞা যমদূত তিন জনে।
ধর্ম্ম কহে কৃষ্ণ পারিষদ বিদ্যমানে॥
বেদমুখে শুনি ধর্ম্ম বেদ নারায়ণ।
বেদ বুঝাইলে ধর্ম্ম করে সর্ব্বজন॥
বেদ-বিনিন্দিত পথ অধর্ম্ম জানিব।
ত্রিগুণজনিত বেদ মুখে বিচারিব॥
শশী সূর্য্য দিবস রজনী হুতাশন।
পৃথিবী আকাশ দিক্ আপ যে পবন॥
এ সব ধর্ম্মের সাক্ষী ধর্ম্মতত্ত্ব জানে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয় বুঝায় দশ জনে॥
শুভ কর্ম্ম করে যদি শুভ ফল পায়।
পাপ কর্ম্ম করিয়া নরক অনুভায়॥
পাপ পুণ্য ভোগ পাপ পুণ্য অনুসারে।
এক জীব নানা মতে কর্ম্মভোগ করে॥
যার যেন স্বভাব বুঝিয়া অনুমানে।
পূর্ব্বজন্ম পাপ পুণ্য করি নিরূপণে॥
যদি বলে মুক্তি কর্ম্ম না করিব আর।
স্বভাবে কথায় কর্ম্ম কি দোষ তাহার॥
কর্ম্মে জী আপনা বান্ধিয়া বিমোহিত।
কর্ম্মবন্ধে অনাদি সংসার নিয়োজিত॥
অবিদ্যা প্রসঙ্গ করি জীবের বন্ধন।
ভজিলে গোবিন্দপদ ছিণ্ডয়ে তখন॥
সর্ব্ব ধর্ম্মযুক্ত ছিল এই অজামিল।
শান্ত দান্ত ধৃতব্রত সত্য দয়াশীল॥
দেব-দ্বিজ-গুরুগণে করিয়া সেবন।
সর্ব্ব ভূত-হিত-রত আছিল ব্রাহ্মণ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ধর্ম্মপরায়ণে।
এক দিনে বনে গেল বাপের বচনে॥
ফুল ফল কুশ কাষ্ঠ লঞা দ্বিজবর।
বনে হৈতে ঘরে আইসে বাপের নিয়ড় (১)॥
পথে এক শূদ্র সহে হৈল দরশন।
করিয়া মদিরা পান কামে অচেতন॥
দাসীসঙ্গে ক্রীড়া করে নাচয়ে খেলয়ে।
বৃষলী করিয়া কোলে হাসয়ে ঢুলয়ে (২)॥
দুহার বাসন নাহি দুহে নাহি জানে।
দেখিয়া ব্রাহ্মণ হৈল কামে অচেতনে॥
যতন করিয়া কৈল চিত্ত সমাধান॥
চিত্ত নিবারিতে না পারিল হতজ্ঞান (৩)॥
কামে বিমোহিত হৈল দাসী দরশনে।
কুল শীল লজ্জা ভয় তেজিল ব্রাহ্মণে॥
যতেক আছিল ধন বাপের সঞ্চিত।
তাহা দিয়া সন্তোষিলা বৃষলীর চিত্ত॥
চুরি করি মিথ্যা বলি কৈতব প্রবন্ধে।
পরদ্রব্য পরবিত্ত আনে নানা ছন্দে॥
পরপীড়া করিয়া আনয়ে পরধন।
এত মতে করে তার কুটুম্ব ভরণ॥
কুলবতী সতী নারী তেজে আপনরে।
কুলটার সঙ্গে তেজে আশ্রম আচার॥
নিরবধি মদ্যপান করয়ে ব্রাহ্মণ।
বৃষলীর সঙ্গে রহে কামে অচেতন॥

---

(১) পাঠান্তর,—
"ব্রাহ্মণ আইসে পুন বাপের গোচর।"
(২) "বলয়"। (৩) "মজিম

সে-কারণে লঞা যাই যমবিদ্যমানে।
যমদণ্ড হৈলে দ্বিজ পাবে পরিত্রাণে॥
এতেক বচন শুনি শ্রীহরিকিঙ্কর।
যমদূতে তবে তাঁরা দিলেন উত্তর॥
হরি হরি এত বড় দেখিল প্রমাদ।
ধর্ম্মরাজ হঞা করে এত অপরাধ॥
অদণ্ড্যে দণ্ডয়ে পুণ্যলোকে পাপ ধরে।
ধর্ম্মরাজ হঞা হেন দুষ্ট কর্ম্ম করে॥
সকল লোকের পিতা গুরু হিতকারী।
সে যদি কুচ্ছিত (১) করে কারে ভাল বলি।
কাহাতে শরণ পশি এ লোক তরিব।
কাহা হৈতে ধর্ম্মাধর্ম্ম সংসারে জানিব॥
মহাজনে যে যে কর্ম্ম করয়ে আচার।
সেই অনুসারে অন্যে করয়ে বেভার॥
পশুমতি আপনে না জানে ভাল মন্দ।
দেখিয়া শ্রেষ্ঠের কর্ম্ম করে অনুবন্ধ॥
পাপ পুণ্যে যদি নাহি যমের বিচার।
সর্ব্বলোকে তবে এই রহিল আচার॥
এ ব্রাহ্মণে কৈল কোটি জন্ম পাপ ক্ষয়।
হরিনাম মুখে হৈল যখনে উদয়॥
সর্ব্বপাপ প্রায়শ্চিত্ত হৈল সেইক্ষণে।
নারায়ণ আয় বলি বলিল যখনে॥
মিত্রদ্রোহী গুরুদ্রোহী স্বর্ণ অপহারী।
নারী-রাজ পিতৃঘাতী হরে গুরুনারী॥
সুরাপান গোবধ যতেক পাপ করে।
হরি নাম উচ্চারিলে সর্ব্বপাপ হরে॥
সর্ব্বপাপ প্রায়শ্চিত্ত বেদে যত কহে।
কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ আদি যত দুঃখ সহে॥
তমু তার তেনরূপ নহে পাপ ক্ষয়। (২)
হরি নামে যেরূপে পাতক নাশ হয়॥
প্রায়শ্চিত্তে পাপ হরে শুদ্ধ নহে মন।
পুনরপি পাপে চিত্ত ধায় তেকারণ॥
সর্ব্বপাপ খণ্ডাত্যে যাহার মনে লয়।
হরিগুণ গান করি সুধিব আশয়॥
এ ব্রাহ্মণ সর্ব্ব পাপ প্রায়শ্চিত্ত কৈল।
মরণ সময়ে হরি নাম উচ্চারিল॥
ছাড় ছাড় আরে দূত খসাহ বন্ধন।
অশেষ দুরিত বিপ্র কৈল বিমোচন॥

সঙ্কেতে বা পরিহাসে বোলে একবার।
হেলায় করয়ে যেবা গোবিন্দ উচ্চার॥
স্বধর্ম্মবিহীন কিংবা স্বাশ্রমপতিত।
অশেষ পাতকযুক্ত সন্তাপে তাপিত॥
হরি হেন শবদ বোলয়ে একবার।
তবে ত নরকবাস না হয় তাহার॥
গুরু লঘু পাপ পুণ্য করিয়া বিচার।
করয়ে পণ্ডিত জনে পাপপ্রতিকার॥
তাহা হৈতে হয় সব দুরিত খণ্ডন।
অধর্ম্ম জনিত নহে হৃদয় শোধন॥
যত যত প্রায়শ্চিত্ত বেদ মুখে কহে।
বিনে হরি ভজিলে হৃদয় শুদ্ধ নহে॥
অজ্ঞানে বা জ্ঞানে করে হরিসংকীর্ত্তন।
সেইক্ষণে করে সব দুরিত দহন॥
অগ্নির কণায় যেন দহে কাষ্ঠচয়।
এক হরিনামে মহা পাপরাশি দয়॥
না জানিঞা করে যদি ওষধ ভক্ষণ।
তমু তার গুণে হয় রোগ-নিবারণ॥
হরিনাম এইরূপ সর্ব্ব ধর্ম্মসার।
তোরা সব না জানিস দুষ্ট দুরাচার॥
এতেক বচন বলি পারিষদগণ।
ব্রাহ্মণের কৈল যমপাশ-বিমোচন॥
অপমান পেয়ে তিন যমের কিঙ্কর।
সকল কহিল গিয়ে যমের গোচর॥
অজামিল যমদণ্ডে পাঞা প্রতিকার।
চিন্তিতে লাগিল বিপ্র দেখি চমৎকার॥
প্রণাম করিয়া কৃষ্ণ কিঙ্করচরণে।
কি বোল বলিব দ্বিজ চিন্তে মনে মনে॥
হেনকালে তাঁরা সব কৈল অন্তর্দ্ধান।
আপনার চিত্তে দ্বিজ করে অনুমান॥
শুনিল বৈষ্ণব ধর্ম্ম বৈষ্ণববদনে।
পরম বৈষ্ণব সঙ্গে হৈল দরশনে॥
সেইক্ষণে হৈল হরিভক্তি উপাদান।
পূর্ব্বদোষে চিন্তি দ্বিজ করে অনুমান॥
মুঞি ছার অধম পাপিষ্ঠ দুরাচার।
আপনেই সর্ব্বনাশ কৈলুঁ আপনার॥
মোর কুলে কলঙ্ক রহিল এত বড়।
বৃষলীর সঙ্গে মোর মজিল সকল॥
সতী কুলবতী নারী আপনার তেজো।
অসতী মদ্যপনারী দাসী-অঙ্গ ভজো॥
বৃদ্ধ পিতা মাতা মোর অনাথ দুঃখিত।
তা-সভা তেজিলু মুঞি হেন দুষ্টচিত্ত॥

---

(১) পাঠান্তর,— বিরূপ।"

(২) তাহা হইতে তাবতে নহে পাপ ক্ষয়।"—পাঠান্তর।

কোন্ গতি হৈব মোর কি হয় উপায়।
অবশ্য নরক ভোগ এড়ান না যায়॥
স্বপন দেখিনু কিবা কিবা বিদ্যমান।
বন্ধন খসাল্য মোর চারি বলবান॥
দিব্য মহাপুরুষ পরম শুদ্ধময়।
খসায়্যা বন্ধন মোর খণ্ডাইল সংশয়॥
এইক্ষণে কত হেত যমের তাড়না।
হেন দুঃখভোগ মোর কৈল বিমোচনা॥
হেন মহাজন সঙ্গে হৈল দরশনে।
অবশ্য উদ্ধার হৈব হেন লয় মনে॥
মুঞি ছার বেশ্যাপতি কেবল অধম।
মোহর জিহ্বায় কৈল হরিসংকীর্ত্তন॥
ব্রহ্মঘাতী নির্লজ্জ কপট দুরাচার।
মোর মুখে নারায়ণ শবদ উচ্চার॥
এখনে যতন করি ভজিব শ্রীহরি।
এ ঘোর নরকভোগ যাহা হৈতে তরি॥
তিরি মই মায়া দড়ি মোহর বন্ধন।
শ্রীহরিচরণ ভজি করিব মোচন॥
হরিকথা হরিনাম করিব কীর্ত্তন।
হরিপদ ভজিব চিন্তিব অনুক্ষণ॥
এতেক বচন বলি দ্বিজ অজামিল।
দেহমন গোবিন্দচরণে নিযোজিল॥
গঙ্গাদ্বারে গিয়া কৈল কৃষ্ণ আরাধন।
কৃষ্ণে মন ধরি দ্বিজ তেজিল জীবন॥
সেইক্ষণে চারি মহা পুরুষ আসিয়া।
অজামিলে নিল দিব্য রথে চড়াইয়া॥
পতিত নিন্দিত দাসীপতি দুরাচার।
অজামিল সম পাপী নাহি বলিবার॥
নারায়ণ নাম ধরি পুত্রে ডাক দিল।
হেন মহা পাতকীর পাতক খণ্ডিল॥
হরিনাম বিনে নাহি কর্ম্ম বন্ধ টুটে।
বিনে কৃষ্ণ ভজিলে সংসার নাহি ছুটে॥
অজামিল উপাখ্যান বৈষ্ণব চরিত্র।
পাপহর পুণ্য কর পরম পবিত্র॥
ভকতি করিয়া শুনে করয়ে কীর্ত্তন। (১)
না যায় নরক নহে হয় দরশন॥
একে অজামিল তাথে মরণ সময়ে।
পুত্রছলে একবার হরিনাম লয়ে॥

তবু ত তাহার হৈল বৈকুণ্ঠ গমন।
শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া যে করায় কীর্ত্তন॥
সুস্থকালে সন্তোষে যে হরিনাম করে।
তাহার মহিমা কেবা পারে কহিবারে॥
রাজা বলে যমদূতে জানাল্য গোচরে।
যমরাজা কি দিলেন তাহার উত্তরে॥
তিন লোকে যার দণ্ডভঙ্গ নাহি শুনি।
তার দণ্ড ভঙ্গেত সংশয় হেন মানি॥ (১)
মুনি কহে শুন রাজা কহিব তোমারে।
যমদূতে জানাইল যমের গোচরে॥
এক অধিকারে আছে কত দণ্ডধর।
যদি বা সংসারে হৈল বিবিধ ঈশ্বর॥
তবে পাপ পুণ্য কিছু নহিল নির্ণয়।
কোন্ জনা মুক্তি পাইব কার মৃত্যুভয়-॥
যাহার ইচ্ছায় যার যেন গতি হয়।
এ সব লোকের তবে দেখিয়ে সংশয়॥
পাপ পুণ্য বিচারিয়া তুমি দণ্ড কর।
এই সে কারণে ধর্ম্মরাজ নাম ধর॥
এবে আর তোমার না দেখি অধিকার।
এ সব লোকের আর না দেখি নিস্তার॥
চারি মহাপুরুষ অদ্ভুত রূপ ধরে।
আসিয়া তোমার আজ্ঞা দণ্ডভঙ্গ করে॥
মহাপাপী অজামিলে আনিব বান্ধিয়া।
ছাড়িয়া দিলেন তাঁরা বন্ধন খসায়্যা॥
কি নাম তাঁহার তাঁরা কাহার কিঙ্করে।
এ সব বিবরি প্রভু কহিবে আমারে॥ (২)
ধর্ম্মরাজ বলে আরে শুন দূতগণ।
চরাচর জগৎ-ঈশ্বর নারায়ণ॥
যার অংশ ব্রহ্মা বিষ্ণু হর মহেশ্বর।
যাঁর মায়াপাশে বন্দী সব চরাচর॥
আমি সব বন্দী যাঁর মায়াময় পাশে।
সভেই প্রভুর আজ্ঞা পালয়ে তরাসে॥
নাকে দড়ি দিয়া যেন বলদ বান্ধয়।
সাবধান হঞা রহে গৃহস্থের প্রায়॥
চন্দ্র সূর্য্য ইন্দ্র আদি বরুণ পবন।
আপনে বিরিঞ্চি হর সিদ্ধ সাধ্যগণ॥
এ সবে যাহার মায়া বুঝিতে না পারে।
সেই সে সভার প্রভু লোকমহেশ্বরে॥

(১) বৰ্দ্ধমান—ভৈটার পুথিতে ইহার ৮র অধ্যায় শেষ হইয়াছে।

(১) "তবে দণ্ডভঙ্গ হয় এ সংশয় মানি॥" —পাঠান্তর।

(২) 'এ সব আমারে প্রভু কহিবে সকল।" —পাঠান্তর।

তাঁর পারিষদগণ ভ্রময়ে সংসারে।
অলক্ষিত রূপে কেহ চিনিতে না পারে॥
ভকত-রক্ষণ-হেতু সে সব ভ্রময়ে।
কিরূপে কোথাতে রহে কেহ না বুঝয়ে॥
ভাগবত-ধর্ম্ম কৃষ্ণ কহিলে আপনে।
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যার তত্ত্ব নাহি জানে॥
বিরিঞ্চি নারদ শম্ভু সনৎকুমার।
কপিল প্রহ্লাদ স্বায়ম্ভুব মনু আর॥
শুক বলি ভীষ্ম আমি জনক রাজনে।
ভাগবত-ধর্ম্ম জানে এ দ্বাদশ জনে॥
ভাগবত-ধর্ম্ম কেহ না বুঝয়ে আর।
পরম গোপিত ধর্ম্ম সূক্ষ্মগতি যার॥
এই সে পরম ধর্ম্ম জানিবে সংসারে।
ভক্তিভাবে হরি-নাম-গুণগান করে॥
দেখ বৎস হরিনামকীর্ত্তনে কি ফল।
বৈকুণ্ঠ নগর যায় হয়্যা অজামিল॥
হরি-নাম-গুণ-কর্ম্ম-কীর্ত্তন-শ্রবণে।
সকল দুরিত হরে বলে যে যে জনে॥
তারা তারা কীর্ত্তন-মহিমা নাহি জানে।
হরিনামে পাপ হরে এই বড় মানে॥
যদি হরিনামে সব পাপ দূর হয়।
অজামিল হঞা কেনে মুক্তিপদ পায়॥
যত যত মহাজন প্রায় বেদ-জড়।
বিষ্ণুমায়া-বিমোহিত সে সকল নর॥ (১)
অশ্বমেধ আদি মহা কর্ম্মপরায়ণ।
মধু পুষ্প সম ফল স্বর্গ আরোহণ॥
এই বাক্য বুঝিয়া যতেক বুধজনে।
সর্ব্বভাবে ভকতি করয়ে নারায়ণে॥
তাহাতে আমার নাহি দণ্ডে অধিকার।
যদ্যপি অশেষ পাপ দেখিয়ে তাহার॥
সর্ব্বপাপ হরে তার হরি-সংকীর্ত্তনে।
তুমি সব না যাইহ তার সন্নিধানে॥

সর্ব্বভূত-হিতে রত হরিপরায়ণ।
তাহার পবিত্র যশ গায় সুরগণ॥
কভু জানি যাহ তোরা তার সন্নিধানে।
নহে কাল ভয় তার যম-দরশনে॥
মুকুন্দ-পদারবিন্দ মকরন্দ-রসে।
সতত বিমুখ যারে দেখহ বিশেষে॥
দেহ গেহে দেখ যায় দৃঢ় অনুবন্ধ।
বৈষ্ণব জনের সনে নহে যার সঙ্গ॥
তাসভা আনিহ তাথে নাহিক বিচার।
করিহ তাহারে তোরা দণ্ড পরহার॥
যার জিহ্বা হরিনাম কভু না উচ্চারে।
যার শির কৃষ্ণপদে প্রণাম না করে॥
যার চিত্তে কৃষ্ণপদ না করে স্মরণে।
তা-সভারে আনিহ আমার বিদ্যমানে॥
নারায়ণ পুরুষ পুরাণ জগন্নাথ।
একবার ক্ষম প্রভু মোর অপরাধ॥
সেবকের অপরাধে প্রভু দণ্ড পায়ে।
ভৃত্য-অপরাধে প্রভু দণ্ডিতে জুয়ায়ে।
নমো নমো নারায়ণ মোর নমস্কার।
মোর অপরাধ প্রভু ক্ষম একবার॥
হরিনাম-সংকীর্ত্তন জগৎমঙ্গল।
মহাভয়-বিনাশন মহাপাপহর॥
হরিনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তন-গুণগানে।
শুন বাছা বেদে যার মহিমা না জানে॥
এতেক বচন শুনি যমদূতগণে।
নামের মহিমা শুনি ভয় পাইল মনে॥
আছুক বৈষ্ণব জনার যাইতে সন্নিধানে
বৈষ্ণবের নাম শুনি ভয়ে কম্পবানে॥
আছিলা অগস্ত্য মুনি মলয় পর্ব্বতে।
আপনে কহিলা তেঁহ মুনি সভাসতে॥
কহিলুঁ তোমারে শুন রাজা পরীক্ষিৎ।
হরিসংকীর্ত্তন-ফল জগতে গোপিত॥
ভক্তিরস-গুরু শ্রীগদাধর জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস-গান॥

(১) পাঠান্তর,—"সব সকল।"

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে ষষ্ঠস্কন্ধে প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বরাড়ী রাগ।

তবে রাজা জিজ্ঞাসিল শুকদেব স্থানে।
দক্ষসৃষ্টি বিস্তারিয়া কহিবে এখনে॥

রাজার বচন শুনি মুনি যোগেশ্বর।
সাধু সাধু বাখানিয়া দিলেন উত্তর॥

প্রাচীনবরিহি রাজা পুরুবে আছিল।
প্রচেতস নামে তার দশ পুত্র হৈল॥
জলের ভিতর রহি সহস্র বৎসর।
কৃষ্ণ আরাধিল তপ করিয়া দুষ্কর॥
আপনে আসিয়া বর দিলা নারায়ণ।
জলে হৈতে উঠে তবে তারা দশজন॥
বৃক্ষগণে ব্যাপিত দেখিল মেদিনী।
ক্রোধ করি মুখ হৈতে জ্বালিল আগুনি॥
পোড়াঞা পৃথ্বীর বৃক্ষ কৈলা ভস্মসাৎ।
হেনকালে আইলা ব্রহ্মা ত্রিভুবননাথ॥(১)
বৃক্ষসৃষ্টি না পোড়াহ এই বাক্য ধর।
বৃক্ষগণে কন্যা দিবে তাহা বিভা কর॥
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা গেলা নিজস্থানে।
হেনকালে কন্যা আনি দিল বৃক্ষগণে॥
সেই কন্যা বিভা কৈল দশ সহোদরে।
রাজ্য ভোগ কৈল দশ সহস্র বৎসরে॥
দক্ষ পুত্র জন্মাইল দশ সহোদরে।
পুঃ জন্মে যারে বিড়ম্বিল মহেশ্বরে॥
শিবশাপে ছাগমুখ দক্ষের আছিল।
সে তনু তেজিয়া আর তনু যে ধরিল॥
তবে তারা দশ ভাই ভজিয়া শ্রীহরি।
অন্তকালে তনু তেজি গেল বিষ্ণুপূরী॥
দক্ষ প্রজাপতি পাইল রাজ্য অধিকার।
নানা কর্ম্ম করি থুইল যশ চমৎকার॥
তবে দক্ষ প্রজাপতি মহা তপ করি।
বিন্ধ্যপাদ গিরিতটে ভজিল শ্রীহরি॥
পুণ্য তীর্থ আছে তথা অঘ বিঘর্ষণ।
ত্রিকাল করিয়া স্নান পূজে নারায়ণ॥
স্তুতি ভক্তি প্রণতি বিবিধ মতি কৈল।
তুষ্ট হঞা বর তারে জগন্নাথ দিল॥
পঞ্চজন নামে এক আছিল নৃপতি।
তার কন্যা বিভা কৈল দক্ষ প্রজাপতি॥
অসিক্নী তাহার নাম রাজার দুহিতা।
পরম সুন্দরী দেবী দক্ষের বনিতা॥
এতকালে জনমিল অযুত কুমার।
দক্ষ আজ্ঞা দিল তারে সৃষ্টি করিবার॥
বাপের আজ্ঞায় তারা গেল তপোবনে।
পথেতে নারদ আসি দিল দরশনে॥
আরে রে বালক তোরা কোন্ যুক্তি কর।
আমার বচন তোরা একচিত্তে ধর॥

এতেক বচন যদি নারদ কহিলা।
পৃথ্বী পর্য্যটনে তবে সভাই চলিলা॥
মনে দুঃখ পাঞা তবে দক্ষ প্রজাপতি।
অযুত তনয় আর কৈল উৎপতি॥
পৃথিবীর অন্ত লেহ পর্য্যটন করি।
তবে তোরা পাছে সৃষ্টি করিহ বিচারি॥
বাপে আজ্ঞা দিল শুন আমার বচনে।(১)
সকলে মিলিয়া কর অপত্য সৃজনে॥
আজ্ঞা পাইয়া গেল তাঁরা তপ করিবারে।
পথে আসিয়া কহিল নারদ যোগেশ্বরে॥
জ্যেষ্ঠবর্গ গেল তোদের পৃথ্বী পর্য্যটনে।
আগে তার উদ্দেশ করহ ভাইগণে॥
বাপের বচন তবে করিহ পালন।
এতেক বলিয়া মুনি গেলা তপোবন॥
এইরূপে গেলা তারা অযুত তনয়।
দুঃখ পায়্যা দক্ষ কোপ কৈল অতিশয়॥
ভালত নারদ তুমি হরিভক্তি ধর।
ভাল শান্ত দান্ত তুমি পরহিত কর॥(২)
শাপিল তোমারে আজি কে রাখিতে পারে।
নিরবধি জগৎ ভ্রমিবে একেশ্বরে॥
একদিন এক স্থানে নহে যেন স্থিতি।
স্বীকার করিয়া লৈল মুনি মহামতি॥
দুঃখ শোক পাঞা দক্ষ রহিল আপনে।
কন্যা সৃষ্টি কৈল পাছে ব্রহ্মার বচনে॥
ষাটি কন্যা জনমিল দক্ষের নন্দিরে।
সাতাইশ দুহিতা তার দিল শশধরে॥
দশ কন্যা কৈল তার ধর্ম্মে সম্প্রদান।
কশ্যপেরে ত্রয়োদশ কন্যা কৈল দান॥
শিবে তার এই কন্যা কৈলা পরিণয়।
দুই কন্যা অঙ্গিরাকে দিল মহাশয়॥
কৃশাশ্বরে দুই কন্যা দিলা প্রজাপতি।
তার্ক্ষ্যে বিভা কৈল চারি কন্যা গুণবতী॥
দেব দানব নাগ অসুর কিন্নর।
যক্ষ রাক্ষস পশু-পক্ষী চরাচর॥
এইরূপে নানা সৃষ্টে জগৎ পুরিল।
কহিব কশ্যপসৃষ্টি যতরূপ হৈল॥
দিতি দনু কাষ্ঠা নাম অদিতি সুরসা।
সুরভি অরিষ্টা ইলা মুনি ক্রোধবশা॥

---

(১) মূলে "রাজোবাচ মহান্ সোম" এই পাঠ আছে।

(১) পাঠান্তর,—"সৃষ্টি কর নিরমাণে।

(২) "ভাল শান্ত তুমি সদা পরহিত কর।"—পাঠান্তর।

তিমি তাম্রা নাম আর সরমা কুমারী।
কশ্যপের এই ত্রয়োদশ ধর্ম্ম নারী॥
তিমির তনয় হৈল যত জলচরে।
ব্যাঘ্রজাতি জনমিল সরমা উদরে॥
সুরভির বংশ পশু গো-মহিষ জাতি।
তাম্রাব উদরে হৈল পক্ষির উৎপত্তি॥
জন্মিল অপ্সরাগণ মুনির উদরে।
ক্রোধবশার বংশ হৈল যত ফণধরে॥
ইলার উদরে জন্মিল তরুগণ।
সুরসার গর্ভে জাতুধানের (১) জনম॥
অরিষ্টার পুত্র যত গন্ধর্ব্ব জন্মিল।
তুরঙ্গ গর্দ্দভ যত কাষ্ঠাগর্ভে হৈল॥
দনুর উদরে দানবের উপাদান।
কহিব যতেক তার দানব প্রধান॥
দ্বিমূর্দ্ধা শম্বর হয়গ্রীব বলবান্।
বিভাবসু শঙ্কুশিরা অয়োমুখ নাম॥
অরিষ্ট কপিল আর স্বর্ভানু অরুণ।
একচক্র বৃষপর্ব্বা পুলোমা দারুণ॥
ধূম্রকেশ বিপ্রচিত্তি বিরূপাক্ষ নাম।
এইসব মহাবীর দানব-প্রধান॥
বৃষপর্ব্বা দানবের শর্ম্মিষ্ঠা কুমারী।
দিল তারে যযাতি রাজার ভার্য্যা করি (২)
বৈশ্বানর দানবের চারি কন্যা হৈল।
তার দুই কন্যা বিভা কশ্যপেরে দিল॥
কালকার যত পুত্র কালকেয় নামে।
পুলোমার যত পুত্র পৌলোম প্রধানে॥
ষাটি যে সহস্র পুত্র দানব প্রখরে।
তোমার বাপের বাপে মারিল সমরে॥
অদিতির বংশ হৈল যত দেবগণ।
যাহার উদরে জন্ম লৈল নারায়ণ॥
সূর্য্য বিভা কৈল সংজ্ঞা নামে কুলবতী।
তার পুত্র শ্রাদ্ধদেব মনু উতপতি॥
যম আর যমুনা যমক দুই জন।
সংজ্ঞার উদরে তিন লভিল জনম॥
ছায়া নামে তাঁর আর এক পত্নী হৈল।
তাহার উদরে শনি সাবর্ণি জন্মিল॥
এইরূপে হৈল সূর্য্যবংশের বিস্তার (৩)।
তবে রাজা শুন কথা যে কহিব আর॥

(১) জাতুধান অর্থে—রাক্ষস।
(২) "যযাতি রাজার বিভা কৈল মহাবলী।"
(৩) ইহার পর বর্দ্ধমান—ভৈটাগ্রামের পুঁথিতে নূতন অধ্যায়ের আরম্ভ হইয়াছে।

ত্রিভুবনে একা রাজা হৈল পুরন্দর।
সুর সিদ্ধ বিদ্যাধরে সেবে নিরন্তর॥
গুরু অবজ্ঞানে তার শ্রীভ্রষ্ট হইল।
ঘুরিয়া অসুরে ইন্দ্রে মারি খেদাড়িল॥
ভয়ে যুদ্ধ তেজিয়া পলাইল দেবগণ।
ব্রহ্মার চরণে গিয়া লইল শরণ॥
কৃপা করি উত্তর দিলেন পদ্মাসনে।
তুমি সব অধর্ম্মে মজিলে সুরগণে॥
গুরু অবজ্ঞানে তুমি কৈলে সর্ব্বনাশ।
সেই ছিদ্র দেখি পাইল অসুরে প্রকাশ॥
গুরু আরাধিয়া তারা মহাবল ধরে।
এখন উচিত নহে যুদ্ধ করিবারে॥
গুরু বৃহস্পতি তোমার কৈলা অন্তর্দ্ধান।
চাহিলেহ তুমি সব না পাবে সন্ধান॥
বিশ্বরূপ নামে বিশ্ব-কর্ম্মার তনয়।
পরম তপস্বী তিঁহো যতি মহাশয়॥
তুমি সব তাঁরে পুরোহিত করি বর।
তাঁর উপদেশ লঞা তবে যুদ্ধ কর॥
এতেক বচন শুনি যত সুরগণে।
সেইরূপে আইলা বিশ্বরূপ বিদ্যমানে॥
দেবগণে মিলিয়া বরিল পুরোহিত।
যজ্ঞ আরম্ভিল বিশ্বরূপ সুপণ্ডিত॥
বিশ্বজয় (১) যজ্ঞ করাইল পুরন্দরে।
নারায়ণ-কবচ ধরিল কলেবরে॥
তবে ইন্দ্র যুদ্ধ করি অসুরে জিনিল।
দেবগণ সহ নিজ অধিকার পাল্য॥
এইরূপে যজ্ঞ করে দ্বিজ বিশ্বরূপে।
দৈবযোগে অসুরকে দিল যজ্ঞভাগে॥
এ বোল শুনিঞা ক্রোধ কৈল পুরন্দরে।
ব্রাহ্মণের তিনি মাথা কাটিল সত্বরে॥
বিশ্বরূপ দ্বিজের আছিল তিন মুণ্ড।
ইন্দ্র তাহা কাটিয়া করিল চারি খণ্ড॥
ব্রহ্মবধ সঞ্চরিল ইন্দ্রের শরীরে।
ইন্দ্রে চারি ভাগ করি বিভজিল তারে॥
দ্রুম জল ভূমি আর যত নারীগণ।
চারি ভাগে ব্রহ্মবধ পাইল চারিজন॥
পৃথিবীর ব্রহ্মবধ বিদিত উষরে।
ফেন বুদ্বুদে ব্রহ্মবধ জানি নীরে॥ (২)
তরুগণে ব্রহ্মবধ আঠা রূপে বহে।
নারীগণে ব্রহ্মবধ রাজাযোগে রহে॥

(১) পাঠান্তর—"বিপুঞ্জয়"।
(২) পাঠান্তর,—"সরোজলে" অপরঞ্চ,—"জানিব সে জলে।"

এতেক প্রকারে ইন্দ্র ব্রহ্মবধে তরে।
পুত্রবধ শুনি বিশ্বকর্ম্মা ক্রোধ করে ॥
বৃত্র নামে অসুর সৃজিল ভয়ঙ্কর।
প্রলয় কালের যেন জলন্ত অনল ॥
ধূম্রবর্ণ বিকট দশন ঘোরতর।
পদভরে ধরণী করয়ে টলমল ॥
তিন লোক যুড়ি নাদ করয়ে গম্ভীর।
ত্রিশূল তুলিয়া বৃত্র নাচে মহাবীর ॥
তিন লোক গরাসয়ে দেখ্য দুর্দ্ধরিষ।
তা দেখিয়া দেবগণ হৈলা বিমরিষ ॥
পরম দারুণ রণ বাজিল তখনে।
বৃত্র সহ মহাযুদ্ধ কৈল সুরগণে ॥
সমরে হারিয়া সুর পলায় সত্বরে।
শরণ পশিল কৃষ্ণচরণ-কমলে ॥
দিব্য রূপ ধরি হরি দিলা দরশন।
দেবগণ দেখি কৈল প্রণাম স্তবন ॥
তুষ্ট হঞা বর দিলা প্রভু হৃষীকেশ।
শুন শুন দেবগণ কহি উপদেশ ॥
দধ্যঞ্চ পরম মুনি আছে মহাজন।
মাগিয়া তাহার অঙ্গ লহ সুরগণ ॥
তার অঙ্গ দিয়া কর বজ্রের নির্ম্মাণ।
তবে ইন্দ্র মরিবে অসুর বলবান্।
মাগিলেহি দিবে দ্বিজ আপনার অঙ্গ।
মাগিলে না করে মহাজনে আজ্ঞা ভঙ্গ ॥
এতেক বলিয়া গেলা প্রভু ভগবান্।
ইন্দ্র আদি দেব আইলা দ্বিজ বিদ্যমান
প্রণাম করিয়া ইন্দ্র দধ্যঞ্চচরণে।
সুরগণ সহে কৈল আত্মনিবেদনে ॥
যশোধন মহাজন পরিহতকারী।
তত্ত্বজ্ঞান নাহি তায় দেহ গেহ করি ॥
আপনার অঙ্গ যদি কর কর সম্প্রদান।
তবে সব সুরগণ পায় পরিত্রাণ ॥
শুনিঞা দধ্যঞ্চ মুনি দিলেন উত্তর।
অধ্রুব শরীর ধন অধ্রুব সকল ॥
অধ্রুব শরীরে যদি ধ্রুব পদ পাই।
তবে কেনে তাহা ছাড়ি অন্য কর্ম্মে ধাই ॥
এ শরীরে হয় যদি দেব উপকার।
তবে আমি শরীর তেজিল আপনার ॥
এ বোল বলিয়া বিপ্র ধ্যান যোগ করি।
শরীর তেজিয়া তেঁহো গেলা বিষ্ণুপুরী ॥
বিশ্বকর্ম্মা সেই অঙ্গে বজ্র নিরমিল।
পরম উজ্জ্বল অস্ত্র ইন্দ্র হস্তে দিল ॥

তবে ইন্দ্র ঐরাবতে করি আরোহণ।
বজ্র হস্তে করিয়া (১) করিতে গেলা রণ ॥
অসুরের সঙ্গে তবে বাজিল সংগ্রাম।
যুঝিবারে আইল যত দৈত্যের প্রধান ॥
হয়গ্রীব শঙ্কুশিরা নমুচি শম্বর।
বৃষপর্ব্বা হেতি প্রহেতি খরতর।
অয়োমুখ বিপ্রচিত্তি দ্বিমূর্দ্ধা প্রখর।
মালী সুমালী আদি দৈত্য ভয়ঙ্কর ॥
দৈত্য দানব যক্ষ রক্ষ কোটি কোটি।
চৌদিগে বেড়িল তারা বাণ ছুটাছুটি ॥
সিংহনাদ করি ধায় লক্ষ লক্ষ সেনা।
বাদ্যভাণ্ড বাজে উঠে ত্র ধ্বজ বানা ॥
প্রাস মুদ্গর গদা পরিঘ তোমর।
শূল পরশু খড়্গ অস্ত্র খরতর ॥
অস্ত্রে শস্ত্রে কাটাকাটি বাণ বরিষণ।
বাজিল অসুর দেবে ঘোর মহারণ ॥
যত দেবগণ ছিল সমরে প্রচণ্ড।
অসুরের অস্ত্র কাটি কৈল খণ্ড খণ্ড ॥
পৃথিবীর ভিতরে রণ হৈল ভয়ঙ্কর।
নগ নাগ সকল কাঁপিল চরাচর ॥
দৈত্য দানব যত বলে পরখর।
তারা সব পালাইল তেজিয়া সমর ॥
তবে বৃত্র বলে আরে শুন দেবগণ।
তোরা সব মোর সঙ্গে করসিঞা রণ ॥
সমর তেজিয়া ভয়ে যে সব পলায়।
তার সঙ্গে যুঝিবারে কভু ন জুয়ায় ॥
মোর আগে রহ তোরা করসিঞা রণ।
আজি পাঠাইমু দেবে যমের ভুবন ॥
এতেক বচন বলি মহানাদ কৈল।
মুরছিত হঞা দেব ভূমিতে পড়িল ॥
আকর্ণ শবদ করি বৃত্র মহাসুর।
দুই পায়ে মর্দ্দিয়া দেবতা কৈল চুর ॥
তবে দেবরাজ কোপে জ্বলিল অন্তরে।
পেলাঞা মারিল গদা বৃত্রের উপরে ॥
আকাশে উঠিল গদা পড়িল উপরে।
লীলায় ধরিল বৃত্র দিয়া বাম করে ॥
সেই গদা তুলিয়া ভ্রমাইল তিন বার।
ঐরাবত-কুম্ভে কৈল গদার প্রহার ॥
গদাবাড়ি খাঞা গজ ঘুরিতে লাগিল।
ইন্দ্র সহ সাত ধনু রণ তেজি গেল ॥

(১) পাঠান্তর,—"ধরিয়া"।

অমৃত-অঙ্গুলী ইন্দ্র গজমুখে দিল।
খণ্ডিল অঙ্গের ব্যথা গজ স্থির হৈল ॥
ক্রোধ করি বলে বৃত্র আরে পুরন্দর।
তুঞি সে মারিলি মোর ভাই সহোদর ॥
ব্রহ্মবধ গুরুবধ ভ্রাতৃবধ কৈবি।
আপনে বোলাহ ইন্দ্র দেব-অধিকারী ॥
সুধিব ভাইর ধার বধিব তোমারে।
আজি তোমা বেঢ়ি খাবে শৃগাল কুক্কুরে ॥ (১)
মোর হাথে জীয়ে যাবে হেন মনে লয়।
এইরূপে ইন্দ্রকে ভর্ৎসিল অতিশয় ॥
তবে বৃত্র পুরন্দরে বাজিল সংগ্রাম।
নাহি হয় যুদ্ধ আর তাহার সমান ॥
অসুরে অমরে যুদ্ধ বাণ ছুটাছুটি ॥
মুদ্গর-প্রহার শিরে খড্গে কাটাকাটি।
গাছ পাথর কেহ পর্ব্বত পেলায়ে ।।
কেহ মুখ মেলি আইসে খাইবারে ধায়ে ।।
বৃত্রে ইন্দ্রে যুদ্ধ তার নাহি সমতুল।
গদার প্রহারে হৈল কোটি কোটি চুর ॥
দেব অসুরের যুদ্ধ পরম দারুণ।
নগ নাগ তিন লোক কাঁপিল বরুণ ॥
পড়িল অসুর দেব সমর ভিতরে।
তবে বৃত্র ডাক দিয়া বলে উচ্চস্বরে ॥
তোর অস্ত্রে ইন্দ্র আমি তেজিব শরীর।
অনন্ত চরণে তবে চিত্ত হৈব স্থির ॥
তবে মোর খণ্ডিব সকল ভববন্ধ।
নিরবধি করিমু ভকতজনসঙ্গ ॥
হরিদাস তাঁর দাস দাস অনুদাস।
জনমে জনমে হঞা থাকু এই আশ ॥
যদি মন করে কৃষ্ণগুণ স্মঙরণ।
দুই কর হয় যদি সেবাপরায়ণ ॥
যদি মোর বদনে গোবিন্দ গুণ গায়।
যদি নারায়ণকর্ম্ম করে মোর কায় ॥
তবে ইন্দ্রপদ ব্রহ্মপদ যোগসিদ্ধি।
সার্ব্বভৌমপদ চাহি বাঞ্ছো মহানিধি ॥
বৈষ্ণব জনের সঙ্গে বাস যদি হয়ে।
কর্ম্মবন্ধে জন্ম তবে যথা তথা নহে ॥
এতেক বচন বলি বৃত্র মহাবলী।
ধাইল ইন্দ্রের তরে শূল পাট ধরি ॥
শূল মুখে জলিছে প্রলয়-হুতাশন।
শূল পাট দেখিয়া কাঁপিল ত্রিভুবন ॥
আকাশে ফেলিয়া শূল মারিল অসুরে। (১)
ঘুরিয়া পড়িল শূল ইন্দ্রের উপরে ॥
বজ্রে কাটি ইন্দ্র শূল কৈল খণ্ড খণ্ড।
কাটিল বৃত্রের আর এক ভুজদণ্ড ॥
হস্ত কাটা গেল কোপে জলিল অসুর।
মারিল ইন্দ্রের গালে চাপড় নিষ্ঠুর ॥
ইন্দ্রের হস্তের বজ্র খসিয়া পড়িল। (২)
হাহাকার তুমুল শবদ উপজিল ॥
তবে দেবরাজ বজ্র তুলিয়া না লয়।
বৃত্রাসুর ইন্দ্রকে ভৎসিলা অতিশয় ॥
যুদ্ধকালে বিষাদ বীরের নহে ধর্ম্ম।
জয় পরাজয় দেখ ঈশ্বরের কর্ম্ম ॥
কাঠের পুতলী নাচে কুহক ইৎসায়।
যন্ত্রের হরিণ যেন বাদিয়া নাচায় ॥
এইরূপে প্রভু যারে যে কর্ম্ম করায়।
প্রভুনিয়োজিত কর্ম্ম খণ্ডনে না যায় ॥
পিঞ্জরের পাখী যেন থাকয়ে বন্ধনে।
সেইরূপ ব্রহ্মা আদি ঈশ্বর-অধীনে ॥
মুখ জনা আপনাতে করে অভিমান।
খণ্ডিতে না পারে কেহ ঈশ্বর নির্ম্মাণ ॥
একজনে আর জন প্রভু সৃষ্টি করে।
আর জনা দিয়া প্রভু অন্য জনে মারে ॥ (৩)
করয়ে করায় তেঁহ ভুঞ্জয়ে ভুঞ্জায়।
ব্রহ্মা আদি যার কর্ম্মে অন্ত নাহি পায় ॥
এ বোল বুঝিয়া ইন্দ্র তেজ বিমরিষ।
মোর সঙ্গে যুঝ চিত্তে হইয়া হরিষ ॥
বৃত্রের বচন শুনি দেব পুরন্দর।
হাসিয়া বৃত্রেরে তবে দিলেন উত্তর ॥
ধন্য মহাপুরুষ ভকত মহাভাগ।
শ্রীহরিচরণে এত বড় অনুরাগ ॥
বিষ্ণুমায়া তুমি সে তরিলে মহাশয়।
নহিব তোমার আর ভব-মহাভয় ॥

---

(১) পাঠান্তর,—"শকুনি শৃগালে"।

(১) পাঠান্তর,—
"আকাশে ভ্রমাঞা শূল পেলিল অসুরে।"

(২) "ছিন্নৈকবাহুঃ পরিঘেণ বৃত্রঃ
সংরব্ধ আসাদ্য গৃহীতবজ্রম্।
হনৌ ততাড়েন্দ্রমথামরেভং
বজ্রঞ্চ হস্তান্ন্যপতন্মঘোনঃ ॥" ৬।১২।৪

(৩) পাঠান্তর,—
"একজনে আর জন সাজায় শ্রীহরি।
আন জন দিঞা প্রভু আন জন মারি।"

তমোগুণে জন্মিলে অসুর দুরাচার।
এত বড় বিষ্ণুভক্তি দেখিলুঁ তোমার॥
এ বোল বলিয়া ইন্দ্র বজ্র হাথে ধরি।
বৃত্র সঙ্গে যুদ্ধ কৈল দেবমহাবলী॥
বাম হস্তে পরিঘ তুলিয়া মহাসুর।
মারিল ইন্দ্রের মুণ্ডে (১) প্রহার নিষ্ঠুর॥
পড়িতেহি পরিঘ কাটিল পুরন্দর।
তবে পুন কাটিল বৃত্রের আর কর॥
দুই হাত কাটা গেল বৃত্র কোপে জলে।
হুহুঙ্কার করিয়া পড়িল ভুমিতলে॥
মুখখান মেলি দৈত্য আকাশ যুড়িয়া।
ঐরাবত সহ ইন্দ্র পেলিল গিলিয়া॥
হাহাকার শবদ উঠিল ত্রিভুবনে।
মহাবলী দেবরাজ না মৈল পরাণে॥
উদর ভেদিয়া ইন্দ্র বাহিরে আইলা।
বজ্রের মাথা কাটিয়া বৃত্রের প্রাণ নিল॥
পড়িল অসুর জয় হৈল ত্রিভূবনে।
দুন্দুভি বাজনা বাজে পুষ্প বরিষণে॥
গন্ধর্ব্বে সংগীত গায় অপ্সরা নাচন।
জয় জয় শবদে পুরিল ত্রিভুবন॥
এইরূপে পড়িল অসুব মহাবলী।
মনে দুঃখ পাইল ইন্দ্র ব্রহ্মবধ করি॥

কি গতি হইব মোর কি হয় প্রকার।
কোনমতে ব্রহ্মবধ হৈব প্রতীকার॥
এতেক বচন শুনি সুর-মুনিগণে।
হাসিয়া ইন্দ্রের সনে কৈল সম্ভাষণে॥
বিষাদ না কর তুমি তেঁহ সংশয়।
ব্রহ্মবধ করিয়া তোমার কিবা ভয়॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ কর ভজহ শ্রীহরি।
গোবিন্দ ভজিলে কত ব্রহ্মবধে তরি॥
পিতৃ-মাতৃ গুরুঘাতী গোব্রাহ্মণ-ঘাতী।
চণ্ডাল কুক্কুরভোজী হীন পাপজাতি॥
এ সব যাহার নাম করিয়া কীর্ত্তন।
অশেষ পাতকবন্ধ করয়ে খণ্ডন॥
অশ্বমেধ করি তুমি ভজ দামোদর।
হরিনাম কীর্ত্তন করহ নিরন্তর॥
জগত মারিয়া যদি জগতে সংহারে।
সেই পাপী হরিণামে হেলে পাপে তরে॥
মুনির বচন শুনি দেব পুরন্দর॥
বুঝিয়া মারিবে বৃত্রে রণের ভিতর।
মুর্তিমন্ত হঞা ব্রহ্মবধ উপজিল।
ধাঞা ব্রহ্মবধ ইন্দ্রে খাইবারে আইল॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইল মুনিগণে।
নিরবধি কৈল ইন্দ্র হরিসংকীর্ত্তনে॥
ব্রহ্মবধ ঘুচিল ইন্দ্রের হেল জয়।
বৃত্রবধচরিত শুনিলে পাপ ক্ষয়॥
ধ যশস্কর পাপহ ত্রিপুজয়।
ভাগবত-আচার্য্য কহিল পুণ্যময়॥

(১) পাঠান্তর,—"পৃষ্ঠে"।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে ষষ্ঠস্কন্ধে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২॥

তৃতীয় অধ্যায়।

পাহাড়ী রাগ।

তবে রাজা পরীক্ষিৎ ভাবিয়া বিস্ময়।
পুছিল মুনির পাবে করিয়া বিনয়॥
তামস দুরন্ত বৃত্র পাপ দুরাচার।
কোন্ পুণ্যে হরিভক্তি জন্মিল তাহার।
সপ্তদ্বীপা পৃথ্বী যদি রেণু করি গণি।
তার সম চরাচর জীব হেন মানি॥
তার মধ্যে পুণ্যকর্ম্ম করে নর জাতি।
তার মধ্যে কেহ কেহ সাধয়ে মুকতি॥

কোটি কোটি মধ্যে কেহ মুক্তি পদ পায়ে।
মুক্ত কোটি কোটি মধ্যে বিচারিয়া চায়ে॥
তমৃত তাহার মধ্যে ভকত দুলভ।
বৃত্র হৈয়া কোন্ পুণ্যে পাইল হেন পদ॥
কহ মহামুনি তুমি ইহার কারণ।
কিরূপে বৃত্রের ভক্তি হৈল উৎপন্ন॥
শুক বলে শুন রাজা কহিব তোমারে।
চিত্রকেতু নামে রাজা বিদিত সংসারে॥

স্থরসেন দেশে সার্ব্বভৌম নরপতি।
আছিল তাহার দশ সহস্র যুবতী॥
ধন জন সম্পদ সে হেন নারীগণে।
কোথাহ পীরিতি তার নহে পুত্র বিনে॥
আছিল অঙ্গিরা মুনি ব্রহ্মার নন্দন।
দৈবযোগে তার স্থানে কৈল আগমন॥
আতিথ্য বিধানে রাজা পূজিল তাঁহারে।
কনক আসনে পূজি বসাল্য মন্দিরে॥
পুছিলা অঙ্গিরা মুনি শুন নরেশ্বরে।
অন্তরে চিন্তিত হেন দেখিয়ে তোমারে॥
চিত্রকেতু বলে সত্য বলিলে গোসাঞি।
বাহ্য অভ্যন্তর তোমার অবিদিত নাঞি॥
জিজ্ঞাসিলে তমু তুমি চাহি কহিবারে।
অপুত্রের হয় কোন্ পুণ্য প্রতিকারে॥
এই সে কারণ হেতু মনে কিছুই না ভায়।
নহিল সন্ততি মোর কোন্ গতি হয়॥
রাজার বচন শুনি মুনি কৃপা কৈল।
যজ্ঞ করি চরুস্থালী রাজাকে সঁপিল॥
প্রধান মহিষী তার নামে কৃতদ্যুতি।
যজ্ঞচরু তাহারে খাওয়ায় নরপতি॥
মুনি বলে ইহা হৈতে হৈব পুত্রবর।
হরিষ বিষাদে তোমার পুরিব অন্তর॥
এ বোল বলিয়া মুনি গেলা নিজস্থান।
আনন্দে রহিল তবে নৃপতি প্রধান॥
শুভকালে ও শুভক্ষণে কুমার জন্মিল।
শুনিয়া রাজার চিত্তে আনন্দ হইল॥
গজ দান রথ দান পৃথিবী কাঞ্চন।
পুত্রের উৎসবে রাজা দিল মহাধন॥
ঘরে ঘরে পুরে পুরে আনন্দ মঙ্গল।
নৃত্য গীত আনন্দে পূরিল ক্ষিতিতল॥
তবে রাজকুমার বাঢ়িয়ে দিনে দিনে।
পুত্রস্নেহে চিত্রকেতু অন্ত নাহি জানে॥
পুত্র ছাড়ি তার চিত্তে অন্য নাহি ভায়ে।
অধনের ধন যেন হারাইলে পায়ে॥
পুত্রের জননী করি প্রেম অতিশয়।
আন নারীগণে তার টুটিল হৃদয়॥
সপত্নীর সম্পদ দেখিয়া দেবীগণে।
শোকে অচেতনে হৈয়া চিন্তে মনে মনে॥
একদিন সকলে মিলিয়া যুক্তি কৈল।
বিষ দিয়া বালকেরে ক্ষীর পিয়াইল॥
শয়নে শুয়াল্য শিশু থুইয়া রাজঘরে।
মায়ে আজ্ঞা দিল ধাই পুত্র আনিবারে॥
ধাত্রী মায়ে পুত্র কোলে করিয়া ডাকিল। (১)
হাহা শব্দ করি মাতা ভূমিতে পড়িল॥
শিরে কর হানিঞা কান্দয়ে উচ্চস্বরে।
এ বোল শুনিয়া রাজা উঠিল সত্বরে॥
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে চিত্রকেতু রাজা।
রাজার কান্দনা দেখি কান্দে যত প্রজা॥
পাত্র মিত্র সামন্ত যতেক (২) পুরজন।
রাজারে বেঢ়িয়া সভে করয়ে ক্রন্দন॥
শিরে করাঘাত করে কেশ সে উফাড়ে।
উঠিয়া উঠিয়া রাজা ভূমিতলে পড়ে॥
অযুত বনিতা কান্দে যত পুরনারী।
কান্দয়ে সকল লোক বালকেরে বেঢ়ি॥
শিরে করাঘাত করি করয়ে বিলাপ।
ক্ষেণে মূরছিত হয়ে ক্ষেণে দেই ঝাপ॥
(কতকাল যায় তার নাহি অবধান।
রাত্রি দিবা নাহি জানে নাহিক গেয়ান)॥
এইরূপে কান্দে রাজা শোকে অচেতন।
হেনকালে দুই মুনি কৈল আগমন॥
বুঝায় রাজারে তত্ত্ব উপদেশ করি।
চিত্ত স্থির কর রাজা শোক পরিহরি॥
কে তোমার পুত্র হয় তুমি পিতা কার।
পূরুবে আছিলে কোথা এখন কাহার॥
স্রোতের বালুকা যেন স্রোতে লঞা যায়।
এইরূপ সব জীব কালে বিচালয়॥
বীজ হৈতে বীজের জনম সভা নয়।
এক বীজ হৈতে কৈছে আর বীজ হয়॥
এক দেহ হৈতে আর দেহের জনম।
অজর অমর বীজ নিত্য সনাতন॥
এক হরি সৃজে আর করয়ে সংহার।
মিথ্যা জীব বলে পুত্র দার আপনার॥
এ বোল শুনিঞা রাজা তেজিল ক্রন্দন।
অলপে অলপে কৈল শোক নিবারণ॥
রাজা বলে ওহে অবধূত বেশধর।
তোমা সভা দেখি যেন মহা যোগেশ্বর॥
মহামুনিগণ সব ভ্রময়ে সংসারে।
জ্ঞান উপদেশ করে জীবের নিস্তারে॥
আমি সব পশুবুদ্ধি মূঢ় অগেয়ান।
জ্ঞানদীপ দিয়া মোরে কর পরিত্রাণ॥

---

(১) পাঠান্তর,—
"ধাইমায় কোলে করি পুত্রে ডাক দিল"।
(২) পাঠান্তর—"সভাসদ যত।"

রাজার বচন শুনি দুই মুনীশ্বর।
আপনার পরিচয় দিলেন উত্তর ॥
আমি সে অঙ্গিরা মুনি ব্রহ্মার কুমার।
বরে আসিয়া পুত্র সাধিল তোমার ॥
ইঁহারে নারদ বলি মুনির প্রধান।
ইঁহা হৈতে রাজা তুমি পাবে পরিত্রাণ ॥
তুমি হেন রাজা হয়্যা পুত্রশোকে মজ।
ভক্তিপথ ছাড়িয়া সংসারধর্ম্ম ভজ ॥
পরম বৈষ্ণব তুমি পুরুবে আছিলে।
এ দেহ ধরিয়া তুমি ভক্তি পাসরিলে ॥
ভক্তি উপদেশ দিতে হৈলু উপসরে।
বিকল দেখিল তোমা পুত্রের কারণে ॥
তে-কারণে তখনে না কৈলু উপদেশ।
এখন যে কহি রাজা শুনহ বিশেষ ॥
পুত্র হৈতে দেখ রা॰॰ সভে শোক সার।
মিথ্যা ধন ॰ন রাজ্য মিথ্যা সুত দার ॥
পুত্র হৈতে সভে শোক বুঝ অনুমানে।
তত্ত্ব উপদেশ লহ নারদের স্থানে ॥
অঙ্গিরার বচন শুনিঞা নরপতি।
নারদ৽রণযুগে করিল প্রণতি ॥
মন্ত্র উপদেশ তবে করিলা নারদে।
অনন্ত প্রসন্ন হৈব যাহার প্রসাদে ॥
শিব আদি যার পদ করিয়া সেবন।
শিবপদ পাইল ভ্রম করিয়া খণ্ডন ॥
হেন অনন্তের মন্ত্র কৈল উপদেশ।
তবে ভক্তিপথে রা৽া কৈল পরবেশ ॥
মরা বালকেরে তবে কহে যোগেশ্বর।
বাপ মায়ে কান্দে কেন না দেহ উত্তর ॥
রাজ্য ভোগ কর তুমি বৈস রাজাসনে।
বাপের সন্তোষ কর উঠিয়া আপনে ॥
মরা পুত্র বলে তবে শুন নরেশ্বর।
মিথ্যা কাজে কেন দুঃখ পাও নিরন্তর ॥ (১)
কে তোমার পু॰ তুমি পিতা বা কাহার।
কর্ম্ম ভোগ করে জীব ভ্রমিয়া সংসার ॥
দৈবযোগে পুত্র মিত্র বন্ধু সঙ্গ হয়ে।
বিচারিয়া চাহ রাজা কেহ কার নহে ॥
বিকাইলে সোণা যেন অন্যে লঞা যায়।
এইরূপে দেখ জীব ভ্রমিঞা বেড়ায় ॥

যাবৎ যাহাতে থাকে আপন সম্বন্ধ।
তাবৎ তাহার সঙ্গে প্রেম অনুবন্ধ ॥
নিত্য নিরঞ্জন জীব অজর অমর।
পুত্র মিত্র নাহি তার নাহি ভিন্ন পর ॥
বালকের বচন শুনিঞা নরপতি।
পুত্রশোক তেজি রাজা হৈল শুদ্ধমতি ॥
আপনার তত্ত্ব রাজা বুঝিয়া আপনে।
রাজ্যপদ তেজি গেল পুণ্য মধুবনে ॥
যমুনার জলে স্নান ত্রিকাল করিয়া।
অনন্তচরণ পূজে একচিত্ত হয়্যা ॥
যে মন্ত্র নারদ মুনি উপদেশ দিল।
একান্ত ভকতি করি সে মন্ত্র জপিল ॥
সাতদিনে মন্ত্রসিদ্ধি হৈল নরেশ্বরে।
গন্ধর্ব্বের অধিপতি পদ দিল তারে ॥
অনন্ত ধরণীধর ভকতবৎসল।
দরশন দিলা দীপ্ত গৌর কলেবর ॥
প্রসন্নবদন প্রভু অরুণলোচন।
মুকুট কুণ্ডল চারু সুনীল বসন ॥
যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র সিদ্ধগণে স্তুতি করে।
নি॰ প্রভু চিত্রকেতু দেখিল গোচরে ॥
বলরাম দরশনে খণ্ডিল দুরিত।
বাড়িল আনন্দ ভাব নির্ম্মল চিত্ত ॥
নয়নে আনন্দজল পুলকিত অঙ্গ।
প্রেমে গদ গদ বাণী হৈল স্বরভঙ্গ ॥
তবে রাজা ক্ষণে চিত্ত কৈল সমাধান।
দিব্য স্তুতি করিয়া স্তুবিল (১) বলরাম ॥
তুষ্ট হঞা বলে প্রভু শুন নরেশ্বর।
পুরুবে আছিলা তুমি আমার কিঙ্কর ॥
নারদকৃপায় হৈলে এখনে উদ্ধার।
এইরূপ জান রাজা অসত্য সংসার ॥
আমার ব॰ন তুমি ধরিহ যতনে।
দেহ গেহ পুত্র দার তেজ একমনে ॥
ভকতি করিয়া ভ॰ চরণ আমার।
যথা তথা রহ তুমি সুখে হব পার ॥
এতেক বচন বলি প্রভু বলরাম।
অন্তরীক্ষ হঞা প্রভু কৈল অন্তর্দ্ধান ॥
চিত্রকেতু রাজা হৈল বিদ্যাধরপতি।
দিব্য রথে আকাশে বিহরে মহামতি ॥
গগনমণ্ডলে ভ্রমে রথের উপর।
আনন্দে বিহরে রাজা কোটী যে বৎসর ॥

---

(১) পাঠান্তর,—
"এতেক বচন যদি বলিল মুনিবরে।
অন্তরীক্ষ (গত) হঞা করিল উত্তরে।"

(১) পাঠান্তর,—"তুষিল"

সিদ্ধ সাধ্য বিদ্যাধর করয়ে স্তবন।
কোটী কোটী বিদ্যাধরী করয়ে সেবন॥
দিব্যরথে চড়িয়া বিহরে বিদ্যাধর।
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করে নিরন্তর॥ (১)
একদিন ভ্রমে রাজা আকাশমণ্ডলে।
কৈলাস পর্ব্বততটে দেখিল শঙ্করে॥
চৌদিগে বেষ্টিত শিষ্য মুনি সিদ্ধগণে।
তত্ত্বযোগ মহাদেব বাখানে আপনে॥
দেবী দিগম্বরী কোলে হর দিগম্বর।
তত্ত্ব কথা কহে শিব সভার ভিতর॥
চিত্রকেতু রাজা দেখি হাসে মনে মনে।
হেন অদভুত নাহি দেখি ত্রিভুবনে॥
সকল লোকের পিতা গুরু মহেশ্বর।
পরম তাপস বেশ শিরে জটাধর॥
তিরি কোলে করি রহে সভার ভিতরে।
মত্ত উনমত্ত সেহ এ কর্ম্ম না করে॥
আপনি শঙ্কর হয়্যা করে হেন কাজ।
জগৎ ভরিয়া হৈল এত বড় লাজ॥
আপনে ঈশ্বর হয়্যা হেন কর্ম্ম করে।
অন্যে যে করিবে মন্দ কি বলিব তারে॥
এতেক বচন শুনি পর্ব্বতদুহিতা।
ক্রোধ করি বলে দেবী ত্রিভুবনমাতা॥
হর দুষ্ট কর্ম্ম করে ইহ সব জানে।
ব্রহ্মা হঞা না জানিল যত মুনিগণে॥ (২)
ইহ জানে শঙ্কর নির্লজ্জ দুরাচার।
ইহ সে দেখিল হরে দুষ্ট ব্যবহার॥
যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র যার চরণ ধেয়ায়।
সুর সিদ্ধগণে যার অন্ত নাহি পায়॥
ইহা জানে শিব কর্ম্ম করে বিপরীত।
আজি সে ইহার দণ্ড করিব উচিত॥
ভকত জনের কভু নহে অহঙ্কার।
ভক্তি পথে ইহার নাহিক অধিকার॥

এই পাপে অসুর জনম হেন হয়।
এমত কুচ্ছিত বুদ্ধি কভু যেন নয়॥
এ বোল শুনিঞা চিত্রকেতু বিদ্যাধরে।
দুই হাত পাতি শাপ লইল আদরে॥
ভূমেতে পড়িয়া রাজা কৈল নমস্কার।
এই সে উচিত দণ্ড করিলে আমার॥
অজ্ঞান-মোহিত জন্তু ভ্রময়ে সংসারে।
সুখ দুঃখ পাপপুণ্য ভুঞ্জে নিরন্তরে॥
শাপবিমোচন দেবি না করিহ মোর।
এক নিবেদন করোঁ চরণে তোমার॥
এই সে কারণে দেবী চরণ ভজিলুঁ।
তুমি হেন জানি মুঞি অপরাধ কৈলুঁ॥
সেই দোষ খানি মোর ক্ষমহ পার্ব্বতি।
তবে হউক তব শাপে মোর অধোগতি॥
এত বলি চিত্রকেতু চলিল বিমানে।
হরকথা কহে তবে দেবী বিদ্যমানে॥
দেখ দেবী ভকত-মহিমা-পরকাশ।
ভকত জনের নাহি সুখভোগ আশ॥
স্বর্গ মোক্ষ নরকে সমান বুদ্ধি যার।
তোর মোর দেহ গেহে নাহি অহঙ্কার॥
প্রসাদ নিগ্রহে তার নাহি বস্তু জ্ঞান।
ভকত জনের চিত্তে সকল সমান॥
আমি আর বিরিঞ্চি সনক আদি করি।
যাহার মহিমা কেহ বুঝিতে না পারি॥
শত্রু মিত্র নাহি যার নাহি ভিন্ন মর্ম্ম।
আমি-সব জানিতে না পারি যার ধর্ম্ম॥
সে প্রভুর ভকত অনন্ত গুণ ধরে।
শুনিলে সাক্ষাতে যে কহিল বিদ্যাধরে॥
শিবের বচন শুনি দেবী মহামায়া।
চিন্তিয়া রহিলা মনে বিস্ময় ভাবিয়া॥
সেই চিত্রকেতু রাজা বৃত্র রূপ ধরে।
মারিল সমরে তারে দেব পুরন্দরে॥
কহিলুঁ তোমারে রাজা এ পুণ্য চরিত্র।
ভকত-চরিত্র-কথা পরম পবিত্র॥
ধন্য পুণ্য পাপহর পরম পাবন।
শুনিলে দুর্গতি খণ্ডে দুরিত হরণ॥
শ্রীগদাধর ভক্তিরসগুরু জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে ষষ্ঠস্কন্ধে
প্রেমতরঙ্গিণী তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥
ইতি ষষ্ঠ স্কন্ধঃ সমাপ্তঃ॥ ৬॥

---

(১) পাঠান্তর,—
দিব্য রথে চড়িয়া ভ্রময়ে নিরন্তর।
নিরবধি হরিগুণ গায় বিদ্যাধর।
(২) পাঠান্তর,—
"মহাবিজ্ঞ না জানিল যত মুনিগণে।"

সপ্তম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়।

কানড়া রাগ।

দেবসৃষ্টি ঋষিসৃষ্টি যতরূপে হৈল।
একে একে শুক মুনি সকল কহিল॥
দিতিগর্ভে হৈল যত দৈত্য খরতর।
হিরণ্যকশিপু রাজা দৈত্যের ঈশ্বর॥
জম্ভ নামে দৈত্য ছিল তাহার কুমারী।
কয়াধু তাহার নাম পরম সুন্দরী॥
হিরণ্যকশিপু তারে কৈল পরিণয়।
তাহার উদরে হৈল চারিটি তনয়॥
কনিষ্ঠ প্রহ্লাদ তার ভকত প্রধান।
প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন বলবান।
তার পুত্র বলি রাজা বলিপুত্র বাণ।
শতেক ভাইর মাঝে আছিল প্রধান॥
এইরূপে কহিল সকল সৃষ্টিকথা।
যেরূপে অসুর সৃষ্টি হৈল যথা যথা।
তবে রাজা জিজ্ঞাসিল শুন মুনীশ্বর।
জগতে কৃষ্ণের কেহ নাহি নিজ পর॥
তবে কেন বৈরভাব করে নারায়ণে।
অসুর বিনাশে প্রভু দেবের কারণে॥
সভার হৃদয়ে বৈসে প্রভু হৃষীকেশ।
কি কারণে অসুর-দানবে করে দ্বেষ॥
কহ শুক মুনীশ্বর ইহার কারণ।
চিত্তের সংশয় মোর কর নিবারণ॥
রাজার বচন শুনি শুক মহামুনি।
সাধু সাধু বাদ করি রাজারে বাখানি॥
প্রণাম করিয়া মুনি কৃষ্ণের চরণে।
কৃষ্ণলীলা কহে মুনি হরষিত মনে॥
পুরুষ-প্রকৃতি পর এক ভগবান।
সর্ব্বস্থানে বৈসে প্রভু সর্ব্বত্র সমান॥
অসুর দানব সৃষ্টি হয় তমোগুণে।
সত্ত্ব গুণে সৃষ্টি পালে যত সুরগণে।
অসুর দানবে করে জগৎ বিনাশ।
তে-কারণে অসুরে হরয়ে শ্রীনিবাস॥
দেব রক্ষা করি করে সৃষ্টির পালন।
অসুরে সংহারে প্রভু এই সে-কারণ॥
আর কথা কহি রাজা শুন সাবধানে।
নারদ কহিল যুধিষ্ঠির বিদ্যমানে॥
আছিল তোমার পিতামহ যুধিষ্ঠির।
ধর্ম্মের তনয় তেঁহ নৃপতি সুধীর॥

রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভিল নরেশ্বর।
জিনিঞা পৃথ্বীর রাজা আনিল সকল॥
দেবঋষি নরঋষি রাজঋষিগণ।
আপনে শঙ্কর ব্রহ্মা ব্রহ্মার নন্দন॥
সভেই মেলিয়া (১) আইলা যজ্ঞ দেখিবারে।
আপনে আছেন যাথে কৃষ্ণ নিরন্তরে॥ (২)
একদিন বিস্ময় ভাবিল নরেশ্বর।
জিজ্ঞাসিল নারদেরে সভার ভিতর॥
শুন শুন অদভুত মুনি যোগেশ্বর।
ভূত ভব্য বর্ত্তমান তোমার গোচর॥
জিজ্ঞাসিয়ে যোগেশ্বর তোমার চরণে।
শুনিব তোমার মুখে সব মুনিগণে॥
এক অদভুত আমি সাক্ষাতে দেখিল।
শিশুপাল হঞা কৃষ্ণে পরবেশ কৈল॥
[পাইতে দুর্লভ যাহা একান্ত ভকতি।
শিশুপাল হইয়া লভিল হেন গতি॥
জনম-অবধি বেটা কৃষ্ণে করে দ্বেষ।
হেন দুষ্ট করে কৃষ্ণ-চরণে প্রবেশ॥]
বেণ নামে এক রাজা দুরন্ত আছিল।
কৃষ্ণ নিন্দা করিয়া সে নরকে পড়িল॥
জনম-অবধি বেটা নিন্দে নারায়ণে।
জিহ্বায় না হৈল তার কুষ্ঠ কি কারণে॥
সাক্ষাতে পরম ব্রহ্ম এই ভগবান্।
চরণে প্রবেশ বেটা কৈল বিদ্যমান॥
এ বড় আমার চিত্তভ্রম নিরন্তরে।
প্রদীপের শিখা যেন পবনে সঞ্চরে॥
কহিবে কারণ তার মুনি মহাশয়।
তোমার বচনে মোর খণ্ডিব সংশয়॥
রাজার বচন শুনি মুনি যোগেশ্বর।
হাসিয়া রাজারে তবে দিলেন উত্তর॥
অবিচারে মূঢ় লোক তত্ত্ব নাহি জানে।
স্তুতি নিন্দা পুরস্কার দেহ-অভিমানে॥
মুঞি মোর বলিয়া শরীরে অহঙ্কার।
দেহ বধে মানে জীব বধ আপনার॥

---

(১) পাঠান্তর,—"কৌতুকে"।
(২) পাঠান্তর,—
"আনের আছুক কাজ কৃষ্ণ নিরন্তরে"।

শরীর করিয়া তাঁর নাহি অভিমান।
স্তুতি নিন্দা হিংসা তার সকল সমান॥
অখিল জীবের জীব প্রভু যদুরায়।
দণ্ড করি দুষ্ট জনে দুরিত খণ্ডায়॥
বৈরিভাব করে কিবা ভয় ভক্তি ধরে।
কাম লোভে কিবা তার শরীরে সঞ্চরে॥
সকলে ভজুক যেন তেন পরকারে।
ভিন্ন পর বুদ্ধি প্রভু কাহুকে না করে॥
বৈরি-অনুবন্ধে যেন হয় কৃষ্ণময়।
হেন জান ভক্তিযোগে তেন গতি হয়॥
কুমারিয়া কীটে অন্য কীটে আনে ধরি।
কুটিয়া ভিতরে তারে রাখে বন্দী করি॥
ক্রোধ ভয়ে নিরন্তর তাহারে স্মঙরে।
নিজরূপ ছাড়িয়া তাঁহার রূপ ধরে॥
বৈরভাবে নিরবধি যদি চিন্তে হরি।
কৃষ্ণগতি পায়ে নর কৃষ্ণে ক্রোধ করি॥
কাম ক্রোধে ভয়ে প্রেমে গোবিন্দে ধরিয়া।
অখিলে (১) অনেক গেল সংসার তরিয়া॥
কামে গোপী ভয়ে কংস বৈরে শিশুপাল।
সম্বন্ধ করিয়া যদুবংশের উদ্ধার॥
তুমি সব প্রেম করি ভজহ শ্রীহরি।
তার মধ্যে বেণ রাজা গণনা না করি॥
যেন তেন পরকারে কৃষ্ণে ধরে মন।
সেই ক্ষণে ছুটে তার সংসারবন্ধন॥
শিশুপাল দন্তবক্র দু ভাই তোমার।
বিষ্ণুপারিষদ নরবেশে অবতার॥
জয় বিজয় দুই বৈকুণ্ঠ দুয়ারী।
ব্রহ্মশাপে আছিল অসুর বেশ ধরি॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা ভাবিয়া বিস্ময়।
আর বার জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয়॥
সকল বৈকুণ্ঠবাসী লীলা-কলেবর।
আনন্দ-মুরুতি ধরে ভকত-প্রবল॥
তা-সভারে বিপ্রশাপে কি করিতে পারে।
কহ মুনি এ বড় বিস্ময় হৈল মোরে॥
এ বোল শুনিঞা তবে ব্রহ্মার নন্দন।
কহিলা রা[জা]রে তবে ইহার কারণ॥ (২)
ব্রহ্মার কুমার চারি সনকাদি করি।
এক দিন গেলা তারা বৈকুণ্ঠ নগরী॥

(১) পাঠান্তর,—"দেখিল"।

(২) পাঠান্তর,—
"কহিল রাজার তরে সব বিবরণ"।

পঞ্চ বরিষের শিশু তারা দিগম্বর।
প্রবেশ করিলা তারা বৈকুণ্ঠ নগর॥
দ্বারেতে নিষেধ করি রাখিল দুয়ারী।
মুনিগণে শাপিল তাহারে ক্রোধ করি॥
হেন দুষ্ট বৈকুণ্ঠে (১) থাকিতে না যুয়ায়ে।
অধোগতি অসুর-জনম যেন পায়ে॥
তিন জন্ম ধরিব অসুর-কলেবর।
তবে শুদ্ধ হৈল দুই পারিষদ বর॥
সেই দুই পরিষদ প্রথম জনমে।
হিরণ্যকশিপু আর হিরণাক্ষ্য নামে॥
দ্বিতীয় জন্মেতে সেই পুরুষ প্রধান।
ধরিল রাবণ আর কুম্ভকর্ণ নাম॥
তৃতীয় জনমে জয় হৈল শিশুপাল।
বিজয় জন্মিল দন্তবক্র নাম যার।
আপনে করিয়া নরসিংহ অবতার।
হিরণ্যকশিপু দৈত্য করিল সংহার॥
বরাহ-শরীর ধরি প্রভু গদাধর।
হিরণ্যাক্ষ বধ কৈল জলের উপর॥
রামরূপে কুম্ভকর্ণে বধিলা রাবণে।
শিশুপাল দন্তবক্রে মারিলা তখনে॥
মহাভাগবত পুত্র প্রহ্লাদ আছিল।
যাহার নির্ম্মল যশে জগৎ পুরিল॥
হিরণ্যকশিপু রাজা বহু পরকারে।
মারিতে উপায় কৈল প্রহ্লাদ কুমারে॥
শান্ত দান্ত সর্ব্বভূতহিত দয়াপর।
হৃদয়ে বৈসয়ে তার প্রভু গদাধর॥
সকল উপায় ব্যর্থ হৈল একে একে।
পুত্রকে মারিতে না পারিল কোন পাকে॥
এ বোল শুনিঞা তবে রাজা যুধিষ্ঠির।
পুছিল মায়ের পায় বিস্ময়ে সুধীর॥
বাপ হয়্যা পুত্রে কেন মারিতে ইচ্ছিল।
কোন্ পুণ্যে প্রহ্লাদের ভকতি জন্মিল॥
রাজার বচন শুনি কহে মুনীশ্বর।
সাবধানে শুন রাজা হইয়া তৎপর॥
হিরণ্যাক্ষ বধ যদি কৈল গদাধরে।
হিরণ্যকশিপু তবে জ্বলিল অন্তরে॥
আকাশে তুলিয়া হাতে ফিরায় ত্রিশূল।
দশনে দশন পিষে বোলয়ে নিঠুর॥
ভ্রুকুটি-কুটিল মুখ উদ্ধত নয়নে।
উচ্চস্বরে বলে রাজা তবে মন্ত্রিগণে॥

(১) পাঠান্তর,—"এথাতে"।

আরে আরে হয়গ্রীব বিমূর্দ্ধ সম্বর।
শতবাহু ত্রিনয়ন নমুচি ইল্বল॥
আমার বচন তোরা শুন সাবধানে।
আজ্ঞা লয়্যা শেষে কর্ম্ম করিবে যতনে॥
অল্পজাতি দেবগণ কপটে প্রখর।
কপটে মারিল মোর ভাই সহোদর॥
কপট চ৽র কৃষ্ণ নানা মায়া জানে।
গোপতে সভার চিত্তে থাকে সাবধানে॥
কপটে ধরিয়া হরি বরাহ মুরতি।
মারিল আমার ভাই অতুলশকতি॥
হৃদয় বিন্ধিব তার মোর এ ত্রিশূলে।
ভাইর তর্পণ তবে করিব রুধিরে॥
সকল দেবের মূল দুষ্ট নারায়ণ।
তাহাকে মারিলে মরে সর্ব্ব দেবগণ॥
এই সে উপায়ে কৃষ্ণে করাব নিধন।
কাটিব গাছে সে কিবা ডালে প্রয়োজন॥
ধরণীমণ্ডলে তোরা শীঘ্রগতি চল।
তপ যজ্ঞ দান ব্রত গো ব্রাহ্মণ মার॥
যে যে দেশে গো ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্ম আচার।
সে সে দেশ লুটিয়া পোড়াহ বার বার॥
ধর্ম্মমূল কৃষ্ণ দেব-দ্বিজ-পরায়ণ।
এ সব মারিলে জেনো মরে নারায়ণ॥
রাজার বচন শিরে ধরি দৈত্যগণে।
আসিয়া পৃথিবীতল কৈল পর্য্যটনে॥
গো ব্রাহ্মণ মারিল ভাঙ্গিল পুরগ্রাম।
কাটিয়া প্রাচীর পুর কৈল খানখান॥
কাটিল ফলিত বৃক্ষ ভাঙ্গিল নগর।
লুটিয়া পুড়িয়া লোক নাশিল সকল॥
স্বর্গমর্ত্ত্য পোড়ায়্যা লুটিয়া ছয় কৈল।
দান ব্রত তপ যজ্ঞ সকলি নাশিল॥
দেবগণ নররূপ ধরিয়া গোপতে।
পৃথিবী ভ্রময়ে তারা হঞা অলক্ষিতে॥
হিরণ্যকশিপু রাজা চিন্তি মনে মনে।
ভ্রাতৃপরলোকর্ম্ম করিল বিধানে॥
বন্ধুগণ দিতি মাতা শোকেতে ব্যাকুলি।
তা-সভা প্রবোধে রাজা তত্ত্ব কথা বলি॥
না করিহ শোক মাতা শুন বন্ধুগণ।
পুত্রদার সংযোগ জানিহ অকারণ॥
জলছত্রে লোক যেন মিলে এক ঠাঞি।
কোন দিগে কেবা চলে উদ্দেশ না পাই॥
এইরূপ সুতদার জানিহ সংযোগ।
না জানিঞা অকারণে করে দুঃখ শোক॥

নিত্য নিরঞ্জন জীব শুদ্ধ সত্ত্বময়।
মায়ায় শরীর ধরে মায়ায় তেজয়॥
তরুগণ কাঁপে যেন জলের কম্পনে।
পৃথিবী ভ্রময়ে যেন আঁখির ভ্রমণে॥
এইরূপ মায়ায় চঞ্চল মন যার।
মনের ভরমে দেখে জীবের সংসার॥
সংযোগ বিয়োগ শোক জনম বিনাশ।
এ সব জানিহ মাতা কর্ম্মের বিলাস।
করিয়া বিবিধ কর্ম্ম বিবিধ প্রকারে।
সুখ দুঃখ শোক মোহ পায় নিরন্তরে॥
কহিব তোমারে মাতা পুরুব কথন।
যম রাজা যে কহিলা প্রবোধ বচন।
আছিল সুযজ্ঞ নামে রাজা উশীনরে।
রিপুগণে সে রাজারে মারিল সমরে॥
আছিল যতেক তার পাত্র মিত্রগণ।
রাজারে বেড়িয়া তারা করয়ে ক্রন্দন॥
নারীগণে নানারূপে করয়ে বিলাপ।
শিরে কর হানিয়া করয়ে কুচঘাত॥
বিবিধ বিলাপ করে করুণ রোদনে।
রাজার শরীর ধরি রাখিল যতনে॥
পোড়াইতে না দিল রাজার কলেবর।
রাত্রি পরবেশ অস্ত গেল দিনকর॥
আপনে বালক হই যম ধর্ম্মরাজে।
আসিয়া কহিল সেই নারীর সমাঝে॥
তুমি-সব আমা হৈতে বয়সেতে বড়।
তোমা সভা ঠাঞি মোর বুদ্ধি কত দঢ়॥ (১)
দেখিয়া শুনিয়া শোক কর অকারণ।
যথা হৈতে আইসে তার তথায় গমন॥
জনক জননী মোর মৈল বিদ্যমানে।
তাহাতে আমার শোক নাহি অকারণে॥
ব্যাঘ্রে নাহি খায় আমা হস্তিতে না মারে।
সেই রাখে যে রাখিল গর্ভের ভিতরে॥
জগৎ সৃজয়ে প্রভু পালয়ে সংহারে।
আপন ইচ্ছায়ে তার যখন যা করে॥
প্রভু যাহা করিবে তা কে করিবে আন।
এ বোল বুঝিয়া চিত্তে কর সমাধান॥
দৈবে যাহা রাখে তাহা পথে না হারায়।
দৈবে না রাখিলে বস্তু ঘরে নাশ যায়॥

---

(১) পাঠান্তর,—
"তুমি সব আমা হৈতে বয়সে আগল।
তোমা সব চাহি আমি বুদ্ধি কত বড়।"

অনাথ বালক হয়ে যদি বৈসে বনে।
সেই বনে জীয়ে যদি রাখে নারায়ণে॥
বন্ধুগণে রাখে যারে ঘরের ভিতরে।
প্রভু যদি না রাখিব সেহ মরে ঘরে॥
কর্ম্মফলে এক হেতে একের জনম।
দৈবযোগে একে হৈতে একের মরণ॥
শরীরে শরীর সৃজি শরীরে মারয়।
জীবের তাহাতে কিছু নাহি অপচয়॥
কাষ্ঠে হৈতে যেন ভিন্ন দেখিয়ে আনল।
এইরূপ ভিন্ন জীব ভিন্ন কলেবর॥
কাহার কারণে শোক কর এত বড়।
স্বপন সদৃশ দেখ অসত্য সকল॥
আর এক কথা কহি স্থির কর চিত্ত।
অরণ্যে দেখিলে এক ব্যাধ আচম্বিত॥
[সুযজ্ঞ না শুনে কিছু না করে উত্তর।
ভূমিতে পড়িয়া আছে মরা কলেবর]॥
কাহার কারণে শোক করা এত বড়।
স্বপন সদৃশ দেখ অসত্য সকল॥
আর এক কথা কহি স্থির কর চিত্ত।
অরণ্যে দেখিল এত ব্যাধ আচম্বিত॥
বিপিনে পাতিয়া জাল নানা পাখী মারে।
দেখিল কুলিঙ্গ দুই হেন অবসরে॥
অগুব্যস্তে পাতিল বিষম জাল দড়ি।
কুলিঙ্গী পড়িল তাথে লোভেতে ব্যাকুলী॥
তা-দেখিয়া কুলিঙ্গ আকুলচিত্ত হই।
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে দুঃখ শোক পাই॥
কে নিল ঘরণী মোর সতী পতিব্রতা।
কার সনে বঞ্চিব কহিব কারে কথা॥
কি মোর শরীরে কাজ কি কার্য্য জীবনে।
হেন নারী মরে যার জীয়ে অকারণে।
বাসাতে আছয়ে মোর শিশু পক্ষগণ।
কেমনে করিব তার পোষণ পালন।
মায়ের বিলম্বে তারা চাহে এক দিঠে।
দুর্গতি বালক তারা শাখা নাহি উঠে॥
এইরূপে কান্দে পক্ষ নানা পরকারে।
দুষ্ট ব্যাধে মারিল বিন্ধিয়া ধনু শরে॥
এইরূপ সকল অনিত্য করি জান।
বুঝিয়া বিচার করি চিত্তে অনুমান॥
এতেক বচন বলি যম অধিকারী।
অন্তরীক্ষ হঞা তিঁহো গেলা নিজ পুরী॥
মন্ত্রিগণে নারীগণে করিয়া বিচার।
রাজার শরীর লয়্যা করিল সৎকার॥

জীব কার শত্রু মিত্র নহে ভিন্ন পর।
সর্ব্বত্র সমান জীব অজর অমর॥
শুনহ জননী সুত শুন বন্ধুগণ।
তত্ত্বে চিত্ত ধরি শোক কর নিবারণ॥
পুত্রের বচন শুনি দৈত্যমাতা দিতি।
শোক পরিহরি কৈল তত্ত্বে অবগতি॥
হিরণ্যকশিপু কৈল চিত্তে অনুমান।
অজর অমর হৈব মহাবলবান্॥
জগতে দুর্জ্জয় হৈব ত্রিভুবন-রাজা।
আমা বিনে জগতে নহিব কার পূজা॥
সংকল্প করিয়া এই মহাদৈত্যেশ্বর।
তপ করিবারে গেলা বনের ভিতর॥
মন্দরপর্ব্বতগুহা পরবেশ করি।
নিরাহার নিরালম্ব উর্দ্ধে বাহু ধরি॥
বামপদ অঙ্গুলী পরশি ক্ষিতিতল।
উর্দ্ধ নয়নে তপ করে নিরন্তর॥
হিরণ্যকশিপু তপ করে এই মনে।
ব্রহ্মরন্ধ্র ফুটিয়া উঠিল হুতাশনে॥
তিন লোক দহে যেন প্রলয় অনল।
নদ নদী তরু গিরি ক্ষুভিত সাগর॥
সপ্তদ্বীপ সহিতে কাঁপিল ভূমিতল।
খসিয়া পড়িল সব নক্ষত্র মণ্ডল॥
দশ দিগ জ্বলিল কাঁপিল ত্রিভুবন॥
ভয়ে দেব নৈল গিয়া ব্রহ্মার শরণ।
নিবেদিল দেবগণে ব্রহ্মার চরণে।
ত্রৈলোক্য দহিল দৈত্য তপ-হুতাশনে॥
যাবৎ সকল লোক নাশ নাহি যায়।
তাবৎ রাখিতে লোকে করহ উপায়॥
কি কব চরণে গোসাঞি সংকল্প তাহার।
তিন লোক অগোচর নাহিক তোমার॥
তবু আমি-সব করি চরণে গোচর।
বিচার করিয়া পাছে বুঝহ সকল॥
তপ অনুভাবে ব্রহ্মা জগৎ সৃজিল।
সভার উপরে সত্যলোকে বাস কৈল॥
আপনে ঈশ্বর হয়্যা করে ঠাকুরাল॥
চৌদ্দ ভুবনে যার এক অধিকার॥
ততকাল ধরি তপ করিব নিশ্চয়।
যতকালে ব্রহ্মপদ মোর সিদ্ধ হয়॥
আনে আন করিব স্থাপিব আন ধর্ম্ম।
প্রলয়েহ নহে যেন মোর ভঙ্গ মর্ম্ম॥ (১)

(১) "প্রলয় কালেও যেন নহে আজ্ঞাভঙ্গ।"—পাঠান্তর।

হেন শুনি এই তার সংকল্প নিশ্চয় ।
আপনে বুঝিয়া কর যে যুগতি হয় ॥
দেবের বচন শুনি কমল আসন ।
আশ্বাসিয়া পাঠাইল সব সুরগণ ॥
আপনে চলিলা ব্রহ্মা গেলা সেই বনে ।
যথা তপ করে দৈত্য তীর্থের আশ্রমে ॥
বল্মীক পিপড়ে তার খাইল-কলেবর ।
তাহার উপরে হৈল বল্মীক টাকর ॥
ঘাস বাঁশে তাহার উপরে মহাঝাড় ।
মাংস শোণিত নাহি মাত্র আছে হাড় ॥
অদ্ভুত দেখিয়া ব্রহ্মা হংস সে বাহন ।
বিস্ময় ভাবিয়া ব্রহ্মা বলিল বচন ॥
উঠ উঠ আরে বাপ হৈল তপ সিদ্ধি ।
বর দিব বর মাগ শুন মহাবুদ্ধি ॥
হেন অদ্ভুত নাহি দেখি কোন কালে ।
বল্মীক পিপড়ে তোর ভখিল শরীরে ॥
হাড়ের ভিতরে প্রাণ রহিল প্রবেশি ।
হেন তপ করে হেন কে আছে তপস্বী ॥ (১)
শতেক বৎসর তুমি আছ নিরাহারে ।
হেন তপ করে কেন (২) শকতি কাহারে ॥
তুষ্ট হৈলুঁ বর মাগ দিতির নন্দন ।
যত বর মাগ তুমি দিব এইক্ষণ ॥
এতেক বলিয়া ব্রহ্ম কমণ্ডলুজলে ।
অভিষেক কৈল সেই টাকর উপরে ॥
উঠিলা টিকর হৈতে দিব্যকলেবর ।
তপত কাঞ্চন যেন জলন্ত আনল ॥
সম্মুখে দেখিল ব্রহ্মা হংসের উপরে ।
দণ্ডবৎ হয়্যা দৈত্য পড়িলা সত্বরে ॥
নানা স্তুতি কৈল দৈত্য কর যুড়ি শিরে ।
নয়নে আনন্দ জল পুলক শরীরে ॥
বর মাগে দৈত্যরাজ গদগদ বাণী ।
মোর বর কহি প্রভু শুন পদ্মযোনি ॥
তোমার সৃজিত যত আছে চরাচর ।
তাহা হৈতে কর মোরে অজয় অমর ॥
দিবস রজনীকালে অন্তর বাহিরে ।
অস্ত্রে শস্ত্রে না মরিব না ভূমি অম্বরে ॥
নর মৃগ সুরাসুর উরগ কিন্নরে ।
মোর মৃত্যু নহে যেন ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে ॥
ত্রিভুবনে রাজা করি করহ স্থাপনে ।
মোর সম যুদ্ধে যেন নহে কোন জনে ॥

(১) পাঠান্তর,—"কেবা আছয়ে তপস্বী ।"
(২) পাঠান্তর—"কেবা" ।

দৈত্যের বচন শুনি ব্রহ্মা সুরেশ্বর ।
তুষ্ট হয়্যা দিল যত সে মাগিল বর ॥
মাগিলে দুর্লভ বর দিতির নন্দন ।
তবু বর দিলুঁ তোরে সন্তোষ কারণ ॥
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা হংসপৃষ্ঠে চড়ি ।
অন্তরীক্ষ হঞা তবে গেলা নিজপুরী ॥
বর পেয়্যা দৈত্যরাজ বলে কোন বাণী ।
সেনাপতি সভে আন ত্রিভুবন জিনি ॥
সুরাসুর নরপতি গন্ধর্ব্ব কিন্নর ।
সিদ্ধ চারণ যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর ॥
সকল জিনিঞা বশ কৈল ত্রিভুবন ।
চন্দ্র সূর্য্য ইন্দ্র জিনি জিনিল পবন ॥
কুবের বরুণ জিনি যম লোকপাল ।
ত্রিভুবনে স্থাপিল আপন অধিকার ॥
বিশ্বকর্ম্মা আনিয়া নির্ম্মল দিব্যপুরী ।
ত্রৈলোক্য সম্পদ ভোগ করে মহাবলী ॥
বিক্রম-সোপান-ঘর মরকত-স্থলে ।
স্ফটিক নির্ম্মিত স্তম্ভ সূর্য্য যেন জ্বলে ॥
বিচিত্র বিতান পদ্মরাগ সিংহাসন ।
পয়ঃফেন সম শয্যা মুকুতা-তোরণ ॥
বহুমূল্য রত্ন মণি হেন পরিচ্ছদ ।
একত্র করিল ত্রিভুবনের সম্পদ ॥
ললিত লাবণ্য রূপ সুরবধূগণে ।
রতনে ভূষিতা করে দৈত্যের সেবনে ॥ (১)
হিরণ্যকশিপু রাজা ত্রিভুবন জিনি ।
আসনে বসিলা যেন দীপ্ত দিনমণি ॥
সুরাসুর করে যার (২) চরণ বন্দন ।
কেবল প্রতাপে বশ হৈল ত্রিভুবন ॥
বিবিধ সম্ভার দ্রব্য দিয়া সুরগণ ।
চকিত নয়নে করে চরণ-বন্দন ॥
তুম্বুরু নারদ গীত গায় সুললিত ।
সিদ্ধ ঋষিগণ স্তুতি করে সচকিত ॥
দেবের নাচনী নাচে দেখিতে সুন্দর ।
বিবিধ বাজনা বাজে অতি মনোহর ॥
নানা যজ্ঞ করিয়া ব্রাহ্মণে তারে যজে ।
নানা ধর্ম্ম কর্ম্ম করি সর্ব্বলোক পুজে ॥

---

(১) পাঠান্তর—
"রণিত নূপুর পায়ে সুরবধূগণে ।
ললিত লাবণ্য রূপ রতন ভূষণে ,"

(২) পাঠান্তর,—"তার" ।

সপ্তদ্বীপা ধরণী আপনে শস্য ধরে।
নানা অদভুত হৈল আকাশ উপরে (১) ॥
সাত সমুদ্রের আনি রতনসঞ্চয়।
তরঙ্গে তুলিয়া দেয মনে পেয়্যা ভয় ॥
নানা ফুল ফল রস দিল দ্রুমগণে।
পূরিল পর্ব্বতগণ মাণিক রতনে ॥
বাসুকি তক্ষক আদি ফণধরগণে।
দিব্য রত্ন মণি (২) আনি যোগায় যতনে ॥
হিরণ্যকশিপু একা ত্রিভুবনে রাজা।
সুরাসুর মুনিগণে করে যার পূজা ॥
এইরূপে করে দৈত্য রাজ্য অধিকার।
দুঃখ শোকে সর্ব্বলোক বহে সর্ব্বকাল ॥
ইন্দ্র আদি দেবে মেলি কৃষ্ণ আরাধিল।
বহুবিধ প্রণাম বিবিধ স্তুতি কৈল ॥
নিরাহারে নিরালম্বে কৈল উপাসনা।
অন্তরীক্ষে বাণী হৈল আকাশে ঘোষণা ॥
আরে আরে সুরগণ ভয় পরিহর।
হিরণ্যকশিপু করি শঙ্কা নাহি কর ॥
আমি ভালে জানি দৈত্য দুষ্ট দুরাচার।
আপনে তাহার আমি করিব সংহার ॥ (৩)
মরণ অবধি তার আছে কথে দিন।
পুত্র অপরাধে মৃত্যু পাবে মতিহীন ॥
বেদ-দেব-নিন্দুক যে গো ব্রাহ্মণ হিংসে।
নিকটেই হয় তার মরণ সবংশে ॥
একান্ত ভকত পুত্র হইব তাহার।
প্রহ্লাদ তাহার নাম বিদিত সংসার ॥
আমার ভকত পুত্র দেখি দৈত্যপতি।
মারিবার তরে তারে করিবে শকতি ॥
আমার কৃপায় তার নহিব মরণ।
মারিব অসুররাজ সেই সে কারণ ॥
সুরগুরু-বচন শুনিয়া দেবগণে।
আনন্দে চলিয়া গেলা আপন ভুবনে ॥

জনমিল তার পুত্র প্রহ্লাদ কুমার।
সত্যসন্ধ জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্ম অবতার ॥
শান্ত দান্ত সর্ব্বভূতহিত প্রিয়কর।
পিতৃতুল্য দীনজন পরিত্রাণপর ॥
দাসতুল্য সাধুজন-চরণবন্দনে।
ভ্রাতৃতুল্য প্রিয়ম্বদ ইষ্ট সম্ভাষণে ॥
গুরু আরাধনে করে ঈশ্বর ভাবনা।
কৃষ্ণ বিনে চিত্তে নাহি অন্য উপাসনা ॥
জিতকাম জিতক্রোধ ছিন্ন-মোহজাল।
দৈত্য ঘরে হল হেন প্রহ্লাদ কুমার ॥
যার যশ মহাজন সুরগণে গায়।
গণিতে মহিমা যার গণনে না যায় (১) ॥
সুরাসুর-সভায়ে যাহার গুণ গান।
উপমা করিতে যার গুণের বাখান ॥
একান্ত ভকতি যার গোবিন্দচরণে।
বাল ক্রীড়া ছাড়ি কৃষ্ণ চিন্তে মনে মনে ॥
জড় উনমত যেন ভূত অধিষ্ঠান।
কিরূপে কোথাতে থাকে নাহি অবধান ॥
শয়ন ভোজন পান পর্য্যটন কালে।
কিছুই না জানে শিশু সদাই বিহ্বলে ॥
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে আকুলহৃদয়।
ক্ষণে উনমাদ উঠে ডাকে অতিশয় ॥
উনমত হয়্যা ক্ষণে নাচে ক্ষণে গায়।
কৃষ্ণভাবে গ্রস্ত চিত্ত আন নাহি ভায় ॥
ক্ষণে কৃষ্ণধ্যানেতে করয়ে আলিঙ্গন।
শুদ্ধ হয়্যা রহে নাহি বাহ্য স্মরণ ॥
নয়নে আনন্দজল পুলকিত অঙ্গ।
তিলমাত্র নাহি কৃষ্ণ-দরশন ভঙ্গ ॥
হেন পুত্র মহাভাগবত গুণনিধি।
হিরণ্যকশিপু রাজা হিংসিল কুবুদ্ধি ॥
ভক্তিরসকলা গুরু গদাধর গান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান ॥

---

(১) পাঠান্তর,—"আকাশমণ্ডলে"।
(২) পাঠান্তর,—"মালা"।
(৩) পাঠান্তর,—
"পুত্র হৈতে হয় শীঘ্র মরণ তাহার"।

(১) পাঠান্তর,—
"যার যশ মহাজনে কবিগণে গায়।
গণিতে মহিমা তার ওর নাহি পায়।"

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে সপ্তমস্কন্ধে
প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ধানশী রাগ।

তবে যুধিষ্ঠির রাজা ধর্ম্মের তনয়।
এ বোল শুনিঞা চিত্তে ভাবিল বিস্ময়॥
হেন অদ্ভুত নাহি শুনি কোন কালে।
বাপ হয়্যা কেহ পুত্রে বিনাশিব বলে॥
পুত্রে দোষে পেয়্যা বাপে করয়ে তাড়নে।
ধর্ম্ম উপদেশ দিয়া বুঝায় যতনে॥
সাধু পুত্র প্রহ্লাদ কেবল গুণময়।
বাপে কেনে কৈল তার মরণ সংশয়॥
কহ মুনি নারদ ইহার তত্ত্ব কথা।
ভকত জনের শুনি পুণ্য গুণগাথা॥
রাজার বচন শুনি ব্রহ্মার নন্দন।
পরম হরিষে তার কহেন কারণ॥
দৈত্যগুরু শুক্র গেলা যজ্ঞ করিবারে।
যণ্ডামর্ক দুই পুত্রে রাখি গেলা ঘরে॥
দৈত্যেশ্বর তা-সভারে কৈল নিয়োজিত।
পঢ়ায়্যা প্রহ্লাদ পুত্রে কর সুপণ্ডিত॥
আজ্ঞা পায়্যা শিশু তারা নিল নিজ ঘরে।
রাজপুত্রে যতনে পঢ়ায় নিরন্তরে॥
যে যে পাঠ পঢ়াইল তারা দুই জনে।
পঢ়িল প্রহ্লাদ তাহা শুনিল শ্রবণে॥
প্রহ্লাদের মনে তাহা নৈল ভাল জ্ঞান। (১)
নানা ভেদ দেখে তাহে কুমন্ত্র সন্ধান॥
এক দিন দৈত্যরাজ পুত্রে ডাকি আনে।
কহ বাপ কি পাঠ পঢ়িলে গুরুস্থানে॥
কি কি অধ্যয়ন হৈল শুনিবারে চাই।
শুনিঞা প্রহ্লাদ কহে দৈত্যরাজ ঠাঞি॥
শুন পিতা কহি পাঠ তোমার গোচর।
বিচার করিয়া আমি বুঝিলুঁ সকল॥
অন্ধকূপ গৃহ আত্মপতন কারণে।
আসক্তি ছাড়িব তার পরম যতনে॥
ঘরেতে ব্যাকুল চিত্ত অনিত্য ধেয়ান।
গৃহ ছাড়ি গোবিন্দ ভজিব মতিমান্॥
এই সে উত্তম পাঠ দেখিল বিচারে।
গৃহসঙ্গ ছাড়িয়া ভজিব গদাধরে॥ (২)
পুত্রের বচন দৈত্য শুনি নিজ কাণে।
হাসিয়া কহিল শুন দ্বিজ গুরুগণে॥

কৃষ্ণ সে আমার বৈরী তার অনুচর।
গোপতে কপট বেশে থাকয়ে বিস্তর॥ (১)
বালকে শিখায়্যা তারা অন্য বুদ্ধি করে।
এ বোল বুঝিয়া শিশু লয়্যা যাহ ঘরে॥
করে ধরি শিশু ঘরে আনি গুরুগণে।
প্রশংসা করিয়া পুছে বিনয় বচনে॥
শুন হে প্রহ্লাদ তোমা থাকুক কল্যাণ।
মিছা নাহি কহ বাপ গুরু বিদ্যমান॥
কে তোমার মতিভেদ ছলে বলে করে।
কিংবা আপনার বুদ্ধি কহিবে আমারে॥
দৈত্যসুত বলে গুরু মোর বাণী শুন।
মোর মোর হেন বুদ্ধি অকারণে মান॥
যাহার মায়ায় করে আত্মপর মতি।
সে দেব চরণ মোর রহুক প্রণতি॥
শত্রু মিত্র নিজ পর মায়াতে করায়।
পশুবুদ্ধি নর তাহা বিচারি না চায়॥
তোর মোর ভিন্ন মর্ম্ম সব অগেয়ান।
এক জীব নানা ভেদে সর্ব্বত্র সমান॥
ব্রহ্মা আদি দেব যার মায়ায় মোহিত।
সে দেব-চরণ বিনে আন নাহি চিত॥
এতেক বচন শুনি শুক্রের তনয়।
ক্রোধ করি প্রহ্লাদে ভৎসিল অতিশয়॥
আরে আরে আন বেত্র করির প্রহার।
দৈত্যকুলে জনমিল হেন কুলাঙ্গার॥
মোর অপযশ বেটা কৈল এত বড়।
শত্রুপক্ষ লয়্যা কথা কহে নিরন্তর॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করি ভৎসিল অপার (১)।
বশ করি বালক পঢ়াইল আরবার॥
অর্থশাস্ত্র কামশাস্ত্র তর্ক রাজনীত।
ন্যায় দণ্ড ব্যবহার ছিল শ্রুতি যত॥
সকল পঢ়ায়্যা শিশু কৈল সুপণ্ডিত।
শিষ্যে লয়্যা গুরু গেলা রাজার বিদিত॥
বাপের চরণ শিশু করিল বন্দন॥
পুত্র কোলে করি দৈত্য দিল আলিঙ্গন॥
বদন চুম্বন কৈল পুত্র লঞা কোলে।
প্রেমযুক্ত হয়্যা তবে দৈত্যরাজ বলে॥
কহ কহ আরে বাপ কুলের নন্দন।
গুরুঘরে কৈল যত উত্তম পঠন॥

(১) পাঠান্তর,—"নাহি অবধান"।
(২) "এই সে উত্তম পাঠ দেখিল বিচারি।
ভজিব গোবিন্দপদ গৃহসঙ্গ ছাড়ি॥"
পাঠান্তর।

(১) পাঠান্তর,—"বিস্তর"।

এতেক শুনিয়া বলে দৈত্যের তনয়।
শুন পিতা কহে মো' মনে যাহা লয়॥
শ্রবণ কীর্ত্তন হরি-চরণ-স্মরণ।
সেবন অর্চ্চন পদকমল-বন্দন॥
দাস্যভাব সখ্যভাব আত্মনিবেদন।
এই নববিধ হরি-ভকতি লক্ষণ॥
এই নববিধ ভক্তি করয়ে যে জনে।
সেই সে উত্তম পাঠ পঢ়িল যতনে॥
পুত্রের বচন শুনি দৈত্যের ঈশ্বর।
স্ফুরিত অধর কোপে জ্বলিল অন্তর॥
আরে আরে দুষ্ট দ্বিজ কোন্ কাম কৈলি।
অসার পঢ়ায়্যা মোর পুত্র বিনাশিলি॥
রিপুপক্ষ লয়্যা সব করে স্তুতিবাদ।
কুপাঠ পঢ়াঞা তোরা কৈলি পরমাদ॥
রাজার বচন শুনি শুক্রের তনয়।
করযোড়ে কহে কিছু করিয়া বিনয়॥
শুন শুন মহারাজ ক্রোধ পরিহর।
গুরুর বচন জানি মিছা বুদ্ধি কর॥
না পঢ়াইলুঁ আমি ইহা না পঢ়াইল আনে।
আপনার চিত্তে নাহি করে অনুমানে॥
কে জানে কি কহে শিশু কাহার বচনে।
স্বভাবে বোলায় হেন বুঝি অনুমানে॥
দৈত্যরাজ বলে আরে কহরে ছাওয়াল॥
কে তোর হৃদয়ে কৈল কুমতি সঞ্চার॥
এ বোল শুনিঞা শিশু দিলেন উত্তর।
কহিব তোমারে পিতা শুন দৈত্যেশ্বর॥
এই মোর গৃহ দার সংকল্প ধেয়ানে।
অবিজিতেন্দ্রিয় জনার হয়য়ে গেয়ানে॥
চর্ব্বিত চর্ব্বণ করে না ছাড়ে বিষয়।
কৃষ্ণপদে তার চিত্ত কোন্ কালে নয়॥
গুরুমুখে না লয় আপনেই না জানে।
সাধুসঙ্গ করিয়া না করে অনুমানে॥
কৃষ্ণ না ভজিলে কভু না টুটে সংসার।
ক্রোধ ছাড়ি বুঝ মনে করিয়া বিচার॥
অসত্য সংসার যেবা সত্য করি জানে।
হেন কুপণ্ডিতে যেবা গুরু করি মানে॥
দান পুণ্য ধর্ম্ম কর্ম্ম কেবল করায়।
ভবপথে দুহে (১) গতাগতি দুঃখ পায়॥
হেন দুরাশয় কুপণ্ডিত গুরু যার।
কভু নাহি টুটে ভববন্ধন তাহার॥

(১) পাঠান্তর,—"তেহোঁ"।

আন্ধলার পাছে যেন আন্ধল গোড়ায়।
পথ না জানিঞা অন্ধকূপে পড়ি যায়॥
এইরূপে শিষ্য গুরু দুইজন মরে।
কৃষ্ণ না ভজিয়া মজে এ ঘোর সংসারে॥
যাবৎ বৈষ্ণব-পদরজ নাহি ভজে।
তাবৎ সংসারকূপে পড়ি জীব মজে॥
পুণ্যযোগে করে যদি ভকত সেবন।
তবে তার নহে আর সংসারবন্ধন॥
প্রহ্লাদ কহিল যদি এ সব বচন।
দৈত্যরাজ-শরীরে জ্বলিল হুতাশন॥
ক্রোধে পুত্রে ঠেলিয়া পেলিল ভূমিতলে।
ডাক দিয়া দৈত্যরাজ উচ্চস্বরে বলে॥
আরে আরে হয়গ্রীব নমুচি শম্বর।
হেতি প্রহেতি আর যত যোদ্ধৃবর॥
মার মার পুত্রে তোরা বিলম্ব না কর।
পুত্রছলে রিপু মোর ঘরের ভিতর॥
খুড়তাত বধিল যার দুষ্ট (১) দুরাচারে।
দাস হয়্যা বেটা তার স্তুতি ভক্তি করে॥
শরীরে উপজে ব্যাধি শত্রু করি জানি।
বনের ঔষধ পরে হিত করি মানি॥
নিজ অঙ্গ কাটি যদি দুষ্ট হেন দেখি।
আপনার প্রাণহেতু কি কি না উপেখি॥
দুষ্ট পুত্র দুষ্ট মিত্র কবহু না রাখি।
দুষ্ট দূর কৈলে পাছে সভে থাকে সুখী॥
সার এ উপায় (২) তোরা পুত্র লয়্যা মার।
আমার বচনে আর বিলম্ব না কর।
এ বোল শুনিঞা যত দেত্য ঘোরতর।
বিকট দশন মুখ মহা ভয়ঙ্কর॥
বিশাল ত্রিশূল ধরে বিশাল লোচন।
ধর ধর করিয়া বেঢ়িল দৈত্যগণ॥
ছিঁড় ছিঁড় শবদ উঠিল ঘন ঘন।
প্রহ্লাদের অঙ্গে কৈল শূল বরিষণ॥
গোবিন্দ ধরিয়া মনে (৩) রহিল কুমার।
জল বরিষণে কৈল ত্রিশূল প্রহার॥
নানা অস্ত্রে শস্ত্রে তার মরম বিন্ধিল।
মহাভাগবত শিশু কিছু না জানিল॥
হিরণ্যকশিপু রাজা ভয় পেয়্যা মনে।
বিবিধ উপায়ে শিশু মারয়ে যতনে॥

(১) পাঠান্তর,—"বিষ্ণু"
(২) পাঠান্তর,—"সকল উপায়ে"
(৩) পাঠান্তর,—"গোবিন্দে ধরিয়া মন"।

মহাগজ মহাসর্প পর্ব্বত পাতনে।
জলে মজাইল অগ্ন দিল হুতাশনে॥
গহ্বর ভিতরে থুয়্যা রুধিল দুয়ার।
বিষ দিল উপবাস করাল্য অপার।
এতেক প্রকারে শিশু নহিল নিধনে।
ভয় পেয়্যা দৈত্যরাজ চিন্তে মনে মনে॥
মহা অনুভব পুত্র অজয় অমর।
এতেক উপায় কৈলুঁ সকল বিফল॥
এত পরকারে মৃত্যু নহিল যাহার।
মোর বধ হেতু এই জন্মিল কুমার॥
চিন্তাতে ব্যাকুল নৃপ চিন্তে হেঁট মাথে।
ষণ্ডামর্ক দুই বিপ্র কহে যোড় হাথে॥
কটাক্ষে জিনিলে তুমি এ তিন ভুবন।
হেন বীর হয়্যা তুমি চিন্ত কি কারণ॥
বালকের দোষ গুণ না করি বিচার।
মনে ভয় পাই পাছে পালায় কুমার॥
নাগপাশে রাখ শিশু করিয়া বন্ধন।
যাবৎ শুক্রের হয় এথা আগমন॥
বুদ্ধি হৈলে বালকের কুমতি খণ্ডিব।
শুক্রে উপদেশ দিয়া ধর্ম্ম বুঝাইব।
গুরুপুত্রে বচন শুনিঞা দৈত্যপতি।
মনে দঢ়াইল এই উত্তম যুগতি॥
বান্ধিয়া বালক তোরা লয়্যা যাহ ঘরে।
পঢ়াহ যতন করি নানা পরকারে॥
রাজার বচন শুনি তারা দুই জনে।
ঘরে আনি বালকে পঢ়ায় সাবধানে॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম-আদি যত রাজনীতি।
শুনিঞা বালক তাথে না পায় পীরিতি॥
ডাক দিয়া নিল যত দৈত্যের তনয়ে।
কহিতে লাগিলা শিশু করিয়া বিনয়ে॥
শুন শুন দৈত্যশিশু হিত উপদেশ।
কহিব তোমারে আমি করিয়া বিশেষ॥
তুমি-সব প্রিয়সখা বান্ধব আমার।
তে-কারণে কহি শুন দৈত্যের কুমার॥
গুরু যাহা পড়াইল না জানিহ ভাল।
তত্ত্ব পরিহরি গুরু পঢ়ায় অসার॥
কত কত মরি গেল দেখ বিদ্যমানে।
অসার করিয়া সার ঘুষি অকারণে॥
তত্ত্ব ছাড়ি গুরু যত অনিত্য বুঝায়।
উত্তম জনের তাহা চিত্তে নাহি ভায়॥
আন্ধলায় পাছে যদি গোড়ায় আন্ধল।
পথ না জানিঞা পড়ে কূপের ভিতর॥

কেহ নহে শত্রু মিত্র কেহ নিজ পর।
কুমতি নির্ম্মিত সব জানিহ সকল॥
দুর্লভ মানুষ জন্ম অসত্য মানিঞা।
শিশুকাল হৈতে কৃষ্ণ ভজিব জানিঞা॥
হরি সে সভার গুরু প্রিয় ইষ্ট ধন।
সর্ব্বধর্ম্মসার কৃষ্ণচরণ-সেবন॥
যদি বল সুখভোগ তেজিব কেমনে।
দুঃখে কৃষ্ণ ভজিলে বা কোন্ প্রয়োজনে॥
দেহধর্ম্মে সুখ দুঃখ মিলে সর্ব্ব ঠাঞি।
যেন দুঃখ তেন সুখ অযতনে পাই॥
মিছা কাজে কেন এত ব্যর্থ কাল যায়।
না ভজিয়া জগন্নাথ ব্যর্থ দুঃখ পায়॥
কৃষ্ণ না ভজিলে নহে দুঃখবিমোচন।
বিচারিয়া আপনে বুঝয়ে বুধজন॥
যাবৎ শরীর নাহি পড়ে অকারণে।
তাবৎ বুঝিয়া কৃষ্ণ ভজিব যতনে॥
সভে দেখ পরমায়ু শতেক বৎসর।
নিদ্রায় অর্দ্ধেক তার হরয়ে বিফল॥
শিশুকালে অগেয়ানে যায় কথো কাল।
বৃদ্ধভাবে যায় কুড়ি বৎসর তাহার॥
তবে যেবা কিছু থাকে যৌবন সময়।
কাম ক্রোধ দম্ভ লোভ বাঢ়ে অতিশয় (১)॥
যদি বল যৌবনে বিষয় ভোগ করি।
পাছে সর্ব্বত্যাগ করি ভজিব শ্রীহরি॥
হেন কে মনুষ্য (২) আছে জগৎ ভিতরে।
বিষয়লম্পট চিত্ত নিবারিতে পারে॥
শরীর অধিক প্রাণ দুর্গত সভার।
হেন প্রাণ দিয়ে ধন কিনে বাণিজার॥
প্রাণ বিকলিয়া হয় ধনের কিঙ্কর।
ধনের কারণে প্রাণ তেজয়ে তস্কর॥
হেন ধন বিষয়ে যাহার প্রেম বাঢ়ে।
পাছে তাহা তেজিয়া চলয়ে একেশ্বরে॥
স্ত্রী-সম্ভাষণ পুত্র মধুর ভাষণ।
বন্ধু মিত্র অনুরাগ করিতে স্মরণ॥
বৃদ্ধ পিতামাতা মোর বালক তনয়।
এ সব বলিতে প্রেম বাঢ়ে অতিশয়॥
দিব্য ঘর পুরী মোর আছে বহুধন।
কোথাতে থাকিব কেবা করিব রক্ষণ।

---

(১) পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তকে :—
"তাহাতে জন্ময়ে কত শত কামোদয়।"
(২) পাঠান্তর,—"হেন কি পুরুষ।"

এইরূপ শোক মোহ (১) নিরন্তর করে।
সুখভোগ বিনে চিত্তে অন্য নাহি ধরে॥
জিহ্বার আস্বাদ রস বড় করি মানে।
শৃঙ্গার বেভার (২) বিনে অন্য নাহি জানে॥
কুটুম্বভরণে নিজ পরমায়ু যায়।
কামে মত্ত হয়্যা তাহা (৩) বুঝিয়া না চায়॥
পরধন হরে করে পর অপকার।
নান পাকে কুটুম্ব পোষয়ে আপনার॥
কুটুম্ব ভরণে যত দোষগুণ হয়।
জানিতেহ চিত্তে তাহা (৪) বাঢ়ে অতিশয়॥
এইরূপে মূঢ়জন মজয়ে সংসারে।
কামে বিমোহিত চিত্ত নিবারিতে নারে॥
তে-কারণে কহি আমি শুন শিশুগণ।
সত্য করি ধর সভে আমার বচন॥
শুন শুন ভাইগণ আমার উপদেশ।
সকল ছাড়িয়া ভজ প্রভু হৃষীকেশ॥
হেন জানি বল কৃষ্ণ ভজিতে আয়াস।
সব ঠাঞি আছে প্রভু জগত নিবাস॥
চরাচর স্থাবর জঙ্গমে ভগবান্।
তৃণ তরু স্থূল সূক্ষ্মে সর্ব্বত্র সমান॥
অচিন্ত্য অনন্তশক্তি আনন্দস্বরূপ।
এক হরি নানা ভেদে দেখি নানারূপ॥
এ বোল বুঝিয়া সর্ব্ব ভাবে দয়া কর
ছাড়িয়া অসুর ভাব কৃষ্ণে মন ধর॥
কিবা লভ নহে (৫) তুষ্ট হৈলে নারায়ণ।
কৃষ্ণের সন্তোষ-হেতু বৈষ্ণব সেবন॥
সর্ব্ব সমর্পণ করি কৃষ্ণের চরণে।
ভকত ভজিয়া ভক্তি সাধ নারায়ণে॥
পূরবে নারদ গেলা বদরিকাশ্রমে।
তথায় করেন তপ নরনারায়ণে॥
নারদ কহিলা তেঁহো এই তত্ত্বজ্ঞান।
কহিলা আমারে তাহা মুনি মতিমান্॥
আমি তোমা সভারে কহিলুঁ শুদ্ধচিত্তে।
এই ভাগবত শুদ্ধজ্ঞান জ্ঞান তত্ত্বে (১)॥
এতেক বচন শুনি দৈত্য-পুত্রগণে।
পুছিল বিনয় করি প্রহ্লাদের স্থানে॥
কহিলে প্রহ্লাদ তুমি অপূর্ব্ব কাহিনী।
ষণ্ডামার্ক দুই গুরু আমি সভে জানি॥
নারদের সঙ্গে তোমার কোথা দরশন।
কহত বালক তুমি তাহার কারণ॥
দৈত্যপুত্র বচন শুনিয়া শিশুবর।
হৃদয়ে সন্তোষ পেয়্যা দিলেন উত্তর॥
আমার জনক গেলা তপ করিবারে।
পিপড়া বল্মীকে তার ভক্ষিল শরীরে।
ইন্দ্র আদি দেবগণে পেয়্যা অবসর।
উদ্‌যোগ করিয়া আইল করিতে সমর॥
চতুরঙ্গ দেববল দেখি ভয়ঙ্কর।
চৌদিগে বেঢ়িল আসি অসুরনগর॥
ধন পুত্র কলত্র তেজিয়া দৈত্যগণ।
ভয় পেয়্যা পলাইল রাখিয়া জীবন॥
লুটিল পুড়িল সব অসুরনগর।
আমার জননী লয়্যা গেলা পুরন্দর॥
ভয়ে কম্পমান মাতা করেন ক্রন্দন।
ইন্দ্রের নারদসঙ্গে পথে দরশন॥
মুনি বলে ছাড় ছাড় এই পরনারী।
ভাল পুরন্দর তুমি দেব-অধিকারী॥
ইন্দ্র বলে শুন মুনি করি নিবেদন।
ইহার উদরে আছে পুত্র একজন॥
দৈত্যবধূ তাবৎ থাকিবে মোর পুরে।
পুত্র প্রসবিলে পাঠাইব নিজ ঘরে॥
নারদ কহিল ইন্দ্র বচন ধরিবে।
ইহার গর্ভের পুত্রে মারিতে নারিবে।
মহাভাগবত শিশু পুরুষ প্রধান।
শত্রু মিত্র নাহি তার সকলে সমান।
গোবিন্দচরণে তার আছে দৃঢ় মন।
তাহাকে মারিব হেন আছে কোন্ জন॥
নারদের বচন শুনিঞা শচীপতি।
মুনি প্রদক্ষিণ করি হৈল দণ্ডবত॥
জননী ছাড়িয়া ইন্দ্র গেলা নিজ পুরে।
নারদ আনিলা তবে আপন মন্দিরে॥

---

(১) পাঠান্তর—"কত বত।"।

(২) পাঠান্তর,—"স্ত্রীসঙ্গ-সুখ"।

(৩) পাঠান্তর,—"তত্ত্ব"।

(৪) পাঠান্তর,—
"জানিতে না পারে তত্ত্ব"।

(৫) পাঠান্তর,—"কিবা না লভিয়ে"।

(১) প, প্র, পু,—
"এই শুদ্ধ ভাগবত জ্ঞান জীব তত্ত্বে"।

আশ্বাস করিয়া আজ্ঞা দিল মুনীশ্বর।
সুখে এথা থাক তুমি না করিহ ডর॥
তপ করি তুয়া পতি যাবৎ না আইসে (১)।
তাবৎ থাকিবে তুমি এই গৃহবাসে॥
এ বোল শুনিঞা মাতা সতী গুণবতী।
নারদের পরিচর্য্যা করেন ভকতি॥
মাগিয়া নিলেন বর নারদ-চরণে।
তখনে প্রসব মোর ইচ্ছিব যখনে॥
বর দিয়া ঋষি তারে দিলা তত্ত্বজ্ঞান।
আমার কারণে কৃপা কৈলা মতিমান্॥
স্ত্রীভাবে চিরকালে মায়ে বিস্মরিল।
মুনির কৃপায়ে আমি হৃদয়ে ধরিল॥
সেই তত্ত্বজ্ঞান কহি শুন সাবধানে।
আপনারে শিশু বুদ্ধি না করিহ মনে॥
শোক মোহ জরা ব্যাধি জনম মরণ।
এ সব শরীর যোগে হয় উতপন্ন॥
জীব এক নিত্য নিরঞ্জন জ্ঞানময়।
অবিকার স্বপ্রকাশ ব্যাপক আশ্রয়॥
হেন গুণনিধি জীব আপনা পাসরে।
মুঞি মোর বলি দেহে অহঙ্কার করে॥
দেহ গেহ অভিমান তেজিব সকল।
হৃদয়ে চিন্তিলে তত্ত্ব পাই নিরমল॥
ত্রিগুণ রচিত দেহ পঞ্চভূতময়।
তাহা হৈতে জীব ভিন্ন এক নিত্যময়॥
সুখ দুঃখ সার মাত্র জীবের আশ্রয়।
দেহে বৈসে জীব সে শরীর মায়াময়॥
অনিত্য শরীরে হয় অসত্য ভাবনা।
সেই দেহে সত্য ব্রহ্ম করি উপাসনা॥
অল্পে অল্পে করি ভাই ইন্দ্রিয় রোধন।
তবে খণ্ডাইতে পারি এ ভববন্ধন॥
জীবের সংসার দেখ অজ্ঞান-কারণ।
মিথ্যা হেন জানি যেন জানিলে স্বপন॥
অজ্ঞানেতে ভ্রমে জীব এ ঘোর সংসারে।
জ্ঞান হলে জ্ঞান ভ্রম ছুটে সেই কালে॥
এ বোল বুঝিয়া ভাই করহ উপায়।
যাহা হৈতে এ ঘোর সংসারবন্ধ যায়॥
সহস্র উপায় আছে তরিতে সংসার।
তার মধ্যে জ্ঞান কৃষ্ণ উপায়ের সার॥

শ্রীহরি চরণে ভক্তি হয় যাহা মনে।
তাই সে সাধিব জীব পরম যতনে॥
গুরু সেবা গুরুপদে সর্ব্ব সমর্পণ।
ভকত জনার সঙ্গ কৃষ্ণ আরাধন॥
হরি-কথা শ্রবণ কীর্ত্তন গুণ নাম।
হরির চরণ ধ্যান স্তুতি পরণাম॥
কৃষ্ণের অদ্ভুত মূর্ত্তি করিয়া নির্ম্মাণ।
পরিচর্য্যা করিয়া পূজিব মতিমান্॥
সর্ব্বভূতে দেখিব আছেন নারায়ণ।
তৎসম্বন্ধে সভায় করিব সম্ভাষণ (১)॥
এইরূপে হয় তবে ভকতি উদয়।
কৃষ্ণের চরণে রতি বাঢ়ে অতিশয়॥
গোবিন্দের লীলা কর্ম্ম গুণ নাম শুনি।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক হয় গদগদ বাণী॥
উচ্চস্বরে ডাকে নাচে ক্ষণে গুণ গায়।
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে চরণ ধেয়ায়॥
ক্ষণে ভাবগ্রস্ত হয় উঠয়ে উন্মাদ।
ক্ষণে লোক চরণে করয়ে দণ্ডপাত॥
গোবিন্দ মাধব করি ডাকে উচ্চস্বরে।
চিন্তিতে প্রভুর লীলা আপনা পাসরে॥
হেনরূপে হয় যার ভকতি উদয়।
কর্ম্মবন্ধ ছিণ্ডে তার ঘুচে ভবভয়॥
গোবিন্দ ভজিতে কিছু নাহিক আয়াস।
হৃদয়ে চিন্তিলে কৃষ্ণ ছিণ্ডে ভবপাশ॥
হরি সে সভার পতি প্রিয় সখা ধন।
হরি ছাড়ি বিষয় সেবিয়ে অকারণ॥
পশু ভৃত্য দেহ গেহ সুত বিত্ত দার।
রাজসুখ রাজ্যভোগ এ মহীভাণ্ডার॥
স্বর্গবাস স্বর্গফল দেবদেহ ধরে।
এ সব চিন্তিয়া বুঝ তড়িৎচঞ্চলে॥
এ সব বুঝিয়া ভজ শ্রীকৃষ্ণচরণ।
ভজিলে অনন্ত সুখ দিব নারায়ণ॥
সুখ উপাদান হৈব দুঃখ বিমোচন।
ইহার কারণে কর্ম্ম করে সর্ব্বজন॥
কর্ম্মে হৈতে কিছু ত না দেখি সুখলেশ।
প্রথমে করিতে কর্ম্ম দুঃখপরবেশ॥
ফলভোগ করিতে বিবিধ উৎপাত।
অবশেষে হয় পুন জনম প্রমাদ॥
কর্ম্মফল অধ্রুব অধ্রুব কলেবর।
ইহার কারণে কর্ম্ম করিয়া বিফল॥

---

(১) প, প্র, পু,—
"তপ করি যাবৎ তোমার পতি আইসে"; অন্য পুথির পাঠ,—
"যাবত তোমার পতি ঘরে নাহি আইসে।"

(১) অন্য পুঁথির পাঠ,—
"কৃষ্ণ বুদ্ধ্যে সভার করিব সম্ভাষণ।"

ও বা অধীন কিংবা রাজার কিঙ্করে।
কুক্কুরে ভক্ষিব কিংবা দহিব অনলে॥
হেন দেহ মোর করি করে অহঙ্কার।
ভবপথে নিরন্তর ভ্রমে বার বার॥
কর্ম্মফলে মিলে দেহ দার পুত্র ধন।
পশু ভৃত্য গজ রথ বিবিধ বাহন।
প্রদীপের শিখা সম এ সব চঞ্চল।
ইহার কারণে কর্ম্ম করে নিরন্তর॥
মরণ অবধি আর জন্ম আদি করি।
দুঃখ বিনে অন্য কিছু বলিতে না পারি॥
এ বোল বুঝিয়া শুন আমার বচনে।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যাহার কারণে॥
সেই সে সভার প্রভু প্রিয় গতি পতি।
সে হরি চরণ ভজ ছাড়িয়া দুর্ম্মতি॥
দেবতা অসুর নর কিন্নর বানর।
গোবিন্দ ভজিলে হয় শুদ্ধকলেবর॥
দেব দ্বিজ হয় কিংবা মুনিদেহ ধরে।
দান ব্রত তপ যজ্ঞ নানা কর্ম্ম করে॥
তবু কৃষ্ণে সন্তোষিতে নহিব শকতি।
আর সব বিড়ম্বন ছাড়িয়া ভকতি॥
ভকতি করিয়া যদি ভজে দয়াময়।
আপনারে দিয়া হরি তার বশ হয়॥
শুন দৈত্যসুত ভাই মোর নিবেদন।
সর্ব্বভাবে কর ভাই গোবিন্দ ভজন॥
দৈত্য দানব যক্ষ রাক্ষস বানর।
খগ,মৃগ পশুজাতি পতিত পামর॥
এ সব ভজিয়া কৃষ্ণ হৈল কৃষ্ণময়।
এ বোল বুঝিয়া কেহ না কর সংশয়॥
এই সে পরম ধর্ম্ম সর্ব্ব ধর্ম্ম পর।
একান্ত ভকতি করি ভজ দামোদর॥
এতেক বচন শুনি দৈত্যসুতগণে।
তত্ত্ব উপদেশ পাই ধরিল যতনে॥
গুরু উপদেশে তারা না কৈল আদর।
ভয়ে জানাইল গুরু রাজার গোচর॥
হিরণ্যকশিপু শুনি গুরুর বচন।
প্রকোপে জ্বলিল যেন দীপ্ত হুতাশন॥
দুষ্ট দৈত্য পাঠায়্যা বালক ধরি আনে।
জোড়হস্তে প্রহ্লাদ দাণ্ডাইল বিদ্যমানে॥
স্বভাবে দারুণ রাজা বলে খরতর।
আরে বেটা কেনে তুমি গেলে রসাতল॥
কুলের অধম তুমি দুষ্ট দুরাচার।
এখনি পাঠাই তোরে যমের দুয়ার॥
মুঞি ক্রোধ কৈলে কাঁপে এ তিন ভুবন।
মোর পুত্র হয়্যা বেটা লঙ্ঘিস্ বচন॥
কোন্ বলে বেটা তুঞি না রাখিস্ ভয়।
হের-দেখ কাটিয়া পাঠাও যমঘর॥
বাপের বচন শুনি দিলেন উত্তর।
করযোড়ে করি শিশু প্রণতকন্ধর॥
ন কেবল তুমি আমি এই দুইজনে।
স্থাবর জঙ্গম যত আছে ত্রিভুবনে॥
সে হরি সভার বল সভার শকতি।
যার বলে সৃষ্টি করে ব্রহ্মা প্রজাপতি॥
শিব যার বলে করে এ লোক সংহার।
আপনে আপন বলে (১) পালেন সংসার॥
হরি বিনে জগতে বলিতে নাহি আন।
ছাড়িয়া অসুর ভাব কর অবধান॥
দেহের ভিতরে ছয় রিপু বলবান্।
ঘরের ভিতরে রিপু বাহিরে পরাণ॥
জিনিলে ঘরের রিপু না থাকিব ভয়।
আপনে বিচার করি দেখ মহাশয়॥
হিরণ্যকশিপু বলে আরে দুরাচার!
মোর আগে এই কথা কহ বার বার॥
আরে বেটা আমি বিনে কে আছে ঈশ্বর।
জগতের গতি পতি আমি দণ্ডধর॥
আজি তোর শির কাটি রাখুক ঈশ্বর।
এ বোল বলিয়া দৈত্য উঠিল সত্বর॥
সব ঠাঞি আছে কৃষ্ণ বলিস্ কাহারে।
তবে কেনে স্তম্ভ হৈতে না হয় বাহিরে॥
এ বোল বলিয়া দৈত্য ডাকিল নিষ্ঠুর।
মুটকি মারিয়া স্তম্ভ কৈল সঙ্গচুর॥
স্তম্ভ হৈতে শবদ উঠিল ঘোরতর।
কাঁপিল সকল লোক ধরা ধরাধর॥
ব্রহ্মাণ্ডের খোলা টুটি হৈল দুইখান।
ব্রহ্মা ভব আদি দেব হৈলা কম্পমান॥
শবদ শুনিঞা দৈত্য চৌদিগে নেহালে।
কাহার শবদ হেন বুঝিতে না পারে॥
হিরণ্যকশিপু তবে চিন্তে মনে মনে।
কহিল প্রহ্লাদ সত্য বুঝি অনুমানে॥
সর্ব্বভূতে বৈসে হরি বুঝায় আপনে।
সত্য করি বুঝাইল ভক্তের বচনে॥ (২)

---

(১) প, প্র, পু—"যার বলে বিষ্ণুরূপে"

(২) প, প্র, পু,—
"সর্ব্বভূতে বৈসে হরি বুঝিয়ে কারণ।
সত্য করিলেন বুঝ ভৃত্যের ।

এতেক বচন যদি বলিল অসুরে।
স্তম্ভ হৈতে প্রকাশ হইল গদাধরে॥
তপত কাঞ্চন জিনি নয়নযুগল।
ভ্রুকুটিকুটিল মুখ অতি ভয়ঙ্কর॥
করাল কেশর-জাল জ্বলন্ত আনল।
সটাচ্ছটা বিলুলিত ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল॥
বিকট দশন জিহ্বা খরধার তুল।
পর্ব্বত কন্দর কর্ণ গর্জ্জন নিষ্ঠুর॥
খরতর ভয়ঙ্কর কর নখ-জাল।
গিরিগুহা সম নাসা বদন বিশাল॥
আকাশমণ্ডল জিনি শরীর বিস্তার।
তনুরুহ বিলসিত মেঘসঞ্চার॥
ভয়ঙ্কর রূপ দেখি দৈত্য মহাবলী।
সম্মুখে রহিল গিয়া খড়্গ চর্ম্ম ধরি॥
উড়িয়া পতঙ্গ যেন পড়ে হুতাশনে।
আসিয়া দাণ্ডায় দৈত্য প্রভুবিদ্যমানে॥
বিক্রম করিয়া দৈত্য রহিল গোচর।
লীলায় ধরিল তারে প্রভু দামোদর॥
হাতে হৈতে খসি দৈত্য গেইল আম্বরে।
ভয় পাল্য দেবগণ মেঘের ভিতরে॥
অট্ট অট্ট হাস্য করি প্রভু নরহরি।
দ্বারেতে আনিল দৈত্যে বাম করে ধরি॥
উরাতের উপরে ধরিয়া দৈত্যেশ্বর।
নখ দিয়া বিদারিল তার বক্ষঃস্থল॥
জিহ্বায় লেহিয়া তার কৈল রক্ত পান।
নখে দৈত্যে বিদারিয়া কৈল খান খান॥
মারিল সকল দৈত্য নখের প্রহারে।
দৈত্যগণ মারিয়া ডাকিল উচ্চস্বরে॥
সটাচ্ছটা ছুটি মেঘ পড়িল ভাঙ্গিয়া।
স্বর্গে হৈতে তারাগণ পড়িল খসিয়া॥
নাসিকার শ্বাসে হৈল ক্ষুভিত সাগর।
শবদে কাঁপিল দশদিগের কুঞ্জর॥
পদভরে পৃথিবী করয়ে টলমল।
অঙ্গের বাতাসে তরু গিরি থরথর॥
মহাভয়ঙ্কর রূপে দৈত্য বধ করি।
রাজাসনে আপনে বসিলা নরহরি॥
সুরবধুগণে কৈল পুষ্প বরিষণ।
আকাশে বাজিল শঙ্খ দুন্দুভি বাজন॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নরে গায় নাচে বিদ্যাধরী।
ব্রহ্মা আদি স্তুতি করে করযোড় করি॥
দূরে দূরে থাক দেব করয়ে স্তবন।
ভয় পেয়্যা নিকট না আইলা কোন জন॥

ব্রহ্মা ভব স্তুতি কৈলা বিবিধ বিধানে।
ইন্দ্র স্তুতি কৈলা আর দেব ঋষিগণে॥
পিতৃগণ সিদ্ধগণ বিদ্যাধরগণে।
নাগলোক স্তুতি কৈল বিবিধ বিধানে॥
মুনি প্রজাপতি যত গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
গুহ্যক চারণগণ যক্ষ বিদ্যাধর॥
বৈকুণ্ঠের পারিষদ করযোড় করি।
নারদ করেন স্তুতি ভকতি বিস্তারি॥
ব্রহ্মা আদি দেব কেহ না গেল নিকটে।
পাঠায়্যা দিলেন লক্ষ্মী পড়িয়া সঙ্কটে॥
লক্ষ্মী দেবী ভয়ে তাঁর না গেল নিয়ড়।
প্রহ্লাদে আনিঞা ব্রহ্মা বলিলা বিস্তর॥
তুমি যদি যাহ বাপ প্রভুবিদ্যমানে।
তবে ক্রোধ ছাড়ে (১) প্রভু এহন সমাধানে॥
ব্রহ্মার বচন শুনি দৈত্যের তনয়।
শিরে কর যুড়িয়া চলিলা মহাশয়॥
দণ্ড পরণাম করি পড়িলা চরণে।
শিরে কর দিয়া প্রভু তুলিলা আপনে॥
করপদ্ম পরশনে হৈল দিব জ্ঞান॥
স্তুতি করে দৈত্যপুত্র মহা ন জ্ঞান॥
প্রেমে গদগদ বাণী অঙ্গ পুলকিত।
কৃষ্ণের চরণে শিশু আরোপিল চিত॥
ব্রহ্মা আদি সুরগণ সেবে এতকাল।
বুঝিতে না পারে তবু চরিত্র যাহার॥
যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র যার না পাইল মর্ম্ম।
তাঁর স্তুতি কি করিব অসুর অধম॥
বুদ্ধি বল তপ যোগ শ্রুতি কুল ধন।
কৃষ্ণ আরাধিতে নহে এ সব কারণ॥
গুণহীন পশুজাতি গজেন্দ্র আছিল।
ভকতি দেখিয়া তারে প্রভু উদ্ধারিল॥
ভক্তিহীন বিপ্র দ্বিষট্ গুণে অলঙ্কৃত॥
তাহা হৈতে ভকত চণ্ডাল সুপূজিত।
ধন মন বচন গোবিন্দে আরোপণ।
সবংশে পবিত্র তারে করে নারায়ণ॥
পরিপূর্ণ ভগবান্ স্বতন্ত্র বিহার।
না মাগে কাহার পূজা ভক্তি পুরস্কার॥
প্রভুকে পূজিলে পূজা হয় ত্রিভুবনে।
মুখের ভূষণ যেন দেখিয়ে দর্পণে॥
এই সে ভরসা মোর শ্রীহরিচরণে।
বুদ্ধি অনুসারে স্তুতি করিমু আপনে॥

---

(১) পাঠান্তর,—"শান্ত হয়"।

নীচ পামর তবে প্রভুর গুণ গাই।
এই ভরসায় কিছু বলিবারে চাই ॥
ব্রহ্মা ভব আদি যত পুরাণ (১) কিঙ্কর।
চিরকাল ধরি তোমা ভজে নিরন্তর ॥
এ সভের কৈলে মহাভয় নিবারণ।
ক্রোধ ছাড়ি শান্ত রূপ ধর নারায়ণ ॥
দন্ত মুখ বিকট কঠোর ভয়ঙ্কর।
এরূপ দেখিতে মোর কিছু নাহি ডর ॥
এ ঘোর সংসার দেখি মোর বড় ভয়।
কতকালে প্রভু তুমি হইবে সদয় ॥
ব্রহ্মা ভব আদি দেব সভার ভিতরে।
তোমার মহিমা কথা কহে নিরন্তরে ॥
এই গুণ কথা যেন নিরন্তর গাঙ।
ভকত সমাঝে যেন আনন্দে বেড়াঙ।
এই দয়া কর মোরে প্রভু নরহরি।
তিলেক না রহি যেন তব কথা ছাড়ি ॥
এইরূপ কত কত কৈল স্তুতিবাদ।
নরসিংহ তুষ্ট হই করিলা প্রসাদ ॥
বর মাগ দৈত্যপুত্র যত ইচ্ছ মনে।
আমি তুষ্ট হৈলে নাহি দুর্লভ ভুবনে ॥
হাসিয়া প্রহ্লাদ তবে দিলেন উত্তর।
বর দিয়া ভাণ্ড তুমি আপন কিঙ্কর ॥
সেবক অধমে সেবা করে কাম্য করি।
কাম দিয়া কর দাস ঈশ্বর না বলি ॥
আমি বর না মাগিব তোমার চরণে।
তুমি কভু বর মোরে না দিহ আপনে ॥
অকাম ভকত মুক্তি তুমি নিরাশ্রয়।
তোমার আমার প্রভু এই সে নিশ্চয় ॥
বরে হৈতে আমার নাহিক প্রয়োজন।
সেবকের সেবায়ে তোমার কর্ম্ম কোন ॥
তুমি পূর্ণব্রহ্ম আমি অকামী কিঙ্কর।
বর দিয়া মোরে কেনে ভাণ্ডিবে বিফল ॥ (২)
যদি বর দিবে হেন নিশ্চয় তোমার।
মোর চিত্তে নহে যেন কাম অহঙ্কার ॥
নারদ কহিলা মোরে মন্ত্র উপদেশ।
সেই মন্ত্র জপি যেন করিয়া বিশেষ ॥
আর বর দেহ মোরে প্রভু মহেশ্বর।
পিতা মোর তোমারে নিন্দিল নিরন্তর ॥
তোমার ভকত আমি তনয় তাঁহার।
তে-কারণে কৈল মোর নানা অপকার ॥
তোমার চরণে সভে মোর এই বর।
তাঁর অপরাধ তুমি ক্ষমিহ-সকল ॥
এ বোল শুনিঞা বলে প্রভু নারায়ণ।
সাবধানে শুন বাপ আমার বচন ॥
সুখে পরিত্রাণ পাইল জনক তোমার।
তিন সাত কুল আর পাইল প্রতিকার ॥
যে বংশে জন্মিলে তুমি ভকতপ্রধান।
সবংশে তাহার কুল পাইল পরিত্রাণ ॥
যার বংশে বৈষ্ণবের হয় উতপতি। (১)
হীন বা পামর কিংবা দুষ্ট পাপজাতি ॥
পবিত্র সকল কুল বংশের উদ্ধার।
সাধুসঙ্গে তরে সব পাপী দুরাচার ॥
রাজ্যভোগ কর তুমি এক মন্বন্তর।
পুণ্যকথা আমার কহিবে নিরন্তর ॥
আমাতে করিয়া তুমি চিত্ত আরোপণ।
সর্ব্বভূতে আমারে করিবে স্মঙরণ ॥
পাপ-পুণ্যভোগে কর্ম্ম করহ খণ্ডন।
জগতে নির্ম্মল যশ হইব স্থাপন ॥
অন্তকালে কর্ম্মবন্ধ তেজি কলেবর।
পাইবে আমারে বন্ধ ছুটিবে সকল ॥
তোমার আমার যেবা করিবে স্মরণ।
খণ্ডিব ত্বরিত তার ভব বিমোচন ॥
অগ্নি দান বাপের করহ প্রেতকর্ম্ম।
রাজাসনে বসিয়া পালহ রাজধর্ম্ম (২) ॥
হেনকালে ব্রহ্মা আইলা দেবের দেবতা।
দেবগণ সঙ্গে স্তুতি কৈল লোকপিতা ॥
দেবগণে স্তুতি করে প্রভু বিদ্যমান।
দেবের সাক্ষাতে প্রভু কৈল অন্তর্দ্ধান ॥
বিস্ময় ভাবিয়া দেব সকল রহিল।
দৈত্যের ঈশ্বর করি প্রহ্লাদে স্থাপিল ॥
প্রহ্লাদে পূজিল দেব ব্রহ্মা মহেশ্বর।
নিজ নিজ স্থানে দেব চলিলা সকল ॥
সেই পারিষদ দুই দিতির নন্দন।
অবতার করি হরি বধিল তখন ॥
সেই দুই দৈত্য হৈল রাক্ষস মুরতি।
কুম্ভকর্ণ দশগ্রীব ত্রিজগতে খ্যাতি ॥

---

(১) পাঠান্তর,—
"পুরুষ"; অশুদ্ধ, "তোমার"।
(২)— প, প্র, পু,—
"বর দিঞা কেনে মোরে ভাণ্ড গদাধর"।

(১) প, প্র, পু,—
"যার বংশে ভকতজনের উৎপত্তি"।
(২) পাঠান্তর,—"নিজ ধর্ম্ম"।

রাম অবতারে হরি তা-সভা বধিল ।
সেই দুই দৈত্য আসি হেথাতে জন্মিল ॥
বৈর-অনুবন্ধ করি দেবকী-নন্দন ।
বৈরীভাব চিন্তি গেলা বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥
কহিলু তোমারে রাজা ধর্ম্মের নন্দন ।
বৈরীভাব করি দৈত্যগণ বিমোচন ॥
নরসিংহ অবতার পুণ্য-গুণ-গাথা ।
প্রহ্লাদ-চরিত্র মহাভাগবত-কথা ॥
ধন্য পুণ্য পাপহর পবিত্র আখ্যান ।
কহিলে শুনিলে মিলে সর্ব্বত্র কল্যাণ ॥
তুমি সব ধন্য জন জগতপাবন ।
যার ঘরে বৈসে পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ ॥
যারে তুমি বল ভাই বান্ধব আমার ।
সারথি বলিয়া যারে কর অহঙ্কার ॥
সেই পূর্ণ ব্রহ্ম হরি ধরে নরবেশ ।
ব্রহ্মা ভব আদি যার না জানে উদ্দেশ ॥
শ্রীগদাধর ভক্তি রস-গুরু জান ।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে সপ্তমস্কন্ধে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায় ।

মালশ্রী রাগ ।

এই হরি পুরুবে স্থাপিল নিজ ভার ।
ত্রিপুর মারিয়া যশ থুইল চমৎকার ॥
শঙ্কর দেবের কৈল সঙ্কট মোচন ।
সাক্ষাতে তোমার ঘরে হেন নারায়ণ ॥
এ বোল শুনিঞা তবে রাজা জিজ্ঞাসিলা ।
কিরূপে ত্রিপুর বধ কি কারণে হৈলা ॥
নারদ বলিলা রাজা শুন সাবধানে ।
যেরূপে ত্রিপুর বধ কৈলা নারায়ণে ॥
দেবাসুরে যুদ্ধ হৈল পৃথ্বীর ভিতর ।
অসুরে হারিযা যুদ্ধে গেলা রসাতল ॥
ময়দানবের গিয়া পশিল শরণে ।
ত্রিপুর নির্ম্মিঞা ময় দিল সেই ক্ষণে ॥
একখান পুরী তার লোহার নির্ম্মাণ ।
কনকে রজতে আর পুরী দুইখান ॥
তিনখান পুরী তারা একত্র করিয়া ।
বেড়ায় অসুর সব তাহাতে চড়িয়া ॥
যে দেশ চাপিয়া পড়ে তিন গোটা পুর ।
ভাজিয়া চুরিয়া তারা করয়ে নির্ম্মূল ॥
এইরূপে করে তারা তিন লোক নাশ ।
দেবগণ মেলি গেলা শঙ্করের পাশ ॥
আরাধিয়া শঙ্করে আনিল দেবগণে ।
শঙ্করের যুদ্ধ হৈল ত্রিপুরের সনে ॥
শঙ্কর যুড়িয়া বাণ ধনুর সন্ধানে ।
হানিল অসুরগণে বাণ বরিষণে ॥
মহাযোগী ময় তাতে সৃজিল প্রাকার ।
যোগবলে দৈত্যগণে লইল পাতাল ॥
রস-কূপে থুয়্যা ময় অসুর জীযায় ।
মনে দুঃখ পায় শিব না দেখি উপায় ॥
হেনকালে সেই হরি দৈবকীনন্দন ।
ধেনুরূপ আপনে ধরিয়া সেই ক্ষণ ॥
ব্রহ্মায় করিয়া বৎস চলিলা শ্রীহরি ।
রস কূপ পান কৈলা ধেনুরূপ ধরি ॥
তবে শিব সন্ধান করিয়া আরবার ।
ত্রিপুর অসুরে মারি করিলা সংহার ॥
ত্রিপুর মারিয়া শিব হৈলা ত্রিপুরারি ।
শঙ্করের যশ থুইল ত্রিজগৎ ভরি ॥
দুন্দুভি বাজনা বাজে আকাশ উপরে ।
পুষ্প বরিষণ কৈল গন্ধর্ব্ব কিন্নরে ॥
ইন্দ্র আদি দেবে স্তুতি কৈল বিদ্যমানে ।
ত্রিপুরে দহিয়া শিব গেল নিজস্থানে ॥
এইরূপ লীলা করি করে কত কর্ম্ম ।
কহিতে শকতি আর কে জানিব মর্ম্ম ॥
কৃষ্ণের মহিমা কিছু কহিলুঁ উদ্দেশে ॥
আর কি জিজ্ঞাসা রাজা কহিব বিশেষে ॥
ভক্তি রস-কল্পতরু গদাধর জান ।
ভাগবত আচার্য্যের মধু-রস গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে সপ্তমস্কন্ধে
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

কামোদ-রাগ।

তবে রাজা যুধিষ্ঠির করি যোড়কর।
বর্ণাশ্রমধর্ম্ম জিজ্ঞাসিল তার পর॥
মহাভাগবত তুমি ব্রহ্মার নন্দন।
লোকপরিত্রাণ হেতু কর পর্য্যটন॥
বর্ণাশ্রমধর্ম্ম মোরে কহ মহাশয়।
শুনিলে তোমার মুখে খণ্ডিবে সংশয়।
এ বোল শুনিঞা বলে মুনি তপোধনে।
কহিব তোমারে রাজা কর অবধানে॥
ধর্ম্মের নন্দন নরনারায়ণ নামে।
আকল্প করেন তপ বদরিকাশ্রমে॥
তারা দুই জনে ধর্ম্ম কহিল আমারে।
সে ধর্ম্ম কহিব রাজা তোমার গোচরে॥
সর্ব্বভূতময় হরি ধর্ম্মের কারণ।
ধর্ম্মময় এক ভগবান্ নারায়ণ॥
সত্য শাস্ত দয়া শৌচ তপ শম দম।
শান্তি তুষ্টি ব্রহ্মচর্য্য ইন্দ্রিয়-সংযম॥
গ্রাম্যধর্ম্মে পরিত্যাগ ভকতসেবন।
সর্ব্বজীবে করি অন্ন পান বিভজন॥
সর্ব্বভূতে কৃষ্ণবুদ্ধি শ্রবণ কীর্ত্তন।
স্মরণ বন্দন দাস্য আত্মনিবেদন॥
এ সব ধর্ম্মের সর্ব্ব বর্ণ অধিকারী।
যাহা হৈতে তুষ্ট হন প্রভু নরহরি॥
যজন যাজন বেদ (১) করি অধ্যয়ন।
বেদ পঢ়াইব দান করিব ব্রাহ্মণ॥
সন্ধ্যাকর্ম্ম করি কৃষ্ণে পূজিব ত্রিকাল।
সামান্যে কহিলুঁ কিছু ব্রাহ্মণ আচার॥
ক্ষত্রিয়জাতির ধর্ম্ম সংগ্রামে কুশল।
রিপুদল জিনিয়া শাসিব ক্ষিতিতল॥
বৃত্তি দিয়া ব্রাহ্মণে স্থাপিব অধিকারে।
প্রজা ধর্ম্মে পালিব দণ্ডিব দুষ্টাচারে।
কৃষিকর্ম্ম গোরক্ষণ ধার উপধার।
বৈশ্যে ধন বাঢ়াইব হঞা বাণিজ্যার॥
সঞ্চয় করিয়া ধন স্থাপিব ব্রাহ্মণে (২)।
দ্বিজ দেব পূজিব ভজিব সাধুজনে॥
শূদ্রকুলে ধর্ম্ম সভে ব্রাহ্মণসেবনে।
চিত্তবৃত্তি সমর্পিব দ্বিজের চরণে॥

দৈবযোগে যদি ধন মিলয়ে তাহারে।
ধন হৈতে ধনমদে বাঢ়ে অহঙ্কারে॥
তে-কারণে ধন সমর্পিব দ্বিজকুলে।
দাস হয়্যা সেবিব তেজিব মায়া-ছলে॥
সর্ব্বদেবময় বিপ্র গোবিন্দ-সমান।
দ্বিজসেবা ছাড়ি শূদ্র কুলে নাহি আন॥
শম দম তপ শৌচ অচ্যুত-ভজন।
শান্তি ক্ষান্তি জ্ঞান দয়া ব্রাহ্মণলক্ষণ॥
ব্রাহ্মণভকতি ক্ষমা প্রসাদ বিনয়।
ধৈর্য্য শৌর্য্য তপ শ্রম মন শুদ্ধময়॥
দান যজ্ঞ এই সব ক্ষত্রিয়লক্ষণ।
বৈশ্যের লক্ষণ শুন কহিব এখন॥
স্বধর্ম্ম করিয়া ধন করিব অর্জ্জন।
ধন দিয়া সন্তোষিব দ্বিজ-গুরুগণ॥
দেব দ্বিজ ভকতি করিব নিরন্তর।
শূদ্রজাতি ধর্ম্ম কহি শুন নরেশ্বর॥
দাসভাবে দ্বিজসেবা মায়া পরিহরি।
ব্রাহ্মণভকতি করি ভজিব শ্রীহরি॥
সত্য শৌচ স্থাপিব তেজিব দুষ্টধর্ম্ম।
মন্ত্র উচ্চারণ করি না করিব কর্ম্ম॥
তিরিকুলে পতিসেবা অনুকূল বাণী।
পতিবন্ধুগণ-সেবা অনুরূপ জানি॥
পতিধর্ম্ম-ব্রত তার সতত ধারণ।
মার্জ্জন লেপন গৃহ করিব মণ্ডন॥
পবিত্র শরীর করি পতিসম্ভাষণ।
বদনে কহিব প্রেমে সন্তোষ বচন॥ (১)
ক্রোধ লোভ ছাড়িব থাকিব সত্য দয়া।
কৃষ্ণভাবে পতিভক্তি না করিব মায়া॥
সকল জাতির ধর্ম্ম নিজ নিজ আছে।
সেই ধর্ম্ম হৈতে তার পরিত্রাণ পাছে॥
অন্ত্যজ চণ্ডাল কিংবা শ্বপচ পামর।
আপনার নিজবৃত্তি করিব সকল॥
নিজধর্ম্মে থাকিয়া ভজিব নারায়ণ।

---

(১) পাঠান্তর,—"বিপ্র"।

(২) "সঞ্চয় করিয়া দান করিব ব্রাহ্মণে।" —পাঠান্তর।

(১) পাঠান্তর,—

"বচনে করিব প্রেম সন্তোষ কারণ।"

অন্যচ্চ'—

"বিনয় করিব প্রেম সন্তোষ বচন।"

কহিলু তোমারে সর্ব্ব ধর্ম্ম বিবরণ ॥ (১)
নিজধর্ম্মে থাকিয়া ভজিব নরহরি।
পাছে কৃষ্ণ ভজিব সকল ধর্ম্ম ছাড়ি ॥
তবে রাজা কহি শুন আশ্রম আচার।
ব্রহ্মচারি-ধর্ম্ম শুন ধর্ম্মের কুমার ॥
ব্রহ্মচারী গুরুকুলে সতত বসিব।
চিত্ত সমাধান করি গুরু আরাধিব।
দাসভাবে নীচবৎ করিব বেভার।
সন্ধ্যাকর্ম্ম বহ্নিকর্ম্ম করিব ত্রিকাল ॥
গুরু আজ্ঞা দিলে বেদ করি অধ্যয়ন।
সাজ অন্তবন্ধকালে চরণবন্দন ॥
দণ্ড কমণ্ডলু জটা চর্ম্ম পরিধান।
ধরিব করিব তবে চিত্ত সমাধান ॥
প্রাতঃকাল সন্ধ্যাকালে ভিক্ষা পর্য্যটন।
আনিঞা করিব ভিক্ষা গুরুকে অর্পণ ॥
গুরু আজ্ঞা দিলে তবে করিব ভোজন।
গুরু আজ্ঞা না হৈলে করিব উপাসন ॥ (২)
তিরি-সঙ্গ না করিব তিরি-সঙ্গী সঙ্গ।
কোনমতে নহে যেন মহাব্রত ভঙ্গ ॥
সকল ইন্দ্রিয়গণ মহাবলবান্।
হরিতে যোগীর মন নহে বস্তুজ্ঞান ॥
মর্দ্দন মর্জ্জন জল অঙ্গ পরিষ্কার ;
না করিব শরীরে পীরিতী ব্যবহার ॥
গুরুদার-নিকটে নহিব কোন কালে।
হেন জানি নারীজাতি জ্বলন্ত আনলে ॥
পুরুষ জানিহ ঘৃতকলস সমান।
নারীসঙ্গ কভু না করিব মতিমান্ ॥
কন্যা যদি হয় তাহো দূরে পরিহরে।
নারীসঙ্গে নিবাস কবহুঁ নাহি করে ॥
এইরূপে ব্রহ্মচারী গুরু আরাধিব।
পঢ়িয়া সকল বেদ আজ্ঞা মাগি লৈব ॥
গুরুকে দক্ষিণা দিয়া চলিব মন্দিরে।
সন্ন্যাস করিয়া বা চলিব দিগন্তরে ॥
সকল ছাড়িয়া কিংবা বনে প্রবেশিব।
একান্ত ভকতি করি কৃষ্ণ আরাধিব ॥
সর্ব্বভূতে বৈসে হরি করিব সন্ধান।
বানপ্রস্থধর্ম্ম কহি শুন মতিমান্ ॥
বানপ্রস্থ কৃষি-ফল ছাড়িব ভোজন।
কন্দ মূল ফল খায়্যা রাখিব জীবন ॥

(১) পাঠান্তর,—"সাধারণ"
(২) "দৈবযোগে হয় উপবাস উতপন্ন।" —পাঠান্তর।

কুশ কাশ সমিধ আনিব আহরিয়া।
নিতি নিতি নানা (১) যজ্ঞ করিব চিন্তিয়া ॥
সন্ধ্যাকর্ম্ম অগ্নিকর্ম্ম করিব ত্রিকাল।
কেশ লোম ধরিব পরিব বৃক্ষছাল ॥
দণ্ড কমণ্ডলু করে শিরে জটাভার।
বন্য ফলমূল দিয়া করিব আহার ॥
এইরূপে চিরকাল বনে বাস করি।
অন্তকালে তনু তেজি যায় বিষ্ণুপুরী ॥
সন্ন্যাস-আশ্রমধর্ম্ম কহিব এখনে।
পরম পাবন ধর্ম্ম শুন সাবধানে ॥
যখনে পুরুষ হয় বিষয়ে বিরাগ।
সর্ব্বকর্ম্ম সর্ব্বধর্ম্ম করি পরিত্যাগ ॥
তখনে চলিব নর করিয়া সন্ন্যাস।
গ্রামে গ্রামে এক দিন ক্ষণে বনে বাস ॥
দণ্ড কমণ্ডলু সঙ্গে (২) কৌপীন বসন।
একেশ্বরে নিরপেক্ষে করিব গমন ॥
শান্ত দান্ত সর্ব্বভূত-হিত দয়াপর।
নারায়ণপরায়ণ শুদ্ধকলেবর ॥
চরাচর জীবে হৈব ঈশ্বর ভাবনা।
মনে না হইব কভু বিষয় বাসনা ॥
বন্ধ মোক্ষ আপনার দেখিব গেয়ানে।
মায়াময় জগৎ বুঝিব অনুমানে ॥
অসৎ শাস্ত্রের না যাইব সন্নিধানে।
কভু নাহি জীবিকা কল্পিব মতিমানে ॥
বিবাদ বর্জ্জিব তর্ক ন্যায় দরশন।
কভু না করিব বহু শাস্ত্র অভ্যাসন ॥
বহু শিষ্য না করিব না পঢাব বেদ।
কার সঙ্গে কভু না করিব মতিভেদ ॥
সকল আরম্ভ তেজি তত্ত্বে মন দিব।
সমচিত্ত শান্ত হয়্যা শ্রীকৃষ্ণ ভজিব ॥
বালবৎ চরিত্র অন্তর নিরমলে।
জড় উনমত যেন দেখিব সকলে ॥
কহিব তোমারে পুরাতন ইতিহাস।
অজগর মুনি আর প্রহ্লাদ সম্ভাষ ॥
কাবেরী নদীর তীরে এক যোগেশ্বর।
সহ্য গিরি গহ্বরে থাকয়ে নিরন্তর ॥
ধুলায় ধুসর তনু থাকেন শয়নে।
এককালে প্রহ্লাদ চলিলা পর্য্যটনে ॥
লোকতত্ত্ব জানিব লোকের অধিপতি।
চলিলা অলপ সৈন্য করিয়া সংহতি ॥

(১) পাঠান্তর,—"পঞ্চ"।
(২) পাঠান্তর—"করে"।

কাবেরী নদীর তীরে হৈলা উপসন্ন।
অজগর মুনি সনে তথা দরশন ॥
প্রহ্লাদ চিনিল দিব্যপুরুষ লক্ষণ।
প্রণাম করিয়া কৈল চরণ বন্দন ॥
প্রহ্লাদ পুছিল তবে ভকত প্রধান।
স্থূল কলেবর তুমি মহা ভোগবান্ ॥
ধন নাহি তোমার উদ্‌যোগ নাহি কর।
স্থূল কলেবর তুমি কোন্ যোগে ধর ॥
শয়ন করিয়া থাক না কর আহারে।
তুষ্ট পুষ্ট দেখি তোমা সন্তোষ অন্তরে।
কহ যদি যোগ্য আমি হই যোগেশ্বর।
অজগর মুনি তবে দিলেন উত্তর ॥
শুন হে অসুরশ্রেষ্ঠ ভকতপ্রধান।
কহিব সকল কথা তোমা বিদ্যমান ॥
যাহার হৃদয়ে বৈসে প্রভু নারায়ণ।
বড় পুণ্যে তার সঙ্গে হয় দরশন (১) ॥
নানা যোনি ভ্রমিল বিবিধ কর্ম্ম করি।
এ দেহে সকল আমি বুঝিল বিচারি ॥
মুকুতি-দুয়ার এই নরক-দুয়ার।
সাধিতে পারিলে এই দেহে প্রতিকার ॥
সুখ হেতু কর্ম্ম করি সভে দুঃখ সার।
কর্ম্ম করি নানা দুঃখ পাই বার বার ॥
ইবে কর্ম্ম তেজি আমি (২) শুদ্ধ কলেবর।
আনন্দসাগরে আমি ভাসি নিরন্তর ॥
বিষয় সন্ধান এবে মনেহ না করি।
শয়ন করিয়া থাকি তত্ত্বে মন ধরি ॥
তত্ত্ব বিস্মরিয়া লোক ভ্রময়ে সংসার।
অসত্য সকল মনে না করে বিচার ॥
নানা দুঃখ করি ধন আয়োজন (৩) করে।
দুঃখ বিনে আর কিছু না দেখি তাহারে।
রাজভয় চৌরভয় শত্রু-মিত্রভয়।
নিদ্রা নাহি যায় ধনী সর্ব্বত্র সংশয় ॥
শোক মোহ ভয় ক্রোধ রাগ পরিশ্রম।
ধনে হৈতে ধনীর সতত মতিভ্রম।
এই বোল বুঝিয়া তেজিলুঁ ধন-আশা।
সর্প মধুকর দেখি বাঢ়িল ভরসা ॥

দুই গুরু আমার পন্নগ মধুকর।
তা-সভার ঠাঞি তত্ত্ব শিখিল সকল ॥
নানা পুষ্প হৈতে মধু মধুকরে আনে।
তাহাকে মারিয়া মধু লয় অন্য জনে ॥
এ বোল বুঝিয়া ধন না করি সঞ্চয়।
সর্প হৈতে যে শিখিলুঁ শুন মহাশয় ॥
মহাসর্প তুষ্ট হয়্যা থাকে সর্ব্বকাল।
আহার করিয়া চিন্তা নাহিক তাহার ॥
অলপ বিস্তর যেবা দৈবযোগে মিলে।
তাই খেয়্যা সর্পরাজ রহে কুতুহলে ॥
পরঘরে থাকে সর্প না চিন্তে আহার।
সর্প হৈতে শিখিলু এ সব সদাচার ॥
দৈবযোগে যে মিলায় করিয়ে ভোজন।
তৃণ পত্রে ভস্মে ক্ষণে করিয়ে শয়ন ॥
কনকপর্য্যঙ্কে কেহ শয়ন করায়।
দিব্যগন্ধ মাল্য দিব্য বসন পরায় ॥
হরিষ বিষাদ আমি কোথাহ না করি।
অদৃষ্ট মানিঞা রহি রক্ষে চিত্ত ধরি ॥
মিষ্ট অন্ন পান কেহ করায় ভোজন।
বিস্তর ভর্ৎসয়ে কেহ করয়ে তাড়ন ॥
দিব্য রথে তুলি কেহ চামর ঢুলায়।
গজের উপরে তুলি কেহ লঞা যায় ॥
ধূলা ভস্ম দিয়া কেহ সর্ব্বাঙ্গ ভরায়ে।
দণ্ডের প্রহার কেহ করে মোর গায়ে ॥ (১)
তাহাতে না করি আমি মান অপমান।
অদৃষ্ট মানিঞা চিত্তে করি সমাধান ॥
সকল লোকের হিত চিন্তি সর্ব্বকাল।
শ্রীহরি ভজিয়া যেন ভব হয় পার ॥
কহিলু তোমারে রাজা গোপত কথন।
গোবিন্দভকত তুমি সাধু মহাজন ॥
মুনির বচন শুনি দৈত্যের ঈশ্বর।
বিনয়ে প্রণাম করি গেলা নিজ ঘর ॥ (২)
কহিল তোমারে রাজা পুরুব কথন।
আর কি কহিব কহ ধর্ম্মের নন্দন ॥
জ্ঞান গুরু গদাধর ধীরাশিরোমণি।
ভাগবত-আচার্য্যের মধু-রস-বাণী ॥

---

(১) পাঠান্তর,—"সম্ভাষণ"।

(২) পাঠান্তর—"হৈল"।

(৩) পাঠান্তর—"উপার্জ্জন"।

(১) পাঠান্তর,—
"দণ্ড প্রহার কেহ করে সর্ব্বগায়,"

(২) "নিজ পুর চলিলা করিয়া নমস্কার";
অন্যচ্চ,—"নমস্কার করিঞা চলিলা নিজঘর।"

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে সপ্তমস্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

ভক্তিযুক্ত হৈলা তবে রাজা যুধিষ্ঠির।
প্রেমে গদগদ বাণী পুলকশরীর॥
নারদের চরণে করিয়া নমস্কার।
আর কথা জিজ্ঞাসিল ধর্ম্মের কুমার॥
আমি-সব সম যত মূর্খ গৃহবাসী।
তারা-সব কেমনে তরিব পাপরাশি॥
* কহ যোগেশ্বর মোরে তাহার প্রকার।
কহিতে লাগিলা তবে ব্রহ্মার কুমার॥
ঘরে থাকি সতত করিব শুভ কর্ম্ম।
গোপীনাথচরণে করিয়া সমর্পণ॥
হরিকথা নিরন্তর করিব শ্রবণে।
বৈষ্ণবজনের সঙ্গে থাকিব যতনে॥
চিত্ত নির্ম্মল হয় সাধুর সংহতি।
সুত দার দেহ গেহে না রহে পীরিতি॥
প্রয়োজন অবধি কলত্র পুত্রসঙ্গ।
অন্তর বৈরাগ্য তার কভু নহে ভঙ্গ।
কেবল সংসারী যেন দেখে সর্ব্বলোক॥
পুত্র দার মরে যদি তবু নাহি শোক॥
যে যে ইৎসা করে মাতা পিতা সুত দার।
সেই দ্রব্য দিয়া চিত্ত সন্তোষে তাহার॥
অন্তরে বৈরাগ্য তার কেহ নাহি বুঝে।
আপনা গোপত করি গোপীনাথ ভজে॥
দেখিব সকল জীবে আপন সমান।
কীট পশু পক্ষ না করিব ভিন্ন জ্ঞান॥
যখন যে হয় দৈবযোগে উপসন্ন।
যখম যে হয় দৈবযোগে উপসন্ন।
সর্ব্বজীবে বিভজিয়া করিব ভোজন॥
আপনার না বলিব সুত বিত্ত দার।
ঈশ্বর-নির্ম্মিত সব জানিব সংসার॥
অন্তকালে কৃমি ভস্ম হয় কলেবর।
তার তরে কারে না হইব (১) নিজ পর॥
যদি ধন হয় সর্ব্বজীব সন্তোষিব।
দেবযজ্ঞ পিতৃযজ্ঞ সতত করিব॥
সর্ব্বজীবে বৈসে হরি করিব ভাবনা।
এই চিত্তে করিয়া করিব উপাসনা॥
শুভযোগ শুভ তিথি শুভকাল পেয়্যা।
জপ হোম যজ্ঞ দান করিব বুঝিয়া॥
পুণ্য দেশ পুণ্য ভূমি কহিব তোমারে।
যথা রহি পুণ্য কর্ম্ম করিব সকলে॥

সেই পুণ্য দেশ যথা থাকে সাধুজন।
যথা যথা কৃষ্ণমূর্ত্তি করয়ে স্থাপন॥
মূর্ত্তি অবতারে হরি থাকেন যে দেশে।
সর্ব্ব তীর্থ সনে তথা সর্ব্ব দেব বৈসে॥
সে দেশে জানিহ তুমি সকল কল্যাণ।
সাধক জনার যথা হয় উপাদান॥
গঙ্গা আদি মহা নদী প্রভাস পুষ্কর।
কুরুক্ষেত্র প্রয়াগ নৈমিষ তীর্থবর॥
পুলহ আশ্রম সেতু গয়া দ্বারাবতী।
বারাণসী মধুপুরী পম্পা সরস্বতী॥
নারায়ণক্ষেত্র বিন্দুসর আদি করি।
এই সব পুণ্য তুমি যথা বৈসে হরি॥
মূর্ত্তিরূপে যথা হরি করেন বিহার।
ভকত জনের হয় যথা অবতার॥
সেই সব পুণ্য ভূমি জানিহ বিশেষে।
যত যত কর্ম্ম ধর্ম্ম হয় সেই দেশে॥
পাত্র মধ্যে পাত্র সার কহি নরেশ্বর।
সকল পাত্রের সার এক দামোদর॥
কৃষ্ণ তুষ্ট হৈলে তুষ্ট হয় চরাচর।
এই বোল বুঝিয়া ভজিব গদাধর॥
পাত্র মধ্যে সার আর জানিহ ব্রাহ্মণ।
তাহাতে অধিক পাত্র হরিপরায়ণ॥
ত্রেতাযুগে মূর্ত্তি করি মহামুনিগণে।
মূর্ত্তি অবতারে হরি ভজিল যতনে॥
সেই মূর্ত্তি করি যেবা ভজে নারায়ণ।
জীব হিংসা করে যদি নাহি প্রয়োজন॥
শ্রদ্ধাবিধি তবে আর কহিল বিস্তারে।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ জিনিতে প্রকারে॥
নারদ বলেন তবে শুন নরেশ্বর।
কহিলুঁ যতেক ধর্ম্ম তোমার গোচর॥
বিনি গুরু-উপদেশ কিছুই না হয়।
গুরু-উপদেশ লঞা ঘুচাই সংশয়॥
তবে ধর্ম্ম সাধিলে সকল হয় সিদ্ধি।
এ বোল বুঝিয়া হরি ভজে মহাবুদ্ধি।
গুরুরূপে জ্ঞানদাতা প্রভু ভগবান্।
চিত্তে না করিহ গুরু মানুষ গেয়ান॥
গুরুতে যাবৎ যার থাকি নর বুদ্ধি।
তাবৎ না হয় তার কোন কর্ম্মসিদ্ধি।
যেই গুরু সেই হরি দেখিব সমান।
গুরুভক্তি করিয়া ভজিব মতিমান্॥
পূর্ব্ব জন্মে ছিলুঁ আমি গন্ধর্ব্বপ্রধান।
সঙ্গীতে পণ্ডিত আমি করি দিব্য গান॥

---

(১) পাঠান্তর,—"করিব" অশুদ্ধ,—
"তার তরে কাকে না বলিব"।

উপবরিহণ নাম আছিল আমার।
দেবের সমাজে গীত গাই সর্ব্বকাল॥
এককালে যজ্ঞ আরম্ভিলা প্রজাপতি।
সকল গন্ধর্ব্বগণে করিয়া সংহতি॥
তাহাতে চলিলু আমি গীত গাইবারে।
হরিগুণ গান করি ব্রহ্মার গোচরে॥
দেবের নাচনী তথা দিব্য নৃত্য করে।
তিলেক আমার চিত্ত তাহাতে সঞ্চরে॥
তালভঙ্গ হৈল তবে হেন অবসরে।
ক্রোধ করি প্রজাপতি শাপ দিল মোরে॥ (১)
যাহ দুষ্ট বেটা তুমি হও শূদ্রজাতি।
সে-কারণে ক্ষিতিতলে হইলুঁ উৎপত্তি॥
দ্বিজঘরে হৈলুঁ আমি দাসীর তনয়।
আচম্বিতে আইল তথা চারি মহাশয়॥
কৃপা করি তাঁরা মোরে দিলা উপদেশ।
তাঁ-সভার প্রসাদে ভজিলুঁ হৃষীকেশ।
মহাজন-উপাসনা উচ্ছিষ্ট ভোজনে।
ব্রহ্মার কুমার আমি হৈলুঁ সে-কারণে॥

(১) পাঠান্তর,—"পাপিষ্ঠ আমারে"।

বিনে গুরু ভজিলে না হয় পরিত্রাণ।
এ বোল বুঝিয়া গুরু ভজ মতিমান্॥
কৃষ্ণে সমর্পিয়া যদি নিজ ধর্ম্ম করে।
গৃহস্থ সংসারদুঃখ তরিবারে পারে॥
তুমি ধন্য পুণ্য রাজা গুণের নিধান।
সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম তব সন্নিধান॥
নররূপ ব্রহ্ম এই প্রভু নারায়ণ।
তার সঙ্গে কর তুমি শয়ন ভোজন॥
ব্রহ্মা ভব আদি যার করয়ে ধেয়ান।
তোমার নিকটে রহে সেই ভগবান॥
তুমি মহাপুরুষ কেবল ধর্ম্মময়।
তোমার প্রসাদে লোক তরিব সংশয়॥
এতেক বচন বলি ব্রহ্মার নন্দন।
অন্তর্দ্ধান করিয়া চলিলা সেইক্ষণ॥
নারদের বচন শুনিঞা যুধিষ্ঠির।
আনন্দে মজিল রাজা পুলক শরীর॥
কৃষ্ণের মহিমা শুনি ভাবিলা বিস্ময়।
জানিল সাক্ষাৎ ব্রহ্ম এই দয়াময়॥
শ্রীযুত শ্রীগদাধর ধীরশিরোমণি।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-বাণী॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে সপ্তম-স্কন্ধে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥৫॥

সমাপ্তশ্চায়ং সপ্তমঃ স্কন্ধঃ॥ ৭॥

অষ্টম স্কন্ধ।

প্রথম অধ্যায়।

এতেক বচন শুনি রাজা পরীক্ষিৎ।
আর কথা জিজ্ঞাসিলা হয়্যা হরষিত॥
স্বায়ম্ভুব-মনু-বংশ কহিলে সকল।
চৌদ্দ মন্বন্তর কথা কহ যোগেশ্বর॥
যথা যথা অবতার করিলা শ্রীহরি।
যত কর্ম্ম কৈল যত অবতার ধরি॥
সে সব কহিবে মোরে যদি কর দয়া।
তোমার প্রসাদে যেন তরি দৈব-মায়া॥
তবে শুক মুনি তারে দিলেন উত্তর।
কহিব তোমারে যত যত মন্বন্তর॥
ছয় মনু বহি গেল কল্পের ভিতর।
স্বায়ম্ভুব মনু তাথে প্রধান সকল॥

আকূতি তাহার কন্যা আছিল সুন্দরী।
তার গর্ভে অবতার করিলা শ্রীহরি॥
স্বায়ম্ভুব মনু ছিল সভার প্রধান।
বনে তপ করি আরাধিল ভগবান্॥
ক্ষুধায় আকুল হই যত দৈত্যগণে।
চৌদিগে বেঢ়িল তারা ভক্ষিবার মনে॥
তবে যজ্ঞরূপে হরি করি অবতার।
সেইক্ষণে কৈল সব দৈত্যের সংহার॥
দ্বিতীয়ে আছিল স্বারোচিষ মন্বন্তর।
বৈরোচন নামে ইন্দ্র তুষিত অমর॥
তৃতীয়ে আছিল মুনি উত্তম সে নামে।
সত্যজিৎ নামে ইন্দ্র সত্য দেবগণে॥

সত্যসেন নামে হরি ধর্ম্মের কুমার ;
মারিয়া অসুরগণে করিল সংহার ॥
চতুর্থে তামস মনু পুণ্য-কলেবর।
প্রিয়ব্রত-সুত তারা দুই সহোদর ॥
সত্যক বৈধৃতি নামে হৈল সুরগণে।
ত্রিশিখ ইন্দ্রের নাম আছিল তখনে ॥
হরিমেধা নামে ছিল এক নরেশ্বরে।
হরিরূপে অবতার কৈলা তার ঘরে ॥
হরি অবতারে কৈলা গজেন্দ্রমোক্ষণ।
শুন রাজা তার কথা কহিব এখন ॥
আছয়ে ত্রিকুট নামে এক গিরিবর।
চৌদিগে বেড়িয়া আছে ক্ষীরোদ সাগর ॥
অযুত যোজন তার উচ্চ পরিসর।
তিন গোটা শৃঙ্গ তার দেখিতে সুন্দর ॥
রজত কাঞ্চনে তার দুই ত শিখর।
রতনের এক শৃঙ্গ করে ঝলমল ॥
আর শত শৃঙ্গ তারা নানা মণিময়।
ক্ষীরোদ সাগরে দীপ্তি করে অতিশয় ॥
ফল ফুলে লম্বিত বিবিধ তরুজাল।
কলরব পরভৃত ভ্রমর ঝঙ্কার ॥
বিবিধ বিহগকুল শবদ সঞ্চার।
সুর সিদ্ধ বিদ্যাধর করয়ে বিহার ॥
হেম-মণিময় শিলা রতন বিমলে।
ক্রীড়া করে সুরগণ গুহার ভিতরে ॥
নির্ঝর ঝঙ্কৃত অলঙ্কৃত চারু বনে।
থরে থরে দেবের উদ্যান স্থানে স্থানে ॥
নদ নদী সরোবর বিমল সলিল।
মণিময় বালুকা রতন চারু তীর ॥
সুরবধূ জলকেলি সলিল সুগন্ধ।
ললিত লহরী বায়ু বহে মন্দ মন্দ ॥
বকুল চম্পক চূত পাটল পিয়াল।
তমাল হিন্তাল তাল শাল কোবিদার ॥
অশোক পুন্নাগ আর জম্বীর খর্জ্জুর।
মধুক কিংশুক নারিকেল বীজপুর ॥
বিল্ব আমলক ভল্লাতক দেবদারু।
বহুবিধ দ্রুমজাত পর্ব্বত সুচারু ॥
আছিল ত্রিকুট হেন পর্ব্বত বিশাল।
এক সরোবর তাথে আছিল বিস্তার ॥
কুমুদ কহ্লার শতপত্র উতপল।
তরল বিমল জল কনক কমল ॥
জলচর বিহরে শবদ উতরোল।
মকর কচ্ছপ জল-তরঙ্গ কল্লোল ॥

যার দিব্য গন্ধে দশদিগ আমোদিত।
হেন সরোবর তাথে দেখিতে শোভিত ॥
এক গজ তাহাতে আছিল মহাবল।
যার পদভরে গিরি করে টলবল ॥
যার গন্ধ মাত্রে ভয়ে পালায়ে কেশরী।
পলায়ে মহিষ ব্যাঘ্র ভয়ে বন ছাড়ি ॥
এক দিন মহাগজ জল অনুসারে।
গজীগণ সংহতি চলিলা সরোবরে ॥
তরু বন ভাঙ্গিয়া করিল সমথল।
তার ভরে গিরিরাজ করে টলমল ॥
গজরাজ চলি যায় গজীগণ সঙ্গে।
তরুগণ ভাঙ্গি কৈল লণ্ড ভণ্ড রঙ্গে ॥
প্রবেশ করিল গিয়া জলের ভিতরে।
কমল কুমুদ গন্ধ হেম উতপলে ॥
জলকেলি করে গজ জলের মাঝার।
ভাঙ্গিয়া কমল বন তুলিল মৃণাল ॥
ঠেলাঠেলি পেলাপেলি করি গজীগণে।
সরোবর-জল কৈল কর্দ্দম সমানে ॥
শুণ্ডে জল ছিটাছিটি করে গজরাজ।
জলকেলি করে গজ গজীর সমাঝ ॥
হেনকালে এক নক্র মহাবলবান্।
গজেন্দ্রচরণে ধরি দিল এক টান ॥
বিক্রম করিল গজ উঠিতে সত্বরে।
উঠিতে না পারে গজ ছটফট করে ॥
গজীগণে বেড়িয়া চিন্তিল পরকার।
টানাটানি করি না পারিল তুলিবার ॥
অনেক যতন কৈল অনেক শকতি।
কোনমতে তুলিতে না পারে গজপতি ॥
গজীযূথ পালায়্যা (১) চলিল ভিতাভিতে।
জলের ভিতরে গজ রহে এই মতে ॥
মহানক্র মহাগজ দুহে সমবল।
এইরূপে যুদ্ধ করে সহস্র বৎসর ॥
কেহ কারে না পারে সমান দুই বলী।
দুই জনে করে টানাটানি পেলাপেলি ॥
এইরূপে গেল যদি সহস্র বৎসর।
অলপে অলপে টুটে গজেন্দ্রের বল ॥
একে ক্ষুধা তৃষ্ণা তাহে যুদ্ধপরিশ্রম।
দিনে দিনে হৈল গজের বলের নিধন (২) ॥

(১) পাঠান্তর,—"এড়িয়া"।

(২) পাঠান্তর,—
"দিনে দিনে করিরাজ হৈল অবসন্ন"।

সঙ্কটে পড়িল গজ চিন্তে মনে মনে।
দারুণ কুম্ভীর-বন্ধ ছাড়িব কেমনে॥
ভবভয়-ভঞ্জন প্রপন্ন নারায়ণে।
উদ্ধারিতে কে পারিব নারায়ণ বিনে॥
শ্রীহরিচরণে মুঞি পশিমু শরণে।
সেই সে করিব নক্রবন্ধ-বিমোচনে॥
পুরুষ জনমে গজ যে মন্ত্র জপিল।
হেনকালে সেই মন্ত্র মনে সঞরিল (১)॥
সেই মন্ত্র গজেন্দ্র জপিল সাবধানে।
বহুবিধ স্তুতি কৈল বিবিধ বিধানে॥
জগত নিবাস হরি বৈকুণ্ঠে আছিল।
গজরাজ-স্তুতিবাণী তখনে শুনিল॥
সঙ্গে পারিষদগণ গরুড়বাহন।
আকাশমণ্ডলে আসি দিলা দরশন॥
সূর্য্যকোটিসম জ্যোতি চক্র ধরি (২) করে।
প্রকাশ দিলেন হরি গরুড়-উপরে॥
গজরাজ সম্মুখে দেখিয়া নারায়ণে।
চমকিত হৈলা গজ ভয় পেয়্যা মনে॥
নমো নমো নমো নারায়ণ ভগবান।
অখিল জগতগুরু পুরুষ পুরাণ॥
এতেক বলিয়া গজ যুক্তি কৈলা মনে।
কমল তুলিয়া করে ধরিল গগনে॥
এতেক দেখিয়া মাত্র করুণাসাগর।
গরুড়ের স্কন্ধ হৈতে নামিলা সত্বর॥
গরুড় চলিয়া যাইতে হৈব যতক্ষণ।
তাবৎ থাকিব মোর ভকত-বন্ধন॥
এ বোল চিন্তিয়া হরি নাম্বিলা সত্বরে।
নক্র সহ গজেন্দ্র তুলিলা বাম করে॥
চক্রে নক্র কাটিয়া গজেন্দ্র উদ্ধারিলা।
ব্রহ্মা আদি সুরগণে পুষ্পবৃষ্টি কৈলা॥
গন্ধর্ব কিন্নরে গায় নাচে বিদ্যাধর।
সুরগণে স্তুতি করে প্রণতকন্ধর॥
দুন্দুভি বাজনা বাজে জয় জয় ধ্বনি।
সিদ্ধ বিদ্যাধর মুনি বলে স্তুতিবাণী॥
চক্রে কাটা গেল যদি দুরন্ত কুম্ভীর।
দিব্যরূপ ধরে তবে গন্ধর্বশরীর॥
পুরুব জনমে হুহু গর্ব্বন্ধ আছিল।
দেবল মুনির শাপে নক্ররূপ হৈল॥

(১) পাঠান্তর,—"স্মৃতি হৈল"।
(২) পাঠান্তর,—"চাক"।

ধরিয়া গন্ধর্বরূপ দিব্য কলেবর।
প্রণাম করিয়া রহে যুড়ি দুই কর॥
প্রভুর নির্ম্মল যশ গাহে উচ্চস্বরে।
প্রদক্ষিণ করিয়া চলিলা নিজপুরে॥
আজ্ঞা শিরে ধরিয়া গন্ধর্ব্বরাজ চলে।
বিস্ময় ভাবিয়া দেব রহিলা অন্তরে (১)।
গজরাজ বলে তবে প্রভু নারায়ণ।
ভকতবৎসল তুমি শ্রীমধুসূদন॥
তোমার কৃপায়ে মোর হৈল প্রতিকার।
আজি সে খণ্ডিল মোর ভব-অন্ধকার॥
তবে গজরাজ দিব্য কলেবর ধরে।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধরে চারি করে॥
পুরুবে আছিল গজ দ্রবিড়-ঈশ্বর।
ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে রাজা পুণ্য কলেবর॥
হরিপরায়ণ রাজা ভকতপ্রধান।
সতত গোবিন্দপদ করয়ে সন্ধান॥
চীর পরিধান শিরে ধরে জটাভার।
কুলাচল গিরিতটে রহে চিরকাল॥
রাজ্য পরিহরি ধরে তপস্বীর বেশ।
তীর্থস্নান করি রাজা পূজে হৃষীকেশ॥
এক দিন কৃষ্ণপূজা করে নরপতি।
হেনকালে আইলা অগস্ত্য মহামতি॥
শিষ্যগণ সঙ্গে মুনি কৈলা আগমন।
উঠিয়া না কৈল রাজা তাঁর আগমন॥
কৃতপূজা ছাড়িয়া না কৈল আন চিত্ত।
তে-কারণে রাজা না উঠিলা সচকিত॥
তা দেখিয়া ক্রোধ কৈল মুনি যোগেশ্বর
দ্বিজ অবজ্ঞান বেটা কৈল এত বড়॥
আপনে বৈষ্ণব বেটা এত গর্ব্ব ধরে।
আমাকে দেখিয়া না উঠিল অহঙ্কারে॥
মত্ত গজ হেন যেন গজরূপ ধর।
আর যেন গর্ব্ব না করিহ এত বড়॥
এতেক বলিয়া মুনি অগস্ত্য চলিল।
ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা তবে মনে ভয় পাইল॥
কুঞ্জরশরীর রাজা মুনি শাঁপে ধরে।
আপনে আসিয়া হরি গজেন্দ্র উদ্ধারে॥
পুরুব ভকতি তার হইল স্মরণ।
গজযোনি পরিত্রাণ পাইল তে-কারণ॥
গজেন্দ্র-মোক্ষণ করি প্রভু নরহরি।

(১) পাঠান্তর,—"অম্বরে"।

নিজ পারিষদ করি লৈলা নিজ পুরী।
কহিল তোমারে রাজা কৃষ্ণের চরিত্র॥
গজেন্দ্রমোক্ষণ কথা পরম পবিত্র।
ধন্য পুণ্য স্বর্গপর (১) দুঃস্বপ্ননাশন॥
ধর্ম্ম যশস্কর কলিমল-বিনাশন।
ইহা শুনে শুনায় যে প্রভাত সময়॥
সর্ব্বপাপ হবে তার খণ্ডে ভবভয়।
শ্রীযুত শ্রীগদাধর ধীরশিরোমণি॥
ভাগবত-আ র্য্যের মধুরস-বাণী॥

(১) পাঠান্তর,—"শোকহর" অন্যচ্চ,—"পাপহর"।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টমস্কন্ধে
প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কামোদ রাগ।

গজেন্দ্র-মোক্ষণ রাজা কহিল তোমারে।
তবে আর কহিব পঞ্চম মন্বন্তরে॥
পঞ্চমে রৈবত মনু বিভু ইন্দ্র নামে।
ভূতরয় নামে তাহে হৈল সুরগণে॥
আছিল বিকুণ্ঠা নামে শুভ্রের বনিতা।
তার গর্ভে জনমিলা সর্ব্বলোকপিতা॥
ধরিলা বৈকুণ্ঠ নাম প্রভু ভগবান্।
লক্ষ্মীর ইচ্ছায় কৈল বৈকুণ্ঠ নির্ম্মাণ॥
পৃথিবী গুণিয়া যদি গণি ধূলা করি।
তবুত প্রভুর গুণ গুণিতে না পারি॥
আছিল চাক্ষুষ মনু ষষ্ঠ মন্বন্তরে।
মন্ত্রদ্রুম নামে ইন্দ্র, দেবের ঈশ্বরে॥
আপ্য নামে সুরগণ আছিল তবনে।
অজিত প্রভুর নাম বিদিত ভুবনে
বৈরাজের বনিতা সম্ভূতি নামে জানি।
তার গর্ভে অবতার কেলা চক্রপাণি॥
ধরিলা অজিত নাম প্রভু নারায়ণ।
দেবের কারণে কৈলা সমুদ্র মন্থন॥
কূর্ম্মরূপ ধরি হরি ধরিল মন্দর।
অমৃত পিয়ায়্যা দেবে করিল অমর॥
ক্ষীরোদমন্থন-কথা শুন সাবধানে।
অদভুত কর্ম্ম তথা কৈলা নারায়ণে॥
অসুরে জিনিল সুর করিয়া সমর।
ইন্দ্র আদি সুর হৈল চিন্তিয়া বিকল (১)
মন্ত্র । করিয়া গেলা ব্রহ্মা-বিদ্যমানে।
কহিলা সকল কথা ব্রহ্মার চরণে॥
দেবগণে দুর্ব্বল দেখিয়া পদ্মাসন।
চিত্তের ভিতরে কৈলা শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ॥
আমি ব্রহ্মা ভব আদি তুমি সুরগণে।
সকলে মিলিয়া চিন্ত প্রভু নারায়ণে॥
যার আজ্ঞা ধরি কর্ম্ম কর সর্ব্বজনে।
সকলে শরণ পৈশ তাঁহার চরণে॥
কেহ তার বধ্য রক্ষ্য নাহি বন্ধুজন।
কেহ তার শত্রু মিত্র নাহি ভিন্ন মর্ম্ম॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করয়ে সেই জনে।
সত্ত্ব রজ তম গুণ ধরে নারায়ণে॥
জগতের গুরু সেই ভকতবৎসল।
ইচ্ছা করি সেই হরি করিব কুশল॥
এ বোল বলিয়া ব্রহ্মা দেব সন্তোষিল।
নির্ম্মল কীর্ত্তন করি গোবিন্দ স্তবিল॥
আদ্য সত্য অনন্ত নিষ্কল অবিকার। (২)
মনোবাক্যে না পরি জানিতে তত্ত্ব সার॥
সে দেবচরণে মোর সতত প্রণাম।
জানিঞা করিব কৃপা সেই ভগবান॥
যার মায়াপাশ বন্দী সব চরাচর।
যে হরি নির্গুণ ব্রহ্ম প্রকৃতির পর॥
যোগেন্দ্র মুনিন্দ্র যার অন্ত নাহি জানে।
যার মুখে উপজিল দ্বিজ হুতাশনে॥

(১) পাঠান্তর,—"চোস্তিত অন্তর"।

(২) পাঠান্তর,—"নির্ম্মল নির্ব্বিকার"।

চন্দ্র সূর্য্য উপজিল নয়নে যাহার।
শ্রবণে জন্মিল দশদিগ দিক্‌পাল॥
আমি উপজিলু যার শ্রীনাভিকমলে।
নিরন্তর বৈসে যার লক্ষ্মী বক্ষঃস্থলে॥
বাহুযুগে উপজিল এ ক্ষত্রিয় জাতি।
উরুযুগ হৈতে যার বৈশ্য উতপতি॥
শূদ্রজাতি উপজিল চরণযুগলে।
শিরে যার উপজিল আকাশমণ্ডলে॥
স্তনে ধর্ম্ম পৃষ্ঠে যার জন্মিল অধর্ম্ম।
যার হাস্য হৈতে হৈল অপ্সরার জন্ম॥
ভূরুযুগে যম লোভ জন্মিল অধরে।
কাল উপজিল যার কটাক্ষ ভিতরে॥
প্রাণ হৈতে প্রাণবল শকতি জনম।
হেন অদভুত কর্ম্ম করে নারায়ণ॥
তার পদকমলে রহুক নমস্কার।
যাহা হৈতে প্রপন্ন জনেব প্রতিকার
নমো নমো নমো নমো নমো নারায়ণ।
প্রপন্ন জনের প্রভু দেহ দরশন॥
এত স্তুতি কৈলা ব্রহ্মা দেবের দেবত'।
দরশন দিল আসি সর্ব্বলোক-পিতা॥
জলধর শ্যাম তনু রাজীব-লোচন।
তপন কাঞ্চন তুল্য সুপীত বসন॥
মহামণিময় হেম-মুকুট কেয়ূর।
অরুণ-কমলপদ রঞ্জিত নূপুর॥
বিলোল অলকাবলি ললিত কপোলে।
কৌস্তভ-ভূষণ উরে বনমালা দোলে॥
কুণ্ডল কঙ্কণ হার ভূষণে ভূষিত।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ভুজে বিরাজিত॥
হেন অপরূপ রূপ দেখি সুরগণে।
প্রণাম করিয়া স্তুতি করে সাবধানে॥
নমো হরি নমো জয় নমো নারায়ণ।
নমো রাম কৃষ্ণ বিষ্ণু শ্রীমধুসূদন॥
দেবের কেবল তুমি গতি ভগবান।
প্রপন্নতারণ প্রভু কর পরিত্রাণ॥
এ বোল শুনিঞা বলে প্রভু দয়াময়।
শুন শুন দেবগণ না কর সংশয়॥
আমার বচন দেব শুন সাবধানে।
অসুরের সঙ্গে গিয়া করহ সন্ধানে॥
এখন দৈত্যের সঙ্গে করহ মিলনে।
শুভদিন হৈলে পাছে জিনিবে তখনে॥
অসময়ে রিপু সনে করিয়ে সন্ধান।
সময়ে জিনিতে রিপু করিব সন্ধান॥

অসুর জনের সঙ্গে করিয়া পীরিতি।
অমৃত মন্থন-হেতু করহ যুগতি॥
পৃথ্বীর ঔষধি যত আনি জড় কর।
ক্ষীরজলনিধি-মাঝে তাহা লঞা পেল॥
মন্দর আনিঞা কর মন্থনের নড়ি।
বাসুকি আনিঞা কর বন্ধনের দড়ি॥
সুরাসুর মেলি কর ক্ষীরোদ মথনে।
দেবের সহায় আমি করিব আপনে॥
আমার বচন দেব শুন সাবধানে।
দম্ভ ক্রোধ তেজি কর অমৃত মন্থনে॥
কালকূট বিষ তাহে হৈব উতপন্ন।
তুমি-সব তাহে জানি ভয় কর মনে॥
ইচ্ছা কৈল মহাপ্রভু করিতে বিহার।
আপনে করিব কৃষ্ণ কূর্ম্ম অবতার॥
তে-কারণে কৈলা দেবে এত উপদেশ।
অন্তরীক্ষ হঞা তবে গেলা হৃষীকেশ॥
প্রণাম করিয়া ব্রহ্মা গেলা নিজস্থানে।
সুরগণ গেল তবে বলি বিদ্যমানে॥
বলি মহাপুরুষ দয়ালু ক্ষমাশীল।
বিনয় বচনে বলি দেব সন্তোষিল (১)॥
তবে দেব পুরন্দর কি বোলে বচনে।
আমার বচন বলি শুন সাবধানে॥ (২)
যত কথা কহিলা আপনে ভগবান্।
সকল কহিলা ইন্দ্র বলি বিদ্যমান॥
বলি রাজা শুনিঞা সন্তোষ পাইল মনে।
স্বীকার করিলা তবে দেবের বচনে॥ (৩)
দৃঢ়মনে যুগতি করিয়া দেবাসুরে।
সকলে মিলিয়া গেলা গিরি আনিবারে
তুলিলা মন্দর গিরি দিয়া বাহুবল।
অনেক যতন করি ধরিল সকল॥
মহানাদ করিয়া পর্ব্বত তুলি আনে
বহিতে না পারে গিরি দেবাসুরগণে।
না পারিয়া পর্ব্বত পেলিল ভূমিতলে।
অনেক অসুর সুর হৈল সম্বচুরে॥ (৪)
যে যে সুরাসুর তাথে না মৈল পরাণে।
হস্ত পদ ভাঙ্গিল ভাঙ্গিল নাক কাণে॥

---

(১) পাঠান্তর,—"সম্মানিল"।
(২) পাঠান্তর,—"কর অবধানে"।
(৩) পাঠান্তর,—
"সত্য করি মানিল সে ইন্দ্রের বচনে"
(৪) পাঠান্তর,—"চূরমারে"।

সুরাসুর-ক্রন্দন দেখিয়া নারায়ণ।
গরুড় বাহনে হরি দিলা দরশন॥
আপনে চাহিলা যদি অমৃত নয়নে।
দেবাসুর বাঁচিয়া উঠিল সেইক্ষণে॥
লীলা করি বাম হস্তে তুলিলা মন্দর।
স্থাপিলা মন্দর লয়্যা গরুড়-উপর॥
সুরাসুরগণ লয়্যা চলিলা ঈশ্বর।
গরুড় ক্ষীরোদজলে পেলিল মন্দর॥
আজ্ঞা দিলা নারায়ণ গরুড় চলিল।
আসিয়া ক্ষীরোদ-তীরে সকলে রহিল॥
আহ্বান করিয়া গিয়া বাসুকি আনিল।
অমৃতের ভাগ দিব সকলে কহিল॥
বেড়িয়া পর্ব্বতরাজে বান্ধিল যতনে।
সুরাসুরে করে তবে অমৃত মন্থনে॥ (১)
আপনে ধরিল হরি বাসুকির শিরে।
সকল দেবতাগণ সেই দিগে ধরে॥
তা-দেখিয়া দৈত্যগণ বলে কোন বাণী।
কপটী দেবতাগণ আমি সভে জানি॥
লাঙ্গুড় ধরিব আমি তুমি ধর শিরে।
তুমি সব বল কিছু না বুঝে অসুরে॥
সর্পের লেঙ্গুর নাহি ছুঁয়ে বুধজনে।
আমি-সব হয়্যা তাহা ধরিব কেমনে॥
এতেক বচন যদি বলিল অসুরে।
দেবগণ লয়্যা হরি ধরিল লেঙ্গুড়ে॥
তবে দেব অসুরে মিলিয়া দিল টানে।
অমৃতের লোভে করে ক্ষীরোদ মথনে॥
পর্ব্বত রাখিতে কিছু না ছিল আধারে।
মথিতে মথিতে গিরি পশিল পাতালে॥
সুরাসুর মেলি কৈল যতন বিস্তর।
না পারিল রাখিতে পর্ব্বত গেল তল॥
মনে দুঃখ পেয়্যা দেব-অসুর বসিল।
শিরে হাত দিয়া তবে চিন্তিতে লাগিল॥
দেখিয়া শ্রীহরি তবে সৃজিল (২) প্রকার।
আপনে ধরিল হরি কূর্ম্ম অবতার।
প্রবেশ করিল গিয়া পাতালবিবর।
পৃষ্ঠের উপরে ধরি তুলিলা মন্দর॥
তবে সুরাসুরগণে উঠিল আনন্দ।
ক্ষীরোদ মথিতে পুন কৈলা অনুবন্ধ॥
পৃষ্ঠের উপরে হরি ধরিল মন্দর।
সুরাসুর মথে তবে ক্ষীরোদ সাগর॥

লক্ষ প্রহরের পথ পর্ব্বত বিস্তার।
পৃষ্ঠের উপরে ফিরে বদর আকার।
দেবাসুরে বাসুকি ধরিয়া মারে টান।
তবে আর কোন বুদ্ধি করে ভগবান॥
বিষদৃষ্টি করিয়া অসুরবল হরে।
দেববল বাঢ়াইতে অমৃতবৃষ্টি করে॥
উপরে পর্ব্বত ধরে আর মূর্ত্তি ধরি।
করিয়া সহস্রভুজ বিহরে মুরারি॥
ব্রহ্মা ভব আদি স্তুতি করেন কৌতুকে।
পুষ্পবৃষ্টি জয়বাণী হৈল তিন লোকে॥
সহস্রবদন ফণিরাজ বিষানলে।
পুড়িয়া অসুরগণে হৈলা হতবলে॥
বিষজালে হতবল দেখি সুরগণ।
মেঘ আনি উপরে করায় বরিষণ॥
শীতল পবন আনি শরীরে লাগায়।
দেবরক্ষা হেতু করে এতেক উপায়॥
মন্থন করিতে তবে ক্ষীরোদ-সাগর।
প্রথমে উঠিল মহা বিষ হলাহল (১)॥
মকর কচ্ছপ মীন নানা কলেবর।
আকুল সকল হৈল ক্ষোভিত সাগর॥
উথলিয়া উঠে বিষ জ্বলন্ত আনল।
বিষকণা ছুটাছুটি দেখি ভয়ঙ্কর॥
ভয় পেয়্যা সুরাসুর পলায় অগ্রে।
আপনেহ পলাইলা (২) প্রভু দামোদরে॥
চিন্তিল কোথাতে গেলে হয় পরিত্রাণ।
সভেই মেলিয়া গেলা শিবসন্নিধান (৩)
কৈলাস পর্ব্বতে শিব আছেন বসিয়া।
সিদ্ধসাধ্যগণ আছে শঙ্করে বেড়িয়া॥
হেনকালে সুরাসুর হৈলা উপসন্ন।
প্রণাম করিয়া কৈল শিব সম্ভাষণ॥
বিষ পান করিয়া জগৎ রক্ষা কর।
তুমি মহাযোগেশ্বর সর্ব্বশক্তি ধর॥
ব্রহ্মভাবে স্তুতি কৈল বিবিধ প্রকারে।
তবে দেবী সঙ্গে কথা কহে মহেশ্বরে॥
দেখ দেখ পার্ব্বতী বিষম উপস্থিতে।
বিকল সকল লোক কালকূটভীতে॥
দীনপরিপালন প্রভুর প্রয়োজন।
পরহিতে দেহ বিত্ত তেজে বুধজন॥

---

(১) পাঠান্তর—"ক্ষীরোদ মথন"।
(২) পাঠান্তর,—"চিন্তিল"।

(১) পাঠান্তর,—"কালকূট ভয়ঙ্কর"।
(২) পাঠান্তর,—"এতেক দেখিয়া"।
(৩) পাঠান্তর,—"শঙ্করে স্থানে"।

অক্রুর শরীর দিয়া পরহিত করে।
কৃপা করি হরি তারে আপনে উদ্ধারে॥
যাহারে করয়ে কৃপা প্রভু নারায়ণ।
তাহার অধিক মোর নাহি বন্ধুজন॥ (১)
বৈষ্ণব-বান্ধব আমি বৈষ্ণব-জীবনে।
বৈষ্ণব অধিক প্রিয় নাহি ত্রিভুবনে॥
শুন হে পার্বতি দেবী আমার বচনে।
আমা হৈতে হয় যদি লোকপরিত্রাণে॥
তবে আমি আপনে করিব বিষ পান।
জীবন তেজিয়া করি লোক পরিত্রাণ॥
দেবী অনুমতি দিল মহিমা বুঝিয়া।
ক্ষীরোদ সাগরে গেল শঙ্কর চলিয়া॥
অঞ্জলি করিয়া বিষ শঙ্কর তুলিল।
কৃপায়ে শঙ্কর দেব বিষ পান কৈল॥
নীলকণ্ঠ হৈলা শিব বিষ পান করি।
সুরাসুরে প্রসংশিলা সাধু সাধু বলি॥
হেন অদভুত কর্ম্ম কৈল মহেশ্বরে।
চমকিত হৈল দেখি ত্রিভুবন ডরে॥
অঙ্গুলির সন্ধি দিয়া যে বিষ পড়িল।
সর্প-পিপীলিকাদেরে বিভজিয়া দিল॥
তরে আরবার যদি মথিল সাগর।
হবির্দ্ধানী (২) নামে ধেনু তখন উঠিল॥
ঋষিগণে নিল তাহা যজ্ঞ করিবারে।
মথিতে লাগিল তবে ক্ষীরোদ সাগরে (৩)
উচ্চৈঃশ্রবা নামে অশ্ব হৈল উপাদান।
ঐরাবত নামে হৈল গজের প্রধান॥
জন্মিলা কৌস্তুভ মণি কৃষ্ণের ভূষণ।
তবে পারিজাত পুষ্প হৈল উৎপন্ন॥
জন্মিলা অপ্সরা বহু দেবের রমণী।
লক্ষ্মী দেবী জনমিলা কৃষ্ণের ঘরণী॥
আসন আনিঞা তারে দিল পুরন্দরে।
মূর্ত্তি ধরি নদীগণ আইলা সত্বরে॥

হেমঘটে অভিষেক করে নদনদী।
অভিষেকদ্রব্য আনি দিলা বসুমতী॥
পঞ্চগব্য আনি দিল যত ধেনুগণে।
ঋষিগণে অভিষেক করয়ে বিধানে॥
গন্ধর্ব্ব-কিন্নরে গায় নাচে বিদ্যাধরী।
পুষ্প-বরিষণ করে বিবুধসুন্দরী॥
অষ্টদিগহস্তী আসি বেড়ি চারিপাশে।
অভিষেক করে তারা সুবর্ণকলসে॥
মৃদঙ্গ পণব শঙ্খ দুন্দুভি বাজনে।
অভিষেক কৈল দেব দেব-ঋষিগণে॥
পীতবস্ত্র-যুগ্ম আনি দিলেন সাগরে।
বৈজয়ন্তী-মালা আনি দিল জলেশ্বরে॥
সরস্বতী আনি দিলা হার মনোহর।
ব্রহ্মা আনি দিলা হস্তে বিচিত্র কমল॥
উজ্জ্বল কুণ্ডলযুগ্ম দিলা নাগগণ।
দেবগণে মিলি দিল বিবিধ ভূষণ॥
করিয়া কমলাদেবী অভিষেকস্নান।
মনোহর পীতবাস কৈলা পরিধান।
দিব্যগন্ধ পরিমল চন্দন লেপন।
বিচিত্র নির্ম্মাণ দিব্য পরিল ভূষণ॥
উতপল কমল উজ্জ্বল বনমালা।
ধরিয়া দক্ষিণ করে চলিল কমলা॥
চরণে শিঞ্জিত মণিমঞ্জীর রঞ্জিত।
ধীরে ধীরে চলে দেবী গতি সুললিত॥
আপনার যোগ্যপতি বরিব আপনে।
কাহারে বরিব দেবী চিন্তে মনে মনে॥
ব্রহ্মাতে দেখিল দেবী নানা গুণ আছে
না জীবে বিস্তর দিন হৃদে প্রকাশিছে॥
এই দোষ দেখিয়া তেজিল প্রজাপতি।
শিবসন্নিধানে তবে গেলা ভগবতী॥
হর চিরজীবি দেখি সর্ব্বগুণ ধরে।
ভস্মবিভুষিত অঙ্গে ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরে॥
ভূতপ্রেতগণ লয়্যা করয়ে বিহার।
শঙ্কর তেজিয়া গেলা দেখি দুরাচার॥
ইন্দ্র আদি দেবগণে তেজি একে একে।
নানাগুণ নানাদোষ দেবগণে দেখে॥
এইরূপে তেজিয়া সকল দেবগণে।
চলিলা কমলাদেবী যথা নারায়ণে॥
সর্ব্বানন্দ সুখময় সর্ব্বগুণধাম।
অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি এক ভগবান্॥
আপনার যোগ্য পতি দেখিয়া কমলা
তুলিয়া প্রভুর গলে দিল দিব্য মালা॥

---

(১) পাঠান্তর,—
"প্রভু নারায়ণ কৃপা করয়ে যাহারে।
তাহার অধিক বন্ধু নাহিক আমারে"।
(২) সুরভি।
(৩) ইহার পর অন্য পুথির অধিক পাঠ,—
চন্দ্র উপজিল ত্রিভুবনের উজ্জ্বল।
দেবাসুর মিলিয়া তুষিল মহেশ্বর।
কৈলাসে উঠিয়া শিব গেল ত সত্বরে।
বিষতেজ শান্ত হৈল চন্দ্র-সুশীতলে॥

বক্ষঃস্থলে তুলিয়া ধরিল নারায়ণে।
জয় জয় শবদ উঠিল ত্রিভুবনে॥
মৃদঙ্গ দুন্দুভি শঙ্খ বাজিল বাজন।
সুরবধুগণে কৈল পুষ্প-বরিষণ॥
গন্ধর্ব্ব-কিন্নরে করে সুমধুর গান।
দেবের নাচনী নাচে প্রভুবিজ্জমান॥
ব্রহ্মা আদি দেবে কৈল বিবিধ স্তবন।
আনন্দে পুরিয়া তবে রহে ত্রিভুবন॥
তবে আর মদিরা বারুণী উপজিল।
অসুর দানবে তাহা হরি লঞা গেল॥
তবে এক উপজিল পুরুষপ্রধান।
কম্বুকণ্ঠ মহাভুজ নবঘনশ্যাম।
কুণ্ডলমণ্ডিত গণ্ড বিচিত্র ভূষণ॥
কুঞ্চিত কুন্তলজাল ললিতবসন॥
অমৃতকলস করে নামে ধন্বন্তরি।
জনমিল বিষ্ণু অংশে অবতার করি॥
অমৃত-কলস কাড়ি নিল দৈত্যগণে।
বিষাদ ভাবিয়া দেব চিন্তে মনে মনে॥
দেবগণে সন্তোষিয়া প্রভু হৃষীকেশ।
মায়ায় সৃজিল হরি উপায় বিশেষ॥
প্রথমে আনিলুঁ মুঞি বলে একজনে।
তোমার পুরুবে আমি বলে আনে আনে।
কেহ বলে দেবের ইহাতে ভাগ আছে।
কেহ বলে না দিলে বিষম হৈব পাছে॥
বলাবলি গালাগালি বাজিল কন্দল।
জড়াজড়ি কাঢ়াকাঢ়ি দৈত্যের ভিতর॥
মহাযোগেশ্বর প্রভু কোন কর্ম্ম করে।
হেনকালে আপনি সুন্দরীরূপ ধরে॥ (১)
নীলউৎপল শ্যাম সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।
নবীনযৌবনা স্তনযুগ্ম মনোহর॥
বিলোল অলকাবলি ললিত কপোলে।
বিবিধ রতন মুক্তাদাম গলে দোলে॥ (২)
রণিত কিঙ্কিণীজাল কটিবিলসিত।
কেয়ুর কঙ্কণ মণি ভূষণে ভূষিত॥
লজ্জিত হসিত স্মিত কটাক্ষবিলাস।
দৈত্যগণচিত্তে কৈল কামপরকাশ॥
দেখ দেখ অদভূত রূপের মহিমা।
ত্রিভুবনে দিতে নারে এ রূপের সীমা॥

(১) পাঠান্তর,—
"স্ত্রীর রূপ আপনি ধরিল হেনকালে।"
(২) পাঠান্তর,—
"বিকচ মুকুতাদাম হার গলে দোলে।"

রূপ দেখি কামে বিমোহিত দৈত্যগণ।
তরল-বিরলে সভে জিজ্ঞাসে বচন॥
কোথা হৈতে কোথা যাহ কি নাম তোমার।
কি কাজে বেড়াহ তুমি বনিতা কাহার।
দৈবযোগে এথাতে তোমার আগমন।
অমৃতকলস তুমি কর বিভজন॥
এতেক বচন বলি দানব অসুরে।
অমৃতকলস আনি দিল তার করে॥
জ্ঞাতির কলহ তুমি ভাজিবে আপনে।
সমভাগ করি কর সুধা পরিবশে॥
এ বোল বলিল যদি দানব অসুরে।
হাসিয়া মোহিনীবেশ দিলেন উত্তরে॥
তুমিসব কেনে কর আমাতে প্রতীত।
নারীকে বিশ্বাস কভু না করে পণ্ডিত॥
ঘরের বাঘিনী যেন জানিহ স্ত্রীজাতি।
আমারে প্রতীত কর কেমন যুগতি॥
এই উপহাস যদি বলিলা শ্রীহরি॥
দৈত্যগণ মেলিয়া হাসিল উচ্চ করি॥
সুরাসুরগণ মেলি কৈল উপহাস।
পর দিনে স্নান করি পরে দিব্য বাস॥
দেব দ্বিজ পূজা করি কৈল হোমকর্ম্ম
নিত্যকর্ম্ম সমাপিল যার যেই ধর্ম্ম॥
সংযম করিয়া সভে হৈলা উপসন্ন।
হাসিয়া মোহিনীবেশে কি বোলে বচন॥
একদিগ হৈয়া সুর বৈসহ সুসারে।
আর এক দিগ হৈয়া বৈসহ অসুরে॥
একে একে করি আমি সুধা পরিবশ।
ভাল মন্দ কেহ যদি না বল বচন॥
তবে আমি বিভজিয়া দিব সুরাসুরে।
কেহ যদি ভাল মন্দ না কর উত্তরে॥ (১)
এ বোল শুনিঞা সব সুরাসুরগণে।
দুই ভাগ হয়্যা তারা বসিলা আসনে॥
মায়াবিশারদ হরি নানা মায়া জানে।
অসুর মোহিব তার হেন আছে মনে॥
প্রথমে দেবতাগণে বিভজিয়া দিল।
দিতে দিতে সকল অমৃত সাঙ্গ হৈল (২)॥
কলস উবুড় করি দেখায় শ্রীহরি।
দিতে না আঁটিল (৩) আমি কি করিতে পারি।

(১) পাঠান্তর,—"কিছু নাহি বোলে।"
(২) পাঠান্তর,—"কুরাইল"।
(৩) পাঠান্তর,—"বাঁটিতে না হৈল"।

সকল অসুরগণে পড়ি গেল ধন্দ।
বিমোহিত হয়্যা না বলিল ভাল মন্দ॥
দেবরূপ ধরিয়া স্বর্ভানু প্রবেশিল।
দেবের ভিতরে পশি সুধা পান কৈল॥
চন্দ্র সূর্য্য কহি দিলা কৃষ্ণবিদ্যমানে।
চক্রে মাথা কাটিলা আপনে নারায়ণে॥
অমৃত পরশে হৈল কবন্ধ অমরে।
কেতুরূপ ধরি রহে আকাশ উপরে॥
রাহু হয়্যা মুণ্ড রহে দেবের সমাঝে।
তবে নারীরূপ তেজে প্রভু দেবরাজে॥

সমদুঃখে কর্ম্ম কৈল দেবাসুরে মিলে (১)।
অসুর বঞ্চিত হৈল নিজ কর্ম্মফলে॥
কৃষ্ণ না ভজিলে নহে কাহার কল্যাণ।
ঐ বোল বুঝিয়া কৃষ্ণ ভজ মতিমান্॥
সর্ব্বকাল দৈত্যগণ কৃষ্ণে করে দ্বেষ।
তে-কারণে কপটে মোহিলা হৃষীকেশ॥
অমৃত মথন-কথা কেশবচরিত।
ধন্য পুণ্য মনোহর শ্রবণঅমৃত॥
ভক্তিরস-গুরু গদাধর শিরোমণি।
রঘুনাথ কহে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী॥

(১) পাঠান্তর,—"দেবতা অসুরে"।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টমস্কন্ধে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২॥

তৃতীয় অধ্যায়

গয়ড়া-রাগ

করাঞা অমৃতপান সব সুরগণে।
অন্তর্দ্ধান কৈলা প্রভু গরুড় বাহনে॥
দেবের সম্পদ দেখি কুপিল অসুর।
চতুরঙ্গ সেনা সাজি গেলা সুরপুর॥
দেবাসুরে সমর বাজিল ঘোরতর।
পরম দারুণ রণ মহাভয়ঙ্কর॥
রথে রথে গজে গজে তুরঙ্গে তুরঙ্গে।
পাইকে পাইকে যুদ্ধ নাহি কার ভঙ্গে।
উটের উপরে কেহ মৃগে আরোহণ।
বলদ মহিষে চড়ি কার আগমন॥
শকুনী শৃগালে কেহ কঙ্ক বকে চড়ি।
শশক মূষকে চড়ি কার রড়ারড়ি॥
গাধার উপরে চড়ি কার আগুসারে।
গণ্ডারে ভল্লুকে কেহ কেহ কৃষ্ণসারে॥
কেহ ছাগ স্কন্ধে কেহ মেষে আরোহণে।
শূকর বানরে চড়ি কার আগমনে॥
কেহ কাঁকলাসস্কন্ধে কেহ জলচরে।
কত কোটি সৈন্য আইল কত পরকারে॥
কোটি কোটি ছত্র বানা পতাকা চামর।
কোটি কোটি বাদ্যভাণ্ড বাজে ভয়ঙ্কর॥
সাজিয়া অসুর সেনা বিবিধ বিধানে।
বলি রাজা চলে তবে হরষিত মনে॥
বৈহায়ক নামে রথ ময়ের নির্ম্মাণ।
ত্রিভুবনে নাহি রথ তাহার সমান॥

তাকিতে তাকন নহে দেখিতে না দেখি।
থাকিতে নাহিক (১) যেন লখিতে না লখি
যে যে ইৎসা করে রথে মিলয়ে সকল।
যত ইৎসা করে তত বাড়য়ে নিষ্ফল (২)॥
হেন মহারথে চড়ি বলি বলবান্।
চৌদিগে বেড়িল যত দৈত্যের প্রধান॥
নমুচি শম্বর বাণ বিপ্রচিত্তি নামে।
কালনাভ অয়োমুখ ভূতসন্তাপনে॥
শকুনি প্রহেতি হেতি অরিষ্ট ইল্বল।
শুম্ভ নিশুম্ভ জম্ভ ময় উৎকল॥
হয়গ্রীব শঙ্কুশিরা বজ্রদশন।
তারক মারক আর এ চক্রলোচন॥
নিবাতকবচগণ কোটি কোটি সেনা।
বেড়িয়া ইন্দ্রের পুরী দৈত্যে দিল হানা॥
ঐরাবতে চড়িয়া নামিলা পুরন্দর।
সাজিয়া দেবতাগণ নাম্বিলা সত্বর॥
কুবের বরুণ যম লয়্যা নিজগণ।
কোটি কোটি দেব আইলা করিয়া সাজন॥
আপনি শ্রীহরি ব্রহ্মা আর মহেশ্বর।
সগণে দেবতাগণ মিলিলা সত্বর॥

(১) পাঠান্তর,—"না থাকে"।
(২) পাঠান্তর,—
"যত ইচ্ছা করে রথ বাঢে ততদূর"।
অন্যত্র,—"—তত বড়"।

বলাবলি গালাগালি বাজিল সমর।
দেবাসুরে যুদ্ধ হৈল পৃথিবী ভিতর ॥
বলি পুরন্দরে যুদ্ধ দেখি লাগে ডর।
তারক কার্ত্তিকে তবে বাজিল সমর ॥
কালনাভ সনে হৈল যমের সংগ্রাম।
বিশ্বকর্ম্মা সহ যুঝে ময় বলবান্ ॥
বরুণের সঙ্গে হেতি যুঝিল প্রখর।
বিরোচন সঙ্গে সূর্য্য যুঝিল বিস্তর ॥
দ্বাদশ সূর্য্যের সঙ্গে দ্বাদশ অসুর।
মহা ভয়ঙ্কর রণ হইল নিষ্ঠুর ॥
কুবেরসঙ্গে নমুচি যুঝিল মহাবলী।
রাহু চন্দ্রে যুদ্ধ হল কহিতে না পারি ॥
পবন দেবের সঙ্গে পুলোমা যুঝিল।
দুর্গা সহে শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধ হৈল ॥
শঙ্করের সঙ্গে জম্ভ যুঝিল নিষ্ঠুর।
কন্দর্পের সহ যুঝে উৎকল অসুর ॥
ব্রহ্মার কুমার সহে যুঝিল ইল্বল।
মাতৃগণ সঙ্গে যুদ্ধ করিল উৎপল ॥
শুক্র বৃহস্পতি যুদ্ধ শুনি ভয়ঙ্কর।
নরকের সঙ্গে যুদ্ধ কৈল শনৈশ্চর ॥
উনপঞ্চাশৎ বায়ু একত্রে মিলিল।
নিবাতকবচগণ সঙ্গে যুদ্ধ কৈল ॥
কালকেয়গণ সহে অষ্টবসুগণ
বিশ্বদেব সহ হৈল পৌলোমের রণ ॥
ক্রোধবশে রুদ্রগণে বাজিল সমর।
এইরূপে যুদ্ধ হৈল মহা ভয়ঙ্কর ॥
খড়্গে খড়্গে কাটাকাটি বাণ বরিষণ।
ঝলকে ঝলকে খড়্গমুখে হুতাশন ॥
গদা মুদ্গর শক্তি মুষল প্রহার।
পরিঘ তোমর প্রাস ভল্ল ভিন্দিপাল ॥
অস্ত্রে অস্ত্রে কাটাকাটি রণ ভয়ঙ্কর।
কোটি কোটি মুণ্ড পড়ে রণের ভিতর ॥
হস্তী ঘোড়া কাটা গেল অন্ত নাহি তার।
কত কোটি কাটা গেল সমর যুঝায় ॥
কার হস্ত পদ গেল কার নাক কাণ।
কেহ কেহ মাঝামাঝি হৈল দুই খান ॥
কোটি কোটি কাটা গেল রণের ভিতর।
কত বা অসুর দৈত্য কত বা অমর ॥
রণধূলি উপজিল পুরিল মেদিনী।
আকাশ ঢাকিল আচ্ছাদিল দিনমণি ॥
রকতে তিতিয়া ভূমি (১) কর্দ্দম হইল।
কাটা মাথা কলেবরে পৃথিবী পুরিল ॥

বলি-পুরন্দরে যুদ্ধ বাজিল তুমুল।
না হৈল না হৈব যুদ্ধ তার সমতুল ॥
দশবাণ এড়ে বলি ইন্দ্রের উপরে।
তিন বাণ ছাড়ে ঐরাবত বিন্ধিবারে ॥
চারি ঘোড়া বিন্ধিবারে মাইল চারি বাণ।
নিমিষে কাটিয়া ইন্দ্র কৈল শত খান ॥
অন্তরীক্ষে কাটিল যাবৎ নাহি পড়ে।
কাটা গেল বাণ সব হাসে পুরন্দরে ॥
তা দেখিয়া দুর্দ্ধরিষ দৈত্য কোপে জ্বলে।
শক্তিপাট তুলি লৈল জ্বলন্ত আনলে ॥
হস্তেই থাকিতে শক্তি কাটে পুরন্দর।
তবে আর নিল দৈত্য ত্রিশূল তোমর ॥
দুই অস্ত্র হস্তের কাটিল শচীপতি।
তবে আর সৃজে মায়া অন্তরীক্ষগতি ॥
পর্ব্বত পাথর পড়ে দেবের উপরে।
শত শত পর্ব্বত দেখিতে ভয়ঙ্করে ॥
আগুনি বরিষে সর্প মহাভয়ঙ্কর।
সিংহ ব্যাঘ্র মহাগজ বিকট শূকর ॥
নাঙ্গট বিকট মুখ এ যক্ষ রাক্ষসী।
দুই হস্তে পেলে তারা ভস্ম রাশি রাশি ॥
মহাশব্দ করে যেন মেঘ হড়হড়ি।
দুই বাহু তুলি ধায় ছিণ্ড ছিণ্ড করি ॥
অঙ্গার বরিষে ঘন মহাগরজনে।
তা দেখিয়া প্রলয় মানিল সুরগণে ॥
চৌদিগে বেড়িল তবে প্রলয় সাগরে।
প্রচণ্ড পবন বহে তরঙ্গ বিথারে (১) ॥
ভয় পেয়্যা দেবগণ রহে ধ্যান করি।
সেইক্ষণে দরশন দিলেন শ্রীহরি ॥
নব-ঘন-শ্যাম তনু গরুড়বাহন।
পীতবাস পরিধান রাজীব-লোচন ॥
অষ্টভুজে শঙ্খ-চক্র আদি অস্ত্র ধরে।
কিরীট কুণ্ডলহার বনমালা গলে (২) ॥
ঘুচিল সকল মায়া প্রভুদরশনে।
জাগিলে স্বপন যেন মিথ্যা হেন মানে (৩) ॥
মনে সঙরিলে কৃপা করে শ্রীনিবাস।
শ্রীহরিস্মরণে সব বিপদবিনাশ ॥
তবে কালনেমি দৈত্য সমরে প্রখর।
শূলপাট তুলিয়া ফিরায়ে ভয়ঙ্কর ॥
পেলাঞা মারিল শূল গরুড় উপরে।

---

(১) পাঠান্তর,—"ধূলি"।

(১) পাঠান্তর,—"কল্লোলে"।
(২) পাঠান্তর,—"হার বনমালা দোলে"।
(৩) পাঠান্তর,—"হয় মিথ্যা জাগে"।

লীলায় ধরিল হরি দিয়া বাম করে॥
সেই শূলে কালনেমি বিন্ধিয়া মারিল।
মালী সুমালী তবে যুঝিবারে আইল॥
চক্রে মাথা কাটি তার কৈল দুইখান।
তবে যুঝিবার তরে আইল মাল্যবান্॥
মারিল গদার বাড়ি গরুড় উপরে।
চক্রে শির কাটিয়া পেলিল হেনকালে॥
কৃষ্ণের কৃপায়ে দেব পেয়্যা প্রতিকার। (১)
সাজিয়া আইল তবে যুদ্ধ করিবার॥
বলি বধিবারে বজ্র লৈল পুরন্দরে।
হা হা শব্দ উপজিল রণের ভিতরে॥
ইন্দ্র বলে আরে বলি শুন মোর ঠাঞি।
মিথ্যা কেন কর তুমি এতেক বড়াই॥
মায়াবিশারদ তুমি মায়া ভালে [illegible]ন।
মায়ায় [illegible] নিবে তুমি আপনাকে মান॥
বজ্রে শির কা[illegible] আজি দেখুক অসুরে।
এ বোল বলিয়া বজ্র তুলে পুরন্দরে (২)॥
বলি বলে আরে ইন্দ্র এত অহঙ্কার।
আপনে প্রশংসা তুমি কর আপনার॥
ক্ষণে জিনি ক্ষণে হারি কাল অনুসারে।
হরিষ বিষাদ তাতে পণ্ডিতে না করে॥
জয় পরাজয় কারো নাহিক নিশ্চয়।
মান অপমান তাহে পণ্ডিতে না লয়॥
মুর্খ বড় ইন্দ্র তুমি অহঙ্কার কর।
অদৃষ্ট-অধীন লোক নাহিক বি[illegible]র॥
এতেক বচন বলি বলি মহাসুর।
আকর্ণ পুরিয়া বাণ এড়িল নিষ্ঠুর॥
মিথ্যা কৈল বাণ তার দেব পুরন্দরে।
পলাঞা মারিল বজ্র বলির উপরে॥
ভূমেতে পড়িল বলি পর্ব্বত আকার।
জম্ভ নামে দৈত্য তবে হৈল আগুসার॥
রহ রহ আরে ইন্দ্র না যাহ পলায়্যা।
শুধিব রাজার ধার তোর শির দিয়া॥
এ বোল বলিয়া জম্ভ গদা লৈল হাথে।
মারিল গদার বাড়ি ঐরাবতমাথে॥
ভূমিতলে গজেন্দ্র পড়িল প্রাণ ছাড়ি।
দেখিয়া মাতলি রথ আনে ত্বরা করি॥

(১) পাঠান্তর,—
"কৃষ্ণের প্রসাদে দেব পাইল প্রতিকার"।
(২) পাঠান্তর,—
"এবোল বলিয়া ইন্দ্র বজ নিল করে।"

দশশত ঘোড়ায় যুড়িয়া রথখান।
মাতলি সারথি আনি দিল বিদ্যমান॥
প্রশংসিয়া জম্ভ দৈত্য কোন কর্ম্ম করে।
মারিল ত্রিশূল পেলি মাতলির শিরে॥
ধৈর্য্য ধরি মাতলি সহিল শূলব্যথা।
বজ্রে ইন্দ্র কাটি আনে জম্ভদৈত্যমাথা॥
আপনে কহিল গিয়া শ্রীনারদ মুনি।
জম্ভ কাটা গেল তার বন্ধুগণে শুনি॥
জম্ভের বান্ধব পাক নমুচি সবল।
তারা আসি দেবরাজে ভর্ৎসিল বিস্তর॥
তবে ক্রোধ করি তারা খরতর বাণে।
বিন্ধিল ইন্দ্রের অঙ্গ মর্ম্ম স্থানে স্থানে॥
শত শত ঘোড়া তারা বিন্ধিল সন্ধানে।
ইন্দ্রের উপরে কৈল বাণ বরিষণে॥
শরজালে রথখান কৈল জরজর।
দুই শরে বিন্ধিল মাতলিকলেবর॥
সেইক্ষণে যুড়ে বাণ সেইক্ষণে ছাড়ে।
বাণ বরিষণ কৈল ইন্দ্রের উপরে॥
মেঘে অন্ধকার যেন ঝড় বরিষণে।
জীয়ে মরে ইন্দ্র না বুঝিল দেবগণে॥ (১)
রণের ভিতরে ইন্দ্র রহি কতোক্ষণ।
বাহির হইল যেন দীপ্ত হুতাশন॥
জয় [illegible]য় শবদ উঠিল সুরগণে।
তবে সুরপতি যুক্তি করি মনে মনে॥
সন্ধান করিয়া বজ্র এড়ে শচীপতি।
দুই মুণ্ড কাটিয়া আনিল শীঘ্রগতি॥
পড়িল সে বল পাক রণের ভিতরে।
দেখিয়া নমুচি দৈত্য জ্বলিল অন্তরে
শূলপাট তুলি লৈল পর্ব্বত সমান।
সুবর্ণে [illegible]ড়িত শূল শিলার নির্ম্মাণ॥
সিংহনাদ করি দৈত্য ধাইল সমরে।
পেলিয়া মারিল শূল ইন্দ্রের উপরে॥
পড়িল ইন্দ্রের মুণ্ডে শূল পরচণ্ড।
তথাই কাটিয়া বাণে কৈল খণ্ডখণ্ড॥
কাটা গেল শূলপাট তিলপরমাণ।
তবে বজ্র তুলি লৈল ইন্দ্র বলবান॥
মারিল নির্ঘাত ঝাড়ি নমুচির শিরে।
বজ্রে না ফুটিল শির চিন্তে পুরন্দরে॥ (২)

(১) পাঠান্তর,—
"জিয়ে কি না জিয়ে ইন্দ্র বলে দেবগণে।"
(২) পাঠান্তর,—"পরকারে।"

এই বজ্র কোটি কোটি পর্ব্বত কাটিল।
হেন বজ্র নমুচির শিরে ব্যর্থ হৈল॥
বৃত্র হেন মহাসুর এই বজ্রে কাটে।
মুঞি বজ্র এড়ু যদি ত্রিভুবন না আঁটে॥
কেন ব্যর্থ হৈল বজ্র পেয়্যা অল্প কাজ। (১)
চিন্তিতে লাগিল শক্র মনে পেয়্যা লাজ॥
অন্তরীক্ষবাণী হৈল হেন অবসরে।
না কর বিষাদ ইন্দ্র কহিয়ে তোমারে॥
শুষ্ক আর্দ্রে না মরিব দুরন্ত অসুর।
বজ্রে না মরিব দৈত্য চিন্তা কর দূর॥
উপায় করিয়া তুমি বধ দুরাচার।
এ বোল শুনিঞা ইন্দ্র চিন্তে পরকার॥
নহে শুষ্ক নহে আর্দ্র দেখি জলফেনা।
হৃদয়ে ভাবিয়া দাঢাইল এ মন্ত্রণা॥
ফেন দিয়া নমুচির মুণ্ড কাটি আনে।
জয় জয় বলি স্তুতি কৈল দেবগণে॥
(গন্ধর্ব্ব কিন্নরে গায় পুষ্প বরিষণ।
দেববধূগণ নাচে দুন্দুভিবাজন॥
কোটি কোটি দৈত্য কাটা গেল মহারণে।
সকল অসুর নাশ কৈল দেবগণে॥)
দেখিল অসুরকুল নাশ হয়্যা যায়।
আপনে চিন্তিয়া ব্রহ্মা নারদে পাঠায়॥
ব্রহ্মার নন্দন বলে শুন দেবগণ।
তুমি-সব এখনে না কর আর রণ॥
নারায়ণকৃপায় অমৃত পান কৈলে।
নিজ ভুজবলে সব অসুর জিনিলে॥
এখন না কর রণ আমার বচনে।
এ বোল শুনিঞা যুদ্ধ ছাড়ে দেবগণে॥
ক্রোধ ছাড়ি দেবগণ গেল নিজপুরে।
ডাক দিয়া অসুরে আনিল যোগেশ্বরে॥
তুমি সব বলি লয়্যা চলি যাহ ঝাটে।
অস্তগিরি লঞা যাহ শুক্রের নিকটে॥
এ বোল বলিয়া মুনি কৈলা অন্তর্দ্ধান।
বলি লয়্যা গেল দৈত্য শুক্রবিদ্যমান॥
মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা করিয়া স্মরণ।
বলি জীয়াইল শুক্র মহাতপোধন॥
এইরূপে যুদ্ধ কৈল পৃথ্বীর ভিতর।
দেবাসুরসংগ্রাম কহিল ভয়ঙ্কর॥ (২)

আর কথা কহি রাজা কর অবধান।
যেরূপে মোহিলা শিবে প্রভু ভগবান্॥
আপনে মোহিনী বেশ ধরি গদাধর।
অসুর মোহিলা হেন শুনিলা শঙ্কর॥
বৃষ আরোহণ করি সঙ্গে নিজগণ।
পার্ব্বতী সহিত গেলা যথা নারায়ণ॥
শঙ্কর দেখিয়া হরি পূজিল বিধানে।
কি বোলে শঙ্কর তবে প্রভুর চরণে॥
দেব দেব জগন্নাথ জগত-জীবন।
পিতা মাতা পতি বন্ধু তুমি নারায়ণ॥
জগতের আদ্য অন্ত তুমি অভ্যন্তর।
জগতের সত্যাসত্য তুমি মহেশ্বর॥
যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র ভজে চরণ তোমার।
ভকতি করিয়া হয় ভববন্ধ পার॥
পূর্ণব্রহ্ম নিত্য তুমি অজ অবিকার।
আনন্দস্বরূপ নিরালম্ব নিরাধার॥
এক নিরঞ্জন হয়্যা নানা ভেদ (১) ধর।
রূপভেদে বিশ্বোৎপত্তি স্থিতি লয় কর॥
একই সুবর্ণ যেন নানা ভেদ ধরে।
অগেয়ান বলে কটক কুণ্ডল হারে॥ (২)
কেহ ব্রহ্ম বলে কেহ পুরুষ পুরাণ।
কেহ ধর্ম্ম সত্য বলে কেহ ভগবান্॥
আমি ব্রহ্মা সনকাদি না জানি তোমারে।
আমি সব মায়ার নির্ম্মিত চরাচরে॥
আপনে সৃজন কর পালন সংহার।
তোমা বহি জগতে বলিতে নাহি আর॥
নানা অবতার তুমি কর নানা রূপে।
আপনে মোহিনীবেশ ধরিলে কিরূপে॥
অসুরমোহিনী তুমি নারীবেশ ধর।
দেখাইয়া আমার সংশয় ছেদ কর॥ (৩)
হাসিয়া কেশব তবে বলে কোন বাণী।
অসুর মোহিত রূপ ধরিনু মোহিনী॥
সে রূপ দেখাব শিব কর অবধান।
দেখিলে কামীর কাম হয় উপাদান॥
এ বোল বলিয়া হরি হৈলা অন্তর্দ্ধান।
এবে শিব উপবন দেখে বিদ্যমান॥

---

(১) "কেন বা পেলিনু বজ্র পাইয়া অল্পকাজ।"

(২) ইহার পর অন্য পুঁথিতে অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

(১) পাঠান্তর,—"রূপ"।

(২) "একই কনক যেন নানা ভেদ ধরে।
কিরীট কুণ্ডল হার নানা অলঙ্কারে।"

(৩) "অসুর মোহিলে তুমি স্ত্রী-বেশ ধর।
সে রূপ দেখাহ মোরে যদি দয়া কর।"

ফল ফুলে লম্বিত বিবিধ তরুজাল ॥
সাক্ষাৎ বসন্ত যেন কৈল অবতার ॥
তাহার ভিতরে দেবী গমন মন্থরা।
ললিত চলিত চারু নিতম্ব মেখলা ॥
সমান উন্নত স্তন তার গতি মন্দ।
মধুস্মিত বিনিন্দিত মতিময় দন্ত ॥
কুচযুগলমণ্ডলে চঞ্চল হার জাল।
ললিত কলিত পারিজাত বনমাল ॥]
গেডুয়া ক্ষেপণে লোল নয়নবিলাস।
চলিত কুণ্ডল চারু কপোলবিকাশ ॥
স্তন ভরে ক্ষীণ গতি ক্ষীণ কটিদেশ।
ঠমক চলিত গতি গমন বিশেষ ॥
পবনে চলিত কুচ-বসন বিলাস।
মদনমোহন মন্দ মধুস্মিত হাস ॥
পরম রমণীরূপ দেখিয়া শঙ্কর।
কামে বিমোহিত শিব পাসরে সকল ॥
কোথা বৃষ কোথা দেবী কোথা নিজগণ।
আপনা পাসরে শিব কামে অচেতন ॥
লজ্জা মান (১) হরিল বিহ্বল মহেশ্বর।
মোহিনী ধরিতে নারে ধায় নিরন্তর ॥
বনের ভিতরে দেবী রহিল লুকায়্যা।
খুঁজিয়া বেড়ায় হর ব্যাকুল হইয়া ॥
লাগ পেয়্যা কেশপাশে ধরিল যতনে।
বাহুযুগ ভিড়িয়া দিলেন আলিঙ্গনে ॥
বাহুবন্ধ খসায়্যা পলাইল শীঘ্রগতি।
এদিগে ওদিগে যায় মোহন মুরতি ॥
কেশ বেশ খসিল বসন পরিধান।
বনে বনে রমণী পলায় স্থানেস্থান ॥

পাছে পাছে ধায়ে শিব ধরিতে না পারে।
খসিয়া পড়িল বীর্য্য ভুমির উপরে ॥
শঙ্করের বীর্য্য খসি যথাতে পড়িল।
সেই সেই ঠাঞি ভূমি হেমময় হৈল ॥
বীর্য্যপাত হৈল যদি চিন্তে মহেশ্বরে।
বিষম দেবের মায়া কে বুঝিতে পারে;
ছাড়িয়া মোহিনীবেশ প্রভু গদাধর।
নিজরূপ ধরে তবে হরের গোচর।
সন্তোষিয়া বলে হরি না কর বিষাদ।
আমার বিষম মায়া বড় পরমাদ ॥
মায়ার প্রভাব আমি দেখাল্যা তোমারে।
নহিব তোমারে আর মায়া কোন কালে ॥
এতেক বলিয়া হরি শঙ্করে তুষিল।
প্রণাম করিয়া শিব সগণে চলিল ॥
পথে দেবী সনে কথা কহে মহেশ্বর।
দেখিলে পার্ব্বতী বিষ্ণুমায়া এত বড় ॥
আমি যোগেশ্বর হয়্যা পাইল এত লাজ।
অন্যকে মোহিব তাঁর কত বড় কাজ ॥
এই সে কৃষ্ণের কথা পুরুবে শুনিলে।
সেই নারায়ণ তুমি সাক্ষাতে দেখিলে ॥
সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম পুরুষ পুরাণ।
সকল জীবের গতি এক ভগবান্ ॥
কহিল তোমারে রাজা অপূর্ব্ব কাহিনী।
কপটে যুবতীবেশ ধরে চক্রপাণি ॥
অসুর মোহিয়া করে দেবে পরিত্রাণ।
সে হরিচরণে মোর রহুক প্রণাম ॥
ভক্তিরস-কথা-গুরু গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান ॥

(১) পাঠান্তর,—"লাজ ভয়"।

ইতি অষ্টমস্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

তবে মন্বন্তর কথা কহিব এখনে।
মহাভাগবত তুমি শুন সাবধানে ॥
এখনে সপ্তম মনু বৈবস্বত নাম।
সূর্য্যের তনয় তেঁহ মনুর প্রধান ॥
আদিত্য দেবের নাম ইন্দ্র পুরন্দর।
আপনে বামন রূপ ধরিলা ঈশ্বর ॥

চতুর্দ্দশ মন্বন্তর কহিল বিস্তারে।
যে যে কর্ম্ম কৈলা হরি যে যে অবতারে ॥
মনুবংশ মন্বন্তর কাল পরিমাণ।
কি কথা কহিব আর কহ মতিমান্ ॥
মুনির বচন শুনি রাজা জিজ্ঞাসিল।
বামনমূরতি কৃষ্ণ কি কারণে হৈল ॥

ছলিয়া পাতালে বলি কৈল নারায়ণে।
তিন পদ তুমি কৃষ্ণ মাগে কি কারণে॥
এ বড় কৌতুক শুক শুনিবারে চাই।
আপনে ঈশ্বর হয়্যা মাগে অন্য ঠাঞি॥
তবে শুক মুনি বলে শুন নরেশ্বর।
অদভুত কথা কহি তোমার গোচর॥
ইন্দ্র আদি দেবগণে অসুর জিনিল।
হারিয়া অসুরগণ নানা দিগে গেল॥
বলি রাজা জীয়াইল শুক্র পুরোহিতে।
তবে বলি গুরু আরাধিল নানা মতে॥
তবে শুক্র বেদবিৎ আনিয়া ব্রাহ্মণে।
বিশ্বজিৎ নামে যজ্ঞ করায় আপনে॥
মহা অভিষেক করাইল দৈত্যেশ্বরে।
দিব্য রথ উপজিল যজ্ঞের অনলে॥
দিব্য রথ দিব্য ঘোড়া দিব্য শরাসন।
যজ্ঞের আনলে সব হৈল উৎপন্ন॥
সিংহধ্বজ অক্ষয় কবচ দিব্য বাণ।
উঠিল আগুনি হৈতে অগ্নির সমান॥
পিতামহ (১) দিলা মালা অমল কমলে।
আশীর্ব্বাদ দিল যত ব্রাহ্মণ সকলে॥
গুরু দ্বিজ প্রদক্ষিণ করি সপ্তবার।
দণ্ডবৎ হয়্যা বলি কৈল নমস্কার॥
অঙ্গেতে পরিল বলি দিব্য আভরণ।
দিব্য রথে বলি রাজা কৈল আরোহণ॥
দিব্য খড়্গ বাণ ধরে অস্ত্র খরতর।
তবে বলি জ্বলে যেন জ্বলন্ত আনল॥
সমবল সমবীর্য্য সম শক্তি ধরে।
মহারথি সেনাপতি লৈয়া দৈত্যেশ্বরে॥
বেড়িল ইন্দ্রের পুরী স্বর্গের উপর।
বৈদূর্য্য বিদ্রুমঘর শোভে থরেথর॥
কনক কবাট যাথে স্ফটিকদুয়ার।
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ রত্ন বিমানসঞ্চার॥
বিদ্রুমনির্ম্মিত বেদী মণিময় স্থল।
স্ফটিকরচিত তট দীঘি সরোবর॥
কুমুদ কমল উৎপল নানা ফুল।
জলচর কোলাহল শবদ আকুল॥
কুমুদিনী নলিনী তাহাতে ক্রীড়া করে।
সুরবধূগণ সব বিহরে পুণ্য জলে॥
বিবিধ মন্দির পুর রতনে নির্ম্মিত।
বিশ্বকর্ম্ম-শিল্পগুণ যাহে প্রকাশিত॥
বিমল অগুরু ধূপ সুগন্ধি পবন।
সুরতরু-কুসুম আমোদ উপবন॥

বিবিধ মঙ্গলগীত বিবিধ বাজন।
বহুবিধ সুরবধূ বিবিধ নাচন॥
খল দুষ্ট ভূতদ্রোহী পাপী দুরাচার।
এ সব জনের যাথে নাহিক সঞ্চার॥
ধন্য পুণ্য ধর্ম্মশীল যজ্ঞ দান করে।
শুভকর্ম্ম করিয়া সে যাইবারে পারে॥
হেন সুরপুরী গিয়া বেড়ে দৈত্যগণে।
ভয় পাঞা ইন্দ্র গেল গুরুবিদ্যমানে॥
কহ গুরু বৃহস্পতি বিষম ঘটিল।
কি কারণে এত বড় অসুর বাঢ়িল॥
ত্রৈলোক্যদহন-শক্তি বলি রাজা ধরে।
তার সনে যুঝিবে কেমন পরকারে॥
তবে বৃহস্পতি বলে শুন পুরন্দর।
গুরু আরাধিয়া বলি ধরে মহাবল॥
কার শক্তি আছে তারে জিনিবারে পারি।
এখন পলাঞা যাহ তেজি সুরপুরী॥
যখনে তোমার ইন্দ্র হবে শুভকাল।
তখনে সে হৈব দৈত্য সবংশে সংহার॥
এ বোল শুনিঞা যত দেবগণ মেলি।
চৌদিগে পলাঞা গেলা ছাড়ি সুরপুরী॥
তবে বলি প্রবেশিয়া রহে সুরপুরে।
ত্রৈলোক্য জিনিয়া কৈল নিজ অধিকারে॥
ত্রিভুবনে রাজা যদি হৈল দৈত্যেশ্বর।
শুক্র পুরোহিত গেলা বলির গোচর॥
শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করায় ব্রাহ্মণে।
এক ছত্র (১) অধিকার হৈল ত্রিভুবনে॥
নরবেশ ধরি ভ্রমে যত দেবগণ।
দেখিয়া পুত্রের দুঃখ চিন্তে মনেমন॥
পুত্রশোকে ব্যাকুলিত অদিতি রহিল।
হেনকালে কশ্যপের আগমন হৈল॥
সমাধি করিয়া ভঙ্গ আইলা প্রজাপতি।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তারে পূজিলা অদিতি॥
আসনে বসিয়া মুনি অদিতি দেখিল।
অদিতির দুঃখ দেখি কশ্যপ পুছিল॥
কহ দেবি কিবা সে তোমার অকুশল (২)।
মলিন বদন ধর ক্ষীণ কলেবর॥
কিবা লোকে ধর্ম্মে তুমি কৈলে অপরাধ।
কিবা দৈবযোগে কিছু কৈলে পরমাদ॥

---

(১) প্রহ্লাদ।

(১) পাঠান্তর,—"চক্র"।

(২) পাঠান্তর,—
"কহ দেবী কি কারণে তুয়া অকুশল"

জল মাত্র দিয়া কি অতিথি না পূজিলে।
কিবা গৃহকর্ম্মেতে ব্যাকুল হয়্যা ছিলে॥
যার ঘরে অতিথি বিমুখ হয়্যা চলে।
জম্বুকের বাস যেন জানিহ বিফলে॥
কিবা কালে কালে না পূজিলে হুতাশন।
কিবা যজ্ঞকালে তুমি না কৈলে হবন।
কিবা দ্বিজকুলে তুমি কৈলে অবজ্ঞান॥
কিবা পুত্রশোকে তুমি পাও অপমান॥
কহ দেখি দুঃখ-শোক-কারণ তোমার।
জানিঞা করিব আমি দুঃখপ্রতিকার॥
কশ্যপের বাক্য শুনি দেবের জননী।
কহিল সকল কথা যোড় করি পাণি॥
তুমি হেন পতি যায় যোগধর্ম্মময়।
কোন কালে কভু তার দুঃখ শোক নয়॥
দৈবযোগে দুঃখ শোকে আমিত ব্যাকুলী।
দৈত্যগণে ইন্দ্র জিনি লৈল সুরপুরী॥
নরবেশ ধরি ভ্রমে মোর পুত্রগণ।
রিপুভয়ে আছে তারা রাখিয়া জীবন॥
মোর পুত্রগণে পাইব নিজ অধিকার।
টুটিব অসুরগণে দর্প অহঙ্কার॥
হেন কর্ম্ম সাধিয়া দেয়হ যোগেশ্বর।
শুনিঞা কশ্যপ মুনি দিলেন উত্তর॥
হরি হরি বিষ্ণুমায়া না যায় বুঝন।
প্রেমপাশে চরাচর জগতবন্ধন॥
কেবা কার পতি পুত্র কেবা কার মাতা (১)।
অনাদি সংসার বন্ধে বান্ধিল বিধাতা॥
মল মূত্র শরীর কেবল অচেতন।
প্রকৃতির পর জীব অজ নিরঞ্জন॥
কার শোক কার মোহ কেবা নিজ পর।
অবিদ্যা কল্পিত জীব বন্ধন সকল॥
সর্ব্বভাবে কর তুমি গোবিন্দ ভজন।
হরি সে করিব সব দুঃখ নিবারণ॥
হরি সে জগৎগুরু জগতনিবাস।
হরি সে পূরিতে পারে দীন-অভিলাষ॥
এ বোল বুঝিয়া হরি ভজ সাবধানে।
অশেষ বাঞ্ছিত ফল দিব নারায়ণে
কৃষ্ণ আরাধনবিধি শুন সাবধানে।
পুরবে শুনিল আমি ব্রহ্মার আননে॥
যখনে আমারে ব্রহ্মা পুত্রবর দিল।
পয়োব্রত নামে ব্রত আমারে কহিল॥

(১) পাঠান্তর,—"পিতা"

ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষে আরম্ভিব।
এই ব্রত করিয়া গোবিন্দ আরাধিব॥
বরাহদন্তের মাটি আনিব যতনে।
পূর্ব্ব দিনে করি তবে অঙ্গের লেপনে॥
মজ্জন করিয়া তবে পূজি দামোদরে।
জলে স্থলে পূজি কিংবা গুরুর শরীরে॥
ধরণীমণ্ডলে কিংবা পূজিব আনলে।
দিব্য স্তুতি করি তবে প্রভুর গোচরে॥
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন গন্ধ পুষ্প দিব।
দিব্য-গন্ধ জলে কৃষ্ণে মজ্জন করাব॥
দিব্য ধূপ দীপ দিব দিব্য উপহার॥
দিব্য বস্ত্র মাল্য দিব দিব্য অলঙ্কার॥
দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্রে পূজিব শ্রীহরি।
সগুড় পায়স দিয়া হোম কর্ম্ম করি॥
মূল মন্ত্র করি উপহার নিবেদন।
আচমন দিয়া করি তাম্বূল অর্পণ॥
মূল মন্ত্র জপি এক শত অষ্ট বার।
প্রভু প্রদক্ষিণ করি করি নমস্কার॥
দিব্য স্তুতি পড়ি স্তুতি করিব বিধানে।
অবশেষে শিরে ধরি করি বিসর্জ্জনে॥
নিবেদিত করি ভক্তজনে নিবেদন।
দিব্য অন্ন পান দিয়া ভুঞ্জাব ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-আজ্ঞা শিরে করি লৈব।
যজ্ঞ-অবশেষ দিয়া ভোজন করিব॥
এইরূপে রজনী বঞ্চিব ব্রত করি।
রাত্রিশেষে উঠিব গোবিন্দে মন ধরি॥
স্নান করি নিত্যকর্ম্ম করি সমাধান।
প্রতিদিন কেশবে করাব ক্ষীরে স্নান॥
পূর্ব্ব বিধানে হরি করিব অর্চ্চন।
নিতি নিতি হোম কর্ম্ম ব্রাহ্মণ ভোজন॥
আরম্ভ করিব শুক্লপ্রতিপদ দিনে।
ত্রয়োদশী দিনে ব্রত করি সমাধানে॥
ব্রহ্মচর্য্য করিব শয়ন ভূমিতলে।
ত্রিসন্ধ্যা মজ্জন করি পুজিহ দামোদরে॥
দুষ্টজন আলাপ বর্জ্জিব সুখভোগ।
বৈষ্ণব জনের সঙ্গে করিব সংযোগ॥
ব্রত সমাপিব শুক্লত্রয়োদশী দিনে।
পঞ্চগব্যে অভিষেক করি নারায়ণে॥
মহাপূজা করি বিত্তশাঠ্য পরিহরি।
সগুড় পায়সে হোম মূল মন্ত্রে করি॥
বহুবিধ উপহার বিবিধ রতন।
পরম পীরীতি করি করিব পূজন॥

উৎসব করিয়া ব্রত করি সমাপনে।
তবে গুরুপূজা করি বস্ত্র আভরণে॥
ব্রাহ্মণ সন্তোষ করি দিয়া বহুধন।
বহুবিধ অন্নপানে করাই ভোজন॥
গুরুকে দক্ষিণা দিব বসন ভূষণ।
অন্নপানে পূজিব পতিত হীনজন॥
সর্ব্বজীবে সন্তোষিব করিয়ে পীরিতি।
জীব সম্ভাষণে তুষ্ট হন প্রাণপতি॥
নৃত্য গীত স্তুতি বাদ্য করিব বিস্তর।
ব্রত সমাপিব করি বিবিধ মঙ্গল॥
বন্ধুগণ সহ পাছে করিব ভোজন।
কহিলুঁ তোমারে ব্রত কৃষ্ণ-আরাধন॥
পয়োব্রত নামে ব্রত ব্রহ্মা যে কহিল।
তোমার কারণে আমি ব্রত প্রকাশিল॥
সেই তপ সেই জপ সেই যজ্ঞ দান।
যাহা হৈতে তুষ্ট হন প্রভু ভগবান্॥
সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পিয়া কৃষ্ণের চরণে।
শুদ্ধভাবে কর তুমি কৃষ্ণ আরাধনে॥
কৃষ্ণ আরাধন হয় সর্ব্বগুণনিধি।
তবে হেন জান তার হবে সর্ব্ব সিদ্ধি (১)॥
কশ্যপের বচন শুনিঞা সুরমাতা।
তবে পয়োব্রত কৈলা হয়্যা আনন্দিতা॥
কায় মন বচন গোবিন্দ-পদে ধরি।
ভক্তিভাবে করি তিঁহো ভজিলা শ্রীহরি॥
ত্রয়োদশী দিনে ব্রত কৈলা সমাধান।
ব্রত সাঙ্গকালে দেখা দিলা ভগবান॥
নব জলধর তনু সুপীত বসন।
শঙ্খ-চক্রধর হরি রাজীবলোচন॥
সাক্ষাতে দেখিয়া হরি দেবের জননী।
প্রেমভরে পুলকিত গদ্গদ বাণী॥
ভূমেতে পড়িয়া কৈল দণ্ড পরণতি।
কর-যোড় করিয়া করয়ে কোন স্তুতি॥
তীর্থপাদ তীর্থকীর্ত্তি শ্রবণ মঙ্গল।
অচ্যুত পুরুষ যজ্ঞ প্রণত বৎসল॥
গোবিন্দ কেশব হৃষীকেশ দামোদর।
জয় জগন্নাথ দেব জয় গদাধর॥
জয় কৃষ্ণ নমো নমো জয় শ্রীনিবাস।
অতুল সম্পদ-পদ বিশ্ব-পরকাশ॥

তুমি তুষ্ট হৈলে সর্ব্ব সিদ্ধি উপাদন।
রিপুজয় হৈব তাহে কোন বস্তুজ্ঞান॥
অদিতির বচন শুনিঞা চক্রপাণি।
হৃদয় বুঝিয়া তার বলে কোন বাণী॥
তোমার চিত্তের কথা আমি জানি ভালে (১)।
ইন্দ্র আদি দেবগণ জিনিল অসুরে॥
বলে হরি লৈল তারা স্বর্গ অধিকার।
শ্রীভ্রষ্ট হইয়া ফিরে সন্তান (২) তোমার॥
এই পুত্র শোকে তুমি ব্যাকুল হইয়া।
আমা আরাধিলে তুমি একান্ত করিয়া॥
প্রেমভক্তি করি তুমি আমারে ভজিলে। (৩)
আমার ভজন কভু নহিব বিফলে॥
সতী পতিব্রতা তুমি কশ্যপবনিতা।
দেবের জননী তুমি পরম পণ্ডিতা॥
জনম লভিব আমি তোমার উদরে।
স্থাপিব তোমার পুত্রে নিজ অধিকারে॥
শীঘ্র (৪) করি চল তুমি পতি সন্নিধানে।
কশ্যপে চিন্তিহ যেন আমার সমানে॥
এইরূপ চিন্তিয়া ভজিহ প্রজাপতি।
বিনয় বচনে তাঁরে করিহ ভকতি॥
তবে জনমিব আমি তোমার উদরে।
ভকতবৎসল নাম করিব সফলে (৫)॥
এতেক বলিয়া হরি কৈলা অন্তর্দ্ধান।
অদিতি চলিয়া গেলা কশ্যপের স্থান॥
লভিয়া দুর্লভ বর মনে আনন্দিতা।
ভক্তিভাবে পতিসেবা কৈলা পতিব্রতা॥
সমাধি করিয়া তবে কশ্যপ বুঝিল।
সাক্ষাতে আসিয়া হরি অবতার কৈল॥
অদিতির গর্ভে হরি কৈলা অবতার।
শুনিঞা বিরিঞ্চি গেলা স্তুতি করিবার॥

---

(১) পাঠান্তর,—
"কৃষ্ণ আরাধিল যদি সর্ব্বগুণনিধি।
তবে ত জানিহ হেন হৈল সর্ব্বসিদ্ধি।"

(১) পাঠান্তর,—"পুত্র বেড়ায়।"
"আমি ভালমতে জানি তোমার অন্তরে।
(২) পাঠান্তর,—
(৩) পাঠান্তর,—
"এই পুত্রশোকে তুমি হইয়া ব্যাকুলী।
আমা আরাধিলে তুমি নানা মন্ত্র বলি।
একান্ত ভজন করি ভজিলে আমারে।"
(৪) পাঠান্তর,—"ঝাট"।
(৫) পাঠান্তর,—
"তোমার উদরে আমি তবে জনমিব।
ভকতবৎসল নাম সফল করিব।"

বহুবিধ স্তুতি ভক্তি করিয়া প্রণতি।
আপন ভুবনে তবে গেলা প্রজাপতি॥
শুভ কালে শুভ দিনে শুভ যোগ তিথি।
হেন কালে জনম লভিল প্রাণপতি॥
আজানু লম্বিত চারু (১) ভুজ বিরাজিত॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ভুজে বিলসিত॥
পীতবাস পরিধান রাজীব-লোচন।
বিলোল মুকুতাদাম শ্রীবৎসলাঞ্ছন॥
মকরকুণ্ডল চারু গণ্ড বিলোলিত।
মঞ্জীররঞ্জিত চারু চরণে শিঞ্জিত॥
মণিময় ভুষণ বিলোল বনমাল।
নিজ তেজে নিবারিল গৃহঅন্ধকার॥
গণ্ড বিলোলিত চারু মকরকুণ্ডল।
অধর রঙ্গিম চারু শ্রীমুখ মণ্ডল॥
দশ দিগ প্রকাশ বিমল জলাশয়।
ত্রিজগৎ হরষিত হৈল অতিশয়॥
ছয় ঋতু বিদ্যমান হৈলা এককালে।
পুরিল পৃথিবীতল আনন্দ মঙ্গলে॥
স্থাবর জঙ্গম হৈল অন্তরে হরিষ।
আকাশ মণ্ডলে হেল কুসুম বরিষ॥
দুন্দুভি কাহাল শঙ্খ বাজিল তুমুলে।
প্রভুর মঙ্গল গীত গায় বিদ্যাধরে॥
দেবগণে মুনিগণে করিল স্তবন।
গন্ধর্ব্ব কিন্নরে কৈল কৌতুকে নাচন॥
শ্রবণা নক্ষত্রযুত দ্বাদশীর দিনে।
শুভযোগে তিথি বার অভিজিৎ ক্ষণে॥
ভাদ্র মাস শুক্লপক্ষ দ্বাদশীর দিনে॥
প্রকাশ দিলেন হরি অদিতির স্থানে॥
দেখিয়া অদিতি দেবী হৈলা আনন্দিতা।
পুত্র হয়্যা জনমিলা ত্রিভুবনপিতা॥
কশ্যপ দেখিয়া পুত্রে কৈল দণ্ডস্তুতি।
করযোড় করি স্তুতি করে প্রজাপতি॥
পিতা মাতা বিদ্যমানে প্রভু যোগেশ্বরে।
নিজ রূপ তেজিয়া বামনরূপ ধরে॥
অদ্ভুত বামন মূর্ত্তি দেখি মুনিগণে।
হরষিত হয়্যা কৈল বিবিধ স্তবনে॥
কশ্যপ পুত্রের গলে যজ্ঞসূত্র দিল।
আপনে আসিয়া সূর্য্য গায়ত্রী পঢ়াইল॥
বৃহস্পতি গলে দিল কুশের মেখলা।
বসুন্ধরা বসিবারে দিলা মৃগছালা॥

(১) চারি।

দণ্ড কমণ্ডলু আনি দিল শশধরে।
কোপীন বসন দিল আকাশমণ্ডলে॥
অন্তরীক্ষ ছত্র দিল মালা সরস্বতী।
আনিঞা ভিক্ষার পাত্র দিলা ধনপতি॥
নানা দ্রব্য আনি দিল নানা মুনিগণে।
হেন কালে মনে যুক্তি চিন্তিল বামনে॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ করে বলি দৈত্যরাজ।
চলিয়া বামন গেলা দৈত্যের সমাঝ॥
ভৃগুকচ্ছ নামে তীর্থ নর্ম্মদার তীরে।
শুক্র-শুক্রে লঞা তথা বলি যজ্ঞ করে॥
তথা গিয়া উত্তরিলা অদ্ভুত বামন।
নিজ তেজে জলে যেন সূর্য্য হুতাশন॥
বামন দেখিয়া লোকে লাগে চমৎকার।
সভাসতে বলিরাজা উঠিল তৎকাল॥
কিবা চন্দ্র সূর্য্য কিবা দীপ্ত হুতাশন।
বামন দেখিয়া বিমোহিত সর্ব্বজন॥
কপট বামনবেশ ছত্র ধরে মাথে।
মৃগছাল পরে দণ্ড-কমণ্ডলু হাথে॥
অদভুত দ্বিজ বটু দেখি উপসন্ন।
কুণ্ডে হৈতে উঠিল যজ্ঞের হুতাশন॥
যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ সব উঠিল সত্বরে।
সভাসতে ত্বরিতে উঠিলা দৈত্যেশ্বরে॥
মনোহর রূপ দেখি দ্বিজ শিশুবেশ।
সভার হৃদয়ে হৈল আনন্দবিশেষ॥
হরিষে আসিয়া বলি কৈলা সম্ভাষণে।
আগত স্বাগত বলে বিনয় বচনে॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাজা পূজিল সত্বরে।
হেম সিংহাসনে প্রভু বসাল্য আদরে॥
চরণকমল পাখালিল পুণ্যজলে।
সবংশে ধরিল জল মাথার উপরে॥
ভকতি করিয়া যাহা হর ধরে মাথে।
ব্রহ্মা আদি দেবে যাহা বাঞ্ছে ধ্যানপথে॥
মহাভাগবত বলি ধর্ম্ম কলেবর।
হেন পুণ্যজল ধরে শিরের উপর॥
নমো জয় জয় বলি কৈল পরণাম।
করযোড়ে পুছে রাজা হয়্যা সাবধান॥
আজি সে সফল মোর জনম জীবন।
আজি সে তৃপিত মোর হৈল পিতৃগণ॥
আজি সে সফল মোর যজ্ঞ পরিবার।
আজি সে জানিনু হৈল বংশের উদ্ধার॥
ধন্য যজ্ঞ ধন্য দ্বিজ ধন্য ক্ষিতিতল।
যাহাতে পড়িল হেন চরণকমল॥

আজ্ঞা কর দ্বিজরাজ কি দিব তোমারে।
হস্তী ঘোড়া রথ যত মোর অধিকারে॥
ত্রিভুবন মাগ যদি তাহা দিতে পারি।
তুমি যাহা চাহ তাহা অন্যথা না করি॥
এ বোল বুঝিয়া আজ্ঞা কর দ্বিজবর।
সবংশে সফল মোরে করহ সত্বর॥
বলির বচন শুনি প্রভু হৃষীকেশ।
হাসিয়া উত্তর দিযা ছলে দ্বিজবেশ॥
ধন্য ধন্য বলি তুমি ধন্য কুলে জন্ম।
ধর্মযুক্ত সত্যযুক্ত তোমার বচন॥
কুলবৃদ্ধ পিতামহ প্রহ্লাদ তোমার।
শুক্র হেন মুনিরাজ পুরোহিত যার॥
এ বংশেতে জন্মে নাহি কপট কৃপণ।
কেহ কভু নাহি বলে অসত্য বচন॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া কেহ না দিল ব্রাহ্মণে।
হেন জন নাহি হয় এবংশে জনমে॥
এই বংশে উপজিল হিরণ্যাক্ষ বীর।
তার যুদ্ধে ত্রিভুবনে কেহ নহে স্থির॥
যখনে বরাহরূপে পৃথ্বী উদ্ধারিল।
অনেক যতনে তারে বরাহ মারিল॥
শুনিঞা ভাইব বধ মহাদৈত্যেশ্বর।
হিরণ্যকশিপু ক্রোধে জ্বলিল অন্তর॥
বিষ্ণু মারিবারে দৈত্য চলে ত্বরা করি।
চাহিতে চাহিতে বুলে শূল হাতে ধরি॥
ত্রিভুবনে চাহি দৈত্য বৈকুণ্ঠে উঠিল।
মহাদৈত্য দেখি বিষ্ণু সভয়ে চিন্তিল
লুকায়্যা বেড়ায় বিষ্ণু বৈকুণ্ঠ নগরে।
যথা যথা বিষ্ণু তথা ধায় ধরিবারে॥
পালায়্যা রহিতে স্থান না দেখিল হরি।
তারি হৃদে প্রবেশিল সূক্ষ্মরূপ ধরি॥
নাসিকাবিবরে হরি কৈলা পরবেশ।
কোথাতে রহিলা বিষ্ণু না পায় উদ্দেশ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল চাহিল ত্রিভুবন।
দশ দিগ চাহিল না পাইল দরশন॥
তবে দৈত্য বলে আমি চাহিলুঁ বিচারি।
মরে জীয়ে তবে কেনে না দেখিলুঁ হরি॥
হরষিত হয়্যা দৈত্য আইল নিজ ঘরে।
তাহাকে মারিল নর-সিংহ অবতারে॥
আছিল তোমার বাপ বিরোচন নামে।
তার ঠাঞি ভিক্ষা মাগিলেন সুরগণে॥
দ্বিজবেশ ধরি দেবে মাগিল জীবন।
আপনার প্রাণ দিয়া তুষিল ব্রাহ্মণ॥

হেন পুণ্যবংশে তুমি জনম লভিলে।
আপনার কুলধর্ম্ম আপনে রাখিলে॥
মাগিব অলপ কিছু তোমা বিদ্যমানে।
সভে তিনপাদ ভূমি দেহ তুমি দানে॥
তিনপাদ ভূমি দেহ চরণে জুখিয়া।
তপ করিবারে চাহি তাহাতে বসিয়া॥
প্রয়োজন বুঝিয়া ব্রাহ্মণে লব দান।
অধিক না লয় যদি হয় মতিমান॥
তুমি-সব দিতে পার ত্রিভুবনপতি।
আমি-সভে মাগিবে ত্রিপাদ বসুমতী॥
এতেক শুনিঞা বলি প্রভুর বচন।
করজোড়ে বলিরাজা করে নিবেদন॥
শিশুবুদ্ধি দ্বিজ তুমি সহজে ছাওয়াল (১)।
মাগ যদি পারি আমি পৃথিবী দিবার॥
তিন পদ ভূমি মাগ এ কোন চাতুরী (২)।
দাতা পায়্যা মাগি যাহা হৈতে দুঃখ তরি॥
হাসিয়া বামন তবে দিলেন উত্তর।
ভাল কথা কহ তুমি বলি দৈত্যেশ্বর॥
ভূমি তিন পদে যদি সন্তোষ না হব।
তবে ত্রিভুবন দিলে কামনা পূরিব॥
পৃথু গয় আদি রাজা পুরুবে আছিল।
সপ্তদ্বীপে যার রাজ্য অধিকার হৈল॥
তমুত নহিল শান্তি রাজ্যপদ পাঞা।
হেন সব রাজা গেল পৃথিবী ছাড়িয়া॥
সন্তোষ থাকিলে চিত্ত অলপেই আঁটে।
অসন্তোষ চিত্ত যার ত্রিভুবনে না আঁটে॥
দ্বিজকুলে এই ধর্ম্ম শান্তি তুষ্টি দয়া।
অধিক মাগিব কেনে দ্বিজসুত হঞা॥
প্রয়োজন অধিক মাগিলে কোন কাজ।
এ বোল বুঝিয়া আজ্ঞা কর মহারাজ॥
হাসিয়া উত্তর দিলা বলি দৈত্যেশ্বর।
যে তোমার বাঞ্ছা সেই লহ দ্বিজবর॥
এ বোল বলিয়া জলপাত্র নিল করে।
তিন পদ ভূমি দিব বলে বামনেরে॥ (৩)

পঠমঞ্জরী রাগ।

বলির বচন শুনি দৈত্যগুরু শুক্রমুনি
কহিল বলির বিদ্যমানে।
কশ্যপের পুত্র হই অদিতির গর্ভে যাই
আপনে জন্মিলা নারায়ণে॥

(১) ছাওয়াল। (২),—"ভাল ঠাকুরালী"।
(৩) পাঠান্তর,—"নরেশ্বরে"।

দেবকার্য্য সাধিবারে ছলে দ্বিজরূপ ধরে
যজ্ঞে আসি হৈলা উপসন্ন।
কপটে সকল নিব ইন্দ্রে অধিকার দিব
এই বিষ্ণু কপট-বামন॥
তুমি না জানিঞা মর্ম্ম কৈলে অতি মন্দ কর্ম্ম
দান দিতে কৈলে অঙ্গীকার।
এইক্ষণে ত্রিভুবন তিন পদে নারায়ণ
ঘুড়িয়া লইব অধিকার॥
এক পদে ক্ষিতিতল আর পদে সুরপুর
ঘুড়িয়া ধরিব মহাশয়।
এক পদে নাহি স্থিতি কি হয় তাহার গতি
কেন তার না চিন্ত উপায়॥
দিতে অঙ্গীকার কেলে যদি দিতে না পারিলে
তবে দেখি নরক তোমার।
তুমি মূর্খ দৈত্যপতি না বুঝ ধর্ম্মের গতি
ব্যর্থ তুমি কৈলে অঙ্গীকার॥
আছিল ঋচীক মুনি তার মুখে হেন শুনি
দোষ নাহি অসত্য বচনে।
পরিহাসে নারীকুলে বিবাহে সঙ্কট কালে
মিথ্যা বলি ব্রাহ্মণ কারণে॥
আমার বচন ধর অঙ্গীকার ব্যর্থ কর
কিছু তুমি না দেহ ব্রাহ্মণে।
গুরুর বচন শুনি বলি রাজা মনে গণি
কহে কিছু বিনয় বচনে॥
গুরুমুখে যত কহে সে সব অসত্য নহে
গৃহস্থকুলের ধর্ম্মবাণী।
জনমিঞা মহাবংশে ভাণ্ডিব কপট অংশে
এহ বড় অপরাধ মানি॥
হেন কহে বসুমতী অসত্যে নরকে গতি
মহাপাপ অসত্য বচনে।
সকল কহিতে পারি অসত্য বলিতে নারি
এই বড় ভয় মোর মনে॥
অসত্য ধরণী ধন বন্ধু পরিবারগণ
অসত্য শরীর সুত দার।
শিবি-আদি নরপতি আছিল নির্ম্মল মতি
প্রাণ দিয়া কৈল উপকার॥
সত্তে তুমি তিন পদ মাগিল ব্রাহ্মণ সুত
তাহা আমি কৈনু অঙ্গীকার।
অসত্য বচন বলি ভাণ্ডিব কপট করি
ধিক্ ধিক্ জীবন আমার॥
মহারাজগণ ছিল পৃথিবী তেজিয়া গেল
তার যশ রহিল সংসারে।
যদি দ্বিজ মাগে আর ত্রিভুবন অধিকার
তাহা দিতে মোর অঙ্গীকারে॥
তুমি-সব মুনিগণ করি যজ্ঞ আরাধন
কর যার উদ্দেশে ধেয়ানে।
যদি সেই নারায়ণ মোর ভাগ্যে উপসন্ন
তবে মোর সফল জীবনে॥
বলির বচন শুনি ক্রোধ করি শুক্র মুনি
শাপ দিল বলি দৈত্যেশ্বরে।
লঙ্ঘিলে আমার বাণী আপনা পণ্ডিত মানি
শ্রীভ্রষ্ট হও অতঃপরে॥
তমু বলি দৈত্যপতি নহিল অসত্যমতি
জল দিল ব্রাহ্মণচরণে।
বিন্ধ্যাবলি তার নারী কনক কলস ভরি
জল আনি দিল সেইক্ষণে॥
চরণ পাখালি বলি সেই জল শিরে ধরি
অভিষেক কৈল বন্ধুগণে।
দেবগণে স্তুতি কৈল পুষ্প বরিষণ হৈল
দেববাদ্য বাজিল সঘনে॥
সিদ্ধ বিদ্যাধর যত গন্ধর্ব্ব গাইল গীত
নৃত্য করে দেবের নাচনী।
ধন্য বলি রাজা হৈল বিশ্বনাথে দান দিল
ত্রিভুবনে জয় জয় বাণী॥
তবে প্রভু হৃষীকেশ কপট বামনবেশ
ত্রিভুবন ঘুড়িল শরীরে।
আকাশ পৃথিবীতল নদনদী সসাগর
সব হৈল দেহের ভিতরে॥
বিশ্বম্ভর-মূর্ত্তি ধরি বিশ্ব নিজ দেহে করি
বিশ্বনাথ রহিলা আপনে॥
বলি অদভুত দেখি তরাসে মুদিল আঁখি
চমকিত হৈল সুরগণে॥
এক পদে সপ্তদ্বীপ ঘুড়িল পৃথিবীতল
আর পদে গগনমণ্ডল।
তৃতীয় চরণ খানি কোথা থুইব চক্রপাণি
ত্রিভুবনে নাহি তার স্থল॥
চন্দ্র সূর্য্য পুরন্দর ভব আদি সুরবর
সনকাদি মহাযোগেশ্বরে।
নন্দ সুনন্দ আদি পারিষদগণ আসি
স্তুতি করে শিরে ধরি করে॥
বেদ বেদান্তাদি যত তর্ক ন্যায় ইতিহাস
যোগ শাস্ত্র পুরাণ সংহিতা। (১)

(১) পাঠান্তর,—'বেদ চারি যত ব্যাস তর্ক ন্যায় ইতিহাস
যোগ শাস্ত্রে সাধ্য এ সংহিতা।'

তারা মূর্তিমান হই প্রভুর নিকটে যাই
গায় যশ প্রভুগুণগাথা ॥
কেহ করে স্তুতিবাদ কেহ করে দণ্ডপাত
কেহ পুজে নানা উপহারে।
কেহ পুষ্প বরিষণ কেহ-নৃত্যপরায়ণ
কেহ করে আনন্দ মঙ্গলে ॥
দিগন্ত ভুবন ভেদি শ্রীপদ উঠিল যদি
সত্য লোকে হৈলা উপসন্ন।
ধূপ দীপ উপহারে বহুবিধ পরপারে
ব্রহ্মা কৈলা চরণ অর্চ্চন।
নিজ ধর্ম্ম দূরে করি ব্রহ্মা কমণ্ডলু ভরি
পাখালিল প্রভুর চরণ।
জয় জয় স্তুতি বাণী চৌদিগে মঙ্গলধ্বনি
নৃত্য গীত বিবিধ বাজন ॥
ভল্লুকের অধিপতি পাতালে তাহার স্থিতি
জাম্ববান উঠিলা তখনে।
অবতার কৈলা হরি ভেরী শব্দ পরচারি
পৃথ্বী কৈলা তিন প্রদক্ষিণে ॥
প্রভুর চরিত্র বুঝি অসুর দানবে সাজি
অস্ত্র শস্ত্র ধরে খরতর।
কৃষ্ণ পারিষদগণে অসুরে জিনিল রণে
দৈত্যবল গেলা রসাতল ॥
হেনকালে বলি আনি গরুড়ে বান্ধিল জানি
দশ দিগে হৈল হাহাকার।
উচ্চস্বরে বলে হরি শুন শুন আরে বলি
স্থান দিতে করহ প্রকার ॥
তিন পদ দিলে তুমি দুই পদ পাইল আমি
আর পদ থুইব কোন স্থানে।
দিতে অঙ্গীকার কৈলে যদি দিতে না পারিলে
নরক দেখিয়ে বিদ্যমানে ॥
ব্রাহ্মণেরে দিব বলি পাছে করে ভাণ্ডাভাণ্ডি
তার গতি নাহি কোন কালে।
ইহলোকে ধর্ম্মনাশ সকল নরকে বাস
তার কভু না হয় উদ্ধারে ॥
বলি বলে প্রভু শুন তুমি যদি জান হেন
ব্যর্থ হৈল মোর অঙ্গীকার।
সত্য হউক মোর বাণী তুমি ধীর শিরোমণি
শিরে দেহ চরণ তোমার ॥
বিদগ্ধশেখর তুমি বিচারে বুঝিলু আমি
প্রভুর বচন নহে আন।
মোর মাথে পদ ধর অঙ্গীকার সত্য কর
ভাল সত্যবাদী ভগবান ॥
নরকে বা হয় বাস কিবা রাজ্য পদ নাশ
বন্ধনেহ নাহি মোর ভয়।
ইহাতে অধিক আর কর যদি পরকার
তভু যেন সত্যভঙ্গ নয় ॥
তুমি প্রভু কল্পতরু দৈত্যের পরম গুরু
মদ ভঙ্গ কৈলে কৃপা করি।
ভববন্ধ অন্ধকার মোর যেন নহে আর
এই দয়া করহ শ্রীহরি ॥
যোগেন্দ্র মুনীন্দ্রগণ যার পদ সংচিন্তন
করিয়া সংসারে হয় পার।
হেন মহাযোগেশ্বরে আপনে বান্ধিব যারে
তার ভাগ্য কি কহিব আর ॥
আমার বাপের বাপ প্রহ্লাদ তোমার দাস
বৈর ভাব বাপের দেখিয়া।
আমি গৃহ ধন সুত দার তেজি বন্ধু পরিবার
রহে দুই চরণ ভজিয়া ॥
তুমি প্রভু চক্রপাণি বিদগ্ধশেখর-মণি
মোর জন্ম দেখি সেই বংশে।
রাজ্যপদ দূর করি মোর গর্ব্ব পরিহরি
তে-কারণে বান্ধ নাগ পাশে ॥
হেনকালে দৈত্যেশ্বর প্রহ্লাদ ভকতবর
আসিয়া দেখিল নারায়ণে।
পারিষদগণ যুত দিব্যরূপ অদ্ভুত
বাহু পাসরিল দরশনে
প্রেমে পুলকিত অঙ্গ গদগদ স্বর ভঙ্গ
নয়নে আনন্দজল বহে।
কৈল দণ্ড পরণাম নাহি বাহ্য অবধান
তবে কর যুড়ি কিছু কহে ॥
নমো নমো জয় জয় কৃপালু করুণাময়
দীনবন্ধু ভকতবৎসল।
অখিল ভুবনপতি সকল লোকের গতি
নমো নমো জগৎ ঈশ্বর ॥
কোন্ তপ কৈল বলি কৃপা কৈল বনমালী
হরিলে শ্রীমদ-অহঙ্কার।
বান্ধিয়া বরুণ পাশে ভববন্ধ কৈলে নাশে
ধন্যকুলে জনম আমার ॥
হেনকালে বিন্ধ্যাবলি ভয়ে অতি সুব্যাকুলা
কর যুড়ি শিরের উপর।
লাজে হেট মাথা হই প্রভুর নিকটে যাই
বলে কিছু বিনয় উত্তর ॥
আপনার ক্রীড়াভাণ্ড তুমি সৃজিলে ব্রহ্মাণ্ড
অন্যে তাহা করে অধিকার।

নির্লজ্জ কুবুদ্ধিজনে বিধি করে বিড়ম্বনে
কোন্ দায়ে করে অহঙ্কার ॥
স্বাম্য নাহি স্বামী বোলে ব্যর্থ অহঙ্কার করে
ত্রিভুবনে আছে কার দায় । (১)
ভাল তুমি মায়া কর কপটে সেবক ভাঁড়
ঠাকুরালী করিতে যুয়ায় ॥
হেনকালে ব্রহ্মা আসি মনে বড় ভয় বাসি
বলে কিছু বিনয় বচনে ।
সকল তোমারে দিল তার হেন গতি হৈল
তেজ দণ্ড কর কি কারণে ॥
যার পদযুগ ভজি দূর্ব্বাপত্র দিয়া পূজি
সেহ বিষ্ণুপদে গতি পায় ।
ত্রিভুবন দান করি তবু দণ্ড পায় বলি
হেন কি প্রভুর মনে ভায় ॥
প্রভু বলে ব্রহ্মা শুন তুমি তত্ত্ব নাহি জান
আমি যারে অনুগ্রহ করি ।
তার ধনমদ হরি· বান্ধব বিচ্ছেদ করি
সেই যায় ভববন্ধ তরি ॥
ধন মদ হয় যার তার বাঢ়ে অহঙ্কার
দেব দ্বিজ গুরু নাহি মানে ।
যে পুন আমার দাস তার করি মদ নাশ
তারে দণ্ড করি তে-কারণে ॥
যারে অনুগ্রহ করি তার ধন পুত্র হরি
সেই জন বান্ধব আমার ।
ব্রহ্মার দুর্লভ পদ কিবা দিয়ে ইন্দ্রপদ
তভুত সাধিতে নারি ধার ॥
বলি হয় মহামতি অসুর দানব-পতি
এই সে জিনিল বিষ্ণুমায়া ।
পাঞা এত অপমান নাহি যার বস্তুজ্ঞান
ত্রিভুবনে নাহি যার দয়া ॥
ছলে ত্রিভুবন লৈল তর্জ্জন ভৎর্সন কৈল
বহুবিধ তাড়ন বন্ধন ।
বন্ধুগণে ছাড়ি গেল· ছলে সর্ব্বনাশ হৈল
তবু যার না চলিল মন ॥
এই মন্বন্তর পরে বলি হব পুরন্দরে
তাবৎ সুতলে দিব বাস ।
আমার বচন ধরি বিশ্বকর্ম্মা কৈলা পুরী
সূর্য্য-কোটি জিনি পরকাশ ॥
জরা মৃত্যু ভয় ব্যথা শোক মোহ নাহি যথা
নাহি যথা বিবিধ সন্তাপ ।

(১) "স্বামিত্ব নাহিক যার, ব্যর্থ বলে অধিকার,
ত্রিভুবন ক'রে কিবা দায় ।"—পাঠান্তর ।

দেবে যার বাঞ্ছা করে ব্রহ্মাণ্ডের অগোচরে
হেন পদ করিব প্রসাদ ॥
চল বলি সে সুতলে রহ গিয়া দিব্য পুরে
ভজ গিয়া চরণ আমার ।
নিজ পরিবার সঙ্গে সুখ ভোগ কর রঙ্গে
ভববন্ধ নৈব আরবার ॥
নিজ হস্তে চক্র ধরি রাখিব তোমার পুরী
আমি তোর থাকিব দুয়ারে ।
তবে কর যোড় করি বিনয় বচন বলি
বলি কিছু নিবেদন করে ॥
ভাবে পুলকিত অঙ্গ আনন্দ তরঙ্গ-ভঙ্গ
গদ গদ বচন রসাল ।
প্রণত কন্ধর করি বলে বোল দুই চারি
ভাল প্রভু কৈলে ঠাকুরাল ॥
মুঞি তত্ত্ব না জানিলুঁ কিবা আরাধন কৈলুঁ
দ্বিজ বুদ্ধ্যে কৈল উপাসনা ।
ব্রহ্মাদি দুর্লভ পদ শিরের উপরে ধর
এত বড় কৃপার মহিমা ॥
অধম অসুর জাতি তমোগুণে উতপতি
তাহে তুমি এত কৃপা কর ।
একান্ত ভকতি করি সকল সংসার ছাড়ি
ভজিলে বা কি না দিতে পার ॥
এতেক বচন বলি দণ্ডপরণাম করি
আজ্ঞা ধরি শিরের উপরে ।
সুতলে প্রবেশ কৈল নিজগণ সঙ্গে নিল
·ইন্দ্রপদ পাইল পুরন্দরে ।
প্রহ্লাদ আসিয়া তবে প্রেমে গদগদ ভাবে
বলে কিছু বিনয় বচনে ।
ধন্য মোর কুলশীল ধন্য বলি জনমিল
ধন্য বংশ হৈল যাহা হনে ॥
ব্রহ্মা যাহা নাহি লভে যে পদ না পায় শিরে
লক্ষ্মী যাহা করয়ে সন্ধানে ।
জগত বন্দিত জন করে যাহার বন্দন
বলিশিরে সে পদ ভূষণে ॥
ব্রহ্মা ব্রহ্মপদ পাইল শিবের শিবত্ব হৈল
যার পদকমল ধেয়ানে ।
কুযোনি অসুর খল তাথে কৃপা এত বড়
তার লীলা কে কহিব আনে ॥
সভার হৃদয়ে বৈস সমভাবে পরকাশ
তবু ধর বিষম স্বভাব ।
ভকতে আপন কর না ভজিলে পরিহর
যেন সুরতরু অনুভাব ॥

এতেক বচন বলি দণ্ড পরণাম করি
আজ্ঞা ধরি শিরের উপরে।
সুতলে প্রবেশ কৈল বলি আসি সম্ভাষিল
শুক্রে কিছু বলে গদাধরে॥
শুন শুক্র ভৃগুবর আমার বচন ধর
যজ্ঞছিদ্র কর সমাপনে।
সকল ব্রাহ্মণে মেলি যজ্ঞ পরিপূর্ণ করি
শিষ্য কর্ম্ম কর সমাধানে॥
শুক্র বলে প্রভু শুন তুমি যাথে উপসন্ন
তার ছিদ্র নাহি কোন কালে।
মন্ত্র তন্ত্র দ্রব্যগত দেশ কাল ছিদ্র যত
সর্ব্ব দোষ যার নামে হরে॥
তথাপি তোমার বাণী পাছে ব্যর্থ হয় জানি
আজ্ঞা শিরে করিব পালনে।
এতেক বচন বলি যজ্ঞ সমাপন করি
পূর্ণা দিল যত মুনিগণে॥
ছলে দৈত্য সংহারিয়া ইন্দ্রে অধিকার দিয়া
ধরিল বামন কলেবর।
ব্রহ্মা ভব পুরন্দর সুর সিদ্ধ বিদ্যাধর
ত্রিভুবনে আনন্দ মঙ্গল (১)॥
দেব মুনিগণে মেলি মহ অভিষেক করি
তবে নাম উপেন্দ্র ধরিল।
সর্ব্ব দেবগণ মেলি দিব্য দেবরথে তুলি
প্রভু লঞা সুরপুরে গেল॥
ইন্দ্র নিজ অধিকারে দেব নিজ নিজ পুরে
হরিষে রহিল নিজ পুরে।
অপরূপ লীলা করি ক্রীড়া কৈলা বনমালী
কহিল বামন অবতারে॥
পৃথ্বীখান ধূলা করি যদি গণিবারে পারি
তমু গুণ গণন না যায়।
যার পদ-নখ-জলে জগৎ পবিত্র করে
তার গুণ কেবা অন্ত পায়॥
দিব্য অবতার লীলা বামন বিক্রম খেলা
শুনিলে সকল পাপ হরে।
ভাগবত-আচার্য্যের বাণী-রস সুমধুর
জ্ঞান-গুরু শ্রীগদাধরে॥

(১) পাঠান্তর,—"অন্তর"।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টম স্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥৪

পঞ্চম অধ্যায়।

তবে রাজা জিজ্ঞাসিলা শুক সন্নিধানে।
মৎস্য অবতার হরি কৈলা কি কারণে॥
আপনে ঈশ্বর হয়্যা মৎস্য-কলেবর।
ইহার মহিমা গুরু কহ কত বড়॥
রাজার বচন শুনি মুনি যোগেশ্বর।
মৎস্য অবতার-কথা কহে মনোহর॥
দুষ্ট-বিনাশন শিষ্ট করিব পালনে।
নানারূপ ধরে হরি এই সে কারণে॥
অনন্ত-শয়নে প্রভু প্রলয়-সাগরে।
নিদ্রাছল করি হরি কৌতুকে বিহরে॥
প্রভুমুখে হৈতে চারি বেদ নিঃসরিল।
হয়গ্রীব নামে দৈত্য বেদ হরি নিল॥
তে-কারণে ধরে হরি মৎস্য কলেবর।
মৎস্য-অবতার-কথা শুন নরেশ্বর॥
সত্যব্রত নামে এক আছিল নৃপতি।
জলপান করি তপ করে মহামতি॥
কৃতমালা নদীজলে করিয়া মজ্জন।
পুণ্যজল দিয়া রাজা করয়ে তর্পণ॥
একটি শফরী মৎস্য অঞ্জলি ভিতরে।
দেখিয়া অঞ্জলি রাজা তেজিল সত্বরে॥
বিনতি করিয়া তবে কি বলে শফর।
ক্ষুদ্র মৎস্যজাতি আমি কেন পরিহর॥
বড় বড় মাছে ধরি খায়ে তে-কারণে।
জাতি ভয়ে নৈল আমি তোমার শরণে।
তুমি মোরে না ছাড়িহ শুনহ রাজনে।
শরণাগতেরে তুমি তেজ কি কারণে॥
এতেক বচন যদি বলিল শফরী।
কলসী ভিতরে মৎস্য থুইল দয়া করি॥
কৃপায়ে শফরী রাজা আনিল মন্দিরে।
ক্ষণেকে কলস ভরি পূরিল শরীরে॥
দুঃখ ভাবি মৎস্য বলে শুন নরেশ্বর।
রহিতে না পারি আমি ইহার ভিতর॥

বড় হেন বুঝিয়া আমারে দেহ ঠাঞি।
তাহার ভিতরে আমি সন্তোষে বেড়াই॥
তবে মৎস্য থুইল লঞা কূপের ভিতরে।
তিলেকে সকল কূপ যুড়িল শরীরে॥
বিনতি করিয়া তবে বলয়ে শফরী।
ইহার ভিতরে আমি রহিতে না পারি॥
বড় হেন বুঝিয়া আমারে দেহ স্থান।
অন্ন করিয়া না করিহ অবজ্ঞান॥
তবে মৎস্য থুইল রাজা সরোবর জলে।
যুড়িল সকল জল তিলেক ভিতরে (১)॥
তবে মৎস্য বলে রাজা অবধান কর।
অগাধ জলের মাঝে আমা নিয়া ধর॥
এ বোল শুনিঞা মৎস্য অগাধ সলিলে।
অনেক যতনে লঞা থুইল নরেশ্বরে॥
যত যত জলাশয় থুইল বারে বারে।
তিলেকে সকল যুড়ি ধরে কলেবরে॥
তবে ক্রোধ করি রাজা পেলিবে সাগরে।
বিনয় করিয়া মৎস্য বলে হেন কালে॥
না পেল না পেল রাজা সাগরের জলে।
বড় বড় মৎস্য ধরি খাইব আমারে॥
বড় জলচর ভয়ে পশিল শরণ।
মহারাজ হয়্যা তুমি তেজ কি কারণ॥
এতেক বচন যদি বলিল শফরে।
চিত্তের ভিতরে রাজা অনুমান করে॥
নাহি দেখি নাহি শুনি অপরূপ মীন।
নাহি দেখি হেনরূপ জলচর চিন॥
এক দিনে বাঢ় তুমি শতেক যোজন।
অনুমান বুঝিল সাক্ষাৎ নারায়ণ॥
অনুগ্রহ করিতে এ রূপ তুমি ধর।
মৎস্যরূপ ধরি তুমি অবতার কর॥
নমো মহাপুরুষ অনন্ত ভগবান।
নানা মূর্ত্তি ধরি কর লোক পরি॰াণ॥
ভকত জনের তুমি বন্ধু হিতকারী।
তে-কারণে কৃপা কৈলে মৎস্য রূপ ধরি॥
নমো দেব জয় জয় নমো নারায়ণ।
মৎস্য রূপ ধর তুমি এ কোন কারণ॥
সত্যব্রত বচন শুনিঞা হৃষীকেশ।
অবতার কারণ কহিল মৎস্য-বেশ॥
সপ্তম দিবসে হৈব প্রলয় সাগর।
মজিব তাহাতে ত্রিভুবন চরাচর॥
ভাসিয়া আসিবে নৌকা প্রলয়-সলিলে।
ঔষধি তুলিহ তুমি তাহার উপরে॥
সপ্ত ঋষিগণ লয়্যা আপনে উঠিহ।
তাহার উপরে চঢ়ি কৌতুকে ভ্রমিহ॥
তখনে আসিব আমি মহা মৎস্য-বেশে।
কাঁটাতে বান্ধিহ নৌকা মহানাগপাশে॥
পর্ব্বতের শৃঙ্গ যেন কণ্টক বিশাল।
তাহাতে বান্ধিয়া নৌকা করিহ বিহার॥
আমার মহিমা দিব্য গাইব মুনিগণে।
নৌকার উপরে বসি শুনিহ শ্রবণে॥
এতেক বলিয়া মৎস্য কৈলা অন্তর্দ্ধান।
বিস্ময় ভাবিয়া রহে রাজা মতিমান॥
কৃতমালা তীরে করি কুশের আসন।
তাহাতে বসিয়া রাজা চিন্তে নারায়ণ॥
হেনকালে শুনে মহাজল উতরোল।
প্রলয় সাগর জল তরঙ্গ কল্লোল॥
মহামেঘ বরিষণ ঘোর অন্ধকার।
বাঢ়িল সাগর জল পর্ব্বত আকার॥
ভয় পাঞা রাজা কিছু চিন্তে মনে মনে।
হেনকালে দিব্য নৌকা দিল দরশনে॥
পৃথিবীর ঔষধি যতেক মুনিগণে।
নৌকাতে তুলিয়া রাজা কৈলা আরোহণে॥
মুনিগণ বলে রাজা না করিহ ভয়।
ভক্তিভাব করি চিন্ত হরি দয়াময়॥
সেই সে করিতে পারে সঙ্কট মোচন।
হেনকালে মৎস্যরূপ দিলা দরশন॥
দশলক্ষ প্রহর শরীর পরিসর।
পর্ব্বত আকার শৃঙ্গ পৃষ্ঠের উপর॥
হেমধাম কলেবর অতি মনোহর।
তরঙ্গ-কল্লোলে মৎস্য করে ঝলমল॥
আজ্ঞা পাঞা সত্যব্রত নাগপাশে ধরি।
কণ্টকে বান্ধিল নৌকা দৃঢ়তর করি॥
তবে সত্যব্রত রাজা করিয়া প্রণতি।
বিবিধ প্রণাম কৈল বহুবিধ স্তুতি॥
এত স্তুতি কৈল যদি নৃপতি প্রধান।
তুষ্ট হয়্যা বলে মৎস্যরূপী ভগবান॥
পুরাণ-সংহিতা সাংখ্যযোগ তত্ত্বকথা।
কহিল সকল ধর্ম্ম সর্ব্বলোক পিতা॥
হেন অপরূপ ক্রীড়া কৈলা মৎস্যবেশে।
ঋষিগণে তত্ত্বজ্ঞান কৈলা উপদেশে॥
এইরূপে গেল যদি প্রলয় সময়।
বেদ উদ্ধারিতে ইৎসা কৈলা দয়াময়॥

(১) পাঠান্তর,—"মৎস্য এক তিলে।"

হয়গ্রীব দৈত্য মারি বেদ উদ্ধারিল।
ব্রহ্মার বদনে প্রভু বেদ সমর্পিল॥
সেই সত্যব্রত রাজা আছিল তখনে।
বৈবস্বত নামে মনু হয়্যাছে এখনে॥
মৎস্য অবতার কথা যেবা জন শুনে।
সর্ব্ব পাপ হরে সুখ বাঢ়ে দিনে দিনে॥
আদি অবতার কথা ধন্য পাপহর।
সর্ব্ব সিদ্ধি হয় তার সর্ব্বত্র মঙ্গল॥
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-বাণী।
মৎস্য অবতার-কথা প্রেমতরঙ্গিণী॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টম স্কন্ধে
প্রেমতরঙ্গিণী পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।
অষ্টম স্কন্ধ সমাপ্ত॥

নবম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়।

তবে রাজা পরীক্ষিৎ সুবুদ্ধিশেখর।
আর কথা জিজ্ঞাসিলা মুনির গোচর॥
সত্যব্রত রাজা ছিল ভকত-প্রধান।
মৎস্য অবতারে প্রভু দিলা তত্ত্বজ্ঞান॥
বৈবস্বত মন্বন্তরে সূর্য্যের তনয়।
বৈবস্বত মনু তিঁহো হৈলা মহাশয়॥
বৈবস্বতবংশে যত হৈল উৎপত্তি।
হয়্যাছে হৈবেক যত আর নরপতি॥
সূর্য্যবংশে যত রাজা হৈল উপাদান।
তা-সভার কহ পুণ্য চরিত্র-ব্যাখ্যান॥
এতেক বচন যদি বলিলা নৃপতি।
কহিতে লাগিলা তবে শুক মহামতি॥
সূর্য্যবংশকথা রাজা শুন সাবধানে।
সংক্ষেপে কহিব কিছু তোমা বিদ্যমানে॥
বিস্তারিয়া কহি যদি শতেক বৎসর।
তমুত কহিতে নারি মহিমা সকল॥
সূর্য্যবংশচরিত্র কহিব সাবধানে।
পুরুবে আছিলা সভে এক ভগবানে॥
প্রলয়ে না ছিল কিছু এ লোক রচনা।
চন্দ্র সূর্য্য চরাচার (১) ব্রহ্মাদি কল্পনা॥
জগৎ সৃজিতে প্রভু যখনে ইচ্ছিল।
তাঁর নাভিপদ্ম হৈতে ব্রহ্মা উপজিল॥
ব্রহ্মার মানসপুত্র জন্মিল মরীচি।
মরীচির তনয় কশ্যপ প্রজাপতি॥
অদিতির গর্ভে সূর্য্য কশ্যপতনয়।
সূর্য্য পুত্র শ্রাদ্ধদেব হৈলা মহাশয়॥
শ্রদ্ধা নামে তার পত্নী পরম রূপসী।
দশ পুত্র হৈলা তাথে মহাগুণরাশি॥
পুরুবে না ছিল শ্রাদ্ধদেবের সন্তান।
পুত্রকামে বশিষ্ঠ সেবিল মতিমান্॥
দ্বিজগণ আনিঞা বশিষ্ঠ যজ্ঞ কৈল।
হোতার নিকটে তবে শ্রদ্ধাদেবী গেল॥
একখানি কন্যা মোর হয় যেনমতে।
হেন কর্ম্ম কর হোতা কহিল তোমাতে॥ (১)
তবে হোতা কৈল যজ্ঞ কন্যার কারণে।
শ্রদ্ধার জন্মিল তবে কন্যা ইলা নামে॥
কন্যা দেখি শ্রাদ্ধদেব ভাবিয়া বিষাদ।
বশিষ্ঠের আগে কহে করি যোড় হাথ॥
তুমি-সব মহাযোগেশ্বর মুনিরাজ।
বিপরীত হয় কেন মুনির সমাঝ॥
পুত্রকামে যজ্ঞ কর কন্যা উপাদান।
এ সব উচিত নহে তোমা বিদ্যমান॥
রাজার বচন শুনি বশিষ্ঠ কহিল।
হোতার কপট দোষে কন্যা জনমিল॥
তমু তুমি না চিন্তিহ সূর্য্যের নন্দনে।
ঐ কন্যাখানি পুত্র করিব আপনে॥
এ বোল বলিয়া কৈল কৃষ্ণ-আরাধন।
সাক্ষাৎ আসিয়া বর দিলা নারায়ণ॥
তবে ইলা কন্যা হৈলা সুদ্যুম্ন কুমার।
সুদ্যুম্ন সে রাজপুরে করয়ে বিহার॥
এক দিন বনে গেলা মৃগয়া করিতে।
দিব্য অশ্ব আরোহণে অল্প সৈন্য সাথে॥

---

(১) পাঠান্তর,—"স্থাবর"॥

(১) পাঠান্তর,—"মাগিলা গোপতে।

দিব্য শরধনু হাথে দিব্য অস্ত্র ধরে।
চলিলা উত্তরদিগে মৃগ অনুসারে॥
মেরু নিকটে আছে কার্ত্তিকের বন।
তার সন্নিধানে গেলা সুদ্যুম্ন রাজন (১)
প্রবেশ করিলা মাত্র কার্ত্তিকের বনে।
সেইক্ষণে নারীরূপ ধরিল সগণে॥
সভাই সভারে চাহি চিন্তে মনে মনে॥
কেন পরবেশ কৈলুঁ হেন দুষ্ট বনে।
তবে রাজা জিজ্ঞাসিলা শুকদেব স্থানে।
পুরুষ তাহাতে নারী হয় কি কারণে॥
মুনি বলে শুন রাজা কহিয়ে তোমারে।
পার্ব্বতী সহিত ক্রীড়া করে মহেশ্বরে।
দেবী দিগম্বরী রহে শিব বিবসনে।
হেনকালে গেলা তথা মহাঋষিগণে॥
তা-সভা দেখিয়া লজ্জা পাইলা মহেশ্বরী॥
বস্ত্র পরিধান লাজে উঠে ত্বরাত্বরি॥
ঋষিগণ লাজ পাঞা কৈলা হেঁট মাথা।
সেই মনে গেলা নরনারায়ণ যথা॥
লাজ পায়্যা মহাদেব চিন্তে মনে মনে।
হেন কর্ম্ম করি কেহ না আইসে এ বনে॥
আজি হৈতে এই বনে কেহ যদি আইসে।
ছাড়িয়া পুরুষ বেশ হৈব নারীবেশে॥
সেই দিন হৈতে কেহ না যায় তাহাতে।
সুদ্যুম্ন প্রবেশ গিয়া কৈল আচম্বিতে॥
সগণে যুবতীবেশ সুদ্যুম্ন ধরিল।
চন্দ্রের তনয় বুধ হেনকালে গেল॥
রতিকেলি হৈল তাঁহা দুহার মিলনে।
তাহাতে জন্মিল পুত্র পুরূরবা নামে॥
সুদ্যুম্ন চলিয়া তবে গেলা নিজপুরে।
কহিল সকল কথা বশিষ্ঠগোচরে॥
সুদ্যুম্ন দেখিয়া মুনি চিন্তি মনে মনে॥
আপনে চলিয়া গেলা শঙ্করের স্থানে॥
স্তুতি ভক্তি করি শিবে কৈলা আরাধন।
শঙ্কর আদরে কৈলা মুনি সম্ভাষণ॥
সুদ্যুম্নের তরে বর বশিষ্ঠ মাগিল।
হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে শিব বর দিল॥
অসত্য নহিব কভু আমার বচন।
সুদ্যুম্নকে বর দিল তোমার কারণ॥
এক মাসে নারী হৈব আর মাসে নর।
এইরূপ দিলু আমি সুদ্যুম্নেরে বর॥

বশিষ্ঠ আসিয়া রাজা সুদ্যুম্নে কহিল।
তপ করিবারে মুনি তপোবনে গেল॥
রাজা হয়্যা রাজ্য করে সুদ্যুম্ন কুমার।
পৃথিবী শাসিয়া কৈল নিজ অধিকার॥
এক মাস থাকে রাজা নারী বেশ ধরি।
আর মাসে পুরুষ আকার মহাবলী॥
এইরূপে কৈল রাজা পৃথিবী পালনে।
রাজা দেখি প্রজার সন্তোষ নাহি মনে॥
তিন পুত্র হৈল তার মহাবলবান।
কনিষ্ঠ বিমল গয় উৎকল প্রধান॥
দক্ষিণ দেশের রাজা হৈল তিনজনে।
তবে পুরূরবা পুত্রে ডাক দিয়া আনে॥
পুত্রে রাজ্য দিয়া রাজা গেল তপোবনে।
পুরূরবা রাজ্যপদ করে সাবধানে॥
এইরূপে যদি বহি গেল চিরকাল।
বৈবস্বত মনু তপ কৈলা আরবার॥
যমুনার তীরে রাজা গেল নিরন্তর।
পুত্র কামে তপ কৈল শতেক বৎসর॥
হরি আরাধিল রাজা যোগ-সমাধানে।
তবে তুষ্ট হয়্যা বর দিল নারায়ণে॥
ইক্ষ্বাকু প্রথম নৃপ শর্য্যাতি কুমার।
দিষ্ট ধৃষ্ট করুষ নরিষ্যন্ত আর॥
পৃষধ্র নভগ করি দশ পুত্র হৈল।
তবে বৈবস্বত মনু সন্তোষে রহিল॥
দশ পুত্র মাঝে নাম পৃষধ্র যাহার।
বশিষ্ট স্থাপিলা তারে করিয়া গোয়াল॥
গোরু রাখে পৃষধ্র কুমার রাত্রিদিনে।
বীরাসন ব্রত করি করে জাগরণে॥
এক দিন ঘোর নিশি রাত্রি অন্ধকারে।
এক ব্যাঘ্র প্রবেশিল গোষ্ঠের মাঝারে॥
চমকিয়া সব গোরু উঠিল তরাসে।
এক গোরু ব্যাঘ্রে তার ধরিল নির্জ্জাসে॥
ক্রন্দন শুনিঞা বীর উঠিল সত্বর।
খড়্গ ধরি প্রবেশিল গোষ্ঠের ভিতর॥
ব্যাঘ্র বলি কোপ দিল করিয়া সন্ধান।
কাটা গেল বাছুর (১) ব্যাঘ্রের এক কাণ॥
শবদ ছাড়িয়া ব্যাঘ্র পলাইল ডরে। (২)
পথে পথে রকত পড়িল ধারে ধারে॥
কাটা গেল ব্যাঘ্র বীর মনে হরষিত।
রজনী প্রভাতে বৎস দেখিয়া দুঃখিত॥

---

(১) পাঠান্তর,—
"তার সন্নিধানে গিয়া হৈলা উপসন্ন।

(১) "কপিলা" হইবে বোধ হয়।
(২) "শব্দ উঠিল তবে বাঘ পলায় ডরে।"

অপরাধ শুনিয়া বশিষ্ঠ দিল শাপ ॥
শূদ্র হয়্যা থাকুক অজ্ঞানে কৈল পাপ ॥
গুরুশাপ লৈল বীর যোড় করি কর।
তপ করি কৃষ্ণ আরাধিল নিরন্তর ॥
শান্ত দান্ত সর্ব্বভূত-হিতরত হই।
যথা লাভে তুষ্ট বন্য ফল মূল খাই ॥
পবন রোধন করি সর্ব্ব সঙ্গ তেজি।
একান্ত ভকতি করি কৃষ্ণপদ ভজি ॥
কৃষ্ণে মন ধরি প্রাণ কৈল উৎক্রমণ।
ব্রহ্মে প্রবেশিল তার ছুটিল বন্ধন ॥
তাহার কনিষ্ঠ যেই কবি বন্ধু সনে।
সুখ ভোগ রাজ্য তেজি প্রবেশিল বনে ॥
কৃষ্ণ আরাধিয়া শিশু পাইল কৃষ্ণগতি।
করূষের পুত্রগণ কারূষ খেয়াতি ॥
উত্তর দেশের তারা পাইল অধিকার।
ব্রাহ্মণ্য বদান্য তারা ধর্ম্মপরচার ॥
ধৃষ্টবংশ যত উপজিল ধার্ষ্ট নাম।
নৃগের সুমতি পুত্র হৈল বলবান্ ॥
সুমতির পুত্র তার নাম ভূতজ্যোতি।
তার পুত্র বসু তার প্রতীক খেয়াতি ॥
তার পুত্র ওঘবান্ বিদিতসংসার।
ওঘবতী নামে কন্যা জন্মিল তাহার ॥
নরিষ্যন্ত নামে এক পুত্র জনমিল।
চিত্রসেন তার পুত্র ঋক্ষ নামে হৈল ॥
মীঢ়বান্ তনয় তার পুত্র পূর্ণ নামে।
ইন্দ্রসেন তার পুত্র বিদিত ভুবনে ॥
বীতিহোত্র তার পুত্র সত্যশ্রবা নাম।
উরুশ্রবা তার পুত্র মহাবলবান্ ॥
দেবদত্ত তার পুত্র অগ্নিবেশ্য হৈল।
কানীন তাহার পুত্র ঋষি জনমিল ॥
জাতুকর্ণ নামে ঋষি বিদিত ভুবনে।
দ্বিজকুল উপজিল অগ্নিবেশ্যায়নে ॥
দিষ্টবংশ কহি তবে শুন নরপতি।
দিষ্টের নাভাগ পুত্র কর্ম্মে বৈশ্যজাতি ॥
ভলন্দন তার পুত্র তার বৎসপ্রীতি।
তার পুত্র প্রাংশু তার তনয় প্রমিতি ॥
খনিত্র তাহার পুত্র চাক্ষুষ তনয়।
বিবিংশতি তার পুত্র রম্ভ মহাশয় ॥
খনীনেত্র তার (পুত্র) করন্ধম নরপতি।
অবিক্ষিৎ নামে তার সুত মহামতি ॥
চক্রবর্ত্তী রাজা তার মরুত্ত কুমার।
সম্বর্ত্ত আসিয়া যজ্ঞ করাইল যার ॥

মরুত্তের যজ্ঞসম যজ্ঞ নাহি হয়।
যার যজ্ঞে সর্ব্ব পাত্র হৈল হেমময় ॥
মরুত্তের সুত দম নামে মহীপাল।
রাজবর্দ্ধন নামে তাহার কুমার ॥
তার পুত্র সুধৃতি তাহার সুত নর।
নরপুত্র কেবল জন্মিল মহাবল ॥
তার পুত্র ধুন্ধুমান্ বুধ তার সুত।
তার পুত্র তৃণবিন্দু মহাগুণযুত ॥
তৃণবিন্দু মহীপতি ভজিল অপ্সরা।
অলম্বুষা নাম তার দিব্য বেশধরা ॥
তার কন্যা জনমিলা ইলবিলা নাম।
আপনে বিশ্রবা যাতে কৈল গর্ভাধান ॥
কুবের জন্মিল তাহে বিদিত সংসার।
অলম্বুষা পুত্র আর জন্মিল বিশাল ॥
বিশালে বৈশালী পুরী কৈল নিরমাণ।
আর পুত্র শূন্যবন্ধু ধূম্রকেতু নাম ॥
হেমচন্দ্র তার পুত্র ধূম্রাক্ষ তনয়।
তার পুত্র জন্মিল সংযম মহাশয় ॥
তার পুত্র সহদেব কৃশাশ্ব তাহার।
তার পুত্র সোমদত্ত নামে মহীপাল ॥
তার পুত্র সুমতি জনমেজয় তার।
তৃণবিন্দু বংশ কিছু বর্ণিল বিস্তার ॥
শর্য্যাতি মনুর পুত্র আছিল নৃপতি।
সুকন্যা কুমারী তার হৈল রূপবতী ॥
মৃগয়া করিতে রাজা গেলা এক দিনে।
সুকন্যা করিয়া সাথে ভ্রমে বনে বনে ॥
চ্যবন আশ্রমে যদি রাজা উত্তরিল।
সখীগণ লয়্যা কন্যা ভ্রমিতে লাগিল ॥
বল্মীকটীকরে জ্যোতি দেখে দুইখানি।
কাঁটা দিয়া বিন্ধে তার মরম না জানি ॥
শোণিত স্রাবিল তার বেয়্যা পড়ে ধারে।
মল মূত্র নিরোধিল সৈন্তের উদরে ॥
বিস্ময়ে পড়িল রাজা নাহি জানে মর্ম্ম।
না বুঝিয়া কেবা কোন্ কৈল অপকর্ম্ম ॥
কোন্ দোষ কৈলু কিবা মুনির আশ্রমে।
হেন বুঝি প্রমাদ পড়িল তে-কারণে ॥
সুকন্যা কহিল গিয়া বাপের গোচরে।
দুই জ্যোতি কাঁটা দিয়া বিন্ধিল টীকরে ॥
কন্যার বচন শুনি রাজা পাইল ভয়।
মুনির নিকটে গেলা কম্পিতহৃদয় ॥
মুনি প্রসাদিয়া রাজা কন্যা সমর্পিল।
সসৈন্তে চলিয়া তবে নিজ পুরে গেল ॥

সুকন্যা মুনির সেবা করে সাবধানে।
বুঝিয়া মুনির চিত্ত পরম যতনে॥
এক কালে অশ্বিনীকুমার দুইজন।
দৈবযোগে গেলা তারা মুনির আশ্রম॥
পুজিয়া চ্যবন মুনি আতিথ্য বিধানে।
যৌবন মাগিলা সেই দুই দেব স্থানে॥
যজ্ঞে ভাগ দিব করাইব সোমপান।
দিব্যরূপ দিয়া কর কন্দর্পসমান॥
তবে অঙ্গীকার তাঁরা কৈলা দুই জনে।
আজ্ঞা দিলা এই হ্রদে করহ মজ্জনে॥
তাঁ-সভার বচন শুনিঞা মুনীশ্বর।
নখ দন্ত গলিত কম্পিতকলেবর॥
জরা-জরজর মুনি জলে প্রবেশিল।
অপরূপ দিব্য তিন পুরুষ উঠিল॥
সমরূপ সমবেশ সমান ভূষণ।
সূর্য্য সম তেজ ধরি উঠিল তিন জন॥
তাহা দেখি সুকন্যা চিন্তিল মনে মনে।
অশ্বিনীকুমার স্থানে কৈল নিবেদনে॥
পতিব্রতা ধর্ম্ম মোর করিবে রক্ষণ
চিনিয়া দিইবে মোর পতি কোন্ জন॥
তবে তাঁরা পতি চিনাইল দুই জনে।
পতিব্রতা-ধর্ম্ম দেখি তুষ্ট হৈলা মনে॥
ঋষি সম্ভাষিয়া তারা চলিলা বিমানে।
শর্য্যাতি ভূপতি গেলা মুনির আশ্রমে॥
সুন্দর পুরুষ দেখি কন্যার সহিতে।
মনে দুঃখ পেয়্যা রাজা লাগিলা চিন্তিতে॥
উঠিয়া বন্দিল কন্যা বাপের চরণে।
ভর্ৎসিয়া কি বলে রাজা ক্রোধ করি মনে॥
আরে রে অসতী কর্ম্ম কৈলি বিপরীত।
মহামুনি পতি তোর লোকনমস্কৃত॥
বৃদ্ধি দেখি নিজ পতি তেজি আপনার॥
মোর কুলে কলঙ্ক করিতে কৈলি জার।
মহাকুলে জনমিয়া আপনা খাইলি।
পিতৃকুল পতিকুল দুই মজাইলি॥
হাসিতে লাগিলা কন্যা শুনিঞা উত্তর।
তোমার জামাতা এই মুনি যোগেশ্বর॥
তত্ত্ব না জানিঞা পিতা বল অকারণ।
আদি হৈতে কহিল সকল বিবরণ॥
শুনিঞা বিস্মিত রাজা আনন্দে পূরিল।
নিজ পুরে গিয়া তবে যজ্ঞ আরম্ভিল॥
চ্যবন আনিঞা রাজা কৈল মহাযাগ।
অশ্বিনীকুমার যাহে পাইলা যজ্ঞভাগ॥

সোমপান করাইল চ্যবনেত তেজে।
এ বোল শুনিঞা ক্রোধে কৈল দেবরাজে॥
কাটিবার তরে বজ্র তুলি লৈল হাথে।
চ্যবনে স্তম্ভিয়া হাথ রাখে সেই মতে॥
তবে ইন্দ্র আজ্ঞা দিলা অশ্বিনীকুমারে।
সোমপান কৈল তাঁরা যজ্ঞের ভিতরে॥
শর্য্যাতির তিন পুত্র হৈল উৎপত্তি॥
আনর্ত্ত মধ্যম তার আছিল নৃপতি॥
তার পুত্র আছিল রেবত বলবান্।
সমুদ্রে নির্ম্মল পুরী কুশস্থলী নাম॥
একশত পুত্র তার রেবতী কুমারী।
কন্যা লয়্যা গেল রাজা যথা ব্রহ্মপুরী॥
তখনে গন্ধর্ব্বগণ পিতামহ সনে।
হেনকালে গেলা রাজা ব্রহ্মা-বিদ্যমানে॥
ক্ষণেক বিলম্বে রাজা কৈল নিবেদন।
আজ্ঞা কর এক বর কন্যার কারণ॥
রাজার বচন শুনি বলে প্রজাপতি।
পুত্র পৌত্র নাহি তার কুলের সন্ততি॥
সাতাশী চৌযুগ বহি গেল এতকাল।
চল তুমি হবে বলরাম অবতার॥
পৃথিবীর ভার রাম করিব খণ্ডন।
অনন্ত ধরণীধর সহস্র-বদন॥
অবতার আপনে করিব ক্ষিতিতলে।
তবে কন্যা দিহ তুমি রামের গোচরে॥
আজ্ঞা শিরে ধরি রাজা আইলা নিজপুরে।
বলরাম অবতার হৈল যত কালে (১)॥
তাবৎ আছিলা রাজা অবধি করিয়া।
তবে বলভদ্রে দিল কন্যা সমর্পিয়া॥
বদরিকাশ্রমে নরনারায়ণ স্থানে।
তপ সাধি গেল রাজা বৈকুণ্ঠভুবনে॥
নভগের পুত্র হৈল নাভাগ নৃপতি।
তার পুত্র হৈল অম্বরীষ মহামতি॥
মহাভাগবত রাজা ধর্ম্ম অবতার।
সপ্তদ্বীপে দণ্ডধর এক অধিকার॥
ব্রহ্মশাপ নষ্ট হৈল যার বিদ্যমানে।
হেন অম্বরীষ রাজা বিদিত ভুবনে॥
তবে রাজা জিজ্ঞাসিল কহ মুনিবর।
ব্রহ্মশাপে কিরূপে তরিল ক্ষিতীশ্বর॥
এ বড় বিস্ময় গুরু কহ বিবরণ।
তবে শুকদেব তার কহেন কারণ॥

---

(১) পাঠান্তর,—"তার পরে"।

অম্বরীষ মহাভাগ সপ্তদ্বীপ পতি।
অতুল বৈভব রাজ্য অনন্ত বিভূতি॥
হেন রাজ্য পদে তাঁর নৈল বস্তুজ্ঞান।
সকল দেখিল যেন স্বপন সমান॥
কৃষ্ণ-বৈষ্ণবের সেবা কৈল নিরন্তর।
জগৎ দেখিল যেন লোষ্ট্রের পাথর॥
কৃষ্ণ-পদযুগে মন কৈল নিয়োজনে।
হরিগুণ বিনে আন না কহে বদনে॥
করযুগে করে গৃহ মার্জ্জন লেপনে।
হরি-কথা বিনে আর না শুনে শ্রবণে॥
দুই চক্ষে দেখে সবে মুকুন্দ মন্দিরে।
ভকত-শরীর সভে পরশে শরীরে॥
গোবিন্দ-চরণ শ্রীতুলসী-আঘ্রাণ।
তাহা বিনে নাসিকায় নাহি নিল আন॥
মুকুন্দ নৈবেদ্য অন্নপান উপহার।
তাহা বিনে রসনায় না সেবিল আর॥
পদযুগে কৈল হরিক্ষেত্র পর্যটন।
নিরবধি করে শিরে চরণ বন্দন॥
গন্ধ মাল্য রাজবেশ দাস্যভাবে পরে।
সুখ ভোগ-হেতু কিছু বিলাস না করে॥
নিরবধি উত্তমশ্লোকের গুণে মতি। (১)
কভু অন্য চিত্তে না চিন্তিল নরপতি॥
তথু তার দণ্ড ভঙ্গ নহিল সংসারে।
এক চক্রে ক্ষিতিতল শাসিল সকলে॥
বিপ্র বৈষ্ণবের আজ্ঞা লঞা নিজ মাথে।
তবে কর্ম্ম করে রাজা হয়্যা সার্বহিতে॥
রাজসূয় অশ্বমেধ বহু যজ্ঞ করি।
বিবিধ দক্ষিণা দিয়া ভজিলা শ্রীহরি॥
বশিষ্ঠ গৌতম আদি মুনিগণে আনি।
নানা যজ্ঞ করিয়া ভজিলা চক্রপাণি॥
বহুবিধ ধন রত্ন বিবিধ সম্ভার।
বহুবিধ অন্ন পান দিব্য উপহার॥
দিব্য বেশ বসন ভূষণ অলঙ্কার।
যার যজ্ঞে নর নারী গন্ধর্ব্ব আকার॥
কেবা সুর কেবা নর কেহ না চিনিল।
যার যজ্ঞে দেবগণ স্বর্গ পাসরিল॥
হরি-গুণ চরিত্র অমৃত পান করি।
আনন্দে রহিল দেব স্বর্গ-পরিহরি॥
হেন মহাযজ্ঞ রাজা কৈলা শতে শতে।
কত মহাদান পুণ্য কৈলা কত মতে॥

কত কোটি মহারথ কত কোটি ঘোড়া।
কোটি কোটি গজ যেন পর্ব্বতের চূড়া॥
পশু বিত্ত সুত দার অনন্ত ভাণ্ডার।
এ সব দেখিল যেন বুদ্বুদ আকার॥
হেন ভাগবত অম্বরীষ নরেশ্বর।
চক্র যারে পাঠায়্যা দিলেন গদাধর॥
নিরবধি বিষ্ণুচক্রে যারে রক্ষা করে।
তাহার মহিমা কেবা কহিবারে পারে॥
তাঁর সম গুণ শীলে আছিল মহিষী
তার সহে ব্রত আরম্ভিলেন দ্বাদশী॥
এক বৎসরের ব্রত পূর্ণ যদি হৈল।
কার্ত্তিক মাসের একাদশী ব্রত আইল॥
ত্রিরাত্রি করিয়া রাজা দ্বাদশীর দিনে।
যমুনার জলে স্নান করিয়া বিধানে॥
মধুবনে কৈল রাজা কৃষ্ণ-আরাধনে।
মহারাজ-অভিষেক কৈল নারায়ণে॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ বিবিধ সম্ভার।
বহুবিধ দিব্য বস্ত্র দিব্য অলঙ্কার॥
দিব্য পরিচ্ছদ করি পূজিল শ্রীহরি।
ব্রাহ্মণ পূজিলা তবে কৃষ্ণে মন ধরি॥
রজতের খুর শৃঙ্গ কনকে রচিত।
ষড়র্ব্বুদ ধেনু নানা ভূষণে ভূষিত॥
ভকত ব্রাহ্মণগণ বিচার করিয়া।
তার ঘরে দিল রাজা আপনে পঠায়্যা॥
দিব্য অন্ন দ্বিজগণে করায়ে ভোজনে।
পারণা করিতে আজ্ঞা মাগিল ব্রাহ্মণে॥
হেনকালে দুর্ব্বাসা মুনির আগমন।
দেখিয়া সম্ভ্রমে রাজা উঠিলা তখন॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাজা পূজিল বিধানে। (১)
চরণে ধরিয়া রাজা কৈলা নিবেদনে॥
কৃপা যদি কর গোসাঞি করহ পারণ।
রাজার বচন মুনি না কৈল লঙ্ঘন॥
স্বীকার করিয়া গেলা যমুনার জলে।
স্নান করি মহামুনি নিত্যকর্ম্ম করে॥
হেনকালে দ্বাদশীর ক্ষণ বহি যায়।
ব্রাহ্মণের সহে রাজা বিচারিয়া চায়॥
ব্রাহ্মণ লঙ্ঘিলে দোষ হয় অতিশয়।
দ্বাদশীর ক্ষণ গেলে ব্রতভঙ্গ হয়॥
কোন্ কর্ম্ম কৈলে আমি না পড়ি সঙ্কটে।
বিচার করিয়া দেব কহ তুমি ঝাটে॥

---

(১) "নিরবধি শ্রীবৈষ্ণব জনের সংহতি।" —পাঠান্তর।

(১) "পাদ্য অর্ঘ্য দিঞা মুনি বসাল্যা আসনে।" —পাঠান্তর।

দ্বিজগণে বলে তুমি কর জল পানে।
ব্রতরক্ষা নহিব ব্রাহ্মণ-অবজ্ঞানে ॥
ভক্ষণের মাঝে জলপান নাহি লেখি।
এই সনাতন ধর্ম্ম বেদ বিপ্র সাক্ষী ॥
এ বোল শুনিয়া রাজা করি জল পানে।
মুনির বিলম্বে রাজা রহে সাবধানে ॥
হেনকালে দুর্ব্বাসা মুনির আগমন।
আগু বাড়ি কৈল রাজা চরণ-বন্দন ॥
রাজার চরিত্র মুনি জানিল গেয়ানে।
প্রকোপে জ্বলিল যেন দীপ্ত হুতাশনে ॥
একেত দুর্ব্বাসা মুনি আরে উপবাসী।
জগৎ দহিতে পারে যার ক্রোধরাশি ॥
অতিথি বিধানে আমা করি নিমন্ত্রণ।
আমাকে না দিয়া আগে করিলি ভোজন ॥
ধন-রাজ্য-মদে তোর এত অহঙ্কার।
ভাল মন্দ না বুঝিয়া আরে দুরাচার ॥
বিষ্ণুভক্ত আপনাকে বোলাহ সংসারে।
গুরু দ্বিজ না মানিস এই অহঙ্কারে ॥
আজি সে করিব তোর সবংশে সংহার।
এ বোল বলিয়া জটা ছিণ্ডে আপনার ॥
সেই জটা দিয়া মুনি কৃত্যা নিরমিল।
প্রলয় আনলে যেন ধেয়্যা খাইতে আইল ॥
তমু অম্বরীষ রাজা না চিন্তিল মনে।
বিষ্ণুচক্রে কৃত্যা পুড়ি পেপিল তখনে ॥
ত্রৈলোক্যদহন চক্র দেখি ভয়ঙ্কর।
পলাঞা দুর্ব্বাসা মুনি চলিল সত্বর ॥
সুমেরু পর্ব্বত আদি যত গিরিদরী।
দশ দিগ আকাশ ভ্রমিল সুরপুরী ॥
সপ্তদ্বীপ সপ্তসিন্ধু এ সপ্ত পাতাল।
কোথাহ না দেখে মুনি আপন নিস্তার ॥
যথা যথা যায় চক্রে দেখে সেই স্থানে।
ব্রহ্মলোকে গেল তবে ব্রহ্মার শরণে ॥
ভয়ে কম্পবান মুনি কৈল নিবেদন।
বিষ্ণুচক্র হৈতে কর আমারে রক্ষণ ॥
ব্রহ্মা বলে শুন মুনি কহি তত্ত্ব কথা।
প্রভু যে করিব তাহা না হয় অন্যথা ॥
ক্রীড়াকালে করে প্রভু জগৎ নির্ম্মাণ ॥
প্রলয় সময়ে সব হয়ে ভগবান ॥
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজয়ে ভুরুভঙ্গে।
আপনে সংহার করে আপনার রঙ্গে ॥
আমি আদি শশী সূর্য্য সুরেশ শঙ্কর।
যার আজ্ঞা শিরে ধরি বহি নিরন্তর ॥
তার কালচক্র এই সংহার-মুরতি ॥
ইহা নিবারিতে পারি কাহার শকতি ॥
শিবলোক ধেয়্যা মুনি চলিল সত্বর।
শরণ মাগিল গিয়া শঙ্করগোচর (১) ॥
শিব বলে শুন মুনি আমার বচন।
প্রভুর উপরে প্রভু আছে কোন্ জন ॥
আমি ভব মহেশ্বর ব্রহ্মা লোকপিতা।
জগতের গতি পতি জগত-বিধাতা ॥
সনকাদি নারদ মুনীন্দ্র যোগেশ্বর।
যার মায়াপাশে বন্দী সব চরাচর ॥
বুঝিতে না পারি যার মায়া বলবতী।
তার নিজ চক্রতেজ অতুল শকতি ॥
সর্ব্বভাবে লহ গিয়া গোবিন্দ শরণ।
হরি সে করিতে পারে চক্র নিবারণ ॥
শিবের বচন শুনি দুর্ব্বাসা চলিল।
বৈকুণ্ঠ নগরে গিয়া ত্বরিতে উঠিল ॥
ভয়ে কম্পবান মুনি দেখিয়া তরাস।
কমলার সনে যথা বৈসে শ্রীনিবাস।
হা নাথ হা নাথ বলি পড়িল চরণে।
পরিত্রাণ কর প্রভু পশিনু শরণে ॥
মোর অপরাধ প্রভু ক্ষেম একবার।
না জানিঞা মুঞি বড় কৈলুঁ দুরাচার ॥
তোমার ভকতস্থানে কৈল অপরাধ।
একবার ক্ষেম প্রভু সর্ব্বলোকনাথ ॥
যার নাম শুনিঞা নারকী সব তরে।
শরণ পশিলুঁ তার চরণকমলে ॥
মুনির বচন শুনি পুরুষ পুরাণ।
আপনার তত্ত্বকথা কহে ভগবান ॥
ভকতের বন্ধু আমি ভকত-অধীন।
ভকত জনের সঙ্গে মোর নাহি ভিন ॥
হৃদয় হরিয়া মোর নৈল সাধুজনে।
আপনে ঈশ্বর নহি সাধুজন বিনে ॥
আপনাকে বড় মুঞি না বলি আপনে।
লক্ষ্মীদেবী বড় মোর নহে সাধু হনে ॥
অষ্টৈশ্বর্য্য দেখ মোর বৈকুণ্ঠ সম্পত্তি।
বৈষ্ণব হইতে বড় নহে অষ্টসিদ্ধি ॥
সুত বিত্ত গৃহ দার প্রাণ বন্ধুগণ।
সকল তেজিল যেবা আমার কারণ ॥
ইহলোক পরলোক সর্ব্বসুখ তেজে।
শরণ পশিয়া মোর পদযুগ ভজে ॥

(১) পাঠান্তর,—
"শরণ পশিল মুনি দেখিয়া শঙ্কর।"

মনেহ না লয় মোর তেজিতে তাহারে।
হৃদয়ে বান্ধিয়া মোরে তিলেক না ছাড়ে ॥
ভকতি করিয়া মোরে রাখে বশ করি।
স্বামী বশ করে যেন পতিব্রতা নারী ॥
চতুর্ব্বিধ মুক্তি মোর ভজনের ফল।
দিলেহ না লয় মুক্তি ভকতি-কুশল ॥
আমার সেবায় পূর্ণ অন্তর বাহিরে।
মুক্তিপদে বস্তুজ্ঞান নাহিক যাহারে ॥
ভকত-হৃদয়ে আমি থাকি সর্ব্বক্ষণ।
সতত হৃদয় মোর থাকে সাধুজন ॥
তাহা বিনে আমি কিছু না জানিয়ে আনে।
আমি বিনে তার চিত্ত অন্য নাহি জানে ॥
এ বোল বুঝিয়া মুনি চল তুমি ঝাটে।
শীঘ্র চলি যাহ তুমি রাজার নিকটে ॥
অপরাধ ক্ষেমাহ বিনয় বাক্য বলি।
বিনয়ে সকল কার্য্য সাধিবারে পারি ॥
শুনিঞা দুর্ব্বাসা মুনি প্রভুর বচনে।
চক্রভয়ে গেলা মুনি ত্বরিত গমনে ॥
অম্বরীষচরণ ধরিয়া দুই হাথে।
লোটায়্যা দুর্ব্বাসা মুনি পড়িলা ভূমিতে ॥
লাজে ভয়ে ব্যাকুলিত রাজা অম্বরীষ।
দেখিয়া মুনির দুঃখ হৈলা বিমরিষ ॥
তবে অম্বরীষ রাজা কোন বুদ্ধি করে।
নানা স্তুতি করি চক্র সাধিল বিস্তরে ॥
তুমি সব সত্য ধর্ম্ম তুমি যজ্ঞময়।
তুমি কাল তুমি যম তুমি লোকভয় ॥
কোটি কোটি কর তুমি ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়।
তোমার প্রতাপ-তেজ কার প্রাণে সয় ॥
সকল তেজিলুঁ মুক্তি ব্রাহ্মণ কারণে।
যজ্ঞ দান তপ জপ জনমে জনমে ॥
এই পুণ্যে ব্রাহ্মণের হউক প্রতিকার।
ব্রাহ্মণের অপরাধ ক্ষেম একবার ॥
কৃপা যদি থাকে মোরে বিপ্র রক্ষা কর।
ক্ষেমিয়া সকল দোষ (১) ব্রাহ্মণে উদ্ধার ॥
শুনিয়া সে সুদর্শন অম্বরীষ স্তুতি।
শান্ত হৈল বিষ্ণুচক্র অতুল শকতি ॥
শঙ্কটে তরিয়া মুনি সুস্থ হৈল মনে।
আশীর্ব্বাদ করি মুনি কি বলে বচনে ॥

(১) পাঠান্তর,—"কর্ম্ম"।

আমি সে দেখিলুঁ হরিভক্তের মহিমা।
ব্রহ্মা আদি দেবে যার দিতে নারে সীমা ॥
অপরাধ দেখি ক্ষমা করে সাধুজনে।
ভকতমহিমা ত্রিভুবনে নাহি জানে ॥
যার নাম শ্রবণে পাতকী সব তরে।
তাহার ভকততত্ত্ব কে জানিতে পারে ॥
অনুগ্রহ কৈলে রাজা তুমি দয়াময়।
ক্ষেমিয়া সকল দোষ খণ্ডাইলে সংশয় ॥
তবে রাজা দুর্ব্বাসার ধরিয়া চরণ।
প্রসন্ন করিয়া তারে করাল্যা ভোজন ॥
পারণা করিয়া বিপ্র শিরে দিয়া হাথ।
সন্তোষিত হৈয়া তবে কৈলা আশীর্ব্বাদ ॥
তোমার প্রসাদে কৃষ্ণ দেখিল সাক্ষাতে।
ভকত জনের তত্ত্ব জানিলুঁ বিদিতে ॥
তোমার আলাপ দরশন-পরশনে।
খণ্ডিল সকল দোষ মোর অভিমানে ॥
এতেক বচন বলি দুর্ব্বাসা চলিল।
এইরূপে গেল কাল বৎসর পুরিল ॥
বৎসরেক ছিলা রাজা করি জল পান।
পারণা করিতে তবে করে অবধান ॥
দিব্য অন্ন পান দিয়া ভুঞ্জাল ব্রাহ্মণে।
দ্বিজ অবশেষ দিয়া করয়ে পারণে ॥
এইরূপে নানা গুণ ধরে মতিমান্।
অম্বরীষ রাজা ছিল ভকতপ্রধান ॥
শ্রবণ কীর্ত্তন সেবা স্তবন বন্দন।
দান যজ্ঞ করিয়া ভজিল নারায়ণ ॥
তিন পুত্র হৈল তাঁর মহাবলবান্।
বিভজিয়া দিল রাজ্য করিয়া সমান ॥
বনে গেলা অম্বরীষ সকল তেজিয়া।
বিষ্ণুপদে গেলা রাজা কৃষ্ণ আরাধিয়া ॥
ধন্য পুণ্য পাপহর অম্বরীষ কথা।
কৃষ্ণগুণ-কীর্ত্তন ভকত-গুণ-গাথা ॥
যেবা কহে যেবা শুনে এ পুণ্য চরিত্র।
পুণ্যকর পাপহর পরম পবিত্র ॥
সর্ব্ব পাপ হরে তার বিষ্ণুলোকে গতি।
ভাগবত-আচার্য্যে কহিল যথামতি ॥ (১)

(১) "ভাগবত আচার্য্যের মধুর ভারতী"
—পাঠান্তর।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে নবম স্কন্ধে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অম্বরীষ ঘরে তিন পুত্র জনমিল।
বিরূপ প্রধান পুত্র তাহাতে আছিল॥
বিরূপের পুত্র হৈল পৃষদশ্ব নাম।
তার পুত্রে রথীতর মহা বলবান্॥
রথীতর রাজার অপত্য না জন্মিল।
অঙ্গিরা মুনিরে তবে নিবেদন কৈল॥
আপনে অঙ্গিরা মুনি কৈলা গর্ভাধান।
জনমিল তার পুত্র দ্বিজের প্রধান॥
রথীতরবংশ তবে হৈল দ্বিজজাতি।
ইক্ষ্বাকু বংশের কথা শুন নরপতি॥
ইক্ষ্বাকুর পুত্র একশত বলবান্।
তাহাতে বিকুক্ষি নিমি দণ্ডক প্রধান॥
ইক্ষ্বাকু করিল শ্রাদ্ধ পেয়্যা শুভকাল।
ডাকিয়া আনিল তবে বিকুক্ষি কুমার॥
মাংস আনি দেহ তুমি বিলম্ব না কর।
আমার বচনে তুমি শীঘ্র করি চল॥
চলিল বিকুক্ষি তবে তুরিত গমনে।
মারিয়া অনেক মৃগ আনিল যতনে॥
বনে গিয়া বিকুক্ষি ক্ষুধায় দুঃখ পাইল।
একগুটি শশ তার আপনে ভক্ষিল॥
সকল আনিয়া দিল বাপ-বিদ্যমানে।
বশিষ্ঠ তাহার তত্ত্ব জানিল গেয়ানে॥
কেমনে করিব যজ্ঞ দুষ্ট মাংস দিয়া।
অবশেষ মাংস দিল বালকে আনিঞা॥
এ বোল শুনিঞা রাজা বড় ক্রোধ কৈল।
দেশে হৈতে বিকুক্ষিরে দূর করি দিল॥
বাপে যদি তেজিল বিকুক্ষি পাইল লাজ।
পুণ্যবলে গেলা তবে ভকতসমাঝ॥
ভক্তি উপদেশ পাইল বৈষ্ণবের স্থানে।
পুণ্য তীর্থে বিকুক্ষি রহিলা সেই মনে।
শশক খাইয়া নাম শশাদ ধরিল।
জগতে শশাদ নাম পরচার হৈল॥
ইক্ষ্বাকু নির্ম্মল (১) রাজা চিরকাল ধরি।
অন্তকালে তনু তেজি গেল বিষ্ণুপুরী॥
শশাদ আসিয়া রাজা হৈল ক্ষিতিতলে।
সপ্তদ্বীপ পৃথিবী শাসিল বাহুবলে॥
পুরঞ্জয় নামে পুত্র জনমিল তার।
ককুৎস্থ তাহার নাম বিদিত সংসার॥

দেবে আর দানবে বাজিল মহারণ।
সহায় করিয়া তারে নিল দেবগণ॥
কৃষ্ণের বচনে তারে করিয়া সহায়।
সুরগণে যুদ্ধ করে করিয়া উপায়॥
যুদ্ধকালে পুরঞ্জয় কি বোলে বচন।
আমার বচন তুমি শুন দেবগণ॥
আমার বাহন যদি হয় শচীপতি।
তবে সে বুঝিতে পারি দৈত্যের সংহতি॥
ইন্দ্র বলে হৈব আমি তোমার বাহন।
চড়িয়া আমার স্কন্ধে তুমি কর রণ॥
তবে ইন্দ্র-কান্ধে চড়ি চলে পুরঞ্জয়।
বিষ্ণুতেজে তার বল হৈল অতিশয়॥
বেড়িল দৈত্যের পুরী লঞা সুরগণে।
বিন্ধিল সকল দৈত্যে চোখ চোখ বাণে
ভল্ল ভিন্দিপালে দৈত্যে কৈল খানখান।
কথো দৈত্য পলাইল লইঞা পরাণ॥
জিনিঞা দৈত্যের পুরী দিল পুরন্দরে।
এই সে কারণে ইন্দ্রবাহ নাম ধরে॥
ইন্দ্রকান্ধে চড়িয়া সে করিল সংগ্রাম।
সে-কারণে ককুৎস্থ বোলয়ে আর নাম
তিন নামে পুরঞ্জয় বিদিত সংসার।
জন্মিল অনেনা নামে তাহার কুমার॥
অনেনার পুত্র হৈল পৃথু মহাবল।
বিশ্বগন্ধি তার পুত্র পুণ্যকলেবর॥
চন্দ্র নামে তার পুত্র মহা ধনুর্দ্ধর।
যুবনাশ্ব তার পুত্র নৃপতিশেখর॥
শ্রাবস্ত তাহার পুত্র মহাবলবান্।
সেই সে শ্রাবস্তীপুরী করিলা নির্ম্মাণ
তার পুত্র বৃহদশ্ব বিদিতসংসার।
কুবলয়াশ্ব পুত্র জনমিল তার॥
উতঙ্ক মুনির প্রীত করিবার তরে।
ধন্ধু নামে অসুরে মারিল বাহুবলে॥
একুশ সহস্র পুত্র মারিয়া সংহতি।
ধুন্ধু সনে মহাযুদ্ধ কৈল নরপতি॥
তার মুখ-আনলে পুড়িল পুত্রগণ।
অবশেষ মাত্র সে রহিল তিন জন॥
দৃঢ়াশ্ব কপিলাশ্ব ভদ্রাশ্ব নাম যার।
তিন পুত্র তার রণে পাইল প্রতীকার
দৃঢ়াশ্বের তনয় হর্য্যশ্ব তার নাম।
তার পুত্র নিকুম্ভ আছিল বলবান্॥

---

(১) পাঠান্তর, "আছিল"।

বহুলাশ্ব নামে তার জন্মিল কুমার।
কৃশাশ্ব তাহার পুত্র বিদিত সংসার ॥
তার পুত্র সেনজিৎ হইল উৎপতি।
যুবনাশ্ব তার পুত্র মহানরপতি ॥
যুবনাশ্ব নৃপতির না ছিল সন্ততি।
এক শত ভার্য্যা তার মহা গুণবতী ॥
ঋষিগণ আসি যজ্ঞ কৈলা পুত্রকামে।
নিশাকালে রাজা গেলা সেই যজ্ঞস্থানে ॥
মন্ত্রজসে পূর্ণ ঘট দেখি বিদ্যমান।
তৃষ্ণাতে আকুল রাজা কৈল জল পান ॥
নিদ্রা হৈতে মুনিগণ উঠিল সত্বরে।
কলসে না দেখি জল পুছিল রাজারে ॥
রাজা বলে মুনিগণ কর অবধান।
না জানিঞা আমি সে করিলুঁ জল পান ॥
ঋষিগণ শুনিঞা চিন্তিল মনে মনে।
দৈবনিবন্ধন কেবা করিব খণ্ডনে ॥
ঈশ্বরনির্ম্মিত কেবা করিব খণ্ডন।
অদৃষ্ট মানিঞা বনে গেলা মুনিগণ ॥
উদর ভেদিয়া তার গর্ভ নিঃসরিল।
দেবে বর দিল রাজা প্রাণে না মরিল ॥
ভূমিতে পড়িয়া শিশু কান্দিতে লাগিল।
অমৃত-অঙ্গুলি দিয়া ইন্দ্র জীয়াইল ॥
ধরিল মান্ধাতা নাম দেব পুরন্দরে।
পুত্র লঞা যুবনাশ্ব রাজ্যভোগ করে ॥
তপ যজ্ঞ করি রাজা ভজিল শ্রীহরি।
তনু তেজি যুবনাশ্ব গেল সুরপুরী ॥
তবে রাজ্যপদ পাইলা মান্ধাতা কুমার।
সপ্তদ্বীপা ক্ষিতিতল যার অধিকার ॥
যার নামে দস্যুগণ হয় তরাসিত।
ত্রসদ্দস্যু আর নাম ভুবনে বিদিত ॥
মান্ধাতার সম আর নাহি হয় রাজা।
স্বর্গে থাকি দেবগণ করে যার পূজা ॥
যাবৎ প্রকাশ করে শশী দিবাকর।
যতেক প্রমাণ আছে ধরণীমণ্ডল ॥
তার নিজ অধিকার তাবৎ প্রমাণ।
একচক্রে পৃথিবী শাসিল বলবান্ ॥
চক্রবর্ত্তী মহারাজা একদণ্ডধর।
ত্রসদ্দস্যু নাম দস্যু জিনিঞা সকল ॥
শত শত যজ্ঞ কৈল কোটি কোটি দান।
নানাকর্ম্ম করিয়া ভজিল ভগবান্ ॥
সর্ব্ব ধর্ম্মে সন্তোষিল সর্ব্বদেবময়।
ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব পূজা কৈল অতিশয় ॥
কাল দেশ দ্রব্য মন্ত্র বিবিধ সম্ভার।
এ সব মান্ধাতা হৈতে হৈল পরচার ॥ (১)
মান্ধাতার তিন পুত্র হৈল বলবান্।
পুরুকুৎস অম্বরীষ মুচুকুন্দ নাম ॥
পঞ্চাশ দুহিতা তার উপজিল আর।
তার কথা কহি রাজা তোমার গোচর ॥
আছিল সৌভরি মুনি জলের ভিতরে।
যমুনার হ্রদে তপ করে নিরন্তরে ॥
মীনরাজ ক্রীড়া করে জলের ভিতরে।
পুত্র পরিবার লঞা আনন্দে বিহরে ॥
তাহা দেখি শ্রদ্ধা হৈল সৌভরির মনে।
মৎস্যরাজ সুখে ভাল আছে এই মনে ॥
পুত্র পৌত্র লয়্যা জলে করয়ে বিহার।
অগাধ সলিলে সুখে আছে এতকাল ॥ (২)
আমি তপ করি দশ সহস্র বৎসর।
নিরুচ্ছাস হয়্যা আছি জলের ভিতর ॥
এইরূপে কথো দিন বিনোদ করিয়া।
পাছে তপ করিব সকল সম্বরিয়া ॥
এ বোল বলিয়া মুনি উঠিলা উপরে।
হৃদয়ে চিন্তিয়া মুনি কোন যুক্তি করে ॥
দেখিয়া দুর্গত আমা বিকৃত আকার।
কেহ ত না দিবে কন্যা করিয়া বিচার ॥
মান্ধাতার ঘরে আছে পঞ্চাশ দুহিতা।
মাগিলেই দিব এক কন্যা মহাদ তা ॥
এ বোল বলিয়া মুনি গেলা তার স্থানে।
পূজিলা মান্ধাতা রাজা আতিথ্যবিধানে ॥
মুনি বলে শুন রাজা বচন আমার।
সূর্য্যবংশে তুমি রাজা ধর্ম্ম অবতার ॥
একখানি কন্যাদেহ মাগিল তোমারে।
এ বোল শুনিঞা রাজা কোন যুক্তি করে ॥
নখ দন্ত গলিত পলিত সব অঙ্গ।
দেখিতেই সর্ব্ব লোক হয়ে মনোভঙ্গ ॥
দেখিয়া বিকটরূপ হৃদয়ে বিষাদ।
যদিবা না দিব কন্যা ফলিব প্রমাদ ॥
হৃদয়ে চিন্তিয়া রাজা দৃঢ় কৈল মনে।
কর যোড়ে বলে কিছু বিনয় বচনে ॥

---

(১) অন্য পুঁথিতে ইহার পরবর্ত্তী চরণদ্বয়ে অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে :—
"ভাগবত আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী।
মান্ধাতার কথা এই মধুরস বাণী।"

(২) পাঠান্তর,—
"অগাদ সলিলে আসি সুখে ক্রীড়া করে"।

কন্যাগণ আপনে করিব স্বয়ম্বর ।
এ বোল বুঝিয়া আজ্ঞা কয় যোগেশ্বর ॥
আপনে চলিয়া যাহ কন্যা-অন্তঃপুরে ।
যার ইৎসা হবে সেই বরিব তোমারে ॥
এ বোল বলিয়া সঙ্গে দিল পুরজনে ।
প্রবেশ করিল গিয়া কন্যার ভবনে ॥
হেনকালে যোগেশ্বর কোন যুক্তি করে ।
কামকোটি জিনিঞা সুন্দর রূপ ধরে ॥
কন্যাপুরে যাই মাত্র কৈলা পরবেশ ।
কন্যাগণে গালাগালি বাজিল বিশেষ ।
কেহ বলে মোর যোগ্য এই বর হয় ।
কেহ বলে আমি সে বরিল মহাশয় ॥
কেহ বলে তার আগে কৈলুঁ স্বয়ম্বর ।
কেহ বলে তার যোগ্য নহে এই বর ॥
এইরূপে কন্যাকুলে বাজিল কন্দল ।
তুরিতে চলিয়া তথা গেলা নরেশ্বর ॥
অদভুত যোগবল দেখি বিদ্যমানে ।
পঞ্চাশ দুহিতা বিভা দিল মুনি সনে ॥
কন্যাগণ লয়্যা মুনি গেলা তপোবনে ।
বিশ্বকর্ম্মা ডাক দিয়া আনিলা তখনে ॥
হেম মণি বিবিধ বিচিত্র স্থানে স্থানে ।
রতনরচিত পুরী কাঞ্চননির্ম্মাণে ॥
যার সম পুরী নাহি ইন্দ্রের ভুবনে ।
নির্ম্মিঞা পঞ্চাশ পুরী দিল সেই ক্ষণে ॥
কুবের আনিঞা দিল বহুবিধ ধন ।
বহুবিধ অন্ন পান বসন ভূষণ ॥
পঞ্চাশ সুন্দরী মুনি থুই পুরে পুরে ।
যোগবলে আপনে পঞ্চাশ রূপ ধরে ॥
দিব্য বেশ ধরে হেম মণি অলঙ্কারে ।
ভার্য্যাগণ লয়্যা মুনি করনে বিহারে ॥
সুগন্ধি কুসুমবন ভৃঙ্গ বিরাজিত ।
শুক পিক বিহগ বিবিধ সুনাদিত ॥
তরল বিমল জল দীঘি সরোবর ।
কুমুদ কমল ফুল নীল উৎপল ॥
হংস কারণ্ডব জলচর উত্তরোল ।
সুললিত নদ নদী তরঙ্গ কল্লোল ॥
নানারূপে নানা ক্রীড়া করে স্থানে স্থানে ।
এইরূপে ক্রীড়া করে লঞা নারীগণে ॥
মান্ধাতা রাজার মনে দুঃখ নিরন্তর ।
কন্যা দেখিবারে বনে গেলা নরেশ্বর ॥
পাত্রগণে কৈল রাজা রাজ্য সমর্পণ ।
সঙ্গে কিছু কৈল সৈন্য বৃদ্ধ দ্বিজগণ

মুনির সঙ্কোচে সৈন্য না কৈল সংহতি ।
তবে তপোবনে উত্তরিলা নরপতি ॥
দিব্য পুরী দেখে রাজা বনের ভিতরে ।
দাণ্ডায়্যা রহিল রাজা পরের দুয়ারে ॥
দ্বারী পাঠাইয়া জানাইল মুনিস্থানে ।
তুরিতে আসিয়া মুনি কৈল সম্ভাষণে ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাজায় পূজিল বিধানে ।
পুরীর ভিতরে রাজায় নিল সেই ক্ষণে ॥
রতনে নির্ম্মিত ঘর মণি-সিংহাসনে ।
তাহাতে বসায়ে রাজায় পূজিল বিধানে ॥
দিব্য অন্ন পান দিয়া করাল্য ভোজন ।
দিব্য বস্ত্র দিব্য গন্ধ অঙ্গে বিলেপন ॥
দিব্য বেশ ভূষণ বিবিধ পরিচ্ছদ ।
দেখিয়া মান্ধাতা রাজা হৈল নিশবদ ॥
কন্যা ডাক দিয়া রাজা আনে বিদ্যমানে ।
পুছিল সকল কথা কন্যাসন্নিধানে ॥
কহিল সকল তত্ত্ব রাজার দুহিতা ।
সকলে কহিব আমি আপনার কথা ॥
আমার নিকট মুনি তিলেক না ছাড়ে ।
ভগিনীগণের কিছু জিজ্ঞাসা না করে ॥
মুনির প্রসাদে সর্ব্ব সুখে আনন্দিতা ।
ভগিনীগণের দুঃখে কেবল দুঃখিতা ॥
কন্যার বচন তবে শুনি নরপতি ।
তথাই রহিল রাজা এক দিনরাতি ॥
রাত্রিশেষে গেলা আর পুরীর দুয়ারে ।
দ্বারী জানাল্য গিয়া মুনির গোচরে ॥
শুনিঞা সৌভরি রাজায় কৈল সম্ভাষণ ।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া কৈল স্বাগত বচন ॥
পুরীর ভিতরে রাজায় নিল মুনীশ্বর ।
দিব্য গন্ধ বস্ত্র দিয়া পূজিল বিস্তর ॥
বসিতে আসন দিলা রতনমন্দিরে ।
দিব্য অন্ন-পান দিল নানা পরকারে ॥
তবে রাজা ডাক দিয়া কন্যাকে পুছিল ।
পূর্ব্বরূপ কথা এই কন্যারে কহিল ॥ (১)
এইরূপে পুরে পুরে গেলা দিনে দিনে ।
দেখিল সকল পুরী পুরুষ সমানে ॥
সেইরূপে কৈলা মুনি রাজার সম্ভাষা ।
প্রতিপুরে প্রতি কন্যায় করিল জিজ্ঞাসা ॥
প্রীতি কন্যা সেইরূপ দিলেন উত্তর ।
বিস্ময় ভাবিয়া মনে রহে নরেশ্বর ॥

---

(১) "সেইরূপ কথা কন্যা তাহাই কহিল ।"
—পাঠান্তর ।

সপ্তদ্বীপ পৃথিবী যাহার অধিকার।
খণ্ডিল চিত্তের তার রাজ অহঙ্কার॥
বিদায় হইয়া রাজা নিজ পুরে আসি।
কহিল সকল কথা রাজাসনে বসি॥
পাত্র মিত্র পুরজনে শুনিঞা বিস্মিত।
কহিতে কহিতে রাজা হৈল বিমোহিত॥
এইরূপে করে মুনি বিবিধ বিহার।
সুখ ভোগ করিতে রহিল চিরকাল॥
সন্তোষ না হয় মনে চিত্তে মুনিরাজ।
চিত্ত নিবারিতে নারে বাঢ়ে অনুরাগ॥
মুনি হয়্যা কৈলুঁ আমি স্ত্রীসঙ্গে নিবাস।
মীন সঙ্গে কৈলুঁ আমি আপনা বিনাশ॥
তপ যোগ তত্ত্বজ্ঞান নিয়ম আচার।
কুসঙ্গে সকল ধর্ম্ম খণ্ডিল আমার॥
স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ হানি করে সাধুজনে।
সর্ব্বধর্ম্ম হরে নারী সঙ্গী দরশনে॥
মৎস্য সহ দরশন হৈল আচম্বিতে।
তা দেখিয়া আমিহ হইলুঁ বিমোহিতে॥
প্রথমে আছিলুঁ আমি মাত্র একেশ্বর।
পঞ্চাশ বনিতা সঙ্গ হৈল তারপর॥
পঞ্চ সহস্র হইল পুত্র পরিবার।
তথুত নহিল চিত্তে সন্তোষ আমার॥
চিত্ত সমাধিয়া মুনি তেজিল সকল।
তপ করিবারে বনে গেলা একেশ্বর॥
তীব্র তপ করিয়া ভজিল নারায়ণে।
নিজ অঙ্গে যোগবলে জ্বালে হুতাশনে॥
শরীর পোড়ায়্যা মুনি গেলা দিব্যগতি।
পঞ্চাশ বনিতা তার আছিল সংহতি॥
তারা প্রবেশিল সেই দীপ্ত হুতাশনে।
পতি সনে দিব্যগতি পাইল নারীগণে॥
সৌভরি মুনির কিছু কহিল চরিত। (১)
মান্ধাতার বংশকথা শুন পরীক্ষিৎ॥
মান্ধাতার তিন পুত্র বংশের প্রধান।
পুরুকুৎস অম্বরীষ মুচুকুন্দ নাম॥
পুরুকুৎস পুত্রে পাইল রাজ্য অধিকার।
সপ্তদ্বীপে দণ্ডভঙ্গ নহিল তাহার॥
পুরুকুৎস বিভা কৈল নর্ম্মদা নাগিনী।
নাগগণে আনি দিল নাগের ভগিনী॥
নর্ম্মদা নাগিনী তারে নিল রসাতলে।
গন্ধর্ব্বের সনে তথা বাজিল কন্দলে॥
মারিয়া গন্ধর্ব্ব নাগে কৈলা পরিত্রাণ।
তবে নিজ রাজ্যে উত্তরিলা বলবান॥
পুরুকুৎসের পুত্র হৈল ত্রসদস্যু নামে।
তার পুত্র অনরণ্য বিদিত ভুবনে॥
হর্য্যশ্ব তাহার পুত্র বিদিত সংসারে।
তার ঘরে জনমিল প্রারুণ কুমারে॥
জনমিল তার পুত্র ত্রিবন্ধন নামে।
ত্রিশঙ্কু তাহার পুত্র বিদিত ভুবনে॥
ত্রিশঙ্কুর চণ্ডালত্ব পিতৃশাপে হৈল।
অধোমুখ হয়্যা গিয়া আকাশে রহিল॥
তার পুত্র হরিশ্চন্দ্র জগতে বিদিত।
তার গুণ কহি কিছু শুন পরীক্ষিত॥
হরিশ্চন্দ্র রাজা যদি হৈল ক্ষিতিতলে।
সপ্তদ্বীপ পৃথিবী শাসিল বাহুবলে॥
মহাদান মহাযজ্ঞ কৈল শতে শতে।
হরিশ্চন্দ্র গুণ-কথা না পারি কহিতে॥
সর্ব্বস্ব দক্ষিণা যজ্ঞ রাজসূয় করি।
স্ত্রীপুত্র বিকিল নিজে দুঃখ পরিহরি॥
আপনা বিকায়্যা রাজা দিলেন দক্ষিণা।
বিশ্বামিত্র কৈল তারে কপটে ভণ্ডনা॥
পরীক্ষা করিয়া দিল অন্তরীক্ষগতি।
কামগতি দিব্য রথ পাইল নরপতি॥
পুত্র দার পরিজন লঞা দিব্য রথে।
ভ্রমণ করয়ে রাজা অন্তরীক্ষ পথে॥
কত কত পুণ্য গুণ চরিত্র তাহার।
হরিশ্চন্দ্র মহারাজা ধর্ম্ম-অবতার॥
তার পুত্র রোহিত হরিত তার সুত।
চম্প নামে তার পুত্র অতি অদভুত॥
চম্প রাজা চম্পা নামে পুরী নিরমিল।
সুদেব তাহার পুত্র পৃথিবী শাসিল॥
তার পুত্র বিজয় ভরুক তার সুত।
তার পুত্র বৃক তার তনয় বাহুক॥
রাজ্য অধিকার তার নিল রিপুগণে।
ভার্য্যা লঞা বাহুক পালয়্যা গেল বনে।
বৃদ্ধ হয়্যা মৈল রাজা সেই মুনি-বনে।
তার ভার্য্যা প্রবেশিতে গেল হুতাশনে॥
ঔর্ব্ব মুনি আসিয়া করিল নিবারণ।
না কর প্রবেশ মাতা কহিব কারণ॥
গর্ভবতী নারী অনুমরণ না করে।
চক্রবর্ত্তী পুত্র আছে তোমার উদরে॥
মুনির বচনে বাণী চিত্ত স্থির করে।
পরলোক-কর্ম্ম কৈল বিধি অনুসারে

---

(১) ইহার পর অন্য পুঁথিতে অধ্যায় শেষ হইয়াছে।

রিপুগণে তার গর্ভে দিয়াছিল গর।
গর সহে জনমিল পুত্র মহাবল॥
তে-কারণে মুনি নাম রাখিল সগর।
জিনিল সকল রিপু এক ধনুর্দ্ধর॥
তালজঙ্ঘ যবন হৈহয় আদি করি
বশিষ্ঠের শরণ পশিল সব অরি॥
খেদিয়া তুলিল লঞা গুরু বিদ্যমানে।
বশিষ্ঠে সাধিয়া তারে কৈল নিবারণে॥
দাড়ি চুল মুড়াঞা করিল ছারখার।
সব রিপুগণে কৈল বিকৃতি আকার॥
তবে রাজসিংহাসনে বসিল সগর।
ভুজবলে শাসিল সকল ক্ষিতিতল॥
ঔর্ব্ব মুনি আসিয়া দিলেন উপদেশ।
নানা যজ্ঞ করিয়া ভজিলা হৃষীকেশ॥
সুমতি কেশিনী দুই সগরের নারী।
সুমতির পুত্র জনমিল মহাবলী॥
ষাটি সহস্র তারা সব সাগর নামে।
ঘোড়া রাখিবারে গেল বাপের বচনে॥
হরিয়া যজ্ঞের ঘোড়া নিল পুরন্দরে।
কপিলনিকটে লয়্যা থুইল রসাতলে॥
সগর-কুমার সব লোকমুখে শুনি।
শতেক প্রহর পথ খুদিল মেদিনী॥
কপিলের শাপে ভস্ম হৈল পুত্রগণে।
বাঢ়িল সগরকীর্ত্তি তাহার কারণে॥
কেশিনীর পুত্র হৈল অসমঞ্জস নাম।
তার পুত্র জনমিল নামে অংশুমান্॥
পিতামহে আজ্ঞা দিল অশ্ব আনিবারে।
তবে অংশুমান্ গিয়া নামিলা পাতালে
কপিল দেবের তবে নানা স্তুতি কৈল।
তুষ্ট হয়্যা মুনীশ্বর তারে বর দিল॥
অশ্ব লয়্যা দেহ পিতামহ-বিদ্যমানে।
হের-দেখ ভস্ম হয়্যা আছে পিতৃগণে॥
গঙ্গাজলে এসবে করিহ পরিত্রাণ।
অশ্ব লঞা শীঘ্র তুমি চল অংশুমান॥
প্রণাম করিয়া অশ্ব আনিল সত্বরে।
অশ্ব লঞা যজ্ঞ সিদ্ধি কৈল নরেশ্বরে॥
অংশুমানে রাজ্য দিয়া রাজা গেল বনে।
বিষ্ণুপদে গেলা রাজা ছুটিল বন্ধনে॥
চিরকাল ধরি তপ কৈল অংশুমান্।
গঙ্গা আনিবারে না পারিল মতিমান্॥ (১)

(১) ইহার পর অন্য পুথিতে অধ্যায় শেষ হইয়াছে।

তার পুত্র জনমিল দিলীপ কুমার।
তার পুত্র ভগীরথ বিদিত সংসার॥
ভগীরথ তপ করি গঙ্গা আরাধিল।
দ্রবময়ী ব্রহ্ম গঙ্গা ভূমিতে আনিল॥(১)
ভস্ম হয়্যা পিতৃগণ যথাতে আছিল।
পতিতপাবনী গঙ্গা তথাতে আনিল॥
গঙ্গাজলে ভস্ম পরশিল যেইক্ষণে।
সেইক্ষণে স্বর্গপুরে গেল পিতৃগণে॥
এই কোন অদ্ভুত বলিবারে পারি।
পাতকী তরয়ে যার নাম মাত্র ধরি॥
হেন প্রভু-চরণে গঙ্গার উত্তপত্তি।
পাতকী তারিব তার এ কোন শকতি॥
দূরে থাকি বলে যদি গঙ্গা গঙ্গা বাণী।
দুরিত হরয়ে গঙ্গা ভববিমোচনী॥
ভগীরথ পুত্র জনমিল শ্রুত নাম।
নাভ নামে তার পুত্র মহাবলবান॥
সিন্ধুদ্বীপ নামে তার পুত্র জনমিল।
তার পুত্র অযুতায়ু পৃথিবী শাসিল॥
জনমিল ঋতুপর্ণ তনয় তাহার।
সৌদাস তাহার পুত্র বিদিত সংসার॥
বশিষ্ঠের শাপে তার রাক্ষসত্ব হৈল।
গঙ্গাজল পরশনে পরিত্রাণ পাইল॥
দ্বিজপত্নী শাপ তারে দিল ক্রোধ করি।
নারীসঙ্গ না করিল সেই দিন ধরি॥
তে-কারণে পুত্র তার পুরবে না ছিল।
বশিষ্ঠে আনিঞা পাছে পুত্র জন্মাইল॥
সপ্তবর্ষ গর্ভ তার আছিল উদরে
মদয়ন্তী গর্ভ আর ধরিতে না পারে॥
পাথরে উদর হানি গর্ভ প্রসবিল।
তে-কারণে পুত্রের অশ্মক নাম হৈল॥
মূলক তাহার পুত্র হৈল উত্তপত্তি।
তার পুত্র দশরথ নামে নরপতি॥
তার পুত্র মহাবাহু ঐড়বিড়ি নামে।
তার পুত্র বিশ্বসহ বিদিত ভুবনে॥
খট্বাঙ্গ তনয় তার চক্রবর্ত্তী রাজা।
ইন্দ্র আদি দেবগণে কৈল তার পূজা॥
সুরগণে নিল তার যুদ্ধ করিবারে।
জিনিঞা অসুরে দেব রাখিল সমরে॥
বর মাগিবারে আজ্ঞা দিল সুরগণে।
জিজ্ঞাসিল মহারাজা বিবুধ সদনে॥

(১) "তপস্যা করিয়া গঙ্গা তথাই আনিল।" —পাঠান্তর

আগে কহ মোর কত পরমায়ু আছে।
বুঝিয়া মাগিব বর যেবা মনে আছে॥
কহিল দেবতাগণ করিয়া বিচার।
একমুহূর্ত্তেক আছে জীবন তোমার॥
তবে রাজা বলে আমি মাগি এই বর।
ইহার ভিতরে যেন ভজি দামোদর॥
দেবগণে মেলি তবে এই বর দিল।
তবে সেই ক্ষণে রাজা শ্রীহরি ভজিল॥
সর্ব্বভাবে কৈল রাজা শ্রীহরি ভজন।
বিষ্ণুপদে প্রবেশিল ছুটিল বন্ধন॥
তিলেক ভজিয়া রাজা গেল ভব তরি।
সর্ব্বকাল ভজে তারে কি বলিতে পারি॥
খট্বাঙ্গের পুত্র হৈল দীর্ঘবাহু নামে।
তার পুত্র রঘুরাজা বিদিত ভুবনে॥
রঘুর তনয় অজ জগতে বিদিত।
তার পুত্র দশরথ ভুবন পূজিত॥
যার ঘরে পূর্ণ ব্রহ্ম রাম অবতার।
রাবণ বধিয়া কৈল সীতার উদ্ধার॥
এক ব্রহ্ম চারি অংশে ধরে চারি নাম।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত প্রধান॥
আর অংশে শত্রুঘ্ন মহাধনুর্দ্ধর।
রামায়ণে রামগুণ কহিল বিস্তর॥
তাঁর গুণ-কথা কিছু কহিব সংক্ষেপে।
যে যে কর্ম্ম নারায়ণ কৈলা রামরূপে॥
বিশ্বামিত্র রামে লৈল যজ্ঞ রাখিবারে।
তাড়কা রাক্ষসী পথে প্রথমে সংহারে॥
মারীচ সুবাহু আদি মারি নিশাচরে।
বিশ্বামিত্র যজ্ঞ রক্ষা করে তার পরে॥
জনকের ঘরে তবে গেলেন শ্রীরাম।
তিন শত বীরে ধরি আনে ধনুখান॥
বাম হাথে ধরিয়া ধনুকে দিল চড়া।
ভাঙ্গিল হরের ধনু চমৎকার ক্রীড়া॥ (১)
নির্ঘাত শবদ তার উঠিল নিষ্ঠুর।
নগ নাগ পৃথিবী কাঁপিল সুরপুর॥
তবে সীতাদেবী বিভা কৈলা নারায়ণ।
পরশুরামের সনে পথে দরশন॥
নিঃক্ষত্রিয় কৈলা পৃথ্বী তিন সপ্তবার।
তার দর্প হরে রোধি স্বরগ-দুয়ার॥

(১) "ভাঙ্গিল শিবের ধনু রাম উরু দিয়া"
—পাঠান্তর।
অন্যচ্চ,—বাম হাথে ধরিয়া ধনুতে দিল টান।
ভাঙ্গিল শিবের ধনু হৈল খান খান॥

রাজ্য তেজি গেল প্রভু বাপের বচনে। (১)
জানকী লক্ষ্মণ সনে ভ্রমে বনে বনে॥
শূর্পণখা রাক্ষসীর কাটে নাক কাণ।
খর দূষণ কাটে রাক্ষস প্রধান॥
একক ধানুকী রাম এক ধনু শর।
চতুর্দ্দশ সহস্র বধিলা নিশাচর॥
শুনিঞা রাবণ রাজা জ্বলিল অন্তরে।
মায়ামৃগ মারীচে পাঠায় ছলিবারে॥
আসিয়া কনক মৃগ দিল দরশনে।
মৃগ অনুসারে গেলা সীতার বচনে।
তপস্বীর বেশে সীতা হরিল রাবণ।
মারীচ মারিয়া রাম ফিরিলা তখন॥
সীতা না দেখিয়া রাম হৈল অচেতন।
তবে দুই ভাই শোকে ভ্রমে বনেবন॥
শোকছলে প্রভু রাম জগতে বুঝায়।
নারী সঙ্গে সর্ব্বলোক এই দুঃখ পায়॥
সুগ্রীবের সঙ্গে তবে করিলা মিতালী।
বিন্ধিয়া মারিল তবে বালি মহাবলী॥
সুগ্রীবের সঙ্গে করি কটক সঞ্চয়।
সীতার উদ্দেশ কিছু করিলা নির্ণয়॥
লঙ্কায় পাঠাইল হনুমান্ মহাবল।
শত প্রহরের পথ লঙ্ঘিয়ে সাগর॥
সীতাবার্ত্তা আনি দিলা শ্রীরামের গোচর।
সাজিয়া বানর-সেনা চলিলা সত্বর॥
শঙ্কর বিরিঞ্চি যার ধেয়ায় চরণ।
সিন্ধুতীরে হেন রাম হৈল উপসন্ন॥
ক্রোধে রাম চলিলা ঈষৎ ভুরুভঙ্গে।
ক্ষোভিল সাগর ভয়ে থরহরি অঙ্গে॥
উথলিল (২) কুম্ভীর মকর মীনচয়।
মূর্ত্তিমান্ হয়্যা সিন্ধু দিল পরিচয়॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দুই পূজিল চরণ।
করযোড় করি সিন্ধু কি বোলে বচন॥
জড়বুদ্ধি জলময় কি জানিতে পারে।
প্রকৃতি-পুরুষ পর তুমি মহেশ্বরে॥
সাগর বান্ধিয়া তুমি সুখে হও পার।
সবংশে রাবণ রাজায় করহ সংহার॥
সাগর বান্ধিয়া যশ রাখ ত্রিভুবনে।
সুখে পার হও তুমি লয়্যা কপিগণে॥
তবে রাম আজ্ঞা দিলা বান্ধিতে সাগর।
পর্ব্বত আনিতে তবে চলিল বানর॥

(১) পাঠান্তর,—"সত্যের কারণে"।
(২) পাঠান্তর,—"তরাসিত।"

নল নীল আদি যত বানর-প্রধান।
অঙ্গদ গন্ধমাদন বীর হনুমান্॥
পর্ব্বত আনিঞা কৈল সাগর বন্ধন।
কপিগণ লঞা পার হৈলা নারায়ণ॥
সুবেল পর্ব্বতে রাম বসিলা আপনে।
বিভীষণ তথা আসি পশিল শরণে॥
বানর কটকে তবে চৌদিগে বেঢ়িল।
চিন্তিয়া রাবণ রাজা সঙ্কটে পড়িল॥
কুম্ভ নিকুম্ভ অতিকায় কুম্ভকর্ণ।
নরান্তক দেবান্তক ধূম্র বিকম্পন॥
প্রহস্ত দুর্ম্মুখ মেঘনাদ আদি করি।
কোটি কোটি রাক্ষস সৈন্যের অধিকারী॥
চতুরঙ্গ সেনা সাজি রণে আগুয়ান।
বানর রাক্ষস সনে বাজিল সংগ্রাম॥
সুগ্রীব লক্ষ্মণ হনুমান্ নল নীল।
শত শত (১) সেনাপতি রণে মহাবীর॥
গাছ পাথর গিরি গদা মুদ্গরে।
বধিল রাক্ষস সব দণ্ড পরহারে॥
বড় বড় সেনাপতি পড়িল সমরে।
ইন্দ্রজিৎ কাটা গেল রণের ভিতরে॥
শুনিঞা রাবণ রাজা ক্রোধে প্রজ্বলিত।
খট্টা হইতে লাফ দিয়া উঠে আচম্বিত॥
চঢ়িয়া পুষ্পক রথে ধাইল সত্বরে (২)।
রাম তরে রথ পাঠাইলা পুরন্দরে
শ্রীরাম রাবণে তবে বাজিল সংগ্রাম।
হাসিয়া কি বলে তবে পুরুষ-প্রধান॥
আরে-রে রাবণ তুঞি দুষ্ট দুরাচার।
পুরুষ অধম তুঞি কুলের অঙ্গার।
ব্যর্থ বেটা এতেক করিস্ অহঙ্কার।
এখনি পাঠাব তোরে যমের দুয়ার॥
এতেক বলিয়া রাম পুরুষ প্রধান।
বাম হাতে তুলিল গাণ্ডীব ধনুখান॥
ধনুকে যুড়িলা রাম অর্দ্ধচন্দ্র বাণ।
লীলায়ে ছাড়িল বাণ ধানুকি প্রধান॥
দশ মুণ্ড কাটিয়া করিল কুড়ি খান।
পড়িল রাবণ রাজা পর্ব্বত সমান॥
জয় জয় শবদ উঠিল ত্রিভুবনে।
পতি লয়্যা বিলাপ করয়ে নারীগণে॥
বিভীষণে রাজা করি লঙ্কায় স্থাপিল।
জানকী রাঘবে তবে দরশন হৈল॥

(১) পাঠান্তর,—"যত যত"।
(২) পাঠান্তর,—"আইলা শমরে"।

সীতা লঞা কৈলা রাম রথে আরোহণ।
হনুমান সুগ্রীব চলিল বিভীষণ॥
কোটি কোটি চলিল বানর সেনাপতি।
রথে চড়ি চলে রাম ত্রিভুবনপতি॥
সুরগণে করে দিব্য পুষ্প বরিষণ।
আকাশমণ্ডলে বাজে দুন্দুভি-বাজন॥
ব্রহ্মা আদি দেবে করে নানা স্তুতিগান।
চলিলা অযোধ্যাপুরে শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
রাম-আগমন কথা ভরত শুনিল।
পাদুকা করিয়া শিরে আনন্দে চলিল॥
বিবিধ সাজন সেনা বিবিধ বাজন।
কোটি কোটি ছত্র বানা চামর সাজন।
অঞ্জলি উপরে দুই পাদুকা ধরিয়া।
ভরত প্রণাম কৈল চরণে পড়িয়া॥
দুই হস্তে তুলি রাম দিলা আলিঙ্গন।
নয়ান আনন্দজলে করাল্য মজ্জন॥
প্রণাম করিলা বৃদ্ধ দ্বিজ গুরুগণে।
তুষিলা সকল লোকে বিনয় বচনে॥
রাম দরশনে লোকে উঠিল আনন্দে।
বাহু পাসরিল লোক প্রেম অনুবন্ধে॥
প্রবাল তণ্ডুল ফল পুষ্প বরিষণ।
বসন ঢুলায়্যা নাচে সব পুরজন॥
ভরতে পাদুকা লৈল শিবের উপরে।
বিভীষণ সুগ্রীব রামেরে ছত্র ধরে॥
শত্রুঘ্ন ধরিল রামের ধনুর্ব্বাণ।
অঙ্গদ ধরিলা খড়্গ রামের যোগান॥
সীতাদেবী কমণ্ডলু লৈল নিজ করে।
জাম্ববান রামের কবচ শিরে ধরে॥
চড়িয়া পুষ্পক রথে চলেন শ্রীরাম।
অযোধ্যা প্রবেশ কৈলা পুরুষ-প্রধান॥
প্রবেশ করিয়া নিজপুরে ভগবান্।
মায়ের চরণে রাম করিলা প্রণাম॥
সৎমায়ের চরণে করিয়া পুরস্কার।
একে একে পুরজনে কৈলা নমস্কার।
যতন করিয়া সব মুনিগণে আনি।
নানা তীর্থজল চারি সাগরের পানি॥
উদার চরিত্র রাম গুণের নিধানে।
ভকতবৎসল রাম পুরুষ পুরাণে॥
মহারাজ অভিষেক করিয়া বিধানে।
রাজরাজেশ্বর করি বসাল্যা আসনে।
ধর্ম্মে প্রজা পালিল শাসিল বসুমতী।
সর্ব্বলোক আনন্দে আছিল দিন রাতি॥

দুঃখ শোক জরা ব্যাধি অকাল মরণ।
বলিতে না ছিল কিছু দুঃখের কারণ॥
আনন্দে পূর্ণিত লোক রহে সর্ব্বকাল।
সর্ব্ব সুখ আছিল রামের অধিকার॥
নানা যজ্ঞ দান করি বিবিধ বিধানে।
আপনি আপনা রাম কৈলা আরাধনে॥
অন্নদান ভূমিদান বসন ভূষণ।
বিবিধ দক্ষিণা দিয়া পূজিলা ব্রাহ্মণ॥
দুষ্টজন-দমন সুজন-পরিত্রাণ।
এইরূপে রাজ্যপদ করেন শ্রীরাম॥
আপনে বুঝিতে রাম এ লোকচরিত।
রজনী সময়ে রাম বুলে অলক্ষিত॥
নগরে নগরে রাম বুলে অলক্ষিতে।
এক বাণী কহিত শুনিল আচম্বিতে॥
জানকী নহিস্ তুঞি আমি নহি রাম।
রাম যেন করিল কুচ্ছিত হেন কাম॥
রাবণে হরিল সীতা রাম তারে আনে।
রাম হেন আমাকে দেখিল অনুমানে॥
এ সব বচন রাম শুনি নিজ কাণে।
লোক-অপবাদ করি ভয় কৈল মনে॥
তবে রাম বনবাসে জানকী পাঠায়।
আপনে করিয়া কর্ম্ম এ লোক বুঝায়॥

বাল্মীকি-আশ্রম দেবী রহে কথোকাল।
কুশ লব নামে দুই জন্মিল কুমার॥
মুনিবিদ্যমানে দুই পুত্র সমর্পিয়া।
পাতালে পশিলা দেবী ধরণী ভেদিয়া॥
সীতার গমন শুনি রাম নৃপবর।
হৃদয়ে ভাবিয়া শোক কান্দিলা বিস্তর॥
স্ত্রী-পুরুষে সঙ্গ হয় দুঃখ মাত্র সার।
লোক বুঝাইতে করে এত পরকার॥
ত্রয়োদশ সহস্র বৎসর পরিমাণে।
ব্রহ্মচর্য্য করি রাজ্য পালিল বিধানে॥
ভকতহৃদয়ে পদযুগ আরোপিয়া।
বৈকুণ্ঠ চলিল প্রভু পৃথিবী ত্যজিয়া॥
রামের অতুল যশ বিদিত সংসারে॥
লীলায় শরীর ধরি কৈলা অবতারে॥
যেবা রাম দেখিল আছিল সন্নিধানে।
রামের চরিত্র যেবা শুনিল শ্রবণে॥
সকল অযোধ্যাবাসী নিল নিজধামে।
হেন দয়ানিধি রাম গুণের নিধানে॥
সর্ব্ব পাপ হরে তার দুঃখ বিমোচনে।
রামের চরিত্র যেবা শুনে সাবধানে॥
রামচন্দ্র চরিত্র অমৃত-রস-বাণী।
ভাগবত-আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে নবম স্কন্ধে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২॥

তৃতীয় অধ্যায়।

কুশপুত্র অতিথি নিষধ পুত্র তার।
তার পুত্র নভ নামে হৈলা মহীপাল॥
তার পুত্র জনমিল পুণ্ডরীক নামে।
ক্ষেমধন্বা তার পুত্র নৃপতি প্রধানে॥
দেবানীক তার পুত্র সমরে সুধীর।
অহীন তনয় তার হৈল মহাবীর॥
পারিপাত্র তার পুত্র মহা নরেশ্বর।
জনমিল তার পুত্র নামে বলস্থল॥
তার পুত্র অর্ক তার পুত্রে বজ্র নাম।
সুগণ তনয় তার মহা অনুষ্ঠান॥

তার পুত্র জনমিল বিধৃতি নৃপতি।
তার পুত্র হিরণ্যনাভ নামে নরপতি॥
হিরণ্যনাভের পুত্র পুষ্প নামে হৈল।
ধ্রুবসন্ধি নামে তার পুত্র জনমিল॥
সুদর্শন সুত তার অগ্নিবর্ণ নামে।
শীঘ্র নামে তার পুত্র মহা বলবানে॥
মরুত তনয় তার মহা যোগেশ্বর
যোগবলে রাখয়ে আপন কলেবর॥
আছেন কলাপগ্রামে অবিদিত রূপে।
কলিযুগ পর্য্যন্ত থাকিব সেইরূপে॥

সত্যযুগে সূর্য্যবংশ করিব বিস্তার।
প্রসুশ্রুত নামে তার জন্মিল কুমার॥
সন্ধি নামে পুত্র তার পুত্র অমর্ষণ।
মহস্বান নামে তার পুত্র উত্তপন্ন॥
তার পুত্র বিশ্ববাহু নামে নরপতি।
তাহার প্রসেনজিৎ পুত্র মহামতি॥
তক্ষক নামেতে তার নন্দন আছিল।
তার পুত্র মহাবল নামে বৃহদ্বল॥
মারিল তোমার বাপ তাহারে সমরে।
কহিল ইক্ষ্বাকুবংশে নৃপতি বিস্তারে॥
ভবিষ্য কহিব তবে শুনহ রাজন্।
বৃহদ্বল পুত্র জনমিব বৃহদ্রণ॥
উপাবৃত্ত তার পুত্র হৈব নরপতি।
বৎসবৃদ্ধ তার পুত্র হৈব মহামতি॥
প্রতিব্যোম তার পুত্র হৈব ভানু নাম।
দিবাকর তনয় তার হৈব বলবান্॥
সহদেব তার পুত্র হৈব মহাবল।
বৃহদশ্ব তার পুত্র হৈব নরেশ্বর॥
তার পুত্র জনমিব নামে ভানুমান্।
জনমিব তার পুত্র প্রতীকাশ্ব নাম॥
সুপ্রতীক তার পুত্র হৈব নরেশ্বর।
মরুদেব তার পুত্র পুণ্যকলেবর॥
সুনক্ষত্র তার পুত্র হৈব নরপতি।
পুষ্কর তনয় তার হৈব উৎপত্তি॥
অন্তরীক্ষ তার পুত্র সুতপা তনয়।
মিত্রজিৎ তার পুত্র হৈব মহাশয়॥
বৃহদ্রাজ তার পুত্র হৈব বর্হি নামে।
কৃতঞ্জয় তার পুত্র জন্মিব ভুবনে॥
সঞ্জয় তাহার পুত্র হৈব মহাবল।
শাক্য নামে তার পুত্র পুণ্যকলেবর॥
শুদ্ধোদ তনয় তার হৈব নরপতি।
জন্মিব লাঙ্গল তার পুত্র মহামতি॥
জন্মিব প্রসেনজিৎ তাহার নন্দনে।
তাহার তনয় তবে হৈব ক্ষুদ্র নামে
ক্ষুদ্রকের তনয় কুলক নামে হৈব।
কুলকের তনয় সুরথ জনমিব॥
সুমিত্র তনয় তার হৈব নরেশ্বর।
সুমিত্রান্ত সূর্য্যবংশ কহিলুঁ সকল॥
নিমি নামে মহারাজা ইক্ষ্বাকুতনয়।
মহাযজ্ঞ আরম্ভিল নিমি মহাশয়॥
যজ্ঞ করিবারে নিমি বশিষ্ঠে বরিল।
শুনিঞা বশিষ্ঠ কিছু বিলম্ব করিল॥
প্রথমে বরিল আমা ইন্দ্র শচীপতি।
তার যজ্ঞ করিয়া আসিব শীঘ্রগতি॥
প্রতীত না গেল রাজা মুনির বচনে।
চিন্তিল জীবন ধন স্বপন সমানে॥
ব্রাহ্মণ আনিঞা যজ্ঞ কৈল সমাধানে।
বশিষ্ঠ আসিয়া ক্রোধ কৈল দৃঢ়মনে॥
গুরু অবজ্ঞান তুমি কৈলে এত বড়।
এইক্ষণে পড়ুক তোমার কলেবর॥
গুরু শাপে দেহপাত হেল সেই ক্ষণে।
নিমি মহারাজা তবে গেলা স্বর্গস্থানে॥
দ্বিজগণে যজ্ঞ তার কৈল সমাপনে।
আসিয়া যজ্ঞের ভাগ লৈলা দেবগণে॥
দ্বিজগণে তার দেহ রাখিয়া যতনে।
নিবেদন কৈলা তবে দেবগণস্থানে॥
নিমি রাজায় জীয়াইল সব দেব মেলি।
তবে নিমি রাজা বলে করযোড় করি॥
মোর কার্য্য নাহি আর শরীর বন্ধনে।
এই বর মাগি সব দেবের চরণে॥
তবে দেবগণ তারে দিলা এই বর।
আঁখির নিমিষ হয়্যা রহ নিরন্তর॥
ধরিয়া নিমিষরূপ জীবের নয়নে।
নিমি রাজা জগতে রহিলা সেইক্ষণে (১)॥
দ্বিজগণ মথিল রাজার কলেবর।
জনমিল তাহে এক মহাধনুর্দ্ধর॥
জনমিল মন্থনে মিথিল নাম হৈল।
বিদেহ কারণে নাম বৈদেহ ধরিল॥
জনমিল দেখয়া জনক নাম হৈল॥
মিথিলা নগর তেঁহো নিরমাণ কৈল॥
তার পুত্র উদাবসু নামে নরপতি।
নন্দিবর্দ্ধন তার পুত্র মহামতি॥
সুকেতু তনয় তার পুত্র দেবরাত॥
তার পুত্র বৃহদ্রথ নিজকুলনাথ॥
তার পুত্র সুধৃতি আছিল নরেশ্বর।
ধৃষ্টকেতু পুত্র তার মহা ধনুর্দ্ধর॥
হর্য্যশ্ব তনয় তার সুত মরু নাম।
প্রতীপ তাহার পুত্র মহা বলবান্॥
কৃতিরথ তার পুত্র সুত দেবমীঢ়।
তার পুত্র বিশ্রুত আছিল মহাবীর॥
বিশ্রুতের পুত্র জনমিল মহাধৃতি।
কৃতিরাত তার পুত্র আছিল নৃপতি॥

---

(১) পাঠান্তর—"সেই মনে"।

মহারোমা স্বর্ণরোমা হ্রস্বরোমা নাম।
হ্রস্বরোমার পুত্র শীরধ্বজ বলবান্॥
যজ্ঞ করিবারে ভূমি চষিল নৃপতি।
লাঙ্গলে উঠিল সীতাদেবী রূপবতী॥
শীরধ্বজ নাম তার হৈল তে-কারণে।
সীতাদেবী লাঙ্গলে উঠিল ভূমি হনে॥
শীরধ্বজপুত্র হৈল কুশধ্বজ নাম।
ধর্ম্মধ্বজ পুত্র তার হৈল বলবান্॥
তার পুত্র মিতধ্বজ নামে নরপতি।
খাণ্ডিক্য তনয় তার হৈল মহামতি॥
তার পুত্র জনমিল নামে ভানুমান্।
তার পুত্র শতদ্যুম্ন মহাবলবান্॥
শুচি নামে তার পুত্র হৈল নরপতি।
তার পুত্র সনদ্বাজ নামে মহামতি॥
উর্দ্ধকেতু পুত্র তার মহা ধনুর্দ্ধর।
পুরুজিৎ পুত্র তার পুণ্যকলেবর॥
তার পুত্র জন্মিল অরিষ্টনেমি নামে।
শ্রুতায়ু তনয় তার নৃপতিপ্রধানে॥
চিত্ররথ তার পুত্র মহা নরেশ্বর।
ক্ষেমাধি তনয় তার পুণ্যকলেবর॥
তার পুত্র সমরথ নৃপতিপ্রধান।
সত্যরথ পুত্র তার মহাবলবান্॥
উপগু তনয় তার মহা নরপতি।
উপগুপ্ত তার পুত্র রাজা মহামতি॥
তার পুত্র বস্বনন্ত তার যযুধান।
সুভাষণ তার পুত্র নৃপতিপ্রধান॥
শ্রুত নামে তার পুত্র তার পুত্র জয়।
বিজয় তনয় তার ঋত মহাশয়॥
ঋতপুত্র শুনক শাসিল বসুমতী।
বীতহব্য তার পুত্র তার পুত্র ধৃতি॥
বহুলাশ্ব তার পুত্র মহা নরেশ্বর।
কৃতি নামে তার পুত্র পুণ্যকলেবর॥
নিমিবংশে জনমিল যত নরপতি।
ধর্ম্মপরায়ণ তারা দানে দৃঢ়মতি॥
একান্ত ভকতি করি ভজিল শ্রীহরি।
অন্তকালে তনু তেজি গেলা বিষ্ণুপুরী॥
তবে রাজা শুন তুমি যে কহিব আর।
সাবধানে শুন চন্দ্রবংশের বিস্তার॥
প্রলয় সাগরে হরি অনন্ত শয়নে।
যোগনিদ্রা করিয়া আছিলা নারায়ণে॥
তার নাভিপদ্মে ব্রহ্মা হৈল উৎপন্ন।
ব্রহ্মার তনয় হৈলা অত্রি তপোধন॥

চন্দ্র উপজিল অত্রি মুনির নয়নে।
জনমিল চন্দ্রের তনয় বুধ নামে॥
বুধের জনম কথা শুন পরীক্ষিৎ।
বৃহস্পতি আছিলা দেবের পুরোহিত॥
তারা নামে তাঁর পত্নী পরম সুন্দরী।
আনিলা হরিয়া তারে চন্দ্র মহাবলী॥
বৃহস্পতি গেলা তবে চন্দ্র বিদ্যমানে।
মাগিল আপন ভার্য্যা অনেক যতনে॥
তবু তারা না ছাড়িয়া দিল শশধর।
তাঁহার কারণে তবে বাজিল সমর॥
বাজিল দেবতাসুরে তুমুল সংগ্রাম।
আর যুদ্ধ নাহি হয় তাহার সমান॥
মহাযুদ্ধ হৈল যাহে সুরাসুর-ক্ষয়।
সেই সে সময় হৈল রণ মহাভয়॥
তবে বৃহস্পতি গেলা ব্রহ্মার সদনে।
এ সব দুঃখের কথা কৈলা নিবেদনে॥
আপনে আসিয়া ব্রহ্মা ভর্ৎসিল বিস্তরে॥
তারাকে ছাড়িয়া তবে দিল শশধরে।
ক্রুদ্ধ হৈল তারাকে দেখিয়া গর্ভবতী।
বিস্তর ভর্ৎসিয়া গালি দিল বৃহস্পতি॥
ছাড় গর্ভ আরে রে পাপিনি এইক্ষণে।
গর্ভ প্রসবিল তবে পতির বচনে॥
প্রসবিল শিশু হেম-গৌর-কলেবরে।
বৃহস্পতি চন্দ্রে তবে বাজিল কন্দলে॥
বৃহস্পতি বলে তোর পুত্রে কোন্ দায়।
চন্দ্রে বলে এ বোল বলিতে না যুয়ায়॥
আপনার পুত্র বল নাহি বাস লাজ।
আপনার তনয় নিবে হেন মনে সাধ॥
দেবগণে ঋষিগণে তারাকে পুছিল।
লাজে পড়ি তারা কিছু উত্তর না দিল॥
ক্রোধ করি কুমার বলয়ে কোন বাণী।
উত্তর না দেহ কেন আরে রে পাপিনি॥
কাহার তনয় আমি বল সত্য করি।
উত্তর না দিলে তাথে তারকা সুন্দরী॥
তবে ব্রহ্মা ডাক দিয়া তারাকে আনিল।
প্রণয় বচনে ব্রহ্মা তাহারে পুছিল॥
লাজে হেঁট মাথা করি বলে ধীরে ধীরে।
চন্দ্রের কুমার দেব কহিল তোমারে॥
তবে ব্রহ্মা বুধ নাম ধরিল তাহার।
ধরিয়া আনিল চন্দ্র আপন কুমার॥
তারা লঞা বৃহস্পতি গেলা নিজ ঘরে।
ব্রহ্মা আদি দেব গেলা নিজ নিজ পুরে॥

পুরূরবা জনমিল বুধের তনয়।
ইলার উদরে জনমিল মহাশয়॥
তার রূপ গুণ শুনি উর্ব্বশী সুন্দরী।
মিত্রাবরুণের শাপে নারীরূপ ধরি॥
পুরূরবা ভজিল ইন্দ্রের বিদ্যাধরী।
না কহিলুঁ কথা কিছু সে সব বিস্তারি॥
ছয় পুত্র জনমিল উর্ব্বশী উদরে॥
আয়ু শ্রুতায়ু তার জ্যেষ্ঠ নাম ধরে॥
রয় বিজয় জয় সত্যায়ু প্রধানে।
বিজয়পুত্রের বংশ কহিয়ে এখনে॥
জন্মিল কাঞ্চন নামে বিজয় তনয়।
হোত্রক তাহার পুত্র হৈল মহাশয়॥
হোত্রিকের পুত্র জহ্নু বিদিত ভুবনে।
গণ্ডূষ করিয়া যিঁহ কৈল গঙ্গা পানে॥
জহ্নুর তনয় পুরু পুরুষ-প্রধান।
বলাক তনয় তার মহা বলবান্॥
অজক তনয় তার কুশ আর সুত।
তার পুত্রে কুশাম্বুজ মহা বলযুত॥
বসু নামে তার পুত্র কুশনাভাম্বুজ।
গাধি নামে তার পুত্র হৈল মহারাজ॥
তার কন্যা জনমিল সত্যবতী নামে।
আসিয়া ঋচীক মুনি মাগিল আপনে॥
দেখিয়া কুচ্ছিত বর গাধি নরেশ্বর।
ঋচীকের তরে তবে দিলেন উত্তর॥
সহস্রেক ঘোড়া শুক্লবর্ণ শ্যামকর্ণ।
আনিয়া দিবারে যদি পার তপোধন॥
তবে তুমি কন্যা সত্যবতী বিভা কর।
এ বোল বুঝিয়া তুমি শীঘ্র করি চল॥
চিন্তিয়া ঋচীক মুনি বিচারিল মনে।
মাগিল সহস্র ঘোড়া বরুণের স্থানে॥
সেইরূপ বেশে ঘোড়া দিল জলধরে।
ঘোড়া আনি দিল মুনি রাজার গোচরে।
তবে রাজা কন্যা বিভা দিল শুভক্ষণে।
সত্যবতী লঞা মুনি গেলা তপোবনে॥
অপুত্রক গাধি রাজা পুত্র নাহি হয়।
ডাক দিয়া ঋচীকে আনিল মহাশয়॥
পুত্রকামে মায়ে ঝিয়ে মুনি আরাধিল।
পুত্রের কারণে মুনি পুত্রযজ্ঞ কৈল॥
দুই মন্ত্রে দুই চরু সাধিয়া বিধানে।
স্নান করিবারে মুনি চলিলা আপনে॥
হেনকালে সত্যবতী কোন কর্ম্ম করে।
আপনার চরু সেহ দিল জননীরে॥

শ্রেষ্ঠ চরু আপনার বুঝি অনুমানে।
প্রেমভাবে দিল চরু মায়ের কারণে॥
আপনে মায়ের চরু করিল ভক্ষণ।
হেনকালে মহামুনি কৈল আগমন॥
দেখিয়া দুহার কর্ম্ম মুনি যোগেশ্বর।
ডাকিয়া ভার্য্যাকে আনি ভর্ৎসিল বিস্তর॥
কি কারণে দুষ্ট কর্ম্ম কৈলে এত বড়।
জন্মিল তোমার পুত্র মহাভয়ঙ্কর॥
শান্ত দান্ত ব্রাহ্মণ তোমার হৈব ভাই।
দৈবের নির্ব্বন্ধ করি শক্তিতে ঘুচাই॥
এ বোল শুনিঞা কন্যা ভয় পেয়্যা মনে।
পতিরে সাধিল তার ধরিয়া চরণে॥
ভয়ঙ্কর পুত্র মোর নহুক উদরে।
এ বোল শুনিঞা বর দিল যোগেশ্বরে॥
পুত্র ভয়ঙ্কর হৈব কুমার ব্রাহ্মণ।
জমদগ্নি পুত্র তবে হৈলা উৎপন্ন॥
ঋচীকের পুত্র, জমদগ্নি তপোধনে।
সত্যবতী গর্ভে জন্ম লভিলা আপনে॥
জমদগ্নি বিভা কৈল রেণুকা সুন্দরী।
তার পঞ্চ পুত্র জনমিলা মহাবলী॥
কনিষ্ঠ পরশুরাম বিষ্ণু-অবতার।
নিঃক্ষত্রিয় কৈলা পৃথ্বী তিন সপ্তবার॥
যেরূপে ক্ষত্রিয় নাশ কৈল মহাবীর।
তার কথা কহি শুন নৃপতি সুধীর॥
হৈহয় বংশের রাজা কার্ত্তবীর্য্য নামে।
দত্ত নারায়ণে তেঁহো কৈল আরাধনে॥
তুষ্ট হয়্যা দিল দত্তে সহস্রেক কর।
রিপুঞ্জয় অব্যাহত গতি যশ বল॥
অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য যোগেশ্বরগতি।
নারায়-প্রসাদে লভিল নরপতি॥
বরদর্পে মদগর্ব্ব বাঢ়িল-তাহার।
দিব্য নারী লয়্যা রাজা করয়ে বিহার।
ভাটিবাঁকে রহে রাজা নর্ম্মদার জলে।
দিব্য নারীগণ লয়্যা জলক্রীড়া করে॥
হস্তে আচ্ছাদিয়া জল যখনে রহায়।
উছল্যে (১) নদীর জল দুকূলে ভাসায়॥
তাহাতে শঙ্কর পূজে লঙ্কার রাবণ।
দিব্য উপহারে করে শিব আরাধন॥
ফুল ফল গেল তার জলেতে ভাসিয়া।
ক্রোধ করি যুদ্ধ কৈল সত্বরে আসিয়া॥

---

(১) পাঠান্তর,—"উজানে"।

কার্ত্তবীর্য্য হেলায় জিনিঞা বাহুবলে।
লয়্যা রাবণ রাজায় থুল্য কারাগারে॥
আসিয়া পুলস্ত্য মুনি রাবণ উদ্ধারে।
হেন কার্ত্তবীর্য্য রাজা হৈল ক্ষিতিতলে॥
এক দিন মৃগয়া করিতে গেলা বনে।
উত্তরিল জমদগ্নি মুনির সদনে॥
সসৈন্যে পূজিল মুনি আতিথ্যবিধানে।
দিব্য অন্ন পান দিয়া করাল্য ভোজনে॥
রাজ-আভরণ দিল বসন ভূষণ।
রাজপুরী রাজঘর রাজসিংহাসন॥
হবির্দ্ধানী ধেনু তার যোগবল ধরে।
প্রসবিয়া দিল সব রাজ-উপহারে॥
অতুল সম্পদ তার দেখিয়া নৃপতি।
মনে মনে চিন্তে রাজা কেমন যুগতি॥
হরিয়া মুনির ধেনু লৈল নিজপুরে।
শুনিঞা পরশুরাম জ্বলিল অন্তরে॥
ধরিয়া পরশু হস্তে মহা ধনু শর।
পাছে রাম ধাইল যেন দীপ্ত দিনকর॥
পুর পরবেশ রাজা করে হেনকালে।
উত্তরিল ভৃগুবর পুরের দুয়ারে॥
বাজিল তুমুল রণ অর্জ্জুনের সনে।
কার্ত্তবীর্য্য যুদ্ধ কৈল সবলবাহনে॥
সপ্তদশ অক্ষৌহিণী সেনা ভয়ঙ্কর।
কাটিল সকল সেনা একা ভৃগুবর॥
কোটি কোটি রথ ঘোড়া পবন সঞ্চার।
কোটি কোটি মহাগজ পর্ব্বত আকার॥
কোটি কোটি মহাবীর রণেতে প্রচণ্ড।
কাটিয়া রামের বাণে কৈলা খণ্ড খণ্ড॥
কাটা গেল সব সৈন্য রণের ভিতরে।
রকতে বহিল নদী শত শত ধারে॥
দেখিয়া অর্জ্জুন রাজা সৈন্যের বিনাশ।
ক্রোধ করি ধাইল যেন সূর্য্য পরকাশ॥
পাঁচ শত হাথে পাঁচ শত শরাসন।
পাঁচ শত হাথে শর দীপ্ত হুতাশন॥
পাঁচ শত বাণ রাজা জোড়ে একবারে।
কাটিল সকল বাণ রাম এক শরে॥
গাছ পর্ব্বত তারে মারিল পেলিয়া।
খণ্ড খণ্ড কৈলা রাম কুঠারে কাটিয়া॥
সহস্রেক ভুজ তার কাটে একবারে।
তবে মাথা কাটিয়া পেলিল ভূমিতলে॥
কার্ত্তবীর্য্য কাটা গেল রণের ভিতরে।
অযুত তনয় তার পলাইল ডরে॥
কার্ত্তবীর্য্য হেন বীর কাটিল হেলায়।
সবৎস আনিঞা ধেনু পিতাকে ভেটায়॥
অর্জ্জুনে কাটিয়া রাম থুইল চমৎকার।
ত্রিভুবন যুড়িয়া রহিল যশ তার॥
জমদগ্নি বলে তবে শুন বাছা রাম।
অকরণে কৈলে তুমি এতবড় কাম॥
সর্ব্বদেবময় রাজা সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
ব্রাহ্মণের যুদ্ধধর্ম্ম উচিত না হয়ে॥
ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণের নহিব বিকার।
ক্ষমায় সকল কর্ম্ম পারি সাধিবার॥
ক্ষমা কৈলে তুষ্ট হন প্রভু ভগবান্।
উচিত না হয় দ্বিজকুলে অভিমান॥
গুরু-দ্বিজ বধসম রাজ-বধ ধরি।
তীর্থ পর্য্যটনে বাপু চল শীঘ্র করি॥
তীর্থ সেবা করি তুমি হরি গুরু ভজ।
রাজবধ-পাপ বাপ এই মতে তেজ॥
বাপের বচন শুনি রাম মহাবল।
তীর্থ করিবাবে তবে চলিলা সত্বর॥
বাপের আজ্ঞায় করি তীর্থ পর্য্যটন।
বৎসর পূরিলে রাম কৈলা আগমন॥
রেণুকা নামে মাতা পতিসেবা করে।
একদিন গেলা তিঁহো জল ভরিবারে॥
দেখিল গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন নামে।
দেবীগণ লয়্যা ক্রীড়া করয়ে বিমানে॥
স্ত্রীস্বভাবে তাহাতে ক্ষণেক দিল চিত্ত।
হোমকাল মুনির বহিল আচম্বিত॥
সঙরিয়া পাছে মনে হৈলা সচকিতা।
জল ভরি শীঘ্র লয়্যা আইল রামমাতা॥
জল ঘট থুই দেবী ভয়েতে ব্যাকুলী।
রহিল মুনির আগে যোড় হাত করি॥
দেখিয়া পত্নীর হেন দুষ্ট ব্যবহার।
পুত্রগণ নিকটে দেখিল আপনার॥
আজ্ঞা দিল শির কাটি পেলহ সত্বরে।
বাপের বচনে কেহ না করিল ডরে॥ (১)
বুঝিয়া বাপের চিত্ত রাম ভৃগুবর।
দাঁড়াইল পিতা-আগে যুড়ি দুই কর॥
বাপে আজ্ঞা দিল রাম বিলম্ব না কর।
সপুত্র মায়ের মাথা শীঘ্র কাটি পেল॥
বাপের বচনে রাম না কৈল বিলম্ব।
কাটিয়া মায়ের মাথা কৈলা দুই খণ্ড॥

(১) পাঠান্তর,—
"বাপের বচন কেহ না পালিল ডরে।"

ভাইগণে কাটিল বাপের বিদ্যমানে।
শোক দুঃখ একই নহিল তার মনে॥
পুত্রের প্রভাব দেখি মুনি যোগেশ্বর।
বলে বর মাগ মাগ রাম ভৃগুবর॥
তো হইতে গুরুভক্তি লোকেতে প্রচার।
করিয়া সঙ্কট কর্ম্ম থ ইলে চ ৎকার॥
বর মাগ যে বর ইৎসহ ভৃগুপতি।
সেই বর দিব আমি তপের শকতি॥
রাম বলে সত্ত আমি মাগি এই বর।
জীউক আমার মাতা ভাই সহোদর॥
তা-সভা বধিল যেন নহে তার মনে।
এই বর মাগি পিতা তোমার চরণে॥
তুষ্ট হয়্যা জমদগ্নি দিলা সেই বর।
সেইক্ষণে জীল মাতা ভাই সহোদর॥
এইরূপে বৈসে রাম বাপের আশ্রমে।
ভাইগণে লয়্যা বনে গেলা এক দিনে॥
অর্জ্জুনের অযুত তনয় দুরাচার।
নিরবধি চিন্তিল রামের অপকার॥
শোকেতে ব্যাকুল তারা বাপের মরণে।
হেনকালে পশিল মুনির তপোবনে॥
কাটিয়া মুনির মাথা নিল আচম্বিতে।
রেণুকা রামের মাতা লাগিলা কান্দিতে॥
রাম রাম বলিয়া কান্দিল উচ্চস্বরে।
মায়ের ক্রন্দন রাম শুনে হেন কালে॥
তুরিতে আসিয়া দেখে বাপের মরণ।
দুঃখশোকে ভাইগণ হৈলা অচেতন॥
ভাইগণে সমর্পিয়া বাপের শরীর।
পরশু ধরিয়া রাম ধায় মহাবীর॥
বিক্রমের সীমা রাম রণেতে প্রচণ্ড।
কাটিয়া সকল বীর কৈলা খণ্ড খণ্ড॥
রিপুশির দিয়া মহাপর্ব্বত নির্ম্মিল।
ক্ষত্রিয়রুধিরে শত শত নদী হৈল॥
মহাধনুর্দ্ধর রাম বিষ্ণু-অবতার।
নিঃক্ষত্রির কৈলা পৃথ্বী তিনসপ্তবার॥
হরিল পৃথ্বীর ভার পিতৃবধছলে।
শোণিতে নির্ম্মিল নব হ্রদ থরে থরে॥
সমন্তপঞ্চক নাম ক্ষেত্রের ধরিল।
মহা পুণ্যতার্থ করি জগতে স্থাপিল॥
আনিঞা বাপের মাথা যুড়িল শরীরে।
বাপকে জীয়ায় রাম নিজ যোগবলে॥
ক্ষত্রিয় মারিয়া বশ কৈল মহীতল।
শত শত যজ্ঞ কৈল পৃথিবী-ভিতর॥
আপনে আপনা রাম পূজিল বিধানে॥
সমস্ত পৃথিবী দান কৈল দ্বিজগণে।
পুরুষ-পুরাণ রাম কমললোচন।
বিক্রমে কেশরী রিপুদল-বিনাশন॥
প্রচণ্ড কোদণ্ড ধরে দুরন্ত কুঠার।
ক্ষত্রিয়ে বধিতে হরি রাম অবতার॥
ক্ষত্রিয় বধিয়া রহে মহেন্দ্র পর্ব্বতে।
গন্ধর্ব্ব কিন্নরে স্তুতি করয়ে সাক্ষাতে॥
কলিযুগ খণ্ডিলে দিবেন দরশনে।
বেদশাস্ত্র পরচার করিব আপনে॥
কহিল পরশুরাম-চরিত্র ব্যাখ্যান।
সর্ব্বভূতপতি রাম পুরুষপ্রধান (১)।
গাধি রাজার কন্যা নামেতে সত্যবতী।
বর্ণিল তাহার বংশে রাম ভৃগুপতি॥
জনমিল মহাতেজা গাধির কুমার।
বিশ্বামিত্র নাম যার বিদিত সংসার॥
তপের প্রভাবে বিপ্র হৈলা মহাশয়।
তার ঘরে জনমিল শতেক তনয়॥
বিশ্বামিত্র বংশ কথা রহিল এই হৈতে।
বিস্তার করিয়া তাহা না পারি বর্ণিতে॥
বুধের কুমার হৈল পুরূরবা নাম।
তার ছয় পুত্র জনমিল বলবান্॥
জ্যেষ্ঠ-পুত্র আয়ু নামে পুত্রের প্রধান।
তার বংশ কহি রাজা কর অবধান॥
জনমিল তার পাঁচ পুত্র মহামতি।
সভায় প্রধান তার নহুষ নৃপতি॥
ক্ষত্রবৃদ্ধ রজি রাভ তিন পুত্র হৈল।
অনেনা তনয় তার কনিষ্ঠ আছিল॥
ক্ষত্রবৃদ্ধ-বংশ কথা কি কহিতে পারি।
যার বংশে অবতার কৈলা ধন্বন্তরি॥
যার নামে জীবের সকল রোগ হরে।
বিষ্ণু-অংশে ধন্বন্তরি বিদিত সংসারে॥
যার বংশে শৌনকাদি মুনির উৎপত্তি।
যার বংশে জনমিল অলর্ক নরপতি॥
রাজ্য ভোগ কৈল ষষ্টিসহস্র বৎসর।
সপ্তদ্বীপ ক্ষিতিতলে এক দণ্ডধর॥
এইরূপে কত কত হইল নৃপতি।
কহিব রজির বংশ শুন মহামতি॥

---

(১) অন্য পুথিতে ইহার পরবর্ত্তী চরণদ্বয়ে অধ্যায় শেষ হইয়াছে:—
"ভৃগুরাম-চরিত্র শুন অমৃতের বাণী।
ভাগবত-আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী॥"

রজি সম রাজা নাহি হয় ক্ষিতিতলে।
যাহার প্রসাদে স্বর্গ পাইল পুরন্দরে॥
দেবাসুরে যুদ্ধ কৈল দেবের ভুবনে।
দেবে যুদ্ধে হারিল জিনিল দৈত্যগণে॥
রাজি রাজা ভজিয়া নিলেন পুরন্দরে।
জিনিলা অসুর দল নিজ বাহুবলে॥
অসুরে জিনিঞা ইন্দ্রে দিল ত্রিভুবন॥
ইন্দ্রে ইন্দ্রপদ তবে কৈলা সমর্পণ॥
রজি রাজা লইল ইন্দ্রের অধিকার।
এইরূপে রাজ্যভোগ কৈল চিরকাল॥
তবে তনু তেজি রাজা গেল বিষ্ণুপুরে।
পঞ্চ শতপুত্র তার হৈল মহাবলে॥
ধরিয়া বাপের দায় ইন্দ্র অধিকারে।
দেবগণ সহ তারা স্বর্গ ভোগ করে॥
এইরূপে স্বর্গভোগ করে কথোকাল।
বৃহস্পতি তবে তার চিন্তিল প্রকার॥
যজ্ঞ করি তা-সভার করে মতিভঙ্গে।
ধর্ম্মপথ তেজি তারা চলিল কুসঙ্গে॥
তবে ইন্দ্র পঞ্চশত বধিল কুমার।
দেবগণ লয়্যা স্বর্গে করে অধিকার॥
এইরূপে হৈলা রজিবংশের বিনাশ।
নহুষবংশের কথা করিব প্রকাশ॥
নহুষের ছয় পুত্র বিদিত সংসারে।
যতি আর যযাতি শর্য্যাতি নাম ধরে॥
আয়তি বিয়তি আর কৃতি বলবান্।
নহুষের ছয় পুত্র আছিল প্রধান॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র যতি তেঁহো হরিপরায়ণ।
বাপে রাজ্য দিল তাথে না পাতিল মন॥
নহুষ আছিল ইন্দ্র স্বর্গ-অধিকারে॥
দ্বিজশাপে হৈল তিঁহো সর্পকলেবরে॥
যযাতি করয়ে তবে রাজ্যের পালন।
চারিদিগে স্থাপিল কনিষ্ঠ ভাইগণ॥
শুক্রের দুহিতা তিঁহো কৈলা পরিণয়।
মহাসুখে রাজ্য ভোগ করে মহাশয়॥
এ বোল শুনিঞা রাজা ভাবিল বিস্ময়।
কেন দ্বিজকন্যা তিঁহ কৈলা পরিণয়॥
শুক মুনি বলে রাজা কহিব কারণে।
যেরূপে সম্বন্ধ হৈল ব্রাহ্মণের সনে॥
বৃষপর্ব্ব নামে রাজা দৈত্য-অধিকারী।
আছিল শর্ম্মিষ্ঠা নামে তাহার কুমারী॥
এক দিন গেলা কন্যা স্নান করিবারে।
সখিগণ লয়্যা সঙ্গে নিজ পরিবারে॥
দেবযানী নামে কন্যা শুক্রের আছিল।
সখিভাবে দুইজনে কৌতুকে চলিল॥
তীরের উপরে পরিধান-বস্ত্র থুয়্যা।
জলকেলি করে তারা বিবসন হয়্যা॥
বহু ভাতি বহুবিধ বিবিধ খেলনে।
জলকেলি করে তারা যত সখিগণে॥
হেনকালে মহাদেব কৈলা আগমন।
পার্ব্বতীর সঙ্গ করি বৃষে আরোহণ॥
শিব দেখি সত্বরে উঠিল যত নারী।
যার যে যে বসন পরিল ত্বরান্বিত॥
না জানিঞা শর্ম্মিষ্ঠা করিল কোন কাম।
দেবযানীর বস্ত্র কৈল অঙ্গে পরিধান॥
তবে দেবযানী কোপে জ্বলিল অন্তরে।
ক্রোধ করি দিল গালি কম্পিত অধরে॥
দেখ দেখ আরে রে পাপিনী উনমতি।
দাসী-জাতি তুঞি ছার কি তোর শকতি॥
কেন বেটি করিস তু এত অহঙ্কার।
আমার বসনে তোর কিবা অধিকার॥
সহজেই ব্রাহ্মণের দাস শূদ্রজাতি।
করিবে বিপ্রের সেবা সভে দিন রাতি॥
ব্রাহ্মণের অবশেষ করিব আহার।
কুক্কুরের সবে যেন পিণ্ডে অধিকার॥
তপোবলে রাখে সৃষ্টি ব্রাহ্মণশকতি।
ব্রাহ্মণপ্রসাদে সৃষ্টি করে প্রজাপতি॥
দ্বিজমুখে বেদপথ ধর্ম্মের প্রচার।
ইন্দ্র আদি বেদ যারে করে নমস্কার॥
আপনে প্রণাম যারে (১) করে ভগবান্।
হেন দ্বিজসুতে বেটি তোর অবজ্ঞান॥
ভৃগুবংশ জাত আমি শুক্র হেন পিতা।
শূদ্রের অধম তুঞি অসুরদুহিতা॥
তুঞি ছার কেলি মোর এত অপকার।
করিমু ইহার শাস্তি রহ কথোকাল॥ (২)
এ বোল শুনিঞা বলে শর্ম্মিষ্ঠা কুমারী।
আরে দুরাচারিণী তু কেন দিলি গালি॥
সহজে ব্রাহ্মণ জাতি ভিক্ষা মাগি খায়।
কুক্কুর সমান গৃহস্থের মুখ চায়॥
যার ভাত খেয়্যা তুঞি জীস এত কাল।
তারে মন্দ বলিতে তোহোর অহঙ্কার॥
মুঞি শাস্তি করিলে রাখিব কার বাপে।

---

(১) পাঠান্তর,—"ব্রাহ্মণচরণে ভক্তি"।
(২) পাঠান্তর,—"দেখহ তৎকাল"।

প্রতিকার করি তোর দেখহ প্রতাপে ॥ (১)
এরূপে দেবযানীরে ভৎ'সিয়া বিস্তর।
ধরিয়া পেলিল তারে কূপের ভিতর ॥
শর্ম্মিষ্ঠা চলিয়া তবে গেলা নিজপুরে।
যযাতি মিলিল যথা হেন অবসরে ॥
মৃগয়া করিয়া রাজা বুলে বনে বনে।
তথা উত্তরিল গিয়া জলের কারণে ॥
বিবসনা কন্যা দেখি কূপের ভিতরে।
কৃপায় তুলিল তারে ধরি নিজ করে ॥
তবে দেবযানী বলে শুন নরেশ্বর।
পাণি গ্রহণ কৈলে মোরে দিয়া নিজকর ॥
তোমা বিনে পতি আর নহিব আমার।
এ বোল বুঝিয়া তুমি করহ বেভার ॥
বিধির ঘটনা কেবা করিব খণ্ডন।
দৈবযোগে তোমা সনে হৈল দরশন ॥
এ বোল শুনিয়া রাজা ভাবিলা বিস্ময়।
নিজ পুরে চলি গেলা চিন্তিত হৃদয় ॥
তবে দেবযানী গেলা আপন ভবনে।
কহিল সকল কথা পিতা-বিদ্যমানে ॥
এ বোল শুনিয়া শুক্র বিস্মিত হৃদয়।
অন্তরেতে ক্রোধ মুনি কৈলা অতিশয়।
অসুরগণের আমি হই পুরোহিত।
আমারেই করে এত বড় অনুচিত ॥
এ বোল বলিযা কন্যা লয়্যা ক্রোধ মনে।
তেজিয়া অসুরপুর চলিলা তখনে ॥
বৃষপর্ব্বা শুনে তবে এ সব কাহিনী
চরণে ধরিয়া তবে রাখে শুক্র মুনি ॥
শুক্র বলে কভু আমি ক্রোধ নাহি করি।
কন্যার বচন আমি ছাড়িতে না পারি ॥
কন্যার বচন তুমি কর সমাধানে।
তবে সে রহিতে পারি তোমার বচনে ॥
তবে বৃষপর্ব্বা রাজা কোন কর্ম্ম করে।
দেবযানীর চরণ ধরিল দুই করে ॥
দেবযানী বলে রাজা কহিব তোমারে।
বাপে মোরে বিভা লঞা দিব রাজঘরে ॥
তোমার শর্ম্মিষ্ঠা কন্যা মোর দাসী হয়্যা।
করিব আমার সেবা দাসীগণ লয়্যা ॥
তবে সে রহিতে পারি কহিনু নিশ্চয়।
ভাবিয়া চিন্তিয়া তুমি দঢ়াহ হৃদয় ॥
তার বাক্য দৈত্যরাজ কৈলা অঙ্গীকার।
তবে শুক্র বাহুড়িয়া আইল আরবার ॥
আনিল যযাতি রাজা করি শুভক্ষণে।
দেবযানী বিভা দিল যযাতির স্থানে ॥
শর্ম্মিষ্ঠা কুমারী তার দিল দাসী করি।
তবে শুক্র মুনি বলে বোল দুই চারি ॥
শর্ম্মিষ্ঠাকে কভু তুমি না নিহ শয়নে।
আমার কন্যার তুমি করিহ পালনে ॥
অঙ্গীকার কৈলা রাজা মুনির বচনে।
আপনার রাজ্যে তবে চলিলা তখনে ॥
এইরূপে দেবযানী আছে কতকাল।
কথোদিন বই দুই জন্মিল কুমার ॥
শর্ম্মিষ্ঠা রাজার স্থানে কৈলা নিবেদন।
ভজিব তোমারে আমি অপত্য-কারণ ॥
তবে রাজা যযাতি চিন্তিল মনে মনে।
শুক্রের বচন চিত্তে কয়ে অন্তঃকরণে ॥
তিরিজাতি ভজিলে ছাড়িতে না জুয়ায় ॥
শুক্রের বচনে হৈব কেমন উপায় ॥
অদৃষ্ট মানিঞা তার পালিল বচন।
তিন পুত্র তার গর্ভে হৈল উৎপন্ন ॥
যদু আর তুর্ব্বসু লভিল দেবযানী।
শর্ম্মিষ্ঠার কহি এবে পুত্রের কাহিনী (১)
দ্রুহ্য অনু পুরু নামে তিন পুত্র হৈল।
তা দেখিয়া দেবযানী মনে ক্রোধ কৈল ॥
ক্রোধ করি গেলা দেবী বাপের মন্দিরে।
তার পাছে যযাতি চলিল ধীরে ধীরে ॥
বিস্তর সাধিল তারে করিবা বিনয়।
চরণে ধরিল তমু নহিল সদয় ॥
সেইমতে গেলা দেবী বাপ বিদ্যমান।
ক্রোধে শুক্র জ্বলিল যেন দীপ্ত হুতাশন ॥
ধিক্ ধিক্ আরে রাজা পুরুষ-অধম।
এত বড় তিরিংকৃত তুঞি দুষ্ট জন ॥
তোর দেহে করু গিয়া জরা পরবেশ।
তিলোক হরয়ে যেন দিব্য রূপ বেশ ॥
তবে রাজা যযাতি চিন্তিল মনে মনে।
শুক্র মুনি শাপ দিল বিনয় বচনে ॥
তৃপ্তি না হইল মোর কাম ভোগ করি।
তব দুহিতার প্রেম ছাড়িতে না পারি ॥

---

(১) পাঠান্তর,—
"প্রতিফল দিব তোকে দেখুক সর্ব্বলোকে"।
অন্যচ,—প্রতিফল করো তোর দেখু
সর্ব্বলোকে"।

(১) পাঠান্তর,—"আর অপূর্ব্ব কাহিনী"।

আন দেহে করে যেন জরা আরোহণ।
এই আজ্ঞা কর মোরে হইয়া প্রসন্ন ॥
তবে এই বর তারে দিলা মুনিবরে।
দেবযানী লয়্যা রাজা গেলা নিজঘরে ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্রে যদু তবে ডাক দিয়া আনে।
কহিল সকল কথা পুত্র-বিদ্যমানে ॥
মোর জরা লয়্যা তুমি রহ কথোকাল।
তোমার যৌবন দেহ আসুক আমার ॥
এ বোল শুনিঞা যদু বলে কোন বাণী ॥
কারে বলে সুখভোগ একুই না জানি ॥
কামভোগ না করিয়া রহিব কেমনে।
না পারিব জরা আমি করিতে ধারণে ॥
তবে ডাকি আনিল তুর্ব্বসু দ্রুহ্যু অনু।
তা-সভারে কহিল সকল ধর্ম্মভানু (১) ॥
তারা-সব একে একে দিলেন উত্তর।
কেন হেন বাণী তুমি বল নরেশ্বর ॥
সুখ ভোগ না করিব যৌবনসময়।
জরা লয়্যা থাকিব কাহার মনে লয় ॥
আমি-সব না পারিব পালিতে বচন।
তবে রাজা চিন্তিয়া রহিলা কথোক্ষণ ॥
ডাক দিয়া পুরু নামে আনিল তনয়।
সভায় কনিষ্ঠ সেহ বুদ্ধি অতিশয় ॥
তারে কহে মোর বাক্য করহ পালনে।
তুমি জানি কর কর্ম্ম জ্যেষ্ঠের সমানে ॥
জরা লয়্যা তুমি বাপ রহ কথোকাল।
তোমার যৌবন লয়্যা করিব বিহার ॥
এ বোল শুনিঞা তবে পুরু মহামতি।
কহিল বাপের আগে করিয়া মিনতি ॥
পুত্রে হৈতে দেখি সভে এই প্রয়োজন।
কায় মন-বাক্যে পালে বাপের বচন ॥
চিন্তিতেই করে কর্ম্ম সেই সে উত্তম।
বলিলে করয়ে কর্ম্ম সেবক মধ্যম ॥
অসন্তোষে করে কর্ম্ম অধম কেবল।
বলিতেহ না করে কেবল মূত্র মল ॥
এ বোল বলিয়া পুরু পাতি দুই কর।
জরা লয়্যা বাপের চলিল নিজ ঘর ॥
তবে রাজা সুখ ভোগ কৈল চিরকাল।
সপ্তদ্বীপ শাসিল স্থাপিল অধিকার ॥
নানা যজ্ঞ দান করি ভজিল শ্রীহরি।
যোগেন্দ্র বন্দিত-পদ নিজ চিত্তে ধরি ॥

(১) পাঠান্তর—"ধর্ম্মতনু"।

নানারূপে সুখভোগ কৈল নিরন্তরে।
তমুত সন্তোষ তার নৈল কলেবরে ॥
তবে রাজা দেখিয়া আপন দুরাচার।
আপনার চিত্তে কৈল আপনে ধিক্কার ॥
দেবযানী ডাক দিয়া আনে সন্নিধানে।
ছলে কিছু কহিল তাহার বিদ্যমানে ॥
শুন দেবযানী এক অপরূপ কথা।
কহিব তোমার আগে না পাইহ ব্যথা ॥
এক মহাছাগল বেড়ায় বনে বনে।
এক ছাগী সহ হৈল কূপে দরশনে।
ছাগী উদ্ধারিতে ছাগ নানা যুক্তি করে।
অনেক যতন করি তুলিল উপরে ॥
ছাগ দেখি ছাগলীর হৈল অভিলাষ।
তার সহ চিরকাল কৈল গৃহবাস ॥
আর যত ছাগীগণ লয়্যা ছাগরাজ।
নিরন্তর ক্রীড়া করে ছাগলী সমাঝ ॥
দৈবযোগে এক ছাগী আছিল প্রাধানা।
কামভাবে তবলী (১) হইল ভজমানা ॥
তার সনে ছাগরাজ কৈল রতিভোগ।
বড় ছাগী তা-দেখিয়া কৈল মহাকোপ ॥
দুষ্ট হেন নিজ পতি দেখিয়া তখনে।
দুঃখ পেয়্যা ছাগে ছাড়ি গেলা নিজ স্থানে ॥
লম্বদাড়ি স্থূল বলবান বৃদ্ধ ছাগ।
ছাড়িতে না পারে সেই ছাগী অনুরাগ।
বক্‌বক্‌ ববুবব্‌ শবদ করিয়া।
পাছে পাছে যায় তার চরণে গোড়ায়্যা ॥
তমু কৃপা না করিল ছাগী দোচারিণী।
চরণে ঠেলিয়া পতি পেলিল পাপিনী ॥
পুরুবে আছিল ছাগী এক দ্বিজঘরে।
কহিল সকল কথা তাহার গোচরে ॥
ছাগীর বচন শুনি দ্বিজ ক্রোধ কৈল।
কাটিয়া ছাগের অণ্ড শল হরি নিল ॥
তবে ছাগ ব্রাহ্মণে শান্তিল পায়ে ধরি।
উপায় করিয়া বিপ্র বল রক্ষা করি ॥
তবে সেই ছাগী লয়্যা আইল আরবার ॥
তার সনে সুখ ভোগ করে চিরকাল (২) ॥
তমু তার সুখভোগে নহিল সন্তোষ।
সেইরূপ দুষ্ট জন আমি মতিনাশ ॥

(১) ছাগী।
(২) পাঠান্তর,—
"চিরকাল তার সঙ্গে করিল বিহার।"

আপনা না জানি আমি হয়্যা বিমোহিত।
তোমার পীরিতিবশে সহজে বঞ্চিত ॥
পৃথিবীর ধনধান্য কনক রতন।
পৃথিবীর যত নারী কুঞ্জর বাহন ॥
সকল একত্র করি করি উপভোগ।
তবু নাহি দেখি চিত্তে সন্তোষ সংযোগ ॥
কামভোগ অভিলাষ না যায় খণ্ডন।
ঘৃত দিলে আর যেন বাঢ়ে হুতাশন ॥
যাবৎ গোবিন্দপদে নাহি হয়ে রতি।
যাবৎ সকল জীবে না হয় পীরিতি ॥
তাবৎ জীবের কভু নহে প্রতিকার।
আমি সভে মায়ায় বঞ্চিত এতকাল ॥
দন্ত কেশ গলে অঙ্গ গলয়ে সকল।
বুদ্ধি বল টুটে আশা বাঢ়ে নিরন্তর ॥
জননী ভগিনী কন্যা রহি তার সঙ্গ।
পণ্ডিতেহ তার সঙ্গে হয় মতিভঙ্গ ॥
এত সুখ ভোগ করি এতেক বৎসর।
তবু মোর অভিলাষ বাঢ়ে নিরন্তর ॥
ছাড়িব সকল সুখ ভোগ অভিলাষ।
ভজিমু গোবিন্দ-পদ হৈব হরিদাস ॥
তেজিমু সকল দেহ-গেহ-অহঙ্কার।
বনে গিয়া মৃগ সহে করিব বিহার ॥
দেবযানী প্রবোধিল এত পরকারে।
পুরু পুত্রে রাজা কৈল নিজ অধিকারে ॥
দ্রুহ্য নামে পুত্রে রাজা কৈল পূর্ব্বদিগে।
যদুপুত্রে স্থাপিল দক্ষিণ ভূমিভাগে ॥
তুর্ব্বসুকে দিল রাজ্য পশ্চিম সকল।
অনু পুত্রে দিল আর যতেক উত্তর ॥
চারি পুত্রে স্থাপিল পুরুর বশ করি।
চলিল যযাতি রাজা রাজ্য পরিহরি।
পুরুকে যৌবন দিল নিজ জরা লই।
চলিল যযাতি রাজা অবধূত হই ॥
ভক্তিভাবে হরিপদ করিয়া চিন্তন।
চলিল বৈকুণ্ঠে রাজা ছুটিল বন্ধন ॥
দেবযানী শুনিঞা এতেক ছলবাণী।
বুঝিল সকল কথা চিত্তে অনুমানি ॥
স্বপন সমান যেন দেখিল সংসার।
তিলেকে ছাড়িল সব দেহ-অহঙ্কার ॥
কৃষ্ণে মন নিয়োজিয়া ছাড়িল জীবন।
কৃষ্ণপদে প্রবেশিল ছুটিল বন্ধন ॥
তবে রাজা পুরুবংশ কহিব বিস্তার।
সেই পুরুবংশে বাপু জনম তোমার ॥

যে বংশে ভরত রাজা হৈল উপাদান।
যার মাতা মহাসতী শকুন্তলা নাম ॥
দুষ্মন্ত যাহার পিতা জগতে বিদিত।
ভরত নৃপতি-সিংহ ভুবনে পূজিত ॥
বিষ্ণু-অংশে অবতার শুদ্ধ সত্ত্বময়।
বিক্রমে কেশরী রাজা প্রসন্নহৃদয় ॥
পর্ব্বত সমান স্থির সাগর-গম্ভীর।
সূর্য্য সম প্রতাপ প্রসন্ন যেন নীর ॥
ভরত রাজার যশ গায় ত্রিভুবনে।
যার বংশে রন্তিদেব হৈল উপাদানে ॥
রন্তিদেব-চরিত্র কহিব পুণ্যকথা।
রন্তিদেব-সম নাহি ত্রিভুবনে দাতা ॥
সপ্তদ্বীপ ক্ষিতিতলে যার অধিকার।
তবু যায় অবশেষে না রহে আহার ॥
যত যত ধন দ্রব্য হয়ে উপসন্ন।
কিছু তার অবশেষে না করে রক্ষণ ॥
অষ্ট দিন অধিক চল্লিশ দিন ধরি।
সবংশে রহিল রাজা উপবাস করি ॥
দিতে দিতে অবশেষ না রহে তাহার।
এই সে কারণে কিছু না করে আহার ॥
পারণাদিবসে তার মেলি বন্ধুগণে।
ঘৃত দুগ্ধ পরমান্ন আনিল যতনে ॥
ভোজন করিতে রাজা হইল উপসন্ন।
হেনকালে আইলা এক ক্ষুধিত ব্রাহ্মণ ॥
আদরে পূজিয়া দ্বিজে ভোজন করাই।
পারণা করিব তবে বন্ধুগণ লই ॥
হেনকালে আইল এক দুর্গত বৃষলে।
অন্ন দেহ অন্ন দেহ উচ্চস্বরে বলে ॥
বড় দুঃখ পাইল তার কাতর বচনে।
অবশেষ অন্ন দিয়া করাল্যা ভোজনে ॥
ভোজন করিয়া শূদ্র যায় কথোদূর।
ডাকিয়া বলিল এক চণ্ডাল নিষ্ঠুর ॥
অতিশয় ক্ষুধায় শরীর মোর দহে।
দুঃখিত কুক্কুরগণ আছে মোর সহে ॥
তোমার সাক্ষাতে আমি হৈলুঁ উপসন্নে।
গণসহে মোরে অন্ন দেহ এইক্ষণে ॥
দুঃখবাণী শুনি রাজা বড় দুঃখ পাইল।
যত কিছু আছিল সকল তারে দিল ॥
একজন পিয়ে হেন অবশেষ জল।
সভে এই রহি গেল রাজার গোচর ॥
হেনকালে আইল এক দুঃখিত চামার।
কহে জল দিয়া রাখ জীবন আমার ॥

করুণ বচনে পাই দুঃখ অতিশয়।
সেই জল দিয়া তারে প্রসন্ন হৃদয়॥
তবে রাজা নিবেদিল কৃষ্ণের চরণে।
সকল সম্পদে মোর নাহি প্রয়োজনে॥
অষ্টসিদ্ধি অষ্টনিধি নহুক আমার।
মোক্ষপদ নাহি মাগি চরণে তোমার॥
সকল জীবের দুঃখে মুঞি হও দুঃখী।
তোমার কৃপায় সর্ব্বলোক হোক সুখী॥
এই বর মাগোঁ সভে তোমার চরণে।
সর্ব্বলোক সুখী হোক এই জলদানে॥
এ বোল বলিয়া রাজা রহিল ধেয়ানে।
ইন্দ্র আদি দেবগণ দিলা দরশনে॥
ইন্দ্র বলে আমি সব নানা মায়া করি।
তোমা পরীক্ষিলুঁ রাজা নানা মূর্ত্তি ধরি॥
তবে রাজা দেবগণে কৈলা নমস্কার।
করযোড় করিয়া মাগিল পরিহার॥
কৃষ্ণ আলম্বন চিত্তে কৈলা দৃঢ়মতে।
হেন রন্তিদেব রাজা আছিল জগতে॥
সেই পুরুবংশে দ্রুপদের উতপতি।
দ্রৌপদী যাহার কন্যা নামে মহাসতী॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি যার পুত্র বলবান্।
হেন রাজা দ্রুপদ যাহাতে উপাদান॥
কৃপাচার্য্য হৈল যাহে মহাধনুর্দ্ধর।
হেন পুরুবংশ বাপু মহিম-সাগর॥
এই বংশে শিশুপাল হৈল উৎপন্ন।
এই বংশে জরাসন্ধ রাজার জনম॥
এই বংশে জনমিল শান্তনু নৃপতি।
একচক্রে শাসিল সকল বসুমতী॥
গঙ্গাদেবী যার পত্নী পতিতপাবনী।
ভীষ্ম হেন পুত্র যার নরলোকমণি॥
যার পত্নী সত্যবতী দাসের দুহিতা।
চিত্রাঙ্গদ বিচিত্রবীর্য্যের জন্ম যথা॥
সেই সত্যবতীগর্ভে জনমিল ব্যাস।
যাহা হৈতে জগতে সকল পরকাশ॥
চিত্রাঙ্গদ পুত্র গত হৈলা (১) কথোকালে।
বিচিত্রবীর্য্যের কথা কহিব তোমারে॥
বিচিত্রবীর্য্যের দুই আছিল বনিতা।
অম্বা অম্বালিকা কাশীরাজার দুহিতা॥
তা-সভার সঙ্গে রাজা রহে সর্ব্বক্ষণ।
যক্ষ্মা কাস হয়্যা তিঁহো মৈল তে-কারণ॥
সত্যবতী কারণে ব্যাসের আগমন।
ব্যাসদেব তিন পুত্র কৈল উৎপন্ন॥
ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু আর বিদুর সুধীর।
তিন পুত্র ক্ষিতিতলে হেল মহাবীর॥
ধৃতরাষ্ট্র শত পুত্র হৈল মহাবল।
গান্ধারী-উদরে এক শত ধনুর্দ্ধর॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্য্যোধন বিদিত সংসারে।
জনমিঞা দুষ্ট কর্ম্ম কৈল দুরাচারে॥
মৃগয়া করিতে পাণ্ডু ঋষিতে শাপিল।
তে কারণে নারী-সম্ভাষণে সে বর্জ্জিল।
ধর্ম্ম হৈতে জনমিল রাজা যুধিষ্ঠির।
বায়ু হৈতে জনমিল ভীম মহাবীর॥
ইন্দ্র হৈতে অর্জ্জুন বীরের উপাদান।
তিন পুত্র কুন্তীগর্ভে হৈল বলবান॥
সহদেব নকুল মাদ্রীর গর্ভে হৈল।
অশ্বিনীকুমার আসি তার জন্ম দিল॥
অর্জ্জুনের পুত্র হৈল সুভদ্রা-উদরে।
অভিমন্যু তার নাম বিদিত সংসারে॥
তার পুত্র তুমি বাপু পুরুষ-রতন।
উত্তরার গর্ভে তুমি লভিলে জনম॥
অশ্বত্থামা ব্রহ্ম-অস্ত্র ফেলিল উদরে।
চক্রে অস্ত্র কাটিয়া রাখিল গদাধরে॥
জন্মেজয়-আদি করি তনয় তোমার।
সর্পযজ্ঞ করি সর্প করিল সংহার॥
পুরুবংশ সমুদ্র করিয়া আদি অন্ত।
কহিল সংক্ষেপে কিছু শকতি পর্য্যন্ত॥
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-বাণী।
জ্ঞান-গুরু গদাধর ধীর-শিরোমণি (১)॥

(১) পাঠান্তর,—"রাজা হঞা মৈল"; অন্যচ্চ,—"তার মৈল"।

(১) পাঠান্তর—"কৃষ্ণ-কথা-সমুদিত প্রেম-তরঙ্গিণী।"

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে নবম স্কন্ধে
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩॥

চতুর্থ অধ্যায়।

এবে রাজা শুন কিছু যে কহিয়ে আর।
অনুবংশে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ বিস্তার॥
দ্রুহ্যুবংশে জনমিল ম্লেচ্ছ অধিপতি।
পাপিগণ তারা সব উত্তরে বসতি॥
তুর্ব্বসুর বংশ ক্ষীণ হৈল কথোকালে।
পুরুবংশে মিলিয়া রহিল নিরন্তরে॥
এখনে কহিব যদুবংশের বিস্তার।
পূর্ণ ব্রহ্ম কৃষ্ণ যাথে কৈলা অবতার॥
যদুবংশ-চরিত্র পবিত্র পুণ্যগাথা।
যদুবংশে কহিব কেবল কৃষ্ণকথা॥
শুনিলে দুরিত হয়ে দুঃখ বিমোচন।
যদুবংশ-গুণ-গাথা পরম পাবন॥
যদুর জন্মিল পঞ্চ পুত্র মতিমান।
তাহাতে প্রধান পুত্র শত[illegible] নাম॥
তার চারি পুত্র জ্যেষ্ঠ [illegible]হয় কুমার।
তা[illegible] পুত্র নেত্র কুন্তি তনয় তাহার॥
তার পুত্র সোহাঞ্জি আছিল মহাবীর।
ভদ্রসেন তার পুত্র জ্ঞানে মহাধীর॥
দুর্ম্মদ কুমার তার ধনক তনয়।
তার পুত্র কৃতবীর্য্য রাজা মহাশয়॥
অর্জ্জুন কুমার তার সপ্তদ্বীপেশ্বর।
কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন নৃপতি মহাবল॥
কার্ত্তবীর্য্য-সম রাজা নহিব না ছিল।
যাহার নির্ম্মল যশে জগৎ পুরিল॥
পঁচাশী সহস্র ধরি বৎসর প্রমাণ।
রাজ্যভোগ কৈল রাজা মহা বলবান্॥
তার এক সহস্র তনয় জনমিল।
পঞ্চ পুত্র সভে তার যুদ্ধে উত্তরিল॥
পরশুরামের যুদ্ধে মৈল পুত্রগণ।
পঞ্চ পুত্র জীল তার বংশের কারণ॥
তার জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়ধ্ব[illegible] মহাবল।
তার পুত্র তালজঙ্ঘ মহাধনুর্দ্ধর॥
মধু নামে এক পুত্র আছিল তাহার।
জনমিল একশত মধুর কুমার॥
মধু নামে মাধব যাদব যদু নামে।
বৃষ্ণি নামে জানি বৃষ্ণিবংশের কারণে॥
শশবিন্দু রাজা হৈল বংশের প্রধান।
নহিল নহিব রাজা তাহার সমান॥
শশবিন্দু চক্রবর্ত্তী সপ্তদ্বীপেশ্বর।
এক চক্রে ক্ষিতিতল শাসিল সকল॥

দশ সহস্র পত্নী আছিল তাহার।
জনমিল দশ সহস্র লক্ষ কুমার॥
ছয় পুত্র প্রধান তাহাতে জনমিল।
তা সভার পুত্র পোত্রে পৃথিবী পুরিল॥
এই বংশে বিদর্ভ রাজার উতপতি।
যার কন্যা রুক্মিণী কমলা গুণবতী॥
এই বংশে সত্রাজিৎ প্রসেন জনম।
এই বংশে যুযুধান [illegible]হল উৎপন্ন॥
সাত্যকি উদ্ধব এই বংশে জনমিল
কৃতবর্ম্মা অক্রূর যাহাতে উপজিল॥
যদুবংশে জনমিল অন্ধক নৃপতি।
আহুক তনয় তার হৈল মহামতি॥
আহুকের দুই পুত্র বিদিত সংসারে।
উগ্রসেন কনিষ্ঠ দেবক জ্যেষ্ঠ আরে॥
দেবকের চারিপুত্র সপ্ত কন্যা হৈল।
সভার কনিষ্ঠা তার দেবকী আছিল॥
বসুদেব কৈলা সাত কন্যা পরিণয়।
উগ্রসেনঘরে নব জন্মিল তনয়॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র কংস তাথে জগতে বিদিত
যার ভয়ে সুরাসুর ধরণী কম্পিত॥
এই যদুবংশে বসুদেবের জনম।
যার ঘরে অবতার কৈলা নারায়ণ॥
যার জন্মকাল হল দুন্দুভ-বা[illegible]ন।
সুরগণ কৈল যাহে পুষ্প-বরিষণ॥
সপ্ত পুত্র জনমিল দৈবক-উদরে।
কীর্ত্তিমন্ত আদি করি বিদি[illegible] সংসারে॥
অষ্টমে আপনে হরি কৈলা অবতার।
ক্ষিতিতলে কৈলা দুষ্ট দৈত্যের সংহার॥
অধর্ম্ম খণ্ডাহ ধর্ম্ম করিল স্থাপন।
দুষ্ট বিনাশিয়া শিষ্ট করিল পালন॥
অজ হয়্যা জনমিলা এই সে কারণে।
কর্ত্তা নহে কর্ম্ম কৈলা ব্রহ্মার বচনে॥
লোকপরিত্রাণ হেতু থুইলা যশভার।
যার কর্ম্মে রহিল দেবের চমৎকার॥
যার পুণ্য-যশ-জলে করিয়া মজ্জন।
কর্ণপথে করে জীব ভব বিমোচন॥
গোপকুলে বৃন্দাবনে করি বালকেলি।
মধুপুরে মল্লযুদ্ধ কৈলা বনমালী॥
বিবিধ বিনোদ করি দ্বারকা ভুবনে।
পৃথিবীর গুরুভার হরিলা আপনে॥

ভৃগুতলে যদুকুল করিয়া বিনাশ।
ভক্তিযোগ উদ্ধবে করিয়া পরকাশ ॥
বৈকুণ্ঠ বিজয় তবে কৈলা গদাধর।
হেন যদুবংশ রাজা মহিমা-সাগর ॥
শ্রীল গদাধর জ্ঞান, ধীরশিরোমণি।
ভাগবত-আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে নবম স্কন্ধে
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥
ইতি নবম স্কন্ধঃ সমাপ্তঃ ॥

দশম স্কন্ধ

শ্রীমদ্ভাগবতস্য পূর্ণদশমস্কন্ধপ্রবন্ধং মুদা,
কুর্ব্বে সর্ব্বজনস্য চিত্ত-পরমপ্রেমপ্রদং প্রীতয়ে ॥
নত্বা ভীরকিশোরমূর্ত্তিমমিতজ্যোতির্জগন্মঙ্গলং,
ব্যাসং ব্যাসসুতঞ্চ শুক্রমালয়ে পরানন্দদম্ ॥

সচকাম্বুরুণাম্বুজলোচনে
জলদপ্রতিমস্তড়িদম্বরঃ।
মুরলীতরলীকৃতগোপিকা-
ভৃতসঙ্কলিতে মম মানসে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যৈঃ প্রেমভক্তিবিবৃদ্ধয়ে।
শ্রীয়তে পরমানন্দং শ্রীগোবিন্দকথামৃতম্ ॥

নমো নমো গুরুর চরণে নমস্কার ॥
যাহার কৃপায়ে খণ্ডে ভব অন্ধকার।
নমো নমো গণপতি বিঘ্ন বিনাশন।
নম বেদব্যাস সত্যবতীর নন্দন ॥
নমো ব্যাসসুত শুক মহাযোগেশ্বর।
মুনীন্দ্র-বন্দিতপদ লীলা-কলেবর ॥
শুকমুনি-চরণে মোহোর পরণাম।
যাহার কৃপায়ে ভাগবত উপাদান ॥
দেব-দ্বিজ চরণে করিয়া পরণতি।
কৃষ্ণগুণ পাঁচালি রচিব যথামতি ॥
নমো নমো নারায়ণ-চরণে প্রণাম।
ব্রহ্মাণ্ড-কোটির স্থিতি-প্রলয়-বিধান ॥
পুরুষ-পুরাণ হরি অনাদিনিধান। (১)
লীলা-অবতার করে ভকত-তারণ ॥
চরণ-পঙ্কজে তাঁর করিয়া প্রণাম।
কথাচ্ছলে ভাগবত করিব ব্যাখ্যান ॥
জয় জয় নন্দসুত ব্রজকুলপতি।
জয় জয় যদুনাথ ত্রিভুবনগতি ॥
জয় জয় জগতনিবাস হৃষীকেশ।
জয় জয় ভক্তকুল-নলিনী-দিনেশ ॥
জয় জয় ব্রহ্মাদিবন্দিত-পাদপদ্ম।
জয় জয় দিব্য অবতার-নবসদ্ম ॥
জয় জয় কমলা-লালিত-পদদ্বন্দ্ব।
জয় জয় মুনীন্দ্র-মানস-সুখানন্দ ॥
জয় জয় গুণনিধি জয় দয়াময়।
জয় জয় ভকতবৎসল রসময় ॥
জয় জয় যদুকুল-কমল-ভাস্কর।
জয় জয় ব্রজবধূ-কঞ্জ-শশধর ॥

---

(১) অন্য পুঁথির পাঠ,—
"অব্যয় পরমানন্দ নিত্য সনাতন"

জয় জয় মহাভয়-দুরিত-ভঞ্জন।
জয় জয় পরচণ্ড পাষণ্ড-খণ্ডন॥
জয় জয় অসুর-খণ্ডন মহামতি।
জয় ব্রজবধূ-মুখ-সরোরুহ দ্যুতি (১)॥
জয় জয় যোগেন্দ্র-মানস-পরহংস।
জয় ভক্ত-ভবপথ-পরিশ্রম-ধ্বংস॥
জয় জয় জগতমঙ্গল গুণধাম।
শ্রুতিবাণী-অগোচর গুণগণশম॥
জয় জয় জগৎনিবাস লক্ষ্মীকান্ত।
জয় জয় নিজ জনবৎসল মহান্ত॥
জয় জয় মহামৎস্য আদি অবতার।
জয় কূর্ম্মরূপ ক্ষীর-জলধি বিহার॥
জয় যজ্ঞ অবতার বরাহ মূরতি।
জয় দিব্য নরসিংহ অনন্তশকতি॥
জয় দিব্যপরাক্রম অদ্ভুত বামন।
জয় ভৃগুপতি ক্ষত্রিকুল-বিনাশন॥
জয় জয় রঘুপতি রাম অবতার।
জয় হলধর রাম বিপক্ষ-বিদার॥
জয় বুদ্ধ অবতার অসুর-মোহন।
জয় কল্কিরূপ ম্লেচ্ছকুল-বিনাশন॥
জয় পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণ বিচিত্র বিহার।
জয় জগন্নাথ নীলাচল-অবতার॥
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ চৈতন্যমূরতি।
প্রেম-ভক্তিদাতা প্রভু ভকতের গতি॥
তবে কহি শুন লোক কৃষ্ণের চরিত্র।
অশেষ দুরিত হরে পরম পবিত্র॥
পরীক্ষিত মহারাজা ভকত প্রধান।
শুকের সাক্ষাতে জিজ্ঞাসিল মতিমান্॥
চন্দ্রবংশ সূর্য্যবংশ কহিলে সকল।
দুই বংশে জনমিল যত নরেশ্বর।
তা-সভার অদভূত কহিলে চরিত্র॥
বিশেষে যদুর যশ কহিলে পবিত্র॥
সেই যদুবংশে হরি কৈলা অবতার।
কি কিরূপে কৈলা কর্ম্ম আনন্দবিহার॥
জগতের আত্মা প্রভু এক ভগবান্।
যাহা হৈতে হয় সব ভূত (২) উপাদান॥

হেন প্রভু কি কারণে ধরে নরবেশ।
তাঁর গুণ কর্ম্ম তুমি কহিবে বিশেষ॥ (১)
কৃষ্ণকথা সম সুখ নাহি মুক্তিপদে।
তে-কারণে মুক্তগণে গায় উচ্চনাদে॥
মুক্তিপদ পাইতে যার বিশেষ যতন।
তারা-সব কৃষ্ণগুণ গায় অনুক্ষণ॥
পরম ঔষধ এই ভব-নিবারণে।
সতত কীর্ত্তন করে ভবভীত জনে॥
হরিনাম-গুণ-কথা শ্রুতিমনোহর।
বিষয়-লম্পট জনে শুনে নিরন্তর॥
কৃষ্ণ-কথা শ্রবণে যাহার নাহি মতি।
কেবল না শুনে অচেতন আত্মঘাতী॥
যুধিষ্ঠির আদি মোর পিতামহগণ।
কৃষ্ণপদযুগ-নৌকা করি আরোহণ॥
কুরুসৈন্য-গভীর-সাগর ভয়ঙ্কর।
ভীষ্ম দ্রোণ আদি মহামৎস্য ঘোরতর॥
বৎসপদ করিয়া তরিলা তাঁরা হেলে।
হেনরূপে কৈল প্রভু বংশের উদ্ধারে॥
বংশরক্ষা হেতু মোর এই কলেবর।
অশ্বত্থামা ব্রহ্মঅস্ত্রে পুড়িল সকল॥
শরণ লইল মাতা প্রভুর চরণে।
চক্রে অস্ত্র কাটি প্রভু রাখিল আপনে॥
কালরূপে সেই প্রভু করয়ে সংহার।
অন্তর্যামী রূপে করে ভকত উদ্ধার॥
মায়ায়ে মানুষরূপে করে অবতার।
তাঁর গুণ কথা কহ করিয়া বিস্তার॥
হেন জানি রোহিণীর পুত্র বলরাম॥
কিরূপে দৈবকী-গর্ভে হৈল উপাদান॥
এক দেহ দুই গর্ভে কেমতে প্রবেশ।
কহিবে এ সব তুমি কৌতুক বিশেষ॥
কেন বা জন্মিলা কৃষ্ণ দৈবকী-উদরে।
কেমন কারণে গিয়া রহিলা গোকুলে।
কি কি কর্ম্ম কৈলা কৃষ্ণ গোকুলে রহিয়া।
কোন্ কর্ম্ম কৈলা তরে মধুপুরে গিয়া॥
সাক্ষাতে মাতুল বধ কৈলা কি কারণে।
প্রভুর নিন্দিত কর্ম্ম কোন প্রয়োজনে (২)॥
নরলীলা প্রকটিলা কতেক বৎসর।
যদুকুলে কি কি কর্ম্ম কৈল যদুবর॥

---

(১) পাঠান্তর,—
"জয় জয় অসুরকুঞ্জর মহাসিংহ।
জয় জয় ব্রজবধূ-মুখপদ্ম-ভৃঙ্গ।"
(২) পাঠান্তর,—"বিশ্ব"; অন্যচ্চ,—
"সর্ব্বজীব।

(১) পাঠান্তর,—
"বিস্তার করিয়া সব কহিবে বিশেষ"।
(২) পাঠান্তর,—
"প্রভুরে হিংসেন কংস কোন প্রয়োজনে।"

কত রাজকন্যা হৈল প্রভুর রমণী।
আর যত যত কর্ম্ম কৈলা চক্রপাণি॥
এ সব কহিবে শুক করিয়া বিস্তার।
মহাযোগেশ্বর মোর কর প্রতিকার॥
সাত দিন আমি নাহি পরশিয়ে জল।
তহুত ক্ষুধায় মোর নাহি করে বল॥ (১)
তোমার বদন-সরোরুহ-বিগলিত।
পান করো হরিকথা বচন-অমৃত॥
এই কথা কহে সুত নৈমিষ অরণ্যে।
শৌনকাদি মুনিগণে শুনে শুদ্ধ মনে।
সুত বলে শুনহ শৌনক মুনিগণ।
শুক যোগেশ্বর শুনি রাজার বচন॥
সাধু সাধু বলি তারে করিয়া বাখানে।
কহিতে আরম্ভ কৈলা ভকত প্রধানে॥
ভাল ভাল নিশ্চয় করিলে নরপতি।
গোবিন্দ-কথায়ে তুমি কৈলে দৃঢ়মতি॥
কৃষ্ণকথা প্রশ্নফল কহিব তোমারে।
জিজ্ঞাসা করিলে মাত্র সর্ব্বপাপ হরে॥
যেবা পুছে যেবা কহে যে করে শ্রবণ।
বিশেষে পবিত্র হয়ে এই তিন জন॥
ত্রিভুবন তরে জেন্য (২) তার পদজলে।
কৃষ্ণ কথা পুছিলেই সর্ব্বপাপ হরে॥
কংস জরাসন্ধ আদি নৃপরূপ ধরি।
দৈত্যগণে ব্যাপিল সকল মর্ত্ত্যপুরী॥
তা-সভার ভরে অতি করিয়া ক্রন্দন॥
পৃথিবী লইল গিয়া ব্রহ্মার শরণ॥
যাবৎ পাতালে মোর নাহি হয় গতি।
তাবৎ রাখিতে মোরে করিবে শকতি॥
অসুরের ভূরিভার সহনে না যায়;
এ সব গোচর দেব কৈলুঁ তুয়া পায়॥
পৃথিবীর বচন শুনিঞা প্রজাপতি।
ইন্দ্র আদি দেবগণ করিয়া সংহতি॥
চলিলা চতুরানন সঙ্গে মহেশ্বর।
ক্ষীর-জলনিধি যথা প্রভু গদাধর॥
বেদমন্ত্রে স্তুতি কৈল যত দেবগণে।
সমাধি করিয়া ব্রহ্মা রহিলা ধেয়ানে॥
শুনিলা ঈশ্বরবাণী আকাশমণ্ডলে।
সমাধি ভাঙ্গিয়া ব্রহ্মা বলে উচ্চস্বরে॥
শুন শুন দেবগণ ঈশ্বরের বাণী।
আপনে কহিলা কথা প্রভু চক্রপাণি॥

পৃথিবীর দুঃখ প্রভু জানেন আপনে।
পুরুবেই কৈলা প্রভু তার সমাধানে॥
তুমি সব জন্ম গিয়া লভ যদুবংশে।
সভাই জনম গিয়া নিজ নিজ অংশে॥
বসুদেবঘরে হরি দৈবকী-উদরে।
অবতার করিব আপনে ক্ষিতিতলে॥
দিব্য মূর্ত্তি যত আছে দেবতা সুন্দরী।
জনম লভুক গিয়া নররূপ ধরি॥
অনন্ত ধরণীধর সহস্রবদন।
প্রথমে আসিয়া তিঁহো লভিব জনম॥
বিষ্ণুমায়া ভগবতী জগৎমোহিনী।
আপনেহি আজ্ঞা তারে দিলা চক্রপাণি॥
কার্য্য সাধিবারে তিঁহো জন্মিব আপনে।
এ বোল বুঝিয়া দেব চল নিজ স্থানে।
পৃথিবী পাঠায়া দিল করিয়া আশ্বাস।
তবে ব্রহ্মা চলিলা আপন নিজবাস॥
শূরসেন নামে রাজা পুরুবে আছিল।
সে রাজা মথুরা নামে পুরী নিরমিল॥
রাজ্যভোগ কৈল রাজা মধুপুরে বসি।
রাজধানী নাম তার সেই হেতে ঘুষি॥
যে মথুরাপুরে কৃষ্ণ নিত্য সন্নিধান।
তাহাতে আছিল এক বসুদেব নাম॥
উগ্রসেন নামে এক আছিল নৃপাত।
তার ভাই আছিল দেবক মহামতি॥
দেবক দেবকী নাম কন্যার বিবাহে। (১)
ডাক দিয়া বসুদেব আনিল উৎসাহে॥
বসুদেবে আনিয়া পুজিল মতিমান্।
বিধি অনুসারে তারে কৈলা কন্যা-দান॥
বহুবিধ ধন দিল যৌতুক নিমিত্তে।
কন্যাবর তুলি তবে দিল দিব্য রথে॥
চারিশত মত্ত গজ কাঞ্চনে ভূষিত।
সাজিয়া রথের পাছে কৈল নিয়োজিত॥
আঠার শত রথ দিল কাঞ্চনে নির্ম্মাণ।
শঞ্চশত-দশ ঘোড়া দিল আগুয়ান॥
দুই শত দাসী দিল ভূষণে ভূষিয়া।
কন্যা সমর্পণ কৈল বিনয় করিয়া॥
শঙ্খ তূর্য্য দুন্দুভি মৃদঙ্গ কোলাহল,
দেববাদ্য নরবাদ্য বাজে সুমঙ্গল॥

---

(১) পাঠান্তর,—
"তবুত ক্ষুধায় আমি না হব বিকল"।
(২) জানিও।

(১) পাঠান্তর,—
"দেবকের এক কন্যা দেবকী সুন্দরী।
বসুদেবে বিভা দিল বহুবিধ করি॥"

উগ্রসেন-সুত যুবরাজ কংস নামে।
রথের সারথি হৈয়া চলিল আপনে॥
ধরিল ঘোড়ার বাগ ভগিনী সদয়ে।
অন্তরীক্ষ বাণী হৈল হেনক্রি সময়ে॥
যাহারে বহিস অরে অবোধ রাজন।
ক্রিহারি অষ্টম গর্ভে তোমার মরণ॥
[না জানিয়া কুমতি বহিস হেন জনা।
বুঝিয়া করহ কার্য্য যে হয় মন্ত্রণা॥]
এ বোল শুনিয়া কংস কুলের অঙ্গার।
খলমতি মহাপাপী ক্রূর দুরাচার॥
তীক্ষ্ণ খড়্গ হাতে ধরি উঠিল সত্বরে।
লাফ দিয়া ধরে গিয়া ভগিনীর চুলে॥
তবে বসুদেব দেখি কংসের বেভার।
নির্লজ্জ পাপিষ্ঠ পাপমতি দুরাচার॥ (১)
প্রহসিত মুখপদ্ম অন্তরে দুঃখিত।
বসুদেব বলে তবে সময়-উচিত॥
তোমা হৈতে যশের বিস্তার ভোজবংশে।
বীরগণে নিরবধি তোমারে প্রশংসে॥
তুমি কংস মহাবীর জগতে বিখ্যাত।
তুমি কেন হেন কর্ম্ম করিবে সাক্ষাৎ॥ (২)
নারীবধ হয়ে তাহে ভগিনী তোমারে।
বিবাহ উৎসাহ তাহে নহে ধর্ম্মাচারে॥
যদি বোল আপনার মরণ খণ্ডাই।
কোন মতে কারো বোলে মৃত্যু না এড়াই॥
শরীরের সহ মৃত্যু জনমে সভার।
আজি কিংবা মরি শত বৎসরেক পর॥ (৩)
অবশ্য মরণ হব কভো নহে আন।
এ বোল (৪) বুঝিয়া ক্রোধ ছাড় মতিমান্॥
এ দেহ ছাড়িলে আর না হব শরীর।
হেন বা বলিবে যদি শুন মহাবীর॥
আর দেহে যাঞা জীব পূর্ব্বদেহ ছাড়ে।
অদৃষ্ট অধীন জীব অদৃষ্টে সঞ্চরে॥
এক পদ আরোপিয়া আর পদ তুলি।
জোঁক যেন তৃণ ছাড়ে আর তৃণ ধরি॥

(১) পাঠান্তর,—
"হৃদয়ে চিন্তয়ে কিছু করে পরিহার"
(২) পাঠান্তর,—
"পণ্ডিত হইয়া তুমি কর বিপরীত"।
(৩) পাঠান্তর,—
"এখনে মরুক বা থাকুক চিরকাল"।
(৪) পাঠান্তর,—"হৃদয়ে"।

জাগিতে রাজাদি রূপ হয় দরশনে।
ইন্দ্রপদ সুখভোগ শুনয়ে শ্রবণে॥
শয়ন করয়ে সেই করিয়া ধেয়ান।
স্বপনেই সেই রূপ হয় বিদ্যমান॥
আপনেক্রি হয় ইন্দ্র আপনেক্রি রাজা।
আপনার পূর্ব্বদেহ পাসরয়ে প্রজা॥
যে দেহ চিন্তিয়া মন করয়ে আশ্রয়।
সেই দেহে জীবের জনম গিয়া হয়॥
উত্তম অধম দেহ অদৃষ্ট প্রধান।
অদৃষ্ট করয়ে তাহা কভু নহে আন॥
এক চন্দ্র একি সূর্য্য প্রকাশ-স্বরূপ।
জলভেদে সেই যেন দেখি নানারূপ॥
বায়ুবেগে তারা যেন চলন কম্পন।
বিচারিলে দেখি যেন সে সব ভরম॥
এইরূপ নিত্য জীব অজর অমর।
ঈশ্বরের অংশ জীব ঈশ্বরকিঙ্কর॥
মায়ার চরিত দেহে করি অনুরাগ।
দেহধর্ম্মে অপনা পাসরে মহাভাগ॥
যে পুন পণ্ডিত হয় করিব বিচার।
বুঝিয়া না করে কভো পর-অপকার॥
পরহিংসা করে যেবা কুশল-কারণে।
সেই হিংসকের ভয় হয় আন হনে॥
এ তোমার ভগিনী কনিষ্ঠ অচেতনা।
ইহাকে না মার তুমি শিশু বুদ্ধিহীনা।
সাম ভেদে বসুদেব কৈল এত স্তুতি।
তভুত সদয় নৈল কংস পাপমতি॥
তবে বসুদেব তার বুঝিয়া হৃদয়।
মনে মনে যুগতি চিন্তয়ে মহাশয়॥
অশুভ খণ্ডিতে করি কালের হরণ।
উপায় দেখিয়ে সবে এই সে কারণ॥ (১)
যখনে আসিয়া মৃত্যু হয় উপসন্ন।
বুদ্ধিবলে নিবারিব করিয়া যতন॥
তভু যদি মৃত্যুপথ খণ্ডিতে না পারি।
তবে আর আপনার দোষ নাহি ধরি॥
যত পুত্র দৈবকীর হয় উতপন্ন।
সকল করিব লঞা কংসে সমর্পণ॥
এ বোল বলিয়া করি দৈবকীর রক্ষা।
সম্প্রতি এখনে হয় মরণের মোক্ষা॥ (২)
পুত্র জনমিব যদি ইহার ভিতরে।
যদি মৃত্যু কংস কোন মতে নষ্ট করে॥

(১) পাঠান্তর,—"এখন"।
(২) পাঠান্তর,—"হয় প্রতীক্ষা।"

পুত্র জনমিয়া বা কংসের প্রাণ হয়ে।
বিধাতার গতি কেবা বুঝিবারে পারে॥
সম্প্রতি এখনে হয় মৃত্যু নিবারণ।
কোনমতে হইবে বা কংসের মরণ॥
আগুনি লাগিয়া যেন পোড়ে কাষ্ঠচয়।
দৈবযোগে তার মাঝে কোন কাষ্ঠ রয়॥
নিকটে ছাড়িয়া ঘর দূরে গিয়া পোড়ে।
অদৃষ্ট যাহার যেন তেন ফল ধরে॥
এইরূপ শরীরের সংযোগ-বিচ্ছেদ।
অদৃষ্টকারণ বিনা কিছু নাহি ভেদ॥
এইরূপে বিমরিশ করিয়া হৃদয়।
বলিতে লাগিলা বসুদেব মহাশয়॥
অট্ট অট্ট হাস করি প্রসন্নবদন।
অন্তরে দুঃখিত হৈয়া কি বলে বচন॥
শুন কংস যুবরাজ তুমি মহাশয়।
দেবকী করিয়া তুমি না করিহ ভয়॥
যত পুত্র জনমিব ইহার উদরে।
আমি আনি সমর্পিব তোমার গোচরে॥
অন্তরীক্ষবাণী হৈল যাহার কারণে।
তাহা আনি দিব আমি তোমা বিদ্যমানে॥
এ বোল শুনিয়া কংস চিন্তিল হৃদয়।
তাবত কহিল বসুদেব মহাশয়॥
দৈবকীর কেশবন্ধ দিলত ছাড়িয়া।
বসুদেব ঘরে গেল কংস প্রশংসিয়া॥
কথোকাল বই তবে দৈবকী উদরে।
অষ্ট পুত্র জনমিল বৎসরে বৎসরে॥
শেষে এক কন্যা আর হৈল উপাদান।
প্রথম পুত্রের হৈল কীর্ত্তিমন্ত নাম॥
ভয়যুত বসুদেব অসত্য বচনে। (১)
পুত্র সমর্পিল লৈয়া কংস বিদ্যমান॥
সাধুজনে নাহি কিছু দুঃসহ সংসারে।
পণ্ডিত জনের কিবা অপেক্ষা কাহারে॥
দুষ্টজনে কোন্ কোন্ না করে বিকর্ম্ম।
ভকত জনের কিবা নাহি সত্য ধর্ম্ম॥
তার সত্য ধর্ম্ম দেখি কংস যুবরাজ।
বলিল বিনয় কিছু মনে পাঞা লাজ॥
ইহা হনে আমারে খানিক নাহি ভয়।
ঘরে লয়্যা যায় তুমি আপন তনয়॥
অষ্টম গর্ভেতে পুত্র হইব তোমার।
তাহা হৈতে মৃত্যুভয় আছয়ে আমার॥

(১) পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তকে,—
"ভয়ে ভীত বসুদেব অসত্য লাগি—"

পুত্র লঞা বসুদেব চলিলা তখনে।
প্রতীত নহিল তার দুষ্টের বচনে॥
হেনকালে আসিয়া নারদ তপোধন।
কহিল কংসেরে তবে মন্ত্রণা বচন॥
নন্দ আদি গোপ তার গোকুলে বসতি।
সপুত্র বান্ধব তার যতেক যুবতী॥
যদুবংশে তোমার যতেক বন্ধু আছে।
বসুদেব আদি যত মথুরাতে বৈসে॥
যতেক দৈবকী আদি আছে কুলনারী।
এ সব দেবতা প্রায় বুঝ অবধারি॥
জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধব তোমার যত ভৃত্য।
এ সব দেবতা আমি কহিল নিশ্চিত॥
পৃথ্বীর হরিতে ভার দেবের মন্ত্রণা।
বুঝিয়া উপায় তুমি করহ খণ্ডনা॥
এতেক বলিয়া মুনি কৈলা অন্তর্দ্ধান।
কোন্ যুক্তি করে তবে কংস বলবান্॥
দৈবকীর গর্ভে হৈব বিষ্ণু-অবতার।
সেই সে করিব মোরে অবশ্য সংহার॥
পূর্ব্বে আছিলুঁ মুঞি নামে (১) কালনেমি।
সংগ্রামে মারিল মোকে সেই চক্রপাণি॥
এখনে কপট বেশ দৈবকী-উদরে।
জনম লভিব মোকে মারিবার তরে॥
এতেক জানিঞা কংস কোন কর্ম্ম করে (২)
বসুদেব দৈবকীরে বান্ধিল নিগড়ে॥
যত পুত্র জনমিল বৎসরে বৎসরে।
বিষ্ণুশঙ্কা করিয়া মারিল বারেবারে॥
খল রাজা হৈলে কোন না করে দুর্নীত।
বন্ধু বধ করে তার এ কোন বিচিত্র॥
পিতা মাতা বন্ধু পুত্র মিত্র সহোদরে।
রাজ্যলোভে লোভী রাজা এ সব সংহারে॥
উগ্রসেন পিতা লৈয়া নিগড়ে বান্ধিল।
আপনি নৃপতি হৈয়া রাজ্য ভোগ কৈল॥
মহাভাগবত লোক সুখে যেন বুঝে।
কথাচ্ছলে কহি আমি বুঝিবার কাজে॥

(১) পাঠান্তর,—"দৈত্য"।

(২) পাঠান্তর"—
"এতেক জানিয়া কংস ভাবিয়া অন্তরে।"

বুধজনে সবে মোর এই পরিহার।
দোষ ক্ষমা করি গুণ করিবে বিচার॥
যেন তেন মতে কৃষ্ণকথা অবসরে।
দিবস গোঙাই মাত্র এই মন ধরে॥
চিত্ত দিয়া শুন ভাই কৃষ্ণগুণবাণী।
ভাগবত-আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নট রাগ।

প্রলম্ব চাণূর বক তৃণাবর্ত্ত নাম।
অঘাসুর মুষ্টিক অরিষ্ট বলবান্॥
দ্বিবিদ ধেনুকে আর পূতনা রাক্ষসী।
যতেক অসুর আর মহাবল বেশী॥
বলি (১) আদি করি·আর যত নরেশ্বর।
এ সব সংহতি করি কংস মহাবল (২)॥
জরাসন্ধ সহায় করিয়া দুষ্টবুদ্ধি।
যদুকুলে কদন (৩) করএ নিরবধি॥
তার ভয়ে যদুবংশ গিয়া নানা দেশে।
পলাঞা রহিল গিয়া অকিঞ্চন বেশে॥
তারি সেবা করিয়া রহিলা কথোজন।
হেনরূপে কৈল যদুবংশ-বিড়ম্বন॥
ছয় পুত্র হৈল যদি দৈবকীর নাশ।
সপ্তমে অনন্ত আসি গর্ভে কৈলা বাস॥
কেবল বৈষ্ণবধাম সহস্র বদন।
দৈবকীর গর্ভে আসি হৈলা উপসন্ন॥
কংসভয়ে দৈবকী রহিল বিমরিষ।
জন্মিলা ঈশ্বর পুত্র এ বড় হরিষ॥
জগতের আত্মা প্রভু পূর্ণ ভগবান্।
হেন বস্তু নাহি যাথে নাহি অবধান (৪)॥

যদুকুলে কংসভয় জানেন্ত আপনে।
যোগমায়া পাঠাইঞা দিল নারায়ণে॥
চল মহামায়া তুমি নন্দের গোকুলে।
গোপ-গোপী-গোধন-মণ্ডিত নিরন্তরে॥
বসুদেবভার্য্যা তথা আছ্ এ রোহিণী।
কংসভয়ে আলক্ষিতে থাকে একাকিনী॥
দৈবকীর গর্ভ লঞা রোহিণী-উদরে।
থোহ নিঞা কেহ যেন না লখিতে পারে॥
তবে আমি পূর্ণরূপে দৈবকী-উদরে।
জনম লভিব নিঞা বসুদেবঘরে॥
নন্দের ঘরণী আছে যশোদা সুন্দরী।
তথা জন্ম লভ গিয়া দিব্যরূপ ধরি॥
নানা যজ্ঞ বলিদান দিয়া উপহার।
নরলোকে মহাপূজা করিব তোমার॥
সর্ব্বলোকে দিবে তুমি সর্ব্ব কাম্যবর।
সর্ব্বলোক তোমারে পূজিব নিরন্তর॥
কুমুদা চণ্ডিকা দুর্গা বিজয়া বৈষ্ণবী।
নারায়ণী ভদ্রকালী শারদা মাধবী॥
এ সব বিশেষ নাম ধরিব তোমার।
জগতে রহিব দিব্য পূজা সর্ব্বকাল॥
গর্ভ আকর্ষণ করি আনিব আপনে।
সঙ্কর্ষণ নাম তাঁর হইব তে কারণে॥
মনোরম দেখি নাম হৈব বলরাম।
বলভদ্র নাম হৈব দেখি বলবান্॥
এইরূপ আজ্ঞা যদি দিলা নারায়ণে।
শিরে আজ্ঞা ধরি দেবী চলিলা তখনে॥
দৈবকীর গর্ভ আনি রোহিণী-উদরে।
মহামায়া থুইল লঞা মহাযোগবলে॥

---

(১) পাঠান্তর,—"বাণ"।

(২) পাঠান্তর,—"ধনুর্দ্ধর"।

(৩) পাঠান্তর,—কদন অর্থে পীড়ন, নিগ্রহ।

(৪) "হৃদয় চিন্তিয়া তবে কৈল অনুমান" —পাঠান্তর।

দৈবকীর গর্ভপাত হৈল হেন বাণী।
সর্ব্বলোকে এই কথা হৈল জানাজানি ॥
জগতের আত্মা প্রভু পূর্ণ ভগবান্।
সতত ভকত জন করে পরিত্রাণ।
সর্ব্ব শক্তি লৈয়া তবে প্রভু হৃষীকেশ।
আনকদুন্দুভি-মনে কৈল পরবেশ ॥
বসুদেব পরম বৈষ্ণবধাম ধরি।
সূর্য্য সম তেজ কেহো সহিতে না পারি ॥
হেনকালে তবে বসুদেব মহাভাগ।
চাহিলা দৈবকীমুখ করি অনুরাগ ॥
সর্ব্বশক্তিযুত ধাম পরম মঙ্গল।
অখণ্ড অচ্যুত পরিপূর্ণ মহেশ্বর ॥
বসুদেব আরোপিলা দৈবকীর মনে।
ধরিল দৈবকী ধাম চিত্ত সমাধানে॥
পূর্ব্বদিগে ধরে যেন পূর্ণ শশধর।
ধরিল দৈবকী ধাম মনের ভিতর ॥
জগৎনিবাস তার নিবাস-স্বরূপ।
প্রকাশ নহিল তহু দৈবকীর রূপ ॥
কংসের মন্দিরে দেবী আছিলা বন্ধনে।
প্রকাশ নহিল তেজ তাহার কারণে ॥
প্রদীপের শিখা যেন রুধিলে না জ্বলে।
মুখ মুখে শুদ্ধবাণী যেন না সঞ্চরে ॥
কংস আসি দৈবকী দেখিল আচম্বিত।
চিন্তিতে লাগিল কংস মনে পাঞা ভীত ॥
এমন দৈবকী-রূপ কভো নাঞি দেখি।
বিষ্ণু আসি অবতার কৈলা হেন লখি।
দৈবকীর অঙ্গতেজ সহনে না যায়॥
এখনে করিব আমি কেমন উপায় ॥
প্রয়োজন কারণে বিক্রম নাহি ছাড়ি।
যাহা হৈতে অপযশ রহে লোক ভরি ॥
একেত স্ত্রীজাতি তাতে আরে গর্ভবতী।
তাহাতে ভগিনী বধ হয়ে কোন গতি ॥
বল বীর্য্য পরমায়ু হরয়ে সকল।
জীয়ন্তেহ মরা তার জীবন বিফল ॥
এইরূপ সংশয় চিন্তিয়া মনে মনে।
চিত্ত নিবারিয়া কংস রহিলা আপনে ॥
এখনে জন্মিব হরি কি হয় প্রকার।
নিরবধি চিন্তয়ে মরণপ্রতিকার ॥
মজ্জন ভোজন পান করিতে শয়ন। (১)
কৃষ্ণময় জগৎ দেখিল অনুক্ষণ ॥

গোবিন্দ ধেয়ান করি রহে নিরন্তর।
চিন্তিতে চৌদিগে সবে দেখে চক্রধর ॥
তবে নারদাদি সনকাদি মুনিগণে।
ইন্দ্র আদি দেবগণ সবল-বাহনে ॥
আপনে আসিয়া ব্রহ্মা হর মহেশ্বরে।
স্তুতি করে নারায়ণে গর্ভের ভিতরে ॥
সত্যব্রত প্রভু তুমি সত্য সর্ব্বকাল।
সত্যে তোমা পায় জীব সত্যের আধার ॥
সত্যে আরোপিত সত্য আছয়ে তোমাতে।
তুমি সে সত্যের সত্য জানিল সাক্ষাতে ॥
সত্যময় প্রভু তুমি ঋত সত্যব্রহ্ম।
আমি-সব হোই দুই চরণে প্রপন্ন ॥
সংসার বৃক্ষের এক প্রকৃতি আশ্রয়।
পাপ পুণ্য দুইগুটী সবে ফল হয় ॥
সত্ত্ব রজ তম গুণ তিন গুটী মূল।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চারি রস তুল ॥
পঞ্চভূতবিরচিত পঞ্চ পরকার।
শোক মোহ জরা ব্যাধি ক্ষুধা তৃষ্ণা সার ॥
রস রক্ত মাংস আদি সাত ধাতু ছাল।
অষ্ট প্রকৃতি তার অষ্টগোটী ডাল ॥
নব গোটী গর্ত্তে হয় সঞ্চার বেভার।
এইরূপে কহি আদি বৃক্ষের বিস্তার ॥
দশ গোটী ইন্দ্রিয় বৃক্ষের দশ পাতে।
সবে দুই গুটী হংস আছসে তাহাতে ॥
আব্রহ্ম পর্য্যন্ত ভব আদি বৃক্ষ বুলি।
সকল পুরাণ বেদে এই অবধারি ॥ (১)
হেন ভববৃক্ষ তোমা হৈতে উতপতি।
তোমাতে প্রলয় হয় তুমি তার স্থিতি ॥
তুমি সে পালন তার কর সর্ব্বকাল।
তোমা বিনে সত্য কিছু না হয় সংসার ॥
তুমি সৃজ তুমি পাল তোমাতে প্রলয়।
মায়াবিমোহিত লোক নানারূপ কয় ॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর।
এক প্রভু ধর তুমি নানা কলেবর ॥
বুধজনে তুমি হেন সত্য সবে জানে।
অসত্য মানয়ে সত্য বিমোহিত জনে ॥
জ্ঞানময় আত্মা তুমি দিব্যরূপ ধর।
দিব্য অবতার করি ভকত উদ্ধার ॥
জগৎমঙ্গল রূপ ধর সত্যময়।

---

(১) পাঠান্তর,—
"ভোজন শয়ন পান করিতে গমন।"

(১) "আব্রহ্ম পর্য্যন্ত বৃক্ষ ভবের ভিতরে।
সমস্ত পুরাণ এই আছে চরাচরে।" পাঠান্তর

সাধুজনে পরিত্রাণ যাহা মনে হয় ॥
খল নিবারণ হেতু কর অবতার।
যোগিগণে যে রূপ চিন্তিয়া হয়ে পার ॥
যত যত ভাগবত আছিল প্রধান।
চিন্তিল তোমার শুদ্ধ সত্ত্বময় ধাম ॥
সমাধি করিয়া চিত্ত করি নিরোধন।
তোমার চরণনৌকা করিয়া চিন্তন ॥
গুরুজন-উপদেশে বৎসপদ করি।
লীলা এ চলিলা তারা ভবসিন্ধু তরি ॥
আপনে তরিয়া ভবসিন্ধু ভয়ঙ্কর।
লোক পরিত্রাণ হেতু চিন্তিল বিস্তর ॥
এ লোকবৎসল তারা সহজে দয়াল।
তোমার চরণে ভক্তি করিয়া বিস্তার ॥
চরণপঙ্কজ পোত জগতে স্থাপিয়া।
মহাজন সব গেল সংসার তরিয়া ॥
হের হে করুণাসিন্ধু কমললোচন।
ভক্তিহীন জন তার বিফল জীবন ॥
তোমার চরণে ভক্তি না কৈল যে জনে।
যোগ সাধি আপনাকে মুক্ত হেন মানে ॥
করিয়া পরম পদ দুঃখ আরোহণ
তাহা হৈতে হয় তার পুনঃ নিপাতন ॥
তোমার পদারবিন্দে যে হয় বঞ্চিত।
শুদ্ধ শুদ্ধি নহে তার ভক্তিহীন চিত্ত ॥
মুক্তিপদ পাঞা সে যে পড়ে আর বার।
ভক্তি বিনে কেহো নহে ভবসিন্ধু পার ॥
হে মাধব হে যাদব জগৎনিবাস।
ভকতজনের কভো না হয় বিনাশ ॥
প্রেম-অনুবন্ধ করে তোমার চরণে।
যথা তথা রহুক যেন তেন মনে ॥
বিঘ্নশিরে চরণ ধরিয়া দৃঢ় করি।
সচ্ছন্দে ভ্রমুক গিয়া ভয় পরিহরি।
তুমি রক্ষা কর যদি নহে তার নাশ।
হেন তুমি ভকতবৎসল শ্রীনিবাস ॥
যত্তপি কেবল আত্মা তুমি জ্ঞানময়।
তথাপি ভকতজন-পালন-সদয় ॥
বিশুদ্ধ পরম ধাম দিব্যমূর্ত্তি ধর।
জীবপরিত্রাণ লাগি নানা লীলা কর ॥
দেবযজ্ঞ কর্ম্মযজ্ঞ তপযজ্ঞ করি।
সে রূপ ভাবিয়া লোক যাইব ভব তরি ॥
এই-সে কারণে মূর্ত্তি কর আবির্ভাব।
প্রকট পরমানন্দ অচিন্ত্য প্রভাব।
যদি না করিতে হেন মূর্ত্তি পরকাশ ॥

কে তোমা জানিত তবে সর্ব্বভূতে বাস।
কাহারো নহিত তবে ঈশ্বর-গেয়ান।
আছেন ঈশ্বর যবে এই অনুমান ॥
কাহারো নহিত তবে অজ্ঞান বিচ্ছেদ।
কা[illegible] ঘুচিত তবে ভবদুঃখ-খেদ ॥
এখ[illegible]তোমার দিব্য অবতার ভজি।
[illegible]লোক তরিব সংসার-দুঃখ তেজি ॥
গুণ কর্ম্ম জন্ম তুমি ধর নানামতে।
তছু নাম রূপ না পারিয়ে নিরূপিতে ॥
অনন্ত তোমার নরম গুণ অবতার।
নিরূপিতে পারে হেন শকতি কাহার ॥
মনোবচনের প্রভু তুমি অগোচর।
সর্ব্বলোক সাক্ষী তুমি মহা মহেশ্বর ॥
কদাচিৎ করে কেহ পথ অনুমানে।
হেন মহাপ্রভু তুমি পূর্ণ ভগবানে ॥
সবে চরণারবিন্দ পরিচর্য্যা করি।
এই সে উপায় ভব তরিবারে পারি ॥
(শুনিব শুনাব নাম করিব কীর্ত্তন।
জগত-মঙ্গল নাম করিব চিন্তন ॥)
পরিচর্য্যা কর্ম্ম করে ভক্তিযুত হৈয়া।
আপনে ঈশ্বর হৈয়া লভিলে জনম ॥
এতেকি হইল তার পৃথ্বীর খণ্ডন ॥
এই ভাগ্য তোমার দেখিব পাদপদ্ম।
মহাভাগবত মত্ত-মধুব্রত-সদ্ম ॥
চরণ-পঙ্কজ সুশোভিত ক্ষিতিতলে।
দেখিব পদারবিন্দ গগনমণ্ডলে ॥
আপনে ঈশ্বর তুমি অজ নিরঞ্জন।
না দেখি বিনোদ বিনে জনম-কারণ ॥
যাহার মায়ায় করে সৃষ্টি পরলয়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-কোটি যাহার হৃদয় ॥
হেন প্রভু হৈয়া তুমি কর অবতার।
সবে দেখি প্রয়োজন করিবে বিহার ॥
মৎস্য কূর্ম্ম আদি নানা অবতার করি।
জগৎ রক্ষণ যেন কর ভার হরি ॥
সেইরূপে এখনে পৃথ্বীর হর ভার।
সুরগণ পালন করিহ সর্ব্বকাল ॥
সতত তোমার রহু চরণে বন্দন।
তবে দৈবকীর তরে কৈল সম্ভাষণ ॥
পরম পুরুষ যে সাক্ষাৎ ভগবান।
তোমার উদরে তাঁর হৈল উপাদান ॥
তুমি না করিহ আর কংস করি ভয়।
সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠনাথ তোমার তনয় ॥

[এইরূপ স্তুতি করি যত দেবগণে। কহিল সকল লোক বুঝিব কারণে॥
অজ ভব আদি করি কৈল অন্তর্দ্ধানে॥ ভক্তিরস-গুরু শ্রীগদাধর জান।
দেবস্তুতি কৃষ্ণকথা বুদ্ধি অনুমানে। ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পরমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

মল্লার রাগ।

মুনি বলে শুন রাজা অদভুত বাণী॥
এখনে কহিব কৃষ্ণজনম-কাহিনী॥
সর্ব্বগুণযুত কাল পরম সুন্দর।
পৃথিবী পূরিয়া হৈল আনন্দমঙ্গল॥
শুভ বার তিথি যোগ নক্ষত্র করণ।
পুণ্যগুণ পুণ্যযোগ সর্ব্ব সুলক্ষণ॥
দশ দিগ পরসন্ন গগনমণ্ডল।
উদিত তারকাবলী দেখি মনোহর॥
নদ নদী সরোবর বিমলিত জল।
বিকসিত উতপল কুমুদ কমল॥
খগ-ভৃঙ্গ-নিনাদিত স্তবকিত বন।
সুললিত পুণ্যগন্ধ সুমন্দ পবন॥
শান্ত হৈয়া জ্বলিল দ্বিজের হুতাশন।
উত্তম জনের চিত্ত হৈল পরসন্ন॥
আকাশমণ্ডলে বাজে দুন্দুভি বাজন।
সুরমুনিগণে করে পুষ্প বরিষণ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর গীত গায় সুমধুর।
সিদ্ধ বিদ্যাধর স্তুতি করএ প্রচুর॥
সুর বিদ্যাধরী নৃত্য করে সুললিত।
মন্দ মন্দ জলধর ঘন গরজিত॥
ভরা নিশি রজনী তিমির ঘোরতর। (১)
হেনকালে জনম লভিলা গদাধর॥
অন্তর্য্যামী ভগবান্ অচিন্ত্যপ্রভাব।
দৈবকী উদরে আসি কৈলা আবির্ভাব॥
পূরবে উদিত যেন পূর্ণ শশধর।
মন্দিরে প্রকাশ কৈলা মহা মহেশ্বর॥
নবঘন শ্যাম তনু রাজীব লোচন।
আজানুলম্বিত ভুজ শ্রীবৎসলাঞ্ছন॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ভুজ-বিরাজিত।
কটীতটে পীতপট কৌস্তুভ-ভূষিত॥
মহামূল্য রত্ন মণি কিরীট কুণ্ডল।
কুঞ্চিত অলকাবলী শ্রীমুখমণ্ডল॥
উদভট পুরট কিঙ্কিণী সকঙ্কণ।
মৃগমদ-বিলেপিত হায় বিলোচন॥
হেন অদভূত শিশু দেখি মহাশয়।
বসুদেব চমকিত হৈল অতিশয়॥
নারায়ণ পুত্র দেখি ফুল্ল বিলোচন।
পুলকিত কলেবর সঘন কম্পন॥
কৃষ্ণ অবতার দেখি পূরিল উৎসবে।
অযুত গোদান তবে কৈল বসুদেবে॥
ভূমিতে পড়িয়া কৈল দণ্ডপরণাম।
করযোড় করি স্তুতি করে মতিমান্॥
পুত্রের প্রভাব দেখি ভয় পরিহরি।
প্রণতকন্ধর চিত্ত নিযোজিত করি॥
জানিলুঁ বিদিত আমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
পরম পুরুষ তুমি প্রকৃতির পর॥
সর্ব্ববুদ্ধি-সাক্ষী তুমি আনন্দস্বরূপ।
বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ঘন পূর্ণ ব্রহ্ম রূপ॥
অতুল শকতি তুমি পুরুষ পুরাণ।
মায়ায়ে আপনে কর বিশ্ব-নিরমাণ॥
তাহাতে আপনে পাছে থাক পরবেশি।
তনু শুদ্ধময় তুমি প্রভু অবিনাশী॥
জগতের হও সবে উতপতি ধ্বংস।
তোমার বিনাশ কভু নহে পরহংস॥
জগতে প্রবেশ করি আছ নিরন্তর।
তবু পরবেশ নাহি তাহার ভিতর॥
পঞ্চভূতময় যত কারণ বিশেষে।
বিশ্ব নিরমিঞা যেন বিশ্বে পরবেশে॥

(১) পাঠান্তর—
"রোহিণী অশ্বিনী সে তিমির ঘোরতর"।

বিশ্ব সহে নহে যেন তার অনুবন্ধ।
এইরূপ প্রভু তুমি নিত্য পরানন্দ॥
বিশ্ব নিরমিয়া (১) আছ জগৎনিবাস।
বুদ্ধি মন চিত্ত তুমি কর পরকাশ॥
সেই বুদ্ধি মনে তোমা লইতে না পারি।
সর্ব্বময় প্রভু তুমি সর্ব্ব-অধিকারী॥
অসত্য জগতে তুমি আছ হেন মানি।
এমত নিশ্চয় যার তত্ত্ব নাহি জানি॥
পণ্ডিত না হয় সে যে না বুঝে বিচার।
জগতের ভিন্ন তুমি জগতের সার॥
নিরাকার ব্রহ্ম তুমি নিগুর্ণ বিকার। (২)
তহু তোমা হেন সৃষ্টি পালন সংহার॥
সভার ঈশ্বর তুমি সভার আশ্রয়।
তোমাতে কহিতে কিছু বিরোধ না হয়॥
সত্ত্বগুণে শুক্লবর্ণ ধর কলেবর।
জগৎ পালন তুমি কর মহেশ্বর॥
রজোগুণে রক্তবর্ণ ধরি সৃষ্টি কর।
তমোগুণে কৃষ্ণবর্ণ ধরিয়া সংহর॥
এখনে করিবে তুমি লোকপরিত্রাণ।
মোর ঘরে অবতার কৈলে ভগবান্॥
রাজবেশ কপট অসুরসৈন্যভার।
সমূলে করিবে তুমি সে সব সংহার।
এখানে সম্প্রতি মোর এই নিবেদন।
মোর ঘরে তুমি আসি লভিলে জনম॥
শুনিয়া অগ্রজ বধ কৈল ছয় ভাই।
কহিব তাহায় অনুচরে তার ঠাঞি॥
শুনিঞা আসিব কংস খড়্গ ধরি হাথে।
মোর নিবেদন এই তোমার সাক্ষাতে॥
দেখিয়া পুত্রের রূপ পুরুষলক্ষণ।
বিস্ময়ে দৈবকী দেবী করয়ে স্তবন॥
নিরুপম নিরাকার বেকত-রহিত।
ব্রহ্মজ্যোতি নিগুর্ণ বিকার-বিবর্জ্জিত॥
সত্তামাত্র নির্ব্বিশেষ নিরীহস্বরূপ।
সেই সে সাক্ষাৎ জ্ঞান প্রকাশকরূপ॥
যখনে সকল হয়ে ব্রহ্মাণ্ডের নাশ।
কারণে প্রবেশ করে প্রপঞ্চ বিলাস॥
কারণে প্রবেশ করে প্রকৃতি ভিতরে।
প্রকৃতি প্রবেশ গিয়া করে মহেশ্বরে॥
ব্রহ্মা পর্য্যন্ত হয় ব্রহ্মে পরবেশ।
তখনে সকলে তুমি থাক অবশেষ॥

(১) পাঠান্তর,—"বেয়াপিঞা"।
(২) "পাঠান্তর,—নির্ব্বিকার"।

যদিবা বলিবা (১) কালে করএ সংহার।
কালরূপে আছে এক শকতি তোমার॥
সেই কালে করে সৃষ্টি পালন প্রলয়।
সেই কাল তোমার লীলায় মাত্র হয়॥
মৃত্যু-ভয়ে ব্যাকুল হইয়া এত কাল॥
পলাঞা কোথাহ লোক না পায় নিস্তার॥
এখনে পদারবিন্দ করিয়া আশ্রয়।
সুখে লোক থাকিব খণ্ডিব ভবভয়॥
উগ্রসেন সুত কংস দুরন্ত নিষ্ঠুর।
তার ভয়ে আমি সব অতি বেয়াকুল॥
ভকতবৎসল নাম করিয়া সফল।
ভৃত্যগণ পরিত্রাণ কর প্রাণেশ্বর॥
যে রূপ যোগেন্দ্রগণ চিন্তয়ে ধেয়ানে।
চর্ম্মচক্ষে সে রূপ দেখিব সর্ব্বজনে॥
পরতেক (২) এ রূপ না কর নারায়ণ।
ধ্যানগম্য রূপ প্রভু কর সম্বরণ॥
মোর ঘরে কৃষ্ণ আসি কৈলে অবতার।
না ' ানে পাপিষ্ঠ যেন কংস দুরাচার॥
নারী জাতি মোর চিত্ত সহজে চঞ্চল।
তোমা লাগি মোর মনে বড় লাগে ডর॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ভুজ-বিরাজিত।
এ রূপ সম্বর তুমি না কর বিদিত॥
যে প্রভু প্রলয়ে ধরে বিশ্ব চরাচর।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড যার গর্ভের ভিতর॥
যে প্রভু আসিয়া মোর গর্ভে উৎপন্ন।
মানুষ জাতির এতাবৎ বিড়ম্বন॥ (৩)
দৈবকীর বচন শুনিয়া চক্রপাণি।
কহিতে লাগিলা সব পূরুব কাহিনী॥

পুত্রের প্রভাব দেখি বসুদেব শ্রীদৈবকী
করে কিছু বিনয় স্তবন।
শিরেতে যুড়িয়া হাত ঘন ঘন প্রণিপাত
স্বেদাঙ্কিত সজল নয়ন॥
আদি অন্ত তুমি সব তুমি যে কারণার্ণব
তুমি ব্রহ্মা পুরুষপ্রধান।
আকাশ পাতাল ভূমি নক্ষত্রমণ্ডল তুমি
তুমি প্রভু বেদ ব্রহ্মজ্ঞান॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি শিব' তুমি সে দেবের দেব
তুমি সে অনন্ত ক্ষিতিধর।

(১) বলিবা, বলিবে।
(২) প্রত্যক্ষ।
(৩) পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তকে (বসুদেব ও দৈবকী উভয়ে মিলিত হইয়া স্তুতি করিতেছেন।)

সংসার অসার যত তুমি মূল সর্ব্বতত্ত্ব
ধর্ম্মাধর্ম্ম তুমি রম্যবর ॥
গিরি গুহা হ্রদ নদী এ সপ্ত সাগর আদি
তুমি সে সকল চরাচর।
চন্দ্র সূর্য্য জ্যোতির্ম্ময় তোমার বিভূতি হয়
তুমি তার মূল গদাধর ॥
তুমি রাত্রি তুমি দিন সত্ত্ব রজ তমোগুণ
চারি মুক্তি তুমি ভগবান্।
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি তুমি সে যজ্ঞের স্তুতি
বেদশাস্ত্র তুমি সে পুরাণ ॥
সত্ত্বগুণে শ্বেত বর্ণ ধরিয়া কর পালন
জগত আধার তুমি দেহ।
রক্তবর্ণ রজগুণে সৃষ্টি কর সৃজনে
মর্ত্ত্যেতে পালন করি রহ ॥
তমোগুণে আরবার সকল কর সংহার
কৃষ্ণ অঙ্গ ধরি নারায়ণ।
তুমি দেব চক্রপাণি না জানি ভকতি আমি
লৈনু প্রভুর চরণে শরণ ॥
কোন্‌পুণ্য কৈল আমি মোর গর্ভে আসি তুমি
জনম লভিলা যদুবরে।
কিবা মোর ভাগ্যবশে অবতার হৃষীকেশে
ইহার বৃত্তান্ত কহ মোরে ॥
এই নিবেদন করি এরূপ সম্বর হরি
ধ্যানগম্য শরীর তোমার।
দারুণ কংসের দূত পলাইতে নাহি পথ
শুন প্রভু বচন আমার ॥
উগ্রসেনসুত রাজা কংসাসুর মহারাজা
এক্ষণে আসিবে দুষ্টমতি।
অসি চর্ম্ম ধরি করে আসিবেক দুষ্টাচারে
কহ প্রভু ইহার যুগতি ॥
এইরূপ বারেবার ছয় পুত্র যে আমার
কংসাসুর বধিল সবায়।
কংসাসুর দুষ্ট হেন এরূপ না দেখে যেন
কর প্রভু ইহার উপায় ॥
এত বলি বসুদেবে কাকুতি মিনতি স্তবে
করযোড়ে পড়িল চরণে।
দৈবকী প্রণাম করে চরণ ধরিয়া করে
ভাগবত-আচার্য্য সুগানে ॥
স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর আছিল যখনে।
তখনে আছিলা তুমি পৃশ্নি হেন নামে ॥
আছিলা সুতপা নামে এই মহামতি।
অপত্য সৃজিতে আজ্ঞা দিলা প্রজাপতি ॥
সকল ইন্দ্রিয়গণ করিয়া রোধন।
তুমি সব করিলে আমার আরাধন ॥
পরম দুষ্কর তপ কৈলে নিরন্তর।
শীত বাত ঘর্ম্ম তাপ সহিলে বিস্তর ॥
বৃক্ষের গলিত পত্র করিয়া আহার।
বায়ুরোধ করিয়া রহিলে চিরকাল ॥
তপ করি কৈলে নিজ চিত্ত নিরমল।
ভক্তিভাবে আমাকে ভজিলে নিরন্তর ॥
দেবমানে দ্বাদশ সহস্র বৎসর।
এইরূপে মহাতপ করিলে দুষ্কর ॥
তবে আমি তুষ্ট হৈয়া দিল দরশন।
তুমি সব এইরূপে দেখিলে তখন ॥
আমি যদি বুলিল মাগিয়া লহ বর।
পুত্রবর মাগিলে আমার সমসর ॥
তোমা সভা না করিল মায়া বিমোহিত।
মুক্তিপদ না মাগিলে না হৈলে বঞ্চিত ॥
মুক্তিপদে নাহি পুত্র প্রেম সুখসম।
মায়াবিমোহিত না করিল তেকারণ ॥ (১)
তবে আমি তখনে চিন্তিল মনে মনে।
আমার সদৃশ কেহো নাহি ত্রিভুবনে ॥
পুত্র হৈয়া আমি গিয়া জন্মিল আপনে।
পৃশ্নিগর্ভ নাম হৈল তাহার কারণে ॥
তবে আর জনমে কশ্যপ প্রজাপতি;
হৈয়াছিল এই বসুদেব মহামতি ॥
আদিতি তোমার নাম দেবের জননী।
ধরিয়া বামন নাম পুত্র হৈল আমি ॥ (২)
এখনে পৃথ্বীর ভার করিতে হরণ।
শিষ্টের পালন হেতু দুষ্টের নিধন ॥
তোমার উদরে আসি লভিল জনম।
সেই পূর্ব্বরূপে আমি দিল দরশন ॥
নরবেশ না ঘুচিব মানুষ গেয়ান।
তে-কারণে এইরূপ দেখাল্যা বিদ্যমান ॥

---

(১) "অজুষ্টগ্রাম্যবিষয়াবনপত্যৌ চ দম্পতী।
ন বব্রাথেঽপবর্গং মে মোহিতৌ দেবমায়য়া ॥"
১০।৩৩।৩৯

(২) ইহার পর পরিষৎ কর্ত্তৃক পুস্তকের অধিক পাঠ,—
"তৃতীয় জনমে দশরথ তব নাম।
কৌশল্যা ইহার নাম সর্ব্বগুণধাম ॥"
"আপনে জন্মিনু আমি রামরূপ ধরি।
দৈবের কারণ গিঞা রাবণ সংহারি ॥"

ভ্রাতৃভাব করিয়া বা সতত চিন্তহ।
পুত্রভাব করিয়া বা পীরিত করহ॥
অবশ্য পরমগতি পাইবে দুজনে।
অবধান কর বাপ আমার বচনে॥
গোকুলে আমাকে লৈয়া থোহ শীঘ্র করি।
এখানে আনিয়া থোহ নন্দের কুমারী॥
এতেক বুলিয়া হরি হৈলা নিশবদ।
মায়ায় রহিলা যেন সহজ বালক॥
তবে বসুদেব নিজ পুত্র করি কোলে।
অলপে অলপে গেলা পুরের দুয়ারে॥
হেনকালে কোন কর্ম্ম করে মহামায়া।
পেলিল প্রহরিগণ নিদ্রায় ঝাঁপিয়া॥
বড় বড় লোহার কপাট দৃঢ়তর।
যতেক লোহার খিল লোহার শিকল॥
খণ্ড খণ্ড হৈয়া সব মিলিলা বিদায়।
রবির কিরণে যেন ঘুচে অন্ধকার॥
মন্দ মন্দ গরজন মেঘ বরিষণে।
বাসুকি আসিয়া ফণা ধরিলা আপনে॥
তরঙ্গ কল্লোল নীর গভীর যমুনা।
পথ ছাড়ি দিল নদী ভয়ে কম্পমানা॥
তবে বসুদেব গেলা নন্দের গোকুলে।
নিন্দে অচেতন গোপ প্রতি ঘরে ঘরে॥
নন্দঘরে গিয়া তবে কৈলা পরবেশ।
যশোদার শয়নে লৈয়া থুইলা হৃষীকেশ॥
যশোদার কন্যাখানি তুলি নৈল কোলে।
পুনরপি সেইরূপে গেলা মধুপুরে॥
কন্যা সমর্পিল লৈয়া দৈবকী-শয়নে।
লোহার নিগড় নিল আপন চরণে॥
তবে বসুদেব রহে করিয়া শয়ন।
না জানে যশোদাদেবী এত বিবরণ॥
জনমিল অপত্য এই সে মাত্র জানে।
কিবা কন্যা পুত্র কিছু নহিল গেয়ানে॥
এতেক প্রসবদুঃখ পাঞাছে যাতনা।
তাহে মহামায়া গিঞা কৈল অচেতনা॥
রঘুনাথ পণ্ডিতের মধুরস-বাণী।
গীতবন্দে কহে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩॥

চতুর্থ অধ্যায়।

মুনি বলে শুন রাজা বিচিত্র কথন।
কহিব এখনে রাজা যে যে বিবরণ॥
সেইরূপে কপাট লাগিল থরে থরে।
লোহার শিকল খিল লাগিল দুয়ারে॥
ছাওয়ালের ক্রন্দন শুনিয়া ত্বরাত্বরি।
জাগিয়া উঠিল সব দুয়ারী প্রহারী॥
তুরিতে জানাল্য গিয়া কংসবিদ্যমানে।
চমকিত হৈয়া কংস উঠিল তখনে॥
না জানো কি হয় আজি মোর প্রতিকার।
যম জনমিল মোর করিতে সংহার॥
পড়িলে উঠিতে যায় চিন্তায় বিহ্বল॥ (১)
খসিল মাথার কেশ ধাইল সত্বর॥
ধাঞা গিয়া পরবেশ কৈল সূতি ঘরে (২)।
দেখিয়া দৈবকী দেবী কাকুবাণী করে॥
শুন শুন আরে ভাই কংস মহাশয়।
এবার মোহর তরে হইবা সদয়॥
না মারিহ কন্যাখানি মোরে দেহ দান।
মারিলে বিস্তর পুত্র আগুনি সমান॥
না মারিহ ভাই মোর এই নিবেদন।
কন্যাবধ করিয়া কি তব প্রয়োজন॥
যে কৈলে সে কৈলে মোয় তাথে নাহি বেথা।
গর্ভশেষ কন্যাখানি কর যদি রক্ষা॥
এত কাকুবাণী যদি দৈবকী বুলিল।
তহুত পাপিষ্ঠ কংস সদয় না হৈল॥
দৈবকীরে বিস্তর ভৎর্সিয়া দুরাচার।
টান দিয়া হাতে হৈতে আনিল ছাওয়াল॥
দুই পায়ে ছাওয়ালে ধরিল দৃঢ় করি।
শিলার উপরে লৈয়া আছাড়িল তুলি॥
খসিয়া ছাওয়াল তার হাত হৈতে গেল।
আকাশমণ্ডলে গিয়া আরোহণ কৈল॥
দিব্য মূর্ত্তি হৈল তথা ত্রিদশমোহিতা।
অষ্টভুজা অস্ত্র-শস্ত্রে ভূষণে ভূষিতা॥

---

(১) অন্য পুথির পাঠ,
"ব্যস্ত হঞা যায় তলে চিন্তায় বিকল।"
(২) পাঠান্তর,—
"ত্বরিতে প্রবেশ যাঞা করে সূতিঘরে।"

গন্ধর্ব্ব কিন্নর সুর সিদ্ধ মুনিগণে।
নৃত্য গীত স্তুতি করে পুষ্প বরিষণে॥
কৌতুকে পূজিল বলি উপহার দিয়া।
ডাকিয়া কি বলে তবে দেবী মহামায়া॥
শুন শুন আরে কংস দুষ্ট খলমতি।
আমাকে মারিতে কেন করিস্ শকতি॥
আমাকে হিংসিস্ তোর নাহি প্রয়োজন।
যে তোমা হরিব প্রাণ লভিল জনম॥
দুঃখিত প্রজার হিংসা না করিস বৃথা।
তোর শত্রু আজি জনমিল যথা তথা॥
এতেক বুলিয়া ভগবতী মহামায়া।
নানা স্থানে রহে গিয়া নানারূপ হৈয়া॥
দেবীর বচন কংস শুনিঞা শ্রবণে।
পরম বিস্মিত হৈয়া চিন্তে মনে মনে॥
বসুদেব দেবকীর ছুটিল বন্ধন।
স্তুতি করি বলে তরে বিনয় বচন॥
শুন হে ভগিনীপতি শুনহ ভগিনি।
কিবা গতি হয়ে মোর হেন নাহি জানি॥
কেবল রাক্ষস যেন মুঞি দুরাচার।
ব্যর্থ এত পুত্রবধ করিলুঁ তোমার॥
নির্লজ্জ নিন্দিত মুঞি কৈল হেন কর্ম্ম।
জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধব ছাড়িলুঁ লোকধর্ম্ম॥
জীয়ন্তেই মরা মুঞি যেন ব্রহ্মঘাতী।
মারিলে না জানো মোর হয় কোন গতি॥
আছুক মানুষ দেবে বলে মিছা বাণী।
এত অপকর্ম্ম কৈল দৈববাণী শুনি॥
না করিহ আর শোক পুত্রের কারণে।
কয়এ সকল লোক অদৃষ্ট ভজনে॥
অদৃষ্টঅধীন জীব অদৃষ্টে মিলায়।
অদৃষ্টেহি পুনরায় বিচ্ছেদ করায়॥
মাটির নির্ম্মিত পাত্র নানা পরকার।
কত হয়ে কত যায়ে মাটি মাত্র সার॥
মাটির না হয়ে যেন উতপতি নাশ।
না মরে না হয়ে আত্মা নিত্য পরকাশ॥
শরীরের সবে উতপতি পরলয়।
ইহাতে না বুঝি মতি বিপর্য্যয় হয়॥ (১)
আপনারি দেখে সবে জনম মরণ।
সেই সে কারণে করে সংসার ভ্রমণ॥
এতেক বচন তুমি বুঝিয়া ভগিনি।
পুত্রের কারণ আর শোক কর জানি॥

তা-সভার আছে এই অদৃষ্টে লিখন।
মোর বা আছএ এই পাপের কারণ॥
যার যেন অদৃষ্ট তাহার তেন ফল।
এ বোল বুঝিয়া দোষ ক্ষমিবে সকল॥
সে মোরে মারিবে মুঞি মারিলুঁ তাহারে।
যাবৎ এমত বুদ্ধি যাহার সঞ্চরে॥
তাবৎ তাহার বধ্য বধক সম্বন্ধে।
বসুদেব তোমাতে গোচর ভাল মন্দ॥
এতেক বচন বুলি ধরিল চরণে।
কান্দিতে লাগিল কংস ভয় পাঞা মনে॥
বসুদেব দেখিয়া কংসের দুঃখ শোক।
দুহে মেলি দিলা তারে সন্তোষ প্রবোধ॥
ভাল তুমি মহারাজ কহিলে সকল।
অভিমানে ভেদ বুদ্ধি হয় নিজ পর॥
এক দেহে করে আর দেহের বিনাশ।
দুঃখ শোক আদি যত মনের বিলাস॥
জীবের যাহাতে দুঃখ শোক নাহি ধরে। (১)
আগেয়ান মূর্খ যেন শত্রু মিত্র করে॥
শুন মহারাজ তুমি শোক পরিহর।
সন্তোষ করিয়া তুমি নিজ ঘরে চল॥
তবে কংস প্রবেশ করিল নিজ ঘরে।
জাগিয়া বঞ্চিল নিশি খট্টার উপরে।
রজনী প্রভাত হৈল প্রত্যুষ বিহানে।
মন্ত্রিগণ ডাকিয়া আনিল বিদ্যমানে॥
আদি হৈতে পাত্রগণে সব কথা কই।
চিন্তিতে লাগিলা কংস হেঁট মাথা হই॥
তবে যত সেনাপতি আছিল তাহার।
বীরদর্প করিয়া লাগিল বুলিবার॥
কোন ছার প্রয়োজনে এত চিন্তা কর।
তুমি হৈয়া আপনার বিক্রম পাসর॥
রিপু জনমিল যদি এই সত্য হয়।
তাহা করি তহু কিছু না করিহ ভয়॥
আজি বা জন্মিল দশ দিনের ভিতরে।
মারিব সকল শিশু প্রতি ঘরে ঘরে॥
হেন ছার কাজে তুমি কর বিমরিষ।
বাহুবলে জিনিলে সকল দশদিশ॥
যদি বল দেবগণ আসিব সাজিয়া।
বস্তুজ্ঞান না করিহ দেবতা বলিয়া॥
ইচ্ছা করি ধনুকে যখন দেহ চড়া।

---

(১) পাঠান্তর,—
„এই না বুঝিয়া হয় মতিবিপর্য্যয়।"

(১) পাঠান্তর,—
"জীবের তাহাতে সুখ দুঃখ নাহি ধরে।
অজ্ঞানে মূর্খ তারা শত্রু মিত্র করে।

দেবগণে তখনে সম্ভ্রমে পড়ে সাড়া ॥
না জানি কি হয়ে আজি দেবের সমাঝে ।
ধনুকে টঙ্কার দিল কংস মহারাজে ॥
তুমি যদি কর রাজা শর বরিষণ ।
পালাএ সকল দেব রাখিবা জীবন ॥
কেহো কর যুড়িয়া করয়ে কাকুবাদ ।
কেহো অস্ত্র পেলাইয়া করে দণ্ডপাত ॥
কেহো কেশ বান্ধে কেহো কাছা মুকুলায় ।(১)
না মার মা মার বুলি তরাসে পালায় ॥
রথী হৈয়া যদি রথ ছাড়য়ে সংগ্রাম ।
অস্ত্র তেজি ভএ যেবা করয়ে প্রণাম ॥
সংগ্রামে বিমুখ হৈয়া যে জীব পালায় ।
ধনুরজ্জু ভাঙ্গে যেবা যুঝিতে না চায় ॥
ইহাতে না কর তুমি অস্ত্রের প্রহার । (২)
তুমি সে বীরের ধর্ম্ম জান সর্ব্বকাল ॥
দেবে কি করিতে পারে রণে ভয়াকুল ।
দর্প করিবার কালে (৩) সভে তারা শূর ॥
বিষ্ণু করি তিলেক না কর বস্তুজ্ঞান ।
সর্ব্বত্র গোপতে থাকে নহে বিত্তমান ॥
হরে কি করিবে তার অরণ্যে বসতি ।
কি করিতে পারে অল্পবল শচীপতি ॥
কি করিব ব্রহ্মা তার সতত ধেয়ান ।
তপ ছাড়ি অন্য তার নাহি অবধান ॥
এ বোল বলিয়া উপেক্ষিত না বুঝায় ।
শত্রু উদ্ধারিতে তহু করিব উপায় ॥
আজ্ঞা দেহ আমি সব কিঙ্কর তোমার ।
আমি সব রিপু-মূল করিব উদ্ধার ॥
অঙ্গে ব্যাধি হয় যদি অলপ সময় ।
না খণ্ডিলে সেই ব্যাধি বাঢ়ে অতিশয় ॥

(১) পাঠান্তর,—"কেহ বেশ বান্ধে বারো কাছা আউলায়"।
(২) "তাহার উপরে অস্ত্র না কর প্রহার"।
(৩) পাঠান্তর,—"বেলে।"

পাছে যেন সেই ব্যাধি না পারে খণ্ডিতে ।
শত্রু বলবান্ হৈলে না পারি জিনিতে ॥
সকল দেবের মূল বিষ্ণু যার নাম ।
সত্যধর্ম্ম যথা তার তথা উপাদান ॥
গো ব্রাহ্মণ তপ যজ্ঞ বেদ ব্রত যথা ।
এ সব ধর্ম্মের মূল ধর্ম্ম রহে তথা ॥
ব্রহ্মবাদী যজ্ঞশীল তপস্বী ব্রাহ্মণ ।
হবির্দ্ধানী (১) যত পাই আছে ঋষিগণ ॥
এ সব মারিব আর যথা পাই লাগ ।
তবে বিষ্ণু মারিব তাহাতে কোন বাদ ॥
গো ব্রাহ্মণ তপ যজ্ঞ বিষ্ণুর শরীর ।
বিষ্ণু মারিবারে এই বুদ্ধি কর স্থির ॥
সেই বিষ্ণু অসুর হিংসয়ে নিরন্তর ।
সকল দেবের মূল দেবের ঈশ্বর ॥
এই সে উপায়ে বিষ্ণু মারিবারে পারি ।
সভেই মেলিয়া গিয়া গো ব্রাহ্মণ মারি ॥
পাপমতি কংস তার পাপেতে উৎপত্তি ।
কুমন্ত্রি মন্ত্রণা সেই দঢ়াইল যুগতি ॥
দুষ্ট দৈত্য যত তারা কন্দলে পীরিতি ।
চৌদিগে পাঠাঞা দিল দুষ্ট সেনাপতি ॥
পাপমতি তারা সব দুষ্টমতি খল ।
গো ব্রাহ্মণ সাধু যত হিংসিল সকল ॥
পরমায়ু ছিরি যত বেদধর্ম্ম যশ ।
এই লোক পরলোক সকল সম্পদ ॥
এ সব যাহার নাশ হয়ে একবারে ।
সেই সে গোব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে হিংসা করে ॥
কংসের সকল নাশ হৈব হেন আছে ।
দেব দ্বিজ হিংসা করি মজিল সবংশে ॥
কৃষ্ণগুণ-সমুদিত অসুর মন্ত্রণা ।
রঘুনাথ পণ্ডিতের মধুর রচনা ॥

(১) মূলে "হবির্দ্ধা" পাঠ আছে ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

দেশাগ রাগ।

শুক মুনি বলে শুন রাজা পরীক্ষিৎ।
পুত্র জনমিল নন্দ হৈয়া আনন্দিত॥
ডাকিয়া আনিয়া যত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
স্নান করি অঙ্গেতে পরিল আভরণ॥
জাতকর্ম্ম কৈল স্বস্তি করিয়া বাচন।
যথাবিধি কৈল দেব-পিতৃ আরাধন॥
দশ লক্ষ (১) দিল ধেনু কাঞ্চনে ভূষিয়া।
তিলের নির্ম্মিত সাত প ত করিয়া॥
কাঞ্চনে নির্ম্মিত ঘর (২) কাঞ্চনে খচিত।
কাঞ্চন বসনে কৈল পর্ব্বত বেষ্টিত॥
সাত তিল-পর্ব্বত ব্রাহ্মণে দিল দান।
বসন ভূষণ বহুবিধ অন্ন পান॥
দান হৈতে হয় সব দ্রব্যের শোধন।
তত্ত্বজ্ঞান হৈলে হয় চিত্ত পরসন্ন॥
নানা দ্রব্য দিল নন্দ বহুবিধ দান।
সহজে পণ্ডিত নন্দ মহামতিমান্॥
বিবিধ মঙ্গল বাণী পঢ়িল ব্রাহ্মণে।
উচ্চস্বরে ভটিমা পঢ়িল ভাটগণে॥
গায়নে মধুর গীত নর্ত্তকে নাচন।
বাজিল দুন্দুভি ভেরী বিবিধ বাজন॥
পুরে পুরে ঘরে ঘরে অঙ্গনে অঙ্গন।
চন্দন লেপন কৈল কুঙ্কুমে সেচন॥
বিচিত্র পল্লব ধ্বজ পতাকা তোরণ।
পূর্ণঘট সারি সারি রম্ভা আরোপণ॥
গাভী বৃষ বৎসগণ ধবলবরণ।
তৈল হরিদ্রায় কৈল অঙ্গ বিলেপন॥
নন্দঘরে পুত্র হৈল শুনি গোপগণে।
অঙ্গ বিভূষিত কৈল বিবধ ভূষণে॥
বিচিত্র কাঁচলি পাগ বিবিধ বরণে।
বিচিত্র বরিহা ধাতুমণ্ডিত কাঞ্চনে॥
বহুবিধ বহুমূল্য উপায়ন লৈয়া।
চলিল সকল গোপ আনন্দিত হৈয়া॥
যশোদার পুত্র হৈল গোপীগণে শুনি।
নানা আভরণে কৈল অঙ্গের সাজনী॥
নবীন কুঙ্কুমে মুখপঙ্কজে ভূষিয়া।
বিচিত্র বিবিধ ধাতু অঙ্গে নিরমিয়া॥

ত্বরিতে চলিলা গোপী চলিতকুণ্ডলা।
পৃথু কুচ শ্রোণীভার গমনমন্থরা॥
বিলোলিত মণিহার কণ্ঠবিভূষণা।
কেশপাশ গলিত কুসুমবরিষণা॥

চঞ্চল কুণ্ডল পয়োধর হারশোভা।
কঙ্কণকিঙ্কিণী জ্যোতি বিজুলির আভা॥
পথশোভা করিয়া রমণীগণ চলে।
তড়িৎ সঞ্চরে যেন আকাশমণ্ডলে॥
উত্তরিয়া গিয়া যদি নন্দের মন্দিরে।
শিরে হাথ দিয়া গোপী আশীর্ব্বাদ করে॥
চিরজীবী হও বাপু কুশল কল্যাণ।
ধান্য দূর্ব্বা দিয়া শিরে কৈল সন্বিধান (১)॥
তৈল জল হরিদ্রায় করিয়া সেচন।
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু কৈল বরিষণ॥
কৃষ্ণের মহিমা গোপী গায় উচ্চস্বরে।
বিবিধ বাজন বাজে নন্দের মন্দিরে॥
কৃষ্ণ আসি নন্দঘরে হৈলা উৎপন্ন।
আনন্দে প্রভুর গুণ গায় গোপীগণ॥
দধি দুগ্ধ ঢালাঢালি ননী পেলাপেলি।
আনন্দসাগরে পড়ি ভাসে গোপনারী॥
নন্দঘোষ মহাবুদ্ধি কোন কর্ম্ম করে।
পূজিল সকল লোক বস্ত্র-অলঙ্কারে॥
নর্ত্তক গায়ক ভাট নানা গুণিগণে।
একে একে সকলে পূজিল জনে জনে॥
পূজিল রোহিণী দেবী ভূষণে ভূষিয়া।
উৎসব করয়ে দেবী আনন্দিত হৈয়া॥
অষ্টৈশ্বর্য্য অষ্টসিদ্ধি অষ্ট মহানিধি।
গোকুলে মিলিল গিয়া সে দিন অবধি॥
আপনে আসিয়া যাতে রহে শ্রীনিবাস।
সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ক্রীড়াভূমি পরকাশ॥
গোকুলে রক্ষকগণ করি নিয়োজিত।
মধুপুরে নন্দ ঘোষ চলিলা ত্বরিত॥
কংসের বৎসরকর দিব সেই দিনে।
মথুরা চলিলা নন্দ তাহার কারণে॥
কংসের বৎসর-কর করিয়া শোধন।
আপনার নিজপুরে করিলা গমন॥

(১) মূলে "ধেনূনাং নিযুতে" আছে।
(২) পাঠান্তর,—"রথ"; অন্যচ্চ,—
"কাঞ্চনে নির্ম্মিত ঘট কাঞ্চনে জড়িত।"

(১) পাঠান্তর,—"মাথে লইল আঘ্রাণ"।

হেন কালে বসুদেব গেলা নন্দঘরে।
বসুদেব দেখি নন্দ উঠিলা সত্বরে (১) ॥
দুই ভাই সন্তোষে করিয়া কোলাকোলি।
আসনে বসিলা দুঁহে হাতাহাতি করি॥
রাম-কৃষ্ণ দুই পুত্রে চিত্ত আরোপিয়া।
বসুদেব বলে কিছু পীরিতি করিয়া॥
এই মহাভাগ্য ভাই দেখিলুঁ তোমারে।
পুত্র জনমিল সিঞা এই বৃদ্ধকালে ॥
পুনরপি জন্ম যেন লভিল আপনে।
হেনকালে পুত্রমুখ হৈল দরশনে॥
সবন্ধু বান্ধবে তুমি আছ নিরাকুলে।
নাহি উৎপাত কিছু তোমার গোকুলে॥
মহাবনে তৃণ জল আছে ভালমতে।
নিরন্তর যাহে থাক গোধন সহিতে॥
আছয়ে আমার পুত্র কুশল কল্যাণে।
তুমি-সব কর তার পোষণ পালনে॥

---

(১) পাঠান্তর,—

"রাজকর দিল নন্দ কংসবিদ্যমানে।
বিদায় হইয়া চলে আপন ভবনে॥
বিবরণ বুঝিয়া বসুদেব মহাভাগ।
নন্দের নিকটে গেলা করি অনুরাগ॥"

পিতা করি তোমারে বলয়ে অনুক্ষণ।
তুমিহ তাহারে যেন দেখ পুত্র সম॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম সবে এই প্রয়োজন।
যাহা দিয়া সন্তোষ করিয়ে বন্ধুজন॥
যাহা হৈতে বন্ধুগণে না হয়ে পীরিতি।
কিবা যশে ধনে কিবা কি ঘর বসতি॥
নন্দ ঘোষ বলে ভাই শুন মহাশয়।
মারিল পাপিষ্ঠ কংস বিস্তর তনয়॥
একখানি কন্যা যেহো হৈল অবশেষে।
অন্তরীক্ষে গেল সেহো অদৃষ্টের বশে॥
শুভাশুভ সুখদুঃখ অদৃষ্টকারণ।
অদৃষ্ট বুঝিয়া স্থির হয় বুধজন॥
বসুদেব বলে নন্দ শুনহ বচন।
বিস্তর কথায় কিছু নাহি প্রয়োজন॥
রাজার বৎসর-কর দিলে একবারে।
কি কাজ হেথাতে রঞা ঝাট চল ঘরে॥
গোপকুলে উৎপাত হৈব হেন জানি।
না কর বিলম্ব নন্দ শুন তত্ত্ববাণী॥
বসুদেব বচন শুনিঞা গোপগণে।
নন্দ আদি করিয়া শকট আরোহণে॥
বসুদেব সম্ভাষিয়া করিলা পয়াণ।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিকাং দশমস্কন্ধে
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ধানশী রাগ।

মুনি বলে কহি রাজা শুন সাবধানে।
নন্দঘোষ চলিল চিন্তিতে মনে মনে॥
বসুদেব-বচন অসত্য কভু নয়।
কিবা উৎপাত আজি ব্রজকুলে হয়॥
পূতনা পাঠাঞা তথা দিল কংসাসুরে।
উঠিল রাক্ষসী গিয়া নন্দের গোকুলে।
হরিগুণসংকীর্ত্তন না হয় যে স্থানে।
তথা তথা উৎপাত করে দুষ্টগণে॥
হেন প্রভু আপনে সাক্ষাৎ যে শ্রীহরি।
রাক্ষসীর প্রাণে তাথে কি করিতে পারি॥

পাপিনী পূতনা সে যে নানা মায়া জানে।
মায়ায় যুবতীবেশ ধরিলা আপনে॥
কেশপাশ বিনিহিত ফুল্ল মল্লিমালা।
পৃথুশ্রোণী কুচভর গমন মন্থরা॥
ক্ষীণ কটিতট পট্টবাসপরিধানা।
কুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ড মুদিতবচনা॥
ভুরুভঙ্গ বিলসিত মান মনোহরা।
বিলোল অলকাবলী কুঞ্চিতকুন্তলা॥
অলস বিলস গতি কমল ঢুলায়।
চকিত চপল দিঠী নন্দঘরে যায়॥

লক্ষ্মীদেবী যায় নিজ পতি দরশনে।
এই চিত্তে লাগিল গোকুলবাসিজনে॥
গোপ গোপী এইরূপ চিন্তিতে লাগিলা।
পূতনা প্রবেশ গিয়া নন্দঘরে কৈলা॥
নিজ তেজ সম্বরিয়া আছয়ে শয়নে।
মুদিত নয়ন যেন কিছুই না জানে॥
আচ্ছাদিয়া আছে প্রভু নিজ তেজবল।
আগুনি থাকয়ে যেন ভস্মের ভিতর॥
অন্তর্যামী প্রভু সে সভার তত্ত্ব জানে।
কিবা অগোচর আছে তার বিদ্যমানে॥
পূতনা রাক্ষসী সে যে বালকঘাতিনী।
জানেন তাহার তত্ত্ব প্রভু চক্রপাণি॥
মনে আছে পূতনারে করিব সংহার।
নহে প্রভু শিশুভাব করিয়া বিস্তার॥
এত বিবরণ নাহি জানে নিশাচরী।
বালক তুলিয়া গিয়া লৈল কোলে করি॥
না জানিয়া কেহো যেন কালসর্প ধরে।
কালান্তক যম যেন তুলি লৈল কোলে॥
তার রূপ তেজ দেখি অতি মনোহর।
কুৎসিত বদন তার বচন সুন্দর॥
যশোদা রোহিণী কিছু না পারে বলিতে।
চিত্রের পুত্তলি যেন লাগিল চাহিতে॥
কোন্ কর্ম্ম করব তবে পূতনা পাপিনী।
শিশুমুখে বিষস্তন দিল দোচারিণী॥
দুই করে স্তন ধরি প্রভু ভগবান।
চুম্বক ধরিয়া তবে দিল এক টান॥
প্রাণ সহে স্তন তার পিলেন শ্রীহরি।
ছাড় ছাড় বলিয়া পড়িল নিশাচরী॥
দুই আঁখি উলটিল আছড়িল পায়।
আর্ত্তনাদ করিয়া ছাড়িল ঘন রায়॥
পড়িল পূতনা তার শবদ উঠিল।
নদ নদী গিরি তরু ধরণী কম্পিল॥
গ্রহগণ সহে কাঁপে গগনমণ্ডল।
দশদিগ পাতাল কাঁপিল জলস্থল॥
বজ্রপাত হেন লোকে হৈল চমৎকার।
ভূমিতে পড়িল লোক দেখি অন্ধকার॥
হেনরূপে পড়িল পূতনা নিশাচরী।
প্রাণ ছাড়ি গেল তবে নিজরূপ ধরি॥
দ্বাদশ দণ্ডের পথ পৃথিবী যুড়িয়া।
পূতনার কলেবর রহিল পড়িয়া॥
পর্ব্বতের গুহা যেন নাসিকাবিবর।
দুই গোটা স্তন তার পর্ব্বতশিখর॥
লাঙ্গলের ঈষ যেন বিকট দশন।
অন্ধকূপ যেন দুই গভীর নয়ন॥
শূন্যজল হ্রদ যেন উদর গভীর।
মহা মহীধর যেন উচল শরীর॥
নদীতট যেন তার জঘন বিস্তার।
হাত পায় দেখি হেন দীঘল জাঙ্গাল॥
গোপগোপী দেখিয়া পূতনাকলেবর।
কাঁপিয়া উঠিল অঙ্গ তরাসে সকল॥
খেলায় বালক তার বুকের উপরে।
ধাঞা গিয়া গোপীগণ আনিল সত্বরে॥
যশোদা রোহিণী আর গোপীগণ মেলি।
রক্ষা বান্ধে বালকের শিরে হাত ধরি॥
গোপুচ্ছ ভ্রমায় লৈয়া অঙ্গের উপরে।
গোমূত্রে করায় স্নান বালকের শিরে॥
গোধূলি গোময়ে তার করায় মজ্জন।
দ্বাদশ অঙ্গের রক্ষা করে গোপীগণ॥
করপদ পাখালিয়া আচমন করি।
রক্ষা বান্ধে গোপীগণ নানা মন্ত্র পড়ি॥
অজ নারায়ণ রক্ষা করুক চরণ।
মণিমান্ জানুদ্বয় করুন রক্ষণ॥
কটিতট অচ্যুত জঠর হয়গ্রীবে।
যজ্ঞরূপী উরুদ্বয় হৃদয় কেশবে॥
ঈশ বক্ষে সূর্য্য কণ্ঠে বিষ্ণু ভুজযুগে।
রক্ষা করু উরুক্রম তোমার শ্রীমুখে॥
ঈশ্বরে রক্ষুক শিরে আগে চক্রধর।
দুই পাশে খড়্গ ধনু আগে গদাধর॥
কোণে শঙ্খ অধে তার্ক্ষ্য রক্ষুক তোমার।
উপেন্দ্র রক্ষুক উর্দ্ধে তোমা সর্ব্বকাল॥
হলধর সর্ব্বদিক্ করুন রক্ষণ।
হৃষীকেশ ইন্দ্রিয় সে প্রাণ নারায়ণ॥
শ্বেতদ্বীপপতি চিত্ত মন যোগেশ্বর।
পৃশ্নিগর্ভ বুদ্ধি রক্ষা করু নিরন্তর॥
ক্রীড়াকালে গোবিন্দ রক্ষুক অনুক্ষণ।
শয়নে মাধব দেব আত্মা ভগবান্॥
বসিতে শ্রীপতি দেব বৈকুণ্ঠ গমনে।
সর্ব্বযজ্ঞপতি রক্ষা করুন ভোজনে॥
ভূত প্রেত আদি যত ডাকিনী যোগিনী।
কোটরা পূতনা আদি বালকঘাতিনী॥
যক্ষ রক্ষ বিনায়ক দুষ্ট গ্রহগণ।
বৃদ্ধগ্রহ বালগ্রহ লোকসন্তাপন॥
বিষ্ণু স্মঙরণে যাকু এ সব বিনাশ।
সর্ব্বত্র রক্ষক দেব জগৎনিবাস॥

এইরূপে গোপীগণ করিল রক্ষণ।
মাত্র শিশু কোলে করি পিয়াইল স্তন॥
নন্দ আদি গোপগণ আইল হেনকালে।
বিস্ময় পড়িল তারা দেখি কলেবরে॥
বসুদেব যে কহিল নহিল অন্যথা।
মহামুনি বসুদেব জানিল সর্ব্বথা॥
তবে তার কলেবর কুটারে কাটিয়া।
দূরে লৈয়া কাঠ দিয়া পেলিল পোড়াইয়া॥
পুড়িতে সৌরভ গন্ধ দেহের উঠিল।
তার গন্ধে সর্ব্বলোক বিস্ময় পড়িল॥
স্তনপান কৈল তার প্রভু নারায়ণে।
অশেষ পাতক ধ্বংস হৈল তে-কারণে॥
পূতনা রাক্ষসী সে যে রুধির-ভোজনা।
বালকঘাতিনী সে যে ঘোরদরশনা॥
মারিবার তরে বিষ ভরি দিল স্তন।
মুক্তিপদ হৈল তাব এই সে কারণ॥
শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া যে প্রভু নারায়ণে।
প্রিয়বস্তু যে কিছু করয়ে সমর্পণে॥
তাহার কি ফল হয় কহিতে না পারি।
তাহাকে পিয়ায় স্তন যশোদাসুন্দরী॥
ভক্তজনে করে যাকে হৃদয়ে স্থাপন।
ব্রহ্মা আদি দেব যার করয়ে বন্দন॥
হেন পাদকমলে যাহার অঙ্গ বেড়ি।
স্তন পাণ কৈলা প্রভু শিশু বেশ ধরি॥
কে কহিতে পারে তার ভাগ্যের মহিমা।
অজ ভব আদি যার দিতে নারে সীমা।
যে ধেনুর ক্ষীব পান করেন মুরারি।
যে যে গোপী স্তন দিল কৃষ্ণ কোলে করি॥
প্রভু যার পীরিতে করিল স্তনপানে।
শঙ্কর বিরিঞ্চি যার মহিমা না জানে॥
পূতনা রাক্ষসী যাতে পায়ে মোক্ষগতি।
কহিব তাহার তত্ত্ব কাহার শকতি॥
অখিল জগৎগুরু মোক্ষপদদাতা।
পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন সর্ব্বলোকপিতা॥
ব্রহ্মাদি-বন্দিত সেই দেবকীনন্দন।
পুত্রভাব তাহাকে করিল গোপীগণ॥
তবে কেন তাহার থাকিব ভবভয়।
না করিহ রাজা তুমি ইহাতে সংশয়॥
পূতনা পুড়িয়া নন্দ আদি গোপগণে।
গোকুলে আসিয়া জিজ্ঞাসিল লোকস্থানে॥
গোপগোপী কহিল তাহার বিবরণ।
শুনিয়া বিস্ময় হৈল যত গোপগণ॥
পুত্র লৈয়া নন্দঘোষ শিরে দিয়া হাত।
চুম্বন করিয়া মুখে কৈল আশীর্ব্বাদ॥
পূতনা মোক্ষণ কথা ভক্তিভাব করি।
যে জন শুনয়ে শ্রীকৃষ্ণেতে মন ধরি॥
রতি মতি হয় তার গোবিন্দচরণে।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুর বচনে॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬॥

সপ্তম অধ্যায়।

ভাটিয়ালী রাগ।

এইরূপে নন্দঘরে বাঢ়ে যদুবর।
গোপগোপী আনন্দ বাঢ়য়ে নিরন্তর॥
অদভূত কথা শুনি রাজা বিষ্ণুরাত।
নিবেদন করে কিছু মুনির সাক্ষাৎ॥
যে যে অবতারে হরি যে যে রূপ ধরে।
শ্রুতিসুখ মনোরম যে যে কর্ম্ম করে॥
যা শুনিলে মনোগত গ্লানি নাহি রয়।
বিশেষে বৈরাগ্য হয় নির্ম্মল আশয়॥
ভক্তজনে সখ্যভাব ভক্তি নারায়ণে।
হেন হরিচরিত্র কহিবে আদি হনে॥
যদি ইৎসা কর তুমি শুক যোগেশ্বর।
কহ হরিচরিত্র শ্রবণমনোহর॥
সম্প্রতি গোপাল বাল কহিবে চরিত্র।
যাহার শ্রবণে সর্ব্বলোক আনন্দিত॥
রাজার বচন শুনি শুক যোগেশ্বর।
কৃষ্ণকেলি কথা কহে শ্রবণমঙ্গল॥
অঙ্গের চালন শিশু কৈলা একদিনে।
কৌতুকে উৎসব তবে কৈল গোপগণে॥
জনম-নক্ষত্র যোগ আছে সেই দিনে।
গোপগোপী আসিয়া মিলিল সেইক্ষণে॥

বিবিধ বাজন গীত বিবিধ মঙ্গল।
দ্বিজগণে বেদমন্ত্র পড়িল বিস্তর॥
মহা-অভিষেক কৈল অনিঞা ব্রাহ্মণে।
বিবিধ বিধানে কৈল শান্তি স্বস্ত্যয়নে॥
গন্ধ মাল্য ধন ধেনু বসনে ভূষিয়া।
দ্বিজগণে পাঠাইলা সন্তোষ করিয়া।
তবে পুত্র কোলে করি যশোদা সুন্দরী।
নিদ্রা ল(ও) য়াইলা অঙ্কে দিয়া করতালি॥
শয্যার উপরে শিশু করাঞা শয়ন।
বসনে ভূষণ পূজে গোপ গোপীগণ॥
পুত্রমহোৎসব দেবী আনন্দিত মনে।
লোকপূজা করিতে না কৈল অবধানে॥ (১)
স্তন নাহি পিয়ে শিশু যুড়িল ক্রন্দন।
কান্দিতে কান্দিতে দুই তুলিল চরণ॥
শকটের তলে আছে শয়ন করিয়া।
ভাঙ্গিল শকটখান চরণ লাগিয়া॥
নবদল চরণকমল দুইখানি।
শকটে বাজিল গিয়া তাহার ঠেকনি॥
উলটিয়া পড়িল শকট হৈল চুর॥
শিশু হৈয়া কে করিতে পারে এতদূর॥
ভাঙ্গিয়া পড়িল দধি দুগ্ধের কলস।
ভূমিতে পড়িয়া গেল বিবিধ গোরস॥
হেন অদভুত দেখি যত ব্রজনারী।
বিস্ময় পড়িল নন্দগোপ আদি করি॥
উলটিয়া শকট পড়িল কি কারণে।
ভূমিতে পড়িয়া কেনে হৈল খানখানে॥
কেহোত বুঝিতে নারে ইহার কারণ।
নিকটে আছিল যত কহে শিশুগণ॥
পায়ে ঠেলি এই শিশু শকট ফেলিল।
বালকের বাক্যে কেহো প্রতীত না গেল॥
অমিতবিক্রম শিশু গোপ নাহি জানে।
প্রতীত না কৈল কেহো শিশুর বচনে॥
সাক্ষাৎ পরমানন্দ প্রভু ভগবান্।
শিশুবাক্যে গোপগণ কৈল অপজ্ঞান॥
ছা(ও)য়াল কান্দিতে আছে শয্যার উপরে।
ধাঞা গিয়া যশোদা তুলিয়া নৈল কোলে॥
পুন বিপ্র আনি করাইল স্বস্ত্যয়ন।
শান্তি স্বস্তি করি তবে পিয়াইল স্তন॥

তবে আর গোয়াল আছিল বলীয়ার।
সেইরূপ শকট স্থাপিল আরবার॥ (১)
ধান্য দূর্ব্বা দিয়া তবে শকট পূজিল।
ব্রাহ্মণ আনিয়া পুনঃ শান্তিযজ্ঞ কৈল॥
পরম সুবুদ্ধি নন্দ সহজে পণ্ডিত।
দেব দ্বিজ পূজা কৈল হৈয়া সাবহিত॥
দিব্য অন্নপান দিয়া পূজিলা ব্রাহ্মণে।
ধন ধেনু বহুবিধ বসন ভূষণে॥
বিপ্রমুখে পুত্রকে করায় আশীর্ব্বাদ।
রক্ষা করে বিপ্রগণ অঙ্গে দিয়া হাত॥
এইরূপ উৎসব করাঞা নন্দরায়।
সব গোপগোপীগণ ভূষিয়া পাঠায়॥
শকটভঞ্জন লীলা কহিল সুন্দর।
আর এক অদভুত শুন নৃপবর॥
একদিন পুণ্যবতী যশোদা সুন্দরী।
লালন পালন করে পুত্র কোলে করি
বহিতে না পারে শিশু বড় হৈল ভর।
ভূমিতে ছাওয়াল থুইল মনে পাঞা ডর॥
ঈশ্বর চিন্তিয়া মনে গৃহকর্ম্ম করে।
তৃণাবর্ত্ত দৈত্য আইলা হেন অবসরে॥
কংসের আদেশে দৈত্য গোকুলে আসিয়া।
চক্রবাতরূপে নিল ছাওয়ালে হরিয়া॥
মহাঝড় উৎপাতে গোকুল পূরায়।
ধূলা অন্ধকারে কেহ দেখিতে না পায়॥
পূরাইল দশদিগ্ শবদ নিষ্ঠুর।
ধূলা অন্ধকারে সব পূরায় গোকুল॥
কে কোথাতে আছে কেহো কিছুই না জানে।
পুত্র না দেখিয়া দেবী হরিল গেয়ানে॥
করুণা করিয়া কান্দে ভূমিতে পড়িয়া।
গাবী যেন হাম্বালায়ে বাছুর হারাঞা॥
কান্দন শুনিয়া সব গোপীগণ আইল।
শিশু না দেখিয়া তারা কান্দিতে লাগিল॥
আঁখি বাঞা পড়ে নীর আকুল হৃদয়।
দুঃখ শোকে গোপীগণ কান্দে আতিশয়॥
তৃণাবর্ত্ত মহাদৈত্য কোন কর্ম্ম করে।
ছাওয়াল তুলিয়া নৈল আকাশমণ্ডলে॥
বহিতে না পারে শিশু পর্ব্বতের ভর।
মনে ভয় পাঞা দৈত্য করে ধড়ফড়॥

---

(১) পাঠান্তর,—
"নহি অবধান পুত্র আছয়ে শয়নে।"

(১) পাঠান্তর,—
"তবে যত মহাবল গোপগণ ছিল।
সেইরূপে আরবার শকট রাখিল।"

যাবৎ গলাঞা নাহি যায় দুরাচার।
দুই হাতে গলা চাপি ধরিল ছাওয়াল ॥
হাথ পাও আছাড়য়ে করে ছট্‌ফট্‌।
মুখেতে না আইসে রাও দেখিতে বিকট ॥
দুই আঁখি উলটিল হরিল চেতন।
ভূমিতে পড়িঞা দৈত্য ছাড়িল জীবন ॥
পড়িল আকাশ হতে শিলার উপরে।
খণ্ড খণ্ড হৈল তার সব কলেবরে ॥
শিলাতে পড়িঞা দৈত্য হৈল শঙ্খচুর।
শঙ্করের বাণে যেন পড়িল ত্রিপুর ॥
গোপগোপীগণ কান্দে আকুল হৃদয়।
হেনকালে দৈত্য দেখি পাইল বড় ভয়।
খেলায় বালক তার বুকের উপর।
ঈষৎ মধুর হাস্য দেখিতে সুন্দর ॥
নাম্বিবারে চাহে শিশু ভয় নাহি মানে।
ধাঞা গিয়া ধরে শিশু গোপগোপীগণে ॥
সব দুঃখ দূরে গেল পাঞা যদুবর।
গোকুল ভরিয়া হৈল আনন্দ মঙ্গল ॥
নন্দ আদি গোপ বলে হৈয়া আনন্দিত।
নষ্ট হৈলে হেন পুত্র মিলে আচম্বিত ॥
নিজ পাপে হিংসকের হয় পরলয়।
শুদ্ধভাবে সাধুজনে তরে ভবভয় ॥
আমি সব কোন তপ কৈল পুণ্য দানে।
সাক্ষাতে পূজিল কিবা পুরুষ পুরাণে ॥
কিবা সর্ব্বভূতে দয়া কৈল শুদ্ধ চিত্তে।
কোন্ ভাগ্যে মৃত পুত্র মিলিল সাক্ষাতে ॥

অদভূত দেখি নন্দ চিন্তে মনে মনে।
বসুদেববচন ফলিল বিদ্যমানে ॥
কথোদিন বই আর নন্দনে নন্দনে।
যে কর্ম্ম করিল রাজা শুন সাবধানে ॥
পুত্র কোলে করিয়া যশোদা এক দিনে।
স্তন পিয়াইল দেবী হরষিত মনে ॥
মধুর অঙ্গের করে লালন পালন।
কর দিয়া করে দেবী মুখ মারজন ॥
হেনকালে মুখে হাই ছাড়িল ছাওয়ালে।
ত্রিভুবন দেখে দেবী মুখের ভিতরে ॥
দশদিগ গ্রহগণ আকাশমণ্ডল।
চন্দ্র সূর্য্য বায়ু বহ্নি এ সপ্তসাগর ॥
সপ্তদ্বীপ নদ নদী গিরি তরুগণ।
সুরলোক সপত পাতাল ক্ষিতিবন ॥ (১)
ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত যত স্থাবর জঙ্গম।
পুত্রমুখে যশোদা দেখিল ত্রিভুবন ॥
পুত্রমুখে জগৎ দেখিয়া ব্রজেশ্বরী।
কাঁপিয়া উঠিল অঙ্গ ধরিতে না পারি ॥
দুই আঁখি মুদিয়া রহিল সেই মনে।
হেন অদভূত লীলা করে নারায়ণে ॥
কৃষ্ণগুণ শুন ভাই কৃষ্ণে দেহ আশা।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস ভাষা ॥

(১) অন্য পুথির পাঠ,—
"সপ্তদ্বীপ গিরি তরু নদ নদী জল।
সুরলোক সপ্তপাতাল ক্ষিতিতল।"

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়।

বরাড়ী রাগ।

শুক মহামুনি বলে শুন নরেশ্বর।
আর অদভুত কহি শ্রুতিমনোহর ॥
যদুকুলে পুরোহিত গর্গ মুনি নাম।
আজ্ঞা দিলা তাঁরে বসুদেব মতিমান্ ॥
গর্গ মুনি গেল তবে নন্দের মন্দিরে।
দেখিয়া উঠিল নন্দ পরম আদরে ॥
পাদ্য অর্ঘ্য গন্ধ পুষ্প নানা উপহারে।
বিষ্ণুবুদ্ধি করি তাঁরে পূজিলা সত্বরে ॥

আসনে বসায়্যা মুনি বিনয়বচনে।
কর যোড় করি নন্দ বলে সাবধানে ॥
মহাজন আগমন এই পয়োজনে।
চেতন-দরিদ্র গৃহীর করে পরিত্রাণে ॥
তুমি মহাপুরুষ দুর্গত-হিতকারী।
তাহার কারণে তুমি আইলা দয়া করি ॥
তুমি মহাপণ্ডিত কেবল শুদ্ধমতি।
তোমা হৈতে জ্যোতিষ শাস্ত্রের উৎপতি ॥

যাহা হৈতে জানি ভূত ভব্য বর্ত্তমান।
হেন মহাশাস্ত্র তোমা হৈতে উপাদান।
লোকে বলে সভে তুমি জ্যোতিষপ্রধান।
সর্ব্বশাস্ত্রে নাহি কেহ তোমার সমান॥
দুইটি বালক আছে নাম নাহি ধরি।
তুমি নামকরণ করহ কৃপা করি॥
যদি বল আমি নহি কুল পুরোহিত।
জন্মিলেই গুরু বিপ্র জগতে পূজিত॥
মিথ্যা নাহি কহে তোর সঙ্গী শিশুগণে॥
ভয়ে ভীত হঞা প্রভু মায়ে কহে বাণী।
মাটি নাহি খাই আমি শুন গো জননি॥
বালকের বাক্য কেনে সত্য করি বল।
সাক্ষাতে আপনি মোর বদন নেহাল॥
রাণী বলে বাপু তুমি মেল মুখখানি।
এ বোল শুনিঞা মুখ মেলে চক্রপাণি॥
সাক্ষাৎ ঈশ্বর লীলায় নর-কলেবর।
ব্রহ্মাণ্ড দেখিল রাণী মুখের ভিতর॥
সপ্তদ্বীপ সপ্তসিন্ধু স্থাবর জঙ্গম।
নদ নদী পাতাল পর্ব্বত তরু বন॥
চন্দ্র সূর্য্য পবন বরুণ হুতাশন।
জ্যোতিষমণ্ডল জল তেজ গ্রহগণ॥
দশদিগ, আকাশমণ্ডল সুরপুরী।
সকল ইন্দ্রিয়গণ মন আদি করি।
সত্ত্ব রজ তম তিন গুণ বর্ত্তমান।
অষ্টযোগ অষ্টসিদ্ধি দেখে বিদ্যমান॥
কাল কর্ম্ম স্বভাব অদৃষ্ট আদি করি।
এ সকল আছে নিজ নিজ মূর্ত্তি ধরি॥
মূর্ত্তিমান্ মন্ত্র তন্ত্র বেদ শাস্ত্র আদি।
তপ যজ্ঞ ব্রত দান পুণ্য ফল বিধি॥
এ সকল আছে তথা মূর্ত্তিমান হয়্যা।
তথাতে আছেন কৃষ্ণ আপনে বসিয়া॥
আপনাকে দেখে দেবী আছেন তথাই।
চিন্তিতে লাগিলা দেবী মনে ভয় পাই॥
স্বপন দেখিলুঁ কিবা হৈল দেবমায়া।
কিবা মোর বুদ্ধি ভ্রম হৈল না বুঝিয়া॥
বালকের আছে বা সহজে যোগসিদ্ধি।
আচম্বিতে কেবা মোর ভ্রম কৈল বুদ্ধি॥
বুদ্ধি-মন-বচনে না জানি তত্ত্ব যার।
জগৎ সৃজয়ে কিবা করয়ে সংহার॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যার তত্ত্ব নাহি জানে।
শরণ লইলুঁ মুঞি সে দেবচরণে॥
এ মোর বসতি বাস পতি পুত্র ধন।
মোর গোপ মোর গোপী মোর পরিজন॥
যাহার মায়াতে মোর এ সব কুমতি।
সেই প্রভু নারায়ণ সভে মোর গতি॥
এই রূপ তত্ত্ব যদি জানিল জননী।
বিষ্ণুমায়া বিস্তারিল প্রভু যদুমণি॥
তত্ত্বজ্ঞান ধ্বংস তার হৈল সেইক্ষণে।
পুত্রপ্রেমে ব্রজেশ্বরী বাহ্য নাহি জানে॥
পুত্র কোলে করি গোপী পিয়াইল স্তন।
বুকের উপরে থুয়্যা দিল আলিঙ্গন॥
নয়নে আনন্দজল পুলকিত অঙ্গ।
আনন্দসাগরে হৈল প্রেমের তরঙ্গ॥
চারি বেদে সাংখ্য যোগে যার গুণ গায়।
সনকাদি মুনি যারে ধ্যানেতে না পায়॥
শঙ্কর কিঙ্কর যার কমলা কিঙ্করী।
পুত্রভাবে তাহারে করায় ব্রজেশ্বরী॥
রাজা জিজ্ঞাসিলা তবে মুনি বিদ্যমানে।
কোন্ তপ নন্দঘোষ কৈল তব স্থানে॥
যশোদা বা কোন তপ কৈল মহোদয়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি তাহার তনয়॥
নন্দ যশোদার গুণ গায় ত্রিভুবনে।
মহা যোগেশ্বর যার কয়য়ে কীর্ত্তনে॥
কহ দেখি তা-সভার পুণ্যের কারণ।
মুনি বলে শুন রাজা কহি বিবরণ॥
এই নন্দঘোষের আছিল দ্রোণ নাম।
অষ্টবসু মাঝে ছিলা সভার প্রধান॥
ধরা নামে ভার্য্যা এই যশোদা আছিল।
গোপরূপে জনমিতে ব্রহ্মা আজ্ঞা দিল॥
তবে দ্রোণ ব্রহ্মাকে বলিলা স্তুতি করি।
জনম লভিব গিয়া গোপরূপ ধরি॥
একান্ত ভকতি যেন হয় নারায়ণে।
অপার সংসার লোক তরে যাহা হনে॥
তুষ্ট হৈয়া ব্রহ্মা তারে দিল সেই বর॥
সেই দ্রোণ জনমিলা হত্যা ব্রজেশ্বর॥
ধরিয়া যশোদা নাম জনমিল ধরা।
হরিভক্তি জনমিল সর্ব্বদুঃখহরা॥
পুত্রভাবে ভক্তি কৈল প্রভু নারায়ণে।
সাধিল একান্ত ভক্তি গোপগোপীগণে॥
ব্রহ্মার বচন সত্য করিতে শ্রীহরি।
গোকুলে রহিল গিয়া পুত্ররূপ ধরি॥
শ্রীগদাধর ভক্তিরস গুরু জ্ঞান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান॥

ইতি দশমস্কন্ধে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮॥

নবম অধ্যায়।

বেলোয়ার রাগ।

এক দিন কোন কর্ম্ম করে ব্রজেশ্বরী।
নানা কর্ম্মে দাসীগণে নিয়োজন করি॥
দধি মন্থে আপনে পুত্রের গুণ গায়।
যে যে বালচরিত্র করয়ে যদুরায়॥
পট্টপট পরিধান পৃথু কটিতটা।
বিনিহিত কনককঙ্কণ মণিছটা॥
বিগলিত কুচপট সঘনকম্পনা।
রজ্জু আকর্ষণ ভুজ চলিতকঙ্কণা॥
শ্রমজলযুত মুখ বিলোল কুণ্ডলা।
বিগলিত কবরী মালতীজাতিমালা॥
দধি মন্থে ব্রজেশ্বরী দিয়া বাহুটন।
উচ্চস্বরে করেন পুত্রের যশোগান॥
হেনকালে আসিয়া ছাওয়াল শ্রীহরি॥
দুই হস্ত দিয়া ধরে মন্থনের নড়ি॥
দণ্ড ধরি করে দধি মন্থন নিষেধ।
মায়ের আনন্দ বাঢ়ে নাহি কিছু খেদ॥
কোলেতে করিয়া মাতা পিয়াইল স্তন।
মন্দ মধুস্মিত মুখ করে নিরীক্ষণ॥
বালকের তৃপ্তি না হইতে স্তনপানে।
উথলিয়া দুগ্ধ ওথা পড়ে আর স্থানে॥
ছাওয়াল তেজিয়া দেবী চলিলা ত্বরিতে।
তাহা দেখি ক্রোধ হৈল বালকের চিতে॥
কম্পিত অধরপুট দংশিয়া দশনে।
অঙ্গুলি তর্জ্জন করে ঢুলায় নয়নে॥
শিলার পুত্তলী দিয়া ঘরের ভিতরে।
ভাণ্ড ভাঙ্গি দধি খায় প্রভু সুরেশ্বরে॥
ভূমিতে নাম্বাঞা দুগ্ধ যশোদা সুন্দরী।
গৃহেতে প্রবেশ গিয়া কৈল ত্বরা করি॥
দেখিয়া পুত্রের কর্ম্ম হাসে নন্দরাণী।
এখনি আছিল কোথা গেল যদুমণি॥
শিকার উপরে আছে সব ননী সর।
উদুখলে উঠি হরি পেলায় সকল॥
চুরি করি ননী খায় বানরে ভুঞ্জায়।
তরাসে মায়ের দিগে উলটিয়া চায়॥
চাহিতে বেড়ায় মাতা দেখয়ে শ্রীহরি।
পেলায় দূরেতে সর খাইতে না পারি॥
নড়ি হস্তে ধরি মাতা ধীরে ধীরে যায়।
রড় দিয়া শ্রীমুরারি সংরে পলায়।
ধেয়্যা গিয়া যায় গোপী ধরিতে না পারে।
মারণের ভয়ে হরি পলায় সত্বরে॥

বহু জন্ম তপ করি মহা যোগিগণে।
চিত্তে প্রবেশিতে যার না পারে চরণে॥
শ্রুতিগণে রহে যার পথ অনুসারি।
হেন প্রভু ধেয়্যা লয়্যা যায় ব্রজনারী॥
পাছে পাছে ধায় দেবী মন্থরগমনা।
কেশপাশ বিগলিত বুচ বিবসনা॥
ধেয়্যা শিশু ধরে দেবী কথোদূরে যাই।
আঁখি কচালয়ে কৃষ্ণ মনে ভয় পাই॥
অপরাধ ভয়ে শিশু করয়ে রোদন।
নাহি সরে মুখে বাণী বিহ্বল লোচন॥
দুই হাথে ছাওয়ালে ধরিয়া দৃঢ়মনে।
যশোদা করিল বহু তর্জ্জন ভর্ৎসনে॥
মনে আছে বালক পায়ে বা পাছে ডর।
পেলিয়া হাথের নড়ি আনিল সত্বর॥
মনে মনে তবে গোপী কোন যুক্তি করে।
দামদড়ি দিয়া আজি বান্ধি বালকেরে॥
আদি অন্ত নাহি যার নাহি পূর্ব্বাপর।
জগতের আদি অন্ত বাহ্য অভ্যন্তর॥
সেই কৃষ্ণে পুত্র ভাবে মানে গোপনারী।
উদুখলে বন্ধ কৈল দিয়া দামদড়ি॥
অপরাধ করে পুত্র না ধরে বচন।
দামদড়ি দিয়া কৈল কাঁকালে বন্ধন॥
বান্ধিতে না আঁটে দুই অঙ্গুলি সোসর।
আর দড়ি দিয়া দেবী জড়ায় সত্বর॥
তমু দাম টুটে দুই অঙ্গুলি প্রমাণ।
আর দাম দিয়া করে বান্ধিতে সন্ধান॥
সেহ দড়ি টুটিল বান্ধিতে না কুলায়।
আর দাম দিয়া রাণী সে দাম জড়ায়॥
বিস্ময় হইয়া দেবী করয়ে বন্ধন।
বিস্ময় পড়িয়া রহে যত গোপীগণ॥
শ্রমজলে তিতিল সকল কলেবর।
খসিল বসন বেশ খসি কবর॥
দেখিয়া মায়ের শ্রম প্রভু কৃপাময়।
আপনার বন্ধন আপনে প্রভু লয়॥
এ বোল বুঝিয়া কর পুত্রের সংস্কার।
তবে গর্গমুনি বলে উত্তর তাহার॥
আমিহ আপনে যদুকুলপুরোহিত।
সর্ব্বত্র বিখ্যাত আমি জগতে বিদিত॥
আমি যদি তব পুত্রে করি নাম কর্ম্ম।
দুষিব পাপিষ্ঠ কংস না জানিঞা মর্ম্ম॥

দেবকীর পুত্র ওই জানিব নিশ্চয়
তবে তুমি কি বুদ্ধি করিবে মহাশয়।
বসুদেব সঙ্গে তোমার আছয়ে মিতালী।
দৈবকীর অষ্টম গর্ভে কন্যা নাহি বলি॥ (১)
কন্যারে কহিল শত্রু জন্মিল তোমার।
এত কুমন্ত্রনা যদি করে দুরাচার॥
আসিয়া মারিব যদি দুইটি তনয়।
তবে নন্দ দেখি বড় এইত সংশয়॥
নন্দ বলে কর এই পুরেতে প্রবেশ।
নিজ লোক মাত্রে যাথে না পায় উদ্দেশ॥
ঘরের ভিতরে কর্ম্ম কর অলক্ষিতে।
নয় নামে কেহ যেন না পারে জানিতে॥
নন্দের বচন শুনি গর্গ মহাশয়।
করিলা সকল কর্ম্ম বিধি যেই হয়॥
তবে মুনি বলে শুন নামের বিধান।
ধরিব যাহার যেন অনুরূপ নাম॥
রোহিণী পুত্রের নাম শুন বিদ্যমান।
মনোরম দেখিয়া বলিবে লোকে রাম॥
বলরাম হৈব দেখি বলেতে প্রখর।
আর এক নাম হৈব ইহার সুন্দর॥
যদুবংশে বাঢ়াইব অন্যোন্যে পীরিতি।
ভিন্নভাব খণ্ডায়্যা করিব এক মতি॥
সঙ্কর্ষণ নাম হৈব সেই সে কারণে।
তোমার পুত্রের নাম কহিব এখনে॥
এ বালক যুগে যুগে করে অবতার।
নানা বর্ণ নানা নাম আছিল ইহার॥
সত্যযুগে শুক্লবর্ণে অবতার কৈল।
ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ ধরিয়া জন্মিল॥
ইদানী দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ তব ঘরে।
পীতবর্ণে কলিকালে হৈব অবতারে॥ (২)
পূরবে আছিল এক বসুদেব নামে।
তার পুত্র হয়্যা জন্ম লভিলা তখনে॥
সে-কারণে আর এক বাসুদেব নাম।
না করিহ ইহাকে মানুষ হেন জ্ঞান॥

কত নাম কত রূপ কত গুণ কর্ম্ম।
হেন নাহি ইহার জানিতে পারে মর্ম্ম॥
এই পুত্র ব্রজকুলে করিব কল্যাণ।
এই সর্ব্ব বিপদে করিব পরিত্রাণ॥
ইহার প্রসাদে তুমি থাকিয়া স্বচ্ছন্দে।
গোপগোপীগণে এই বাঢ়াব আনন্দে॥
দস্যুভয় পূরুবে আছিল ক্ষিতিতলে।
দস্যুভয়ে সাধুজন রহিতে না পারে॥
এই শিশু বল বীর্য্য বাঢ়ায় তখনে।
তবে দস্যু জিনি সুখে রহে সাধুগণে॥
ইহাতে সন্তোষ যার বাঢ়িব পীরিতি।
সর্ব্বসুখ হৈব তার খণ্ডিব দুর্গতি॥
রিপুভয় নহিব খণ্ডিব ভয়ভয়।
জানিহ সাক্ষাৎ বিষ্ণু তোমার তনয়॥
মহাগুণ মহাযশ মহা অনুভাব।
দেখিবে ইহার যত অতুল প্রতাপ॥
এই কৃষ্ণ জানিহ সাক্ষাৎ নারায়ণে।
এ শিশু রাখিহ নন্দ পরম যতনে॥
এতেক বলিয়া মুনি গেলা মধুপুরে।
আনন্দে রহেন নন্দ গোকুল নগরে॥
এইরূপে বহি যদি গেলা কথোদিন।
দুই ভাই চলিতে কিছু হইল প্রবীণ॥
দুই হাথ দুই আঠু ভূমেতে পাড়িয়া।
হাঁটিতে শিখিল কিছু হামাগুড়ি দিয়া॥
থরথর চরণপদ তুলিয়া পেলায়।
থাপা থাপি দিয়া এঞ্চ কর্দ্দমে খেলায়॥
কঙ্কন কিঙ্কিনী ঘন ঝনুঝনি রোল।
শবদ শুনিঞা বাঢ়ে আনন্দকল্লোল॥
ভিন্ন জন দেখিলে মনের হয় ভয়।
ত্বরাত্বরি জননীর কাছে গিয়া রয়॥
যশোদা রোহিণী তবে পুত্র লঞা কোলে।
বুকের উপরে থুঞা শ্রীমুখ নেহালে॥
প্রেমভরে দুঁহার শরীর নহে স্থির।
পয়োধর গলয়ে নয়ানে বহে নীর॥
পঙ্ক বিলেপিত অঙ্গ অতি মনোহর।
পূর্ণিমার চন্দ্র জিনি বদন সুন্দর॥
স্তন পিয়াইতে মুখ করে নিরীক্ষণ।
সুমন্দ মধুর হাস্য নবীন দশন॥
আনন্দসাগরে ভাসে টলবল অঙ্গ।
রহিতে না পারে দুহে বাঢ়য়ে তরঙ্গ॥
যখনে বালকলীলা করয়ে মুরারি।
এদিগে ওদিগে যায় বৎসপুচ্ছধরি॥

---

(১) অন্য পুঁথির পাঠ,—
"দৈবকীর অষ্টম গর্ভে কভো নহে নারী।"

(২) ইহার পর সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তকের অধিক পাঠ,—
"যুগ ধর্ম্ম নিজ নাম করিবে প্রচার।
দ্বিজবেশে করিবে চৈতন্য অবতার।
* * * *
কৃষ্ণ নাম ইহার হইবে মহাশয়।
কৃষ্ণ নামে জগৎ তরিবে ভবভয়।"

ক্ষণে পড়ে ক্ষণে উঠে ক্ষণে দুহে ধায়।
দেখিয়া রমণীগণ হাসি গড়ি যায়॥
বড় বড় মহিষ বৃষের শৃঙ্গ ধরে।
বনের ভিতরে যায় জলে দিয়া পড়ে॥
সর্প ধরিবারে যায় জলন্ত আগুনি।
তখন রাখিতে নারে দুহার জননী॥
চঞ্চল চপল বেশ মধুর মূরতি।
রাখিতে না পারে মায়ে করিয়া শকতি॥
নিজ গৃহকর্ম্ম ওথা না পায় করিতে।
মনে দুঃখ ভয় পায় না পারে রাখিতে॥
কথোদিন বই হরি ব্রজশিশু সঙ্গে।
করয়ে বিবিধ কেলি আনন্দ তরঙ্গে॥
নানা মনোহর লীলা করে যদুরায়।
গোপকুলে গোপগোপীর আনন্দ বাঢ়ায়॥
কৃষ্ণের চঞ্চল লীলা দেখি গোপীগণে।
যশোদার ঠাঞি গিয়া কৈল নিবেদনে॥
শুনহ যশোদারাণি পুত্রের বেভার।
আউলায়্যা পেলে দধি দুগ্ধের পসার॥
বাছুর খসায়্যা শিশু তখনে পলায়।
ক্রোধ করি যাই যদি হাসি দূরে যায়॥
ঘরে ঘরে দধি দুগ্ধ চুরি করি খায়।
হাতে না পাইলে তবে করয়ে উপায়॥
খাইতে না পারে যদি বানরে ভুঞ্জায়।
নহে বা দধির ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া পেলায়॥
যদি বা না পায় কিছু করে অহঙ্কার।
পুড়িঞা পেলিমু আজি এ ঘর দুয়ার॥
শুতিয়া থাকয়ে শিশু তারে গিয়া মারে।
দধি লাগ না পাইলে তার বুদ্ধি করে॥
পিণ্ডার উপরে লঞা ওখলি তুলিয়া।
সব দধি দুগ্ধ পেলে তাহাতে উঠিয়া॥
শূন্য ঘট উপরে দধি ঘট ধরি।
শিকাতে তুলিয়া যদি রাখি উচ্চ করি॥
যে ঘটে গোরস থাকে তার তত্ত্ব জানে॥
ছিদ্র করি দধি দুগ্ধ পেলায়ে তখনে॥
অন্ধকার ঘরে জ্বলে গাত্রের রতন।
ভাঙ্গিয়া পেলায় দধি দুগ্ধের ভাজন॥
যদি বল তুমি সব থাকিহ দুয়ারে।
ঘরে গিয়া শিশু যেন প্রবেশ না করে॥
গৃহকর্ম্মে আমি সব থাকিয়ে যখন।
তখন সে যায় শিশু বুঝিয়া কেমন॥
লেপিয়া পুঁছিয়া করি স্থান পরিষ্কার।
দেবযজ্ঞ পিতৃপূজা ব্রত করিবার॥
তাহার উপরে গিয়া মল মূত্র ছাড়ে।
আছেত এখন ভাল রাও নাহি কাড়ে॥
হেঁট মাথে রহে কৃষ্ণ সভয় নয়নে।
ব্রজনারী কহে কথা রাণী বিগুমানে॥
আড় আঁখি করি চাহে শ্রীমুখ নেহালি।
পাছে আর ক্রোধ জানি করে বনমালী॥
শুনিঞা পুত্রের কথা হাসে নন্দরাণী।
ভাল মন্দ কিছু না বুলিল একবাণী॥
নানা লীলা করি হরি পীরিতি হিয়ায়।
ব্রজপুরে গোপগোপীর আনন্দ বাঢ়ায়॥
একদিন রাম কৃষ্ণ ব্রজশিশু সঙ্গে।
বহুবিধ বালকেলি করে নানা রঙ্গে॥
যশোদা গোচরে গিয়া বালকে কহিল।
তোমার ছাওয়াল আজি মৃত্তিকা ভক্ষিল॥
ধায়্যা গিয়া ছাওয়ালে ধরিল নন্দরাণী।
ভৎর্সিয়া বোলয়ে কিছু হিত হেন বাণী॥
কেন বাপু মৃত্তিকা ভক্ষিলে আগেয়ান।
ভকতবৎসল আমি ভকত অধীন।
ভকতে আমাতে কিছু নহি হয় ভিন॥
আমার মায়াতে বন্দী এ তিন ভুবন।
ভক্তের ইৎসাতে লই আপন বন্ধন॥
আপনে ভক্তের বশ জগতে বুঝায়।
ব্রহ্মা ভব আদি যার অন্ত নাহি পায়॥
এরূপ প্রসাদ নাহি লভে প্রজাপতি।
হয়ে নাহি লভে যাহা লক্ষ্মী গুণবতী॥
হেনরূপ প্রসাদ লভিল গোপনারী।
কে আর বান্ধিতে পারে দিয়া দামদড়ি॥
সেইরূপে বন্ধনে রহিলা যদুমণি।
গৃহকর্ম্মে রহে গিয়া নন্দের গৃহিণী॥
দুই বৃক্ষ দেখে হরি পর্ব্বত-আকার।
যমল অর্জ্জুন নাম কুবেরকুমার॥
মণিগ্রীব নাম আর এ নলকূবর।
জগৎবিখ্যাত তারা দুই সহোদর॥
নারদের শাপে আছে বৃক্ষরূপ ধরি।
সম্মুখে দেখিল তারে প্রভু নরহরি॥
কৃষ্ণকথা শুন ভাই কৃষ্ণে ধর আশা।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-ভাষা॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯॥

দশম অধ্যায়।

তোড়ি রাগ।

তবে রাজা জিজ্ঞাসিল হয়্যা হরষিত।
অদভুত কথা কহ শুক্র সুপণ্ডিত॥
কোন মন্দ কর্ম্ম তারা কৈল দুই জনে।
নারদের ক্রোধ হৈল যাহার কারণে॥
শত্রু মিত্রি নাহি তাঁর নাহি নিজ পর।
তবে কেনে তাঁর ক্রোধ হৈল এত বড়॥
আপনে নারদ হঞা হেন শাপ দিল।
কুবেরকুমার হয়্যা বৃক্ষযোনি পাইল॥
শুক মুনি শুনি তবে রাজার বচন।
আদি হৈতে কহে তার যত বিবরণ॥
কুবেরতনয় তার রুদ্র-অনুচর।
আজ্ঞা দিলা তা-সভারে হর মহেশ্বর॥
তোমরা রক্ষক থাক এই তপোবনে।
এই বন রক্ষা কর আমার আরাধনে (১)
শিবের আজ্ঞায় তারা থাকে সেই বনে।
নিরবধি ক্রীড়া করে তারা দুই জনে॥
শঙ্করের ক্রীড়াবন কৈলাসনিকটে।
দুই ভাই থাকে তথা মন্দাকিনীতটে॥
বারুণী মদিরা পান করে নিরন্তর।
ঘূর্ণিতলোচন মহা মত্তকলেবর॥
দিব্য নারীগণ সঙ্গে কুসুমিত বনে।
নিরবধি ক্রীড়া করে তারা দুই জনে॥
একদিন গঙ্গাজলে পরবেশ করি।
দুই ভাই ক্রীড়া করে লঞা দিব্য নারী॥
মহামত্ত গজ যেন গজিনীর সঙ্গে।
জলক্রীড়া করে দুই ভাই নানা রঙ্গে॥
দৈবযোগে পৃথিবী করিয়া পর্য্যটন।
হেনকালে তথা নারদের আগমন॥
নারদে দেখিয়া যত বিবসনা নারী।
বসন পরিল তারা শাপ-শঙ্কা করি॥
তাঁরা দুহেঁ না কৈল বসন পরিধান।
মহামদে অন্ধ তারা নাহি অবধান॥
কুবেরের পুত্র হৈয়া শিবের কিঙ্কর।
করিয়া মদিরা পান মত্ত এত বড়॥
যে জন শ্রীমদে মত্ত হয় মূঢ়মতি।
সে যদি উত্তম হয় তমু অধোগতি॥

(১) পাঠান্তর,—
"তোমরা দোঁহেতে থাক এই তপোবনে।
মোর প্রিয় বন রক্ষা কর দুই জনে।"

প, প্র, পু।

বিদ্যামদ কুলমদ হর্ষমদ হয়।
তাহা হৈতে এত বড় বুদ্ধিভ্রম নয়॥
যেরূপ শ্রীমদে হৈতে হয় বুদ্ধি নাশ।
কেবল কুসঙ্গে হয় কুমতি প্রকাশ॥
নারীসঙ্গ দ্যূতক্রীড়া হয় পানদোষ।
এই পরকারে তার হয় মতিশোষ॥
শ্রীমদ হইলে নানা পশুবধ করে।
দেব-পিতৃযজ্ঞ-ছলে দম্ভ অহঙ্কারে॥
অনিত্য শরীর মানে অজয় অমর।
পরহিংসা পরপীড়া করে নিরন্তর॥
কিবা দেবদেহ কিবা নরকলেবর।
অন্তকালে হয় সব ক্রিমি ভস্ম মল॥
ইহার লাগিয়া যে পরের প্রাণ হরে।
সে কিছু না জানে তত্ত্ব অধোগতি পরে॥
পরাধীন আপনে আপনা নাহি জানে।
কেহ ভৃত্য করে কেহ অন্ন দিয়া কিনে॥
কিবা বাপ মায়ের অধীন কথোকাল।
কিবা বলবন্ত জনে করয়ে সংহার॥
আগুনে পুড়িয়া কিবা ভস্ম হয়্যা যায়।
কিবা কাক কুক্কুর শৃগালে বেঢ়ি খায়॥
সর্ব্বকাল কলেবর পরের অধীন।
আপন করিয়া তাহা মানে মতিহীন॥
জন্তুবধ করে জীব দেহের কারণে।
কুপণ্ডিত সঙ্গদোষে মর্ম্ম নাহি জানে॥
ইহাতে দেখিএ আমি এই সে উপায়।
এ দুহার মদভঙ্গ করিতে জুআয়॥
যে জন শ্রীমদে অন্ধ হয় সর্ব্বক্ষণ।
দরিদ্রতা করি তার পরম অঞ্জন॥
দরিদ্র সকল দেখে আপন সমান।
দরিদ্রতা হৈলে নহে ভিন্ন পর জ্ঞান॥
যে জন জানিঞা থাকে কণ্টকের ব্যথা।
সে বলে কাহারে যেন না হয় সর্ব্বথা॥
দুঃখ পেয়্যা থাকে যদি পরদুঃখ জানে।
পরদুঃখে দুঃখী কভু নহে সুখী জনে॥
দরিদ্রতা হৈলে টুটে মনে অহঙ্কার।
দরিদ্র জনের হয় সম ব্যবহার॥
উপবাস আদি তার হয় মহাদুঃখ।
সেই তপ হয় তার পরকালে সুখ॥
দরিদ্রের কলেবর ক্ষুধায় শুখায়।
আর কিছু নাহি মাগে অন্ন মাত্র চায়॥

সকল ইন্দ্রিয়গণ টুটে দিনে দিনে।
হিংসা হেন নাম গর্ব্ব নাহি তার মনে॥
দরিদ্র জনের হয় সাধু সমাগম।
সাধু সঙ্গে অশেষ বাসনা বিমোচন॥
তবে তার সেই হৈতে খণ্ডে ভববন্ধ।
এই দেহে হয় মুক্তিপদ সুখানন্দ॥
ভকত না চাহে ধন গর্ব্বিত আহার॥
চাহে মাত্র সাধুসঙ্গে হরিকথা সার॥
জানে ধনগর্ব্ব হিংসা আহার শৃঙ্গার।
কুপণ্ডিত সঙ্গে ব্যর্থ কাল যায় যার॥
তিন পুত্র কলত্রে উপেক্ষা যে করয়।
ধনিন্ করিয়া তার কি অপেক্ষা হয়॥
কুবেরকুমার হৈয়া শিবের কিঙ্কর
বারুণী মদিরা পান করে নিরন্তর॥
আপনাকে না জানে আপনে বিবসন।
শ্রীমদেতে এত বড় হয় মতিভ্রম॥
এত বড় গর্ব্ব যেন দেখিলু দুহার।
বৃক্ষ হৈয়া ইহারা রহুক চিরকাল॥
দেবমানে এক শত বৎসর অন্তরে।
কৃষ্ণ সঙ্গ হৈব এই বৃক্ষকলেবরে॥
মোর অনুগ্রহ প্রভু অবশ্য করিব।
বাললীলা করি দুই বৃক্ষ উদ্ধারিব॥
তবে দিব্যকলেবর হৈব দুই জনে।
ভকতি লভিব দেবদেব নারায়ণে॥
এতেক বচন কহি ব্রহ্মার নন্দন।
বদরিকাশ্রম তীর্থে কৈলা আগমন॥
শ্রীনলকুবর মণিগ্রীব দুই জনে।
যমল অর্জ্জুন বৃক্ষ হৈল সেই স্থনে॥
ভকতপ্রধান মুনি ব্রহ্মার কুমার।
গোপাল পালিল বাক্য সত্য করি তাঁর॥
ধীরে ধীরে গেলা দুই বৃক্ষসন্নিধানে।
উদুখল টানি প্রভু কটির বন্ধনে॥
বৃক্ষমাঝে পরবেশ কৈলা বনমালী।
লাগিল পাখালি হয়্যা গাছেত উখলী॥
কিঞ্চিৎ লাগিল মাত্র উখলী ঠেকলে।
দুই বৃক্ষ উফাড়িল সমূল বন্ধনে॥
মহাকম্প উপজিল শবদ প্রচণ্ড।
ভূমিতে পড়িয়া বৃক্ষ হৈল খণ্ড খণ্ড॥
দুই বৃক্ষ হৈতে দুই পুরুষ প্রধান।
উঠিল সাক্ষাতে যেন আগুনি সমান॥
দশ দিগ প্রকাশিল নিজ অঙ্গতেজে।
কন্দর্প-নিন্দিত রূপ মহা সিদ্ধরাজে॥

অখিলভুবনপতি দেখিয়া শ্রীহরি।
দণ্ডবৎ পরণাম কৈলা ভূমে পড়ি॥
প্রণতকন্ধর শিরে যুড়ি দুই কর।
স্তুতি করে দুই মহাপুরুষ প্রবর॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগি পুরুষ পুরাণ।
পরিপূর্ণ ব্রহ্ম তুমি প্রভু ভগবান্॥
আপনে আচ্ছাদ তুমি আপন মহিমা।
গূঢ় অবতার কর বিবিধ ভঙ্গিমা॥
এইরূপে কত কত কর অবতার।
অতুল বিক্রম বীর্য্য করহ প্রচার॥
সম্প্রতি করিবে সাধুজন পরিত্রাণ।
অবতার কৈলে তুমি পূর্ণ ভগবান্॥
নমো নমো নারায়ণ পরম কল্যাণ।
নমো বাসুদেব বিশ্ব মঙ্গলনিধান॥
অবধান কর যদি প্রভু নারায়ণ।
তোমার নিকটে কিছু করি নিবেদন॥
দেবঋষি নারদ তোমার অনুচর।
আমি দুই ভাই হই তাঁহার কিঙ্কর॥
তাঁর অনুগ্রহে তোমা সনে দরশন।
বিনি সাধুকৃপায় না হয় বিমোচন॥
বাণী গুণকথা কহে সতত তোমার।
গুণকথা বিনে শ্রুতি না শুনিব আর॥
নিরবধি কর্ম্ম যেন করে দুই কর।
মন যেন তোমারে স্মঙরে নিরন্তর॥
শিরে পরণাম করু অভয় চরণে।
দুই নেত্র রহে যেন সাধু দরশনে॥
সাধুজন কেবল তোমার কলেবর।
ভকত হৃদয়ে তুমি থাক নিরন্তর॥
এইরূপ স্তুতি কৈল দুই সহোদরে।
হাসিয়া উত্তর দিলা গোকুল ঈশ্বরে॥
পূর্ণব্রহ্ম ভগবান ওখলী বন্ধনে।
সম্ভোষিলা তা-সভারে মধুর বচনে॥
পূর্ব্বেই জানিয়া আমি সব বিবরণ।
শাপিলা নারদ মুনি যাহার কারণ॥
অনুগ্রহ করি মুনি শাপিলা তোমারে।
ধনমদ ধ্বংস করি কৈল প্রতিকারে॥
সাধুজন সমচিত্ত হরিপরায়ণ।
আমা দরশনে তাঁর না রহে বন্ধন॥
সূর্য্য দরশনে যেন আঁখির প্রকাশ।
সেইরূপ হয় তার ভববন্ধ নাশ॥
চল দুই ভাই তুমি আপন বসতি।
আমাতে লভিবে তুমি একান্ত ভকতি॥

এ বোল শুনিঞা দুই কুবেরকুমার।
পুনঃপুনঃ প্রদক্ষিণ কৈলা নমস্কার॥
আজ্ঞা শিরে ধরিয়া চরণে ধরি মন।
চলিলা উত্তর দিগে কুবেরভবন॥
ভক্তিরস কল্পতরু গদাধর জ্ঞান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস-গান॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
দশমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০॥

একাদশ অধ্যায়।

শ্রীরাগ।

শুক মুনি বলে তবে শুন নৃপবর।
উপাড়িল দুই বৃক্ষ মহা ভয়ঙ্কর॥
নন্দ আদি গোপগণ শবদ শুনিঞা।
ত্বরাত্বরি গেল তথা প্রমাদ গণিঞা॥
যমল অর্জ্জুন বৃক্ষ ওথা পড়ি আছে।
ভ্রমিতে লাগিলা সভে বেঢ়ি তার কাছে॥
কিরূপে পড়িল বৃক্ষ না দেখি কারণ।
চৌদিগে বেঢ়িয়া গোপ করয়ে ভ্রমণ॥
দুই বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া পড়িল কি কারণে।
এত বড় উৎপাত করিল কোন্ জনে॥
চিন্তিতে লাগিলা গোপ না জানিঞা মর্ম্ম।
শিশুগণ বলে এই বালকের কর্ম্ম॥
আগে যায় ছাওয়াল ওখলি টানে পাছে।
টেড়ি হৈয়া ওখলি লাগিল দুই গাছে॥
ভাঙ্গিয়া পড়িল বৃক্ষ হৈয়া দুই পাশ।
মধ্যে আছে শিশু কিছু না পায় তরাস॥
দুই বৃক্ষ হৈতে দুই পুরুষ উঠিয়া।
স্তুতি করি গেল তারা অন্তরীক্ষ হয়্যা॥
শুনিঞা প্রত্যয় নৈল শিশুর বচনে।
কেহ কেহ সন্দেহ ভাবিল মনে মনে॥
কটিতটে দাম‌দড়ি ওখলি বন্ধনে।
হামাগুড়ি দিয়া করে লীলায় গমনে॥
নন্দগোপ পুত্রে দেখি হাসিতে লাগিল।
বন্ধন ছাড়ায়্যা নন্দ পুত্রে কোলে নিল॥
যমল অর্জ্জুন ভঙ্গ গোপালচরিত্র।
কহিলুঁ তোমারে রাজা জগৎপবিত্র॥
এখানে কহিব আর নানা বালকেলি।
সাবধানে শুন রাজা কৃষ্ণমন ধরি॥
কোন ক্ষণে গোপী মেলি দিয়া করতালি।
নাচ নাচ বলিতে নাচয়ে বনমালী॥
ক্ষণে গোপী বলে বাপা গাও দেখি গীত।
কিছুই না জানে যেন গায় সুললিত॥
কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকী নাচায়।
পূর্ণব্রহ্ম লঞা গোপী আনন্দে খেলায়॥
কেহ বলে হের বাপু আন পীড়িখান।
কেহ বলে হের-আন পাদুকা উন্মান॥ (১)
সেইক্ষণে রড় দিয়া তার কাছে যায়।
পড়িতে উঠিতে গিয়া আনিঞা যোগায়॥
কেহ বলে বড় করি দেহ বাহুটান।
মালসাট মারি বাপু হও আগুয়ান॥
যে যে কর্ম্ম বলে গোপী সেই কর্ম্ম করে।
ভকত অধীন প্রভু শিশুলীলা করে॥
ভক্তবশ হয়্যা হরি ভক্তেরে বুঝায়।
ভক্তের অধীন প্রভু আপনা দেখায়॥
শিশুলীলা করে প্রভু আপনে ঈশ্বর।
ব্রজপুরে আনন্দ বাঢ়ায় নিরন্তর॥
ফল লঞা আইল এক ফলের পসারী।
ফল কিন করিয়া ডাকিল উচ্চ করি॥
সর্ব্বফলদাতা প্রভু ফলের কারণে।
ধান্য লয়্যা সত্বরে চলিলা সেইক্ষণে॥
ধান্য লয়্যা পেলিয়া পাতিল দুর কর।
ফল দেহ বলিয়া মাগিলা গদাধর॥
ফলবিক্রয়িণী দেখি আনন্দিত চিতে।
অঞ্জলি ভরিয়া ফল দিল হরষিতে॥
রতনে পুরিল তার ফলের পসার।
এইরূপে করে প্রভু বালক বিহার॥
যমুনার জলে প্রভু করে বাললীলা।
ব্র শিশুগণ সঙ্গে করে নানা খেলা॥
খেলারসে রহিলা গোবিন্দ হলধর।
ডাক দিলে ছাওয়াল না আইসে নিজ ঘর॥ (২)

---

(১) উন্মান, অর্থ আঢ়কাদি মানপাত্র ভেদ।

(২) অন্য পুঁথির পাঠ,—"ডাকিয়া আনিতে শিশু না আইসে ঘর।"

যশোদা পাঠায়্যা দিল রোহিণী সুন্দরী।
যমুনার কূলে গিয়া দেখে বনমালী॥
শিশুগণ লঞা কৃষ্ণ বলরাম সঙ্গে।
শিশু খেলা খেলে প্রভু নানা রস রঙ্গে॥
আইস আইস মোর প্রাণ বিলম্ব না কর।
মায়ে ডাক পাড়ে কেন বচন না ধর॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্রাণেশ্বর কমললোচন।
কোলে করি আইস বাপ পিয়সিঞা স্তন॥
ভাত আসি খাও বাপু না খেলিহ খেলা।
খেলারঙ্গে না জান বিস্তর হৈল বেলা॥
হে রাম রোহিণীসুত কুলের নন্দন।
প্রভাত সময়ে বাপু কর্যাছ ভোজন॥
শ্রম বড় হৈল বাপু না খেলিহ খেলা।
কৃষ্ণ লঞা ঘরে আইস ছাড় শিশু মেলা॥
চলরে ছাওয়াল তোরা যাহ ঘরাঘরি।
ধূলায় ধূসর মোর রাম বনমালী॥
ঝাট করি আইস বাপু করাই মজ্জন।
জনমনক্ষত্র আজি আছয়ে কারণ॥
স্নান করি গোদান করাহ দ্বিজগণে।
বন্ধুগণে ভোজন করাহ অন্নপানে॥
দেখ দেখ তোমার সঙ্গের শিশুগণে।
মায়ে কর্যাযাছে তাদে মজ্জন ভোজনে॥
বসনে ভূষণে অঙ্গ করিয়া সাজন॥
খেলায় ছাওয়াল তাথে নাহি পাত মন॥
তুমিহ আসিয়া ঘরে স্নান দান কর।
ভোজন করিয়া অঙ্গে দিব্য বেশ ধর॥
তবে তুমি খেলাহ যতেক ইচ্ছা কর।
মায়ের বচনে বাপু বিলম্ব না কর॥
সমস্ত মস্তকমণি প্রভু হৃষীকেশ।
দেখিয়া যশোদাদেবী নিল শিশুবেশ॥
রতন পাচনী করে শিরে উড়ে নেত॥ (১)
নানা ক্রীড়া পরিচ্ছদ করিয়া সাজন।
বৎস রাখে রামকৃষ্ণ সঙ্গে শিশুগণ॥
খেণে বেণু বাজায় বালকগণ সঙ্গে।
পেলা পেলি করিয়া ক্ষেপণি (২) খেলে রঙ্গে॥

চরণে চরণে ক্ষণে করে পেলাপেলি।
অঙ্গে অঙ্গে ক্ষণে প্রভু করে ঠেলাঠেলি॥
বৃষরূপ ধরিয়া বৃষের ছাড়ে ডাক।
দুহেঁ দুহেঁ যুঝাযুঝি বাঢ়ে অনুরাগ॥
যত জন্তু জীব বৈসে বন উপবনে।
ডাক দিয়া আনে প্রভু প্রতি জনে জনে॥
নিজ রব শুনিঞা সকল জন্তু মিলে।
সেই লীলাগতি করি তারি সঙ্গে খেলে॥
এইরূপে বাছুর চরায় শিশু সঙ্গে।
নানা শিশুকেলি প্রভু করে নানা রঙ্গে॥
হেনকালে এক দৈত্য বৎসরূপ ধরে।
অলক্ষিতে প্রবেশিল বৎসের ভিতরে॥
সকল জানেন প্রভু সর্ব্বজ্ঞ শেখর।
বলরামে তবে দেখাইল গদাধর॥
ধীরে ধীরে তার কাছে গেলেন শ্রীহরি।
বাম হাথ দিয়া পাছু দুই পায়ে ধরি॥
আকাশে তুলিয়া ভ্রমাইল সাত বার।
সেই মতে জীবন ছাড়িল দুরাচার॥
পাক দিয়া পেলাইল কপিথ উপরে।
ভাঙ্গিল কপিত্থ বন তার অঙ্গ ভরে॥
সাধু সাধু করিয়া বাখানে শিশুগণে।
দেখিয়া বিস্মিত হৈল ভয় পাইল মনে॥
তুষ্ট হৈয়া দেবে কৈল পুষ্প বরিষণ।
আকাশে বাজিল শঙ্খ দুন্দুভি বাজন॥
এইরূপে নানা লীলা করে যদুরায়।
বৎসপাল কৈঞা প্রভু বাছুর চরায়॥
সর্ব্বলোক-পালক সকল লোক-গতি।
গোপরূপে বাছুর চরায় সুরপতি॥
প্রভাত সময়ে প্রভু খায় দধিভাত।
বাছুর চরায় বনে ত্রিভুবননাথ॥
শিশু সঙ্গে বাছুর চরায় একদিনে।
কালিন্দী নিকট তট কুসুমত বনে॥
চালায়্যা আনিল বৎস গোধ (১) সন্নিধান।
বৎসগণে দিয়া পানি কৈল জল পান॥
এক গোটা মহা প্রাণী পর্ব্বত আকার।
দেখিয়া লাগিল শিশুগণে চমৎকার॥
বকাসুর নাম তার বকরূপ ধরে।
আসিয়া গোবিন্দে ধরি গিলিল সত্বরে॥
তা দেখিয়া সব শিশু হৈলা অচেতন।
প্রাণ বিনে যেরূপ ইন্দ্রিয় তনু মন॥

পাঠান্তর।—

(১) "পীতবাস পরিধান কক্ষে সিঙ্গা আছে। রতন পাচনী করে শিরে শিখিপুচ্ছে।"

(২) লোষ্ট্রাদি ক্ষেপণ যন্ত্রভেদ। চলিত ভাষায় 'ফিঙ্গে', 'পাটাল-ঝিকি', 'ফিনটুল' প্রভৃতি বলিয়া থাকে। কেহ কেহ 'ক্ষেপণি'-এর অর্থ 'লাটিম' ও করেন।

(১) পর্ব্বত।

ত্রিজগৎ গুরু প্রভু ত্রিজগৎ পিতা।
গোপবেশ ধর প্রভু সর্ব্ব ফলদাতা॥
বকাসুর তালুমূল দহিল অন্তরে।
পুড়িয়া মরয়ে বক সহিতে না পারে॥
আথে বেথে উগারিয়া পেলিল গোপাল।
দুই ঠোঁট মেলিয়া আইসে আরবার॥
দুই হস্ত দিয়া প্রভু দুই ওষ্ঠ ধরি।
বিদারিয়া দুই খান কৈল লীলা করি॥
সাধুজন-গতি প্রভু খল বিদারণ।
বকরূপ দুষ্ট দৈত্য কৈল নিপাতন॥
বিমানে থাকিয়া দেখে সুর সিদ্ধগণে।
জয় জয় শব্দ উঠিল ত্রিভুবনে॥
পারিজাত-কুসুম নন্দনবন-মালা।
কৃষ্ণের উপরে হৈল পুষ্পবৃষ্টি ধারা॥
আনকদুন্দুভি (১) শঙ্খ বিবিধ বাজন।
বিবিধ স্তবন কৈল সুর মুনিগণ॥
বকাসুর মুখ হৈতে লভিয়া শ্রীহরি।
বর্ত্তিয়া উঠিল (২) শিশু ভয় পরিহরি॥
প্রাণ আইলে যেন দেহ হন সচেতন।
পুত্র হেন মানিঞা ধরিয়া দুই করে।
রাম-কৃষ্ণ লঞা দেবী গেলা নিজ পুরে॥
পুত্র-মহোৎসব করে পরম আনন্দে।
এইরূপ লীলা প্রভু করে নানা ছন্দে॥
এক দিন বৃদ্ধ গোপ একত্রে মিলিয়া।
মন্ত্রণা করয়ে গোপ-সভাতে বসিয়া॥
বৃদ্ধ এক গোপ তাথে উপনন্দ নাম।
বয়েসে জ্ঞানেতে তেঁহ সভার প্রধান॥
দেশ কাল তত্ত্ব তিঁহ জানেন সকল।
সুবুদ্ধিশেখর রাম-কৃষ্ণ-প্রিয়কর॥
কহিতে লাগিলা তেঁহ মহামতিমান।
আমার বচনে সভে কর অবধান॥
মহাবনে রহিতে উচিত নহে আর।
নানা উৎপাত আসি মিলে বারবার॥
গোকুলের রক্ষা চাহ রাম কৃষ্ণ হিত।
এথায় রহিতে তবে না হয় উচিত॥
পুতনারাক্ষসী আইল মারিতে কৃষ্ণেরে।
তাহাতে কেবল কৈলা ঈশ্বর উদ্ধারে॥
ভাগ্যে না পড়িল শিশু উপরে শকট।
ঈশ্বরকৃপায়ে সেহ তরিল সঙ্কট॥

(১) বড় ঢাক।
(২) জীবন পাইল।

চক্রবাতে নিল শিশু আকাশে তুলিয়া।
শিলার উপরে লঞা পেলে আছাড়িয়া॥
ভাগ্যে তাথে রক্ষা কৈল অষ্ট লোকপাল।
বৃক্ষ পড়ি ছাওয়াল না মৈল ভাগ্য ভাল॥
এইরূপ কত কত পড়এ উৎপাত।
কেবল ঈশ্বর রক্ষা করেন সাক্ষাৎ॥
যাবৎ প্রমাদ মোদে এথা নাহি ঘটে।
তাবৎ ছাওয়াল লঞা চল যাই ঝাটে॥
বৃন্দাবন নামে বন নবীন কানন।
বহুবিধ ফুল ফল পরম শোভন॥
নব তৃণ উপবন সুশীতল জল।
পুণ্য গিরি নদ নদী পুণ্যসরোবর॥
আজি চলি যাই তথা হেন লয় মনে।
গোধন চলুক আজ্ঞা দেহ গোপগণে॥
শকট আনুক শীঘ্র সুসজ্জ করিয়া।
সবন্ধু বান্ধবে চল শকটে চঢ়িয়া॥
কহিলু কুশল মন্ত্র যদি আজ্ঞা ধর।
শীঘ্র করি চলি চল বিলম্ব না কর॥
এ বোল শুনিঞা যত গোপগণ মেলি।
উপনন্দে বাখানিলা সাধু সাধু বুলি॥
দিব্য পরিচ্ছদে কৈল শকট সাজনি।
নানা অস্ত্রশস্ত্রে কৈল অঙ্গের কাছনি॥
বৃদ্ধবাল নারীগণ শকটে তুলিয়া।
চলিলা গোয়ালা সব শকট চালায়্যা॥
যত যত গোয়াল আছিল বলীয়ার।
ধনুশর লঞা তারা হৈল আগুসার॥
তূর্য্যঘোষ করি গোপ চারিপাশে ফিরে।
কেহ শিঙ্গা পুরে কেহ বীরদর্প করে॥
হুলু হুলু (১) শব্দ করিয়া গোপ ধায়।
বিবিধ আনন্দ করি গোপগণ যায়॥
গোপীগণ বিবিধ ভূষণ বস্ত্র পরি।
কৃষ্ণলীলা গায় গোপী নিজ রথে চঢ়ি॥
মধুকণ্ঠী ব্রজনারী সুমধুর গায়।
যশোদা রোহিণী শুনি মহা সুখ পায়॥
যশোদা রোহিণী এক শকটে চঢ়িয়া।
দীপ্ত করে রাম কৃষ্ণ দুই পুত্র লঞা॥
বৃন্দাবনে গিয়া গোপ কৈলা পরবেশ।
জন্মিল সভার চিত্তে আনন্দবিশেষ॥
ব্রজপুর নিরমিল করিয়া মন্ত্রণা।
অর্দ্ধচন্দ্র কৈল যেন শকটে রচনা॥

(১) পাঠান্তর,—"জয় জয়"।

এইরূপে গোপগণ রহিল আনন্দে।
রাম-কৃষ্ণ খেলায় বালকগণ সঙ্গে॥
যমুনা পুলিন বৃন্দাবন তরুগিরি।
দেখিয়া সন্তোষ পাইলা রাম-বনমালী॥
বহুবিধ বালক্রীড়া করে দিনে দিনে।
এইরূপে পীরিতি বাঢ়ায় গোপীগণে॥
হেনকালে কোন লীলা করে হৃষীকেশ।
বাছুর রাখিতে পারে ধরে হেন বেশ॥
নিকটে যমুনাতট নব উপবন।
ব্রজশিশু সঙ্গে বৎস রাখে নারায়ণ॥
বিবিধ রতন মণি বিভূষিত অঙ্গ।
সমবেশ মধুর মুরতি শিশু সঙ্গ॥
পীতবস্ত্র পরিধান কক্ষে শিঙ্গা বেত।
সেইরূপ কৃষ্ণে পেয়্যা জীয়ে শিশুগণ॥
আলিঙ্গন দিয়া শিশু শ্রীমুখ নেহালে।
চৌদিকে বেঢ়িয়া জয় জয় শব্দ বলে॥
কৃষ্ণ লঞা ব্রজপুরে চলিলা সত্বর।
গোপগণে বিবরণ কহিল সকল॥
বিস্ময় ভাবিয়া গোপগোপীগণে শুনি।
ব্রজপুরে সকল হইল জানা জানি॥
সর্ব্বলোক আসিয়া দেখিল গদাধরে।
আনন্দ উৎসব হইল পুরের ভিতরে॥
দেখ-দেখ অদভুত শিশুর প্রভাব।
কত কত মৃত্যু আসি করয়ে উৎপাত॥
নিজ নিজ পাপে তারা সব মরি যায়।
পুণ্যফলে সভে শিশু সর্ব্বত্র বেড়ায়॥
ঘোরতর দৈত্য সব আইসে মারিবারে।
আগুনে পতঙ্গ যেন যাই পুড়ি মরে॥
অসত্য নহিল কিছু গর্গের বচন।
গর্গ যে কহিলা সেই দেখিএ লক্ষণ॥
জন্মিল কেবল মহাপুরুষ সাক্ষাৎ।
মহাপুরুষের কভু নহে উৎপাত॥
নন্দ আদি গোপগণে এই কথা কহে।
নিরবধি পরম আনন্দ-চিত্তে রহে॥
কহে রঘু পণ্ডিত গোবিন্দ-গুণগান।
কৃষ্ণকথা শুন ভাই হৈয়া সাবধান॥
রঘুনাথ পণ্ডিতের মধুরস ভাষা।
কৃষ্ণগুণ শুন ভাই কৃষ্ণে দেহ আশা॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
একাদশোহধ্যায়ঃ॥ ১১॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

বরাড়ী—দীর্ঘছন্দ।

একদিন কৈলা মনে ভোজন করিবে বনে
গাও তুলি প্রত্যূষে বিহানে।
শিঙ্গারব করি হরি, গোপশিশু সঙ্গে করি
চলি গেলা বৎস লয়্যা বনে॥
লক্ষ লক্ষ শিশুগণ সম-বেশ-বিভূষণ
শিঙ্গাবেত বিষাণ কাছিয়া॥
সহস্রেক নাহি টুটি লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি
চলে শিশু বৎসগণ লৈয়া॥
কৃষ্ণ বৎস রাখে যত ব্রহ্মায় লেখিব কত
লেখিতে কে পারে তার অন্ত॥
বৎস যুথ যুথ করি একত্রে সকল মেলি
বৎস রাখে করিয়া আনন্দ॥
বিবিধ বালক লীলা বহুবিধ শিশুখেলা
বহু ভাঁতি খেলে শিশুগণ।
প্রবাসে কুসুম ফল নব ধাতু বন দল
করি শিশু অঙ্গের ভূষণ॥
কেহ শিঙ্গা করে চুরি কেহ পেলে দূর করি
পুন দেই হাসিয়া হাসিয়া।
কৃষ্ণ যদি থাকে দূরে ধেয়্যা ধেয়্যা শিশু চলে
পুন আইসে কৃষ্ণ পরসিয়া॥
মুঞি সে সভার আগে পরশিমু তোমা এবে
এইরূপে আনন্দে বিহরে।
কেহ শিঙ্গা বেণু পুরে কেহ ভৃঙ্গরব করে
কোকিল শবদ কেহ করে॥
কেহ দেখি পাখি ছায়া তার সঙ্গে যায় ধায়্যা
হংস দেখি হংসের গমন।
বক দেখি বকবৎ কেহ হয় ধ্যানরত
কেহ ধরে ময়ূর পেখম॥

বানরের পুচ্ছ ধরি কেহ টানাটানি করি
বানরে টানিয়া তুলে গাছে।
বানর আকৃতি ধরে সে রূপ ভ্রকুটি করে
লম্ফে লম্ফে যায় তার পাছে॥
ভেকের আকার ধরি যায় নদীজলোপরি
শবদ করয়ে উচ্চ করি।
তার প্রতিধ্বনি শুনি বলে শিশু নানা বাণী
ধর মার বলি দেই গারি॥
জন্ম কোটি কোটি ধরি নানা পুণ্যপুঞ্জ করি
কৃষ্ণ লয়্যা খেলে শিশুগণে।
দেখে ব্রহ্মজ্ঞানী সব ব্রহ্মা সুখ অনুভব
সাক্ষাত যাহার দরশনে॥
ভক্তগণ প্রেমসুখে ইষ্টদেব গুরুরূপে
সাক্ষাৎ দেখিয়া মূর্ত্তিমান্।
মায়াশ্রিত নরলোকে কেবল মানুষরূপে
দেখে হরি আনন্দ-বিধান॥
লক্ষ কোটি জন্ম ধরি চিত্ত নিরোধন করি
তপ যোগ সমাধি করিয়া।
যার পদধূলিকণে না লভে যোগেন্দ্রগণে
খেলে শিশু হেন কৃষ্ণ লঞা॥
কি ভাগ্য বর্ণিব তার কৃষ্ণ হেন সখা যার
ধন্য ব্রজবাসী গোপগণ।
এইরূপে শিশু মেলে বিবিধ কৌতুক করে
দৈত্য আসি দিল দরশন॥
তার নাম অঘাসুর মহাদুষ্ট ঘোরতর
কৃষ্ণলীলা দেখিতে না পারে।
সুরগণ সুরপুরে চমকিত যার ডরে
নিরন্তর ছিদ্র অনুসারে॥
কংসের আদেশ পায়্যা অঘাসুর আইল ধায়্যা
আজি কৃষ্ণ বধিমু সগণে।
পুতনা ভগিনী মোর জ্যেষ্ঠ ভাই বকাসুর
এই কৃষ্ণ মারিল আপনে॥
ভাই ভগিনীর ধার সুধিবার পরকার
বৎস শিশু করি তৃণ জল॥
তর্পণ করিমু যদি সাধিমু সকল সিদ্ধি
ব্রজবাসী মারিব সকল॥
পুত্রগত প্রাণ যার পুত্রে দেহ মন তার
পুত্র বিনে না রহে জীবন।
বৎস শিশুসহ হরি যদি মারিবারে পারি
তবে তথা মৈল গোপগণ॥
এই মনে যুক্তি করি সর্পকলেবর ধরি
যোজনের দীঘল বিস্তার।

প্রহরের পথ যুড়ি পড়িল মুখান মেলি
যেন মহাপর্ব্বত আকার॥
বৎস বালকের সহে কৃষ্ণ গিলিবারে চাহে
এই আশা দুষ্টমতি ধরে।
এক ওষ্ঠ ক্ষিতি পরে আর ওষ্ঠ অম্বরে
গিরিগুহা মুখের ভিতরে॥
বিকট দশন-পাঁতি পর্ব্বত-আকার ভাঁতি
উদর ভিতরে অন্ধকার।
জিহ্বা গোটা পথে মেলে ঘন ঘন শ্বাস ছাড়ে
যেন খর পবন সঞ্চার॥
দেখি গোপশিশুগণে অপরূপ বৃন্দাবনে
দৃষ্টান্ত করিয়া কথা কহে।
কহ দেখি মিত্রগণ গিলিবারে করে মন
কিবা এক মহাপ্রাণী রহে॥
মেঘ খান দেখি যেন রবি জলে রাঙা হেন
ভিতরে দেখিএ অন্ধকার।
খরতর বহে বাত যেন ঘন শ্বাসপাত
দেখি যেন জন্তু দুরাচার॥
যদি আমি সব মেলি ভিতরে প্রবেশ করি
তবে যদি করয়ে গরাস।
তবু ভয় না করিব এই পথ দিয়া যাব
বকবৎ ইহ হব নাশ॥
এতেক বচন বুলি দিয়া দৃঢ় করতালি
হাসি কৃষ্ণমুখ নিরখিয়া।
নিজ বৎসগণ লয়্যা প্রবেশ করিল গিয়া
কেহ না বুঝিল তার মায়া॥
না জানিয়া শিশুগণে সত্য কৈল মিথ্যাভাণে
চিন্তে প্রভু এই মনে মনে।
বৎস শিশু না মরিব দৈত্যের সংহার হৈব
হেন বুদ্ধি করিব এখনে॥
অঘাসুর মহাবলী কৃষ্ণের বিলম্ব করি
না গিলিল করিয়া সন্ধান।
কৃষ্ণে পরবেশ কৈলে উদর ভিতরে গেলে
তবে সে চাপিব মুখখান॥
সকল-অভয়দাতা অখিল ভুবন-পিতা
মনে মনে ভাবিলা শ্রীহরি।
দৈত্যের হরিব প্রাণ, বালকের পরিত্রাণ
দুই কর্ম্ম কোন্ যুদ্ধে কার॥
অশেষ করুণাসিন্ধু অখিল জগৎবন্ধু
দৈত্যমুখে করিলা প্রবেশ।
রহিয়া মেঘের আড়ে দেবগণ চাহে ডরে
করে হাহা শবদ বিশেষ॥

হাসে দুষ্ট দৈত্যগণ ব্যাকুলিত সাধুজন
ত্রিভুবনে হৈল হাহাকার।
জারিয়া করিব চুর মনে ভাবে অঘাসুর
মুখান মুদিল দুরাচার।
প্রভু কোন কর্ম্ম করে বাড়িতে লাগিলা গলে
নিরোধিল এ দশ দুয়ার।
নড়িতে চড়িতে নারে ছটফটি করি মরে
উলটিল নয়ন বিশাল॥
সকল শরীর পুরি পবন বাড়িল ভরি
ব্রহ্মরন্ধ্র ফুটিয়া ছুটিল।
কৃপাদৃষ্টি করি হরি মরা বৎস শিশু তুলি
মুখপথে বাহিরে আনিল॥
সর্প-কলেবর জ্যোতি আকাশমণ্ডলে উঠি
দশ দিগ প্রকাশ করিয়া।
আসিব বাহিরে হরি রহিল বিলম্ব ধরি
সুরগণ বিস্মিত দেখিয়া॥
শ্রীহরি বাহির হৈল কৃষ্ণদেহে প্রবেশিল
তিনলোকে দেখিল সাক্ষাৎ।
আনন্দিত সুরগণ কৈল পুষ্প বরিষণ
স্তুতি ভক্তি কৈল দণ্ডপাত॥
সুরবধুগণ নাচে বিবিধ বাজনা বাজে
গন্ধর্ব্ব কিন্নরে গায় গীত।
ব্রাহ্মণে মঙ্গল পঢ়ে স্তাবকে স্তবন করে
ত্রিভুবন হৈল আনন্দিত॥
গীতবাদ্য স্তুতিবাণী ব্রহ্মলোকে গেল ধ্বনি
ব্রহ্মা শুনি আইলা সেইক্ষণে।
আকাশমণ্ডলে থাকি প্রভুর মহিমা দেখি
বিস্ময় ভাবিলা মনে মনে॥
শুন রাজা পরীক্ষিৎ বৃন্দাবনে অদভূত
শুষ্ক হৈল সর্প-কলেবর।
শুখায়্যা রহিল বনে ক্রীড়া-করে শিশুগণে
চিরদিন তাহার ভিতর॥

এ সব কুমারকালে কৈলা কর্ম্ম দামোদরে
পৌগণ্ডে কহিল শিশুগণে।
অঘাসুর বধ করি বৎস শিশু রক্ষা করি
আজি হরি আনিলা এখনে (১)
এ কোন বিচিত্র কথা অখিল জগৎ পিতা
শিশুবেশে পুরুষ পুরাণ।
অঘ হেন দুরাচার অঙ্গ পরশিয়া যার
আত্মসাৎ পায় বিদ্যমান॥
যার অঙ্গ মূর্ত্তি ধরি সকৃৎ হৃদয়ে করি
মনোময়ী করিয়া চিন্তনে।
মহাভাগবত সব পাইল পরম পদ
হেন প্রভু যথা বিদ্যমানে॥
রাজা বিষ্ণুরতি শুনি পরম বিস্ময় গণি
জিজ্ঞাসিল মুনির চরণে।
কুমার কালের কর্ম্ম কেহ না জানিল ধর্ম্ম
পৌগণ্ডে কহিল শিশুগণে॥
এত বড় কুতূহল কহ গুরু যোগেশ্বর
বিষ্ণুমায়া বিনে নহে আন।
আমি-সব নরাধম তমু হৈনুঁ ধন্যতম
হরিকথামৃত করি পান॥
রাজার বচন শুনি বাহ্য পাসরিল মুনি
আনন্দে পূরিল কলেবর।
ক্ষণেক অবধান করি চাহিল নয়ান মেলি
তবে দিল রাজারে উত্তর॥
অঘাসুর-বিনাশন বৎস-শিশু-উদ্ধারণ
গোপাল চরিত্র পুণ্য কথা।
ভাগবত-আচার্য্য কহে শুনিলে দুরিত দহে
পরম মঙ্গল গুণ গাথা॥

---

(১) "এতৎ কৌমারজং কর্ম্ম হরেরাত্মাহি-মোক্ষণম্।
মৃত্যোঃ পৌগণ্ডকে বালা দৃষ্ট্বোচুর্বিস্মিতা ব্রজে।"

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
প্রেমতরঙ্গিণী দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১২॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

তুড়ি রাগ।

সাধু সাধু মহাভাগ ধন্য নরেশ্বর।
নির্ম্মলমতি তুমি ভকতশেখর॥
নিরবধি হরিকথা শুন সাবধানে।
তমু নব নব তুমি কর অনুক্ষণে॥
সাধুজন যেবা হয় চিত্তে ধরে সার।
শ্রুতি বাণী চিত্ত হরিপদ গত যার॥
কৃষ্ণ কথা নব নব করে অনুক্ষণে।
স্ত্রীর কথা শুনে যেন স্ত্রীজিত জনে॥
গুহ্য কথা কহি রাজা শুন সাবহিতে।
প্রিয় শিষ্যে গুহ্য কথা না করি গোপতে॥
কহিব পরম গুহ্য শুন সাবধানে।
অপরূপ নাট্যলীলা কৈলা নারায়ণে॥
অঘাসুর মুখ হৈতে বৎস শিশুগণ।
বাহির করিয়া আনি নন্দের নন্দন॥
যমুনা-পুলিন-বনে নিল সেইক্ষণে।
হাসিয়া কি বলে তবে মধুর বচনে॥
দেখ-দেখ ভাই সব রম্য নদীতীর।
কোমল বালুকাতট নিরমল নীর॥
প্রফুল্ল কমলগন্ধ ভ্রমর ঝঙ্কার।
জলচর কোলাহল শবদ সঞ্চার॥
ধ্বনি পতিধ্বনি বিলসিত ক্রমজাল।
এথা রহি আমি-সব করিব বিহার॥
বেলি দুই প্রহর ভোজন করি আগে।
পাছে খেলাইব খেলা হেন মনে লাগে॥
জল পিয়া বৎসগণ চরুক সন্তোষে।
আমি-সব ভোজন করিব হাস্যরসে॥
কৃষ্ণের বচন শুনি গোপশিশুগণে।
জল পান করিয়া বাছুর দিল বনে॥
শিক্যা মুকুলায়্যা (১) শিশু বসিলা ভূমিতে।
মাঝে কৃষ্ণ বসিলা বালক চারিভিতে॥
চৌদিগে বালকগণে রচিল মণ্ডল।
বিকসিত মুখপদ্ম নয়নকমল॥
বিবিধ মণ্ডল জাল করিয়া রচন।
সম্মুখে শ্রীমুখ দেখে সব শিশুগণ॥
চৌদিগে কমল দল মাঝে কর্ণিকার।
সেইরূপে শোভে ব্রজ শিশু পাটোয়ার॥

কেহ পুষ্প দিল কেহ পল্লব অঙ্কুর।
কেহ শিল গাছছাল আনে ফল মূল॥
কেহ শিক্যা মেলিয়া ভোজন পাত্র করে।
ভোজন করিয়া শিশু আনন্দে বিহরে॥
আপন আপন পাত্র সভেই প্রশংসে।
কেহ কার পাত্র দেখি করে উপহাসে॥
কেহ হাসে তারে কেহ হাসিয়া হাসায়।
কেহ কারো মুখ চাহি অঙ্গুলি দেখায়॥
জঠর পটেতে বেণু শিঙ্গা বেত্র কাঁখে।
বাম হস্তে কোমল কবল ধরি রাখে॥
অঙ্গুলির মাঝে মাঝে রাখয়ে ব্যঞ্জন।
মাঝে নন্দসুত বেরি পাশে শিশুগণ॥
হাস্য পরিহাসে প্রভু বালকে হাসায়।
আকাশমণ্ডলে থাকি সুরগণে চায়॥
সর্ব্বযজ্ঞভোক্তা প্রভু করয়ে ভোজন।
বালকেলি করে যজ্ঞপতি নারায়ণ॥
এইরূপে ভোজন করয়ে শিশুগণে।
তৃণলোভে বৎসগণ গেল দূর বনে॥
তরাসিল শিশুগণ বৎস না দেখিয়া।
নিবারিয়া রাখে হরি আশ্বাস করিয়া॥
তুমি-সব ভোজন না ছাড় মিত্রগণে।
বাছুর আনিঞা আমি দিব এইক্ষণে॥
এতেক বচন বুলি প্রভু দামোদর।
বাম হস্তে সেইরূপে লইল কবল॥
গিরি গুহা নিকুঞ্জ তিমির ঘোর বনে।
বাছুর চাহিয়া প্রভু বেড়ায় আপনে॥
এক ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা হেন অবসরে।
আসিয়া মিলিলা শিশুলীলা দেখিবারে॥
আপনে ঈশ্বর হয়্যা ধরে শিশুবেশ।
নানা অদভুত লীলা করে হৃষীকেশ॥
তার কিছু অপরূপ দেখিব মহিমা।
কোনরূপে করে কৃষ্ণ কেমন ভঙ্গিমা॥
এদিগে বালক হরি ওদিগে বাছুর।
অন্তরীক্ষে লঞা ব্রহ্মা গেলা নিজপুর॥
যে ব্রহ্মা অঘাসুর মোক্ষণ দেখিয়া।
পরম বিস্ময় পাইলা আকাশে থাকিয়া॥

(১) পাঠান্তর,—"খসাইঞা"

বাছুর না পায়্যা ত্রিভুবন অধিকারী।
পালটি পুলিন-বন আইলা বংশীধারী॥
এথা আসি শিশুগণ না পায় উদ্দেশ।
বনে বনে চাহিয়া বেড়য়ে হৃষীকেশ॥
হারাইল বাছুর বালক নাহি বনে।
সর্ব্বজ্ঞ-শেখর হরি জানিল কারণে॥
ব্রহ্মায় স্থজিল মা। তত্ত্ব জানিবারে।
হেন কর্ম্ম করি যেন বুঝিনে না পারে॥
গোপগোপীগণে চাহে বাঢ়িতে পীরিতি।
সন্তোষ লভিতে চাহি ব্রহ্মা সুরপতি॥
হেন কর্ম্ম করি আমি কোন পরকারে।
বৎস শিশু দুই রূপ হই একেশ্বরে॥
যে প্রভু লীলায় করে জগৎ নির্ম্মাণ।
বাছুর বালক রূপ হৈলা ভগবান॥
যত শিশু যত বৎস যার যেন বেশ।
যার যেন দন্ত মুখ নখ লোম কেশ॥
যেবা যত বড় যার বরণ আকার।
যার যেন কর পদ শীল ব্যবহার॥
যার যেন শিঙ্গা বেত বসন ভূষণ।
যার যেন স্বর ভাষা শিল্প সম্ভাষণ॥
যার যেন আকৃতি প্রকৃতি রতি মতি।
যার যেন গুণ নাম বিহরণ গতি॥
সর্ব্বভূত-অন্তর্যামী জগৎ-নিবাস।
সর্ব্বরূপ ধরি প্রভু করয়ে প্রকাশ॥
বিষ্ণুময় জগৎ আছয়ে বেদবাণী।
সেই যেন সাক্ষাৎ করিলা চক্রপাণি॥
আপনে বাছুর বেশ ধরে নারায়ণ।
আপন বালকরূপে করয়ে পালন॥
আপনে আপনা হরি করয়ে পালনে।
আপনে আপনা লঞা বিহরে আপনে॥
আপনে আপনা লৈয়া দিন অবসানে।
ব্রজপুরে নন্দসুত চলিলা আপনে॥
যার সেই বৎসগণ ভিন্ন ভিন্ন করি।
নিজ গোষ্ঠে চলিলা সে শিশুবেশ ধরি॥
সেই বৎস সেই লীলা সেই শিশুবেশ।
সেইরূপে প্রবেশ করিলা হৃষীকেশ॥
বেণুরব শুনি মাতা উঠিল সত্বরে।
দুই হস্তে তুলিয়া বালকে কৈলা কোরে॥
বাহুপাশে ভিড়িয়া নির্ভরে দিল কোল।
পুত্র পরশনে চিত্ত হৈল উতরোল॥
পুত্রমুখে স্তন দিয়া করাইল পানে।
সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম জানিল গেয়ানে॥

মর্দ্দন মজ্জন করাইল শিশুগণে।
দিব্য গন্ধ দিয়া অঙ্গ কৈল বিলেপনে॥
দিব্য অলঙ্কারে অঙ্গ করে বিভূষণ।
দিব্য অন্ন পান দিয়া করায় ভোজন॥
এরূপে করয়ে মাতা লালনে পালনে।
দিনে দিনে আনন্দ বাঢ়ায় নারায়ণে।
বৎসের শবদ শুনি হরষিত মনে।
হাম্বারব করিয়া ডাকিল ধেনুগণে।
আপনে আপন বৎস আনিল ডাকিয়া।
লেহন পোছন কৈলা ক্ষীর পিয়াইয়া॥
মাতৃভাব পূর্ব্ববৎ কৈল গোপীগণে।
প্রেমানন্দ বাঢ়িল পুরব প্রেম হনে॥
পূর্ব্ববৎ কৈলা কৃষ্ণ পুত্রতা বেভার।
পূর্ব্ব হৈতে মায়ার অধিক পরচার॥
আপনে পালক পাল্য হৈয়া বনমালী।
এইরূপে শিশুবেশ ধরি করে কেলি॥ (১)
একদিন বলরামে করিয়া সংহতি।
বৎস শিশুগণ লঞা গেলা যদুপতি॥
পাঁচ সাত দিন আছে বৎসর পুরিতে।
বেড়ায় নিকট বনে বাছুর রাখিতে॥
বনে বনে বাছুর চরায় ভগবান।
ধীরে ধীরে গেলা গোবর্দ্ধন সন্নিধান॥
পর্ব্বত-শিখরে তথা ধেনুগণ চরে।
বাছুর দেখিল তারা পর্ব্বত কিনারে॥
বৎস প্রেমে আপনা পাসরে ধেনুগণ।
ঊর্দ্ধগ্রীব ঊর্দ্ধপুচ্ছ ঊর্দ্ধ বিলোচন॥
হুঙ্কার শবদ করি আকণ্ঠ পুরিয়া।
দুর্গ পথ চলি যায় দুপদ ভুলিয়া॥
নিজ নিজ বৎস লঞা যত শিশুগণে।
ক্ষীর পান করাইল আনন্দিত-মনে॥
লেহন পোছন কৈল লালন পালন।
সুখময় সাগরে মজিল ধেনুগণ॥
বৃদ্ধ গোপগণে নানা যতন করিয়া।
ধেনু রাখিবারে না পরিল নিবারিয়া॥
ক্রোধ করি কৈল গোপ তর্জ্জন গর্জ্জন।
নানা দুঃখে কৈল দুর্গ পথ বিলঙ্ঘন॥
আজি এত পরমাদ করে শিশুগণে।
বৎস লঞা এথা তারা আইল কি কারণে॥
আজিকার গোরস সকল কৈল নষ্ট।
নিরোধ না মানে ধেনু এহ লজ্জা শ্রেষ্ঠ॥

(১) অন্য পুঁথির পাঠ,—
"এইমতে ক্রীড়া করে বৎসরেক ধরি"

গোকুলের কলঙ্ক রাখিল শিশুগণে।
আজি তার শাস্তি যে করিব ভাল মনে॥
এইরূপে গোপগণ তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া।
নানা দুঃখ পেয়্যা আইল পর্ব্বত লঙ্ঘিয়া॥
যেই মাত্র হৈল শিশুর মুখ দরশন।
সেই ক্ষণে হৈল সব ক্রোধ বিস্মরণ॥
বুকের উপরে তুলি দিল আলিঙ্গন।
প্রেম রসে বাহ্য পাসরিল গোপগণ॥
কেবল পরমানন্দ রসময় সঙ্গ।
নয়নে আনন্দজল পুলকিত অঙ্গ॥
প্রেমরসে জড়বৎ নাহি অবধান।
পাসরিল গোপগণে নিজ পর জ্ঞান॥
বলরাম দেখি প্রেম সম্পদ-উদয়।
মনে মনে চিন্তিতে লাগিলা মহাশয়॥
স্তন্যপ ছাওয়ালে প্রেম বাঢ়িতে জুয়ায়।
এ সব বালক বৎস স্তন নাহি খায়॥
এত বড় তবে কেন দেখি অনুরাগ।
বুঝিতে না পারি নারায়ণ অনুভাব॥
ব্রজকুলে উথলিল প্রেমের সাগর।
আমার হৃদয়ে প্রেম বাঢ়ে নিরন্তর॥
কোথা হৈতে আইল মায়া কাহার ঘটনা।
কিবা দেবমায়া কিবা অসুররচনা॥
প্রায় হেন বুঝি মায়া রচিল ঈশ্বরে।
অন্যের মায়ায় কেন মোহিব আমারে॥
এতেক বচন বুলি প্রভু বলরাম।
ধ্যান অবলম্বে মন কৈলা প্রণিধান॥
সকল বৈকুণ্ঠময় জ্ঞানচক্ষে দেখি।
বলরাম আপনে মুদিল দুই আঁখি॥
শিশুগণ দেব-অংশে হইল উপাদান।
ঋষি-অংশে যতেক বাছুর বিদ্যমান॥
এ সব কেহত দেব ঋষি অংশে নয়।
সর্ব্বরূপ ধরি লীলা করে কৃপাময়॥
এ বোল জানিঞা কৃষ্ণ কহিলা ইঙ্গিতে।
বলভদ্র সকল বুঝিল ভাল মতে॥
এইরূপে যে দিনে বৎসর পূর্ণ হৈল।
সে দিনে আসিয়া ব্রহ্মা সকল দেখিল॥
যত বৎস যত শিশু পূর্ব্বেতে আছিল।
সকল আসিয়া ব্রহ্মা গোকুলে দেখিলাম॥
যত বৎসশিশুগণ শয্যার উপরে।
শয়ন করিয়া আছে উঠিতে না পারে॥
যতেক বালক বৎস লঞা বনমালী।
ক্রীড়া করে নিজে শিশু বৎসরূপ ধরি॥

এতেক চিন্তিয়া ব্রহ্মা কৈল প্রণিধান॥
চিরকাল রহে চিত্ত করি সমাধান।
কিবা সেই সত্য কিবা এই সত্য হয়।
কিবা সেই মিথ্যা কিবা এই মায়াময়॥
চৌদ্দ ভুবনপতি ব্রহ্মা হেন হয়্যা।
তবু কিছু না বুঝিল যার যোগমায়া॥
নিত্য শুদ্ধ জ্ঞানময় বিশ্ব-বিমোহন।
সে প্রভু মোহিতে ব্রহ্মা কৈলা আগমন॥
আপন মায়ায়ে ব্রহ্মা আপনে মোহিল।
নীহার তিমির যেন তিমিরে মজিল॥
মহান্তে অন্তের মায়া কি করিতে পারে।
দিবসের মাঝে যেন জুনিপোকা জলে॥
তবে ব্রহ্মা সকল বালক হেরি দেখে।
সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম রহে একে একে॥
নবঘন শ্যামতনু পীত বস্ত্র ধরে।
চতুর্ভুজ শঙ্খচক্র গদা পদ্ম করে॥
মকর কুণ্ডল হার বনমালা দোলে।
শ্রীবৎস-অঙ্গদ রত্ন মণিমালা গলে॥
কনক কঙ্কণ চারি ভুজে বিরাজিত।
শিঞ্জিত মঞ্জীর চারু চরণে রঞ্জিত॥
ক তটে কটিসূত্র কনকমেখলা।
নব জলধরে যেন চমকে চপলা॥
রতন অঙ্গুরী কর পল্লব বিলাস।
অরুণিত নখ নব চন্দ্র পরকাশ॥
আপাদমস্তকে দোলে তুলসীর মালা।
পদনখ বিরাজিত নবচন্দ্রকলা॥
বিশদ চন্দ্রিকা চারু মন্দমধু হাস।
সত্ত্বগুণে যেন বিশ্বপালক বিলাস।
অরুণিত অপাঙ্গভঙ্গিমা নিরীক্ষণ।
রজোগুণ ধরে যেন সৃষ্টিকর্ত্তাগণ॥
আত্মা আদি করি তৃণ স্তম্ব পর্য্যন্ত।
চরাচর সর্ব্বজীব হয়্যা মূর্ত্তিমন্ত॥
নৃত্য গীত বহুবিধ অনেক সম্ভার।
নানাভাবে স্তুতি ভক্তি করে নমস্কার॥
অনিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য অষ্টমহানিধি।
মায়া আদি করিয়া বিভূতি সর্ব্বসিদ্ধি॥
সাক্ষাৎ চব্বিশ তত্ত্ব নিজরূপ ধরি।
কাম কর্ম্ম সকল স্বভাব আদি করি॥

অনন্ত-মূরতি ধরি করে উপাসনা।
অনন্ত-মূরতি হরি অনন্ত-ভাবনা॥
সত্য-জ্ঞান অনন্ত-আনন্দ-মাত্র রূপ।
এক রস একমূর্ত্তি অনন্তস্বরূপ॥
যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র যার না পায় মহিমা।
তত্ত্বজ্ঞানী জানে যার নাহি দেখে সীমা॥
হেন পরিপূর্ণ ব্রহ্ম অনন্ত-মূরতি।
বৎস শিশু সকল দেখিল প্রজাপতি॥
কৌতুক দেখিয়া ব্রহ্মা আনন্দে মজিল।
সকল ইন্দ্রিয়গণ শিথিল হইল॥
নিশবদ হয়্যা রহে ধাম দরশনে।
চিত্রের পুত্তলী যেন মুদিত নয়নে॥
অতর্ক্যমহিমা যার প্রকৃতির পর।
নিরসন বেদমুখে প্রমাণ-গোচর॥
সুখময় প্রকাশ আনন্দ রসময়।
দেখিয়া মোহিত ব্রহ্মা হৈলা অতিশয়॥
একি একি বলি ব্রহ্মা হৈলা অচেতন।
তবে কৃপা কৈলা প্রভু জগৎ-জীবন॥
মায়া আচ্ছাদন পট্টে ব্রহ্মা আচ্ছাদিল।
কেবল মরিয়া যেন বিরিঞ্চি উঠিল॥
নয়ন মেলিয়া ব্রহ্মা অনেক যতনে।
ফিরিয়া চৌদিগে চাহে ঘূর্ণিত লোচনে॥
সম্মুখে দেখিল ব্রহ্মা সেই বৃন্দাবন।
গোপশিশুনাট্য তাথে করে নারায়ণ॥
অনন্ত-পরমধাম অগাধ গেয়ান।
গোপাল-বালক-নাট্য করে ভগবান॥
বাছুর বালক চাহে পুরব সমানে।
বামকরে কবল বেড়ায় বনে বনে॥
সেইরূপ সেই বেশ সেই লীলা ধরে।
সেই কৃষ্ণ বনে বনে বুলে একেশ্বরে॥
অদভুত নাট্য দেখি ব্রহ্মা সুরেশ্বর।
লম্ফ দিয়া রথে হৈতে নামিল সত্বর॥
দণ্ডবৎ হয়্যা ব্রহ্মা পড়ে ক্ষিতিতলে।
পদযুগ পরশিল মুকুট শিখরে॥
চরণ পরশি ব্রহ্মা মুকুট শিখরে।
অভিষেক কৈল অষ্ট নয়নের জলে॥
উঠিয়া উঠিয়া পুন পড়য়ে চরণে।
মহিমা স্মঙরি পুন উঠে ক্ষণে ক্ষণে॥
উঠিয়া উঠিয়া মোছে নয়নের জল।
দেখিতে দেখিতে হয় আনন্দে বিহ্বল॥
প্রণত-কন্ধর শিরে যুড়ি দুই কর।
সভয় নয়নে চমকিত কলেবর॥
সভয় কম্পন গদগদ স্তুতিবাণী।
স্তুতি করে প্রজাপতি মনে অনুমানি॥
শ্রীগদাধর ধীর শিরোমণি জান॥
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৩॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বরাড়ী রাগ।

অপরাধভয়ে ব্রহ্মা সকম্প-শরীর।
কৃষ্ণগুণ বণিতে না হয় মতি স্থির।
সাক্ষাতে যেরূপ ব্রহ্মা দেখে বিদ্যমানে।
সেইরূপ স্তুতি করে বুদ্ধি অনুমানে॥
স্তুতিযোগ্য তুমি প্রভু নবঘন শ্যাম।
বিজুরী উজ্জ্বল পীতবস্ত্র পরিধান॥
নব গুঞ্জা অবতংস শ্রবণভূষণ।
শিখণ্ডী-মণ্ডিত কেশ প্রসন্ন বদন॥
আজানুলম্বিত বনমালা বিলোলিত।
বেণু বেত্র বিষাণ কবল বিরাজিত॥
অমল কমল জিনি চরণ সুন্দর।
নমো নমো নন্দগোপ সুত মনোহর॥
এই দিব্যরূপ দেব আনন্দ বিলাস।
মোরে অনুগ্রহ যাথে কৈলে পরকাশ॥
যে যেরূপ ভক্ত দেখিবারে ইচ্ছা করে।
সেই রূপ ধর তুমি নানা অবতারে॥
পঞ্চভূত বিরাজিত শুদ্ধ সত্ত্বময়।
তথাপি ইহার তত্ত্ব কেহ না বুঝায়॥
মুঞি ব্রহ্মা হয়্যা চিত্ত করি নিরোধন।
মহিমা জানিতে কিছু নহিলু ভাজন॥

কে পুন সাক্ষাৎ সুখ অনুভব রূপ।
জানিব তোমার প্রভু পরম স্বরূপ॥
তোমা না জানিলে নহে জীব পরিত্রাণ।
সত্তে তাথে আছে এক উপায় মহান॥
জ্ঞানযোগে সুযত্ন তেজিয়া দূরতরে।
কেবল তোমার কথা শ্রুতিযুগে ধরে॥
সাধুমুখ-মুখরিত সাধু সন্নিধানে।
তনু মন বচনে তোমার কথা শুনে॥
সবে জীয়ে হরিকথা করিয়া জীবন।
যথা তথা থাকি মাত্র করুক শ্রবণ॥
সেই জন মাত্র প্রভু সবে তোমা পায়।
তিন লোকে আর কেহ অন্ত না জানয়॥
তোমার ভকতি সর্ব্বসংকল্প-স্রবিণী।
তাহা পরিহরে যেবা তত্ত্ব নাহি জানি॥
তত্ত্বজ্ঞান হেতু করে নানা তপ ক্লেশ।
সবে তার ক্লেশ মাত্র হয় অবশেষ॥
ক্ষুদ্র ধান্য তেজি যেন তণ্ডুলের আশে।
কেন যেন বড় বড় তুঁষ লয়্যা ঘষে॥
তবে তার পরিশ্রম কিছু নহে আর।
ভক্তি বিনে জ্ঞানযোগে ক্লেশ মাত্র সার॥
পূর্ব্বে সাধিল জ্ঞানযোগ যোগিগণে।
জ্ঞানযোগ সিদ্ধি হৈল যোগপথ হনে॥
তবে তারা বি-া-রিয়া মনে কৈল সার।
ভক্তিযোগ বিনে কভু নহিব নিস্তার॥
তুয়া পদে সর্ব্বকর্ম্ম কৈল সমর্পণ।
তোমার চরিত্র কথা শুনে অনুক্ষণ॥
তবে তারা ভক্তিযোগে লভিল তোমার।
উৎপন্ন তত্ত্বযোগ ছুটিল সংসার॥
তবে তারা লভিল পরম পদ সুখে।
এই সে কারণে ভক্তি করে বুধলোকে॥
সগুণ নির্গুণ তুমি নিরাকার ব্রহ্ম।
কে নাথ বুঝিব তোমার মহিমার মর্ম্ম॥
কদাচিৎ জানি কিছু নির্গুণ মহিমা।
সগুণের গুণ কেবা করিব বর্ণনা॥
তথাপি নির্গুণতত্ত্ব করে নিরূপণে।
ভকতি নির্ম্মল চিত্ত করে বুধগণে॥
আরোপিত নিজ অনুভব অধিকার।
সবে এইরূপে কিছু পারে জানিবার॥
স্বরূপে করিব নাথ তত্ত্ব নিরূপণ।
হেন কি জগতে নাথ আছে বুধজন॥
সগুণের গুণ যেবা করিব গণনা।
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে নাথ নাহি হেন জনা॥

সপ্তদ্বীপ পৃথ্বীখান ধূলা করি গণে।
হিমকণা গণিতে না পারে কোন জনে॥
আকাশের তারা যেবা পারে গণিবার।
গণিতে তোমার গুণ শক্তি নাহি তার॥
কেবল তোমার অনুকম্পা মাত্র চাহে।
তনু মন বচনে চিন্তিতে মাত্র রহে॥
শুভাশুভ কর্ম্মফল ভুঞ্জে আপনার।
প্রণাম করিতে রহে চরণে তোমার॥
মুক্তিপদে তার দায় রহিল নিশ্চয়।
যখনে করয়ে ইচ্ছা সেইক্ষণে লয়॥

ভাটিয়ারি রাগ।

সঘন কম্পিত অঙ্গ গদ গদ স্বরভঙ্গ
সভয় নয়নে কর যুড়ি রে।
করি নানা কাকুবাদ ব্রহ্মা নিজ অপরাধ
ক্ষেমায় চরণযুগে পড়ি রে॥ ধ্রু
দেখ দেখ প্রভু মোর অপরাধ এত বড়
তোমার উপরে মায়া ধরি।
আমি হেন মন্দবুদ্ধি আপনে বৈভব সিদ্ধি
দেখিবারে মনে আশা করি॥
আগুনের শিখা যেন আগুনেতে হয় লীন
মুঞি নাথ কি শক্তি মযাণ্ড।
পরম পরম পর তুমি সর্ব্বমায়া ধর
তাথে মায়া করিবারে চাও॥
সপ্ত আবরণ যুক্ত একটি ব্রহ্মাণ্ড ঘট
সপ্তবিতস্তি কলেবর।
তাহার ভিতর স্থিতি আমি এক প্রজাপতি
আমার মহিমা এত বড়॥
এইরূপে কত কত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ঘট
গতাগত করে লোমকূপে।
কত হয় কত যায় কেবা তার অন্ত পায়
কোটি কোটি পরমাণুরূপ॥
এরূপ মহিমা যার আমি চাহি জানিবার
কত বড় দুহার অন্তর।
মুঞি মন্দ মতিচ্ছন্ন না জানু তোমার মর্ম্ম
ক্ষেম ক্ষেম অশেষ ঈশ্বর॥
জননীর গর্ভস্থলে ছাওয়ালে চরণ তুলে
মায়ে কি তাহার দোষ লয়।
তৃণ গুল্ম আদি করি অস্তি নাস্তি যত বলি
গর্ভের বাহির কিছু নয়॥
এইত ভরসা ধরি তোমার তনয় করি
ব্রহ্মা পুত্র প্রসিদ্ধ তোমার।

প্রলয় সাগর জলে নাভিকমলের নালে
অজ হয়্যা জনম আমার ॥
নারায়ণ-পুত্র জানি হেন আছে বেদবাণী
এত মিথ্যা নহে কোনকালে।
নারায়ণ সুরপতি আমি শিশু গোপজাতি
যদি বল কহিব তোমারে ॥
তুমি নারায়ণ নাম অন্তর্য্যামী ভগবান্
তুমি সব জীবের আশ্রয় ।
তুমি প্রভু প্রবর্ত্তক সর্ব্বজীব নিয়োজক
লোকসাক্ষী তুমি সর্ব্বময় ॥
এইরূপ নিবেদন করিয়া চতুরানন
সুপ্রসন্ন কৈলা চক্রপাণি।
ব্রহ্মাস্তুতি পরবন্ধ প্রেমরস সুখানন্দ
ভাগবত আশ্চর্য্যের বাণী ॥

ধানসী রাগ।

সেহ নারায়ণ এক মুরতি তোমার।
প্রলয়সাগর-জলে কৈলে অবতার ॥
সেই সত্য হয়ে নহে না জানিল তত্ত্ব।
তোমার মায়ায় মোর ভ্রম হৈল চিত্ত ॥
পুনঃ পুনঃ দেখি পুনঃ নহে পরকাশ।
অনুমানে বুঝি সব মায়ার বিলাস ॥
জগৎ-আশ্রয় নারায়ণ কলেবর ।
যদি সত্য স্থিত তার জলের উপর ॥
শতেক বৎসর মুঞি কমলের নালে।
প্রবেশ করিয়া ছিলুঁ উদর ভিতরে ॥
শতেক বৎসর যদি ভ্রমিলু উদরে।
অন্ত না দেখিয়া তার আইল বাহিরে ॥
সেই নারায়ণরূপ না দেখিয়া আর।
এতেক জানিলুঁ নাথ মায়ায়ে তোমার ॥ (১)
তোমার রূপের প্রভু নাহি পরিচ্ছেদ।
মায়ায় দেখাও তুমি নানা মূর্ত্তিভেদ ॥
এই অবতারে তুমি জননীর তরে।
বিশ্ব দেখাইলে তুমি উদর ভিতরে ॥
যেরূপে বাহির কর জগৎ বিলাস।
উদর ভিতরে সেই রূপ পরকাশ ॥
এই মায়া বিনে নাথ কভু নহে আন।
এখনে দেখাইলে মোরে মায়া বিদ্যমান ॥
প্রথমে আছিলে এক নন্দের নন্দন।
পাছে তুমি হৈলে যত বৎস শিশুগণ ॥

তবে সেই বৎস শিশু চতুর্ভুজরূপে।
পাছে দেখা দিলে নাথ অনন্ত স্বরূপে ॥
মুঞি আদি করি তৃণ স্তম্ভ যে পর্য্যন্ত।
স্তুতি ভক্তি সেবা করো হয়্যা মূর্ত্তিমন্ত ॥
পাছে এক ব্রহ্ম তুমি অমিয়া বিহার।
এ সব তোমার মায়া বড় চমৎকার ॥
অদ্বৈত পরমব্রহ্ম তুমি নিরঞ্জন।
তোমা বিনে আর যত মায়া নিরঞ্জন ॥
তুমি আত্মা আপনে অনন্ত মূর্ত্তি ধর।
মায়া বিস্তারিয়া নাথ নানা মায়া কর ॥
তোমার মহিমা কে না জানে কোন কালে।
মায়া করি তারে তুমি ভাণ্ড নানা ছলে ॥
সৃষ্টি-কাজে আমি যেন ব্রহ্মা সুরেশ্বর ॥
জগৎ-বিধান তুমি বিষ্ণুকলেবর ॥
সংহার কারণ যেন ত্রিনয়নরূপ।
ভিন্ন ভিন্ন নহে কেহ তোমারি স্বরূপ ॥
সুর নর ঋষি পশু মৃগ জলচরে।
নানা মূর্ত্তিধর তুমি নানা অবতারে ॥
সাধু-পরিত্রাণ হেতু খল নিবারণ।
অবতার করি কর জগৎ পালন ॥
পরিপূর্ণ ভগবান মহা যোগেশ্বর।
পরমাত্মা প্রভু তুমি লীলা কলেবর ॥
কে বুঝে তোমার লীলা ত্রিভুবন-মাঝে।
কিরূপে কেমন লীলা কর কোন কাজে ॥
এতেক জানিলুঁ নাথ জগৎ অসত্য।
বিচারিলে তিল মাত্র কিছু নহে তথ্য ॥
স্বপন সমান মহাদুঃখ দুঃখময়।
প্রকাশ বর্জ্জিত ঘন তিমিরসঞ্চয় ॥
তুমি নিত্য সুখবোধ অনন্ত বিলাস।
তোমার প্রকাশে করে জগৎ প্রকাশ ॥
তোমাতে জগৎ আছে তোমাতে জনম।
সত্য হেন জগৎ দেখিয়ে তে-কারণ ॥
তুমি এক আত্মা সত্য পুরুষ পুরাণ।
স্বপ্রকাশ নিরঞ্জন পূর্ণ ভগবান ॥
নিত্য নিত্যসুখ হেতু দ্বিতীয়-রহিত।
অনন্ত অক্ষয় আদ্য উপাধি-বর্জ্জিত ॥
গুরু সূর্য্য দরশন জ্ঞান বিলোচনে।
এরূপ তোমার তত্ত্ব দেখয়ে যে জনে ॥
আত্মা ভেদ বুদ্ধি যায় চিত্তে নাহি ধরে।
অসত্য সংসারসিন্ধু সেই প্রায় তরে ॥
কেবল আপন করি আত্মা সভে জানে।
আর সব অসত্য কেবল আত্মা বিনে ॥

(১) পাঠান্তর—
"এবে সে জানিনু নাথ মহিমা তোমার।"

এইরূপ চিন্তিতে অজ্ঞান ধ্বংস হয়।
অভ্যাস বিশেষ তত্ত্বজ্ঞান পরিচয় ॥
সর্পরজ্জু জ্ঞান যেন হয় অগেয়ানে।
সেই ভ্রম ছুটে মূলজ্ঞান উপাদানে ॥
অজ্ঞান কল্পিত বন্ধ মোক্ষ দুই নয়।
বন্ধহেতু থাকিলে বন্ধন সত্য হয় ॥
জ্ঞান-পথ বিচারিলে অসত্য সংসার।
বন্ধ সত্য নহে যদি বন্ধ মোক্ষ কার ॥
সূর্য্য বিচারিলে সত্য নহে দিবা রাতি।
জ্ঞান বিচারিলে বন্ধ নহে মোক্ষগতি ॥
তুমি সে আপন আত্মা পর করি জানে।
দেহ পুত্র কলত্র আপন করি মানে ॥
শরীর ভিতরে আত্মা বাহিরে বিচারে।
অহো মূঢ়জন ভ্রমে অসার সংসারে ॥
সাধুজন চিন্তে তোমা শরীর ভিতরে।
অসত্য কল্পিত যত দূরে পরিহরে ॥
অজ্ঞান খণ্ডিলে হয় জ্ঞান উৎপন্ন।
সর্প থাকিলে নহে সর্পরজ্জু ভ্রম ॥
তথাপি পদারবিন্দ প্রসাদের লেশে।
অনুগ্রহ হয় যদি ভকত-বিশেষে ॥
সেই সে তোমার মহিমন্ তত্ত্ব জানে।
চিরদিন চিন্তিলেহ না জানয়ে জ্ঞানে ॥
এই ভাগ্য মোর নাথ রহুক সর্ব্বথা।
কীট পতঙ্গাদি জন্ম হউ যথা তথা ॥
এই জনমেতে কিংবা এই জন্মান্তরে।
মুঞি কেহ হউ ভক্ত-মণ্ডল ভিতরে ॥
তোমার পদারবিন্দ সেবোঁ নিরন্তর।
এই আজ্ঞা কর মোরে করুণাসাগর ॥
ধন্য ব্রজরমণী সুরভিগণ ধন্য।
পরম হরিষে তুমি পিলে যার স্তন ॥
বৎস শিশুরূপে তুমি কৈলে স্তন পান।
মধুর মধুর তত্ত্ব অমৃত সমান ॥
অদ্য পর্য্যন্ত যার মহা যজ্ঞগণে।
তৃপ্তি করিতে নারে মহা সন্নিধানে ॥
অহো ভাগ্য অহো ভাগ্য কি বর্ণিব আর।
নন্দ ব্রজপুরে নাথ বসতি যাহার ॥
যার মিত্র পরিপূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন।
প্রকট পরমানন্দ গোকুলনন্দন ॥
এ সভের ভাগ্য কেবা করিব বর্ণনা।
আমি সব ধন্য এই একাদশ জনা ॥
ভব-আদি আমি-সব ধন্য সুরগণ।
সর্ব্ব দেহে থাকি করি তোমার সেবন ॥
এসবের হৃষীক চষক পাত্র ধরি।
তোমার পদারবিন্দ-মধু পান করি ॥
এতকেই আমি সব হৈল ধন্যতম।
সর্ব্বভাবে সেবে তোমা ব্রজবাসিগণ ॥
তা-সভার কি কহিব ভাগ্যের মহিমা।
কি তার কহিব নাথ সুকৃতি বর্ণনা ॥
ব্রজকুলে জন্মি নাথ এই ভাগ্য মোরে।
কিম্বা বৃন্দাবনে গিরিতটে নদীতীরে ॥ (১)
তৃণ লতা কোন এক হৈয়া মাত্র থাকো।
তোমার পদারবিন্দে এই বর মাগোঁ ॥
কোন মতে কার বা চরণধূলি পাঙ।
অভয় পদারবিন্দে এই মাত্র চাঙ ॥
যা-সভার প্রাণ মন দেহ গেহ ধন।
মুকুন্দ পদারবিন্দ মুকুন্দ জীবন ॥
যে পদ-পঙ্কজরজ করিয়া ধেয়ানে।
এখন উদ্দেশ নাহি পায় শ্রুতিগণে ॥
কি দিয়া শুধিবে নাথ এসবের ধার।
তুমি সর্ব্ব ফলময় বিনে নাহি আর ॥
মনে মনে জগৎ চাহিলু বিচারিয়া।
ব্রজপুরবাসী ধার সুধিবে কি দিয়া ॥
যদি বল আত্মদান করিব তাহারে।
শোধন না যায় ধার এনা পরকারে ॥
পুতনা রাক্ষসী লোক বালক ঘাতিনী।
কেবল ধরিল মাত্র সাধুবেশ খানি ॥
সবংশে তোমারে পাইল সেই পুণ্যফলে।
এ সবের পুণ্য কেহ গণিতে না পারে ॥
প্রাণ মন দেহ গেহ সুত বিত্ত দার।
তোমার পীরিত রসে প্রয়োজন যার ॥
আপনাকে দিয়া হব তাহার অধান।
যদি বল তমুত সুধিতে নার ঋণ ॥
সেবা অনুরূপ দিতে না পারিলে ফল।
ঋণী হয়্যা তুমি নাথ রহিলে কেবল ॥
তোমাতে অধিক ফল নাহি ত্রিভুবনে।
সর্ব্বফল দিলে তুমি আত্মফল দানে ॥
পূতনার সহে কিছু নহিল বিশেষ।
অতেব রহিল নাথ তার ঋণশেষ ॥
যোগিগণ সর্ব্ব কর্ম্ম করিয়া সন্ন্যাস।
আমাকে লভিতে করে অশেষ প্রয়াস ॥

---

(১) অন্য পুঁথির পাঠ,—
"এই মোর ভাগ্য নাথ জন্ম ব্রজকুলে।
কিংবা বৃন্দাবন নদীতট গিরিমূলে ॥

হেন আত্মা দান আমি করিব তাহারে।
গৃহবাসী গোপগণ কিবা ভক্তি করে॥
হেন যদি বল নাথ করি নিবেদন।
ভকত জনের নাহি সংসার-বন্ধন॥
তাবৎ রাগাদি চোর করে অপহার।
তাবৎ বসতি ঘর বন্ধন-আগার॥
চরণে নিগড় মোহ তাবৎ তাহার।
যাবৎ না হয়্যা থাকে সেবক তোমার॥
সকল তোমার পায় নিয়োজন করে।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ ভক্তিরসে ধরে॥
সেই কাম রাগ তার করয়ে নিস্তার।
অন্যের কেবল সেই নরক দুয়ার॥
যোগী হৈতে প্রধান তোমার ভক্তজন।
সর্ব্ব সমর্পণ করি করয়ে ভজন॥
কেবল নির্গুণ তুমি উপাধি-রহিত।
তথাপি প্রকট কর মানুষ-চরিত॥
প্রপন্ন জনের বঢ়াইলে প্রেমানন্দ।
নানাভাবে কর নানা লীলা অনুবন্ধ॥
যে তোমারে জানে বলে জানুক সে জনে।
মোর কোন প্রয়োজন বিস্তর কথনে॥
মোর তনু মন বচনের শক্তিবল।
সকল প্রভুর দুই চরণে গোচর॥
প্রভুর চরণে এক নিবেদন করোঁ।
আজ্ঞা যদি কর নাথ নিজ ধামে চলো॥
তুমি সর্ব্বলোক-সাক্ষী জগতের নাথ।
জগতের তত্ত্বগতি তোমার সাক্ষাৎ॥
তুমি সর্ব্ব তত্ত্ব জান প্রপন্ন পালন।
তোমার চরণে মোর সর্ব্ব সমর্পণ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বৃষ্ণি কুল পুষ্কর-ভাস্কর- (১)
ক্ষ্মা নির্জ্জর-দ্বিজ-পশু-সিন্ধু শশধর (২)।
উদ্ধর্ম্মশার্ব্বর হয় (৩) অসুর-সংহারী।
অর্ক আদি সর্ব্বসুর পূজ্য অধিকারী॥
আকল্প পর্য্যন্ত মোর রয়ু নমস্কার।
এই বর মাগোঁ নাথ চরণে তোমার॥
তিন তিন প্রদক্ষিণ করি বারে বার।
পদযুগে শত শত কৈল নমস্কার॥

আজ্ঞা শিরে ধরি ব্রহ্মা গেলা নিজপুরে।
সন্তোষিয়া ব্রহ্মারে পাঠাইলা দামোদরে॥
পূর্ব্ব শিশু বৎসগণ আনিঞা পুলিনে।
যুথে যুথে ভিন্ন করি থুইল স্থানে স্থানে॥
এইরূপে পরিপূর্ণ বৎসরেক হৈল।
তিলেক সমান হেন বালকে জানিল॥
কৃষ্ণমায়া বিমোহিত হয়্যা শিশুগণ।
বৎসর জানিল যেন যার এইক্ষণ॥
কৃষ্ণমায়া-বিমোহিত কে কি না পাসরে।
জগৎ মোহিত যার যোগমায়া-বলে॥
সেইরূপ সারি সারি মণ্ডল রচন।
সেইরূপে শিশুগণ করয়ে ভোজন॥
বাছুর আনিঞা কৃষ্ণ দিল বিদ্যমানে।
যুথ যুথ করিয়া থুইল সন্নিধানে॥
শিশুগণ দেখিয়া ডাকিল উচ্চস্বরে।
আইস আইস প্রাণ ভাই মণ্ডল ভিতরে।
তোমা বিনা এক গ্রাস অন্ন নাহি খাই।
এক দিঠি করিয়া তোমার দিগে চাই॥
আসিয়া ভোজন কর সংগগণ লয়্যা।
তবে আর খেলা খেলি সুখে ভাত খেয়্যা॥
ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণ বালকের মেলে।
ভোজন করিয়া পাছে চলিলা গোকুলে॥
বনমধ্যে সর্পের শুখন চর্ম্মখান।
দেখিয়া চলিলা শিশু সঙ্গে ভগবান॥
বরিহা (১) প্রসূন বনধাতু (২) বিরচিত।
বিচিত্র বিবিধ বেশ অঙ্গে সুললিত॥
অধরে মুরলী শিঙ্গা শবদ মঙ্গল।
ব্রজবধূ-নয়ন আনন্দ-কলেবর॥
নাম ধরি ধরি বৎস ডাকে ঘন রায়।
পবিত্র-চরিত্র গুণ অনুগতে গায়॥
গোকুল প্রবেশ কৈলা ত্রিভুবন রায়।
ডাক দিয়া শিশুগণ গোকুলে জানায়॥
আজি এক মহাসর্প পর্ব্বত আকার।
এই নন্দসুতে তাহা করিল সংহার॥
আমা-সভা উদ্ধারিল তার মুখ হনে।
দেবে কৈল স্তুতি পূজা পুষ্প বরিষণে॥
ব্রজপুরে শুনিঞা লাগিল চমৎকার।
বড় ভাগ্য পুণ্যে আজি হৈল প্রতিকার॥

---

(১) বৃষ্ণিকুল কমলের প্রকাশক সূর্য্য। (২) ক্ষ্মা॥ পৃথিবী। নির্জ্জর — দেবতা। পৃথিবী, দেবতা, বিপ্র ও পশু (গো) রূপ সাগরের প্রীতিপ্রদ চন্দ্র।

(৩) পাষণ্ড ধর্ম্মরূপ নৈশ অন্ধকারের নিবারক প্রভাকর।

(১) বর্হ, ময়ূরপুচ্ছ।

(২) গৈরিকাদি বিবিট ধাতু। কোন কোন পুস্তকে "নবধাতু" পাঠও দৃষ্ট হয়।

এ শব্দ শুনিঞা যত গোপগোপীগণে।
শীঘ্র কৃষ্ণে আসি কৈল দর্শন লালনে ॥
তবে রাজা জিজ্ঞাসিল মুণির চরণে।
এত বড় অদভুত ঘটিল কেমনে ॥
গোপগণে কৃষ্ণে প্রেম কৈল নিরন্তর।
পর পুত্রে কৃষ্ণে প্রেম কেনে এত বড় ॥
শতভাগ প্রেম নহে আপন তনয়ে।
কহ শুক এত বড় অদভুত হয়ে ॥
মুনি বলে শুন রাজা কহিব তোমারে।
আত্মাতে অধিক প্রিয় নাহিক সংসারে।
আত্মা সম্বন্ধের দেহ সুত বিত্ত দার।
আত্মাতে অধিক কেহ প্রিয় নহে আর ॥
আপন আপন আত্মা প্রিয় যত বস্ত।
পুত্র বিত্ত কলত্র না হয় এত বড় ॥
দেহবাদী আর সব দেহে আত্মা মানে।
যার আর প্রিয় নাহি দেহের সমানে ॥
আহার আত্মাত বড় দেহ প্রিয় নহে।
জীর্ণ হয়্যা যায় অঙ্গ জীতে মাত্র চাহে ॥
গলিত সকল অঙ্গ জীর্ণ হয়্যা যায়।
তমু তার দুষ্ট আশা জীতে মাত্র চায় ॥
এতেক সভার প্রিয় আত্মা প্রিয়তম।
সংসারে কাহার প্রিয় নহে আত্মা সম ॥
সকল আত্মার আত্মা সে নন্দনন্দন।
সর্ব্বলোক-গতি পতি জীবের জীবন ॥
জগৎ নিস্তার হেতু মায়া নববেশে।
দেহ ধরি গোপরূপে ব্রহ্ম পরকাশে ॥

এই রাজা তোমারে কহিলুঁ সুনিশ্চয়।
এই নন্দসুত কৃষ্ণ প্রভু সর্ব্বময় ॥
স্থাবর জঙ্গম তৃণ গুল্ম আদি করি।
কৃষ্ণ বিনে কোন বস্তু নিরূপিতে নারি ॥
কারণের কারণ প্রকৃতি মহামায়া।
তাহার কারণ নন্দসুত-পদ ছায়া ॥
মুরারি চর··-নৌকা যে করে আশ্রয়।
মহান্ত একান্ত গতি পুণ্য যশময় ॥
বৎসপদ হয় তার এ ভব সংসার।
পরম বৈষ্ণবপদে বৈসে নিরন্তর ॥
বিপদের পদ তার নহে বিদ্যমান।
সর্ব্বত্র সম্পদপদ রহে সন্নিধান ॥
যে তুমি পুছিলে ক্ষিতিপতি মহাশয়।
কহিলু সকল আমি করিয়া নির্ণয় ॥
এক সংবৎসরে অঘাসুর বধ হৈলা।
আর বৎসরেতে শিশু গোকুলে কহিলা ॥
মুররিপু শিশুবেশ চরিত্র-বর্ণন।
অঘাসুর বধ কথা পুলিন-ভোজন ॥
ব্রহ্মাস্তুতি নিরূপণ ব্রহ্মদরশন।
ভক্তিভাবে যেবা কহে যে করে শ্রবণ।
অশেষ সম্পদ তার বাড়ে দিনে দিনে।
সর্ব্বপাপ হরে ভক্তি হয় ˊনার্দ্দনে ॥
শ্রীগদাধর ভক্তিরস শুক্ল জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস-গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

কেদার রাগ।

শুক মুনি বলে রাজা শুন সাবধানে।
আর অপরূপ কথা কহিব এখনে ॥
পঞ্চ বৎসরের উর্দ্ধে দশের ভিতরে।
পৌগণ্ড সময় তাথে বলি নরেশ্বরে ॥
পৌগণ্ড সময় তবে করিয়া স্বীকার।
রামকৃষ্ণ শিশু সঙ্গে করেন বিহার ॥
ধেনু চরাইতে যোগ্য হৈল বুদ্ধি বল।
শিশুগণ সঙ্গে ধেনু রাখে দামোদর ॥
বৃন্দাবন ধন্য করে চরণ-পরশে।
রামকৃষ্ণ ধেনু রাখে ব্রজ শিশুবেশে ॥

চৌদিগে বালকগণ নিজগুণ (১) গায়।
বলরাম সঙ্গে হরি মুরলী বাজায়॥
গোধন চরয়ে আগে পাছে হৃষীকেশ।
কুসুমিত বৃন্দাবনে কৈল পরবেশ॥
শিশুগণ চরণ-নূপুর-ঝনঝনী।
অলিকুল বিহগ মধুর মৃদু বাণী॥
যমুনায় হয় মহা নিরমল জল।
শতপত্র-গন্ধ যুক্ত পবন শীতল॥
হেন অদভুত বন দেখি বনমালী।
মনে করে এথা রহি করি বালকেলি॥
বনে বনে অরুণ পল্লভ মনোহর।
ফল ফুলে লম্বিত বিবিধ তরুবর॥
শিরে ফল ফুল ধরি চরণ পরশে।
তরুগণ দেখি কৃষ্ণ মনে মনে হাসে॥
আদি পুরুষ হরি অনাদি নিধন।
নিজ অগ্রজেরে তবে কি বলে বচন॥
অহো দেবদেব সুরবন্দিত চরণ।
ফল ফুল দিয়া পূজা করে তরুগণ॥
পল্লব শিখায় করে চরণ বন্দনা॥
তরুজন্ম-কৃত পাপ করিতে খণ্ডনা॥
তোমার নির্ম্মল যশ ভুবন পাবন।
এ সব ভ্রমরগণ গায় অনুক্ষণ॥
ভৃঙ্গ দেহে ভকতের ধর্ম্মপথ ভজে।
প্রায় মুনিগণ এই বৃন্দাবন-মাঝে॥
গূঢ়রূপে ভৃঙ্গবেশে রহে বনে বনে।
নিজ নাথ তোমারে না ছাড়ি একমনে॥
শিখিগণ নৃত্য করে মধুর যুবতি।
প্রিয় নিরীক্ষণে মৃগী করয়ে পীরিতি॥
কলরব কোকিল মধুর রব করে।
ধন্য বৃন্দাবনবাসী সংসার ভিতরে॥
ভকত জনার এই সহজেই রীতি।
কোন দেহে না ছাড়য়ে ঈশ্বর পীরিতি॥
ধন্য তৃণ লতা তরু ধন্য মৃগীগণ।
ধন্য নদী খগ মৃগ ধন্য বৃন্দাবন॥
তোমার চরণধূলি পরশিল শিরে।
নখ পরশন কেহ লভিল শরীরে॥
লক্ষ্মী যারে বাঞ্ছা করে সতত ধেয়ানে।
হেন কর পরশন করে তরুগণে॥
এইরূপে বৃন্দাবনে রমে রমাপতি।
গোধন চরায় ব্রজবালক সংহতি॥

(১) হরিগুণ।

মদমত্ত ভৃঙ্গগণ শবদ ঝঙ্কার।
অনুগত সঙ্গে গায় পঞ্চম রসাল॥
হংসের শবদ শুনি হংসরব করে।
শিশুগণ নিজ গুণ (১) গায় উচ্চস্বরে॥
ময়ূরের নৃত্য দেখি ময়ূর নাচয়।
ময়ূর পেখম ধার বালক হাসায়॥
ক্ষণে শুক শবদ করয়ে অনুকার।
কোকিল শবদ ক্ষণে শবদ রসাল॥
ক্ষণে মেঘ শবদ গম্ভীর নাদ করি।
দূরে যদি যায় ধেনু ডাকে নাম ধরি॥
দূরে থাকি ধেনু যদি নিজ নাম শুনে।
ঊর্দ্ধ পুচ্ছে ধেয়্যা আইসে কৃষ্ণ সন্নিধানে॥
চকোর ভারুই হংস চক্রবাক নাদে।
হাসায় বালকগণ বিবিধ শবদে॥
ক্ষণে শিশুগণে ভয় দেই দামোদর।
সিংহ ব্যাঘ্র শবদ করয়ে ভয়ঙ্কর॥
ক্ষণে ক্রীড়া পরিশ্রমে বলদেব রাম।
শিশু উরে শির দিয়া শুইয়া ঘুমায়॥
আপনে করয়ে কৃষ্ণ পাদসংবাহন।
বিশ্রাম করয়ে হরি লঞা শিশুগণ॥
ক্ষণে নৃত্য করে হরি ক্ষণে গীত গায়।
অন্যোন্যে যুঝয়ে ক্ষণে ডাকে ঘন রায়॥
হাতাহাতি করিয়ে করয়ে মল্ল রণে।
হাসিয়া হাসায় হরি সর্ব্ব শিশুগণে।
ক্ষণে বাহুযুদ্ধশ্রম করিতে খণ্ডন।
কোমল পল্লবদলে করয়ে শয়ন॥
বালকের উরে শির করিয়া নিধান।
বৃক্ষমূলে শয়ন করেন ভগবান্॥
কোন শিশু করে তাঁর পাদসংবাহন।
কোন ধন্য শিশু করে পল্লব ব্যজন॥
কোন ধন্য শিশুগণ গায় মনোহর।
প্রেমরসে শিথিল সকল কলেবর॥
এইরূপে নিজ মায়া নিগূঢ় মহিমা।
গোপশিশুরূপে করে বিবিধ ভঙ্গিমা॥
কমলা লালিত পদ কমল মুরারি।
ব্রজ শিশু সঙ্গে করে নানা বালকেলি।
রাম কেশবের সখা শ্রীদাম গোপাল।
স্তোককৃষ্ণ আদি আর যতেক ছাওয়াল॥
কহিতে লাগিলা তারা মধুর বচনে।
রাম রাম মহাবাহু শুন নিবেদনে॥

(১) তাঁর গুণ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবল দুষ্ট বিনাশন।
ইথে কত দূরে আছে মহাতালবন॥
মহাতালফল-পরিপূরিত সকল।
ভূমিতলে কতেক পড়িয়া আছে ফল॥
কিন্তু তালবন রাখে ধেনুক অসুরে।
নিকটে না যায় কেহ দুরন্তের ডরে॥
অতি মহাবল সে অসুর দুরাচার।
খরতর রূপ ধরে গর্দ্দভ আকার॥
সমবল সমবেশ জ্ঞাতিগণ লঞা।
তালবনে বৈসে নানা জীবজন্তু খেয়্যা॥
ক্ষিতিতলে পূরিয়া বিস্তর ফল রহে।
হের দেখ ফলের সুন্দর গন্ধ বহে॥
তাল আনি দেহ যদি খায় শিশুগণ।
বাঞ্ছা যদি কর কৃষ্ণ যাই তালবন॥
শিশুগণ বচন শুনিয়া বনমালী।
হাসিয়া চলিলা বলভদ্রে সঙ্গে করি॥
বলভদ্র করি তালবনে পরবেশ।
দুই হস্তে ধরি গাছ ঝাড়িল বিশেষ॥
গাছের ঠেলায় গাছ কাঁপে থর থর।
ভূমিতল পূরিয়া পড়িল তালফল॥
দুড়দুড়ি শবদ উঠিল ক্ষিতিতলে।
শুনিঞা ধেনুক দৈত্য ধাইল সত্বরে॥
পদভরে পৃথিবী করয়ে টলমল।
কাঁপিল পর্ব্বত তরু ধরণীমণ্ডল॥
দুইখানা পাছা পদ উর্দ্ধ করি তুলি।
মারিল রামের বুকে গাধা শব্দ করি॥
লাথি মারি তবে সরি গেল কথোদূরে।
পুনরপি ধাইল দৈত্য গর্জ্জিয়া নিষ্ঠুরে॥
উর্দ্ধ করি পাছু পদ তুলি আরবার।
রামের হৃদয়ে দৃঢ় মারিল প্রহার॥
দুই পদ ধরিলা রাম দিয়া বাম হাথ।
আকাশে তুলিয়া পাক মারে পাঁচ সাত॥
ভ্রমাইতে জীবন ছাড়িল দুরন্তরে।
তুলিয়া মারিল পাক তালের উপরে॥
ভাঙ্গিল তালের গাছ কাঁপে থর থর।
গাছের ঠেলায় গাছ কাঁপিল সকল॥
লীলায় পেলিলা দৈত্য গাছের উপরে।
মহা শব্দচূর হেন হই তার ভরে॥
গাছে গাছে ঠেলাঠেলি কাঁপে তালবন।
আচম্বিতে যেন মহাঝড় বরিষণ॥
অনন্তর ধরণীধর ত্রিজগৎপতি।
চরাচর আধার সকল লোকপতি॥
এ কোন বিচিত্র কর্ম্ম বলিব তাহার।
এই লাকে কৈল এক লীলায় যাহার॥
ধেনুকের মরণ শুনিঞা বন্ধুগণে।
ক্রোধ করি ধেয়্যা তারা আইল সেইক্ষণে।
রামকৃষ্ণ দুই ভাই কোন কর্ম্ম করে।
বামহস্তে লীলায় চরণ চাপি ধরে॥
পাক মারি পেলে তাল বৃক্ষের উপরে।
তালবন পূরিল দৈত্যের কলেবরে॥
দৈত্য দেহে ক্ষিতিতল সকল পূরিল।
বিস্তর গাছের মাথা ভাঙ্গিয়া পড়িল॥
দীপ্তি করে ভূমিখান দেখিতে সুন্দর।
মহামেঘে পূরে যেন গগনমণ্ডল॥
মহা অদভুত কর্ম্ম দেখি সুরগণে।
নৃত্য গীত স্তুতি কৈল পুষ্প বরিষণে॥
থাপাথাপি দিয়া তাল শিশুগণে ধরে।
তাল খায় শিশুগণ আনন্দে বিহরে॥
কৌতুকে সকল লোক দেখিয়ে বেড়ায়।
পশুগণ পরবেশি নব তৃণ খায়॥
অমল কমলদল বিশাল লোচন।
কমলা-বন্দিত পুণ্য শ্রবণ কীর্ত্তন॥
অনুগত বালকে চৌদিগে গুণগায়।
ব্রজ পরবেশ কৈল ত্রিজগৎ রায়॥
গোরজেতে আচ্ছাদিত কুন্তল উজ্জল।
বিচিত্র বরিহা চূড়া শিরের উপর॥
রুচির কুসুমদাম মন্দ মধু হাসে।
অনুগত শিশুগণ গায় চারি পাশে॥
শিশু মাঝে বায় কানু মধুর মুরলী।
পথে পথে রহি চাহে আভীরসুন্দরী॥
মুখ-পদ্ম মধু পিয়ে নয়ন ভ্রমরে।
দিবস বিরহ-তাপ ছাড়িল অন্তরে॥
ব্রজবধূগণ প্রেম আনন্দবিলাস
সলজ্জ কটাক্ষপাত মন্দ মধু হাস॥
বুঝিয়া রমণীগণ মন বনমালী।
ব্রজপুরে পরবেশ করিলা শ্রীহরি॥
যশোদা রোহিণী দুই হরষিত মনে
আশীর্ব্বাদ কৈল রাম কৃষ্ণ দরশনে॥
মর্দ্দন মজ্জন করাইল পুণ্যজলে।
দিব্যগন্ধ বিলেপন দিল কলেবরে॥
বসন ভূষণ দিব্য আভরণ দিল।
দিব্য অন্নপান দিয়া ভোজন করাইল॥
লালন পালন কৈল বিবিধ বিধানে।
শয়ন করাল্য মাতা উত্তম শয়নে॥

এইরূপে আনন্দে বিহরে বনমালী।
মায়া-নর-নারায়ণ শিশু লীলা করি॥
বৃন্দাবনে বনমালী গেলা এক দিনে।
শিশুগণে সঙ্গে করি বলরাম বিনে॥
ধেনু লঞা গেলা কৃষ্ণ কালিন্দীর তীরে।
তৃষ্ণায় আকুল ধেনু ধাইল সত্বরে॥
ধেয়্যা গিয়া শিশুগণ কৈলা জলপান।
বিষজল পান করি হরিল গেয়ান॥
প্রাণ হরি বৎস শিশু পড়িল সকল।
দেখিয়া বিস্ময় হৈলা প্রভু যোগেশ্বর॥
চাহিলা সদয়ে হরি অমৃত নয়নে।
গোধন বালক জীয়া উঠিলা তখনে॥
বিস্ময়ে বালক সব মুখামুখি চায়।
মরিয়া বাঁচিনু পুন কেমন উপায়॥
কৃষ্ণ-অনুগ্রহে জীল বুঝি অনুমানে।
প্রভু বিনে কে আর করিব পরিত্রাণে॥
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান।
সুখে লোক কর কৃষ্ণ-কথা-রস পান॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশম স্কন্ধে
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৫॥

ষোড়শ অধ্যায়।

নট রাগ।

কালসর্প বিদূষিত যমুনার ’ল।
দেখিয়া পন্নগ দূর কৈলা যোগেশ্বর॥
তবে রাজা জিজ্ঞাসিল ভয় পেয়্যা মনে।
জলের ভিতরে সাপ ধরিল কেমনে॥
সে বা সর্প তথা কেন আছে এত কাল।
কহিবে সকল মুনি করিয়া বিস্তার॥
পরিপূর্ণ ভগবান গুণকর্ম্মহীন।
ভকতবৎসল হরি ভকত অধীন॥
তাঁহার উদার লীলা চরিত্র শ্রবণে।
কাহার তৃপিত হয় সুধারস পানে॥
শুক মুনি বলে শুন কহি ক্ষিতীশ্বর।
আছিল বিষম এক হ্রদ ভয়ঙ্কর॥
যমুনার জল তাথে কালীনাগ বৈসে।
উথলিয়া উঠে জল তার মহাবিষে।
তাহার উপরে কোন জীব না সঞ্চরে।
উড়িয়া যাইতে পাখী পড়ে বিষজালে॥
বিষকণাযুত বায়ু যত দূর চলে।
তাবৎ পর্য্যন্ত তার বৃক্ষ নাহি তরে॥
প্রচণ্ড বিষবীর্য্য দেখি ফণধর।
বিষ বিদূষিত দেখি যমুনার জল॥
খল-সংযমন হেতু অবতার করে।
লম্ফ দিয়া চড়ে উচ্চ কদম্বের ডালে॥
দৃঢ় করি পরিধান বান্ধিল খেঁচিয়া।
জলে ঝাঁপ দিব বাহে মালসাট দিয়া॥
অখিল পুরুষ সার ঝাঁপ দিল জলে।
ক্ষোভিল পন্নগরাজ কম্পিত অন্তরে॥
ঘন শ্বাস বিষজালে উথলল নীর।
শতধনু পর্য্যন্ত উঠিল দুই তীর॥
অনন্ত বিক্রম বল অমিত মহিমা।
এই কোন অদ্ভুত বিক্রমের সীমা॥
সর্পহ্রদে করে হরি বিবিধ বিহার।
উন্মত্ত বারণবর বিক্রমে বিশাল॥
বিঘূর্ণিত ভুজদণ্ড তরঙ্গ কল্লোলে।
নাগরাজে শবদ বাড়িল উত্তরোলে॥
শবদ শুনিঞা নাগ প্রকোপে জ্বলিল।
সসৈন্যে আসিয়া কৃষ্ণে চৌদিগে বেঢ়িল॥
মনোহর কলেবর নবঘন শ্যাম।
শ্রীবৎস-লক্ষণ পীতবস্ত্র পরিধান॥
মন্দ মধুস্মিত চারু সুন্দর বদন।
পদ্মগর্ভদল করপল্লব-চরণ॥
মরমে মরমে নাগ সর্ব্বাঙ্গে দংশিয়া।
বেঢ়িল কৃষ্ণের অঙ্গ নিজ অঙ্গ দিয়া॥
নাগভোগ (১) বেষ্টিত সকল কলেবর।
অচেতন লীলা করি রহে প্রাণেশ্বর॥
বুঝিতে সর্পের বল-বিক্রমের সীমা।
আপনে আচ্ছাদে প্রভু আপন মহিমা॥

---

(১) সর্প দেহ।

গোপগণ অচেতন দেখিয়া শ্রীহরি।
মুরছিত হয়্যা তারা পড়ে প্রাণ ছাড়ি॥
চিত্ত বিত্ত সুত দারা কৃষ্ণে আরোপণ।
গোবিন্দ বান্ধব তারা গোবিন্দ জীবন॥
হেন কৃষ্ণ বিনে কি গোয়ালা সব জীয়ে।
প্রাণ ছাড়ি পড়িল দারুণ শোক-ভয়ে।
ধেনু বৃষ বৎসগণ কান্দিতে লাগিল।
কৃষ্ণে দৃষ্টি আরোপিয়া দাণ্ডায়্যা রহিল॥
হেন কালে বিবিধ প্রকার উৎপাত।
ব্রজপুরে উপজিল অতি পরমাদ॥
তা দেখিয়া নন্দ আদি বৃদ্ধ গোপগণে।
ভয়েতে ব্যাকুল হয়্যা চিন্তে মনে মনে॥
আজি কৃষ্ণ বনে গেল বলরাম ঘরে।
না জানি কাননে কোন পরমাদ পড়ে।
জীয়ে বা না জীয়ে কৃষ্ণ হেন লয়ে মনে।
নানা উৎপাত দেখি বড় কুলক্ষণে॥
কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ মন কৃষ্ণ বন্ধু ধন।
কৃষ্ণ বিনে কিছুই না জানে গোপগণ॥
দুঃখ শোকে ব্যাকুল চলিল হরিতে।
আবাল বনিতা বৃদ্ধ সকল সহিতে॥
অন্ধ খঞ্জ আদি করি দীন হীন জন।
সকল গোকুলবাসী হয়্যা অচেতন॥
বন পরবেশ কৈল কৃষ্ণের উদ্দেশে।
বলভদ্র সর্ব্বতত্ত্ব জানেন বিশেষে॥
হাসিয়া রহিলা রাম না দিলা উত্তর।
কৃষ্ণের মহিমা রাম জানেন সকল॥
গোপগণে চাহিয়া বেড়ায় বনে বনে।
গোপথে কৃষ্ণের পদ চিনিল লক্ষণে॥
সেই পথ অনুসারে যায় গোপগণে।
যমুনার তীরে গিয়া হৈলা উপনয়ে॥
গোপগণ পড়ি আছে অচেতন হয়্যা।
ধেনু বৎসগণ কান্দে কৃষ্ণমুখ চেয়্যা॥
কালীদহে ভাসে কৃষ্ণ জলের উপর।
কালীনাগে দংশিল সকল কলেবর॥
ভুজঙ্গে বেষ্টিত অঙ্গ না ধরে গেয়ান।
তা দেখিয়া গোপগণের হরিল পরাণ॥
গোপীগণ সতত গোবিন্দে ধরে চিত্ত।
গোবিন্দ জীবন তাদের পতি সুত বিত্ত॥
হেন প্রিয়তম কৃষ্ণে দংশিল পন্নগে।
সঙরি প্রভুর গুণ মনে দুঃখ লাগে॥
কৃষ্ণ বিনে দেখে গোপী শূন্য ত্রিভুবন।
শরীর না ধরে গোপী না রহে জীবন॥

ভাটিয়ালি রাগ।

কান্দে ব্রজরমণী যশোদাদেবী কান্দে।
কেহ কার গলে ধরে কেশ নাহি বান্ধে॥
যশোদা করিয়া কোলে কৃষ্ণগুণ কহে।
আঁখি আরোপিয়া গোপী কৃষ্ণ পানে চাহে।
কৃষ্ণ-অরোপিত চিত্ত তনু মন প্রাণে।
কৃষ্ণ বিনে পরাণে না জীয়ে গোপীগণে॥
কালীদহে প্রবেশি এ তেজিব পরাণ।
নিষেধ করিয়া রাখে প্রভু বলরাম॥
বলভদ্র শ্রীকৃষ্ণের অনুভব জানে।
নিবারিয়া গোপগণে রাখিল যতনে॥
তবে প্রভু গোকুলনন্দন বনমালী।
ক্ষণেক মানুষ জাতি-পথ অনুসারি॥
গোকুল আকুল দেখি যশোদাকুমার।
বলে আমা বিনে ব্রজে গতি নাহি আর॥
আমার কারণে দুঃখ শোকে বিমোহিত।
নিজজন দুঃখ দেখি এ কোন্ উচিত॥
এতেক চিন্তিয়া কৃষ্ণ কোন কর্ম্ম করে।
লীলায় বাঢ়ায় হরি নিজ কলেবরে॥
ছিণ্ডিল সর্পের অঙ্গ হয়্যা খানখান।
সন্ধি বন্ধ ছিণ্ডে সর্প তেজয়ে পরাণ॥
বন্ধন ছাড়িয়া নাগ রহিল অন্তরে।
ঘন শ্বাস ছাড়ে সর্প ছটফট করে॥
নাসারন্ধ্রে বিষজালে আগুনি সঞ্চার।
স্তম্ভিত লোচনগণ ভপত অঙ্গার॥
মুখজালে ঝলঝল উল্কা বরিষণ।
ক্রোধ করি চাহে নাগ ঘন গরজন॥
সর্প লঞা খেলে খেলা ত্রিজগত নাথ।
মন্ত্রগুরু-প্রধান সর্পের জানে হাথ॥
কালীনাগে বেঢ়িয়া ভ্রময়ে চারি পাশে।
কালিহো ভ্রময়ে কৃষ্ণে দংশিবার আশে॥
ফণাগণ তুলিয়া ভ্রময়ে নিরন্তর।
ঘন ঘন ভ্রমণে টুটিল বুদ্ধি বল (১)॥
রসিকশেখর হরি কোন কর্ম্ম করে।
লম্ফ দিয়া উঠে সর্পফণার উপরে॥
ফণা-মণি-রতন নিকর পরশনে।
বিলসিত নখচন্দ্র রাতুল চরণে॥
সর্ব্ব কলারস-গুরু নৃত্য ভাল জানে।
ফণধর-ফণে নাচে চরণ সন্ধানে॥

(১) ইহার পর অন্য পুঁথির অধিক পাঠ—
"হতভাগ্য হঞা কালী হইল কাঁফর।
মরণ নিকট কালী দেখে নিরন্তর॥"

নৃত্যারম্ভ দেখিয়া প্রভুর সুরগণে।
জয় জয় ধ্বনি কৈল পুষ্প বরিষণে॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নরে বাদ্য করে সাবধানে।
সুমধুর গায় গীত সুররধূগণে॥
মৃদঙ্গ পণব শঙ্খ দুন্দভি বাজন।
গীত অনুগত বাদ্য সরস ভাষণ॥
মধুর মঙ্গল স্তুতি গীত মনোহর।
সাবধানে সুরগণে সেবয়ে তৎপর॥
যে যে ফণা না নোঙয়ে ফণী দুরাচার।
সেই ফণে উঠি করে চরণ প্রহার॥
দুষ্টনিবারণ হরি খল-দণ্ডধর।
চরণে মর্দ্দন করে শিরের উপর॥
প্রাণ ছাড়ি মরে সর্প না ধরে শরীর।
ঝলকে ঝলকে পড়ে মুখের রুধির॥
গরল পড়য়ে ধারে নাসিকাবিবরে।
আঁখি ফুটি ছটফটি রুধির সঞ্চরে॥
যে যে ফণা না নোঙায়ে দুষ্ট ফণধর।
সেই ফণে লম্ফ দিয়া উঠে যদুবর॥
পুরাণ পুরুষ হরি সুরগুরু রায়।
নৃত্য করে সর্পশিরে চরণে দমায়॥
সুরগণে করে দিব্য পুষ্প বরিষণ।
ফণি-ফণে নৃত্য করে আদি নারায়ণ॥
কৃষ্ণের তাণ্ডব নৃত্যে চরণ প্রহারে।
ভাঙ্গিল ভুজঙ্গ ভোগ (১) রুধির উগারে॥
সহস্রেক ফণা ফুটি হৈল খানখান।
সহিতে না পারে তেজ তেজয়ে পরাণ॥
চরাচরগুরু হরি পুরুষ পুরাণ।
সর্ব্বলোকগতি পতি প্রভু ভগবান্॥
মনে অঙরিয়া নাগ পশিল শরণে॥
এবার উদ্ধার মোরে কর নারায়ণে॥
বিশ্বম্ভর জগৎ উদরে যার বৈসে।
হেন প্রভু সর্পশিরে নাচে নৃত্যরসে॥
প্রাণ ছাড়ে ফণধরে দেখি পত্নীগণে।
শোকেতে ব্যাকুল হয়্যা পশিল শরণে॥
কুলশীল গুণবতী সতী পতিব্রতা।
পতিগত রতি মতি পরম পণ্ডিতা॥
খসিল অঙ্গের বেশ বসন ভূষণ।
বিগলিত কেশপাশ হরল চেতন॥
নিজ নিজ সুত কোলে শিরে কর ধরে।
দণ্ড পরণাম করি ক্ষিতিতলে পড়ে॥

(১) সর্পফণা।

অপরাধ মাগি নৈল প্রভুর চরণে।
স্তুতি করে নাগপত্নী পশিয়া শরণে॥

ধানশী রাগ।

কৃত অপরাধী ভুজঙ্গ দেব দেব নিবারিলে
মদ পরচণ্ড।
রিপু সুতে সমদরশিত তুঁহু ভগবান
সমচিত্ত কর খল দণ্ড॥
গোসাঞি বারেক দেহ পতি দান।
হাম নারীজাতি সহজে লোকগর্হিত
পতিগত কেবল পরাণ॥ ধ্রু॥
কৃতদুষ্কৃতজন দুরিত হরণ দম অনুগ্রহ
পরম তোমার।
কুযোনি জনম ভুজঙ্গম জাতি পাপ
কেবল করিলে সংহার॥
নিজ মান তেজি আনগত জন কৃত মান
কোন তপ করল ভুজঙ্গ।
অখিল দয়াপর ধরম করণে কিবা
তোষণে জগজনানন্দ॥
না বুঝলু হাম ফণীর কোন অধিকার
শ্রীচরণের রজ পরশনে॥
নিজ গুণ দোষ তেজি লছিমী যো বাঞ্ছই
তপ যোগ করই ধেয়ানে॥
যো চরণারবিন্দ রজ অজভবমতি
তছু বিনে আন নাহি জানে।
সুরপতি পদ আর অখিল ক্ষিতিপতি
প্রজাপতি পদ নাহি মানে॥
অখিল সম্পদপদ পাদাম্বু সম্পদ
সম্পদ করি নাহি জানে।
অষ্টযোগসিদ্ধি নিরবাণ মুকতি
সকল তড়িং সমানে॥
তমোগুণ জনিত ক্রোধপুর কলেবর
ফণধর (সোহোত্তুয়া) পদধূলি পায়।
কহে ভাগবতাচার্য্য যদু চিন্তনে এ
ভববন্ধন দূরে যায়॥ (১)

দেবের দেবতা তুমি কৃত পাপী মোর স্বামী
নিবারিলে মদ অহঙ্কার।
তুমি প্রভু নারায়ণ তুমি সে সবার প্রাণ
খল দণ্ড করিলে ইহার॥

(১) পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকের পাঠ.—

সর্ব্বশক্তি গতি রতি তুমি সে সবার পতি
নারীজাতি মোরা অগেয়ান।
না জানি ভকতি স্তুতি কর প্রভু অব্যাহতি
কৃপা করি স্বামী দেহ দান॥
কোন্ পুণ্য বিষধরে চরণ ধরিল শিরে
যে পদ বাঞ্ছয়ে ঋষিগণ।
কিবা নাগ ভাগ বশে হেথা আসি হৃষীকেশে
নাগকুল করিলে তারণ॥
সর্পজাতি খল চিত্ত না জানি তোমার তত্ত্ব
তুমি ব্রহ্ম পুরুষ পুরাণ।
ছাড় প্রভু নিজ মায়া সর্পরাজে কর দয়া
এই ভিক্ষা মাগি ভগবান্॥
তমোগুণ মোর পতি মদ গর্ব্ব খলমতি
না জানি কি পূর্ব্বে পুণ্য ছিল।
ভব ব্রহ্মা ধ্যান করে লক্ষ্মী সেবে নিরন্তরে
হেন পদ মস্তকে পড়িল॥
নম কৃষ্ণ নারায়ণ নমো নম জনার্দ্দন
নমো প্রভু জগৎ ঈশ্বর।
নম হৃষীকেশ হরে দীন হীন দেখি মোরে
স্বামী দান মাগি এই বর॥
শিরেতে যুড়িয়া হাত ঘন ঘন প্রণিপাত
স্তুতি করে নাগপত্নীগণ।
ভাগবত আচার্য্য বলে পড়িল চরণতলে
সদয় হইল নারায়ণ॥

নমো নমো মহাযোগী নমো ভগবান্।
পরমাত্মা অন্তর্য্যামী পুরুষ পুরাণ॥
জ্ঞানগম্য জ্ঞানময় অনন্তশকতি।
গুণ বিবর্জ্জিত নিত্য সর্ব্বভূতপতি॥
কালময় কালনাভ সংহারকারণ।
নমো নমো বিশ্বরূপ বিশ্বপরায়ণ॥
নিগূঢ়মহিমা সর্ব্বভূতাশয়বাসী।
নমো নমো মহাসূক্ষ্ম পুণ্যরূপরাশি॥
বাচ্য বাচক শক্তি পুরুষ পুরাণ।
প্রমাণ কারণ বেদউৎপত্তি-স্থান॥
নমঃ কৃষ্ণায় রামায় বাসুদেবায় তে নমঃ।
প্রদ্যুম্নায় নমো নমঃ সাত্বতাং পতয়ে নমঃ॥
অনিরুদ্ধ নমো নমো নমো হৃষীকেশ।
পরাপরগতি বিশ্বময় বিশ্বশেষ॥
নমো নমো অধিকার বিহার বিলাস।
নমো নমো নিজজন হৃদয়প্রকাশ॥
তুমি সৃজ তুমি পাল তুমি যে সংহার।
মায়ায় ত্রিগুণ তুমি সর্ব্বশক্তি ধর॥
ভাল মন্দ চরাচর সৃজিলে আপনে।
সভার জনক তুমি উৎপত্তির স্থানে॥
তথাপি উত্তম জনে পীরিতি তোমার।
দুষ্ট নিবারণ কর উচিত বিচার॥
নিজ ধর্ম্ম স্থাপিতে দণ্ডিয়া দুষ্ট জন।
খলে দণ্ড তুমি নাথ ধর তে কারণ॥
প্রভু হয়্যা ভৃত্য অপরাধে দণ্ড করে।
একবার অপরাধ ক্ষেম দণ্ডধরে॥
ক্ষেম ক্ষেম মহাপ্রভু ক্ষেম একবার।
না জানে তোমার তত্ত্ব মূঢ় দুরাচার॥
অনুগ্রহ কর নাথ দেহ প্রতিদান।
আমি সব যোষা জাতি পতিগত প্রাণ॥
আমি-সব তোমার কিঙ্করী আজি হনে।
আজ্ঞা দেহ কি কাজ করিব দাসীগণে॥
শ্রদ্ধায় তোমার আজ্ঞা যে জন আচরে
সেই জন অনাদি সংসারদুঃখে তরে॥
এত স্তুতি কৈল যদি নাগপত্নীগণে।
কৃপা কৈলা দেবদেব প্রভু নারায়ণে॥
ফণিফণা ছাড়িয়া নাম্বিলা জনার্দ্দন।
মুরছিত হৈয়া নাগ রহে কতোক্ষণ॥
ধীরে ধীরে চিত্ত স্থির করে ফণিরাজ।
হীন মীনগতি ঘন তেজয়ে শোয়াস॥
করজোড়ে করিয়া কৃষ্ণের পাশে রহে।
বিনয় করিএ কিছু নিজ দোষ কহে॥
উৎপত্তি হইতে আমি-সব খল মতি।
ক্রোধময় তমোগুণ দুষ্ট সর্পজাতি॥
স্বভাব খণ্ডন নাথ কাহারো না যায়।
স্বভাবে সকল লোক নানা পথে ধায়॥
তোমার সৃজিত বিশ্ব ত্রিগুণজনিত।
নানা বীর্য্য বল বুদ্ধি স্বভাব রচিত॥
তার মধ্যে আমি-সব হই সর্পজাতি।
নিরবধি ক্রোধপরায়ণ দুষ্টমতি॥
এ সব তোমার মায়া পাসরিতে নারি।
মায়াবিমোহিত হয়্যা নানা পথে ফিরি॥
ইহাতে প্রমাণ তুমি সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর।
তোমার চরণে নাথ সকল গোচর॥
নিগ্রহ করহ কিংবা অনুগ্রহ ধর।
যে তোমার ইচ্ছা নাথ সেই আজ্ঞা কর॥
কালীনাগ বচন শুনিঞা ভগবান্।
কারণে মানুষ হরি পুরুষ পুরাণ॥
আজ্ঞা দিলা কালীনাগে করিতে গমনে।
বিলম্ব না করি সর্প চল এথা হনে॥

পুত্র দার পরিবার বন্ধুগণ সহে।
তুমি-সব কেহ না থাকিহ কালীদহে॥
সেই রমণক দ্বীপে শীঘ্র করি চল।
সর্ব্বজন সুখে যেন পিএ এই জল॥
এই আজ্ঞা দিলুঁ সর্পরাজ আমি তোরে।
ইহার কীর্ত্তন যেবা দুই সন্ধ্যা করে॥
তার যেন সর্পভয় কভু নহে আর।
এই আজ্ঞা আমার পালিহ সর্ব্বকাল॥
এই কালিন্দীর হ্রদে করিয়া মজ্জন।
দেব-পিতৃতর্পণ করয়ে যেই জন॥
উপবাস ব্রত করিয়া আমারে স্মঙরে।
সর্ব্ব পাপ খণ্ডিয়া চলিব বিষ্ণুপুরে॥
যার ভয়ে রমণক দ্বীপ পরিহরি।
রহিলে কালিন্দী হ্রদে পরবেশ করি॥
সে গরুড় সর্প ধরি না খাইব আর।
পাদপদ্ম শিরে চিহ্ন দেখিব যাহার॥
আজ্ঞা শিরে ধরি সর্প কোন কর্ম্ম করে
সপুত্র বান্ধবে কৃষ্ণ পূজিল সাদরে॥
দিব্যবস্ত্র মণিরত্ন বিচিত্র ভূষণে।
দিব্য উৎপল মালা দিব্য বিলেপনে॥
ভূষিয়া কৃষ্ণের অঙ্গ পূজিলা বিধানে।
আজ্ঞা মাগি নিল সর্প প্রভুর চরণে॥
প্রদক্ষিণ করি কৈলা দণ্ড পরণামে।
সবন্ধুবান্ধবে নাগ গেলা নিজ স্থানে॥
সেই দিনে সেইক্ষণে যমুনার জল।
অমৃত সমান হৈল অতি সুশীতল॥
শ্রীগদাধর ভক্তিরস-গুরু জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

কেদার রাগ।

তবে রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবস্থানে।
এই কথা জিজ্ঞাসিলা সন্দেহ বচনে॥
কালীনাগ স্থানত্যাগ কৈলা কি কারণে।
গরুড়ের কৈল কিবা পীরিতি লঙ্ঘনে।
মুনি বলে শুন রাজা বিবরণ বাণী।
খগরাজে ফণিরাজে বিবাদকাহিনী॥
গরুড়ে আসিয়া সর্প নিতি ধরি খায়।
সর্পগণ মেলি তার চিন্তিল উপায়॥
এ খগরে এক বলি দিব মাসে মাসে।
এই বনস্পতিমূলে পুর্ণিমা দিবসে॥
মর্য্যাদা স্থাপিল তার এই সর্পগণে।
গরুড়ের তাহাতে সন্তোষ হৈল মনে॥
প্রতি মাসে এক এক বলি দেয় ধরি।
সুখে থাকে সর্পগণ চিন্তা পরিহরি॥
কদ্রুর কুমার এই ফণধর রাজে।
বিষবীর্য্য বল দর্পে কৈল কোন কাজে॥
বৃক্ষমূলে বলি আনি দেই সর্পগণে।
আপনি ধরিয়া খায় নিষেধ না মানে॥
তাহা শুনি ক্রোধে বলে পন্নগ-অশন।
সর্প হৈয়া করে মোর মর্য্যাদা লঙ্ঘন॥
সবংশে করিব আজি কালীর সংহার।
সর্প হয়্যা করে সেটা এত অহঙ্কার॥
এতেক বচন বলি বিনতানন্দন।
রমণক দ্বীপে আসি হৈলা উপসন্ন॥
খগপতি দেখিয়া কুপিল ফণধর।
সহস্রেক ফণা ধরি ধাইল সত্বর॥
করাল দশন অস্ত্র স্তম্ভিত লোচন।
গরুড় বেড়িয়া ফিরে কদ্রুর নন্দন॥
আশপাশে গরুড়ের সর্বাঙ্গে দংশিল।
কশ্যপনন্দন যেন অনল জ্বলিল॥
বাম পাকসাট দিয়া মারে এক বাড়ি।
দূরে গিয়া পড়ে সর্প প্রায় প্রাণ ছাড়ি॥
তবে কদ্রুসুত ভয়ে কোন কর্ম্ম করে।
প্রবেশ করিল গিয়া কালিন্দী গহ্বরে॥
মুনি বলে শুন রাজা কহিব বিশেষ।
গরুড় না কৈল কেন হ্রদে পরবেশ॥

কোনকালে মৎস্যপতি দেখি খগরাজে।
খেদিয়া আনিল তারে যমুনার মাঝে॥
ক্ষুধায়ে ধরিয়া মৎস্য খাইব খগেশ্বর।
আছিল সৌভরি মুনি জলের ভিতর॥
মুনি নিবারিল তারে নিষেধ বচনে।
আমার সাক্ষাতে মৎস্য না করে ভক্ষণে॥
তবু মৎস্য ধরিয়া খাইল খগরাজে।
মৎস্যগণ বিলাপ করয়ে জলমাঝে॥
মীনগণ ক্রন্দন দেখিয়া যোগেশ্বর।
কৃপা করি দিলা শাপ সহস্র বৎসর॥
যদি আর এই জলে পরবেশ করি।
গরুড়ে আসিয়া মৎস্য খায় কভু ধরি॥
প্রাণ ছাড়ি সেইক্ষণে মরিবে সর্ব্বথা।
আমার বচন কভু না হব অন্যথা॥
এ সকল তত্ত্ব কথা কালীনাগ জানে।
তথা গিয়া কৈল বাস সেই সে কারণে॥
পুনরপি কৃষ্ণ দূর কৈল তথা হনে।
আর কথা কহি রাজা শুন সাবধানে॥
কালিন্দীর হ্রদে হৈতে উঠিলা শ্রীহরি।
দিব্য গন্ধ চন্দন কুসুম মালা ধরি॥
মহামণিগণ জাম্বুনদ বিরাজিত।
মুকুট কুণ্ডল হার অঙ্গ বিভূষিত॥
সকল গোকুলবাসী উঠিল সত্বরে।
মরা বাঁচি উঠে যেন জীবন সঞ্চারে॥
আনন্দে পুরিয়া গোপ দিল আলিঙ্গন।
শিরে হস্ত দিয়া কৈল বদন চুম্বন॥
যশোদা রোহিণী নন্দ গোপ গোপীগণে।
সচেতন হৈল সভে কৃষ্ণ দরশনে॥
কৃষ্ণের মহিমা জানে প্রভু বলরাম।
আলিঙ্গন করিয়া হাসিলা মতিমান্॥
কৃষ্ণ কোলে করিয়া বসিলা মহাশয়।
প্রেমরসে পুলকিত আনন্দ হৃদয়॥
ধেনু বৃষ মৎস্যগণ হৈল আনন্দিত।
সকল গোকুলবাসী প্রমোদে মুদিত॥

সকল এ গুরু পুরোহিত দ্বিজগণে।
আসিয়া নন্দেরে তবে কৈলা সম্ভাষণে॥
ভাগ্যে নন্দ পুত্র বাঁচি উঠিল তোমার।
দংশিল পাপিষ্ঠ নাগ বড় দুরাচার॥
ভাগ্যে শিশু জীল দ্বিজ-গুরু-আশীর্ব্বাদে।
কেবল তোমার পুণ্য দেবের প্রসাদে॥
এইরূপে গোবিন্দে লভিয়া গোপগণে।
সর্ব্বদুঃখ পাসরিল আনন্দিত মনে॥
সে রাত্রি রহিল সেই যমুনার তীরে।
ক্ষুধায়ে তৃষ্ণায়ে কেহ চলিতে না পারে॥
শুচিবন নামে বন তথাই আছিল।
উপবাস করি গোপ তথাই রহিল॥
ঘোরতর দাবাগ্নি উঠিল নিশাকালে।
চৌদিগে বেঢ়য়ে বন পুড়িবার তরে॥
দাবানলে পুড়ে বন চৌদিকে বেঢ়িয়া।
উঠিল গোকুলবাসী সম্ভ্রমে দেখিয়া॥
শরণ পশিল সভে কৃষ্ণের চরণে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ কর পরিত্রাণে॥
অমিত বিক্রম রাম করুণাসাগর।
দাবানল চৌদিগে বেঢ়িল ঘোরতর॥
আমি-সব নিজজন সেবক তোমার।
কাল দাবানল হৈতে রাখ একবার॥
আগুনে পুড়িএ তাহে নাহি বাসি ডর।
ছাড়িতে না পারি তোমার চরণ-কমল॥
নিজজন বিকল দেখিয়া দয়াময়।
অনন্ত শকতি ধরে সর্ব্ব জীবালয়॥
অগ্নি পান কৈলা কৃষ্ণ আঁখির নিমিষে।
সেই বনে গোপগণ রহিল সন্তোষে॥
রজনী প্রভাতে গোপ গেল ব্রজপুরে।
হেন অদ্ভুত রাজা কহিলুঁ তোমারে॥
ভাগবত-আচার্য্যের সরস বচনে।
সুখে যেন ভাগবত বুঝে সর্ব্বজনে॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

মল্লার রাগ।

তবে গোপগোপী লয়্যা প্রভু হৃষীকেশ।
সঙ্গিগণ গায়ে গুণ গোকুল প্রবেশ॥
নিদাঘ সময় ভেল হেন অবসরে।
রবি-তাপ প্রচণ্ড পবন খরতরে॥
দিনকর-কিরণে সকল চরাচর।
নীরস দেখয়ে যেন শুষ্ক কলেবর॥
হেনই নিদাঘ কালে বৃন্দাবন গুণে॥
সাক্ষাৎ বসন্ত যেন হৈল বিদ্যমানে।
যাহাতে নির্ঝর জল-তরঙ্গ-কল্লোল।
শুক পিক বিহগ শবদ উতরোল॥
জলকণে স্নিগ্ধ তরু মণ্ডলে মণ্ডিত।
নানা ফুল ফলে বন অতি সুশোভিত॥
কহ্লার কুমুদ কঞ্জ নীল উতপল।
চৌদিগে উজ্জ্বল নদ নদী সরোবর॥
হংস কারণ্ডব খগ যত জলচরে।
নানাবিধ কলরবে জলকেলি করে॥
মলয়জ মরুত বসন্ত পাঁচবাণ।
এ সব সাক্ষাৎ যেন হৈলা মূর্ত্তিমান্॥
ব্রহ্মার বিচিত্র বিশ্ব-নির্ম্মাণ নৈপুণ।
প্রকাশিলা একত্র করিয়া নিজ গুণ॥
হেন বৃন্দাবনে হরি অনুগত সঙ্গে।
গোধন চরায় বালকেলি-রস-রঙ্গে॥
বলদেব অগ্রজ অনুজ বনমালী।
তিনলোক মোহন লাবণ্যরূপধারী॥
সমকান্তি বালক-সমান-রূপবেশ।
বনধাতু (১) বিচিত্র শিখণ্ড চূড়া কেশ॥
বন-পুষ্প গুঞ্জা নব পল্লব ভূষণ।
হেনরূপে শিশু সঙ্গে খেলে নারায়ণ॥
বিবিধ বিচিত্র গতি বিচিত্র খেলন।
বিবিধ ভঙ্গিমা ভাতি বিবিধ মেলন॥
বিবিধ কৌতুক রস বিবিধ বিহার।
বিবিধ চঞ্চল লীলা বিবিধ সঞ্চার॥
বিবিধ আনন্দরসে বিবিধ নাচন।
বিবিধ কৌতুক গীত বিবিধ বাজন॥
বহুবিধ পরিহাস বিবিধ ভাষণ।
বহুবিধ আস্ফোটন বহুবিধ রণ॥

বহুবিধ ভ্রমণ বিবিধ ভাতি লীলা।
সঙ্গিগণ লয়্যা হরি করে শিশুখেলা॥
হেনকালে আইল দৈত্য শিশুরূপ ধরি।
প্রলম্ব তাহার নাম বলে মহাবলী।
হরিয়া কৃষ্ণকে নিব হেন চিত্ত করে।
অখিল ভুবনে কিবা প্রভু অগোচরে॥
দুষ্ট দৈত্য প্রলম্ব জানেন্ত বনমালী।
তথাপি তাহার সহ পাতিল মিতালী॥
ধন্য কৈল বৃন্দাবন এ সব আনন্দে।
আর এক বালকেলি রচিল প্রবন্ধে॥
যে জিনে তাহাকে বহে হারে যেইজন।
বহিয়া থুইতে স্থান কৈলা নিরূপণ॥
ভাণ্ডীরক নামে বট সঙ্কেত করিয়া।
প্রলম্ব সহিত খেলে দু-ভাই মেলিয়া।
সভার প্রধান তাথে হৈলা দুই ভাই।
বিভজিয়া সব শিশু কৈলা দুই ঠাঞি॥
বলরাম নিজ আধ আধত শ্রীহরি।
আনন্দে খেলায় ত্রিভুবন অধিকারী॥
বলদেব জিনিল সহিত তার গণে।
সঘনে হারিল খেড়ী প্রভু নারায়ণে॥
শ্রীদাম বালক হরি বহিল আপনে।
অন্যে অন্যে বহিল সকল জনে জনে॥
বৃষভ বালক বহে ভদ্রসেন নামে।
প্রলম্ব অসুরে বহি নিল বলরামে॥
সভেই সভাকে থুইল ভাণ্ডীর নিকটে।
বলদেবে লয়্যা দৈত্য চলি যায় ঝাটে॥
সেইক্ষণে রামে লৈয়া আকাশ উপরে।
উঠিয়া প্রলম্ব দৈত্য নিজরূপ ধরে॥
দন্ত মুখ বিকট পিঙ্গল জটাভার।
অতি ঘোর কলেবর পর্ব্বত আকার।
দৈত্যস্কন্ধে হলধর দেখি সুশোভনে।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন শোভে নবঘনে॥
তা দেখিয়া রাম কিছু মনে পাইল ভয়।
সেইক্ষণে আপনা স্মরিল মহাশয়॥
কোপে রাম জ্বলে দেখি দৈত্য দুরাচার।
দৈত্য মুণ্ডে মাইল দৃঢ় মুষ্টির প্রহার॥
ভাঙ্গিল দৈত্যের মুণ্ড হৈল সাতখান।
সর্ব্বাঙ্গ বিদীর্ণ হৈল তেজিল পরাণ॥

---

(১) পাঠান্তর,—"নব ধাতু"।

ভূমিতলে পড়িল প্রলম্বকলেবর।
তাহার উপরে শোভে প্রভু হলধর॥
সুরগণে কৈল স্তুতি পুষ্প বরিষণ।
পারিষদ বালকে মেলি দিল আলিঙ্গন॥
সাধু সাধু বলি লোকে করয়ে ব্যাখ্যান।
অদ্ভুত প্রলম্ববধ কৈলা বলরাম॥
ভবসিন্ধু তরিতে কৃষ্ণের গুণ-গাথা।
অষ্টাদশ অধ্যায়ে প্রলম্ব-বধ কথা॥
শ্রীগদাধর ভক্তিরস-গুরু জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-পান॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৮॥

ঊনবিংশ অধ্যায়।

সুই রাগ।

তবে আর যে কহিব শুন নৃপবর।
গোবিন্দচরিত্র পুণ্য প্রবন্ধ সুন্দর॥
এইরূপে নানা ক্রীড়া করে দামোদর।
গোয়ালা ছাওয়াল লঞা সঙ্গে হলধর॥
হেনক্রি সময়ে আর যতেক গোধন।
নব নব তৃণলোভে গেল দূরবন॥
মুঞ্জাটবী পশি ধেনু সব আউলাইল।
নানা ভিতে গোঠে গোঠে সব ধেনু গেল॥
হেনকালে শিশু সব না দেখি গোধন।
ভাজিয়া খেলার মেলি চাহে বনেবন॥
ভয়েতে ব্যাকুল শিশু গোধন হারায়্যা।
চৌদিগে চাহিয়া বুলে বিবেকী হইয়া॥
দন্তচ্ছেদ তৃণ ক্ষুর-চিন মহীতল।
সেই অনুসারে শিশু চলিল সকল॥
সেই পথে মুঞ্জাটবী বনে উত্তরিল।
আউলায়্যা গোধন বুলে তথাই দেখিল॥
ক্ষুধায় ছাওয়াল সব হয়্যাছে কাতর।
পালটিয়া আইলা গোপীনাথের গোচর॥
বেণুনাদে নাম ধরি গোঠের গোধন।
আপনার নিকটে আনয়ে ততক্ষণ॥
হেনকালে দাবাগ্নি অরণ্যে উপজিল।
পুড়িয়া সকল বন চৌদিগে বেঢ়িল॥
সব শিশুগণ দেখে চৌদিগে আগুনি।
কান্দিতে ব্যাকুল হয়্যা মনে ভয় মানি॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাপ্রভু প্রণতপালন।
ভবভয়-ভঞ্জন দুরিত বিনাশন॥
তুমি প্রাণ তুমি পতি বান্ধব আমার।
তুমি বই শিশু সব নাহি জানে আর॥
যে যে বৈসে গোকুলে তোমার পরিজন।
জানিঞা উদ্ধার পায় লইলুঁ শরণ॥
এতেক বলিয়া শিশু গোধন সহিতে।
অভয় রণে পড়ি লাগিল কান্দিতে॥
ভয়ে ভীত বালকে দেখিয়া দয়াময়।
ভয় নাঞি ভয় নাঞি বলে মহাশয়॥
তুমি সব আঁখি মুদ এ ভয় খণ্ডন।
এখনে করিব আমি বলে নারায়ণ॥
কৃষ্ণের এ সব বাণী শুনিঞা ছাওয়ালে।
দুই আঁখি মুদি তারা রহিল নিশ্চলে॥
যোগবলে কৈলা পান দাবহুতাশন।
অগ্নি পান করিয়া উদ্ধারে নিজ জন॥
প্রণতপালন নাম ভকতবৎসল।
ভকত উদ্ধার নাম করিতে সফল॥
অগ্নি পান করি কৈলা গোপের রক্ষণ।
গোকুলে চলিতে চিত্ত কৈলা নারায়ণ॥
আগে সব গোধন চলিল যূথে যূথে।
পাছে গোপতনয় চলিল কৃষ্ণ সাথে॥
ভুবনপাবন গুণ অনুগতে গায়।
গোকুলেতে প্রবেশ করিলা যদুরায়॥
গোপীর আনন্দ হৈল কৃষ্ণ দরশনে।
তিল এক যুগশত যায় যাহা বিনে॥
দৈত্য বধে বলভদ্র বড় চমৎকার।
অগ্নি পান কৈল কৃষ্ণ এহ চিত্র আর॥

শতমুখে গোপগণ এই কথা কহে।
তাহা শুনি গোকুলে আনন্দনদী বহে॥
উনবিংশ অধ্যায়ে এ সব কথা কহি।
ভবসিন্ধু-তরণে উপায় হয় এহি॥
ভাগবত আচার্য্যের মধুর রচনা।
সুখে যেন ভাগবত বুঝে সর্ব্বজনা।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯॥

বিংশ অধ্যায়।

মল্লার রাগ।

কথোদিন বই হৈল বরিষা সময়।
কালগুণে যাহাতে সকল জীব হয়॥
বিদ্যুত চমকে দশদিগ চমকিত।
ক্ষণে ক্ষণে আকাশে দেখিএ প্রকাশিত॥
মহামেঘ গর্জ্জন বিদ্যুত ছটা উহে।
আকাশমণ্ডলে জ্যোতি ক্ষণে ক্ষণে বহে॥
পৃথিবীর যত রস নিল অষ্টমাসে।
মেঘপথে সে সব তেজিল দিননাথে॥
রা য় পৃথ্বীর ধন যেন হরি লয়।
শতগুণ করে দান পাইলে সময়॥
প্রচণ্ড পবন রহে মহামেঘ মালা।
সর্ব্বলোক জীবন বরিখে জলকণা॥
দয়ালু পুরুষ যেন দেখি দুঃখী জন।
তাহাকে রাখিতে তেজে আপন জীবন॥
নিদাঘ আতপতাপে ধরণী তাপিতা।
মেঘ বরিষণ পায়্যা হৈলা আনন্দিতা॥
কাম্যব্রতে তপস্বীর যেন তনু ক্ষীণ।
কাম্যব্রত সিদ্ধি হৈলে দেখিএ নবীন॥
রাত্রিকালে যোনিকীট (১) জলে অতিশয়।
মেঘ আচ্ছাদিলে নাঞি নক্ষত্র উদয়॥
অধর্ম্মে পাষণ্ডী যেন কলিকালে বাঢ়ে।
দুষ্ট কলি দেখি বেদ না হয় প্রচারে॥
জলদ-শবদ শুনি হরষিত মনে।
কোলাহল শব্দ করে শিখী আদিগণে॥
মৌন আচরিয়া ব্রতে আছিল ব্রাহ্মণ।
নিয়ম খণ্ডিলে যেন বেদ উচ্চারণ॥
পুরিয়া কলুষ জলে ক্ষুদ্র নদী বহে।
তার তীর ভাঙ্গে স্রোতে বেগে স্থির নহে॥
অহঙ্কারে মত্ত যেন আপনা পাসরে।
তনু ধন সুত দার পায়্যা গর্ব্ব করে॥
হরিৎ বরণ ঘাসে কোথাহ হরিতা।
ইন্দ্রগোপ নামে কীট কোথাহ লোহিতা॥
কোথাহ ছত্রাক ছায়া শোভে বসুমতী।
যেন রাজসম্পদ সাক্ষাতে মুর্ত্তিমতী॥
শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র দেখি কৃষক হরিষ।
অনুতাপে কারো কারো বাঢ়ে বিমরিষ॥
নব জল স্নান পানে সব চরাচর।
ধরয়ে উত্তম রূপ দেখি মনোহর॥
ভকত জনার চিত্ত কৃষ্ণসেবা রসে।
রূপ তেজ বল যেন সর্ব্বত্র প্রকাশে॥
ধারাপাত বরিষণে পর্ব্বত না টুটে।
ভকতের চিত্ত যেন কামে নাহি ছুটে॥
কর্দ্দম দেখিয়া পথে কেহ নাহি হাঁটে।
তৃণ জল পঙ্কে কৈল অধিক সঙ্কটে॥
দুষ্ট কলিযুগে যেন দুষ্ট ব্যবহার।
ব্রাহ্মণে না পড়ে বেদ না ধর্ম্ম প্রচার॥
মেঘচয়ে স্থির নহে চঞ্চল তড়িৎ।
নির্গুণ পুরুষে যেন কামিনীর চিত॥
নবঘন-গরজিত গগন উপরে।
গুণহীন শক্র-ধনু তাহে দীপ্ত করে॥
যদি লোকে নিজ গুণ হয় পরিচয়।
নির্গুণ পুরুষ তাথে শোভে অতিশয়॥
চন্দ্রতেজে সর্ব্ব লোক দেখে জলধর।
সেই আবরণে নাহি শোভে শশধর॥
নবঘন দরশনে আনন্দিত হৈয়া।
শিখী সব নৃত্য করে হরষে পুরিয়া॥

---

(১) খদ্যোত; জোনাকি পোকা ইতি ভাষা।

নানা গৃহতাপে তাপী যেন গৃহিজনে।
অতুল আনন্দ পায় সাধু-সমাগমে॥
ঘন বরিষণে জল পেয়্যা তরুগণ।
সুন্দর মূরতি ধরে বিবিধ লক্ষণ॥
তপ করি তপস্বীর ক্ষীণ কলেবর।
কার্য্য সিদ্ধি হৈলে যেন দেখিএ সুন্দর॥
দৃঢ় সেতুবন্ধ টুটে ধারা বরিষণে।
যেন কলিযুগে বেদ পাষণ্ডবচনে॥
বরিষা কালের গুণ যত যত হয়।
সকল শ্রীবৃন্দাবনে করিল উদয়॥
তাল অম্বু খর্জ্জুর বিবিধ নানা ফল।
বহুবিধ কুসুম শোভিত থরে থর॥
সঙ্গে ব্রজবালক গোধন আগে যায়।
নাম ধরি উচ্চস্বরে ডাকে যদুরায়॥
পয়োধর ভারে ধেনুগমন মন্থর।
হুহুকার শবদ করয়ে উতরোল॥
প্রেম-রসে সব (১) ধেনু আকুল হৃদয়।
যথা যথা কৃষ্ণ তথা বেঢ়ি বেঢ়ি রয়॥
যখনে বরিখে মেঘ দেব পুরন্দর।
শিশু সঙ্গে তরুতলে রহে দামোদর॥
পর্ব্বতগহ্বরে ক্ষেণে করেন প্রবেশ।
ফল ফুল ভোজনে করয়ে হৃষীকেশ (২)॥
এইমতে শ্রীগোকুলে বৃন্দাবনে বৈসে।
গোপগোপী সঙ্গে হরি বহুবিধ রসে॥
তবে দিল শরৎ সময় পরকেশ।
সর্ব্বলোকে বাঢে সুখ সম্পদ বিশেষ॥
অমল সলিল মন্দ পবন সঞ্চার।
সকল নির্ম্মল গুণ হৈল আরবার॥
যোগভ্রষ্ট যোগীর মলিন যেন চিত্ত।
পুনঃ আর যোগ সাধি যেন প্রকাশিত॥
যতেক আছিল মেঘ আকাশমণ্ডলে।
বহু জীব বসতি আছিল এক মেলে॥
পৃথিবীর আছিল যতেক পঙ্কচয়।
জলের কলুষ আদি যে যে দোষ হয়॥

(১) পাঠান্তর,—"বশ"।
(২) ইহার পর অন্য পুঁথির অধিক পাঠ,—
"যমুনা নিকট-তটে উত্তম পাথর।
থুইল ওদন দধি তাহার উপর।
গোপশিশু সঙ্গে বলদেব নারায়ণ।
অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি করয়ে ভোজন।"

সকল হরিল তাহা (১) শরতের গুণে।
সকল নির্ম্মল হৈল সুখী সর্ব্বজনে॥
বহু দুঃখে ব্রহ্মচারী গুরু সেবাকারী।
নিতি নিতি সামগ্রী আনয়ে ভিক্ষা করি (২)
পুত্র দার পরিবার মমতা বন্ধনে।
নানা গৃহকর্ম্ম দুঃখে রহে গৃহিজনে॥
বনবাসী কন্দমূল করয়ে আহার।
বিবিধ সংযমে করে বহু দুঃখ ভার॥
সন্ন্যাসীর নিজ ধর্ম্ম করিতে পালন।
দুঃখ বই নাহি কিছু সন্ন্যাস কারণ॥
যদি ভাগ্যবশে ভক্তি হয় নারায়ণে।
এ চারি আশ্রম ধর্ম্ম ছাড়ে সেইজনে॥
শুদ্ধভাব শুদ্ধচিত্ত হয় শুদ্ধমতি।
যেন কর্ম্ম বন্ধ সব ছাড়ায় ভকতি।
জলময় ধন ছাড়ি মেঘ নিরমল।
বাসনা ছাড়িল যেন শান্ত মুনিবর॥
অল্প জলে বৈসে যেন ক্ষুদ্র জলচরে।
অনুদিনে জল টুটে বুঝিতে না পারে॥
নষ্টবুদ্ধি গৃহী যেন মূর্খ অতিশয়।
দিনে দিনে টুটে আয়ু তমু না বুঝয়॥
অল্প জলে বৈসে যেন ক্ষুদ্র জলচর।
রবির কিরণতাপে দহে কলেবর॥
যেন দুঃখী গৃহস্থ না গণে দুঃখভার।
সতত আকুল হয়্যা পুষে পুত্র দার॥
অলপে অলপে পঙ্ক ছাড়য়ে মেদিনী।
পুত্র দার আদি মোহ যেন তত্ত্বজ্ঞানী॥
নিচলে রহিলা সিন্ধু শরৎ সময়ে।
যেন মহামুনি তত্ত্বজ্ঞান পরিচয়ে॥
দৃঢ় সেতু বান্ধি জল রাখিল কৃষাণে।
ইন্দ্রিয় সংযম যেন কৈল যোগিগণে॥
শরৎরবির জ্বালা হরে নিশাপতি।
গোপীর বিরহতাপ যেন যদুপতি (৩)
আকাশমণ্ডলে শশী নক্ষত্র সমাঝে।
শোভে যেন যদুনাথ যদুবংশ মাঝে॥

(১) পাঠান্তর,—"কাল"।
(২) পাঠান্তর,—
"নিতি নিতি সমিধ আনয়ে কুশ বারি"।
(৩) ইহার পর অন্য পুঁথির অধিক পাঠ,—
"নির্ম্মেঘ গগনে হৈল নক্ষত্র নির্ম্মল।
সত্ত্বযুত চিত্ত যেন শুদ্ধ কলেবর।"

সমশীত সমতাপ কুসুম-পবন।
এ সুখ সম্পদে সুখী হৈল সর্ব্বজন॥
যেহু মৃগী পক্ষিণী যতেক নারীজাতি।
গর্ভযোগ ধরিল সংযোগে নিজ পতি॥
প্রফুল্ল জলজ সব রবির উদয়ে।
কুমুদ মুদিত সব (১) হৈল অতিশয়ে॥
যেন লোক হরষিত রাজ দরশনে।
দুষ্ট চৌর পলায়ে রাখিতে নিজ প্রাণে॥

পুর গ্রাম বিবিধ উৎসবে উল্লসিতা।
বিবিধ সুপক্ক ধান্যে পৃথিবী পূরিতা॥
বাণিজ্যে চলিল যত আছে বাণিজার।
নৃপ সব কৈল যাত্রা শত্রু জিনিবার॥
চলিল তপস্বী মুনি তপ সাধিবারে।
যার যথা মনোরথ সেই তথা চলে॥
এ সব শরৎকালগুণের ব্যাখ্যান।
বিংশতি অধ্যায়ে কহি কৃষ্ণগুণ গান॥
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস বাণী।
মন দিয়া শুন কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী॥

(১) পাঠান্তর,—"ভয়ে"।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২০॥

একবিংশ অধ্যায়।

ধানশী রাগ।

মধুমত্ত মধুব্রত বিবিধ কুসুমযুত
মকরন্দ সুগন্ধি পবনে।
নদ নদী সরোবর শরৎ নির্ম্মল জল
বহু অদভুত বৃন্দাবনে॥
শুক শারী পরভৃত, বিবিধ বিহগ যুত
বহুবিধ শবদ ঝঙ্কার।
হেন বনে পরবেশি অখিল-হৃদয়বাসী
করে হরি বিবিধ বিহার॥
চঞ্চল বরিহাপীড় বান্ধল কুসুমে চূড়
নটবর শেখর গোপাল।
দৃঢ়বন্ধ পীত ধটী উজ্জ্বল কিঙ্কিণী কটি
শ্রুতিযুগে শোভে কর্ণিকার॥
বৈজয়ন্তী মালা দোলে মণি-আভরণ ধরে
অধর সুধায় বেণু পুরে।
নব নব গোপসুত চৌদিগে আনন্দযুত
গায় গুণ মাঝে যদুবরে॥
যব ধ্বজ পদ্মাঙ্কিত পদযুগ সুলক্ষিত
ভূষণভূষিত বৃন্দাবনে।
অমিত গোধন সঙ্গে বিবিধ কৌতুক রঙ্গে
প্রবেশ করিলা নারায়ণে॥
শ্রীবৃন্দাবিপিনে শুনি মধুর বংশীর ধ্বনি
ব্রজবধূ সব এক মেলে।

আকুল মদনবাণে বাহ্য কিছু নাহি জানে
কহে গুণ বর্ণিতে না পারে॥
ইথে ধিক নাহি আর আঁখির সকল তার
যে যে দেখে কৃষ্ণমুখজ্যোতি।
চন্দ্র কোটি পরকাশ মন্দ মধু সুধা হাস
কি সখি কহিব নারীজাতি॥
নব চূতপল্লব ময়ূরচন্দ্রিকা নব
উতপল কমলে রচিত।
আজানু কুসুম মালে মাঝে মাঝে শোভা করে
পরিধান বিচিত্র ভূষিত॥
বলদেব দামোদর দিব্য গন্ধে মনোহর
শোভে ব্রজ বালকের মাঝে।
ভুবন মোহন লীলা খেলে নৃত্য গীত খেলা
রাম কৃষ্ণ নটবর রাজে॥
ওহে সখি হের-বল বেণু কোন তপ কৈল
সব গোপী করিয়া নৈরাশে।
হরিমুখ সুধানিধি পান করে নিরবধি
ধন্য বেণু জন্ম যেবা বংশে॥

প্রফুল্ল কমলযুতা সব নদী পুলকিতা
জনমিল ভকতভনয় ।
নিবসে আমার বনে (১) পুত্র বেণু এই মনে
মুক্তি দিব এ কোন্ সংশয় ।
মধুরূপ অশ্রুধারে সকল বৃক্ষের করে
পুত্রপ্রেম হৈল তরুগণে ।
জনমিল এই কুলে আমরা তরিব হেলে
এ সব অদ্ভুত বৃন্দাবনে ॥
যেন কোন ধন্য কুলে বৈষ্ণব জনম নিলে
আনন্দে বাঢ়য়ে বৃক্ষগণে ।
অচেতন ধর্ম্ম যার জীবধর্ম্ম হয়ে তায়
কি কহিব বৃন্দাবন-গুণে ॥
শুন সখি সাবহিতা শ্রীবৃন্দাবনের কথা
বিস্তারিল বিশ্বকীর্ত্তি তার ।
ধ্বজ-বজ্র-সুলক্ষিত মুকুন্দ পদ-ভূষিত
ঐ বা বনেরি অবতার ॥ (২)
গভীর বংশীর গানে ঘন বুদ্ধি শিখিগণে
উল্লাসিতে করয়ে নাচনে ।
ভক্ত ভক্তকে মেলি দেখে সেই নৃত্যকেলি
সখ্যভাব হৈল জনে জনে ॥
ধন্য ঐ মৃগীগণ দেখে শ্রীনন্দনন্দন
চিত্রবেশ মধুর মুরতি ।
বংশীর মধুর ধ্বনি নিচল হইল শুনি
প্রেমভাবে বাঢ়ল পীরিতি ॥
মধুর মুরলীরব শুনি দেববধূ সব
মন্দগতি রহে শূন্যপথে ।
অখিল লাবণ্যধাম গুণশীলে অভিরাম
দেখিয়া মুরছি পড়ে রথে ॥
যবে কৃষ্ণ বেণু বায় সব ধেনু রহি চায়
শ্রুতিযুগপট ধরে তুলি ।
মুদিত নয়ন করি হৃদয়ে চিন্তয়ে হরি
দশনে কবল ঘাস ধরি ॥
বৎস করে ক্ষীর পান যবে শুনে বেণুগান
ক্ষীর কবল মুখে ধরি ।
শ্রুতিযুগ উত্ত করি অমনি ধেয়ায় হরি
প্রেমরসে আপনা পাসরি ॥

শুন সখি হেন দেখি বৃন্দাবনে যত পাখী
ও সব সাক্ষাৎ মুনিগণে ।
রুচির বিরল ডালে চড়িয়া গো পালে পালে
চাহিয়া মুরলীনাদ শুনে ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম যুক্ত নানা মত বেদপথ
তেজিয়া সকল একেবারে ।
নিরমল ভক্তিপথে রহে মুনি যেন মতে
সে ধর্ম্ম দেখিনু পক্ষিবরে ॥
মধুর মুরলিধ্বনি সব নদীগণে শুনি
কামভরে গমনমন্থরা ।
অচল তরঙ্গ ভুজে মুকুন্দ পদ-পঙ্কজে
ধরিল কমল উপহারা ॥
বলভদ্র সহ হরি গোপশিশু সঙ্গে করি
বৃন্দাবনে চরায়ে গোধন ।
দেখিয়া রবির জালে মেঘ আসি ছত্র ধরে
দেবে করে পুষ্প বরিষণ ॥
ও সব শবর নারী কোন্ পুণ্য তপ করি
চরণকুঙ্কুম পাইল বনে ।
গোপী-কুচযুগ-গত গোবিন্দ চরণে রত
নিজ কুচে করে আলেপনে ॥
শুন হের গোপনারী ধন্য গোবর্দ্ধন গিরি
উহাঁ লেখি ভকতপ্রধান ;
চরণ-রেণু-পরশে পুলকে সর্ব্বাঙ্গ ভাসে
হরিপদচিহ্ন নিজ নাম ।
কন্দ মূল তৃণ জল বিবিধ কুসুম ফল
বহুবিধ দিয়া উপহারে ।
ধেনু সঙ্গে শিশুগণ রাম সঙ্গে নারায়ণ
আরাধিল বহু পরকারে ॥
যতেক বালক মেলি রাম সঙ্গে বনমালী
গোধন চালায় যদি বনে ।
চরের স্থাবর ধর্ম্ম স্থাবরের চর-ধর্ম্ম
হেন চিত্র দেখিল নয়নে ॥
এইরূপে বাল্যকেলি কৈলা যত বনমালী
শ্রীবৃন্দাবিপিনে কুতূহলে ।
গোকুল নগর নারী সভে হঞা এক মেলি
বর্ণিতে থাকয়ে নিরন্তরে ॥
প্রেম-রভস-রসে আনন্দ-মানস-রসে
কৃষ্ণময়ী ভেল ব্রজরামা ।
এ সব চরিত্র-লীলা কৈলা দেবকীর বালা
ভাগবত-আচার্য্য-রচনা ॥

(১) পাঠান্তর,—"আমার নিবাসে জন্ম।"
(২) পাঠান্তর,—
"যাতে প্রভু করেন বিহার।"

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

বরাড়ী রাগ।

অগ্রহায়ণ মাস হৈল প্রথম হেমন্ত।
ব্রজবধূ সব কৈল ব্রত অনুবন্ধ॥
দুর্গার্চ্চন নাম ব্রত হবিষ্য ভোজন।
কালিন্দীর জলে করে প্রভাতে মজ্জন॥
বালুকায় কৈল দেবী প্রতিমা নির্ম্মাণ।
গন্ধমাল্য ধূপ দীপ বিবিধ বিধান॥
প্রবাল তণ্ডুল ফল নানা উপহারে।
প্রতিদিন প্রাতঃকালে দুর্গা পূজা করে॥
উঠিয়া রজনীশেষে আভীর-কুমারী।
সভেই সভারে ডাকে নাম ধরি ধরি॥
বাহু বাহু ধরিয়া কুমারী এক মেলে।
কৃষ্ণের নির্ম্মল যশ গায় উচ্চস্বরে॥
আনন্দে চলিয়া যায় যমুনার তীরে।
বিধিবোধ পরশ করয়ে তীর্থনীর॥
কালিন্দীর তীরে থুয়্যা বস্ত্র পরিধান।
বিবসনা হয়্যা জলে করে তীর্থস্নান॥
দুর্গা দেবী পূজা করে পূরব বিধানে।
বহুবিধ স্তুতি করি করয়ে প্রণামে॥
কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দ গোপসুত পতি হোক বনমালী॥
পূজিল চণ্ডিকা দেবী দুর্গা মহামায়া।
নন্দসুত পতি দেহ কর দেবি দয়া॥
জনমে জনমে হোক নন্দসুত পতি।
এই বর মাগিয়া পূজিলা ভগবতী॥
এই মত ব্রত পূর্ণ হৈল এক মাসে।
অখিলহৃদয়বাসী জানিলা বিশেষে॥
মহাযোগেশ্বর হরি ভকতবৎসল।
যার যে হৃদয় প্রভু জানেন্ত সকল॥
আমারে পাইতে কৈল দুর্গা আরাধনে।
আমি সে পূরিব আশা যার যেন মনে॥
গোপীর সংকল্প সিদ্ধি করিব কারণে।
গোপবালকের সাথে চলে নারায়ণে॥
অনুগত শিশু সব নিজ গুণ গায়।
অখিল লাবণ্যধাম মধ্যে যদুরায়॥
যমুনার তীরে গেল যথা ব্রজাঙ্গনা।
সংকল্প করিয়া করে দেবী আরাধনা॥
পরিধান-বস্ত্র যত তীরেতে আছিল।
তাহা হরি লঞা কৃষ্ণ কদম্বে চড়িল॥
হাসে গোপশিশু কৃষ্ণ বলে উপহাস।
এথা আসি লহ তোরা যার যেই বাস॥
মিথ্যা নাহি বসি আমি কহি সত্যবাণী।
দেখিঞাছি এথা রহি তোরা তপস্বিনী॥
তোমা সভায় মিথ্যা বাণী না হয় উচিত।
আমিহ না বহি মিথ্যা বালকে বিদিত॥
কবহু না কহি আমি অসত্য বচনে।
পুছিয়া দেখহ সভে এই শিশুগণে॥
তমু যদি চিত্তে সবে প্রতীত না হও।
একে একে আসি নিজ বস্ত্র লয়্যা যাও॥
পরিহাস-বচন শুনিঞা ব্রজাঙ্গনা।
আনন্দে মজিল গোপী পাসরে আপনা॥
লাজে পড়ি গোপীগণ হেঁট মাথা কৈল।
সভেই সভাকে চাহি হাসিতে লাগিল॥
উঠিয়া না গেল কেহ কৃষ্ণের নিকটে।
শীতে কাঁপে সব গোপী পড়িয়া সঙ্কটে॥
কৃষ্ণের বচনে সভার হরিয়াছে মন।
আকণ্ঠ মজিয়া জলে কি বলে বচন॥
তোমাকে জানিঞে সভে নন্দের তনয়ে।
সর্ব্বলোকে মান্য তুমি করিছ অন্যায়ে॥
লাজে শীতে মরি আমি দেহত বসন।
হইব তোমার দাসী পালিব বচন॥
তমু যদি বস্ত্র তুমি না দিবে আমারে।
রাজারে জানাব পাছে দোষ দিবে কারে॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু দেব দামোদর।
কুমারীগণেরে তবে দিলেন উত্তর॥
তোরা হেন জান আমি করি পরিহাস।
এথা আসি লহ তোরা নিজ নিজ বাস॥
নহেবা না দিব বস্ত্র কহিলুঁ তোমারে।
ক্রুদ্ধ হৈলে তোদের রাজা কি করিতে পারে॥
জানিয়া কুমারীগণ বচন নিশ্চয়।
কৃষ্ণের নিকটে যাইতে করিল আশয়॥
দুই হস্তে ঝাঁপি যোনি জলে হৈতে উঠে।
লাজে শীতে কাঁপে গোপী হাঁটে বা না হাঁটে॥
শুদ্ধভাব গোপীর দেখিয়া বনমালী।
প্রসন্নহৃদয় হৈলা প্রভু নরহরি॥
সকল বসন কৃষ্ণ তুলি লৈল স্কন্ধে।
হাসিয়া বচন কিছু বলেন প্রবন্ধে॥

তপস্বিনী হৈয়া কৈলে দেব আরাধনা।
জলেতে মজিল কেন হয়্যা বিবসনা॥
গায়ের গরবে কৈলে এত অহঙ্কার॥
এ বড় বিষম দেখি দুরিত তোমার॥
এ সব পাপের যদি বাঞ্ছ প্রতিকার।
কর যুড়ি শিরে করি কর নমস্কার॥
এইমনে হইব সব দুরিত খণ্ডন।
তবে লয়্যা যাহ আসি যার যে বসন॥
কৃষ্ণের বচনে গোপীর হৃদয়ে প্রতীত।
বিবসনে ব্রতভঙ্গ এ হয় উচিত॥
ব্রতভঙ্গ হয়্যা থাকে যদি ওই দোষে।
কৃষ্ণে কলিলে প্রণাম পূর্ণ হৈব শেষে॥
সর্ব্ব-কর্ম্ম-ফলদাতা এই জগন্নাথ।
এই চিত্তে শিরেতে যুড়িল দুই হাত॥
সর্ব্ব-কলা-রস-শিরোমণি নারায়ণে।
জানিঞা প্রণাম কৈল অভয় চরণে॥
শুদ্ধভাব গোপীর দেখিয়া দয়াময়।
পেলিয়া বসন দিল সন্তোষ হৃদয়॥
নিজ নিজ বসন পরিয়া ব্রজনারী॥
দাণ্ডাইয়া রহিল কদম্ব তরু বেঢ়ি।
চলিতে না পারে যেন চিত্রের পুতলি।
ঈষৎ কটাক্ষে চাহে শ্রীমুখ নেহালি॥
তপ ব্রত পূজা কৈল এই সে কারণে।
মহানিধি পেয়্যা গোপী তেজিব কেমনে॥
গোপীর চিত্তের কথা জানিঞা সকল।
পুন আর প্রভু তাথে কি দিল উত্তর॥
আমা পাইবারে সত্তে কৈলে সঙ্কল্পনা।
হইব সফল তোমার দুর্গা আরাধনা॥
সর্ব্বভাবে শরণ যে লইলে আমাতে।
পুন অন্য কাম সঞার না উঠিবে চিত্তে॥
তিল যব ধান্য যদি ভাজিল অনলে।
পুন কি তাহার আর উপজে অঙ্কুরে॥
চল চল ব্রজরামা সিদ্ধ ভক্তি হৈল।
আসিব রজনী তাথে রহিহ আসিয়া॥
মোর সঙ্গে তুমি-সব করিহ রমণ।
যাহার উদ্দেশে কৈলে চণ্ডী আরাধন॥

সর্ব্ব মনোরথ সিদ্ধি পেয়্যা গোপীগণে।
পদযুগ চিন্তিএ চলিল নিজ স্থানে॥
তবে গোপশিশু সাথে দৈবকীনন্দন।
বৃন্দাবন ছাড়ি গেলা আর দূর বন॥
সুরভি চরায় সঙ্গে অগ্রজ বলাই।
তরুগণ দেখি কিছু বুলিছে কানাঞি॥
হে শ্রীদাম স্তোক কৃষ্ণ বিশাল ঋষভ।
হে অংশ অর্জ্জুন দেবপ্রস্থ বরূথপ॥
হে সুবল হে ওজ দেখ-দেখ ভাই।
অনেক জনমফলে বৃক্ষযোনি পাই॥
শীতল মারুত ছায়া পত্র ফল ফুল।
দেব দারু (১) পল্লব কলিকা কন্দ মূল।
পর তুষ্টি হেতু সব সম্পদ যাহার।
সকল জন্মের মাঝে বৃক্ষজন্ম সার॥
সুজন জনের এইরূপ ব্যবহার।
পর হেতু সকল তেজয়ে আপনার॥
প্রাণ ধন দেহ মনে করে পরহিত।
সুজন জনের হায় এই সে চরিত॥
এইরূপে প্রশংসিতে যত তরুগণ।
যমুনার তীরে গিয়া হৈলা উপসন্ন॥
সব ধেনুগণে করাইল জল পান।
পাছে গোপশিশু সঙ্গে কৃষ্ণ বলরাম॥
শীতল অমৃতজল সুখে কৈল পান।
তরুমূলে তথা প্রভু করেন বিশ্রাম॥
বালক মেলিয়া তথা গোধন চরায়।
ক্ষুধায়ে আকুল শিশু কৃষ্ণেরে জানায়॥
দ্বাবিংশ অধ্যায় কহি এ গুণ চরিত।
আর কৃষ্ণগুণ কহি শুন পরীক্ষিত॥
শুক-পরীক্ষিতে কথা দুহার সংবাদ।
সুখে লোক বুঝিতে রচিল গুণবাদ॥
শ্রীগদাধর জান ধীর শিরোমণি।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস বাণী॥

(১) পাঠান্তর,—"নবদল।"

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২২॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

তুড়ি রাগ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহু রাম হলধর।
ক্ষুধায় আকুল হৈল রাখাল সকল॥
হেন বুঝি কর যেন ক্ষুধা নাহি পাই।
কোন পরকারে ভক্ষ্য মিলে এই ঠাঞি॥
জানাইল বালকে শুনিঞা হৃষীকেশ।
যথা অন্ন পাবে তার কহিল উদ্দেশ॥
এইত কাননে বৈসে বৃদ্ধ দ্বিজগণ।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ মহাতপোধন॥
আঙ্গিরস নামে যজ্ঞ করে স্বর্গকামে।
তোরা যায়্যা মাগ অন্ন সেই বিপ্র স্থানে॥
অগ্রজ রামের নাম প্রথমে ধরিহ।
আমার বচন তাথে পশ্চাতে করিহ॥
তবে তারা দিবে অন্ন চলহ তুরিতে।
আজ্ঞা শিরে ধরি শিশু চলে সেই মতে॥
উঠিয়া দাণ্ডাল্য (১) শিশু সেই যজ্ঞ স্থানে।
ভূমিতে পড়িয়া কৈল দণ্ড পরণামে॥
কর যোড় করি বলে বিনয় বচনে।
শুনহ ব্রাহ্মণগণ কর অবধানে॥
গোপশিশু আমা সব হই কৃষ্ণদাস।
আজ্ঞা প্যায়্যা-আইলুঁ বিপ্র তোমার সংপাশ॥
অগ্রজ বলাই তাঁর সঙ্গে শিশুগণ।
নিকটে থাকিয়া প্রভু চরায় গোধন॥
গণ সহে শুয়্যাছেন বড় বুভুক্ষিত।
অন্ন দেহ বিপ্রগণ তার সমুচিত॥
যে যে বিপ্র হৈয়া থাকে যজ্ঞেতে দীক্ষিত।
তার অন্নে দোষ যদি বলিবে পণ্ডিত॥
শুন হে ভূদেবগণ তার সমাধান॥
ধর্ম্মশাস্ত্র কহি কিছু তোমা বিদ্যমান॥
পশু-সংস্থা নাম যজ্ঞ আর সৌত্রামণী।
তার অন্ন খাইলে পতিত হয় জানি॥
আর যজ্ঞে অন্ন খাইলে দোষ নাহি দেখি।
আমি কি কহিব বিপ্র তুমি তার সাক্ষী॥
কহিল এতেক যদি বিনয় বচনে।
শুনিঞাহো না শুনিল সব দ্বিজগণে॥
মনে দুঃখ পাঞা শিশু কি বোলে বচনে।
কে বলে ইহারা বৃদ্ধ কে বলে ব্রাহ্মণে॥
বড় বড় কর্ম্ম করে অল্প আশা ধরে।
জ্ঞান সাক্ষাৎ ছাড়ি মূঢ় পণ্ডিতাই করে॥
মন্ত্র তন্ত্র দেশ কাল যজ্ঞ হুতাশন।
দেব দ্বিজ যজ্ঞ যত সব নারায়ণ॥
কৃষ্ণ বিনে অন্য কিছু নাহি বিকল্পনা।
হেন কৃষ্ণ সাক্ষাতে না দেখে মূখ জনা॥
সাক্ষাৎ পরমব্রহ্মে মানুষ গেয়ানে।
অতি মূর্খ ব্রাহ্মণ জানিল অনুমানে॥
আসিয়া জানাল্য শিশু কৃষ্ণ বিদ্যমানে।
এ বোল শুনিঞা কৃষ্ণ হাসে মনে মনে
যাচকের এই গতি ভিক্ষা মাগি খায়।
ছলে কৃষ্ণ তত্ত্বজ্ঞান লোকেরে বুঝায়॥
চল যজ্ঞস্থানে গোপশিশু আরবার।
বলভদ্র সহ নাম ধরিহ আমার॥
পুণ্যবতী যজ্ঞপত্নী সতী পতিব্রতা।
শুনিলেই দিব অন্ন আমাতে ভকতা॥
পাঠাইলা গোপশিশু গেলা পত্নী স্থানে।
ভূমেতে পড়িয়া গিয়া করিল প্রণামে॥
কর জোড়ি শিরে ধরি বিনয় বচনে।
দূরে থাকি কহে যজ্ঞপত্নী বিদ্যমানে॥
গোপশিশু আমি-সব কৃষ্ণ-অনুচর।
আমা পাঠাইল কৃষ্ণ তোমার গোচর।
এইত নিকট বনে সঙ্গে হলধর॥
গোপ সহ সুরভি চরায় দামোদর॥
গণ সহে রাম কৃষ্ণ হয়্যাছে ক্ষুধিত।
অন্ন দেহ যজ্ঞপত্নী তার সমুচিত॥
কৃষ্ণ আগমন কথা শুনি সেইক্ষণে।
প্রাণ ছাড়ি ভূমেতে পড়িল সেই মনে॥
প্রেমরসে দ্বিজপত্নী আপনা পসারে।
কৃষ্ণকে দেখিব বলি উঠিল সত্বরে॥
দিব্য রত্ন রচিত ভোজনপাত্র ধরি।
বহু অন্ন চৌদিগে ব্যঞ্জন লৈল ভরি॥
আনন্দে পূরিয়া দ্বিজপত্নী চলি যায়।
পতি পুত্র বন্ধুগণে ধরিয়া রহায়॥
গোবিন্দ হরিল চিত্ত রাখে কার শক্তি।
তুরিতে চলিয়া গেল সব দ্বিজ সতী॥
খরবেগে নদী যদি চলে সিন্ধুমুখে।
হেন কার শক্তি আছে যে তাহারে রাখে॥

---

(১) পাঠান্তর,—"উপসন্ন হৈল।"

যেরূপ দেখিল কৃষ্ণ দ্বিজ পত্নীগণে।
কহিব তোমারে রাজা শুন সাবধানে॥
শীতল যমুনাকূলে অশোকের তলে।
ললিত লহরী বাত বহে পরিমলে॥
বহু সুখ বহু গন্ধ বিবিধ আনন্দ।
বহুবিধ কুসুম কমল মকরন্দ॥
নবদল পল্লব অশোক তরুবর।
কনক পরিধি পরে শ্যাম-কলেবর॥
ময়ূর চন্দ্রিকা নবধাতু বনমালা।
নবদল পল্লব ধরয়ে নন্দলালা॥
নটবর বেশ ধরে ত্রিভঙ্গ সুন্দর।
অনুগত শিশু স্কন্ধে দিয়া বামকর॥
অখিল লাবণ্য লীলা ধরে যদুরায়।
দক্ষিণ কোমল করে কমল ঢুলায়॥
ললিত চলিত উতপল শ্রুতিমূলে।
চঞ্চল অলকা চারু সুন্দর কপোলে॥
শ্রীমুখ-পঙ্কজে চারু মন্দ মৃদু হাস।
যেন ঘন মেঘে চন্দ্র-কোটী পরকাশ॥
এরূপ দেখিল দ্বিজসতী পতিব্রতা।
জনমে জনমে তারা মুকুন্দ-ভকতা॥
প্রথম শ্রবণে তাদে শ্রুতিযুগ পূরে।
দরশন-রসে দুই আঁখি রন্ধ্র ভরে॥
ধ্যান ভাবে কৈলা হরি হৃদয় কমলে।
ভাবে আলিঙ্গন দিল যুড়ি দুই করে॥
পতি পুত্র গৃহ ধন তেজিয়া সকলে।
যজ্ঞপত্নী শরণ লইল পদমূলে॥
অখিল-ভুবন-সাক্ষী প্রভু নারায়ণে।
বুঝিয়া হাসিয়া তারে কি বোলে বচনে।
আইস আইস নারীগণ কহত কল্যাণে।
দেখিবারে আইলে আমা দেখিলে নয়নে॥
ধন্য পুণ্য জন্ম যার থাকে আত্মরতি।
নিরবধি করে তারা আমারে ভকতি॥
ধন জন জন সুত দার যেবে অনুবন্ধে।
প্রিয় করি মানে তারা আত্মার সম্বন্ধে॥
যাবৎ আত্মার থাকে শরীরে সংযোগ।
তাবৎ মানিএ ধন সুত সুখভোগ॥
হেন সাক্ষাৎ আত্মা আমি নারায়ণ।
আমা ছাড়া কারে প্রীতি করে বুধজন॥
উচিতে আমারে তুমি করিলে ভকতি।
যাহ যাহ নিজগৃহে শীঘ্র দ্বিজসতী॥
বিপ্রজাতি স্বামী তোর ছিদ্র অনুসারে।
ছিদ্র পায়্যা তেজিতে বিলম্ব নাহি করে॥

যজ্ঞ করে দ্বিজগণ গৃহবাসী হয়্যা।
সেই যজ্ঞ সমাধিব তোমা সভা লয়্যা॥
এ বোল বুঝিয়া তুমি চল শীঘ্র ঘরে॥
তবে যজ্ঞপত্নীগণে কি বোলে উত্তরে॥
হেন কি নিষ্ঠুর বাণী বলিতে যুঝায়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি তুমি যদুরায়॥
জগতে বিদিত সত্য তোমার বচন।
প্রণত জনের তুমি করহ পালন॥
হেন অঙ্গীকার প্রভু হয়্যাছে তোমার॥
সর্ব্ব বেদশাস্ত্রে কহে এই সমাচার।
হেন সত্য বাক্য প্রভু করহ পালন।
যজ্ঞপত্নী মোরা লৈনুঁ চরণে শরণ॥
চরণে ঠেলিয়া তুমি পেলিবে তুলসী।
কেশে ধরি মোরা তাহা রাখিব শিরসি (১)॥
এই সে কারণে আইলুঁ বন্ধুগণ তেজি।
থাকিব এথাই মোরা পদযুগ ভজি॥
পতি সুত জনক জননী যদি তেজে।
ভাই বন্ধু বান্ধব আনের কিবা কাজে॥
তয়ুত অভয় পদে পশিনু তোমার।
অভয় চরণ বিনে গতি নাহি আর॥
বুঝিয়া করিবে আজ্ঞা তুমি সে প্রমাণ।
তোমার চরণ ছাড়ি গতি নাহি আন॥
এ সব বচন শুনি করুণাসাগর।
কৃপা করি দিলা তারে প্রবোধ উত্তর॥
কেহ ক্রোধ না করিব পতি সুতগণে।
বিশেষে করিব পূজা এ তিন ভুবনে॥
দেবে পূজা করিব আনের কিবা দায়।
আমার প্রসাদে সুখে থাক সংস্থায়॥
নিকটে থাকিলে নাহি বাঢ়ে অনুরাগ।
মনেতে ভাবিহ আমা পাইবে সংযোগ॥
প্রবোধ বচন পেয়্যা যজ্ঞপত্নীগণে।
পালটি আইল পুনু সেই যজ্ঞস্থানে॥
নিজ নারী দেখিয়া আনন্দ দ্বিজগণে।
যজ্ঞপত্নী লয়্যা কৈল যজ্ঞ সমাধানে॥
ধরিয়া রাখিল স্বামী এক দ্বিজ সতী।
ঘরের ভিতরে রৈল না পাইল সংহতি॥
হৃদয়ে চিন্তিয়া কৃষ্ণে দিল আলিঙ্গন।
ছাড়িল শরীর কর্ম্ম-নিবন্ধ-বন্ধন॥

---

১) পাঠান্তর,
কেশে ধরি আমি-সব রহিব শিরসি"

সর্ব্ব যজ্ঞপতি যজ্ঞভোক্তা নারায়ণ।
বালক সহিতে কৈল ওদন ভোজন॥
লীলাময় শরীর মাধব হৃষীকেশ।
নানারূপে সর্ব্বলোকে মোহে গোপবেশ॥
দ্বিজগণে দেখিল আপন পাপচয়।
মনে বিমরিষ হয়্যা ভাবিল বিস্ময়॥
নারীজাতী হৈয়া দেবদেব নারায়ণে।
সাধিল এরূপ ভক্তি নাহি অন্য জনে॥
আমি-সব হইয়ে ত কুলেতে প্রবীণ।
সর্ব্বশাস্ত্রে তত্ত্বজ্ঞতা তবু ভক্তিহীন॥
ধিক্ ধিক্ রহু তপ জ্ঞান ব্রত দানে।
ধিক্ ধিক্ রহু এই পামর জীবনে॥
নিশ্চয় কৃষ্ণের মায়া মোহে সর্ব্বজ্ঞানী।
নর গুরু হৈয়া আমি না জানি আপনি॥
সর্ব্বলোক-বিমোহিনী মায়া ভগবতী।
খণ্ডিবারে পারে তাহা কাহার শকতি॥
সর্ব্বলোক-নাথ লক্ষ্মীকান্ত যদুপতি।
সাধিল তাহাতে ভক্তি হয়্যা নারীজাতি॥
দ্বিজধর্ম্ম না ধরে না বৈসে গুরুকুলে।
তপ শৌচ জ্ঞান কর্ম্ম একহি না করে॥
সুদৃঢ় ভকতি বহু ধরে নারায়ণে।
আমিসব বঞ্চিত থাকিতে এত গুণে॥
মত্ত হৈয়া রহিলাম পুত্র দার পায়্যা।
গর্গ মুনি যে কহিলা তাহা পাসরিয়া॥
পূর্ণকাম জগন্নাথ নাহি তাঁর কামে।
তবে যে মাগিল অন্ন লোক-বিড়ম্বনে॥
সর্ব্বভাবে লক্ষ্মী যার ভজে পদমূলে।
হেন প্রভু অন্ন মাগে কে বুঝিতে পারে॥
মন্ত্র তন্ত্র ধর্ম্ম যজ্ঞ দেব দ্বিজময়।
হেন কৃষ্ণ সাক্ষাৎ মানুষরূপ হয়॥
যদুকুলে জন্ম হৈল এহ নাহি ভালে।
হেন মূর্খ আমি সব বিস্মরিল হেলে॥
পূর্ণব্রহ্ম জগন্নাথ কমলানিবাস।
যাহার মায়ায়ে ভ্রমি নানা গর্ভবাস॥
সে দেবচরণে আমি কৈলুঁ নমস্কার।
না জানিঞা দোষ কৈল ক্ষেম একবার॥
শীঘ্র গিয়া দেখি হরি হেন চিত্তে আছে।
কংসভয়ে তথা নাহি চলি গেলা পাছে॥
বিপিন-বিহার কৃষ্ণ চরিত্র রচন।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুর ভাষণ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৩॥

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

ললিত রাগ।

শুক মুনি বলে রাজা শুন সাবহিতে।
আর অদভুত কহি গোপাল-চরিতে॥
গোবর্দ্ধন নামে গিরি বৃন্দাবনে আছে।
নন্দ আদি যত গোপ গেল তার কাছে॥
নানা ভক্ষ্য পান নিল বিবিধ সম্ভার।
ইন্দ্র পূজা করিতে রচিল পরকার॥
হেনকালে গেলা কৃষ্ণ সঙ্গে বলরাম।
অনুগত গোপশিশু গায় গুণ নাম॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ড পতি দেখে নিজ জ্ঞানে।
জানি এঞাহো পুছে নন্দ আদি গোপগণে॥
কি ভয় গোকুলে কিবা হয়্যাছে সংশয়।
কি কারণে কর এত সম্ভার সঞ্চয়॥
কি ফল কি বিধি হয় কি কি বা উদ্দেশ।
কি দেবতা পূজ পিতা কহিবা বিশেষ॥
সাধুজনে গুপ্ত কথা গোপ্য নাহি করে।
যার বুদ্ধি নাহি হয় শত্রু মিত্র পরে॥
শুনিবারে যোগ্য যদি হই যোগ্য পাত্র।
কহিবে সকল কথা শুন মোর তাত॥
না জানিয়া জানিঞা মানুষে কর্ম্ম করে।
জানিঞা যে করে কর্ম্ম সিদ্ধি হয় তারে॥
না জানিঞা করে কর্ম্ম সম্পূর্ণ না হয়।
কেমনে বিচারে তুমি কর ব্রজরায়॥
নহেবা লৌকিক পারম্পর্য্য ক্রমাগতে।
সর্ব্বকাল করিছ করিবে এই মতে॥

এ বোল শুনিঞা নন্দ দিলেন উত্তর।
কহিয়া তোমারে বাপু বিশেষ সকল ॥
ইন্দ্র ত্রিভুবনে রাজা দেবের ঈশ্বর।
যত মেঘগণ তাঁর সব অনুচর ॥
মেঘ বরিষএ জল সর্ব্বলোকহিত।
এই সে কারণে ইন্দ্র লোকের পূজিত ॥
নানা দ্রব্য উপহার বিবিধ বিধানে।
নানা যজ্ঞ করি ইন্দ্র পূজে সর্ব্বজনে ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম এই তিন পুণ্যফল।
ইন্দ্র ফলদাতা তিন ফলের ঈশ্বর ॥
এই সে কারণে বাপু করি ইন্দ্রপূজা।
লোকের জীবন ওই ত্রিভুবনরাজা ॥
পারম্পর্য্যগত কুলধর্ম্ম এই আছে।
কাম-লোভে যে ছাড়ে নরক যায় পাছে ॥
এতেক শুনিঞা প্রভু দেব চূড়ামণি।
ইন্দ্রে বাঢ়াইতে কোপ বলে কোন বাণী ॥
কর্ম্ম লোক জনমে প্রমাণ ওই কর্ম্ম।
সুখ দুঃখ কুশল যতেক জীবধর্ম্ম ॥
যদি বল কর্ম্ম-প্রভু করে ফল দানে।
সেই আর প্রভু ভজে সেই আর জনে ॥
কর্ম্ম প্রভু ছাড়ি আর নাহি ফলদাতা।
হেন কর্ম্ম ছাড়ি কেন ইন্দ্র পূজ পিতা ॥
ইন্দ্রে কি করিব কর্ম্মে যে যে আছে যার।
সে পুন অন্যথা নেব এই সে বিচার ॥
স্বভাব-অধীন লোক স্বভাবেই নড়ে।
স্বভাবে বান্ধিয়া রাখে সব সুর নরে ॥
ছোট বড় তনু পায় স্বভাবের ফলে।
স্বভাবে ছাড়িয়া তনু নানা দিগে চলে ॥
শত্রু মিত্র গুরু ধর্ম্ম স্বভাবে মিলায়।
কর্ম্ম ছাড়ি আন কেন পূজ ব্রজরায় ॥
স্বধর্ম্ম তে জন্মা যেবা করে পরধর্ম্ম।
কুশল না হয় তার সভে পরিশ্রম।
নিজ পতি ছাড়িয়া অসতী নারীগণে।
উপপতি সেবে যেন নরক কারণে ॥
ব্রাহ্মণ কুলের ধর্ম্ম ব্রহ্ম-উপাসন।
ক্ষত্রিয়কুলের ধর্ম্ম পৃথিবীপালন ॥
বৈশ্য-কুলধর্ম্ম আছে বার্ত্তা হেন নামে।
শূদ্র জাতির এই ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ-সেবনে ॥
কৃষিকর্ম্ম বাণিজ্য আউর গোরক্ষণা।
জত্যবৃত্তি কহে আর এ চার যোজনা ॥
তার মধ্যে পশুবৃত্তি আমি গোপ জাতি।
তবে কেন পশু ছাড়ি পূজ সুরপতি ॥

সত্ত্ব রজ তম হেন আছে তিন গুণ।
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি হেন ভিন্ন ভিন্ন ॥
রজোগুণে বিবিধ বিশ্বের উৎপত্তি।
রজোগুণে রাখিব কি করে সুরপতি ॥
রজোগুণে আজ্ঞা দিলে মেঘে দিব জল।
তবে সর্ব্বলোক সুখী হৈব নিরন্তর ॥
গ্রামে নাহি বসি আমি নাহি পুর ঘর।
বনবাসী আমি বনে থাকি নিরন্তর।
পর্ব্বত নিকটে বসি ও হয়ে দেবতা।
সভে কর ওই পর্ব্বতের পূজা পিতা ॥
ইন্দ্র পূজিবারে যত হয়্যাছে রচনা।
তাই দিয়া কর বন-গিরি আরাধনা ॥
আজ্ঞা দেহ দ্বিজগণে করুন রন্ধন।
নানা পাক সুপক্কান্ন বিবিধ ওদন ॥
পিষ্টক মোদক হোক বহু গুড়পাক।
ঘৃতপক্ক বিবিধ ব্যঞ্জন বহু শাক ॥
কুণ্ড জ্বালি দ্বিজগণে করুন হবন।
এই মনে যজ্ঞ করি পূজিব ব্রাহ্মণ ॥
প্রচুর ভূষণ ধেনু কনক দক্ষিণা।
ব্রাহ্মণকে দিলে হৈব যজ্ঞ সমাপনা ॥
সর্ব্বলোকে দেহ অন্ন ভোজন ভূষণ।
চণ্ডাল পতিত আদি পূজ সর্ব্বজন ॥
নব ঘাস আনি দেহ গোধনের তরে।
পর্ব্বতে সাজিয়া দেহ সর্ব্ব উপহারে ॥
সর্ব্ব গোপ সুখী হয়্যা করুন ভোজন।
গন্ধ পুষ্প দিব্য বস্ত্র ধরিয়া ভূষণ ॥
দিব্য বেশ ভূষণ ধরিয়া সর্ব্বলোকে।
গোধন চালায়্যা কথো গোপ চলু আগে ॥
প্রদক্ষিণ করি বিপ্র পর্ব্বত বেঢ়িয়া।
কহিলু তোমারে পিতা তত্ত্ব বিচারিয়া।
বুঝিয়া করহ যজ্ঞ যে হয় সুগতি।
সর্ব্ব গোপগণে যদি থাকে অনুমতি ॥
মুনি বলে শুন রাজা বলিয়ে তোমারে।
শক্র-দর্প খণ্ডিলা এতেক পরকারে ॥
কালরূপী নারায়ণ সর্ব্ব মায়া জানে।
কার চিত্তে নহে ভ্রম তাঁহার বচনে ॥
নন্দ আদি যত গোপ শুনিঞা উত্তরে।
সাধু সাধু বলিয়া বাখানে দামোদরে ॥
ব্রাহ্মণ বরিয়া স্তুতি করিল বাচন।
আরম্ভ করিয়া যজ্ঞ কৈল সমাপন ॥
বিবিধ দক্ষিণা দান দিলা দ্বিজগণে।
ভূষণ ভোজন পান দিল সর্ব্বজনে ॥

উত্তম কোমল তৃণ গোধনে ভুঞ্জায়্যা।
আনন্দে গোয়ালা চলে গোধন চালায়্যা॥
বড় বড় শকট বলদ স্কন্ধে যুড়ি।
দিব্য বেশ ধরি গোপ শকটেতে চড়ি॥
প্রদক্ষিণ করে বিপ্র পর্ব্বত বেঢ়িয়া।
কৃষ্ণগুণ গায় গোপী শকটে চড়িয়া॥
নরনারী বাল বৃদ্ধ দিব্য বেশ ধরে।
আনন্দে পর্ব্বত বেঢ়ি প্রদক্ষিণ করে॥
কৃষ্ণের মঙ্গল যশ গায় উচ্চস্বরে।
উঠিল মঙ্গল ধ্বনি গগন উপরে॥
হেনকালে প্রভু কৃষ্ণ হৈল আর রূপ।
মূর্ত্তিমান হৈলা যেন প[র্ব্ব]ত-স্বরূপ॥
আমি এই পর্ব্বত সাক্ষাতে মূর্ত্তিমান।
ভুঞ্জিব সকল যজ্ঞ দেখ বিদ্যমান॥
এ বোল বুলিয়া যত যজ্ঞ উপহার।
ভুঞ্জিয়া রহিলা সই পর্ব্বত-মাঝার॥
গোপগণে প্রতীত করাল্যা পরকারে।
আপনে প্রণমি প্রভু [ক]েলা আপনারে॥
দেখিয়া সম্ভ্রম পাল্যা সকল গোয়ালে।
সাক্ষাৎ পর্ব্বত দেব জানি এতকালে॥
আমি-সব না জানিঞা করি অবজ্ঞানে।
এত উৎপাত দুঃখ পাইনুঁ তে-কারণে॥
আজি হৈতে পর্ব্বতে পূজিব সর্ব্বকালে।
দণ্ডবৎ হয়্যা গোপ পড়ে ভূমিতলে॥
পুনঃপুন প্রণাম করয়ে দৃঢ়মনে।
সে রূপ ছাড়িয়া রহে নন্দের নন্দনে॥
যজ্ঞ সাঙ্গ হৈল গোপ পূরিয়া হরষে।
রাম কৃষ্ণ সহিতে গোকুলে চলি আইসে॥
চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ে কহি এগুণ চরিত।
কৃষ্ণের নির্ম্মল যশে জগৎ পূরিত॥
ভাগবত-আচা[র্য্যে]র প্রবন্ধ রসময়।
সুখে যেন সর্ব্বলোক বুঝে অতিশয়॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশম স্কন্ধে
চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ॥২৪॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

বসন্ত রাগ।

যজ্ঞভঙ্গ শুনি কোপ কৈল দেবরাজ।
কে হয় গোয়ালা জাতি করে হেন কাজ॥ (১)
দেবাসুর বর্গেতে (২) আমার করে পূজা।
কে হয় মানুষ জাতি সুর লোকে রাজা॥
মানুষ গোয়াল জাতি করে অপমান।
ছাওয়াল কানাঞি তারে বড় হেন জ্ঞান॥
বাচাল বালিশ স্তব্ধ অজ্ঞ হেন জানি।
কৃষ্ণ নাম মানুষ পণ্ডিত বহুমানী॥
হেন কৃষ্ণ পেয়্যা হেলা করে এত বড়।
বনে বৈসে গোপজাতি বুদ্ধি কত বড়॥
অহঙ্কারে ক্রুদ্ধ ইন্দ্র গালি এত দিল।
ইন্দ্রমুখে সরস্বতী সেই স্তুতি কৈল॥
যাহা হনে সর্ব্বশাস্ত্র বেদ উৎপতি।
তে কারণে বাচাল বলিল সুরপতি॥
বালিশ বুলিল ইন্দ্র অই বাণী সার।
কোন কালে [প্র]ভু নাহি করে অহঙ্কার॥
তে-কারণে বালিশ বুলিল বনমালী।
স্তব্ধবুলি দিল ইন্দ্র আর এক গালি॥
আপনা চাহিতে ব[ড়] নাহি সর্ব্বলোকে।
তে-কারণে নম্র হয়্যা কোথাহ না থাকে॥
অজ্ঞ বুলি এক গালি দিল পুর[ন্দ]র।
অজ্ঞ পদ বাখানিব শুন নৃপবর॥
কৃষ্ণকে অধিক তত্ত্ব জ্ঞান নাহি আর।
তে কারণে অজ্ঞ বোলে এই নাম সার॥
বলিয়া পণ্ডিতমানী দিল এক গালি।
সমস্ত পণ্ডিত মা[নে] সেই সত্য বুলি॥
কৃষ্ণ নাম ধরি বলে চলে তিরস্কার।
কৃষ্ণ হেন নাম অই চারি বেদ সার॥
আনন্দ পরমব্রহ্ম কহি কৃষ্ণনামে।
মর্ত্ত্য বলি দিল গালি করিয়া বাখানে॥

(১) অন্য পুথির পাঠ,—
"গোপজাতি হঞা করে বড় কাজ"
(২) পাঠান্তর,—"গন্ধর্ব্বে"।

ভক্ত তরাইতে কৃষ্ণ নবরূপ ধরে।
ইন্দ্রমুখে সরস্বতী এই স্তুতি করে॥ (১)
সম্বর্ত্তক আদি যত আছে মেঘগণ।
আজ্ঞা দিয়া ইন্দ্র তার ছুটিল বন্ধন॥
আরে আরে স্থির মেঘ চল সাবধানে।
যজ্ঞভঙ্গ করিয়াছে যত গোপগণে॥
প্রলয় কালের যত ধারা বরিষণে।
ঝড় বাত বজ্রপাত প্রলয় গর্জ্জনে॥
গোধন সহিতে গোপ করহ সংহারে।
গোপ হেন শবদ যেন না থাকে সংসারে॥
ভয় হেন মনে যদি শুন মেঘগণ।
গজস্কন্ধে চড়ি আমি আসিব এখন॥
আজ্ঞা পেয়্যা জলধর চলে সেইক্ষণে।
গোকুল বিনাশ করে ধারা বরিষণে॥
যেন রূপ দিল আজ্ঞা ইন্দ্র সুরপতি।
সেই রূপে বরিষণে পূরায় জগতী॥
উচ্চ নিচু না দেখি পৃথিবী সমসর।
কেহ কাহো না দেখে না চিনে নিজ পর॥
বজ্রাঘাত ঝড়বাত ধারা বরিষণে।
অচেতন হৈল গোপ ঘন গরজনে॥
শ্রবণে না শুনে কেহ না দেখে নয়নে।
কে আছে কোথাতে কেহ কাহে নাহি জানে॥
বসনে ঝাঁপিয়া শিশু কোলে নিল তুলি।
শরণ পশিল কৃষ্ণে রাখ রাখ বুলি॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ দীনবন্ধু দুরিত ভঞ্জন।
তোমার সাক্ষাতে মরে নিজ পরিজন॥
কৃষ্ণ হৈতে বড় নাহি সংসার ভিতর॥
নম্র হঞা কোথাও না থাকে নারায়ণ॥
শুক বলে সুরপতি ইহার কারণ॥
অজ্ঞ বলি পুরন্দর দিল যেই গালি।

জ্ঞানাধিক নাহি আর বিনা বনমালী॥
কৃষ্ণ নাম বলিয়া বলিল সহস্রাক্ষ।
চতুর্ব্বেদে সর্ব্ব শাস্ত্রে কৃষ্ণ নাম মুখ্য॥
মর্ত্ত্য বলি দিল গালি দেব শচীপতি।
সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম অতুল শকতি॥
মানুষ পণ্ডিতমানী বলে পুরন্দর।
সমস্ত পণ্ডিত মধ্যে মাত্র গদাধর॥
ভকতের গতি কৃষ্ণ দেখিয়া ভারতী।
ইন্দ্রের সভাতে বসি মাগিল ভকতি॥
যজ্ঞভঙ্গ শুনিঞা কুপিল সুরপতি।
সে কারণে গোপকুলে এতেক দুর্গতি॥
গোকুল আকুল দেখি প্রভু দয়াময়।
কেমন যুগতি কৃষ্ণ ভাবিল হৃদয়॥
গোকুল রাখিব ইহা কত বড় কাজ।
হেন বুদ্ধি করি দর্প ছাড়ে দেবরাজ॥
ঈশ্বর বালতে সভে আমাতে ঘটনা।
আমি বিনে ঈশ্বর বলায় কোন জনা॥
অলপ সম্পত্য পেয়্যা অল্প অধিকার।
আপনে ঈশ্বর হেন করে অহঙ্কার॥
নষ্ট বুদ্ধি যে হয় দাম্পত্য অভিমানে।
তার দর্প ভঙ্গ আমি করিব আপনে॥
এই সে কারণে আমি কৈলুঁ অবতার।
অবশ্য করিব দুষ্ট সম্পদ সংহার॥
এতেক ভাবিয়া কৃষ্ণ কোন বুদ্ধি করে।
টান দিয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উফাড়ে॥
বাম হস্তে গোবর্দ্ধন ধরি নিল তুলি।
ভয় নাহি বলিয়া আশ্বাসে বনমালী॥
আসিয়া প্রবেশ কর পর্ব্বতের তলে।
দেখি ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়্যা কি করে গোকুলে॥
পর্ব্বত পাড়িব হেন ভয় জানি কর।
যার যত আছে লঞা প্রবেশ ভিতর॥
ধন জন গোধন যাহার যেই হয়।
তাহা লঞা প্রবেশহ না কর সংশয়॥
কৃষ্ণের অভয়বাণী শুনি গোপগণে।
ত্বরিতে প্রবেশ করি রহে যথাস্থানে॥
এত বড় সঙ্কট তরিয়া ভাগ্যবশে।
ধন জন গোধন সহিতে সুখে বৈসে॥
উর্দ্ধমুখে কৃষ্ণমুখ চাহে গোপগণে।
না ভোক না শোষ তারা বহে সেই মনে॥
সপ্তদিন এক হস্তে পর্ব্বত ধরিলা।
এক পদ হৈতে আর পদ না তুলিলা॥

---

(১) সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তকের পাঠ,—
"বাচাল বালিশ স্তব্ধ অজ্ঞ কৃষ্ণ মর্ত্ত্য।
মানুষ পণ্ডিতমানী কৃষ্ণ জ্ঞান যত।
এত বলি গালি কৃষ্ণে দিল শচীপতি।
ইন্দ্রের মুখেতে স্তুতি কৈল সরস্বতী।
কৃষ্ণ হৈতে সর্ব্ববেদ শাস্ত্রের উৎপত্তি।
সে-কারণে বাচাল বলিল সুরপতি।
বালিশ বলিল ইন্দ্র যাহার কারণ।
অহঙ্কার কখন না করে নারায়ণ।
যেই হেতু স্তব্ধ বলে দেব পুরন্দর।

যার একরূপে ধরে অশেষ জগতী।
সে প্রভু পর্ব্বত ধরে এ কোন্ শকতি॥
সপ্তদিন মেঘ বরিষয়ে নিরন্তর।
ঐরাবত গজে চড়ি চাহে পুরন্দর॥
কিছুই সম্ভ্রম নৈল গোকুল উপরে।
লজ্জা পেয়্যা ইন্দ্র মেঘ আপনে নিবারে॥
ভগ্নদর্প হৈল মেঘ ইন্দ্র অপমানে।
পালটিয়া মেঘ লয়্যা চলে নিজস্থানে॥
দেখিয়া গোপাল বলে শুন গোপগণে।
ধন ধেনু লয়্যা সভে চল নিজ স্থানে॥
চৌদিগে বিমল সূর্য্য উদিত গগনে।
সুখে চলি চল সভে গোকুল ভুবনে॥
এ বোল শুনিয়া গোপ হরষিত মনে।
ধন ধেনু লয়্যা গোপ চলে সেই ক্ষণে।
শকটে তুলিয়া নিল সকল সম্ভার।
আনন্দে গোকুলে চলে যতেক গোয়াল॥
অমিতবিক্রম প্রভু ধরে শিশু লীলা।
পূর্ব্ব স্থানে পর্ব্বত স্থাপিল নন্দবালা॥
এ তিন ভুবনে হৈল জয় জয় নাদ।
গোপগোপী মেলি সভে কৈল আশীর্ব্বাদ॥
যশোদা রোহিণী নন্দ দিল আলিঙ্গন।
শিরে হস্ত দিয়া কৈল শ্রীমুখ চুম্বন॥
দ্বিজগণে বেদ পঢ়ে শিরে দিয়া হাথ।
ধান্য দূর্ব্বা দিয়া মাথে কৈল আশীর্ব্বাদ॥
আকাশে বাজিল শঙ্খ দুন্দুভি বাজন।
সুরগণে করে স্তুতি পুষ্প বরিষণ॥
বিদ্যাধরী গায় গীত অপ্সরা নাচন।
সিদ্ধ সাধ্য মুনিগণে করয়ে স্তবন॥
গোপগোপী মেলিয়া চৌদিগে গুণ গায়।
গোকুল প্রবেশ কৈলা প্রভু যদুরায়॥
লীলায় পর্ব্বত প্রভু ধরিলা কৌতুকে।
গোবর্দ্ধনধর নাম হৈল সর্ব্বলোকে॥
পঞ্চবিংশে কহি এই গোপালচরিত।
আর কথা শুন রাজা হয়্যা সাবহিত॥
গোবর্দ্ধন-ধারণ চরিত পুণ্য কথা।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গাথা॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৫॥

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

সাম রাগ।

এইরূপে অদভুত কৈল কত কর্ম্ম।
তা দেখিয়া গোপকুলে লাগিল সম্ভ্রম॥
গোপগণ মেলি গেলা নন্দ ঘোষ স্থানে।
কহিতে লাগিলা কথা নন্দ বিদ্যমানে॥
শুন শুন ব্রজপতি নন্দ ঘোষ রায়।
তোমার পুত্রের রীত বুঝনে না যায়॥
সপ্ত বৎসরের শিশু কিবা শক্তি তারে।
সপ্তদিন গোবর্দ্ধন এক হস্তে ধরে॥
শিশু হয়্যা পর্ব্বত লীলায়ে হস্তে তোলে।
যেন মদমত্ত গজ কমলের ফুলে॥
মহা বলবতী নারী পূতনা রাক্ষসী॥
স্তন পিতে তার প্রাণ হরিল গরাসি॥
তিন মাসের শিশু আছিল যখনে।
শকটের তলে থুয়্যা করাল্যা শয়নে॥
স্তন খাইবার তরে যুড়িল ক্রন্দন।
উভ করি তুলি ধরে দুখানি চরণ॥
ঠেলায়ে শকট ভাঙ্গি হৈল সাত খান।
শিশু হেন কর্ম্ম করে কর অনুমান।
এক বৎসরের শিশু আছিল যখনে।
চক্রবাত নামে দৈত্য তুলিল গগনে॥
গলা চাপি ধরি মারে তথাই অসুরে।
শিলাতে পড়িয়া দৈত্য হৈল শতচূরে॥
ঘরে পশি ক্ষীর ননী চুরি করি খায়।
উদূখলে বান্ধি তারে যশোদা রহায়॥
ওখলি টানিঞা গেল বৃক্ষের নিয়ড়ে।
যমল অর্জ্জুনে হেন দুই বৃক্ষ পাড়ে॥
অঘ বক দুই দৈত্য পর্ব্বত আকার।
তাহাকে মারিয়া রাখে শিশু চমৎকার॥

বৎসরূপী আর এক দৈত্য গোটা মারে।
কালীনাগ মারিল নদীর বিষ নীরে॥
উড়ি যাইতে পাখী যার মরে বিষজালে।
হেন নাগ দমিল বিষম নদীজলে॥
কালীনাগ দমিয়া সবংশে কৈল দূর।
সেই যমুনার জল হৈল সুমধুর॥
আর এক মহাদৈত্য আইল ঘোরতর।
বলভদ্রে লয়্যা গেল আকাশ উপর॥
তথায় মারিল দৈত্যে মুষ্টির প্রহারে।
শিশু হয়্যা হেন অদভুত কর্ম্ম করে॥
বৎস শিশু রাখে বনে পিয়া হুতাশন।
এ দুই শিশুর মহাপুরুষ লক্ষণ॥
এ বড় অদ্ভুত নরকুলেতে জনম।
কহ কহ নন্দঘোষ না বুঝি কারণ॥
সর্ব্বলোকে অনুরাগ বাঢ়ে অনুক্ষণে।
এ দুই বালক বৈ আন নাহি জানে॥
বুঝিতে না পারি নন্দ এ কোন শকতি।
মনে শঙ্কা লাগে নন্দ কহিবে যুগতি॥
গোপগণের বচন শুনিঞা নন্দ ঘোষ।
কহিতে লাগিলা পেয়্যা হৃদয়ে সন্তোষ॥
গর্গ মুনি যে কহিল শুন গোপগণ।
মনে জানি শঙ্কা কর শুনিয়া বচন॥
সত্যযুগে ধরে পুত্র শুক্ল কলেবর।
ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ ধরে মনোহর॥
কলিযুগে পীতবর্ণ হবে কলেবরে।
কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে এখনে দ্বাপরে॥
বসুদেব নামে ছিল এক মহাজন।
একবার তার ঘরে লয়্যাছে জনম॥
তে কারণে বাসুদেব নাম লোকে করে।
গুণ কর্ম্ম অনুরূপে নানা নাম ধরে॥
গোপকুলে আনন্দ বাঢ়াইব নিরমল।
সর্ব্বলোক সুখী হৈব তরাব সকল॥
অরাজক হয়্যাছিল জগৎ যখনে।
দুষ্ট লোক পীড়া দিল সব সাধুজনে॥
এই কৃষ্ণ সাধুলোকে বাঢ়াল্য শকতি।
দুষ্ট লোক খণ্ডিয়া শাসিলা বসুমতী॥
এই কৃষ্ণে প্রেম যার হৈব ভাগ্যবশে।
খণ্ডিব সংসারবন্ধ ত্বরিত বিশেষে॥
এই কৃষ্ণে জানিহ সাক্ষাৎ নারায়ণে।
গর্গমুনি বলিলেন এ সব বচনে॥
কহিলুঁ তোমারে গোপ শঙ্কা জানি কর।
গর্গমুনি যে কহিল সত্য করি ধর॥
নন্দের বচন শুনি সন্তোষ হৃদয়।
আনন্দিত হৈল লোক খণ্ডিল সংশয়॥
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস-ভাষা।
কৃষ্ণগুণ শুন লোক কৃষ্ণে ধর আশা॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৬

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

শ্রীরাগ।

শুক মুনি বলে রাজা শুন সাবধানে।
গোবর্দ্ধন গিরি যদি ধরিল নারায়ণে॥
ভগ্নদর্প হয়্যা ইন্দ্র আইল তৎক্ষণে।
সুরভি আইলা আর সুর মুনিগণে॥
দণ্ডবৎ হয়্যা ইন্দ্র পড়ে ভূমিতলে।
কিরীট পরশ করে চরণযুগলে॥
নমিত কন্ধর শিরে যুড়ি দুই কর।
গদগদ হয়্যা স্তুতি করে পুরন্দর॥
শুদ্ধসত্ত্ব কলেবর তুমি শান্ত রূপ।
রজ তমোগুণ হীন পরম স্বরূপ॥
গুণ অনুবন্ধে করে সর্ব্ব মায়াময়।
তার সহে তোমার সম্বন্ধ নাহি হয়॥
লোভ ক্রোধ আদি যত দেহ অনুবন্ধে।
অজ্ঞান জনার হয় তাহার সম্বন্ধে॥
গুণময় দেহে নাহি তোমার সংযোগ।
কেমনে বলিব আছে ক্রোধ মোহ লোভ॥

তমু দণ্ড কর তুমি সুজন পণ্ডিত।
দুষ্ট নিবারিতে হয় এই সমুচিত॥
দুষ্ট নিবারিয়া ধর্ম্ম করহ পালন।
অবতার কর তুমি এই সে কারণ॥
তুমি পিতা হিতকারী জগৎ ঈশ্বর।
তে-কারণে দণ্ড করি বুঝাহ সকল॥
জগতের হিত-হেতু দণ্ড সমুচিত।
জানিঞা সে কর তুমি জ্ঞানে সুপণ্ডিত॥
জগদীশ হেন যার হয় অভিমান।
তার সমুচিত দণ্ড কর অপমান॥
আমা হেন বুদ্ধিহীন থাকে যে যে জনা।
করএ তাহার দণ্ড কুমতিখণ্ডনা॥
খলেরে নিগ্রহ তুমি কর এই মতে।
তবে দর্প ছাড়ি রহে নিজ ধর্ম্মপথে॥
সুরপতি হেন মোর হৈল অহঙ্কার।
সম্পদতিমিরে হৈল দুর্ম্মতি সঞ্চার॥
তে কারণে তোমা প্রভু পাসরিলু হেলে।
আর হেন মতি যেন নহে কোন কালে॥
না জানিঞা কৈলু দোষ ক্ষম একবার।
কৃপা কর হেন বুদ্ধি নহে যেন আর॥
দুষ্ট মারি হরিব পৃথিবী গুরুভার॥
এই সে কারণে প্রভু জনম তোমার॥
প্রণত জনের তুমি করিবে পালন।
অধর্ম্ম খণ্ডিয়া ধর্ম্ম করিবে স্থাপন॥
কৃষ্ণ বাসুদেব নারায়ণ ভগবান।
সর্ব্বময় সর্ব্ববীজ সর্ব্বভূত প্রাণ॥
শুদ্ধ জ্ঞান শুদ্ধমূর্ত্তি শুদ্ধ কলেবর।
এত বলি প্রণাম করয়ে পুরন্দর॥
কোপে আমি কৈলু এত ধারা বরিষণ।
গোকুল করিব নাশ হেন মতিচ্ছন্ন॥
সেই মোর অনুগ্রহ হৈল হেন বুঝি।
ভগ্নদর্প হয়্যা এবে প্রভু তোমা ভজি।
পিতা মাতা হিতকারী জগৎঈশ্বর।
জানিঞা শরণ এবে নিল পুরন্দর॥
এত স্তুতি কৈল যদি ইন্দ্র সুরপতি।
তবে কৃষ্ণ বলে মেঘ গম্ভীর ভারতী॥
শুন ইন্দ্র আমি তোর যজ্ঞ ভঙ্গ কৈল।
আমার প্রসাদে সেই অনুগ্রহ হৈল॥
ইন্দ্রপদ পেয়্যা তুমি মত্ত হয়্যাছিলে।
দর্প ভগ্ন হৈলে তুমি আমাকে জানিলে॥
সম্পদতিমিরে তুমি না চিন আমারে।
দণ্ড করি আমি তবে করিএ উদ্ধারে॥
যারে অনুগ্রহ আমি করিব নিশ্চয়।
সম্পদ খাণ্ডলে তার সত্ত্ব বুদ্ধি হয়॥
চল ইন্দ্র থাক লঞা নিজ অধিকার।
আর কোন কালে জানি কর অহঙ্কার॥
সুরভি আসিয়া তবে করে দণ্ড নুতি।
পুষ্প বরিষণ করে বহুগুণ স্তুতি॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগী জগৎজীবন।
তুমি পতি আমি-সব নিজ পরিজন॥
তুমি ইন্দ্র তুমি প্রভু পরম দেবতা।
তুমি বন্ধু তুমি গুরু তুমি মাতা পিতা॥
কহিলা যে ব্রহ্মা তুমি কর অবতার।
ইন্দ্রপদে অভিষেক করিব তোমার॥
ব্রহ্মার আদেশ পেয়্যা আইল মুনিগণ।
আজ্ঞা দেহ অভিষেক করিব এখন॥
এতেক বলিয়া তবে গোলোক জননী।
নিজ ক্ষীরে অভিষেক করে চক্রপাণি॥
আকাশগঙ্গার জল আনি পুরন্দর।
গজশুণ্ডে অভিষেক করে নিরন্তর॥
সুর-ঋষিগণ নানা তীর্থ জল আনি।
অভিষেক উৎসব করয়ে চক্রপাণি॥
দেবমাতৃগণ আসি অভিষেক করে।
আনন্দ মঙ্গলে তবে তিন লোক পূরে॥
সুর মুনি করাইল অভিষেক স্নান।
সর্ব্ব লোক ধরিল গোবিন্দ হেন নাম॥
তুম্বুরু নারদ সুর সিদ্ধ বিদ্যাধর।
গন্ধর্ব্ব চারণ মুনি বিবিধ কিন্নর॥
নাচন বাজন গীত পুষ্প বরিষণ।
বিবিধ মঙ্গল স্তুতি করে সর্ব্বজন॥
আনন্দিত সর্ব্বলোক হৈল ত্রিভুবনে।
ক্ষীর রসে পূর্ণ হৈল সব ধেনুগণে॥
নদীগণ বহে নানা রসময় জলে।
বৃক্ষগণে মধুধারা স্রবে নিরন্তরে॥
নানা শস্যে পূর্ণ হৈল ধরণীমণ্ডল।
উজ্জ্বল বিবিধ মণি পর্ব্বত শিখর॥
দুষ্ট লোকে দুষ্ট বুদ্ধি ছাড়িল তখনে।
হৃষ্টপুষ্ট সুখীভোগী হৈল সর্ব্বজনে॥

কৃষ্ণ অভিষেকে যত হৈল মহোদয়।
কহিতে না পারি রাজা শুন মহাশয়॥
করিয়া গোবিন্দ অভিষেক সুরপতি।
আজ্ঞা পেয়্যা চলি গেলা সকল সংহতি॥
ভাগবত-আচার্য্য-রচিত রসময়।
শুনিলে সকল খণ্ডে দুরতি সঞ্চয়॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৭॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

সিন্ধুড়া রাগ।

শুক মুনি বলে শুন রাজা পরীক্ষিৎ।
আর অদ্ভুত কহি কৃষ্ণের চরিত॥
নন্দঘোষ মহাবুদ্ধি একাদশী দিনে।
নিরাহার উপবাস কৈলা শুদ্ধমনে॥
অল্পক্ষণ দ্বাদশী পারণা দিবসে।
তে-কারণে নন্দ ঘোষ উঠি রাত্রিশেষে॥
স্নান করিবারে গেলা যমুনার জলে।
অসুরে হরিয়া নন্দ নিল হেনকালে॥
আসুরী বেলায় নন্দ করে নিত্যকর্ম্ম।
অসুরে হরিয়া নিল দেখিয়া বিধর্ম্ম॥
বর্ব্বর অসুরে ধর্ম্মশাস্ত্র নাহি জানে।
অল্পক্ষণ দ্বাদশী পারণা তে-কারণে॥
নন্দঘোষ স্নান করে রাত্রি অবসানে।
নিত্যকর্ম্ম করে হেন অসুরে না জানে॥
বরুণ নিকটে নন্দে লইল হরিয়া।
ব্যাকুল হইলা গোপ নন্দে না দেখিয়া॥
কান্দিয়া গোয়ালাগণ কৃষ্ণকে জানায়।
অসুরে হরিয়া নন্দে নিল যদুরায়॥
অসুরে হরিল পিতা শুনি নারায়ণে।
বরুণের পুরী হরি গেলা সেই ক্ষণে॥
সাগরের জল মধ্যে বরুণের পুরী।
আঁখির নিমিষে তথা গেলেন শ্রীহরি॥
শুনিয়া বরুণরাজ আইলা যদুনাথ।
চরণকমলে পড়ে হয়্যা দণ্ডবৎ॥
দিব্য রত্ন মণি দিয়া পূজিল চরণ।
ত্রৈলোক্যের তুল্য মূল্য দিল বহু ধন॥
বিবিধ উৎসব কৈল বিবিধ মঙ্গলে।
আনন্দে বরুণরাজা বিনয়ে কি বলে॥
সকল শরীর মোর জীবন সফলে।
সর্ব্ব মনোরথ সিদ্ধি হৈল এতকালে॥
যার পদযুগ ভজি গর্ভবাস তরি।
দেখিলাম হেন প্রভু সাক্ষাতে মুরারি॥
তোমার চরণে মোর বহু নমস্কার।
যার নামে তরে লোক এ ঘোর সংসার॥
আমার কিঙ্কর মুর্খ নাহি কর্ম্ম বোধে।
আনিল আমার পিতা ক্ষেম অপরাধে॥
হের নন্দঘোষ পিতা লেহ বিদ্যমানে।
অপরাধ ক্ষম প্রভু জানাল্য চরণে॥
এইরূপ সাধিল বরুণ লোকপাল।
পিতা লৈয়া গোপকুলে আইল তৎকাল॥ (১)
দেখিয়া আনন্দ হৈল গোকুল নগরে।
পরম বিস্মিত নন্দ বলেন সভারে॥
বরুণের দেখিলুঁ সম্পদ মহোদয়।
ত্রিভুবনে কে আছে তাহার বড় হয়॥
দিব্য রত্ন রচিত বিচিত্র পুরীখান।
যাথে প্রবেশিল খণ্ডে মানুষ গেয়ান॥ (২)
আর যত দেখিলুঁ রতন মহাধন।
সে সব আমার মুখে না যায় কহন॥
দিব্য মণি রত্ন দিয়া পূজিল গোপাল।
কত কত স্তুতি ভক্তি কৈল নমস্কার॥

---

(১) পাঠান্তর,—
"বরুণের স্থানে হৈতে নন্দেরে লইয়া।
গোকুল নগরে কৃষ্ণ উত্তরিল গিয়া।"

(২) পাঠান্তর,—
"মণিরত্নে খচিত বিচিত্র পুরীখান।
দরশন মাত্রে হয় বৈকুণ্ঠ গেয়ান।"

কহিতে না পারি আমি শুন গোপগণ।
মোর কৃষ্ণ জানিলুঁ সাক্ষাৎ নারায়ণ॥
এ বোল শুনিঞা গোপ হরষিত মনে।
জগদীশ হেন কৃষ্ণে জানিল গেয়ানে॥
হেলায় তরিব ঘোর সংসার-সাগর।
নিস্তার কারণ এই ত্রৈলোক্য-ঈশ্বর॥
গোপগণে যদি কিছু হৈল তত্ত্বজ্ঞান।
তা দেখিয়া কৃপা কৈলা পুরুষ পুরাণ॥
নানা গর্ভবাসে লোক ভ্রমে কর্ম্মপথে।
কখনে কি গতি হয় না বুঝে সাক্ষাতে॥
নিজ নিজ গোপগণ সুহৃদ আমার।
মহদ্গতি দিব আমি করিয়া উদ্ধার॥
এবোল বুলিয়া প্রভু যোগযোগেশ্বর।
ব্রহ্মহ্রদে নিল সব গোকুল নগর॥
নিত্য ব্রহ্ম সনাতন সত্ত্ব জ্যোতির্ম্ময়।
ব্রহ্মা আদি যোগী যাহা ধ্যানযোগে লয়॥
হেন ব্রহ্মহ্রদে নিল সব গোপপুরী।
আনন্দে পূরাল্য প্রভু গোকুলনগরী॥
পুনঃ ব্রহ্মহ্রদে হৈতে আনিল তুলিয়া।
নিঃশব্দে রহিল গোপ বিস্ময় ভাবিয়া॥
নন্দ বিমোচন ব্রহ্মহ্রদ-দরশন।
ভাগবত আচার্য্যের সরস বচন॥
অষ্টাবিংশে কহি এই কৃষ্ণগুণ সার।
সাবধানে শুন রাজা যে কহিব আর॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৮॥

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

বিনোদবালকৈঃ সার্দ্ধমখণ্ডিতসুখো হরিঃ
ক্রীড়াচক্রে ব্রজস্ত্রীভিস্তন্মনোরথসিদ্ধয়ে।
কামদর্পবিঘাতার্থং পূর্ণকামঃ স্বয়ম্প্রভুঃ।
লোকানুকরণেনৈব ভগবাংস্তত্ত্বমাদিশৎ।

বরাড়ী

গোপিকার সঙ্গে কৃষ্ণ করিব রমণ।
মনে হেন কৈলা যদি প্রভু নারায়ণ॥
শরৎ-যামিনী চারু চৌদিগে বিমল।
প্রফুল্ল মালতী জাতি (১) যূথিকা সুন্দর॥
বহু গুণ বহু সুখ হৈল বৃন্দাবনে।
অখণ্ড পূর্ণিমা শশী উদিত গগনে॥
চিরদিন যেন নারী পতিদরশনে।
সর্ব্ব দুঃখ শোক হরে আনন্দিত মনে॥
কমল-বদন তুল্য পূর্ণ শশধর।
তা দেখিয়া আনন্দিত ভাবে গদাধর॥
ঝলমলিবৃন্দাবন চন্দ্রের কিরণে।
বনে রবি গোপীনাথ দিলা বংশীগানে॥
যোগমায়া প্রকাশিলা মুরলীর ধ্বনি।
ভুলাইল সভার মন দেব শিরোমণি॥
শুনিয়া বাঁশীর শব্দ ব্যাকুলিত-চিতা।
মুরছি পড়ল গোপী মদন উদিতা॥
গোবিন্দ হরল চিত্ত নাহি অবধানে।
চৌদিগে বেঢ়িয়া গোপী চলে বৃন্দাবনে॥
এক পথে চলে কেহ কাহে নাহি জানে।
চঞ্চল কুণ্ডলযুগ তুরিত গমনে॥
দোহনে আছিল গোপী তেজিল দোহনে।
দধি মন্থে ব্রজনারী তেজে সেইক্ষণে॥
গোরস উথলি পড়ে তেজে সেই মনে।
গুরুজন তেজিল ওদন পরিষণে॥
কেহ কেহ অন্ন দিয়া দিছিল ব্যঞ্জন।
না দিল ব্যঞ্জন সে তেজিল পরিষণ॥
স্তন পিয়াতেই শিশু ভূমিতে ফেলিয়া।
ভোজন করিতে অন্ন চলিল তেজিয়া॥
পতি সেবা করিতে আছিল ব্রজনারী।
আকুলে চলিল গোপী পতিসেবা ছাড়ি॥
কেহ করিতে আছিল কেশ সংস্কারণ।
কেহ করিতে আছিল অঙ্গবিভূষণ॥

---

(১) পাঠান্তর,—"মল্লী।"

বংশীধ্বনি শুনি গোপী সকল ভেজিল।
বৃন্দাবন অভিমুখে তুরিতে চলিল॥
নেত্রের অঞ্জন নিজ চরণে লেপিয়া।
পায়ের আলতা নেল যুগলে অর্পিয়া।
এক আঁখি অঞ্জন কুণ্ডল এক কাণে।
পরিয়ে চলিল গোপী শুনি বেণুগানে॥
পরণে কুণ্ডল হার নূপুর রসনা।
শিরে পরে ব্রজনারী পাসরে আপনা॥
উদ্ধ বস্ত্র অধে পরে উদ্ধে অধোবাস।
কে বা কি করিব মনে না হয় প্রকাশ॥
মুগধি গোপীর মনে কিছুই না ভায়;
কৃষ্ণ অভিমুখে সব গোপী চলি যায়॥
কৃষ্ণপ্রেম এই সে সহজ রীতি রসে।
ধর্ম্ম অর্থ কাম তিন ছাড়য়ে বিশেষে॥
কুলধর্ম্ম নিজ সুখ আর ধন জনে।
প্রেম সে এসব ছাড়িল গোপীগণে॥
পতি পিতা বন্ধুগণে ধরিয়া রহায়।
রাখিতে না পারে গোপী শীঘ্র চলি যায়॥
কটিবন্ধে কপাট বান্ধিল বন্ধুগণে।
নিজঘরে কথো গোপী রাখিল যতনে॥
তারা সব ধ্যানে কৃষ্ণ ভাবিল হৃদয়ে।
মুক্তিপদ পাইল দেহ ছুটি গুণময়॥
জার ভাবে কৈল গোপী গোবিন্দ ধেয়ানে।
তবু মুক্তিপদ পাইল বিনি তত্ত্বজ্ঞানে॥
বস্তুর শকতি বুদ্ধি অপেক্ষা না করে।
অজ্ঞানে অমৃত খেয়্যা কে নহে অমরে॥
যদি বা বলিবে কর্ম্মবন্ধ নাহি যায়।
মুকতি লভিল গোপী কেমন উপায়॥
কহিব অদ্ভুত কথা (১) শুন সাবহিত।
গোপীগণের কর্ম্মভোগ খণ্ডিল যেমতে॥
প্রলয় আনিল তুল্য বিরহসন্তাপে।
দুঃখ ভোগ টুটিল জনম-কোটি পাপে॥
ধ্যানযোগে পাইল গোপী গোবিন্দ সংযোগ।
সেই সুখে হেল সর্ব্ব পুণ্য কর্ম্মভোগ॥
পাপ পুণ্য কর্ম্মবন্ধ টুটে সেইক্ষণে।
হেন মতে মুকতি লভিল গোপীগণে॥
প্রবোধ না পাইল রাজা পণ্ডিত সুজনে।
মুনিকে পুছিলা কিছু বিনয় বিধানে (২)
শুন শুক মুনি যদি করিয়ে বিচার।
পতি পুত্র ব্রহ্ম ছাড়ি বস্তু নহে আর॥

ব্রহ্মভাবে পতি পুত্র কেহ নাহি সেবে।
এই সে কারণে কেহ মুকতি না লভে॥
ব্রহ্মভাবে গোপী না ভজিল গদাধর।
কি প্রকারে মুক্তি পাইল কহত উত্তর॥
জার ভাবে কেবল ভেটিল (১) ব্রজনারী।
কেমনে মুকতি পাইল কর্ম্মবন্ধ ছাড়ি॥
তবে শুক মুনি দিল রাজারে উত্তর।
না কর সংশয় কথা শুন নৃপবর॥
সর্ব্বলোকে ব্রহ্ম বৈসে কেবল গোপতে।
এই কৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম জানিহ সাক্ষাতে॥
গোপাল ভজনে জ্ঞান অপেক্ষা না ধরে।
যেন তেন মতে ভজি কর্ম্মবন্ধ ছাড়ে।
পূর্ব্বে কহিলুঁ রাজা তাহা বিস্মরিলে।
অরিভাবে মুক্তিপদ পাইল শিশুপালে॥
গোপনারী সাক্ষাৎ কৃষ্ণের প্রিয়তমা।
তাহাতে করিছ রাজা বিস্ময় ঘটনা॥
করুণাসাগর দীনবন্ধু হিতকারী।
সে লোক উদ্ধারিলা ব্যক্ত রূপ ধরি॥
নির্লেপ নির্গুণ ক্ষয়-প্রমাণ-রহিত।
লোক-প্রতিকার-হেতু সাক্ষাতে বিদিত॥
কাম ক্রোধ ভয় প্রেম সম্বন্ধ ভকতি।
এ সব ভাবনা কেলে কৃষ্ণময় গতি॥
মহাযোগযোগেশ্বর প্রভু দয়াময়।
কোন বুদ্ধি রাজা তোমার করিছ বিস্ময়॥
তরু লতা তৃণ গুল্ম পাইল নিস্তার।
গোপীর কারণে কেনে বিস্ময় তোমার॥
তবে রাসকেলি রাজা কহিব এখনে।
দৃঢ়মতি হয়্যা রাজা শুন সাবধানে॥
চৌদিগে বেঢ়িয়া গোপী নিকটে দাণ্ডায়।
হাসিয়া কি বলে বাণী প্রভু যদুরায়॥
আইস আইস গোপী কহ কুশল কল্যাণ।
কি করিব আমি তোমার কহ বিদ্যমান॥
গোপকুলে কি হয় সঙ্কট উতপাতে।
তে-কারণে আইলে কি আমার সাক্ষাতে॥
আগমন-কারণ কহিবে ব্রজনারি।
বনেতে প্রবেশ কৈলে কি ভরসা করি॥
ভর-নিশি এরাতি বিপিন ঘোরতর।
এই বনে নানা জন্তু বৈসে নিরন্তর॥
কোন আশে আইলে গোপী কৈলে এত কাজ।
জনম অবধি থুইলে গুরুকুলে লাজ॥

(১) "রাজা"। (২) "চনে"।

(১) পাঠান্তর,—"ভজিল"।

পতি পুত্র বন্ধুগণ তোমা না দেখিয়া।
অন্বেষণ করি বুলে ব্যাকুল হইয়া॥
কুলবতী নারী হৈয়া কর হেন কাজ।
দুই কুল ভরি গোপী থুইলে বড় লাজ॥
যদি বল দেখিতে আইলাঙ বৃন্দাবন।
চাহিয়া নেহার গোপী কুসুমকানন॥
শরৎ-যামিনী চন্দ্র ঝলমল জ্যোতি।
যমুনা-লহরী বাত বহে মন্দগতি॥
মধুর সৌরভ বহু বিহগ-সুনাদ।
এ বনে উপজে গোপী কাম উনমাদ॥
যাবত হৃদয়ে নাহি মনমথ উঠে।
তাবত প্রমাদ নাহি চলি যাহ ঝাটে॥
বিলম্ব না কর গোপী নিজ ঘরে চল।
নারীকুলে এই ধর্ম্ম পতিসেবা কর॥
স্তন্যপ ছাওয়াল বৎস রহিল বন্ধনে।
ছাওয়ালকে দেহ স্তন কর গোদোহনে॥
যদিবা বলিবে আইলু তোমা-দরশনে।
দেখিলে আমারে যাহ গোকুল ভুবনে॥
এ পুন সহজ হয় সর্ব্বলোক রীত।
আমা দেখিবারে লোক বাঢ়ায় পীরিতি॥
আমারে দেখিলে গোপী এ বড় সুন্দর।
সুখে যাহ সুন্দরি চলিয়া নিজ ঘর॥
নারীকুলে মুখ্য ধর্ম্ম পতি সুসেবন।
পতিবন্ধু পালন পোষণ পরিজন॥
রোগযুক্ত দরিদ্র দুর্গন্ত জড়মতি।
তবু পতি না ছাড়িব নারী কুলবতী॥
তেজিতে পাতকী পতি সবে অধিকার।
পতিসেবা ছাড়ি নারীকুলে নাহি আর॥
নিজপতি ছাড়ি অন্যে যে করে সেবন।
কুলে অপযশ তার নরকে গমন॥
প্রবেশ নিগম কালে হয় দুঃখ ভয়।
নরক ছাড়িয়া তার স্বর্গে বাস হয়॥
যদি বা বলিবে ভক্তি করিব তোমাতে।
নিকটে থাকিলে ভক্তি নহিব সাক্ষাতে॥
শ্রবণ কীর্ত্তন ধ্যান করিহ সদায়।
অচলা ভকতি হৈব এই সে উপায়॥
সন্তোষ করিয়া চিত্তে চলি যাহ ঘর।
ঘরে থাকি ভকতি করিহ নিরন্তর॥
কৃষ্ণের নিষ্ঠুর বাণী শুনি ব্রজরামা।
বিষাদে মোহিতা গোপী হৈল হতকামা॥
ত্যাগভয়ে শোক শ্বাসে শুখাইল অধর।
হেটমাথে পদনখে লেখে ক্ষিতিতল॥
নয়নে গলয়ে জল তনু বেয়্যা পড়ে।
কাজল মলিন কুচকুঙ্কুম পাখালে॥
নিশবদে রহে গোপী পেয়্যা দুঃখভার।
এক পদ হৈতে পদ না তুলিল আর॥
বহুক্ষণ ব্রজনারী রহে সেই মনে।
বিমরিষ হয়্যা দিল চিত্ত সমাধানে॥
রোদন তেজিয়া জল পুঁছিল নয়নে।
কোপে গদগদ বাণী বলে গোপীগণে॥
কে বলে দয়াল কৃষ্ণ ভকতবৎসল।
কে বলে জীবননাথ করুণাসাগর॥
সর্ব্বকাম তেজে গোপী যাহার কারণে।
সে হেন নিষ্ঠুর বাণী বলিল কেমনে।
শুন শুন প্রাণনাথ প্রভু যদুরায়॥
হেন কি নিষ্ঠুর বাণী বলিতে জুয়ায়।
এই ঠাকুরালী কৃষ্ণ তোমার বুঝিল॥
ব্রজনারী সর্ব্বধর্ম্ম তেজিয়া ভজিল॥
পদযুগ সেবা সভে এই আশা ধরে।
তাহাকে তেজিব তুমি কেমন প্রকারে॥
না ছাড় না ছাড় কানু ধরিলুঁ চরণে।
পদযুগসেবা সবে মাগে গোপীগণে॥
ধর্ম্মশাস্ত্র জান তুমি উত্তম পণ্ডিত।
নানাধর্ম্ম বেদশাস্ত্র তোমাতে বিদিত॥
তে কারণে কৈলে নারীধর্ম্ম উপদেশ।
পতিবন্ধু সুত সেবা কহিলে বিশেষ॥
ওই পরম ধরম সত্য নারীকুলে।
সব সমর্পিলু তোমার চরণ কমলে॥
তুমি সে পরম পতি বন্ধু হিতকারী।
সর্ব্বধর্ম্ম তোমাতে স্থাপিল ব্রজনারী॥
পতি সুত বন্ধু সেবা করি জনে জনে।
সে সকল ধর্ম্ম তোমার কমল চরণে॥
অজ্ঞবুদ্ধি নারী আমি না বুঝি বিচার।
হেন যদি বল তত্ত্ব কহিব তাহার॥
বড় বড় উত্তম যতেক মহাজনে।
সর্ব্বধর্ম্ম তেজি ভজে তোমারি চরণে॥
আমি সব দেখিনুঁ ওই সে সুপ্রমাণ।
তে কারণে সর্ব্বধর্ম্ম কৈলু সমাধান॥
পতি সুত-ভবনে কেবল দুঃখ সার।
অরাতিভঞ্জন শ্যাম চরণ তোমার॥
সুসদয় হও প্রভু না ছাড়িহ আর।
গোপীগণ আশা ধরি আছএ তোমার॥
গৃহধর্ম্ম নারীধর্ম্ম কৈলে উপদেশ।
কহিব তাহার কথা শুনহ বিশেষ॥

গৃহধর্ম্ম কেমতে করিব ব্রজনারী।
তুমি সে-হরিলে চিত্ত ধরিতে না পারি॥
করে কর্ম্ম না করে না চলে দুই পাও।
কেমতে বা চলিব ধরিতে নারি গাও॥
কোথা বা চলিব কিবা করিব উপায়।
সকল হরিয়া তুমি নিলে যদুরায়॥
মন্দ হাস মন্দ গীত মধুর বচনে।
হৃদয়ে জ্বলয়ে কানু কাম-হুতাশনে॥
অধর অমিঞা-রসে কর্হ সেচন।
মদন অনলে দাহ না রহে জীবন॥
হের যদি না দেহ অধর মধু দানে।
বিরহ-আনলে গোপী তেজিব পরাণে॥
ধ্যান করি পদযুগ চিন্তিব তোমার।
জনমে-জনমে প্রভু গতি নাহি আর॥
কমলাসেবিত সুরবন্দিত চরণ।
বিপিন অ-নে আমি দেখিলু যখন॥
গৃহে স্থির হৈতে নারি সে-দিন অবধি।
সঙ্কটে পড়িলু আমি করিব কি বুদ্ধি॥
চরণপঙ্কজরসে কত না মাধুরী।
হৃদে রহি লক্ষ্মী যাহা বাঞ্ছে স্তুতি করি॥
ব্রহ্মা আদি সুর যারে সেবয়ে যতনে।
হেন লক্ষ্মী পদধূলি বাঞ্ছয়ে আপনে॥
আমি-সব কেমতে তেজিব তার আশ।
না জানি চরণে কত মাধুরী প্রকাশ॥
দুরিতভঞ্জন কানু করহ প্রসাদ।
নহে বা তেজিলে পাছে ফলিব প্রমাদ॥
দাসী হয়্যা থাকিব সেবিয়া পদ তুয়া।
দাস্যভাব দেহ প্রভু না ছাড়িহ দয়া॥
চঞ্চল অলকাযুত শ্রীমুখমণ্ডল।
অরুণ-অধর পার্শ্বে কুণ্ডল উজ্জ্বল॥ (১)
অমৃত মধুর ভাষা মন্দ মৃদু হাস।
ভুজদণ্ড যুগল অভয় পরকাশ॥

কমলানিবাস বক্ষ দেখিল সুন্দর।
তে-কারণে দাসী হয়্যা রহি নিরন্তর॥

মধুর বংশীর গান শুনিঞা শ্রবণে।
তোমার সুন্দর রূপ দেখিয়া নয়নে॥

কোন্ কুলবতী নারী নহিব মোহিতা।
ধর্ম্মপথ না ছাড়িব হয়্যা সাবহিতা॥

তিন লোকে আছে এত বড় কোন নারী
নিজধর্ম্ম না ছাড়িয়া আছে ধৈর্য্য ধরি॥
তরু মৃগ বিহগ এসব পুলকিত।
কোন্ চিত্র নরলোক হয় যে মোহিত॥
বেকতে জানিল তুমি পুরুষ পুরাণ।
গোপকুলে অবতার দেখি বিদ্যমান॥
ব্রজজনার আরতি হারবে নারায়ণ।
গোপকুলে জনমিল এই সে কারণ॥
আমি সব ব্রজনারী গোকুলবাসিনী।
তবে কেন উদ্ধার না কর যদুমণি॥
মদন-দহন তাপে দহে পয়োধর।
প্রাণরক্ষা কর ইথে দিয়া নিজকর॥
নহে বা না জীব গোপী মদন-অনলে।
পাছে জানি নারী-বধ-পরমাদ ফলে॥
হেন যদি বল গোপী করে অহঙ্কার।
তবু দাসী ছাড়ি গোপী কভু নহে আর॥
এ-বোল বুঝিয়া কৃষ্ণ কুচে দেহ হাথ।
তবে প্রাণে জীয়ে গোপী শুন প্রাণনাথ॥
গোপীগণের শুনিয়া করুণ কাকুবাণী।
হাসিয়া সদয় হেলা প্রভু যদুমণি॥
মহাযোগযোগেশ্বর নিজ যোগবলে।
সর্ব্ব ব্রজরমণী রাহিল এককালে॥
আপনেহি সহজে আনন্দ আত্মারাম।
রমিয়া পুরায় কৃষ্ণ গোপীগণকাম॥

রমণীসমাঝে কৃষ্ণ শোভে সুশোভিত।
মদালস-বিলোচন-উদারচরিত॥

তারাগণ মাঝে যেন পূর্ণ শশধর।
অভিমুখী ব্রজনারী-মাঝে যদুবর॥

জগতপাবন যশ গোপীগণ গায়।
মধুর মুরলী কানু আনন্দে বাজায়॥

বৈজয়ন্তী মালা দোলে আজানুলম্বিত।
যুবতীসমাঝে কৃষ্ণ দেখিতে শোভিত॥

যমুনাপুলিনবন কুসুম-সুগন্ধ।
শীতল বালুকাযুত পবন সুমন্দ॥

প্রবেশ করিলা সেই পুলিন কাননে।
অপরূপ রাসরস রচিল পুলিনে॥

বিশাল মৃণাল ভুজদণ্ড আলিঙ্গন।
করে ধরি দৃঢ় নীবিবন্ধ-বিমোচন॥

বহুবিধ পরিহাস বিবিধ ভাষণ।
বদনে চুম্বন দান কুচ-পরশন॥

---

(১) পাঠান্তর,—
"কুণ্ডল উজ্জ্বল জ্যোতি—অরুণ অধর।"

বিবিধ খেলন মন্দ-মধু সুধাহাস।
মদনে মদন পীড়া হইল প্রকাশ॥
সর্ব্বকলা-রস শিরোমণি নারায়ণ।
নানা রসে রসিয়া রসাইল গোপীগণ॥
তবে গোপীগণে এই কৈল অহঙ্কার।
আমা বই পুণ্যবতী নারী নাহি আর॥
আমাতে অধিক ধন্য নাহি ত্রিভুবনে।
আমি সব সাক্ষাতে ভজিল নারায়ণে॥
দেখিয়া গোপাল বলে এত বড় দর্প।
আমা পেয়্যা গোপীগণ করে এত গর্ব্ব॥
এখনে খণ্ডিব আমি গর্ব্ব অভিমান।
এ বোল বলিয়া কৃষ্ণ হৈলা অন্তর্দ্ধান॥
ভাগবত-আচার্য্য-রচিত রাসকেলি।
শুনিলে ত্বরিত হরে বুঝহ বিচারি॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৯॥

ত্রিংশ অধ্যায়।

কামোদ রাগ।

শুকমুনি বলে রাজা কর অবধান।
অন্তর্দ্ধান করি হরি গেলা বিদ্যমান॥
কৃষ্ণ না দেখিয়া গোপী মূরুছিয়া পড়ে।
মজিল রমণীগণ এ শোক-সাগরে॥
নিজপতি হারাইলে যেন মৃগীগণ।
তরাসে পড়িয়া তারা হয় অচেতন॥
যেনরূপ হৈল হরি বিহার বিলাস।
যেন গতি যেন লীলা যেন মন্দহাস॥
সেই সেই রচিত করয়ে ব্রজনারী।
এই অবলম্বনে রহিল চিত্ত ধরি॥
কৃষ্ণরূপ আপনে ভাবিল ব্রজরামা।
সেই লীলা করে গোপী পাসরে আপনা
সর্ব্বগোপী মেলিয়া গোপালগুণ গায়।
বনে বনে ব্রজনারী চাহিয়া বেড়ায়॥
উনমত্ত হয়্যা গোপী পুছে তরুগণে।
তোরা কি দেখিলে যাইতে শ্রীনন্দনন্দনে॥
কহ কহ তরুগণ দেখিলে কিরূপে।
না দেখিলে ব্রজনারী না জীব স্বরূপে॥
শুনহ অশ্বত্থ বট কহ সাবধানে।
মন হরি' নন্দসুত গেলা এই বনে॥
ওহে কুরুবক নাগ পুন্নাগ অশোকে।
ওহে চম্পক কেশর পুছি তোমাদিকে॥
তোমরা দেখিলে কৃষ্ণে কহ দেখি তত্ত্বে।
বলরামের কনিষ্ঠ সহজে উনমত্তে॥
নারীদর্প হরে তার এই সে বড়াই।
সহজেই শিশুবুদ্ধি চঞ্চল কানাই॥
উত্তর না পাইলা গোপী এ সভার স্থানে।
তবে আর বার পুছে তুলস্যাদিগণে॥
কহ তুলসি কল্যাণি গোবিন্দ-প্রেয়সি।
তোমার প্রিয় আইলা তোমায় দিতে সুখরাশি॥
কহ মাধবি মালতি মল্লি জাতি যূথি (১)।
এ পথে কি গেলা কৃষ্ণ করিয়া পীরিতি॥
শুন হে কদম্ব চূত পনস পিয়াল।
আসন অর্জ্জুন বিল্ব জম্বু কোবিদার॥
যমুনার তীরে তুমি সব তীর্থবাসী।
দুঃখিনী গোপিনী সব মোরা পাপীয়সী॥
ধন্য তীর্থবাসী জন করে পরহিত।
কহ কৃষ্ণ-উপদেশ—স্থির কর চিত্ত॥
কহ হে ধরণি তুমি কোন তপ কৈলে।
গোবিন্দ-চরণ চিহ্ন শরীরে ধরিলে॥
পুলকিত হৈল তরু-লতা-রোমাবলী।
কহিতে না পারি কেলে কি তপস্যাবলী (২)॥
কৃষ্ণোদ্দেশ কহি মোদের রাখহ পরাণ॥
দয়াক্ষমাশীল নাহি তোমার সমান॥
কহ হে হরিণীগণ পুছে ব্রজনারী।
সখীসঙ্গে যাইতে কি দেখিলে মুরারি॥
সফল হইল তুয়া নয়ন চঞ্চল॥

---

(১) পাঠান্তর,—
"শুন হে মালতি মল্লি কহ জাতি যূথি।"
(২) পাঠান্তর—
"কোন তপ কৈলে, তুমি কহিতে না পারি।"

পশু কুলে জন্ম তোমার হইল সফল ॥
প্রিয়া-কুচ-কুস্কুম-রঞ্জিত কুন্দমালে।
হের দেখ বহে তার গন্ধ-পরিমলে ॥
স্বরূপে দেখিলে তোরা সে নন্দনন্দন।
কহ উপদেশ কথা শুন মৃগীগণ ॥
উত্তর না পেয়ে মৃগীস্থানে গোপীগণ।
তারে বিরহিণী মানি করিলা গমন ॥
অগ্রে দেখে পাদপ-সকল পুষ্পভরে।
নম্রমাথে আছে শাখা মধুধার ক্ষরে ॥
কৃষ্ণে প্রণমিল বৃক্ষ মনে অনুমানি।
কৃষ্ণের উদ্দেশ পুছে সকল গোপিনী ॥
কহ দেখি তরুগণ পুছি এ তোমারে।
তোমরা দেখিলে যাইতে নন্দের কুমারে ॥
ফল-ফুলে নম্র হৈয়া কৈলে পরণাম।
সাধু সাধু বলি হরি কৈল কি বাখান।
কৃষ্ণদরশন-চিহ্ন দেখিল বিদিতে।
বলিকা ভাঙ্গিয়া কৃষ্ণ গেলা এই-ভিতে ॥
গোপীস্কন্ধে বামবাহু দিয়া কাম-রঙ্গে ॥
দক্ষিণে কমল ধরি ফিরায় শ্রীঅঙ্গে ॥
কুসুম-তুলসীমাল আপাদলম্বিত।
তাহার আমোদে মত্ত মধুপ্রচুম্বিত ॥
অভাগিনী গোপনারী করয়ে জিজ্ঞাসা।
স্বরূপে কহিবে তুমি কৃষ্ণ-উরদেশা ॥
এইমতে তরু লতায় পুছিয়া বেড়ায়।
সর্ব্ব-বৃন্দাবনে চাহি উদ্দেশ না পায় ॥
ধরিতে না পারে চিত্ত না রহে জীবন।
উপায় করিয়া প্রাণ রাখে কতোক্ষণ ॥
যত-যত কর্ম্ম কৃষ্ণ কৈলা অবতারে।
গোপীগণ সেই-সেই-লীলা-রূপ ধরে ॥
এক গোপী বলে আমি রাক্ষসী পুতনা।
আর গোপী কৃষ্ণরূপ ভাবিল আপনা ॥
পুতনাভাবিনী-স্তন পিয়ে কৃষ্ণমতি।
কহিতে না পারি দুই-ভাবনা-শকতি ॥
এক গোপী বলে আমি শকটস্বরূপা।
চরণে ক্ষেপিল তারে আর কৃষ্ণ-রূপা ॥
এক গোপী হৈল তৃণাবর্ত্ত-চক্রবাত।
আর গোপী বলে আমি গোপাল সাক্ষাৎ ॥
দৈত্যরূপা গোপী হরে গোপাল-রূপিণী।
সে ভাব দুহার দুই কহিতে না জানি ॥
বৎস-দৈত্য-রূপ ভাব ধরে এক রামা।
আর গোপী কৃষ্ণভাব চিন্তিল আপনা ॥

দৈত্যরূপা গোপী বধে গোপাল-ভাবিনী।
আর এক গোপী হৈল গোবিন্দ-রূপিণী ॥
পায়ে ঠেলি করে কালী-দমন-বিহার।
কহে দুষ্ট নিবারিতে মোর অবতার ॥
এতেক বলিয়া কালীনাগ-মাথে চড়ে।
আর এক গোপী বক-দৈত্য-রূপ ধরে ॥
বকাসুর যেমতে বধিল যদুমণি।
বক-রূপা গোপী বধে গোপাল-রূপিণী ॥
বলরাম-রূপ ধরে কথো ব্রজরামা।
কথো গোপী কৃষ্ণ-রূপ চিন্তিল আপনা ॥
ব স-রূপ ধরে কত আভারযুবতী।
কত গোপী ধরে ব্রজবালক মূরতি ॥
রামকৃষ্ণ রূপিণী রমণী বেণু বায়।
শিশু-রূপ গোপীগণ কৃষ্ণগুণ গায় ॥
আর গোপী কৃষ্ণরূপ ধরিয়া আপনে।
বসন উড়ায়্যা হস্তে ধরিল যতনে ॥
গোবর্দ্ধন গিরি আমি তুলিয়া ধরিল।
নাহি ঝড় বরিষণ সব দূরে গেল ॥
যশোদারূপিণী হৈল আর রূপবতী।
কুসুম-মালায় বান্ধে গোপাল-মূরতি ॥
দধি দুগ্ধ খেয়্যা ভাণ্ড ফেলিলে ভাঙ্গিয়া।
এখনো শকতি বুঝোঁ পেলিমু বান্ধিয়া ॥
এইরূপে গোপাল-চরিত্র রূপ ধরি।
বনে-বনে গোপীনাথ চাহে ব্রজনারী ॥
এইমতে বনে-বনে গেল কথোদূরে।
গোবিন্দ-চরণচিহ্ন দেখে পৃথ্বীপরে ॥
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ মান ঘোণী উর্দ্ধরেখ।
শতপত্র যব আদি লক্ষণ অনেক।
আনন্দে পূরিয়া গোপী চকিত নয়নে।
সভে মেলি কৃষ্ণপদ করয়ে সন্ধানে ॥
এই মনে বনে-বনে কথোদূর গেলে।
এক-সখী-পদচিহ্ন দেখে ক্ষিতিতলে ॥
দেখ-দেখ প্রাণসখি কোন দুচারিণী।
কৃষ্ণ লয়্যা দূরবনে আইল একাকিনী ॥
এই উনমতি কৈল এত পরমাদ।
এ ঘোর গহন বনে আনে প্রাণনাথ ॥
কৃষ্ণঅঙ্গে হস্ত দিয়া গমন তাহার।
অনুমানে বুঝি পদ যায় ধারে ধার ॥
এ দুষ্ট মো-সভারে করাইল অনাদরে।
কৃষ্ণের অধরমধু পিয়ে নিরন্তরে ॥

শুদ্ধভাবে হরি আরাধিল এই রামা।
সফল রাধিকা নাম ধরে পূর্ণকামা॥
তার ভক্তিরসে ভগবান তুষ্ট হৈল।
যারে লঞা শ্রীগোবিন্দ গুপ্তস্থানে নিল॥
আত্মারাম অখণ্ডিত নিজসুখ ধরে।
সে হরি মোহিল সখি কোন্ পরকারে।
এত ব্রজরমণী তেজিয়া দূরবনে।
এক সখী লঞা হরি আইল কোন্ গুণে॥
হের দেখ বসিয়া আছিল এইখানে।
এথা রহি রতিসুখ কৈল দুইজনে॥
ধন্য এই কৃষ্ণ-পদ-রেণু ত্রিভুবনে।
বিরিঞ্চি-শঙ্কর শিরে ধরয়ে যতনে॥
লক্ষ্মীদেবী সদা করে ওই রেণু-আশ।
হেন পদ-রেণু ঘোর বনেতে প্রকাশ॥
কত দূরে নিল হরি কোন্ দুচারিণী।
তার পদ দেখি উঠে হৃদয়ে আগুনি॥
এবে পদচিহ্ন তার কেন নাহি দেখি।
বহিয়া কামুক হরি নিল হেন লখি॥
শিলা তৃণ-অঙ্কুর চরণে হৈল ঘাত।
আপনে বহিয়া সখী নিল জগন্নাথ॥
হের দেখ কৃষ্ণপদ অধিক মগন।
রমণী বহিতে ভর লখিলুঁ লক্ষণ॥
হের দেখ রমণী নামায়্যা এইখানে।
কুসুম তুলিয়া হরি সখীর কারণে॥
বিচিত্র বিবিধ ফুলে গাঁথি দিব্যমালে।
এথায় গোপাল দিল কামিনীর গলে॥
এইখানে বসিয়া আছিল দুইজন।
এথা থাকি কৈল গোপীর কবরীবন্ধন॥
এই মনে বনে-বনে চাহে ব্রজরামা।
না দেখিয়া প্রাণনাথ হৈল হতকামা॥
পূর্ণকাম নারায়ণ নিজ সুখময়।
তবু ব্রজ রমণী রমিল অতিশয়॥
কামিনী লাগিয়া কামী এত দুঃখ পায়।
নারীর কঠিন চিত্ত জগতে বুঝায়॥
সুখ হেতু রতি যদি করে নারায়ণে।
তবে বা পরমানন্দ বলিব কেমনে॥
লীলা-নরবর হরি রসিক সুজান।
রতিকেলি-ছলে হরি বুঝায় গেয়ান॥
মুনি বলে শুন রাজা আর অদ্ভুতে।
বনে বনে ব্রজনারী বেড়ায় চাহিতে॥
যে রমণী লঞা হরি গেল দূরবনে।
সে গোপীর মনে উপজিল অভিমানে॥

ত্রিভুবনে নাহি ধন্যা মোর সমতুল।
আমার লাগিয়া কানু কৈলা এতদূর॥
কোটি কোটি রমণী তেজিল ভজমানা।
সকল সুন্দরী-মাঝে আমি সে প্রধানা॥
মনে গরবিতা গোপী বলে কোন বাণী।
চলিতে না না পারি আমি শুন যদুমণি॥
মনে দেখ যথা ইৎসা বহি লেহ মোরে।
নহে বা চলিতে নারি জানাইলুঁ তোমারে॥
এই বাক্যে অহঙ্কার বুঝিয়া তাহার।
হরি ভাবে দর্প চূর্ণ করিব ইহার॥
হাসিয়া গোপাল বলে শুনহ সুন্দরি।
চড় গিয়া তোমা বহি নিব স্কন্ধে করি॥
এ বোল বলিয়া কৃষ্ণ হৈলা অন্তর্দ্ধান।
ভূমিতে পড়িলা গোপী তেজিয়া গেয়ান॥
গোপীর দগধে তনু বিরহসন্তাপে।
ধরণী লোটয়্যা সখী করয়ে বিলাপে॥
হে নাথ হা প্রাণপতি পুরুষরতন।
মহাভুজ হে বান্ধব গোপীকুল-ধন॥
দরশন দিয়া প্রভু দেহ প্রাণদান।
নহে বা উদ্দেশে আমি তেজিব পরাণ॥
এইরূপে বলে সখী কাকুতি-বচনে।
হেনকালে তথা আসি মিলে গোপীগণে।
তারে দেখি দুনা দুঃখ শোক পেয়্যা মনে।
বিরহিণী সখীরে পুছিলা গোপীগণে।
এতদূরে আনি তোমা তেজে কি কারণে।
কহ দেখি সখি বাত পুছে গোপীগণে॥
আদি অন্তে সকল কহিল ব্রজনারী।
যতেক পীরীতি-রিতি কলা বনমালী॥
দূরে বনে আনি যত করিল সম্মান।
তেজি গেল পাছে যত দিয়া অপমান॥
সকল কহিল গোপী যুবতীসমাঝে।
বিস্ময় ভাবিয়া গোপী পড়িল প্রমাদে॥
সকল গোপীর তবে মনে হৈল ভয়।
নিতান্ত নৈরাশ প্রায় হইল হৃদয়॥
পরে সব সখীগণ হয়্যা একমতি।
ব্যাকুলা হইয়া খুঁজে ভ্রমে কত রাতি॥
যাবত উদিত চন্দ্র আছিল গগনে।
তাবত চাহিল তারা প্রতি বনে বনে॥
ভয়ঙ্কর বন হৈল ঘোর অন্ধকারে।
গহন কাননে কেহ চলিতে না পারে॥
পালটি আইলা পুন যমুনাপুলিনে।
সভে মেলি কৃষ্ণগুণ গায় অনুক্ষণে॥

কৃষ্ণের চরণে মন কৃষ্ণগুণ গায়।
কৃষ্ণের চরিত্র বিনে অন্য নাহি তায়॥
কৃষ্ণভাবে ব্রজনারী আপনা পাসরে।
পতি-সুত গৃহ-আদি মনেহ না পড়ে॥
গোপাল-চরিত্রগুণ গায় উচ্চস্বরে।
হের আইসে কৃষ্ণ বলি চৌদিগে নেহালে
এইরূপে বনে রহে গোপী বিরহিণী।
গীতবন্ধে কত-কত বলে কাকুবাণী॥
ভাগবত আচার্য্য-রচিত রসময়।
শুনিলে দুরিত হয়ে খণ্ডে ভবভয়॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩০॥

একত্রিংশ অধ্যায়।

ভাটিয়ারি রাগ।

মুনি বলে শুন রাজা ভকত প্রধান।
কহিব গোপাল-গুণ-চরিত্র-বাখান॥
সকল গোপিকা মেলি যমুনা-পুলিনে।
গোপাল-উদ্দেশে বলে কাকুতি বচনে॥
যে দিনে জনম হৈল নন্দঘোষ-ঘরে।
সে-অবধি শ্রী রহিলা গোকুল-নগরে॥
সকল সম্পদ বাঢ়ে সে-দিন-অবধি।
গোকুলে আসিয়া রহে অষ্ট মহাসিদ্ধি
সতত আনন্দ বাঢ়ে সর্ব্বলোকে হয়।
তোমার জনম-গুণে এত সুখ হয়॥
আমি-সব গোপী সেই গোকুলবাসিনী।
তবে কেন তেজ' নারী বিরহদুঃখিনী।
আমি সব ব্রজনারী নিজ পরিজন।
প্রাণ রাখ প্রাণপতি দিয়া দরশন॥
কি কহিব প্রভু তোমার নয়ন সুন্দর।
শরৎ-কমল-গর্ভ-কান্তি মনোহর॥
ইহা দরশনে আমি-সব দাসী হৈল।
সুন্দরী গোপিনী বিনি মূলে বিকাইল।
দরশন দিয়া যদি না রাখ পরাণে।
নারী বধ হৈল হের-দেখ বিদ্যমানে॥
কালিনাগ তোমারে দংশিল বিষজালে।
তাহাতে রাখিলে সভায় আপনে এড়াইলে॥
অঘাসুর বধিয়া রাখিলে আরবার।
তোমা বিনে গোপী জীতে' নাহিক প্রকার॥
পর্ব্বত ধরিয়া নিবারিলে বরিষণে।
এই মত কতবার রাখিলে আপনে॥
আরবার রক্ষা কৈলে অগ্নিপান করি।
তবে রক্ষা কৈলে বৃষ-দৈত্যেরে সংহারি॥
এইরূপে নানা ভয় করিয়া খণ্ডন।
রাখি মো-সভারে কেন না রাখ এখন॥
যদি বল আমি হই নন্দের তনয়।
কেমতে খণ্ডিল তোমার এতেক সংশয়॥
এ বোল বলিয়া তুমি ভাণ্ডিবে কাহারে।
নন্দসুত নহ তুমি স্বরূপ বিচারে॥
অখিল জীবের তুমি সর্ব্ব বুদ্ধে সাক্ষী।
বিশ্ব-প্রতিকার-হেতু মূর্ত্তিমান্ লখি॥
ব্রহ্মা আরাধিল তোমায় লোক-হিত-হেতু।
যদুকুলে জনমিঞা রাখ ধর্ম্মসেতু॥
ভবভয়ে যে লয় শরণ পদতলে।
জনম-সঙ্কট-ভয় নহে কোন কালে॥
এ-হেন অভয় পায় লইলুঁ শরণ।
শিরে কর দিয়া প্রভু রাখহ জীবন॥
সর্ব্বসিদ্ধি বৈসে হরি তব ওই করে॥ (১)
গোপীগণ জীয়ে তবে যদি দেহ শিরে॥
ব্রজকুলে কর তুমি অরাতি ভঞ্জন।
নিজ-জন-অভিমান করহ খণ্ডন॥
ব্রজনারী আমি-সব নিজ দাসীগণ।
প্রাণ রাখ দেখিয়া জলরুহানন॥
অমল-কমল-দল চরণযুগল।
প্রণত জনের হরে দুরিত সকল॥

---

(১) পাঠান্তর,—"প্রভু তোমা করতলে।"

লক্ষ্মী দেবী যে-পদ কমল-তলে বৈসে।
ধেনু-পাছে হেন-পদ কাননে প্রবেশে ॥
ব্রহ্মাদি দুলভ ওই-অভয়-চরণ।
হেন পদ কৈল কালি শিরের ভূষণ ॥
তবে কেনে কৃপা নাহি নিজ গোপীগণে।
প্রাণ রাখ স্তনে পদ কর আরোপণে ॥
তোমার মধুর বাণী মোহে বুধজন।
নারীজাতি আমারে মোহিতে কতক্ষণ ॥
সেই সুধা-বাণী শুনি হয়্যাছি কিঙ্করী।
প্রাণ রাখ অধর-অমৃত দান করি।
তোমার চরিত্র কথা অমৃতের ধারা।
এ-ঘোর-সংসার দুঃখ সন্তাপ নিবারা ॥
পুরাণ-পুরষগণে গায় নিরন্তর।
শুনিলে দুরিত হরে শ্রবণ-মঙ্গল ॥
মহাজন জনে কৈল জগতে বিস্তর।
কেবল চরিত কথা কহিলে নিস্তার ॥
হেন পুণ্য গুণকথা কহে যে বা জনে।
সর্ব্ব দান-পুণ্য-ফল লভে সেইক্ষণে ॥
অমৃত মধুর ভাষা মন্দ-মধু হাস।
কুটিল কটাক্ষপাত লীলা পরিহাস ॥
ললিত চঞ্চল লীলা-চলন চপল।
এ সব তোমার লীলা স্মরণ-মঙ্গল।
আমি-সব মুগ্ধ হৈলুঁ দেখি এই লীলা।
দরশন দিয়া প্রাণ রাখ নন্দবালা ॥
গোধন চালায়্যা তুমি যদি চল বনে।
অমল-কমল-জিনি কোমল চরণে ॥
শিল-তৃণ-অঙ্কুরে লাগয়ে জানি যাও।
তা লাগি হৃদয় দহে স্থির নহে গাও ॥
গোকুলে যখন আইসে দিন-অবসানে।
চৌদিগে বালক সঙ্গে চালায়্যা গোধনে ॥
কুটিল কুন্তলযুত শ্রীমুখমণ্ডল।
গোধূলি-ধূসর চারু অরুণ অধর ॥
তা দেখিয়া মনে উঠে মদন-আগুনি।
কেমন উপায়ে প্রাণ রাখিব রমণী ॥
প্রণত জনের সর্ব্বকাম ফলদাই।
লক্ষ্মীদেবী যে-চরণ সতত পুজই ॥
গোপীর ধেয়ান পদ ধরণীভূষণ।
হেন পদ কর প্রভু কুচে আরোপণ ॥
তোমার অধরযুগ শোক বিনাশন।
মধুর মুরলীরন্ধ্র করয়ে চুম্বন ॥
দেখিলে বাঢ়য়ে কাম-রমি-অনুরাগ।
না দেখিলে সে বড সঙ্কট-দুঃখ ভাগ ॥ (১)
হেন যে অধর-মধু যদি কর দান।
তবে সে রহিব গোপীগণের পরাণ ॥
দিবসে বেড়াহ যদি কানন-অটনে।
এক ক্রটি (২) যুগসম হেন লয় মনে ॥
না দেখিলে কত-কৃত বাঢ়য়ে বিষাদ।
চান্দমুখ দেখি যদি সে বড় প্রমাদ ॥
নয়ন ভরিয়া যদি দেখিব আনন।
তাথে বিধি জড়মতি কৈল বিড়ম্বন ॥
আঁখির নিমিষ দিল আর লোমাবলি।
মনের সন্তোষে মুখ চাহিতে না পারি ॥
পতি সুত কুল ধন ভাই পরিবার।
তেজিয়া চরণযুগ ভজিল তোমার ॥
মধুর মুরলীনাদে মোহিলে যুবতী।
নিশিতে রমণী তেজে কে হেন কুমতি ॥
হাস-পরিহাস বাণী প্রেম-দরশন।
কমলা-নিবাস বক্ষ হসিতবদন ॥
এ সব চিন্তিতে মন মোহো অতিশয়।
সঙ্কটে পড়িলা গোপী জীবন সংশয় ॥
চরণ-কমল-যুগ অতি সুকোমল।
সহজেই মোদের কঠিন কুচস্থল ॥
ভয় মানি কুচে আরি করি আরে পণ।
হেন পদে কর তুমি বিপিনে ভ্রমণ ॥
শলা-তৃণ-অঙ্কুরে বেদনা জানি লাগে।
স্মঙরি স্মঙরি মনে বহু দুঃখ জাগে ॥
যদি বল মোরে বাজে তোদের কি দায়।
তাহার কারণ শুন অহে শ্যাম রায় ॥
তুমি মোদের পরমায়ু হও যদুবীর।
তোমারে বাজিলে প্রাণ কৈছে রহে স্থির ॥
এই পরকারে বিরহিণী ব্রজনারী।
কতেক বিলাপ কৈল কহিতে না পারি ॥
ভাগবত-আচার্য্য-রচিত রসময়।
শুনিলে দুরিত হরে খণ্ডে ভবভয় ॥

---

(১) সংসার-বাসনা-বন্ধে করাহ বৈরাগ'। —পাঠান্তর।

(২) পাঠান্তর,—"তিল এক"। ক্রটি অর্থে ক্ষণার্দ্ধ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥ (১)

(১) সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তকে একত্রিংশ অধ্যায়ের পাঠ,—

যথা রাগঃ।

শুক বলে নরপতি কর রাজা অবগতি
যেরূপে মিলিলা নারায়ণ।
সে সব কহিব আমি কর্ণপথে পীও তুমি
বিষাদ করয়ে গোপীগণ॥
একত্রে বসিয়া সব স্মঙরে গোপী মাধব
শিরেতে করিয়া করাঘাত।
কিবা অপরাধ পাঞা বিরহিণী ত্যায়াগিঞা
কোথা গেলে অহে জগন্নাথ॥
এবে সে জানিল আমি কঠিন নির্দ্দয় তুমি
মজাইলে আভীরকুমারী।
ত্যজিনু সকল ধর্ম্ম অবলা না জানি মর্ম্ম
বংশীনাদে প্রাণ কৈলে চুরি॥
যে দিন অবধি কানু বাজাইলে মোহন বেণু
যমুনাতে বস্ত্র নিলে হরি।
শুন ওহে নারীচোরা সে দিন অবধি মোরা
ঘরে আর রহিতে না পারি॥
শুনিঞা বাঁশীর গান পশু পক্ষী করে ধ্যান
নির্ম্মল হইল যতজন।
বেগবতী নদী যত উজানেতে বহে স্রোত
শিশু সবে নাহি পীয়ে স্তন॥
যখন ত্রিভঙ্গ হঞা থাক তুমি দাঁড়াইয়া
মোহনমূরতি নটবর।
স্তম্ভিত মারুত বায় রবি নাহি বেগে যায়
সেরূপ দেখিয়া মনোহর॥

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

যথা রাগ।

শুক মুনি বলে রাজা শুন পরীক্ষিত।
এসময় রাসকেলি গোপালচরিত॥
এইরূপ বিলাপ করিয়া ব্রজনারী।
কান্দিতে লাগিলা গোপী উচ্চস্বর করি॥
নিজ জন দুঃখ দেখি প্রভু দয়াময়।
দরশন দিলা হরি করুণ-হৃদয়॥
শ্রীমুখে সুন্দর হাসি যেন সুধা পড়ে খসি
পীযুষ সদৃশ রসভাষা।
কটাক্ষ নয়নকোণে হানিলে কামিনীগণে
নৈরাশ করিলে কেন আশা॥
তোমারে পড়িল মনে চাহি বৃন্দাবন পানে
ধ্যান করি ও রাঙ্গা চরণ।
ফুকরে কান্দিতে নারি অনিমিখে পথ হেরি
যাবৎ না হয় দরশন॥
বুঝিতে না পারি মেনে নিদয় হইল কেনে
ওহে শ্যাম না কর চাতুরী।
ত্যজি সব পরিবার তুয়া পদ কৈল সার
কত দুঃখ দিবে হে মুরারি॥
যে ভজে তোমার পায় তার কি দশা হয়
গৃহধর্ম্ম সকল পাসরে।
যেন কাঙ্গালিনী হৈয়া পথে পথে ভ্রমাইয়া
ভিক্ষা মাগি খায় ঘরে ঘরে
কোথা আছ প্রাণ কানু বাজাও মোহন বেণু
তবে বাঁচে গোপীর জীবন।
ক্ষণেক বিলম্ব দেখি শরীর বিকল সখি
কোথা কৃষ্ণ দেহ দরশন॥
অনেক বিলাপ করি যতেক আভীর নারী
দাঁড়াইনু প্রাণ তেয়াগিতে।
হেনকালে নারায়ণ গোপী মধ্যে আগমন
বংশীধ্বনি লাগিল করিতে॥
রাসলীলা সুধামৃত গোপীর বিষাদ যত
শুন রাজা তোমারে কহিল।
যেবা শুনে যেবা গায় নাহি ভবভয় তায়
ভাগবত আচার্য্য রচিল॥
আচম্বিতে মধ্যে কৃষ্ণে দেখে গোপীগণ।
পুর্ণিমার চন্দ্র যেন দিলা দরশন॥
ভুবনমোহন রূপ কহিতে না পারি।
পীতবাস পরিধান বনমালাধারী।
ইন্দুকোটি জিনি মুখ রূপে কোটি কাম।
ভুবনমোহন লীলা জলধরশ্যাম।
গোপাল দেখিয়া গোপী চকিতনয়ন।
সেইক্ষণে ত্বরিতে উঠিল গোপীগণ॥
চৌদিগে রমণীগণ দাণ্ডায় সন্তোষে।
প্রাণ আইলে যেন তনু ইন্দ্রিয় প্রকাশে॥

কেহ কর-সরোজ ধরিল ব্রজনারী।
কেহ বাহু চন্দন-চর্চ্চিত অংসে ধরি॥
অঞ্জলি পাতিয়া নিল তাম্বুল চর্ব্বণ।
কেহ কুচযুগে পদ কৈল আরোপণ॥
কেহ কোপে ভ্রূকুটি কটাক্ষপাত করি।
অধর দংশিয়া দন্তে রহে ব্রজনারী॥
কোন গোপী আঁখিযুগ ধরিয়া নিমিষে।
শ্রীমুখ-পঙ্কজ-মধু পিয়ে সুধারসে॥
কোনো গোপী আঁখিরন্ধ্রে হৃদয়ে করিয়া।
মনে আলিঙ্গন দিল আনন্দে পুরিয়া॥
কৃষ্ণ দরশনে হৈল আনন্দ প্রচুর।
খণ্ডিল বিরহতাপ দুঃখ গেল দূর॥
পরম আনন্দনিধি মজিল রমণী।
কেবা কোথা আছে কেহ কিছুই না জানি॥
সহজে কন্দর্পকোটি রূপ মনোহর।
রমণীমণ্ডলে শোভে অধিক সুন্দর॥
যমুনা-পুলিন-বন বিকস-মন্দার।
প্রফুল্ল কুসুম কুন্দ ভ্রমরঝঙ্কার॥
শরদ বিমল চান্দ কিরণ সংহতি।
খণ্ডিল রজনীতম ঝলমল জ্যোতি॥
যমুনার তরঙ্গতট কৈল বিরচিত।
কোমল তরলতট বালুকা শোভিত॥
ব্রজবধূ লয়্যা তাহে কৈলা পরবেশ।
বিবিধ কৌতুক কেলি কৈল হৃষীকেশ॥
রাসরসবিলাস বিবিধ কেলিকলা।
ত্রৈলোক্যমোহন বেশ দেখি নন্দবালা॥
মনোরথ সাগরে রমণী কৈল পার।
যেন শ্রুতিগণ পাইল তত্ত্বের বিচার॥
নিজ নিজ বাসে গোপী রচিল আসন।
তাহার উপরে বৈসে প্রভু নারায়ণ॥
যোগীন্দ্র হৃদয়ে যার কল্পিত আসনে।
হেন প্রভু রহে ব্রজযুবতীর সনে॥
কমলার মন হরে হেন রূপ ধরে।
তা দেখিয়া ব্রজগোপী আপনা পাসরে॥
কটাক্ষ-মোচন কেহ করয়ে বিলাস।
মধুর বচন কৈল কেহ মৃদুহাস॥
চরণ তুলিয়া কেহ কোলে তুলি নিল।
কুচের উপরে কেহ হস্ত তুলি দিল॥
ঈষৎ করিয়া ক্রোধ বলে ব্রজনারী।
শুন প্রভু বলি কিছু বোল দুই চারি॥

যে ভজে তাহাকে পাছে ভজে কথোজন।
না ভজিতে কেহ ভজে কি তার কারণ॥
ভজে বা না ভজে কেহ নহে ভজমান।
কি হেতু এ সব প্রভু কহ বিদ্যমান॥
গোপী সব দিল যদি কটাক্ষে উত্তর।
হাসিয়া কি বলে বাণী প্রভু দামোদর॥
ভজিলে যে ভজে সখি ধর্ম্মে নাহি লেখি।
পরহিত নহে সে আপন কার্য্য দেখি॥
না ভজিলে ভজে যে কেবল দয়াময়।
বিনা হেতু যেন পুত্রে পিতার হৃদয়॥
এই সে পরমধর্ম্ম এই পরহিত।
শুন সখি আর আমি যে কহি বিহিত॥
না ভজিলে ভজিব আছুক তার কাজ।
সর্ব্বভাবে যে ভজে না যায় তার কাছ॥
কেহ তার আত্মারাম নিজসুখে সুখী।
সে-কারণে ধর্ম্মাধর্ম্ম অপেক্ষা না দেখি।
আপ্তকাম কেহ তার অমোঘ-বাঞ্ছিত।
সে-কারণে নাহি তার পরহিতাহিত॥
মূর্খজন কেহ নহে কার্য্যের বিচার।
ভজিলেহ না ভজে অজ্ঞান দুরাচার॥
গুরুদ্রোহী কেহ তারা ভজিলে না ভজে।
কহিল সকল সখি তোমার সমাজে॥
এসব জনের মধ্যে আমি কেহ নহি॥
শুন সখি আমার সহজ কথা কহি॥
ভজিলেহ না ভজি আমার এই রীতি।
নিরবধি ভজে যেন করিয়া পীরিতি॥
অধনে লভিলে ধন হারায় যখনে।
তাহার চিন্তার আর কিছুই না জানে॥
ভজিলে না ভজি আমি এই সে কারণে॥
চিন্তিতে ভকতি যেন বাঢ়ে অনুক্ষণে।
লোক বেদ পতি বন্ধু গৃহ পরিজনে॥
এসব ছাড়িলে সভে আমার কারণে।
তবে যে তোমারে তেজি রহিল অন্তরে।
আমাতে ভকতি যেন বাঢ়ে নিরন্তরে॥
জানিঞা করহ ক্রোধ শুন ব্রজরামা।
আমি অপরাধী তোমা গুণে নাহি সীমা॥
তোমরা ভজিলে ধরি প্রেমযুক্ত ভক্তি।
তাহা কি শুধিতে পারি আমার শকতি॥
ব্রহ্মার বয়েসে যদি করি উপকার।
তবুত শুধিতে সখি না পারিব ধার॥

গৃহ-বন্ধ ছাড়ি আইলে দুর্জ্জয় শৃঙ্খলা।
কোন উপকারে তাহা শুধি ব্রজবালা॥
তুমি যত কৈলে মোর ভকতি-প্রণয়।
সভে ওই আর কিছু উপকার নয়॥
কৃষ্ণকেলি রাসরস সুধা-অনুবন্ধ।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুর প্রবন্ধ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩২॥

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

কেদার রাগ।

শুক মুনি বলে রাজা শুন পরীক্ষিৎ।
অপরূপ রাসকেলি গোপালচরিত॥
এইরূপে কৃষ্ণের মধুর মন্দবাণী।
চাতুরীবচন যত শুনিঞা রমণী।
ছাড়িল বিরহতাপ পূর্ণ হৈল সিদ্ধি।
আনন্দে মজিল গোপী পায়্যা গুণনিধি॥
তবে কৃষ্ণ রাসকেলি কৈলা অনুবন্ধে।
বাহে বাহে যুবতী ধরিয়া বাহুবন্ধে॥
রাসোৎসবে প্রবর্ত্তিল রমণীসমাঝে।
দুই দুই যুবতী গোপাল মাঝে মাঝে॥
হেনকালে সুর সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
নিজ নিজ নারীসহ আইল বিদ্যাধর॥
দেবরথে পূরাইল আকাশমণ্ডল।
শঙ্খ ভেরী দুন্দুভি বাজয়ে নিরন্তর॥
ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া বাজে দেবের বাজন।
আকাশ ভরিয়া হয় পুষ্পবরিষণ।
রথের উপরে নাচে দেবের নাচনী।
বিদ্যাধরে গায় গীত সুমধুর ধ্বনি॥
সিদ্ধগণ মুনিগণ করয়ে স্তবন।
কৃষ্ণের নির্ম্মল যশ গায় সুরগণ॥
কঙ্কণ কিঙ্কিণী নুপুরের ঝনঝনি।
অঙ্গ-আভরণ-শব্দে পূরিল মেদিনী॥
তুমুল শব্দ হৈল এ রাসমণ্ডলে।
রমণীর মাঝে মাঝে কৃষ্ণ শোভে ভালে॥
হেমমণি মাঝে যেন ইন্দ্রনীলমণি।
মিনিসুতে হার যেন বিচিত্র গাঁথুনি॥
দুই দুই গোপী মাঝে দেবকীনন্দন।
কত গোপী কত কৃষ্ণ না যায় গণন
পদ-আরোপণ ভুজযুগল কম্পিত।
কটাক্ষবিলাস দৃগঞ্চল-বিরচিত॥
ক্ষীণ কটি তন্দ কুচ আন্দোলিত বাস।
গণ্ডযুগে তরলিত কুণ্ডল-বিলাস॥
ঘর্ম্মকণা বিরাজিত বদনমণ্ডল।
বিগলিত নীবিবন্ধ-কবরী-কুন্তল॥
রতি-রস-বিলাস বেকত বহু ভাতি।
বিগতবসনা হৈল সকল যুবতী॥
জলধরচয়ে যেন সৌদামিনী মালা।
বহু কৃষ্ণ মাঝে শোভে বহু ব্রজবালা॥
রতিরস অনুরাগে ভুলিল রমণী।
বিমল গোপাল যশ গায় উচ্চ ধ্বনি॥
ধন্য ব্রজনারী ধন্য এ তিন ভুবন।
গোপীর পবিত্র গুণ গায় অনুক্ষণ॥
বহুবিধ গীতভেদ গোপালের গু ।
কেহ কেহ সাধু সাধু কহয়ে বচন॥
ধ্রুপদ করিয়া সুর কোন গোপী গায়।
ধন্য ধন্য বলিয়া প্রশংসে যদুরায়॥
স্তম্ভিত নয়ন-ভুজ চরণ সঞ্চারা।
চিত্রের পুত্তলী যেন রহে ব্রজবালা॥
গোবিন্দের স্কন্ধে কেহ দিয়া নিজকর।
গলিত-বসন-বেশে রহে নিরন্তর॥
কৃষ্ণের আজানু বাহু কেহ লৈল স্কন্ধে।
পুলকিত হ য্যা গোপী রহে বাহুবন্ধে॥
নটন চঞ্চল গণ্ড কুণ্ডলমণ্ডিত।
নিজ গণ্ড গোপী তাহে কৈল আরোপিত॥
তাম্বূল চর্চ্চিত তাহে দিল গদাধরে।
নাচয়ে গোপিকা কেহ গায় উচ্চস্বরে॥ (১)
কিঙ্কিণী মঞ্জীর-রব ঝনঝনি বোলে।
কি ভেল আনন্দ রস এ রাসমণ্ডলে॥

---

(১) পাঠান্তর,—"মন্দস্বরে"।

কমলাসেবিত যার চরণযুগল।
পতিভাবে ভ্রমে গোপী হেন দামোদর ॥
করে কণ্ঠ ধরি কারো করয়ে আলিঙ্গন।
বিহরে গোপালগুণ গায় গোপীগণ ॥
কপোলে অলকাবলী কর্ণে উতপল।
ললাটে চন্দনবিন্দু গণ্ডে ঘর্মজল ॥
নানা বেশ ভূষণ পরিয়া ব্রজনারী।
বহুবিধ কৌতুকে করয়ে রাসকেলি ॥
বলয়া নূপুর-নাদ কিঙ্কিণী-বাজন।
ব্রজবধূ নাচয়ে নাচয়ে নারায়ণ ॥
অলিকুল-রোল ভেল সুগীত সুসার।
কি রসে মণ্ডিল ভেল কি রস বিহার ॥
তিন লোক হৈল রাজা ভাবে বিমোহিত।
কি পুন কহিব তাহা শুন পরীক্ষিৎ ॥
কাহু করে আলিঙ্গন কুচে নখরেহা।
কটাক্ষে ভুলায় কাহু কাহু অঙ্গে দেহা ॥
উদার বিলাস-হাস্য করে কাহু সঙ্গে।
রময়ে রমণী কাহু রাস-রস রঙ্গে ॥
প্রতিবিম্ব চাহি যেন বালক বিহরে।
সেইরূপে রমণী রময়ে গদাধরে ॥
নিজ সুখে পূর্ণ প্রভু আপ্ত সর্ব্বকাম।
সর্ব্বরস-রসিক-শেখর গুণধাম ॥
সকল জগতে হয় কৃষ্ণের মূরতি।
কৃষ্ণ বিনে আন নাহি বিচার যুগতি ॥
আপনেহি আপনা রময়ে নারায়ণ।
বালক-বিহার-লীলা কে বুঝে কারণ ॥
না সম্বরে কুচপট পরিধান-বাস।
বিগলিত ভূষণ গলিত কেশপাশ ॥
চরকি পড়য়ে অঙ্গ ধরণ না যায়।
ভাবেতে তরল গোপী কি আর উপায় ॥
দেখিয়া গোপালকেলি বিবুধবনিতা।
মুরুছি পড়ল রথে কামে বিমোহিতা ॥
নিজগণ সহিত মোহিত শশধর।
সুর সিদ্ধ বিমোহিত হৈল নিরন্তর ॥
যত ব্রজবধূ তত দেবকীনন্দন।
লীলায় রমিল গোপী প্রভু নারায়ণ ॥
শ্রমজল ভেল গোপীর বদনমণ্ডলে।
তা দেখিয়া দয়া কৃষ্ণ কৈলা কুতূহলে ॥ (১)
নিজ করকমলে মুছিল শ্রমজল।
নিজ ভুজে আলিঙ্গন দিল গদাধর ॥

(১) পাঠান্তর,—"প্রভু দামোদরে"।

কনক কুণ্ডল-জ্যোতি গণ্ড-বিরাজিত।
মন্দ মধুস্মিত-হাস বিলাস-মুদিত ॥
নানা রতিভাব গোপী করিয়া বিস্তার।
গায়েন গোপাল-গুণ-জন্ম-অবতার ॥
তবে যত ব্রজনারী করিয়া সংহতি।
যমুনার জলে কেলি করে যদুপতি ॥
জলকেলি করয়ে বিবিধ পরিপাটী।
হাসিকা গোপিকা করে জল ছিটাছিটি ॥
চৌদিগে রমণী করে জল-বরিষণ।
রথে চড়ি পুষ্প বরিষয়ে সুরগণ ॥
দেববাদ্য বাজে যত নাচে বিদ্যাধরী।
সুর সিদ্ধ করে স্তব দিব্যরথে চড়ি ॥
গজেন্দ্রলীলায় হরি করে জলকেলি।
ভাবে বিমোহিত কৈলা সব গোপনারী ॥
জলকেলি করিয়া উঠিল নারায়ণ।
চৌদিগ-ভরিয়া তথা রহে গোপীগণ ॥
যমুনার তীরে তীরে করয়ে বিহার।
সুগন্ধ কুসুম মত্ত ভ্রমরঝঙ্কার ॥
শরদপূর্ণিমা-শশী রজনী বিরাজে।
বিহরে গোপাল গোপযুবতীসমাঝে ॥
নিজ যোগবলে প্রভু রস নাহি ছাড়ে।
রময়ে রমণী সব সুরতিবিহারে ॥
রসিক নাগর হরি সুখরসময়।
রমিল রমণী কাম করিয়া উদয় ॥
রাজা বলে শুন শুক মুনি মহাশয়।
আমার হৃদয়ে ভেল এ বড় সংশয় ॥
অধর্ম্ম করিব নাশ ধর্ম্মের স্থাপন।
অবতার কৈলা হরি এই সে কারণ ॥
আপনে করিয়া কর্ম্ম লোকেরে বুঝায়।
তবে কেন পরদার করে যদুরায় ॥
তুমি কহ নিজ সুখে পূর্ণ নারায়ণ।
পরদার-রতিসুখ কি তার কারণ ॥
সুখময় হয়্যা করে পরদারে রতি।
ঘুচাহ সংশয় মোর শুক মহামতি ॥
এ বোল শুনিঞা বলে ব্যাসের নন্দন।
শুন রাজা সাবধানে কহিব কারণ ॥
যে পুন ঈশ্বর হয় জ্ঞানে বলবান্।
ধরম (১) করিয়া তার কি হয়ে গেয়ান ॥
ধর্ম্মে লাভ নহে তার পাপে অপচয়।
সর্ব্বভক্ষ হুতাশন তবু তেজোময় ॥

(১) পাঠান্তর,—"অধর্ম্ম।"

ঈশ্বর না হয় যদি দুষ্ট কর্ম্ম করে।
নরকে পতন তার হয় নিরন্তরে॥
রুদ্র নহে না ধরে রুদ্রের সম বল।
বিষ খেয়্যা সেইক্ষণে তেজে কলেবর॥
ঈশ্বরের বচন প্রমাণ করি ধরি।
ঈশ্বর-আচার লয়্যা বেভার না করি॥
ঈশ্বরের আচারে বিচার নাহি হয়।
পুণ্যে লাভ নাহি তার পাপে অপচয়॥
ঈশ্বরের হৃদয়ে না উঠে অহঙ্কার।
শুভাশুভ কর্ম্মফল না হয় তাহার॥
অখিল-জগৎগুরু সর্ব্বলোক-গতি।
তার কর্ম্মে বিচার করহ নরপতি॥
যার পদরজ ভজি মহামুনিগণে।
তপ যোগ সমাধি করিয়া সমাধানে॥
স্বচ্ছন্দে বিহরে তার নহে ভববন্ধে।
হেন প্রভু লাগিয়া তোমার এত ধন্দে॥
সর্ব্ব-ভূত-হৃদয়ে বসয়ে বনমালী।
লীলায় শরীর ধরি করে নানা কেলি॥
সেই সেই ক্রীড়া করে প্রভু নারায়ণ॥
যা শুনিলে হয় নর কৃষ্ণপরায়ণ॥
গোপগণে কেহ চিত্তে ক্রোধ না করিল।
যার যেই নারী তার নিকটে আছিল॥
হেন মায়া ধরে প্রভু মহাযোগেশ্বর।
তবে যে কহিব আর শুন নরেশ্বর॥
মহানিশা বহি গেল প্রভাতসময়।
গোপীগণে আজ্ঞা তবে দিলা দয়াময়॥
আজ্ঞা শিরে ধরি গোপী গেল নিজঘরে।
প্রভুর বিচ্ছেদ-দুঃখ রহিল অন্তরে॥
রাসকেলি রসময় কৃষ্ণের চরিত।
যেবা কহে যেবা শুনে হয় তার হিত (১)॥
অতুল ভকতি তার হয় নারায়ণে।
ভবদুঃখ খণ্ডে তার অনাদি বন্ধনে॥
ধীর-শিরোমণি শ্রীগদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান॥

(১) পাঠান্তর,—"ইহলো সাবহিত"।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে প্রেম-
তরঙ্গিণীত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৩॥

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

কেদার রাগ।

একদিন দেবযাত্রা হৈল দেবীবনে।
কৌতুকে চলিল গোপ হরষিত মনে॥
নন্দ আদি গোপগণ শকটে চড়িয়া।
চলিলা অম্বিকা বনে আনন্দ করিয়া॥
সরস্বতী-নদী-জলে কৈল স্নান দানে।
হরগৌরী আরাধিল বিবিধ বিধানে॥
গোদান কাঞ্চনদান বসন ভূষণ।
ভক্ষ্য ভোজ্য দিয়া কৈল ব্রাহ্মণ তোষণ॥
তথাই রহিল তীর্থ-উপবাস করি।
রাত্রিকালে আইল এক সর্প মহাবলী॥
নন্দকে ধরিয়া সর্প গিলিল সত্বরে।
ত্রাহি ত্রাহি করি নন্দ ডাকে উচ্চস্বরে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ যোগেশ্বর প্রপন্ন-পালন।
সর্প হৈতে কর বাপ মোর বিমোচন॥
নন্দের ক্রন্দন শুনি যত গোপগণে।
সর্পের উপরে কৈল শর (১) বরিষণে॥
তবু নন্দে না তেজিল সর্প দুরাচার।
গোপকুলে শবদ উঠিল হাহাকার॥
তবে কৃষ্ণ পরশিল বামপদ দিয়া॥
দিব্যরূপ হৈল সর্প শরীর তেজিয়া॥
হেম আভরণ পরে দিব্য বিদ্যাধর।
তবে তারে জিজ্ঞাসিলা প্রভু গদাধর

(১) পাঠান্তর,—"অস্ত্র"; কিন্তু মূলে জ্বলন্ত কাষ্ঠ দ্বারা তাড়নার কথা আছে।
'তস্য চাক্রন্দিতং শ্রুত্বা গোপালাঃ সহসোত্থিতাঃ
গৃহীত্বা দৃষ্ট্বা সন্ত্রাস্তাঃ সর্পং বিব্যধুরুল্মুকৈঃ।'

সর্পরূপ ধরিয়া আছিলে কি কারণে।
কোন পুণ্যে দিব্যরূপ ধরিলে এখনে ॥
সর্প বলে শুন গোসাঞি কহি বিদ্যমান।
তোমার কৃপায় মোর হৈল পরিত্রাণ ॥
বিদ্যাধর ছিলু মুঞি নামে সুদর্শন।
বিকৃত আকার মুঞি দেখি ঋষিগণ ॥
তা-সভা দেখিয়া মোর উপজিল হাস।
ক্রোধ করি মুনিগণ মোরে দিলা শাপ ॥
দেহের গরবে বেটা কর অহঙ্কার।
সর্পজাতি হয়্যা গিয়া রহ চিরকাল ॥
তোমার কৃপায়ে হৈল শাপ-বিমোচন।
কুযোনি-জনম দুঃখ খণ্ডিল এখন ॥
অখিলজগতগুরু পরশে চরণে।
দ্বিজ-দণ্ড-বিমোচন হৈল তে-কারণে ॥
যার নাম শুনিলে অশেষ পাপ হরে।
সে প্রভু চরণ দিয়া পরশে যাহারে ॥
তার কি দুরিত-দুঃখ রহে কোনকালে।
আজ্ঞা দেহ প্রভু মোরে চলি নিজ ঘরে ॥
প্রদক্ষিণ করিয়া করিল দণ্ড স্তুতি।
আজ্ঞা শিরে ধরিয়া চলিল দিব্যগতি ॥
কৃষ্ণের মহিমা দেখি ব্রজবাসিগণে।
স্নান দান ব্রত সমাপিল আর দিনে ॥
কৃষ্ণের মহিমা গুণ সর্ব্বলোকে গাই।
গোকুলে চলিলা গোপ মহানন্দ পাই ॥
একদিন রামকৃষ্ণ দুই সহোদরে।
বৃন্দাবনে রাসকেলি রচিল সত্বরে ॥
মল্লিকা মালতী জাতি গন্ধ পরচার।
বিমল যামিনী চারু ভ্রমর ঝঙ্কার ॥
হেন অদ্ভুত বনে রমণীমণ্ডল।
তার মাঝে শোভে বনমালী হলধর ॥
দিব্যগন্ধ তুলসী লম্বিত বনমাল।
ললিত কুণ্ডল দোলে বিলুলিত হার ॥
দিব্যগন্ধ মলয়জ বিলেপিত অঙ্গ।
বহুবিধ মনোরথ উদিত তরঙ্গ ॥
রমণীমণ্ডল মাঝে করে রাসকেলি।
ললিত মধুর গীত গায় বনমালী ॥
হেনকালে শঙ্খচূড় কুবেরকিঙ্কর।
সম্মুখে আসিয়া দেখা দিল নিশাচর ॥
হরিয়া রমণীগণ নিল বিদ্যমানে।
গোধন হরিয়া যেন লয় দুষ্টগণে ॥
চলিল উত্তর দিগে পর্ব্বত আকার।
ভয় নাহি মনে তার বড় দুরাচার ॥
রামকৃষ্ণ বলি গোপী কান্দে উচ্চস্বরে।
রামকৃষ্ণ দুই ভাই কোন যুক্তি করে ॥
দুই ভাই উপাড়িল দুই গাছ শাল।
ধর ধর বলিয়া ধাইল যেন কাল ॥
ভয় পেয়্যা শঙ্খচূড় ছাড়ি গোপীগণ।
পালায় পাপিষ্ঠ যক্ষ রাখিয়া জীবন ॥
তার পাছে পাছে তবে গেলা দামোদর।
গোপীগণ রাখিঞা রহিল হলধর ॥
কথোদূরে গিয়া তারে ধরিল সত্বরে।
দুই খান কৈল শির মুটকিপ্রহারে ॥
তার শিরে আছিল বিচিত্র মণিবর।
বলরামহস্তে লয়্যা দিল গদাধর ॥
হেনরূপে শঙ্খচূড় বধিলা শ্রীহরি।
রমণীমণ্ডলে কৈল অপরূপ কেলি ॥
ভক্তি-রস-গুরু শ্রীগদাধর প্রাণ।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে প্রেম-তরঙ্গিণীচতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

ভাটীয়ালি রাগ।

বনে বনে বনমালী গোধন চরায়।
নানা দুঃখে গোপগণ দিবস গোঙায়॥
সর্ব্বগোপী একত্র মিলিয়া দিনে দিনে।
কৃষ্ণগুণ গাঞা গোপী রাখয়ে জীবনে॥
বাম বাহু ধরি বাম কপোলমণ্ডলে।
ললিত চলিত ভুরু মুরলী অধরে॥
বেণুরন্ধ্রে বিলোলিত কোমল অঙ্গুলী।
যখনে বাজায় বেণু শ্রীবনমালী॥
সিদ্ধ বধূগণ তার সঙ্গে সিদ্ধগণ।
মুরুছিয়া পড়ে রথে হয়্যা অচেতন॥
বিগলিত নীবিবন্ধ কামে বিমোহিতা।
লাজে ভয়ে বেয়াকুল সিদ্ধের বনিতা॥
শুন শুন গোপী আর কহি অদভুত।
করয়ে মোহন লীলা ওহি নন্দসুত॥
অচল তড়িততুল্য উরে হার হাসে।
আরত-জনার দুঃখ কটাক্ষে বিনাশে॥
যখন বাজায় বেণু রহি বৃন্দাবনে।
যূথে যূথে মৃগ বৃষ মিলয়ে গোধনে॥
শ্রবণ তুলিয়া দন্তে তৃণ ধরি রহে।
চিত্রের পুত্তলী যেন প্রভু-মুখ চাহে॥
নবদল ময়ূরচন্দ্রিকা চারু বেশ।
বিচিত্র পল্লবে ঢাকু ধরে মল্লবেশ॥
যখনে মুকুন্দ বেণু বাজায় মধুর।
তখনে সকল নদী গতি হয় দূর॥
হরিয়া চরণরেণু আনিব পবনে।
এই মনে করিয়া থাকয়ে নদীগণে॥
শিশুগণে নিজগুণ গায়ে চারি পাশে।
বনে বনে বিহার করয়ে নট বেশে॥
নাম ধরি যবে ধেনু ডাকে বেণুগানে।
তখনে প্রাণীর ধর্ম্ম হয় তরুগণে॥
সর্ব্বভূতে বৈসে হরি প্রভু দয়াময়।
লতাবলী প্রকট করিল অতিশয়॥
প্রেমভাবে পুলকিত মধুধারা বহে।
ভকতলক্ষণ ধরি তরু লতা রহে॥
দিব্যগন্ধ তুলসী ললিত বনমালে।
অলিকুলে বেণু রব করে অনুকারে॥ (১)

মোহন-তিলক বেণু পূরয়ে সন্ধানে।
হংস সারস আসি মিলয়ে তখনে॥
জলচর বেণুনাদে হয়্যা বিমোহিতে।
সরোবর তেজিয়া দাণ্ডায় চারিভিতে॥
মুদিত নয়নে করে চিত্ত সমাধান।
নিশবদে রহে কৃষ্ণে করিয়া ধেয়ান॥
শুন ব্রজবধূ আর বিচিত্র কথনে।
রাম কৃষ্ণ রহে গিরি-তট-উপবনে॥
বেণুরবে জগৎ করয়ে হরষিত।
তখনে মেঘের গতি মন্দ গরজিত॥
ঈশ্বর লঙ্ঘন জানি হয় কোন মতে।
মন্দ মন্দ গমন গরজে সাবহিতে॥
ছায়া করি ছত্র ধরে পুষ্প বরিষণ।
হেন সে মেঘের ধর্ম্ম দেখিল তখন॥
শুন হে যশোদা তুমি পুণ্যবতী নারী।
তোমার পুত্রের কথা কহিতে না পারি॥
বিদগধশিরোমণি গুণের সাগর।
কত ভাঁতি জানে সে যে রসিক নাগর॥
বিবিধ বিনোদ বেণু বাজায় রসাল।
তখনে দেখিল সখি বড় চমৎকার॥
ব্রহ্মা ভব পুরন্দর আদি সুরগণে।
আসিয়া করয়ে স্তুতি বিবিধ বিধানে॥
কর যোগ প্রণতকন্ধর তনু চিত্ত।
তত্ত্ব না জানিঞা দেব হয় বিমোহিত।
ধ্বজ বজ্র বিরাজিত চরণকমলে।
যখন বেড়ায় কৃষ্ণ গোকুলমণ্ডলে॥
তখন দেখিয়ে তাঁর রূপ মনোহর।
আমি সব তখনে না জানি নিজপর॥
বসন ভূষণ কেশ এ-সব পাসরি।
কেবল থাকিয়ে যেন বৃক্ষভাব ধরি॥
নবদল তুলসী ললিত বেশ ধরি।
মণি ধরি গোধন গণয়ে বনমালী॥
অনুচর বালকের কান্ধে বাম হাথ।
যখনে মোহন বেণু বাজায় গোপীনাথ॥
বেণুরবে বিমোহিতা বনের হরিণী।
পতি সুত ছাড়িয়া সেবয়ে যদুমণি॥

(১) "অলিকুল…অনুকূলে" —পাঠান্তর।

ছাড়িল কৃষ্ণের গুণে পতি সুত-দারা।
হেন প্রভু বিহরে গোপাল বেশ হয়্যা॥
কুন্দকুসুমদাম-বিলসিত বেশ।
ব্রজশিশু মাঝে নটবর হৃষীকেশ॥
যখনে তোমার পুত্র করয়ে বিহার।
হরয়ে গোপীর চিত্ত নন্দের কুমার॥
তখনে মলয়বাত বহে সুশীতল।
চৌদিগে বেঢ়িয়া গায় গন্ধর্ব্ব কিন্নর॥
কেহ নাচে কেহ গীত সুমধুর গায়।
হেন অপরূপ লীলা করে যদুরায়॥
গোধন চরায়্যা হরি দিন অবশেষে।
যখনে আসিয়া হরি গোকুলে প্রবেশে॥
ব্রহ্মা আদি সুরগণ আসিয়া তখনে।
পথে পথে রহি করে চরণ-বন্দনে॥
অনুচর বালকে বেঢ়িয়া গুণ গায়।
হেনরূপ কহ লীলা করে যদুরায়॥
তরলিত শ্রমজল বদনমণ্ডলে।
গোধূলি ধূসর-অঙ্গ কুটিল কুণ্ডলে॥
ব্রজবধূ-নয়নের আনন্দ বাঢ়ায়।
কত ভাঁতি কত লীলা করে যদুরায়॥
দেবকীজঠরে দ্বিজরায় উতপন্ন।
ওহি গোপকুলে আসি হৈলা উপসন্ন॥
মদমত্ত গজরাজ বিহরে বিশাল।
কনক কুণ্ডল দোলে গলে বনমাল॥
বদন সুন্দর জিনি পূর্ণ শশধর। (১)
গোকুলের দিন তাপ হরয়ে সকল॥
এইরূপে গোপীগণ কৃষ্ণগুণ গায়।
গীত অবলম্ব করি দিবস গুঙায়॥
কৃষ্ণ বিনে গোপীগণে না দেখয়ে আন।
গোপীনাথে নিয়োজিল তনু মন প্রাণ॥
কি কহিব গোপীকুলে প্রেমের উদয়।
ক্ষণে যুগশত যার কৃষ্ণ বিনে হয়॥
এই গোপী গীত যেবা ভক্তিভাবে শুনে।
প্রেমভক্তি হয় তার পুণ্য দিনে দিনে॥
জ্ঞান গুরু গদাধর ধীরশিরোমণি।
ভাগবত-আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী॥

(১) "বয়ান বদব ফল পূর্ণ শশধর" —পাঠান্তর।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে প্রেম-
তরঙ্গিণীপঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৫॥

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

সারঙ্গ রাগ।

আর অদভুত কথা শুন সাবধানে।
বৃষাসুর বধ কথা কহিব এখনে॥
বৃষরূপ ধরি এক দৈত্য মহাবল।
গোকুলে প্রবেশ কৈল মহা ভয়ঙ্কর॥
লাঙ্গুলের বাড়ি মারে পর্ব্বত উপরে।
ভাঙ্গিয়া পর্ব্বত-চূড়া পড়ে ভূমিতলে॥
যেখানে চরণ ধরে সেখানে তলায়।
গোকুলের প্রজাগণ দেখিয়া ডরায়॥
মল মূত্র ছাড়ে সেহ নয়ন ঢুলায়।
সেই প্রাণ ছাড়ি মরে যার দিকে চায়॥
দেবলোক কম্পে তার নিষ্ঠুর গর্জ্জনে॥
হেনকালে খসিয়া গর্ভ পড়য়ে তখনে॥
শত শত মেঘগণ পর্ব্বত গেয়ানে।
ঝোঁটের উপরে তারা রহে স্থানে স্থানে॥
এইরূপ দুরন্ত অসুর মহাকায়।
গোকুল ছাড়িয়া লোক তরাসে পলায়॥
গোপগোপী গোকুলের যতেক গোধন।
কৃষ্ণের চরণে গিয়া পশিল শরণ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভকতবৎসল ভগবান্।
নিজ পরিজন তুমি কর পরিত্রাণ॥
গোকুলের ক্রন্দন দেখিয়া দয়াময়।
আশ্বাসিল গোপগণে না করিহ ভয়॥
ডাক দিয়া বলে কৃষ্ণ আরে দুরাচার।
পশুগণে ভয় দিয়া কি সুখ (১) তোমার॥
দুষ্ট-বিনাশন আমি খল-বিনাশন।
থাকে তোর শক্তি বেটা করসিঞা রণ॥

(১) পাঠান্তর—"গুণ।"

এতেক বুলিয়া কৃষ্ণ মারে মালসাট॥
অনুগত-স্কন্ধে প্রভু দিয়া বামহাথ॥
মরকত-গিরি যেন রহিল দাণ্ডায়্যা।
কোপে দুষ্ট দৈত্য আসে পৃথিবী কাঁপায়্যা॥
লাঙ্গুল ফিরাইয়া মেঘ কৈল খানখান।
দুই শৃঙ্গ পাতিয়া সম্মুখে খরসান॥
বিন্ধিয়া মারিব কৃষ্ণ মনে আছে তার।
ধাইলা আইল যেন পর্ব্বত-আকার॥
দুই শৃঙ্গ প্রভু তার দুহাথে ধরিয়া।
অষ্টাদশ পদ লঞা পেলিল ঠেলিয়া॥
মহামত্ত গজে যেন পেলে গজ আর।
সেইক্ষণে তুরিতে উঠিল দুরাচার॥
সঘনে পবন বহে ক্রোধে মুরছিত।
সেইরূপে আরবার ধায় সচকিত।
তবে প্রভু দুই শৃঙ্গ দুই হাথে ধরি॥
ভূমিতলে অসুরে পেলিল পাক মারি।
মোচড়িয়া চাপিয়া রাখিল ভূমিতলে॥
আদ্র'বস্ত্র লোক যেন পিষিয়া নিঙ্গাড়ে। ( )
নির্জীব করিয়া দৈত্যে ঘষিল প্রচুর।
শৃঙ্গ উফাড়িয়া বাড়ি মারিল নিষ্ঠুর॥
হস্তপদ আছাড়িয়া করে ধড়ফড়।
মলমূত্র ছাড়িয়া তেজিল কলেবর।
পড়িল অরিষ্ট দৈত্য গেল যমঘর॥
গীত বাদ্য নৃত্য করে গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
সুরগণে কৈল স্তুতি পুষ্প বরিষণ॥
জয় জয়কার করে গোপগোপীগণ।
মারিয়া অরিষ্ট দৈত্য বালক লীলায়॥
গোকুলে প্রবেশ কৈলা গোকুলের রায়।
হেনকালে আসিয়া নারদ তপোধন।
কহিলা কংসেরে তবে মন্ত্রণা-বচন॥
শুন কংস মহারাজ কহিব বিশেষ।
দৈবকীর পুত্র কৃষ্ণ গোকুলে প্রবেশ॥
যশোদার কন্যা যেই স্বর্গপথে গেল।
রোহিণীর পুত্র বলরাম যারে বল॥
এ বোল শুনিয়া কংস জ্বলিল অন্তরে।
তীক্ষ্ণ খড়্গ নিল বসুদেব কাটিবারে॥
তবে শ্রীনারদ তারে কৈল নিবারণে।
ব্যর্থ বসুদেবে তুমি মার কি কারণে॥
আমার বচন শুন বিলম্ব না কর।
প্রকার করিয়া তুমি রামকৃষ্ণে মার॥

(১) "ভিতো বস্ত্রে কেহ যেন চাপিয়া চিঙ্গড়ে।"

এতেক বুলিয়া মুনি কৈলা অন্তর্দ্ধান।
তবে কংস রাজা কৈল বিবিধ সন্ধান॥
বসুদেব দেবকীরে নিগড়ে বান্ধিয়া।
কেশী নামে মহাসুরে কহয়ে ডাকিয়া॥
শুন কেশী সখা তুমি বান্ধব আমার।
রামকৃষ্ণে মার গিয়া না কর বিচার॥
তবে কেশী পাঠায়্যা দারুণ কংসাসুর।
ডাক দিয়া আনে দৈত্য মুষ্টিক চানুর॥
শল তোশল আদি পাত্র-মিত্রগণ।
শুন শুন দৈত্যগণ আমার বচন।
বসুদেবের দুই পুত্র গোকুল নগরে।
রামকৃষ্ণ নামে তারা বৈসে নন্দঘরে॥
সেই সে আমার মৃত্যু কহে সর্ব্বজনে।
কহ দেখি কোন্ বুদ্ধি করিব এখনে॥
প্রকার করিয়া সভে আন দুই ভাই।
চানুর মুষ্টিক তারে মারিব এথাই।
মল্ললীলা করিয়া মারিব দুই জন।
শুন শুন মন্ত্রিগণ আমার বচন॥
বহুবিধ মঞ্চ কবি বিবিধ সঞ্চার।
রঙ্গভূমি কর দৃঢ় পাচীর প্রাকার॥
পুরজন জানপদে দেখিব সংগ্রাম।
আরে আবে মাহুত করহ অবধান॥
কুবলয় গজ লঞা রাখহ দুয়ারে।
হস্তী দিয়া রামকৃষ্ণে মারিবে সত্বরে॥
ধনুর্যজ্ঞ আরম্ভহ চতুর্দ্দশী দিনে।
বহুবিধ পশুবধ করহ বিধানে॥
ধূপ দীপ গন্ধ পুষ্প নানা উপহারে।
পশুপতি পূজা কর বিবিধ সম্ভারে॥
আজ্ঞা দিয়া মন্ত্রিগণে পাঠাই সত্বরে।
অক্রূরে আনিঞা কংস পশিল মন্দিরে॥
অক্রূরের হস্তে ধরি বলে কংসরাজ। (১)
শুন শুন অক্রূর বলিয়ে নিজ কাজ॥
তুমি হেন হিতকারী বন্ধু নাহি আর।
তে-কারণে বুলি কিছু কার্য্য সাধিবার॥
ইন্দ্র সুখে আছে বিষ্ণু করিয়া আশ্রয়।
হেন হিতকর (২) তুমি বন্ধু মহাশয়॥
বসুদেবের দুই পুত্র নন্দঘোষঘরে।
রথে তুলি রামকৃষ্ণে আনিবে সত্বরে॥

(১) পাঠান্তর,—
"হাতে হাত দিয়া কংস বলে দৈত্যরাজ।"
(২) পাঠান্তর,—"তেন হিতকারী।"

সেই সে আমার মৃত্যু দেবগণে কহে।
শীঘ্র করি চলিবে বিলম্ব যেন নহে ॥
দধি-দুগ্ধ-ভেট ঘাট সাজিয়া অপার।
নন্দ আদি গোপ যেন হয় আগুসার ॥
রামকৃষ্ণে আন তুমি রথেতে তুলিয়া।
দ্বারেতে মারিব কুবলয় গজ দিয়া ॥
তবু যদি না মরে মারিব মল্লরণে।
তবে বসুদেবে আমি (১) মারিব পরাণে ॥
তবে তার মরিব যতেক বন্ধুগণ।
উগ্রসেন পিতা তার লজ্জিব (২) জীবন ॥
বৃদ্ধকালে রাজ্যলোভ যার এত বড়।
মারিব দেবক তার ভাই সহোদর ॥
তবে যে যে দ্বেষ ভাব করএ আমার।
সবংশে তাহার আমি করিব সংহার ॥
তবে একাকী হৈব রাজ্য অধিকার।
জরাসিন্ধু আছে গুরু সহায় আমার ॥
শম্বর নরক বাণ সহস্রেককর।
এই আদি আছে মোর বান্ধব সকল ॥

এ সব সহায় করি বিপক্ষ মারিব।
সুখে বসি রাজ্যভোগ আনন্দে করিব ॥
এ বোল বুঝিয়া তুমি চল ত্বরাত্বরি।
রামকৃষ্ণ দুই ভাই আন রথে করি ॥
রাজপুরী নাহি দেখ তুমি বৈস বনে।
যজ্ঞ-মহোৎসব চল দেখ দুই জনে।
এই ছলে ভাণ্ডিয়া আনহ দুই ভাই।
পরম বান্ধব দেখি তোমারে পাঠাই ॥
তবে কিছু কহেন অক্রূর সুপণ্ডিত।
যে কিছু কহিলে রাজা সব সমুচিত ॥
পরম যতনে কাজ আপনার সাধি।
হয় বা না হয় তাহে বলবান্ বিধি ॥
বিধি করিবারে পারে দুর্ঘট ঘটনা।
যতনেহ নহে সিদ্ধি বিধির খণ্ডনা।
তথাপি পুরুষে কাজ সাধিব যতনে।
হল বা না হউ সিদ্ধি বিধির ঘটনে ॥
সাধিব তোমার কার্য্য যতন করিয়া।
অক্রূর চলিল তবে এতেক বুলিয়া ॥
বিদায় মাগিয়া মন্ত্রিগণ গেলা ঘরে।
আজ্ঞা দিয়া কংস প্রবেশিলা নিজপুরে ॥
ধীর-শিরোমণি শ্রীগদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান ॥

(১) পাঠান্তর,—"আনি"।
(২) পাঠান্তর,—"লইব"।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

কংসের আদেশে কেশী ঘোড়ারূপ ধরে।
নন্দের গোকুলে গিয়া উঠিলা সত্বরে ॥
পৃথিবী বিদার করে পদখুরাঘাতে।
ত্রিভুবন কাঁপাইল হ্রেষিত শবদে ॥
শটা ছটাছটি মেঘ কৈল খণ্ডখণ্ড।
অঙ্গভরে টলমল করে ভূমিখণ্ড ॥
বিশাল নয়ন তার বিকট বদন।
মহাবেগ কলেবর ভীমদরশন ॥
নন্দের গোকুলে বেটা কৈল আগুয়ান।
তা দেখিয়া গোপগণ হৈলা কম্পমান ॥

সম্মুখে দেখিল দৈত্য প্রভু যদুবর।
প্রভু দেখি ক্রোধে তার জ্বলিল অন্তর ॥
দুরন্ত অসুর সেই মহাপাপমতি।
দুই পদ তুলিয়া মারিল এক লাথি ॥
লাথি মারিলেক বেটা বুকের উপরে।
কটাক্ষে বঞ্চিল তাহা প্রভু গদাধরে ॥
সেই দুই পদ তার দুই হস্তে ধরি।
সপ্তপাক ফিরাইল আকাশেতে তুলি ॥
অবজ্ঞানে পাকামরি পেলিল নিঠুর।
চারি শত হস্ত গিয়া পড়িল অসুর ॥

কথোক্ষণ রহি তবে উঠিল সত্বরে।
মুখখান মেলিয়া আইসে গিলিবারে ॥
কোন বুদ্ধি করে তবে প্রভু দামোদর।
বামহস্ত দিল তাব মুখের ভিতর ॥
ভুজ প্রবেশায় প্রভু মুখের ভিতরে।
মহাগর্ত্তে সর্প যেন পরবেশ করে ॥
দশন খসিয়া তার পড়িল সকল।
মহাভুজ বাড়ে তার মুখের ভিতর ॥
শ্রীভুজে নিরুদ্ধ কৈল এ দশ দুয়ার।
শ্বাস রুদ্ধ হয়্যা প্রাণ ছাড়ে দুরাচার ॥
দুই আঁখি উলটিল পড়িল সঙ্কটে।
হস্ত পদ আছাড়িয়া করে ছটপটে ॥
ত্রাসে মলমুত্র ছাড়ি তেজিল পরাণ।
বিদরিয়া অঙ্গ তার হৈল খানখান ॥
কর্কটীর ফল যেন হৈল খণ্ড খণ্ড।
মুখে হৈতে বাহির করিলা ভুজদণ্ড ॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ করয়ে স্তবন।
সুরবধূগণ কৈল পুষ্প ব'রষণ ॥
দুন্দুভি বাজনা বাজে জয় জয় ধ্বনি।
লীলায়ে অসুব বধ কৈলা চক্রপাণি ॥
নারদ আসিয়া তবে দিলা দরশন।
নিভৃতে কৃষ্ণের সঙ্গে কৈলা সম্ভাষণ ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ যোগেশ্বর অখিলনিবাস।
বাসুদেব ভকতবৎসল শ্রীনিবাস ॥
সর্ব্বভূত-আত্মা তুমি বিভু একরূপ।
কাষ্ঠভেদে এক বহ্নি দেখি নানারূপ ॥
সর্ব্বভূতে বৈস তুমি গূঢ় গুহাশয়।
সর্ব্বসাক্ষী পরিপূর্ণ তুমি সর্ব্বময় ॥
আপনে আপনা কর মায়ায় সৃজন।
আপনে সংহার কর আপনে পালন ॥
পৃথ্বীর হরিতে ভার দৈত্য বিনাশিবে।
নিত্যধর্ম্ম জগতে স্থাপিয়া যশ থুইবে ॥
এই সে কারণে তুমি কৈলে অবতার।
দেখিল তাহার আজি কিছু চমৎকার ॥
অশ্বরূপ মহাদৈত্য মারিলে লীলায়।
যার ভয়ে স্বর্গ ছাড়ি দেবতা পলায় ॥
চাণূর মুষ্টিক আদি যত বীর আর।
কুবলয় গজ আর যত মহাবল ॥
কংস আদি আর যত দৈত্য দুরাচার।
দুই দিন ব্যাজে তুমি করিবে সংহার ॥
শঙ্খ মুর নরক যবন দৈত্যক্ষয়।
পারিজাত হরণে ইন্দ্রের পরিচয় ॥

বীর্য্যমূল্য দিয়া রাজকন্যা পরিণয়।
নৃগের মোক্ষণ তবে দ্বারিকাবিজয় ॥
ভার্য্যা সহে স্যমন্তক মণির হরণ।
তাহার লাগিয়া প্রাণ দিবে কথোজন।
ব্রাহ্মণের মৃতপুত্র করিবে প্রদান।
মারিবে পৌণ্ড্র করাল মহাবলবান্ ॥
বারাণসী পোড়াইবে মারিবে দন্তবক্র।
শিশুপালবধ মহাযজ্ঞের ভিতর ॥
আর যত যত কর্ম্ম করিবে বিশাল।
আমি-সব কৌতুক দেখিব তাহা ভাল
কালরূপ প্রভু তুমি জগৎসংহার।
সংহার কারণে তুমি কালরূপ ধর ॥
অর্জ্জুন-সারথি হয়্যা আপনি ভারতে।
হরিব পৃথ্বীর ভার দেখিব সাক্ষাতে ॥
যদি বল শত্রু-মিত্র আছে রাগ-দ্বেষ।
আন জীব চাহি আমি কেমনে বিশেষ
বিশুদ্ধ-বিজ্ঞানঘন শুদ্ধ সত্ত্বময়।
অমোঘবাঞ্ছিত নিত্য নিত্য সুখময় ॥
নিজ তেজে মায়াগুণ দূরে পরিহর।
কেবল নিষ্কল ব্রহ্ম তুমি নিরন্তর ॥
স্বাধীন ঈশ্বর তুমি যোগমায়াবলে।
অশেষ নির্গুণ তুমি কর এক তিলে ॥
ক্রীড়া করিবারে ধর নর-কলেবর।
যদুকুলনাথ তুমি প্রভু যদুবর ॥
এইরূপে স্তুতি করি দণ্ড-পরণাম।
প্রদক্ষিণ করিযা চলিলা মতিমান ॥
আজ্ঞা দিয়া নারদে পাঠাইলা বনমালী।
গোকুলে প্রবেশ কৈলা অসুর-সংহারী ॥
আর দিনে শিশু সঙ্গে প্রভু যদুরায়।
গোবর্দ্ধন গিরি তটে গোধন চরায় ॥
তবে আর এক খেলা পাতিল কৌতুকে
পাইক লুকানি—যারে বলে শিশুলোকে
কেহ চোর কেহ বা পাইকরূপ ধরে।
ভেড়ারূপ ধরি কত বালক বিহরে ॥
ভেড়া চুরি করি চোর শিশু লয়্যা যায়।
পাইকে ধরিয়া ভেড়া কাড়িয়া রহায় ॥
ময়দানবের পুত্র ব্যোম মহাবল।
চোররূপে প্রবেশিল গোষ্ঠের ভিতর ॥
বালকের মাঝে কৈল অসুর প্রবেশ।
বুঝিয়া রহিলা মনে প্রভু হৃষীকেশ ॥
গুটি গুটি করে ব্যোম ছাগ চুরি করে।
বালকে ভরয়ে লঞা পর্ব্বতগহ্বরে ॥

পাষাণে রুধিয়া তার দুয়ার রাখিল।
অবশেষে চারি পাঁচ ছাওয়াল রহিল॥ (১)

দুষ্টকর্ম্ম দুষ্টের জানিয়া হৃষীকেশে।
আর শিশু লঞা যাইতে ধরিল নির্য্যাসে॥

পলাইতে না পারিয়া দৈত্য দুরাচার।
নিজরূপ ধরে তবে পর্ব্বত-আকার॥

তবে প্রভু অসুরে পেলিয়া ভূমিতলে।
চাপিয়া বসিল তার বুকের উপরে।

মুণ্ড উফাড়িয়া অঙ্গে প্রবেশ করায়।
টান দিঞা চারি হস্ত পদ উফড়ায়॥

তথাই প্রবেশ করাইলা আরবারে।
পশুমধ্যে কৈল ব্যোম দৈত্যের সংহারে॥

মেলিয়া দিলেন প্রভু গহ্বরদুয়ার।
তবে শিশুগণ লয়্যা কৈলা আগুসার॥

অনুগতে গায় গীত দেবে করে স্তুতি।
গোকুলে প্রবেশ কৈলা ত্রিভুবনপতি॥

ধীর শিরোমণি শ্রীগদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান॥

(১) সাহিত্যপরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তকের পাঠ,—
তাহাতে আরম্ভ খেলা পাতিল কৌতুকে।
পক্ষ-লুকলুকানি যাকে বোলে শিশুলোকে।
কেহ চোর কেহ তাথে পাইকরূপ ধরে।
ভেড়ারূপ ধরি কত বালক বিহরে।
ভেড়া চুরি করে চোর শিশু লঞা যায়।
পক্ষ চোর ধরি ভেড়া কাঢ়িয়া রহায়।
ময়দানবের পুত্র ব্যোম মহাবল।
চোররূপে প্রবেশিল চোরের ভিতর।
বালকের মাঝে কোন অসুর প্রবেশ।
বুঝিয়া রহিল মনে প্রভু হৃষীকেশ।
গুটি গুটি করে বেটা বালক চোরায়।
পর্ব্বতগহ্বরে লঞা বালক ভরায়।
প্রস্তরে রোধিয়া তার ফেলিল দুয়ার (
অবশেষে চারি পাঁচ রহিল ছাওয়াল॥
ছাএ,—(ছা, শিশু) শিশুকে।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৭॥

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

পাহিড়া রাগ।

রজনী বঞ্চিয়া ঘরে অক্রূর প্রভাতকালে
গোকুলে চলিলা হরষিতে।
রথে করি আরোহণ এই চিন্তে মনে মন
মোর ভাগ্য হৈল আচম্বিতে॥
শুন শুন নরপতি অক্রূর সে মহামতি
পথে পথে এই চিন্তে মনে।
মুঞি কোন্ তপ কৈলুঁ মহা নে দান দিলুঁ
আজি কৃষ্ণ দেখিব নয়নে॥
হেন মোর কি ঘটিব প্রভু-দরশন হৈব
মুঞি সে অধম মন্দমতি।
যেন বেদ-অধিকার শূদ্রে নহে ব্যবহার
তেন মুঞি হীন অধোগতি॥
পুন বলে সে অক্রূর অমঙ্গল গেল দূর
আজি মোর জনম সফলে।
যোগী ধ্যান করে যায় মুঞি হৈব নমস্কায়
সে প্রভুর চরণকমলে॥

কংস অনুগ্রহ কৈল গোকুলে পাঠায়্যা দিল
পাদপদ্ম দেখিব নয়নে।
যার নখ-মণিজ্যোতি পায়্যা পাইল দিব্যগতি
পার হৈল মহামহাজনে॥
ব্রহ্মা ভব আদি সুরে ধ্যানে যার পূজা করে
লক্ষ্মীদেবী করয়ে চিন্তনে।
এমত দুর্ল্লভ পদ বনে বনে উপগত
গোপীকুচ-কুঙ্কুম-মণ্ডনে॥
ললিত কপোলদেশ কুটিল অলকা-কেশ
নব-কঞ্জ-অরুণ-লোচন।
নিশ্চয় দেখিব আজি শ্রীমুখমণ্ডল জ্যোতি
প্রদক্ষিণ করে মৃগগণ॥
পৃথ্বীর হরিতে ভার নররূপে অবতার
অশেষ লাবণ্য গুণ ধাম।
মোর ভাগ্যে তাঁর সহে যদি দরশন হয়ে
তবে পূর্ণ হয় সর্ব্বকাম॥

সভার হৃদয়ে বৈসে সাক্ষিরূপে সব দেখে
অন্তর্যামী প্রভু নিরাকার।
হেন প্রভু করে লীলা গোকুলে শিশুর খেলা
গোপরূপে গূঢ় অবতার॥
যার গুণকর্ম্মরত সুকৃত বচন যুত
অশেষমঙ্গল গুণগানে।
জগৎ পবিত্র করে শুনিলে আনন্দ ধরে
সর্ব্বজীবে করে প্রাণদানে॥
যার গুণহীনবাণী জানি সরলমণ্ডলী (১)
হেন প্রভু বিহরে গোকুলে।
বিস্তারিব যশোভার যদুকুলে অবতার
ব্রহ্মা আদি গায় নিরন্তরে॥
অখিল জগৎগুরু ভক্ত-সুর-কল্পতরু (২)
কমলাসেবিত পদধূলি।
মোর শুভ দিন হৈল শুভ রাত্রি পোহাইল
নয়নে দেখিব বনমালী॥
হেন কি ঘটিব মোরে যোগী ধ্যান করে যারে
হেন পাদ করিব প্রণাম।
তবে আমি ধন্য মানি আপনে আপনা গণি
তবে মুঞি পুরুষপ্রধান॥
দণ্ড পরণাম করি পড়িমু চরণ ধরি
শিরে কর দিব কি মুরারি।
বলি দান দিয়া যাকে পূজ্য হৈল ত্রিজগতে
ভকত অভয় বরধারী॥
কংসের আদেশ পেয়্যা আমি নিতে আইল ধেয়্যা
জানি মোতে জ্ঞান হেন হয়।
যদি থাকে নিজপর কিছু হয় অগোচর
তবে ভয় করিতে যুঝায়॥
কর যুড়ি ধরি শিরে পড়িমু চরণমূলে
প্রভু যদি চাহিবে সদয়।
এইত পরমানন্দ অশেষ দুরিত-বন্ধ
খসিব খণ্ডিব ভবভয়॥
আমার বান্ধব হয়ে আমা বিনে না জানয়ে
এ বোল বুলিয়া যদুরায়।
যবে দেই আলিঙ্গন মহাভুজ-সুবন্ধন
তবে তীর্থ এই মোর কায়॥
তাঁর অঙ্গ-সঙ্গ পেয়্যা পড়িমু প্রণত হয়্যা
কর যুড়ি চরণকমলে।
জ্ঞাতির সম্বন্ধ ধরি বুলিব অক্রূর করি
তবে আমি হইমু সফলে॥ (১)
নিজপর নাহি তাঁর শত্রুমিত্রে ব্যবহার
তথাপি ভকত হিতকারী।
তথাপি কল্পতরুবরে যে জন আশ্রয় করে
সেই যে ফলের অধিকারী॥
অগ্রজ সে বলরাম অশেষ গুণের ধাম
করে ধরি নিব কি মন্দিরে।
আতিথ্যবিধান করি নন্দ আদি গোপ মেলি
বন্ধুবার্ত্তা পুছিব সত্বরে॥
শ্রীঅক্রূর গুণনিধি হেনমত শুদ্ধবুদ্ধি
কত কত চিন্তিল হৃদয়।
ভাগবত-আচার্য্যবাণী কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী
শুনিলে দুরিত দূর হয়॥

ভাটিয়ালী রাগ।

এই মতে পথে কৃষ্ণে চিন্তিল অন্তরে।
সন্ধ্যাকালে উত্তরিলা গোকুলনগরে॥
প্রণাম করিঞা আছে সবদেবে আসি।
ছিন্ন ভিন্ন হয়্যাছে মুকুট ঘষাঘষি॥
ধ্বজ-বজ্র-বিরাজিত চরণকমলে।
দেখিল অক্রূর পদচিহ্ন আছে ধূলে॥
বাঢ়িল আনন্দ প্রেম ভাবে বিমোহিত।
নয়নে আনন্দজল অঙ্গ পুলকিত॥
রথে হৈতে লম্ফ দিয়া নাম্বিলা সত্বরে।
পড়িয়া লোটায় সেই ধূলার উপরে॥
ধন্য মুঞি আজি মোর সফল জীবন।
সাক্ষাতে দেখিলু নিজ প্রভুর চরণ॥
এইমতে কথোদূর গড়াগড়ি যাই।
রামকৃষ্ণে একত্রে দেখিল দুই ভাই॥
অখিল-জগৎ-নাথ করে গো-দহন।
নীল-পীত-পরিধান দুহার বসন॥
শারদ-বিমল কঞ্জ নয়ন-বিশাল।
ললিত খেলন বালদ্বিরদ বিহার॥
কিশোর শ্যামল শ্বেত অঙ্গের বরণ।
ধ্বজবজ্র-বিরাজিত দুহার চরণ॥
হেম মণি রতন দুঁহার অলঙ্কার।
দুঁহে মনোরম বেশ বিক্রম বিশাল॥
রজত পর্ব্বত যেন কনকে খচিত।
মরকত গিরি যেন রতনে ভূষিত॥

(১) পাঠান্তর,—"যেন সরস মণ্ডলী।
(২) পাঠান্তর,—"ভকত-কল্প-তরু"।

(১) পাঠান্তর,—"তবে মোর ধন্য কলেবরে।"

দিব্যগন্ধ তুলসী ললিত বনমালা।
দুই জনে মনোহর ব্রজ-বরলীলা ॥
চন্দ্রকোটি জিনি চারু বয়ান মণ্ডল।
কমলানিবাস দুঁহার শ্রীভুজযুগল ॥
দিব্যগন্ধ বিলেপ ভূষণ দিব্যবেশ।
শিখণ্ড-মণ্ডিত-চূড়া বিলুলিত কেশ ॥
জগতের কারণ দুঁহে জগতের গতি।
জগতের আদি অন্ত জগতের পতি ॥
জগত-কারণ হেতু দুহা অবতার।
দুহে গাভী দুঁহে ব্রজবালক বিহার ॥
হেমরূপে রামকৃষ্ণে দেখিল গোকুলে।
অক্রূর মজিল তবে আনন্দসাগরে ॥
ভূমিতে পড়িয়া হৈল দণ্ডপরণাম।
বাহ্য পাসরিল কিছু নাহি অবধান ॥
নয়নে আনন্দজল পুলকিত অঙ্গ।
কহিতে না পারে কিছু যেন জড় অঙ্গ ॥
শ্রীভুজে ধরিয়া তারে তুলিলা শ্রীহরি।
দৃঢ় আলিঙ্গন দিয়া ভুজপাশে বেঢ়ি ॥
করুণাসাগর হরি ভকতবৎসল।
ভকতের মনোরথ পূরায় সকল ॥
দুই করে ধরিয়া অক্রূর-দুই-করে।
নিজঘরে তবে তাঁরে নিলা হলধর ॥
দুহে ধরি আসনে বসায়্যা দিব্য জলে।
পাখালিলা পদযুগ বিশেষ আদরে ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া কৈল মধুপর্ক দান।
কুশল-কল্যাণ পুছলেন ভগবান ॥
দুই ভাই কৈলা তাঁর পাদ সম্বাহন।
দিব্য অন্ন পান দিয়া করাল্য ভোজন ॥
মুখবাস দিলা তবে কর্পূর তাম্বুল।
দিব্যগন্ধ বাস দিয়া পূজিলা প্রচুর ॥
তবে নন্দ সম্মুখে দাণ্ডায়্যা মতিমান।
কুশল জিজ্ঞাস তবে কৈলা সম্বিধান ॥
তুমি-সব কুশলে কি আছ নিরাকুলে।
কংস হেন দুরাচার তার অধিকারে ॥
কংস হেন খল যাহে আছে দণ্ডধর।
কি তার জিজ্ঞাসা করি প্রজার কুশল ॥
ভেড়ার রাখাল যদি পালক-আঙ্গার। (১)
তবে কি তাহার আর আছে প্রতিকার ॥
তুমি-সব আছ যাথে ধন্য মহাজন।
এই পুণ্যে যেবা হয় প্রজার রক্ষণ ॥
এইরূপে যদি জিজ্ঞাসিলা নন্দঘোষে।
অক্রূরের পথশ্রম ঘুচিল সন্তোষে ॥
ধীর শিরোমণি শ্রীগদাধর গান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস-গান ॥

(১) পাঠান্তর,—
"কুক্কুর পালক যদি গর্দ্দভ রাখোয়াল।"

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

শুকমুনি বলে রাজা শুন নরেশ্বর।
অক্রূর হইলা অতি আনন্দ অন্তর ॥
শয়ন করিলা সুখে খট্টার উপর।
পূর্ণ হৈল মনোরথ চিত্তের সকল ॥
যত মনোরথ কৈল গান্দিনীকুমার।
সে সকল মনোসিদ্ধি হৈল একিবার ॥
লক্ষ্মীনাথ পরসন্ন হয়েন যাহারে।
তার কি দুর্লভ আছে সংসারভিতরে ॥
তথাপি না মাগে কিছু মাগে মাত্র ভক্তি
দিলেহ না লয় বর ভকতের রীতি ॥
দিব্য সিংহাসনে বসি দৈবকীনন্দন।
অক্রূরের তরে তবে কৈল সম্ভাষণ ॥
কহ তাত কহ সৌম্য-কুশল তোমার।
জ্ঞাতিবর্গ সুখে আছে বন্ধু পরিবার ॥
কেন বা জিজ্ঞাসি আমি কুশল কল্যাণ।
কংস হেন দুষ্ট রাজা যাথে বিদ্যমান ॥

কুলের অধম সেই কুল-বিনাশন।
সে বাঁচিতে কার আছে কুশল কল্যাণ ॥
নামে সে মাতুল মোর তত্ত্বে কেহ নয়।
সে দুষ্ট থাকিতে কারো না ঘুচিব ভয় ॥
এত অপরাধ হৈল যাহার কারণে।
যাহার কারণে পিতামাতার বন্ধনে ॥
তোমা সহ দরশন হৈল শুভদিনে।
কহ দেখি এথা তুমি আইলে কি কারণে ॥
এ বোল শুনিঞা তবে গান্দিনীনন্দন।
আদি হৈতে কহিল সকল বিবরণ ॥
দূত করি কংস ব্রজে পাঠাইল মোরে।
কালি তোমা-সভা লঞা যাব মধুপুরে ॥
নন্দ আদি গোপ লৈব সাজিয়া সম্ভার।
দধি দুগ্ধ ঘৃত লৈব রাজ-উপহার ॥
সকলে চলিয়া যাবে রাজ-বিদ্যমান।
আর এক কথা কহি কর অবধান ॥
নারদে আসিয়া মন্ত্র কহিল তাহারে।
রামকৃষ্ণ গোপতে থাকয়ে নন্দঘরে ॥
বসুদেব দুই পুত্র রাম দামোদর।
সেই সে মরিল যত দৈত্য অনুচর।
তোমার নাশের হেতু দেবের মন্ত্রণা।
উপায় করিয়া তাহা করহ খণ্ডনা ॥
নারদে কহিয়া দিল এ সব বচন।
ক্রোধে কংস জ্বলে যেন দীপ্ত হুতাশন ॥
বসুদেবে কাটিবারে খড়্গ নিল হাথে।
নিবারিয়া নারদ রাখিলা নানামতে ॥
বসুদেব দৈবকীরে বান্ধিয়া নিগড়ে।
এইরূপে বন্ধুবর্গে পরাভব করে ॥ (১)
সভার হৃদয়ে থাক তুমি সব জান।
আমি কি কহিব তুমি চিত্তে অনুমান ॥
এ সব বচন শুনি রাম দামোদর।
হাসিয়া কহিলা সব নন্দের গোচর ॥
এ বোল শুনিঞা তবে নন্দঘোষ রায়।
কোটাল পাঠায়্যা সব গোকুলে জানায় ॥
ডাক দিয়া কোটাল কহয়ে ঘরে-ঘরে।
দধি দুগ্ধ তুলি লহ শকট উপরে ॥
ভেটঘাট তুলি লহ যার যে যোগান।
চলিবে সকল গোপ কংস বিদ্যমান ॥
প্রভাতে চলিব কালি মথুরা নগরে।
দেখিতে রাজার পুরী মঙ্গল-আচারে ॥

ধনুর্যজ্ঞ কংসরাজা কৈলা অনুবন্ধ।
সভেই মেলিয়া গিয়া দেখিব আনন্দ ॥
অক্রূর কংসের দূত আইল নন্দঘরে।
কালি রামকৃষ্ণে লঞা যাব মধুপুরে ॥
এইরূপে গোকুলে কোটাল দিল সাড়া।
শুনিঞা চিন্তিত হৈল যত ব্রজবালা ॥
হৃদয়ে উঠিল তাপ শ্রীবদনে শ্বাস।
মলিন হইল মুখ-কমল-প্রকাশ ॥
কোন গোপী রহে ধ্যান করি অবলম্ব।
খসিল দুকূল বেশ কার কেশবন্ধ ॥
চিত্রের পুত্তলি যেন কোন গোপী রহে।
কোথা আছে কিবা করে কার মনে নহে ॥
কৃষ্ণের ঈষৎ হাস্য মধুর বচন।
কটাক্ষ ভঙ্গিমা কারো হইল সম্বরণ ॥
কেহ সঙরিল গতি ললিত বিলাস।
কোন গোপী সঙরিল মন্দ পরিহাস ॥
উদার চরিত্র কারো হইল স্মরণ।
সেই সেই ভাবে গোপী হরযে চেতন ॥
লাজ ভয় পরিহরি ব্রজ-পুরনারী।
এক এক স্থানে কত শতেক আভিরী ॥ (১)
উচ্চস্বরে কহে গোপী মনে পেয়্যা খেদ।
সহিতে নারিব কভু কৃষ্ণের বিচ্ছেদ ॥
কান্দিতে কান্দিতে গোপী কহে কোন বাণী।
অহহ বিধাতা তুমি ভাল হেন জানি ॥
সখ্যভাবে পীরিতি বাঢ়ায়্যা দেহ সঙ্গ।
না পুরায়্যা মনোরথ পূর্ণ কর ভঙ্গ ॥
অলকা-মণ্ডিত মন্দ হাসিত-সুন্দর।
কেন বা দেখাইলে তার শ্রীমুখমণ্ডল ॥
এখনে হরিয়া লহ এ নহে উচিত।
কেবল মূরুখ তুমি কে বলে পণ্ডিত ॥
কে বলে অক্রূর তারে ক্রূর দুরাচার।
হরিলি নারীর চক্ষু এ তোর বেভার ॥
যদি বল আমি নহি হরিয়ে লোচন।
কৃষ্ণে হরি নিল চক্ষে নাহি প্রয়োজন ॥
বিশ্ব নিরমিল তুমি বিচিত্র নির্ম্মাণে।
সকল দেখিয়ে তাঁর এক অঙ্গ স্থানে ॥
হেন কৃষ্ণে হেরিলে নয়নে কিবা কাজ।
ভালত বিধাতা তুমি ভাল নহে কাজ ॥
ভাল নন্দসুত তাঁর ভাল এই রীতি।
নব অনুরাগে গোপীর তেজিলে পীরিতি ॥

---

(১) পাঠান্তর,—
"এইমত বন্ধুবর্গে নানা পীড়া করে।"

(১) "এক এক ঠাঞি গোপী শত শত মেলি"—পাঠান্তর।

পতি সুত বন্ধু তেজে যাহার লাগিয়া।
সে কেমন যায় গোপ-যুবতী তেজিয়া॥
ধন্য পুরবধূ তাদের সফল জীবন।
শুভ রাত্রি পোহাইল শুভ দিন ক্ষণ॥
মধুপুরে পরবেশ করিব মুরারি।
শ্রীমুখ দেখিব তারা প্রেম-নেত্র-ভরি॥
তা-সভার মৃদু মন্দ মধুর বচনে।
হরিব কৃষ্ণের চিত্ত আসিব কেমনে॥
গ্রাম্যবধূ আমি সব গোপী বনচারী।
আর কি আসিব পুর বধূ প্রেম ছাড়ি॥
ধন্য হৈব আজি সব মধুপুর লোক।
বাঢ়িবে সম্পদ দূরে যাবে দুঃখ শোক॥
পথে যাইতে যে দেখিব দৈবকীনন্দন।
সফল নয়ন তাদে সফল জীবন॥
হের-দেখ দারুণ অক্রূর নাম ধরে।
বচনেহ আমা-সভায় সন্তোষ না করে॥
কৃষ্ণকে হরিয়া নিব এই তার চিত্তে।
তিলেকে হরিয়া নিল কৃষ্ণের পীরিতে॥
হের দেখ রথে কৃষ্ণ চঢ়িল নিশ্চয়।
এমন দারুণ লোকে বলে দয়াময়॥
যুবা গোপগণে মত্ত করায় ত্বরিত।
বৃদ্ধ গোপগণে তারা না বলে উচিত।
এতেক জানিলুঁ আজি বিধি হৈল বাম।
কি বুদ্ধি করিব আজি না দেখিএ আন।
ধরিয়া রাখিব লজ্জা ভয় পরিহরি।
দেখি বৃদ্ধ গুরুগণে কি করিতে পারি॥
যাহা বিনে যায় প্রাণ তিলেক না রয়।
কেন সে করিব গুরুজন লজ্জা ভয়॥
যার সঙ্গে রাস রস-বিহার মণ্ডলে।
ললিত বিলাস হাস কেলি কুতূহলে॥
কত কত রাত্রি গেল তিলেক সমানে।
কেমনে রাখিব প্রাণ হেন কৃষ্ণ বিনে॥
এই বলি গোপীগণ হইয়া ব্যাকুলি।
উচ্চস্বরে কান্দে লজ্জা তেজি কৃষ্ণ বলি॥
গোবিন্দ মাধব বুলি কান্দে উচ্চস্বরে।
রজনী প্রভাত হৈল হেন অবসরে॥
সান্ধ্যাকর্ম্ম করিয়া অক্রূর মতিমান্।
রাম-কৃষ্ণ রথে তুলি হৈল আগুয়ান॥
শকট পুরিয়া দধি দুগ্ধের কলসে।
গোপগণে সাজিয়া চলিল চারি পাশে॥
গোপীগণ চলিলা কৃষ্ণের অনুসারে।
না জানি কি বোলে কৃষ্ণ প্রবোধে আমারে

বুঝিয়া গোপীর ভাব প্রভু দয়াময়।
দূতমুখে প্রবোধিল গোপীর হৃদয়॥
আসিব গোকুলে আমি শোক পরিহর।
হৃদয় সন্তোষ করি নিজ ঘরে চল॥
এ সব বচন তবে শুনি গোপীগণে।
চিত্তেতে প্রবোধ করি রহে সেইখানে॥
যাবত দেখিল রথ রথের মণ্ডলী।
যাবত দেখিল রথ-ধ্বজ-পত্রাবলি॥
যাবত রথের রেণু দেখিল নয়নে।
চিত্তের পুত্তলী যেন রহিলা ধেয়ানে॥
তবে গোপী বাহুড়িয়া গেল নিজ ঘর।
কৃষ্ণকথা কহি জীউ রাখে নিরন্তর॥
নন্দ আদি গোপগণ সঙ্গে হলধর।
কালিন্দীর তীরে উত্তরিলা দামোদর॥
তীর্থজল পরশিয়া কৈলা জলপান।
বসিয়া বৃক্ষের তলে রাম-ভগবান্॥
অক্রূর বসায়্যা কৃষ্ণে রথের উপরে।
আজ্ঞা লঞা গেলা তীর্থে স্নান করিবারে॥
ব্রহ্মমন্ত্র পঢ়িয়া অক্রূর কৈলা স্নান।
কেবল নিষ্কল ব্রহ্ম করিয়া ধেয়ান॥
রাম-কৃষ্ণে দেখে তবে জলের ভিতরে।
সবিস্ময় হয়্যা মনে ভাবিল বিস্তরে (১)॥
বসুদেব পুত্র দুই রথের উপরে।
তবে কেন দেখি এথা জলের ভিতরে॥
রথে বা না থাকে উঠি দেখি এ তথাই।
দেখে সেইরূপে রথে আছে দুই ভাই॥
আরবার আসিয়া মজ্জিল সেই জলে।
মহা সর্পরাজ দেখে মৃণাল-ধবলে॥
সহস্রবদন ফণা সহস্র উজ্জ্বল।
পর্ব্বতের শৃঙ্গ যেন শ্বেত কলেবর॥
অহিপতি করে স্তুতি সুর-সিদ্ধগণে।
অসুর কিন্নর করে বিবিধ স্তবনে॥
তার কোলে দেখে ঘনশ্যাম কলেবর।
পীত বস্ত্র পরিধান পুরুষ-শেখর॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শোভে চারি করে।
পদ্মপত্র-নয়ন অরুণ মনোহরে॥
প্রসন্ন বদন চারু হাস আলোকন।
চারু কর্ণ চারু ভুরু কপোল শোভন॥
আজানুলম্বিত ভুজ অরুণ অধর।
শ্রীবৎস লক্ষণ পীন উচ্চ বক্ষঃস্থল॥

(১) পাঠান্তর,—
"বিস্ময় ভাবিয়া মনে চিন্তিল অক্রূরে।"

কম্বু কণ্ঠ নাভি গভীরতা সরোবর।
ত্রিবলী বলিত চারু উদর সুন্দর॥
পৃথু কটিতট শ্রোণি ঊরু গজ-শুণ্ড।
চারু জানুযুগ চারু জঙ্ঘাযুগদণ্ড॥
তুঙ্গ গুল্ফ অরুণ নখর চন্দ্রপাঁতি।
বিলসিত পদযুগ-সরোজ সুভাঁতি॥
মহামূল্য মণিময় মুকুট কুণ্ডল।
কটিসূত্র ব্রহ্মসূত্র হার মনোহর॥
কনক নূপুর চারু অঙ্গদ কঙ্কণ।
বনমালা বিরাজিত কৌস্তুভ ভূষণ॥
নন্দ সুনন্দ আদি পারিষদগণে।
চতুর্ম্মুখ পঞ্চমুখ সহস্র-বদনে॥
সুরবৃন্দপতি যত সুরের প্রধান।
সনকাদি ব্রহ্মঋষি নব দ্বিজোত্তম॥
প্রহ্লাদ নারদ আদি ভকত-শেখর।
নানাভাবে স্তুতি করে প্রণতকন্ধর॥
শ্রী পুষ্টি তুষ্টি কীর্ত্তি কান্তি লজ্জা বাণী।
বিদ্যা অবিদ্যা মায়া শক্তি সেবে যদুমণি॥
এরূপ দেখিয়া কৃষ্ণে অক্রূর সুধীর।
ভক্তিযুক্ত পুলকিত হইল শরীর (১)॥
ভাবে গদগদ বাণী কম্পিত অধর।
প্রণাম করিয়া স্তুতি করে জোড়কর॥
শ্রীগদাধর ভক্তি-রস-গুরু জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান॥

(১) "নয়নে আনন্দজল পুলক শরীর"
—পাঠান্তর।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
ঊনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৯॥

চত্বারিংশ অধ্যায়।

পঠমঞ্জরী রাগ।

নমো নমো আদিদেব প্রভু নারায়ণ।
পুরাণ-পুরুষ তুমি অখিলকারণ॥
যার নাভি-হ্রদে লোক-পদ্ম উতপতি।
তাহাতে জন্মিল ব্রহ্মা হয়া প্রজাপতি॥
যাহা হৈতে হৈল সব এ লোক রচনা।
পৃথিবী পবন বহ্নি আকাশ কল্পনা॥
মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার ইন্দ্রিয় সকল।
ইহার নির্ম্মিত সব জীব চরাচর॥
এ সব তোমার অঙ্গ তত্ত্ব নাহি জানে।
ব্রহ্মাহ না জানে তত্ত্ব মায়ার বন্ধনে॥
সাক্ষাতে পুরুষরূপ ভজে যোগেশ্বরে।
অন্তর্যামী রূপ কেহ উপাসনা করে॥
বেদযজ্ঞে পূজে তোমা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
নানারূপে নানাযজ্ঞে পূজে নানাজন॥
কেহ কেহ সন্ন্যাস করিয়া শুদ্ধ হই।
জ্ঞানযজ্ঞে পূজে তোমা হয়্যা জ্ঞানময়ী॥
কেহ কেহ গুরুমুখে লভিয়া সংস্কার।
বহুমুখে একরূপ চিন্তয়ে তোমার॥
শিবপথে কেহ তোমা ভজে শিবরূপ।
বহু গুরু উপদেশে ভজে বহুরূপ॥
সকলে তোমারে ভজে সর্ব্ব দেবময়।
তোমা বিনে আর কেহ নানা দেব নয়॥
তবে কেনে নানাদেবে ভজে নানাজনে।
হেন যদি বল প্রভু কহিব কারণে॥
নানা নদনদী যেন নানা দিগে ধায়।
তমু তারা সভে গিয়া সমুদ্রে মিলায়॥
যেবা পথে যেবা চলু যেন-তেন-মনে।
অন্তকালে সভে তুমি গতি নারায়ণে॥
প্রকৃতির গুণ সত্ত্ব রজ তম তিন।
সেই গুণে সর্ব্বলোক করে ভিনাভিন॥
আব্রহ্ম স্থাবর মায়াগুণের গাথনি।
কাহার শকতি আছে তার তত্ত্ব জানি॥

সর্ব্বজীব সাক্ষী তুমি আত্মা সভাকার।
তোমাতে প্রণাম সদা রহুক আমার॥ (১)
তোমার মায়ারে করে প্রপঞ্চ নির্ম্মাণ।
হেন তুমি অনাদি নিধন ভগবান॥
দহন বদন তোমার পৃথিবী চরণ।
আকাশমণ্ডল নাভি দিনেশ-লোচন॥
দশদিগ শ্রুতিযুগ সুরলোক শির।
ইন্দ্র আদি সুরগণ শ্রীভুজ গম্ভীর॥
সাগর উদর তোমার বৃক্ষ লোম হয়।
জলদ কুন্তল নখ যত গিরি হয়॥
নিমিষ রজনী দিন বীর্য্য বরিষণ।
তোমাতে কল্পিত সব স্থাবর জঙ্গম॥
যেন জলজন্তু জলে করয়ে সঞ্চার।
উড়ুম্বর ফল যেন মশকবিহার॥
যত যত রূপ ধর যে যে অবতারে।
সে সব মহিমা গাই সুখে লোক তরে।
নমো নমো মৎস্যরূপ আদ্য অবতার।
প্রলয়-সাগর-মাঝে বিচিত্র বিহার॥
হয়গ্রীবরূপে মধুকৈটভ মর্দ্দন।
নমো নমো হয়গ্রীব বেদ-বিধায়ন॥
নমো নমো কূর্ম্মরূপে দিব্য-অবতার।
অমৃতমথনে ক্ষীরসমুদ্র বিহার॥
নমো যজ্ঞ অবতার বরাহ মুরতি।
দশন-শিখরবরে উদ্ধারিলে ক্ষিতি॥
নমো নরসিংহ মহা দৈত্য-বিদারণ।
ত্রিভুবনে সাধুজনে ভয়-নিবারণ॥
নমো নমো অদভুত-বিক্রম বামন॥
বলি ছলি পুরন্দরে দিলা ত্রিভুবন।
নমো রাম ভৃগুপতি দ্বিজ অবতার।
হরিলে ক্ষত্রিয় বধি পৃথিবীর ভার॥

নমো রাম রঘুবর রাবণমর্দ্দন।
নমো বাসুদেব কৃষ্ণ দৈবকীনন্দন॥
নমো সঙ্কর্ষণদেব প্রদ্যুম্ন-চরণে।
অনিরুদ্ধপদযুগ করিয়ে বন্দনে॥
নমো বুদ্ধরূপ দুষ্ট দৈত্য-বিমোহন।
কল্কিরূপে কর ম্লেচ্ছকুল বিনাশন॥
তোমার মায়ায়ে সর্ব্বলোক বিমোহিত।
অসত্যে ভাবিয়া কর্ম্মপথে নিয়োজিত॥
দেহ গেহ পুত্র দার স্বপন সমানে।
সত্য বলি আমি তাথে করিয়ে ভ্রমণে॥
অনিত্য এ সব সভে দুঃখ মাত্র সার।
সত্যবুদ্ধে করিয়ে তাহাতে অহঙ্কার॥
হেন সে অধম মুঞি মূর্খ অগেয়ান।
হৃদয়ে না লয় তুমি আত্মা বন্ধু জ্ঞান (১)॥
তৃষিত জনের যেন হয় মতিনাশ।
তৃণ আচ্ছাদিত জল আছে নিজ পাশ।
তাহা তেজি ধায় যেন মৃগতৃষ্ণা দেখি।
এমত অধম তোমা না দেখিল আঁখি॥
কাম্যকর্ম্মে হত মন নিরোধ না যায়।
ইন্দ্রিয় বিষয়গণে বান্ধি লয়্যা ধায়॥
এখনে শরণ লৈলু চরণকমলে।
অসৎ-দুরাপ দুই-পদ বেদে বলে॥
যখনে সংসার-বন্ধ ছুটিব যাহার।
অনায়াসে সাধুসঙ্গ মিলয়ে তাহার॥
তবে তার মতি হয় তোমার চরণে।
সেই সে ঘটিল মোর বুঝি অনুমানে॥
নমো জ্ঞানদাতা প্রভু পুরুষ-প্রধান।
সভার জ্ঞানের হেতু তুমি ভগবান॥
তুমি বাসুদেব ব্রহ্ম অনন্ত-শকতি।
তোমার চরণে বহু অনন্ত প্রণতি॥
মহাভয় নিবারণ প্রপন্ন-পালন।
রক্ষ রক্ষ রক্ষ মোরে প্রভু নারায়ণ॥
শ্রীগদাধর ধীর-শিরোমণি জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান॥

---

(১) "সর্ব্ববুদ্ধি আত্মা তুমি সর্ব্ববুদ্ধি সিদ্ধি।
তোমাতে প্রণাম মোর রহে নিরবধি॥"
—পাঠান্তর।

অন্যচ্চ—
"সর্ব্বলোক আত্মা তুমি সর্ব্ববুদ্ধি-সাক্ষী।
তোমাতে প্রণাম মোর রহু নিরবধি॥"

(১) পাঠান্তর,—
"হেন সে অধম মুঞি মূর্খ অতিশয়।
তুমি আত্মা বন্ধু ধন হৃদয়ে না লয়॥"

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪০॥

একচত্বারিংশ অধ্যায়

বেলোয়ার রাগ।

শুকমুনি বলে রাজা কহিব বিশেষ।
অক্রুরের স্তুতি শুনি প্রভু হৃষীকেশ॥
নিজরূপ সম্বরিয়া কেলা অন্তর্দ্ধান।
জলে হৈতে উঠিলা অক্রুর মতিমান্॥
নিত্য কর্ম্ম করিয়া উঠিলা নিজরথে।
তবে তাঁরে কিছু জিজ্ঞাসিলা গোপীনাথে॥
অক্রুর তোমারে কিছু দেখিএ বিস্মিত।
জলে কি দেখিলে তুমি কিছু অদভুত॥
এ বোল শুনিঞা দিল অক্রুর উত্তর।
তোমা বিনে কি অদ্ভুত আছে যদুবর॥
যত অদভুত আছে এ মহীমণ্ডলে।
যত যত অদভুত আছে জলে স্থলে।
যত অদভুত আছে আকাশ পাতালে॥
শ্রী অঙ্গের এক দেশে আছয়ে সকলে (১)।
হেন অদভুতময় তোমারে দেখিল।
কোন অদভুত নাহি দরশন হৈল॥
এ বোল বুলিয়া রথ চালায়্যা সত্বরে।
রাম-কৃষ্ণে লৈয়া গেলা মথুরা নগরে॥
পথে পথে যত গ্রাম নগর আছিল।
আসিয়া তাহার লোক আনন্দে দেখিল॥
বিলম্ব দেখিয়া নন্দ আদি গোপগণে।
আগু বাটি নিল গিয়া পুর উপবনে॥
ধীরে ধীরে বলরাম অক্রুর সহিতে।
দৈবকীনন্দন গিয়া উত্তরিল রথে॥
একত্র মিলিল গিয়া দিন অবসানে।
অক্রুরের তরে কৃষ্ণ বুলিলা আপনে॥
হাতে হাতে ধরিয়া বোলয়ে হৃষীকেশ।
তুমি আগে কর গিয়া পুর-পরবেশ॥
রথে হৈতে নামিঞা রহিব স্থানে স্থানে।
দেখিব কিরূপ পুরী বিচিত্র নির্ম্মাণে॥
এ বোল শুনিঞা বলে গান্দিনীকুমার।
তোমা ছাড়ি নাহি পুর-প্রবেশ আমার॥
না ছাড় না ছাড় নাথ ভকতবৎসল।
মোর ঘরে আইস তুমি দুই সহোদর॥
সগণ বান্ধবে নাথ চল মোর ঘরে।
মোর ঘর পবিত্র করহ পদধুলে॥

এই পদ পাখালিয়া বলি দৈত্যেশ্বর।
জগৎ ভরিয়া যশ রাখিল নির্ম্মল॥
একান্ত ভকত-গতি লভিল ভকতি।
এ পদ পূজিয়া ইন্দ্র হৈল সুরপতি॥
এই পাদপদ্ম-জল গঙ্গা পুণ্যময়ী।
ত্রৈলোক্য পবিত্র করে নানা ভেদ হই॥
দ্রবময়ী ব্রহ্ম বুলি শিব ধরে শিরে।
তরিল সগরবংশ এই পদনীরে॥
দেব দেব জগন্নাথ নাথ নারায়ণ।
না ছাড় না ছাড় দেহ চরণে শরণ॥
অক্রুরের বচন শুনিঞা দয়াময়।
সন্তোষ বচনে তবে তুষিলা হৃদয়॥
আসিব তোমার ঘরে দুই সহোদরে।
কুলাধম কংস আগে বধিব সত্বরে।
পাছে বন্ধুগণে আমি করিব পীরিতি।
চল বাপু ঘরে তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি॥
কৃষ্ণের বচন শুনি গান্দিনীনন্দন।
তমু মনে দুঃখ তার নহিল খণ্ডন॥
পুর পরবেশ করি কংস বিদ্যমানে।
কৃষ্ণ-আগমন কথা কৈল নিবেদনে॥
বিদায় মাগিয়া তবে গেলা নিজঘর।
এখনে যে কহি তাহা শুন নরেশ্বর॥
সমান বালক সঙ্গে রাম দামোদর।
প্রবেশ করিলা তবে মথুরা নগর॥
স্ফটিকরচিত দিব্য পুরের দুয়ার।
হেম মণিময় মহা কপাট বিশাল॥
কনকরচিত চারু বিচিত্র তোরণ।
তাম্রের নির্ম্মিত কোঠা দেখি সুশোভন॥
বিষম দুর্লঙ্ঘ্য গড়খাই ভয়ঙ্কর।
উপবন উদ্যান বিচিত্র থরে থর॥ (১)
সুবর্ণকলস মহা মন্দির উপরে।
সারি সারি নগর দেখিতে মনোহরে॥
বহুমূল্য মণিরত্ন বিবিধ বসন।
বহুমূল্য মহানিধি রজত কাঞ্চন॥

---

(১) "যত যত অদভুত আছে পাতাল আকাশে।
সকল আছয়ে শ্রীঅঙ্গের এক দেশে॥" —পাঠান্তর।

(১) পাঠান্তর,—
"বিষম দুর্লঙ্ঘ্য গড় দেখে মনোহর।
পরম আশ্চর্য্য তাতে পতাকা সুন্দর॥

গন্ধ পুষ্প ভক্ষ্য ভোজ্য বিবিধ পসার।
সারি সারি দুই পাশে দিব্য পাটোয়ার॥
নানা ধাতু বরচিত পসার বেদিকা।
মাঝে মাঝে শোভে ঘর সোণার ভূমিকা॥
হেমবিরচিত পথ ধনিক-মন্দির।
পুষ্পবনে বিরচিত সুবর্ণ পাচীর॥ (১)
শিল্পকার সভাঘর বিচিত্র নির্ম্মাণ।
নানা বর্ণে নানা লোক রহে স্থানে স্থান॥
বৈদূর্য্য বিদ্রুম বজ্র নীল মণিময়।
মরকত স্ফটিক রচিত গৃহচয়॥
ঘরের উপরে ঘর উচ্চ থরে থরে।
ময়ূর ভারুই নাচে (২) তাহার উপরে॥
রাজপথ লোকপথ চন্দনে সিঞ্চিত।
মাল্য ফল তণ্ডুল অঙ্কুর বিরাজিত॥
পূর্ণকুম্ভ দধি গন্ধ চন্দনে মণ্ডিত।
উজ্জ্বল প্রদীপ তার মাঝে সুশোভিত॥
ফল পুষ্প তাহার উপরে আম্রসার।
হেনরূপ পূর্ণকুম্ভ দেখিতে সুসার॥
সারি সারি কদলী দুয়ারে আরোপণ।
সফল-গুবাক-বৃক্ষ ধ্বজ সুশোভন॥
হেমপট্ট অলঙ্কৃত দুয়ারে দুয়ারে।
বিচিত্র পতাকা উড়ে মন্দিরে মন্দিরে॥
দেখিয়া বিচিত্র পুরী রাম দামোদর।
প্রবেশ করিল গিয়া গড়ের ভিতর॥
সমান বয়স বেশ শিশুগণ সঙ্গে।
রাজপথে (৩) চলি যায় দুই ভাই রঙ্গে॥
নগর-নাগরী শুনি কৃষ্ণ-আগমন।
চৌদিগ ভরিয়া তারা করিল গমন॥
রাম-কৃষ্ণ কথা শুনি পুরনারীগণ।
পাসরে আনন্দে তারা বসন ভূষণ॥
অধোবস্ত্র পরে কেহ অঙ্গের উপরে।
কেহ কেহ চরণ-নূপুর পরে শিরে॥
কেহ পাসরিল এক আঁখির অঞ্জন।
কেহ পাসরিল নিজ অঙ্গ-অভরণ॥

(১) পাঠান্তর,—
"পুষ্পবন বেড়ি সব সোনার পাচীর।

(২) "ময়ূর কপোত নাচে"—পাঠান্তর; কিন্তু "ময়ূর কপোত ডাকে" পাঠ সমীচীন বোধ হয়।

(৩) পাঠান্তর,—"রাজমার্গে"।

কেহ পাসরিল এক কর্ণের কুণ্ডল।
মনোভ্রমে কেহ কেহ (১) না বান্ধে কুন্তল॥
ভোজন করিতে কেহ ভোজন তেজিয়া।
অঙ্গ-মারজনা কেহ চলিল ছাড়িয়া॥
স্তন পিয়াইতে শিশু পেলিল ভূমিতে।
মর্দ্দন তেজিল কেহ মজ্জন করিতে॥
বিস্মরিল ভরমে যাহার যে যে কর্ম্ম।
বিস্মরিল পতি-সুত গুরু-সেবাধর্ম্ম॥ (২)
মুগধি নগরনারী চলিল তুরিতে।
উঠিল প্রাসাদোপরি হয়্যা হৃষ্টচিতে॥ (৩)
রসিকনাগর কৃষ্ণ জানে সর্ব্বচিত্ত।
ভুরুভঙ্গে লীলাছলে চাহে চারিভিত॥
হরিল নাগরীমন মত্তগজ-লীলা।
মোহিল নাগরী দেখি মনমথ খেলা॥
আনন্দ মুরুতি হরি শুনিল শ্রবণে।
কেবল লাবণ্য-ধাম দেখিল নয়নে॥
প্রভুর কটাক্ষপাতে আনন্দ উদয়।
গাঢ় আলিঙ্গন দিল আনন্দ হৃদয়॥
খণ্ডিল মদন-বেথা পুলকিত অঙ্গ।
কহনে না যায় যত বাঢ়ি আনন্দ॥
মন্দির উপরে উঠি পুর নারীগণ।
আনন্দে শ্রীমুখ-পদ্ম করে নিরীক্ষণ॥
পুষ্প বরিষণ করি প্রভুর উপরে।
ভাসিল নগর নারী আনন্দসাগরে॥
পথে পথে রাম-কৃষ্ণে পূজে দ্বিজবরে।
ধান্য দূর্ব্বা গন্ধ পুষ্প দিয়া উপহারে॥
পুরনারী বলে গোপী কোন্ তপ কৈল।
এমন আনন্দধাম সদাই দেখিল।
এইরূপে যান প্রভু হরষিত মনে।
পথে দেখা হৈল এক রজকের সনে॥
র ক দেখিয়া প্র মধুর বচনে।
রজকের সঙ্গে কিছু কৈলা সম্ভাষণে॥
শুন হে রজক ভাই আমার বচন।
পরিবার যোগ্য দেহ মোদিগে বসন॥
পূজ্য দুই ভাই মোরা দেখ লোকে পূজে।
অচিরে কুশল ভার আমারে যে ভজে॥

(১) পাঠান্তর,—"ভরমে না পরে হার"।

(২) পাঠান্তর,—
"বিস্মরিল পতি-সুতসেবা গৃহধর্ম্ম।"

(৩) পাঠান্তর,—
"হর্ম্ম্যের উপরে গিয়া উঠিল দেখিতে"

তোমার নিকট হৈব সর্ব্বত্র কল্যাণ।
পরিবার যোগ্য দেহ দিব্য পরিধান॥
পরিপূর্ণ প্রভু যদি মাগিল বসন।
রুষিল রজক বেটা ক্রোধে অচেতন॥
সহজে অলপ জাতি অত্যন্ত মুখর।
রাজার কিঙ্কর তার নাহি কারেউ ডর॥
কি বোল বলিলি আরে শিশু উনমত্ত।
কভু কি শুনিস্ নাঞি ইহার মহত্ত্ব॥
বনে বৈস তুমি-সব গোয়াল-ছাওয়াল।
রাজ-দ্রব্য চাহ তোদের অধিকার ভাল॥ (১)
গোপজাতি তুমি সব মূর্খ অগেয়ান।
নিশবদে যাহ যদি রাখিবে পরাণ॥
কাটোছ্ঁড়ে বান্ধে মারে রাজার কিঙ্করে॥
দুষ্ট পাইলে তারা কিছু বিচার না করে॥
অরণ্যে পর্ব্বতে সদা বাস তো-সভার।
রাজপুরে আসি এত তোর অহঙ্কার॥
রজকের বচন শুনিঞা বনমালী।
নির্ঘাত মারিল কান্ধে অঙ্গুলির বাড়ী॥
ছিণ্ডিয়া পড়িল মুণ্ড হৈল দুইখান।
পলাইল সব ভৃত্য রাখিয়া পরাণ॥
বড় বড় বস্ত্র পোট (২) ভূমিতে পেলিয়া।
অনুচরগণ গেলা চৌদিকে পলায়্যা॥
বাছিয়া উত্তম বস্ত্র পরে দামোদর।
আপনার প্রিয় বস্ত্র পরে হলধর॥
গোপগণে দিল বস্ত্র বিবিধ বিশেষে।
ভূমিতে পড়িল আর যত অবশেষে॥
এরূপে কথো দূর যায় বনমালী।
মধুর বালক সঙ্গে করি নানা কেলি॥
ধন্য এক তন্তুবায় তথায় আছিল।
রাম-কৃষ্ণে দেখি তার আনন্দ বাঢ়িল॥
বিচিত্র বসনে অঙ্গ করি নিরমাণে।
বিবিধ ভূষণ বেশ করিল লক্ষণে॥
সকল সৌন্দর্য্য রূপ লাবণ্যের ধাম।

(১) পাঠান্তর,—
রাজবস্ত্র পরিতে তোমার অভিলাষ।
(২) বস্ত্রপুট; পাঠান্তর,—"বস্ত্র কোষ।"

বিশেষে সকল (১) শোভা জিনি কোটি-কা
যেন শুক্ল কৃষ্ণ গণ্ডবাস অলঙ্কৃত।
রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই দেখিতে শোভিত॥
প্রসন্ন হইয়া বর দিলা ভগবান্।
বল বীর্য্য ঐশ্বর্য্য সম্পদ তত্ত্বজ্ঞান॥
অন্তকালে তারে দিল সারূপ্য মুকতি।
মালাকার ঘরে তবে গেলা যদুপতি॥
ধন্য মহামতি সে সুদামা মালাকার।
দণ্ডবৎ হয়্যা পড়ি কৈলা নমস্কার॥
আদরে পূজিয়া তবে বসায়্যা আসনে।
পাদ্য অর্ঘ্য গন্ধ পুষ্পে পূজিল বিধানে॥
দিব্য মাল্যে ভূষিল দোঁহার কলেবর।
দিব্য অঙ্গ-বিলেপ তাম্বূল মনোহর॥
মালাকার বলে মোর জনম সফল।
আজি মোর কুল হৈল পবিত্র সকল॥
পিতৃগণ তুষ্ট হৈল দেব ঋষিগণ।
অখিল ব্রহ্মাণ্ডনাথ কৈল আগমন॥
বিশ্ব-পরিত্রাণ-হেতু কৈলে অবতার।
নিজ পর বুদ্ধি নাহি কোথাহ তোমার॥
এতেক বচন তবে বুলি মালাকার।
সুগন্ধি কুসুমমালা দিল পরিবার॥
শিশুগণে সঙ্গে মালা পরিয়া মুরারি।
তুষ্ট হয়্যা বর দিলা বর-অধিকারী॥
সুদামা মাগিল বর চরণে ভকতি।
ভকত জনের সহ সৌহার্দ্দ পীরিতি॥
সর্ব্বভূতে দয়া সভে এই মার্গো বর।
সেই বর দিলা তবে বরের ঈশ্বর॥
অচল সম্পত্ত্যা দিল বল বীর্য্য যশ।
দীর্ঘ পরমায়ু দিল হয়্যা তার বশ॥
বলরাম সহ প্রভু শিশুগণ সঙ্গে।
চলিলা মথুরাপুরী নিজ-রস রঙ্গে॥
জ্ঞান-গুরু গদাধর ধীর-শিরোমণি।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস বাণী।

(১) পাঠান্তর,"—দেখিতে"।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥৪১॥

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় ।

বসন্ত রাগ ।

রাজপথে যান (১) প্রভু সঙ্গে হলধর।
চৌদিগে বালকগণ অতি মনোহর ॥
কথোদূরে দেখিলা কুব্জি বরনারী।
ত্রিবঙ্ক কুব্জা নব যৌবনা সুন্দরী ॥ (২)
রসিক-নাগর-গুরু ঈষৎ হাসিয়া।
জিজ্ঞাসিল তারে কিছু প্রসন্ন হইয়া ॥
কোথা হৈতে কোথা যাহ কি নাম তোমার।
কার তরে বহ তুমি গন্ধের পসার ॥
কাহার বনিতা তুমি কোথায় বসতি।
কহিবে স্বরূপে তুমি ওহে রূপবতী ॥ (৩)
অগ্রজের তরে দেহ দিব্য বিলেপনে।
কিছু গন্ধ দেহ আমি করিব লেপনে ॥ (৪)
পরুক উত্তম গন্ধ মোর সখাগণে।
কুব্জি বোলয়ে তবে হরষিত মনে ॥
ত্রিবক্রা আমার নাম কংসের কিঙ্করী।
আমি ভাল গন্ধ-বিলেপন-সজ্জা করি।
ভোজপতি পরে সভে এই গন্ধ মাত্র।
তোমা-সভা বিনে আর কেবা যোগ্য পাত্র ॥
মধুর বচন মধু হসিত সুকৃতি।
দেখিয়া মোহিত হৈলা কুব্জা যুবতী ॥
শ্যাম অঙ্গে দিল গন্ধ-শুক্ল সুবরণ।
শ্বেত অঙ্গে কৃষ্ণবর্ণ দিল বিলেপন ॥
যার যেন যোগ্য গন্ধ দিল শিশুগণে।
রাম-কৃষ্ণ শোভে কোটি জিনিঞা মদনে ॥
ভাঙ্গিয়া অঙ্গের কুঁজ করিয়া কৌশল।
লোকে দেখাইলা নিজ দরশনফল ॥ (৫)
ভাবিয়া যুবতী মনে হয়্যা পরসন্ন।
থাবা দিয়া কুব্জীরে ধরিল সেইক্ষণ ॥

চরণে চরণ তার ধরিল চাপিয়া।
বাম-হস্ত-অঙ্গুলে চিবুক পরশিয়া ॥
উবড় করিয়া তার সুডাইল অঙ্গ।
সমরূপ হৈল তার তিন ঠাঞি বক্র ॥ (১)
দিব্য-রূপ-বেশ হৈল কৃষ্ণ পরশনে।
নানাগুণ শীল বুদ্ধি হৈল সেইক্ষণে ॥
অঞ্চলে ধরিল কৃষ্ণে কামে বিমোহিতা।
না ছাড় না ছাড় নাথ যুবতী-বনিতা ॥
আকুল হৃদয় মোর তোমা দরশনে।
না ছাড়িমু প্রভু তুমি যাইবে কেমনে ॥ (২)
এতেক বচন শুনি রসিক প্রধান।
মনে লজ্জা পাইলা কৃষ্ণ দেখি বলরাম ॥
আসিব তোমার ঘরে কার্য্যসিদ্ধি করি।
বেশ্যা সঙ্গে পথিকের দোষ নাহি ধরি ॥
বেশ্যা ঘর পথিকের বিশ্রামের স্থল।
না করিহ চিন্তা তুমি চল নিজ ঘর ॥
কুব্জারে পাঠায়্যা দিল মধুর বচনে।
বণিকবর্গের সঙ্গে পথে দরশনে ॥
দেখিয়া বণিকবর্গ দুই মহাবীর।
সন্তোষে পূরিল তাহা আনন্দ শরীর ॥
গন্ধ পুষ্প তাম্বুল বিবিধ উপহারে।
রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই পূজিল আদরে ॥
মনোহর বেশ দেখি নগর-নাগরী।
বাহ্য পাসরিল তারা প্রেমে অঙ্গ ভরি ॥ (৩)
পথে পথে পুছে প্রভু দেখি পুরজনে।
কহ ভাই ধনুর্ম্মখ যজ্ঞ কোন্ স্থানে ॥
পুছিতে পুছিতে গেলা তাহার নিকট।
দেখিল ধনুর পুর প্রাচীর প্রকট ॥
ধরাধরি করি রাখে দ্বারেতে প্রহরী।
প্রবেশ করিলা দুহে হুড়াহুড়ি করি ॥

---

(১) পাঠান্তর,—"রাজবর্ত্মে যায়"।
(২) পাঠান্তর,—
"নবীন যৌবনী সে যে অধিক সুন্দরী।"
(৩) পাঠান্তর,—"হও ভাল সতী"।
(৪) পাঠান্তর,—"পরিব আপনে"।
(৫) পাঠান্তর,—
"ভাঙ্গিঞা, অঙ্গের কুজ করিব সোসর।
লোকে দেখাইব নিজ দরশন ফল।"

(১) পাঠান্তর,—
"সমান শরীর হৈল নাহি তিন বক্র।"
(২) পাঠান্তর'—
"মোকে ছাড়ি প্রভু (তুমি) যাহ কোন মনে
(৩) পাঠান্তর,—
"বাহ্য বিসরিল যেন চিত্রের পুতুলী।"

গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপে করিয়া অর্চ্চনা।
করিয়াছে কংসরাজা ধনুর স্থাপনা॥
নানা পরিচ্ছদ দিব্য ভূষণে ভূষিত।
যেন ইন্দ্রধনু শোভে জগৎ-পূজিত॥
দেখিয়া বিচিত্র ধনু প্রভু যদুরায়।
বামহস্তে দিয়া ধনু তুলিলা লীলায়॥
গুণ চড়াইতে ধনু হৈল দুইখান।
উঠিল শব্দ দশ দিক্ কম্পমান॥
ধনুখান ভাঙ্গিল শব্দ গেল দূর।
ক্ষিতিতল কম্পিল কম্পিল সুরপুর॥
কিরূপে ধরিল ধনু তিলেক ভাঙ্গিল।
দেখিতে আছিল লোক কিছু না বুঝিল॥
শবদ শুনিঞা কংসে লাগিল তরাস।
যতেক রক্ষকগণ বেড়ে চারি পাশ॥
অস্ত্রশস্ত্র ধরে তারা কোপে প্রজ্বলিত।
ধর মার বুলিয়া বেড়িল চারিভিত॥
দুই খান ধনু হস্তে করি দুই ভাই।
সকল রক্ষকগণ বধিল তথাই॥
আর যত সৈন্য পাঠাইল কংসাসুর।
ধনুর প্রহারে সব কৈল শঙ্খচুর॥
বাহিরে আসিয়া কৃষ্ণ বেড়ায় নগরে।
মধুপুরী-শোভা দেখে হরিষ অন্তরে॥
দেখিয়া কৃষ্ণের তেজ বল বীর্য্য রূপ।
লীলায় ভাঙ্গিল ধনু শুনি অদভূত॥
সর্ব্বদেবোত্তম রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই।
পুরজনে এই কথা কহে ঠাঞি ঠাঞি॥
এইরূপে বিহার করয়ে হৃষীকেশ।
দিনমণি অস্ত গেল সন্ধ্যা পরবেশ॥
তথাই আছয়ে এক নন্দের আবাস॥
তথা গিয়া গোপগণ করিয়াছে বাস।
রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই শিশুগণ সঙ্গে।
পথে পথে তথা গিয়া উত্তরিল রঙ্গে॥
পদযুগ পাখালিলা শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জনে।
অমৃত ভোজন করি করিল শয়নে॥
সুখে শুই রজনী বঞ্চিল গোপগণে।
ধনু ভাঙ্গা গেল কংস শুনে নিজকাণে॥
সর্ব্ব সৈন্য রাম-কৃষ্ণ কৈল নিপাতনে।
কংসাসুর শুনিঞা চিন্তিল মনে মনে॥
এই রাম দামোদর অদ্ভুত বিহার।
শুনিঞা কংসের মনে লাগে চমৎকার॥
ভয়ে নিদ্রা না যায় জাগয়ে নিরন্তর।
মৃত্যু-হেতু কুলক্ষণ দেখিল বিস্তর॥

দর্পণে ধরিয়া যদি নিজমুখ চায়।
আপনে আপন মাথা দেখিতে না পায়॥
আপনার দুই মূর্ত্তি দেখে বিদ্যমান।
চন্দ্র সূর্য্য দুই দুই দেখে স্থানে স্থান॥
আপনার নিজ ছায়া দেখে ছিদ্রময়।
প্রাণঘোষ ধ্বনি তার শ্রবণে না লয়॥
আপনার পদযুগ না দেখে আপনে।
তবে আর নানারূপ দেখিল স্বপনে॥
স্বপনে মরার অঙ্গ করে আলিঙ্গন।
বিষপান খর-যান করে আরোহণ॥
ওড়পুষ্পমালা গলে আছে দিগম্বর।
দেখে আর্দ্র করিয়াছে সর্ব্ব কলেবর॥ (১)
এইরূপ দেখে কংস নানা কুলক্ষণ (২)
নিদ্রা নাহি গেল ভয়ে দেখিয়া মরণ॥
রাত্রি অবশেষে কংস উঠি ভয়মনে।
মল্লকেলি-রচনা রচয়ে স্থানে স্থানে॥
রঙ্গভূমি পূজে কংস বিবিধ বিধানে।
শঙ্খ ভেরী বহুবিধ বাজয়ে বাজনে॥
মল্লগণ ভূষিলা বিবিধ অলঙ্কারে।
পতাকা তোরণ-ধ্বজ তুলিলা উপরে॥
রাজমঞ্চে নরমঞ্চে সাজিল বিস্তরে।
মঞ্চে মঞ্চে পুরগণ বসিল সকলে॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য যত শূদ্র জাতি।
রাজমঞ্চে বসিল যতেক নরপতি॥
মহামঞ্চে বসিল আপনে কংস রায়।
পাত্র মিত্র মন্ত্রিগণ চৌদিগে দাণ্ডায়॥
বসিল মণ্ডলেশ্বর চিন্তিত অন্তরে।
তুরী ভেরী মৃদঙ্গাদি বাজে ঘোরতরে॥ (৩)
গুরু-শিষ্য ভেদে যত আছে মল্লগণ।
মল্লবেশ কৈল তারা অঙ্গের সাজন॥
প্রবেশ করিল তারা দিয়া মালসাট।
রঙ্গভূমি টলমল গর্জ্জন বিশাল॥
চাণূর মুষ্টিক কূট শল এ তোশল।
আর যত মহামল্ল আছে ভয়ঙ্কর॥
হরিষে নাচয়ে তারা রঙ্গভূমি মাঝে।
কোলাহল শবদ তুমুল বাদ্য বাজে॥

---

(১) "তৈলাভ্যঙ্গ করিয়াছে সর্ব্বকলেবর" —পাঠান্তর।
(২) পাঠান্তর,—"অমঙ্গল"।
(৩) পাঠান্তর,—
"তুরী ভেরী মৃদঙ্গ বাজন কোলাহলে"।

নন্দ আদি গোপগণে আনিল ডাকিয়া।
রাজারে ভেটিলা তাঁরা উপহার (১) দিয়া॥
এক পাশ হয়্যা তাঁরা বসিলা সম্ভ্রমে।
কংসের বেভার দেখি চমকিত মনে॥
জান শুক্র গদাধর ধীর শিরোমণি।
ভাগবত-আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী॥

(১) পাঠান্তর—"গিএা উপায়ন"।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪২॥

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শুকমুনি বলে রাজা কর অবধানে।
রাম-কৃষ্ণ উঠিলা রজনী-অবসানে॥
নিত্যকর্ম্ম সমাধিয়া আছেন তথাই।
মল্লঘোষ শুনিএা উঠিলা দুই ভাই॥
কৌতুক দেখিতে আইলা রাজার দুয়ারে।
মহাগজ দেখে তথা পর্ব্বত আকারে॥

কানড়া রাগ।

দুয়ারে করিবর দেখিয়া দামোদর
বান্ধল দৃঢ় করি বাসরে।
কুটিল কবরীরে বান্ধল দৃঢ়তরে॥
রহল যেন যম পাশ রে॥ (১)
মেঘ নাদ করি ডাকিয়া বলে হরি
পালাহ মাহুত ঝাট-রে।
যাবত যমঘরে পাঠাও নাহি তোরে
তাবত ছাড়ি দেহ বাট-রে॥ ধ্রু॥
হরির কটু বাণী মাহুত বেগে শুনি
জলিল কোপে দুরাচার রে।
শমন সম সে যে টিপিয়া দিল গজে
ধাইল পবন-সঞ্চার রে॥
বিশাল করে ধরি বেড়িল শ্রীমুরারি
ঠাকুর চিন্তিল উপায় রে।
খসায়্যা করবন্ধ মুটাক পরচণ্ড
মারিয়া চরণে লুকায় রে॥
ক্রোধিত করিবারে ফিরয়ে চারি ধারে
দেখিল গন্ধ আসার রে।
বেড়িল করে ধরি খসায়্যা বনমালী
তথাই লীলায়ে বিহরে-রে॥
লাঙ্গুলে ধরি তবে মারিল এক পাকে
পঁচিশ ধনুর আন্তরে-রে।
পেলিল দূর করি লীলায়ে খেলে হরি
গরুড়ে যেন ফণাধরে-রে॥
বিষম গজরাজ না পায়ে অবকাশ
ফিরয়ে দুহেঁ দুহাঁ বেঢ়ি-রে।
নিঠুর মারি চড়ে পেলিয়ে ক্ষিতিতলে
পলায়ে প্রভু কুতূহলী-রে॥
উঠিয়া গজবর ধাইল আরবার
দন্ত চাপি ক্ষিতিতলে রে।
মাহুতে দিল টুণ্ড্যা চলিল ধেঁএা ধেঁএা
ধরিতে ধরিতে না পারে-রে॥
বুঝিয়া বল তার চিন্তিল যদুবর
ধরিল শুণ্ড নিজ হাথে-রে।
ধরণীতলে পেলি দশন উফাড়ি হরি
মারিল বাড়ি তার মাথে-রে॥
সগনে গজবরে করিল সংহারে
দন্ত লইয়ে শ্রীভুজে-রে।
রুধির-মদ-কণ শ্যাম নবঘন
প্রভুর অঙ্গে বিরাজে-রে॥
বদনে ঘর্ম্মজল রুধির-কলেবর
গোপশিশুগণ সঙ্গে-রে।
রাম শ্রীমুরারি দন্ত করে ধরি
প্রবেশ কৈল মল্ল-রঙ্গে রে॥

(১) পাঠান্তর,—
"রহে যেন সুবীর প্রবরে।"

মধুর খেলন মধুর বোলন
মধুর মন্দ গতি লীলা-রে।
মধুর শিশুসঙ্গ মধুর গতিভঙ্গ
মধুর ব্রজ শিশু-খেলা রে॥
ললিত গতি বেশ ললিত পরবেশ
ললিত চলিত বিলাস-রে।
ললিত শিশুগণ ললিত বিহরণ
ললিত স্মিত মধু হাস-রে॥
চকিত নিরীক্ষণ চকিত শ্রীনয়ন
চকিত গোপকুমার-রে।
চকিত ভুরু ভাঁতি চকিত মন্দ গতি
চকিত বিবিধ বিহার-রে॥
গোপ-শিশু-বেশ রঙ্গ পরবেশ
জগত-জন মনোহর রে।
দেখিয়া সব লোক ছাড়ল ভবশোক
মিলল আনন্দসাগর-রে॥
কেবল বজ্র সম দেখিল মল্লগণ
নৃগণে দেখে নরবর রে।
দেখিল নারীগণে মদন মূর্ত্তিমানে
স্বজন গোয়ালা সকল-রে॥
নৃপতি মণ্ডল দেখিল দণ্ডধর
অনুরূপ শিশু মাতা-পিতা রে।
দেখিল কংসসেন কেবল যম-সম
বিরাটরূপ শাস্ত্রজ্ঞাতা রে॥
পরম তত্ত্বরূপে যোগীন্দ্রগণ দেখে
বৃষ্ণিগণ ইষ্ট দেইখে রে।
রাম হৃষীকেশে রঙ্গে পরবেশে
শ্রীরঘু পণ্ডিত ভাষে-রে॥

সুই রাগ।

কুবলয় পড়িল শুনিঞা কংসরায়।
রাম কৃষ্ণে দেখিল দুর্জ্জয় বজ্রকায়॥ (১)
চিন্তে কংস কি আজি করিব প্রতিকার।
ইহার হস্তেতে মোর নাহিক নিস্তার॥
রঙ্গভূমে দুই ভাই ফিরয়ে আনন্দে।
দিব্য বেশ মহাভুজ গজদন্ত স্কন্ধে॥
বিচিত্র বসন বেশ দিব্য অলঙ্কার।
দুই মহানট যেন চরণ-সঞ্চার॥
কত ভাঁতি কত লীলা নাহি পরিচ্ছেদ।
জন মন হরয়ে দেখিতে অঙ্গতেজ॥

সে শ্রীঅঙ্গ নিরখিতে সর্ব্বলোক মোহে।
হরষিত নয়নে প্রভুর মুখ চাহে॥
তৃপ্তি না হইল কারো বাঢ়িল আনন্দ।
কহনে না যায় সে যে প্রেমের তরঙ্গ।
দেখিতে দেখিতে যেন পিয়য়ে নয়নে।
নানা গন্ধ লয় যেন লিহয়ে রসনে।
বাহুপাশে বেঢ়ি যেন দেই আলিঙ্গন।
এইরূপে আনন্দে মজিল সর্ব্বজন॥
সাতে পাঁচে মিলিয়া কৃষ্ণের কথা কয়।
কৃষ্ণ দরশনে হৈল তত্ত্ব পরিচয়।
এই সে সাক্ষাৎ নারায়ণ ভগবান।
বসুদেবঘরে গিয়া হৈলা উপাদান॥
দেবকীউদরে এই দুহুঁার জনম।
অবতার কৈলা আসি জগতকারণ॥
বসুদেব থুইল দুহাঁয় গোকুলনগরে।
গুপ্তবেশে বাঢ়িল শ্রীনন্দ-গোপ-ঘরে॥
এই কৃষ্ণ পুতনাকে করিল সংহার।
এই সে মারিল চক্রবাত দুরাচার॥
এই সে ভাঙ্গিল দুই যমল-অর্জ্জুন।
এই সে ধেনুক দত্যে মারিল দারুণ॥
কেশী নামে দৈত্য এই বধিল আপনে।
এই কৃষ্ণ কৈলা পান দাবহুতাশনে॥
এই কৃষ্ণ কৈল কালী নাগের দমন।
নাগ-পত্নী আসি কৈল বিস্তর স্তবন॥
এই সে ইন্দ্রের কৈল দণ্ড অপমান।
এই সে ধরিল গিরি কমল সমান॥
গোকুল রাখিল এই বাত-বরিষণে।
নয়ন ভরিয়া এই দেখে গোপীগণে।
এ শ্রীমুখ নিরখিএ ব্রজে ব্রজনারী।
তরিল সংসারদুঃখ কোন্ পুণ্য করি॥
যদুবংশ ধন্য কৈল এই নারায়ণে।
যাহার মহিমা যশ গায় ত্রিভুবনে॥
এই সে কৃষ্ণের ভাই জ্যেষ্ঠ হলধর।
কমল-লোচন শ্বেত দিব্য কলেবর॥
এই সে মারিল দুষ্ট প্রলম্ব অসুর।
ধেনুক মারিয়া তাল খাইল প্রচুর॥
এইরূপ পাঁচ সাত নরনারীগণে।
আনন্দে কৃষ্ণের কথা কহে স্থানে স্থানে॥
হেনকালে ডাকিয়া চাণূরবীর বলে।
শুনহে নন্দের সুত কহিব তোমারে॥
শুনিযা তোমার বলবীর্য্য চমৎকার।
কৌতুক দেখিতে ইচ্ছা হইল রাজার॥

(১) পাঠান্তর.—"মহাকায়"।

গোপের ছাওয়াল হয়্যা যুদ্ধ ভাল জানে।
দেখিব সে যুদ্ধ আন আমা বিভ্যমানে॥
রাজার আজ্ঞায়ে আইলে তুমি দুই জন।
এ বোল বুঝিয়া শুন আমার বচন॥
রাজার পীরিতি করে কায় মন-বাক্যে।
সেই প্রজা কুশলে যাবতকাল থাকে।
রাজার পীরিতি ভক্তি যে প্রজা না করে।
কুশল নাহিক গুরুদ্রোহী বলি তারে (১)॥
এ বোল বুঝিয়া তুমি আমি-সব মেলি।
কায়-মন-বচনে রাজার প্রীতি করি॥
সর্ব্বজীব তুষ্ট হৈব সকল দেবতা।
সর্ব্বদেবময় নৃপ সর্ব্বলোক পিতা॥
চাণূরের বচন শুনিয়া সুরেশ্বর।
প্রশংসা করিয়া দিলা উচিত উত্তর॥
ভাল ভাল শুনহে চাণূর বীরবর।
রাজার কিঙ্কর তুমি আমি বনচর॥

(১) পাঠান্তর,—
"গুরুদ্রোহী বলি তারে না হয় কুশলে"।

রাজার পীরিতি যদি আমা হৈতে হয়।
এত বড় অনুগ্রহ ভাগ্যে সে মিলয়॥
কিন্তু আমিসব শিশু খেলাই সদায়।
ছাওয়ালের সঙ্গে খেড়ি আমার যুয়ায়॥
ছাওয়ালের সঙ্গে খেলা করাহ আমারে।
যুদ্ধধর্ম্মে ছাওয়ালের নাহি অধিকারে॥
মহামল্ল তুমি সব এ রাজমণ্ডলে।
অধর্ম্ম উচিত ক্রিহা নাহি হয় ভালে॥ (১)
হাসিয়া চাণূর বলে না বল এ বোল।
না হও ছাওয়াল তুমি না হও কিশোর॥
কুবলয় হেন গজ মারিলে লীলায়।
তোমারে শ্রেষ্ঠের সঙ্গে যুঝিতে যুয়ায়॥
ইহাতে অধর্ম্ম নাহি না দেখি অন্যায়।
তোমার সহিতে আমি যুঝিব সদায়॥
বলরাম যুঝিব মুষ্টিক বীর সঙ্গে।
রাজসভা বসিয়া দেখুক যুদ্ধ রঙ্গে॥
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস ভাষা।
কৃষ্ণে মন ধর ভাই কৃষ্ণে ধর আশা॥

(১) "অধর্ম্ম উচিত নহে ইহার ভিতরে"— পাঠান্তর।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৩॥

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ঃ।

শুক বলে শুন রাজা তাহার বিধান।
চাণূরের বচন শুনিঞা ভগবান॥
ভাল ভাল বলি কৃষ্ণ দিলেন উত্তর।
চাণূর মুষ্টিক শুনি হৈলা সুখীতর॥
ধেয়্যা গিয়া চাণূরে ধরিল বনমালী।
বলরাম মুষ্টিকে ধরিল দৃঢ় করি॥
হাথে হাথে পদে পদে করিয়া বন্ধন।
ঠেলাঠেলি পেলাপেলি ভূমিতে পাতন॥
আগুয়ানি পাছুয়ানি তোলনি পাতনি।
দুই বীরে বাহুযুদ্ধ কেহ নাহি জিনি॥
যেরূপে চাণূরে কৃষ্ণে বাহুযুদ্ধ করে।
সেইরূপে যুঝয়ে মুষ্টিক হলধরে॥
পদাঘাতে মল্লভূমি করে টলমল।
চৌদিগে পুরিয়া লোকে চাহে নিরন্তর॥
বীরের সংগ্রাম দেখি বালকের সহে।
অন্যোন্যে নাগরীগণ মিলি কথা কহে॥
সভাসদে এক বড় দেখিলু অধর্ম্ম।
রাজার সাক্ষাতে হয় হেন অপকর্ম্ম
মহাবীর মল্ল সহে বালক যুঝায়।
হেন পুণ্যজন নাহি রাজারে যুঝায়॥
বজ্র সম অঙ্গ গিরি আকার বিশাল।
নবদল কলেবর সুরূপ ছাওয়াল॥
ইহার উহার সনে যুদ্ধের ঘটনা।
কে দিল রাজারে আসি হেন কুমন্ত্রণা॥

রাজার সভায় হয় এ হেন দুর্নীত।
এমত সভায় নহে বসিতে উচিত॥
যে সভায় দেখয়ে অধর্ম্ম পরচায়।
বুধজন সে সভায় না করে সঞ্চার॥
কিছুই না বলে যদি দেখিয়ে দুর্নীত।
সভার সন্তোষে যদি বলয়ে কুচ্ছিত॥
এইমতে অপরাধ দেখি বুধজন।
এমত সভায় কভু না করে গমন॥
দেখ দেখ কৃষ্ণ-মুখ সরোজ-মণ্ডল (১)।
মুকুতার ঝারা যেন শোভে শ্রমজল॥
পদ্মপত্রে জল যেন করে টল টল।
তাহা জিনি কৃষ্ণমুখ দেখিতে সুন্দর (২)॥
ঐরূপ দেখ বলরামের বদন (৩)।
ক্ষণে হাস ক্ষণে ক্রোধ অরুণ লোচন॥
পুণ্য ব্রজভূমি যাথে কৃষ্ণের বিলাস।
পুরাণ-পুরুষ গোপরূপে পরকাশ॥
পূর্ণব্রহ্ম গূঢ়রূপে ধরে নরবেশ।
বনে বনে গোধন চরায় হৃষীকেশ॥
বন চিত্রমাল্যধারী দুই সহোদর।
চরণে শিঞ্জিত মণিমঞ্জীর সুন্দর॥
অজ ভব রমা যার পূজয়ে চরণ।
হেন প্রভু ব্রজকুলে চরায় গোধন॥
গোপী কোন্ তপ কৈল কহনে না যায়।
এমত লাবণ্যধাম দেখিল সদায়॥
কেবল সহজ সিদ্ধ অনন্যনির্ম্মিত।
নিরন্তর নব নব যোগীন্দ্রবাঞ্ছিত॥
জগতে যাহার নাহি অধিক সমান।
একান্ত ঐশ্বর্য্য যশ সম্পদের ধাম॥
হেনরূপ গোপী সব পিয়য়ে নয়নে।
কি কহিতে পারি তার পুণ্য নিরূপণে॥
দোহন মন্থনে গৃহ-মার্জ্জন-লেপনে।
ধান্য অবঘাত গোপী করয়ে যখনে॥
ছাওয়াল কান্দিতে তার করিতে প্রবোধ।
স্নান অঙ্গ-মার্জ্জনে যখনে সংযোগ॥
এ সব সময়ে কৃষ্ণ গায়ে অনুরাগে।
অশ্রুমুখী গোপী অঙ্গ পূরিত পুলকে॥

ধন্য ব্রজবধূ যার এমত চরিত্র।
কৃষ্ণ বিনে তিলেক নহিল আন চিত্ত।
প্রভাত সময়ে কৃষ্ণ যায় বৃন্দাবনে।
গোকুলে আইসে পুনু দিন অবসানে॥
মুরলী মধুর রব লহু লহু রায়। (১)
চৌদিগে বালকগণ বেঢ়ি গুণ গায়॥
পথে পথে ব্রজবধূ রহিয়া তখনে।
এমত সুন্দর মুখ করে নিরীক্ষণে॥
ধন্য ধন্য পুণ্যতম রমণীমণ্ডল।
এমত শ্রীমুখ তারা দেখে নিরন্তর॥
এই মত শত শত পুরনারীগণে।
প্রেমভাবে কৃষ্ণকথা কহে স্থানে স্থানে॥
পুত্রের মহিমা যশ মাতা পিতা শুনি।
শোকেতে ব্যাকুল হৈল তত্ত্ব নাহি জানি॥
হেনকালে মনে কৈলা ত্রিদশ-ঈশ্বর।
শীঘ্র করি মারি রিপু বিলম্বে কি ফল॥
যুদ্ধবিশারদ তাল বাহুযুদ্ধ জানে।
রাম কৃষ্ণ বাহুযুদ্ধ করয়ে বিধানে॥
চাণুর মুষ্টিক দুই বলেতে প্রখর।
বাজিল তুমুল রণ দেখি ভয়ঙ্কর॥
চলন চরণ-কর-তাড়ন বিশাল। (২)
অঙ্গে অবঘাত যেন বজ্রের প্রহার॥
ভাঙ্গিল দুহার অঙ্গ নাহি পরকাশ।
টুটিল দুহাঁর বল অন্তরে তরাস॥
দুরন্ত চাণুর মুষ্টি করি দুই করে।
মুটকি মারিল কৃষ্ণের বুকের উপরে॥
না চলিল কৃষ্ণ তার মুষ্টির প্রহারে।
মত্তগজ অঙ্গে যেন পুষ্পমালা পড়ে॥
হেনকালে প্রভু করে কোন পরকার।
দুই বাহু ধরিয়া ভ্রমাইল সাতবার॥
ভূমিতলে পেলিয়া ঘষিল দৃঢ় করি।
পড়িল চাণুর বীর নিজ প্রাণ ছাড়ি॥
এইরূপে মুষ্টিকে মারিল বলরাম।
পড়িল দুহাঁর অঙ্গ পর্ব্বত সমান॥
তবে কূট নামে বীর আইল ভয়ঙ্কর।
মুষ্টির প্রহারে তারে মার্য্য হলধর॥

---

(১) পাঠান্তর,—"সরোজ বিমল"।
(২) পাঠান্তর,—
"সেইরূপ মুখখানি দেখিতে সুন্দর"।
(৩) "হের কিবা দেখ বলভদ্রের বদন"
—পাঠান্তর।

পাঠান্তর,—
"মুরুলি মধুররব অধরে বাজায়"।
(২) পাঠান্তর,—
"চালন পাতন করতাড়ন বিশাল"।

শল নামে আইল বীর পর্ব্বত প্রমাণ।
পদাঘাতে কৃষ্ণ তারে কৈল দুইখান॥
দুরন্ত তোশল বীর আইল মারিবারে।
পায়ের ঠেলায় তারে মারিলা গোপালে॥
চাণূর মুষ্টিক কূট শল তোশল।
এ সব পড়িল যদি রণের ভিতর॥
যতেক আছিল মল্ল বীরের প্রধান।
চৌদিগে পলায়্যা গেল রাখিয়া পরাণ॥
তবে কৃষ্ণ ডাক দিয়া নিল শিশুগুণ।
রঙ্গ ভুমি-মাঝে খেলে নন্দের নন্দন॥
রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই বিহরে আনন্দে।
চরণে নূপুর বাজে গোপশিশু সঙ্গে॥
তূর্য্য ভেরী বীরঢাক দুন্দুভি বাজন।
নানারঙ্গে নাচে শিশু দেখি সুশোভন॥
আনন্দিত সর্ব্বলোক করে জয় জয়॥
আশীর্ব্বাদ করে দ্বিজে আনন্দ-হৃদয়॥
সাধু সাধু বলিয়া বাখানে সাধুজনে।
কংসরাজা ব্যাকুলিত চিন্তে মনে মনে॥
উচ্চস্বরে ডাক দিয়া বলে কংসরাজ।
এথা হৈতে ঘুচাহ বাজনে নাহি কাজ॥
এ দুই দুরন্তে দেহ বাহির করিয়া।
দুষ্ট নন্দঘোষে নিঞা পেলাহ বান্ধিয়া॥
গোপগণে দণ্ডিয়া সভার ধন হর।
দুষ্ট বসুদেবে লঞা শীঘ্র করি মার॥
উগ্রসেন পিতা লঞা মার ঝাট করি।
নিরবধি থাকে সে যে রিপুপক্ষ ধরি॥
এইরূপ আজ্ঞা করে কংস দুরাচার।
লম্ফ দিয়া কৃষ্ণ মঞ্চে উঠিল তাহার॥
লম্ফ দিয়া কৃষ্ণ যেন বিজুরি সঞ্চারে।
কেহ না বুঝিয়া গেলা কোন্ পরকারে॥
সিংহ যেন ধরিবারে চলে করিবর।
এইরূপে গেলা কৃষ্ণ তাহার গোচর॥
গোবিন্দ দেখিয়া কংস মঞ্চের উপরে।
সিংহাসন হৈতে ভয়ে উঠিলা সত্বরে॥
কাতর নহিল বীর রণে সুপণ্ডিত।
খড়্গ চর্ম্ম ধরিয়া উঠিল সচকিত॥
চৌদিগে ফিরয়ে কংস মঞ্চের উপরে।
থাবা দিয়া প্রভু তার চুলমুষ্টে ধরে॥
লীলায় গরুড় যেন ধরে ফণধর।
ধরিলা চুলের মুষ্টে দিয়া বামকর॥
সেইরূপ ঠেলিয়া পেলিয়া ভুমিতলে।
আপনে পড়িলা কৃষ্ণ তাহার উপরে॥

পদ্মনাভ প্রভু সে যে বিশ্বের আশ্রয়।
নিরাধার নিরালম্ব অক্ষয় অব্যয়॥
পড়িতেই মৈল কংস জীবন ছাড়িয়া।
ভূমেতে ঘষিলা তবু (১) নির্ঘাস করিয়া॥
কংস রাজা পড়িল সকল লোকে দেখে।
হাহাকার শবদ উঠিল চারিদিকে॥
শয়ন ভোজন পান করিতে মজ্জন।
সতত দেখিল কংস মাত্র নারায়ণ॥
সতত আছিল তার সমুদ্বিগ্ন চিত্ত।
যথা চাহে চক্রপাণি দেখে সেই ভিত॥
যোগীন্দ্র-দুর্ল্লভ-গতি সে কারণে পায়।
কৃষ্ণরূপ হৈল কৃষ্ণ চিন্তিয়া সদায়॥
কঙ্ক ন্যগ্রোধ আদি অষ্ট সহোদর।
আছিল কংসের ভাই মহাভয়ঙ্কর॥
মারিবার তরে আসি দিল দরশন।
গদাঘাতে সংহারিলা রোহিণীনন্দন॥
আকাশমণ্ডলে বাজে দুন্দুভি বাজন।
ব্রহ্মা আদি দেবে করে পুষ্প-বরিষণ॥
গন্ধর্ব্বে কিন্নরে গায় নাচে বিদ্যাধরী।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি ত্রিজগত ভরি॥

পাঠমঞ্জরী রাগ।

বীরগণ মরণ-শুনিঞা বীরনারী।
রঙ্গস্থলে আসি কান্দে ভূমিতলে পড়ি॥ (২)
শিরে কর হানে কেশ পেলায় ছিণ্ডিয়া।
বিলাপ করিয়া কান্দে অঙ্গ আছাড়িয়া॥
কংসের মরণ দেখি কংসের বনিতা।
কংসে কোলে করি কান্দে সতী পতিব্রতা॥
হা নাথ হা প্রিয়তম হা প্রিয়বৎসল।
তোমা বিনে শূন্য আজি মথুরা নগর॥
কোথা গেল উৎসব মঙ্গল নৃত্যগীত।
একা তোমা বিনে সব দেখি বিপরীত॥
উঠিয়া বোল না দেহ আমি গৃহনারী।
কি লাগি ছাড়িয়া যাহ হেন রাজ্যপুরী॥
সেই ভুজদণ্ড মুখ সেই বক্ষঃস্থল।
তিলেকে কোথাতে গেল সেরূপ সকল॥
সেই নাসা সেই আঁখি সেই দন্ত পাঁতি।
সেই ভুরু ললাট এক্ষণে অন্য ভাতি॥
অকারণে কৈলে লোকদণ্ড নিরন্তর।
পর-অপকারে অন্তকালে এই ফল॥

---

(১) পাঠান্তর,—"মুখ"।

(২) "ভূমিতে পড়িলা আসি হইয়া আকুলী।"

দেবদ্বিজ হিংসিলে হিংসিলে সুরগণ।
নিজ-বন্ধু-বান্ধব হিংসিলে অকারণ ॥
আছুক এসব কথা আর পরমাদ।
নিরন্তর কর তুমি কৃষ্ণ সনে বাদ ॥
যে প্রভু সৃজয়ে পালে বিশ্বচরাচর।
সভার রক্ষিতা পিতা সভার ঈশ্বর ॥
নাহি আদি অন্ত যার মৃত্যু উতপতি।
তাথে অপরাধী তুমি হেন সে কুমতি ॥
এ দীনবৎসল হরি করুণার সীমা।
আশ্বাসিয়া রাখিল যতেক বীর রামা ॥
প্রবোধিল তা-সভারে কহি তত্ত্বধর্ম্ম।
পরলোক-উচিত করাইল সব কর্ম্ম ॥

পিতামাতার বন্ধন করায়্যা বিমোচন।
দুই ভাই কৈলা তবে চরণ-বন্দন ॥
পুত্রের প্রভাব দেখি জনক-জননী।
জানিল সাক্ষাৎ এই প্রভু চক্রপাণি ॥
তত্ত্ব জানি ভয়ে নাহি কৈল আলিঙ্গন।
বিনয় বচনে কিছু কৈল সম্ভাষণ ॥ (১)
জ্ঞান-গুরু গদাধর ধীর-শিরোমণি।
ভাগবত-আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী ॥

(১) পাঠান্তর,—
'তত্ত্ব জানি সম্ভ্রমে না কৈল আলিঙ্গন।'

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

ধানসী রাগ।

বসুদেব দেবকীর দেখি তত্ত্বজ্ঞান।
নিজ মায়া বিস্তারিলা প্রভু ভগবান্ ॥
নিকটে দাণ্ডায়্যা বলে দুই সহোদর।
শুন মাতা শুন তাত যে কহি উত্তর ॥
আমি-সব পুত্র হয়্যা জন্মিল বিফলে।
মোদের কারণে দুঃখ পাইলে নিরন্তরে ॥
পুত্র-সুখ কিছু নৈল আমা-সভা হনে।
না জানিলে সুখ পুত্র লালন-পালনে ॥
বিধিহত আমি-সব ছাড়ি পিতামাতা।
দৈববোগে এতকাল বঞ্চিলাউ তথা ॥
যেই পুত্রে বাপমায়ে না কৈল পালনে।
ব্যর্থ জন্ম হৈল তার বিফল জীবনে ॥
পিতামাতা হৈতে হয় দেহ উপাদানে।
পিতামাতা করে দুঃখে পোষণ-পালনে ॥
হেন পিতা মাতায় যদি সেবে নিরন্তরে।
শুধিতে না পারে ধার শতেক বৎসরে ॥
পুত্র হয়্যা মাতাপিতায় যে বা না সেবিল।
ধন প্রাণ দিয়া তার সন্তোষ না কৈল ॥
অন্তকালে যমদূতে বান্ধি লয়্যা যায়।
কাটিয়া তাহার মাংস তাহারে খাওয়ায় ॥

বৃদ্ধ মাতা পিতা সুত শিশু সতীনারী।
গুরু দ্বিজ প্রপন্ন দুর্গত হিতকারী ॥
শক্ত হয়্যা এ সভার না করে পালন।
জীয়ন্তেতে মরা সেই বিফল জনম ॥
কংস-ভয়ে বুদ্ধি বল না ছিল আমার।
বাপমায়ে না সেবিল ব্যর্থ গেল কাল ॥
সে সব আমার দোষ ক্ষেম একবারে।
মাতা পিতা পুত্রের না লয় অপকারে ॥ (১)
মায়ার ঈশ্বর কৃষ্ণ নানা মায়া জানে।
এতেক বচন বুলি ধরিল চরণে ॥
যাহার মায়ায় অজ ভব বিমোহিত।
আনকে মোহিব তার এ কোন চরিত ॥
তত্ত্বজ্ঞান পাসরিলা তাঁরা দুইজনে।
পুত্রভাবে কোলে করি দিল আলিঙ্গনে ॥
বিমোহিত হৈয়া রাম-কৃষ্ণ করি কোলে।
সিঞ্চিল সকল অঙ্গ নয়নের জলে ॥

(১) "সে সকল অপরাধ ক্ষম একবার।
বাপমায়ে না লয়ে পুত্রের অপরাধ।"
—পাঠান্তর।

প্রভু বলে জ্ঞান হৈতে পুত্র-প্রেম বড়।
আমাতে রহিতে চাহে প্রেম-ভক্তি দঢ়॥
নিজ প্রেম দিয়া প্রভু জ্ঞান দূর করে।
আপনার ভক্তজনে আপনে উদ্ধারে॥
এইরূপে মাতাপিতায় করিয়া সম্ভাষা।
বন্ধুবর্গে আনি তবে করয়ে জিজ্ঞাসা॥
ডাক দিয়া মাতামহ উগ্রসেনে আনি।
নৃপতি করিয়া তারে স্থাপিল আপনি॥
যযাতি রাজার শাপ আছে পূর্ব্বকালে।
রাজ্য অধিকার না করিব যদুকুলে॥
সেই যদুবংশে বাপু জনম আমার।
তে কারণে নাহি করি রাজ্য অধিকার॥
তুমি রাজা হও কিছু না করিহ ডর।
আমি আজ্ঞাকারী আছি তোমার কিঙ্কর॥
পৃথিবীমণ্ডলে যত আছে নরপতি।
ধন দিয়া পদযুগে করিবে প্রণতি॥
ইন্দ্র আদি দেবে আজ্ঞা রাখিব তোমার।
পৃথিবী যুড়িয়া হৈব রাজ্য অধিকার॥
আমি হেন ভৃত্য যার থাকিব নিকটে।
ত্রিভুবনে তার কিছু না হৈব উৎকণ্ঠে॥ (১)
এইরূপে উগ্রসেনে করিয়া আশ্বাস।
স্থাপিলা নৃপতি করি প্রভু শ্রীনিবাস॥
ইষ্ট মিত্র জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধব সকল।
তা-সভা আনিঞা কৃষ্ণ তুষিল বিস্তর॥
কংসভয়ে সে সব আছিল নানাদেশে।
দুঃখ শোক পায়্যা আছে চির-পরবাসে॥
তাহা সভা আনাইলা আশ্বাস-বচনে।
সন্তোষিয়া দিল নানা (২) বসন ভূষণে॥
মহাধন দিয়া কৈল পীরিতি বিস্তর।
নিজ ঘরে নিজপুরে স্থাপিল সকল॥
রাম-কৃষ্ণ শ্রীভুজ করিয়া অবলম্ব।
খণ্ডিল সকল দুঃখ বাড়িল আনন্দ॥
তা-সভার সর্ব্ব-দুঃখ হৈল বিমোচনে।
সর্ব্ব মনোরথ সিদ্ধি হৈল সেই হনে॥
বৃদ্ধগণ যুবা হৈল মহাবীর্য্য বল।
সর্ব্বলোক সুকুমার দেখি মনোহর।
শ্রীমুখ সুন্দর সদা করে নিরীক্ষণ।
কেবল আনন্দময় হৈল সর্ব্বজন॥

তবে রাম-কৃষ্ণ গেলা নন্দ-বিদ্যমানে।
ভুজ আলিঙ্গন দিয়া কৈল সম্ভাষণে॥
কি কথা কহিব পিতা তোমার নিয়ড়।
পুষিয়া পালিয়া তুমি কৈলে এত বড়॥
তুমি সে আমার পিতা যশোদা জননী।
তোমা সভা বিনে আর কিছুই না জানি।
পুত্রেতে অধিক প্রীতি কৈলে সর্ব্বক্ষণ।
সেই মাতা সেই পিতা যে করে পালন॥
বন্ধুগণে না পারিল পুষিতে পালিতে।
তোমার মন্দিরে আমি রহিলুঁ গোপতে॥
তুমি যত করিয়াছ পীরিতি পালন।
পুত্রেতে অধিক তুমি দেখ সর্ব্বক্ষণ॥
কোটিযুগে শুধিতে নারিব সেই ধার।
এবে আজ্ঞা দেহ দোষ ক্ষমহ আমার॥
বন্ধুগণ দেখি এথা কথোদিন বসি।
তা-সভার পীরিতি করিয়া পাছে আসি॥
গোপগণ লঞা তুমি চল নিজ ঘরে।
সতত আমারে তুমি দেখিবে নিয়ড়ে॥
নন্দঘোষে সম্বোধিয়া এতেক বচনে।
বহু ধন রত্ন দিল বিবিধ ভূষণে॥
নানা ধাতুপাত্র সোণা রূপার কলসী।
শকট ভরিয়া কত দিল রাশি রাশি॥
কোল দিয়া কৈল পাছে চরণ বন্দনে।
সন্তোষ করিয়া পাঠাইল গোপগণে॥
নন্দ আদি গোপগণ চলিল গোকুলে।
অঙ্গ পুরাইল সব নয়নের জলে॥
রামকৃষ্ণ রহি তবে মথুরামণ্ডলে।
যদুবংশে ডুবাইল আনন্দসাগরে॥
বসুদেব বিচারিয়া কৈল শুভক্ষণ।
পুরোহিত আদি যত আনিল ব্রাহ্মণ॥
ব্রহ্মমন্ত্র উপদেশ কৈল শুভকালে।
যজ্ঞসূত্র দিল যবে বিধি অনুসারে॥
ব্রাহ্মণ পূজিল দিব্য বসন ভূষণে।
বৎস সহ ধেনু দিলা ভূষিয়া কাঞ্চনে॥
বিবিধ দক্ষিণা দিল বহুবিধ ধন।
দিব্য আভরণ দিয়া তুষিল ব্রাহ্মণ॥
বসুদেব মহামতি কৃষ্ণ জন্ম দিনে।
দশ সহস্র ধেনু দিয়াছিলা মনে মনে॥
সে ধেনু হরিয়া কংস লঞাছিল বলে।
সেই ধেনু আনি দিল ব্রাহ্মণ সকলে॥
হেনমতে কৈল দ্বিজ কুলোচিত কর্ম্ম।
শিখাইল গর্গমুনি দ্বিজ-কুল ধর্ম্ম॥

(১) পাঠান্তর,—
"ত্রৈলোক্য ভিতরে তার নাহিক সঙ্কটে।"
(২) পাঠান্তর,—"মালা"।

যাহা হৈতে সকল বিদ্যার উতপত্তি।
সর্ব্বজ্ঞশেখর যার ভার্য্যা সরস্বতী।
লক্ষ্মী পরিচারি যার ব্রহ্মাদি কিঙ্কর।
জ্ঞানময় শুদ্ধরূপ জগত-ঈশ্বর॥
হেন প্রভু মায়ারে ধরিয়া নরবেশ।
আনে হৈতে লয় তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ॥
দ্বিজকুলে ধর্ম্ম আছে ব্রহ্মবিদ্যা লই।
পঢ়িব ব্রাহ্মণ বেদ গুরুকুলে যাই॥
সেই নিত্যকর্ম্ম প্রভু স্থাপিলা সংসারে।
গুরুসেবা করিতে চলিলা গুরুঘরে॥
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত নামে-সান্দীপনি।
অবন্তিকাপুরে ঘর দ্বিজকুলমণি॥
তাঁর ঘরে গিয়া প্রভু হৈলা উপসন্ন॥
আরম্ভিলা গুরুসেবা যেন শিষ্য-ধর্ম্ম॥
শিক্ষা-গুরু ভগবান্ সর্ব্বতত্ত্ব জানে।
আমি যে করিলে কর্ম্ম করিবেক আনে॥
সর্ব্বলোক-পিতা রাম-কৃষ্ণ যদুরায়।
আপনে করিয়া ধর্ম্ম সংসারে বুঝায়॥
গুরু-ভক্তি অনুভাব দুহার দেখিয়া।
সর্ব্বশাস্ত্র ব্রাহ্মণ পঢ়ায় তুষ্ট হয়্যা॥
সভে একবার দ্বিজ করয়ে উচ্চার।
শুনিলেই মাত্র দুঁহার হয়ত সঞ্চার॥
সাঙ্গোপাঙ্গে চারি বেদ ব্রাহ্মণ পঢ়ায়।
ধনুর্ব্বেদ জ্যোতিষ বেদ বিবিধ উপায়॥
তন্ত্র মন্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্র ন্যায় অলঙ্কার।
আত্মবিদ্যা রাজনীতি নাম ব্যবহার॥
একবার মাত্র বিপ্র করে উপদেশ।
শুনিলে তখনি ধরে রাম হৃষীকেশ॥
পঢ়ায়ে ব্রাহ্মণ শাস্ত্র পরম সন্তোষে।
পঢ়িল চৌষট্টি বিদ্যা চৌষট্টি দিবসে॥
সর্ব্বশাস্ত্র পঢ়ি তবে দুই সহোদর।
দক্ষিণা দিবারে গেলা গুরুর গোচর॥
কি দক্ষিণা দিব গুরু কহ বিদ্যমানে।
গুরুর কৃপাতে শিষ্য পায় পরিত্রাণে॥
দিতে কিছু অশক্ত না দেখি দুই জনে।
যে মাগিব তাই দিবে মুনি অনুমানে॥ (১)
এতেক চিন্তিয়া (২) বিপ্র গেলা ভার্য্যাস্থানে।
কহিল সকল কথা ভার্য্যা-বিদ্যমানে॥

ব্রাহ্মণী চতুরা বড় কহিল মন্ত্রণা।
আমি যাহা বলি তাহা মাগিহ দক্ষিণা॥
সমুদ্রে ডুবিয়া মৈল আমার কুমার।
তাহা আনি দেহ সেই দক্ষিণা আমার॥
ভার্য্যার বচন বিপ্র দঢ়াইল চিত্তে।
সেই মনে গেলা রাম-কৃষ্ণের সাক্ষাতে॥
প্রভাসে মজিয়া মৈল আমার তনয়।
তাহা আনি দেহ তুমি দুই মহাশয়॥
গুরুর বচন শু'ন রাম দামোদর।
রথের উপরে চঢ়ি চলিলা সত্বর॥
সিন্ধুতীরে গিয়া যদি হৈলা উপসন্ন।
পাদ্য অর্ঘ্য লঞা সিন্ধু আইল তৎক্ষণ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দিল দিব্য উপহার।
মহারত্নমণি দিল দিব্য অলঙ্কার॥
কর জোড় করি সিন্ধু নিকটে দাণ্ডায়।
গুরুপুত্র আনি দেহ বলে যদুরায়॥
সিন্ধু বলে আমি নাহি হরিয়ে কুমার।
এই জলে আছে এক দৈত্য দুরাচার॥
শঙ্খরূপ ধরে সেই নামে পঞ্চজন।
সেই সে হরিল শিশু কহিলুঁ কারণ॥
সমুদ্রের বচন শুনিঞা হৃষীকেশ।
সেইক্ষণে সিন্ধু জলে কৈলা পরবেশ॥
শঙ্খাসুরে ধরিয়া মারিল সেই জলে।
চাহিয়া না পাইল শিশু তাহার উদরে॥
সেই শঙ্খ লয়্যা হরি উঠিল সত্বরে।
রথে চঢ়ি চলিলা দু ভাই যমপুরে॥
দক্ষিণে যমের পুরী নামে সংযমনী।
তাহার নিকটে গিয়া কৈল শঙ্খধ্বনি॥
পাঞ্চজন্য শবদ বুঝিয়া অনুমানে।
সভাসদে ধর্ম্মরাজ উঠিলা সম্ভ্রমে॥
তুরিতে চলিয়া গেলা প্রভুর গোচরে।
শিরে কর ধরিয়া পড়িলা ভুমিতলে॥
নমো নমো জয় জয় ত্রিজগত নাথ।
পুনু উঠে পুনঃপুন করে দণ্ডপাত॥
পদযুগ পূজিয়া বিবিধ উপহারে।
প্রণতকন্ধর হই বলে জোড় করে॥
লীলা নর অবতার সুরাসুর-রাজ।
আজ্ঞা কর আমা হৈতে হয় কোন্ কা[জ]॥
প্রভু বোলে গুরুপুত্রে আনি দেহ ঝাটে।
কর্ম্ম নিবন্ধনে তুমি আনিলে নিকটে॥
আমার আজ্ঞায় নহে মর্য্যাদা লঙ্ঘন।
শীঘ্র আন গুরুপুত্র বুঝিয়া কারণ॥

---

(১) পাঠান্তর,—
"দিতে কিছু অশক্য না হয় দোঁহাকার।
যে মাগিবে সেই দিবে মুঞা অঙ্গিকার।"
(২) পাঠান্তর,—"এবোল বুঝিয়া"।

আজ্ঞা শিরে ধরি যম আনিল সত্বরে।
রাম কৃষ্ণ গেলা তবে গুরুর গোচরে॥
পুত্র সমর্পিয়া বলে রাম দামোদর।
আর কি দক্ষিণা দিব কহ দ্বিজবর॥
তুষ্ট হয়্যা দ্বিজ বলে না মাগিব আর।
পূর্ণ ম নারথ বাপ করিলে আমার॥
তুমি সব যেরূপ করিলে গুরুভক্তি।
ত্রিভুবনে করিবেক হেন কার শক্তি॥
যে তোমার গুরু তুমি হেন শিষ্য যার।
ত্রিভুবনে দুর্লভ নাহিক কিছু তার॥
জগতে নির্মল কীর্তি রহিল তোমার।
চিরজীবী হও বৎস লভ যশভার॥
নিজ ঘরে চল বাপু না কর বিলম্ব।
তোমা দেখি যদুকুলে বাঢ়ুক আনন্দ॥
গুরুর বচনে কৃষ্ণ বলরাম সাথে।
নিজপুরে চলি গেলা বায়ু বেগ পথে॥
আনন্দিত যদুকুল দেখি দুই ভাই।
ঘরে ঘরে মধুপুরে আনন্দ বাধাই॥
এই মতে নানা কর্ম করে যদুরায়।
আপনে করিয়া কর্ম জগতে বুঝায়॥
শ্রীগদাধর ধীর-শিরোমণি জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস পান॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াংবৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৫

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

সিন্ধুড়া রাগ।

যদুকুল-প্রিয়-সখা কৃষ্ণের দয়িত।
বৃহস্পতির শিষ্য মহাবুদ্ধি সুচরিত॥
সর্বলোকপ্রিয়কর ভকত প্রধান।
ডাক দিয়া উদ্ধবে আনিলা ভগবান্॥
হাতে হাত ধরিয়া বোলয়ে শ্রীমুরারি।
চল তুমি উদ্ধব গোকুলে শীঘ্র করি॥
জনক জননী আছে বিরহে দুঃখিত।
মধুর বচনে তাঁর করিহ পীরিত॥
গোপীগণ আছে তথা বিরহে দুঃখিনী।
জীবার কারণে জীয়ে খায় অন্নপানী॥
কহিবে আমার কথা তা-সভার স্থানে।
খণ্ডাহ সে দুঃখ তুমি সন্দেশ বচনে॥
সতত আমাতে মন ধরয়ে পরাণ।
আমা বিনে গোপী কিছু না জানয়ে আন॥
পতি সুত না সেবে না করে গৃহকর্ম।
অ যা লাগি তেজিল সকল কুলধর্ম॥
আমি প্রাণ আমি গতি আত্মা বন্ধু ধন।
আমাতে সকল গোপী কৈলা আরোপণ॥
যেবা লোক ধর্ম তেজে আমার নিমিত্তে।
আমি তার সর্বসিদ্ধি করি সর্বমতে॥
আমার বিরহে তারা সতত ব্যাকুলা।
স্মঙরি স্মঙরি মোরে সতত বিকলা॥
জীয়ে বা না জীয়ে গোপী দৈবে ধরে প্রাণ।
শান্তিযোগে (১) গোপীর দুঃখ কর সমাধান॥
শুকদেব বলে শুন নৃপতি কেশরী।
এতেক বচন যদি বলিলা শ্রীহরি॥
আজ্ঞা শিরে ধরিয়া উদ্ধব মতিমান্।
রথে চঢ়ি ব্রজপুরে করিলা পয়াণ॥
দিনমণি অস্ত গেল দিন অবসানে।
উদ্ধব প্রবেশ কৈলা গোকুল ভুবনে॥ (২)
শুক্রবর্ণ মত্ত বৃষগণ করে নাদ।
হাম্বারব করিয়া সুরভি ছাড়ে ডাক॥
ক্ষীরভরে খসিয়া পড়য়ে উধোভার (৩)।
ঊর্দ্ধমুখে করে ধেনু বাছুরে হাঁকার॥
এদিগে ওদিগে বৎস পুচ্ছ তুলি ধায়।
গোপীগণ চৌদিগে কৃষ্ণের গুণ গায়॥
গোদোহনধ্বনি বেণু শবদে পূরিত।
দিব্য বেশ গোপ-গোপীগণ অলঙ্কৃত॥

---

(১) পাঠান্তর,—"শান্ত করি।"
(২) "দিনমণি অস্ত গেল দিন অবশেষ।
হেনকালে গিয়া কৈল গোকুলে প্রবেশ।
(৩) উধোভার, অর্থে পয়োধির ভার;
যোড়, এক্কেল, পাষান ইতি ভাষা।

গো-ব্রাহ্মণ পিতৃদেব অর্চ্চন বন্দন।
হোমকর্ম্ম সূর্য্যপূজা অতিথি-সেবন॥
প্রতি ঘরে ধূপ দীপ সুগন্ধে পুরিত।
বিচিত্র নির্ম্মিত পুর মন্দির মণ্ডিত॥
কুসুমিত বনবৃন্দ সর্ব্বত্র পুরিত।
বিবিধ বিহঙ্গ ভৃঙ্গ-কুল সুনাদিত॥
বিমলিত জল নদনদী সরোবর।
হংসকারণ্ডব জলচর কোলাহল॥
দিব্যগন্ধ পদ্মবন পবন সুমন্দ।
হৃষ্ট পুষ্ট সর্ব্বলোক দেখিতে আনন্দ॥
সুখময় গুণময় আশ্চর্য্যের সীমা।
হেন কেবা আছে তার কহিব মহিমা॥
উঠিলা উদ্ধব যদি হেন ব্রজপুরে।
পরম আনন্দে নন্দ পুজিল তাহারে॥
ভক্তিভাবে পুজে নন্দ কৃষ্ণবুদ্ধি করি।
বিচিত্র মন্দিরে নিল ভুজে ভুজ ধরি॥
বসাইল তারে লঞা কনক আসনে।
মিষ্ট অন্ন পান দিয়া করাইল ভোজনে॥
দিব্য সিংহাসনে লঞা করাইল শয়ন।
মুখবাস দিয়া কৈল প্রণাম বন্দন॥
পাদসংবাহন নন্দ করয়ে আপনে।
পুছিতে লাগিলা তবে মধুর বচনে॥
যদুকুল নন্দন উদ্ধব মহাভাগ।
কুশল জিজ্ঞাসা কিছু করিব তোমাক॥
বসুদেব প্রিয় সখা আছেন কুশলে।
সপুত্র বান্ধবে কি আছেন নিরাকুলে॥
এই বড় ভাগ্য পাপ কংস গেল ক্ষয়।
সাধুজনে হিংসে তার কিছুই না রয়॥
কদাচিৎ কৃষ্ণ কি স্মঙরে মাতাপিতা।
কিংবা গোপশিশুগণ আভীরবনিতা॥
ধেনু বৃন্দাবন কিবা গোকুলনগর।
তরুগিরি কভু কি স্মোঙরে দামোদর॥
বন্ধুগণ দেখিতে আসিব কদাচিত।
কবে আর সে মুখ দেখিব সুললিত॥
দাবাগ্নি করিয়া পান গোকুলে রাখিল।
ঝড় বরিষণে তুলি পর্ব্বত ধরিল॥
বৃষাসুর মারিয়া রাখিল গোপকুল।
কালিনাগ দমিয়া করিল তারে দূর॥
এইরূপে কত দৈত্য করিয়া সংহার।
কতরূপে গোকুলে রাখিল কতবার॥
কি কহিব অপরূপ প্রতাপ বীর্য্যবল।
কোন পাপে আমি সব বঞ্চিত সকল॥

স্মঙরিতে তার বল বীর্য্যের মহিমা।
সে রূপ-লাবণ্য মুখ কটাক্ষ ভঙ্গিমা॥
সে মধুর হাস্য তার মধুর ভাষণে।
পাসরিল নিজ ধর্ম্ম নিজ গৃহ-কামে॥
বিস্মারিলে কৃষ্ণগুণ নহে বিস্মরণ।
পুনঃপুন হলে সেই গুণ স্মঙরণ॥[1]
অজনে অজনে সেই চরণ ভূষণ।
সেই বৃন্দাবন গিরি সেই শিশুগণ॥
এ সব দেখিতে মন হয় কৃষ্ণময়।
কৃষ্ণ বিনে অন্য কিছু মনে নাহি লয়॥
হেন বুঝি রাম-কৃষ্ণ দুই সুরেশ্বর।
সুরকার্য্য সাধিতে মানুষ কলেবর॥
গর্গের বচন আছে ইহাতে প্রমাণ।
প্রভাব দেখিয়া আর করি অনুমান॥
কংস হেন অসুর মারিল অবহেলে।
দশ সহস্র মত্ত গজের বল ধরে॥
কুবলয় গজ মারে কংসের সমান।
সিংহ যেন মৃগ মারে নাহি বস্তু জ্ঞান॥
তিন-তাল-মহাসার ভাঙ্গে ধনুখণ্ডে।
গজরাজ যেন হেলে ভাঙ্গে ইক্ষুদণ্ডে॥
সপ্তদিন এক হস্তে ধরে মহাগিরি।
প্রলম্ব ধেনুক বক মারে লীলা করি॥
তৃণাবর্ত্ত আদি যত দৈত্য দুরাচার।
এ সব দৈত্যের কৈল লীলায়ে সংহার॥
সুরাসুর যার ভয়ে কম্পিত সদায়।
হেন সব দৈত্য কৃষ্ণ বধিল লীলায়॥
এইরূপে নন্দ কৃষ্ণে স্মঙরি স্মঙরি।
কান্দে নন্দঘোষ তবে কৃষ্ণ মন ধরি॥
চক্ষু বেয়্যা পড়ে নীর কান্দে উচ্চস্বরে।
ধরিতে না পারে অঙ্গ প্রেমরস ভরে॥
এইরূপে পুত্রগুণ করিতে বর্ণনা।
কান্দিয়া যশোদা রাণী পাসরে আপনা॥
প্রেমভরে পয়োধরে বহি পড়ে ক্ষীর।
নয়নের জল পড়ে তিতিয়া শরীর॥
দেখিয়া দুঁহার কৃষ্ণে প্রেম-অনুরাগ।
প্রেমানন্দে পূরিল উদ্ধব মহাভাগ॥
ধন্য রাণী ধন্য নন্দ করিয়া বাখানে।
প্রবোধ উত্তর তবে দিল মতিমানে॥
অখিল জগতগুরু প্রভু নারায়ণ।
তাহাতে এরূপে কৈলা চিত্ত আরোপণ॥
বলদেব জান বিশ্ব উতপতি-স্থান।
পুরুষ পুরাণ কৃষ্ণ বিশ্ব উপাদান॥

সর্ব্বভূতে বেয়াপিত জগতের ভিন্ন।
জ্ঞানময় পুরাণ পুরুষ গুণহীন॥
স্মরণ-সময়ে তার চরণযুগলে।
তিলেক ধরিয়া চিত্ত তেজে কলেবরে॥
কর্ম্মবন্ধ সকল করিয়া বিনাশন।
সূর্য্যসম হয়্যা তার বৈকুণ্ঠ-গমন॥
হেন প্রভু নারায়ণ সর্ব্বভূতপতি।
জগত-কারণ মায়া-মানুষ-মুরুতি॥
তাঁহাতে নিতান্ত ভক্তি দেখিলু তোমার।
পুণ্যফল অবশেষ কি কহিব আর॥
আসিব গোবিন্দ এথা না করিব খেদ।
তাঁর সহ কভু তব কহিব বিচ্ছেদ॥
কংস বধি যে কহিলা ব্রজভূমি-মাঝে।
অবশ্য আসিব আমি গোকুল সমাঝে॥
সত্যবাদী প্রভু সে করিব সত্য বাণী।
এ বোল বুঝিয়া আর খেদ কর জানি॥ (১)
হৃদয়ে চিন্তিয়া চাহ দেখিবে গোপাল।
সভার হৃদয়ে কৃষ্ণ থাকে সর্ব্বকাল॥
অন্তর্যামী ভগবান্ সর্ব্বভূতে বৈসে।
হৃদয় কমলে কৃষ্ণ চিন্তিলে প্রকাশে॥
কাষ্ঠের ভিতরে যেন থাকে হুতাশন।
মথিলে বেকত হয় জানিঞে তখন॥
উত্তম অধম তাঁর নাহিক সমান।
সর্ব্বভূতে সম তেঁহ এক ভগবান্॥
পিতা মাতা নাহি তার প্রিয়সুত দার।
নিজ পর নাহি তাঁর জনম সংসার॥
ধর্ম্ম কর্ম কিছু তাঁর নাহি ত্রিভুবনে।
অবতার করি প্রভু সাধু পরিত্রাণে।
ইচ্ছা যদি করে কৃষ্ণ কারতে বিহার।
তখনে লীলায় করে দিব্য অবতার॥
তমোগুণে রুদ্ররূপে করয়ে সংহার।
সত্ত্বগুণে সৃষ্টি পালে বিষ্ণু অবতার॥ (২)

কর্ত্তা নহে কর্ম্ম করে অজ হয়্যা জন্ম।
জগতে বুঝিতে পারে কেবা তার মর্ম্ম॥
প্রভুর অধীন সব কেহ কিছু নহে।
অভিমানে কর্ত্তা ভোক্তা আপনাকে কহে॥
ভাঙরি ফিরিলে যেন ফিরয়ে ধরণী।
এইরূপে ভ্রমে জীব আপনা না জানি॥
সে প্রভু তোমার পুত্র নহে কোনকালে।
জগতের পুত্র তেঁহো বন্ধু সহোদরে॥
জগতের মাতা পিতা সভার ঈশ্বর।
কীট পতঙ্গাদি জীব যত চরাচর॥
দেখি শুনি যত ভুত ভবিষ্য সকল।
কৃষ্ণ বিনে কিছু সত্য নহে চরাচর॥
ছোট বড় তৃণ গিরি কিছু নহে আন।
যত দেখ সত্য নহে সত্য ভগবান্॥
এ বোল বুঝিয়া তুমি স্থির কর চিত্ত।
চিন্তিলে এথাই কৃষ্ণ দেখিবে নিশ্চিত॥
এইরূপে নন্দঘোষে আর উদ্ধবেতে।
রজনী বঞ্চিলা দুঁহে শ্রীকৃষ্ণ-কথাতে॥ (১)
গোপী-সব উঠিয়া রজনী-অবশেষে।
প্রদীপ জালিয়া কৈল মন্দির প্রবেশে॥
বাস্তু পূজা কৈল গোপী প্রতি ঘরে ঘরে।
দধি মহে ব্রজনারী হেন অবসরে॥
মণিময় কুণ্ডল কপোলে বিরাজিত।
ভুজযুগে কনক-কঙ্কণ বিলসিত॥
দীপ্তমণি অলঙ্কৃত শোভে কলেবরে।
দধি মহে ব্রজনারী প্রতি ঘরে ঘরে॥
কমলনয়ন-গুণ গায় উচ্চস্বরে।
দধিমন্থনের ধ্বনি গান কোলাহলে॥
শবদে শবদ মেলি উঠিল গগনে।
দশদিক্ পাপ হরে যাহার শ্রবণে॥
দধি মহে ব্রজনারী গায় কৃষ্ণগুণ।
রজনী প্রভাত হৈল উদিত অরুণ॥
দেখিল সুবর্ণরথ নন্দের দুয়ারে।
দুই চারি গোপী মেলি বলাবলি করে॥
এ রথ কাহার কেবা আইল ব্রজপুরে।
দেখিবা অক্রুর হয় কংস-অনুচরে॥

---

(১) এ বোল বুঝিয়া খেদ নাহি কর তুমি"
—পাঠান্তর।

(২) অন্ত পুঁথির পাঠ,—

"তমোগুণে রুদ্ররূপে করয়ে সংহার।
রজোগুণে সৃষ্টি করে ব্রহ্মা অবতার।
সত্ত্বগুণে সৃষ্টি পালে বিষ্ণু অবতার।
এইরূপে জন্ম কর্ম্ম স্বভাব তাহার।

(১) পাঠান্তর,—

"এইরূপে নন্দগোপ কৃষ্ণের আবেশে।
রজনী বঞ্চিলা দোঁহে কৃষ্ণকথা রসে।"

গোপীর জীবন কৃষ্ণ যে নিল হরিয়া।
কি কার্য্য সাধিব এবে গোপীগণ দিয়া॥
এইরূপে গোপী সব মিলি কহে কথা।
নিত্যকর্ম্ম করিয়া উদ্ধব আইলা তথা॥
ধীরশিরোমণি শ্রীগদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান্॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে প্রেম-
তরঙ্গিণী ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৬॥

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

সিন্ধুড়া রাগ।

আজানুলম্বিত ভুজ রাজীব লোচন।
প্রফুল্ল কমলমালা মুদিত বদন॥
শ্যাম-কলেবর কটিতটে পীতবাস।
গণ্ডযুগে মণিময় কুণ্ডল বিলাস॥
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মহাপুরুষলক্ষণ।
উদ্ধবে দেখিয়া গোপী চিন্তে মনেমন॥
এ কোন্ পুরুষ কৃষ্ণ সম বেশ ধরে।
কোথা হৈতে কাতি যায় কি নাম ইহারে॥
এ বোল বুলিয়া গোপী বেঢ়ি চারি পাশে॥
কোন কোন গোপী গিয়া নিকটে জিজ্ঞাসে॥
কিঞ্চিৎ লজ্জিত মুখ অবনত হই।
সলজ্জ মধুর হাস ভুরু ভঙ্গে চাই॥
কনক আসনে যদি উদ্ধব বসিলা।
মধুর বচনে তবে কহিতে লাগিলা।
তোমা ভালে জানি পুরপতি অনুচর।
তোমাকে পাঠায়া দিল গোকুল নগর॥
পিতা মাতা বন্ধুগণে করিতে পীরিতি।
ব্রজপুরে পাঠাইল মধুপুরপতি॥
নন্দরাজ যশোদার করিতে পীরিতি।
ইহা বহু কার্য্য আর কি আছে সম্প্রতি॥
পিতা মাতা যদি তার থাকিব মনে।
তবে হেন বুঝিব কিছু নাঞি স্মঙরণে॥
স্নেহ অনুবন্ধ কেহ জগতে না ছাড়ে।
মুনি যদি হয় সেহ ছাড়িতে না পারে॥
মাতা পিতা হৈতে বন্ধু কেবা ত্রিভুবনে।
আজন্ম সেবায় ধার না যায় শোধনে॥
অন্য সহে অন্যের মিত্রতা বিড়ম্বন।
নিজ কার্য্য অবধি তাহার প্রয়োজন॥
রতিসুখ ভুঞ্জিয়া পুরুষে নারী তেজে॥
মধুরস লাগিয়া ভ্রমরে পুষ্প ভজে।
নির্দ্ধন পুরুষ হৈলে বেশ্যা নারী ছাড়ে।
দুর্ব্বল নৃপতি দেখি প্রজা পরিহরে॥
বিদ্যা পড়ি শিষ্য ছাড়ে গুরু সন্নিধানে।
ফল না থাকিলে বৃক্ষ তেজে পক্ষগণে॥
অতিথি ভোজন করি গৃহ ছাড় যায়
রতিভোগ করি জার তেজিয়া পলায়॥
মৃগ নাহি থাকয়ে দেখিলে দগ্ধবন।
জলহীন সরোবরে তেজে হংসগণ॥
এ সব পীরিতি নিজ কার্য্য সাধিবারে।
প্রয়োজন বহু কিছু কার্য্য নাহি আরে॥
এইরূপ কহে গোপী উদ্ধবের আগে।
কহিতে কহিতে শুরু হৈল অনুরাগে॥
দেহ মন বচন গোবিন্দে সমর্পিল।
লজ্জা পরিহরি গোপী করয়ে ক্রন্দন॥
মুক্তকণ্ঠ হয়্যা কৃষ্ণ গুণ কর্ম্ম গায়।
স্মঙরি স্মঙরি গোপী কান্দে উচ্চ রায় (১)।
(দৈবেতে আইল তথা এক মধুকর।
চরণ নিকটে তাহা দেখি এ মুখর॥)
কোন গোপী ক্রোধ করি উদ্ধব গোচরে।
ভ্রমর কল্পিয়া দূত ছলে কিছু বলে॥

মল্লার রাগ।

সৌতিনের কুচতটে বিলোলিত মালে।
তাহার কুঙ্কুম তোর মুখ-লোমজালে॥
পরশ না কর ভৃঙ্গ চরণ আমার।
যদুকুল বিড়ম্বন এ দূত যাহার॥
শুন শুন ভ্রমর হে কিতবের মিত।
ভালত বলি এ তুমি দূত সুচরিত॥

---

(১) পাঠান্তর,—"উভরায়"।

অহো ধন্যা গোপী তুমি জগতে পূজিতা।
সাধিলে সকল সিদ্ধি ত্রৈলোক্যবন্দিতা॥
গোবিন্দে এরূপ যার চিত্ত আরোপণ।
কি তার কহিব ভাগ্য সফল জীবন॥
দান ব্রত তপ হোম জপ যজ্ঞ করি।
কোটি কোটি জন্মে যদি সাধিবারে পারি॥
তবে সে এমন ভক্তি হয় নারায়ণে।
হেন ভক্তি তুমি সব লভিলে কেমনে॥
মুনির দুর্লভ ভক্তি দেখিল তোমার।
ভাগ্যে তুমি তেজিলে বান্ধব পরিবার॥
অহো ভাগ্যপতি আর্য্য (১) তেজিলে সকল।
কুলশীল তেজিয়া ভজিলে দামোদর॥
পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণে কৈলে সর্ব্ব সমর্পণ।
ভাগ্যে তোমা-সভা সঙ্গে হৈল দরশন॥
এত অনুগহ কৈল কৃষ্ণের বিরহে।
তে-কারণে দরশন তোমা সভা সহে॥
(এত কহি উদ্ধব হইয়া পুটাঞ্জলি।
সজল নয়নে কহে প্রেমে কুতূহলী॥)
শুন গোপী কৃষ্ণের সন্দেশ সুখময়।
যে কহিয়া আমাকে পাঠাইলা দয়াময়॥
সর্ব্বভাবে নাহি হয়ে আমার বিচ্ছেদ।
বিচারিয়া বুঝ গোপী পরিহর খেদ॥
পঞ্চভূত ব্যাপৃত সকল চরাচর।
অন্তরে বাহিরে হেন আছে নিরন্তর॥
এইরূপ তুমি-সব জানিহ নিশ্চয়।
সর্ব্বজীবে বসি আমি সর্ব্ব জীবময়॥
আপনে আপনা সৃজি করিএ সংহার।
আপনাকে আপনি পালএ সর্ব্বকাল॥
হেন আছে আমার মায়ায় অনুভাব।
ব্রহ্মাদি বুঝিতে নারে অচিন্ত্য প্রভাব॥
জ্ঞানময় জীব নিত্য শুদ্ধ সুখময়।
নাহি জানি লাভ তার নাহি অপচয় (২)॥
সুখ দুঃখ যত তারা মনের বিলাস।
জ্ঞান হলে সেই সব অবিদ্যা বিনাশ॥
মিথ্যা হেন জানি যেন জাগিলে স্বপন।
এইরূপ বিচারিলে ছুটয়ে ভরম॥
সকল ইন্দ্রিয় যদি রুধিএ যতনে।
নিত্য শুদ্ধ সর্ব্ব বেদে তাহা জানয়ে তখনে॥

এই অর্থ সর্ব্ব বেদে কহে সর্ব্ব শাস্ত্র।
সাংখ্য যোগে কহে সভে এই তত্ত্ব মাত্র॥
ত্যাগ তপ দয়া সত্য এই মাত্র সাধি।
নদ নদী গতি যেন সমুদ্র অবধি॥
দূরে আছি আমি তার কহি এ কারণ।
আমার ধেয়ান যেন করে অনুক্ষণ॥
যার প্রিয়পতি থাকে অতি দূরদেশে।
সতত নারীর চিত্ত পতিদেহে বৈসে॥
নিকটে থাকিলে তার না হয় আদর।
বিশেষে নারীর চিত্ত সহজে চপল॥
এই সে কারণে আমি দূর দেশে বসি।
সতত থাকিবে চিত্ত আমাতে নিবেশি॥
আমা লাগি লোক বেদ সকল তেজিলে।
চিত্তবৃত্তি সকল আমাতে নিয়োজিলে॥
আমার চরিত্র কর সতত ধেয়ান।
আমা বিনে চিত্তে কিছু নাহি ভাব আন॥
সতত পীরিতি করি আমারে ভজিলে।
এতেকেহি তুমি-সব আমারে পাইলে॥
আমাকে লভিলে তার নাহি কোন সিদ্ধি।
এ বোল বুঝিয়া আমা চিন্ত নিরবধি॥
এতেক বচন কৃষ্ণ কহিল সাক্ষাতে।
তুমি সব বুঝিয়া সন্তোষ কর চিত্তে॥
কৃষ্ণের বচন শুনি উদ্ধবের মুখে।
আশা-তরু অবলম্বী গোপী পাইলা সুখে॥ (১)
এতেক বচন শুনি ব্রজবধূগণে।
কহিতে লাগিলা কিছু হরষিত মনে॥
এই ভাগ্য কংস সবংশে হইল নাশ।
রিপু সংহারিয়া কৈলা যদুকুলে বাস॥
সর্ব্ব মনোরথ সিদ্ধি হৈল বন্ধুগণে।
গোষ্ঠী সহ কুশলেত আছেন এখনে॥
এক কথা পুছিব উদ্ধব মহাভাগ।
পুরবধূগণে কৃষ্ণ করে অনুরাগ॥
পুরনারী প্রসাদ করুক পুররাজে।
তার কথা না কহিয় গোপীর সমাজে॥
সকৃত অধর-মধু করাইয়া পান।
তেজি গেল কৃষ্ণ যেন তুহারি সমান॥
কিরূপে কমলা দেবী সেবে পদযুগে।
এমত বঞ্চকে না বাঢ়াই অনুরাগে॥

---

(১) পাঠান্তর,—"অহো ভাগ্য পতি সুত।"
(২) পাঠান্তর,—"অতিশয়"।

(১) পাঠান্তর,—
"শুনিএল গোপীর চিত্তে পুরিল কৌতুকে।"

হেন বুঝি তাহার উত্তম যশ শুনি।
ভুলিল কমলা দেবী তত্ত্ব নাহি জানি॥
বনচরী আমি-সব নাহি গৃহপুরী।
তার গুণ কেন বা গাইব উচ্চ করি॥
পুরপতি-কথা পুরনারী আগে কহ।
তার ঠাঞি যে তোমার বাঞ্ছিত তা লহ॥
অর্জ্জুনের প্রিয় তার (১) নপুংসক সখা
আমা বিদ্যমানে তার না কহিয় কথা॥
ভ্রমর বলহ (২) যদি এত দোষ জান।
তবে কেন ভজিলে তাহার কথা শুন॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে এমত নারী বৈসে।
তাহার কপট হাস কটাক্ষ বিলাসে॥
সে রূপ দেখিয়া যে নহিব বিমোহিতা।
কি দোষ আমার যার কমলা বনিতা॥
(গুঞ্জিতে গুঞ্জিতে ভৃঙ্গ গেল পদমূলে।
অধিক তখন গোপী কটুবাক্য বলে॥)
পায়ে না পড়িহ ভৃঙ্গ না ধর চরণে।
বিনয়ে পণ্ডিত সে কপট ভাল জানে॥
তুঞি সে তাহার দূত জানিস চাতুরী।
তাহার কপটে গোপী ভাণ্ডিতে না পারি॥
(আমা অবিদিত তার নাহি কোন রীত।
কহিতে দারুণ কথা লাগে বড় ভীত॥)
পতি সুত গৃহকুল তাহা লাগি তেজি।
সে কেন তেজিয়া যায় কৃত্য নাহি বুঝি॥
এতেকে জানিলু তার মূর্খ ব্যবহার।
ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছু তার নাহিক বিচার॥
(আছুক এ সব কার্য্য শুন অন্য গত।
সংসার বিখ্যাত পুরাতন যত যত॥)
বিনি অপরাধে বালি বিন্ধি কেন মারে।
সূর্য্যবংশে জন্মিঞা ব্যাধের কর্ম্ম করে॥
স্ত্রীর লাগি বনে বনে বেড়ায় ভ্রমিয়া।
শূর্পণখার নাক কাণ গেলায় কাটিয়া॥
বলিরাজা আছিল ত্রিভুবনের ঈশ্বর।
তার পূজা লয়্যা তার হরিল সকল॥
পাতালে বান্ধিয়া তারে নিল নাগপাশে।
কাকে বলি খায়্যা যেন সেই বজ্র নাশে॥
নামে কালরূপে কাল কালিয়া অন্তরে।
তার সঙ্গে পীরিতি বা কোন জনা করে॥ (১)
তবু তার কথাখানি ছাড়নে না যায়।
না দেখিল আমি সব তাহাতে উপায়॥
যদি বল তার কথা না কহিয় আর।
নারী হয়্যা কেমতে পারিব ছাড়িবার॥
সকৃত যাহার গুণ শুনি ধীরগণে।
সুত দার সুহৃদ্ (২) তেজয়ে সেইক্ষণে॥
পক্ষ যেন ভ্রমে তেন ভিক্ষা মাগি খায়।
নারীজাতি আমি-সব কি আছে উপায়॥
কুটিলের বচন মানিল সত্য করি।
কুলিকের গীতে যেন মৃগ মরে ভুলি॥
একে তার কথা ছাড়ি আন কথা কহ।
কিছু যদি চাহ তুমি তাহা মাগি লহ॥
সত্য কি আসিব হেথা সে নন্দনন্দন।
কিংবা তথা লঞা যাবে এই গোপীগণ॥
কিবা মধুপুরে হরি আছয়ে কুশলে।
পিতা মাতা বন্ধু কি স্মঙরে কোনকালে॥
কিঙ্করীগণের কথা শুনিলে কহিতে।
শ্রীভুজ তুলিয়া আর করে দিবে মাথে॥
ভৃঙ্গ লক্ষ্য করি গোপী উদ্ধবের তরে।
এইরূপে নানা বাণী বলে নানা ছলে॥
উদ্ধব দেখিয়া ভক্তিরস মহোদয়।
গোপীগণে শান্তিয়া কি বলে মহাশয়॥
আসিব গোবিন্দ গোপী চিত্ত স্থির কর।
নিকটে দেখিবে হরি খেদ পরিহর॥
বিদগ্ধ-শিরোমণি রসিক-শেখর।
মোহিব নারীর চিত্ত কাজ কত বড়॥
পীরিত বাঢ়ায় কি নগর-নারীগণে।
তারা সব পীরিতি করয়ে কেন মনে॥
সলজ্জ মধুর হাস লীলা নিরীক্ষণে।
আমি-সব গোবিন্দ ভজিলুঁ অনুক্ষণে॥
বিবিধ লাবণ্য তারা জানে পুরনারী।
রতিকলা-রস-গুরু রসিক মুরারি॥
দুহাঁর পীরিতি লাগি দুহাঁর বন্ধন।
আর কি আসিবে হরি গোকুলে এখন॥

---

(১) পাঠান্তর,—"ভিতো"।

(২) পাঠান্তর,—"ভ্রমরে ত বলে"।

(১) পাঠান্তর,—

"নামে কালা রূপে কালা অন্তরে কালিয়া।
তার সনে পীরিতি করে নির্লজ্জ হইয়া।"

(২) পাঠান্তর,—"দুঃখিত"।

পুরনারী সমাঝে বসিয়া কোন কালে।
গোষ্ঠী মধ্যে নানাবিধ কথা অবসরে ॥ (১)
কভু কি স্মঙরে হরি ব্রজপুরনারী।
কবে আর সে রূপ দেখিব আঁখি ভরি ॥
সে সব রজনী কিবা হয় স্মঙরণে।
কুন্দ কুমুদ চন্দ্র চারু বৃন্দাবনে ॥
কিঙ্কিণী-কঙ্কণ মণি-নূপুর-বাজন।
মধুর বিলাস রস মধুর ভাষণ ॥
রমণী সমাঝে যাথে কৈলা রাসকেলি।
সে সব রমণী কি স্মঙরে বনমালী ॥
আর কি আসিব এথা সে নন্দনন্দন।
দেখা দিয়া গোপীগণের রাখিব জীবন ॥
কেন আর এথায় আসিব বনমালী।
রাজ্যপদ পাইল রিপু নিপাতন করি ॥
বন্ধুগণ সহ হৈল একত্র মিলন।
বিভা করি আনিবেন রাজকন্যাগণ ॥
গোপনারী মোরা-সব বসি বনে বনে।
কি কাজ এখন তাঁব আমা-সভা সনে ॥
আন নারী করি তাঁব কিবা বস্তুজ্ঞান।
লক্ষ্মীপতি আপনেই পূর্ণ ভগবান্ ॥
কহিলা পিঙ্গলা বেশ্যা তাহাই স্মঙরি।
তবু তার আশাখানি ছাড়িতে না পারি ॥
নৈরাশ্য পরম সুখ আশা দুঃখময়।
পিঙ্গলা বেশ্যার বাণী সেই সত্য হয় ॥
তাহা জানি তহুত ছাড়িতে নারি আশা।
না পাসরি তিলেক তাহার গুণ ভাষা ॥ (২)
ভজুক কমলাদেবী ইৎসা নাহি করে।
তবু লক্ষ্মীদেবী তাঁর অঙ্গ নাহি ছাড়ে ॥
হেন কৃষ্ণ গোপী-সব পাসরে কেমনে।
সেই যমুনার জল সেই বৃন্দাবনে ॥
সেই ধেনু বৎস সেই শিশু বিদ্যমান।
সেই গোবর্দ্ধন গিরি মুরলীর গান ॥
পুনঃপুন নন্দঘোষ করান স্মরণ।
বিসরিলে কৃষ্ণগুণ নহে বিস্মরণ ॥
সেই পদকমল দেখিএ ভূমিতলে।
পাসরিলে দশগুণ অনুরাগ বাঢ়ে ॥

হে কৃষ্ণ হে রমানাথ দুঃখ-বিনাশন।
হে গোবিন্দ ব্রজনাথ দুরিত-খণ্ডন ॥
মজিল গোকুল কৃষ্ণ এ শোকসাগরে।
বারেক উদ্ধার নাথ নিজ পরিকরে ॥
এইরূপে বিলাপ করয়ে ব্রজনারী।
রহিল ক্ষণেক গোপী চিত্ত স্থির করি ॥
কৃষ্ণের সন্দেশ শুনি চিত্ত সমাধিল।
বিষ্ণুবুদ্ধি করিয়া উদ্ধবে পূজা কৈল ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁরে পুজিল বিধানে।
কুশল জিজ্ঞাসা কৈল প্রবোধ বচনে ॥
এইরূপে প্রতিদিন প্রত্যুষ বিহানে।
উদ্ধবের সঙ্গে বসি রহে গোপীগণে ॥
কৃষ্ণকথা কহিয়া গোঙায় দিন রাতি।
কৃষ্ণ বিনে আন কাহো নাহি অবগতি ॥
দেখিয়া গোপীর প্রেম-ভক্তির উদয়।
দেহধর্ম্ম পাসরে উদ্ধব মহাশয় ॥
দেখিয়া গোকুলবাসীর প্রেমের প্রবন্ধ (২)।
তিলে তিলে উদ্ধবের বাঢ়য়ে আনন্দ ॥
রাত্রি-দিন উদ্ধব গোবিন্দগুণ গায়।
নিরবধি গোপকুলে আনন্দ বাঢ়ায় ॥
যত দিন উদ্ধব আছিলা ব্রজকুলে।
ক্ষণ প্রায় গোপগোপী মানিল সকলে ॥
দেখিয়া গোকুলে কৃষ্ণ প্রেমের প্রকাশ।
আজি কালি করিয়া বঞ্চিলা চারি মাস ॥
গিরিতট উপবন চাহিতে চাহিতে।
আনন্দে উদ্ধব লঞা বেড়ায় দেখিতে ॥
বিমল যমুনাজল কুসুমিত বন।
তরু গিরি নদনদী দেখি সুশোভন ॥
বনে বনে দেখিয়া প্রভুর পদচিহ্ন
না বুঝিল উদ্ধব কিছুই রাত্রিদিন ॥
গোপগোপী-বৈকল্য দেখিয়া কৃষ্ণাবেশে।
উদ্ধবের মনে কিছু না হয় প্রকাশে ॥
এইরূপে চারি মাস বঞ্চি ব্রজপুরে।
মথুরা চলিতে তাঁর হইল অন্তরে ॥
চলিব উদ্ধব তবে বলে কোন বাণী।
ধন্য গোপকুল ধন্য গোকুল-রমণী ॥
তুমি-সব ক্ষিতিতলে সফল জনম।
এমত একান্ত ভক্তি গোবিন্দে লভিলে ॥
মুনি যাহা বাঞ্ছা করে পায়্যা ভবভয়।
হেন ভক্তি গোপীগণে দেখিল উদয় ॥

(১) "পুরনারী সমাজ বসিয়া কোন কাজে।
গোষ্ঠীমধ্যে নানাবিধ কথা অবসাজে।"

—পাঠান্তর।

(২)—পাঠান্তর।
"রহিতে না পারি না কহিলে তার কথা।"

(২) পাঠান্তর, "তরঙ্গ"।

আমি-সব যাহা বাঞ্ছা করি নিরন্তর।
ভক্তিশূন্য জন্ম যদি ব্রহ্মার বিফল॥
বনে বৈসে গোপজাতি গোয়ালার নারী।
ভক্তিযোগে ইহার কি অধিকার ধরি॥
কিবা এইরূপে কৃপা করয়ে ঈশ্বরে।
না জানিঞা যেবা ভজে তাহাকে উদ্ধারে॥
না জানিঞা করে যদি ঔষধ ভক্ষণ।
তবু তার রোগ যেন হয়ে নিবারণ॥
বস্তু শক্তি কার্য্যের অপেক্ষা নাহি ধরে।
ভজিলেই মাত্র কৃপা করয়ে ঈশ্বরে॥
করিলা নিতান্ত রতি ভক্তেন্দ্র সদায়।
লক্ষ্মী হয়্যা এমত প্রসাদ নাহি পায়॥
পদ্মগন্ধা সুরবধূ কি বলিব তারে।
এমত প্রসাদ আনে লভিতে না পারে॥
মহারাসোৎসবে ভুজদণ্ড কণ্ঠে ধরি।
কৃষ্ণ লঞা কৈলা রাস রসময় কেলি।
যেমত প্রসাদ কৃষ্ণ কৈলা গোপীগণে।
তেমত প্রসাদ কে লভিল ত্রিভুবনে॥
বৃন্দাবনে যত আছে তরুলতাগণে।
গোপীর চরণ ধূলি করয়ে সেবনে॥
তৃণ এক হয়্যা জন্ম হউ মোর তাথে।
পদরজ গোপীর লভিব কোন মতে॥
স্বজন বান্ধব আর্য্যকুল ধর্ম্ম ছাড়ি।
ভজিল মুকুন্দপদ দৃঢ় ভক্তি করি॥
যে পদবী অন্বেষণ করে শ্রুতিগণে।
হেন কৃষ্ণপদ গোপী লভিল আপনে॥ (১)
কমলা পূজিত পদ ব্রহ্মাদি বন্দন।
মহাযোগেশ্বর যার করয়ে চিন্তন॥
হেন চরণারবিন্দ কুচে আরোপিয়া।
ছাড়িয়া বিরহ তাপ হৃদয়ে ধরিয়া॥
বন্দো ব্রজবধূ পদ রেণু নিরন্তর।
যার গুণ পুণ্য কথা ভুবন মঙ্গল॥
গোপীগণে আজ্ঞা মাগি লই অনুমতি।
নন্দ যশোদার ঠাঞি করিয়া মিনতি॥
গোপগণে সম্ভাষিয়া মাগিল বিদায়।
রথে চড়ি উদ্ধব চলিলা মথুরায়॥
পাছে পাছে চলিলা গোকুল নরনারী।
নানা উপহার দিয়া কাকুবাদ করি॥
নন্দ-আদি গোপগণে করি জোড় করে।
কান্দিতে কান্দিতে কিছু বলে উচ্চস্বরে॥
চিত্তবৃত্ত রহু কৃষ্ণচরণ আশ্রয়ে।
কৃষ্ণ বিনে চিত্তে যেন আন নাহি লয়ে।
বাণী যেন কৃষ্ণগুণ কহে নিরন্তর।
প্রণাম করিতে যেন রহে কলেবর॥
কর্ম্মবন্ধে যথা তথা হয় উৎপত্তি।
জনমে জনমে যেন রহে কৃষ্ণ রতি॥
প্রভুর ইৎসায় জন্ম হোক যথা তথা॥
কভু যেন না ছাড়ি কৃষ্ণের গুণকথা॥
এই মতে গোপগণে কৃষ্ণে ধরি আশা।
উদ্ধবে পাঠায়্যা দিলা করিয়া সম্ভাষা॥
উদ্ধব মথুরা আসি কৃষ্ণে সম্ভাষিলা।
প্রণাম করিয়া সব কথা নিবেদিলা॥
বসুদেব বলভদ্র বন্দিয়া চরণ
রাজ বিদ্যমানে লঞা দিল উপায়ন॥
উদ্ধব-সংবাদ এই গ্রন্থ অনুসারে।
কহিল প্রবন্ধ বন্ধ বুঝিবার তরে॥
শ্রীগদাধর ভক্তি রস শুক্ল জ্ঞান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান॥

(১) পাঠান্তর,—"ভজিল"।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৭॥

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

বসন্ত রাগ।

শুকদেব বলে রাজা ভকতপ্রধান।
আর অদভুত কহি কর অবধান॥
সর্ব্বজ্ঞের শিরোমণি সর্ব্বতত্ত্ব জানে।
সত্যবাদী প্রভু সত্য করিব পালনে॥
সর্ব্বভূত আত্মা পরিপূর্ণ ভগবানে।
কুবুজীর পীরিতি করিব আছে মনে॥
কামানলে দগধে কুব্জায় কলেবর।
তে কারণে গেলা কৃষ্ণ কুবুজার ঘর॥
আপ্তবর্গ যদুগণ উদ্ধব সংহতি।
কুবুজীর ঘর গেলা প্রভু যদুপতি॥
দিব্য পরিচ্ছদ ঘর বিচিত্রনির্ম্মাণ।
বহুবিধ বসন ভূষণ অন্নপান॥
বিচিত্র পতাকা ধ্বজ মুকুতার ঝারা।
বিলোলিত তোরণ বিতান মণিমালা॥
ধূপ দীপ গন্ধ কুসুমেতে বিভূষিত।
দিব্য পুর মন্দির প্রাচীর থরে থরে॥
উত্তরিলা গিয়া কৃষ্ণ কুবুজীর ঘরে।
কৃষ্ণ-আগমন শুনি উঠিলা সম্ভ্রমে॥
ত্বরিতে চলিয়া গেলা কৃষ্ণ বিদ্যমানে।
চারি পাশে সখীগণ মাঝে দিব্য নারী॥
প্রণাম করিয়া রহে জোড় কর করি।
দিব্য উপহার দিয়া পূজিল বিধানে॥
আনন্দে পূজিল কৃষ্ণ সব নারীগণে।
উদ্ধব পূজিয়া দিল বসিতে আসন॥
একে একে পূজিল সকল সঙ্গিগণ॥
তবে কৃষ্ণ কেল তার মন্দিরে প্রবেশ।
নরলীলা করে প্রভু ধরি নরবেশ॥
দিব্য সিংহাসনে তবে বসায়্যা শ্রীহরি।
চন্দনে লেপিল অঙ্গ মারজন করি॥
সুগন্ধি কুসুম মালা বসন ভূষণ।
কর্পূর তাম্বুল দিয়া কৈল আরাধন॥
সলজ্জ কটাক্ষ ভ্রুভঙ্গিম বিলাস।
কুঞ্চিত অধরপুট মন্দ মধুহাস॥
কামভাব প্রকাশিয়া নিকটে দণ্ডায়।
করে ধরি কুবজী আনিল যদুরায়॥
রমিঞা রময়ে প্রভু কুবুজীর মন।
সভে পুণ্যলেশ কার গন্ধ আরোপণ॥

সেই হেতু কুবজী রমিল রমাকান্ত।
বুঝায় ভকতে সব আপনে নিতান্ত॥
বাহু পসারিয়া কৃষ্ণ কৈল আলিঙ্গন।
কুবুজীর সর্ব্ব দুঃখ হৈল বিমোচন॥
আনন্দ মুকুতি সুখময় শ্রীনিবাস।
রমিয়া পুরাইল কুবুজীর অভিলাষ॥
যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র যায় না পায় ধেয়ানে।
হেন কৃষ্ণ কুবজী লভিল গন্ধদানে॥
কর যোড়ি কুবজী প্রভুর আগে বলে।
কথোদিনে রহ প্রভু না ছাড়িহ মোরে॥
হাসিয়া গোবিন্দ তারে দিল কাম্য বর।
নিজপুরে চলি গেলা প্রভু সুরেশ্বর॥
দুঃখে আরাধিলে যার নহে আরাধনে।
হেন কৃষ্ণ আরাধিয়া বিবিধ বিধানে॥
বর মাগি লয় যে কুমতি মূঢ় জন।
মুকতি লভিয়া লয় আপন বন্ধন॥
অক্রূরের ঘরে তবে গেলা ভগবান্।
উদ্ধব করিয়া সঙ্গে ভাই বলরাম॥
কিছু কার্য্য সাধিব প্রভুর আছে মনে।
অক্রূর সন্তোষ হৈলা প্রভুর দর্শনে॥
ভক্তাধীন প্রভু হেলা অক্রূরের ঘরে।
অক্রূর দেখিয়া কৃষ্ণে উঠিলা সত্বরে॥
প্রণাম করিয়া কৈল প্রেম-আলিঙ্গন।
পরম সন্তোষ হৈলল হসিত বদন॥
বলদেব উদ্ধব মাধব তিন জনে।
অক্রূরের কৈল সবে চরণ বন্দনে॥
আতিথ্য বিধানে তবে পূজিলা অক্রূর।
আনন্দে প্রণতি স্তুতি করিলা প্রচুর॥
দিব্য সিংহাসনে বসাইলা তিনজনে।
সুবাসিত জলে কৈল পাদ প্রক্ষালনে॥
পীত পট্ট অম্বর বিবিধ অলঙ্কার।
ধূপ দীপ চন্দন বিবিধ উপহার॥
বহুবিধ বিধানে পূজিত মহামতি।
ভূমে লোটাইয়া কৈল বহু দণ্ডস্তুতি॥
তুলিয়া ধরিল শিরে চরণ-কমল।
তবে আরোপিল লঞা বুকের উপর॥

হৃদয়ে চরণ ধরি বলে কোন বাণী। (১)
পাপ কংস মৈল এই মহাভাগ্য মানি॥
যদুকুল উদ্ধারিলে তুমি নারায়ণ।
দুরন্ত দুঃখের তুমি কৈলে বিমোচন॥
দুই ভাই তোমরা সাক্ষাৎ ভগবান্।
জগতকারণ দুই পুরুষ প্রধান॥
তোমা বিনে কিছু আর নাহি ত্রিভুবনে।
কার্য্য কারণ নহে তোমা দুহা বিনে॥
আপনে আপনা তুমি সৃজ নানা করি।
সর্ব্বত্রে ব্যাপিয়া আছ নানা শক্তি ধরি॥
যত দেখি যত শুনি জীব চরাচর।
না জানিঞা নানারূপ কহিএ সকল॥
এক এক পঞ্চভূত যেন দেখি নানা।
বিবিধ শরীরে করি বিবিধ কল্পনা॥
বিচারিলে পঞ্চভূত বিনে নহে আন।
বিচারিলে এইরূপ তুমি ভগবান॥
তুমি সে কেবল আত্মা স্বতন্ত্র বিহার।
জীবরূপে কর তুমি জগত সঞ্চার॥
এক হঞা নানারূপে করহ প্রকাশ।
তোমা বিনে আর যত মনের বিলাস॥
রজো গুণে সৃজ তুমি সত্ত্বগুণে পাল।
তমোগুণ ধরি তুমি জগত সংহার॥
তবু গুণে বদ্ধ নহ তুমি জ্ঞানময়।
কর্ম্ম কর কর্ম্মফলে বন্ধন না হয়॥
জীবের বন্ধন মোক্ষ সেহ সত্য নহে।
অজ নিরঞ্জন জীব সর্ব্ব বেদে কহে॥
তোমার বন্ধন মোক্ষ এ কোন্ বিচার।
সকৃত শ্রবণে যার খণ্ডয়ে সংসার॥
তবে মূর্ত্তি ধর তার নহিব কারণ।
বেদপথ-ধর্ম্ম হয় যখনে লঙ্ঘন॥
তখনে প্রকট তুমি করহ প্রকাশ।
ধর্ম্মপথ স্থাপিয়া পাষণ্ড কর নাশ॥
এখনে হরিতে চাহ পৃথিবীর ভার।
বসুদেবঘরে আসি কৈলে অবতার॥
রাজবেশ ধরিয়া অসুরগণ আছে।
সসৈন্যে তা-সভা তুমি বিনাশিবে পাছে॥
জগতে নির্ম্মল যশ করিবে বিস্তার।
সেই সে কারণে তুমি কৈলে অবতার॥
আজি ধন্য হৈল মোর এ ঘর বসতি।
তুমি প্রবেশিলে যায় ত্রিজগতপতি॥

তুমি সর্ব্বপিতৃদেব ব্রাহ্মণমূরতি।
তুমি সে জগত গুরু সর্ব্বলোক-গতি॥
ত্রিজগত পবিত্র যাহার পদজলে।
হেন প্রভু প্রবেশ করিলা মোর ঘরে॥
হেন কি পণ্ডিত আছে তোমা পরিহরি।
অন্য দেব শরণ লইব দৃঢ় করি॥
ভকতের প্রিয় তুমি জগত-সুহৃদ।
সত্যবাদী প্রভু কৃত্য-বুঝে সুপণ্ডিত॥
ভজিলেহ মাত্র তুমি দেহ সর্ব্বকাম।
ভকতের তরে তুমি দেহ আত্ম-দান॥
তথাপি তোমার কিছু নাহি অপচয়।
তোমাকে ছাড়িয়া কি পণ্ডিতে আন লয়॥
এই ভাগ্য প্রভু মোর দেখিলু তোমারে।
তত্ত্বগতি যার নাহি জানে যোগেশ্বরে॥
হেন প্রভু সনে মোর হৈল দরশন।
কৃপা করি ছিণ্ড মোর মায়ার বন্ধন॥
এত স্তুতি কৈলা যদি অক্রূর সুধীর।
হাসিয়া বোলয়ে প্রভু বচন গম্ভীর॥
তুমি গুরু পিতৃব্য আমার বন্ধুজন।
আমি সব পুত্র হই করিবে পালন॥
পোষণ রক্ষণ তুমি করিবে সর্ব্বথা।
তুমি পূজ্য বন্দ্য কভু এ নহে অন্যথা॥
তুমি-সব বিশেষে জগতে সুপূজিত।
সাধুজনে তোমা-সব সেবয়ে নিশ্চিত॥
পুণ্যতীর্থ বৈষ্ণব দেবতা আরাধন।
অবশ্য এ সব সেবা করে সাধুজন॥
জলময় তীর্থ যত আছে ক্ষিতিতলে।
ধাতু-শিলাময় যত দেবমূর্ত্তি ধরে॥
এ সব পবিত্র করে কিন্তু চিরকালে।
দর্শন মাত্রেত সাধুজনে ত্রাণ করে॥
পরম বৈষ্ণব তুমি সভার পূজিত।
বিশেষে আমার তুমি পরম সুহৃদ॥
একখানি কার্য্য তুমি সাধিবারে চাহ।
পাণ্ডুপুত্রে দেখিতে হস্তিনাপুরে যাহ॥
পঞ্চটী পাণ্ডব যুধিষ্ঠির আদি করি।
পরম দুঃখিত তারা শিশুকাল ধরি॥
পিতার বিয়োগ তাদের হৈল শিশুকালে।
ধৃতরাষ্ট্র তা সভারে আনিল নিজপুরে॥
তথাই থাকয়ে তারা লোকমুখে শুনি।
বড় দুঃখ পায় তারা হেন অনুমানি॥
অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র কুপুত্র-অধীন।
পালিতে না পারে রাজা বৃদ্ধ মতিহীন॥

---

(১) পাঠান্তর,—"কাকুবাণী।"

ভাল মন্দ আপনে জানিঞা আইস তুমি।
তবে আমি কুশল করিব তত্ত্ব জানি॥
এতেক বচন প্রভু বুলিয়া অক্রূরে।
সগণে চলিয়া তবে গেলা নিজপুরে॥
শ্রীযুত গদাধর ধীর-শিরোমণি।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস-বাণী॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৮॥

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায়।

শ্রীরাগ।

শুকমুনি বলে রাজা কহিয়ে তোমারে।
অক্রূর মিলিলা গিহা হস্তিনানগরে॥
ধৃতরাষ্ট্র সহ গিয়া কৈল দরশন।
দ্রোণ ভীষ্ম বিদুর ভেটিলা জনেজন॥
(দুঃশাসন কৃপাচার্য্য কর্ণ দুর্য্যোধন।
দ্রোণপুত্র পাণ্ডুপুত্র ভাই পঞ্চজন॥)
কুন্তী আদি যত আছে আত্ম বন্ধুগণ।
সাদরে ভেটিল গিয়া গান্দিনীনন্দন॥
তারা সব জিজ্ঞাসিল স্বাগত বচনে।
পুছিল সকল বার্ত্তা করি সম্ভাষণে॥
অক্রূরেহো তা-সভারে পুছিলা কুশল।
অন্যোন্যে সভার সুখে পুরিল অন্তর॥
গুণদোষ রাজার বুঝিব দিনে দিনে।
কথোদিন অক্রূর রহিলা তে কারণে॥
কুপুত্র-অধীন অন্ধ তার হীন বল।
কপট কুসঙ্গ সঙ্গে রহে নিরন্তর॥
নিজপুত্রে পাণ্ডুপুত্রে কেমত বেভার।
অক্রূর রহিল তত্ত্ব জানিতে তাহার॥
কুন্তী বিদুরের [illegible] হৈল সম্ভাষণ।
তাঁরা দুহে কহিল সকল বিবরণ॥
পাণ্ডবের বল বু[illegible] তেজ বীর্য্য দেখি।
ধৃতরাষ্ট্র রাজা হয় মনে বড় দুঃখী॥
প্রজা অনুরাগ শুনি না পায় সন্তোষ।
তবে আর কহিব যতেক তার দোষ॥
বিষ-লাড়ু খাওয়াইল মারিবার তরে।
ভীমকে বাঁন্ধিয়া লঞা পেলাইল জলে॥
অগ্নি ভেজাইল তারে থুয়্যা জউঘরে।
এইরূপে নানা কর্ম্ম কৈল নানা ছলে॥
ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধন দুরাচার।
মারিয়া পেলিতে করে কতেকপ্রকার॥
কুন্তী বলে আরে ভাই শুনহ অক্রূর।
আমার দুঃখের কথা কহিব প্রচুর॥
আঁখি বায়্যা পড়ে নীর গদগদ বাণী।
কান্দিয়া কহিল কুন্তী দুঃখের কাহিনী॥
জন্ম হৈতে কহিল সকল বিবরণ।
তবে অক্রূরের ঠাঞি বলয়ে বচন॥
মাতা পিতা কভু কি করয়ে স্মঙরণ।
বসুদেব আদি যত আছে ভাইগণ॥
ভ্রাতৃপুত্র যত আছে ভগিনী সকলে।
কেহ কি জিজ্ঞাসা মোরে করে কোনকালে॥
ভ্রাতৃপু[illegible] আছে মোর কৃষ্ণ ভগবান্।
ভকতবৎসল তেঁহ পুরুষ পুরাণ॥
অনন্ত ধরণীধর বলভদ্র নাম।
বসুদেবের দুই পুত্র জগতে প্রধান॥
কবে রাম কৃষ্ণ মোরে সান্ত্বিবে আসিয়া।
শত্রুগণ মধ্যে আছি শোকাকুলী হয়্যা॥
ব্যাঘ্রের ভিতরে যেন থাকয়ে হরিণী।
সেইরূপ রহিঞাছো মুঞি অভাগিনী॥
এ পঞ্চ বালক আছে পিতৃহীন হয়্যা।
না জানি কৃষ্ণের হয় কোন্ কালে দয়[illegible]
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জগতপালক যোগেশ্বর।
জগতের আত্মা গতি জগত-ঈশ্বর॥
রক্ষ রক্ষ গোবিন্দ উদ্ধার এইবার।
তুয়া পদযুগ বিনে গতি নাহি আর॥
অপবর্গ-পদ-দাতা সে দুই চরণ।
ভবভীত-জন্ম-মৃত্যু-ভয়-বিনাশন॥

নমো নমো নমো কৃষ্ণ শুদ্ধ আত্মাময় ।
নমো যোগেশ্বর যোগানন্দ যোগাশ্রয় ॥ (১)
মুনি বলে শুন রাজা অবধান করি ।
কৃষ্ণার গুণের কথা কহিতে না পারি ॥
তোমার প্রপিতামহী কুন্তী মহাসত ।
কৃষ্ণগুণ স্মঙরিয়া কান্দে দিবারাতি ॥
কুন্তীর ক্রন্দনে কান্দে অক্রূর বিদুর ।
রাত্রি দিন কান্দেন শবদ নহে দূর ॥
কথোদিন থাকিয়া অক্রূর মহাশয় ।
শান্তিয়া কুন্তীর তরে বুলিলা বিনয় ॥
মথুরা চলিব হেন বিচারিল মনে ।
বুলিলা নিষ্ঠুর বাক্য ধৃতরাষ্ট্র স্থানে ॥
ধৃতরাষ্ট্র রাজা আছে সভাতে বসিয়া ।
ছলে কিছু অক্রুর কহিল সম্ভাষিয়া ॥
শুন শুন ধৃতরাষ্ট্র অম্বিকানন্দন ।
বিচিত্রবীর্য্যের পুত্র তুমি মহাজন ॥
কুরুকুলে যশ তুমি পালিলে নির্ম্মল ।
ধর্ম্মে প্রজা পালিবে শাসিবে ক্ষিতিতল।
পাণ্ডুরাজা আছিল তোমার ছোট ভাই ।
দৈবযোগে হৈল তাঁর স্বর্গলোকে ঠাঞি ॥
এবে রাজ্যে সম্প্রতি তোমার অধিকার ।
হেন কর যশ যেন রহে চিরকাল ॥
আপনার পুত্র তুমি দেখহ যেমনে ।
পঞ্চ পুত্র পাণ্ডুর দেখিব সেইমনে ॥
যদ্যপি ইহাতে তুমি করহ অন্যথা ।
লোক ভরি অপযশ রহিবে সর্ব্বথা ॥
অন্তকালে নরকে তোমার হৈবে স্থান ।
এ বোল বুঝিয়া রাজা হও সাবধান ॥
চিরকাল কভু হেথা কেহ না রহিব ।
অবশ্য দেহের সঙ্গে বিচ্ছেদ হইব ॥
ধন পুত্র কলত্রের কি কহিব কথা ।
এ সব স্বপন হেন জানিহ সর্ব্বথা ॥

এক হৈয়া আইসে জন্তু এক হয়্যা যায়
এক হৈয়া পুণ্যপাপ সুখ দুঃখ পায় ।
অধর্ম্ম করিয়া বিত্ত যে করে সঞ্চিত ।
অন্তে হরি লয় তাহা সে হয় বঞ্চিত ॥
পুত্র মিত্র বন্ধুগণে সব ধন খায় ।
অধর্ম্ম করিয়া সভে অধোগতি যায় ॥
অধর্ম্ম করিয়া করে ধন উপার্জ্জন ।
আপন করিয়া পুষে দারা পুত্রগণ ॥
ধন না থাকিলে সেই তেজে বন্ধুগণে ।
ব্যর্থ পাপ করে জন্তু যাহার কারণে ॥
আপনে নরক ভোগ করে কুপণ্ডিত ।
ব্যর্থ পরিশ্রম করি সে হয় বঞ্চিত ॥
এ সকল যত তুমি দেখ মায়াময় ।
শয়নে স্বপনে যেন কিছু সত্য নয় ॥
এ বোল বুঝিয়া রাজা স্থিরচিত্ত হবে ।
সমান করিয়া তুমি সভারে দেখিবে ॥
ধৃতরাষ্ট্র বোলে সত্য কহিলে সকল ।
তথাপি আমার চিত্ত সতত চঞ্চল ॥
তুমি যত কহিলে সকল সত্য হয় ।
কি কহিব মোর চিত্তে একুই না লয় ॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা কভু না যায় খণ্ডন ।
সেই প্রভু যদুবংশে লভিল জনম ॥
হরিতে পৃথীর ভার তাঁর অবতরে ।
তাঁর ইচ্ছা খণ্ডিব শকতি আছে কার ॥
যাহার মায়ায পথ বুঝনে না যায় ।
মায়ার ব্রহ্মাণ্ড কোটি সৃজয়ে লীলায় ॥
জগতে প্রবেশ করে করিয়া সৃজন ।
নানা জীব নানা পথে করে নিয়োজন ॥
তাঁহার চরণে মোর রহু নমস্কার ।
অচিন্ত্য মহিমা-সিন্ধু দুর্ব্বোধ বিহার ॥
এতেক বচন যদি বুলিলা নৃপতি ।
তার চিত্ত বুঝিলা অক্রূর মহামতি ॥
একে একে বলিয়া সকল বন্ধুগণে ।
তবে মধুপুরে তেঁহ কেলা আগমনে ॥
কহিল সকল কথা কৃষ্ণ বিদ্যমানে ।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস-গানে ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৯ ॥

---

(১) পাঠান্তর,—
"নমো নমো নমো কৃষ্ণ শুদ্ধ সত্ত্বময় ।
নমো যোগেশ্বর যোগানন্দ যোগময় ।"

পঞ্চাশ অধ্যায়।

নট রাগ। (১)

শুক মুনি বলে রাজা পরীক্ষিত শুনে।
সেই কথা কহি লোক শুন সাবধানে॥
জরাসন্ধের দুই কন্যা পরম রূপসী।
অস্তি প্রাপ্তি নামে দুই কংসের মহিষী॥
স্বামীর মরণে তারা শোকাকুলী হয়্যা।
বাপের সাক্ষাতে গিয়া কহিল কান্দিয়া॥
জরাসন্ধ রাজা শুনি কংসের মরণ।
চমকি উঠিল ক্রোধে অরুণ-লোচন॥
প্রতিজ্ঞা করিলু আজি সভার ভিতর
অ-যাদব করিব সকল ক্ষিতিতল॥
ইহা বলি রাজা ত্রয়োবিংশ অক্ষৌহিণী।
চতুরঙ্গ কৈল তবে সেনার সাজনী॥
কটক সাজিয়া রাজা চলিল সত্বর।
চৌদিগে বেঢ়িল গিয়া মথুরা নগর॥
রিপুদলে রোধিল সকল মধুপুরী।
কোলাহল শব্দ উঠিল পুরীভরি॥
ভয়েতে ব্যাকুল লোক করে হাহাকার।
রিপুদল দেখিয়া লাগিল চমৎকার॥
তবে প্রভু চিন্তিতে লাগিল মনে মনে।
অবতার করি আমি এই সে কারণে॥
খল বিনাশিব ধর্ম্ম করিব স্থাপন।
অবতার করি তার এই প্রয়োজন॥
জরাসন্ধ রাজা এই কৈল উপকার।
আনিল অনেক সৈন্য করিব সংহার॥
জিনিঞা নৃপতিগণে নিজ বশ করি।
মহা সৈন্য সাজিয়া বেঢ়িল মধুপুরী।
না মারিব জরাসন্ধ আছে প্রয়োজন।
আনিব অনেক সৈন্য করিয়া সাজন॥
এইত অসুর-বলে পৃথিবীর ভার।
এখনে করিব এই সৈন্যের সংহার॥
হেনকালে দুই রথ হৈল উপসন্ন।
নাম্বিল আকাশ হতে সূর্য্যের বরণ॥
দিব্য পরিচ্ছদ দিব্য ভূষণে ভূষিত।
দিব্য দিব্য ঘোড়া দিব্য সারথি সহিত॥
শঙ্খ চক্র আদি যত দিব্য অস্ত্রগণ।
রহিল প্রভুর আগে দেখে সর্ব্বজন॥

তাহা দেখি হৃষীকেশ বলেন বচন।
শুন দাদা বলভদ্র রোহিণীনন্দন॥
এই রথে চড় তুমি এই অস্ত্র ধর।
রিপু-সৈন্য নিপাতিয়া মথুরা উদ্ধার॥
আমি সব জনমিলু এই সে কারণে।
খল বিনাশিয়া ধর্ম্ম করিতে স্থাপনে॥
তেইশ অক্ষৌহিণী সেনা করিয়া সংহার।
প্রথমে খণ্ডাই কিছু পৃথিবীর ভার।
এইরূপে দুই ভাই করিয়া মন্ত্রণা।
অঙ্গেতে কাচনী কৈল দিব্য অস্ত্র সানা॥
দিব্য রথে চড়ি গেলা পুরীর বাহিরে।
যেন দুই সূর্য্য দেখা দিল একবারে॥
নিজ অস্ত্র দুই প্রভু ধরে নিজ করে।
অলপ বাহিনী সঙ্গে বহিয়া দুয়ারে॥
শঙ্খনাদ কৈল কৃষ্ণ শবদ বিশাল।
সকল সৈন্যের কৈল হৃদয় বিদার॥
তবে রাজা জরাসন্ধ ডাক দিয়া বলে।
শুনরে পুরুষাধম কৃষ্ণ বলি তোরে॥
তোর সনে মোর যুদ্ধ এত বড় লাজ।
ছাওয়ালেরে জিনিয়া সাধিব কোন্ কাজ।
গোপনে থাকিস তুঞি বড় মন্দবুদ্ধি।
কপটে যুঝিস্ তুঞি আরে বন্ধুবধী॥
যদি রাম যুঝিতে তোহোর আছে মন।
স্থির হয়্যা মোর সঙ্গে করসিঞা রণ॥
মোর অস্ত্রে কাটা গিয়া স্বর্গবাসে চল।
যদি বা পারিস্ তবে আমারে সংহার॥
হাসিয়া শ্রীহরি তবে বলেন বচন।
শূর হয়্যা না কহে আপন পরাক্রম॥
আপন বড়াঞি তুঞি আপনি কহিস,।
এ কথা কহিয়া তুঞি কি সুখ পাহিস॥
তোহোর বচনে আমি না করিব রোষ।
নিকটে মরণ তোর না লইব দোষ॥
তবে জরাসন্ধ শুনি কৃষ্ণের উত্তর।
সসৈন্যে বেঢ়িল কৃষ্ণে রণের ভিতর॥
রাম-কৃষ্ণে বেঢ়িলেক সবলবাহনে।
সূর্য্যে যেন আচ্ছাদিল ধূলায় পবনে॥
কোটি কোটি গজ বাজী রথ পত্তি সেনা।
কেহ কেহ নিজ পর না চিনে আপনা॥

---

(১) কর্ণাট রাগ।

পুরনারীগণ উঠে অট্টালি উপরে।
গড়ের উপরে কেহ উঠিল মন্দিরে॥
শোকে বিমোহিত হয়্যা পুরনারী চায়।
কোথা রাম-কৃষ্ণ আছে দেখিতে না পায়॥
গরুড়-লাঞ্ছন কৃষ্ণের দেখি রথখান।
তালধ্বজ বলরামের রথ অনুপাম॥
দুই রথ বিনে কিছু চিহ্নে না যায়।
তাহা দেখি পুরনারী কান্দে উচ্চ রায়॥
দারুণ মগধবল মহাপরচণ্ড।
কাটিয়া গোবিন্দসৈন্য কৈল খণ্ডখণ্ড॥
শিলীমুখ খরতর বাণ বরিষণ।
বিন্ধিয়া কৃষ্ণের বল কৈল নিপাতন॥
সুর-সিদ্ধ পূজিত প্রবল নিজ সেনা।
রিপুসৈন্যে আসিয়া তাহাতে দিল হানা॥
নিজ-জন-দুঃখ দেখি করুণাসাগর।
তুলিলা শারঙ্গ ধনু দিবা বামকর॥
আঁখির নিমিষে গুণ ধনুতে চড়ায়।
চোখ চোখ বাছি বাণ তিলেকে যোড়ায়॥
যুড়িতে মেলিতে বাণ বিজুরী সঞ্চারে।
অলক্ষিত গতি কেহ লখিতে না পারে॥
এইরূপে কৈলা কৃষ্ণ বাণ বরিষণ।
রিপুদল বিদারিয়া কৈলা নিপাতন॥
কোটি কোটি হস্তী ঘোড়া কাটা গেল বাণে।
কোটি কোটি রথ কাটি কৈল খানাখানে॥
কারো হাত পাও কাটে কারো নাক কাণ।
কেহ রণ তেজি গেল রাখিয়া পরাণ॥
কারো মাথা কাটা গেল উঠিল আকাশে।
রকতের নদী মাঝে কারো দেহ ভাসে॥
রকতের নদী বহে শত শত ধারে।
তরঙ্গ কল্লোল দেখি মহাভয়ঙ্করে॥
ভুজদণ্ড হৈল সর্প নদীর উপরে।
গজদেহে বালিচর হৈল থরে থরে॥
নরমুণ্ড কূর্ম্ম হৈল নদীর ভিতর।
কর পদ মৎস্য যেন করে ধড়ফড়॥
হয়দেহে হৈল যেন কুম্ভীর করাল।
ধনুর তরঙ্গ বহে মহা উতরোল॥
কেশ লোম হৈল যত নদীর শেহলা।
বায়ুর আবর্ত্তে নদী দেখি ভয়ঙ্করা॥
এইরূপে কত নদী বহয়ে রুধিরে।
শত শত বহে নদী রণের ভিতরে॥
যেরূপে কেশব কৈলা সৈন্য নিপাতন।
বলরাম সেইরূপে কৈলা বিনাশন॥

রিপু-সৈন্য সংহারিলা মুষল-প্রহারে।
বধিলা সকল সৈন্য দুই সহোদরে॥
জরাসন্ধ-মহা-সৈন্য-অপার সাগর।
দুরন্ত গভীর নীর মহাভয়ঙ্কর॥
লীলামাত্রে কৈলা সৈন্য-সাগর সংহার।
প্রভুর কেবল খেলা সমর-বিহার॥
ত্রিভুবন উতপতি স্থিতি পরলয়।
যে প্রভুর কেবল ইৎসায় মাত্র হয়॥
এ কোন বিচিত্র শত্রু করিব বিনাশ।
তথাপি বর্ণন করি সমর-বিলাস॥
পড়িল সকল সৈন্য রণের ভিতরে।
সভে জরাসন্ধ মাত্র জীয়ে একেশ্বরে॥
অস্ত্র শস্ত্র নাহি তার নাহি রথ ঘোড়া
ভূমিতে রহিল যেন পর্ব্বতের চূড়া॥
সিংহে সিংহ ধরে যেন বিক্রম করিয়া।
বলরাম জরাসন্ধে আনিল ধরিয়া।
নরপাশ দিয়া যবে করয়ে বন্ধন।
নিবারিয়া কৃষ্ণ তারে কৈলা বিমোচন
তবে জরাসন্ধ রাজা পাঞা অপমান।
চলিল লজ্জিত হয়্যা রাখিয়া পরাণ
পথে রহি জরাসন্ধ কৈল সঙ্কল্পনা।
করিমু দুষ্কর তপ শিব আরাধনা॥
পথে আসি রাজগণে কৈলা নিবারণ॥
কেন মহারাজ তুমি চিন্ত অকারণ।
জয় পরাজয় ধর্ম্ম যুদ্ধের বেভার।
তাহাতে না করে বুদ্ধিমানে অহঙ্কার॥
জয় পরাজয় সব অদৃষ্ট-অধীন।
অদৃষ্ট মানিঞা রহে যে হয় প্রবীণ॥
জগতে জিনিলে তুমি নিজ বাহুবলে।
অক্ষত্রিয় বংশ আজি অপমান করে।
যখনে অদৃষ্ট ভাল হৈব শুভকালে।
এই যুদ্ধ তখন জিনিবে অবহেলে॥
চিত্তস্থির কৈল রাজা প্রবোধ বচনে।
নিজপুরে গেল রাজা দুঃখ পেয়্যা মনে॥
রিপুদল-গভীর সাগর পার করি।
নিজবলে উদ্ধারিয়া আনিলা শ্রীহরি॥
পুর পরবেশ কৈলা ত্রিভুবন-রায়।
সূত মাগধ ভাটে জয়মালা গায়॥
প্রবাল তণ্ডুল ফল লাজ বরিষণ।
বিবিধ মঙ্গল যশ গায় গুরুজন॥
শঙ্খ দুন্দুভি বাজে বিবিধ মঙ্গল।
বীণা বেণ মৃদঙ্গ শবদ কোলাহল॥

সুগন্ধি চন্দনে ছড়া প্রতি পথে পথে।
হৃষ্টপুষ্ট রহে লোক পূর্ণমনোরথে ॥
পতাকা তোরণ ধ্বজে পুর অলঙ্কৃত।
ব্রাহ্মণের বেদ-ঘোষ শবদে পুরিত ॥
প্রেমসুখে পথে রহি পুরজনে চায়।
অঙ্কুর অক্ষত মাল্য চৌদিগে ছিটায় ॥
পুরনারীগণ করে দধি বরিষণ।
পুর পরবেশ কৈলা দেবকীনন্দন ॥
বীরগণে জিনিঞা আনিল মহাধন।
অনন্ত ভূষণ বাস রাজ-আভরণ ॥
অশেষ-সম্পদ-দাতা প্রভু ভগবান্।
সকল আনিঞা দিল রাজ-বিদ্যমান ॥
উগ্রসেন রাজারে সকল সমর্পিয়া।
পুর পরবেশ কৈলা লোক সন্তোষিয়া ॥

মল্লার রাগ।

শুন রাজা পরীক্ষিত অপরূপ বাণী।
কোন্ কর্ম্ম কৈলা জরাসন্ধ অভিমানী ॥
তেইশ অক্ষৌহিণী সেনা করিয়া সাজন।
প্রথমে যেরূপে আসি কৈল মহারণ ॥
সেইরূপ মথুরা বেঢ়িল দুরাচার।
বুঝিল কৃষ্ণের সহে সপ্তদশবার ॥
রণভঙ্গে করিলা হরি বৈরী বিনাশন।
সবে জরাসন্ধ যায় লঞিঞা জীবন ॥
সপ্তদশবার রাজা করিয়া সংগ্রাম।
হারিয়া হারিয়া যায় রাখিয়া পরাণ ॥
অষ্টাদশ বার আসি রণে পরবেশে।
চতুরঙ্গ সৈন্য কৈল সাজন বিশেষে ॥
হেনকালে কালযবন দুরাচার।
তিন কোটি ম্লেচ্ছ-বল যার পাটোয়ার ॥
নারদের বচনে যবন দুরাশয়।
মথুরা বেঢ়িল আসি প্রভাত সময় ॥
নারদ কহিল গিয়া শুন মহারাজ।
আমি কিবা তোমার সাধিয়া দিব কাজ ॥
ত্রিভুবনে নাহি কেহ তোমার সমান।
কিন্তু যদুকুলে আছে বৈরী বলবান্ ॥
নবঘন-শ্যাম মহাপুরুষ লক্ষণ।
শ্রীবৎস কৌস্তভ গলে কমললোচন ॥
আজানুলম্বিত চারু ভুজ বিরাজিত।
পীতবস্ত্র পরিধান ভুবনপূজিত ॥
সেই মহাবৈরী আছে বিক্রমে বিশাল।
তার সনে যুঝ গিয়া না কর বিচার ॥

এ বোল শুনিঞা কালযবন নৃপতি।
তিন কোটি ম্লেচ্ছবল সাজিয়া কুমতি ॥
মথুরা বেঢ়িয়া রহে গড়ের বাহিরে।
বলভদ্রে লঞা কৃষ্ণ কোন্ যুক্তি করে ॥
এখনে ফলিল যদুকুলে পরমাদ।
যবনে বেঢ়িল আসি মথুরা সমাধ ॥
কালি কিংবা পরশ্ব আসিবে জরাসন্ধ।
তবে কোন্ উপায় করিব অনুবন্ধ ॥
যবনের সহ যুদ্ধ করিতে থাকিব।
জরাসন্ধে বেঢ়িয়া সকল হরি নিব ॥
এতেকেই দেখি যদুকুলের সংহার।
এ বোল বুঝিয়া করি রাখিতে প্রকার ॥
দুর্গম বিষম গড় নির্ম্মাণ করিয়া।
তাহার ভিতরে লঞা বন্ধুগণে থুয়া ॥
তবে কালযবন মারিব পরকারে।
মন্ত্রণা করিয়া হরি চলিলা সংহরে ॥
সমুদ্র ভিতরে গড় দ্বাদশ যোজন।
তার মাঝে পুরী নিরমিল বিলক্ষণ ॥
বিশ্বকর্ম্মা আসি কৈল অদভুতময়।
শ্রুতিবাণী অগোচর কহিলে না হয় ॥
রাজপথ উপপথ বিবিধ সঞ্চার।
বিবিধ প্রাচীর পুর অঙ্গন দুয়ার ॥
আকাশ পরশে হেম মন্দির-শিখর।
স্ফটিক অট্টালি উচ্চতর থরে থর ॥
হিমকর (?) বিনির্ম্মিত বিবিধ লক্ষণ।
কল্পদ্রুম কল্পলতা বন উপবন ॥
বড় বড় ঘোড়াশালা আওরী আওরী।
রজতনির্ম্মিত তাথে কোঠা সারি সারি ॥
মণিময় রতন-শিখর বিলসিত।
তাহার উপরে হেম কুম্ভ বিরাজিত ॥
মরকত স্থল বিনির্ম্মিত ক্ষিতিতল।
দেবতা মন্দির বিরাজিত থরে থর ॥
রাজপুর মন্দির বিচিত্র স্থানে স্থান।
ব্রহ্মাদি দেবের অগোচর নিরমাণ ॥
সুধর্ম্মা পাঠাঞা দিল দেব পুরন্দর।
পারিজাত সুরতরু প্রভুর গোচর ॥
দিব্য দিব্য ঘোড়া দিল বরুণে সাজিয়া।
শ্বেতবর্ণ শ্যামকর্ণ ভূষণে ভূষিয়া ॥
ধনদ পাঠায়্যা দিল অষ্ট মহানিধি।
লোকপাল সব দিল যার যে যে সিদ্ধি ॥
যে কিছু সম্পদ হরি দিয়াছেন যারে।
তারা তাহা আনি দিল প্রভুর গোচরে ॥

তবে কোন্ কর্ম্ম কৈল প্রভু ভগবান্।
সকল মথুরা-লোক আনি বিষ্ণমান ॥
যোগবলে থুইলা লঞা দ্বারকা ভিতরে।
আসিয়া মধুরাপুরে কোন যুক্তি করে ॥
অস্ত্র নাহি ধরে চারি ভুজ বিরাজিত।
পদ্ম মাল্য গলে দোলে শ্রীবৎসলাঞ্ছিত।
পুরীর বাহির হয়্যা দিল এক রড়।
হেন অদভুত কর্ম্ম করে সুরেশ্বর ॥
ভাগবত আচার্য্যের সরস ভাষণ।
সুখে যেন ভাগবত বুঝি সর্ব্বজন ॥

পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশ অধ্যায়।

গৌরী রাগ।

তবে কালযবন চিনিল অনুমানে।
পূর্ণচন্দ্র সম মহাপুরুষ লক্ষণে ॥
শ্রীবৎস লক্ষণ উরে কৌস্তুভ ভূষণ।
মুদিত বদন নবকঞ্জ বিলোচন ॥
আজানুলম্বিত চারু (১) ভুজ বিরাজিত।
মকরকুণ্ডল গণ্ডযুগে বিলোলিত ॥
এই বাসুদেব বিনে নহে অন্যজন।
নারদ কহিল যত দেখিল লক্ষণ ॥
অস্ত্র নাহি ধরে কৃষ্ণ পায়ে হাঁটি যায়।
আমার তরাসে প্রাণ রাখিয়া পলায় ॥
মুঞি অস্ত্র না ধরিমু না চড়িমু রথে।
ধেয়্যা গিয়া এখনি ধরিমু এই মতে ॥
এতেক চিন্তিয়া কালযবন সত্বরে।
পাছে পাছে ধায় কৃষ্ণে ধরিতে না পারে ॥
হস্তে হস্তে পদে পদ আপনা দেখায়।
যোগীন্দ্র-দুর্লভ কৃষ্ণে ধরিতে না পায় ॥
প্রবেশ করিল প্রভু পর্ব্বতকন্দরে।
এক দিকে লুকায়্যা রহিল অন্ধকারে ॥
যবন প্রবেশ কৈল গুহার ভিতরে।
দেখিল পুরুষ এক খট্টার উপরে ॥
দুঃখ দিয়া আমারে আনিঞা এতদূরে।
সুখে শুয়্যা আছ তুমি খট্টার উপরে ॥
এতেক বলিয়া সেই ম্লেচ্ছ দুরাচার।
দৃঢ় করি দিল এক রণপ্রহার ॥
জাগিয়া উঠিল তবে পুরুষপ্রবর।
আঁখি মেলি চারিপাশে চাহিলা সত্বর ॥ (২)
সম্মুখে দেখিল দুষ্ট এ কাল যবন।
দৃষ্টিমাত্র কৈল তাঁর ক্রোধ উদ্দীপন ॥
ক্রোধানল জনমিল নয়নযুগলে।
ভস্ম হৈল পুড়িয়া যবন কলেবরে ॥
তবে রাজা জিজ্ঞাসিলা ভাবিয়া বিস্ময়।
কি নাম পুরুষের তিঁহ কাহার তনয় ॥
কোন্ বল বীর্য্য ধরে দহিতে যবনে।
পর্ব্বতগহ্বরে কেন আছিলা শয়নে ॥
বিশেষ ইহার মুনি কহিবে সকল।
তবে ব্যাসসুত কহে শুনে নৃপবর ॥
সূর্য্যবংশে জনমিল মান্ধাতা-কুমার।
মুচুকুন্দ নাম তাঁর ধর্ম্ম-অবতার ॥
ধৃতব্রত সত্যবন্ত ব্রাহ্মণ্যশেখর।
আছিলা নৃপতি এই পৃথিবী ভিতর ॥
ইন্দ্র আদি সুরগণে আসিয়া সাধিল।
অসুর জিনিতে রাজা স্বর্গপুরে গেল ॥
চিরকাল গেল তাঁর করিতে সংগ্রাম।
ক্রোধাবেশে না জানিল রাজা বলবান্ ॥
সেনাপতি কার্ত্তিকে লভিয়া সুরগণে।
রাজারে রাখিল যুদ্ধ করি নিবারণে ॥
রহ-রহ মুচকুন্দ না কর সংগ্রাম।
যুদ্ধ রাখি কর রাজা ক্ষণেক বিশ্রাম ॥
সুরগণ পালন করিতে এতকাল।
রাজ্যপদ-সুখভোগ নহিল তোমার ॥
পাত্র মিত্র মন্ত্রিগণ বন্ধু সুত দার।
তারা কেহ নাহি কালে করিল সংহার ॥
কালরূপী ভগবান্ সবার ঈশ্বর।
দেবের শকতি নাহি কালের উপর ॥
কালে সৃজে কালে পালে কালে করে নাশ।
কালের অধীন জীব কালেতে বিনাশ ॥
পশু রাখে পশুপালে ইৎসা যদি করে।
কাহো রাখে কাহো যেন ইচ্ছায়ে সংহারে ॥

(১) চারি।
(২) পাঠান্তর,—"চাহে নিরন্তর"

এইরূপে ক্রীড়া করে কাল মহেশ্বর।
যারে রাখে যারে হবে যার যেন ফল ॥
কালের উপরে কোন দেবের শকতি।
বুঝিয়া না কর খেদ শুন মহামতি ॥
বর মাগ রাজা তুমি মুক্তি পদ বিনে।
মুক্তি দিতে পারে মাত্র এক নারায়ণে ॥
সুরগণবচন শুনিয়া নরেশ্বর।
দেবগণ স্থানেতে মাগিলা এহ বর ॥
সুখে নিদ্রা যাই যেন চির পরিশ্রমে।
এই বর সভে আমি মাগি এ এখনে ॥
তবে সুরগণ সেই নিদ্রা বর দিয়া।
কহিলা রাজার তরে সন্তোষ করিয়া ॥
সুখে শুইয়া থাক তুমি পর্ব্বতগহ্বরে।
কোন জন গিয়া যদি জাগায় তোমারে ॥
তুমি দেখিলেই মাত্র হবে ভস্মসাৎ।
মহাভাগবত তুমি কহিল সাক্ষাৎ ॥
মুচুকুন্দ রাজা তবে বিচারিল মনে।
অবতার করিব আপনে নারায়ণে ॥
কথোকাল রহি আমি করিয়া শয়ন।
যাবৎ প্রভুর সঙ্গে নহে দরশন ॥
মহাভাগবত রাজা মনে যুক্তি করি।
শয়ন করিয়া রহে এই আশা ধরি॥
ভকতের ইচ্ছা প্রভু করয়ে পালন।
আপনে তথায় গেলা তাহার কারণ ॥
ভস্ম হয়্যা গেল যদি ম্লেচ্ছকুলনাথ।
আপনে চইল কৃষ্ণ রাজার সাক্ষাৎ ॥
সজল জলদ তনু পীতবাস ধরে।
শ্রীবৎস লক্ষণ উরে বনমালা দোলে ॥
চারু চতুর্ভুজ গলে কৌস্তুভ ভূষণ।
মকর কুণ্ডল দোলে রাজীব-লোচন ॥
প্রসন্ন বদন চন্দ্র কোটি পরকাশ।
বৈজয়ন্তীমালা দুলে মদন বিলাস ॥
মত্ত মহা সিংহ জিনি বিক্রমের সীমা।
অতুল লাবণ্যধাম ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ॥
অঙ্গতেজে দশদিক্ কৈল পরসন্ন।
তবে রাজা জিজ্ঞাসিতে হৈলা উপসন্ন ॥
মহাতেজ দেখি রাজা সশঙ্ক-হৃদয়।
ধীরে ধীরে পুছে কিছু করিয়া বিনয় ॥
এথা কেন আইলে তুমি কি নাম তোমার।
ঘোর মহাবনে কেন তোমার সঞ্চার ॥
পদ্মপত্র সমতুল দুখানি চরণ।
কণ্টক-বিজন বনে হাঁট কি কারণ ॥

তেজস্বীর তেজ যেন দেখি কলেবর।
কিবা চন্দ্র সূর্য্য তুমি অগ্নি পুরন্দর ॥
তিন দেব দেবের প্রধান হেন লখি।
সাক্ষাতে ঈশ্বর হেন এই মনে দেখি ॥
হরিলে সকল গিরিগুহা অন্ধকার।
চন্দ্র সূর্য্য জিনি তেজ প্রকাশ তোমার ॥
জন্ম কর্ম্ম নাম যদি কহ মহাশয়।
কৃপা যদি কর তবে দেহ পরিচয় ॥
ইক্ষ্বাকু নৃপতিকুলে মোর উতপতি।
মুচুকুন্দ নাম মোর জগতে খেয়াতি ॥
যুবনাশ্বপৌত্র মুঞি মান্ধাতাতনয়।
যোগ্য যদি হও তবে দেহ পরিচয় ॥
চিরকাল জাগিয়া শ্রমিত হয়্যাছিলুঁ।
তে কারণে এতকাল ধরি নিদ্রা গেলুঁ ॥
কেবা আসি মোরে জাগাইল এতকালে।
সেহ ভস্ম হৈল মোর নয়ন-অনলে ॥
হেন অবসরে তুমি দিলে দরশন।
তেজঃপুঞ্জধর মহাপুরুষ লক্ষণ ॥
তেজের প্রভাব আর না পারি সহিতে।
পুছিতে না পারি কিছু তোমার সাক্ষাতে ॥
এতেক বচন শুনি প্রভু গদাধর।
হাসিয়া রাজার তরে দিলেন উত্তর ॥
মেঘনাদ-গম্ভীর মধুরতর বাণী।
কহিতে লাগিলা তবে প্রভু চক্রপাণি ॥
জন্ম কর্ম্ম নামের আমার অন্ত নাঞি।
আমিহ কহিতে তার অন্ত নাহি পাই ॥
পৃথিবীর ধূলা কার গণিবারে পারে।
এত বড় কেহ যদি থাকয়ে সংসারে ॥
তমুত গণিতে নারে নাম গুণ জন্ম।
কত অবতারে আমি করি কত কর্ম্ম ॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ে থাকিয়ে সর্ব্বকাল।
কত নাম গুণ কর্ম্ম জনম আমার।
সৃষ্টিকালে ব্রহ্মা আদি ঋষি উতপন্ন।
এ সবে আমার কিবা জানিবেক মর্ম্ম ॥
সম্প্রতি আমার জন্ম শুন নরেশ্বর।
ব্রহ্মা-আদি দেবে আমা স্তবিল বিস্তর ॥
পৃথিবীর হরিতে ভার বসুদেবঘরে।
জনম লভিল আসি পুণ্য যদুকুলে ॥
বাসুদেব করি লোক বলে তে-কারণে।
এইরূপে নাম ধরি নানা স্থানে স্থানে ॥
কালনেমি কংস হয়্যা জনমিঞাছিল।
কংস আদি অনেক অসুর নিপাতিল ॥

তোমার নয়নতেজে দহিল যবন ।
অনুগ্রহ কারণে আমার আগমন ॥
পূর্ব্বকালে প্রচুর করিলে আরাধনে ।
ভকতবৎসল আমি আইলুঁ তে-কারণে ॥
বর মাগ মহারাজ যাহা ইচ্ছা কর ।
সর্ব্ব বর দিব আমি বিস্ময় না ধর ॥
আমার প্রপন্ন জন দুঃখ নাহি পায় ।
বর মাগ নরেশ্বর যাহা মনে লয় ॥
এবোল শুনিঞা মুচুকুন্দ নৃপবর ।
গর্গবাক্য সঙরিলা মনের ভিতর ॥
জানিল সাক্ষাৎ সেই প্রভু ভগবান্ ।
স্তুতি করে নরপতি মহামতিমান ॥
বিমোহিত সর্ব্বলোক মায়াতে তোমার ।
না ভজে পদারবিন্দ চিন্তয়ে অসার ॥
সুখ হেতু গৃহবাস করে মূঢ়জনে ।
সুখলেশ নাহি তাথে মাত্র দুঃখ বিনে ॥
স্তিরিগণ মাঝে সবে পুরুষ প্রধান ।
বঞ্চিত পামর লোক মূঢ় অগেয়ান ॥
কোটি কোটি জন্ম যার পুণ্য সুসঞ্চিত ।
দুর্লভ মানুষ জন্ম লভে কথঞ্চিত ॥
তাথে অবিকল অঙ্গ পায়্যা মূঢ়জনে ।
না ভজে পদারবিন্দ অসত্য ধেয়ানে ॥
গৃহ-অন্ধকূপে পড়ি মরয়ে কুমতি ।
তৃণ-লোভে কূপে যেন পড়ে পশুজাতি ।
আছুক আনের কাজ মুঞি মূঢ় অন্ধে ।
এতকাল ধরি কৈলুঁ ব্যর্থ অনুবন্ধে ॥
রাজ-অভিমানে মোর ব্যর্থ গেল কাল ।
রাজ্যপদ সম্পদে বাঢ়িল অহঙ্কার ॥
এ মোর পৃথিবী সুত বিত্ত পরিজন ।
এই সবে সতত চিন্তিলু অকারণ ॥
যেন ঘট কুড্য এ সকল কলেবর ।
তাথে রাজা হেন গর্ব্ব কৈলু নিরন্তর ॥
তুরঙ্গ মাতঙ্গ রথ চতুরঙ্গ সেনা ।
সাজিয়া বেড়াঙ, কারো না কৈল গণনা ॥
ইতিকৃত্য চিন্তায়ে না কৈলু অবধান ।
বিবিধ বাসনা লোভে হরল গেয়ান ॥
বিষয়লম্পট হয়্যা তোমা পাসারলুঁ ।
অসত্য ধেয়ানে নাথ আপনা বঞ্চিলু ।
তুমি কালরূপী আছ সতত জাগিয়া ।
তিলেকে পেলিবে তুমি সংহার করিয়া ॥
কনকনির্ম্মিত রথে পুরন্দর চঢ়িল ।
মত্ত-মতঙ্গজ স্কন্ধে উঠিয়া বসিল ॥
নরদেব হেন নাম ধরে কলেবর ।
অন্তকালে হৈব এহ ক্রিমি ভস্ম মল ॥
দশদিগ জিনিঞা বসিলুঁ রাজাসনে ।
রাজচক্র দাস হয়্যা রহিল চরণে ॥ (১)
সংগ্রাম করিতে কারো না রাখিলু বল ।
নারীক্রীড়ামৃগ হৈলু ঘরের ভিতর ॥
যদি বল যজ্ঞ দান পুণ্য তপ কর ।
শুভকর্ম্ম করি তুমি স্বর্গবাসে চল ॥
তার কথা নিবেদিব চরণে তোমার
স্বর্গবাস হেলেহো না ঘুচে অহঙ্কার ॥
নানা কর্ম্ম করে লোক বিবিধ যতনে ।
মহাতপ করি করে শরীর শোধনে ॥
সর্ব্বভোগ ত্যাগ করে ভোগের কারণে ।
দ্রব্যের আশায় করে দ্রব্য সমর্পণে ॥
তবে যদি স্বর্গবাস হয় পুণ্যবশে ।
স্বর্গ-সুখ-ভোগ তারা করে নানা রসে ॥
তবে ইন্দ্র হৈতে তৃষ্ণা বাঢ়ে আরবার ।
সুখ নহে দুঃখময় জানিলু সংসার ॥
যখনে যাহার হৈব ভব বিমোচন ।
তখনে তাহার হয় সাধু সমাগম ॥
সাধুসঙ্গ মাত্র যাব হয় যেহ দিনে ।
তোমার চরণে মতি হয় সেইক্ষণে ॥
এই অনুগ্রহ মোরে কৈলে দয়াময় ।
রাজ্যপদ গেল মোর ভাগ্যের উদয় ॥
অখণ্ড পৃথিবীপতি ভক্ত-রাজগণ ।
পরিচর্য্যা করি করে একান্ত ভজন ॥
বনে পরবেশ তারা করিবার তরে ।
যে রাজ্য তেজিতে বাঞ্ছা করে নিরন্তরে ॥
হেন রাজ্যপদ মোর গেল অনায়াসে ।
এতেক জানিলু কৃপা করিলে বিশেষে ॥
বর মাগিবারে প্রভু তুমি যে বুলিলে ।
বুঝিতে ভৃত্যের চিত্ত পরীক্ষা করিলে ॥
তোমার পদারবিন্দ-সেবা পরিহরি ।
অন্য বর নাহি মাগোঁ প্রভু শ্রীমুরারি ॥
হেন কোন পণ্ডিত আছয়ে ত্রিভুবনে ।
কৈবল্য-সম্পদ-দাতা করি আরাধনে ॥
আপনার বন্ধন মাগিয়া নৈব বর ।
হেন কেবা আছে প্রভু জগতে বর্ব্বর ॥

---

(১) পাঠান্তর,—
"রাজচক্রবর্ত্তী হঞা রহিনু আপনে ।"

তেজিয়া সকল বর আপন বন্ধন।
তোমার চরণে নাথ লইলু শরণ ॥
চিরদিন ধরি মুঞি দুঃখে জরজর।
নানা অনুতাপে মোর দহে কলেবর ॥
কদাচিৎ শান্তি মোর নহিল হৃদয়ে।
ছয় রিপু দেহে মোর তুষ্ট নাহি হয়ে ॥
অভয় পদারবিন্দ শোকবিবর্জ্জিত।
শুদ্ধসত্ত্বময় সর্ব্ব বিবুধবন্দিত ॥
জানিঞা শরণ নিলু চরণে তোমার।
এ ভবযাতনা যেন নহে আরবার ॥
শুনিয়া ভৃত্যের বাণী প্রভু দয়াময়।
তুষ্ট হয়্যা বলে শুন রাজা মহাশয় ॥
ধন্য তুমি সার্ব্বভৌম মহানরপতি।
বরলোভে তোমার চঞ্চল নৈল মতি ॥
বরলোভে ভ্রম না করিল সাবধান।
বরে না ভুলিলে তুমি মহামতিমান্ ॥
ভকতের কামে চিত্ত হরিতে না পারে।
একান্ত ভকতি করি রহে নিরন্তরে ॥
যোগ তপে বশ যার হয়্যা থাকে মন।
আমার ভকতি ছাড়ি কর্ম্মপরায়ণ ॥
সকাম বাসনা থাকে চিত্তের ভিতরে।
কামভোগে অবশ্য তাহার মন হরে ॥
সুখে রাজা কর তুমি পৃথ্বী পর্য্যটন।
আমার চরণে চিত্ত করি আরোপণ ॥
আমাতে রহিল তোমার সুদৃঢ় ভকতি।
তপ করিবারে তুমি চল মহামতি ॥
রাজধর্ম্মে থাকি যত মৃগয়া করিলে।
পশুবধ করি দেব পিতৃযজ্ঞ কৈলে ॥
তপ করি কর সে দুরিত বিনাশন।
তবে আর জন্মে হৈবে উত্তম ব্রাহ্মণ।
সর্ব্বভূত-হিতকারী ভজিবে আমারে।
তবে তুমি আমারে পাইবে অন্তকালে ॥
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস বাণী।
ভক্তিভাবে শুন ভাই প্রেমতরঙ্গিণী ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে একপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥৫১॥

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়।

দেশাগ রাগ।

তবে মুচুকুন্দ রাজা আজ্ঞা শিরে ধরি।
প্রদক্ষিণ হয়্যা দণ্ড পরণাম করি ॥
পর্ব্বতগহ্বর হৈতে আসিয়া বাহিরে।
ছোট ছোট সর্ব্বজীব দেখিল সংসারে ॥
কলিযুগ হৈল হেন বুঝি অনুমানে।
চলিলা উত্তরমুখে বদরিকাশ্রমে ॥
গন্ধমাদনে নর-নারায়ণ স্থান।
তথা গিয়া কৃষ্ণ আরাধিলা মতিমান ॥
শ্রদ্ধাযুত হৈয়া তপ কৈলা নিরন্তর।
সর্ব্বসঙ্গ তেজিয়া ভজিল গদাধর ॥
সহিল বিস্তর মহাশীত-বাত-ক্লেশ।
কৃষ্ণ আরাধিয়া কৈল কৃষ্ণে পরবেশ ॥
পুনরপি মথুরা আসিয়া নারায়ণ।
তিন কোটি ম্লেচ্ছবল কৈলা নিপাতন ॥
যতেক সৈন্যের ধন বলদে লাদিয়া (১)
ভারিগণে দিল ধন বিস্তর সাজিয়া ॥
ধন লয়্যা চলে কৃষ্ণ দ্বারকানগরে।
জরাসন্ধ রাজা আইল হেন অবসরে ॥
তেইশ অক্ষৌহিণী সেনা করিয়া সাজন
তাহা দেখি কোন্ বুদ্ধি করে নারায়ণ ॥
নরলীলা জগতে করিতে পরচার।
তেজিয়া সকল ধন দুই সহোদর ॥
রড় দিয়া দুই ভাই সত্বরে পলায়।
পদ্মপত্র-কোমল চরণে রড়ে ধায় ॥
মহাভয়যুত যেন সহজে নির্ভয়।
তাহা দেখি জরাসন্ধ হাসে দুরাশয় ॥

(১) বোঝাই করিয়া। লাদা—Load

পশ্চাতে বাহুড় রাজা সর্ব্ব সৈন্য লঞা।
বিস্তর প্রহর-পথ লইয়াল খেদিয়া॥
তবে কৃষ্ণ কৈলা মহাগিরি আরোহণ।
প্রবর্ষণ নাম তার ঘোরদরশন॥
মেঘ বরিষণ তাথে হয় নিরন্তর।
একাদশ যোজন পর্ব্বত উচ্চতর॥
তবে জরাসন্ধ রাজা কোন্ কর্ম্ম করে।
আগুলিতে চাহে তার চৌদিগ পাহাড়ে॥ (১)
চৌদিগে কাষ্ঠের গড় বান্ধিল বন্ধনে।
পোড়ায় পর্ব্বত রাজা বিবিধ সন্ধানে॥
তবে রাম-কৃষ্ণ দুহে বিক্রমে বিশাল।
ঝাঁপ দিয়া ভূমিতলে নাম্বিলা তৎকাল॥
জরাসন্ধ বলে তারা পুড়িল আনলে।
না জানিল জরাসন্ধ গেল নি পুরে॥
সৈন্য লঞা নিজপুরে গেলা দুরাচার।
এখনে কহিব রাজা দ্বারকা-বিহার॥
আছিল রৈবত নামে এক নরপতি।
তার কন্যা জনমিল মহারূপবতী॥
পুন মন্বন্তরে কন্যা হইল উৎপত্তি।
রেবতী তাহার নাম লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী॥
কন্যা লয়্যা গেল রাজা ব্রহ্মার গোচর।
মাগিল কন্যার তরে দিব্য এক বর॥
আজ্ঞা দিলা ব্রহ্মা তুমি থাক কথোকাল।
ক্ষিতিতলে হব অনন্তের অবতার॥
বলরাম নাম হৈব পুরুষ প্রধান।
তাঁহারে করিহ তুমি কন্যা সম্প্রদান॥
তবে কন্যা লয়ে রাজা গেলা নিজপুরে।
বলভদ্র অবতার হৈলা ক্ষিতিতলে॥
কন্যা আনি দিল বলরাম বিদ্যমান।
শুভকালে শুভক্ষণে কৈলা কন্যাদান॥
জন্মিলা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ভীষ্মক-দুহিতা।
অখিল লাবণ্যধাম গুণশীলযুতা॥
রাক্ষস-বিবাহে হরি কৈলা পরিণয়।
শাল্ব জরাসন্ধ আদি নৃপে করি জয়॥
শুনি পরীক্ষিৎ পুছে হইয়া বিস্ময়।
এ বড় অদ্ভুত কথা কহ মহাশয়॥
শাল্ব জরাসন্ধ আদি নৃপগণে জিনি।
কেমনে আনলা দেবী দেব চক্রপাণি॥
কৃষ্ণকথা পুণ্যময় সর্ব্ব-পাপহর।
অমৃতের ধারা যেন শ্রবণমঙ্গল॥

(১) পাঠান্তর,—
"আগুনি তেজাএল তার চারিদিগে পোড়ে"।

তৃপ্তি বা কাহার হয় হরিকথা-পানে।
শুনিতে শুনিতে হয় নিত্য নউতুনে॥
তবে শুক মুনি কহে শুন ক্ষিতীশ্বরে।
আছিল ভীষ্মক রাজা বিদর্ভনগরে॥
পঞ্চপুত্র হৈল তার মহাবলবান।
রুক্মী জ্যেষ্ঠ রুক্মবাহু রুক্মরথ নাম॥
রুক্মকেশ রুক্মমালী রুক্মিণী ভগিনী।
সাক্ষাৎ কমলাদেবী জগতজননী॥
কৃষ্ণের মহিমা যশ গুণ রূপ বল।
আসিয়া সকল লোক কহে নিরন্তর॥
নারদাদিমুখে কৃষ্ণ-গুণ-কথা শুনি।
সেই সে সদৃশ বর মানিল রুক্মিণী॥
রুক্মিণীর গুণ শীল শুনি রূপ তার।
কৃষ্ণহো সদৃশী ভার্য্যা কৈলা অঙ্গীকার॥
ভীষ্মক রাজার পাত্র মিত্র বন্ধুগণ।
সভেই ইচ্ছিল বর দেবকীনন্দন॥
কৃষ্ণদ্বেষী রুক্মী তার করিয়া খণ্ডন।
শিশুপালে দিব কন্যা কৈল নিরূপণ॥
তাহা শুনি মনে দুঃখ ভাবিয়া সুন্দরী।
কি হয় উপায় এবে কোন্ যুক্তি করি॥
আপ্ত এক বৃদ্ধদ্বিজে আনিল ডাকিয়া।
আপন অক্ষরে দেবী পত্র নিরমিঞা॥
দ্বারকা পাঠায়্যা দিল ত্বরিত ব্রাহ্মণে।
বিপ্র গিয়া উত্তরিলা দ্বারকা ভুবনে॥
দাণ্ডায়্যা রহিল বিপ্র পুরার দুয়ারে।
দ্বারীকে পাঠায়্যা দিল কৃষ্ণের গোচরে॥
আজ্ঞা পেয়্যা দ্বিজ কৈলা পুর পরবেশ।
হেমসিংহাসনে গিয়া দেখে হৃষীকেশ॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া সব ব্রহ্মণ্যশেখর।
হেম-সিংহাসনে হৈতে নাম্বিলা সত্বর॥
ব্রাহ্মণে ধরিয়া বসাইলা নিজাসনে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বিপ্রে পূজিলা বিধানে॥
দিব্য অন্ন পান দিয়া করাইলা ভোজন।
আপনে করয়ে হরি পাদ-সংবাহন॥
তবে কৃষ্ণ জিজ্ঞাসিলা শুন দ্বিজবর।
নিরাকুলে আছ তুমি সর্ব্বথা কুশল॥
দ্বিজধর্ম্ম আছে কি তোমার ভাল মতে।
নিজ-ধর্ম্মপথে আছ কুটুম্ব সহিতে॥
যেন-তেন-মতে বিপ্র তুষ্ট হয়্যা থাকে।
দুঃখ সুখ দূর করি নিজ ধর্ম্ম রাখে।
সেই সে ব্রাহ্মণ তাঁর সর্ব্বসিদ্ধি হয়।
অসন্তুষ্ট বিপ্রের কল্যাণ কভু নয়॥

অসন্তুষ্ট হৈলে নহে ইন্দ্রপদে সুখ।
তুষ্ট হৈলে দরিদ্রের নহে কোন দুখ॥
নিজ লাভে তুষ্ট সর্ব্বভূতহিতোত্তম।
অহঙ্কারবিবর্জ্জিত ব্রাহ্মণসত্তম॥
নিরন্তর থাকে আমি করি নমস্কার।
কহ বিপ্র রাজাগত কুশল তোমার॥
যে রাজা স্বধর্ম্মে করে প্রজার পালন।
সেই সে আমার প্রিয় কহিলু ব্রাহ্মণ॥
কোন্ কার্য্যে আইলে দুর্গ করিয়া লঙ্ঘন।
গুহ্য যদি নহে তার কহিবে কারণ॥
আজ্ঞা কর কোন্ কার্য্য করিব তোমার।
তবে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ লাগিল কহিবার॥
হের-দেখ রুক্মিণীর পতি পত্রখান।
শুন দেব-দেব কিছু কর অবধান॥
বলি রুক্মিণীর পত্র পঢ়য়ে ব্রাহ্মণ।
শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর পত্র করয়ে শ্রবণ॥
ভুবন-সুন্দর পদ্মপত্র-বিলোচন।
সতত তোমার গুণ কহে সর্ব্বজন॥
সর্ব্বতাপ হরে যায় কেবল শ্রবণে।
হেন গুণ নিতি-নিতি শুনি নিজ কাণে॥
শুনিঞা রূপের কথা নিরুপমখ্যাযে।
আঁখির অখিল-লাভ হয়ে দরশনে॥
তোমাতে অচ্যুত চিত্ত কৈল পরবেশ।
লজ্জা পরিহরি ধৈর্য্য ছাড়িল বিশেষ॥
তিরি হৈয়া কেন তুমি লজ্জা পরিহর।
হেন যদি বল নাথ অবধান কর॥
হেন কোন নারী আছে কুল-শীলবতী।
সকল-লাবণ্যধাম তুমি হেন পতি॥
না বরিব তোমারে রাখিয়া নিজ মন।
হেন নারী নাহি নরসিংহ ভগবান্॥
মুঞি তোমা বরিলু অখিল-লোকপাল।
আত্মা সমর্পণ কৈলুঁ চরণে তোমার॥
বুঝিয়া করিবে নাথ যে হয় উচিত।
আপনে সকল জ্ঞান পরম পণ্ডিত॥
পুরুষসিংহের ভাগ মুঞি এক নারী।
শিশুপাল জানি মোরে লয়্যা যায় হরি॥
জম্বুকে সিংহের ভাগ যেন লয়্যা যায়।
বুঝিয়া করহ নাথ ইহার উপায়॥
যত পুণ্য কৈলু নাথ জন্ম-জন্মান্তরে
দান ব্রত তপ যজ্ঞ বিবিধ প্রকারে॥
দেব-গুরু আরাধন ব্রাহ্মণসেবন।
চরণারবিন্দে সব কৈলুঁ সমর্পণ॥
যদি আরাধিয়া থাকো চরণ তোমার।
আপনে আসিয়া নাথ লবে একবার॥
তুমি পাণিগ্রহণ করিবে দয়াময়।
দুষ্ট নৃপগণ যেন সান্নিধ্য না হয়॥
কালি মোর বিবাহের আছে সমাগম।
শীঘ্র তুমি আইস সৈন্য করিয়া সাজন॥
গোপতে আসিবে তুমি দেখিবার ছলে।
বিপক্ষ সকলে যেন নারে লখিবারে॥
শিশুপাল জরাসন্ধ বল বিচারিয়া।
আঁখির নিমিষে মোরে লইবে হরিয়া। (১)
রাক্ষস বিবাহে মোরে কর পরিণয়।
বীর্য্য দেখাইয়া মোরে হর দয়াময়॥ (২)
যদি বল কন্যা তুমি থাক অন্তঃপুরে।
বন্ধুগণ না মারিব হরিব তোমারে॥
কিরূপে এ সব কার্য্যের হইব ঘটনা।
তাহাতে আছয়ে নাথ উত্তম মন্ত্রণা॥
কুলদেব-যাত্রা আছে বিভার পূর্ব্বদিনে।
পুরের বাহিরে হয় কন্যার গমনে॥
দুর্গাদেবী আরাধনা কুলের বিধান।
নববধূ যায় তাথে দুর্গা-সন্নিধান॥
তখনে হরিয়া তুমি নিহ অলক্ষিতে।
সকল গোচর নাথ তোমার সাক্ষাতে॥
যার পাদপদ্ম-রজ মহা মহাজনে।
বাঞ্ছয়ে পার্ব্বতী-পতি আদি যোগিগণে॥
হেন প্রভু চরণ-পরশ-আশা তেজে।
সে কেন উত্তম নারী যদি আন ভজে॥
যদি নাথ তোমার চরণ কৃপা নয়।
ব্রত করি শরীর শোধিব অতিশয়॥
শত শত জন্ম-ধরি তেজিমু জীবন।
যাবত পদারবিন্দ নহে দরশনে॥
এই নিবেদন কৈলুঁ অভয়-চরণে।
যে হয় উচিত নাথ করিবে আপনে॥
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-ভাষা।
কৃষ্ণগুণ শুন ভাই কৃষ্ণে ধর আশা॥

(১) পাঠান্তর—
"অলখিতে তুমি মোহে লইবে হরিয়া"
(২) পাঠান্তর,—
"বীর্য্যশুল্ক হরিলে তিলেক দোষ নয়।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫২॥

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়।

বেলোয়ার রাগ।

শুকমুনি বলে রাজা শুন পরীক্ষিত।
লক্ষ্মীনারায়ণ পুণ্য পবিত্র চরিত॥
বৈদর্ভীর পত্র যদি পঢ়িল ব্রাহ্মণ।
শুনিঞা কি বলে তবে দেব জনার্দ্দন॥
হাতে হাত ব্রাহ্মণের ধরিয়া শ্রীহরি।
হাসিয়া উত্তর তারে দিল বনমালী॥
আমার তাঁহাতে চিত্ত নিদ্রা নাহি যাই।
তাঁহার চিন্তায় আমি সন্তোষ না পাই॥
কন্যা দিতে অঙ্গীকার কৈলা বন্ধুগণে।
দ্বেষ করি রুক্মী তাহা কৈলা নিবারণে॥
আনিব রুক্মিণী আমি নৃপগণ জিনি।
দারুকে আনিঞা আজ্ঞা দিল চক্রপাণি॥
ঝাট করি আন রথ করিয়া সাজন।
সাজিয়া দারুক রথ গরুড়লাঞ্ছন॥
মেঘপুষ্প বলাহক শৈব্য সুগ্রীব।
চারি অশ্ব মহাবেগ গতি সুললিত॥
আনিল সাজিয়া রথ দারুক সারথি।
করজোড় করিয়া দাণ্ডাইল মহামতি॥
ব্রাহ্মণে তুলিয়া রথে চলিলা শ্রীহরি।
রাতারাতি আইলা প্রভু বিদর্ভনগরী॥
সে রাজা উৎকণ্ঠা বড় পুত্রবশ হয়্যা। (১)
কন্যা দিব শিশুপালে নিশ্চয় করিয়া॥
বিবাহ-মঙ্গল-কর্ম্ম করায় আপনে।
ধ্বজ পতকায় করে পুর নিরমাণে॥
রাজপথ পুরপথ করিয়া মার্জ্জন।
সর্বত্র করায় দধি চন্দন সেচন॥
বিচিত্র তোরণে পুর কৈল অলঙ্কৃত।
চত্বরে চত্বরে কৈল বিতান মণ্ডিত।
গন্ধ মাল্য আভরণ বিরজ বসন।
দিব্যবেশ ধরে পুর-নর-নারীগণ॥
বিচিত্র মন্দির পুর সুধূপে ধূপিত।
দেব-পিতৃ-অর্চ্চন বিধান নিয়মিত॥
নানাদ্রব্য বিপ্রগণে করাই ভোজন।
শুভকালে কৈল স্বস্তি মঙ্গল বাচন॥
শীতল সুগন্ধি জলে করাইল স্নান।
কৌতুক মঙ্গলে কৈল অঙ্গ নিরমাণ॥

বিচিত্র বসনযুগ পরাইল অঙ্গে।
ভূষিয়া আনিল দিব্য কন্যা মহারঙ্গে॥
বেদমন্ত্রে বধূরক্ষা কৈল দ্বিজগণে।
পুরোহিত গ্রহ যজ্ঞ কৈল হুতাশনে॥
দ্বিজগণে দিল রাজা রজত বসন।
গুড় বিমিশ্রিত তিল হিরণ্য ভূষণ॥
বিধিবিদাম্বর রাজা সর্ব্বধর্ম্ম জানে।
বিবিধ দক্ষিণা দিল দিব্য ধেনুদানে॥
এইরূপে শিশুপালে দমঘোষে আনি।
সকল মঙ্গল কর্ম্ম কৈলা তত্ত্ব জানি॥
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনি কৈলা স্বস্ত্যয়ন।
পূজিলা ব্রাহ্মণগণে দিয়া বহুধন॥
মদমত্ত গজ ঘোড়া পবন সঞ্চার।
কাঞ্চন নির্ম্মিত রথে করি পাটোয়ার॥
চতুরঙ্গ বলে করি সেনার সাজন।
বিবিধ কৌতুক গীত (১) বিবিধ বাজন।
চলিল কুণ্ডিন-দেশ রাজা চেদিপতি।
পাত্র মিত্র পুরোহিত চলিল সংহতি॥
সাজিয়া ভীষ্মক রাজা গেলা কথোদূরে।
পূজিয়া আনিল দমঘোষে নিজপুরে॥
থুইয়াছিল দিব্য পুরী করিয়া নির্ম্মাণ।
তাথে লঞা রহিতে তাহারে দিল স্থান॥
শাল্ব জরাসন্ধ দন্তবক্র আদি করি।
শিশুপাল-পক্ষ যত নৃপতি-কেশরী॥
সভেই সাজিয়া আইল চতুরঙ্গ সেনা।
কদাচিৎ আসি কৃষ্ণ যদি দেয় হানা॥
সভেই মেলিয়া তবে করিব সংগ্রাম।
হারিয়া পালাব কৃষ্ণ পেয়্যা অপমান॥
এইরূপ নিশ্চয় করিয়া নৃপগণে।
আসিয়া কুণ্ডিন-পুরে রহে সাবধানে॥
বলভদ্র শুনিল বিপক্ষ নৃপগণে।
সাজিয়া চলিল তারা বিবাদ কারণে॥
একেশ্বর গেলা কৃষ্ণ কন্যা হরিবারে।
পাছে তাতে কোন জানি পরমাদ ফলে॥
মহা সৈন্য সাজিয়া ঠাকুর হলধর।
ত্বরিতে চলিয়া গেলা বিদর্ভ নগর॥

---

(১) পাঠান্তর,—
"সে রাজা কৌণ্ডিন্যপতি পুত্রবশ হয়্যা।"

(১) পাঠান্তর,—"কৌতুক গতি"।

বৈদর্ভী ভীষ্মকসুতা চিন্তে মনে মনে।
হয় বা না হয় এথা কৃষ্ণ-আগমনে॥
এতক্ষণ নহিল বিপ্রের আগমন।
না জানি কি আছে মোর কপালে লিখন॥
সভে এক রাত্রি আছে বিবাহ অবধি।
অরবিন্দ-লোচন না আইলা গুণনিধি॥
না জানি কি আছে মোর অদৃষ্টে লিখনে।
ব্রাহ্মণ পাঠাইলু না আইল এতক্ষণে॥
কিবা মোর কুচ্ছিত শুনিলা কোন স্থানে।
ঘৃণা করি প্রভু না আইলা তে কারণে॥
মোর পাণিগ্রহণে করিয়া অবজ্ঞান।
উদ্যম করিয়া না আইল ভগবান্॥
বিধি মোরে বাম প্রতিকূল মহেশ্বর।
বিমুখী পার্ব্বতী না আইলা যদুবর॥
এইরূপে চিন্তিতে লাগিলা নিরন্তর।
নিবারিতে না পারে আঁখিতে পড়ে জল॥
সময় বুঝিয়া দুই মুদিল নয়ন।
না রহে আঁখির নীর ঝরয়ে সঘন॥
বামনেত্র বামভুজ বামউরুভাগ।
হেনকালে স্ফুরিল বাঢ়িল অনুরাগ॥
ব্রাহ্মণ পাঠায়্যা দিল প্রভু ভগবান।
হেনকালে আইল দ্বিজ দেবী বিদ্যমান॥
প্রসন্ন বদন বিপ্রে দেখিয়া রুক্মিণী।
লক্ষণে জানিল কার্য্যসিদ্ধি অনুমানি॥
কহিলা ব্রাহ্মণ দেব দৈবকী নন্দন।
এথাতে আসিয়া তিঁহো হৈলা উপসন্ন।
কহিলা তোমারে সত্য বচন বিশেষ।
অবশ্য তোমারে হরি নিব হৃষীকেশ॥
এ বোল শুনিয়া দেবী হরষিত চিতা।
আনন্দে পূরিল তনু ভীষ্মক দুহিতা॥
ব্রাহ্মণের যোগ্য দ্রব্য দিতে নাহি আর।
কেবল রুক্মিণী দেবী কৈলা নমস্কার॥
উৎসব দেখিয়া রাম-কৃষ্ণ আগমন।
শুনিয়া বিদর্ভ-রাজা হরষিত মন॥
নৃত্য গীত বাদ্যঘোষ মঙ্গল আচারে।
চলিল বিদর্ভ-রাজা কৃষ্ণ আগুসারে॥
পুরুবে কল্পিয়া আছে দিব্য মহাপুরী।
তাথে আনি রামকৃষ্ণে থুইল ভক্তি করি॥
রাম কৃষ্ণে বসাইল দিব্য সিংহাসনে।
পূজিল সকল সৈন্য বিবিধ বিধানে॥
যত নৃপগণ আইল বিদর্ভনগরে।
যার যেন যোগ্য পূজা কৈল নরেশ্বরে॥

কৃষ্ণ আগমন তবে শুনি পুরজনে।
আসিয়া দেখিল কৃষ্ণে আনন্দিত মনে॥
এই সে রুক্মিণী-যোগ্য সমুচিত পতি।
ইহার সেই সে যোগ্য ভার্য্যা রূপবতী॥
আমি সব যত পুণ্য কৈলু জন্মান্তরে।
সকল অর্পিলু দেব-চরণ যুগলে॥
তুষ্ট হয়্যা বর দেউ দেব মহেশ্বর।
রুক্মিণীর পতি যেন হয় যদুবর॥
এইরূপে পুরজনে কেহ স্থানে স্থানে।
প্রভুর শ্রীমুখে দেখি নিশ্চল নয়নে॥
হেনকালে আইল কন্যা পুরের বাহিরে।
মহাভটগণ বেঢ়ি ডাকে উচ্চস্বরে॥
চলিল অম্বিকা-পুরে সুললিত গতি।
পূজিব পার্ব্বতী দেবী করিয়া ভকতি॥
মুকুন্দ পদারবিন্দ হৃদয়ে ধেয়ায়।
অপরূপ গতিভঙ্গী ধীরে ধীরে যায়॥
মৌনব্রত ধরে দেবী দ্বিজপত্নীগণে।
চৌদিগে বেষ্টিত নিজ সখী পরিজনে॥
রাজভট মহাশূর বিক্রমে বিশাল।
খড়্গ তুলি ধরে তারা দিব্য পাটোয়ার॥
শঙ্খ ভেরী মৃদঙ্গ বাজন তাণ্ডয়ান।
দিব্য বেশ নর নারী বধূর যোগান॥
দিব্য বেশ বেশ্যাগণ লয়্যা উপহার।
সহস্র সহস্র তারা যোগান সুসার॥
গন্ধ-মাল্য-বস্ত্র-আভরণ সুরঞ্জিত।
দ্বিজপত্নীগণে কৈল চৌদিগে বেষ্টিত॥
স্তাবকে স্তবন করে বাদকে বাজন।
গায়কে মধুর গীত নর্ত্তকে নাচন॥
কত কত সহজন রাজন নৃত্য গীত।
কত কত নর নারী চৌদিগে বেষ্টিত॥
এইরূপে চলি গেলা চণ্ডিকা-সদনে।
হস্ত পদ পাখালিয়া কৈলা আচমনে॥
তবে প্রবেশিলা দেবী মন্দির ভিতরে।
প্রণাম করিলা দেবী-চরণে নিয়ড়ে॥
বৃদ্ধ দ্বিজপত্নীগণে পূজায় পার্ব্বতী॥
বন্দনা করায় তারা দুর্গ-ভগবতী॥
পড়িয়া অম্বিকা মন্ত্র করায় বন্দনা।
হর সহে কৈলা কন্যা দুর্গা আরাধনা॥ (১)

---

(১) পাঠান্তর,—
"হর সহে কৈলা দেবী গৌরী আরাধনা।"

ধূপ দীপ গন্ধ নানা সং উপহার।
প্রবাল অঙ্গুরী ফল বিবিধ সম্ভার॥
লবণ পিষ্টক বটিসূত্র ইক্ষুদণ্ড।
বিবিধ তাম্বুল আদি দিয়া গুড়-খণ্ড॥
পূজায় পার্ব্বতী দ্বিজপত্নী পতিব্রতা।
পেণাম করায় বিধি-বিধান পণ্ডিতা॥
আশীর্ব্বাদ করিয়া নির্মাল্য দিল শিরে।
মঙ্গল আচার কৈল কুল অনুসারে॥
পূজিয়া রুক্মিণীদেবী দুর্গা ভগবতী।
বর মাঙ্গে কৃষ্ণ যেন হয় মোর পতি॥
যদি তুষ্ট হয় মোরে পার্ব্বতী শঙ্কর।
বসুদেবসুত কৃষ্ণ হউ মোর বর॥
এই বর মাঙ্গ কৈল দণ্ড পরণাম।
হৃদয়ে গোবিন্দপদ কর প্রণিধান॥
দ্বিজপত্নীগণের কৈল চরণবন্দন।
মৌনব্রত ত্যজি পুনঃ কৈল আগমন॥
রতন অঙ্গুরি বিরাজিত বাম করে।
ধরিয়া সখীর স্কন্ধে গমন মন্থরে॥
স্বয়ম্বর স্থানে দেবী কৈলা আগমন।
কিবা দেবমায়া আসি দিলা দরশন॥
বীর-বিমোহিনী দেবী পরম রমণী।
স্খলিত মধুরগতি ললিতগমনী॥
স্তনবিনিহিত তনু-বসন বিলাস।
কুণ্ডলমণ্ডিত গণ্ড মধুস্মিত হাস॥
কুঞ্চিত কুন্তল বিলসিত মণিমালা।
কটিতট বিনিহিত রতন মেখলা॥
শ্যাম কলেবর বিরাজিত পীতবাস।
ঘন নবঘনে যেন তড়িত-বিলাস॥
বিম্বফল অধর সুন্দর দন্তপাঁতি।
কলহংস চপল-গমন বহু ভাতি॥
পদযুগে বিরাজিত শিঞ্জিত মঞ্জীর।
সলজ্জ কটাক্ষগতি চলন সুধীর॥

দেখিয়া সুন্দরী যত রাজার কুমার
মহাবীর মহাবল মহা যশভার॥
হেন সব বীরগণ হয়্যা বিমোহিত।
ভূমিতে পড়িল কামশরে জর্জ্জরিত॥
গজস্কন্ধে গজপতি (১) আছিল বিস্তর
আছিল বিস্তর বীর রথের উপর॥
যতেক আছিল বীর তুরঙ্গ বাহনে।
মুরুছিয়া ভূমেতে পড়িল সেইমনে॥
খসিল হস্তের খড়্গ হরিল চেতন।
ভূমিতলে পড়িল সকল বীরগণ॥
ধীরে ধীরে যায় দেবী চরণ চালিয়া।
কৃষ্ণ আগমন পথ চাহে নিহারিয়া॥
বামকর পল্লবে অলকাবলী তুলি।
কটাক্ষে নৃপতিগণে চাহিল সুন্দরী॥
হেনকালে দেখিল অচ্যুত নিজপতি।
আপনে উঠিতে রথে করিল যুগতি॥
তবে কৃষ্ণ হরিয়া তুলিলা নিজরথে।
বিপক্ষ নৃপতিগণ চাহে চারিভিতে॥
গরুড়লাঞ্ছন রথে তুলিয়া সুন্দরী।
চলিলা দ্বারকানাথ পুরুষকেশরী॥
সিংহভাগ হরে যেন শৃগাল মণ্ডলে।
হরিয়া রুক্মিণীদেবী সত্বরেতে চলে॥
সৈন্য লঞা তাঁর পাছে যান হলধর।
দেখিয়া নৃপতিগণ জ্বলিল অন্তর॥
জরাসন্ধ আদি যত নৃপতিমণ্ডল।
তারা বলে ধিক্ ধিক্ জীবন বিফল॥
বিদ্যমানে গোপে হরি নিল নিজধন।
সিংহের ভিতরে যেন শৃগালবিক্রম॥
শ্রীযুত শ্রীগদাধর-পদযুগ ধ্যান।
ভাগবত আচার্য্যের মধু রস গান॥

(১) গজপতি অর্থে গজারোহী যোদ্ধা বুঝিতে হইবে। পাঠান্তর,—"নরপতি"।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৩॥

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়।

সিন্ধুড়া রাগ।

মুনি বলে শুন রাজা তার বিবরণ।
ক্রোধ করি উঠিল সকল নৃপগণ ॥
নিজ নিজ বলে সৈন্য সাজিল বিশাল।
বিক্রম করিয়া দিল ধনুকে টঙ্কার ॥
ধাইল নৃপতিগণ করিয়া সাজন।
বলদেব রহিলা দেখিয়া নৃপগণ ॥
যদু সেনাপতিগণ হৈল আগুয়ান।
তা দেখিয়া নৃপগণ যোড়ে চোখ বাণ ॥
শর-বরিষণ কৈল সৈন্যের উপরে।
মেঘ বরিষয়ে যেন পর্ব্বত-শিখরে ॥
রথের উপরে বিন্ধে রথের সারথি।
গজের উপরে বিন্ধে যত গজপতি (১) ॥
ঘোড়ার উপর বিন্ধে ঘোড়া-আসোয়ার।
শর বরিষণ কৈল করি অন্ধকার।
সকল যাদবগণে আচ্ছাদিল শরে।
দেখিয়া কৃষ্ণের মুখ চাহে দেবী ডরে ॥
হাসিয়া গোবিন্দ বলে না করিহ ভয়।
এখনি বিপক্ষসৈন্য সব যাবে ক্ষয় ॥
গদ বলভদ্র আদি সেনাপতিগণে।
রিপুপরাক্রম দেখি ক্রোধ হৈল মনে ॥
আকর্ণ পুরিয়া দিল ধনুকে টঙ্কার।
যুড়িল ভল্লক (২) বাণ পাণ পবন সঞ্চার ॥
কাটিল ঘোড়ার মুণ্ড সারথির শির।
শত খান করিয়া কাটিল মহাবীর ॥
কাটিল রথীর মাতা গজরাজ মুণ্ড।
ভূমিতলে পড়িল বিস্তর বীরখণ্ড ॥
কিরীট-কুণ্ডলযুত কোটি কোটি শির।
ভূমিতে লোটায় কত বীরের শরীর ॥
ধনুর্ব্বাণ গদা খড়্গ গড়াগড়ি যায়।
বীরের মুকুট পাগ ভূমিতে লোটায় ॥
সৈন্য কাটা গেল যত দেখি নৃপগণ।
যুদ্ধ তেজি গেল তারা রাখিয়া জীবন ॥
হতভাগ্য শিশুপাল চিন্তিল অন্তরে।
ভূমিতে বসিয়া আছে হয়্যা হতবলে ॥
তাহার নিকটে গিয়া যত নৃপগণে।
শান্তিয়া প্রবোধ দিল মধুর বচনে ॥
শুন শুন মহাবীর বিষাদ না কর।
বীর হয়্যা কেনে তুমি মনে দুঃখ ধর ॥
প্রিয়াপ্রিয় সুখ দুঃখ অদৃষ্ট-ঘটনা।
ক্ষণে হারি ক্ষণে জিনি বিধির যোজনা ॥
ঈশ্বর ইচ্ছায় আমি সব নৃত্য করি।
কুহকে নাচায় যেন কাষ্ঠের পুতলি ॥
ঈশ্বর অধীন সব জানিহ সংসার।
ঈশ্বরনির্ম্মিত সুখ-দুঃখ ব্যবহার ॥
তেইশ অক্ষৌহিণী সেনা করিয়া সাজন।
অষ্টাদশবার আমি কৈলু মহারণ ॥
হারিয়া সকল যুদ্ধ আইল বারবার।
সবে একবার যুদ্ধ জিনিলু তাহার ॥
তথাপি না করি শোক না করি হরিষ।
ভাল কর্ম্ম অদৃষ্টে করায় বিমরিষ ॥ (১)
সহজে অলপ লোক যদুগণে বলি।
তাহাতে সহায় তার গোপ পতি হরি ॥
এই বড় অপমান তার সহে রণ।
তাথে আমি সব হারি বিধিবিড়ম্বন ॥
এক এক বীরে পৃথ্বী জিনিবারে পারে।
হেন বীর গোয়ালার যুদ্ধে গিয়া হারে ॥
এখনে জিনিল তার অদৃষ্ট প্রধান।
গোয়ালা জিনিব তাথে কোন্ বড় জ্ঞান ॥
শুভকালে আমি সব জিনিব ইঙ্গিতে।
এখনে উচিত নহে বিবাদ করিতে ॥
জরাসন্ধ আদি করি যত নৃপগণে।
শিশুপালে প্রবোধিল এতেক বচনে ॥
যে কিছু রহিল সৈন্য রণ অবশেষ।
তাহা লয়্যা নৃপগণ গেলা নিজ দেশ ॥
রুক্মী ক্রোধে কম্পমান সহিতে না পারে।
প্রতিজ্ঞা করিল গিয়া সভার ভিতরে ॥
কৃষ্ণেরে মারিয়া যদি না আনি রুক্মিণী।
না আসিমু কুণ্ডিনপুরে মোর সত্য বাণী ॥
এ বোল বলিয়া বীর লৈল শরাসন।
অঙ্গেতে করিল দিব্য অস্ত্রের কাছন ॥
এক অক্ষৌহিণী সেনা সাজিল বাছিয়া।
চলিল ভীষ্মক-সুত প্রতিজ্ঞা করিয়া ॥

---

(১) গজারোহী যোদ্ধা এই অর্থ বুঝিতে হইবে।
(২) পাঠান্তর—"ধনুকে"।

(১) পাঠান্তর—"বিপরীত"

রথের উপরে বীর চড়িয়া সত্বরে।
গর্ব্ব বাক্য দিয়া বোলয়ে সারথিরে ॥ (১)
শুনরে সারথি রথ চালাহ সত্বর।
শীঘ্র লৈয়া যাহ কৃষ্ণ গোপের গোচর ॥
গোপজাতি হৈয়া তার এত অহঙ্কার।
হরিয়া নাঞিল দুষ্ট ভগিনী আমার ॥
আজি দর্প মুঞি তার করিব সংহার।
তবে জানি আমার বচন চমৎকার (২) ॥
ডাকিতে ডাকিতে বীর যায় এক রথে।
রহ রহ আরে কৃষ্ণ যাইবি কোন পথে ॥
এ বোল বলিয়া দিল ধনুকে টঙ্কার।
তিন গোটা বাণ তাথে যুড়িল বিশাল ॥
ডাকিয়া বোলয়ে তবে ভীষ্মকতনয়।
রহ কৃষ্ণ আজি তোর ফলিব সংশয় ॥
রহ রহ ক্ষণেক পলাঞা যাবে কতি।
যদুকুলে কলঙ্ক রাখিলে মন্দমতি ॥
কাকে যেন হরিয়া পলায় যজ্ঞভাগ।
ভগিনী হরিয়া মোর নিবে হেন সাধ ॥
কপটে তুঝিয়া মুঞি জিনিল সংগ্রাম।
আজি তোর দর্প চূর্ণ করোঁ বিদ্যমান ॥
যাবত কাটিয়া তোর প্রাণ নাহি হরো।
তাবৎ ভগিনী দেহ প্রাণ রক্ষা করো ॥
শুনিঞা এ সব বাণী হাসে ভগবান।
বামহস্ত দিয়া কৃষ্ণ তোলে ধনুখান ॥
একবারে বাছিয়া যুড়িল চোখবাণ।
ছয় বাণে ধনু গাণ্ড কৈল ছয়খান ॥
অষ্ট বাণে রুক্মিণীর বিন্ধিল মর্ম্ম স্থানে। (৩)
চারি ঘোড়া বিন্ধিয়া মারিল চারি বাণে ॥
দুই বাণে সারথির বধিল পরাণ।
তিন বাণে ধ্বজ কাটি কৈল তিনখান ॥
আর এক ধনু বীর তুলিলা বাছিয়া।
পঞ্চ বাণ যুড়ে তাথে সন্ধান পূরিয়া ॥
কৃষ্ণের উপরে বাণ করয়ে প্রহার।
হেনকালে ধনুখান কাটিল তাহার ॥
তবে আর ধনু লৈল কাটিল শ্রীহরি।
তবে আর বিশাল মুষল নিল তুলি ॥
কাটা গেল মুষল তুলিল পট্টিখান।
কাটিয়া গোবিন্দ কৈলা তিল পরমাণ ॥
তবে শূল তুলি আর খড়্গ চর্ম্ম ধরে।
শক্তি তোমর বীর তোলে বারেবারে ॥
যত-যত অস্ত্র তোলে করিয়া সন্ধান।
লীলায় সকল অস্ত্র কাটে ভগবান ॥
রথে হৈতে নামে তবে খড়্গ চর্ম্ম হাতে।
ধাঞা যায় দুরাচার কৃষ্ণের সাক্ষাতে ॥
খড়্গ তুলি ধায় বীর মারিবার তরে।
পতঙ্গ মরিতে যেন ধাইল অনলে ॥
তবে কৃষ্ণ ধনুকে যুড়িল চোখ বাণ
খাণ্ডা ঢাল কাটি কৈল তিল পরমাণ ॥
ক্রোধ করি খড়্গ নিল কাটিবার মনে।
দেখিয়া রুক্মিণী দেবী ধরিল চরণে ॥
দেব-দেব যোগেশ্বর অমোঘ বিহার।
না মারিহ ভাই মোর রাখ একবার ॥
তরাসে কম্পিত অঙ্গ শুখায় বদন।
আউলাইল বস্ত্র মুখে না সরে বচন। (১)
চরণে পড়িয়া দেবী বলে কাকুবাণী। (২)
দেখিয়া দেবীর দুঃখ দেব চক্রপাণি ॥
পেলিয়া হস্তের খড়্গ প্রভু দয়াময়।
বস্ত্র দিয়া নির্ঘাসে বান্ধিল দুরাশয় ॥
বীর অভরণ তার সব কৈল দূর।
ঠাঞি ঠাঞি রাখিয়া মুণ্ডিল দাড়ি চুল ॥
হেনকালে বলদেব সঙ্গে বীরগণ।
রুক্মীর যতেক সৈন্য করি নিপাতন ॥
আসিয়া দেখিল তবে রুক্মীর দুর্গতি।
চারিভিতে বেঢ়িয়া দাণ্ডায় সেনাপতি (৩) ॥
বন্ধন খসায়্যা তার বলভদ্ররায়।
হেন কি কুচ্ছিত কর্ম্ম করিতে যুয়ায় ॥
বুলিলা কৃষ্ণেরে কিছু ভৎ'সন বিশেষ।
কেনে হেন অপকর্ম্ম কেলে হৃষীকেশ ॥
বন্ধুজন-মুণ্ডন মরণ সমতুল।
তুমি হঞা কেন তব কেলে এতদূর ॥
তবে রুক্মিণীর তরে বলে যদুপতি।
ক্রোধ না করিহ তুমি কুলবতী সতী ॥
সুখ দুঃখ কারে কেহ দিতে নাহি পারে।
সর্ব্বলোক নিজ নিজ কর্ম্মভোগ করে ॥

---

(১) "ডাকি কি বোলে তবে সারথির তরে"
(২) "তবে সে জানিব মোর বল চমৎকার।"
(৩) পাঠান্তর,—"অষ্টস্থানে।"

(১) পাঠান্তর,—
"খসিল বসন কেশ না সরে বচন।"
(২) পাঠান্তর,—"কোন বাণী।"
(৩) পাঠান্তর,—
"চারিভিতে বেঢ়িয়া দেখয়ে সেনাপতি"।

বধযোগ্য হয় যদি নিজ বন্ধুজন।
তবু তার বধ না করিয়ে অকারণ॥
তার দোষে করিয়ে তাহারে পরিত্যাগ।
মরা যদি মারি তবে কিবা কার্য্যভাগ (১)॥
কিন্তু ক্ষত্রি কুলধর্ম্ম ব্রহ্মার নির্ম্মাণ।
ভাই হৈয়া ভাই-বধ করে বিদ্যমান॥
স্ত্রী রাজ্য বিত্তভূমি সম্পদ কারণে।
একে এক মারিয়া মরয়ে অভিমানে॥
বিষ্ণুমায়া কল্পিত অজ্ঞান মোহময়।
শক্রমিত্র নিজপর নানা বুদ্ধি হয়॥
এক আত্মা নানা ভেদ দেখে মূঢ় জনে।
এক সূর্য্য দেখি যেন নানা স্থানে স্থানে॥
অজর অমর আত্মা নাহি তার ভেদ।
পঞ্চভূতময় দেহে দেখি পরিচ্ছেদ॥
অজ্ঞানকল্পিত দেবি (১) জীবের সংসার।
অজর অমর আত্মা শুদ্ধ অধিকার॥
অসত্য শরীরে নাহি আত্মার সংযোগ।
দেহের বিচ্ছেদ নাহি আত্মার বিয়োগ॥
দেহ যোগ-কারণে আত্মার পরিচয়।
রবির প্রকাশে যেন চক্ষু রূপ লয়॥
শরীর বিকারযুক্ত আত্মা নির্ব্বিকার।
চন্দ্রকলা জন্মে যেন মরে আরবার॥
পরিপূর্ণ চন্দ্র তার নাহি বৃদ্ধি হ্রাস।
পরিপূর্ণ আত্মা সভে দেহের বিনাশ॥
না বুঝিয়া ভ্রমে লোক অসত্য সংসারে।
স্বপনে পুরুষ যেন কামভোগ করে।
এ বোল বুঝিয়া দেবি শোক পরিহর।
তত্ত্বজ্ঞান ধরি তুমি চিত্ত স্থির কর॥
এতেক বচন বলি প্রবোধিল রামে।
চিত্ত নিবারিয়া দেবী কৈল সমাধানে॥
তবে রুক্মী বলভদ্র দিলেন ছাড়িয়া।
হতবুদ্ধি হয়্যা গেল প্রাণ মাত্র লয়্যা॥
মারিল সকল সৈন্য বলভদ্র-রণে।
আত্ম-বিড়ম্বন কৈল ভগবানে (২)॥
ব্যর্থ হৈল চিত্তের সকল অঙ্গীকার।
প্রাণ লয়্যা কেবল চলিল দুরাচার॥

ভোজকোট নামে কৈল পুরী নিরমাণ।
তথাই রহিল গিয়া পায়্যা অপমান॥
যাবত দুর্ম্মতি কৃষ্ণে প্রাণে নাহি হানো।
যাবত ভগিনী উদ্ধারিয়া নাহি আনো॥
তাবত কুণ্ডিনপুরী না দেখিব আর।
ভোজ কোট-পুর-বাস কৈল অঙ্গীকার॥
এ বোল বলিয়া কৈল পুর পরবেশ।
দ্বারকা নগরে গেলা প্রভু হৃষীকেশ॥
শুভকালে বিভা কৈল বিধি অনুসারে।
বিবিধ উৎসব হৈল প্রতি ঘরে ঘরে॥
পুরিল দ্বারকাপুরী আনন্দ-মঙ্গলে।
নরনারী হরষিত আনন্দে বিহ্বলে॥ (১)
বিবিধ যৌতুক আনি দিল পুরজনে।
ধ্বজ পতাকায় কৈল পুরী নিরমাণে॥ (২)
বিচিত্র অম্বর মালা রতন তোরণ।
দুয়ারে দুয়ারে হেমঘট আরোপণ॥
ধূপ দীপ বিরাজিত দ্বারকানগর।
প্রতিঘরে প্রতিপুরে আনন্দ-মঙ্গল॥
রাজপথে পুরপথে চন্দনের ছড়া।
ফলকে ফলকে চলে নানা বর্ণে ঘোড়া॥
মত্ত গজ-মদ-জলে কর্দ্দম উঠিল।
নৃপগণে যদুপুরী পুরিয়া রহিল॥
সর্ব্বলোক আনন্দিত হসিত (৩) বদন।
নানা পরিহাস কথা ইষ্ট সম্ভাষণ॥
আসিয়া বিদর্ভ রাজা কৈলা কন্যাদান।
বিবিধ যৌতুক দিল মহামতিমান॥
এইরূপে বিভা হৈল লক্ষ্মী নারায়ণে।
বিহরে দ্বারকানাথ দ্বারকা ভুবনে॥
রুক্মিণী-হরণ কথা শুনি নৃপগণ।
রাজপুত্র রাজকন্যা নরনারীগণ॥
বিস্ময় ভাবিয়া তারা হৈল চমকিত।
কহিল রুক্মিণী দেবী-হরণ চরিত॥
হরিবংশে কহিলেন করিয়া বিস্তার।
ভাগবতে কহি সার করিয়া উদ্ধার॥
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস বাণী।
রুক্মিণী-হরণ-কথা প্রেমতরঙ্গিণী॥

(১) পাঠান্তর,—"কার্য্যলাভ"।
(২) পাঠান্তর,—"দৈব"।
(৩) পাঠান্তর,—
"অপমান করিলেন প্রভু নারায়ণে"।

(১) পাঠান্তর,—"কৌতুকে বিহরে"
(২) পাঠান্তর,—"পুরীর শোভন"।
(৩) পাঠান্তর,—"মুদিত"।

ইতি ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৪॥

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় ।

বসন্ত রাগ ।

শুকমুনি বলে রাজা শুন পরীক্ষিত ।
অতি অদভূত কথা দ্বারকা চরিত ॥
পূরবে আছিল কাম বাসুদেব-অংশ ।
হর-ক্রোধানলে তিঁহ হয়্যাছিলা ভস্ম ॥
শরীর ধরিতে পুনরপি ইচ্ছা কৈল ।
কৃষ্ণকলেবরে আসি পরবেশ কৈল ॥
রুক্মিণীর গর্ভে তাঁর হৈল অবতার ।
প্রদ্যুম্ন তাঁহার নাম কৃষ্ণের কুমার ॥
আছিল শম্বর নামে এক মহাসুর ।
নানা মায়াবিশারদ পরম নিষ্ঠুর ॥
শত্রু হয়্যা জনমিবে কৃষ্ণের নন্দন ।
সাবধানে আছে তার জানিঞা কারণ ॥
জনমিল শিশু দশ দিন নাহি পুরে ।
কামরূপ ধরি পুর পরবেশ করে ॥
ছাওয়াল হরিয়া নিঞা ফেলিল সাগরে ।
সাগরের জলে ছাওয়াল নাহি মরে ।
ছাওয়ালে গিলিল এক মৎস্য বলবানে ।
জালে মৎস্য বন্দী কৈল মৎস্যজীবিগণে ॥
মৎস্য আনি দিল শম্বরের বিদ্যমানে
শম্বরের চিত্তে হৈল অদ্ভুত গেয়ানে ॥
মৎস্য লয়্যা গেল তবে সুপকারগণে ।
খড়্গা দিয়া মৎস্য কাটি কৈল খানখানে ॥
মৎস্যের উদরে তারা ছাওয়াল দেখিল ।
মায়াবতী বিদ্যমানে শিশু নঞা দিল ॥
শিশু দেখি মায়াবতী শঙ্কা পাইল মনে ।
নারদ আসিয়া তত্ত্ব কহিল তখনে ॥
যে নাম বালক যেনরূপে উপাদান ।
যেরূপে শম্বর হরি নিল বিদ্যমান ॥
যেনরূপে পরবেশ মৎস্যের উদরে ।
কহিল সকল তত্ত্ব মুনি যোগেশ্বরে ॥
সে-বোল শুনিঞা মায়াবতী চরমিতা ।
পুরুবে আছিলা তেঁহো কামের বনিতা ॥
রতি নাম তাহার পরম রূপবতী ।
অবধি করিয়া রহে জনমিব পতি ॥ (১)
শম্বরের ঘরে রহে ধরে মায়াবেশ ।
শুনিলা নারদমুখে পরম বিশেষ ॥

জানিঞা শিশুর তত্ত্ব করয়ে পালন ।
দিনে দিনে বাঢে শিশু সর্ব্ব সুলক্ষণ ॥
অল্প দিবসে হৈল যৌবন সঞ্চার ।
মহাভুজ মহাবল বিক্রমে বিশাল ॥
সাক্ষাৎ মদন যেন দিল দরশন ।
দেখিয়া নারীর চিত্ত মোহে (১) সেইক্ষণ ॥
অমল কমল-পত্র নয়ন সুন্দর ।
আজানুলম্বিত ভুজ অঙ্গ মনোহর ॥
দেখিয়া স্বামীর নব যৌবন বিলাস ।
মাতৃভাব তেজি রতি দিল পরকাশ ॥
ধরিয়া সুরতি সহ রহে সন্নিধান ।
দেখিয়া কি বলে তবে কাম পঞ্চবাণ ॥
মাতৃভাব তেজিয়া কামিনী ভাব ধর ।
মা হইয়া কেন তুমি হেন কর্ম্ম কর ॥
রতি বলে তুমি নাথ স্বামী যে আমার ।
রতি নামে হই আমি রমণী তোমার ॥
যখনে তোমার দশ দিন নাহি পুরে ।
তুমি নারায়ণসুত হরিল শম্বরে ॥
দৈবযোগে লাগ পাইলু মৎস্যের উদরে (২) ।
তুমি গিয়া মার এই শম্বর অসুরে ॥
শম্বর তোমার রিপু নানা মায়া জানে ।
তুমিহ মায়ায় তারে মারহ যতনে (৩) ॥
তোমার জননী নাথ শোকেতে আতুরা ।
হত সুতা ধেনু যেন সতত ব্যাকুলা ॥
এতেক বচন বলি রতি মায়াবতী ।
মহামায়া বিদ্যা তারে দিলা যোগগতি ॥
তবে গেলা প্রদ্যুম্ন শম্বর বিদ্যমান ।
ডাকিয়া কি বলে তবে বীরের প্রধান ॥
আরে রে শম্বর অসুর দুরাচার ।
আসিয়া সংগ্রাম কর আগেতে আমার ॥
নহে বা সঘনে তোর হরিব জীবন ।
নহে বেটা মোর সহে করসিয়া রণ ॥
অসহ্য বচন শুনি শম্বর অসুর ।
বীরদর্প করি বীর ডাকিল নিষ্ঠুর ॥

---

(১) স্বামী জনমিব এই করিয়া অবধি ।

(১) পাঠান্তর,—"হরে" ।
(২) দৈবযোগে পাইল তোমা মৎস্যের উদরে" ।
(৩) পাঠান্তর,—"পরাণে" ।

পদাঘাতে যেন ফণধরে ক্রোধ করে।
ক্রোধ করি মহাবীর উঠিল সত্বরে ॥
প্রলয় কালের যেন জলন্ত আনল।
গদা হাতে করি বীর নাম্বিলা সত্বর ॥
গদাপাট তুলিয়া ভ্রময়ে মহাবীর।
রহ রহ আরে বেটা রণে হও স্থির ॥
নির্ঘাত নিষ্ঠুর ঘোর শবদ করিয়া।
পেলিয়া মারিল গদ এ বোল বুলিয়া ॥
গদাপাট পড়িল দেখিয়া ভগবান্।
তুলিয়া আপন গদা বীরের প্রধান ॥
গদায় কাটিয়া গদা কৈল খণ্ড খণ্ড।
আকর্ণ পুরিয়া কৈল শবদে প্রচণ্ড ॥
তবে কোন কর্ম্ম করে দৈত্য দুরাশয়।
ময়বিনির্ম্মিত মায়া করিয়া আশ্রয় ॥
শিলা-বরিষণ করে কামের উপরে।
উড়ায় রুক্মিণী সুত এ গাছ পাথরে ॥
তবে কোন কর্ম্ম করে গোবিন্দনন্দন।
সত্ত্বময়ী মহাবিদ্যা কৈল স্মঙরণ।
খণ্ডিল অসুর মায়া শিলা বরিষণ।
তবে নানা মায়া করে অসুর সৃজন ॥
গন্ধর্ব্ব অসুর নাগ পিশাচের মায়া।
শত শত সৃজিলেক ক্রোধপর হয়্যা ॥
সকল আসুরী মায়া করিয়া খণ্ডন।
তীক্ষ্ণ খড়্গ নিল তবে কৃষ্ণের নন্দন ॥
মুকুট কুণ্ডল সহে শম্বরের শির।
ভূমিতলে কাটিয়া পাড়িলা মহাবীর ॥
পড়িল শম্বর বীর দেবের হরিষ।
শুনিঞা অসুরগণে করে বিমরিষ ॥
দেবগণে স্তুতি করে পুষ্প বরিষণ।
বধিল শম্বর বীর কৃষ্ণের নন্দন ॥
কোন কর্ম্ম করে তবে রতি মায়াবতী।
চলিল আকাশপথে লয়্যা নিজপতি।
আনিল দ্বারকাপুরী আঁখির নিমিষে।
রতিপতি রতি কৈল পুর-পরবেশে।
জলধর-শ্যাম-তনু রাজীব-লোচন
আজানুলম্বিত ভুজ মুদিত বদন ॥
পীতবস্ত্র পরিধান মন্দ মন্দ হাস।
বিলোল অলকাবলি কপোল-বিলাস ॥
পুরনারী কৃষ্ণ হেন মানিঞা তাঁহারে।
লজ্জায় লুকায় তারা চিনিতে না পারে ॥
অলপে অলপে কৈলা ভিন্ন অনুমান।
ধীরে ধীরে নারীগণ গেলা সন্নিধান ॥
সোঙরিলা রুক্মিণী দেবী আপন তনয়।
পুত্র প্রেম উপজিত আনন্দ হৃদয় ॥
নিকটে দাণ্ডায়্যা দেবী কি বলে বচন।
কোথা হৈতে আইলা এথা পুরুষ-রতন ॥
নবঘন শ্যাম তনু রাজীব-লোচন।
পরম সুন্দর মহাপুরুষ লক্ষণ ॥
কাহার তনয় হয় কিবা নাম ধরে।
কোন্ পুণ্যবতী গর্ভে ধরিল ইহারে ॥
মোর পুত্র নষ্ট হৈল হরিল অসুরে।
যদি বা কোথাতে জীয়ে কোন পুণ্যফলে ॥
হেন হয় ইহারি সমান রূপ বেশ।
হরিল অসুরে তার না পাই উদ্দেশ ॥
ইহাতে কৃষ্ণের সম কেনে রূপ দেখি।
আকৃতি প্রকৃতি যেন কৃষ্ণ যেন লখি ॥
এই সে চাহিয়া হয় লয় মোর মতি।
ইহারে বাঢ়য়ে মোর অধিক পীরিতি ॥
এইরূপে করে দেবী নানা অনুমান।
হেনকালে গেলা তথা প্রভু ভগবান ॥
দাণ্ডায়্যা রহিলা গিয়া পভু যদুমণি।
তভু কিছু না বুঝিলা সর্ব্ব তত্ত্ব জানি ॥
বসুদেব দৈবকী যতেক পুরজনে।
সকলে দেখিতে গেলা হরষিত মনে ॥
কহিলা নারদে আসি তাহার কারণ।
শম্বর হরণ-আদি যত বিবরণ ॥
শুনিঞা সকল লোক হৈলা চমকিত।
বিস্ময় ভাবিয়া পাছে হৈলা হরষিত ॥
পুত্র কোলে করি দেবী দিল আলিঙ্গন।
হরিষে পুরিল তনু চুম্বিল বদন ॥
বসুদেব দৈবকী আর আপনে শ্রীহরি।
অধিক আনন্দসিন্ধু পুত্র কোলে করি ॥
নষ্ট পুত্র প্রদ্যুম্নে লভিয়া পুরজনে।
পূজিয়া মন্দিরে নিল হরষিত মনে ॥
কহিল শম্বর-বধ প্রদ্যুম্ন-চরিত।
শুনিলে সম্পদ হয় হরষে দুরিত ॥
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-বাণী।
প্রদ্যুম্নচরিত্র কথা প্রেমতরঙ্গিণী ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৫ ॥

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়।

তুড়ি রাগ।

সত্রাজিত অপরাধ করিতে খণ্ডন।
আপনে আনিঞা কন্যা কৈল সমর্পণ॥
স্যমন্তক-মণি দিয়া কৈলা পরিহার।
কন্যা নিল কৃষ্ণ মণি না লৈল তাহার॥
তবে রাজা জিজ্ঞাসিল ভাবিয়া বিস্ময়।
সত্রাজিত কোন পাপ কৈলা অতিশয়॥
আপনে আসিয়া কন্যা দিল কি কারণে।
স্যমন্তক-মণি সে পাইল কোন স্থানে॥
মুনি বলে শুন রাজা হয়্যা সাবধান।
কহিব তোমারে স্যমন্তক-উপাখ্যান॥
আছিল পুরুষ এক সত্রাজিত নাম।
সূর্য্যের পরম সখা ভকতপ্রধান॥
তুষ্ট হয়্যা মণি তারে দিলা দিনকরে।
মণি কণ্ঠে করি সত্রাজিত যায় ঘরে॥
প্রবেশ করিল গিয়া দ্বারকামণ্ডলে॥
তার তেজ কোন লোক সহিতে না পারে॥
অদভুত দেখি লোক ধেয়্যা গিয়া চায়।
দূরে থেকে তার তেজ সহনে না যায়॥
দ্যূত-খেলা করেন আপনে ভগবান্‌।
ধেয়্যা গিয়া সর্ব্বলোক কহে বিদ্যমান॥
নমো নারায়ণ শঙ্খ-চক্র গদাধর।
অরবিন্দ-লোচন গোবিন্দ দামোদর॥
নিকটে আসিয়া সূর্য্য দিলা দরশন।
তোমারে দেখিতে হৈল সূর্য্য-আগমন॥
দেবগণ তোমারে দেখিতে বাঞ্ছা করে।
ধরিয়া গোপত বেশ আছ যদুকুলে॥
শুনিঞা লোকের বাণী হাসে নারায়ণ।
তুমি সব তার কিছু না জানি মরম॥
মণি লয়্যা সত্রাজিত যায় নিজঘরে।
স্যমন্তক-মণি তারে দিলা দিবাকরে॥
সত্রাজিত নিজপুরে কেলা পরবেশ।
আনন্দ উৎসব কৈল মঙ্গল বিশেষ॥
দেবঘরে মণি লয়্যা স্থাপিল ব্রাহ্মণে।
অষ্টভার কাঞ্চন প্রসবে দিনে-দিনে॥
দুর্ভিক্ষ অরিষ্ট সর্প আধি ব্যাধি ভয়।
সে মণি যথাতে থাকে গ্রহপীড়া নয়॥

এক দিন কৃষ্ণ মণি মাগিলা আপনে।
রাজারে দিবার তরে সত্রাজিত স্থানে॥
সত্রাজিত না দিল ধনের লোভে মণি।
পুনরপি কিছু না বলিল চক্রপাণি॥
প্রসেন নামেতে সত্রাজিতসহোদর।
মৃগয়া করিতে গেলা বনের ভিতর॥
মণি কণ্ঠে ধরি অশ্বে আরোহণ করি।
ঘোড়া সহ বনে তারে মারিল কেশরী॥
প্রসেন মারিয়া সিংহ মণি লয়্যা যায়।
হেনকালে জাম্ববান তার লাগ পায়॥
সিংহ মারি মণি লয়্যা গেল জাম্ববান্‌।
সুড়ঙ্গে প্রবেশ কৈলা বীরের প্রধান॥
ছাওয়ালে খেলিতে দিল সেই মণি লঞা।
সত্রাজিত মনে চিন্তে ভাই না দেখিয়া॥
অন্য কেহ নাহি বধে মোর সহোদর।
প্রসেন বধিয়া মণি নিল গদাধর॥
এই কথা লোকে সব করে কানাকানি। (১)
আপনার নিন্দা কৃষ্ণ শুনিল পানি॥
করিবারে চাহে কৃষ্ণ দুর্যশ খণ্ডন।
চলিলা বিবিধ সৈন্য করিয়া সাজন॥
প্রসেনের পথে গেলা সেই অনুসারে।
প্রসেন পড়িয়া আছে বনের ভিতরে॥
প্রসেনে মারিয়া সিংহ লয়্যা গেল মণি।
সগণে চলিলা কৃষ্ণ তার তত্ত্ব জানি॥
বনে বনে যায় কৃষ্ণ সিংহ অনুসারে।
মরা সিংহ পড়ি আছে পর্ব্বত শিখরে॥ (২)
সিংহ মারি মণি লয়্যা গেল জাম্ববান।
জানিল সকল তত্ত্ব প্রভু ভগবান্‌॥
বাহিরে সকল সৈন্য থুয়্যা হৃষীকেশ।
সুড়ঙ্গ ভিতরে তবে কৈলা পরবেশ॥
পাতালে প্রবেশ কৈল প্রভু যদুরায়।
রাজপুরে মণি লয়্যা ছাওয়াল খেলায়॥

---

(১) এই বোল সর্ব্বলোক জপে স্থানে স্থানে।
(২) পাঠান্তর,—
"ঘোড়া সহ মরা প্রসেন বনের ভিতরে।
তারে দেখি গদাধর যায় কতোদূরে।
মারাসিংহ পড়ি আছে পর্ব্বত উপরে।

প্রভু মনে কৈল যদি মণি হরিবারে।
ধাত্রীমাতা দেখিয়া ডাকিল উচ্চস্বরে॥
এ বোল শুনিঞা ক্রোধ কৈল জাম্ববান।
সত্বরে চলিয়া গেলা কৃষ্ণ সন্নিধান॥
দেখিয়া মানুষ বেশ কৈলা অবজ্ঞান।
বুঝিবার তরে তবে হৈলা আগুয়ান॥
দুই বীরে বাজিল সমর ঘোরতর।
অস্ত্রে অস্ত্রে কাটাকাটি মহাভয়ঙ্কর॥
গাছ পাথরেতে যুদ্ধ খড়্গে কাটাকাটি।
শূল ত্রিশূলের রণ বাণ ছুটাছুটি॥
বুকে বুকে ঠেলাঠেলি মুষ্টির প্রহার।
বাহে বাহে জড়াজড়ি আহব বিশাল॥
অষ্টাবিংশ দিন ধরি আছিল সংগ্রাম।
রজনী দিবস নাহি তিলেক বিশ্রাম॥ (১)
লীলায় যুঝয়ে হরি নাহি পরিশ্রম।
দিনে-দিনে জাম্ববান্ কৈলা অবসন্ন॥
বজ্রসম মারে কৃষ্ণ মুষ্টির প্রহার।
সন্ধিবন্ধ ছিণ্ডি যায় দেখে অন্ধকার॥
শ্রমজলে পুরিল সকল কলেবর।
যুঝিতে না পারে বীর হৈল হতবল॥
তবে বীর জানিল সাক্ষাত ভগবান্:
মোর সনে যুঝিতে অন্যের কোন্ প্রাণ।
জানিল সাক্ষাৎ তুমি বিষ্ণু-সুরপতি,
পুরাণ পুরুষ তুমি ত্রিজগত-গতি॥
প্রাণ বল তেজ বীর্য্য সকল তোমার।
আপনে সৃজিয়া কর আপনে সংহার॥
ব্রহ্মা আদি সুরে কর আপনে সৃজন।
আপনে সৃজিয়া কর আপনে পালন॥
যাহার কিঞ্চিত ক্রোধ-কটাক্ষ পাতনে।
ভয়ে সিন্ধু পথ ছাড়ি দিল সেইক্ষণে॥
ইচ্ছা-মাত্র হৈল সেতু-বন্ধ নিরমাণ।
রাবণের মুণ্ড কোটি দিল বলিদান॥
সেই সে জানকী-পতি মোর প্রাণনাথ।
অশেষ করুণাসিন্ধু দেখিল সাক্ষাত॥
জানিল প্রভুর তত্ত্ব যদি জাম্ববান্।
হাসিয়া উত্তর তবে দিলা ভগবান্।
করিয়া কমল-করে অঙ্গ মারজন।
কৃপায় কি বলে মেঘ-গম্ভীর বচন॥
মণি-হেতু আমার এথাতে আগমন।
মিথ্যা অপযশ চাহি করিতে খণ্ডন॥

তবে জাম্ববান্ যুক্তি কৈল মনে মনে।
জাম্ববতী কন্যা আমি কৈল সমর্পণে॥
শুভক্ষণ করি বীর কৈলা কন্যা-দান।
কন্যার যৌতুকে দিল রতন প্রধান॥
কৃষ্ণের বিলম্ব দেখি সুড়ঙ্গ দুয়ারে।
আছিল সকল লোক বনের ভিতরে॥
দ্বাদশ দিবস ধরি বিলম্ব চাহিয়া।
চলিল সকল লোক দুঃখ শোক পায়্যা॥
বসুদেব দৈবকী রুক্মিণী বিদ্যমানে।
কহিল সকল লোক দ্বারকা ভুবনে॥
সব পুরজন হৈল শোকে অচেতন।
বিলাপ করিয়া কান্দে প্রতি-জনে-জন॥
সত্রাজিতে গালি তবে দেয় সর্ব্বলোকে।
সতত আকুল হৈয়া করে দুঃখ শোকে॥
সর্ব্বলোক মেলি করে দেবী-উপাসনা।
সংকল্প করিয়া করে দুর্গা আরাধনা॥
হেনকালে দেব দেব ত্রিভুবন-নাথ।
সাধিয়া সকল কাজ কন্যা করি সাথ॥
দ্বারকানগরে আসি দিলা দরশন।
দেখিয়া আনন্দ হৈল সব পুরজন॥
ঘরে ঘরে পুরে-পুরে আনন্দ বাধাই।
সর্ব্বলোকে উৎসব করয়ে সর্ব্ব ঠাঞি॥
তবে সভা করিয়া বসিলা জগন্নাথ।
সত্রাজিতে ডাক দিয়া আনিলা সাক্ষাতে॥
তার হাতে মণি দিঞা প্রভু নারায়ণ।
আদি হতে কহিল সকল বিবরণ॥
মণি পাঞা সত্রাজিত হৈল হেঁট মাথা।
লাজে কিছু না বলিলা মনে পাঞা ব্যথা॥
মণি লয়্যা সত্রাজিত গেলা নিজ ঘরে।
শোকেতে ব্যাকুল হয়্যা চিন্তে নিরন্তরে॥
ঈশ্বরের সনে মোর জন্মিল বিবাদ।
কিরূপে খণ্ডিবে মোর এনা অপরাধ॥
কোন কর্ম্মে প্রসন্নতা হইবে শ্রীহরি।
কোন কর্ম্ম কৈলে লোকে নাহি দেয় গালি।
ধনলোভী মুঞি মূঢ় অতি অগেয়ান।
কোন কর্ম্ম করিয়া তুষিব ভগবান্॥
সভে মোর আছে এক এই সে উপায়।
কন্যা দিলে যদি তুষ্ট হয়ে যদুরায়॥
এতেক চিন্তিয়া মনে লয়্যা সত্রাজিত।
গোবিন্দ-চরণে লঞা কৈলা সমর্পিত॥
মণি সহে কন্যা দিয়া কৈলা পরিহার।
মোর অপরাধ নাথ ক্ষেম একবার॥

(১) পাঠান্তর,—
"ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি দোঁহে যুঝে অবিশ্রাম"।

কন্যা লৈলা কৃষ্ণ তার না লইলা মণি।
সত্যভামা বিভা কৈলা প্রভু চক্রপাণি॥
না নিব তোমার মণি লয়্যা চল ঘর।
থাকুক সূর্য্যের মণি তোমার গোচর॥
ফলভাগী আমি-সব চিন্তা পরিহর।
সূর্য্য-ভক্ত তুমি মণি লয়্যা চল ঘর॥
সন্তোষ করিয়া পাঠাইলা সত্রাজিত
দেখিয়া সকল লোক হৈলা আনন্দিত॥
সত্যভামা বিভা করি প্রভু হৃষীকেশ।
আনন্দ মঙ্গলে কৈল পুর-পরবেশ।
বীর-শিরোমণি শ্রীল গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে ষট্‌পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥৫৬॥

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়।

গান্ধার রাগ।

মুনি বলে কহি আর অদভুত কথা।
সাবধানে শুন রাজা কৃষ্ণ-গুণ-গাথা॥
সর্ব্বতত্ত্ব জানেন সর্ব্বজ্ঞ-চূড়ামণি।
তভু নানা নাট করে প্রভু চক্রপাণি॥
যুধিষ্ঠির-আদি করি পঞ্চ সহোদর।
জউঘরে পুড়ি মৈল শুনি গদাধর॥
কুল-ব্যবহার হরি করিবার তরে।
চলিলা হস্তিনাপুরে দুই সহোদরে॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য ভেল দরশন।
বিদুর গান্ধারী সহে হৈল সম্ভাষণ॥
সকল বান্ধবগণে একত্রে মিলিয়া।
নানা দুঃখ শোক কৈল বিষাদ ভাবিয়া॥
ইষ্ট মিত্র সম্ভাষণ কথা অনুসারে।
কথোদিন রহিলা বান্ধবগণপুরে।
হেনকালে কৃতবর্ম্মা অক্রূর মিলিয়া।
দুই জনে শতধন্বা আনিল ডাকিয়া॥
কহিল তাহারে দুহেঁ মন্ত্রণাবচন।
এখনে না লহ মণি হরি কি কারণ॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া আমা-সভা বিদ্যমান।
তবে লঞা করে কৃষ্ণে কন্যা সম্প্রদান॥
সত্রাজিতে পাঠাহ ভাইর অনুসারে।
মণি হরি আন গিয়া এই অবসরে॥
কৃতবর্ম্মা অক্রূরের শুনিঞা উত্তর।
খড়্গ লয়্যা শতধন্বা চলিলা সত্বর॥
সত্রাজিতে নিদ্রা যায় বধি দুষ্টমতি।
মণি লয়্যা দুরাচার গেলা শীঘ্রগতি॥
বিলাপ করিয়া কান্দে যত নারীগণ।
সত্যভামা দেবী শুনে বাপের মরণ॥
মরা বাপ দেখি পাই বিস্তর সন্তাপ।
হা তাত হা তাত করি করয়ে বিলাপ॥
কাকুবাদ করি দেবী কান্দিলা বিস্তর।
তৈলদ্রোণে ধরিয়া বাপের কলেবর॥
চলিলা হস্তিনাপুরে কৃষ্ণবিদ্যমানে।
বাপের মরণ কথা কৈলা নিবেদনে॥
সত্রাজিত-বধ শুনি রাম-দামোদর।
বিলাপ করিয়া দুঁহে কান্দিলা বিস্তর॥
নরবেশ ধরি হরি করে নর-লীলা।
বিবিধ কৌতুক করি করে নানা খেলা॥
অনিত্য সংসার ছলে জগতে বুঝায়।
সঙ্গদোষে সর্ব্বলোক সুখ দুঃখ পায়॥
তবে রাম কৃষ্ণ সত্যভামা তিনজনে।
দ্বারকা চলিয়া গেলা ত্বরিত গমনে॥
কোন যুক্তি করে তবে প্রভু চক্রপাণি।
শতধন্বা মারিয়া হরিয়া নিব মণি॥
এ বোল শুনিঞা শতধন্বা দুরাচার।
পরাণে কাতর হয়্যা চিন্তে প্রতিকার॥
কৃতবর্ম্মা স্থানে গিয়া কৈলা নিবেদন।
আমার সহায় হয়্যা রাখহ জীবন॥
কৃতবর্ম্মা বলে ইহা না হয় উচিত।
ঈশ্বরের সহে কেনে করিব দুরিত॥
তাঁর সনে বিবাদ করিব কোন্ জন।
কেবা নাহি মরে (১) করি ঈশ্বর লঙ্ঘন॥
যার দ্বেষ করি কংস হারায় পরাণ।
জরাসন্ধ হয়্যা কত হারিল সংগ্রাম॥

---

(১) পাঠান্তর,—"কেবা প্রাণে জীয়ে"।

তার সহ আমি কেনে করিব বিবাদ।
কোটি কল্পে না ঘুচে ঈশ্বর-অপরাধ॥
তবে অক্রূরের ঠাঞি কৈলা নিবেদন।
শুনিঞা অক্রূর তবে কি বোলে বচন॥
হরি হরি হেন বাণী কহিতে যুয়ায়।
ঈশ্বরের সনে কেবা বিবাদ বাঢ়ায়॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় লীলায় হয়ে যার।
যার মায়া ব্রহ্মা নাহি পারে জানিবার॥
সপ্ত বৎসরের শিশু পর্ব্বত তুলিয়া।
সপ্ত দিন রহে এক হস্তেতে ধরিয়া॥
ছাওয়াল তুলিয়া যেন তোলে ছাতিয়ানা।
তার সনে বিবাদ করিব কোন্ জনা॥
সে দেব চরণে মোর রহু নমস্কার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি অনন্ত-বিহার॥
তবে শতধন্বা বীর কোন্ কর্ম্ম কৈল।
অক্রূরের স্থানে লঞা মণি সমর্পিল॥
শতেক যোজনগামী ঘোড়ায় চঢ়িয়া।
যায় শতধন্বা বীর ত্বরিতে পলায়া॥
গরুড়-লাঞ্ছন রথে করি আরোহণ।
তার পাছে ধেয়্যা যায় রাম জনার্দ্দন॥
মনোজব চারি ঘোড়া শীঘ্রগতি যার।
রথখান চলে যেন পবন-সঞ্চার॥
শতধন্বা গেল যদি শতেক-প্রহর।
ঘোড়া পড়ি মৈল তবে বনের ভিতর॥
মিথিলার উপবনে ঘোড়াকে তেজিয়া।
হাটিয়া পলায় বনে মনে ভয় পেয়্যা॥
খরতর মহাচক্র নিজ করে ধরি।
রথ হতে আপনি নাম্বিলা শ্রীহরি॥
চক্রে শির কাটিয়া বসন বিচারিল।
বস্ত্রের ভিতরে তার মণি না পাইল॥
তবে কৃষ্ণ গিয়া কহে বলভদ্র-স্থানে।
মিথ্যা যে শতধন্বা বধিনু পরাণে॥
মণি তার স্থানে নাহি চাহিলুঁ বিচারি।
তবে রাম কহিলা কিঞ্চিৎ ক্রোধ করি॥
না জানি কাহার স্থানে মণিরাজ থুয়্যা।
শতধন্বা আইল এথা মনে ভয় পায়্যা॥
তথা গিয়া মণি চাহ যাহ নিজপুরে।
আমি কথোদিন রহি বিদেহ-নগরে॥
দেখিতে আমার ইচ্ছা মিথিলা নগরী।
তুমি রথে চঢ়ি কৃষ্ণ যাই নিজপুরী॥
এতেক বচন কহি হলধর রায়।
মিথিলা প্রবেশ করি রাজপুরে যায়॥

দেখিয়া জনক রাজা হরষিত মনে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রামে পূজিল বিধানে॥
দিব্য গন্ধ মাল্য দিয়া বসন ভূষণ।
পূজিল জনক রাজা রামের চরণ॥
কথোদিন তথাতে রহিলা বলরাম।
জনকের পীরিতি করিলা অবিরাম।
তবে সুযোধন গেলা মিথিলানগরে।
পূজিলা জনক রাজা পরম আদরে॥
গদা শিক্ষা কৈলা রাজা বলভদ্র স্থানে।
কৌতুকে রহিলা রাম ইষ্ট সম্ভাষণে॥
কৃষ্ণ উত্তরিল গিয়া দ্বারবতী ভুবনে।
কহিল সকল কথা লোক বিদ্যমানে॥
সত্যভামা দেবী সম্ভাষিয়া যদুবর।
পোড়াইল নঞা সত্রাজিত কলেবর॥
বন্ধুগণ দিয়া পরলোকে সমুচিত।
করায় সকল কর্ম্ম বিধানবিহিত॥
শতধন্বা বধ কৈলা প্রভু চক্রপাণি।
কৃতবর্ম্মা অক্রূরে শুনিলা হেন বাণী॥
ভয় পায়্যা তারা পালাইল দুইজনে।
দ্বারকা ছাড়িয়া গেলা ত্বরিত গমনে॥
হেনকালে দ্বারকাতে হইল উৎপাত।
ভূমিকম্প দুর্ভিক্ষ অরিষ্ট বজ্রপাত॥
দ্বারকা তেজিয়া যদি অক্রূর চলিল।
বহুবিধ উতপাত দ্বারকায় হৈল॥
না জানিয়া কহে কেহো হেন মনে গণে।
তারা সব কৃষ্ণের মহিমা নাহি জানে॥
যার নাম শ্রবণে অশেষ বিঘ্ন হরে।
হেন প্রভু বৈসে যথা যোগ-যোগেশ্বরে॥
হেন কি তাহাতে ঘটে অরিষ্ট সঞ্চার।
না বুঝিয়া কেহ কেহ করে অঙ্গীকার॥
অনাবৃষ্টি পুরুবে আছিল কাশীপুরে।
শ্বফল্ক আনিঞা কন্যা দিল কাশীশ্বরে॥
তবে কাশীপুরে হৈল মেঘ-বরিষণ।
তার পুত্র অক্রূর বৈষ্ণব মহাজন॥
যথাতে অক্রূর থাকে নাহি উতপাত।
দুর্ভিক্ষ অরিষ্ট নহে না হয় নির্ঘাত॥ (১)
এইরূপে বৃদ্ধগণে বলে অনুক্ষণ।
পরমার্থ নহে কিছু সে সব কারণ॥
বৃদ্ধগণ বচন শুনিঞা যদুরায়।
যতন করিয়া তবে অক্রূরে আনায়॥

---

(১) পাঠান্তর,—"নহে বিঘ্নপাত"

তবে অক্রূরের সনে করি সম্ভাষণে।
কুশল জিজ্ঞাসা কৈলা বিনয় বচনে॥
হাথাহাথি করিয়া কহিল প্রিয় কথা।
জানিঞাহ জিজ্ঞাসিল সর্ব্ব চিত্তজ্ঞাতা॥
শতধন্বা মণি থুইল তোমা বিদ্যমানে।
পূর্ব্বেই আমি তাহা ানি ভাল মনে॥
অনপত্য হয়্যা দৈবে মেল সত্রাজিত।
কন্যার পুত্রের হয় ন্যাস সমুচিত॥
তথাপি আমার তাথে নাহি কিছু দায়।
আমার অগ্রজ ভাই প্রতীত না যায়॥
খসায়্যা দেখাহ মণি লোক-বিদ্যমানে।
জানুক ইহার মর্ম্ম সর্ব্ব পুরজনে॥
কাঞ্চন নির্ম্মিত বেদি কাঞ্চনের ঘরে।
মণির প্রসাদে যজ্ঞ কর নিরন্তরে॥
হস্তে করি সকলে দেখাহ তুমি মণি।
ভ্রাতা বলরামে যেন রহে তত্ত্ব জানি॥
শুনিঞা অক্রূর মনে বড় পাইল লাজ।
কোঁচা হৈতে খসায়্যা দেখায় মণিরাজ॥
সূর্য্যসম তেজ মণি দিল কৃষ্ণহাতে।
হস্তে করি মণি দেখাইল জগন্নাথে॥
আপনার অপযশ করিয়া খণ্ডনে।
পুনরপি দিলা মণি অক্রূরের স্থানে॥
অর্থ হৈতে অনর্থ দেখায় ভগবান।
অর্থে হৈতে কারো কভু না হয় কল্যাণ॥
কৃষ্ণ হৈয়া দুঃখ পাইলা অর্থের কারণে।
এ বোল বুঝিয়া অর্থ তেজে বুধজনে॥
আপনে করিয়া কর্ম্ম লোকেরে বুঝায়।
অর্থের কারণে লোক এত দুঃখ পায়॥
পুত্র হৈতে নহে কারো সুখ উপাদান।
প্রদ্যুম্নহরণে দেখাইলা ভগবান॥
অর্থ হৈতে অনর্থ দেখায় মণিছলে।
লোক বুঝাইতে প্রভু হেন কর্ম্ম করে॥
অশেষ দুরিত হরে মণি-উপাখ্যান।
কৃষ্ণের মহিমা বীর্য্য যাথে উপাদান॥
শুনে বা শুনায় যেবা করয়ে স্মরণ।
অশেষ দুরিত হরে দুর্যশ খণ্ডন॥
হরিভক্তি হয় তার বিষ্ণুপদে বাস।
ভাগবত- আচার্য্যের প্রবন্ধ প্রকাশ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥৫৭॥

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

মল্লার রাগ।

মুনি বলে অদভুত কহিব কাহিনী॥
সাবধানে শুন রাজা কৃষ্ণ গুণ-বাণী॥
পোড়া গেল পাণ্ডব জানিল সর্ব্বজনে।
পুনরপি আইল তারা দ্রুপদ ভবনে॥
বন্ধুগণ সহে তথা হৈল দরশনে।
ইন্দ্রপ্রস্থে গেলা কৃষ্ণ তাহার কারণে॥
মরা পাণ্ডবের পুনু আগমন শুনি।
ইন্দ্রপ্রস্থে দেখিতে চলিলা যদুমণি॥
অখিল ভুবনপতি কৈলা আগমন।
বার্ত্তা পায়্যা ত্বরিতে উঠিল বীরগণ॥
আগু বাড়ি দূরে গিয়া কৈল সম্ভাষণ।
পূজিয়া আনিল ঘরে দিয়া আলিঙ্গন॥
অঙ্গস্পর্শে সকল দুরিত গেল দূর।
বাঢ়িল আনন্দ-রস-তরঙ্গ প্রচুর॥
যুধিষ্ঠিরচরণ বন্দিয়া প্রভু হরি।
ভীমের চরণে তবে নমস্কার করি॥
কোলাকুলি কৈলা তবে অর্জ্জুনের সহে।
বীরগণে কৃষ্ণচন্দ্র পূজিলা উৎসাহে॥
সহদেব নকুল করিয়া পরণাম।
পূজিয়া চরণপদ্মে কৈলা প্রণিধান॥
মন্দিরে বসিলা হরি কনক আসনে।
দ্রৌপদী আসিয়া তবে কৈলা সম্ভাষণে॥
সাত্যকি পূজিয়া তবে কৃষ্ণ-অনুচর।
পূজিল সকল সেস্ত বিধান কুশল॥
কুন্তী সম্ভাষিয়া কৈল চরণ-বন্দন।
একে একে কৈল কৃষ্ণ ইষ্ট সম্ভাষণ॥
কুন্তী কিছু কহে প্রেমে গদগদ বাণী।
পূর্ব্ব দুঃখ সঙরিয়া চক্ষে পড়ে পানী॥

তখন কুশল হৈল দুঃখ গেল দূর।
যখনে এথাতে তুমি পাঠাইলে অক্রূর॥
তখনে জানিল আছে স্মরণ তোমার।
সভার বান্ধব তুমি পরম দয়াল॥
স্মরিলে সকল দুঃখ কর বিমোচন।
সভার হৃদয়ে বৈস জীবের জীবন॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা বলে কোন বাণী।
কোন তপ কৈল আমি মরম না জানি॥
যোগেশ্বরগণ যারে না পায় ধেয়ানে।
হীনমতি আমি সব দেখিলু নয়নে॥
এইরূপে কৈল রাজা স্তবন বন্দন।
চারিমাস তথাতে রহিলা নারায়ণ॥
বানর-লাঞ্ছন রথে চড়ি এক দিনে।
অর্জ্জুনের সনে কৃষ্ণ গেলা ঘোর বনে॥
টেপে বাণ গাণ্ডিব কাছিয়া শরাসন।
অর্জ্জুন চলিলা বনে মৃগয়া কারণ॥
বিন্ধিয়া মারিল গণ্ডা মহিষ শূকর।
ব্যাঘ্র ভল্লুক মৃগ গবয় সম্বর॥
যজ্ঞ পশু লয়্যা গেল যত ভৃত্যগণে।
যজ্ঞকালে দিল লঞা রাজা বিদ্যমানে॥
তৃষ্ণার শ্রমিত হয়্যা দুই মহাবীর।
বায়ুবেগে রথে গেলা যমুনার তীর॥
জলপান করিয়া বসিলা দিব্য রথে।
হেনকালে দিব্য কন্যা দেখিল সাক্ষাতে॥
অর্জ্জুনে পাঠায়্যা দিল প্রভু যদুমণি।
পুছ দেখি কার কন্যা পরম রমণী॥
সুন্দরী সুরূপা কন্যা চারু দরশন।
রমণীরতন মহারুচির বদন॥
পুছিলা অর্জ্জুনে গিয়া কন্যা বিদ্যমান।
কার কন্যা কেবা তুমি কি তোমার নাম॥
কোথা হৈতে কোথা যাহ বৈস কোন্ স্থানে।
পতি-বাঞ্ছা কর হেন বুঝি অনুমানে॥
এ বোল শুনিঞা কন্যা দিলেন উত্তর॥
কহিব আপন কথা শুন বীরবর॥
কালিন্দী আমার নাম সূর্য্যের দুহিতা।
যমুনার জলে বসি হয়্যা ব্রতযুতা॥
তপ করি করি আমি কৃষ্ণ আরাধন।
যাবত কৃষ্ণের সঙ্গে না হয় দর্শন॥
কৃষ্ণ বিনে আমি বর না বরিব আন।
যত দিনে তুষ্ট হন প্রভু ভগবান॥
বাপের নির্ম্মিত ঘর জলের ভিতরে।
তথা রহি তপ আমি করি নিরন্তরে॥

শুনিঞা অর্জ্জুন বীর কন্যার উত্তর।
কৃষ্ণ বিদ্যমানে গিয়া কহিলা সকল॥
কন্যা লঞা রথে তুলি প্রভু যদুবীর।
উত্তরিলা আসি যথা রাজা যুধিষ্ঠির॥
কহিল সকল কথা রাজা বিদ্যমানে।
বিশ্বকর্ম্মা আনি কৈলা পুরী নিরমাণে॥
তবে রাজা যুধিষ্ঠির বিধানকুশল।
কন্যা আনি থুইল সেই পুরীর ভিতর॥
এইরূপে তথাতে আছেন যদুরায়।
দিনে দিনে বন্ধুগণে আনন্দ বাঢ়ায়॥
ইন্দ্রের খাণ্ডব বন খাইব হুতাশনে।
অর্জ্জুন সহায় তার গেলা তে-কারণে॥
কৃষ্ণ গেলা হয়্যা তার রথের সারথি।
অর্জ্জুন যুঝিল গিয়া ইন্দ্রের সংহতি॥
খাণ্ডব পুড়িয়া তবে -ক্ষিল আনলে।
তুষ্ট হেলা অগ্নি তবে অর্জ্জুনের তরে॥
অক্ষয় কবচ দিল দিব্য তূণ-বাণ।
শ্বেত বর্ণের ঘোড়া দিল ধনুর প্রধান॥
ময় নামে দানব আছিল সেই বনে।
বনদাহে রাখিল অর্জ্জুন বলবানে॥
দিব্য সভা দিল ময় করিয়া নির্ম্মাণ।
অর্জ্জুন আনিঞা দিল রাজা বিদ্যমান॥
জলস্থল ভ্রম যাথে পাইলা দুর্য্যোধনে।
হেন সভা আনি দিল রাজার সদনে॥
এইরূপে কথোদিন থাকিয়া শ্রীহরি।
কৌতুকে চলিয়া তবে গেলা নিজপুরী॥
আগু বাঢ়ি কথোদূর গেলা যুধিষ্ঠির।
চৌদিগে যোগন ধরি যায় কত বীর॥
নিজগণ সহ কৃষ্ণ গেলা নিজপুরে।
আনন্দে পূরিল সব দ্বারকা নগরে॥
সূর্য্যের দুহিতা বিভা কেলা শুভক্ষণে।
উৎসবে পূরিল পুরী আনন্দ বাজনে॥
বিন্দ অনুবিন্দ নামে দুই সহোদর।
অবন্তীনগরে রাজা মহাধনুর্দ্ধর॥
শিশুকাল হৈতে তারা ধরে কৃষ্ণদ্বেষ।
দুর্য্যোধনে রত তারা তাহাতে বিশেষ॥
মিত্রবিন্দা নামে তার আছিল ভগিনী।
নিষেধ করিল কৃষ্ণে অনুরাগ শুনি॥
রাজাধিদেবীর কন্যা পিসাতো ভগিনী।
হরিয়া আনিঞা বিভা কৈলা চক্রপাণি॥
কোশলপুরের রাজা নামে নগ্নজিত।
পরম ধার্ম্মিক রাজা জানে সুপণ্ডিত॥

সত্য নামে কন্যা তার হৈলা নাগ্নজিতী।
পরম রূপসী কন্যা গুণ শীলবতী॥
সপ্ত মহাবৃষ রাজা বান্ধিল দুয়ারে।
সেই সে করিব বিভা যে জিনিতে পারে॥
তীক্ষ্ণ-ঊর্দ্ধ-শৃঙ্গ-বৃষ বিষম সন্ধান।
বীর গন্ধ না সহে প্রখর বলবান্॥
আসিয়া যুঝিল যত নৃপতি সমাঝ।
সভেই হারিয়া গেলা মনে পেয়্যা লাজ (১)॥
এ বোল শুনিঞা গেলা আপনে শ্রীহরি।
বীরের প্রধান সেনাপতি সঙ্গে করি॥
শুনিঞা কোশলপতি কৃষ্ণ-আগমন।
আগু বাঢ়ি গিয়া কৈল চরণ-বন্দন॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাজা পূজিল বিধানে।
আনিঞা বসাইল কৃষ্ণে দিব্য সিংহাসনে॥
নানা উপহার দিল করিয়া পীরিতি।
পূজিল পদারবিন্দ করিয়া ভকতি॥
দেখিয়া রাজার কন্যা পুরুষ রতন।
কাম্য করি করে দেবী অগ্নি-আরাধন॥
ব্রতযুক্তা যদি মুঞি হঙ তপস্বিনী।
মোর পতি হউক তবে এই চক্রপাণি॥
পূজিয়া কোশলপতি শ্রীহরি-চরণ।
করজোড়ে করে কিছু আত্মনিবেদন॥
আত্মানন্দে পরিপূর্ণ তুমি ভগবান্।
অল্পমতি কি করিব ভকতি প্রধান॥
যার পদরজ শিরে ধরে প্রজাপতি।
গিরীশ সুরেশগণ কমলা পার্ব্বতী॥
ধর্ম্ম-পরিত্রাণ হেতু নানা তনু ধরে।
সে প্রভু তুষিব আমি কোন্ পরকারে॥
রাজার বচন শুনি রাজরাজেশ্বর
হাসিয়া দিলেন মেঘ-গম্ভীর-উত্তর॥
ক্ষত্রিকুলে এই ধর্ম্ম না করি প্রার্থনা।
মাগিলে জগতে রহে দুর্যশ ঘোষণা॥
তথাপি তোমার কন্যা মাগি নরপতি।
তোমার সহিতে যেন বাঢ়য়ে পীরিতি॥
তবে রাজা বলে কিছু বিনয় বচনে।
তোমার অধিক বর নাহি ত্রিভুবনে॥
অশেষ লাবণ্যধাম সর্ব্বগুণ নিধি।
লক্ষ্মী যার পদযুগ সেবে নিরবধি॥
কিন্তু একখানি মোর সত্তে আছে লাজ।
বীর-বল পরীক্ষিতে কৈল এই ব্যাজ॥

(১) পাঠান্তর,—
"কেহ মৈল পলাইল মনে পাঞা লাজ"।

সত্তে মোর সেইখানি আছে বিমরিষ।
সপ্ত গোটা বৃষ আছে মহা দুর্দ্ধরিষ॥
অনেক নৃপতিগণ যুদ্ধভঙ্গ হই।
প্রাণ লয়্যা গেল তারা অপমান পাই॥
এই সপ্তগোটা বৃষ বান্ধ একবারে।
মোর কন্যার বর তুমি উচিত বিচারে॥
এতেক বচন শুনি প্রভু দামোদর।
দৃঢ় পরিকর করি বান্ধিলা কুণ্ডল।
সপ্তরূপ আপনে ধরিয়া ভগবান্।
সপ্ত বৃষ বান্ধে কাষ্ঠ-পুত্তলি সমান॥
হতবল হতদর্প করি বৃষগণ।
দামদড়ি দিয়া কৈল নির্য্যাসে বন্ধন॥
ধন্য ধন্য সর্ব্বলোকে করয়ে বাখান।
তুষ্ট হয়্যা তবে রাজা কৈলা কন্যাদান॥
লক্ষ্মীকান্ত বর দেখি রাজ-পত্নীগণে,
মঙ্গল আচার করে হরষিত মনে॥
উৎসব আনন্দে পুরী পূরিল সকল।
শঙ্খ ভেরী মৃদঙ্গ বাজন কোলাহল॥
নরনারীগণে মেলি বাটিল প্রসাদ।
পুরোহিত দ্বিজগণে করে আশীর্ব্বাদ॥
দশ সহস্র ধেনু দিল কনকে মণ্ডিত।
তিন সহস্র নারী দিল ভূষণে ভূষিত॥
মদমত্ত দিল নব সহস্র কুঞ্জর।
তার শতগুণ দিল রথ মনোহর॥
তার শতগুণ ঘোড়া শীঘ্র গতি যার।
তার শতগুণ দিল পাইক যুঝার॥
বর বধু রথে তুলি করিয়া সাজন।
বিবিধ মঙ্গল গীত বিবিধ বাজন॥
চালায়্যা কোশলপতি গেলা কথোদূর।
বিদায় করিয়া পাছে আইলা নিজপুর।
রাজগণে শুনিয়া এ সব সমাচার।
আসিয়া বেঢ়িল তারা পথের মাঝার॥
যার যার দর্পভঙ্গ হৈল বৃষ সনে।
তারা তারা আসিয়া বেঢ়িল দৃঢ়মনে॥
বাণ বরিষণ করে সৈন্যের উপর।
তা দেখিয়া উঠিলা অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর॥
গাণ্ডীবে যুড়িয়া বীর খরসান বাণ।
যুঝিলা অর্জ্জুন বীর করিয়া সন্ধান॥
বিচলিল রাজসৈন্য গেল ভয় পায়্যা।
সিংহ দেখি মৃগ যায় পলাইয়া॥
সত্যা বিভা করি তবে প্রভু হৃষীকেশ।
সর্ব্বসৈন্য লয়্যা কৈলা দ্বারকা প্রবেশ॥

নাগ্নজিতী লয়্যা কৃষ্ণ বিচিত্র মন্দিরে।
রমাপতি বিবিধ কৌতুকে রতি করে॥
শ্রুতকীর্ত্তি নামে বসুদেবের ভগিনী।
তার কন্যা ভদ্রা নামে পরম রমণী॥
কেকয় রাজার কন্যা পিসাত ভগিনী।
ভাইগণে দিলা বিভা কৈলা চক্রপাণি॥
সন্তর্দ্দন-আদি তার যত ভাইগণে।
কন্যা আনি দিল তারা কৃষ্ণের চরণে॥
মদ্রদেশে আর এক আছিল নৃপতি।
লক্ষণা তাহার কন্যা মহারূপবতী॥
তার স্বয়ম্বর হয় শুনিঞা কেশবে।
নিজপুরে হরি আনি বিভা কৈলা তবে॥
ষোড়শ সহস্র আর রাজকন্যা আনি।
নরক মারিয়া বিভা কেলা চক্রপাণি॥
অষ্ট মহিষী বিভা গোবিন্দ-চরিত।
শুনিলে সম্পদ বাঢ়ে হরয়ে দুরিত॥
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস বাণী।
ভাগবত-পুণ্যকথা প্রেমতরঙ্গিণী॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে অষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥৫৮॥

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

রামকিরী রাগ।

তবে রাজা জিজ্ঞাসিলা মুনির চরণে।
নরক অসুর বধ কৈল কি কারণে॥
ষোড়শ সহস্র কন্যা করিয়া হরণ॥
নরকে আনিল কিবা তাহার কারণ।
কহ গুরু যদুনাথ-বিক্রম বিস্তার।
শ্রুতি-সুখ হরিকথা অমৃতরসাল।
শুকদেব বলে কহি শুন নরেশ্বর।
অদভুত কৃষ্ণকথা শ্রুতি-মনোহর॥
নরক ইন্দ্রের ছত্র আনিল হরিয়া।
অদিতির নিজ শ্রুতি-কুণ্ডল কাড়িয়া॥
দেবের বিহার স্থল মণিময় গিরি॥
সুরগণসম্পদ সকল নিল হরি॥
কৃষ্ণের চরণে ইন্দ্র কৈল বিজ্ঞাপন।
নরক জনিত দুঃখ যত নিবেদন॥
এ বোল শুনিঞা কৃষ্ণ চলিলা সত্বরে।
সত্যভামা তুলি লৈল রথের উপরে॥
প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে যাই হৈলা উপসন্ন।
পর্ব্বতের গড় পুরী চৌদিগে দুর্গম॥
অস্ত্রে-শস্ত্রে গড় আর দেখি ভয়ঙ্কর।
বিষম জলের গড় তাহার ভিতর॥
আনলের আর গড় পরশে আকাশ।
পবনের গড় ঝড়বাত পরকাশ॥
দৃঢ়তর মুরপাশ তাহার ভিতরে।
তবে মুরহরহরি কোন যুক্তি করে॥
ভাঙ্গিলা পর্ব্বত গড় গদার প্রহারে।
কাটিলা অস্ত্রের গড় খরশান শরে॥
অগ্নিগড় জলগড় পবনের গড়।
চক্রে কাটি কৈল দূর প্রভু গদাধর॥
খড়্গে মুরপাশ কাটি কৈলা খানখান।
শঙ্খনাদে দৈত্যগণে কৈলা কম্পমান॥
মারিয়া গদার বাড়ি ভাঙ্গিলা প্রাচীর॥
শঙ্খনাদ শুনিঞা উঠিল মহাবীর॥
ত্রিশূল তুলিয়া বীর ধাইলা সত্বরে।
প্রলয় কালের যেন জলন্ত আনলে॥
ত্রৈলোক্য গিলিতে মুখ মেলে পঞ্চখান।
ফিরায় ত্রিশূল পাট বজ্রের সমান।
গরুড়ের শিরে তুলি মারিল ত্রিশূল।
পঞ্চমুখে কৈল মহা শবদ নিষ্ঠুর॥
দশদিক্ আকাশ পূরিল দিগন্তর।
ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ যুড়ি পূরিল অন্তর॥
পড়িল ত্রিশূলপাট দেখিল শ্রীহরি।
দুই শরে কাটে শূল তিনখান করি॥
পাঁচ শরে পঞ্চমুখ বিন্ধিল তাহার।
ক্রোধেতে জ্বলিল সে অসুর দুরাচার॥
পেলিয়া মারিল গদা কৃষ্ণের উপরে।
তবে নিজ গদা তুলি নিলু গদাধরে॥ (১)

(১) পাঠান্তর,—
"তবে নিজ গদা তুলি ধাইল গদাধরে॥

গদায় কাটিয়া গদা কৈল খানখান।
তবে দশ (১) ভুজ তুলি ধাইল বলবান্॥
চক্রে মাথা কাটি তার প্রভু চক্রধর।
ছয়খান কৈল বীর রণের ভিতর॥
মুর কাটা গেল যেন পর্ব্বত-শিখর।
পড়িল দারুণ বীর জলের ভিতর॥
মুরের আছিল সপ্ত পুত্র মহাবলী।
বাপের মরণ শুনি ধাইল ক্রোধ করি॥
তাম্র অন্তরীক্ষ নাম শ্রবণ কুমার।
বিভাবসু বসু নভস্বান্ দুরাচার॥
বরুণ কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ পীঠ নাম জানি।
সাত পুত্র ধাইল বাপের বধ শুনি॥
নানা অস্ত্র ধরে তারা পরম যুঝার॥
শর বরিষণ করে খড়্গের প্রহার॥
গদা শক্তি ত্রিশূল তোমর মুদ্গর।
ফেলিল সকল অস্ত্র কৃষ্ণের উপর॥
অমোঘ বিক্রম হরি কোন্ কর্ম্ম করে।
কাটিল সকল অস্ত্র খরতর শরে॥
তিল-পরিমাণ করি কৈলা খণ্ড খণ্ড।
কারো মাথা কাটিল কারো ভুজদণ্ড॥
মাঝে মাঝে কাটা গেল কেহ খর শরে।
সাত বীর কাটা গেল গেল যমঘরে॥
শুনিঞা নরক রাজা পৃথিবী-কুমার।
সাত বীর কাটা গেল মহাবলীয়ার॥
প্রলয় আনল যেন ক্রোধে বীর জ্বলে।
আকর্ণ শবদ করি উঠিল সত্বরে॥
মদমত্ত মহাগজ মেঘ পরিমাণ।
সঙ্গে করি লয় যত বীরের প্রধান।
ধাঞা আইল ধরাসুত পুরে বাহিরে।
চৌদিকে বেঢ়িয়া তারা রহে মহাবীরে॥
গরুড়ের কান্ধে হরি দেখিল অসুরে।
সতড়িত মেঘ যেন সূর্য্যের উপরে॥
দেখিয়া জ্বলিল ভূমিসুত মহাবীর।
দংশিল অধরপুট কম্পিত শরীর॥
শতঘ্নী পেলিয়া মারে কৃষ্ণের উপরে।
যোধগণে নানা অস্ত্র পেলে একবারে॥
অস্ত্র-বরিষণে হৈল রণে অন্ধকার।
তবে কৃষ্ণ শিলীমুখ যুড়ে তীক্ষ্ণধার॥
সৈন্যের উপরে মেলে শিলীমুখ বাণ।
কারো মাথা কাটা গেল কারো নাক কাণ॥

(১) পাঠান্তর,—"দস্যু"।

কেহ মাঝে কাটা গেল কারো হাত পা।
কারো আঁখি মুখ কারো কাটা গেল গা;
তুরঙ্গ মাতঙ্গ পড়ে রণের ভিতরে।
রণভূমি শোভা করে বীর-কলেবরে॥
যত বাণ ছড়ে বীর করিয়া সন্ধান।
বাণে কাটি করে কৃষ্ণ তিল-পরমাণ॥
তবে কোন কর্ম্ম করে বিনতা-নন্দন।
তুণ্ডের প্রহারে করে সৈন্য নিপাতন॥
গজকুম্ভে করে তীক্ষ্ণ নখের প্রহার।
পাখশাটে পাড়ে ঘোড়া শীঘ্রগতি যার॥
তুণ্ড নখে খণ্ড খণ্ড গজ-কলেবর।
প্রাণ লয়্যা পালাইল পুরের ভিতর॥
ভূমিসুত দেখি সর্ব্ব সৈন্য বিচলিল।
শক্তি পাট তুলি বীর সাত পাক দিল॥
পেলিয়া মারিল শক্তি কৃষ্ণের উপরে।
না কাঁপিল (১) যদুসিংহ শক্তির প্রহারে॥ (২)
কুসুমের মালা যেন পড়ে গজ-শিরে।
ব্যর্থ শক্তি দেখিয়া ত্রিশূল লৈল করে॥
যাবত নরক বীর শূল নাহি ছাড়ে।
চক্রে মাথা কাটিয়া আনিল চক্রধরে॥
মুকুট কুণ্ডল হার শিরের ভূষণ।
ভূমিতে পড়িল শির দেখিতে শোভন॥
পড়িল নরকবীর রণের মাঝারে।
দৈত্যগণে শবদ উঠিল হাহাকারে॥
মুনিগণে স্তুতি কৈল দুন্দুভি বাজন।
সুরগণে কেলে দিব্য মালা-বরিষণ॥
বৈজয়ন্তী মালা আর অদিতি-কুণ্ডল।
পৃথিবী আনিঞা দিল কৃষ্ণের গোচর॥
আনিঞা ইন্দ্রের ছত্র কৈলা সমর্পণ॥
মহামণি দিয়া বেদী কৈল নিবেদন॥
প্রণাম করিয়া দেবদেবের চরণে।
করযোড় করি স্তুতি করে শুদ্ধমনে॥
নমো নমো দেব দেব শঙ্খ-চক্রধর।
ভকত ইচ্ছায় ধর দিব্য কলেবর॥
নমো হে পঙ্কজনাভ হে পঙ্কজ-মালি।
নমো হে পঙ্কজনেত্র চিত্র-গাত্রধারী॥
নমো হে পঙ্কজপদ নমো ভগবান্।
বাসুদেব চক্রধর পুরুষপুরাণ॥

(১) পাঠান্তর,—"জানিল"।
(২) 'দৃষ্ট্বা বিদ্রাবিতং সৈন্যং গরুড়েনাদিতং স্বকম্। তং ভৌমঃ প্রাহরচ্ছক্ত্যা বজ্র॥

নমো অজ জগত-জনক পূর্ণবোধ।
অনন্ত-শকতি ভব-জলনিধি-পোত ॥
রজোগুণ ধরি তুমি বিশ্ব-সৃষ্টি কর।
তমোগুণ ধরি তুমি জগত সংহার ॥
সত্ত্বগুণ ধরি কর জগত পালন।
প্রকৃতি পুরুষ কাল তুমি নারায়ণ ॥
মূর্ত্তি পৃথ্বী জল জ্যোতি আকাশ পবন।
বিষয় ইন্দ্রিয় আদি সব দেবগণ ॥
জীব জীবগতি আর যত চরাচর।
এ সব কল্পিত প্রভু ভরম কেবল ॥
অদ্বৈত পরমানন্দ তুমি সত্যে সত্য।

প্রতিহতো যতঃ। নাকম্পত তয়া বিষ্ণো
মালাহত ইব দ্বিপঃ। শূলং ভৌমচ্যুতং হন্তু-
মাদদে বিতথোত্তমঃ॥" ১০।৫৯।১১।২

তোমা বিনে ভ্রম সব কিছু নহে নিত্য ॥
নরকের পুত্র-এই ভয় পেয়্যা মনে।
চরণপঙ্কজে নাথ পশিল শরণে ॥
প্রপন্ন-পালন নাথ করিবে পালন।
করপদ্ম কর নাথ শিরে আরোপণ ॥
এত স্তুতি কৈলা যদি ভক্তি-ভাব করি।
পৃথিবীর তরে তুষ্ট হইলা শ্রীহরি ॥
নরকের পুত্রকে অভয় বর দিয়া।
অন্তঃপুরে গেলা তবে আপনে চলিয়া ॥
ষোড়শ সহস্র কন্যা জিনিঞা নৃপতি।
আনিঞা নরক রাজা রাখিল দুর্ম্মতি ॥
ষোড়শ সহস্র কন্যা দেখিয়া শ্রীহরি।
বিমোহিত হৈল তারা লজ্জা পরিহরি ॥
মনে মনে বরিল সকল কন্যাগণে।
এই পতি হোক মোর জনমে জনমে ॥
দেবগণ তুষ্ট হউ বিধি অনুকূল।
এই পতি হয় যেন রূপের ঠাকুর (১)।
তা-সভার হৃদয় বুঝিয়া বনমালী।
দ্বারকা পাঠায়্যা দিল নরযানে তুলি ॥
মহাধন-ভাণ্ডার বিচিত্র রথ ঘোড়া।
মদমত্ত গজ যেন পর্ব্বতের চূড়া ॥
ঐরাবত-কুলজাত পাণ্ডুরবরণ।
চারি দন্ত মনোহর সর্ব্ব সুলক্ষণ ॥
বাছিয়া চৌষট্টি গজ আনি গদাধরে।
সকল পাঠায়্যা দিল দ্বারকানগরে ॥

তবে কৃষ্ণ স্বর্গলোকে কৈলা আরোহণ।
ইন্দ্র-আদি দেবগণ কৈলা সম্ভাষণ ॥
স্বর্গলোক পবিত্র করিতে আছে মন।
স্বর্গপুরে গেলা হরি তাহার কারণ ॥
অদিতির তরে দিল রতন-কুণ্ডল।
মহামণি-ছত্র দিল ইন্দ্রের গোচর ॥
ইন্দ্র-আদি দেবগণ পূজিল বিধানে।
সত্যভামা দেবী পূজে দেবপত্নীগণে ॥
দেবগণ সনে হরি কৈলা সম্ভাষণ।
পুনরপি ক্ষিতিতলে করিলা গমন ॥
সত্যভামা বচনে তুলিয়া পারিজাত।
গরুড়ের উপরে স্থাপিলা যদুনাথ।
তবে দেবগন সঙ্গে বাজিল সংগ্রাম।
জিনিঞা আনিলা পারিজাত ভগবান ॥
সত্যভামাদেবী-পুরে কৈলা আরোপণ।
গন্ধ-লোভে স্বর্গ হৈতে আইল ভৃঙ্গগণ ॥
হরিবংশে পরিজাত-হরণ বিস্তার।
ভাগবতে কহি সার করিয়া উদ্ধার ॥
ষোড়শ সহস্র পুরী করিয়া নির্ম্মাণ।
ষোড়শ সহস্র কন্যা থুইলা ভগবান ॥
ষোড়শ সহস্র রূপ ধরিয়া আপনে।
ষোড়শ সহস্র বিভা কৈলা একিক্ষণে ॥
প্রতিরূপে প্রতি পুরে রহে সেইমনে।
যার সম অতিশয় নাহি ত্রিভুবনে ॥
সৌন্দর্য্যাদি (১) মত নহে কায়বূহাভাস।
শুন পরীক্ষিত কৃষ্ণে-অচিন্ত্য-প্রকাশ ॥
পুরে পুরে রামাগণ লঞা রমাপতি।
রমিঞা দেখায় গৃহ-সুখ-ভোগগতি ॥
হেন রমাপতি পতি লঞা নারীগণে।
ব্রহ্ম-ভব-আদি যার পথ নাহি জানে ॥
অবিরত কৈল তারা চরণ ভজন।
সলজ্জ কটাক্ষপাত মধুর ভাষণ ॥
দূরে দেখি ভয়ে সকচিত বধূগণে।
আসনে বসায়্যা করে পাদপ্রক্ষালনে ॥
তাম্বুল যোগায় ক্ষণে চামর ঢুলায়।
ক্ষণে দিব্য গন্ধ মাল্য ভূষণ পরায় ॥
শয়ন ভোজন পান কেশপ্রসাধন।
সর্ব্বভাবে বধূগণ ভজে সর্ব্বক্ষণ ॥

---

(১) পাঠান্তর,—"জনম সকলে।"

(১) সৌন্দর্য্যাদি।

শত শত দাসীগণ থাকে সন্নিধানে।
তবু তারা পতিসেবা কর‍য়ে আপনে॥
ভাগবত-আচার্য্যের মধুর ভাষণ।
সুখে যেন ভাগবৎ বুঝে সর্ব্বজন॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯॥

ষষ্টিতম অধ্যায়।

দেশাগ রাগ।

(শুকমুনি বলে রাজা শুন সাবধানে।
আর অপরূপ কথা কহিব এক্ষণে॥)
একদিন সুখশয্যা হেম-সিংহাসনে।
বসিয়া জগৎ- গুরু আছেন্ত আপনে॥
পরিচর্য্যা করে দেবী ভীষ্মক-দুহিতা।
সখীগণ সঙ্গে করি প্রেমে আনন্দিতা॥
চমার ঢুলার কেহ বিবিধ সেবন।
যে প্রভু লীলায় করে জগত সৃজন॥
ধর্ম্ম সংস্থাপন-হেতু জন্ম যদুকুলে।
হেন কৃষ্ণে পতিভাবে সেবে কুতূহলে॥ (১)
রতননির্ম্মিত চারু বিতান মণ্ডিত।
উজ্জ্বল মুকুতাদাম তোরণ লম্বিত॥
মণিময় দীপগণ রচনা সুসার।
বিলোল মল্লিকামালা ভ্রমর-ঝঙ্কার॥
জালরন্ধ্রে চান্দের কিরণ ঝলমলি।
পারিজাত পবন আনন্দযুত পরী॥
অগোর সুগন্ধ-ধূপ-গন্ধে আমোদিত।
পয়ঃফেন সম শয্যা পালঙ্ক শোভিত॥
হেন দিব্য পুরী মণি-মন্দির ভিতরে।
বসিয়া আছেন সুখ শয্যার উপরে॥
রতন রচিত দণ্ড বিচিত্র চামর।
সখী হস্তে হৈতে লঞা দাণ্ডায় নিয়ড়॥
উপাসনা করে দেবী চামর বীজনে।
শিঞ্জিত মঞ্জীর মণি রঞ্জিত চরণে॥
রতন-অঙ্গুরী কর-অঙ্গুলী-বিলাস।
বিলোল চামর দণ্ড করে পরকাশ॥
কুচ বিনিহিত তনু-বসন বিরাজ।
কুসুমরঞ্জিত শ্যাম তনু তনু মাঝ॥
নিতম্ব বিস্তৃত ধৃত কিঙ্কিণী বিলোল।
তরলিত অঙ্গ প্রেম-তরঙ্গ-কল্লোল॥
হেন রূপ ধরে দেবী লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী।
প্রভু-অনুরূপ-রূপ ধরে গুণবতী॥
তবে দেব দেব বিদগধ শিরোমণি।
হাসিয়া দেবীর তরে বলে কোন বাণী॥
আমার বচন শুন রাজার কুমারী।
ইন্দ্র চন্দ্র সম নৃপগণ মহাবলী॥
মহা-অনুভাব রূপ বলবীর্য্য ধরে।
তারা সব তোমাকে বাঞ্ছিল নিরন্তরে॥
বাপ ভাই অঙ্গীকার কৈলা তা-সভারে।
কেনে বা না বরিলে সে সব নৃপবরে॥
তা-সভারে তেজি তুমি আমারে বরিলে।
নারী-বুদ্ধি তুমি বিচারিয়া না বুঝিলে॥
সে সব রাজার আমি না হই সমান।
তা-সভারে ভয়ে আমি বড় কম্পমান॥
সমুদ্র-শরণ করি আছি তার ভয়ে।
মহাবলী তারা সব সতত হিংসয়ে॥
যদুকুলে নাহি প্রায় রাজ্য-অধিকার।
হেন যদুকুলে দেখি জনম আমার॥
লোকধর্ম্ম নাহি যার সর্ব্বত্র খেয়াতি।
তাহাকে ভজিলে দুঃখ পায় নারীজাতি॥
অকিঞ্চন প্রিয় আমি হই অকিঞ্চন।
না ভজে আমাকে প্রায় ধনাঢ্য যে জন॥
যার যার সমধন সমান জনম।
সমান ঐশ্বর্য্য বল-বীর্য্য-পরাক্রম॥
তার তার সহ যোগ্য বিবাহ মৈত্রতা।
উত্তমের সহ নহে অধম যোগ্যতা॥
বিচার না কৈল তুমি অল্প গেয়ানে।
গুণহীন আমাকে ভজিলে কি কারণে॥

---

(১) পাঠান্তর,—"নিরন্তরে"।

ভিক্ষুগণে সত্তে করে আমার প্রশংসা।
কুল ধন সম্পদে আমার করে হিংসা॥
আপনার অনুরূপ রাজার কুমার।
এখনে বুঝিয়া পতি বর আরবার॥
হেন পতি বর তুমি থাক যেন সুখে।
দুঃখ যেন নহে ইহলোকে পরলোকে॥
শিশুপাল জরাসন্ধ আদি নৃপগণে।
তারা সব দ্বেষভাব করে অনুক্ষণে॥
তোমার অগ্রজ রুক্মী হিংসে নিরন্তর।
এ বোল বুঝিয়া তুমি এর যোগ্যবর॥
তা-সভার দর্পচূর্ণ করিব কারণে।
তোমাকে হরিয়া আমি আনিলুঁ আপনে॥
উদাসীন হয়্যা থাকি নাহি পরিবার।
পুত্র দার কামুক না হই সর্ব্বকাল॥
আপনেই পূর্ণ দেহে গেহে উদাসীন।
কোনকালে কর্ত্তা নাহি গুণ কর্ম্মহীন॥
পরীক্ষার তরে বলি এতেক বচন।
নিশব্দ হৈলা তবে দৈবকীনন্দন॥
সখী-হাত হনে দেবী আনিলা চামর।
সেই তার গর্ব্বখানি দেখি গদাধর॥
দর্পভঙ্গ করিব শুনিব তার বাণী।
তে কারণে এতেক বলিলা যদুমণি॥
শুনিঞা প্রভুর বাণী ভীষ্মক দুহিতা।
কম্প উপজিল চিত্তে ভয়ে সচকিতা॥
দুরন্ত চিন্তায় নাহি মুখের উত্তর।
অরুণ চরণ-নখে লেখে ক্ষিতিতল।
কুচযুগ পাখালিল নয়নের জলে॥
অধোমুখে রহে দেবী বচন না সরে॥
দুঃখ শোক ভয়ে দেবী হৈল মুরুচিতা।
শিথিল বলয়াবলি হস্ত বিগলিতা॥
হস্তে হৈতে চামর পড়িল ভূমিতলে।
আছাড়ে পড়িল দেবী শরীর না ধরে॥
পবনে কম্পিয়া যেন পড়য়ে কদলী।
পড়িলা রুক্মিণীদেবী জ্ঞান পরিহরি॥
দেখিয়া প্রিয়ার প্রেম প্রভু দয়াময়।
অনুকম্পা কৈলা তবে প্রসন্ন হৃদয়॥
সিংহাসন হৈতে হরি নাম্বিলা সত্বরে।
চতুর্ভুজ হয়্যা দেবী তুলি নিলা কোলে॥
দুই হস্ত দিয়া কৈল কেশ প্রসাধন।
আর দুই হস্তে দেবী কৈলা আলিঙ্গন॥
দক্ষিণ-কমল-করে মুখ সম্মার্জ্জিল।
নয়নের জল প্রভু মুছিয়া ফেলিল॥

কুচ মার্জ্জন করি শান্তিয়া বচনে।
বলিতে লাগিলা তবে বিনয় কথনে॥
না কর না কর দেবী দোষ আরোপণ।
দুঃখ ছাড়ি চিত্ত তুমি কর নিবারণ॥
তোমার বচন দেবী শুনিব কারণে।
দেখিব তোমার মুখ ক্রোধপরায়ণে॥
কুটিল কটাক্ষপাত কম্পিত অধর।
তে কারণে পরিহাসে বলিলু উত্তর॥
এই যে পরম লাভ দেখি গৃহী জনে।
পরিহাসে যায় কাল নারী সম্ভাষণে॥
এতেক বচন বলি দৈবকানন্দন।
শান্তিয়া দেবীর চিত্ত কৈল নিবারণ॥
প্রিয় পরিত্যাগভয় তেজিয়া সুন্দরী।
ঈষৎ কটাক্ষভঙ্গে শ্রীমুখ নেহারি॥
সলজ্জ মধুর হাস্য কি বলে বচন।
সত্য সত্য সত্য নাথ তোমার কথন॥
সত্য শতপত্র-নেত্র বচন তোমার।
তোমার সদৃশী আমি নহি যোগ্যদার॥
নিজ মহিমায় পূর্ণ ত্রিগুণ-ঈশ্বর।
সর্ব্ব অন্তর্যামী তুমি প্রকৃতির পর॥
আমি গুণময়ী মায়া প্রকৃতি-স্বরূপা।
কোন্ গুণে হৈব নাথ তোমার অনুরূপা॥
আমার কটাক্ষপাত লভিবার তরে।
ব্রহ্মা-আদি সুরগণ পদসেবা করে॥
হেন আমি প্রকৃতি সকল দোষময়ই।
কোন্ গুণে তোমার সদৃশী আমি হই॥
সমুদ্র-শরণ করি আমি আছি ভয়ে।
সেই সত্য কহিলে অন্যথা নাহি হয়ে॥ (১)
সমুদ্র-হৃদয়-পদ্ম তাথে বৈস তুমি।
কুপুরুষ সঙ্গ তেজি সুখে আছ স্বামী॥
রাজপদ তমোময় নরক দুয়ার।
তাহা বস্তু জ্ঞান করি কি হয় তোমার॥
তোমার সেবক যাহা দূরে পরিহরে।
রাজপদ অধম পুরুষে ভোগ করে॥
যে তুমি কহিলে আমি লোকধর্ম্ম ছাড়ি।
তেজিয়া বেকত-বেশ গুপ্ত-বেশ ধরি॥
সহো সত্য সত্যবাদী তুমি ভগবান্।
তার কথা কহি কিছু তোমা বিদ্যমান॥
তোমার পদারবিন্দ-মকরন্দ ভজে।
নর-পশুগণে তার পথ নাহি বুঝে॥

(১) পাঠান্তর,—"অসত্য কভু নহে"।

কে বুঝিবে তোমার গুপত-পথ-ধর্ম্ম ।
পূর্ণব্রহ্ম ঈশ্বরের অলৌকিক কর্ম্ম ॥
লোক-বাহ্যকর্ম্ম করে তোমার কিঙ্করে ।
ঈশ্বরের পথ কেবা বুঝিবে সংসারে ॥
অকিঞ্চন নাম তুমি সার্থক কহিলে ।
তোমা বিনে কিছু নাহি ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে ॥
জগত-পূজিত ব্রহ্মা-আদি দেবগণ ।
তারা-সব করে যার চরণ সেবন ॥
ধনলোভে অন্ধ শিশ্নোদর-পরায়ণে ।
তারা-সব তোমারে জানিব কোন্‌মনে ॥
পূজিতের পূজ্য তুমি বিধির বিধাতা ।
সর্ব্বফলময় তুমি সর্ব্বফলদাতা ॥
নৃপশিরোমণিগণে তেজিয়া সকল ।
তোমাকে বাঞ্ছিয়া যায় বনের ভিতর ॥
সে-সভ-সমাঝে তুমি বৈস মহাশয় ।
স্ত্রী পুরুষের সঙ্গ কভু উচিত না হয় ।
দণ্ড ত্যাগ করি মহামুনি যোগেশ্বর ।
যার গুণ কীর্ত্তন করয়ে নিরন্তর ॥
জগতের আত্মা তুমি আত্মা কর দান ।
তে-কারণে তোমাকে বরিলুঁ ভগবান্
অজ-ভব-পুরন্দর-আদি দেবগণ ।
ভুরুভঙ্গে তা-সভার কর নিপাতন ॥
তে-কারণে তা-সভা তেজিয়া দূরন্তরে ।
শরণ পশিলু তব চরণকমলে ॥
এই সে বচনখানি জড় হেন মানি ।
ধনুক টঙ্কারে তুমি নৃপগণ জিনি ॥
সিংহ যেন বলি হরে হরিলে আমারে ।
তা সভার ভয়ে তুমি পশিলে সাগরে ॥
এই সে বচনখানি না ঘটে তোমার ।
আর যত কহিলে সকল বাক্য সার ॥
পৃথু-গয়-যযাতি-নৃপতি-শিরোমণি ।
একচক্রে তারা সব শাসিলা মেদিনী ॥
সপ্তদ্বীপেশ্বর এক-দণ্ড-অধিকার ।
তারা সব পাদপদ্ম বাঞ্ছিয়া তোমার ॥
রাজ্য তেজি বনে গেলা তোমার কারণে ।
হেন মহামহেশ্বর তুমি ত্রিভুবনে ॥
অভয় পদারবিন্দে করিয়া শরণ ।
অবসাদ হৈব পুনু এ নহে ঘটন ।
তোমার চরণ-সরোরুহ-সুধাগন্ধ ।
নির্ব্বাণ-সম্পদ-পদ জন-তাপ-ভঙ্গ ॥
সাধুজনমুখরিত কমলা-আলয় ।
হেন পাদপদ্ম কেবা করিয়া নিশ্চয় ॥

গুণহীন কুপুরুষ ভজিব বিচারে ।
হেন কোন্ নারী আছে সংসার ভিতরে ॥
জগত-অধীশ তুমি অনুরূপপতি ।
ইহলোক পরলোক ত্রিভুবন গতি ॥
সর্ব্বকামপূরক ঈশ্বর গুণনিধি ।
সতে দুই চরণ শরণ নিরবধি ॥
কর্ম্মবন্ধে যথা তথা জনম লভিয়ে ।
এই পদযুগ যেন গতি মোর হয়ে ॥
তুমি যে যে নৃপগণ কৈলে উপদেশ ।
স্ত্রীজিত তাহারা সব পশুনির্ব্বিশেষ ॥
নিরবধি তারা সব রহে নারীঘরে ।
গর্দ্দভ বিড়াল ভৃত্য সম চাটুকারে ॥
সে সব নারীর তেন পতি সমুচিত ।
তারা সব নাহি শুনে তোমার চরিত ॥
যেবা নাহি করে হেন যশ-রস-পান ।
ব্রহ্মা-ভব-সভায় যে যশ-কথা-গান ॥
দেহের বাহিরে নখ-লোম আচ্ছাদিত ।
মল-মূত্র-রক্ত-মাংস অন্তরে পূরিত ॥
জীয়ন্তেই শব সম নরকলেবর ।
পতিভাবে নারীগণ ভজে নিরন্তর ॥
মধুগন্ধ পাদপদ্ম যারা নাহি সেবে ।
সেই নারীগণ তারে ভজে পতিভাবে ॥
তোমার চরণে অনুরাগ নিরন্তর ।
সবে মোর রহে যেন এই মাগো বর ॥
নিজানন্দে পূর্ণ তুমি সর্ব্ববুদ্ধি কর ।
যদ্যপি কোথাহো তুমি পীরিতি না ধর ।
সৃষ্টিকালে তথাপি করিবে দৃষ্টিপাত ।
সেই অনুগ্রহ মোর পরম প্রসাদ ॥
নব নব পুরুষে কন্যার হয় মতি ।
অম্বুরী সদৃশী সে যে কন্যা নহে সতী ॥
বধূজনে না করে অসতী পরিণয় ।
যাবা হৈতে পরলোকে অধোগতি হয় ॥
এতেক বচন শুনি দেব-দেবেশ্বর ।
শান্তিয়া ।ক বলে তবে পীরিতি উত্তর ॥
শুন শুন দেবি আমি কৈলুঁ পরিহাস ।
শুনিতে তোমার কিছু বচন-বিলাস ॥
তে-কারণে পরিহাস কৈলু সম্ভাষণ ।
চিন্তা পরিহর তুমি স্থির কর মন ॥
যত তুমি কহিলে সকল সত্য-বাণী ।
সর্ব্বগুণধর তুমি পরম কল্যাণী ॥
যে যে বাঞ্ছা কর তুমি সতী পতিব্রতা ।
লভিবে সকল তুমি একান্তভকতা ॥

চালনা করিতে কৈলুঁ এত পরকার।
তমু চিত্ত বিচলিত নহিল তোমায়॥
তপ ব্রত করি করে আমার ভজন।
অপবর্গদাতা আমি ভৃত্য-পরায়ণ॥
কামবর মাগে যদি মায়ায় মোহিত।
হতভাগ্য সেইজন কেবল বঞ্চিত॥
নরকেহো কামভোগ অদৃষ্টে মিলয়।
তাহার কারণে ভজে মূর্খ দুরাশয়॥
যত পরিচর্য্যা তুমি কৈলে গৃহেশ্বরী।
সর্ব্বভাবে আমাতে ভজিলে প্রেম করি॥
যাহা হৈতে এই ভববন্ধ দূর হয়।
আনের শকতি তাহা করণে না যায়॥
তোমা হেন গৃহিণী না দেখি নারীকুলে।
নৃপগণ স্বয়ম্বরে আসি সভে মিলে॥
তা-সভারে না গণিলে তৃণ-বুদ্ধি করি।
ব্রাহ্মণে পাঠায়্যা দিলে গুপ্তভাব ধরি॥
ভাই-বিড়ম্বন তুমি সাক্ষাতে দেখিলে।
আমার প্রণয়-ভয়ে কিছু না বলিলে॥
ভ্রাতৃবধ-দুঃখ তুমি সেহ না গণিলে।
এতেকেই-দেবি তুমি আমাকে জিনিলে॥
এতেক বচন বলি দৈবকীনন্দন।
শান্তিয়া রুক্মিণী দেবী কৈলা নিবারণ॥
ত্রিজগত-গুরু হরি নর-অবতার।
নরলোকে গৃহধর্ম্ম করিল প্রচার॥
রময়ে রমণীগণ করিয়া রমণ।
নিজকামে পরিপূর্ণ প্রভু নারায়ণ॥
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-বাণী।
মহাভাগবত-কথা প্রেমতরঙ্গিণী॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬০॥

একষষ্টিতম অধ্যায়।

ধানসী রাগ।

তবে রাজা শুন কৃষ্ণের বংশের বিস্তার।
মহাবল পরাক্রম বিক্রম বিশাল॥
এক এক রমণীর দশ দশ সুত।
কৃষ্ণসম রূপ তেজ সর্ব্বগুণযুত॥
প্রতি পুরে পুরে কৃষ্ণ নিরন্তর বৈসে।
রমণীগণের মন পুরায় হরিষে॥
চারু কর-কমল বিশাল ভুজদণ্ড।
প্রেমহাস রস-নিরীক্ষণ ভুরুভঙ্গ॥
অমল-কমল মুখ বচন রসাল।
শতপত্র-চারু-নেত্রযুগল-বিশাল॥
দেখিয়া বনিতাগণ হৈল বিমোহিত।
শিথিল সকল অঙ্গ বিগলিত চিত্ত॥
সলজ্জ মধুর হাস্য কটাক্ষবিলাস।
ভুরুভঙ্গ ললিত লাবণ্য-পরকাশ॥
ষোড়শ সহস্র বর রমণীমণ্ডল।
নানাভাবে রতিরস রচিল বিস্তর॥
তমু কৃষ্ণমন না পারিল জিনিবার।
হেন কৃষ্ণ ত্রিভুবন-বিজয়-বিহার॥
রমাপতি পতি হেন মানি নারীগণে।
ব্রহ্মা-আদি যার পদ-তত্ত্ব নাহি জানে॥
হেন কৃষ্ণ নিরবধি কৈল আরাধন।
পতিভাবে সতত সেবিল নারীগণ॥
সহস্র সহস্র দাসী ছিল আজ্ঞাকারী।
তমু তারা আপনে সেবিল প্রেম করি॥
অষ্টমহিষীর পুত্র প্রদ্যুম্ন প্রধান।
শুন পরীক্ষিত রাজা কহি আর নাম॥
প্রদ্যুম্ন প্রথম পুত্র সভার প্রধান।
চারুদেষ্ণ সুদেষ্ণ কুমার বলবান॥
চারুদেহ চারুগুপ্ত সুচারু সুধীর।
ভদ্রচারু চারুচন্দ্র বিচারু-প্রবীর॥
আর পুত্র চারু নামে এ দশ তনয়।
রুক্মিণীর গর্ভে জনমিল মহাশয়॥
ভানু সুভানু আর স্বর্ভানু সুন্দর।
প্রভানু কুমার ভানুমান্ মহাবল॥
চন্দ্রভানু বৃহদ্ভানু অতিভানু নাম।
প্রতিভানু বিভানু কুমার বলবান॥

সত্যভামার দশ পুত্র জগতে বিদিত।
জাম্ববতীর পুত্রের নাম শুন পরীক্ষিত॥
সাম্ব সুমিত্র পুরুজিৎ বলবান্॥
শতজিৎ কুমার সহস্রজিৎ নাম॥
চিত্রকেতু বিজয় দ্রবিণ বসুমান।
ক্রতু নাম যার পুত্র বীরের প্রধান॥
বীরচন্দ্র অশ্বসেন চিত্রগু কুমার।
বেগবান বৃষ আর বিক্রম অপার॥
শঙ্কু বসু শ্রীমান কুমার কুন্তি নাম।
নাগ্নজিতীর দশ পুত্র মহাবলবান॥
শুক কবি বৃষ বীর সুবাহু তনয়।
ভদ্র এক শান্তি দর্শ মহাশয়॥
পৌর্ণমাস আর পুত্র কালিন্দী কুমার।
সোমক তনয় আর বিদিত সংসার॥
প্রঘোষ তনয় গাত্রবান সিংহ বল।
প্রবল উদ্ধগ মহাশক্তি ধনুর্দ্ধর॥
সহ ভুজ কুমার অপরাজিত নাম।
মাদ্রীদেবীর দশ পুত্র মহাবলবান্॥
বৃক হর্ষ কুমার অনিল গৃধ নামে।
বর্দ্ধন অন্নাদ নামে বিদিত ভুবনে॥
মহাংশ পবন বহ্নি আর ক্ষুধি নাম।
মিত্রবিন্দার দশ পুত্র মহাবলবান॥
অগ্রজ সংগ্রামজিৎ বৃহসেন নাম।
শূর প্রহরণ অরিজিৎ বলবান॥
জয় সুভদ্র রাম আয়ু সত্য নামে।
ভদ্রাদেবীর দশ পুত্র বিদিত ভুবনে॥
দীপ্তিমান্ তাম্র আদি এ রোহিণীসুত।
দশ পুত্র জনমিল মহাবল যুত॥
বিবাদ-খণ্ডন-হেতু রুক্মী নরপতি।
প্রদ্যুম্নেরে কৈলা দান কন্যা রুক্মিবতী॥
অনিরুদ্ধ জনমিল তাহার উদরে।
প্রদ্যুম্নের পুত্র তেঁহো বিদিত সংসারে॥
ষোড়শ সহস্র দেবী কৃষ্ণের রমণী।
মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মদেবী জগৎ-জননী॥
কোটি কোটি পুত্র পৌত্র জন্মিল তাঁহার।
সে সব গণিবে হেন শকতি কাহার॥
তবে রাজা জিজ্ঞাসিল মুনি-সন্নিধানে।
অরি-পুত্রে রুক্মী কন্যা দিল কি কারণে॥
কৃষ্ণেরে মারিতে করে সতত সন্ধান।
তবে কেনে প্রদ্যুম্নেরে কৈলা কন্যাদান॥
বৈরিভাবে দুহার বিবাদ অনুক্ষণে।
বিবাহ-সম্বন্ধ দুঁহে ঘটিল কেমনে॥

ভূত ভব্য বর্ত্তমান তোমার গোচর।
জ্ঞানচক্ষে সব তুমি দেখ যোগেশ্বর॥
মুনি বলে শুন রাজা কহি বিবরণ।
নিরবধি করে রুক্মী বৈরী সোঙরণ॥
মনে দুঃখ নাহি ছাড়ে পায়্যা অপমান।
তথাপি ভাগিনা পায়্যা কেল কন্যাদান॥
কন্যা-বিভা দিল রুক্মী পেয়্যা দিব্য বর।
স্বয়ম্বর-স্থল নিরমিল মনোহর॥
নৃপগণে আসিয়া মিলিল স্বয়ম্বরে।
প্রদ্যুম্ন তাহাতে গেলা দেখিবার তরে॥
কন্যা স্বয়ম্বর স্থানে কৈলা আগমন।
কন্যা দেখি মোহিত হইল বীরগণ॥
সাক্ষাৎ কন্দর্প দেখি কৃষ্ণের কুমার।
প্রদ্যুম্নের গলে কন্যা দিল রত্নমাল॥
তবে নৃপগণ সহে বাজিল সংগ্রাম।
জিনিঞা আনিল কন্যা বীরের প্রধান॥
তবে রুক্মী ভাগনীর করিতে পীরিতি।
প্রদ্যুম্নেরে বিভা দিল কন্যা রুক্মবতী॥
হেনমতে রুক্মী সহে সম্বন্ধ বিধান।
আর কথা কহি রাজা কর অবধান॥
রুক্মিণী দেবীর কন্যা চারুমতী নামে।
কৃতবর্ম্মার পুত্রে তাহা কৈলা সম্প্রদানে॥
আছিল রোচনা নামে রুক্মীর নাতিনী।
রুক্মী বিভা দিল তার অনিরুদ্ধে আনি॥
বন্ধু-বৈরকর্ম্ম রাজা তথাপি চিন্তিল।
সম্বন্ধ বিশেষ করি প্রীতি বাঢ়াইল॥
যদ্যপি এরূপ হয় সম্বন্ধে অধর্ম্ম।
পীরিতি কারণে রুক্মী কৈল হেম কর্ম্ম॥
শুভকালে শুভযোগে কৈল শুভক্ষণ।
আপনে চলিলা যাথে দৈবকীনন্দন॥
চলিলা রুক্মিণীদেবী উৎসব দেখিতে।
সাম্ব প্রদ্যুম্ন আদি সন্তান সহিতে॥
বিবাহ দেখিতে গেলা প্রভু বলরাম।
চলিলা যতেক ধীর বীরের প্রধান॥
আসিয়া মিলিল যত নৃপতিমণ্ডল।
বিবিধ উৎসব হৈল আনন্দ মঙ্গল॥
দন্তবক্র আদি যত মিলি নৃপগণে।
কহিল রুক্মীর তরে মন্ত্রণা-বচনে॥
পাশাক্রীড়া করি তুমি জিন বলরাম।
না জানে পাশার মূল নাহি অবধান॥
এ বোল শুনিঞা রুক্মী বসিয়া প্রভাতে।
ডাক দিয়া বলরামে আনিল সাক্ষাতে॥

পাতিল পাশার খেড়ি কপট সন্ধানে।
বলভদ্র খেলে খেড়ি অকপট-মনে॥
শতেক সহস্র পণ অযুত ধরিয়া।
খেলায় রোহিনীসুত হরষিত হয়্যা॥
রুক্মী বলে জিনিলুঁ জিনিলুঁ সব খেড়ি।
দন্ত তুলি দন্তবক্র হাসে উচ্চ করি।
তবে রাম লক্ষেক ধরিয়া আর পণ।
ক্রোধ করি খেলে খেড়ি রোহিণীনন্দন॥
রুক্মী বলে এছোবার কৈলুঁ আমি জয়।
তবে বলভদ্র ক্রোধ কৈল অতিশয়॥
অর্ব্বুদ করিয়া পণ খেলে আরবার।
সকল জিনিল রাম বিপক্ষ-বিদার॥
জিনিলু সকল রুক্মী বলে ছল করি।
সভাসদে পুছ যদি আমি মিথ্যা বলি॥
অন্তরীক্ষ-বাণী হৈল সেইক্ষণে সময়।
জিনিল সকল বলভদ্র মহাশয়॥
ছল ধরি রুক্মী বলে অসত্য-বচন।
জিনিল সকল খেড়ি রোহিণীনন্দন।
সেহ বাণী না মানিল রুক্মী দুরাশয়।
ছলে পরিহাস মন্দ বলে অতিশয়॥
বনে বৈস তুমি কি পাশার ধার দায়।
সহজে গোয়াল জাতি গোধন চরায়॥
পাশাক্রীড়া করে বিদগধ নৃপগণে।
গোপ-জাতি তুমি পাশী খেলিবে কেমনে।
ভত মন্দ বুলি রুক্মী কৈল উপহাস।
ক্রোধে রাম জলে যেন জলন্ত হুতাশ॥
মারিল রুক্মীর মুণ্ডে মুষল-প্রহার।
সভার ভিতরে রুক্মী করিল সংহার॥
তবে-সে কলিঙ্গরাজা পলায় সত্বরে।
দশ পায় গিয়া তারে ধরে হলধরে॥
যে দন্ত দেখায়্যা দুষ্ট পরিহাস কৈল।
গোটে গোটে ধরি সব দন্ত উপাড়িল॥
কারো শির ভাঙ্গিল কাহার নাক কাণ।
কারো ভুজ কারো বুক কৈল খানখান॥
রক্তে তিতিল অঙ্গ মুষল-প্রহারে।
প্রাণ লয়্যা নৃপগণ গেলা নিজপুরে॥
ভাল-মন্দ কিছুই না বুলিলা শ্রীহরি।
বলরাম রুক্মিণীর প্রেম রক্ষা করি॥
তবে বর-কন্যা দিব্য রথে আরোপিয়া।
বিবিধ সামনে গেলা চৌদিগে সাজিয়া॥
রাম-কৃষ্ণ চলি গেলা দ্বারকামণ্ডলে।
অনিরুদ্ধ-বিবাহ বর্ণিল পরকারে॥
বিদগধ-শিরোমণি গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥৬১॥

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

তুড়ি রাগ।

তবে আর কথা কহি শুন সাবধানে।
বলির কুমার বাণ বিদিত ভুবনে॥
সহস্রেক ভুজ তার শত মধ্যে জ্যেষ্ঠ।
বাণ রাজা আছিল সকল নৃপশ্রেষ্ঠ॥
বাজনে তুষিল শিব তাণ্ডব-নাটনে।
ভকতবৎসল শিব তুষিল রাজনে॥
বর মাগ তারে যদি বলিল শঙ্কর।
পুরের দুয়ারী হয়্যা থাক নিরন্তর॥
সহস্রেক ভুজ মোরে দেহ মহেশ্বর।
ত্রিভুবনে নহে যেন মোর সমসর॥
এই বর বাণরাজা মাগিল শঙ্করে।
বর দিয়া শিব তার রহিলা দুয়ারে॥
একদিন বাণরাজা করিয়া প্রণাম।
কহিতে লাগিলা কিছু শিব-বিদ্যমান॥
নমো নমো মহাদেব জগত-ঈশ্বর।
কামপূর কল্পতরু চরণ যুগল॥
সহস্রেক ভুজ দিলে হৈল মোর ভার।
মোর সম নাহি বীর জগতে যুঝার॥
সভে হেন বুঝি তুমি আছ সমবল।
যুদ্ধ দিয়া কর মোর ভুজে রসফল॥
দিগ্‌গজের সহে গেলু করিবারে রণ।
পালায়্যা দিগ্‌গজ গেল রাখিয়া জীবন॥
চূর্ণ কৈলুঁ গিরিগণে ভুজের প্রহারে।
তে-কারণে যুদ্ধ মাগো তোমার গোচরে॥

এ বোল শুনিয়া ক্রোধ কৈল মহেশ্বর।
ভুজবলে দর্প বেটা করে এত বড়॥
কহে ভাঙ্গি রথ-ধ্বজ পড়িবে যখনে।
আমার সমান বীর মিলিবে তখনে॥
এ বোল শুনিঞা বাণ হৈল হরষিত।
শিবের বচনে বাণ লভিল প্রতীত॥
তার কন্যা উষা নামে আছিল সুন্দরী॥
অনিরুদ্ধ সনে তার হৈল রতি-কেলি॥
অনিরুদ্ধ সহে রতি লভিল স্বপনে।
জাগিয়া উঠিল কন্যা চকিত নয়নে॥
কতি গেল কান্ত মোর পুরুষ-রতন।
রতি-কেলি ভুঞ্জিঞা তেজিল কি-কারণ।
সখীগণ-মাঝে কন্যা হইয়া ব্যাকুলি।
বিলাপ করিয়া কান্দে লজ্জা পরিহরি॥
আছিল বাণের পাত্র কুম্ভাণ্ডক নামে।
চিত্রলেখা আর কন্যা বিদিত ভুবনে॥
সর্ব্বমায়া জানে সে যে পরম যোগিনী॥
পুছিল উষারে তবে বিনয়-বাদিনী॥
কোন বাঞ্ছা কর সখি কহ মোর আগে।
কোন কান্ত বাঞ্ছ তুমি চিত্ত-অনুরাগে॥
যে যে মনোরথ সখি কর বিদ্যমানে।
আনিঞা ভেটাব যদি থাকে ত্রিভুবনে॥
চিত্রলেখার বচন শুনিঞা রূপবতী।
কহিতে লাগিলা উষা হরষিতমতি॥
স্বপনে দেখিলু এক পুরুষ-রতন।
ঘনশ্যাম-কলেবর কমল-লোচন॥
মহাভুজ পীতবস্ত্র নারী-মনোহর।
স্বপনে দেখিনু যেন পুরুষ-শেখর॥
পিয়ায়া অধর-মধু গেল পরিহরি।
এত বলি কান্দে উষা সখী-মুখ হেরি॥ (১)
চিত্রলেখা বলে সখি পরিহর খেদ।
আনিব তোমার কান্ত নহিব বিচ্ছেদ॥
এ বোল বুলিয়া চিত্রলেখা যোগেশ্বরী।
দিব্য পট নিরমিল চিত্রের পুতুলী॥
দেব বিদ্যাধর যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
সিদ্ধ চারণ দৈত্য নর ফণধর॥
যদুবংশ বৃষ্ণিবংশ লিখিল মুসারে।
রামকৃষ্ণ প্রদ্যুম্ন লিখিল থরে থরে॥
প্রদ্যুম্ন দেখিয়া উষা হইলা লজ্জিতা।
অনিরুদ্ধ দেখিয়া অধিক হরষিতা॥

এই সেই নরবর মোর প্রাণপতি।
চিত্রলেখা বুঝিয়া চলিলা শীঘ্রগতি॥
চলিলা আকাশপথে দ্বারকামণ্ডলে।
পুরেতে প্রবেশ তবে কৈলা যোগবলে॥
অনিরুদ্ধ লয়্যা নারী উঠিল আকাশে।
আনিল শোণিতপুরে আঁখিল নিমিষে॥
অনিরুদ্ধে দিল লঞা উষা-বিদ্যমানে।
পতি দেখি উষার সন্তোষ হৈল মনে॥
অন্তঃপুরে পতি লয়্যা পরবেশ করি।
পতি-সেবা করে উষা পত্নীভাব ধরি॥
ধূপ দীপ গন্ধ মাল্য বসন ভূষণে।
দিব্য অন্ন-পান ভক্ষ্য মধুর বচনে।
পতিসেবা করে দেবী মহাঅনুরাগে।
কত রাত্রি দিন যায় হৃদয়ে না লাগে॥
উষারে হরিল চিত্ত নাহি অবধান।
অনিরুদ্ধ-চিত্তে নাহি দিবা-রাত্রি-জ্ঞান॥
বাহিরে প্রহরিগণ লখিল লক্ষণে।
কন্যা সহে হৈল কোন পুরুষ সঙ্গমে॥
তবে জানাইল গিয়া রাজা-বিদ্যমানে।
তোমার কন্যার দোষ পুরুষ-সঙ্গমে॥
কুলে অপযশ থুল্য তোমার কুমারী
আমি-সব বিচারিয়া লখিতে না পারি॥
এ বোল শুনিঞা বাণ মনে পাইল ব্যথা।
কুলের কলঙ্ক শুনি হেট কৈল মাথা॥
উঠিয়া চলিল বাণ ত্বরিত গমনে।
কন্যাপুর-পরবেশ কৈল ক্রোধ মনে॥
দেখিলা পুরুষবর পুরের ভিতরে।
শ্যামল সুন্দর তনু পীতবস্ত্র ধরে॥
ভুবন-মোহন মহাপুরুষ লক্ষণ।
বিকষিত মুখ-পদ্ম রাজীবলোচন॥
কুটিল কুন্তল গবল দুলে বনমাল।
শ্রুতিবিনিহিত মণি-কুণ্ডল বিশাল॥
পাশা-সারি খেলে দুহে নব-রস-রঙ্গে।
দুহার পীরিতি বাঢ়ে মদনতরঙ্গে॥
সম্মুখে দাণ্ডায় বাণ হেন অবসরে।
বীরগণে বেঢ়ি লৈল পুরীর ভিতরে॥
তা দেখিয়া অনিরুদ্ধ উঠিল সত্বর।
পরিঘ তুলিয়া লৈল দিয়া-বামকর॥
বাজিল তুমুল রণ পুরের ভিতরে।
মারিল সকল বীর পরিঘপ্রহারে॥
কার মাথা ভাঙ্গিল ছিণ্ডিল নাক কাণ।
কেহ গেল দৈবযোগে রাখিয়া পরাণ॥

(১) পাঠান্তর,—
"ত দুঃখ-সাগরে সখি ডুবরিয়া মরি";

তা দেখিয়া বাণ রাজা ক্রোধ কৈল মনে।
নাগপাশে অনুরুদ্ধ বান্ধিল যতনে ॥
স্বামীর বন্ধন দেখি ব্যাকুলিতচিতা।
কান্দিতে লাগিল উষা শোকে বিমোহিতা
ধীরশিরোমণি শ্রীগদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬২॥

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় ।

দেশাগ রাগ

অনিরুদ্ধে না দেখিয়া সব বন্ধুগণে।
শোকেতে ব্যাকুল হয়্যা চাহে নানাস্থানে ॥
চাহিতে চাহিতে কেহ না পায় উদ্দেশ।
চারি মাস হইল অলপ অবশেষ ॥
হেনকালে আসিয়া নারদ তপোধন।
আদি হৈতে কহিলা সকল বিবরণ ॥
এ বোল শুনিঞা যত মিলি যদুগণে।
চতুরঙ্গ সেনা সাজি চলিল সন্ধানে ॥
সাম্ব গদ সুদেষ্ণ প্রদ্যুম্ন প্রধান।
নন্দ উপনন্দ ভদ্র আদি বলবান ॥
রাম-কৃষ্ণ অনুচর যত যদুগণ।
দ্বাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য করিয়া সাজন ॥
চলিলা শোণিতপুরে বীরের প্রধান।
চৌদিগে বেড়িল পুরী করিয়া সন্ধান ॥
ভাঙ্গিল প্রাচীর পুর বাহির দুয়ার।
বড় বড় মহাগড় কবাট দুর্ব্বার।
তাহা দেখি বাণ রাজা জ্বলিল অন্তরে।
দ্বাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য সাজিল সত্বরে ॥
যুঝিবারে আইল বীর পুরের বাহির।
আসিয়া ডাকিল বাণ শবদ গম্ভীর ॥
ডাকাডাকি বলাবলি বাজিল সংগ্রাম।
সগণে যুঝিতে আইলা হর ভগবান ॥
পিশাচ প্রমথগণ সঙ্গে গণপতি।
বৃষ আরোহণ করি কার্ত্তিক সংহতি ॥
আপনে যুঝিতে আইলা হর মহেশ্বর।
বাজিল তুমুল যুদ্ধ পৃথিবী-উপর ॥
শঙ্করের সনে যুদ্ধ কৈল নারায়ণ।
কার্ত্তিকের সহ হৈল প্রদ্যুম্নের রণ ॥
কুম্ভাণ্ড বাণের মন্ত্রী কুপকর্ণ নাম।
দুহার সংহতি যুদ্ধ কৈল বলরাম ॥
বাণের পুত্রের সঙ্গে সাম্বের সংগ্রাম।
সাত্যকির সহ যুঝে বাণ বলবান্ ॥
ব্রহ্মা আদি করি ইন্দ্র যত সুরগণে।
সুর মুনি সিদ্ধ সাধ্য গন্ধর্ব্ব চারণে ॥
যক্ষ বিদ্যাধরগণ চড়ি দিব্য রথে।
কৌতুকে সংগ্রাম দেখে রহি শূন্যপথে ॥
শিব-অনুচর যত এ ভূত বেতাল।
ডাকিনী-যোগিনীগণ পথম বিশাল ॥
পিশাচ কুষ্মাণ্ড যত রাক্ষসের সেনা।
তারা সব আসি কৃষ্ণ-সৈন্যে দিল হানা ॥
তীক্ষ্ণ শরে কৃষ্ণ তারে কৈল নিবারণ।
তবে আর বাণ যুড়ে শিবের কারণ ॥
নিজ অস্ত্রে কৈল শিব কৃষ্ণ-অস্ত্র দূর।
তবে কৃষ্ণ ব্রহ্মঅস্ত্র মারিল নিষ্ঠুর ॥
ব্রহ্মঅস্ত্র শিব তবে কৈল নিবারণ।
তবে বায়ুঅস্ত্র যোড়ে প্রভু নারায়ণ ॥
যুড়িয়া পর্ব্বতঅস্ত্র শিবে নিবারিল।
তবে অগ্নিঅস্ত্রে প্রভু সন্ধান পুরিল ॥
শঙ্কর বরুণঅস্ত্রে কৈলা নিবারণ।
হাঁচি অস্ত্রে শঙ্করে মোহিলা নারায়ণ ॥
তবে বাণ-সৈন্যে কৈল শর-বরিষণ।
গদার প্রহারে কৈল সৈন্য নিপাতন ॥
প্রদ্যুম্নের রণে হৈল কার্ত্তিকের ভঙ্গ।
শর-বরিষণে হৈল খণ্ড খণ্ড অঙ্গ ॥
ঝলকে ঝলকে পড়ে অঙ্গেতে রুধির।
রণ তেজি পালাইল কার্ত্তিক মহাবীর ॥
পড়িল কুম্ভাণ্ডবীর মুষল-প্রহারে।
কুপকর্ণে মারিল ঠাকুর হলধরে ॥
পালাইল সর্ব্ব সৈন্য যুদ্ধ পরিহরি।
তবে ক্রোধে ধেয়্যা আইল বাণ মহাবলী ॥

সাত্যকি ছাড়িয়া বীর ধাইল সত্বরে।
রথে চড়ি রহে গিয়া কৃষ্ণের গোচরে॥
পঞ্চশত বাণ যুড়ে পঞ্চশত করে।
একেক ধনুতে যুড়ে দুই দুই শরে॥
একবারে ছাড়ে রাজা দশশত বাণ।
তাহারে কাটিয়া কৃষ্ণ কৈল খানখান॥
খণ্ড খণ্ড কৈলা রথ রথের সারথি।
কাটিল রথের ঘোড়া বায়ু বেগ গতি॥
সঙ্কট দেখিয়া দেবী হয়্যা দিগম্বরা।
আউলায়্যা মাথার কেশ গমন-মন্থরা॥
দাণ্ডায়্যা কৃষ্ণের আগে রহিলা কোটরী।
লাজে হেট মাথা হয়্যা রহিলা শ্রীহরি॥
রথ কাটা গেল কাটা গেল ধনুর্ব্বাণ।
পুরে প্রবেশিব বাণ রাখিয়া পরাণ॥
পালাইল ভূতগণ ভাঙ্গিল সংগ্রাম।
হেনকালে আইল জ্বর মহাবলবান॥
মহাভয়ঙ্কর জ্বর ধরে তিন শির।
ধর ধর করিয়া ডাকিল মহাবীর॥
তা-দেখিয়া সৃজে হরি তবে আর জ্বর।
দুই জ্বরে যুদ্ধ হৈব মহাভয়ঙ্কর॥
জিনিল বৈষ্ণব-জ্বরে শঙ্করের জ্বর।
কান্দিয়া রহিল গিয়া কৃষ্ণের গোচর॥
ভয় পেয়্যা হর জ্বর কম্পিত হৃদয়।
করজোড় করিয়া কৃষ্ণের আগে রয়॥
শরণ পশিয়া জ্বর কৃষ্ণের চরণে।
স্তুতি করে হরজ্বর ভয় পেয়্যা মনে॥
নমো নমো অনন্ত শকতি নারায়ণ।
জ্ঞানমাত্র কেবল নির্গুণ সনাতন॥
সকলের আত্মা তুমি উতপতি স্থান।
জগত-কারণ তুমি প্রলয়-নিদান॥
তুমি কাল তুমি জীব তুমি দৈব কর্ম্ম।
তুমি প্রাণ তুমি আত্মা তুমি দেহ-ধর্ম্ম॥
তোমার মায়ায় নাথ জীবের সংসার।
তোমা না ভজিয়া জীব ভবে নহে পার॥
তোমার চরণে নাথ পশিলু শরণ।
কৃপা করি কর ভব-বন্ধ বিমোচন॥
নানা লীলা কর তুমি পুরুষ পুরাণ।
দুষ্ট নিবারিয়া কর শিষ্ট পরিত্রাণ॥
সম্প্রতি লীলায় তুমি কৈলে অবতার।
অসুর মারিয়া হর পৃথিবীর ভার॥
মহাভয়ঙ্কর জ্বর তোমার সৃজিত।
তার তেজে মুঞি নাথ কেবল তাপিত॥
তাবত জীবের নহে তাপ নিবারণ
যাবৎ না লয় নাথ চরণে শরণে॥
এইরূপে নানা স্তুতি কৈল হর জ্বরে।
হাসিয়া বলেন বাণী প্রভু সুরেশ্বরে॥
শুনহে ত্রিশির আমি হৈলুঁ পরসন্ন॥
ভয় পরিহর তুমি স্থির কর মন॥
না করিহ আর তুমি জ্বর করি ভয়।
সুখে গিয়া রহ তুমি না কর সংশয়॥
তোমায় আমায় দুহে যে হৈল সংবাদ।
যে জন স্মঙরে তার খণ্ডিব প্রমাদ॥
না যাইহ জ্বর তুমি তার সন্নিধান।
বর পেয়্যা হর জ্বর গেলা নিজস্থানে॥
তবে বাণ পুনরপি আইলা রথে চড়ি।
যুঝিল কৃষ্ণের সহ নানা অস্ত্র ধরি॥
সহস্রেক হাথে আনে গাছ পাথর।
ক্রোধ করি পেলি মারে কৃষ্ণের উপর॥
অস্ত্র-বরিষণ বাণ কৈল ভয়ঙ্কর।
এক চক্রে কাটিলা সকল সুরেশ্বর॥
তবে তার কাটিল সকল ভুজদণ্ড।
ভূমিতে পড়িল ভুজ হয়্যা খণ্ড খণ্ড॥
কাটা গেলে ডাল যেন রহে তরুবর।
তবে কৃষ্ণ আগে গিয়া দাণ্ডায় শঙ্কর॥
ভকতবৎসল শিব কর যুড়ি শিরে।
ভক্তিভাব করিয়া প্রভুরে স্তুতি করে॥
সত্য ব্রহ্ম প্রভু তুমি নিগম-গোপিত।
গূঢ়রূপে নরবেশে জগতে বিদিত॥
কিরূপে তোমারে নাথ জানিব অসুরে।
ধ্যানযোগে যোগী যারে জানিতে না পারে॥
আকাশ তোমার নাভি মুখ হুতাশন।
ত্রিদিব তোমার শির পৃথিবী চরণ॥
দশদিগ শ্রুতিগণ মন শশধর।
মুঞি শিব আত্মা যার আঁখি দিনকর॥
সমুদ্র জঠর যার বৃক্ষ রোমাবলি।
মেঘগণ কেশ যার ব্রহ্মা বুদ্ধি বলি॥
হৃদয় যাহার ধর্ম্ম লিঙ্গ প্রজাপতি।
লোকময় প্রভু তুমি সর্ব্বলোক-গতি॥
অবতার করি কর সাধু পরিত্রাণ।
ধর্ম্ম-রক্ষা হেতু নরলোকে উপাদান॥
তুমি নাথ কর আমা সভার পালন।
তে-কারণে আমা সব ধরি ত্রিভুবন॥
তুমি এক পুরুষ নির্গুণ নিরাধার।
অদ্বৈত পরমানন্দ বিচিত্র বিহার॥

নানা ভেদে বহুরূপে করহ প্রকাশ।
আপন মায়ায় কর আপনে বিলাস॥
আপন ছায়ায় যেন সূর্য্য আচ্ছাদিত।
তহু নিজ তেজ লোকে করে প্রকাশিত॥
সেইরূপে কর নানা মায়ায়ে রচনা।
আপন মায়ায় নাথ আচ্ছাদ আপনা॥
আমি-সব কেহ নাথ নাহি তোমা বিনে।
নানা রূপ ধরি তুমি বিহর আপনে॥
সর্ব্বজীব বিমোহিত মায়ায়ে তোমার।
দুঃখময় সংসারে ভ্রময়ে বারবার॥
পুত্র-দার-গৃহময় গভীর সাগরে।
তোমার মায়ায়ে জীব মজে নিরন্তরে॥
মানুষ জনম নাথ লভিয়া যতনে।
তোমার পদারবিন্দ না ভজে যে জনে।
সে জন কেবল নাথ অধম বঞ্চিত।
তোমার মায়ায় তরে জানিলু মোহিত॥
যে পুন তোমারে ছাড়ে নরদেহ পাঞা।
অমৃত ত্যজিয়া যেন মরে বিষ খাঞা॥
মুঞি মহেশ্বর নাথ ব্রহ্মা প্রজাপতি।
মুনিগণ সুরগণ যত শুদ্ধমতি॥
সর্ব্বভাবে আমি-সব পশিলু শরণে।
অন্য গতি নাহি প্রভু তুমি নাথ বিনে॥
জগতের উতপতি প্রলয় পালন।
সর্ব্বজীব-পতি তুমি সভার জীবন॥
জগতের আত্মা তুমি পতি গতি প্রাণ।
চরণ ভজিলু নাথ কর অবধান॥ (১)
এ মোর কিঙ্কর নাথ প্রিয় অনুচর।
মুঞি নাথ ইহাকে দিয়াছে এক বর॥
পূরবে অভয় বর দিলু তুষ্ট হয়্যা।
মোর সত্য রাখ নাথ যদি কর দয়া॥
যদি বল অসুরে না করি বর দান।
প্রহ্লাদ তোমার ভৃত্য তাহাতে প্রমাণ॥
এতেক বচন শুনি প্রভু চক্রপাণি।
শঙ্করের তরে তবে বলে প্রিয়বাণী॥

সত্য সত্য শিব তুমি কহিলে নিশ্চয়।
তোমার বচন যেন কভু মিথ্যা নয়॥
প্রহ্লাদের তরে আমি এই বর দিল।
অবধ্য তোমার বংশ আজি হৈতে হৈল॥
সেই বংশে বাণরাজা হইল উৎপন্ন।
আমার অবধ্য এহ হৈল ত-কারণ॥
ভুজগণ কাটিয়া হরিল বল দর্প।
পুনরপি আর যেন না কর এ গর্ব্ব॥
চারিভুজ রাখিয়া অভয় বর দিল॥
আজি হৈতে তোমার কিঙ্কর মোর হৈল॥
অজর অমর হয়্যা রহিল সংসারে।
এই বর দিলু শিব তোমার কিঙ্করে॥
বর পেয়্যা বাণরাজা কৈলা সংবিধান।
অভয় পদারবিন্দে করিল প্রণাম॥
রথে তুলি অনিরুদ্ধ আনিল গোচরে।
কন্যা দিয়া নিবেদিল চরণ নিয়ড়ে॥
এক অক্ষৌহিণী সৈন্য দিল বহুধন।
বিবিধ যৌতুক দিল বসন ভূষণ॥
বিদায় মাগিয়া শিবে লইয়া সগণে।
আনন্দে চলিলা হরি দ্বারকাভুবনে॥
মহারথে বর-কন্যা করি আগুয়ান।
দ্বারকা-বিজয় তবে কৈলা ভগবান্॥
শঙ্খ-ভেরী-মৃদঙ্গ-দুন্দুভি-কোলাহল।
বহুবিধ নৃত্যগীত আনন্দ মঙ্গল॥
দ্বারকা প্রবেশ কৈলা ত্রিজগত-রায়।
ত্রিভুবনে শঙ্কর-বিজয় যশ গায়॥
বাণযুদ্ধ মহাযশ শঙ্কর-বিজয়।
যে জন সোঙরে নিতি প্রভাত-সময়॥
রণে ভঙ্গ নহে তার নহে ভব-ভয়॥
বিষ্ণু-ভক্তি হয় তার খণ্ডয়ে সংশয়॥ (১)
হরিবংশে কহিয়াছে করিয়া বিস্তার।
ভাগবতে কহি সার করিয়া উদ্ধার॥
জ্ঞান গুরু গদাধর ধীরশিরোমণি।
ভাগবত-আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী॥

---

(১) পাঠান্তর,—
"চরণে পড়িনু নাথ কর পরিত্রাণ"।

(১) পাঠান্তর,—
"জ্বর হৈতে ভয় তার কবু নাহি হয়"।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥৬৩॥

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় ।

সুই রাগ ।

মুনি বলে শুন রাজা অদভুত বাণী।
কহিব তোমারে তবে বিচিত্র কাহিনী ॥
এক দিন কৃষ্ণের কুমারগণ মেলি ।
সাম্ব প্রদ্যুম্ন ভানু গদ আদি করি ॥
উপবনে শিশুগণে করে নানা খেলা ,
খেলা-রসে রহিলা বিস্তর হৈল বেলা
তৃষ্ণায় আকুল শিশু বনে বনে ধায় ।
জল চাহে শিশুগণ জল নাহি পায় ॥
সম্মুখে দেখিল এক কূপ ভয়ঙ্কর।
জল নাহি তাথে মহা গভীর প্রসর ॥
এক মহাপ্রাণী তাথে প ত-আকার ।
দেখিয়া বিস্মিত হৈল যতেক ছাওয়াল ॥
চর্ম্ম-দড়ি দিয়া তারে বান্ধিল যতনে।
টান দিয়া তুলে তবে যত শিশুগণে ॥
আছুক তুলিতে না পারিল নাড়িবারে ।
কৌতুকে ছাড়িয়া গেল যতেক ছাওয়ালে ॥
কহিল কৃষ্ণের আগে সব বিবরণ।
আপনে চলিয়া তথা গেলা নারায়ণ ॥
পরশিয়া মাত্র প্রভু দিয়া বামকর।
লীলায় তুলিলা তারে কূপের উপর ॥
কৃষ্ণ-পরশনে তার সর্ব্বপাপ হরে ।
কাঁকলাস মূর্ত্তি ছাড়ি দিব্য মূর্ত্তি ধরে ॥
তপত কাঞ্চন জিনি দীপ্ত কলেবর ।
রতন কুণ্ডল হার মুকুট সুন্দর ॥
জানেন্ত সকল তত্ত্ব জ্ঞান শিরোমণি।
তথাপি পুছিলা তারে দেব চক্রপাণি ॥
লোক বুঝাইতে জিজ্ঞাসিলা নারায়ণ ।
কহ হে পুরুষ তুমি নিজ বিবরণ ॥
কোন পাপে আছিল তোমার অধোগতি ।
কোন্ পুণ্যে দিব্য রূপ ধরিলে সম্প্রতি ॥
আপনার জন্ম কর্ম্ম কহ মহাশয়।
কি নাম তোমার তুমি কাহার তনয় ॥
ইচ্ছা যদি কর সব কহিবে কারণ।
তবে মৃগরাজা কহে পূর্ব্ব বিবরণ ॥
ইক্ষাকুতনয় আমি রাজা নৃগ নামে।
সকল বিদিত নাথ তোমার চরণে ॥
সর্ব্বভূত সাক্ষী তুমি সর্ব্বজ্ঞ শেখর ।
সকল জীবের গতি তোমাতে গোচর
তথাপি তোমারে কহি আজ্ঞা শিরে ধরি ।
মোর ভাগ্যে তুমি জিজ্ঞাসিলে কৃপা করি ॥
যতেক পৃথ্বীর রেণু আকাশের তারা ।
যতেক মেঘের হয় বরিষণ ধরা ॥
তত ধেনু দিল দান কাঞ্চনে ভূষিয়া ।
তরুণী-কপিলা হেমময় শৃঙ্গ দিয়া ॥
রজতের চারি খুর ধর্ম্ম অনুমতা ।
পট্টপট-মাল্য-আভরণ-সংযুতা ॥
যুবক ব্রাহ্মণ যত বিপ্রের প্রধান ।
কুল-শীল-গুণযুক্ত মহা মতিমান্ ॥
সত্যব্রত তপোযুক্ত বেদবিদাম্বর ।
কাঞ্চনে ভূষিয়া তার পুণ্য-কলেবর ॥
হেনরূপ দ্বিজগণ আনি বিদ্যমান।
নিতি-নিতি লক্ষ-লক্ষ করি ধেনু-দান ॥
রজত কাঞ্চন কন্যা তিল ভূমি জল ।
কনক-নির্ম্মিত রথ তুরঙ্গ কুঞ্জর ॥
বসন ভূষণ শয্যা রতন-রচনা ।
কত কোটি কোটি তাহা কে জানে গণনা ॥
কত মহাদান মহা বিপুল মন্দির ।
কত যজ্ঞ দীঘি সরোবর পুণ্য-নীর ॥
এইরূপে নানা দান করি নিরবধি ।
দৈবযোগে এক দিন বাম হৈল বিধি ॥
এক ব্রাহ্মণের ধেনু পলাইয়া আসি ।
অজানিতে রহে গিয়া গোষ্ঠে পরবেশি ॥
সেই ধেনু দিলু আমি অন্য ব্রাহ্মণেরে ।
ধেনু লয়্যা ব্রাহ্মণ চলিল নিজ ঘরে ॥
চাহিতে বেড়ায় বিপ্র পথে আসি দেখে ।
মোর মোর বুলিয়া ব্রাহ্মণ ধেনু রাখে ॥
বিবাদ করিল তারা আইল দুই জন ।
ভৎর্সয়া আমার ঠাঞি কৈল নিবেদন ॥
তুমি ধেনু দিলে বিপ্র হরি লঞা যায় ।
ইহা শুনি ভয় হৈল আমার হিয়ায় ॥
তবে দুই ব্রাহ্মণের ধরিনু চরণে ।
বিস্তর শান্তিনু মুঞি বিনয় রচনে ॥
অনুগ্রহ দুহেঁ কর না কর বিবাদ ।
না জানিঞা কৈলু মুঞি ক্ষেম অপরাধ ॥
কিঙ্করের অপরাধ প্রভু নাহি লয় ।
হেন কর্ম্ম কর মোর নরক না হয় ॥

কৃপা করি এক বিপ্র ধেনু চাড়ি দেহ।
ইহার বদলে এক লক্ষ ধেনু লেহ॥
এ বোল শুনিঞা দুই বলিল ব্রাহ্মণ।
আর ধেনু লয়্যা কিছু নাহি প্রয়োজন॥
এ বোল বলিয়া দুই বিপ্র গেল ঘরে।
মৃত্যুকাল হৈল মোর কত দিনান্তরে॥
যমদূতে লয়্যা গেল যম বিদ্যমান।
ধর্ম্মরাজে দেখি মুঞি করিলু প্রণাম॥
সম্ভাষিয়া ধর্ম্মরাজ আজ্ঞা দিলা মোরে।
পাপভোগ কর তুমি এই অবসরে॥
পাছে পুণ্যভোগ তুমি করহ সকল।
তোমার পুণ্যের অন্ত নাহি নরেশ্বর॥
অঙ্গীকার কৈলু মুঞি যমের বচনে।
পড় হেন বাণী যম বলিলা তখনে॥
সেইক্ষণে পড়িলু মুঞি কূপের ভিতর।
কৃকলাস রূপ ধরি আছি চিরকাল॥
দানশীল রাজা আমি তোমার কিঙ্কর।
কূপে পড়ি ছিলুঁ নাথ বিস্তর বৎসর।
তোমায় পদারবিন্দ করিয়া স্মরণ।
আশা ধরি ছিল নাথ হৈল দরশন॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যার চরণ ধেয়ায়।
হৃদয়ে চিন্তয়ে মাত্র দেখিতে না পায়॥
অপবর্গ পদ যার চরণ-কমল।
হেন প্রভু হৈল মোর নয়ন-গোচর॥
সংসারে পতিত মুঞি অন্ধ মূঢ়মতি।
দরশন দিয়ে নাথ ঘুচালে দুর্গতি॥
গোবিন্দ মাধব দেবদেব জগন্নাথ।
নারায়ণ হৃষীকেশ শ্রীবাস সাক্ষাত (১)॥
অচ্যুত কেশব পুণ্যশ্লোক শিখামণি।
আজ্ঞা দেহ দুর্গভের গতি তত্ত্ব জানি॥
যথা তথা থাকি যেন বুদ্ধিভ্রম নহে।
চরণারবিন্দে যেন সবে মতি রহে॥
নমো বাসুদেব কৃষ্ণ অনন্ত-শকতি।
নমো ত্রিজগতনাথ ব্রজকুলপতি॥
প্রদক্ষিণ করি কৈল চরণে প্রণাম।
আজ্ঞা লয়্যা দিব্য রথে চড়ি মতিমান্॥
সর্ব্বলোক বিদ্যমানে গেল স্বর্গবাস।
হাসিয়া কি বলে তবে প্রভু শ্রীনিবাস॥

ব্রাহ্মণ্যশেখর হরি লোক শিক্ষা করে।
বুঝায় বিবিধ ধর্ম্ম বিবিধ প্রকারে॥
অলপ ব্রহ্মস্ব যদি ভুঞ্জয়ে অনলে।
অগ্নি হেন হয়্যা তেঁহো জারিতে না পারে॥
হলাহল বিষ বিষ না বুলিব তারে।
প্রতিকার আছে তার কত পরকারে॥
ব্রহ্মার সমান বিষ নাহি বুলিবার।
কোনমতে নাহি তাথে কোনহ প্রকার॥
বিষ খাইলে সভে মাত্র মরে সেইজন।
জল দিলে আপনে নিভায় হুতাশন॥
ব্রহ্মস্ব আগুনি যাথে পরবেশ করে।
সমূলে সকল তার কুল পুড়ি মারে॥
সকৃৎ ব্রহ্মস্ব যদি কোনমতে হরে।
ত্রিপুরুষ সহ সেহ নিরয়েতে পড়ে॥
বলে যদি ব্রহ্মস্ব করয়ে অপহার।
দশ পূর্ব্ব দশ পর পুরুষ তাহার॥
নরকে পড়য়ে তার নাহি কোন গতি।
ব্রহ্মস্ব হয়রে মহাদুষ্ট পাপমতি॥
ব্রাহ্মণের বৃত্তি যদি হরে কোন জন।
দুঃখ-শোক পায়্যা যদি কান্দয়ে ব্রাহ্মণ॥
যত ধূলা তিতে তার নয়নের জলে।
ততেক বৎসর ধরি দুঃখ ভোগ করে॥
কুম্ভীপাকে পড়ে তার নাহি পরিত্রাণ।
কেহ জানি করয়ে ব্রাহ্মণ-অবজ্ঞান॥
পরে দিয়া থাকে কি আপনে দিয়া থাকে।
ব্রাহ্মণের বৃত্তি যদি হরে কোন পাকে॥
ষাটি সহস্র ধরি বৎসর অবধি।
কৃমি হয়্যা বিষ্ঠাতে থাকয়ে নিরবধি॥
ব্রাহ্মণের ধন যেন কভু কারো নয়।
রাজ্যভ্রষ্ট হয়্যা পুন সর্পযোনি হয়॥
শাঁপুক ব্রাহ্মণে কিংবা মারুক ব্রাহ্মণে।
তবু জানি কেহ করে ব্রাহ্মণ লঙ্ঘনে॥
শাঁপেতে মারিতে যেবা করে নমস্কার।
সেই সে আমার প্রিয় বান্ধব আমার॥
ব্রাহ্মণে প্রণাম আমি করি সর্ব্বকাল।
ব্রাহ্মণ অধিক কেহ পূজ্য নাহি আর॥
যে জন অন্যথা করে করি তার দণ্ড।
বিপ্র অবজ্ঞান পাপ মহাপরচণ্ড॥
কভু জানো কারো হয় দ্বিজধনে লোভ।
নৃপ হেন হয়্যা তার এত দুঃখভোগ॥
এ বোল বুঝিয়া লোক হও সাবধান।
কেহ জানি করে কভু দ্বিজ-অবজ্ঞান॥

---

(১) পাঠান্তর,—
"প্রভু শ্রীনিবাস।"

এতেক বচন বুলি প্রভু হৃষীকেশ।
আপনে দ্বারকাপুরী কৈলা পরবেশ॥
শ্রীগদাধর জান ধীরশিরোমণি।
ভাগবত আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥৬৪॥

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

ধানসী রাগ।

শুন রাজা কহি আর অদ্‌ভুত কথা।
অনন্ত-ধরণীধর-বলভদ্র-গাথা॥
রথে আরোহণ করি বলভদ্র রায়।
বন্ধুগণ দেখিতে গোকুলপুরী যায়॥
উত্তরিলা রাম যদি নন্দের গোকুলে।
গোপ গোপী শুনি আইলা হইয়া ব্যাকুলে॥
গোপ গোপীগণে আসি দিলা আলিঙ্গন।
নন্দ যশোদার রাম বন্দিলা চরণ।
আশীর্ব্বাদ দিলা তাঁরা শিরে দিয়া হাত।
রক্ষ রক্ষ নিজ জন ব্রজকুলনাথ॥
বৃদ্ধ গোপগণে রাম হৈলা প্রণিপাত।
মাথে হাত দিয়া তাঁরা কৈলা আশীর্ব্বাদ॥
যার যেন যোগ্য রামে কৈলা সম্ভাষণে।
তারা সব যথাযোগ্য পূজিল বিধানে॥
হাতাহাতি করি সভে বসি সভা করি।
কুশল জিজ্ঞাসা কৈল কৃষ্ণে মন ধরি॥
সভে কি কুশলে রাম আছ নিরাকুলে।
পুত্র দার সহ কি আছেন কৃষ্ণ ভালে॥
ভাগ্যে পাপ কংস মৈল কুলের অঙ্গার।
পুণ্যে পুণ্যে বন্ধুগণের হৈল প্রতিকার॥
গোপীগণে প্রেমভাবে করিয়া সম্ভাষা।
কিঞ্চিত হাসিয়া করে কৃষ্ণের জিজ্ঞাসা॥
পুরনারীবল্লভ সম্প্রতি বনমালী।
কুশলে আছেন কি দ্বারকা-অধিকারী॥
কখন কি পিতা মাতা স্মঙরে নিজজনে।
কভু কি স্মঙরে আমা-সভা গোপীগণে॥
পতি সুত পিতা মাতা সকল তেজিল।
কুল ধর্ম্ম তেজি তার চরণ ভজিল॥
তথাপি তেজিয়া গেল ছাড়িয়া পীরিতী।
কে তার বচনে আর করিব প্রতীতি॥
বলে আন করে আন কৃত্য নাহি বুঝে।
কোন কালে ভজিলে যুবতী নারী তেজে॥
বিচিত্র কথন তার সুন্দর বচন।
কটাক্ষেতে নারীর হরিতে পারে মন॥
কি তার কথাতে কাজ আন কথা কহি।
এতদিন যায় তার আমা সভা বহি॥
যদি তার কাল যায় আমা-সভা বিনে।
যাইবে আমাদে কাল দেহ (১) সমাধনে॥
এতেক বলিয়া গোপী রহিলা ধেয়ানে।
র কৃষ্ণের ললিত লীলা স্মঙরিয়া মনে॥
চারু হাস চারু মুখ বচন স্মঙরি।
কান্দিতে লাগিলা গোপী লজ্জা পরিহরি॥
দেখিয়া গোপীর প্রেম প্রভু হলধরে।
বিনয় বচনে গোপী শান্তিলা বিস্তরে॥
চৈত্র বৈশাখ ধরি প্রভু পূর্ণকাম।
দুইমাস তথাতে রহিলা বলরাম॥
নিরমল রজনী কুমুদ বহে গন্ধ।
অখণ্ড-পূর্ণিমা শশী পবন সুমন্দ॥
কুসুমিত বনে নব রমণীমণ্ডলে।
রাসকেলি করে রাম বিবিধ মঙ্গলে॥ (২)
বরুণে পাঠায়্যা দিল বারুণী মদিরা।
বৃক্ষের কোটর হৈতে পড়ে মধুধারা॥
তার গন্ধে দশদিগ হৈল আমোদিত।
মধুপান করে রাম হয়্যা হরষিত॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নরে গায় দুন্দুভি বাজন।
দিব্য বিদ্যাধরী নাচে পুষ্প বরিষণ॥
যুবগণে আনন্দে রামের গুণ গায়।
দিব্য রাসকেলি করে বলভদ্র রায়॥
বৈজয়ন্তী মালা গলে মত্ত হলধর।
বিহ্বল লোচন এক শ্রবণে কুণ্ডল॥

---

(১) পাঠান্তর,—"চিত্ত"।
(২) পাঠান্তর,—
'রাসরসে কেলি রাম করে কুতুহলে"।

সম্মুখে যমুনা দেখি মত্ত বলরাম।
ডাকিয়া বলিল নদী আইস সন্নিধান॥
রামের বচনে নদী না কৈল আদর।
ক্রোধে তবে লাঙ্গল তুলিলা হলধর॥
আরে রে পাপিনি মোরে কৈলি অবজ্ঞান।
লাঙ্গলে বিন্ধিয়া তোরে করি শতখান॥
এ বোল শুনিঞা ভয়ে সূর্য্যের কুমারী।
চরণে পড়িল আসি দণ্ডবত করি॥
রাম রাম মহাভুজ ত্রিভুবন-গতি।
না জানি তোমার তত্ত্ব মুঞি হীনমতি॥
এক অংশে ধরে যার ধরণীমণ্ডল।
কে তার জানিব তত্ত্ব ব্রহ্মা-অগোচর। (১)
ছাড় ছাড় প্রাণনাথ প্রপন্ন-পালন।
তবে বলরাম তারে হৈলা পরসন্ন॥
জলকেলি করে রাম যমুনার জলে।
জল ছিটাছিটি করে রমণীমণ্ডলে॥
বিহরিয়া উঠে তবে বলভদ্র রায়।
লক্ষ্মীদেবী দিব্য মালা আনিঞা যোগায়॥
বহুবিধ বসন ভূষণ দিব্য গন্ধ।
দেখিয়া রামের হৈল পরম আনন্দ॥
নীল বস্ত্র পরি রাম দিব্য মণিমালা।
গজীগণ সঙ্গে যেন মত্ত গজ-খেলা॥
দিব্য গন্ধ পরি অঙ্গ ভূষিল ভূষণে।
রূপার পর্ব্বত যেন জড়িত কাঞ্চনে॥
হেনরূপ কৈল রাম বিচিত্র বিহার।
জগতে রহিল যশ বড় চমৎকার॥
টান দিয়া যমুনা আনিল বলরাম।
এখনে রামের যশ আছে বিদ্যমান॥
এইরূপে রাসকেলি করে হলধরে।
রমণীমণ্ডলে রাম আনন্দে বিহরে॥
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-ভাষা।
রামগুণ শুন ভাই রামে ধর আশা॥ (২)

(১) পাঠান্তর—"ব্রহ্মাণ্ডভিতর"।

(২) "কৃষ্ণে মন ধর সবে ত্যজিয়া দুরাশা" —পাঠান্তর।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥৬৫॥

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

বেলোয়ার রাগ।

করূষ রাজ্যের রাজা আছিল দুর্ম্মতি।
বাসুদেব নাম ধরে দুষ্টগণপতি॥
নিজগণে বাঢ়ায় তাহার অহঙ্কার।
আপনে বোলয়ে আমি কৃষ্ণ-অবতার।
দূত পাঠাইয়া দিল দ্বারকা ভুবনে।
উত্তরিল গিয়া দূত কৃষ্ণ-বিদ্যমানে॥
বিচিত্র মন্দির দিব্য সভার ভিতর।
বসিয়া আছেন হেম-খাট্টার ভিতর॥
কমললোচন কৃষ্ণে দেখিয়া নয়নে।
ডাকিয়া কি বলে দূত রাজার বচনে॥
বাসুদেব আমি সবে কেহ নাহি আর।
লোক-পরিত্রাণ-হেতু কৈলু অবতার॥
তুমি কৃষ্ণ আপনার মিথ্যা নাম তেজ।
কৃষ্ণ-চিহ্ন তেজিয়া আমাকে আসি ভজ॥
আমার শরণ লয়্যা রহ গিয়া সুখে।
নহে যুদ্ধ দেহ যেন দেখে সর্ব্বলোকে॥
শুনিঞা দুষ্টের দুষ্ট বচন প্রকাশ।
সভাসদে উপজিল হাস পরিহাস॥
হাসিয়া আপনে বলে প্রভু ভগবান।
কহ গিয়া দূত তোমার রাজা-বিদ্যমান॥ (১)
যে চিহ্ন ধরিয়া করে এত বড় গর্ব্ব।
সে চিহ্ন ঘুচ্যায়া তার খণ্ডাইব দর্প॥
রণভূমি-মাঝে তারে করাব শয়ন।
শৃগাল কুকুরে যেন করয়ে ভক্ষণ॥
শুনি দুরাচার দূত কৃষ্ণের বচন।
কহিল স্বামীর আগে সব বিবরণ॥

(১) পাঠান্তর,—
"কহ গিয়া দূত তুমি আমার বচন"।

তবে কৃষ্ণ রথে চড়ি পুরুষ-কেশরী।
বারাণসীপুরে প্রভু গেলেন শ্রীহরি॥
শুনিঞা পৌণ্ড্রক রাজা কৃষ্ণ আগমন।
বাছিয়া বাছিয়া কৈল সৈন্যের সাজন॥
দুই অক্ষৌহিণী সেনা সাজিয়া যুঝার।
ত্বরিতে চলিল রাজা যুদ্ধ করিবার॥
কাশীরাজ তার মিত্র হৈলা আগুসার।
তিন অক্ষৌহিণী সেনা করি পাটোয়ার॥
দেখাদেখি বলাবলি বাজিল সমর।
অস্ত্রে অস্ত্রে কাটাকাটি রণ ভয়ঙ্কর॥
শূলে শূলে বিন্ধাবিন্ধি মুষলে মুদ্গরে।
বাজিল সংগ্রাম খড়্গা পরিঘ তোমরে॥
তবে কৃষ্ণ দেখিল পৌণ্ড্রক মতিনাশ।
শ্রীবৎস লাঞ্ছন ধরে পরে পীতবাস॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শোভে চারি করে।
তা দেখিয়া ক্রোধ কৈলা প্রভু গদাধরে॥
কাটিল সকল সৈন্য তীক্ষ্ণ চক্রবাণে।
গদার প্রহারে সৈন্য নিপাতনে॥ (১)
ভূমিতলে পড়িয়া লোটায় বীর-মুণ্ড।
কত কোটি রথ কত কোটি গজ-শুণ্ড।
কত কোটি লোটায় বীরের কলেবর।
কত কোটি কোটি ঘোড়া মহিষ কুঞ্জর॥
দীপ্ত করে রণভূমি দেখি ভয়ঙ্কর।
হেন মহারণ হৈল পৃথিবী-ভিতর॥
কাটিয়া দুহার সৈন্য প্রভু চক্রপাণি।
গভীর শবদ করি বলে কোন বাণী॥
শুন শুন আরে রে পৌণ্ড্রক দুরাচার।
দূত-মুখে মহিমা কহিলি আপনার॥
মিথ্যা নাম ধরিয়া ডাকিল অতিশয়।
তার শাস্তি করো আজি আরে মতিক্ষয়॥
নহে বা রাখহ প্রাণ পাশয়া শরণ।
নহে বেটা মোর সনে করসিয়া রণ॥
এতেক বচন বুলি প্রভু যদুরায়।
রথে হৈতে টান দিয়া পৌণ্ড্রক নাম্বায়॥
চক্রে মাথা কাটিয়া ফেলিল ভূমিতলে।
বজ্রে যেন পর্ব্বত কাটিয়া পুরন্দরে॥
তবে কাশীরাজ-শির কাটিলা ফেলিল।
কাশীপুরে গিয়া মাথা উড়িয়া পড়িল॥
সগণে পৌণ্ড্রক মারি দেব শিরোমণি।
দ্বারকা প্রবেশ কৈলা প্রভু চক্রপাণি॥

সিদ্ধ বিদ্যাধরগণে নিজ গুণ গায়।
দ্বারকা প্রবেশ কৈলা প্রভু যদুরায়॥
ধরিল পৌণ্ড্রক রাজা নারায়ণ-বেশ।
ধ্যানযোগে সতত চিন্তিল হৃষীকেশ॥
বৈরিভাবে কৃষ্ণে ধ্যান কৈল নিরন্তর।
কৃষ্ণময় হৈল রাজা তেজি কলেবর॥
উড়িয়া পড়িল মাথা পুরীর ভিতরে।
একি একি বলি লোক বেড়িল সত্বরে॥
চিনিঞা রাজার মাথা কান্দে পুরজন।
মহাদেবীগণ কান্দে পাত্র মিত্রগণ॥
হা নাথ হা নাথ তাত কৈলে কোন কর্ম্ম।
ঈশ্বর লঙ্ঘন কৈলে না জানিঞা মর্ম্ম॥
আছিল তাহার পুত্র সুদক্ষিণ নামে।
বাপের মরণ দেখি ক্রোধ কৈল মনে॥
পরলোক-কর্ম্ম কৈল বিধি অনুসারে।
প্রতিজ্ঞা করিয়া গেলা শঙ্কর-মন্দিরে॥
শুধিব বাপের ধার এই আছে মনে।
প্রতিজ্ঞা করিয়া গেলা শিব-সন্নিধানে॥
একমনে করে বীর শিব আরাধন।
সমাধি করিয়া শিব চিন্তে অনুক্ষণ॥
তবে তুষ্ট হয়্যা বর দিলা মহেশ্বর।
সুদক্ষিণ বলে নাথ মাগি এই বর॥
মারিব বাপের রিপু হেন আছে মনে।
এই বর দেহ শিব মাগিলু চরণে॥
শিব বলে শুন বীর আমার বচন।
দক্ষিণ আগুনি তুমি কর আরাধন॥
ব্রাহ্মণ সহিত যজ্ঞ কর অভিচার।
সেই যজ্ঞে ইষ্টসিদ্ধ করিব তোমার॥
কিন্তু বীর কহিএ তোমারে উপদেশ।
ব্রাহ্মণ ভকত জনে না করিহ দ্বেষ॥
তবে বৃত্য হৈব সব সফল তোমার॥
এ বোল শুনিয়া কর যজ্ঞ অভিচার॥
অভিচার যজ্ঞ তবে কৈল সুদক্ষিণে।
প্রদক্ষিণ করে বীর বেড়িয়া আগুনে॥
হেনকালে কুণ্ড হৈতে হয়্যা মূর্ত্তিমান্।
উঠিল পুরুষ এক অগ্নির সমান॥
প্রতপ্ত তাম্রের বর্ণ ধরে দাড়ি চুল।
অঙ্গার উগারে আঁখি শবদ নিষ্ঠুর॥
বিকট দশন মুখ ভ্রুকুটি কুটিল।
তিন গোটা শিখা ধরে জ্বলন্ত শরীর॥
তিন গোটা শির ধরে জ্বলন্ত আগুনি।
পদভরে মহাবীর কাঁপায় মেদিনী॥

(১) পাঠান্তর,—
"রথ হয় গজ পড়ি পদাতিকগণে।"

সত্বরে চলিলা বীর দ্বারকা উদ্দেশে।
সর্ব্বলোক আঁখি মুদি রহিল তরাসে॥
দ্যূতক্রীড়া সভাতে করেন ভগবান।
জানায় সকল লোক প্রভু-বিদ্যমান॥
রক্ষ রক্ষ মহা প্রভু ত্রিজগতনাথ।
আগুনে পুড়িয়া মরি তোমার সাক্ষাত॥
নিজ জন পরিত্রাণ কর যোগেশ্বর।
হাসিয়া গোবিন্দ বলে না করিহ ডর॥
ভয় পরিহর লোক দেখ বিদ্যমান।
এখনে করিব আমি দুঃখ সমাধান॥
জানেন সকল তত্ত্ব দেব চূড়ামণি।
সভার অন্তর বাহ্য দেখে চক্রপাণি॥
শঙ্করের কৃত্যা প্রভু জানেন আপনে।
আছিল নিকটে চক্র প্রভু বিদ্যমানে॥
সূর্য্যকোটি সম তেজ প্রলয় আনল।
নিজ চক্র দেখি আজ্ঞা দিল সুরেশ্বর॥
আজ্ঞা শিরে ধরি চক্র চলিল সত্বরে।
কৃত্যা-ভঙ্গ কৈল প্রভু নিজ অস্ত্র-বলে॥
চক্র-তেজ কৃত্যানল সহিতে না পারি।
বাহুড়িয়া গেল পুন বারাণসীপুরী॥
সুদক্ষিণ পড়িল যতেক পুরজন।
পুড়িয়া মরিল যত যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ॥
তবে চক্র বারাণসী পরবেশ করি।
পোড়ায়্যা নির্ম্মূল কৈল বারাণসীপুরী॥
পুনরপি গেল চক্র কৃষ্ণ-সন্নিধানে।
হেন অদ্ভুত কর্ম্ম করে ভগবানে॥
কৃষ্ণের বিক্রম যেবা শুনে যে শুনায়।
সর্ব্বপাপ হরে তার বিষ্ণুলোকে যায়॥
শ্রীগদাধর ধীরশিরোমণি জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥৬৬॥

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

গৌরী রাগ।

তবে রাজা জিজ্ঞাসিলা হয়্যা আনন্দিত।
অন্যরূপ কহ মুনি রামের চরিত॥
আর কিবা কর্ম্ম কৈলা প্রভু হলধর।
রামের বিক্রম কহ শ্রবণ-মঙ্গল॥
মুনি বলে শুন রাজা রামের মহিমা।
বিপক্ষবিদার রাম বিক্রমের সীমা॥
আছিল দ্বিবিদ নামে একটা বানর।
মৈন্দ নামে বানরের ভাই সহোদর॥
নরকের সখা সে যে সুগ্রীবকিঙ্কর।
উপদ্রব করিয়া বেড়ায় নিরন্তর॥
নরকের ধার কিছু সুধিবারে চায়।
গ্রামে গ্রামে পুরে পুরে আগুনি ভেজায়॥
উফাড়িয়া বড় বড় গাছপাথর।
পাক দিয়া পেলে দূর দেশের উপর॥
যে দেশে চাপিয়া পড়ে ধূলা হয়্যা যায়।
এইরূপে উপদ্রব করিয়া বেড়ায়॥
আনর্ত্ত নগরে গিয়া উঠিল বানর।
যথাতে আছেন্ত মহাপ্রভু হলধর॥
সাগরে নামিয়া জল দুই হাতে তোলে।
ডুবায় সকল দেশ তীরের উপর॥
মুনির আশ্রম ঘর দোলায় লাঙ্গুলে।
পুষ্প বনে উপবন বৃক্ষ উপাড়িয়া॥
বিষ্ঠা মুত্র ছাড়ে যজ্ঞকুণ্ডের উপর।
নারী হরি লয়্যা যায় বনের ভিতর॥
নর-নারী প্রবেশয় পর্ব্বত গহ্বর।
দ্বার রোধ করি রাখে গাছ পাথর॥
এইরূপে দুষ্ট কর্ম্ম করে নিরন্তর।
দশ সহস্র ধরে মদ-মত্ত হাতী-বল॥
রৈবত পর্ব্বতে গিয়া কৈলা আরোহণ।
তথাতে দেখিল রাম রাজীব-লোচন॥
অমল কমল মালা পরে নীলবাস।
মনোহর কণ্ঠে [illegible] মৃদু-হাস॥

বারুণী মদিরা পানে তরলিত অঙ্গ।
যুবতী সমাঝে বাড়ে মদন তরঙ্গ॥
বিমত্ত বারণ-জিনি মনোহর লীলা।
রমণীমণ্ডলে খেলে নানামত (১) খেলা॥
হেনরূপ রামে গিয়া দেখিল বানর।
লম্ফ দিয়া উঠে দুষ্ট বৃক্ষের উপর॥
নিষ্ঠুর শব্দ করে গাছ কাঁপায়।
ভ্রুকুটি করিয়া দুষ্ট আপনা দেখায়॥
সহজে চপল জাতি বেড়ি চারি পাশে।
তার কর্ম্ম দেখিয়া যুবতীগণ হাসে॥
সম্মুখে দাণ্ডায়্যা গুহ্য (২) দেখায় বানর।
লজ্জা পেয়্যা নারীগণ পালায় সত্বর॥
তবে প্রভু বলভদ্র বিপক্ষ-বিদার।
ক্রোধ করি কৈলা এক শিলার প্রহার॥
এড়ায়্যা রহিল দুষ্ট নিকটে দাণ্ডায়।
মদিরা-কলস ধরি ঠেলিয়া পেলায়॥
হাসে দুষ্ট বানর কলস ভাঙ্গি যায়।
টান দিয়া নারীগণের বসন খসায়॥
তুলিয়া অঙ্গের বস্ত্র নেহারিয়া চায়।
ভ্রূকুটি করিয়া দুষ্ট সত্বরে পালায়॥
তবে ক্রোধ কৈলা রাম মারিবার তরে।
লাঙ্গল মুষল তুলি লৈল দুই করে॥
তবে শাল উপাড়িয়া তুলিল বানর।
পেলিয়া মারিব বলরামের উপর॥
শাল গাছ পড়িব দেখিয়া বলরাম।
বামহস্তে ধরিয়া ভাঙ্গিল বৃক্ষখান॥
তার মুণ্ডে মারে রাম মুষলের বাড়ি।
তবু দুষ্ট বানর রহিল ক্রোধ করি॥

(১) পাঠান্তর,—"মনমথ" অপিচ "অপরূপ"।
(২) পাঠান্তর,—"মার্গ"।

ভাঙ্গিল দুষ্টের মাথা মুষলপ্রহারে।
অঙ্গ বাহি রুধির পড়িয়ে শতধারে॥
তবে আর শালবৃক্ষ তুলিলা বিশাল।
মোচাড়িয়া পেলিল গাছের পাতা ডাল॥
ক্রোধ করি পেলিয়া মারিল বৃক্ষখান।
শত খণ্ড করিয়া পেলিল বলরাম॥
তবে আর শাল বৃক্ষ তুলিল বানর।
পেলিয়া মারিল বলভদ্রের উপর॥
সেই বৃক্ষ বলরাম কৈল শতখান॥
পুন আর গাছ লঞা হৈল আগুয়ান।
সেই বৃক্ষ কাটা গেল আর বৃক্ষ তোলে।
নিবারণ করে রাম সে বৃক্ষ মুষলে॥
তুলিল সকল বৃক্ষ শূন্য হৈল বন।
তবে আর করে দুষ্ট শিলা-বরিষণ॥
সেই চূর্ণ কৈলা রাম মুষল প্রহারে।
তবে দুই বাহু তুলি ধাইল সত্বরে।
মারিল রামের বুকে মুষ্টির প্রহার।
তবে বলভদ্র রাম চিন্তিল প্রকার॥
তেজি ত মুষল হল মুষ্টি করি কর।
কর্ণমূলে মুষ্টিক মারিলা হলধর॥
কর্ণমূল ভাঙ্গিয়া রুধির পড়ে ধারে।
কাঁপিয়া পড়িল বীর মুষ্টির প্রহারে॥
নদ নদী গিরি কম্পিল সাগর।
পড়িল ছাড়িয়া প্রাণ দ্বিবিদ বানর॥
জয় জয় শবদ উঠিল সুরগণে।
সাধু সাধু করিয়া বাখানে মুনিগণে॥
দ্বিবিদ বানর বধ কৈল হলধরে।
নিজপুরে বাহুড়ে রাম আনন্দে বিহরে॥
ভক্তিরসগুরু শ্রীগদাধর জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে সপ্তষষ্ঠিতমোঽধ্যায়ঃ॥৬৭॥

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

কেদার রাগ।

মুনি বলে কহি শুন রাজা পরীক্ষিত।
ভুবনপাবন বলরামের চরিত॥
আছিল লক্ষ্মণা নামে দুর্য্যোধনসুতা।
দিব্যরূপ বেশ ধরে সর্ব্বগুণযুতা॥
যত রাজকুমার আনিল দুর্য্যোধনে।
স্বয়ম্বর স্থল রাজা রচিল বিধানে॥
স্বয়ম্বর করিতে রাজার আগমন।
হেনকালে গেল তথা কৃষ্ণের নন্দন॥
জাম্ববতীসুত সাম্ব কোন্ যুক্তি করে।
রথে তুলি কন্যা হরি লৈল একেশ্বরে॥
তা-দেখিয়া কুপিল সকল কুরুসেনা।
দেখ-দেখ হেন কর্ম্ম করে কোন্ জনা॥
শিশু হয়্যা এত বড় করে অহঙ্কার
কন্যা হরি লয়্যা যায় কৃষ্ণের কুমার॥
শিশু হয়্যা দিল আসি রাজপুরে হানা।
মহাবল বীরগণে করি কদর্থনা॥
বান্ধিয়া বালক গিয়া আন ঝাট করি।
যদুবংশে দেখি তার কি করিতে পারি॥
পুত্রের বন্ধন শুনি যদুগণ মেলি।
যদি যুদ্ধে আইসে দর্প কার বনমালী॥ (১)
দর্পভঙ্গ হয়্যা যাবে পেয়্যা অপমান।
প্রাণ লয়্যা পালাইবে তেজিয়া সংগ্রাম॥
এতেক বচন বলি রাজা দুর্য্যোধন।
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ যজ্ঞকেতু চারি জন॥
ভুরিশ্রবা শল্য এই ছয়জন মেলি।
মহারথিগণ সবে ধাইল রথে চড়ি॥
রহ রহ আরে রে ছাওয়াল দুরাচার।
কন্যা লয়্যা যাইবি তোর এত অহঙ্কার॥
এতেক বচন শুনি কৃষ্ণের নন্দন।
বামহস্তে ধরিয়া তুলিল শরাসন॥
ফিরিয়া রহিল যেন সিংহ মহাবল।
একেশ্বর কৈল বীর তুমুল সমর॥
ছয় মহাবীর কৈল শর বরিষণ।
সকল সহিলা বীর কৃষ্ণের নন্দন॥
তবে জাম্ববতীসুত বিক্রমে বিশাল।
আকর্ণ পূরিয়া দিল ধনুকে টঙ্কার॥

(১) পাঠান্তর,—
"যদি তাহা যুঝিবারে আসে দর্প করি।"

ছয় বীরে বিন্ধে বীর ছয় ছয় বাণে।
চারি ঘোড়া চারি বাণে বিন্ধিল সন্ধানে॥
এক এক সারথি বিন্ধিল এক শরে।
শর বরিষণ বীর কৈল একবারে॥
তবে ছয় বীর তার দেখিয়া সংগ্রাম।
ধনুকে টঙ্কার দিয়া যোড়ে তীখ বাণ॥
চারি ঘোড়া চারি জনে কাটে চারি বাণে
এক শরে সারথি কাটিল এক জনে॥
ছয় মহাবীর তবে যতন করিয়া।
রথে হৈতে কৃষ্ণসুতে নাম্বায় ধরিয়া॥
বান্ধিয়া ছাওয়াল তবে নিল নিজপুরে।
নারদ কহিলা গিয়া দ্বারকানগরে॥
তা শুনিঞা ক্রোধ কৈল যত যদুগণে
সাজিলা বিষম সৈন্য রাজা উগ্রসেনে॥
বাছিয়া বাছিয়া সৈন্য করিয়া সাজন।
বিক্রম করিয়া চলে মহাবীরগণ॥
বীরের বিক্রম দেখি হলধর রায়।
বিনয় বচনে প্রভু শান্তিয়া বুঝায়॥
বন্ধুগণ সহে কেনে বিবাদ বাড়াই।
রহ সব বীরগণ আমি চলি যাই॥
শান্তিয়া রাখিল সব বীরের প্রধান।
রথে চড়ি আপনে চলিলা বলরাম॥
কুলবৃদ্ধ জ্ঞাতিগণ চৌদিকে বেষ্টিত।
সঙ্গে করি লৈল কত কুলপুরোহিত॥
চলিলা হস্তিনাপুরে প্রভু বলরাম।
উত্তরিল গিয়া যদি পুর সন্নিধান॥
আপনে রহিল রাম বাহ্য উপবনে।
উদ্ধবে পাঠায়্যা দিল রাজা-বিদ্যমানে॥
ধৃতরাষ্ট্রে জানাইতে রামের মন্ত্রণা।
উদ্ধবে পাঠায়্যা করে বিবাদ খণ্ডনা॥
পুরেতে প্রবেশ গিয়া উদ্ধব করিল।
ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম-দ্রোণ চরণ বন্দিল॥
সভাসদে কহিল রামের আগমন।
তা-শুনিঞা আনন্দিত হৈলা বীরগণ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তারা উদ্ধবে পূজিল।
দিব্য উপহার লঞা আনন্দে চলিল॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া কৈল চরণ বন্দন।
দিব্য উপহার আনি কৈল নিবেদন॥

মধুর বচনে কৈল রাম-সম্ভাষণ।
একে একে সকলে পূজিলা জনে জন॥
অন্যান্য সভার সহে করিয়া সম্ভাষা।
বিনয় বচনে করে কুশল জিজ্ঞাসা॥
তবে রাম বলে শুন সর্ব্ব বীরগণ।
সাবধান হয়্যা শুন আমার বচন॥
উগ্রসেন ক্ষিতিপতি নৃপতি প্রধান।
তাঁর আজ্ঞা কহি তোমা-সবা-বিদ্যমান॥
আজ্ঞা শিরে ধরি কর্ম্ম কর সাবধানে॥
বিবাদ করিতে রাজা কৈলা নিবারণে॥ (১)
তোমরা বিস্তরে মিলি জিনিলে ছাওয়ালে।
অধর্ম্মে বালক বন্দী কর অহঙ্কারে॥
বন্ধুবর্গ দেখিয়া ক্ষেমিল অপরাধ।
পীরিতি কারণে আমি না কৈলু বিবাদ।
রামের অসহ্য বাণী শুনি কুরুগণে।
ক্রোধ করি বলে তারা ঘূর্ণিতলোচনে॥
হরি হরি এত বড় বিচিত্র কথন।
কালগতি এত বড় না যায় লঙ্ঘন॥
পায়ের পানই (২) উঠে মস্তক উপর।
যদুকুলে দুর্নীত বাঢ়িল এত বড়॥
যোনিগত সম্বন্ধ করিয়া তার সনে।
আপনার তুল্য করি বাঢ়াই আপনে॥
ধ্বজ ছত্র চামর রাজার আভরণ।
বসন ভূষণ শয্যা মুকুট আসন॥
উপেক্ষিয়া কথোখানি দিল রাজ্যখণ্ড।
কৃপা করি আমি সব দিল রাজদণ্ড।
নির্লজ্জ যাদবগণ হেন অগেয়ান।
আমার প্রসাদে ধরে রাজা হেন নাম॥
আজ্ঞা দিয়া আমারে পাঠায় কোন্ লাজে
আমি ক্রোধ করিব তাহাতে কোন্ কাজে॥
ইন্দ্র আদি দেবেরে না করি বস্তুজ্ঞান।
যদুবংশে জনমিঞা বলে অপমান॥
ভর্ৎসিয়া রামেরে তবে দুর্ব্বাচ্য বচনে।
পুরেতে প্রবেশ কৈল সর্ব্ব বীরগণে॥
শুনিঞা ঠাকুর রাম দুর্ব্বাচ্য বচন।
দুষ্টমতি দেখিয়া সকল কুরুগণ॥

(১) পাঠান্তর,—
"ইহাতে অন্যথা কিছু না করিহ মনে।"
(২) পানই, পানাই, পান্নুই, সংস্কৃত উপানহ, প্রাকৃত পানাহি, উড়ি।—পনাই) বিনামা ভেদ, sandal.

ক্রোধে যেন জ্বলে রাম জ্বলন্ত আনল।
হাসিয়া কি বলে তবে কম্পিত অধর॥
ঐশ্বর্য্য সম্পদে যার বাঢ়য়ে উন্মাদ।
দণ্ড বিনে কভু তার নহে অবসাদ॥
পশু নিবারিতে যেন দণ্ড ধরি করে।
দণ্ড করি দুষ্টজনে নিবারে ঈশ্বরে॥
ক্রোধ করি সাজিয়া আসিত যদুগণ।
ক্রোধ করি আপনে আসিত নারায়ণ॥
তা সবারে সান্ত্বিয়া আপনে আইলুঁ এথা।
দুষ্টমতি কুরুগণে কহে নানা কথা॥
দুর্ব্বাচ্য বচন বলে আমা বিদ্যমান।
অল্পলোক হয়্যা এত বড় অভিমান॥
উগ্রসেন রাজচক্রবর্ত্তী হেন রাজা।
ইন্দ্র আদি সুরগণ করে যার পূজা॥
সুধর্ম্মা সভাতে যার বসিয়া দেওয়ান।
পারিজাত পুষ্প যার ঘরে উপাদান
ইন্দ্রের সম্পদ আনি ভুঞ্জে ক্ষিতিতলে।
সে নহে রাজার যোগ্য দুষ্টগণ বলে॥
যার পদযুগ সেবে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
দেবের ঈশ্বরী দেবী জগত-জননী॥
চরণপঙ্কজ যার বাঞ্ছে লোকনাথে।
যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র যারে চিন্তে ধ্যানপথে
তীর্থ সেবী তীর্থ যার চরণ-কমল।
প্রজাপতি ভৃত্য যার শঙ্কর কিঙ্কর।
বিরিঞ্চি শঙ্কর আমি সহস্র বদন।
এ সব যাহার অংশ অংশের সৃজন॥
হেন পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রভু ভগবান্।
রাজাসন করি তার কোন্ বস্তুজ্ঞান॥
ইহারা যে কথোখানি দিল রাজ্যখণ্ড।
তাথে সব যদুগণে ধরে নৃপদণ্ড॥
আমি সব পাই এ সব চায় মাথা।
করিমু ইহার দণ্ড এ নহে অন্যথা॥
কুরু নাম না থুইমু এ মহীমণ্ডলে।
এ বোল বলিয়া রাম উঠিলা সত্বরে॥
জগত-দহন তেজ তুলিলা লাঙ্গল।
লাঙ্গলের অগ্র দিয়া উফাড়ে নগর॥
তুলিয়া হস্তিনাপুর গঙ্গাতে ফেলায়।
ভয়ে পুরজন গিয়া রাজারে জানায়॥
ভয়েতে ব্যাকুল হয়্যা সর্ব্ব পুরজন (১)।
সপুত্র-বান্ধবে নিল রামের শরণ॥

(১) পাঠান্তর,—"যত বীরগণ", অপিচ, "সব কুরুগণ"।

কন্যা সহে সাথে আনি দিল বিদ্যমান।
প্রণাম করিয়া স্তুতি কৈল সর্ব্বজন॥
অনন্ত ধরণীধর প্রভু বলরাম।
হীনমতি আমি-সব মূঢ় অগেয়ান॥
তোমা হনে উতপতি প্রলয় পালন।
তুমি নাথ কর সব মায়াতে সৃজন॥
সহস্র ফণার এক ফণার উপর।
লীলায় ধরিছ নাথ এ মহীমণ্ডল॥
অন্তকালে ধর তুমি ব্রহ্মাণ্ড উদরে।
অবশেষে তুমি মাত্র থাক অন্তকালে॥
তুমি ক্রোধ করি খল দুষ্ট শিক্ষা কর।
দ্বেষভাব করি কভু দণ্ড নাহি ধর॥
নমো বিশ্বনাথ রাম সর্ব্বভূতপতি।
সর্ব্বশক্তিধর নাথ সর্ব্বলোকগতি॥
চরণে শরণ না। পশিলু তোমার।
কৃপা করি কর দীনহীন-প্রতিকার (১)॥
এইরূপ স্তুতি কৈল ভয়ে কম্পমান।
কুরুগণ-ক্রন্দন দেখিয়া বলরাম॥
প্রসন্ন হইয়া বলে প্রভু কৃপাময়।
তুষ্ট হৈলু বীরগণ না করিহ ভয়॥
তবে রাজা দুর্য্যোধন ভয় পরিহরি।
কন্যার যৌতুক আনি দিল ভক্তি করি॥
দুইশত-সহস্র (২) কুঞ্জর আগুসার।
অযুত অযুত ঘোড়া শীঘ্রগতি আর॥
ষট্ সহস্র রথ দিল কাঞ্চনে নির্ম্মিত।
সহস্রেক দাসী দিল বিধানে পণ্ডিত॥
পুত্রবধূ সঙ্গে করি প্রভু বলরাম।
চলিলা দ্বারকাপুরে পুরুষপুরাণ॥
প্রবেশ করিল গিলা দ্বারকা নগরে।
কহিল সকল কথা সভার ভিতরে॥
এখনে রামের আছে বিক্রমের চিন (৩)
দক্ষিণেতে উচ্চ পুরী গঙ্গাতীরে নিন (৪)
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস ভাষা॥
রামগুণ শুন ভাই রাম ধর আশা॥

(১) পাঠান্তর,—"আমা সবা প্রতীকার"।

(২) দুই শত সহস্র,—অর্থাৎ দ্বাদশ লক্ষ।

(৩) চিন,—চিহ্ন।

(৪) নিন,—নিম্ন॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥৬৮॥

ঊনসপ্ততিতম অধ্যায়।

সুহই রাগ।

মুনি বলে কহি শুন রাজা পরীক্ষিৎ।
অতি অদভুত এক কৃষ্ণের চরিত॥
শনিঞা নরক-বধ কন্যার হরণ।
ষোড়শ সহস্র বিভা কৈলা নারায়ণ॥
ষোড়শ সহস্র বিভা কৈলা একবারে।
ষোড়শ সহস্র পুরে থাকে একেশ্বরে॥
কৌতুকে নারদ গেলা দ্বারকা-ভুবন।
দেখিব কৃষ্ণের লীলা ব্রহ্মার নন্দন॥
নব লক্ষ দিব্য পুরী রত্নেতে রচিত।
মহা মরকত হেম স্ফটিক-নির্ম্মিত॥
রাজপথ পুরপথ বিচিত্র চৌতরা
বিবিধ পশার ঘর দিব্য মনোহরা॥
সাধু ঘর সুর-ঘর চৌয়ারি চৌয়ারি।
রতন নির্ম্মিত ঘর শোভে সারি সারি
অঙ্গনে অঙ্গনে গন্ধ চন্দনের ছড়া।
ফলকে ফলকে চলে নানা বর্ণ ঘোড়া॥
ছত্রধ্বজে নিবারিত রবির কিরণ।
অলিকুল বিলসিত কুসুমিত বন॥
বিমল তরল জল দীঘি সরোবর।
প্রফুল্ল কুমুদ পদ্মোৎপল মনোহর (১)॥
কূজিত সারস হংস পবন সুমন্দ।
ভ্রমর ঝঙ্কৃত সব কুসুম সুগন্ধ॥

(১) পাঠান্তর,—
"প্রফুল্ল কুমুদ কহ্ল নীল উতপল"।

এইরূপে নব লক্ষ পুরী বিনির্ম্মিত।
তার মধ্যে মহাপুরীগণ বিরচিত॥
ষোল যে সহস্র পুরীমধ্যে নিরমাণ।
বিশ্বকর্ম্মার নিজগুণ যাথে উপাদান॥
কনক মন্দির মণি রতনে খচিত।
বিলোল মুকুতাদাম বিতানমণ্ডিত॥
ইন্দ্রনীলমণি ঘর উজ্জ্বল জগতি।
বিদ্রুম-রচিত স্তম্ভ জ্বলে বপভাতি॥
বৈদুর্য্য-কবাট হেম-রতন-দুয়ার।
দিব্য বেশ নরনারী গমন সঞ্চার॥
ষোড়শ সহস্র পুরী পুরীর মাঝার।
তথা গিয়া উত্তরিলা ব্রহ্মার কুমার॥
দেখিয়া নারদ মুনি মনে চমকিত।
এক পুরে প্রবেশিলা হয়্যা আনন্দিত॥
অগুরু সুধূম পুর গবাক্ষ সঞ্চার।
মণিদীপনিকর নিহত অন্ধকার॥
ঘরের উপরে ঘর কত কত তলা।
তাহার উপরে শোভে হেম-ঘটমালা॥
ময়ুর ভারই (১) নাচে তাহার উপর।
দিব্য বেশ নরনারী দেখিতে সুন্দর॥
হেন দিব্য পুরী মাঝে দিব্য নারীঘর।
দিব্য মহাসিংহাসন তাহার উপর॥
তাহার উপরে প্রভু জলধর শ্যাম।
সর্ব্বগুণ নিধান লাবণ্যময় ধাম॥
সম-রূপ-গুণ-বেশ দাসীগণযুতা।
পরিচর্য্যা করে দেবী হয়্যা আনন্দিতা॥
কনকরচিত দণ্ড চামর ঢুলায়।
রমণীমণ্ডল ষোল চৌদিগে দাণ্ডায়॥
হেনরূপ সাক্ষাতে দেখিয়া ভগবান্।
পাসরিল নারদ আপন গুণ-গান॥
নারদে দেখিয়া কৃষ্ণ উঠিলা সত্বরে
সিংহাসন তেজিয়া নামিলা ভূমিতলে॥
ভূমিতে পড়িয়া কৈলা চরণ-বন্দন।
করজোড়ে কহে প্রভু বিনয় বচন॥
তুলিয়া বসাইল মুনি নিজ সিংহাসনে।
পুণ্যজলে পদযুগ পাখালে আপনে॥
ব্রাহ্মণের পদজল নিজ শিরে ধরে।
নিজ গৃহে পরিজনে অভিষেক করে॥
শাস্ত্রজন-পতি-গতি ত্রিজগত গুরু।
ব্রহ্মণ্যশেখর ভক্তকুল-কল্পতরু॥

আপনে করিয়া কর্ম্ম জগতে বুঝায়।
ব্রহ্মা ভব-আদি যার চরণ ধিয়ায়॥
যার পদধৌত জল সর্ব্বতীর্থ সার।
হেন প্রভু দ্বিজভক্তি করেন প্রচার॥
পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়া মুনি পূজিল বিধানে।
জিজ্ঞাসিল হিত মিত অমৃত বচনে॥
কি করিব কহ আমি কিঙ্কর তোমার।
ব্রাহ্মণ আমার গুরু পূজ্য সর্ব্বকাল॥
এতেক বচন শুনি ব্রহ্মার তনয়।
কহিতে লাগিলা মনে ভাবিয়া বিস্ময়॥
কিছু অদভূত নাথ না হয় তোমার।
অখিল-জগত-গুরু সর্ব্বলোকপাল॥
নিজ জনে কর তুমি মিত্র ব্যবহার।
খলজনে দণ্ড ধর উচিত তোমার॥
জগত-রক্ষণ হেতু অবতার কর।
দোষ গুণ বুঝিয়া উচিত ফল ধর॥
আপন মায়ায় তুমি আপনে আচ্ছাদ।
নরলীলা করিয়া জগত কার্য্য সাধ॥
দেখিলুঁ তোমার নাথ চরণকমল।
ব্রহ্মাদিবন্দিত সর্ব্বজন-তাপ-হর॥
সংসারে পতিত পরিত্রাণ-অবলম্ব।
মহাভয়-বিনাশন সর্ব্বদুঃখ ভঙ্গ॥
সবে নাথ মুঞি এই অনুগ্রহ চাও।
তব পদযুগ যেন সতত ধেয়াও॥
সবে এই মাগো নাথ চরণযুগে।
স্মৃতিভঙ্গ মোর যেন নহে কোনকালে॥
এতেক বলিয়া মহামুনি যোগেশ্বর।
আর এক পুরে মুনি চলিলা সত্বর॥
যোগমায়া প্রভুর বুঝিতে তপোধন।
আর এক পুরে গিয়া হৈলা উপসন্ন॥
তথাতে দেখিল গিয়া প্রভু বনমালী।
উদ্ধবের সঙ্গে হরি খেলে পাশা সারি॥
নারদে দেখিয়া কৃষ্ণ উঠিল সত্বরে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া মুনি পূজিল আদরে॥
না জানি এঞা কৃষ্ণ যেন পুছিলা তাহারে।
কোথা হৈতে আইলে মুনি আমার মন্দিরে॥
আপনেই পূর্ণ তুমি সর্ব্বশক্তিধর।
সফল জনম যদি অনুগ্রহ কর॥
কিবা আরাধন আমি করিবারে পারি।
আপনে করিবে আজ্ঞা ভৃত্যে দয়া করি॥ (১)

(১) পাঠান্তর,—
"তথাপি কহিবে আজ্ঞা মনে যুক্তি করি"।

(১) পাঠান্তর,—"পায়রা"।

এতেক বচন মুনি শুনিঞা বিস্ময়। (১)
নিঃশবদে চলিলা নারদ মহাশয়॥
আর এক পুরে গিয়া কৈলা পরবেশ।
তথা গিয়া নারদ দেখিল হৃষীকেশ॥
শিশু কোলে করি কৃষ্ণ করয়ে লালন।
তবে আর পুরে গেলা ব্রহ্মার নন্দন॥
তথা গিয়া দেখিল পূজার অনুবন্ধ।
আর পুরে দেখিলা যজ্ঞের সমারম্ভ॥
কোথাহো ব্রহ্মণ্যদেব ব্রাহ্মণ ভুঞ্জায়।
আপনে বিপ্রের অবশেষ অন্ন খায়॥
কোথাহো করেন হরি সন্ধ্যা উপাসনা।
কোথাহো জপেন্ত মন্ত্র ঈশ্বর-ভাবনা॥
খড়্গ চর্ম্ম ধরি হরি ধায় কোন পুরে।
রঙ্গভূমি মাঝে কোথা মল্লক্রীড়া করে॥
কোন স্থানে গজস্কন্ধে কোন স্থানে রথে।
কোন ঠাঞি অশ্বপৃষ্ঠে ধায় রাজপথে॥
কোথাহ আছেন্ত প্রভু করিয়া শয়ন।
ভট্টগণে গায় গুণ স্তাবকে স্তবন॥
জলক্রীড়া কোথাও করেন্ত দিব্য জলে।
বেশ্যাগণ সঙ্গে সঙ্গে কৌতুকে বিহরে।
কোথাহো ব্রাহ্মণ আনি করেন্ত গো-দান।
কোথাহ পণ্ডিত মুখে শুনেন পুরাণ॥
কোন স্থানে হাস্য পরিহাস-কথা কহে।
কোন স্থানে ধর্ম্মপরায়ণ হয়া রহে॥
কোন স্থানে করে হরি সুখ উপভোগ।
কোন স্থানে করে ধন অরজন-যোগ॥
আপনাকে আপনে ধিয়ায় কোন স্থানে।
কোন স্থানে গুরু সেবা করে দৃঢ় মনে॥
কোন স্থানে করে হরি সাজিয়া সংগ্রাম।
মন্ত্রিগণ লয়্যা করে মন্ত্রণা বিধান।
কন্যা-বর আনিঞা করয়ে শুভক্ষণ।
পুত্র কন্যা বিবাহ দেওয়ান কোন স্থানে॥
অপত্য-উৎসব করে আনন্দ মঙ্গলে।
কন্যা আনি কোথাহ পাঠায় পতিঘরে॥
দেবযজ্ঞ কোথাহ করেন্ত যজ্ঞ করি।
কোন ঠাঞি গৃহকর্ম্ম করে বনমালী॥

কোন স্থানে দেন হরি দীঘি সরোবর।
কোথাতে মৃগয়া করে বনের ভিতর॥
কোন স্থানে গোপনে থাকিয়া নারায়ণ।
গূঢ়রূপ পরীক্ষা করেন মন্ত্রিগণ॥
এইরূপে যোগমায়া দেখি মহোদয়।
দেখিয়া নারদ মুনি ভাবিল বিস্ময়॥
কে নাথ বুঝিব যোগমায়া-অনুভব।
অচিন্ত্য পরমানন্দ অচিন্ত্য প্রভাব॥
এই আজ্ঞা কর নাথ যদি কর দয়া।
জগতে ভ্রমিঞা বুলি লীলা যশ গাঞা॥
কি মোর শকতি মায়া বুঝিব তোমার।
সভে গুণ গেয়্যা যেন বেড়াও সংসার॥
নারদের বচন শুনিঞা যোগেশ্বর।
কহিলা মুনিরে তবে প্রবোধ উত্তর॥
শুন শুন নারদ বিস্ময় পরিহর।
আমার বচনে তুমি অবধান কর॥
আমি সে ধর্ম্মের কর্ত্তা বক্তা অধিকারী।
লোক শিক্ষা হেতু আমি এত কর্ম্ম করি॥ (১)
খেদ পরিহর মুনি চিত্ত কর স্থির।
মহাভাগবত তুমি পরম সুধীর॥
কৃষ্ণের বচন শুনি ব্রহ্মার নন্দন।
বিস্ময় ভাবিয়া কৈল চিত্ত নিবারণ॥
এক কৃষ্ণ নানারূপ দেখি স্থানে স্থানে।
বিস্ময় ভাবিয়া মুনি রহিলা ধেয়ানে॥
এইরূপ নানা লীলা (২) করে নারায়ণ।
অখিল শকতিধর জগৎকারণ॥
চলিলা নারদমুনি আজ্ঞা শিরে ধরি।
ষোড়শ সহস্রপুরে বিহরে শ্রীহরি॥
প্রভুর অনন্ত গুণ পরম পবিত্র।
অজ-ভব আদি যার না বুঝে চরিত্র।
যেবা শুনে যেবা কহে যে করে কীর্ত্তন।
হরিভক্তি হয় তার বৈকুণ্ঠ-গমন॥
পণ্ডিত-মুকুট-মণি গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান॥

(১) পাঠান্তর,—
"এতেক বচন শুনি ভাবিলা বিস্ময়"।

(১) পাঠান্তর,—"নানা ক্রীড়া করি"।
(২) পাঠান্তর,—"নরলীলা"।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥৬৯॥

সপ্ততিতম অধ্যায়।

আহীর রাগ।

ষোড়শ সহস্র পুরী দ্বারকা নগরে।
রমণী-সমাঝে হরি আনন্দে বিহরে॥
সহিতে না পারে কেহ তিলেক বিচ্ছেদ।
রজনী-প্রভাত দেখি মনে পায় খেদ॥
পক্ষিগণ-শবদ শুনিঞা দেই গালি।
বিহরে রমণীগণ লঞা বনমালী॥
শয়ন তেজিয়া হরি উঠে রাত্রি শেষে।
হস্ত পদ পাখালিয়া রহে শুদ্ধবেশে॥
প্রসন্ন হৃদয় করি করয়ে ধেয়ান।
আপনে আপন রূপ চিন্তে ভগবান্॥
অদ্বৈত পরমানন্দ নিত্য পরকাশ।
নিজরূপ চিন্তে হরি আনন্দ বিলাস॥
প্রভাত সময়ে হরি করিয়া মার্জ্জন।
যথাবিধি সন্ধ্যাকর্ম্ম করে সমাপন॥
তবে দিব্য বস্ত্র প্রভু করি পরিধান।
যথাবিধি হোম কর্ম্ম করে সমাধান॥
মৌন আচরিয়া করে ব্রহ্মমন্ত্র জাপ।
সূর্য্য উপস্থান করে ত্রিজগতনাথ॥
নিজ অংশে দেব-ঋষি-পিতৃ-আরাধন।
বৃদ্ধমাত্র গুরুজন ব্রাহ্মণ বন্দন॥
হেম-শৃঙ্গ মুকুতা-মালিনী ক্ষীরবতা।
পট্টপট্ট-ভূষণ রত্তন-যুতা সতী॥
বৎসযুতা তরুণী রজত খুরময়ী।
অজিন কম্বল তিল পট্ট বস্ত্র দেই॥
এই মত অষ্ট কোটি নব্বই অর্ব্বুদ।
চৌরাশী-অধিক-ত্রয়োদশ লক্ষযুত॥
এইরূপে ধেনুগণ আনি প্রতিদিনে।
সর্ব্বগুণযুত বিপ্রে ভূষিয়া ভূষণে॥
পুরে পুরে প্রতিদিন করে প্রভু দান।
হেন মহেশ্বর হরি পূর্ণ ভগবান্।
গো ব্রাহ্মণে দেবগণ বন্দিয়া চরণ।
বৃদ্ধগণ গুরুগণ করিয়া বন্দন॥
তবে প্রভু পরশে মঙ্গল দ্রব্য আনি।
অঙ্গ বিভূষণ তবে করে চক্রপাণি॥
নরলোক বিভূষণ নিজ কলেবর।
দিব্য বেশ ভূষণ করয়ে মনোহর॥
ঘৃত দেখি দেখে প্রভু দর্পণে বদন।
গো বৃষ দেবতা দ্বিজ করে দরশন
তবে প্রভু পুরায় সকল-লোক কাম।
নিজ পুরজনে করে মনোরথ দান॥
পুরনারীগণে তবে করিয়া পীরিতি।
সর্ব্বলোক ভূষণে ভূষিল সুরপতি॥
বিভজিয়া অন্নপান দিয়া সর্ব্বজনে।
গন্ধ মালা তাম্বূল করিয়া বিভজনে॥
দাসদাসীগণে প্রভু দিয়া অন্নপান।
তবে পাছে করে প্রভু আপনে ভোজন॥
সাজিয়া সারথি রথ আনিঞা যোগায়।
রথে আরোহণ করি ত্রিজগত-রায়॥
উদ্ধবাদি মন্ত্রিগণ করিয়া সংহতি।
পুরের বাহির তবে হয় সুরপতি॥
সুধর্ম্মাসভার মাঝে দিব্য সিংহাসন।
তাহার উপরে তবে বৈসে নারায়ণ॥
নিজ অঙ্গতেজে দশদিগ বিরাজিত।
যদুসিংহগণে করে চৌদিগ বেষ্টিত॥
হাসিয়া উৎকলগণ (১) নিকটে দাণ্ডায়।
হাস্যরস-কথা কহি সভারে হাসায়॥
নর্ত্তক-নর্ত্তকীগণ নটন-বিলাস।
বহুবিধ রস কথা হাস পরিহাস॥
শঙ্খ ভেরী মৃদঙ্গ মুরজ কোলাহল।
বহুবিধ নৃত্য গীত বাজন মঙ্গল॥
শ্রাবকে শ্রবণ করে মন্ত্রীতে মন্ত্রণা।
উচ্চনাদে ভট্টগণে পঠয়ে ভট্টিমা॥
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সব করে বেদধ্বনি।
কথকে পুরাণ-কথা কহয়ে বাখানি॥
হেনকালে আইল এক পুরুষ দুয়ারে।
দুয়ারী কহিল গিয়া কৃষ্ণের গোচরে॥
আজ্ঞা পেয়্যা প্রবেশিল পুরীর ভিতরে।
প্রণাম করিয়া কহে যোড় দুই করে॥
ধরণীমণ্ডল জিনি জরাসন্ধ রাজা।
বশ হয়্যা নৃপগণ করে তার পূজা॥

(১) মূলে "উপমন্ত্রিণঃ" পাঠ আছে; অর্থ —পরিহাসক। উৎকলবাসিগণ স্বভাবতঃ হাস্যরস অবতারণায় পটু; সম্ভবতঃ পুরাকালে পরিহাসরসিক উৎকলবাসিগণ ভারতীয় রাজসভাসমূহে বিদূষকের কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন।

বশ হয়্যা না রহিল যতেক নৃপতি।
বান্ধিয়া আনিল তারে করিয়া শকতি॥
সে সব নৃপতিগণ তোমার কিঙ্কর।
তার নিবেদন করি তোমার গোচর॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ নিজজন-দুরিত-ভঞ্জন॥
চরণারবিন্দে নাথ পশিলুঁ শরণ॥
ভবভীত আমি-সব অধম বঞ্চিত।
তোমার পদারবিন্দে সকল বিদিত।
তোমার অর্চ্চন বিনে আর যত কর্ম্ম।
সে সকল দীননাথ কেবল বিকর্ম্ম॥
বিকর্ম্মে সকল লোক রত নিরন্তর।
তোমার পদারবিন্দে বঞ্চিত সকল॥
কালরূপে কর তুমি সে সব সংহার।
অনন্তশকতি তুমি অনন্তবিহার॥
নমো নমো জগত-নিবাস হৃষীকেশ।
নমো নমো কালরূপ দিব্য নর বেশ॥
খল নিবারণ হেতু ভকত-রক্ষক।
অবতার কর নাথ এই সে কারণ॥
যে তোমার আজ্ঞা নাথ না করে পালন।
কোন্ গতি হৈব তার না জানি মরম॥
পরাধীন নৃপসুখ স্বপন সমান।
নিরবধি ভয় শোক লোভে অগেয়ান॥
তাথে অভিমান করি কেবল বঞ্চিত।
আমি সব তোমার মায়ায় বিমোহিত॥
প্রণতবৎসল-শোকহর-পদদ্বন্দ্ব।
ছিণ্ডিয়া উদ্ধার কর জরাসন্ধবন্ধ॥
দশ সহস্র হরে মত্ত মাতঙ্গজ-বল।
এক চক্রে শাসিল সকল ক্ষিতিতল।
মহাবল জরাসন্ধ জিনিঞা সংসার।
আমা সভা বান্ধিয়া রাখিল দুরাচার॥
অষ্টাদশবার তুমি জিনিলে সংগ্রাম।
একবার যুদ্ধ জিনি করে অভিমান॥
আমি-সব তোমার কিঙ্কর হেন জানে।
নিজ ঘরে বান্ধিয়া-রাখিল সে কারণে॥
সকল বিদিত নাথ তোমার চরণে।
বুঝিয়া করিবে কৃপা যে উচিত মনে॥
এইরূপে রাজদূত করে নিবেদন।
হেনকালে মিলিলা নারদ তপোধন॥
সূর্য্যসম তেজস্বী পিঙ্গল জটাভার।
মৃণাল-ধবল মুনি পরে বৃকছাল॥
হরিগুণকীর্ত্তন আনন্দে গতি মন্দ।
দেখিয়া নারদ মুনি সভার আনন্দ॥

সভাসদে উঠিলা অখিল-লোকনাথ।
শিরে পদ পরশিয়া কৈলা দণ্ডপাত॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া মুনি পূজিল বিধানে।
অতিথি-সম্ভাষা কৈল বিনয় বচনে॥
আপনে করিয়া তুমি লোক-পর্য্যটন।
জগতের দুঃখ শোক কর নিবারণ॥
জগতে তোমায় কিছু নাহি অগোচর।
পঞ্চপাণ্ডবের কহ কল্যাণ কুশল॥
প্রভুর বচন শুনি ব্রহ্মার নন্দন।
হাসিয়া বলেন মুনি প্রভুর চরণ॥ (১)
হরি হরি বিষ্ণুমায়া বুঝনে না যায়।
ব্রহ্মা ভব-আদি যার অন্ত নাহি পায়॥
সর্ব্বশক্তি ধরে প্রভু সর্ব্বজীবে বৈসে।
সমভাব ধরি হরি সর্ব্বত্র প্রকাশে॥
তমু যেন কিছুই না জানে হেন বলে।
কে বুঝে কৃষ্ণের মায়া ভুবনমণ্ডলে॥
কিন্তু রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম-কলেবর।
মহাযজ্ঞ করিব জিনিঞা ক্ষিতিতল॥
যজ্ঞ করি করিব তোমার আরাধন।
পূজিব তোমার অংশ যত দেবগণ॥
সার্ব্বভৌম নরপতি হৈব মহীপাল।
জগতে তোমার যশ করিব বিস্তার॥
আপনে চলিবে তুমি যজ্ঞ মহোৎসবে।
দেখিবে তোমারে আমি যত সব দেবে॥
রাজগণ আসিয়া দেখিব পাদপদ্ম।
কপটে বিহর তুমি ধরি নরছদ্ম॥
পতিত চণ্ডাল হয় শ্রবণে পবিত্র।
দেখিলে তরিব তাথে এ কোন বিচিত্র॥
যার যশ ক্ষিতিতলে পাতালে আকাশে।
দ্রবময়ী হয়্যা গঙ্গা জগতে প্রকাশে॥
ভুবনপাবন যার পদনখজল।
বুঝিয়া করিবে আজ্ঞা প্রভু যোগেশ্বর॥
মুনির বচন শুনি সভাসদগণে।
কহিতে লাগিলা যার যেন লয় মনে॥
উদ্ধবের তরে তবে পুছিলা শ্রীহরি।
কহ হে উদ্ধব তুমি কোন্ যুক্তি করি॥
কৃষ্ণের বচন শুনি উদ্ধব সুধীর।
আজ্ঞা শিরে ধরি মনে যুক্তি কৈলা স্থির॥

---

(১) পাঠান্তর,—
"————ব্রহ্মার তনয়।
হাসিয়া কি বোলে মুনি মনে পাঞা ভয়॥

করযোড় করিয়া প্রভুর বিদ্যমান।
চিন্তিয়া উদ্ধব কহে ভকতপ্রধান॥
গদাধর পণ্ডিত মুকুটমণি জান।
ভাগবত-আচার্য্যের-মধুরস-গান॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭০॥

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

ভূপালী রাগ।

সর্ব্বতত্ত্ব জান তুমি সর্ব্বভূতে বৈস।
জানিঞা আমারে তুমি কপটে জিজ্ঞাস।
তথাপি তোমার আজ্ঞা শিরের উপরে।
কহিব সাক্ষাতে নাথ বুদ্ধি অনুসারে॥
সাক্ষাতে নারদ মুনি কৈলা নিবেদন।
দূতমুখে নৃপগণের শুনিলে বচন।
অবশ্য করিতে চাহ নৃপগণ রক্ষা;
করাইতে চাহ যুধিষ্ঠির যজ্ঞদীক্ষা॥
দুহার করিতে চাহ অবশ্য নিস্তার।
তাহাতে উত্তম দেখি এই যুক্তি সার।
আগে যুধিষ্ঠির মহোৎসবে চলি যাহ।
যজ্ঞ অনুবন্ধ গিয়া রাজারে করাহ॥
দশদিগ জিনিয়া আনিব নরেশ্বর।
জরাসন্ধ বধ হৈব তাহার ভিতর॥
এইরূপে নৃপগণে পাইব পরিত্রাণ।
এক কার্য্যে দুই কার্য্য হৈব উপাদান॥
জরাসন্ধ-বধ হৈব ভকতউদ্ধার।
সেবকের যশ হৈব জগতে বিস্তার॥
সর্ব্বলোক সুখী হয় সভার পীরিতি।
ভুবন ভরিয়া রহে অতুল খেয়াতি॥
আগে গিয়া হই ইন্দ্রপ্রস্থে উপসন্ন।
যুধিষ্ঠির জিনিয়া আনিব নৃপগণ॥
জরাসন্ধ রাজা হয় অজর অমর।
দশ সহস্র ধরে মত্ত গজের বল॥
দ্বিজবেশে ভীম নিয়া করিব সংগ্রাম।
দ্বন্দ্বযুদ্ধে তবে তার হরিব পরাণ॥
তোমার সাক্ষাতে তারে করিব সংহার।
সর্ব্বলোক সাক্ষী তুমি জগত আধার॥
রাজার মহিষীগণ নিজ নিজ ঘরে।
তোমার নির্ম্মল যশ গায় উচ্চস্বরে॥
পতিগণ উদ্ধারিব রিপুবধ করি।
রহিব প্রভুর যশ ত্রিভুবন ভরি॥
রাজার মহিষীগণ এই গুণ গায়।
মুনিগণে নিরবধি চরণ ধেয়ায়॥
হরি অবতারে কৈলা গজেন্দ্র মোক্ষণ।
জানকী উদ্ধার কৈলা বধিয়া রাবণ॥
একরূপে নানা যশ গায় ত্রিভুবনে।
এখনে যে কর্ম্ম কর গাইবে সর্ব্বজনে॥
যজ্ঞ আরম্ভিয়া কর যশের প্রকাশ।
দৈবে তার মধ্যে হবে জরাসন্ধ নাশ॥
এতেক বচন যদি বলিলা উদ্ধবে।
ধন্য ধন্য বলিয়া বাখানে লোক সবে॥ (১)
আপনে করিয়া হরি উদ্ধবে প্রশংসা।
গুরুজন আজ্ঞা লৈল করিয়া সম্ভাষা॥
দারুকে আনিঞা আজ্ঞা দিল ভগবান।
ঝাট করি আন রথ করিয়া সাজন॥
সর্ব্ব সৈন্য চলুক সামন্ত মন্ত্রিগণ।
পুত্র মিত্র চলুক সকল পরিজন॥
দেবীগণ চলুক বিবিধ পরিচ্ছদে।
রথ গজ তুরঙ্গ চলুক নিজ সাজে॥
আজ্ঞা মাগি নিল দেব বলভদ্র স্থানে।
উগ্রসেন সম্ভাষিয়া চলিলা আপনে॥
দারুক আনিল রথ গরুড়-লাঞ্ছন।
আপনে শ্রীহরি গিয়া কৈল আরোহণ॥

(১) পাঠান্তর,—"প্রশংসে সভাসদে।"

চলিল রথের আগে ঘোড়া আসোয়ার।
দুই পাশে মহাসেনা কৈলা পাটোয়ার॥
মত্ত গজগণ পাছে করিল যোগান।
মহাভট মহারথ কৈল আগুয়ান॥
শঙ্খ ভেরী মৃদঙ্গ শবদ কোলাহল।
চৌদিগ ভরিয়া হৈল আনন্দ মঙ্গল॥
নরযান খরযান কাঞ্চন বিমানে।
চলিলা মহিষীগণ আনন্দ বিধানে॥
সপুত্র বান্ধবে দেবীগণ আগে যায়।
চৌদিগে বেঢ়িয়া মহাভটগণ ধায়॥
দিব্যবেশ বেশ্যাগণ ধরিল যোগান।
পুরনারীগণ যায় হয়্যা আগুয়ান॥
অম্বর নির্ম্মিত ঘর কম্বলনির্ম্মাণ।
শিল্পিগণে কৈল গিয়া পুরীর বিধান॥
বিচিত্র পতাকা উড়ে ছত্র ধ্বজ বানা।
কোটি কোটি রথ গজ কোটি কোটি সেনা॥
কৃষ্ণের চরণে মুনি করিয়া প্রণাম।
নারদ চলিয়া গেলা হয়্যা অন্তর্দ্ধান॥
রাজদূতে প্রবোধিয়া বলেন শ্রীহরি।
ভয় পরিহর দূত জরাসন্ধ করি॥
জরাসন্ধে মারিয়া আনিব নৃপগণ।
কহ গিয়া দূত তুমি এই বিবরণ॥
প্রণাম করিয়া দূত সত্বরে চলিল।
নৃপগণ-বিদ্যমানে সকল কহিল॥
কৃষ্ণ দরশন হৈব বন্ধ-বিমোচন।
আনন্দিত হয়্যা সব রহে নৃপগণ॥
চতুরঙ্গ সেনা সাজি চলিল শ্রীহরি।
আনর্ত্ত সৌবীর মরুদেশ গেল তরি॥
নদনদী পর্ব্বত তরিয়া নানা দেশ।
কুরুক্ষেত্র তরিয়া চলিলা হৃষীকেশ॥
দৃশদ্বতী তরিল তরিল সরস্বতী।
তরিয়া পঞ্চাল দেশ গেলা যদুপতি॥
ইন্দ্রপ্রস্থে গেলা প্রভু মৎস্যদেশ তরি।
বাহ্য উপবনে গিয়া রহিলা শ্রীহরি॥
কৃষ্ণ-আগমন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির।
বাহ্য পাসরিল রাজা পুলক শরীর॥
ভীম অর্জ্জুনের হৈল হরষিত চিত্ত।
সহদেব নকুল শুনিঞা আনন্দিত॥
কৃষ্ণ-আগুসারে রাজা চলিলা ত্বরিতে।
পাত্র মিত্র পুরোহিত সামন্ত সহিতে॥
বহুবিধ নৃত্য গীত বাজন-মঙ্গল।
জয় জয় বেদঘোষ শব্দ কোলাহল॥

দেখিয়া সাক্ষাতে কৃষ্ণ ধর্ম্মের নন্দন।
ভুজপাশে ধরি রাজা দিল আলিঙ্গন॥
মজিল ধর্ম্মের পুত্র আনন্দসাগরে।
বাহ্য পাশরিল রাজা শরীর না ধরে॥
আলিঙ্গন দিয়া ভীম আনন্দে মজিল।
কোল দিয়া অর্জ্জুনে সকল বিসরিল॥
সহদেব নকুলের হরল গেয়ান।
পঞ্চ পাণ্ডবের নাহি বাহ্য অবধান॥
অর্জ্জুনের সঙ্গে কৃষ্ণ কৈলা অঙ্গসঙ্গ।
সহদেব নকুল বন্দিল পদদ্বন্দ্ব॥
বৃদ্ধ মান্য দ্বিজগণ কৈল নমস্কার।
কুশল বচনে কৈল লোক পুরস্কার॥
সূত মাগধ গায় কৃষ্ণের মহিমা।
উচ্চনাদে ভট্টগণে পঢ়য়ে ভট্টিমা॥
শঙ্খ ভেরী মৃদঙ্গ বিবিধ বাদ্য বাজে।
প্রভুর চৌদিগ ভরি বন্ধুগণ সাজে॥
বহুবিধ নৃত্য গীত চলন সুসার।
আগে পাছে মহাবীরগণ পাটোয়ার॥
পুর-পরবেশ কৈলা ত্রিজগতরায়।
বেদমন্ত্র পড়িয়া ব্রাহ্মণে গুণ গায়॥
পুর পথে রাজপথে চন্দনের ছড়া।
ফলকে ফলকে চলে নানা বর্ণের ঘোড়া॥
মত্তগজ মদজলে উঠিল কর্দ্দম।
রতন তোরণগণে দেখি মনোরম॥
সারি সারি হেমকুম্ভ রম্ভা আরোপণ।
প্রবাল-তণ্ডুল-ফল-পুষ্প-বরিষণ॥
ছত্র ধ্বজ পতাকা বিবিধ বানা উড়ে।
বিচিত্র বিতান জাল প্রতি ঘরে ঘরে॥
দিব্যবেশ নরনারী পুর বিরাজিত।
প্রতি ঘরে ধূপ দীপ বিতান মণ্ডিত॥
মণিময় দীপগণ দিনমণি-আভা।
হেম ঘটে মণি ঘটে সারি সারি শোভা॥
হেন পুরে উত্তরিলা দৈবকীনন্দন।
সুখময় সাগরে মজিল পুরজন॥
কৃষ্ণ আগমন শুনি পুরনারীগণে।
গৃহকর্ম্ম পাসরিল কৃষ্ণ দরশনে॥
কেহ পতি কোলে করি আছিল শয়নে।
কেহ অঙ্গ মারজন মর্জ্জন ভোজনে॥
সেইক্ষণে সকল তেজিয়া পুরনারী।
আনন্দে চলিলা কৃষ্ণপদে মন ধরি॥
ঘরের উপরে কেহ করি আরোহণ।
কৃষ্ণের উপরে করে পুষ্প বরিষণ॥

প্রবাল তণ্ডুল ফল বিলসিত মালা।
লাজা-বরিষণ হয় মলয়জ ধারা॥
লজ্জা পরিহরি করে কুশল জিজ্ঞাসা।
স্বাগত বচনে করে অতীত (১) সম্ভাষা॥
কৃষ্ণপত্নীগণ দেখি বলে পুরনারী।
এ সভে লভিল কৃষ্ণে কোন্ পুণ্য করি॥
পুরুষশেখর কৃষ্ণ কমলানিবাস।
তাহার শ্রীমুখ দেখি নয়নবিলাস।
এইরূপে যায় কৃষ্ণ পুর পরবেশি।
পথে পথে কৃষ্ণ হেরে সর্ব্বলোকে আসি॥
মঙ্গল ধরিয়া করে করে নিবেদন।
প্রভুর পদারবিন্দ করিয়া বন্দন॥
এইরূপে দেখে লোক নয়ন ভরিয়া।
প্রভুর পদারবিন্দ হৃদয়ে ধরিয়া॥
পুর-পরবেশ তবে করিলা শ্রীহরি।
আনন্দে পূরিল কুন্তী কৃষ্ণে কোলে করি॥
ত্রিভুবন নাথ হরি দেব দেবেশ্বর।
করে ধরি নিল রাজা পুরের ভিতর॥

(১) পাঠান্তর—"আতিথ্য"।

কি দিয়া পূজিব কৃষ্ণ হৃদয় না ধরে।
আনন্দে মজিয়া রাজা আপনা পাসরে॥
কুন্তীর চরণ কৃষ্ণ করিয়া বন্দন।
সর্ব্ব গুরুপত্নীগণের বন্দিলা চরণ॥
তবে আদেশিলা কুন্তী দ্রৌপদীর তরে।
কৃষ্ণপত্নীগণ যত পূজিলা সাদরে॥
সত্যভামা রুক্মিণী কালিন্দী জাম্ববতী।
মিত্রবিন্দা শৈব্যাদেবী আর নাগ্নজিতী॥
ষোড়শ সহস্র আর মহাদেবীগণে।
একে একে সকল পূজিলা জনে॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বিবিধিদাম্বর।
দিব্য অন্নপানে লোক পূজিলা সকল॥
সসৈন্যে পূজিল কৃষ্ণ বিবিধ বিধানে।
নব নব পীরিতি বাঢ়য়ে দিনে দিনে॥
পাণ্ডুপুত্রে পীরিতি করিতে বনমালী।
চারিমাস তথাতে রহিলা কৃপা করি॥
অর্জ্জুনের সঙ্গে প্রভু চঢ়ি দিব্য রথে।
বিবিধ বিহার করি ফিরয়ে কৌতুকে॥
পণ্ডিতমুকুটমণি গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥৭১॥

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

শ্রীরাগ।

এক দিন সভামধ্যে বসি নরপতি।
ভ্রাতৃ-মিত্র-বন্ধুগণ করিয়া সংহতি॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য কুলপুরোহিত।
কুলবৃদ্ধ জ্ঞাতিগণ চৌদিগে বেষ্টিত॥
কৃষ্ণ সম্ভাষিয়া রাজা বলে কোন বাণী।
শুন হে গোবিন্দদেব লোকশিখামণি॥
এই নিবেদিএ নাথ চরণ নিয়ড়ে।
রাজসূয় যজ্ঞ করি ভজিব তোমারে॥
নিজ ভৃত্য মুঞি নাথ করেঁয়া নিবেদন। (১)
আজ্ঞা কর যজ্ঞ যেন হয় সমাপন॥

(১) পাঠান্তর,—
"মুঞি এবে নিজ সত্য কৈমু নিবেদন।"

তোমার পাদুকাযুগ যে করে ধেয়ান।
যেই জন কীর্ত্তন করয়ে অবিরাম॥
তারা সে লভিতে পারে অপবর্গ গতি।
যদি বা সম্পদ বাঞ্ছে লভে সর্ব্বসিদ্ধি॥
তোমার পদারবিন্দ-সেবা-অনুভাব।
দেখুক সকল লোকে অতুল প্রভাব॥ (১)
যে ভজে তাহার হয় সর্ব্বত্র কল্যাণ।
যে না ভজে তার কভু নহে পরিত্রাণ॥
দেখুক সকল লোক আশ্চর্য্যের সীমা।
ভকত-জনের তুমি বাঢ়াও মহিমা॥

(১) পাঠান্তর,—
"প্রত্যক্ষ হউক সব তোমার প্রভাব"।

যদি বল নিজ পর নাহিক আমার।
তার কথা কহি নাথ চরণে তোমার॥
পরিপূর্ণ ব্রহ্ম তুমি সর্ব্বজীবে বৈস।
সকলের আত্মা তুমি সর্ব্বত্র প্রকাশ॥
নজ পর ভেদ তুমি যদ্যপি না কর।
তথাপি ভকতজনে অনুগ্রহ ধর॥
আশ্রিত ভরণ কর যেন কল্পতরু
সেইরূপ প্রভু তুমি ত্রিজগৎ-গুরু॥
সেবা-অনুরূপ কর ফলের উদয়।
ইহাতে না কর আর কিছু বিপর্য্যয়॥
রাজার বচন শুনি প্রভু গুণানিধি।
কহিতে লাগিলা তবে সর্ব্বযজ্ঞবিধি॥
শুন পাণ্ডুপুত্র তুমি ধর্ম্ম অবতার।
ভুবন ভরিয়া যশ রহিব তোমার॥
শুভকালে কর তুমি যজ্ঞ-অনুবন্ধ।
দেব-ঋষি পিতৃগণ বাঢ়িব আনন্দ॥
সভার সন্তোষ-হেতু আমার পীরিতি।
কিন্তু একখানি আছে কহি এ যুগতি॥
জগত করিয়া বশ নৃপগণ জিনি।
সকল পৃথ্বীর ধন জড় করি আনি।
তবে যজ্ঞ কর তুমি চিন্তা পরিহর।
ভাইগণে পাঠায়্যা জগত বশ কর।
আপনে সাক্ষাতে আমি আছি বিদ্যমান।
জগত জিনিবে তাথে কোন বস্তু জ্ঞান॥
যেন তেন করে যদি আমার আশ্রয়।
ত্রিভুবনে তবে তার পরাভব নয়॥
আছুক মানুষ দেবে না হয় সমান।
সকল দেবের পূজ্য সভার প্রধান॥
প্রভুর বচন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির।
আনন্দে পূরিল তনু পুলক শরীর॥
ভ্রাতৃগণে পাঠাল্য জিনিতে ক্ষিতিতল।
কৃষ্ণ-তেজে তারা সব হৈল মহাবল॥
সহদেবে দক্ষিণে পাঠাইল সৈন্য দিয়া।
পশ্চিমে নকুল বীর চলিলা সাজিয়া॥
সৈন্য সাজি ধনঞ্জয় চলিলা উত্তরে॥
পূর্ব্বদিকে বৃকোদর চলিলা সত্বরে॥
মৎস্য-কেকয়ে সৈন্য (১) করিয়া সাজন।
চারিদিগে তুরিতে চলিলা বীরগণ॥
জিনিঞা আনিল সভে পৃথিবীর ধন।
দশদিগ জিনিঞা আনিল নৃপগণ॥

সব সমর্পিলা লঞা রাজার চরণে।
জরাসন্ধ না জিনিলা শুনিলা শ্রবণে॥
চিন্তিতে লাগিলা রাজা মনে পায়্যা ভয়।
জরাসন্ধ না জিনিলে কোন্ যুক্তি হয়॥
বুঝিয়া রাজার মন কহে জগন্নাথ।
উপায় করিব আমি না কর বিষাদ॥
এতেক বচন তবে বুলিয়া শ্রীহরি।
তিন জন মিলিয়া ব্রাহ্মণবেশ ধরি॥
ভীমার্জ্জুনে লয়্যা প্রভু চলিলা আপনে।
রাজগিরি পর্ব্বতে উঠিলা তিন জনে॥
আতিথ্য-বেলায় গেল রাজার গোচর।
মাগিয়া লইল ভিক্ষা তিন দ্বিজবর।
ব্রাহ্মণ-ভকত তুমি নৃপতি সত্তম।
আমি সব ব্রাহ্মণ অতিথি উপসন্ন॥
সন্ধ্যাকালে অতিথি না তেজে মতিমান্।
আমি সব যে মাগিব না করিবে আন॥
ত্যাগশীল জনে কি না করে পরিত্যাগ।
অসাধুর কি কি নহে মন্দ কর্ম্মে রাগ॥
দানশীল জনে কি না করে দ্রব্য দান।
সমদৃষ্টি জনের না দেখি পর-জ্ঞান॥
অনিত্য শরীরে যেবা না সাধিব নিত্য।
সর্ব্বগুণযুক্ত যদি কেবল বঞ্চিত॥
হরিশ্চন্দ্র রন্তিদেব রাজা শিবি বলি।
ব্যাধ কপোত উঞ্ছবৃত্তি আদি করি॥
অধ্রুবে সাজিয়া ধ্রুব এ সব চলিল।
ভুবন ভরিয়া তাদের পুণ্য কীর্ত্তি হৈল॥
তবে রাজা জরাসন্ধ চিন্তে মনে মনে।
এ সব ব্রাহ্মণ নহে বুঝিলু লক্ষণে॥
তথাপি ব্রাহ্মণ-বেশ রহিল গোচরে।
শির যদি চাহে তভু না হৈব কাতরে॥ (১)
মায়ারে ব্রাহ্মণবেশ ধরি নারায়ণ।
মাগিল বলির আগে কপটে বামন॥
জানিঞাও বলি তার না কৈল খণ্ডনা।
জগতে রহিল তার যশের ঘোষণা॥
গুরুর বচন বলি করিয়া লঙ্ঘন।
দান দিল যশে পূরাইল ত্রিভুবন॥
জীয়ন্তে না কৈল যে ব্রাহ্মণ-উপকার।
জীয়ন্তেহ মরা ব্যর্থ সকল তাহার॥
তবে জরাসন্ধ বলে শুনহে ব্রাহ্মণ।
কি মাগিবে মাগ তাহা দিব এইক্ষণ॥

(১) পাঠান্তর,—"মৎস্য কেকয় সব"।

(১) পাঠান্তর,—"শিব যদি চাহে তবে দিতে কত বস্তু"।

তুমি-সব যে মাগিবে না করিব আন।
শির যদি মাগ তমু নাহি বস্তু জ্ঞান॥
তবে কৃষ্ণ বলে রাজা শুন বিবরণ।
যুদ্ধ মাগি আমি সব দেহসিয়া রণ॥
এ দুই অর্জ্জুন ভীম আমি কৃষ্ণ নাম।
যুদ্ধ মাগি আমি-সব দেহ যুদ্ধ দান॥
এ বোল শুনিয়া জরাসন্ধ মতিক্ষয়।
উচ্চনাদ করিয়া হাসিল অতিশয়॥
ক্রোধ করি কহে বীর করিব সংগ্রাম।
তুমি অল্পবল কৃষ্ণ নহিবে সমান॥
যুদ্ধ-ভয়ে তুমি কৃষ্ণ মথুরা তেজিয়া।
সমুদ্র শরণ পশি আছ লুকাইয়া॥
বয়সে অর্জ্জুন তুল্য নহে সমবল।
অর্জ্জুনের সনে মুঞি না করো সমর॥
ভীম তুল্যবল মোর বয়সে সমান।
ইহা সহ যুদ্ধে মোর নাহি অপমান॥
এ বোল বুলিয়া বীর তোলে গদাপাট।
পেলাইয়া দিল বীর দিয়া পাকসাট॥
আর গদা তুলিয়া নাম্বিলা মহাবল।
দুই বীরে সংগ্রাম বাজিল ভয়ঙ্কর॥
গদায় গদায় যুদ্ধ শবদ বিশেষ।
শিরে শিরে যুদ্ধ যেন যুঝে দুই মেঘ॥
বাহে বাহে যুদ্ধ যেন দুইত মাতঙ্গ।
পদে পদে যুদ্ধ যেন যুঝয়ে তুরঙ্গ॥
গদাতে গদাতে যুদ্ধ তুমুল নির্ঘাত।
চট্ চট্ শব্দ উঠে যেন বজ্রপাত॥
হস্ত-পদ ভাঙ্গিল ভাঙ্গিল নাক কাণ।
দুইপাট গদা ভাঙ্গি হৈল খান খান॥
অঙ্গেতে বাজিয়া গদা মিলিল বিদার।
খস খস্ হৈল যেন আকন্দের ডাল॥
ভাঙ্গিল দোঁহার গদা দোঁহে কোপে জ্বলে।
দুই বীরে যুঝে তবে মুষ্টির প্রহারে॥
চড় চাপটেতে যুদ্ধ শবদ নিষ্ঠুর।
দুই অঙ্গে পড়ে যেন বজ্র সমতুল॥
সম শিক্ষা সমবল সম পরাক্রম।
দুই বীরে যুঝে করো নাহি জয় ভঙ্গ॥
জনম মরণ তার জানেন্ত শ্রীহরি।
বাঢ়ায় ভীমের বল নিজ তেজে করি॥
মরণ-কারণে তার চিন্তিয়া আপনে।
চিরিয়া বেণার পত্র দেখান তখনে॥ (১)
মহাবল-ভীম তার সন্ধান বুঝিয়া।
ভূমিতে পেলিয়া শত্রু ধরিল চাপিয়া॥
দুই পাশ দিয়া আর এক পাও ধরি।
দুই হাথে আরো পাও টান দিয়া তুলি॥
নির্য্যাসে তুলিয়া তাহে দিল এক টান।
দুই ভাগ জরাসন্ধ হৈল দুইখান (২)॥
এক ভুজ এক আঁখি এক ভুরু শির।
এক অঙ্গ দুই ভাগে হৈল দুই বীর॥
রাজপুরে হাহাকার শবদ উঠিল।
সাধু সাধু বুলি লোক ভীমে প্রশংসিল॥
তবে কৃষ্ণ অর্জ্জুন ভীমেরে দিল কোল।
ভুবন ভরিয়া হেল জয় জয় রোল (৩)॥
সহদেব তার পুত্রে অভিষেক করি।
রাজ্য-অধিকার দিয়া স্থাপিলা শ্রীহরি॥
জরাসন্ধ-বধকথা কৃষ্ণ-গুণ-বাণী।
ভাগবত-আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী॥

---

(১) পাঠান্তর—"নয়নে"।

(২) পাঠান্তর,—

সমভাগে জরাসন্ধ হৈল দুই খান।

(৩) পাঠান্তর,—

"জয় জয় শব্দ হৈল অবনীমণ্ডল।"

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭২॥

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

সিন্ধুড়া রাগ।

দুই অযুত অষ্ট শতেক নরপতি :
বান্ধিয়া রাখিয়াছিলা রাজা দুষ্টমতি ॥
পর্ব্বতগহ্বর হৈতে আনিল বাহিরে।
সাক্ষাতে আসিয়া তারা কৃষ্ণরূপ হেরে (১) ॥
নবঘন-শ্যাম তনু শ্রীবৎস-লাঞ্ছন।
পীতবাস পরিধান রাজীবলোচন ॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শোভে চারি করে।
হার বিরাজিত উরে বনমালা দোলে ॥
কিরীট কটক কটিসূত্র বিরাজিত।
মণিময় মকর-কুণ্ডল বিলোলিত ॥
হেন অপরূপ হরি দেখি নৃপগণে।
দণ্ড পরণাম করি পড়িল চরণে ॥
কৃষ্ণ দরশনে হৈল আনন্দ-উদয়।
বন্ধনজনিত দুঃখ সব গেল ক্ষয় ॥
স্তুতি করে নৃপগণ শিরে ধরি কর।
নমো নমো দেবদেব ভকতবৎসল ॥
প্রপন্ন-পালন প্রভু কর প্রতিকার।
এ ঘোর সংসার-দুঃখ হয় একবার ॥
অনুগ্রহ কৈল এই রাজা জরাসন্ধ।
তে কারণে দেখিলু তোমার পদদ্বন্দ্ব ॥
অনুগ্রহ লেশ থাকে যাহাতে তোমার।
সে রাজার নষ্ট হয় রাজ্য অধিকার ॥
তোমার মায়ায়ে বিমোহিত যে যে জনে।
অনিত্য সম্পদ সেই নিত্য করি মানে ॥
পিপাসিত জন যেন জলের কারণে।
মৃগতৃষ্ণা জল বলি ধায় আগেয়ানে ॥
নষ্ট বুদ্ধি আমি-সব বুঝিলু এখনে।
অন্যোন্যে যুঝিয়া মৈলু ভূমির কারণে ॥
প্রজা-বধ কৈলু দেব তেজি দিয়া ধর্ম্ম।
সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু তার না বুঝিলু মর্ম্ম ॥
কালযোগে এখনে সম্পদ হৈল নাশ।
তে-কারণে কৈলে তুমি কৃপা পরকাশ ॥
দর্পভঙ্গ হল নাথ খণ্ডিল কুবুদ্ধি।
তে কারণে পাদপদ্ম চিন্তি নিরবধি ॥

যদি বল রাজ্যপদ দিব আরবার।
তার নিবেদন করি চরণে তোমার ॥
মৃগতৃষ্ণা সমতুল এ সব সম্পদ।
শ্রুতিসুখ-স্বর্গভোগ বিপদের পদ ॥
সতত বিকল তনু দুঃখ-রোগময়।
আর যেন কভু নাথ রাজ্যপদ নয় ॥
এই কৃপা মাঙ্গো নাথ চরণে তোমার।
স্মৃতিভঙ্গ কভু যেন নহে আরবার ॥
কর্ম্মবন্ধে জন্ম যদি যথা তথা হয়।
চরণ স্মরণ-ভঙ্গ কভু যেন নয় ॥
নমো বাসুদেব কৃষ্ণ প্রণত-পালন।
নমো নমো নারায়ণ দুরিত-ভঞ্জন ॥
এইরূপে স্তুতি যদি কৈল নৃপগণে।
কহিতে লাগিলা কৃষ্ণ মধুর বচনে ॥
আজি হৈতে আমাতে রহিল দৃঢ়মতি।
রহিল পদারবিন্দে সুদৃঢ় ভকতি ॥
ভাল ভাল তুমি সব করিলে নিশ্চয়।
আমার ভকতি বিনে কিছু সত্য নয় ॥
রাজ্যপদ সম্পদ বিপদ হেন জান।
উন্মাদ-কারণ এ সকল অনুমান ॥
নরক রাবণ বেণ নহুষ নৃপতি।
শ্রী-সম্পদ মদে তারা গেল অধোগতি ॥
তুমি-সব হেন জান সকল অনিত্য।
সর্ব্বভাবে আমার চরণে ধর চিত্ত ॥
পুনরপি রাজা হৈয়া যজ্ঞ দান কর।
ধর্ম্মে প্রজা পালিয়া আমাতে চিত্ত ধর ॥
সুখদুঃখ ভালমন্দ চিত্তে না ভাবিহ ॥
যখন যে হয় তাহা মনে না ধরিহ ॥
দেহ গেহ সুত দারে হয়্যা উদাসীন।
বিষ্ণুব্রত করি ধর বৈষ্ণবের চিন ॥
আমাতে ধরিয়া চিত্ত রহ হথা তথা
সাধুসঙ্গে শুনিহ আমার গুণগাথা ॥
রাজ্য ভোগ কর লয়্যা এই উপদেশ।
তনু তেজি আমাতে করিবে পরবেশ ॥
এতেক বুলিয়া হরি করুণা-সাগর।
অখিল ভুবনপতি মহামহেশ্বর ॥
করাঞা নাপিত-কর্ম্ম অঙ্গ মারজন।
নারীগণ নিয়োজিয়া করায় মজ্জন ॥

---

(১) পাঠান্তর,—
'পর্ব্বত গহ্বর হতে হইলা বাহিরে।
বাহির হইয়া সবে দেখে গদাধরে ॥"

সহদেবে আনিঞা আপন বিদ্যমানে।
পূজায় নৃপতিগণে বিবিধ বিধানে ॥
রাজযোগ্য বসন ভূষণ বিলেপন।
বহুবিধ অন্নপান তাম্বূল চন্দন ॥
কৃষ্ণের আজ্ঞায় সহদেব মতিমান্।
পূজিলা নৃপতিগণে হয়্যা সাবধান ॥
দীপ্ত করে রাজগণ ভূষণে ভূষিত।
কুণ্ডলমণ্ডিত গণ্ড চন্দনে চর্চ্চিত ॥
দীপ্ত করে নৃপগণ দেখিতে সুন্দর।
বরিষা খণ্ডিলে যেন নক্ষত্রমণ্ডল ॥
দিব্য রথ দিব্য ঘোড়া আনিল সাজিয়া।
মহামত্ত গজগণ কাঞ্চনে ভূষিয়া ॥
চতুরঙ্গ বলে করি সেনার সাজন।
বিনয় বচনে সম্ভাষিয়া নৃপগণ ॥
নিজ নিজ দেশে তবে পূজিয়া পাঠায়।
কৃষ্ণপদ চিন্তিএ নৃপতিগণ যায়।
নিজ নিজ রাজ্যে গেলা সব নৃপগণ।
পুরজনে কহিল সকল বিবরণ ॥
জরাসন্ধ বধ কৈলা যেমতে শ্রীহরি।
যেরূপে পূজিলা বন্ধ বিমোচন করি ॥
কহিল সকল কথা সভা বিদ্যমানে।
আজ্ঞা শিরে ধরিয়া বসিলা রাজাসনে ॥
জরাসন্ধ বধ করি দেব জনার্দ্দন।
সহদেবে রাজা করি দিলা রাজাসন ॥
ভীমার্জ্জুন লইয়া চলিলা হৃষীকেশ।
ইন্দ্রপ্রস্থে তিনজন কৈলা পরবেশ ॥
তিন বীর একিবারে কৈলা শঙ্খধ্বনি।
সর্ব্বলোক হরষিত রিপু-বধ শুনি ॥
জরাসন্ধ-বধ শুনি রাজা যুধিষ্ঠির।
আনন্দে পূরিল তনু পুলক শরীর ॥
ভীম অর্জ্জুন আর শ্রীহরি আপনে।
যুধিষ্ঠির চরণ বন্দিলা তিনজনে ॥
সভামধ্যে কহিলা সকল বিবরণ।
শুনিঞা বিস্মিত হইল সর্ব্ব পুরজন ॥
নয়নে আনন্দজল পুলকিত অঙ্গ।
কিছু না বলিল রাজা হৈলা স্বরভঙ্গ ॥
ধীরশিরোমণি শ্রীগদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে দশমস্কন্ধে
ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৩ ॥

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

সারঙ্গ রাগ।

তবে যুধিষ্ঠির বলে হয়্যা প্রেমযুত।
হরি হরি এত বড় হয় অদভুত ॥
ত্রিভুবন-গুরু রাজা সর্ব্ব অধিকারী।
তারা সব যার আজ্ঞা বহে শিরে ধরি ॥
শঙ্কর বিধাতা যার না বুঝয়ে মর্ম্ম।
মোর আজ্ঞা ধরি হেন প্রভু করে কর্ম্ম।
তথাপি প্রভুর কিছু না টুটে মহিমা।
কিন্তু মুঞি অধমের বড় বিড়ম্বনা ॥
অদ্বৈত পরমব্রহ্ম এক ভগবান।
সকলের আত্মা প্রভু সর্ব্বত্র সমান ॥
কর্ম্মে হৈতে তার তেজ না টুটে না বাড়ে।
সমভাব হয়্যা যেন এক সূর্য্য নড়ে।
আছুক তোমার কথা ত্রিভুবন মাঝে।
ভকতজনের কেহ মহিমা না বুঝে ॥
তোমার ভকতজনে নাহি অভিমান।
পশুবত তোর মোর নাহি অগেয়ান ॥
এতেক বচন বুলি ধর্ম্মের নন্দন।
শুভকালে বরিল যাজ্ঞিক দ্বিজগণ ॥
বেদব্যাস ভরদ্বাজ সুমন্ত গোতম।
বশিষ্ঠ মৈত্রেয় কণ্ব অসিত চ্যবন ॥
বিশ্বামিত্র বামদেব জৈমিনি সুমতি।
পৈল পরাশর গর্গ রাম ভৃগুপতি ॥
অথর্ব্বা কশ্যপ ধৌম্য ক্রতু অকৃতব্রণ।
মধুচ্ছন্দা বীতিহোত্র আদি মুনিগণ ॥
বরিল নৃপতিসিংহ ভার্গব আসুরি।
তবে যত ব্রাহ্মণ আনিল আজ্ঞা করি ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য ধৃতরাষ্ট্র রাজা।
সপুত্র বান্ধব পাত্র মিত্র সব প্রজা ॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র আদি করি।
যজ্ঞ দেখিবারে গেলা সব নরনারী॥
তবে যত দ্বিজগণে করি শুভক্ষণ।
সূত্র ধরি যজ্ঞস্থান কৈল নিরূপণ॥
সুবর্ণ-লাঙ্গলে তবে তাহে দিল চাষ।
তবে যজ্ঞ বেদী ঘর কৈল পরকাশ॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা আনি শুভক্ষণে।
যজ্ঞ-দীক্ষা করাইল সর্ব্ব দ্বিজগণে॥
কনক-রচিত পাত্রে যজ্ঞের সম্ভার।
বরুণের যজ্ঞ যেন দেখি চমৎকার॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ সগণে শঙ্কর।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ সিদ্ধ বিদ্যাধর॥
আপনে বিরিঞ্চি দেব মিলিলা সগনে।
পন্নগ চারণগণ সবল বাহনে।
পূজিয়া আনিল রাজা বিবিধ বিধানে॥
রাজপত্নীগণ যত পুরনারীগণ।
পাণ্ডুপুত্র মহাযজ্ঞে হৈল উপসন্ন॥
ধর্ম্মপুত্র রাজসিংহ ভকত-প্রধান।
যজ্ঞারম্ভ কৈল হেন সর্ব্বলোকে ভান॥
যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণে যজ্ঞ করায় বিধানে।
রাজসূয় যজ্ঞ রাজা করে হর্ষ মনে॥
সোম অভিষব দিনে পেয়্যা শুভকাল।
পূজিব প্রধানগণ চিন্তে মহীপাল॥
সভাতে প্রধান আছে বিরিঞ্চি শঙ্কর।
মহামুনিগণ চন্দ্র সূর্য্য পুরন্দর॥
আপনে সাক্ষাতে যাথে ত্রিভুবন রায়।
কাহারে পূজিব আগে কি করি উপায়॥
চিন্তে রাজা যুধিষ্ঠির মনে পেয়্যা ভয়।
সহদেব আসিয়া কি বোলে মহাশয়॥
সাক্ষাতে অচ্যুত-দেব দেবের প্রধান।
সর্ব্বদেবময় এই এক ভগবান্॥
সর্ব্ব যজ্ঞময় এই দেশ-কালময়।
সর্ব্বলোক-গতি-পতি এই মহাশয়॥
মন্ত্র তন্ত্র সাংখ্য যোগ এই সর্ব্বরূপ।
এই সর্ব্বময় আর নহে সত্যরূপ॥
আপনে আপনা সৃজে পালয়ে সংহরে।
এই প্রভু নানারূপে নানা কর্ম্ম করে॥
এই প্রভু জগতে করায় নানা কর্ম্ম।
ইঁহার কৃপায় লোক সাধে নানা ধর্ম্ম॥
হেন প্রভু থাকিতে সাক্ষাতে মহেশ্বর।
কাহারে পূজিব আগে সভার ভিতর॥

সর্ব্বলোক পূজা হয় ইঁহারে পূজিলে।
সর্ব্বলোক তুষ্ট হয় ইঁহ তুষ্ট হৈলে॥
এ বোল বুঝিয়া তুমি আগে কৃষ্ণ পূজ।
সর্ব্বলোকনাথ এই সর্ব্বভাবে ভজ॥
পূর্ণব্রহ্ম শুদ্ধসত্ত্ব নিত্য শান্তময়।
এ দেব পূজিলে সর্ব্বদেব পূজা হয়॥
এতেক বুলিয়া সহদেব মহামতি।
নিঃশবদে রহিলা বুঝিয়া ধর্ম্মগতি॥
সহদেব বচন শুনিঞা সর্ব্বজনে।
সভাসদে সাধু সাধু বলিয়া বাখানে॥
বুঝিয়া সভার মন রাজা যুধিষ্ঠির।
নয়নে আনন্দজল পুলকশরীর॥
বিবিধে পূজিল রাজা প্রণয়ে বিহ্বল।
পুণ্যজলে পাখালিল চরণ যুগল॥
সকুটুম্বে সগণে বান্ধবগণ মেলি।
কৃষ্ণপদজল মাথে নিল কুতূহলী॥
বিবিধ বিধানে পীত-বসন পরায়।
দিব্য অলঙ্কার দিয়া শ্রীঅঙ্গ সাজায়॥
মণিময় ভূষণ বিবিধ মহাধন।
দিব্য বেশ করে রাজা অঙ্গের সাজন॥
নয়নে আনন্দজল পড়ে শতধারে।
ভূষণ পরায় রাজা চাহিতে না পারে॥
ব্রহ্মা ভব পুরন্দর যুড়ি দুই কর।
সুর-মুনিগণ সব আনন্দ অন্তর॥
নমো নমো জয় জয় করে সর্ব্বজন।
দুন্দুভি বাজন বাজে পুষ্প বরিষণ॥
সুরগণে মুনিগণে জয় জয় বাণী।
ত্রিভুবন ভরিয়া উঠিল জয়ধ্বনি॥
তবে দমঘোষ-সুত রাজা শিশুপাল।
কৃষ্ণ-গুণ-বর্ণন শুনিয়া দুরাচার॥
উঠিল আসন হৈতে চিন্তে ক্রোধ করি।
উচ্চস্বরে ডাকিয়া কি বলে বাহু তুলি॥
ভর্ৎসিয়া কৃষ্ণকে গালি দিল অতিশয়।
সভার ভিতরে থাকি বলে দুরাশয়॥
সত্য সত্য কালগতি না যায় বুঝনে।
বৃদ্ধ মতিভ্রষ্ট হয় ছাওয়াল-বচনে॥ (১)
তুমি-সব পাত্র-শ্রেষ্ঠ বৃদ্ধ মহাজন।
হেন হৈয়া তথ্য ধর শিশুর বচন॥

---

(১) পাঠান্তর,—
"সত্য সত্য কালগতি কে বুঝিতে পারে।
ছাওয়ালের বচনে বৃদ্ধের মতি চলে।"

সভাপতি তুমি সব আছ বিদ্যমান।
হেন সভা মাঝে কর গোয়াল প্রধান॥
ব্রত-বিদ্যা-তপোময় মহামুনিগণ।
দিব্যজ্ঞান ব্রহ্মনিষ্ঠ ভুবন-পাবন॥
এ সব থাকিতে মহাঋষি যোগেশ্বর।
ব্রহ্মা ভব চন্দ্র সূর্য্য যাহে পুরন্দর॥
তাহাতে উত্তম পাত্র হয় কি গোয়াল।
কুলশীলবিবর্জ্জিত আশ্রম-আচার॥
কুল বিনাশন সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত।
স্বচ্ছন্দ আচার সর্ব্বগুণবিবর্জ্জিত॥ (১)
হেন গোপজাতি কৃষ্ণ পূজিতে যুয়ায়।
কাকে যেন যজ্ঞভাগ আগে বলি খায়॥
যযাতি রাজার শাপ আছে যদুকুলে।
যদুবংশে কেহ আনি রাজ্যপদ করে॥
হেন যদুকুলে জন্ম লোক বহিস্কৃত।
বৃথাপানরত সাধুজন বিবর্জ্জিত॥
ধর্ম্মজন-সেবিত ছাড়িয়া পুণ্যদেশ।
গড় বান্ধি করে গিয়া সাগরে প্রবেশ॥
হেন কৃষ্ণ হয় কি পূজার অধিকারী।
এইরূপ শিশুপাল দিল নানা গালি॥
যত গালি দিল শিশুপাল দুষ্টমতি।
সেই স্তুতি করিয়া বর্ণিলা সরস্বতী॥
কিছু না বলিল তাথে প্রভু শ্রীনিবাসে।
শৃগাল-শবদে যেন কেশরী না রোষে॥
কৃষ্ণনিন্দা শুনিয়া উঠিল সভাসদে।
দুই কর্ণ ধরিয়া চলিল সর্চাকতে॥
কৃষ্ণ-নিন্দা শুনে কিংবা সাধুনিন্দা শুনে।
কর্ণ ধরি যে জন না চলে তথা হনে॥
অধোগতি চলে তার পূর্ব্বপুণ্য ক্ষয়।
সাধু নিন্দা সম পাপ কহনে না যায়॥
তবে পাণ্ডুসুত আদি মহাবীরগণে।
ক্রোধ করি অস্ত্র ধরি উঠিল তখনে॥
খড়্গ চর্ম্ম ধরিয়া উঠিল শিশুপাল।
কৃষ্ণপক্ষ বীরগণ ভৎর্সিল অপার॥
তবে হরি বীরগণে করি নিবারণ।
চক্র ধরি আপনে উঠিলা নারায়ণ॥

ক্ষুরধার চক্রে মাথা কাটিয়া পেলিল।
হাহাকার কোলাহল শবদ উঠিল॥
শিশুপাল পক্ষ যত আছিল নৃপতি।
প্রাণ লয়্যা তারা সব গেল ভিতাভিতি
তার অঙ্গজ্যোতি গিয়া উঠিলা গগনে।
তড়িত সঞ্চরে যেন দেখে সর্ব্বজনে॥
প্রবেশ করিল জ্যোতি গোবিন্দচরণে।
নয়ান মুদিয়া লোক রহিল ধেয়ানে॥
বৈরভাব ধরে দৈত্য তিন জন্ম ধরি।
সতত চিন্তিল কৃষ্ণে বৈরিভাব করি॥
কৃষ্ণধ্যান করি দৈত্য হৈল কৃষ্ণময়।
জ্যোতীরূপে চিন্তিলে গোবিন্দরূপ হয়॥
তবে যজ্ঞ সমাধিল ধর্ম্মের নন্দন।
বিবিধ দক্ষিণা দিয়া পূজিলা ব্রাহ্মণ॥
বিধি অনুসারে কৈল সর্ব্বলোকে পূজা।
যজ্ঞ সমাধিল তবে যুধিষ্ঠির রাজা॥
মহাযোগ যোগেশ্বর প্রভু ভগবান্।
যুধিষ্ঠির যজ্ঞ করাইল সমাধান॥
বন্ধুগণে রাখিল ধরি ৷ পদযুগে।
কথোদিন রহিলা বান্ধব-অনুরাগে॥
কথোদিন রহি বন্ধুগণ সম্ভাষিয়া।
চলিলা দ্বারকাপুরে নিজগুণ লয়্যা॥
হেন অপরূপ কর্ম্ম করিলা শ্রীহরি।
অনন্ত কালের কর্ম্ম কে কহিতে পারি॥
যজ্ঞ সমাপিয়া রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
যজ্ঞশেষ পুণ্যজলে করিয়া মজ্জন॥
আসনে বসিলা রাজা যেন পুরন্দর।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য রচিত মণ্ডল॥
সুর মুনি গন্ধর্ব্ব কিন্নর নরনারী।
চলিল সকল লোক কৃষ্ণে মন ধরি॥
আনন্দে চলিলা লোক কৃষ্ণে প্রশংসিয়া।
তবে দুর্যোধন গেলা মনে দুঃখ পায়্যা॥
শিশুপাল-বধ নৃপগণ বিমোচন।
মহাযজ্ঞ পুণ্যকথা যে করে কীর্ত্তন॥
কৃষ্ণগুণ-কথা পুণ্য যশ পরকাশ।
সর্ব্বপাপ হরে তার বিষ্ণুপদে বাস॥
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-বাণী।
চিত্ত দিয়া শুন লোক প্রেমতরঙ্গিণী॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥৭৪॥

---

(১) পাঠান্তর,—
"স্বচ্ছ-আচার গুণহীন বিনিন্দিত"।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

তুড়ি রাগ।

তবে রাজা জিজ্ঞাসিল মুনিসন্নিধান।
দুর্য্যোধন রাজা কিবা পাইল অপমান॥
মহাযজ্ঞ দেখি লোক পাইল আনন্দ।
দুর্য্যোধন রাজা কেন হৈল নিরানন্দ॥
কহ শুক যোগেশ্বর ইহার কারণ।
তবে শুক মুনি বলে সব বিবরণ॥
পিতামহ তোমার আছিল যুধিষ্ঠির।
মহাযজ্ঞ আরম্ভিলা নৃপতি সুধীর॥
পরিচর্য্যা করিতে আনিঞা বন্ধুগণ।
যার যেন যোগ্য কার্য্য কৈল নিয়োজন॥
ভীম অধিকার পাইল কারতে রন্ধন।
ধন অধিপতি করি দিলা দুর্য্যোধন॥
সহদেবে লোকপূজা-কর্ম্মে নিয়োজিল।
দ্রব্য আনি যোগাইতে নকুলে স্থাপিল॥
সাধু সেবা করিতে স্থাপিল ধনঞ্জয়।
পদ পাখালিতে দিল কৃষ্ণ মহাশয়॥
অন্ন পরিষণে দিল দ্রুপদকুমারী।
কর্ণ মহাদাতা দিল দানে অধিকারী॥
যুযুধান বিরাট বিদুর সন্তর্দন।
নানা কর্ম্মে নিয়োজিল যত মহাজন॥
এইরূপে যজ্ঞ কৈল ধর্ম্মের নন্দন।
সর্ব্বভাবে সর্ব্বলোক কৈল আরাধন॥
যজ্ঞ সমাপিয়া দিল বিবিধ দক্ষিণা।
যার যেন পীরিতি না করিল লঙ্ঘনা॥
দমঘোষসুত যদি সভা-বিদ্যমানে।
প্রবেশ করিল গিয়া গোবিন্দচরণে॥
তবে যজ্ঞে পূর্ণা দিয়া কৈলা সমাধান।
সগণে চলিয়া গিয়া কৈলা গঙ্গাস্নান॥
দুন্দুভি মৃদঙ্গ বাদ্য বাজে শঙ্খ ভেরী।
বিবিধ বাজন বাজে আনক ঝঝরী॥
নর্ত্তক নর্ত্তকী নাচে নানা নৃত্যগীত।
বিবিধ মঙ্গল রোল চৌদিগে পূরিত॥
বিবিধ পতাকা ধ্বজ উড়ে ছত্র বানা।
নানাবর্ণে দিব্য ঘোড়া নানাবর্ণে সেনা॥
মহাগজ মহারথ কাঞ্চনে নির্ম্মিত।
দিব্য বেশ নরনারী ভূষণে ভূষিত॥
কত কত রাজা যায় রাজার গোচর।
সৈন্যভরে পৃথিবী করয়ে টলমল॥

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণে করে বেদধ্বনি।
দেব ঋষি পিতৃগণ স্তুতি জয়বাণী॥
গন্ধর্ব্বে কিন্নরে গায় নাচে বিদ্যাধরী।
পুষ্প বরিষণ করে দিব্য নরনারী॥
চন্দন ছিটায় কেহ গন্ধ বিলেপন।
নানা রসে কেহ কেহ করয়ে সেচন॥
কেহ গন্ধজল কেহ কুঙ্কুম ছিটায়।
হরিদ্রা গোরস কেহ তুলিয়া পেলায়॥
আগে দেবীগণ যায় চড়িয়া বিমানে।
চৌদিকে বেষ্টিত তার মহাভটগণে॥
হাস পরিহাসে গন্ধ-চন্দন-সেচন।
চর্ম্মকোষ ভরি করে জল-বরিষণ॥
স্তনবিনিহিত তনু-বসন-বিলাস।
কেশপাশ বিগলিত কুচ পরকাশ॥
রুচির বিহার রসময় গতিভঙ্গ।
দেখিয়া কামুক জনে মদন তরঙ্গ॥
হেম বিনির্ম্মিত রথে করি আরোহণ।
চৌদিগে বেষ্টিত মহাভট্ট বীরগণ॥
রথ গজ তুরঙ্গ রাজার আগুয়ান।
দুই পাশে নৃপগণে করিয়া যোগান॥
উত্তরিল গিয়া রাজা সুরনদীতীরে।
অভিষেক কৈল আগে যজ্ঞশেষনীরে॥
মহা অভিষেক আছে যজ্ঞের বিধান।
সপত্নীক হৈয়া তাহা কৈলা সমাধান॥
আচমন করিয়া মজিল গঙ্গাজলে।
অভিষেক কৈলা রাজা বিধি অনুসারে॥
দেববাদ্য নরবাদ্য দুন্দুভি বাজন।
জয় জয় স্তুতিবাণী পুষ্প-বরিষণ॥
দেব ঋষি গন্ধর্ব্ব কিন্নর পিতৃগণ।
মহাঅভিষেক-জলে করিয়া মজ্জন॥
সর্ব্বলোক আনন্দিত হৈল পাপক্ষয়।
মহাপাতকীর যাথে পাতক না রয়॥
মহাঅভিষেক করি ধর্ম্মের কুমার।
উঠিয়া পরিল বাস রাজ-অলঙ্কার॥
যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণে বসন ভূষণে।
বিবিধ দক্ষিণা দিয়া পূজিল বিধানে॥
জ্ঞাতি-বন্ধু-বান্ধব সকল নৃপগণে।
একে একে পূজিলা সকলে জনে জনে॥

ভকতসত্তম রাজা বিধিবিদাম্বর।
যার যেন যোগ্য পূজা পূজিল সকল ॥
বসন ভূষণে সর্ব্বলোক বিরাজিত।
মুকুট কুণ্ডল হার চন্দন চর্চ্চিত ॥
বিবিধ বরণে পাগ অঙ্গের কাছনি।
বহুবিধ ভূষণে ভূষিত নরনারী ॥
যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ যত সদস্য ব্রাহ্মণ।
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যত ক্ষিতিপতিগণ ॥
দেব ঋষি পিতৃগণ গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য যত নারীনর ॥ (১)
সভাই চলিল করি রাজারে সম্ভাষা।
মহাযজ্ঞ মহোৎসব করিয়া প্রশংসা ॥
সর্ব্বলোক গেল তবে নিজ নিজ ধাম।
আনন্দে রহিলা রাজা ভকতপ্রধান ॥
ভাই বন্ধু বান্ধব সুহৃদ্ মিত্রগণ।
স্নেহভার ধরিয়া রাখিলা সর্ব্বজন ॥
চরণে ধরিয়া কৃষ্ণে রাখিলা যতনে।
নব নব দিনে দিনে পূজিল বিধানে ॥
রাজার পীরিতি হরি করিবারে চায়।
সব যদুগণ আনি দ্বারকা পাঠায় ॥
আপনে রহিলা প্রভু রাজার মন্দিরে।
পাঠায়্যা সকল লোক দিল নিজপুরে ॥
ধর্ম্মসুত রাজসিংহ মহাগুণনিধি।
সুখময় সাগরে মজিল নিরবধি ॥
একদিন দুর্য্যোধন গেল অন্তঃপুরে।
রাজপুর শোভা দেখি জ্বলিল অন্তরে ॥
সুরেন্দ্র-নরেন্দ্র লক্ষ্মী যাথে নানা ভাতি।
ত্রিভুবন সম্পদ একত্র মূর্ত্তিমতী ॥
ময়দানবের সভা বিচিত্র নির্ম্মাণ।
তাহাতে বসিয়া আছে নৃপতিপ্রধান ॥
দিব্যবেশ দাসীগণ নিজ সঙ্গে করি।
পরিচর্য্যা করে যথা দ্রুপদকুমারী ॥

অতুল সম্পদ দেখি মহা অনুভাব।
দুর্য্যোধনহৃদয়ে উঠিল অনুতাপ ॥
ষোড়শ সহস্র যথা কৃষ্ণের রমণী।
শিঞ্জিত মঞ্জীর-পদ রণিত কিঙ্কিণী ॥
রাজসিংহাসনে রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
চৌদিগে বেঢ়িয়া আছে ভাই বন্ধুগণ ॥
ইন্দ্রপুরে ইন্দ্র যেন ত্রিদিব-সমাঝে।
দীপ্ত করে নরপতি দিব্য সভা মাঝে ॥
নর্ত্তকে নর্ত্তন করে স্তাবকে মহিমা।
উচ্চনাদে ভাটগণ পঢ়য়ে ভটিমা ॥
হেনকালে গেলা তথা রাজা দুর্য্যোধন।
চৌদিগে বেঢ়িয়া তার আছে ভাইগণ ॥
দেখিয়া সম্পদ রাজা ক্রোধে হৈল অন্ধ।
হাতে হাতে মোচড়ে দশনে পিষে দন্ত ॥
ক্রোধে অচেতন রাজা হৈল গেয়ান।
স্থলে জল জ্ঞান ধরি তোলে পরিধান ॥
জলে স্থল ভরমে না তোলে নিজবাস। (১)
তা দেখিয়া নারীগণ করে উপহাস ॥
কটাক্ষে ঠারিঞা দিল দৈবকীনন্দন।
ভীম আদি করি যত হাসে নৃপগণ ॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা করে নিবারণ।
হাসে সর্ব্বলোক কেহ না ধরে বচন ॥
আপনে রসিক যাথে প্রভু সন্মানী।
আনের শকতি তাথে কি করিতে পারি ॥
লজ্জা পায়্যা দুর্য্যোধন গেলা নিঃশবদে।
হাহাকার শবদ উঠিল সভাসদে ॥
বিষাদ ভাবিয়া রহে ধর্ম্মের নন্দন।
নিঃশবদে রহিলা ঠাকুর নারায়ণ ॥
পৃথিবীর ভার হরি হরিবারে চায়।
অন্তাস্থে করিয়া হরি বিবাদ বাঢ়ায় ॥
যে কিছু পুছিলে রাজা কহিলুঁ সাক্ষাতে।
দুর্য্যোধন কুমতি বাঢ়িল যেন মতে ॥
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস বাণী।
দুর্য্যোধন মানভঙ্গ প্রেমতরঙ্গিণী ॥

---

(১) পাঠান্তর,—
"দেব ঋষি পিতৃগণ গন্ধর্ব্ব চারণ।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য যত নারীগণ ॥"

(১) পাঠান্তর,—"নাম্বায়ে নিজবাস"।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায় ॥ ৭৫ ॥

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

তবে মুনি বলে রাজা শুন পরীক্ষিত।
অদ্ভুত আর কথা গোবিন্দচরিত॥
ক্রীড়া নরকলেবর নরলীলা করি।
শাল্ব নামে অসুর বধিল শ্রীমুরারি॥
শিশুপাল-সখা শাল্ব আছিল অসুর।
সমর যুঝায় বীর পরম নিষ্ঠুর॥
রুক্মিণী-হরণে গেলা যখনে শ্রীহরি।
তখনে আসিয়াছিল শাল্ব মহাবলী॥
সংগ্রামে হারিয়া বীর পলাইল তখনে।
প্রতিজ্ঞা করিল শাল্ব সভা বিদ্যমানে॥
অযাদব পৃথিবী করিব বাহুবলে।
মোর যশ রহে যেন ধরণীমণ্ডলে॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া এই চলিল দুরন্ত।
শিব আরাধিল গিয়া বৎসর পর্য্যন্ত॥
এক মুষ্টি পাংশু খায় দিন অবসানে।
তুষ্ট হয়্যা মহাদেব আইলা বিদ্যমানে॥
আনন্দিত হয়্যা শাল্ব মাঙ্গে এই বর।
কামগতি এক রথ দেহ মহেশ্বর॥
গন্ধর্ব কিন্নর সিদ্ধ নর সুরাসুরে।
ত্রিভুবনে কেহ যেন ভাঙ্গিতে না পারে॥
ত্রিভুবন জিনিয়া আসিমু এক রথে।
হেন রথ মাঙ্গো নাথ তোমার সাক্ষাতে॥
অলক্ষিতগতি রথ লোক-ভয়ঙ্কর।
তুষ্ট হয়্যা পশুপতি দিলা সেই বর॥
ময় নামে দানব আনিয়া বিদ্যমান।
আজ্ঞা দিল দেহ রথ করিয়া নির্ম্মাণ॥
রথ নিরমিয়া ময় দিল সচকিত।
সৌভ নামে রথখান লোহার নির্ম্মিত॥
অন্ধকারময় রথ অলক্ষিতগতি
তাহাতে চড়িয়া শাল্ব চলিল দুর্ম্মতি॥
বেড়িল দ্বারকাপুরী লয়্যা মহা সেনা।
গড়ের বাহিরে গিয়া বেঢ়ি দিল হানা॥
বন উপবন ভাঙ্গে প্রাচীর দুয়ার।
গোপুর মন্দির ভাঙ্গে বিমান বিহার॥
অস্ত্র বরিষণ পড়ে গাছ পাথর।
বজ্রপাত নিষ্ঠুর গর্জ্জন ক্ষণধর॥
পরচণ্ড চক্রবাত ধুলা-বরিষণ।
দশদিগ আচ্ছাদিল ঘন পরজন॥
দেখিয়া প্রদ্যুম্ন বীর কৃষ্ণের তনয়।
শান্তিয়া রাখিল লোকে না করিহ ভয়॥
এ বোল বলিয়া বীর মহারথে চড়ি।
মহাসেনাপতিগণ নিজ সঙ্গ করি॥
সাত্যকি অক্রূর গদ শুক সারণ।
সাম্ব ভানুবৃন্দ আদি মহাবীরগণ॥
আর যত সেনাপতি মহাধনুর্দ্ধর।
মহাভট মহারথ তুরঙ্গ কুঞ্জর॥
চলিল প্রদ্যুম্ন বীর সাজি যদুসেনা।
নানা বর্ণের হাতী ঘোড়া ছত্র ধ্বজ বানা॥
বাজিল শাল্বের সহে তুমুল সংগ্রাম।
নহিল নহিল যুদ্ধ তাহার সমান॥
ধনুকে টঙ্কার দিয়া যোড়ে চোখ শর।
কাটিল শাল্বের মায়া কৃষ্ণের কোঙর॥
তিলেকে শাল্বের মায়া সব গেল নাশ।
সূর্য্য দরশনে যেন তমের বিনাশ॥
বিন্ধিল পঁচিশ বাণে শাল্ব-সেনাপতি।
দশ দশ বাণে আর বিন্ধিল সারথি॥
বিন্ধিল শতেক বাণে শাল্ব-কলেবর।
তিন তিন বাণে ঘোড়া কৈল জরজর॥
একরূপ বহুরূপ নানারূপ ধরে।
অলক্ষিত রথ কেহ লখিতে না পারে॥
মায়াময় রথখান দেখিতে না দেখি।
কিরূপে কোথাতে থাকে লখিতে না লখি॥
ক্ষণে জলে ক্ষণে স্থলে আকাশ মণ্ডলে।
ক্ষণে বনে ক্ষণে গিরিশিখরেতে চলে॥
যথা যথা চিহ্নে রথ আছে সেই ঠাঞি।
কোথা শাল্ব কোথা সৈন্য চিহ্নিতে না পাই।
যত সেনাপতি যদুকুলের প্রধান।
ধনুকে টঙ্কার দিয়া যোড়ে চোখ বাণ॥
বিন্ধিয়া শাল্বের সৈন্য কৈল জরজর।
তবে কোন যুক্তি করে শাল্ব মহাবল॥
একধারে করে তীক্ষ্ণ বাণ-বরিষণ।
তবু যদুবীরগণে না তেজিল রণ।
আছিল শাল্বের মন্ত্রী মন্ত্রীর প্রধান।
দ্যুমান তাহার নাম মহা বলবান্॥
প্রদ্যুম্নের বাণে বেটা সংগ্রাম ছাড়িয়া।
ভূমেতে পড়িয়াছিল মুরছিত হয়্যা॥

আরবার উঠিয়া ডাকিল ভয়ঙ্কর।
তুলিয়া লোহার গদা ধাইল সত্বর॥
প্রদ্যুম্নের বুকে গিয়া মারে এক বাড়ি।
পড়িল প্রদ্যুম্ন বীর রণে প্রাণ ছাড়ি॥
দারুকনন্দন তার রথের সারথি।
রথখান বাহিরে আনিল মহামতি॥
রণে হৈতে রথ লঞা আইল বাহির।
যুদ্ধধর্ম্ম জানে সে যে পরম সুধীর॥
উঠিল চৈতন্য পেয়্যা কৃষ্ণের নন্দন।
সারথি দেখিয়া তবে কি বলে বচন॥
কেন হেন কর্ম্ম তুমি কৈলে বিপরীত।
সংগ্রাম তেজিতে বীরে না হয় উচিত॥
যুদ্ধ তেজি পলায়ন নহে বীর-ধর্ম্ম।
যদুবংশে কেহ হেন নাহি করে কর্ম্ম॥
কি বুলিয়া রহিব কৃষ্ণের বিদ্যমানে।
কি বোল বুলিবে মোরে ভাই বন্ধুগণে॥
বধূগণ হাসিয়া করিব উপলক্ষ।
পুরজনে দেখিয়া বুলিব মোরে মন্দ॥
এতেক বচন শুনি দারুক-তনয়।
কহিতে লাগিলা ধর্ম্ম জানিঞা নির্ণয়॥
শুন মহাপুরুষ ধর্ম্মের বিবরণ।
আমি নাহি করি যুদ্ধ-ধর্ম্ম বিলঙ্ঘন॥
সঙ্কটে পড়িলে বীর রাখিব সারথি।
সারথির প্রতিকার করে মহারথী॥
এ বোল বুঝিয়া কৈলুঁ রথের বাহির।
দুঃখ পরিহর তুমি মতি কর স্থির॥
এতেক বচন যদি বুলিল সারথি।
চিত্ত-স্থির করিয়া রহিল মহামতি॥
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস-ভাষা।
হরিকথা বিনে আর না করিহ আশা॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥৭৬॥

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

উঠিয়া বসিলা বীর রুক্মিণীনন্দন।
হাত পাও পাখালিয়া কৈল আচমন॥
ধনুকে টঙ্কার দিয়া যুড়ে চোখ বাণ।
ডাকিয়া কি বলে তবে বীরের প্রধান॥
আরে রে সারথি রথ সত্বরে চালাও।
কোথাতে দ্যুমান্ বীর তুরিতে দেখাও॥
এতেক বচন বুলি বেঢ়ি চারি পাশে।
বিন্ধিল দ্যুমান্ বীরে অষ্ট বাণে রোষে॥
চারি বাণে চারি ঘোড়া বিন্ধিল সন্ধানে।
ধনুখান কাটিয়া পেলিল একবাণে॥
দুই বাণে কাটে ধ্বজ সারথির মাথা।
চারি বাণে কাটিল রথের চারি চাকা॥
এক বাণে কাটে তবে দ্যুমানের শির।
সাধু সাধু বুলিয়া ডাকিল সব বীর॥
তবে গদ সাম্ব শুক সাত্যকি সারণ।
চৌদিগে বেঢ়িয়া যুঝে সব বীরগণ॥
কাটিয়া শাল্বের সৈন্য পেলিল সাগরে।
ছিন্ন ভিন্ন হয়্যা কত রহিল সমরে॥
এইরূপে দুই সৈন্য যুঝে নিরন্তর।
সাতাইশ দিবস যুদ্ধ পৃথিবী ভিতর॥
ইন্দ্রপ্রস্থে তখনে আছিলা শ্রীহরি।
ধর্ম্মসুত্রে নিঞাছিল নিমন্ত্রণ করি॥
রাজসূয় যজ্ঞ যদি কৈলা সমাধান।
শিশুপাল সংহার করিয়া ভগবান্॥
দুর্ল্লভ দেখিয়া বিস্ময় করি চিতে।
বন্ধুগণ সম্ভাষিয়া চলিলা তুরিতে॥
বন্ধুগণ সহ আসি এথা উপস্থিত।
না জানি কি হয় তথা কার্য্য বিপরীত॥
শিশুপাল পক্ষ যত বিপক্ষ নৃপতি।
না জানি কি করে তারা পুরীর দুর্গতি॥
এতেক বচন বুলি প্রভু হৃষীকেশ।
দ্বারকা নগরে আসি কৈলা পরবেশ॥
নিজজন কদন দেখিয়া শ্রীহরি।
সারথিরে আজ্ঞা তবে দিল ত্বরা করি॥
চালাহ সারথি রথ না কর বিলম্ব।
শাল্বের মায়ায় জানি যুদ্ধে দেহ ভঙ্গ॥

যথা শাল্ব তথা রথ চালাহ সত্বরে।
সগণে মারিব তারে রণের ভিতরে॥
তবে রথ টিপিয়া সারথি দিল ঝাটে।
আঁখির নিমিখে নিল শাল্বের নিকটে॥
হেনকালে তথাই গরুড় দেখা দিল।
দেখিয়া সকল সৈন্য চমকিত হৈল॥
তবে কোন কর্ম্ম করে শাল্ব দুরাচার।
শক্তিপাট তুলিয়া ফিরায় সাতবার॥
পেড়িল মারিল শক্তি সারথির শিরে।
উল্কাপাত হৈল যেন আকাশ উপরে॥
শক্তিপাট পড়িব দেখিয়া ভগবান।
তীক্ষ্ণবাটে কাটিয়া করিল শতখান॥
বিন্ধিল ষোড়শ বাণে শাল্বের শরীরে।
রথখান জরজর কৈল শরজালে॥
তবে কোন কর্ম্ম করে শাল্ব দুরাচার।
আকর্ণ পুরিয়া দিল ধনুকে টঙ্কার॥
বাম হাত কৃষ্ণের বিন্ধিল তীক্ষ্ণ বাণে।
খসিয়া পড়িল ধনু নিজ হাত হনে॥
পড়িল শারঙ্গ ধনু দেখি চমৎকার।
ত্রিভুবনে শবদ উঠিল হাহাকার॥
ডাকিয়া বোলায় শাল্ব আরে রে গোয়াল।
আজি মোর হাতে তোর নহিব নিস্তার।
মোর সখা তোর ভাই হয় শিশুপাল।
তার ভার্য্যা সাক্ষাতে হরিলি দুরাচার।
তে-সম নির্লজ্জ কেহ নাহি ত্রিভুবনে।
সভা মধ্যে তাই বধ কৈলি অগেয়ানে॥ (১)
তীক্ষ্ণ বাণে আজি তোর হরিব পরাণ।
রণে স্থির হয়্যা রহ মোর বিদ্যমান॥
শাল্বের বচন শুনি বলেন শ্রীহরি।
কেন বেটা এতেক বলিস দর্প করি॥
শূর হয়্যা বিক্রম দেখায় আপনার।
বীর হয়্যা বচনে না করে অহঙ্কার॥
এ বোল বুলিয়া হরি গদাপাট তুলি।
মারিল শাল্বের গালে তীক্ষ্ণ এক বাড়ি॥
কাঁপিয়া উঠিল শাল্ব রক্ত পড়ে ধারে॥
অন্তরীক্ষ হয়্যা গেল আকাশ উপরে॥
ক্ষণেক অন্তরে এক পুরুষ আসিয়া।
রহিল কৃষ্ণের আগে প্রণাম করিয়া॥
দৈবকী তোমার মাতা পাঠাইল মোরে।
নিবেদন করোঁ নাথ তোমার গোচরে॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহু প্রমাদ ঘটিল।
বান্ধিয়া তোমার পিতা শাল্বে লৈয়া গেল॥
কোন্ বুদ্ধি করিবে কি হইবে প্রকার।
কোন্মতে করিবে বাপের প্রতিকার॥
এ বোল শুনিঞা কৃষ্ণ ভাবিয়া বিস্ময়।
দুঃখ শোক পেয়্যা হরি চিন্তে অতিশয়॥
মানুষপ্রকৃতি লীলা প্রকট করিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু বিস্ময় ভাবিয়া॥
জ্যেষ্ঠ ভাই তথাতে থাকিতে বলরাম।
ত্রিভুবনে নাহি বীর তাঁহার সমান॥
অল্পবল শাল্ব হরি পিতা লঞা যায়।
বিধি বাম হয় যাথে কি করি উপায়॥
হেনকালে শাল্ব আসি দিল দরশন।
বসুদেব করে ধরি কি বলে বচন॥
হের দেখ কৃষ্ণ তোর বসুদেব পিতা।
এইক্ষণে তোর বিদ্যমানে কাটোঁ মাথা॥
যদি কৃষ্ণ পারিস, বাপের রক্ষা কর।
নহে হের মাথা কাটি তোহোর গোচর॥
এতেক বলিয়া শাল্ব খড়্গে কাটি শির।
আকাশে উড়িয়া গেল শাল্ব মহাবীর॥
ক্ষণেক রহিলা কৃষ্ণ হয়্যা মুরুছিত।
মানুষ-স্বভাবে চিত্ত করে নিয়োজিত॥
যদ্যপি পরমানন্দ শুদ্ধ জ্ঞানময়।
সঙ্গদোষে তথাপি অবশ্য দোষ হয়॥
এই বুঝাইতে প্রভু নরলীলা ধরি।
বুঝাএ সকল লোক এই শিক্ষা করি॥
তবে কৃষ্ণ উঠিলা মিলিয়া দুই আঁখি।
জানিলা শাল্বের মায়া সর্ব্বলোক সাক্ষী॥
নাহি দৃষ্ট তথাতে বাপের কলেবর।
তিলেকে শাল্বের মায়া খণ্ডিল সকল॥
আকাশে দেখিল শাল্বে সৌভের উপরে।
ক্রোধ করি জগন্নাথ উঠিলা সত্বরে॥
এইরূপ বলে কোন কোন মুনিগণ।
আপনা আপনে তারা না বুঝে বচন॥ (১)
কোথা শোক কোথা মোহ কোথা প্রেমভয়।
কোথা বা পরমানন্দ শুদ্ধ জ্ঞানময়॥
যাহার পদারবিন্দ সেবা অনুভাব।
অবিদ্যা বিনাশ করে হরে ভবতাপ॥

(১) পাঠান্তর, "বিদ্যমানে"

(১) পাঠান্তর,—
"আপনে না বুঝে তারা আপন বচন।"

শরণজন-গতি-পতি পুরুষ পুরাণ।
তবে শোক তার মোহ কি হয় প্রমাণ ॥
এইরূপ কেহ কেহ কহে আগেয়ানে।
তারা সব কৃষ্ণের মহিমা নাহি জানে ॥
অস্ত্র শস্ত্রে করে শাল্ব শর বরিষণ।
তা দেখিয়া ক্রোধ কৈলা দেবকীনন্দন ॥
অঙ্গের কবচ কাটি কৈলা জরজর।
আর বাণে কাটিলা হাতের ধনুশর ॥
কাটিল মাথার মণি খরতর শরে।
রথখান চূর্ণ কৈল গদার প্রহারে ॥
খণ্ড খণ্ড হয়্যা রথ পড়িল সাগরে।
লম্ফ দিয়া তবে শাল্ব পড়ে ভূমিতলে ॥
গদাপাট তুলি শাল্ব হৈল আগুয়ান।
গদা সহ বাহু কাটি কৈলা দুইখান।
অন্যায়ে কাটিলা ভুজ প্রভু চক্রধর।
তবে চক্র তোলে যেন প্রলয়-অনল ॥
চক্র করে ধরি হরি জলে অতিশয়।
উদয় পর্ব্বতে যেন সূর্য্যের উদয় ॥
চক্রে মাথা কাটিল শাল্বের চক্রধর।
ভূমিতে পড়িল মাথা মুকুট কুণ্ডল ॥
বজ্রে যেন পর্ব্বত কাটিলা পুরন্দরে।
হাহাকার শবদ উঠিল ক্ষিতিতলে ॥
সৌভ-সহে শাল্ব যদি পড়িল সংগ্রামে।
তবে যুঝিবারে আইলা দন্তবক্র নামে ॥
শ্রীগদাধর ধীর-শিরোমণি ভান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে প্রেমতরঙ্গিণী
সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৭ ॥

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

শিশুপাল শাল্ব যদি পড়িল সংগ্রামে।
পড়িল পৌণ্ড্রক যদি তীক্ষ্ণ চক্রবাণে ॥
যুঝিবারে আইল বীর বন্ধুগণ ধায়।
দন্তবক্র নামে এক মহাদুরাচার ॥
পদভরে পৃথিবী করয়ে টলমল।
গদা লইয়া আইল বীর করিতে সমর ॥
গদা হাতে দৈত্যেরে দেখিয়া গদাধর।
গদা ধরি রথে হৈতে নামিলা সত্বর ॥
গদাধর দেখিয়া কি বলে দন্তবক্র।
ভাল কৃষ্ণ আজি তোর দূর করো দর্প ॥
ভাল মিত্রদ্রোহী তুঞি মাতুলের মোর।
গদার প্রহারে তোরে করিব সংহার ॥
তবে আজি সুধিব বান্ধবগণ-ঋণ।
বন্ধুরূপে শত্রু তুমি ধর নর-চিন ॥
এইরূপ রুক্ষবাণী বলি অতিশয়।
সিংহনাদ করিয়া ডাকিল দুরাশয় ॥
মারিল গদার বাড়ি কৃষ্ণের উপরে।
তভু না টলিল হরি গদার প্রহারে ॥
তবে কৌমদকী গদা তুলিয়া শ্রীহরি।
বুকের উপরে তার মারে এক বাড়ি ॥
বুক ভাঙ্গি দন্তবক্র হৈল দুই চীর।
ঝলকে ঝলকে পড়ে মুখেতে রুধির ॥
হস্ত পদ আছাড়িয়া তেজিল শরীর।
ভূমিতলে পড়িল দারুণ মহাবীর ॥
সূক্ষ্ম তেজ উঠিল দৈত্যের দেহ হনে।
কৃষ্ণে পরবেশ কৈল দেখে সর্ব্বজনে ॥
বিদূরথ তার ভাই শোকেতে ব্যাকুল।
খড়্গ চর্ম্ম ধরি বীর ডাকিল নিষ্ঠুর ॥
কৃষ্ণে মারিবারে বীর হৈল আগুসার।
চক্রে মাথা কাটি তার করিল সংহার ॥
কিরীট কুণ্ডল সহে বিদূরথ শির।
ভূমিতে পড়িয়া তার লোটায় শরীর ॥
এইরূপে সৌভ শাল্ব দন্তবক্র কাটি।
বিদূরথ আদি আর বীর কোটি কোটি ॥
দ্বারকা প্রবেশ কৈলা দৈবকীনন্দন।
সুরগণে স্তুতি করে পুষ্প-বরিষণ ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নরে গায় নাচে বিদ্যাধরী।
সিদ্ধ মুনিগণে স্তুতি করে মন্ত্র পড়ি।
পিতৃগণ যক্ষগণ বিদ্যাধরগণ।
কৃষ্ণের মহিমা যশ করয়ে কীর্ত্তন ॥

চৌদিগে বেষ্টিত প্রভু যদুশ্রেষ্ঠগণে।
দ্বারকা প্রবেশ কৈলা সবল বাহনে॥
মহাযোগেশ্বর হরি পূর্ণ ভগবান।
জগত ঈশ্বর প্রভু সর্ব্বগুণধাম॥
বিচারে না দেখি যার জয় পরাজয়।
পশুবুদ্ধিজনে তাথে করয়ে নির্ণয়॥
কুরুবংশে পাণ্ডুবংশে বাজিবে সংগ্রাম।
দুইগণে বিস্তর পাস্থিলা বলরাম॥
আপনে মধ্যস্থ হয়্যা কৈল নিবারণ।
নিবারিতে না পারিলা কৃষ্ণের ঘটন॥
তীর্থ পর্য্যটনে গেলা প্রভু বলরাম।
প্রথমে প্রভাসে গিয়া কৈলা তীর্থস্নান॥
দেব ঋষি পিতৃগণ করিয়া তর্পণ।
তবে স্বরস্বতীতীরে কৈলা আগমন॥
করে প্রতিস্রোতা নদীজলে করি স্নান।
পৃথুদক নাম তীর্থে গেলা বলরাম॥
বিন্দুসর ত্রিত-কূপ তরে সুদর্শন।
বিশালা নদীর জলে করিয়া মজ্জন॥
ব্রহ্মতীর্থ চক্রতীর্থ প্রাচী সরস্বতী।
তবে যমুনার তীরে গেলা যদুপতি॥
গঙ্গাস্নান করি গেলা নৈমিষ অরণ্যে।
ছাব্বিশ সহস্র তথা বৈসে মুনিগণে॥
যজ্ঞ লক্ষ্য করি তথা আছে মুনিগণ।
তা সভার সহে রাম কৈলা সম্ভাষণ॥
উঠিয়া প্রণাম কৈলা যত মুনিগণ।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া পুজে রামের চরণ॥
পুজিয়া বসায় রামে কনক আসনে।
সগণে পূজিল রামে আতিথ্য বিধানে॥
বেদব্যাস শিষ্য তথা রোমহরষণ।
সভার ভিতরে আছে করিয়া আসন॥
পুরাণ বাখানে সূত মুনি বিদ্যমানে।
আসন তেজিয়া না উঠিলা সভা স্থানে॥
তবে ক্রোধ কৈলা রাম দেখিয়া দুর্ণয়।
শূদ্র হয়্যা ব্রাহ্মণে পড়ায় দুরাশয়॥
ধর্ম্মপাল আমি শাস্তি করিব উচিত।
ব্যাস শিষ্যা হয়্যা হেন করয়ে দুর্ণীত॥
ধর্ম্মশাস্ত্র পুরাণ যতেক ইতিহাস।
সকল পঢিয়া এত বড় মতিনাশ॥
বিনয়বিহীন দুষ্টমতি দম্ভময়।
দুষ্টগণ গুণ কভু সুখ-হেতু নয়॥
এই সে কারণে আমি কৈলুঁ অবতার।
পাষণ্ডী দুর্জ্জনজনে করিব সংহার॥

এতেক বচন বলি প্রভু বলরাম।
ক্রোধ তেজি দিলা তবে চিত্তে সমাধান॥
অসৎ দুর্গত বধে কোন্ প্রয়োজন।
তভু তাঁর আছে এই অদৃষ্টে লিখন॥
কুশ অগ্র দিয়া মাত্র অঙ্গ পরশিল।
সেইক্ষণে ব্যাস-শিষ্য প্রাণ ছাড়ি গেল॥
হাহাকার শবদ উঠিল মুনিগণে।
বিষাদ ভাবিয়া মনে চিন্তে মনে মনে॥
অধর্ম্ম করিলে রাম না করিলে ভাল।
আপনে ঈশ্বর হয়্যা কৈলা দুরাচার॥
ব্রহ্মাসন দিয়া আছি সভার ভিতরে।
পরমায়ু বৃদ্ধি বল দিলুঁ কলেবরে॥
সভাতে বসিয়া সূত পড়িব পুরাণ।
যাবত মুনির যজ্ঞ হয় সমাধান॥
ব্রহ্মবধ তুমি নাথ কৈলে অজানিত।
ঈশ্বরের কর্ম্ম কভু নহে বিপরীত॥
যদ্যপি ঈশ্বর নহে বেদের বাধিত।
তথাপি করিব ব্রহ্মবধ-প্রায়শ্চিত্ত॥
বেদপক্ষ রক্ষা-হেতু ঈশ্বরের কর্ম্ম।
ঈশ্বরে সে বুঝায় সকল লোক ধর্ম্ম॥
তবে প্রভু বলরাম বলে কোন বাণী।
কহ ব্রহ্মবধ-প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্ব মুনি (১)॥
প্রথমে করিব কিবা নিয়ম আচার।
যেরূপে কহয়ে ব্রহ্মবধ প্রতিকার॥
দীর্ঘ পরমায়ু বল দিব্য তত্ত্ব-জ্ঞান।
যোগবলে সকল সাধিব বিদ্যমান॥
রামের বচন শুনি বলে মুনিগণ।
শুন রাম মহাভুজ মোদের বচন॥
অস্ত্রের সাফল্য তুমি করিবে সর্ব্বথা।
সূতের মরণ কভু নহিব অন্যথা॥
মুনিগণ বচন করিতে চাহ তথ্য।
হেন কর্ম্ম কর যাথে সব হয় সত্য॥
তবে বলরাম বলে শুন মুনিগণ।
পুত্ররূপে হয় গিয়া পিতার জনম॥
"আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" ইতি বেদবাণী।
তে কারণে ধর্ম্মসার কহি তত্ত্ব জানি॥
ইহার তনয় আছে উগ্রশ্রবা নাম।
মুনির সভাতে বসি পঢ়ুক পুরাণ॥

---

(১) পাঠান্তর,—
"ব্রহ্মবধ প্রায়শ্চিত্ত কহ তত্ত্ব জানি"॥

দীর্ঘ পরমায়ু দিলু মহা-বুদ্ধিবল।
কহ মুনিগণ আর বিধিবিদাম্বর॥
মুনিগণ বলে শুন প্রভু হলধারী।
দুষ্ট বিনাশিয়া সাধু পরিত্রাণকারী॥
ইল্বলের পুত্র আছে বল্বল অসুর।
রক্ত-মাংস বরিষয়ে গর্জ্জয়ে নিষ্ঠুর॥
পর্ব্বে পর্ব্বে আসি করে যজ্ঞের দূষণ।
রক্ত মাংস-মল-মূত্র করে বরিষণ॥
তাহাকে মারিয়া কর তীর্থ পর্য্যটন।
ভারতবরিষ আইস করিয়া ভ্রমণ॥
তীর্থস্নান করি হইব শুদ্ধ কলেবর।
এই বোল শুনিয়া রহিলা হলধর॥
শ্রীগদাধর দীর-শিরোমণি জ্ঞান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥৭৮॥

ঊনাশীতিতম অধ্যায়।

তবে পর্ব্বকাল আসি দিল দরশন।
যজ্ঞের উপরে কৈল ধূলা বরিষণ॥
বিপরীত গন্ধ বহে বায়ু ভয়ঙ্কর।
বিষ্ঠামূত্র বরিষয়ে যজ্ঞের উপর॥
তবে রাম বল্বলে দেখিল শূন্যপথে।
আকাশে ভ্রময়ে দৈত্য শূল ধরি হাতে॥
দন্ত মুখ বিকট পিঙ্গল জটাভার।
ধূম্রবর্ণ কলেবর পর্ব্বত আকার॥
তবে রাম স্মঙরিল শ্রীহল মুষল।
পরচক্র-বিদারণ প্রলয়-আনল॥
সেইক্ষণে দুই অস্ত্র দিলা দরশন।
লাঙ্গল তুলিলা রাম দুষ্ট বিনাশন॥
মুষল ধরিয়া রাম আকাশে ফিরায়।
লাঙ্গল লাগায়্যা গলে ভূমিতে নামায়॥ (১)
ক্রোধ করি মাইল এক মুষলের বাড়ি।
ভূমেতে পড়িল দৈত্য আর্ত্তনাদ করি॥
ভাঙ্গিল দৈত্যের মাথা হৈল শতখান।
রুধির উগারে ধারে তেজিল পরাণ॥
মারিলা বল্বল দৈত্য প্রভু হলধর।
বজ্রে যেন পর্ব্বত কাটিলা পুরন্দর॥
ঋষিগণ স্তুতি করে জয় জয় নাদ।
শিরে হাত দিয়া মুনি করে আশীর্ব্বাদ।
পুণ্যজলে অভিষেক কৈল মুনিগণে।
বৃত্রবধে ইন্দ্র যেন দেবের সদনে॥
অমল কমল-মালা দিল দিব্য বাস।
বৈজয়ন্তী মালা দিল তড়িত বিলাস॥
দিব্য গন্ধ চন্দন বিবিধ অলঙ্কার।
রামের চরণে দিল নানা উপহার॥
আজ্ঞা দিল মুনিগণ তীর্থ পর্য্যটনে।
চলিলা রোহিণী-সুত মুনির বচনে॥
প্রথমে কৌশিকীজলে করিয়া মজ্জন।
তবে সরোবর-তীরে হৈলা উপসন্ন॥
যাহা হৈতে সরযূ নদীর উপাদান।
হেন পুণ্যজলে গিয়া কৈলা স্নান দান॥
প্রয়াগে আসিয়া তবে রোহিণী-নন্দন।
পুণ্যজলে স্নান দান করিলা তর্পণ॥
পুলহ আশ্রমে গেলা গোমতীর তীরে।
তবে স্নান কৈল গিয়া গণ্ডকীর জলে॥
বিপাশা তরিয়া কেলা শোণ নদে স্নান।
তবে গয়ায় কৈল গিয়া পিতৃপিণ্ডদান॥
তবে গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমে স্নান করি।
মহেন্দ্র পর্ব্বতে গেল দুর্গ পথ তরি॥
রাম দরশন করি বন্দিয়া চরণ।
সপ্ত গোদাবরী-জলে করিলা মজ্জন॥
বেণা পম্পা ভীমরথী মজ্জন করিয়া।
শ্রীশৈল পর্ব্বতে গেলা কার্ত্তিক দেখিয়া॥
দ্রাবিড়ে চলিলা শিব দরশন করি।
তবে গেলা বেঙ্কট পর্ব্বতরাজে তরি॥
কামকোষ্ঠী তবে রাম গেলা কাঞ্চীপুরী।
কাবেরী তরিয়া গেলা স্নান দান করি॥

(১) পাঠান্তর,—
"লাঙ্গল লাগাঞা গলে টানিঞা পেলায়।"

শ্রীরঙ্গ দেখিলা তবে মহাপুণ্য স্থান।
আপনে যাহাতে হরি নিত্য সন্নিধান॥
হরিক্ষেত্র তরি গেলা ঋষভ-পর্ব্বতে।
দক্ষিণ মথুরা তবে গেলা পুণ্যপথে॥
সেতুবন্ধে গিয়া স্নান কৈল সিন্ধুজলে।
অযুত গো-দান কৈল ব্রাহ্মণের তরে॥
কৃতমালা তাম্রপর্ণী মলয় তরিল।
কুলাচলে গিয়া তবে অগস্ত্য দেখিল॥
মুনির চরণে রাম করি দণ্ডপাত।
চলিলা দক্ষিণমুখে লয়্যা আশীর্ব্বাদ॥
দক্ষিণ সাগরে গিয়া হৈলা উপসন্ন।
তথা গিয়া কন্যাদেবী কৈল দরশন॥
অর্জ্জুন দেখিয়া তবে গেলা পঞ্চাপ্সর।
অযুত গো-দান তথা কৈলা হলধর॥
বিষ্ণু সন্নিহিত তথা মহা পুণ্যস্থান।
তথা গিয়া বলরাম কৈলা মহাদান॥
কেরল ত্রিগর্ত্তদেশ করিয়া লঙ্ঘন।
গোকর্ণে শঙ্কর গিয়া কৈল দরশন॥
আর্য্যাদেবী দ্বৈপায়নী দরশন করি।
তবে রাম গেলা সূর্পারক তীর্থ তরি॥
তাপী নদী পয়োষ্ণী নির্ব্বিন্ধ্যা করি স্নান।
দণ্ডক অরণ্যে তবে গেলা বলরাম॥
তবে রেবাতীরে গেলা মাহিষ্মতী পুরী।
মনুতীর্থ পুণ্যজলে স্নান দান করি॥
প্রভাসে আসিয়া রাম তবে উত্তরিলা।
ভারত যুদ্ধের কথা তথায় শুনিলা॥
বন্ধুগণ-নিধন শুনিঞা দ্বিজমুখে।
ক্ষণেক চিন্তিয়া রাম রহে দুঃখশোকে॥
জানিলা পৃথ্বীর ভার হরিলা শ্রীহরি।
বঝিয়া রহিলা রাম শোক পরিহরি॥
গদাযুদ্ধ করি যুঝে ভীম দুর্য্যোধন।
লোকমুখে শুনিলা এ সব বিবরণ॥
কুরুক্ষেত্রে গেলা রাম যুদ্ধ নিবারিতে।
যুধিষ্ঠির দেখিয়া সন্তোষ পাইলা চিতে॥
সহদেব নকুল করিয়া সম্ভাষণ।
ভক্তি ভাবে পূজে দোঁহে রামের চরণ॥
কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সহে করিয়া সম্ভাষা।
সর্ব্ব বীরগণে কৈল কুশল জিজ্ঞাসা॥
কোন কার্য্যে এথাতে রামের আগমন।
নিশবদে রহিল সকল বীরগণ॥
ভীম দুর্য্যোধনে যুদ্ধ গদার প্রহারে।
দুইবীরে গদাযুদ্ধ করে নিরন্তরে॥
দুই বীরে যুঝে কারো নাহি জয় ভঙ্গ।
ক্রোধে মূর্চ্ছিত দোঁহে বজ্রসম অঙ্গ॥
তা দেখিয়া বলে রামে আরে দুর্য্যোধন।
শুন শুন আরে ভীম আমার বচন॥
দুর্য্যোধন শিষ্য মোর প্রাণ সমতুল।
প্রাণেতে অধিক ভীম এহ নহে দূর।
সমবল দুঁহে যুদ্ধ কর কি কারণ।
ব্যর্থ যুদ্ধ করি কেন পাও পরিশ্রম॥
দহে যুদ্ধ ছাড়ি রহ আমার বচনে।
তবু যুদ্ধ না ছাড়িল তারা দুই জনে॥
অদৃষ্ট মানিঞা রাম রহি নিশবদে।
দ্বারকা চলিলা রাম গেলা এই মতে॥
রামে দেখি আনন্দে উঠিল বন্ধুগণে।
পুনরপি গেলা রাম নৈমিষ অরণ্যে॥
যজ্ঞ করাইল তবে মুনিগণ মেলি।
যজ্ঞময় যজ্ঞপতি যজ্ঞ-অধিকারী॥
তুষ্ট হয়্যা তবে রাম দিলা তত্ত্বজ্ঞান।
যাহা হৈতে জানি সব তড়িত সমান॥
যজ্ঞ সমাপিয়া রাম অভিষেক করি।
দীপ্ত করে যেন চন্দ্র দিব্য বাস পরি॥
এইরূপে অনন্তের অনন্ত মহিমা
ব্রহ্মা ভব আদি যাঁর দিতে নারে সীমা॥
রামের চরিত্র যেবা প্রভাতে স্মঙরে।
শুনয়ে শুনয়ে যেবা গায় উচ্চস্বরে॥
বিষ্ণুভক্তি হয় তার খণ্ডয়ে দুরিত।
কৃষ্ণপারিষদ হয়ে কৃষ্ণের দয়িত॥
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-বাণী।
বলরাম-পুণ্যকথা প্রেমতরঙ্গিণী॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥৭৯॥

অশীতিতম অধ্যায়।

বসন্ত রাগ।

তবে রাজা জিজ্ঞাসিলা মুনির চরণে।
আর কি কি কর্ম্ম কৈলা প্রভু নারায়ণে॥
অনন্ত চরিত্র হরি অনন্ত বিহার।
তাঁর গুণ কথা কহ করিয়া বিস্তার॥
কৃষ্ণকথা সুখময়ী অমৃতের ধারা।
পদে পদে নব নব শ্রুতি-মনোহরা॥
তৃপ্তি কাহার হয় হরি কথামৃত পানে।
বিশেষে যে জন জরজর কাম-বাণে॥
সেই বাণী কৃষ্ণগুণ গায় নিরন্তর।
কৃষ্ণকর্ম্ম করে যদি সেহ দুই কর॥
সেই মন গোবিন্দ স্মঙরে নিরবধি।
স্থাবর-জঙ্গমে দেখে হরি গুণনিধি॥
সেই মন আন না স্মঙরে কৃষ্ণ বিনে।
সেই শ্রুতিযুগ যদি কৃষ্ণকথা শুনে॥
সেই সে উত্তম শির জানিব প্রধান।
কৃষ্ণ বৈষ্ণবের করে চরণে প্রণাম॥
সেই সে জানিব দুই সফল লোচন।
কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখে আর দেখে সাধুজন॥
কৃষ্ণ বৈষ্ণবের যদি ধরে পদনীর।
সেই সে জানিব ধন্য সফল শরীর॥
শুক মহামুনি শুনি রাজার বচন।
কহিতে লাগিলা তবে ব্যাসের নন্দন॥
হরি-চরণারবিন্দে মগন হৃদয়।
আনন্দিত হৈয়া মুনি কৃষ্ণ-কথা কয়॥
আছিল কৃষ্ণের এক সখা দ্বিজবর।
শান্ত দান্ত ব্রতযুক্ত তপ যোগপর॥
বিষয়-বৈরাগ্যযুত গৃহাশ্রমে বৈসে।
যথালাভে তুষ্ট বিপ্র পূর্ণ জ্ঞানরসে॥
কুচেল মলিন দ্বিজ শীর্ণ-কলেবর।
জিতকাম জিতক্রোধ বেদবিদাম্বর॥
তার ভার্য্যা সেইরূপ গুণ শীল ধরে।
কুচেল মলিন অঙ্গ জীর্ণ পট পরে॥
পতিব্রতা পতিসেবা পতিপরায়ণা।
কম্পে থর থর অঙ্গ মলিন বদনা॥
কহিতে লাগিলা কিছু পতি-সন্নিধান।
মোর নিবেদন নাথ কর অবধান॥
সাক্ষাতে তোমার সখা ভুবন-ঈশ্বর।
লক্ষ্মীকান্ত ভগবান্ ব্রহ্মণ্যশেখর॥
সম্প্রতি দ্বারকাপুরে বৈসে যদুপতি।
ভকতবৎসল হরি দীনজন-গতি॥
চরণ শরণ যদি করি কোন থাকে।
আপনাকে দিয়া তবে বশ হয়্যা থাকে॥
অর্থ কাম দিব তার কোন বস্তুজ্ঞান।
অখিল-ভুবন-গুরু পুরুষপুরাণ॥
এইরূপে ভার্য্যা যদি বলিল বিস্তর।
আনন্দিত হৈল দ্বিজ পুণ্য-কলেবর॥
এই ত উত্তম লাভ ভাগ্যের উদয়।
যদি কোনমতে কৃষ্ণ দরশন হয়॥
ভাল পতিব্রতা তুমি কুলবতী নারী।
তোমার প্রসাদে গিয়া দেখিব শ্রীহরি॥
যদি কিছু দিতে পার শীঘ্র চলি যাই।
প্রভুর চরণে গিয়া নিবেদিতে চাই॥
এ বোল শুনিয়া ভার্য্যা চলিলা সত্বরে।
মাগিয়া আনিল ভিক্ষা ব্রাহ্মণের ঘরে॥
ভাজা তণ্ডুলের খুদ আনিল মাগিয়া।
যতনে বান্ধিল ভগ্ন বহির্ব্বাস দিয়া॥
ব্রাহ্মণের হাতে আনি দিল উপায়ন।
তাহা লয়্যা দ্বারকাতে চলিল ব্রাহ্মণ॥ (১)
কৃষ্ণ দরশন মোর হয় কোন মতে।
চিন্তিতে চিন্তিতে বিপ্র যায় পথে পথে॥
তিন থানা লঙ্ঘিয়া ব্রাহ্মণ চলি যায়।
ত্বরা করি করিয়া চারি দুয়ার এড়ায়॥
তবে বিপ্র দুর্গম প্রহরীগণ তরি।
তবে গিয়া উতরিলা দ্বারকানগরী॥ (২)
ষোড়শ সহস্র পুরী নির্ম্মাণ বিশেষ।
তার এক পুরে গিয়া কৈলা পরবেশ॥
আনন্দসাগরে যেন মজিল ব্রাহ্মণ।
বিপ্র দেখি সত্বরে উঠিলা নারায়ণ॥
কনক-পর্য্যঙ্কে কৃষ্ণ আছিলা বসিয়া।
ত্বরিতে উঠিলা হরি ব্রাহ্মণ দেখিয়া॥

---

(১) মূলের পাঠ এইরূপ,—
"যাচিত্বা চতুরো মুষ্টীন্ বিপ্রান্ পৃথুকতণ্ডুলান্।
চেলখণ্ডেন তান্ বদ্ধা ভর্ত্রে প্রাদাদুপায়নম্॥"
১০।৮০।১৪

(২) "তবে বিপ্র দুর্গম পথ হরিগুণে তরি।"

বিপ্র-দরশনে হৈল আনন্দ বিশেষ।
একে প্রিয় সখা তাথে দ্বিজ মুনিবেশ॥
ভুজপাশে ধরি দিল দৃঢ় আলিঙ্গন।
পুলকে পুরিত তনু সজল নয়ন॥
পর্য্যঙ্কে তুলিয়া হরি ব্রাহ্মণে বসায়।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বিপ্র পুজে যদুরায়॥
পুণ্যজল দিয়া দুই পাখালে চরণ।
সেই জল শিরে ধরে ত্রিলোক পাবন॥
দিব্য গন্ধ চন্দনে লেপিয়া কলেবর।
ধূপ দীপ দিয়া পুজে ব্রহ্মণ্যশেখর॥
দিব্য অন্ন পান দিয়া করায় ভোজন।
আচমন জল দিয়া তাম্বূল অর্পণ॥
স্বাগত বচনে কৈল আতিথ্য সম্ভাষ।
বিনয় বচনে কৈল কুশল জিজ্ঞাসা॥
কুচেল মলিন দ্বিজ ক্ষীণকলেবর।
আপনে আসিয়া দেবী ঢুলায় চামর॥
পরিচর্য্যা করে দেবী দেখে পুরজন।
আপনে করয়ে হরি পাদসংবাহন॥
দেখি সব লোক বলে হেন অদভুত।
কোথা হৈতে আইল এনা দ্বিজ অবধূত॥
দুর্গতি মলিন তনু ভিক্ষুকে ব্রাহ্মণ।
অধম নিন্দিত ক্ষীণ তনু কুলক্ষণ॥
পরিচর্য্যা করে তার আপনে শ্রীহরি।
পর্য্যঙ্ক তেজিয়া নিজ প্রিয়া পরিহরি॥
কোন্ পুণ্য কৈল দ্বিজ জন্ম জন্মান্তরে।
আপনে জগত গুরু পরিচর্য্যা করে॥
হাতাহাতি করিয়া বসিলা চক্রপাণি।
কহিতে লাগিলা তবে পুরুব কাহিনী॥
কহ দ্বিজ গুরুকুলে বেদ সমাপিলে।
বিনয়ে দক্ষিণা দিয়া গুরু সন্তোষিলে॥
বেদ পড়ি গৃহধর্ম্মে আছ নিরাকুলে।
আপন সদৃশী ভার্য্যা কি বা বিভা কৈলে॥
প্রায় হেন জানি তুমি পুরুষ নিষ্কাম।
বনবাসে চিত্ত তুমি ধর অবিরাম॥
গৃহবাসে নাহি দেখি সন্তোষ তোমার।
তে কারণ এতেক জিজ্ঞাসি বার বার॥
কেহ কেহ কর্ম্ম করে তেজি কর্ম্মফল।
অবিদ্যা বিনাশ করে হয়্যা কর্ম্মপর॥
আপনে করিয়া কর্ম্ম এ লোক বুঝায়।
কর্ম্ম তেজি কেহ যেন বিকর্ম্মে না ধায়॥
এখনে ব্রাহ্মণ কি সোঙর গুরুবাস।
যাহা হৈতে তত্ত্বজ্ঞান হয় পরকাশ॥

অবিদ্যা বিনাশ হয় ভব-অন্ধকার।
হেন গুরুবাস মনে আছে কি তোমার॥
পিতা গুরু প্রথমে জনম যাহা হৈতে।
জননী প্রধান গুরু জানিবা সাক্ষাতে॥
দ্বিতীয়ে ব্রাহ্মণ গুরু করে দশ কর্ম্ম।
বেদ শিক্ষা করায়ে লওয়ায় কুলধর্ম্ম॥
জ্ঞানদাতা গুরুরূপে আমি ভগবান।
তিন গুরু কহিলু তোমার বিদ্যমান॥
সর্ব্ববর্ণে সর্ব্বধর্ম্মে এহি সুনিশ্চিত।
তত্ত্ব উপদেশ লয় যে হয় পণ্ডিত॥
উপদেশ করি আমি গুরুরূপ ধরি।
গুরু-উপদেশে লোক যায় ভব তরি॥
গুরুকে সাক্ষাত হেন ঈশ্বর করি মানে।
সেই সে আমার প্রিয় সর্ব্বতত্ত্ব জানে॥
জপ তপ যজ্ঞ দান বিবিধ দক্ষিণা।
শম দম সাধে কিবা সমাধি ধারণা॥
তথাপি তাহারে তুষ্ট তত বড় নই।
গুরুসেবা হৈতে যত বড় সুখী হই॥
তুমি কি সোঙর বিপ্র পূর্ব্ব বিবরণ।
গুরুবাসে কৈলুঁ যে যে গুরু আরাধন॥
গুরুপত্নী আজ্ঞা কৈলা কাষ্ঠ আনিবারে।
সভেই গেলাঙ তবে বনের ভিতরে॥
অকালে নিষ্ঠুর হৈল ঝড় বরিষণ।
বজ্রপাত মহা-ঘোর-ঘন-গরজন॥
অস্ত গেল দিনকর ঘোর অন্ধকার।
দশদিগ আচ্ছাদিল না দেখি সঞ্চার॥
উচ্চ নীচ কিছুই না দেখি জলময়।
কে কোথা আছিল হেন না ছিল নির্ণয়॥
আমি-সব ব্যাকুল সে ঝড় বরিষণে।
পথ না চিনিঞা তবে ভ্রমি বনে বনে॥
হাতাহাতি করিয়া ভ্রমিএ নিরন্তর।
শীত-বাতে কম্পিত সকল কলেবর॥
রাতি বরিষণ গেল উদিত ভাস্কর।
তবে সান্দীপনি গুরু জানিলা সকল॥
চাহিতে বেড়ায় গুরু প্রতি বনে বন।
কথোদূরে গিয়া তবে পাইল দর্শন॥
অদ্ভুত দেখিয়া গুরু বোলে শিষ্যগণে।
এত বড় দুঃখ পাইলে আমার কারণে॥
প্রাণেতে অধিক প্রিয় কেহ কার নয়।
প্রাণ চাহি গুরুসেবা কৈলে অতিশয়॥
এইরূপে গুরুসেবা করয়ে যে জন।
সর্ব্বভাবে করে যেবা আত্মসমর্পণ॥

হরি-গুরু-চরণ সমান করি ধরে।
সেই সে এ ঘোর ভব-অন্ধকার তরে॥
তুষ্ট হৈল শিষ্যগণ কর সমাধান।
মনোরথ পূর্ণ হোক সর্ব্বত্র কল্যাণ॥
সর্ব্ববিদ্যা স্ফুরুক সকল মন্ত্রতন্ত্র।
ইহলোকে পরলোকে হও নিরাতঙ্ক॥
এইরূপে কতমতে গুরুসেবা কৈলু।
সর্ব্বশিষ্য মিলি গুরুকুলেতে আছিলু॥ (১)

গুরু-অনুগ্রহে হয় সর্ব্বত্র কল্যাণ।
বিনে গুরু ভক্তিলে না হয় পরিত্রাণ॥
তবে বিপ্র বোলে দেবদেব নারায়ণ।
ত্রিজগত-গুরু তুমি জগত জীবন॥
তোমার কৃপায় পূর্ণ হৈল গুরুবাস।
গুরুসেবা-ধর্ম্ম তুমি কৈলে পরকাশ॥
বেদময় প্রভু তুমি বেদমূর্ত্তি ধর।
সকল সম্পদদাতা নানা লীলা কর॥
অখিল-জগত-গুরু গুরুকুলে বাস।
এত বড় বিড়ম্বন হৃদয়ে প্রকাশ॥
ধীরশিরোমণি শ্রীগদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান॥

(১) পাঠান্তর,—
"এইরূপে কত কত গুরুসেবা করি।
গুরুকুলে আছিল সকল শিষ্য মেলি॥"

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে অশীতিমোঽধ্যায়ঃ॥৮০॥

একাশীতিতম অধ্যায়।

শ্রীরাগ।

এইরূপে নানা কথা কহে চক্রপাণি।
সর্ব্বতত্ত্ব জানেন সর্ব্বজ্ঞচূড়ামণি॥
সাধুজন-গতি-পতি ব্রহ্মণ্যশেখর।
হাসিয়া কি বলে প্রভু কহ দ্বিজবর॥
কি দ্রব্য এনেছ সখা মোর তরে দেহ।
সঙ্কোচ মানিঞা কেনে গুপ্ত করি রহ॥
ভকতে যে কিছু করে অল্প নিবেদন।
সে হয় বিস্তর মোর পীরিতি কারণ॥
যদি বা বিস্তর দেই ভক্তিহীন জনে।
আমার সন্তোষ তাথে নাহি কোন মনে॥
পত্র-পুষ্প যে কিছু ভকত জনে ধরে।
ভকতি করিয়া মোর চরণ-নিয়ড়ে॥
পীরিতি করিয়া সেই করিয়ে ভোজন।
ভকত-বান্ধব আমি ভকত-জীবন॥
এতেক বচন যদি বুলিলা শ্রীহরি।
লাজ পেয়্যা রহে বিপ্র হেঁটমাথা করি॥
জ্ঞানময় প্রভু জানে সভার হৃদয়।
আগমন কারণ বুঝিয়া মহাশয়॥
চিন্তিয়া কি বোলে প্রভু তবে দ্বিজরাজে।
সম্পদ বাঞ্ছিয়া বিপ্র কভু নাহি ভজে॥

কিন্তু পতিব্রতা নারী পীরিতি কারণে।
আমা দেখিবারে বিপ্র আইল শুদ্ধমনে॥
দুর্লভ সম্পদ দিব দেবের বাঞ্ছিত।
হেন বুদ্ধি করি যেন না হয় বিদিত॥
এতেক বচন বুলি পুরুষ পুরাণ।
ভগ্নবস্ত্রখানি ধরি দিলা এক টান॥
একি একি বলি হরি পোটলী খসায়।
ভাজা তণ্ডুলের খুদ বিচারিয়া পায়॥
ভাল ভাল সখা এই দিব উপায়ন।
এই সে আমার হয় পীরিতি কারণ॥
এই ত তণ্ডুলে হৈব আমার পীরিতি।
বিশ্ব-সহে তুষ্ট হৈব আমি বিশ্বপতি॥
এ বোল বুলিয়া হরি কোন কর্ম্ম করে।
এক মুষ্টি খুদ খায়্যা আর মুষ্টি তোলে॥
তাহা দেখি শৈব্যা দেবী লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী।
ধরিয়া প্রভুর হস্তে বলে মহাসতী॥
সকল সম্পদ-হেতু হয় এত দূরে।
তোমার সন্তোষ-হেতু সর্ব্বফল ধরে॥
তুমি তুষ্ট হৈল তুষ্ট হয় ত্রিভুবন।
তবে যদি কর তারে আত্মসমর্পণ॥

তভু তুমি বুঝিতে নারিবে তার ধার।
হেন কৃপাময় তুমি বিচিত্র বিহার
নিশবদে রহে কৃষ্ণ এ বোল শুনিয়া।
ব্রাহ্মণ চলিলা তবে রজনী বঞ্চিয়া॥
সুখে পান ভোজন করিয়া দ্বিজবরে।
আনন্দে আছিলা বিপ্র অচ্যুত-মন্দিরে॥
প্রভাতে উঠিয়া ঘরে চলিলা ব্রাহ্মণ।
সন্তোষিয়া ব্রাহ্মণে পাঠায় নারায়ণ॥
বিপ্র ধন না মাঙ্গিলা না দিলা শ্রীহরি।
লজ্জা পায়্যা যায় বিপ্র চিন্তা পরিহরি॥
আপনে ব্রহ্মণ্যদেব জানে সর্ব্বধর্ম্ম।
দ্বিজভক্তি লওয়াইতে করে হেন কর্ম্ম॥
ব্রাহ্মণ অধম মুঞি দরিদ্র বঞ্চিত।
কপট মলিন বেশ এ লোক-গর্হিত॥
লক্ষ্মীকান্ত হৈলা লক্ষ্মী তেজিয়া শয়নে।
আলিঙ্গন দিল মোকে নাম্বিয়া আপনে॥
দেবতা পূজিয়া বসায় নিজাসনে।
পাদ সংবাহন হরি করয়ে আপনে॥
স্বর্গ অপবর্গ সর্ব্ব সম্পদের হেতু।
যার পাদপদ্ম ঘোর ভব-সিন্ধু-হেতু॥
হেন প্রভু হয়্যা মোরে করে এত বড়।
আপনে কমলা দেবী ঢুলায় চামর॥
অধম দরিদ্র হয়ে দুঃখিত ব্রাহ্মণ।
ধন পায়্যা না করিব আমাকে সোঙরণ॥
করুণাসাগর হরি এই কৃপা করি।
তে কারণে ধন মোকে না দিলা শ্রীহরি॥
এই মনে চিন্তিয়ে ব্রাহ্মণ চলি যায়।
আপনার নিজ ঘর নিকটে দাণ্ডায়॥
বিচিত্র বিমান ঘর চৌদিগে বেষ্টিত।
সূর্য্যকোটি সম তেজ কনকনির্ম্মিত॥
অলিকুল-বিলাসিত বন উপবন।
কোলাহল শবদ বিবিধ খগগণ॥
প্রফুল্ল কমলফুল কুমুদ কহ্লার।
বহুবিধ জলচর শবদ সঞ্চার॥
দিব্য বেশ নরনারী চৌদিকে বেষ্টিত।
কনকনির্ম্মিত ঘর রতনে মণ্ডিত॥
একি অদভুত কিবা হয় কার স্থান।
কোথা হেতে এনারূপ হৈল উপাদান॥
এইরূপে মনে মনে করয়ে নির্ণয়।
চিন্তিতে চিন্তিতে বিপ্র পড়িলা সংশয়॥
তবে নরনারীগণে ভূষিত ভূষণে।
চৌদিগে বেড়িল আসি মঙ্গল বাজনে॥

বহুবিধ নৃত্য গীত চতুরঙ্গ সেনা।
দিব্যরথ গজ ঘোড়া ছত্র ধ্বজ বানা॥
লক্ষ্মী-মূর্ত্তি মতী যেন বিপ্রের ব্রাহ্মণী।
পতি-দরশনে আইলা পরম রমণী॥
পতি দেখি প্রণাম করিয়া পতিব্রতা।
মনে মনে আলি ন দিলা সুপণ্ডিতা॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পত্নী পূজিল ব্রাহ্মণ।
ধূপ দীপ দিয়া কৈল পতির বন্দন॥
দিব্যবেশ দাসীগণে চৌদিগে বেষ্টিতা।
দিব্যবস্ত্র পরিধান ভূষণে ভূষিতা॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণ হৈল অন্তরে বিস্মিত।
কোথা হৈতে এরূপ ঘটিল আচম্বিত॥
সগণে পূজিয়া পত্নী পতি লয়্যা যায়।
পুর-পরবেশে লঞা ব্রাহ্মণী করায়॥
পুর নিরখিয়া চাহে চকিত মানসে।
আশ্চর্য্য দেখিয়া বিপ্র চিন্তে মনে মনে॥
রতনে নির্ম্মিত ঘর যেন সুরপুরী।
শত শত মণিময় স্তম্ভ সারি সারি॥
পয়ঃফেন সম শয্যা হেম বিনির্ম্মিত।
? বিনিহিত মণি রতনে মণ্ডিত॥
ললিত বিতানজাল মুকুতা তোরণ।
বিলোল চামরজাল কনক-আসন॥
স্ফটিক ঘটিত ঘর মরকত স্থল।
রতন প্রদীপ জ্বলে মন্দির ভিতর॥
অতুল সম্পদ দেখি কি বোলে ব্রাহ্মণ।
সকল-সম্পদ-হেতু কৃষ্ণ-দরশন॥
অধম দরিদ্র মুঞি দুর্গত দেখিয়া।
দুঃখ নিবারিল মোর মহাধন দিয়া॥
আছুক মাঙ্গিলে দিব এ ধন সম্পদ।
আপনেহি পুরায় ভকত-মনোরথ॥
ইন্দ্র বরিষয়ে যেন বুঝিয়া সময়।
ভক্ত-কাম আপনে পূরায় দয়াময়॥
আপনে বিস্তর দিয়ে মানে অল্প ফল।
ভকতে অলপ দিলে মানয়ে বিস্তর॥
এক মুষ্টি খুদ মুঞি দিতে ইৎসা কৈলু।
অল্প দেখিয়া মুঞি লুকায়্যা রাখিলু॥
আপনে কাড়িয়া খায় পীরিতি কারণে।
ভকতবৎসল-গুণ দেখায় ভুবনে॥
প্রেম মৈত্রী মোর যেন হয় তাঁর সনে।
দাস্য সখ্য রহে যেন জনমে জনমে॥
কোনকালে নহে যেন মোর স্মৃতিভঙ্গ।
ভকতজনের সহে হয় যেন সঙ্গ॥

ভকতের না বাঢ়ায় এ ধন সম্পদ।
সুখভোগ না বাঢ়ায় না দেই রাজ্যপদ।
আপনেহি বিচক্ষণ জগত নিবাস।
ধনমদ হৈলে হয় ভকত বিনাশ॥
তে কারণে ভকতের না বাঢ়ায়ে ধন।
ভকতের হিতকারী মহা বিচক্ষণ॥
এইরূপে মনে মনে চিন্তে মহাবুদ্ধি।
কৃষ্ণে মন ধরি বিপ্র রহে নিরবধি॥
এইরূপে মনে মনে ভাবিয়া নিশ্চয়।
বিষয় লম্পট বিপ্র নহে অতিশয়॥
সুখ-ভোগ সাধে বিপ্র মনে পরিহরি।
কৃষ্ণ ভক্তি সাধে বিপ্র কৃষ্ণে মন ধরি॥
ভকতসত্তম বিপ্র এইরূপে বৈসে।
পূর্ণ কলেবর বিপ্র কৃষ্ণধ্যান-রসে॥
ভক্তিভাব করি কৈল কৃষ্ণ-আরাধান।
বৈকুণ্ঠে চলিল বিপ্র খসিল বন্ধন॥
শুনয়ে শুনায় যেবা এ পুণ্য চরিত।
ভক্তিযুক্ত হয় তার খণ্ডয় দুরিত॥
ভক্তিরস কল্পতরু গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮১॥

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

শ্রীরাগ।

এইরূপে বৈসে হরি দ্বারকানগরে।
সূর্য্য-উপরাগ হৈল হেন অবসরে॥
কল্পক্ষয় হৈল যেন মহা অন্ধকার।
দেখিয়া সকল লোকে লাগে চমৎকার॥
স্যমন্ত-পঞ্চক ক্ষেত্র তীর্থ চূড়ামণি।
সর্ব্বলোক গেল তথা উপরাগ শুনি॥
নিঃক্ষত্রিয়া কৈলা পৃথ্বী ভৃগুপতি রাম।
মহাহ্রদ কৈলা যথা রুধিরে নির্ম্মাণ॥
তথাতে চলিল সব ভারতের প্রজা।
সপুত্র বান্ধবে গেলা পৃথিবীর রাজা॥
যদুবংশ বৃষ্ণিবংশ চলিল সকল।
সগণে চলিল তথা দ্বারকা মণ্ডল॥
সাম্ব গদ প্রদ্যুম্ন সুচন্দ্র সঙ্গে দিয়া।
অনিরুদ্ধে দ্বারকা-রক্ষক করি থুইঞা॥
কৃতবর্ম্মা সঙ্গে তার দিয়া সেনাপতি।
আপনে চলিয়া গেলা ত্রিজগত-পতি॥
তুরঙ্গ সুরঙ্গ-গতি পবন সঞ্চার।
মহামত্ত গজগণ পর্ব্বত-আকার॥
কোটি কোটি মহারথ সুরপুরী জিনি।
চলিলা শ্রীহরি সৈন্য করিয়া সাজনি॥
দিব্য গন্ধ চন্দন ভূষণ মনোহর।
পথে পথে চলে লোক দেখিতে সুন্দর॥
উত্তরিলা গিয়া কৃষ্ণ সঙ্গে যদুগণ।
উপবাস কৈলা তীর্থে করিয়া মজ্জন॥
পরদিন রামহ্রদে করিয়া মজ্জন।
যথাবিধি পিতৃদেব করিয়া তর্পণ॥
গ্রহণ সময়ে দান দিল দ্বিজগণে।
বিবিধ দক্ষিণা ধেনু ভূষিয়া কাঞ্চনে॥
দিব্য অন্নপান দিল বহুমূল্য ধন।
মহারথ মহাগজ দিব্য আভরণ॥
যদুগণ বৃষ্ণিগণ ভক্তেতে প্রধান।
কৃষ্ণভক্তি হউক বলি দিল নানা দান॥
দিব্য অন্ন পানে বিপ্র করিলা ভোজন।
বিবিধ দক্ষিণা দিয়া তুষিলা ব্রাহ্মণ॥
কৃষ্ণভক্ত যদুগণ আজ্ঞা শিরে ধরি।
পারণা করিলে তবে স্নান দান করি॥
তবে কৃষ্ণ বসিলা শীতল তরুতলে।
চারিপাশে যদুগণ বসিলা মণ্ডলে॥
সাক্ষাতে আসিয়া কৃষ্ণে দেখিলা নয়ানে।
নৃপগণ গেলা তথা কৃষ্ণ দরশনে॥
নানা দেশী যত লোক মিলিলা সত্বর।
আত্মপক্ষ পরপক্ষ যত নারীনর॥
নন্দ আদি করি যত গোপগোপীগণ।
বিকশিত মুখপদ্ম সরোজ নয়ন॥

কৌতুকে সভেই গেল দেখিতে শ্রীহরি।
বেঢ়িয়া রহিল লোক চারিদিগ ভরি॥
হরি-দরশনে লোকে বাঢ়িল আনন্দ।
নয়নে গলয়ে নীর পুলকিত অঙ্গ॥
কৃষ্ণ দেখি নারীগণে না ধরে শরীর।
মুখে বাণী না সরে নয়নে ঝরে নীর॥
আলিঙ্গন দিল হরি হৃদয়ে ধরিয়া।
যেখানে রহিল নারী বাহ্য পাসরিয়া॥
নারীগণে নারীগণ করি আলিঙ্গন।
স্তনে স্তনে বিলেপিত কুঙ্কুম লেপন॥
কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের কৈল চরণ বন্দন।
স্বাগত বচনে কৈল ইষ্ট সম্ভাষণ॥
নরগণে নারীগণে একত্র মিলিয়া।
কৃষ্ণকথা কহে সভে হরষিত হয়্যা॥
কুন্তী আসি বন্ধুগণে কৈলা সম্ভাষণ।
বসুদেব সম্ভাষিয়া করে নিবেদন॥
শুন ভাই বসুদেব তুমি মহাশয়।
জিজ্ঞাসা না কৈলে মোর বিপত্য সময়॥
এতেক জানিলু মুঞি অধম বঞ্চিতা।
বন্ধুগণে না স্মোঙরে বিমুখ বিধাতা॥
বসুদেব বলে ভগ্নি না করিহ রোষ।
অগ্রে বিচারিয়া তুমি পাছে দেহ দোষ॥
অদৃষ্ট অধীন লোক অদৃষ্টে সঞ্চরে।
ঈশ্বর-ইৎসায় লোক ভাল মন্দ করে॥
কংস-ভয়ে আমি সব যায়্যা দেশে দেশে।
প্রাণরক্ষা করিয়া আছিল গুপ্তবেশে॥
দৈবযোগে এখনে ঘটিল দরশন।
যখনে যে হয় তাহে অদৃষ্ট কারণ॥
বসুদেব উগ্রসেন যদুকুল মেলি।
পুজিল সকল লোক স্তুতি ভক্তি করি॥
ভীষ্ম দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্র পুজিল গান্ধারী।
দুর্য্যোধন আদি কুরুকুল-নরনারী॥
রাজা যুধিষ্ঠির ভীম অর্জ্জুনাদি করি।
সঞ্জয় বিদুর কৃপ দ্রুপদ-কুমারী॥
কুন্তিভোজ বিরাট ভীষ্মক নগ্নজিত।
ধৃষ্টকেতু কাশীরাজ শৈব পুরুজিত॥
দমঘোষ বিদর্ভ দ্রুপদ নরপতি।
যুধামন্যু মদ্রক কেকয় মহামতি॥
সুশর্ম্মা বাহ্লিক আদি নৃপতি মণ্ডল।
কৃষ্ণ দেখি আনন্দে পুরিল কলেবর॥
যার যশ শ্রুতিগণে গায় নিরন্তর।
জগত পবিত্র করে যার পদ-জল॥

বেদশাস্ত্র হৈল যার বেদময় বাণী।
অখিল মঙ্গলধাম দেব চূড়ামণি॥
চরণ-পরশ যার পায়্যা ক্ষিতিতলে।
ধন্য পুণ্যময় হৈল সর্ব্বশক্তি ধরে॥
হেন নারায়ণ সহে নিরন্তর বাস।
শয়ন ভোজন পান গমন বিলাস॥
তাঁর সহ সখ্য মৈত্রী করিয়া সম্বন্ধ।
গৃহবাসে সুখে বৈসে হয়্যা নিরাতঙ্ক॥
দুঃখময় গৃহবাস নরক দুয়ার।
তাথে বসি তুমি সব ভবে হৈলে পার॥
এইরূপে স্তুতি বদি কৈল নৃপগণ।
তবে নন্দঘোষ আসি দিল দরশন॥
গোপগোপীগণ সব শকটে চঢ়িয়া।
কৃষ্ণ-দরশনে আইলা কৃষ্ণগুণ গায়্যা॥
ভুজপাশে ধরি দিল যদুগণে কোল।
হরি হরি শবদ উঠিল উতরোল॥
নন্দ দেখি বসুদেব দিল আলিঙ্গন।
পুলকে পুরিল তনু বিহ্বল লোচন॥
পূর্ব্ববিবরণ দুহেঁ স্মঙরণ করি।
মুরছিত কৈলা দুহে কোলাকোলি করি॥
রাম-কৃষ্ণে নন্দঘোষ করি আলিঙ্গন।
বাহ্য পাসরিল নন্দ না সরে বচন।
নন্দ যশোদার দোঁহে চরণ বন্দিয়া।
কিছু না বলিল দুহে অশ্রুমুখী হয়্যা॥
রাম-কৃষ্ণ দুই পুত্রে ভুজপাশে ধরি।
গাঢ় আলিঙ্গন দুহে দিল কোলে করি॥
আনন্দে মজিল নন্দ যশোদা সুন্দরী।
কতপ্রেম উপজিল কহিতে না পারি॥
রোহিণী দেবকী আসি কৈলা সম্ভাষণ।
যশোদা করিয়া কোলে দিল আলিঙ্গন॥
স্মঙরি পুরুষ গুণ দুহে বিমোহিতা।
নয়নে গলয়ে নীর অঙ্গ পুলকিতা॥
শুন হে যশোদা তোমার কি কহিব গুণে।
বিসরিতে নারি গুণ দুঃখ উঠে মনে॥
যত উপকার তুমি কৈলে ব্রজেশ্বরি।
ত্রিভুবন দিলে ধার সুধিতে না পারি॥
এই দুই ছাওয়াল তুমি পু বত করি।
পোষণ পালন কলে দিঠে দিঠে ধরি॥
এত বড় কে কার করয়ে উপকার।
ত্রিভুবন দিলেহো সুধিতে নারি ধার॥
চির দিনে গোপীগণ দেখিলে শ্রীহরি।
যাহা বিনে তিলেক মানিল যুগ করি॥

আঁখির নিমিষ সেহো না গেল সহন।
যেন কৃষ্ণ সহে চিরদিনে দরশন ॥
বাহু পাসরিলা গোবিন্দ দেখিয়া।
দৃঢ় আলিঙ্গন দিল হৃদয় ধরিয়া ॥
তবে কৃষ্ণ গোপতে আনিঞা গোপীগণ।
ভুজদণ্ডে ধরি দিল দৃঢ় আলিঙ্গন ॥
হাসিয়া কি বোলে কৃষ্ণ শুন ব্রজরামা।
আমার পুরব দোষ যদি কর ক্ষেমা ॥
তোমা সভা তেজি আমি নিজ প্রিয়তমা।
বন্ধুগণ দুঃখ শোক করিতে খণ্ডনা ॥
কংস বধিবারে আমি যাই মধুপুরে।
সে দোষ রমণীগণ না দিহ আমারে ॥
এ বিচ্ছেদে অকৃতজ্ঞ আশঙ্কা করিয়া।
নিন্দা নাহি কর মোরে এই দোষ দিয়া॥
শুন শুন ব্রজাঙ্গনা আমার বচন।
পরম কারণ শুনি না কর হেলন ॥
সর্বভূতে নিয়োজিত বৈসে ভগবান্।
সেই ভগবান বিনে কেহ নাহি আন ॥
ঈশ্বর অধীন লোক ঈশ্বরে ভ্রমায়।
সংযোগ বিচ্ছেদ গোপী ঈশ্বরে করায় ॥
যেন তৃণ যেন রেণু যেন মেঘচয়।
পবনে সঞ্চারে যেন পবনে মিলায় ॥
এইরূপে জগত ভ্রমায় নারায়ণে।
না বুঝিয়া দোষ জানি দেহ অকারণে ॥
এই বড় ভাগ্য গোপী সাধিলে ভকতি।
ভক্তিভাবে কৈলে তুমি আমারে পীরিতি ॥
তোমাসভাকার হৈল বড় ভাগ্যোদয়।
বল্লভ বিচ্ছেদে প্রেম কৈলে অতিশয় ॥
অতএব তুমি-সব মোরে পাইলে ধন্য।
তোমা সভা বিনে আমি নাহি জানি অন্য ॥
সর্বভূতে বসি আমি অন্তর বাহিরে।
আমি বিনে কিছু সত্য না হয় সংসারে।
যেন জল যেন মহী পবন আকাশ।
সভে এই সত্য মাত্র সভে যায় নাশ ॥
এইরূপে আমি সত্য আর সব মিছা।
নানা চন্দ্র দেখি যেন আর সব সাঁচা ॥
এইরূপ নানা তত্ত্ব জ্ঞান উপদেশে।
কৃষ্ণময় হয়্যা গোপী কৃষ্ণ পাইল শেষে ॥
জীবকোষে যে উপাধি তাহা দূরে গেল।
নিরুপাধি প্রেমে গোপী কহিতে লাগিল ॥
হে কৃষ্ণ নলিননাভ কমল লোচন।
যোগেশ্বর ব্রহ্মাদির চিন্তিতচরণ ॥ (১)
ভব কূপ-পতিত-তরণ অবলম্ব।
গৃহসেবী গোপী মোরা নাহি যোগগন্ধ ॥
গৃহেতে আসক্ত মোরা থাকি গৃহাশ্রমে।
চরণ উদয় সদা কর মোদে মনে ॥
এইরূপ কৃষ্ণপ্রতি গোপিকার বাণী।
ভাগবত-আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী ॥

---

(১) "হেন কৃষ্ণ কমলাকান্ত কমল-লোচন।
ব্রহ্মাদিবন্দিত পদ বন্দিনু চরণ।"

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮২॥

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

শ্রীরাগ।

গোপিকার গতি কৃষ্ণ গোপী প্রাণনাথ।
গোপীগণ সম্ভাষিয়া কৈলা আত্মসাৎ॥
তবে কৃষ্ণ যদুচন্দ্র আনন্দিত মনে।
যুধিষ্ঠির রাজারে করিল সম্ভাষণে॥
তবে আর বন্ধুগণে করিয়া সম্ভাষা।
মধুর বচনে কৈল কুশল জিজ্ঞাসা॥
একে একে কুশল পুছিলা হৃষীকেশ।
সব লোক উপজিল আনন্দ বিশেষ॥
কৃষ্ণ-দরশনে সব খণ্ডিল দুরিত।
প্রত্যুত্তর দিল লোক হয়্যা আনন্দিত॥
তোমার পদারবিন্দ মধু পান করে।
সাধু-মুখ-মুখরিত শ্রবণ বিবরে॥
তার কোন সিদ্ধি নহে রহে অকুশল। (১)
গতাগত-শ্রম ধ্বংস চরণকমল॥
নমো নমো নরমায়া-লীলা কলেবর।
পরমহংসের গতি চরণযুগল॥
অখণ্ড পরমানন্দ সর্ব্বগুণনিধি।
নমো নমো গোবিন্দ চরণ নিরবধি॥
এইরূপে সর্ব্বলোকে কৃষ্ণ কথা কহে।
অন্যোন্যে মিলিয়া লোক যুথে যুথে রহে॥
নারীগণে নারীগণে করে হাতাহাতি।
কৃষ্ণকথা কহে তারা শুন ক্ষিতিপতি।
দ্রৌপদী পুছিল শুন ভীষ্মক নন্দিনী।
শুন ভদ্রা জাম্ববতী কালিন্দী রোহিণী॥
শুন সত্যভামা শৈব্যা কৌশল্যা লক্ষ্মণা।
শুন কৃষ্ণপত্নীগণ গোবিন্দ-জীবনী॥
নরলীলা প্রকটিয়া দেবশিরোমণি।
কি কিরূপে বিভা কৈল কহ দেখি শুনি॥
শুনিঞা রুক্মিণী দেবী দ্রৌপদীর বাণী।
কহিতে লাগিলা নিজ বিবাহকাহিনী॥
শিশুপালে বিভা দিতে করিয়া মন্ত্রণা।
রাজগণ সাজি আইল চতুরঙ্গ সেনা॥
ধনুকে টঙ্কার দিয়া বেড়ি চারি পাশে।
হেন সৈন্য বিচালিল আঁখির নিমিষে॥
লীলায় হরিয়া মোরে ভুরু-ভঙ্গে আনে।
সিংহ ভাগ হরে যেন ফেরুপাল হনে॥

এমত বৎসল গুণময় শ্রীনিবাস।
চরণ-অর্চ্চন মাত্র সতে মোর আশ॥
সত্যভামা বলে শুন দ্রুপদ দুহিতা।
ভাইর মরণ দেখি সত্রাজিত পিতা॥
মণি-হেতু দিল বাপে কৃষ্ণে পরিবাদ।
জাম্ববান্ জিনি প্রভু আনে মণিরাজ॥
বাপে বিভা দিল আনি অপরাধ-ভয়ে।
দাস্যপদ মাঙ্গি মাত্র ওই দুই পায়ে॥
জাম্ববতী বোলে দেবী কর অবধান।
পাতালে আছেন মোর পিতা জাম্ববান॥
সপ্তবিংশতি দিন হৈল মহারণ।
তবে বাপ জানিল সাক্ষাৎ নারায়ণ॥
জানকীবল্লভ রাম জানিল সাক্ষাতে।
ভূমিতে পড়িয়া পিতা কৈল দণ্ডপাতে॥
মণি সহ আমা আনি কৈল সমর্পণ।
দাসী হয়্যা করি আমি মন্দির-মার্জ্জন॥
কালিন্দী কি বোলে শুনহ দ্রৌপদী।
এই বাঞ্ছা করি তপ করি নিরবধি॥
চরণ পরশ যদি হয় কোন কালে।
অর্জ্জুনে পাঠায়া হরি আনায়ে সত্বরে॥
তবে আমা পাণিগ্রহ করিলা শ্রীহরি॥
দাসী হয়্যা আমি গৃহ মারজন করি॥
ভদ্রা বলে প্রভু মোরে স্বয়ম্বর-স্থলে।
নৃপগণ জিনিয়া আনিলা একেশ্বরে॥
সিংহ ভাগ হরে যেন জম্বুকের মাঝে।
বীরগণ জিনিয়া আনিল দেবরাজে॥
এই বর মাঙ্গো সবে ও দুই চরণে।
চরণ পাখালো যেন জনমে জনমে।
সত্যা বোলে শুন দেবি মোর বিবরণ।
তীক্ষ্ণশৃঙ্গ সাত বৃষ দিল দরশন॥
বীরবল পরীক্ষিতে বাপে আনি রাখি।
পালায় সকল বীর সাত বৃষ দেখি॥
কৌতুকে চলিলা হরি এ বোল শুনিঞা।
একবারে সাত বৃষ পেলিল বান্ধিয়া॥
হেন অদভুত কর্ম্ম করে যদুরায়।
অজাশিশু বান্ধি যেন ছাওয়ালে পেলায়॥
তবে বাপে বিভা দিল কৌতুকমঙ্গলে।
পথে নৃপগণ জিনি আনিল মন্দিরে॥

---

(১) পাঠান্তর,—"তার কোন বিঘ্ন নহে নহে অকুশল।"

এই বর মাঙ্গো মুঞি ও দুই চরণে।
দাস্যভাব রহে যেন জনমে জনমে॥
মিত্রবিন্দা বলে মোর পিতা মতিমান।
আপনে আনিঞা কৃষ্ণে কৈল কন্যাদান॥
এক অক্ষৌহিণী সৈন্য করিয়া সাজন।
কন্যা সমর্পিয়া দিল বহুমূল্য ধন॥
কর্ম্মবশে যথা তথা না হয় জনম।
সবে মাত্র সেবি যেন ও দুই চরণ॥
লক্ষণা বোলয়ে বাণী শুন সাবধানে।
কহিব আমার কথা তোমা বিদ্যমানে॥
নারদাদিমুখে শুনি কৃষ্ণের মহিমা।
আমার হৃদয়ে আর না ছিল ভাবনা॥
শুনিলু কমলাদেবী পদ্মহস্তে করি।
আপনে বরিল সব দেব পরিহরি॥
ব্রহ্মা আদি দেবে করে সতত ধেয়ান।
তে-কারণে চিত্তে আমি না ভাবিয়ে আন॥
বৃহৎসেন পিতা মোর হৃদয় বুঝিয়া।
মৎস্যধ্বজ নিরমিল উপায় করিয়া॥
তোমার জনক যেন অর্জ্জুনের তরে।
মৎস্য নিরমাণ যেন কৈল স্বয়ম্বরে॥
আছে নাহি মৎস্য কেহ লখিতে না পারে।
সভে মৎস্য দেখি মাত্র জলের ভিতরে॥
এতেক বচন শুনি যত ক্ষিতিপাল।
অস্ত্র-শস্ত্র ধরি গেল মৎস্য বিন্ধিবার॥
সবল-বাহনে সৈন্য করিয়া সাজন।
পৃথিবী পুরিয়া সব আইল নৃপগণ॥
পূজিলা নৃপতিগণ করিয়া বিনয়।
যার যেন যোগ্য পূজা পিতা মহাশয়॥
খরতর শর যুড়ি দিব্য শরাসনে।
আকর্ণ পূরিয়া বাণ ছাড়ে বীরগণে॥
গুণ চড়াইতে কেহ পড়িল আছাড়ে।
কেহ নিজ শরাঘাতে প্রাণ ছাড়ি পড়ে॥
কেহ গুণ চড়াইল অনেক যতনে।
ভীম দুর্যোধন কর্ণ আদি বীরগণে॥
জলে মৎস্য দেখি কেহ বিন্ধিল আকাশে।
অর্জ্জুনের শর মাত্র কিঞ্চিৎ পরশে॥
এইরূপে নৃপগণ ভগ্নদর্প হয়্যা।
কেহ মৈল কেহ গেল অপমান পেয়্যা॥
এ বোল শুনিঞা হরি পুরুষ-কেশরী।
ধনুকে টঙ্কার দিলা নিজ করে ধরি॥
সকৃৎ দেখিয়া জলে ছাড়ে তীক্ষ্ণবাণ।
আকাশে কাটিয়া মৎস্য কৈল দুই খান॥
দ্বিতীয় প্রহর বেলা অভিজিৎ ক্ষণে।
কাটা গেল যদি মৎস্য গোবিন্দের বাণে॥
আকাশমণ্ডলে বাজে দুন্দুভি বাজন।
জয় জয় শবদ হৈল পুষ্প বরিষণ॥
তবে স্বয়ম্বরে মুঞি কৈলু পরবেশ।
বিগলিত মল্লীমালা বিলোলিত কেশ॥
রতন মঞ্জীর চারু চরণে রঞ্জিত।
উজ্জল কনক-মালা কর বিলোলিত॥
কটিতটে পীতপট পুরট ভূষণ।
কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত হাস মুদিত বদন॥
হেন দিব্যবেশে মুঞি কৈলু পরবেশ।
কুন্তল কুণ্ডল বিলসিত গণ্ডদেশ॥
ভুরুভঙ্গে নিরখিয়া নৃপতিমণ্ডল।
ধীরে ধীরে গেলা মুঞি প্রভুর গোচর।
রত্নমালা তুলিয়া প্রভুর দিল গলে।
দুন্দুভি বাজন হৈল আকাশমণ্ডলে॥
শঙ্খ-ভেরী মৃদঙ্গ বাজন কোলাহল।
নর্ত্তক-নর্ত্তকী নাচে গীত মনোহর॥
এইরূপে মুঞি যদি বরিল শ্রীহরি।
উঠিল নৃপতিগণ সহিতে না পারি॥
তবে কৃষ্ণ মোরে লঞা তুলি নিজরথে।
তুলিয়া শারঙ্গ ধনু লৈল প্রভু হাথে॥
চতুর্ভুজ হয়্যা মোরে দুই হাতে ধরি।
দুই হাথ দিয়া শর বরিষণ করি॥
খেদায়্যা নৃপতিগণ চলে যদুরায়।
সিংহ দরশনে যেন হরিণ পলায়॥
সাজিয়া বেঢ়িল পথে কোন বীরগণ।
কুক্কুরে কেশরী যেন বেঢ়ে অকারণ॥
শারঙ্গ যুড়িয়া কৈলা শর-বরিষণ।
লীলায়ে সকল সৈন্য কৈল নিপাতন॥
হস্ত পদ কাটা গেল কার নাক কাণ।
রণ তেজি গেল কেহ রাখিয়া পরাণ॥
রিপু-সৈন্য নিবারিয়া প্রভু হৃষীকেশ।
দ্বারকামণ্ডলে তবে কৈলা পরবেশ॥
বিতান তোরণ জাল ধ্বজ ছত্র বানা।
বিচিত্র-নির্ম্মাণ-পুরী বিবিধ ভূষণা॥
দ্বারকা প্রবেশ কৈলা ত্রিভুবনরায়।
পিতা মোর ভক্তিভাবে পূজিয়া পাঠায়॥
মহামূল্য ধন দিল দিব্য অলঙ্কার।
আসন ভূষণ শয্যা নানা উপহার॥
দাসীগণ দিল দিব্য ভূষণে ভূষিয়া।
রথ গজ ঘোড়া দিল রতনে খচিয়া॥

অস্ত্রশস্ত্র দিল আর মহামূল্য ধন।
ভক্তিভাবে কৈল পিতা কৃষ্ণ আরাধন॥
হেন পরিপূর্ণ হরি নিত্য সুখানন্দ।
কহিতে প্রভুর গুণ কেবা পায় অন্ত॥
এই বর মাঙ্গো সবে জন্মজন্মান্তরে।
গৃহদাসী হয়্যা যে থাকোঁ নিরন্তরে।
ষোড়শ সহস্র দেবী কি বোলে বচন॥
শুনহ দ্রৌপদী দেবী কহি বিবরণ॥
আছিল নরক রাজা জিনিয়া সংসার।
আমা সভা হরিয়া আনিল দুরাচার॥
ষোড়শ সহস্র আমি-সব রাজকন্যা।
কুল-শীল-গুণবতী সর্ব্বলোক ধন্যা॥
নরক বধিয়া হরি নিজপুরে আনি।
ষোড়শ সহস্র বিভা কৈলা চক্রপাণি।
স্বর্গভোগ রাজ্যপদ অশেষ সম্পদ।
ব্রহ্মপদ না মাঙ্গিব কিবা বিষ্ণুপদ॥
সভে ওই চরণ-পঙ্কজে ধরি আশা।
ভকতবৎসল প্রভু সকলে ভরসা।
ধীর-শিরোমণি শ্রীগদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥৮৩॥

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

এতেক বচন শুনি দ্রুপদনন্দিনী।
কুন্তী আদি আর যত রাজার রমণী॥
গোপীগণ আর যত কুলবতী নারী। (১)
বিস্ময় ভাবিয়া রহে কৃষ্ণে মন ধরি॥
এইরূপে নারীগণে নারীগণে মেলি।
পুরুষে পুরুষে কথা হাস্যরস করি॥
হেনকালে মুনিগণ ভুবন-পাবন।
কৃষ্ণ দরশন হেতু কৈল আগমন॥
বেদব্যাস নারদ চ্যবন যোগেশ্বর।
বিশ্বামিত্র শতানন্দ অসিত দেবল॥
বামদেব ভরদ্বাজ ভৃগুপতি রাম।
বশিষ্ঠ গৌতম ভৃগু যাজ্ঞবল্ক্য নাম॥
পুলস্ত্য কশ্যপ অত্রি মুনি বৃহস্পতি।
মার্কণ্ডেয় বীতিহোত্র আদি মহামতি॥
অগস্ত্য অঙ্গিরা মুনি সনকাদি করি।
কৃষ্ণ দেখিবারে গেলা মুনিগণে মেলি॥
দেখিয়া সম্ভ্রমে লোক উঠিলা সকল।
যুধিষ্ঠির আদি যত নৃপতিশেখর।
রামকৃষ্ণ বসুদেব উঠিলা সত্বরে।
দণ্ড পরণাম কৈলা চরণ-নিয়ড়ে।

(১) পাঠান্তর,—"কুলের বৌহরি"।

পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দিল সুগন্ধি চন্দন।
ধূপ দীপ দিয়া কৈল প্রদীপ বন্দন॥ (১)
আসনে বসায়্যা হরি পূজিল বিধানে।
কহিতে লাগিলা কিছু বিনয় বচনে॥
আমি-সব ধন্য হৈলাঙ সকল জনম।
মহাযোগেশ্বর সহে হৈল দরশন॥
সাধুজন-দরশন দেবের দুর্লভ।
ভাগ্যে আজি ঘটে হেন অখিল সম্পদ॥ (২)
অল্পতপ আমি সব অল্প বুদ্ধি ধরি।
স্বভাবে মনুষ্য জাতি অল্প অধিকারী॥
প্রতিমাতে দেববুদ্ধি নহে সাধুজনে।
মতিহীন আমি সব সাধু অবজ্ঞানে॥
জলময় তীর্থ দেব ধাতু শিলাময়।
এ সবে পবিত্র করে কিন্তু শীঘ্র নয়॥
দরশন মাত্রে করে সাধুজনে ত্রাণ।
দেব-তীর্থ ফল নহে মহান্ত সমান॥
অগ্নি সূর্য্য শশধর আকাশ পবন।
জল ভূমি বাক্য মন গ্রহ সূক্ষ্মগণ॥

(১) পাঠান্তর,—"প্রত্যক্ষ বন্দন"।
(২) পাঠান্তর,—
"অখিল সম্পদ ভাগ্যে হইল সুলভ"।

এ সব সেবিলে নহে দুরিত-সঞ্চয়।
কিন্তু ভেদ বুদ্ধি করি করে পাপক্ষয়॥
তিলেক মহান্ত-সেবা যদি মাত্র করে।
অশেষ দুরিত দুঃখ সেইক্ষণে হরে॥
যার আত্মবুদ্ধি হয় মৃত কলেবরে।
বাত পিত্ত শ্লেষ্মা তিন ধাতু মাত্র ধরে॥
পুত্র মিত্র কলত্র আপন করি মানে।
মৃন্ময়ী প্রতিমা দেব এই মাত্র জানে॥
জলে মাত্র তীর্থ বুদ্ধি নাহি সাধুজনে।
এ সব গোখর (১) কিবা গর্দ্দভ সমানে॥ (২)
কৃষ্ণের বচন শুনি মহামুনিগণ।
নিশবদে রহে সভে বুদ্ধি হৈল ভ্রম॥
চিত্ত বিমরিষ করি রহে মুনিগণে।
হেন অদভুত নাহি দেখি ত্রিভুবনে॥
ত্রিজগত-গুরু হরি দেব-শিরোমণি।
লোক বুঝাইতে প্রভু বোলে হেন বাণী॥
আমি-সব বিমোহিত যার মায়াজালে।
মহাযোগেশ্বর হয়্যা ভ্রময়ে সংসারে॥
আপনা আচ্ছাদে প্রভু নরলীলা করি।
তার মায়া ত্রিভুবনে কে বুঝিতে পারি॥
আপনে আপনা সৃজে করয়ে সংহার।
আপনে পালন হরি করে আপনার॥
এক হরি বহুরূপ ধরে নানা নাম।
সর্ব্বজীবে বৈসে প্রভু সর্ব্বত্র সমান॥
মাটির নির্ম্মিত ঘট নানা পরকার।
ঘট পট সত্য নহে মাটি মাত্র সার॥
লোক-বিড়ম্বন হেতু নরলীলা করে।
কপট-মানুষ-মায়া কে বুঝিতে পারে॥
সংপ্রতি ভকতজন প্রতিকার হেতু।
অপার সংসার-সিন্ধু পরিত্রাণ সেতু॥
পুরুষপুরাণ তুমি নরলীলাধর।
বেদপথ রক্ষা হেতু দ্বিজভক্তি কর॥
তোমার হৃদয়ে বেদ তপযোগময়।
বেদমুখে শুভাশুভ এ সব নির্ণয়॥
হেন বেদ ব্রাহ্মণের মুখে উতপতি।
তে-কারণে কর তুমি ব্রাহ্মণ-ভকতি॥
সফল জনম আজি সফল জীবন।
সফল সমাধি যোগ সফল নয়ন॥

(১) গোখর অর্থে গোগণের মধ্যে খর অর্থাৎ দারুণ; অত্যন্ত গো।
(২) গোগণের আহারের জন্ত তৃণাদি ভারবাহী গর্দ্দভ।

কুল শীল আজি সে সফল তপ জ্ঞান।
সর্ব্বসিদ্ধি হৈল আজি পরিপূর্ণ কাম॥
নমো নমো গোবিন্দ মাধব দামোদর।
নমো নমো দেবদেব কৃষ্ণ যোগেশ্বর॥
আপন মায়ায় তুমি আচ্ছাদ আপনা।
নিগম নিগূঢ় তুমি আপনার সীমা॥ (১)
এ সব নৃপতিগণে তোমা নাহি জানে।
আছুক আনের কাজ এই যদুগণে॥
একত্র বসতি বাস শয়ন ভোজন।
তভু তত্ত্ব না জানিল যদু বৃষ্ণিগণ।
হেন মায়া জান তুমি প্রকৃতির পর।
তোমার মায়ায়ে নাথ বঞ্চিত সকল॥
আজি চরণারবিন্দ হৈল দরশন।
যোগীর চিন্তিত পদ অঘ বিনাশন॥
সর্ব্বতীর্থ তীর্থ সনকাদি সুখানন্দ।
বিনিহিত ভকত দুরিত দুঃখবন্ধ॥
জ্ঞানময় প্রভু তুমি জ্ঞানে সব দেখ।
তোমার ভকত করি আমা-সভা রাখ॥
এতেক বচন বুলি মহা মুনিগণে।
স্তুতি ভক্তি প্রণাম করিয়া ভগবানে॥
যুধিষ্ঠির আদি সম্ভাষিয়া জনে জনে।
চলিতে উদ্যম কৈলা মহা মুনিগণে॥
তা দেখিয়া বসুদেব মহা মতিমান।
মুনিগণ চরণে করিয়া পরণাম।
করজোড় করি বোলে বিনয় বচনে।
নমো নমো মুনিগণ করোঁ নিবেদনে॥
কর্ম্ম হনে কর্ম্মনাশ কোনমতে হয়।
হেন উপদেশ মোরে দেহ মহাশয়॥
বসুদেব বচন শুনিঞা মুনিগণে।
ভুরুভঙ্গে নিরখিয়া হাসে মনে মনে॥
নারদ কহিল তবে এ কোন্ বিস্ময়।
ভাল জিজ্ঞাসিলে বসুদেব মহাশয়॥
পুত্রবুদ্ধি বসুদেব করে নারায়ণে।
তে-কারণে জিজ্ঞাসিলা আমা-সভাস্থানে॥
নিকটে থাকিলে লোকে করে অনাদর।
দূরতীর্থে যায় যেন তেজি গঙ্গাজল॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ে যাহার নাহি ধ্বংস।
নির্গুণ পরমানন্দ নিত্য পরহংস॥
হেন প্রভু ধরেন মায়ায় নরলীলা।
মায়ায়ে মানুষ বেশে করে নানা খেলা॥

(১) পাঠান্তর,—"আপনার মহিমা"।

বসুদেবে কি তার বুঝিব অনুভাব।
আমি-সব হই যার না বুঝি স্বভাব॥
এতেক বচন বুলি যত মহামুনি।
বসুদেব সম্ভাষিয়া বলে কোন বাণী॥
ভাল বসুদেব তুমি মনে কৈলে সার।
কর্ম্ম হনে কর্ম্মবন্ধ খণ্ডিব তোমার॥
যজ্ঞদান করি কর কৃষ্ণ আরাধন।
সর্ব্বকর্ম্ম করি দেবদেবে সমর্পণ॥
বিনি কর্ম্ম কৈলে নহে চিত্তের সন্তোষ।
বিনি কৃষ্ণ-সমর্পণে না হয় নির্দ্দোষ॥
এই সে উত্তম পথ গৃহস্থের ধর্ম্ম।
শ্রদ্ধাযুত হৈয়া কর যজ্ঞ-দান কর্ম্ম॥
ন্যায়-উপার্জ্জিত বিত্ত করি সমর্পণ।
শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া ভজিব নারায়ণ॥
যজ্ঞ দান করি বিত্ত-আশা দূর করি।
গৃহবাসে পুত্র-দারে আশা পরিহরি॥
ভোগ পরিহরি স্বর্গ-সুখভোগ আশ।
বুধজনে এইরূপে করে কর্ম্ম নাশ॥
জনকাদি মহাজন আছিল সংসারে।
কত কত যজ্ঞদান কৈল ক্ষিতিতলে॥
পাছে কর্ম্ম তেজি তাঁরা গেলা তপোবনে।
বসুদেব ভাল তুমি যুক্তি কৈলে মনে॥
তিন ঋণ লয়্যা হয়ে বিপ্রের জনম।
দেব-ঋষি পিতৃ-ঋণ এ তিন বন্ধন॥
যজ্ঞ করি দেব ঋণ সুধিব ব্রাহ্মণ।
বেদ পড়ি ঋষিগণ করিব খণ্ডন॥
পুত্র জন্মাইঞা শুধি পিতৃগণ-ধার।
নহে তিন ঋণে বিপ্র না পায় নিস্তার॥
তুমি তার দুই ঋণ পূর্ব্বে সুধিলে।
ঋষি-ঋণে পিতৃঋণে পরিত্রাণ পাইলে॥
দেব-ঋণ শোধ তুমি মহাযজ্ঞ করি।
তবে বসুদেব তুমি হেলে যাবে তরি॥
ধন্য তুমি বসুদেব সফল জীবন।
জগত-ঈশ্বর পুত্র হৈলা নারায়ণ॥
মুনিগণ-বচন শুনিঞা মহাশয়।
বসুদেব আনন্দিত প্রসন্নহৃদয়॥
মুনিগণ-চরণে করিয়া পরণতি।
বিনয় ভকতি করি পূজে মহামতি॥
বিধি অনুসারে কৈল ব্রাহ্মণ-বরণ।
মহাধন ধেনু দিল বসন ভূষণ॥
তবে যজ্ঞ অনুবন্ধ করি শুভক্ষণে।
যজ্ঞ করে মুনিগণ উত্তম বিধানে॥

যজায় ব্রাহ্মণগণ বিধি অনুসারে।
যজ্ঞ করে বসুদেব আনন্দ মঙ্গলে॥
নরনারী বিরাজিত বসন ভূষণে।
বিবিধ কুসুমমালা সুগন্ধি চন্দনে॥
রাজগণ হেমমণি ভূষণে ভূষিত।
কস্তুরী কুঙ্কুম গন্ধ চন্দনে চর্চ্চিত॥
রাজমহিষীগণ মুদিত বদন।
দিব্যমণি অলঙ্কৃত বসন ভূষণ॥
শঙ্খ ভেরী মৃদঙ্গ বাজন সুমঙ্গল।
নর্ত্তক-নর্ত্তকীগণ-নৃত্য মনোহর॥
সূত মাগধে স্তুতি করে সুললিত।
গন্ধর্ব্ব কিন্নরে গায়ে সুমধুর গীত॥
তবে বসুদেব মহা অভিষেক করি।
নয়নে অঞ্জন পীত পরিধান ধরি॥
অঙ্গে পরে হেম মণি দিব্য অলঙ্কার॥
করয়ে রমণীগণ মঙ্গল আচার।
অষ্টাদশ পত্নী মাঝে শোভে মহাশয়।
তারকামণ্ডলে যেন চান্দের উদয়॥
দুকুল বলয় হার কুণ্ডল নূপুর।
অলঙ্কৃত নরনারী মঙ্গল প্রচুর॥
পীতবাস পরিধান যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ।
যজ্ঞ ঘরে বিরাজিত দীপ্ত হুতাশন॥
রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই নিজজন সঙ্গে।
বিহরে জীবমানন্দ নানারস-রঙ্গে॥
যজ্ঞপূর্ণ কৈল যদি যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ।
পূর্ণা দিল বসুদেব হরষিত মন॥
বিবিধ দক্ষিণা দিয়া পূজিলা ব্রাহ্মণ।
গো ভূমি কাঞ্চন কন্যা দিলা মহাধন॥
অভিষেক-স্নান কৈল যজ্ঞশেষ জলে।
রামহ্রদে স্নান কৈল বিধি অনুসারে॥
মুনিগণে দিল বস্ত্র নানা অলঙ্কার।
সর্ব্বলোক পূজা কৈল পতিত চণ্ডাল॥
কুকুর পর্য্যন্ত পূজা কৈল অন্নপানে।
সর্ব্বলোক পূজা কৈল বসন ভূষণে॥
বিদর্ভ কোশল কুরু কেকয় সৃঞ্জয়।
পাঠায় সকল লোকে করিয়া বিনয়॥
সুর মুনি পিতৃগণ গন্ধর্ব্ব চারণ।
যজ্ঞ প্রশংসিয়া গেলা আপন ভবন॥
ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর গান্ধারী।
কর্ণ দুর্য্যোধন আদি যত পুরনারী (১)॥

(১) পাঠান্তর,—"নরনারী"

যুধিষ্ঠির আদি করি পঞ্চ সহোদর।
কুন্তী আদি করি যত পুরনারী নর॥
আপনে নারদ ব্যাস আদি মুনিগণ
জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধব সুহৃদ পরিজন॥
এ সবে চলিলা যজ্ঞ করিয়া প্রশংসা।
প্রেম আলিঙ্গন দিয়া করিয়া সম্ভাষা॥
কিন্তু নন্দ আদি যত গোপগোপীগণ।
পূজিয়া রাখিল পূর্ব্ব পীরিতি কারণ॥
বসুদেব মহামতি পরম-উদার।
যজ্ঞ করি হৈলা কর্ম্ম-সাগরের পার॥
বন্ধুগণ সহে গেলা নন্দ সন্নিধানে।
করে ধরি বোলে কিছু বিনয় বচনে॥
শুন শুন ভাই নন্দ ঈশ্বর-নির্ম্মিত।
স্নেহ-পাশে সর্ব্বলোক আছে নিয়োজিত॥
আছুক আনের কাজ মহামুনিগণে।
স্নেহ দড়ি ছিণ্ডিতে না পারে কোন জনে॥
তুমি যত কৈলে ভাই পুরুবে মিতালী।
ত্রিভুবন দিলে তাহা সুধিতে না পারি॥
পুরুবে না ছিলু আমি কুশল কল্যাণে।
সম্ভাষিতে তোমা না পারিল তে কারণে॥
সম্প্রতি শ্রীমদে অন্ধ এ দুই নয়ন।
তে-কারণে নাহি করি বান্ধব সেবন॥
এ ধন সম্পদ যদি হয় সাধুজনে।
শ্রীমদেতে মত্ত হয়্যা না দেখে নয়নে॥
গুরু দ্বিজ নিজ জন নয়নে না চায়।
কভু আনি শ্রীমদ বা মহাজনে পায়॥
এ বোল বুলিতে বসুদেব মহাশয়।
প্রেমে পুলকিত অঙ্গ শিথিল হৃদয়॥
স্মঙরি পূরব গুণ কান্দে উচ্চস্বরে।
অন্তান্তে মজিল দোঁহে প্রেমসিন্ধুজলে॥
এইরূপে রহে নন্দ কৃষ্ণে প্রেম ধরি।
তিন মাস গোঁঙাইল আজি কালি করি॥
রাম-কৃষ্ণ-বসুদেবে করিয়া আশ্বাস।
আজি কালি করিয়া রাখিল তিন মাস॥
বহুমূল্য ধন দিল বসন ভূষণ।
দিব্য পরিচ্ছদ দিল দিব্য আভরণ॥
বহুবিধ ভেট দিল শকটে পূরিয়া।
আগুবাড়ি থুইল নন্দে বিনয় করিয়া॥
মন নিয়োজিয়া কৃষ্ণ-চরণ-কমলে।
গোপগোপী লঞা নন্দ চলিলা গোকুলে॥
বরিষা সময় আসি দিল দরশন।
বসুদেব আদি যত যদু বৃষ্ণিগণ॥
চলিলা দ্বারকাপুরে রাম কৃষ্ণ লয়্যা।
কহিল সকল কথা নিজপুরে গিয়া॥
তীর্থযাত্রা বন্ধুগণ দরশন-কথা।
যজ্ঞ-মহোৎসব রাম-কৃষ্ণ-গুণ-গাথা॥
কহিল এসব কথা সব পুরজনে।
আনন্দিত হৈল লোক অদ্ভুত শ্রবণে॥
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-বাণী।
তীর্থযাত্রা পুণ্য কথা প্রেমতরঙ্গিণী॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮৪॥

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

ভাটিয়ালী রাগ।

শুকমুনি বোলে রাজা শুন সাবধানে।
আর এক অদ্ভুত কহিব এখনে॥
এক দিন রাম-কৃষ্ণ দুই সহোদর।
প্রণাম করিতে গেলা বাপের গোচর॥
প্রণাম করিয়া বাপ মায়ের চরণে।
করযোড়ি দুই ভাই রহে বিদ্যমানে॥
রাম-কৃষ্ণ তত্ত্ব কথা মুনিমুখে শুনি।
পুত্র দেখি বসুদেব বোলে কোন বাণী॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগেশ্বর সনাতন।
হে রাম ধরণীধর সহস্র-বদন॥
তুমি কর্ত্তা তুমি কর্ম্ম তুমি সম্প্রদান।
তুমি হেতু সর্ব্বাধারে তুমি উপাদান।
দেখি শুনি যত কিছু তুমি সর্ব্বময়।
তুমি বিনে বিশ্বনাথ আর কিছু নয়॥
আপনে প্রবেশ করি আপনাতে থাব
প্রাণময় হৈঞা তুমি সর্ব্বজীব রাখ॥

কারণ-কারণ তুমি কারণ-শকতি।
তোমা বিনে সব যত নাহি কার গতি॥
তুমি সে সূর্য্যের তেজ আগুনের প্রভা।
তুমি সে চন্দ্রের কান্তি নক্ষত্রের আভা॥
পৃথিবীর ধৈর্য্য স্থৈর্য্য তুমি গন্ধগুণ।
জলের তর্পণ-শক্তি তুমি সে বরুণ॥
পবনের গতি-শক্তি তুমি তেজ বল।
দশদিগ-অবকাশ আকাশমণ্ডল॥
তুমি নাদ তুমি বর্ণ তুমি সে ওঙ্কার।
আকৃতি প্রকৃতি তুমি জীবের আধার॥
সকল ইন্দ্রিয় তুমি ইন্দ্রিয়-শকতি।
তুমি জ্ঞান তুমি বুদ্ধি তুমি জীবস্মৃতি॥
তুমি দৈব প্রকৃতি ত্রিবিধ অহঙ্কার।
অসত্য এ সব যত তুমি সভে সার॥
সত্ত্ব রজ তম তুমি ত্রিগুণ ভনিত।
তোমার মায়ায়ে নাথ সকল কল্পিত॥
তুমি সত্য মাত্র প্রভু এ সব বিকার।
তোমা বিনে যত দেখি অসত্য সংসার॥
এই তত্ত্ব না জানিয়া এ লোক বঞ্চিত।
গতাগত দুঃখভোগ করে সুসঞ্চিত॥
দুর্ল্লভ মানুষ-জন্ম পাঞা ভাগ্যবশে।
মুঞি মোর বলিয়া মজয়ে গৃহবাসে॥
স্নেহপাশে বদ্ধ হয়ে পাঞা সুতদার।
আপনে বঞ্চিত হয়ে না ঘুচে সংসার॥
তুমি-দোঁহে পুত্র নহ পুরুষ পুরাণ।
তুমি রাম তুমি কৃষ্ণ নিত্য ভগবান॥
পৃথ্বীর হরিতে ভার কৈলে অবতার।
মানুষ-লীলায় কর বিচিত্র বিহার।
তোমার পদারবিন্দে লইনু শরণ॥
প্রপন্নজনের ভবদুঃখ-বিমোচন॥
তোমাতে মানুষ বুদ্ধি অপত্য গেয়ানে।
মুঞিত বঞ্চিত হৈনু অসত্য ধেয়ানে
সূতিগৃহে তুমি নাথ কহিলে সকল।
যুগে যুগে ধর তুমি দিব্য কলেবর॥
নিজ ধর্ম্ম রক্ষা কর নানা মূর্ত্তি ধরি।
তোমার মায়ায়ে তাহা রহিনু পাসরি॥
বাপের বচন শুনি প্রভু নারায়ণে।
কহিতে লাগিলা কিছু বিনয় বিধানে॥
তুমি যে কহিলে বাপ সে নহে অন্যথা।
পুত্র উদ্দেশিয়া তুমি কহ তত্ত্বকথা॥
আমি তুমি এ সব দ্বারকাবাসিগণ।
বিচারিয়া বুঝি যদি সব নারায়ণ॥

নির্লেপ নির্গুণ আত্মা প্রকাশস্বরূপ।
এক আত্মা নানা ভেদ দেখি নানারূপ॥
যেন জ্যোতি ভূমি জল পবন আকাশ।
নানা ভেদে দেখি যেন নানা পরকাশ॥
এতেক বচন যদি বুলিলা শ্রীহরি।
তবে বসুদেব রহে চিত্ত স্থির করি॥
দৈবকী আসিঞা তবে পুত্র সন্নিধানে।
পুত্রের মহিমা শুনি কহে বিদ্যমানে॥
যমঘর হৈতে দিলে গুরুপুত্র আনি।
পুত্রের প্রভাব দেখি কি বোলে জননী॥
কান্দিতে লাগিলা দেবী পুত্র সোঙরণে।
কান্দিতে কান্দিতে বোলে অঝোর নয়নে
রাম রাম কৃষ্ণ যোগেশ্বর দামোদর।
অনাদি পুরুষ তুমি দেব-দেবেশ্বর॥
ধর্ম্ম সংস্থাপন হেতু কৈলে অবতার।
পাষণ্ড-খণ্ডন করি হরিবে ভূভার॥
যাঁর অংশ-অংশে করে উৎপতি প্রলয়।
যাঁর ইচ্ছা মাত্রে কোটি ব্রহ্মাণ্ড উদয়॥
গুরুপুত্র আনি দিলে গুরুর দক্ষিণা।
মুঞি বড় বেয়াকুলী ছয় পুত্রহীনা॥
ছয় পুত্র কংস মোর কৈল নিপাতন।
আনিঞা দেখাহ মোখে কমললোচন॥
এতেক বচন যদি বুলিলা জননী।
সুতলে প্রবেশ কৈলা রাম চক্রপাণি॥
যোগবলে প্রবেশিল সুতল-বিবরে।
দুই ভাই উত্তরিলা বলির মন্দিরে॥
রাম-কৃষ্ণে নিকটে দেখিয়া দৈত্যেশ্বর।
সভাসদে বলি রাজা উঠিলা সত্বর॥
সগণে চরণে কৈল দণ্ড পরণাম।
পুলকে পূরিল তনু ভয়ে কম্পমান॥
নয়নে গলয়ে নীর শিথিল অন্তর।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বলি পুজিল সত্বর॥
চরণ পাখালে বলি পুণ্য গন্ধজলে।
পূজিয়া বসায় বলি আসন উপরে॥
সগণে সবংশে বলি শিরের উপর।
আব্রহ্ম-পাবন পুণ্য ধরে পদজল॥
মহাধন আভরণ বসন ভূষণে।
ধূপ দীপ দিয়া পূজে অমৃত-ভোজনে॥
সুগন্ধ চন্দন দিব্য অঙ্গে বিলেপন।
বিবিধ কুসুমমালা তাম্বূল অর্পণ॥

চিত্ত বিত্ত সমর্পিয়া প্রভুর চরণে। (১)
হৃদয়ে ধরিয়া বলি করে নিবেদনে॥
নয়নে আনন্দজল পুলকিত অঙ্গ।
আকুল হৃদয় গদগদ স্বর ভঙ্গ॥
নমো নমো নারায়ণ রাম হৃষীকেশ।
নমো যোগময় যোগনিধান যোগেশ॥
যোগীর দুর্লভ যার পদ-দরশন।
হেন প্রভু মোর ভাগ্যে হৈল উপসন্ন॥
দৈত্যজাতি আমি-সব তমোগুণ ধরি।
দেখিল পদারবিন্দ কোন তপ করি॥
দৈত্য দানব সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
যক্ষ রক্ষ পিশাচ প্রমথ নিশাচর॥
বৈরিভাব আমি-সব ধরি নিরন্তর।
তথাপি না কর তুমি কভো নিজ পর॥
কেহো বৈরীভাবে ভজে কেহো ভক্তি করি।
কেহো কামভাবে ভজে কাম আশা ধরি।
কিন্তু ক্রোধে অসুর যেরূপে তরি যায়।
সত্ত্বময় দেব হৈয়া সে গতি না পায়॥
না বুঝে তোমার মায়া মহাযোগিগণে।
কি নাথ বুঝিব আমি কুযোনিজনমে॥
প্রসীদ কমলাকান্ত অকিঞ্চন ধন।
জগত-বন্দিতগণ-বন্দিত-চরণ॥
গৃহ-অন্ধকূপ তেজি রহো তরুতলে।
আকিঞ্চন হয়্যা কিবা ভজো নিরন্তরে॥
ভকত-সমাজে কিবা নিরন্তর রহি।
তোমার নির্ম্মল যশ মাত্র যেন কহি॥
এই কৃপা কর নাথ যদি কর দয়া।
এ সব সম্পদ মোর হব দেবমায়া॥
বলির বচন শুনি দৈবকীনন্দন।
বলিতে লাগিলা তবে পূর্ব্ব বিবরণ॥
আছিল মরীচি মুনি ব্রহ্মার কুমার।
ঊর্ণা নামে এক ভার্য্যা আছিল তাহার॥
ছয় পুত্র জনমিল আদি মন্বন্তরে।
ব্রহ্মা দেখিবারে গেলা ছয় সহোদরে॥
দেখে ব্রহ্মা হঞা কন্যা করে বিলজ্জনে।
তা দেখিয়া উপহাস কৈল ছয় জনে॥
ব্রহ্মশাপে হৈল তারা অসুর-জনম।
হিরণ্যকশিপু-পুত্র হৈল ছয় জন॥
যোগমায়া আনি দিল দৈবকী-উদরে।
কংসাসুর মারিয়া ফেলিল বারে বারে॥
সেই ছয় শিশু আছে নিকটে তোমার।
শোকেতে ব্যাকুলী মাতা দেখিতে কুমার॥
তে কারণে আমার এথাতে আগমন।
ছয় শিশু লৈব আমি দ্বারকাভুবন॥
সে ছয় শিশুর হৈব পাপ বিমোচন।
মায়ের করিতে চাহি শোক নিবারণ॥
সে ছয় জনের হৈব বিপদ বিনাশ।
আমার প্রসাদে হৈব বিষ্ণুপদে বাস॥
এতেক বচন বলি দেব দামোদর।
ছয় পুত্র দিল লঞা মায়ের গোচর॥
দেখিয়া দৈবকীদেবী দিল আলিঙ্গন।
মুখ নিরখিয়া করে বদন চুম্বন॥
প্রেমে পুলকিত অঙ্গ গলে পয়োধর।
স্তন পিয়াইল মাতা কম্পিত অন্তর॥
মায়ায় মোহিতা হৈলা কৃষ্ণের জননী।
কে বুঝিবে কৃষ্ণমায়া যোগীন্দ্রমোহিনী॥
কৃষ্ণ-পান-শেষ স্তন অমৃত সমান।
হেন স্তন শিশুগণ কৈল সুধা পান॥
তত্ত্বজ্ঞান জনমিল কৃষ্ণ পরশনে।
প্রণাম করিয়া তারা কৃষ্ণের চরণে॥
বসুদেব-দৈবকীর বন্দিল চরণ।
বলভদ্রের পাদপদ্ম করিয়া বন্দন॥
বৈকুণ্ঠে চলিল তারা সর্ব্বলোক দেখে।
বিস্ময় ভাবিয়া লোক মনে পাইল সুখে॥
দেখিয়া দৈবকীদেবী ভাবিল বিস্ময়।
হেন অদভুত কর্ম্ম করে কৃপাময়॥
অশেষ দুরিত-হর জগত পবিত্র।
ভকত শ্রবণপর মুকুন্দ-চরিত্র॥
ব্যাসপুত্র—বিরচিত অমৃত শ্রবণ।
যেবা শুনে শুনায় যে করায় স্মরণ॥
কৃষ্ণে চিত্ত হয় তার বিষ্ণুপদে গতি।
ভাগবত আচার্য্যের মধুর ভারতী॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮৫॥

---

(১) পাঠান্তর,—
"চিত্ত বিত্ত পরিবার অর্পিয়া চরণে।"

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

শ্রীরাগ।

তবে রাজা জিজ্ঞাসিলা মুনির চরণে।
আর অদভূত কথা পুছিব এখনে॥
আছিলা সুভদ্রা দেবী কৃষ্ণের ভগিনী।
কিরূপে অর্জ্জুনে বিভা কৈলা যশস্বিনী॥
পিতামহী আমার পরম রূপবতী।
কিরূপে অর্জ্জুনে বিভা কৈল মহাসতী॥
মুনি বোলে শুন রাজা কহি বিবরণ।
যখনে অর্জ্জুন কৈল তীর্থ পর্য্যটন॥
পৃথিবী ভ্রমিঞা তেঁহো মিলিলা প্রভাসে।
লোকমুখে এই কথা শুনিল বিশেষে॥
কৃষ্ণের ভগিনী আছে সুভদ্রা সুন্দরী।
দুর্য্যোধনে বিভা দিব রাম অধিকারী (১)
শুনিঞা সন্তোষ হৈলা অর্জ্জুনের মনে।
ধরিয়া সন্ন্যাসবেশ চলিলা আপনে॥
দ্বারকামণ্ডলে গেলা করিয়া সন্ন্যাস।
চারিমাস রহিলা করিয়া তীর্থবাস॥
পুরজনে পূজা করে দেখিয়া সন্ন্যাসী।
অন্নপানে পূজা করে যত গৃহবাসী॥
না জানিঞা বলরাম করে তার পূজা।
ভক্তিভাবে পূজে তাঁরে দ্বারকার প্রজা॥
একদিন বলভদ্র দিয়া নিমন্ত্রণ।
ঘরে আনি ভিক্ষা দিয়া করায়ে ভোজন॥
মন্দিরে দেখিয়া কন্যা অর্জ্জুন মোহিল।
কামে বিমোহিতচিত্ত চিন্তিতে লাগিল॥
অর্জ্জুনে দেখিয়া কন্যা কামে বিমোহিতা।
কিঞ্চিত কুঞ্চিত ভুরুভঙ্গ সলজ্জিতা॥
দোঁহে দোঁহা ধেয়ান করয়ে নিরন্তর।
দোঁহার হৃদয় কাম-শরে জরজর॥
দৈবযোগে তীর্থযাত্রা হৈল পুণ্যকালে।
রথে চড়ি গেলা কন্যা গড়ের বাহিরে॥
কৃষ্ণের ইঙ্গিত পায়্যা অর্জ্জুন সুধীর।
রথে চড়ি বাহিরে চলিলা মহাবীর॥
হরিয়া তুলিলা কন্যা রথের উপরে।
ধনুকে টঙ্কার দিয়া চলে ধনুর্দ্ধরে॥
বীরগণে চারি পাশে বেঢ়িল সংরে।
খেদিয়া সকল বীরে চলে একেশ্বরে॥
সিংহ যেন মৃগগণ মাঝে হরে ভাগ।
কন্যা হরি যায় বীর অতুলপ্রতাপ॥
শুনিঞা কুপিলা রাম দীপ্ত হুতাশন।
শান্তিয়া রাখিলা কৃষ্ণ ধরিয়া চরণ॥
যৌতুক পাঠায়্যা দিল বহুমূল্য ধন।
দিব্য পরিচ্ছদ রথ কুঞ্জর বাহন॥
আর এক কথা কহি শুন পরীক্ষিত।
আছিল ব্রাহ্মণ এক উদারচরিত॥
গৃহাশ্রমে বৈসে বিপ্র শ্রুতদেব নাম।
শান্ত দান্ত অলম্পট ভকতপ্রধান॥
মিথিলা নগরে বৈসে চেষ্টা পরিহরি।
যথালাভে তুষ্ট রহে নিজ কর্ম্ম করি॥
দেহমাত্র ধারণ ধনের প্রয়োজন।
অধিক না লয়ে বিপ্র তুষ্টিপরায়ণ॥
আছিল রাজ্যের রাজা বহুলাশ্ব নাম।
সেইরূপ গুণ শীল ভকতপ্রধান॥
অহঙ্কার বিবর্জ্জিত শুদ্ধ কলেবর।
কৃষ্ণ-কর্ম্ম-পরায়ণ কৃষ্ণ-প্রিয়ঙ্কর॥
দোঁহারে করিব কৃপা প্রভু গুণনিধি।
ডাকিয়া আনিল প্রভু দারুক সারথি॥
ঝাট করি আন রথ করিয়া সাজন।
সারথি আনিঞা রথ দিল ততক্ষণ॥
নারদাদি মুনিগণে নিজ রথে তুলি।
রথে চড়ি আপনে চলিলা বনমালী॥
বামদেব বেদব্যাস অত্রি বৃহস্পতি।
নারদ চ্যবন কণ্ব রাম মহামতি॥
মুনিগণে তুলি লৈয়া রথের উপরে।
আপনে চলিলা হরি মিথিলা নগরে॥
কুরু ধন্ব কঙ্ক মৎস্য পঞ্চাল কোশল।
কুন্তি মধু আদি দেশ কেকয় জাঙ্গল॥
তরিয়া আনর্ত্ত দেশ মিথিলাতে যায়।
পথে পথে আসিয়া সকল লোক চয়॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পুজে কৃষ্ণের চরণ।
ধন্য হৈল সব লোক সব পুরজন॥
দেশে দেশে পূজে লোক দিয়া উপহার।
বিবিধ ভূষণ বাস বিবিধ সম্ভার॥
উদার রুচির হাস সরোজ-নয়ন।
বিলোল অলকাবলী মুদিত বদন॥

---

(১) পাঠান্তর,—"হলধারী"।

হরষিত নরনারী শ্রীমুখ দেখিয়া।
সব লোকে যায় হরি কৃতার্থ করিয়া॥
দুরিত-হরণ-যশ সর্ব্বলোকে গায়।
নিজ যশ শুনিতে কৌতুকে চলি যায়॥
মিথিলা নগরে তবে উঠিলা শ্রীহরি।
আনন্দিত হৈলা লোক পুর-নরনারী॥
পাদ্য অর্ঘ্য লঞা লোক হৈলা আগুয়ান।
ভূমিতে পড়িয়া কৈল দণ্ড পরণাম॥
শিরে কর ধরিয়া দাণ্ডায় চারি পাশে।
শ্রীমুখ দেখিয়া লোক পূরিল হরিষে॥
শ্রুতদেব বহুলাশ্ব পড়িয়া চরণে।
নিমন্ত্রণ কৈলা দোঁহে আতিথ্য বিধানে॥
প্রণত কন্ধর হই শিরে ধরি কর।
দ্বিজগণ লৈয়া প্রভু আইস মোর ঘর॥
বুঝিয়া দোঁহার চিত্ত দৈবকীনন্দন।
চলিলা দোঁহার ঘরে লয়্যা মুনিগণ॥
সব সৈন্ত পরিকর দুই রূপ করি॥
দুই ধর সেনা প্রভু দুই রূপ করি॥
দোঁহে না জানিলা প্রভু গেলা দোহা ঘরে।
মজিল দুহার চিত্ত আনন্দ-সাগরে॥
আনিঞা জনক রাজা কনক আসনে।
বসায়্যা পূজিল হরি আনন্দিত মনে॥
শিরের উপরে ধরি করিয়া বন্দন।
পুণ্যজল দিয়া দুই পাখালে চরণ॥
সব বন্ধু বান্ধবে রাজা শিরে জল ধরে।
আনন্দে ছিটায় জল এঘর দুয়ারে॥
গন্ধ মাল্য ধূপ দীপ বসন ভূষণে।
কৃষ্ণপদ পূজে রাজা মধুর বচনে॥
দিব্য গন্ধ বসন ভূষণ ধূপ দীপে।
মুনিগণ চরণ পূজিল একে একে॥
বুকের উপরে ধরি কমল চরণ।
ধীরে ধীরে করে রাজা পাদ-সংবাহন॥
অঙ্গ পুলকিত রাজা গদগদ ভাষা।
কি বোলে নৃপতি-সিংহ করিয়া সম্ভাষা॥
সর্ব্বভূত আত্মা তুমি সাক্ষী স্বপ্রকাশ।
নর বেশ ধরি কর আনন্দ বিলাস॥
নিরবধি পদযুগ করি সঙরণ।
তে কারণে পাদপদ্ম হৈল দরশন॥
সত্য করিবারে চাহ আপনার বাণী।
তে কারণে দরশন দিলে চক্রপাণি॥
একান্ত ভকত বিনে সহস্র-বদন।
শঙ্কর বিরিঞ্চি মোর নহে প্রিয়তম॥
সেরূপ কমলা দেবী নহে প্রিয়তমা।
ভকতের সহে মোর কারো নাহি সীমা॥
সত্য করিবারে চাহ আপন বচন।
তে-কারণে তুমি নাথ দিলে দরশন॥
হেন দয়ানিধি তুমি যে তোমাকে জানে।
সে জনে তোমাকে নাথ তেজিব কেমনে॥
শান্ত দান্ত আকিঞ্চন ভকত দেখিয়া।
বশ হৈয়া থাক তুমি আপনারে দিয়া॥
যদুবংশে সম্প্রতি করিয়া অবতার।
দুরিত-দহন যশ কর পরচার॥
নমো নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু ভগবান।
বৈকুণ্ঠ মাধব হরি পুরুষ পুরাণ॥
কথোদিন মোর ঘরে রহ কৃপা করি।
পদরজে মোর কুল পরিত্রাণ করি॥
মুনিগণ সহে প্রভু রহ মোর ঘরে।
পবিত্র সকল লোক হোক পদজলে॥
ভৃত্যের বচন শুনি ভকতবৎসল।
সগণে রহিলা হরি মিথিলা নগর॥
শ্রুতদেব ঘরে যদি গেলেন শ্রীহরি।
ভূমিতে পড়িয়া বিপ্র পরণাম করি॥
বসন দুলায় বিপ্র নাচে বাহু তুলি।
চরণে লোটায় বিপ্র হরি হরি বলি॥
কুশের আসন বিপ্র আনিঞা ভেটায়।
তৃণছাল পাতি পাতি সগণে বসায়॥
কমণ্ডলু ভরিয়া ব্রাহ্মণী দেই জল।
হরিষে পাখালে বিপ্র চরণযুগল॥
সবন্ধু-বান্ধবে বিপ্র পদজল ধরে।
আনন্দে ছিটায় জল এঘর দুয়ারে॥
বিরজার মূল জল সুগন্ধি মৃত্তিকা।
কোমল তুলসীদল পদ্মের কর্ণিকা॥
পুণ্যজল নীরাজন করি সমর্পণ।
ভক্তিভাবে করে বিপ্র কৃষ্ণ-আরাধন॥
মনে চিন্তে বিপ্র মুঞি হেন সে বঞ্চিত।
গৃহ-অন্ধকূপে মুঞি কেবল পতিত॥
সর্ব্বতীর্থাস্পদ যার পাদপদ্ম ধূলি।
তাঁর দরশন হয়ে কোন তপ করি॥
মুনিগণ পদরজে তীর্থ কোটি বৈসে।
কোন্ তপ করি মুঞি লভিল সবংশে॥
তবে শ্রুতদেব বিপ্র সপুত্র বান্ধবে।
পাদ সম্বাহন বিপ্র করে ভক্তিভাবে॥
চিত্ত সমাধানে কিছু করে নিবেদন।
পরম পুরুষ তুমি অনাদি নিধান॥

আজি দেখা দিলে তুমি এই সত্য নহে।
যখনে সৃজিয়া তুমি প্রবেশিলে দেহে॥
তখন তোমার সহে হয় দরশন।
মায়ায়ে মোহিত আমি না বুঝি কারণ॥
স্বপনে পুরুষ যেন নানা মূর্ত্তি হয়।
আপনা পাসরে জীব সেই মনে লয়॥
তোমার মায়ায়ে সব লোক বিমোহিত।
তোমা পাসরিয়া লোক কেবল বঞ্চিত॥
শ্রবণ কীর্ত্তন পদ-বন্দন অর্চ্চন।
যে জন তোমার করে সদত চিন্তন॥
তার চিত্তে দেহ তুমি আপনে প্রকাশ।
সেইক্ষণে হয়ে তার অবিদ্যা বিনাশ॥
হৃদয়ে থাকিয়া তুমি আছ অতিদূর।
যে জন সংসার রত কর্ম্মেতে ব্যাকুল॥
নমো নমো চরণ পঙ্কজে নমস্কার।
প্রকৃতি পুরুষ পর স্বতন্ত্র বিহার॥
আজ্ঞা দেহ কোন্ কর্ম্ম করিব তোমার।
আজি সে খণ্ডিল মোর এ ঘোর সংসার॥
যাবত তোমার সহে নহে দরশন।
তাবত জীবের থাকে এ ভব-বন্ধন॥
বিপ্রের বচন শুনি দেব-শিরোমণি।
হাথে হাথ ধরিয়া কি বোলে চক্রপাণি॥
শুন শুন দ্বিজবর কহিব বিশেষ।
কহিব তোমারে বিপ্র ধর্ম্ম উপদেশ॥
অনুগ্রহ করিতে এ সব মুনিগণ।
তোমার মন্দিরে আসি হৈল উপসন্ন॥
ভুবন পবিত্র করে দিয়া পদরেণু।
লোক-পরিত্রাণ-হেতু ধরে দ্বিজতনু।
পুণ্যতীর্থ পুণ্যক্ষেত্র দেব শিলাময়।
দরশনে পরশনে করে পাপক্ষয়॥
এ সব পবিত্র করে কিন্তু চিরদিনে।
তিলেকে পবিত্র করে সাধু দরশনে॥
জনমিলে মাত্র শ্রেষ্ঠ বুলি দ্বিজকুলে।
কি বুলিব যদি বিদ্যা তপ তুষ্টি ধরে॥
চতুর্ভুজরূপ মোর নিজ কলেবর।
ব্রাহ্মণ চাহিতে তেন নহে প্রিয়তর॥
সর্ব্ববেদময় বিপ্র সভার প্রধান।
সর্ব্বদেবময় আমি পুরুষপুরাণ॥
সর্ব্বলোক গুরু বিপ্র সভার ঈশ্বর।
দ্বিজরূপে ধরে বিপ্র বিষ্ণু-কলেবর॥
না জানিঞা দুইজনে অবজ্ঞান করে।
সকল প্রতিমা মাঝে দৈববুদ্ধি ধরে॥
ব্রাহ্মণ প্রসাদে আমি করিয়ে সৃজন।
ব্রাহ্মণপ্রসাদে করি প্রলয় পালন॥
এ বোল বুঝিয়া তুমি পূজ মুনিগণ।
সেই সে আমার পূজা ভক্তি আরাধন॥
কৃষ্ণের বচন শুনিয়া শ্রবণে।
মুনিগণে পূজা কৈল বিবিধ বিধানে॥
এইরূপে কথোদিন রহি ভগবান্।
দুই ভকতের তরে কহে তত্ত্বজ্ঞান॥
ব্রহ্ম-পরায়ণ বেদ ব্রহ্মমন্ত্রে কহে।
ব্রহ্ম বিনে আর যত কিছু সত্য নহে॥
এই উপদেশ করি লৈয়া মুনিগণ।
চলিলা দ্বারকাপুরে দৈবকীনন্দন॥
ভক্তিরসগুরু শ্রীগদাধর জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরসগান॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮৬॥

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

তবে পরীক্ষিত রাজা ভাবিয়া বিস্ময়।
বিনয়ে পুছিল কিছু বুঝিতে নির্ণয়॥
নির্গুণ নিষ্কল ব্রহ্ম প্রমাণরহিত।
প্রকৃতি-পুরুষপর উপাধি-বর্জ্জিত॥
আপনে সগুণ বেদ নির্গুণের মর্ম্ম।
কিরূপে জানিব গুরু এত বড় ভ্রম॥
মুনি বোলে ভাল রাজা কহিলে সর্ব্বথা।
যে তুমি জিজ্ঞাস কতো নহে ত অন্যথা॥
জীবের ইন্দ্রিয় প্রভু সৃজিল আপনে।
বুদ্ধি প্রাণ মন সৃজে জীবের কারণে।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সাধিবার তরে।
জীবের কারণে প্রভু সৃষ্টি লীলা করে॥

আপনে সগুণ বেদ প্রমাণ গোচর।
তথাপি নিগুণ-গুণ পারে নিরন্তর॥
এই সব বেদবাণী ব্রহ্মপরায়ণ।
শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া ধরয়ে যেবা জন॥
ব্রহ্মে পরবেশ তার হয় ব্রহ্মময়।
কহিল তোমারে রাজা বেদের নির্ণয়॥
পূরবে নারদ আর নর-নারায়ণে।
দোঁহে এই কথা হৈল বদরিকাশ্রমে॥
পূরবে নারদ করি তীর্থ পর্য্যটন।
বদরিকাশ্রমে গেলা যথা নারায়ণ॥
লোক—পরিত্রাণ হেতু ভারতবরিষে।
আকল্প পর্য্যন্ত তপ করে মুনিবেশে॥
নারদ দেখিল গিয়া বদরিকাশ্রমে।
চৌদিগে বেষ্টিত তীর্থবাসী মুনিগণে॥
এই কথা জিজ্ঞাসিল ব্রহ্মার নন্দন।
কহিতে লাগিলা তবে ঋষি নারায়ণ॥
জনলোকে যজ্ঞ কৈল ব্রহ্মসত্র নামে।
ব্রহ্মার মানস পুত্র যত মুনিগণে॥
শ্বেতদ্বীপে শ্বেতদ্বীপে পতি দরশনে।
তুমি গিয়াছিলে বাপু আপনে তখনে॥
হেনকালে প্রশ্ন হেল মুনির সমাজে।
বেদগুহ্য তত্ত্ব কথা বুঝিবার কাজে॥
ছোট বড় নাহি তাথে সর্ব্বেত্র সমান।
তুল্য তপ যোগবল তুল্য তত্ত্বজ্ঞান॥
মন্ত্রণা করিঞা তবে যত মুনিগণ।
কহিবার তরে নিয়োজিল একজন॥
মুনিগণ মেলি এই করিল নিবন্ধ।
সর্ব্বেত্র শুনিব কথা কহিব সনন্দ॥
শুনিঞা সনন্দ মুনি ব্রহ্মার নন্দন।
কহিতে লাগিলা কথা শুনে মুনিগণ॥
সর্ব্বশক্তি লেয়া সৃষ্টি করিয়া সংহার।
অনন্ত শয়ান হরি রহে চিরকাল॥
প্রবোধ সময় বুঝি প্রবোধ বচনে।
স্তুতি করে শ্রুতিগণ পুণ্য যশোগানে॥
প্রভাত সময়ে যেন ভাটগণ মেলি।
নিদ্রায়ে জাগায়ে রাজা নানা স্তুতি করি॥

ললিত বসন্তরাগ।

জয় জয় হে অজিত ছেদ নিজমায়া।
জীবের আনন্দ হরে গুণময়ী হৈয়া॥
সর্ব্বশক্তিধর তুমি আনন্দ বিলাস।
তোমা হনে সর্ব্বজীব শক্তি পরকাশ॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্য ধর তুমি সভার ঈশ্বর।
স্বতন্ত্র না হয়ে জীব জড় কলেবর॥
যখনে প্রকৃতি সঙ্গে বিহর আপনে।
তখনে তোমার গুণ গায় শ্রুতিগণে॥
দেখি শুনি যত কিছু শ্রবণ নয়নে।
ব্রহ্ম করি মানে সব মহাযোগিগণে॥
অন্তকালে ব্রহ্মমাত্র অবশেষ রয়।
যাহা হেতে জগতের উৎপত্তি প্রলয়॥
তথাপি নির্গুণ ব্রহ্ম-বিকার-বর্জ্জিত।
ব্রহ্ম অধিষ্ঠান মাত্রে ব্রহ্মাণ্ড উদিত॥
মাটির নির্ম্মিত পাত্র নানা পরকার।
ভাঙ্গে চুরে হয়ে যায় মাটি মাত্র সার॥
যেই মাটি সেই মাটি না টুটে না বাচে।
এইরূপে নিত্য ব্রহ্ম না হয় না মরে॥
এই সে কারণে প্রভু বেদমন্ত্রগণে।
তোমার চরণ ভজে কায়-বাক্য-মনে॥
যদি বোল শ্রুতিগণ নানা দেব ভজে।
শশী সূর্য্য পুরন্দর প্রজাপতি পূজে॥
বহুমুখে শ্রুতিগণ নানা মূর্ত্তিভেদে।
সর্ব্বময় প্রভু তুমি সর্ব্বভাবে সেবে॥
যথা তথা করি যদি পদ-আরোপণ।
গাছ পাথর কিবা গিরি আরোহণ॥
তবু তুমি বিনে নাথ না বুলিব আন।
এইরূপ সর্ব্বময় তুমি ভগবান॥
এই সে কারণে নাথ মহামুনিগণে।
তোমার পবিত্র কথা সুধাসিন্ধু পানে॥
অশেষ দুষ্কৃত তরি লভিল মুকতি।
হেন গুণ-নিধি তুমি ভকতের গতি॥
গুণময়ী মায়ামৃগী নটন-পণ্ডিত।
পরম পুরুষ তুমি ত্রিগুণ-বর্জ্জিত॥
কথামাত্র শ্রবণে সকল পাপ তরে।
ভক্তি করি যে বা ভজে কি কহিব তারে।
তত্ত্বজ্ঞান যোগে যার শোধিত অন্তর।
ভকতি করিয়া ভজে চরণযুগল॥
অখণ্ড-পরমানন্দ-পদ-সুখময়।
কে পুন কহিব তার কোন্ গতি হয়॥
তোমার পদারবিন্দে ভক্তিহীন জন।
চামের হাথিনা (১) যেন বিফল জীবন॥
যদি বল সুখভোগ করে নিরবধি।
ভক্তিহীন জনের না হয়ে কোন সিদ্ধি॥

---

(১) হাথিয়া, ভস্ত্রা, জাতা, হাপর।

যার অনুগ্রহে সৃষ্টি করে তত্ত্বগণে।
ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ করে বিবিধ বিধানে॥
ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া কর ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ।
প্রলয়ে সকলে তুমি থাক অবশেষ॥
কার্য্যকারণের পর ঋত সত্যময়।
তোমা বিনে কারো নাথ কিছু সিদ্ধ নয়॥
ভকতজনের মিলে সর্ব্বত্র কল্যাণ।
না ভজিলে কভো তার নহে পরিত্রাণ॥
এখনে কহিব ধ্যান গুরু-উপদেশ।
ধ্যান অবলম্ব করি ভজিব বিশেষ॥
স্থূলবুদ্ধি-জনে করে উদরে চিন্তন।
মুনি যোগপথে যার স্থির নহে মন॥
সূক্ষমতি জনে ব্রহ্ম ধেয়ায়ে শরীরে।
নাড়ীভেদে চিন্তে ব্রহ্ম হৃদয়-কমলে॥
ষট্‌চক্র ভেদিয়া তোলে শিরের উপরে।
নিরমল জ্যোতি যথা সহস্র কমলে॥
যার সমাগমে পুন না হয় সংসার।
যে ব্রহ্ম চিন্তিয়া যোগী হয় ভবে পার॥
যদি সর্ব্বদেহে আমি বসি নিরন্তর।
আমার জীবের সহে কি হয়ে অন্তর॥
হেন যদি বল দেব কহে শ্রুতিগণে।
আর কিছু সত্য নাথ নহে তোমা বিনে॥
সর্ব্বভূত-সাক্ষী তুমি বৈস গূঢ়রূপে।
নির্লেপ নির্গুণ তুমি বৈস সর্ব্বরূপে॥
ছোট বড় তৃণ তরু বিবিধ রচনা।
আপনে করিয়া তুমি ব্রহ্মাণ্ড ঘটনা॥
আপনে সৃজিয়া তাথে কর পরবেশ।
দেহ-অনুরূপে তুমি ধর নিজবেশ॥
শকতি প্রকাশ কর দেহ-অনুসারে।
কাষ্ঠ অনুরূপ যেন হুতাশন জ্বলে॥
তথাপি অসত্য সব তুমি মাত্র সত্য।
এক রসময় ধাম তুমি সত্তে তথ্য॥
নিরমল মতি যার বিগত সংসার।
তারা সব এইরূপ চিন্তয়ে তোমার॥
কিন্তু পুন তোমার নাথ প্রকৃতি প্রসঙ্গ।
বিচারে জীবের কিছু নাহি ভববন্ধ॥
ভকতি করিয়া জীব তোমার চরণে।
এ ঘোর সংসার তরে কহে শ্রুতিগণে॥
নিজ কর্ম্ম বিনির্ম্মিত প্রতি কলেবর।
কর্ত্তা হৈয়া জীব তাথে থাকে নিরন্তর॥
তথাপি তোমার অংশ জীব বদ্ধ নয়।
সর্ব্বশক্তিধর তুমি সবার আশ্রয়॥
কার্য্য কারণের জীব না হয় অধীন॥
দেহে মাত্র থাকে জীব দেহ নহে ভিন॥
এইরূপ জীবগতি বুঝিয়া পণ্ডিত।
সর্ব্বকর্ম্ম তোমাতে করিয়া নিয়োজিত॥
তোমার চরণযুগ ভব-নিবারণ।
বুঝিয়া পণ্ডিতজনে করে আরাধন।
অর্চ্চন বন্দন সেবা শ্রবণ কীর্ত্তন।
ভকতি সাধিয়া ভব তরে বুধজন॥
তোমারে জানিতে নাহি কাহার শকতি। (১)
তে-কারণে ধর তুমি বিবিধ মুরতি॥
জীব-পরিত্রাণ হেতু নানা মূর্ত্তি ধর।
নানা অবতারে তুমি নানা লীলা কর॥
সেই লীলা-চরিত্র-অমৃত-সিন্ধু জলে।
করিয়া মজ্জন পান পরিশ্রম হরে॥
অপবর্গ-পদে তার নাহি অভিলাষ।
ভক্তিরস-সুখে বিসরিল গৃহবাস॥
তোমার চরণ-সরোরুহ-মধুকর।
তার সঙ্গসুখরসে পাসরে সকল॥
নর-কলেবর নাথ ভজন দুয়ার।
নরদেহ ধরি তরে সংসারের পার॥
হেন দেহ আপনার প্রিয় করি মানে।
তুমি আত্মা প্রিয় সখা এ সব না জানে॥
অসত্য সেবিয়া সে যে নহে শুদ্ধমতি।
তোমার পদারবিন্দে নহে তার রতি॥
আত্মঘাতী অসত্য ধেয়ায় দুরাশয়।
না ভজে পদারবিন্দ না ঘুচে সংশয়॥
অসত্য ধেয়ানে নহে শুদ্ধ কলেবর।
মহাভয় সংসারে ভ্রময়ে নিরন্তর॥
সকল ইন্দ্রিয়গণ করিয়া রোধন।
দৃঢ়যোগে করি মন পবন সংযম॥
মুনিগণ চিন্তে যারে হৃদয়-কমলে।
বৈরভাবে দৈত্যগণ সতত স্মঙরে॥
ভোগী ভোগ ভুজদণ্ড হৃদয় ধেয়ায়।
কামভাবে গোপীগণ সেই কৃষ্ণ পায়॥
আমি সব শ্রুতিগণে সেই অনুসারে।
চরণ-পঙ্কজ ধরি হৃদয় কমলে॥
যোগী যোগপথে যাকে চিন্তয়ে ধেয়ানে।
বৈরভাবে হেন প্রভু পায় দৈত্যগণে॥

(১) পাঠান্তর,—
"তোমার জানিতে পারে কাহার শকতি।"

কামভাবে চিন্তিয়া রমণীগণ পায়।
তে-কারণে শ্রুতিগণ চরণ ধেয়ায়॥
ভক্তি বিনে তত্ত্বজ্ঞান না হয় উদয়।
ভক্তি বিনে কতো যোগে পরিত্রাণ নয়॥
এই সে কারণে ভক্তি কহে শ্রুতিগণে।
কে তোমা জানিব নাথ ভক্তিযোগ বিনে॥
যখনে না ছিল কিছু ব্রহ্মা মহেশ্বর।
তখনে আছিলে মাত্র আপনে কেবল॥
এখনে জন্মিঞা তোমা কে জানিতে পারে।
ব্রহ্মা উপজিল যার এ নাভি-কমলে॥
যাঁহা হনে দেবগণ সৃষ্টি-উপাদান।
হেন পরিপূর্ণ তুমি প্রভু ভগবান্॥
প্রলয়ে যখনে সৃষ্টি করিয়া সংহার।
অনন্ত শয়নে কর কেবল বিহার॥
স্থূল সূক্ষ্ম তখনে না থাকে কালগতি॥
ন বেদ বেদান্ত শাস্ত্র তর্ক দণ্ডনীতি।
অসত্যের উৎপত্তি বোলয়ে যে জনে।
সত্যের মরণ যেবা সত্য করি মানে॥
আত্মমতে ভেদ যেবা করে নিরূপণ।
ব্যবহার সত্য করি বোলয়ে যে জন॥
এই সব উপদেশ যে যে জন কহে।
আরোপিত মাত্র সব কিছু সত্য নহে॥
ঈশ্বর ত্রিগুণময় এহ সত্য নয়
অজ্ঞান কল্পিত মাত্র বুধ জনে কয়॥
জ্ঞানঘন রসময় ব্রহ্ম মাত্র সার।
জ্ঞানে নাহি জানি ব্রহ্মজ্ঞানে হয়ে পার॥
ত্রিগুণ-জনিত যত মনের বিলাস।
সত্য অধিষ্ঠানে করে অসত্য প্রকাশ॥
অজ্ঞান-কল্পিত যত দেখি নানারূপ।
এক ব্রহ্ম সত্যমাত্র ধরে সর্ব্বরূপ॥
অসত্য মানয়ে সত্য সত্য অধিষ্ঠানে।
তে-কারণে সত্য বলে তত্ত্বজ্ঞানী জনে॥
কনক কিনয়ে যদি হেম-বাণিজার।
কনক কিনিতে কিনে হার অলঙ্কার॥
হার অলঙ্কার তেজি কনক না কিনে।
এইরূপ সত্য সব বুঝি তত্ত্বজ্ঞানে॥
ব্রহ্ম মাত্র সত্য সবে জানিব নিশ্চয়।
ব্রহ্ম বিনে তত্ত্বজ্ঞান কভু সত্য নয়॥
যে তোমার পরিচর্য্যা করে নিরবধি।
সর্ব্বজীবে বৈস তুমি সর্ব্বগুণনিধি॥
মৃত্যু শিরে পদ ধরে গণন. না করে।
এ ঘোর সংসারতাপ লীলা মাত্র তরে॥

সর্ব্বশাস্ত্রে বিদগধ ভক্তিহীন জন।
পশুবত বেদপাশে করিয়া বন্ধন॥
কর্ম্মপথে ভ্রময় না পায় প্রতিকার।
ভকতি-বিমুখ তার না হয় নিস্তার॥
যে পুন পদারবিন্দে ভক্তিরস ধরে।
দৃষ্টিমাত্রে সর্ব্বলোকে পরিত্রাণ করে॥
জীব-পরিত্রাণ কতো নাহি ভক্তি বিনে।
কারণ বুঝিয়া ভক্তি কহে শ্রুতিগণে॥
সর্ব্বজীবে বসি আমি যদি সত্য হয়।
তবে কর্ত্তা ভোক্তা আমি এহো মিছা নয়॥
জীবের আমার তবে কি হয় অন্তর।
শ্রুতিগণে দিল তার বুঝিয়া উত্তর॥
নাহি কর পদ মুখ শ্রবণ নয়ন।
ইন্দ্রিয়-বর্জ্জিত তুমি অনাদি নিধন॥
সর্ব্বজীব-শক্তি তুমি পরকাশ কর।
সর্ব্বময় পভু তুমি সর্ব্বশক্তিধর॥
এই সে কারণে ইন্দ্র আদি দেবগণে।
বলি সমর্পণে করে অভয় চরণে॥
অজ ভব মায়াদেবী সচকিতে ভজে।
চক্রবর্ত্তী রাজা যেন রাজাগণে পূজে॥
যে যে দেব নিয়োজিত যে যে অধিকারে।
ভয়ে চমকিত হৈয়া সেই কর্ম্ম করে॥
আজ্ঞা পরিপালন তোমার আরাধন।
সর্ব্বদেবপতি তুমি সভার জীবন॥
যখনে প্রকৃতি সঙ্গে বিহর আপনে।
স্থাবর জঙ্গম যত জনমে তখনে॥
তোমার ঈক্ষণ মাত্রে কারণ উদয়।
কারণসংযোগে সৃষ্টি নানারূপ হয়॥
পরম উত্তম তুমি করুণা সাগর।
সর্ব্বজীবে সম তুমি নাহি নিজ পর॥
সর্ব্বত্র নির্লেপ তুমি আকাশ সমান।
মন বচনের পর না দেখি প্রমাণ॥
নিরালম্ব নিরাধার প্রকৃতির পর।
সর্ব্বজীব-গতি-পতি মহামহেশ্বর॥
যদি সর্ব্বগত জীব নিত্য নিরাধার।
অসংখ্য অনন্ত জীব অজ নির্ব্বিকার॥
ঈশ্বর কিঙ্কর তবে না হয়ে নির্ণয়।
কে দণ্ড ধরিব তবে কে করিব ভয়॥
বস্তুগতে সর্ব্বজীব নাহি কিছু ভিন।
কিন্তু কেহো কার তবে না হয়ে অধীন॥
শ্রুতিগণে তাথে এই করে নিরূপণ।
চৌদিগে সঞ্চরে যেন আগুনের কণা॥

এইরূপে পূর্ণ তুমি মহা জ্যোতির্ম্ময় ।
তোমা হনে সর্ব্বজীবের উৎপতি হয় ॥
তুমি সে পালন কর তুমি কর নাশ ।
তোমা হনে সর্ব্বজীবের শক্তি-পরকাশ ॥
ব্রহ্ম করি সর্ব্বজীব বুলি তে-কারণে ।
ভিন্ন ভিন্ন সর্ব্বজীব নহে তোমা হনে ॥
পিতা হনে কিছু পুত্রের অন্তর
তে-কারণে ব্রহ্ম বুলি সব চরাচর ।
সর্ব্বজীবগতি পতি প্রকৃতির পর ॥
তুমি আদি অন্ত মধ্য মহামহেশ্বর ॥
যে বোলে বিবাদ করি লঞা তর্ক বল।
ঈশ্বরের সহে নাহি জীবের অন্তর ॥
সে কিছু না জানে তত্ত্ব বোলে তর্ক ধরি ।
ঈশ্বর কিঙ্কর দুই বোলে এক করি ॥
যে বোলে আমি সে জানি সে কিছু না জানে ।
তার মত শুদ্ধ নহে বোলে অভিমানে ॥
যে বোলে না জানি মুঞি সেই সে পণ্ডিত ।
অভয় পদারবিন্দে সকল বিদিত ।
প্রকৃতির উৎপত্তি না হয় ঘটনা।
পুরুষের জনম না করি নিরূপণা ॥
পুরুষ-প্রকৃতি পর অজ সনাতন ।
কোনমতে নাহি ঘটে দোহার জনম ॥
কাহারে বুলিব জীব জনম কাহার ॥
কাহার মুকতিপদ কাহার সংসার।
শ্রুতিগণ তাতে এই করে নিরূপণ ।
প্রকৃতি পুরুষ যোগে জীবের জনম ॥
জলের বুদ্‌বুদ যেন নহে জল বিনে ।
পবনে সঞ্চার যেন চলয়ে পবনে ॥
বিনি জল পবনে না হয় বুদ্‌বুদ ।
প্রকৃতি পুরুষ বিনে নহে সর্ব্বভূত ॥
তোমা হৈতে প্রকৃতি পুরুষ উপাদন ।
প্রকৃতি পুরুষ হৈতে জগত নির্ম্মাণ ॥
প্রলয়ে সকলে তুমি থাক অবশেষ ।
প্রকৃতি পর্য্যন্ত করে তোমাতে প্রবেশ ॥
নদ নদী প্রবেশিয়া সাগরের জলে ।
আপনার নাম গুণ আপনে পাসরে ॥
নানা পুষ্পরস যেন মধুরসে মেলি ।
মধুময় হয় যেন আপনা পাসরি ॥
এইরূপ সকল তোমাতে পরবেশ ।
তোমা বিনে কিছুই না থাকে অবশেষ ॥
তোমা হতে হয় সব জীব উতপন্ন ।
প্রলয়ে সকল হয়ে তোমাতে নিধন ॥

কল্পে কল্পে ভ্রমে জীব এ ঘোর সংসারে ।
ভক্তিযোগ বিনে কেহো সংসার না তরে ॥
বুঝিয়া জীবের গতি মহাবুধজনে ।
ভকতি করিয়া দুই অভয় চরণে ॥
ত্রিভুবনে ভক্তিযোগ করিয়া বিস্তার।
লীলামাত্রে হয়ে ঘোর সংসারের পার ॥
যে পুন পদারবিন্দে পরিচর্য্যা করে ।
তার কি সংসার ভয় হয় কোন কালে ॥
কালচক্র তোমার কেবল ভুরুভঙ্গ ।
ভকতিবিমুখ জনে বাঢ়ায় তরঙ্গ ॥
ভকতজনের কভো নাহি কালভয় ।
ভকতবৎসল তুমি হেন কৃপাময় ॥
ভক্তিযোগ নহে কভো গুরুকৃপা বিনে ।
তে-কারণে গুরুসেবা কহে শ্রুতিগণে ॥
সকল ইন্দ্রিয়গণ করিঞা রোধন ।
যতন করিয়া করি পবন সংযম ॥
চঞ্চল দুর্ব্বার ঘোর মন তুরঙ্গম ।
বিবিধ উপায় যদি করয়ে দমন ॥
গুরুচরণারবিন্দে দূরে পরিহরে ।
বিবিধ যতনে মন নিবারিতে নারে ॥
বিনি গুরু উপদেশে স্থির নহে মন ।
গুরু কৃপা বিনে কারো না ঘুচে বন্ধন ॥
কাণ্ডারী তেজিয়া যেন চলে বাণিজার
সাগরে মজিয়া মরে কভো নহে পার ॥
সুত বিত্ত পশু দার বন্ধু পরিজন ।
এ সব বিপদপদে কোন প্রয়োজন ॥
তুমি নাথ থাকিতে সাক্ষাত রসসিন্ধু।
সর্ব্বজীব প্রিয় আত্মা ইষ্ট ধন বন্ধু ॥
তুমি সর্ব্বরস সুখময় গুণধাম ।
সত্য করি যে না জানে হয়্যা অগেয়ান ॥
স্ত্রীঘরে সুখ সবে সত্য করি মানে ।
তার সুখ কোন কালে নাহি ত্রিভুবনে ॥
অশেষ-বিপদপদ সহজে নশ্বর ।
হেন গৃহসুখে জীব ভ্রমে নিরন্তর ॥
তোমাকে ভজিলে নাথ কি কি সুখ নয় ।
পরম-পরমানন্দ-সুখ-রসময় ॥
এই সে কারণে গুরু-উপদেশ ধরি ।
মহামুনিগণে তত্ত্ব নিরূপণ করি ॥
তোমার চরণ ধরি হৃদয়-কমলে ।
মদ মান অহঙ্কার তেজিয়া সকলে ॥
মহাপুণ্য তীর্থ সম গুরু সন্নিধানে ।
দেহ মন নিয়োজিয়া তোমার চরণে ॥

তুমি আত্মা নিত্য সুখ জ্ঞানক্রিয়া বিশেষে।
পুনরপি চিত্ত আর নহে গৃহবাসে॥
ক্ষমা শান্তি ধৈর্য্যহর বিবেক বিনাশী।
দেখিয়া এ সব দোষ নহে গৃহবাসী॥
জগত পবিত্র করে নিজ পদজলে।
তোমাতে ধরিয়া মন আনন্দে বিহরে॥
পুণ্যতীর্থ পুণ্যক্ষেত্র করিয়া আশ্রয়।
সাধু সঙ্গে এ ঘোর সংসার পার হয়॥
সত্য হৈতে উতপন্ন সব চরাচর।
যদি হেন কেহো বোলে মানয়ে সকল।
কনককুণ্ডলে যেন নাহি ভিন্ন ভেদ।
তর্কবলে সেহো পক্ষ করায়ে বিচ্ছেদ॥
অসত্য না হয়ে সত্য সত্য নহে মিছা॥
কুণ্ডল না হয় সত্য হেম মাত্র সাঁচা॥
কোন ঠাঞি ঘটে সেহো কোন ঠাঞি টুটে।
পিতা পুত্রে এক করি বুলিতে না ঘটে॥
কোন ঠাঞি বিচারিতে সেহো নহে সত্য।
সর্প রজ্জু ভ্রমে যেন রজ্জু নহে তথ্য॥
সত্য অসত্য দোঁহে মিলিয়া সংসার।
সেহোত না ঘটে কিছু করিতে বিচার॥
যে হয়ে সেই সে হয়ে যে নহে না হয়ে।
সর্ব্ববাদী মত এহ সত্যের নির্ণয়ে।
লোক ব্যবহার-হেতু সকল ভরম।
সত্য কিছু নহে যদি বুঝিয়ে মরম॥
আন্ধলে আন্ধলে যেন একত্র মিলিয়া।
বিপদে বাড়ায় পাও পথ না দেখিয়া॥
বেদময়ী তোমার শ্রীমুখ-সরস্বতী।
বুধজন ভ্রমাঞা করয়ে নানা ভাঁতি॥
বেদজড় কর্ম্মজড় যে হয়ে পণ্ডিত।
কর্ম্মপথে ভ্রমাঞা করয়ে বিমোহিত॥
জগত না হয়ে সত্য কেবল নির্ণয়।
এই নিরূপণ করি শ্রুতিগণে কয়॥
পূরবে না ছিল কিছু এ লোকরচনা।
প্রলয় অন্তরে হৈব এমন ঘটনা॥
অসত্য সংসার সব মনের বিলাস।
সম্প্রতি তোমাতে মাত্র করে পরকাশ॥
নিত্য সত্য মাত্র তুমি এক রসময়।
সত্যযোগে অসত্য সংসার সত্য হয়॥
নাম জাতি নানা ভেদ নানা পরকার।
মনের বিলাস সব ব্রহ্মমাত্র সার॥
মাটির নির্ম্মিত পাত্র বিবিধ ঘটনা।
মাটিমাত্র সার আর এসব কল্পনা॥

অসত্য সংসার সত্য মানে কুপণ্ডিত।
তোমার মায়ায় নাথ সে হয় বঞ্চিত॥
যদি বা না হয়ে সত্য অনাদি সংসার।
যদি সত্য নহে নাহি সংযোগ তাহার॥
তবে কেনে জীবের সংসার-দুঃখ হয়।
কোন্ পুণ্য করিয়া ঈশ্বর সুখময়॥
কে বা কর্ম্ম করে কে বা ভুঞ্জে কর্ম্মফল।
শ্রুতিগণ দিল তাথে উচিত উত্তর॥
যখনে জীবের সহে মায়ার সংযোগ।
মায়াবশ হঞা জীব করে কর্ম্মভোগ॥
দেহের সংযোগে জীব হৈয়া দেহময়।
অপার সংসার-দুঃখ ভুঞ্জে দুরাশয়॥
তুমি পুন নিজ মায়া দূরে পরিহর।
অনন্ত ঐশ্বর্য্য সুখে আনন্দে বিহর॥
অঙ্গের কঞ্চুক যেন ত্যজি ফণধর।
নিজ সুখে রহে নিরমল কলেবর॥
এইরূপে নিজ মায়া দূরে পরিহরি।
অনন্তমহিমা তুমি আছ ক্রীড়া করি॥
যে ভজে পদারবিন্দ তরে ভবভয়।
না ভজে তাহার কভো পরিত্রাণ নয়॥
যদি যতিগণ সুখভোগ পরিহরে।
চিত্তগত কামজটা উদ্ধারিতে নারে॥
যদ্যপি তাহার আছ হৃদয়-কমলে।
তথাপি তোমারে তারা লভিতে না পারে॥
কেহো যেন কণ্ঠগত মণি পাসরিয়া।
চাহিতে বেড়ায় যেন আকুল হইয়া॥
যোগছলে করে মাত্র ইন্দ্রিয় তৃপতি।
ইহলোক পরলোকে নাহি তার গতি॥
ইহলোকে দুঃখ তার কুটুম্ব-ভরণে।
পরলোকে না ভজিয়া তোমার চরণে॥
যে তোমাকে জানে প্রভু সর্ব্বফলদাতা।
সর্ব্বলোক গতি পতি সর্ব্বলোকপিতা॥
পুণ্য পাপ তার কিছু নাহি ত্রিভুবনে।
শুভাশুভ কর্ম্মফল সে কিছু না জানে॥
বিধি নিষেধের পার নাহি কর্ম্মলেশ।
সুখ-দুঃখ ভেদ কিছু না জানে বিশেষ॥
যুগে যুগে গুরুমুখে উপদেশ ধার।
শ্রবণ কীর্ত্তন কথা সুধাপান করি॥
তোমার পদারবিন্দ ভজে নিরবধি।
তুমি প্রিয়বন্ধু তার অপবর্গ গতি॥

ধ্যান যোগে নাহি ধরে কর্ম্ম অধিকার। (১)
শ্রবণকীর্ত্তনপর যে জন তোমার॥
বিধি নিষেধের নহে সে জন কিঙ্কর।
চরণারবিন্দ মাত্র ভজে নিরন্তর॥
ভকতি দেখায়্যা লোকে করয়ে বঞ্চনা।
সুখভোগ-হেতু যার অন্তরে বাসনা॥
ইহলোকে পরলোকে নাহি তার গতি।
এই তত্ত্ব নিরূপিয়া কহে সর্ব্বশ্রুতি॥
অজভব আদি যত সুরপতিগণে।
এ সব তোমার অন্ত না পায় ধেয়ানে॥
আপনে না জান তুমি অন্ত আপনার।
অন্ত যদি থাকে তবে পার গণিবার॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকোটি যাঁহার অন্তরে।
রেণুবত নিরন্তর গতাগতি করে॥
এই সে কারণে নাথ সব শ্রুতিগণে।
তত্ত্ব নিরূপণ করি কহিতে না জানে॥
সগুণের গুণ অন্ত গণিতে না যায়।
নির্গুণের কার্য্য অন্তে সন্ধান না পায়॥
নাহি নাহি করিয়া নিষেধ যত দূরে।
তথাতে রহিল্যা আর খণ্ডিতে না পারে॥
সেহি সে ঈশ্বর করি করে নিরূপণ।
এহিরূপে সকল তোমাতে শ্রুতিগণ॥
তোমা হনে উৎপত্তি তোমাতে নিধন।
তোমাতে সকল বেদ বুলি তে-কারণ॥
এইরূপে স্তুতি কৈল যত শ্রুতিগণে।
কহিল নারদমুনি তোমা বিদ্যমানে॥
সনকাদি মুনিগণ ব্রহ্মার তনয়।
সনন্দন মুখে শুনি ঈশ্বর নির্ণয়॥
বুঝিয়া জীবের গতি আনন্দিত মন।
সনন্দন পূজিয়া চলিলা মুনিগণ॥
এই সে অশেষ বেদ পুরাণের সার।
মহামুনিগণে কৈল পুরুবে উদ্ধার॥

শ্রদ্ধা ভক্তি করি তুমি এই বাণী ধর।
পূর্ণকাম হৈয়্যা পৃথ্বী পর্যাটন কর॥
নর নারায়ণ মুখে শুনি এত বাণী।
হৃদয়ে ধরিয়া পূজা কৈলা মহামুনি॥
নমো নমো নারায়ণ কৃষ্ণ ভগবান্।
অমল কমল আঁখি যশ-গুণধাম॥
নমো নমো ভকতবৎসল গুণনিধি।
তোমার চরণে রতি রহু নিরবধি॥
তবে নরনারায়ণ চরণ বন্দিয়া।
শিষ্য-মুনিগণ পায় প্রণাম করিয়া॥
চলিলা নারদমুনি ব্রহ্মার নন্দন।
ব্যাসের আশ্রমে গিয়া কৈলা উপসন্ন॥
নারদে দেখিয়া পিতা উঠিলা সম্ভ্রমে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া মুনি পূজিলা বিধানে॥
আসনে বসিয়া মুনি ব্রহ্মার নন্দন।
কহিলা ব্যাসের আগে সব বিবরণ॥
সেই বেদবাণী বাপে কহিল আমারে।
প্রকাশিল আমি রাজা তোমার গোচরে॥
জগতের উতপতি পালন নিধনে।
যে হরি সাক্ষাতে দেখি লীলায় আপনে॥
প্রকৃতি পুরুষপর জীবের ঈশ্বর।
যে হরি মায়ায়ে সৃজে সব চরাচর॥
সৃজিয়া প্রবেশ করে ব্রহ্মাণ্ড ভিতর।
সেই সে সভার প্রভু সভার ঈশ্বর॥
আপনে পালন করে আপনে সংহার।
অনন্ত লীলায়ে করে অনন্ত বিহার॥
শরণ পশিয়া যার চরণ-কমলে।
কেবল লীলায় জীব মায়াবন্ধ তরে॥
অবিদ্যা-বিনাশ-হেতু ভয় নিবারণ।
অপার-সংসার সেতু কৃষ্ণের চরণ॥
নিরবধি অভয় চরণ ধ্যান করি।
সুখে পার হয় লোক ভববন্ধ তরি॥
অনন্ত চরিত্র সম্মিত শ্রুতিগীতা।
সাবধানে শুন লোক কৃষ্ণগুণ কথা॥
ভক্তিরস শুক শ্রীগদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস পান॥

---

(১) পাঠান্তর,—
"জ্ঞানে যোগে না হ তার কর্ম্মে অধিকার"

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮৭॥

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

শ্রীরাগ।

রাজা বোলে আর কথা পুছিব তোমারে।
দেব অসুর নর গন্ধর্ব্ব কিন্নরে॥
সভেঞি শঙ্কর ভজে অমঙ্গলধাম।
সুখী ভোগী হয়ে লোক মহাধনবান্॥
লক্ষ্মীপতি-গুণনিধি-চরণ ভজিয়া।
দুঃখ ভোগ করে মাত্র আকিঞ্চন হৈয়া॥
এ বড় সংশয় গুরু পুছি তে-কারণে।
বিপরীত ফল দেখি দোঁহার ভজনে॥
শুকমুনি বোলে রাজা জিজ্ঞাসিলে ভাল।
কহিব তোমারে সব করিয়া বিস্তার॥
শঙ্কর ত্রিগুণযুত ধরে অহঙ্কার।
শক্তিযুত হৈয়া সৃজে ত্রিগুণ বিকার॥
শঙ্কর বিকারময় বুলি তে কারণে।
সকল সম্পদ মিলে শিবের ভজনে॥
হরি সে ত্রিগুণহীন প্রকৃতির পর।
সর্ব্বসাক্ষী পরিপূর্ণ আনন্দসাগর॥
নির্গুণ ভজিলে হয় ত্রিগুণ-বর্জ্জিত।
তে-কারণে আকিঞ্চন বিকাররহিত॥
পিতামহ তোমার আছিল যুধিষ্ঠির।
ধর্ম্মযুত গুণযুত নির্ম্মলশরীর (১)
অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপিয়া নরেশ্বর।
দ্বিজমুখে ধর্ম্মকথা শুনে নিরন্তর॥
এই কথা জিজ্ঞাসিল কৃষ্ণের চরণে।
তুষ্ট হৈয়া আপনে কহিলা নারায়ণে॥
যদুবংশে যে হরি করিয়া অবতার
নরলীলা ধরি করি বিবিধ বিহার॥
যাখে অনুগ্রহ করি হরি তার ধন।
তবে তাখে তেজি যায় বন্ধু পরিজন॥
দেখিয়া দুঃখিত তারে বন্ধুগণ ছাড়ে।
উদ্যোগ করিয়া কিছু করিতে না পারে॥
তবে ধন করি আর না করে উদ্যোগ।
ভকতের সহে রহে করিয়া সংযোগ॥
তবে অনুগ্রহ আমি করিয়ে তাহারে।
বৈরাগ্য করিয়া আর উদ্যোগ না করে॥

নিত্য সত্য ব্রহ্মমাত্র সত্য করি জানে।
সংসারসাগরে পার হয়ে সেইক্ষণে॥
এত দুঃখে আমারে করিয়া আরাধন।
দুঃখভোগ করে মাত্র হয়্যা অকিঞ্চন॥
আমাকে তেজিয়া লোক এই সে কারণে।
শঙ্কর ভজিতে সেবা করে দৃঢ় মনে॥
রাজ্যপদ সম্পদ লভিয়া মহাধন।
বর পাঞা আমাকে পাসরে মূর্খজন॥
সর্ব্বফলদাতা আমি সর্ব্বভূতে বসি।
সর্ব্বময় প্রভু আমি সর্ব্বগুণরাশি॥
ধনমদে মত্ত হৈয়া আমাকে পাসরে।
শঙ্করকিঙ্কর হৈয়া অবজ্ঞান করে॥
শাপ বরদাতা প্রভু তিন সুরেশ্বর।
ব্রহ্মা নারায়ণ আর আপনে শঙ্কর॥
দণ্ড অনুগ্রহ শিরে করে সেইক্ষণে।
তুষ্ট রুষ্ট হয়ে শিব অল্প দোষ-গুণে॥
নতু ব্রহ্মা প্রজাপতি দেব শ্রীনিবাস।
ইহাতে কহিব এক পূর্ব্ব ইতিহাস॥
বৃকাসুরে বর দিয়া প্রভু মহেশ্বর।
সঙ্কটে পড়িলা শিব ভ্রমিলা বিস্তর॥
আছিল শকুনি নামে এক মহাসুর।
বৃকনামে তার পুত্র দুরন্ত নিষ্ঠুর॥
নারদে দেখিয়া পথে পুছিলা বিনয়ে।
অল্প গুণে শীঘ্র তুষ্ট কোন্ দেব হয়ে॥
নারদ কহিল তুমি সর্ব্বসিদ্ধি যাব।
শিব সন্তোষিয়া তুমি শঙ্কর আরাধ॥
অল্প গুণে অল্প দোষে কিন্তু অল্পকালে।
তুষ্ট রুষ্ট হয়ে শিব বিচার না করে॥
দশগ্রীব বাণরাজা ভজিল কপটে।
অতুল ঐশ্বর্য্য দিয়া পড়িল সঙ্কটে॥
এ বোল শুনিঞা বৃক হরষিত মনে।
যাইতে চলিল দৈত্য শিব-আরাধনে।
কাটিয়া অঙ্গের মাংস মাখিয়া রুধিরে॥
নিরবধি পোড়ে দৈত্য অলন্ত অনলে॥ (১)

---

(১) পাঠান্তর,—
"সর্ব্বগুণযুত তেঁহো পরম সুধীর"।

(১) পাঠান্তর,—
"সতত হবিল দৈত্য অনন্ত আনলে"।

সাতদিনে না পাঞে শঙ্কর-দরশন।
খড়্গে শির কাটিতে তুলিল ততক্ষণ॥
মহাকারুণিক শিব উঠিয়া সম্ভ্রমে।
হাথে হাথ ধরিয়া রাখিল সেইক্ষণে॥
শিব-পরশনে হৈল সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।
বর মাগ বুলিয়া বুলিলা মহেশ্বর॥
তুষ্ট হইলাঙ আমি কেনে বৃথা দুঃখ কর।
সেই সেই বর দিব যত নিতে পার॥
তবে বর মাগে বৃক পাপী দুরাচারে।
যার মাথে হাত দেঙ সেহ যেন মরে॥
এ বোল শুনিঞা শিব দুঃখিত অন্তরে।
বর দিঞা বৃক সন্তোষিল মহেশ্বরে॥
উঠিয়া কি বোলে দৈত্য শুন ভূতনাথ।
বুঝিব তোমার মাথে দিয়া নিজ হাথ॥
পরীক্ষা করিঞা তবে চলিব হেথা হনে।
এ বোল শুনিঞা শিব ভয় পাইল মনে॥
তরাসে পালায় শিব কম্পিতশরীর।
শঙ্করে খেদিঞা লঞা যায় মহাবীর॥
যতেক পৃথিবীতল আকাশমণ্ডল।
দশ দিগ নদ নদী পর্ব্বত সাগর॥
সুরলোক নাগলোক সপত পাতাল।
পলায় শঙ্কর দেব না পায় নিস্তার॥
তত্ত্ব না জানিয়া লোক রহে নিশবদে।
পলায় শঙ্কর দেব পড়িয়া প্রমাদে॥
শঙ্করে বিহ্বল দেখি প্রভু দয়াশীল।
দ্বিজবটু-বেশ ধরে সুন্দরশরীর॥
দণ্ড কমণ্ডলু ধরে অজিন মেখলা।
জলন্ত আনল যেন পরে অক্ষমালা॥
আগুবাড়ি কৈল গিয়া অসুর-সম্ভাষা।
বিনয় বচনে কৈল কুশল জিজ্ঞাসা॥
কহ কহ বৃকাসুর খেদ পরিহর।
কি কাজ তোমার কেন বিশ্রাম না কর॥
কি কাজ কোথাতে যাহ কহত অসুর।
দুর্গ বিলঙ্ঘিয়া কেন আইলে এতদূর।
কৃষ্ণের অমৃতময় শুনিয়া বাচন।
কহিল সকল কথা শকুনি-নন্দন॥
তবে কৃষ্ণ বোলে বৃক না করিলে ভাল।
শিবের বচনে আছে প্রতীত কাহার॥
যে শিব দক্ষের শাপে প্রেতবেশ ধরে।
ভূত প্রেত সঙ্গে করি শ্মশানে বিহরে॥
যদি তার বাক্যে থাকে প্রতীত তোমার
শিরে হাথ দিয়া দেখি বুঝ আপনার॥
অসত্য বচন যদি শঙ্করের হয়।
তবে তুমি মারিহ শঙ্কর দুরাশয়॥
পুনরপি আর যেন অসত্য না বোলে।
ঈশ্বর-সেবক যেন এমত না ভাড়ে॥
কৃষ্ণের অমৃত-বাণী মধুর ভাষণে।
ভরমে বিচার করি না বুঝিল মনে॥
আপনার মাথে তুলি দিল নিজ হাথ।
ভস্ম হৈল বৃক যেন হৈল বজ্রপাত।
নমো নমো জয় জয় শবদ গগনে।
সাধু সাধু শব্দ হৈল পুষ্প বরিষণে॥
দেব ঋষি পিতৃগণ গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
বাজন নাচন কৈল বিবিধ মঙ্গল॥
পুরুষ পুরাণ হরি গুণের নিধান।
পুনরপি আসিয়া শিবের সন্নিধান॥
শুন শুন মহাদেব দেখিল নয়নে।
আপনার পাপে পাপী মজিল আপনে॥
মহাজনে পাপ করি কে তরিতে পারে।
বিশেষে জগৎগুরু তুমি মহেশ্বরে॥
অমোঘ-বিহার হরি অনন্ত-শকতি।
অশেষ করুণানিধি সুরগণ পতি॥
শিবের সঙ্কট হরি কৈল পরিত্রাণ।
যেবা কহে যেবা শুনে এ পুণ্য আখ্যান।
সর্ব্বপাপ হরে তার ভব-বিমোচন।
রিপুঞ্জয় মিত্রজয় বৈকুণ্ঠে গমন॥
জান গুরু-গদাধর শ্রীরশিরোমণি।
ভাগবত আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮৮॥

ঊননবতিতম অধ্যায়।

মল্লার রাগ।

শুকমুনি বোলে রাজা কর অবধান।
অদভুত কথা কহি তোমা বিদ্যমান॥
সরস্বতী নদীতীরে পুণ্য তপোবন।
মহা যজ্ঞ করে তথা মহা মুনিগণ॥
বিতর্ক উঠিল তথা মুনির সমাজে।
কে বড় ঈশ্বর তিন ঈশ্বরের মাঝে॥
জিজ্ঞাসা করিতে ভৃগু ব্রহ্মার কুমার।
পাঠাঞা দিলেন্ত তাঁরা তত্ত্ব জানিবার॥
সত্যলোকে গেলা ভৃগু ব্রহ্মার সদনে।
দাণ্ডাঞা রহিল গিয়া ব্রহ্ম-বিদ্যমানে।
প্রণাম স্তবন ভৃগু না কৈল কপটে।
পরীক্ষা করিতে গিয়া ছিলা নিকটে॥
ক্রুদ্ধ হৈল ব্রহ্মা যেন জ্বলন্ত আনল।
পাছে ক্রোধ সম্বরিল মনের ভিতর॥
পুত্র দেখি কৈল ব্রহ্মা চিত্ত সমাধান।
তবে ভৃগু মুনি গেলা শিব বিদ্যমান॥
কৈলাস পর্ব্বতে গিয়া দেখিল শঙ্কর।
ভৃগু দেখি শিবদেব উঠিলা সত্বর॥
ভুজযুগে ধরি হর দিল আলিঙ্গন।
বুঝিয়া উত্তর দিল ভৃগু তপোধন॥
উনমত্তবেশ শিব জটা ভস্ম ধরে।
তার সহ কোলাকুলি কি করিতে পারে॥
ক্রোধ কৈল শিবদেব ঘূর্ণিত লোচন।
তুলিল ত্রিশূল যেন দীপ্ত হুতাশন॥
চরণে ধরিয়া দেবী রাখিল পার্ব্বতী।
বৈকুণ্ঠে চলিয়া ভৃগু গেলা শীঘ্রগতি॥
লক্ষ্মী সহে প্রভু যথা দেব জনার্দ্দন।
মণি-সিংহাসনে আছে করিয়া শয়ন॥
তথা গিয়া উত্তরিলা ভৃগু মহামতি।
মারিল প্রভুর বুকে দৃঢ় এক লাথি॥
সত্বরে উঠিয়া তবে লক্ষ্মী নারায়ণ।
শিরে ধরি দোঁহে কৈল চরণ বন্দন॥
স্বাগত বচনে হরি বসাঞা আসনে।
চরণে ধরিয়া বোলে বিনয় বচনে॥
না জানিয়া কৈল দোষ ক্ষেম একবার।
পদজল দিয়া কর এ লোক উদ্ধার॥
পুণ্যতীর্থ তীর্থ করে বিপ্রপদ-জল।
হেন জল ধরি আজি শিরের উপর॥
তোমার চরণ-চিহ্ন বক্ষঃস্থলে ধরি।
আজি সে বৈকুণ্ঠ পদে হৈনু অধিকারী॥
একান্ত সম্পদ পাত্র হৈল ত্রিভুবনে।
সর্ব্বলোকপূজ্য বন্দ্য হৈনু আজি হনে॥
প্রভুর বচন শুনি ভৃগু যোগেশ্বর।
নিঃশব্দে গেলা কিছু না দিলা উত্তর॥
পুনরপি গেলা ভৃগু যথা মুনিগণ।
আদি হনে কহিল সকল বিবরণ॥
ভৃগুর বচন শুনি ভাবিল বিস্ময়।
তুষ্ট হৈল মুনিগণ ঘাচিল সংশয়॥
হরি সে সভার প্রভু সভার প্রধান।
শান্তি দিয়া ধর্ম্ম যাথে নিরমল জ্ঞান॥
চতুর্ব্বিধ বৈরাগ্য ঐশ্বর্য্য অষ্টনিধি।
সর্ব্বশক্তি বৈসে যথা যশ নিরবধি॥
ন্যস্তদণ্ড শান্ত দান্ত মুনি আকিঞ্চন।
সমচিত্ত সর্ব্বহিতকারক সাধুজন॥
এসন্তের গতি পতি সভার আশ্রয়।
ইষ্টদেব বিপ্র যার শুদ্ধ সত্ত্বময়॥
অকিঞ্চন প্রিয়ধন দেবের দেবতা।
অশেষ সম্পদপদ বিধির বিধাতা॥
এতেক বচন বলি মহামুনিগণ।
ভকতি করিঞা কৈল কৃষ্ণ আরাধন॥
কৃষ্ণপদ আরাধিয়া হৈল কৃষ্ণময়।
কহিল তোমারে রাজা ঈশ্বর নির্ণয়॥
ব্যাসসুত-মুখ শুক চঞ্চু-বিগলিত।
হরিকথা-সমুদ্র-বচন অমৃত॥
নিরবধি পান করে শ্রবণ-বিবরে।
গতাগতশ্রম তার তদবধি হরে॥

আর এক কথা শুন রাজা পরীক্ষিত।
দ্বারকানাথের ধন্য অদ্ভুত চরিত॥
এক দিন দ্বারকাতে ব্রাহ্মণের ঘরে।
জনমিঞা মাত্রে পুত্র মৈল সেইকালে॥
মরা পুত্র লঞা গেল রাজার দুয়ারে।
বিলাপ করিয়া বিপ্র কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
ব্রহ্মঘাতী শঠমতি লোভী দুরাচার।
হেন পাপী দ্বারকামণ্ডলে মহীপাল॥
তার কর্ম্মদোষে মোর পুত্র মরি যায়।
দুষ্ট রাজা ভজিয়া প্রজার দুঃখ পায়॥
হিংসক দুঃশীল রাজা হৈল এনা দেশে।
জনমিঞা পুত্র মোর মৈল তার দোষে॥
এইরূপে করি বিপ্র করুণ রোদন।
পুনরপি ঘরে গিয়া রহিল ব্রাহ্মণ॥
দুই তিন চার পাঁচ জন্মিল কুমার।
জনমিঞা মাত্র পুত্র মরে বারে বার॥
নয় পুত্র মৈল যদি এই পরকারে।
পুত্র লঞা গেল বিপ্র রাজার দুয়ারে॥
উচ্চস্বরে কান্দে বিপ্র বিলাপ করিয়া।
অর্জ্জুনে আসিয়া বোলে বিপ্র সম্ভাষিয়া॥
কেনে বিপ্র কান্দহ রাজার দুয়ারে।
কেহো কি তোমার পুত্রে রাখিতে না পারে॥
কেহো কি ইহাতে বীর নাহি ধনুর্দ্ধর।
এ সব ক্ষত্রিয় নহে দ্বিজ-কলেবর॥
ব্রাহ্মণে করয়ে শোক যে রাজার দেশে।
সে সব নাটুয়া মাত্র জীয়ে ক্ষত্রিবেশে॥
আমি পুত্র আনি দিব ব্রাহ্মণ তোমার।
প্রতিজ্ঞা করিয়া আমি কৈল অঙ্গীকার॥
যদি পুত্র আনিতে না পারি বিদ্যমানে।
তবে আমি প্রবেশিব দীপ্ত হুতাশনে॥
অর্জ্জুনের এত বাণী শুনিয়া শ্রবণে।
প্রতীত না গেল বিপ্র এ সব বচনে॥
আপনে সাক্ষাতে যাথে কৃষ্ণ বলরাম।
প্রদ্যুম্ন সাক্ষাতে অনুরুদ্ধ বলবান্॥
এ সবে যে কর্ম্ম না পারিল সাধিবার।
সে কর্ম্ম করিতে আছে শকতি কাহার॥
কহিল অর্জ্জুন তুমি সব আগেয়ানে।
প্রতীত না যাই আমি এ সব বচনে।
বিপ্রের বচন শুনি বোলে ধনঞ্জয়।
আমার বচনে বিপ্র না কর সংশয়॥
প্রদ্যুম্ন না হই আমি নহি কৃষ্ণ রাম।
অনিরুদ্ধ নহি আমি অর্জ্জুন বলবান্॥

গাণ্ডীব আমার ধনু ধরি মহাবল।
সমর করিয়া আমি তুষিল শঙ্কর॥
যম জিনি আনি দিব তোমার তনয়।
ঘরে চল বিপ্র তুমি না কর বিস্ময়॥
অর্জ্জুনের বচন শুনিঞা দ্বিজবর।
প্রত্যয় মানিঞা চিত্তে গেলা নিজঘর॥
কথোদিন বহি তবে বিপ্রের ব্রাহ্মণী।
অপত্য প্রসব হৈব হেন কাল জানি॥
অর্জ্জুনের ঠাঁঞি বিপ্র গেল ত্বরান্বিত।
রক্ষ রক্ষ মহাবীর চল শীঘ্র করি॥
শুনিঞা চলিল বীর পাণ্ডুর নন্দন।
কর পদ পাখালিয়া কৈল আচমন॥
শিবদেব চরণে করিয়া নমস্কার।
আকর্ণ পুরিয়া দিল ধনুকে টঙ্কার॥
সূতিঘরে কৈল বীর শর-বরিষণ।
চৌদিকে রুন্ধিল ঘর কুন্তীর নন্দন॥
রুন্ধিল সূতিকাঘর শরের পঞ্জরে।
ব্রাহ্মণী প্রসব হৈল হেন অবসরে॥
ভূমিতে পড়িয়া মাত্র ব্রাহ্মণ-কুমার।
সশরীরে অন্তরীক্ষ হইল তৎকাল॥
বিপ্র বোলে দেখ মোর মতি বিপরীত।
নপুংসক অর্জ্জুনের বচনে প্রতীত॥
আপনে শ্রীহরি যাথে প্রভু বলরাম।
অনিরুদ্ধ প্রদ্যুম্ন যাহাতে বিদ্যমান॥
যে কর্ম্ম করিতে নহে এ সব ভাজন।
কে হয় অর্জ্জুন তাথে কুন্তীর নন্দন॥
ধিক্ ধিক্ ধনু তোর ধিক্ ধিক্ বল।
নপুংসক হৈয়া তোর গর্ব্ব এত বড়॥
আরে রে অর্জ্জুন তুঞি হেন সে দুর্ম্মতি
দৈব নিয়োজিত কাজে করিস্ শকতি॥
এইরূপে গালি দিতে ব্রাহ্মণ রহিল॥
মনে দুঃখ পাঞা তবে অর্জ্জুন চলিল॥
কামগতি মহাবিদ্যা অবলম্ব করি।
ত্বরিতে চলিল বীর সংযমনী-পুরী॥
যমপুরী সংযমনী করিয়া প্রবেশ।
চাহিতে চাহিতে বীর না পায় উদ্দেশ॥
তবে ইন্দ্রপুরী গেলা তবে অগ্নিপুরী।
তবে মৃত্যুপুরী গিয়া চাহিল বিচারি॥
বরুণের পুরী চাহি পবনের পুরী।
তবে বিচারিল গিয়া কুবেরনগরী॥
শিবপুরী বিচারিয়া পশিল পাতালে।
সপ্ত পাতাল চাহি উঠিলা সত্বরে॥

তবে স্বর্গ বিচারিল চাহিল সকল।
না পায়্যা ব্রাহ্মণ সুত দুঃখিত অন্তর।
দ্বারকা ভুবনে বীর আইল বাহুড়িয়া।
কুণ্ড করি আগুনি জ্বালিল কাষ্ঠ দিয়া॥
প্রবেশ করিব গিয়া দীপ্ত হুতাশনে।
নিষেধ করিয়া কৃষ্ণ রাখিল আপনে
না কর অর্জ্জুন তুমি আগুনি-পবেশ।
বিষাদ না কর মনে না ভাবিহ ক্লেশ॥
আনিঞা দেখাব আমি ব্রাহ্মণকুমার।
ভুবন ভরিয়া যশ রাখিব তোমার॥
এতেক বচন বুলি শ্রীমধুসূদন।
অর্জ্জুনে তুলিয়া রথে কৈলা আরোহণ॥
চলিলা পশ্চিম দিগে আকাশমণ্ডলে।
শূন্য পথে যায় হরি রথের উপরে॥
সপ্তদ্বীপ তরি গেলা সপত সাগর।
সপ্তদ্বীপ লোকালোক তরিয়া সকল।
মহাতমে প্রবেশিল ঘোর অন্ধকার।
না চলে রথের ঘোড়া না হয়ে সঞ্চার॥
নিজ পাশে মহাচক্র দেখি ভগবান্।
আজ্ঞা দিল চক্র তুমি হও আগুয়ান।
সূর্য্যকোটি সম চক্র আগু চলি যায়।
নিজ তেজে ঘোর তম কাটিয়া পেলায়॥
যেন মন-পবন সঞ্চার তৎকাল।
সেইরূপ চলে চক্র কাটি অন্ধকার॥
দুই পাশে তম কাটি দুই ভাগ করে।
সেই পথে চলে রথ চক্র অনুসারে॥
তবে এহা জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ স্বরূপ।
সূর্য্যকোটি বহ্নিকোটি নিরুপম রূপ॥
দেখিয়া অর্জ্জুন তবে মুদিল নয়ন।
রথেতে পড়িয়া বীর হৈল অচেতন॥
তিলেকে তরিয়া তেজ গেলা হৃষীকেশ।
অপার সাগরজলে কৈল পরবেশ॥
তরঙ্গ কল্লোল কোলাহল অতিশয়।
তার মাঝে এক পুরী মহামণিময়॥
সূর্য্যকোটি জিনি মণি-মন্দির উজ্জ্বল।
তার মাঝে মণি-সিংহাসন মনোহর॥
অনন্ত ধরণীধর সহস্র-বদন।
ফণীমণি বিরাজিত বিলোললোচন॥
মৃণাল-ধবল গৌর কলেবর শোভা।
চন্দ্রকোটিসুশীতল সূর্য্যকোটি আভা॥
হেন মহা অনুভাব অনন্ত শয়নে।
শয়ন করিয়া হরি আছেন আপনে॥

নবঘন জলধর শ্যাম-কলেবর।
গণ্ডযুগ-বিলসিত মকরকুণ্ডল॥
প্রফুল্ল কমলদল নয়ন বিশাল।
কুঞ্চিত কুন্তল জাল বিলোলিতমাল॥
রুচির মধুর হাস মুদিত বদন।
মণিময় বিলসিত বিবিধ ভূষণ॥
আজানু পর্য্যন্ত অষ্ট ভুজ বিরাজিত।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বনমালা বিলসিত॥
নন্দ সুনন্দ আদি পারিষদগণে।
চক্র আদি যত অস্ত্র হয়্যা মূর্ত্তিমানে॥
অষ্টশক্তি মূর্ত্তিমতী হৈয়া অষ্টসিদ্ধি।
অষ্টৈশ্বর্য্য মূর্ত্তি ধরি সেবে অষ্টনিধি॥
এইরূপে দেবদেব দেখি ভগবান্।
আপনার তরে কৈল আপনে প্রণাম॥
দাণ্ডায়্যা সম্মুখে রহে শিরে কর ধরি।
অর্জ্জুন সম্ভ্রমে রহে দণ্ডবত করি॥
তবে দেবদেব সুরপতি-শিরোমণি।
কিঞ্চিত হাসিয়া প্রভু বোলে কোন বাণী॥
এই দশ দ্বিজসুত লইয়া চল ঝাটে।
আপনে আনিয়া আমি রাখিল নিকটে॥
এত কর্ম্ম কৈল তোমা-সভা দেখিবারে।
তুমি সব জন্মিলে অংশ অবতারে॥
অসুর বধিয়া ভার পৃথিবীর হরি।
আমার নিকটে গিয়া রহ শত্র করি॥
যদ্যপি সাক্ষাৎ তুমি পূর্ণ ভগবান্।
তথাপি ধরিহ নরনারায়ণ নাম॥
আকল্প পর্য্যন্ত তপ বদরিকাশ্রমে।
লোক-পরিত্রাণ-হেতু কর দুই জনে॥
এতেক বচন শুনি শ্রীহরি অর্জ্জুনে।
প্রণাম করিয়া দেবদেবের চরণে॥
আজ্ঞা শিরে ধরি দশ পুত্র তুলি রথে।
পুনরপি দ্বারকা চলিলা সেই পথে॥
দশ পুত্র লঞা দিল ব্রাহ্মণ গোচরে।
অর্জ্জুনে পাঠায়্যা প্রভু গেলা নিজ ঘরে॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া মনে পাইল বড় ডর।
বিস্ময় ভাবিয়া কিছু না দিল উত্তর॥
বুঝিল অর্জ্জুন মনে এই সে নিশ্চয়।
কৃষ্ণ অনুগ্রহ বিনে কিছুই না হয়॥
এইরূপে নানা লীলা করয়ে শ্রীহরি।
নানা যজ্ঞ নানা দান নিতি নিতি করি॥
জীবমাত্রে দেই প্রভু দিব্য অন্নপান।
ব্রাহ্মণ তোষণ করে দিয়া নানা দান॥

যথাবিধি যথাকালে আশ্রম আচার।
লোক বুঝাইতে করে এত পরকার॥
কামভোগ করে হরি জীববত হইঞা।
বুঝায় সকল লোকে আপনে করিয়া॥
ধর্ম্ম সংস্থাপন-হেতু করে এত কর্ম্ম।
অনন্ত মহিমা তার কে বুঝিবে মর্ম্ম॥
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস বাণী।
নরনারায়ণ-লীলা প্রেমতরঙ্গিণী॥ (১)

(১) পাঠান্তর,—
"পণ্ডিত-মুকুটমণি গদাধরজান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে উননবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮৯॥

নবতিতম অধ্যায়।

কেদার রাগ।

এইরূপে বৈসে হরি দ্বারকামণ্ডলে।
অশেষ সম্পদধাম মন্দিরে মন্দিরে॥
বৃষ্ণিগণ যদুগণ সর্ব্বত্র বেষ্টিত।
নবীন-যৌবন-নারীগণ বিরাজিত॥
ঘরের উপরে ঘর শত শত ভালা।
তথা তথা রহি দিব্য নারীগণ খেলা॥
মদমত্ত গজগণ ঘন পরকাশ।
রাজপথ পুরপথ নাহি অবকাশ॥
অলঙ্কৃত ভটগণ পবন-সঞ্চার।
চকিত চঞ্চল গতি ঘোড়া পাটোয়ার॥
কনকনির্ম্মিত রথ তড়িতের (১) আভা।
বন উপবন দীঘি সরোবর শোভা॥
নিনাদিত খগা ভৃঙ্গ শবদ মধুর।
সুভূষিত সুধুপিত প্রতি পুরে পুর॥
ষোড়শ সহস্র দেবী এক ভগবান্।
ষোড়শ সহস্র রূপে রহে স্থানে স্থান॥
কনক নির্ম্মিত নদনদী সরোবর।
সুন্ন উৎপল কঞ্জ কুমুদ কমল॥
তরলিত বিমলিত সুবাসিত জল।
অলিকুল শবদ বিহগ কোলাহল॥
জলকেলি করে হরি রমণী-রমণ।
স্তন-বিনিহিত-মৃগমদ বিলেপন॥
গন্ধর্ব্বে কিন্নরে গায় নাচে বিদ্যাধরী।
সূত মাগধগণ সেবে স্তুতি করি॥

(১) পাঠান্তর,—"কররের"।

দেবীগণে চর্ম্মের মোটরী (১) ভরি ভরি।
জল ছিটাছিটি করি করে জলকেলি॥
জলকেলি করে হরি রমণী-সমাঝে।
যক্ষরাজ খেলে যেন যক্ষিকার (২) মাঝে॥
স্তনবিনিহিত তনু বসন বিলাস॥
কিঞ্চিত বিদিত কুচতট পরকাশ।
গলিত কবরী ভার বিনিহিতমাল॥
মোচিত মোঠরী কর ঘটন সঞ্চার॥
সমুদিত কামশর জর জর অঙ্গ।
বিকসিত মুখ সরোরুহবর ভঙ্গ॥
এইরূপে জলকেলি করে যদুরায়।
রমণীমণ্ডলে হরি আনন্দে খেলায়॥
নর্ত্তক নর্ত্তকীগণ বসন ভূষণে।
গুণিগণ পূজে মহাধন অন্নপানে॥
আপনে রমণীগণ রমিয়া রমায়।
নিজ পদগত-চিত্ত পীরিতি বাঢ়ায়॥
রমণী-রমণে নাহি তিলেক বিচ্ছেদ।
নিদ্রা অবসরে করে বহুবিধ খেদ॥
নানাভাবে দেবীগণ কৃষ্ণ আরাধিয়া।
কৃষ্ণে প্রবেশিল তারা কৃষ্ণময়ী হৈয়া॥
শঙ্কর বিরিঞ্চি আদি মহাযোগেশ্বর।
যাঁর গুণ কীর্ত্তন করয়ে নিরন্তর॥

(১) মোটরী,—রেচক, জলসেক যন্ত্র পিচকারী ভেদ।
(২) পাঠান্তর,—"যক্ষিণীর"।

কেবল শ্রবণে হরে রমণীর মন।
হেন প্রভু দেবীগণে দেখে অনুক্ষণ ॥
পতি ভাবে পরিচর্য্যা করে প্রেম ধরি।
তা-সভার পুণ্য তপ কে করিতে পারি ॥
সর্ব্বলোকে পতি-পতি ত্রিজগত-গুরু।
প্রণতবৎসল নিজ জন-কল্পতরু ॥
হেন প্রভু সাক্ষাতে ভজিল দেবীগণ।
কে তার বর্ণিব তপ আছে হেন জন ॥
এইরূপে গৃহকর্ম্ম করে যদুরায়।
আপনে করিয়া কর্ম্ম এ লোক বুঝায় ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম তিন সাধিবারে পারি।
গৃহধর্ম্ম করিব গৃহস্থ অধিকারী ॥
এই সে কারণে হরি করে গৃহধর্ম্ম।
বেদ-বিপ্রমুখ মুখরিত নানা কর্ম্ম ॥
ষোড়শ সহস্র একশত দিব্য নারী।
রমণী-রতন শ্রীরুক্মিণী আদি করি ॥
দশ দশ পুত্র প্রসবিল একজনে।
যার সম বলবীর্য্য নাহি ত্রিভুবনে ॥
মহাবল পরাক্রম বিক্রমে বিশাল।
অষ্টাদশ পুত্র হৈল প্রধান তাহার ॥
প্রদ্যুম্ন প্রদ্যুম্নপুত্র অনিরুদ্ধ নাম।
সাম্ব ভানু বৃহদ্ভানু মধু দীপ্তিমান্ ॥
ভানুবৃন্দ বৃক আর অরুণ পুষ্কর।
বেদবাহু শ্রুতদেব মহাধনুর্দ্ধর ॥
সনন্দন চিত্রবহি বীরের প্রধান।
বরূথ ন্যগ্রোধ আর কবি বলবান ॥
সভার প্রধান তায় রুক্মিণী তনয়।
মাতুল রুক্মির কন্যা কৈলা পরিণয় ॥
অনিরুদ্ধ পুত্র হৈল তাহার উদরে।
মহামত্ত অযুত মাতঙ্গবল ধরে ॥
রুক্মীপুত্র কন্যা বিভা কৈল অনিরুদ্ধে।
রুক্মী-বধ হৈল যাথে বলরাম যুদ্ধে ॥
অনিরুদ্ধপুত্র বজ্র মহাবল ধরে।
বজ্র অবশেষ রৈল মূষল সমরে ॥
তার পুত্র উপজিল প্রতিবাহু নাম।
সুবাহু তাহার পুত্র মহাবলবান্ ॥
উপাসন তার পুত্র হৈল মহাবল।
ভদ্রসেন তার পুত্র মহাধনুর্দ্ধর ॥
এবংশে জনমে নাহি দরিদ্র নির্দ্ধন।
অল্পপুত্র অল্পবল অল্পপরাক্রম ॥
অল্প পরমায়ু যার নহে ধর্ম্মশীল।
ব্রাহ্মণকিঙ্কর নহে নহে মহাবীর

যদুবংশে জন্ম না লভিল হেন জনা।
শঙ্কর বিরিঞ্চি যার না জানে মহিমা ॥
শতেক বৎসর ধরি কেহ যদি গণে।
গণিতে না পারে তভু মহাবুধজনে ॥
অষ্ট অশীতি শত অধিক তিন কোটি।
যদুকুলে আচার্য্য আছিল মহামতি ॥
এতেক পণ্ডিত যাথে ছাওয়াল পড়ায়।
হেন যদুকুল অন্ত কে গণিতে পায় ॥
অযুত অযুত লক্ষ্য সেনাপতি লৈয়া।
আহুক আছিল যাথে ক্ষিতি পতি হৈয়া ॥
দেবাসুর যুদ্ধে যত দৈত্য-বধ হৈল।
তারা সব নৃপরূপ ধরিয়া জন্মিল ॥
তা-সভার সংহার করিতে যদুরায়।
যদুকুলে দেবগণে জনম লভায় ॥
একশত এক বংশ হৈল যদুকুলে।
কত দেব জনমিল কত পরকারে ॥
যদুবংশে যত দেব হৈল উতপন্ন।
জানিতে প্রমাণ সভে এক নারায়ণ ॥
অনন্ত কিঙ্কর হরি অনন্তমূরতি।
তাঁর তত্ত্ব জানে হেন কাহার শকতি ॥
আছুক আনের কাজ এই যদুগণে।
কিঞ্চিত প্রভুর তত্ত্ব কিছুই না জানে (১) ॥
শয়ন ভোজন পান একত্র গমন (২)।
তভু তার তত্ত্ব না জানিল যদুগণ ॥
যার গুণ কীর্ত্তন সকল তীর্থসার।
যদুকুলে হৈল হেন তীর্থ অবতার ॥
বৈরীভাবে রিপুগণ করিয়া চিন্তন।
কৃষ্ণময় হৈল কৃষ্ণ করিয়া স্মরণ ॥
লক্ষ্মীদেবী যারে বাঞ্ছা করে নিরন্তর।
যাঁর কৃপা বাঞ্ছা করে ব্রহ্মা মহেশ্বর ॥
যাঁর নাম শ্রবণে দুরিত বন্ধ হরে।
কুলধর্ম্ম প্রকাশিল যে প্রভু সংসারে ॥
এ কোন বিচিত্র তাঁর হবে ক্ষিতিভার।
কালচক্রে করে যাঁর ব্রহ্মাণ্ড সংসার ॥
জয় জয় প্রাণনাথ জগত-নিবাস।
জয় জয় দেবকী জঠর পরকাশ ॥
জয় যদুবর পারিষদ-প্রাণপতি।
জয় জয় নিজভুজ-নিবারিত-ধর্ম্মঘাতী ॥

---

(১) পাঠান্তর,—"কভো নাহি জানে"।
(২) পাঠান্তর,—"আলাপ গমন"।

জয় জয় চরাচর দুরিত হরণ।
জয় জয় ব্রজপুরী রমণীরমণ॥
জয় জয় প্রমুদিত মুখ-মধুহাস।
জয় ব্রজপুরবধূ কাম-পরকাশ॥
পরাপর গতি (১) হরি পুরুষপুরাণ।
যুগে যুগে নিজভক্ত করে পরিত্রাণ॥ (২)
প্রকটিত লীলাতনু দিব্যরূপ ধরে।
কর্ম্মজাল-দহন বিচিত্র কর্ম্ম করে॥ (৩)

(১) পাঠান্তর,—"পরাৎপর পর",
অপরঞ্চ "পরাপর-পর।"
(২) পাঠান্তর,—
"যুগে যুগে নিজধর্ম্ম করে পরিত্রাণ।"
(৩) পাঠান্তর,—
"প্রকট পরমানন্দ দিব্যরূপ ধর।
নবজলধর হেন বিচিত্র কলেবর।"

যে হরি-পদারবিন্দ করিব ভজন।
যে জন কেবল করে শ্রবণ কীর্ত্তন॥
মুকুন্দ শ্রীযুত কথা শ্রবণ করিব॥
স্মরণ চিন্তন করি চরণ ভজিব॥
দুস্তর-দুষ্কৃত-জরা-মরণ হরণ।
কৃষ্ণময় হৈয়া তার বৈকুণ্ঠে গমন॥
রাজ্য পদ পরিহরি ক্ষিতিপতিগণে।
বন পরবেশ করে যাহার কারণে॥
হেন চরণারবিন্দ ভজ সর্ব্বলোক।
হেলে ভব তরিবে খণ্ডিবে দুঃখ শোক॥
শ্রীযুত শ্রীগদাধর চরণ-ভরসা।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস ভাষা॥ (১)

(১) পাঠান্তর,—
"ভাগবত আচার্য্যের আর নাহি আশা।"

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে নবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯০॥
সমাপ্তশ্চায়ং শ্রীদশমঃ স্কন্ধঃ॥

একাদশ স্কন্ধ।

—:০:—

দুরন্ত সংসারসমুদ্রসেতুং সবেদবেদান্তনিতান্তগুহ্যম্।
ভনন্তু সন্তো বিগমার্থমেকাদশং প্রবন্ধ্যে খলু সত্ত্বশুদ্ধৈঃ॥

প্রথম অধ্যায়।

নট-রাগ।

পরীক্ষিত মহামতি ভকত-প্রধান রাজা
শুনে হরি-চরিত রসাল।
একাদশ ভাগবত ভক্তি-জ্ঞান-সমুদিত
কহে শুক ব্যাসের কুমার॥
নিজ পারিষদগণ যদুকুল বলরাম
রিপুদল করিএ সংহার।

অন্যোন্যে কন্দল করি বিরোধ বাঢ়ায় হরি
পৃথিবীর হরিতে গুরুভার॥
কুপাশা খেলন করি কেশাকর্ষণ আদি ধরি
বিবাদ বাঢ়ায় রিপুগণে।
ক্রোধিত করাই হরি পাণ্ডুসুত লক্ষ্য করি
ক্ষিতিভার হরে নারায়ণে॥

আনে হৈতে পরাভব কদাচিত যদু সব
নহিব আমার প্রিয়গণে।
আমার আশ্রয় পদে অশেষ সম্পদপদে
বস্তুজ্ঞান নাহি ত্রিভুবনে॥
মনে অনুমান করি কন্দল বাটায়্যা হরি
বিনাশিয়া চলে নিজ ধামে।
বাঁশে বাঁশে ঘরিষণে অগ্নি যেন জ্বলে বনে
পুন অগ্নি নিভায় সেই বনে॥
সত্যবাদী ভগবান্ হরিব পৃথ্বীর ভার
এই মনে করিয়া নিশ্চয়।
ব্রহ্মশাপ লক্ষ্য করি কুল বিনাশিয়া হরি
তবে কৈল বৈকুণ্ঠ বিজয়॥
অখিল লাবণ্যধাম নিজমূর্ত্তি প্রকটিয়া
হরি নৈল ত্রিলোক লোচনে।
স্মঙরিতে স্মঙরিতে চিত্ত হরিয়া সভার বৃত্ত
হরি নৈল মধুর বচনে॥
দেখায়্যা চরণচিহ্ন হরিয়া লোকের কর্ম্ম
নিল হরি চরণকমলে।
শ্রবণ কীর্ত্তন করি এ লোক তরিব বলি
যশ বিস্তারিলা ক্ষিতিতলে॥
অখিল জগতগুরু এ লোক বুঝাএ ছলে
দেখে লোক অনিত্য সংসার।
যোগ যোগেশ্বর হরি চলিলা বৈকুণ্ঠপুরী
নিজকুল করিয়া সংহার॥
তবে রাজা জিজ্ঞাসিল এ বড় বিস্ময় হৈল
কহ শুক সব বিবরণ।
গুরু-দ্বিজ-সেবারত দানযুত কৃষ্ণগত
চিত্ত বিত্ত সব যদুগণ॥
কেনে ব্রহ্মশাপ হৈল ভেদবুদ্ধি উপজিল
মহাভাগবত যদুকুলে।
রাজার বচন শুনি কহে শুক মহামুনি
শুন রাজা কহিব তোমারে॥
সকল সুন্দর হরি নর কলেবর ধরি
কৈল নানা বিচিত্র বিহার।
করি কুল-সংহারণ নিজপদ-আরোহণ
করি মনে এই যুক্তি সার॥
কলি-কলুষহর পুণ্যকর সুমঙ্গল
কর্ম্ম করি জগতে প্রচার।
মুনিগণ নিয়োজিয়া প্রভাসে দিল পাঠায়্যা
কালরূপে করিতে সংসার॥
বিশ্বামিত্র বামদেব দুর্ব্বাসা অঙ্গিরা ভৃগু
বশিষ্ঠ নারদ মুনিগণে।
ঈশ্বর-আদেশ ধরি পিণ্ডারক তীর্থে রহি
তপ যোগ সাধে সমাধানে॥
কৃষ্ণের কুমারগণে ক্রীড়া করে বনে বনে
তথা গিয়া হৈল্য উপসন্ন।
সাম্ব জাম্ববতীসুত তিরিবেশে বিভূষিয়া
কহে কিছু বিনয় বচনে॥
আসন্নপ্রসবা বধূ চিরদিন গর্ভ ধরে
সাক্ষাতে পুছিতে বাসে লাজ।
কিবা পুত্র কন্যা হৈব আমি সব তে-কারণে
পুছি এই মুনির সমাজ॥
এতেক বচন শুনি ক্রোধ করি সব মুনি
বোলে আরে মন্দমতিগণ।
ভাল জিজ্ঞাসিলে তোরা লোহার মুষল গর্ভে
জনমিব কুলবিনাশন॥
শুনিঞা কুমারগণে ভয়ে চমকিত মনে
বিচারিয়া চাহিল উদরে।
লোহার মুষল দেখি তারা সে মুদিল আঁখি
না জানি কি পরমাদ ফলে॥
মন্দমতি আমি সব হেন মন্দ কর্ম্ম কৈলু
না জানি কি বলে কোন্ জনে।
এতেক বচন বলি চলিলা মুষল লঞা
দিল নিয়া সভা বিদ্যমানে॥
মলিনবদন হই সব বিবরণ কহি
এক পাশে রহে শিশুগণে।
ব্রহ্মশাপ ব্যর্থ নৈব কুলের সংহার হৈব
চিন্তিত লাগিল পুরজনে॥
তবে রাজা উগ্রসেনে আজ্ঞা দিল ভৃত্যগণে
মুষল ঘষিয়া কর ক্ষয়।
ঘষি শিলার উপরে ফেলাহ সাগরজলে
কিছু যেন শেষ নাহি রয়॥
আজ্ঞা পাঞা ভৃত্যগণে সত্বরে মুষল আনে
ঘষিয়া ফেলিল সিন্ধুজলে।
কিছু অবশেষ রৈল ফেলিল সাগরজলে
এক মৎস্য গিলিল সত্বরে॥
সমুদ্রের তীরে তীরে তরঙ্গকল্লোল জলে
জনমিল এরকার বনে।
জালে মৎস্য বন্দী করি কাটি খণ্ড খণ্ড করি
বিকি নৈল মৎস্যঘাতিগণে॥
এক ব্যাধ লোহাখানি, মৎস্যের উদরে পাইল,
তাহা দিয়া নিরমিল শর।
কালরূপ ধরে হরি জানেন্ত সকল তত্ত্ব
তভু কিছু না কৈল ঈশ্বর॥

যদি প্রভু ইচ্ছা করে লীলায় খণ্ডিত পারে
ব্রহ্মশাপ না করিলা দূর।
কুল—বিনাশন করি পৃথিবীর ভার হরি
আপনে চলিলা নিজপুর॥

ধীরশিরোমণি শ্রীল গদাধর-পদ জানি
ভাগবত-আচার্য্যের এ বাণী।
কৃষ্ণগুণ-সমুদিত একাদশ ভাগবত
শুন কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী॥

ইতি শ্রীভাগবতে একাদশস্কন্ধে কৃষ্ণপ্রেম
তরঙ্গিণী প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সিন্ধু রাগ।

মুনি বলে শুন রাজা অদভুত বাণী।
কহিব দ্বারকাপুরী-অপূর্ব্ব কাহিনী॥
কৃষ্ণ-মহাভুজদণ্ড সদত গোপিতা॥
প্রভুর দ্বারকাপুরী ভুবন বন্দিতা।
নিরবধি তাহাতে নারদ মুনি বৈসে।
কৃষ্ণপদ-উপাসনা করে ভক্তিরসে॥
কে হেন বন্দিত আছে নর কলেবরে।
মুকুন্দ-পদারবিন্দে ভক্তি পরিহরে॥
সব ঠাঞি আছে মৃত্যু কোথাহ না ঘুচে।
যে হেন জানহে সে কি গোবিন্দ না ভজে॥
শঙ্কর বিরিঞ্চি যার করে উপসনা।
হেন প্রভুর চরণ না ভজে কোন্ জনা॥
এক দিন গেলা মুনি বসুদেব ঘরে।
নারদে দেখিয়া তিঁহো উঠিলা সত্বরে॥
পদ্য অর্ঘ্য দিয়া কৈল চরণ-বন্দন।
আসনে বসাঞা তবে করে নিবেদন॥
ভাগ্যে মোর ঘরে তুমি কৈলে আগমন।
লোক-পরিত্রাণ হেতু কর পর্য্যটন॥
পিতা-মাতা-আগমনে পুত্রের কল্যাণ।
ভক্ত আগমনে যেন লোক পরিত্রাণ॥
সুখ হেতু দুঃখ হেতু দেবের চরিত।
সুখ বিনে সাধুজনে নহে বিপরীত॥
তুমি-সব জন মহাভকত প্রধান।
তুমি সব জীবমাত্র কর পরিত্রাণ
যেরূপে (১) যে দেব ভজে ভক্তি সেবা করে।
সে দেব তাহারে ভজে সেবা (২) অনুসারে॥

ছায়াবত দেবগণ কর্ম্মের কিঙ্কর।
যার যত কর্ম্ম তারে দেই তত ফল॥
ভকত জনের কভু নাহি নিজ পর।
বিশেষে সকল জন এ দীনবৎসল॥
যদ্যপি সকল সিদ্ধি হৈল আগমনে।
তথাপি বৈষ্ণব ধর্ম্ম পুছিব চরণে॥
ভাগবত ধর্ম্ম তুমি কহ তপোধন।
যাহার শ্রবণে সব দুঃখবিমোচন॥
পুরুবে পূজিল আমি পুরুষ পুরাণ।
মুক্তি না মাগিল আমি হৈয়া পুত্রকাম॥
সম্প্রতি যেরূপে মোর ঘুচে ভবতম।
এ ঘোর সংসারদুঃখ আর যেন নয়॥
হেন উপদেশ মোরে দেহ যোগেশ্বর।
তবে দেবঋষি তাঁরে দিলেন উত্তর॥
ভাল বসুদেব তুমি করিলে জিজ্ঞাসা।
ভাগবত-ধর্ম্ম তুমি করিলে প্রত্যাশা (১)॥
ভাগবত-ধর্ম্ম যেবা শুনয়ে শ্রবণে॥
আদরে মোদন কিবা করয়ে চিন্তনে॥
দেব-বিপ্রদ্রোহী কিবা চণ্ডাল পতিত।
সেইক্ষণে হরে তার অশেষ দুরিত॥
ধন্য বসুদেব তুমি পরম কল্যাণ।
স্মরণ করাইলে আজি দেব ভগবান্॥
শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ আজি করাইলে মোরে।
শ্রবণ কীর্ত্তন যার সর্ব্বপাপ হরে॥
কহিব তোমারে ইতিহাস পুরাতন।
নবঋষি-নিমিরাজা সংবাদ কথন॥

(১) পাঠান্তর—"যে পুন"।
(২) পাঠান্তর—"সেই"।

(১) পাঠান্তর —"প্রশংসা"।

স্বায়ম্ভুব মনু-পুত্র প্রিয়ব্রত নামে।
অগ্নীধ্র কুমার তার বিদিত ভুবনে॥
তার পুত্র নাভি তার ঋষভ কুমার।
ধর্ম্ম বুঝাইতে বিষ্ণু অংশে অবতার॥
একশত পুত্র তার বেদবিদাম্বর।
ভরত সবার জ্যেষ্ঠ ধর্ম্ম কলেবর॥
হরিপরায়ণ তিঁহো বিদিত ভুবনে।
ভারতবর্ষ নাম হৈল যার নামে॥
রাজ্যভোগ করি তিঁহো রাজ্য পরিহরি।
বনে গিয়া তপ করি আরাধিল হরি॥
তিন জন্মে হৈল তার বিষ্ণুপদে গতি।
নব পুত্র হৈল তার নবদ্বীপপতি॥
একাশী তনয় তার কর্ম্মপরায়ণ।
কর্ম্মপথে হৈল তারা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ॥
নব পুত্র হৈল তারা মহাযোগেশ্বর।
আত্মবিত্তাবিশারদ মুনি দিগম্বর॥
কবি হবি অন্তরীক্ষ এ তিন তনয়।
প্রবুদ্ধ পিপ্পলায়ন দুই মহাশয়॥
অপাবির্হোত্র দ্রুমিল চমস তিন জন।
কনিষ্ঠ তনয় তাথে এ করভাজন॥
এই নব যোগেশ্বর মুনির প্রধান।
সর্ব্বজীবে বৈসে হাঁর সর্ব্বত্র সমান॥
জ্ঞানচক্ষে এই মাত্র দেখে নিরন্তর।
অব্যাহত ইষ্টগতি নব সহোদর॥
সুর সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ নাগ।
সর্ব্বলোকে ভ্রমে নব ঋষি মহাভাগ॥
শিবলোকে-ব্রহ্মলোক গোলোকে সঞ্চার।
চৌদ্দভুবন ভ্রমে এ নব কুমার॥
নিমিরাজা যজ্ঞ করে বিদেহ নগরে।
নব ঋষি গেলা তথা হেন অবসরে॥
যজ্ঞঘরে যজ্ঞ করে মহাঋষিগণ।
নব ঋষি গিয়া তথা হৈলা উপসন্ন॥
সূর্য্যসময় পরকাশ দীপ্ত কলেবর।
তা-সভা দেখিয়া রাজা উঠিলা সত্বর॥
কুণ্ডে হৈতে আগুনি উঠিল দ্বিজগণ।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাজা পূজিলা চরণ॥
প্রণাম করিয়া রাজা বসাইল আসনে।
করজোড়ে পুছে তবে বিনয় বচনে॥
তুমি-সব সাক্ষাৎ কৃষ্ণের অনুচর।
লোক-পরিত্রাণ-হেতু ভ্রম নিরন্তর॥
একেত দুর্ল্লভ বলি মানুষ শরীর।
ক্ষণেকে ভঙ্গুর যেন তড়িত অস্থির॥

তাহাতে দুর্ল্লভ কৃষ্ণপ্রিয়-দরশন।
একান্ত কুশল-পথ পুছি তে-কারণ॥
তিলেক সৎসঙ্গ হয় কোনহ প্রকারে।
সেই মহানিধি-লাভ মানিল সংসারে॥
মুঞি যদি শুনিবারে হও যোগ্য পাত্র।
তবে সভে ভাগবত-ধর্ম্ম কহ মাত্র॥
কেহ যদি কৃষ্ণ ভজে স্বধর্ম্ম আচরি।
আপনাকে দিএ তার বশ হয় হরি॥
নিমির বচন শুনি মহামুনিগণে।
প্রশংসিয়া বোলে রাজা শুন সাবধানে।
কবি বোলে আমি মাত্র এই সবে বুঝি।
যেন-তেনে মতে কৃষ্ণপদযুগ ভজি॥
সবে ওই পাদপদ্ম অভয়-কল্যাণ।
মহাভয়-বিনাশন দুঃখ-পরিত্রাণ॥
দেহ গেহ সুত দার অসত্য ধেয়ানে।
চিত্তগত উদবেগ বাঢ়ে দিনে দিনে॥
এক চিত্ত হয় কত নানা পরকারে।
অভয়চরণ সভে দুঃখ প্রতিকারে॥
যত যত উপায় কহিলা নারায়ণে।
মূর্খজন-পরিত্রাণ হয় যাহা হনে॥
সেই ভাগবত-ধর্ম্ম জানিহ নিশ্চয়।
যাহা হৈতে কৃষ্ণ পাই কহিল নির্ণয়॥
যে ধর্ম্ম আশ্রয় কৈলে নহে পরমাদ।
যে ধর্ম্মে থাকিলে কিছু নহে বিঘ্নপাত॥
এ ধর্ম্ম আশ্রয় করি মুদিত নয়নে।
সুপথ তেজিয়া করে কুপথে গমনে॥
শ্রুতি স্মৃতি দুই শাস্ত্র বিপ্রের লোচন।
এক না থাকিলে বুলি কাণা এ ব্রাহ্মণ॥
দুই না থাকিলে অন্ধ বুলিএ তাহারে।
হেন বিপ্র হয় যদি তথাপি না পড়ে॥
হেন ভাগবত-ধর্ম্ম ঈশ্বরের বাণী।
ইহাতে সংশয় বুদ্ধি করে কেহো জানি॥
যে যে কর্ম্ম করে যেবা কায়-মন-চিত্তে।
সহজ স্বভাবে কিবা করে বুদ্ধিগতে
সকল ইন্দ্রিয়গণ-বাক্য-অহঙ্কারে।
লৌকিক বৈদিক কর্ম্ম যেবা যত করে॥
সকল করিব জীব কৃষ্ণে সমর্পণ।
ঈশ্বরে কহিল এই ভাগবত-ধর্ম্ম॥
ঈশ্বর ভজিলে কিবা আছে প্রয়োজন।
জ্ঞান হৈলে হয় সব বিপদ-খণ্ডন॥
হেন যদি বল রাজা কহিব তোমারে।
কৃষ্ণ না ভজিলে কেহো সংসার না তরে॥

ঈশ্বরবিমুখ জনে হয় দেবমায়া।
ভুক্তি মুক্তি ভেদবুদ্ধি করে দেহ পাঞা॥
তাথে শত্রু মিত্র হয় এ সব কল্পনা।
তবে শোক দুঃখ ভয় অশেষ ভাবনা॥
মুক্তি দেহ হেন হয় বুদ্ধিবিপর্য্যয়।
তে-কারণে হয় তার নানা দুঃখ ভয়॥
যাহার মায়ায় হয় এত বিড়ম্বন।
এ বোল বুঝিয়া কৃষ্ণ ভজে বুধজন॥
গুরু সে ঈশ্বর আত্মা করএ ভাবনা।
কৃষ্ণ গুরু এক করি করে উপাসনা॥
দুই হেন বস্তু নাহি বিচার করিতে।
যেন স্বপ্নে মনোরথ মিলএ ভাবিতে॥
এ সব সকল দেখ মনের বিলাস।
মন নিরোধিলে সব ভয় যায় নাশ॥
এ সব দুর্গম পথ ভজন শকতি।
তে-কারণে কহি রাজা সুগম ভকতি।
কৃষ্ণের মঙ্গল কর্ম্ম জনম চরিত।
শুনিব শ্রবণ ভরি যে হয় পণ্ডিত॥
উচ্চস্বরে নাম গুণ করিব কীর্ত্তন।
লাজ ভয় পরিহরি করে পর্য্যটন॥
মনের আসক্তি ছাড়ি রহে যথা তথা।
সে জন বৈষ্ণব রাজা জানহ সর্ব্বথা॥
শ্রবণ কীর্ত্তন ব্রত সংকল্প যাহার।
শ্রবণ কীর্ত্তনে চিত্ত দ্রবয়ে তাহার॥
উচ্চস্বরে হাসে ক্ষেণে করয়ে রোদন।
উচ্চস্বরে গায় ক্ষেণে ঘন গরজন॥
উনমত্তবত নাচে লোকবাহ্য হৈয়া।
লোক বেদ লাজ ভয় সব তেয়াগিয়া॥
আকাশ পবন বহ্নি মহী জ্যোতি জল।
নদনদী তরুগণ পর্ব্বত সাগর॥
সকল কৃষ্ণের তনু জানিব গেয়ানে।
প্রণাম করিব সব বিনয় বচনে॥ (১)
যদি বল বহু জন্ম তপযোগ করি।
এমত দুর্লভ জ্ঞান লভিতে না পারি॥
কেবল কীর্ত্তন মাত্রে হেন দিব্য জ্ঞান।
এক জন্মে হয় এত না হয় প্রমাণ॥
হেন যদি বোল রাজা কহিব মরমে।
ভজিতে থাকুক মাত্র শ্রবণ কীর্ত্তনে॥
ভক্তিযোগ অনুগত তত্ত্বজ্ঞান স্ফুরে।
বিষয়-বৈরাগ্য তিন বাঢ়ে এককালে॥

(১) পাঠান্তর,—"বিধানে"।

ভোজন করিতে যেন গরাসে গরাসে।
তুষ্টি পুষ্টি হয় যেন ক্ষুধাও বিনাশে॥
এইরূপে কৃষ্ণপদ ভজিতে ভজিতে।
ভকতি বৈরাগ্য হয় ভকতি সাধিতে॥
অনুভব তত্ত্বজ্ঞান করয়ে উদয়।
তবে শান্তিরস পাঞা শান্ত হৈয়া রয়॥
নিমি রাজা বলে শুন মহাযোগিগণ।
কিরূপ ভক্তের চিহ্ন কি তাঁর লক্ষণ॥
কি বোলে কি করে তারা কি ধর্ম্ম আচার।
হরি বোলে শুন রাজা কহিএ তোমারে॥
সর্ব্বভূতে আত্মভাব এক নারায়ণ।
সব ভগবানে বৈসে দেখয়ে যে জন॥ (১)
ভাগবতোত্তম এই জানিহ নিশ্চয়।
ভকত মধ্যম তবে করিব নির্ণয়॥
ঈশ্বরে করয়ে প্রেম ভকতে মৈত্রতা।
দীন হীন জনে কৃপা বিপক্ষে ত্যাগিতা॥
এই সে জানিহ রাজা ভকত মধ্যম।
প্রাকৃত ভক্তের শুন কহিএ লক্ষণ॥
প্রতিমাতে পূজে কৃষ্ণ শ্রদ্ধা ভক্তি করি।
ভক্তজন না পূজে ঈশ্বর বুদ্ধি ধরি॥
প্রাকৃত ভকত তাথে জানিব বিদিতে।
ত্রিবিধ ভকত রাজা কহিল সাক্ষাতে॥
দেহমাত্র কেবল বিষয় ভোগ করে।
হিংসা দ্বেষ অহঙ্কার আকাঙ্ক্ষা না ধরে॥
দেখিব ঈশ্বরে মায়া এ তিন ভুবন।
এই সে উত্তম ভাগবতের লক্ষণ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা দুঃখ ভয় জনম মরণ।
এ সব সংসার-ধর্ম্ম দেহের কারণ॥
এ সতে মোহিত যেবা নহে অতিশয়।
হরির স্মরণে হয় আনন্দ উদয়॥
সেই সে জানিবে নিমি ভকত-প্রধান।
তবে আর কহি রাজা কর অবধান॥
যার চিত্তে বাম কর্ম্ম (২) না উঠে বাসনা।
ঈশ্বর আশ্রয় মাত্র করয়ে যে জনা॥
ভকতউত্তম তারে জানিহ লক্ষণে।
জন্মকর্ম্মে চিত্তে যার নাহি অভিমানে॥

---

(১) পাঠান্তর,—
"সর্ব্বভূতে সত্য বৈসে এক নারায়ণ।
সর্ব্ব নারায়ণে বৈসে দেখে যেই জন।"
(২) পাঠান্তর,—"কাম ক্রোধ।"

জাতিকুলে বর্ণধর্ম্মে নাহি অহঙ্কার।
ভকত উত্তম এই লক্ষণ তাহার॥
নিজ-পর-বুদ্ধি যার নহে দেহ গেহে।
সুতবিত্ত পেয়ে যার ভেদবুদ্ধি নহে॥
সর্ব্বজীবে সমবুদ্ধি শান্তরস ধরে।
ভকত উত্তম তাখে জানিবে সংসারে॥
এ তিন ভুবন রাজ্যপদ অধিকার।
তভু কৃষ্ণস্মৃতিভঙ্গ না হয় যাহার॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রগণ চিন্তিতে না পায়।
শঙ্কর বিরিঞ্চি আদি ধ্যানেতে ধিয়ায়॥
হেন চরণারবিন্দ তিলেক না ছাড়ে।
লব নিমিখের আধ যে জন না চলে॥
এই সে লক্ষণ রাজা মহাভাগবতে।
বৈষ্ণব লক্ষণ এই কহিল সাক্ষাতে॥
কৃষ্ণচরণারবিন্দ পল্লববিলাস।
নখমণি-বিরাজিত চন্দ্রিকা প্রকাশ॥
হৃদিগত তাপ সব হয় বিমোচন।
পুনরপি নহে তার তাপ উতপন॥
সূর্য্যতাপ হরয়ে উদিত শশধরে।
ভক্তের না রহে তাপ হৃদয়কমলে॥
যেন-তেন-মতে ধরে হৃদয়পঙ্কজে।
তথাপি গোবিন্দ তার হৃদয় না তেজে॥
হৃদয়ে চিন্তিলে ঘোর এ সংসার তরে।
হেন কৃষ্ণে প্রেমপাশে যে বান্ধিতে পারে॥
সেই মহাভাগবত ভকত সত্তম।
কহিল ত্রিবিধ নিমি বৈষ্ণবলক্ষণ॥
ভক্তিরস-সুধাসিন্ধু গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২॥

তৃতীয় অধ্যায়।

ধানশী রাগ।

নিমি বলে বিষ্ণুমায়া জগতমোহিনী।
কিরূপ বৈষ্ণবীমায়া কোন্ মতে জানি॥
বিষ্ণুমায়া কহ মোরে মহামুনিগণে।
তৃপ্তি নাহি হয় হরি কথামৃত পানে॥
এ ঘোর সংসারতাপে মুক্তি সে তাপিত।
দান দেহ হরিকথা বচন-অমৃত॥
অন্তরীক্ষ বলে রাজা শুন সাবধানে।
বিষ্ণুমায়া কহিব কিঞ্চিৎ সমাধানে॥
আদিপুরুষ হরি কারণ স্বরূপে।
চরাচর শরীর সৃজিলা নানারূপে॥
শক্তি পরকাশ করি সৃজয়ে কারণ।
কারণে করয়ে হরি জগৎ সৃজন॥
জীবের বিষয়ভোগ মুকতি কারণে।
সৃষ্টি করে নারায়ণ বিবিধ বিধানে॥
মায়ায় করিয়া হরি জগৎ নির্ম্মাণ।
প্রবেশ করয়ে তাহে এক ভগবান॥
অন্তর্যামিরূপে হরি ভুঞ্জয়ে ভুঞ্জায়।
কর্ত্তা নহে ভোক্তা নহে করয়ে করায়॥
ইন্দ্রিয় বিষয় ভুঞ্জে ঈশ্বরযোজিত।
আপনাতে অহঙ্কার করে কুপণ্ডিত॥
এই সে কারণে জীব শরীর বন্ধনে।
মুঞি কর্ত্তা ভোক্তা করি আপনাতে মানে॥
দেহযোগে শুভাশুভ নানা কর্ম্ম করে।
সুখ দুঃখ ফল ভুঞ্জে নানা কলেবরে॥
যাবত পর্য্যন্ত হয় উতপতি-প্রলয়।
তাবত জনম-মৃত্যু সুখ দুখ হয়॥
এইরূপে ভ্রমে লোক এ ঘোর সংসারে।
সুখ-দুখ-কর্ম্মফল ভুঞ্জে নিরন্তরে॥
ঈশ্বর নির্গুণ নিরাধার নিরালম্ব।
সুখময় রসসিন্ধু নিত্য সুখানন্দ॥
প্রলয় সময় আসি মিলয়ে যখনে।
অনাদি নিধান কালে সংহরে তখনে॥
অনাবৃষ্টি হয় তবে শতেক বৎসর।
তিন লোক দহিব প্রচণ্ড দিবাকর॥
অনন্তের মুখে হৈতে আগুনি উঠিব।
পাতাল পর্য্যন্ত লোক সকল দহিব॥

তবে মেঘগণ হৈব সম্বর্ত্তক নামে।
শতেক বৎসর করে ধারা বরিষণে॥
গজশুণ্ড হয় যেন ধারা বরিষণ।
বিরাট পুরুষ তবে তেজি ত্রিভুবন॥
ব্রহ্মে পরবেশ করে বিরাট ঈশ্বর।
কারণে কারণ গিয়া মিলয়ে সকল॥
সকল ত্রিগুণ অহঙ্কারে পরবেশে।
অহঙ্কারের প্রলয় হয় অবশেষে॥
সকল প্রবেশ করে প্রকৃতি ভিতরে।
প্রকৃতি প্রবেশ গিয়া করে মহেশ্বরে॥
এই বিষ্ণুমায়া রাজা জগতমোহিনী।
কহিল তোমারে সৃষ্টি সংহার-কাহিনী॥
আর কি জিজ্ঞাস এবে কহ ক্ষিতিপতি।
তবে নিমি রাজা বলে করিয়া বিনতি॥
কিরূপে ঈশ্বর মায়া মন্দমতি জনে।
তরিব উপায় তার কহিবে এখনে॥
রাজার বচন শুনি প্রবুদ্ধ সুধীর।
কহিতে লাগিলা মনে যুক্তি করি স্থির॥
সুখের উৎপন্নে হয় দুঃখ-বিনাশনে।
কর্ম্ম করে গৃহী লোক এই সে কারণে॥
তিরি সঙ্গে গৃহবাসীর দুঃখমাত্র সার।
দুঃখ বিনে পরিণামে কিছু নাহি আর॥
মৃত্যু-হেতু ধনমাত্র দুর্লভ ঘটনে।
দুঃখময় ধনে কিছু নাহি প্রয়োজনে॥
পশু ভৃত্য গৃহ দার বিজুরি চঞ্চল।
যতনে সাধিলে তাথে আছে কিবা ফল॥
ইহলোক পরলোক সকল বিনাশী।
দুঃখমাত্র সার যদি হয় গৃহবাসী॥
মদ মান হিংসা মাত্র হয় গৃহবাসে।
পুন নিপাতন হয় কর্ম্মফল-নাশে॥
এ বোল বুঝিয়া গুরু করিয়া আশ্রয়।
ভজিব উত্তম গুরু করিয়া নির্ণয়॥
শব্দব্রহ্ম পরব্রহ্ম দুহেঁ সুপণ্ডিত।
শান্তি দান্ত ভক্তি যাগযুত পরহিত॥
হেন গুরু ভাজব কপট পরিহরি।
শিখিব বৈষ্ণব ধর্ম্ম গুরুসেবা করি॥
প্রথমে শিখিব পরিবার-প্রেম-ভঙ্গ।
মনে করি না করিব কার সনে সঙ্গ॥
সাধুসঙ্গ সাধুসেবা দয়া সর্বজনে।
যথাযোগ্য প্রেম মৈত্রী শিখিব যতনে॥
ত্যাগ তপ শৌচ মৌন বেদ-অভ্যাসন।
শম দম ব্রহ্মচর্য্য কপট বর্জ্জন॥

সর্ব্বত্র ঈশ্বর দৃষ্টি মনে উদাসীন।
সর্ব্বত্র থাকিব কারো নৈব মর্ম্ম ভিন॥
গৃহারম্ভ পরিত্যাগী থাকিব বিরলে।
যেন তেন মতে তুষ্ট থাকিব কুশলে॥
শ্রীভাগবত শাস্ত্র করিব অভ্যাস।
অন্য শাস্ত্র-নিন্দা না করিব পরকাশ॥
বাক্য-মন-দমন শিখিব কর্ম্মদণ্ড।
সত্য বাণী শিক্ষা নৈব বর্জ্জিত পাষণ্ড॥
কৃষ্ণ নাম গুণ কর্ম্ম শ্রবণ কীর্ত্তন।
সর্ব্বকর্ম্ম কেশবে করিব সমর্পণ॥
যজ্ঞ দান তপ যোগ স্বধর্ম্ম আচার।
প্রিয় হেন বস্তু যদি মানে আপনার॥
সুত দার গৃহে প্রাণ কৃষ্ণে সমর্পিব।
সব নিবেদন করি উদাসীন হৈব॥
কৃষ্ণনাথজনে জীব সাধিব পীরিতি (১)।
সাধুজন-পরিচর্য্যা শিখিব ভকতি॥
অন্যোন্যে করিব কৃষ্ণ-চরিত্র-কথন।
তুষ্টি রতি শিখিব বৈষ্ণব-সম্ভাষণ॥
স্মঙরিব স্মঙরাইব কৃষ্ণের চরিত্র।
কৃষ্ণ নাম লওয়াইব জগত পবিত্র॥
ভকতি সাধিতে ভক্তি হয় উতপতি।
পুলকিত তনু ধরে যেন উনমতি॥
ক্ষেণে কান্দে কৃষ্ণগুণ করিয়ে চিন্তন।
ক্ষেণে হাসে ক্ষেণে নাচে ক্ষেণে গরজন॥
ক্ষেণে গায় ক্ষেণে বোলে অলৌকিক বাণী
ক্ষণে নিশবদে রহে কৃষ্ণগুণ শুনি॥
এই নানা ভাগবত-ধর্ম্ম শিক্ষা করি।
গুরু আরাধিয়া কৃষ্ণে চিত্তবৃত্তি ধরি॥
তবে জীব হয় নারায়ণপরায়ণ।
তবে হয় বিষ্ণুমায় অবিদ্যা খণ্ডন॥
রাজা বলে নিবেদন করিয়ে চরণে।
নারায়ণ-তত্ত্ব মোরে কহ মুনিগণে॥
পুরুষ পুরাণ ব্রহ্ম এক নারায়ণ।
কৃপা করি তাঁর তত্ত্ব করাহ শ্রবণ॥ (২)
শুনিঞা পিপ্পলায়ন বোলে নরেশ্বর।
নারায়ণ তত্ত্ব শুন আমার গোচর॥

(১) পাঠান্তর,—
"জন সনে করিব পীরিতি"।
(২) পাঠান্তর —
"নারায়ণ-তত্ত্ব মোরে কহ যোগিগণ"।

যাহা হৈতে উৎপত্তি প্রলয় পালন।
যাহা হৈতে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ঘটন॥
তিন কালে সত্য যার নাহি শক্তি-ভঙ্গ।
সর্ব্বজীবে বৈসে নাহি কারো সহে সঙ্গ॥
বুদ্ধি মন প্রাণ যার শক্তিবলে চলে।
সেই নারায়ণ রাজা কহিল তোমারে॥
মন বচনের নাহি যাহাতে প্রবেশ।
না দেখে ইন্দ্রিয়গণে নাহি গুণলেশ॥
মন বুদ্ধি প্রাণ যাহা হৈতে উপাদান।
সেই মন বুদ্ধি তার নহে সন্নিধান॥
আগুনের শিখা যেন উঠয়ে আনলে।
পুন যেন পরবেশ করিতে না পারে॥
কত যায় কত হয় নারায়ণ হৈতে।
কেহ পুন না জানয় নারায়ণতত্ত্বে॥ (১)
শব্দব্রহ্ম বেদ সেহ বুদ্ধি অনুসারে।
নিষেধ করিতে গিয়া রহে যত দূরে॥
সেই ব্রহ্ম সভে এই করে নিরূপণ।
নহে তত্ত্ব অবধারি কহিতে ভাজন॥
এক ব্রহ্ম সভে মাত্র আছিল প্রথমে।
ত্রিগুণ প্রকৃতি জনমিল যাহা হনে॥
তবে সূত্রে জনমিল মহৎ উদয়।
তবে জীব জনমিল জ্ঞান-কর্ম্মময়॥
এক ব্রহ্ম নানা শক্তি করে পরকাশ।
বহুরূপে করে ব্রহ্ম আনন্দ বিলাস॥
যদি বল এক হৈয়া বহুরূপ ধরে।
তবে ব্রহ্ম বদ্ধ কেন না হয় সংসারে॥
হেন যদি বল রাজা শুন সমাধান।
না হয় না মরে ব্রহ্ম নিত্য ভগবান্॥
না টুটে না বাঢ়ে ব্রহ্ম ছোট বড় নয়।
এক ব্রহ্ম উপাধিবর্জ্জিত সুখময়॥
এক ব্রহ্ম আছে মাত্র সভে এই লখি।
মনের কল্পিত সব যত নানা দেখি॥ (২)
কীট পতঙ্গ তরু তৃণ আদি করি।
সব ঠাঞি বৈসে আত্মা সব রূপ ধরি॥

এইরূপে করি মাত্র ঈশ্বর নির্ণয়।
আত্মা বিনে দেখি শুনি কিছু সত্য নয়॥ (১)
কৃষ্ণচরণারবিন্দ কৃপা যদি হয়।
তবে তার ভক্তিযোগ করএ উদয়॥
তবে যদি চিত্তগত তম যায় নাশ।
নিরমল চিত্তে হয় ব্রহ্ম পরকাশ॥
এতেক বচন শুনি নিমি নরেশ্বর।
কর্ম্মযোগ জিজ্ঞাসিল মুনির গোচর॥
কর্ম্মযোগ কহ মোরে মহাযোগিগণ।
যাহা হৈতে হয় সর্ব্ব কর্ম্ম-বিমোচন॥
কর্ম্মে কর্ম্ম বিনাশিয়া কৃষ্ণপদে চলে।
হেন কর্ম্মযোগ তুমি কহিবে আমারে॥
ইহা জিজ্ঞাসিলু আমি বাপ-বিদ্যমানে।
উত্তর না দিলা সনকাদি কি কারণে॥
কহিবে কারণ তার মহাযোগেশ্বর।
আবির্হোত্র দিল তবে তাহার উত্তর॥
কর্ম্মাকর্ম্ম বিকর্ম্ম এই তিন দেববাণী।
সাক্ষাত ঈশ্বর বেদ কহে সর্ব্বমুনি॥
তে-কারণে বেদবিমোহিত সর্ব্বজন।
বেদ বিচারিতে কেহ না জানে মরম॥
পরমুখে বেদবাণী বালক বুঝায়।
কর্ম্ম বিনাশিতে কর্ম্ম লোককে শিখায়॥
ছা(ও)য়ালে না করে যেন ঔষধভক্ষণ।
ঔষধ খাওঞা করে রোগ নিবারণ॥
বেদ-কর্ম্ম উপদেশ মূর্খ দেখি ধরে।
কর্ম্মপথে বেশে মূর্খ নিয়োজিত করে॥
আপনে বিষয়মত্ত মূর্খ আগেয়ান।
যে ধর্ম্ম বুঝায় বেদে না করে যাজন॥
বিকর্ম্মে অধর্ম্ম বাঢে হয় অধোগতি।
মৃত্যুপথে গতাগতি করে মন্দমতি॥
বেদ যে বুঝায় ধর্ম্ম করিব বিচারি।
কৃষ্ণে সমর্পিব ফল পরিত্যাগ করি॥
সেই সে ফুল ত মোক্ষ লভে মহামতি।
শ্রদ্ধা বাঢ়াইতে যত শুনি ফলশ্রুতি॥
শুভকর্ম্মে করাঞা নির্ম্মল মতি করে।
এই সে কারণে বেদ ফলশ্রুতি ধরে॥
যে পুন হৃদয়গ্রন্থি কেলিব ছিণ্ডিয়া।
সে যেন গোবিন্দ ভজে একান্ত হইয়া॥

(১) পাঠান্তর,—
"কত হয় কত যায় নারায়ণ হনে।
নারায়ণ তত্ত্ব পুন কেহ নাহি জানে।"
(২) পাঠান্তর,—
"মনের কল্পনা যত নানা ভেদ দেখি"।

(১) ইহার পর অন্য পুথির অধিক পাঠ,—
"যেই আত্মা সেই কৃষ্ণ হৃদয়ে জানিব।
সেই মুক্ত হবে যেইই ভাব ভাবিব।

গুরু অনুগ্রহ লভি নৈব উপদেশ।
কৃষ্ণমূর্ত্তি করিয়া পূজিব হৃষীকেশ॥
ইংসা অনুরূপ মূর্ত্তি করিয়া প্রকাশ।
ভজিব গোবিন্দমূর্ত্তি করিয়া বিশ্বাস॥
শুদ্ধ কলেবর হই কল্পিব আসন।
সম্মুখে বসিয়া প্রাণ করিব সংযম॥
ভূতশুদ্ধি ন্যাস করি শোধিব শরীর।
রক্ষা বন্ধ করি কৃষ্ণ পূজিব সুধীর॥
প্রতিমাতে পূজি কিবা হৃদয়কমলে।
যথালাভ উপহার ধরিব গোচরে॥
দ্রব্য ভূমি নিজ অঙ্গ করিয়া প্রোক্ষণ।
সকল শোধন করি শোধিব আসন॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া মূর্ত্তি অঙ্গন্যাস করি॥
মূলমন্ত্রে সব দ্রব্য সমর্পণ করি।
অঙ্গ উপাঙ্গ পূজি পারিষদগণ।
মূলমন্ত্রে দিব পাদ্য অর্ঘ্য আচমন॥
গন্ধ মাল্য ধূপ দীপ বসন ভূষণ।
তবে সব উপহার করি নিবেদন॥
বিধিমত পূজা করি পূজিব শ্রীহরি।
স্তুতিপাঠ দণ্ডবত পরণাম করি॥
কৃষ্ণময় হয়্যা পাছে পূজিব ঈশ্বর।
তবে নিবেদিত ধরি শিরের উপর॥
তবে কৃষ্ণ ধরি নিজ হৃদয়কমলে।
নিতি নিতি পূজা করি এই পরকারে॥
জলে কৃষ্ণ পূজি কিবা অনল ভাস্করে।
অতিথে পূজিএ কিবা হৃদয় কমলে॥
এইরূপে কৃষ্ণ যেবা পূজে নিরবধি।
মুক্তিপদ হয়ে তার মিলে সর্ব্বসিদ্ধি॥
ভক্তিরস-গুরু শ্রীগদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩॥

চতুর্থ অধ্যায়।

নিমি রাজা জিজ্ঞাসিলা শুন মুনিগণে।
কোন্ অবতার হরি কৈল কোন্ স্থানে॥
কি কি কর্ম্ম কৈল হরি কি কি অবতারে।
অবতার পুণ্যকথা কহিবে আমারে॥
রাজার বচন শুনি দ্রবিড় সুধীর।
কহিতে লাগিলা মুনি পুলক শরীর॥
যে বোলে কৃষ্ণের গুণ করিব গণনা।
হেন বুদ্ধিহীন শিশু আছে কোন্ জনা॥
পৃথ্বীখান ধূলা করি গণিবারে পারে।
হেন জন থাকে যদি এ মহীমণ্ডলে॥
তভুত কৃষ্ণের গুণ কহনে না যায়।
গণিতে প্রভুর গুণ কেবা অন্ত পায়॥
পঞ্চভূতবিরচিত ব্রহ্মাণ্ড রচিয়া।
নিজ অংশে রহে তাথে প্রবেশ করিয়া॥
বিরাট বিগ্রহ তিঁহো আদি নারায়ণ।
তাঁর দেহে বিরচিত এ তিন ভুবন॥
তাঁহা হৈতে উতপতি পালন সংহার।
আদি কর্ত্তা প্রভু তেঁহো আদি অবতার॥
প্রথমে জন্মিলা ব্রহ্মা রজোগুণ ধরি।
যজ্ঞপতি প্রভু তিঁহো স্থিতি-অধিকারী॥
তমোগুণে রুদ্ররূপে করএ সংহার॥
তিন গুণে ধরে হরি তিন অবতার॥
দক্ষের কুমারী মূর্ত্তি ধর্ম্মের ঘরণী।
তার ঘরে অবতার কৈল চক্রপাণি॥
নর নারায়ণরূপে ঋষিকলেবর।
বদরিকাশ্রমে তপ করেন দুষ্কর॥
আকল্প পর্য্যন্ত তপ মুকতি-লক্ষণ।
বদরিকাশ্রমে তপ করে নারায়ণ॥
মুনিগণ-নিসেবিত চরণযুগল।
দেখিএ তাঁহার তপ চিন্তে পুরন্দর॥ (১)
ইন্দ্রপদ হযে কিবা হরে সুরপুরী।
তপভঙ্গ উঁহার করিব বিঘ্ন করি॥

(১) পাঠান্তর,—
"দেখিয়া তাঁহার তপ চিন্তে পুরন্দর।
অধিকার নিব এই চিন্তিল অন্তর।"

এতেক বচন বলি ইন্দ্র শচীপতি।
তপ ভঙ্গ করিব চিন্তিল মন্দমতি॥
সগণে পাঠায়্যা দিল রতিপতি কাম।
মন্দগতি পবন বসন্ত মূর্ত্তিমান্॥
চলিল অপ্সরাগণ ইন্দ্রের বচনে।
বহু ভাতি নৃত্য করে প্রভু বিদ্যমানে॥
পঞ্চ শরে রতিপতি বিন্ধিল মরমে।
ললিত বসন্ত-বাত কুসুমিত শাখে॥
আদিদেব নারায়ণ জানিল সকল।
তপভঙ্গ করে শচীপতি পুরন্দর॥
হাসিয়া কি বোলে তবে দেব নারায়ণ।
না কর না কর ভয় শুন ইন্দ্রগণ॥
সুখে রহ তুমি সব না করিহ ভয়।
আগমনে ধন্য হৈল সকল আলয়॥
এতেক বচন যদি শুনিল শ্রীহরি।
চরণে পড়িল দণ্ড পরণাম করি॥
শিরে কর ধরি বোলে ভয়ে কম্পমান।
ইন্দ্রগণ বোলে প্রভু করে অবধান॥
এ কোন বিচিত্র প্রভু তুমি অবিকার।
অজ নিরঞ্জন তুমি প্রকৃতির পার॥
আত্মারাম নিকরবন্দিত পাদপদ্ম।
যোগিগণ-হৃদয় কমল নিজ সদ্ম॥
তোমার পদারবিন্দ করিতে সেবন।
দেবকৃত বহু বিঘ্ন হয় উপসন্ন॥
নিজপদ বিলঙ্ঘিয়া উচ্চপদে চলে।
তে-কারণে দেবগণ বহু বিঘ্ন করে॥
অন্য দেব ভজিতে দেবের ক্রোধ নহে।
যজ্ঞভাগ লঞা তারা সুখী হঞা রহে॥
তোমার সেবক নাথ সর্ব্বধর্ম্ম তেজে॥
একান্ত ভকতি করি সভে তোমা ভজে।
আন দেব করিয়া না করে বস্তুজ্ঞান॥
তে-কারণে নানা বিঘ্ন হয় উপাদান॥
তুমি যদি রক্ষা কর নিজ ভৃত্য করি।
যথা তথা রহে বিঘ্ন-শিরে পদ ধরি॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা শীত বাত জরা শোক ভয়।
কাম লোভ আদি সব মহা জ্বালাময়॥
অপার সাগর তরি রসে পদ-জলে।
ক্রোধবশে সেহো ব্যর্থ পুণ্য লোপ করে
এইরূপে ইন্দ্রগণ করে নানা স্তুতি।
হেনকালে নারীগণ অদ্ভুত মূরতি॥
নারায়ণ পরিচর্য্যা করে চারি পাশে।
ইন্দ্রগণ দেখি আঁখি মুদিল তরাসে॥

হরল অঙ্গের গন্ধে ইন্দ্রগণ-চিত্ত।
রূপ দরশনে সভে হৈলা বিমোহিত॥
হাসিয়া কি বোলে তবে নরনারায়ণ।
না কর সম্ভ্রম তোরা শুন দেবগণ॥
আমার সাক্ষাতে দেখ যতেক রমণী।
মাঙ্গিয়া ইহার লেহ কন্যা একখানি॥
এক কন্যা লঞা কর স্বর্গের ভূষণ।
আজ্ঞা শিরে ধরিয়া চলিলা ইন্দ্রগণ॥
প্রণাম করিয়া আজ্ঞা মাগিলা চরণে।
একখানি কন্যা লয়্যা গেল দেবগণে॥
ইন্দ্রের নাচনী সেই অপ্সরা উর্ব্বশী।
সুর সিদ্ধ বিমোহিনী পরম রূপসী॥
হেন কন্যা দিল লঞা ইন্দ্র বিদ্যমানে।
আদি হৈতে কহিল সকল বিবরণে॥
গণমুখে মহিমা শুনিঞা পুরন্দর।
জানিল সাক্ষাতে সেই পরম ঈশ্বর॥
বিস্ময় ভাবিয়া ইন্দ্র রহিলা সম্ভ্রমে।
হংস অবতার রাজা শুন সাবধানে
হংসরূপে আত্মযোগ কৈল উপদেশ।
দত্তাত্রেয় অবতার হরে জড়বেশ॥
সনকাদিরূপে চারি ব্রহ্মার কুমার।
ঋষভ আমার পিতা হংস অবতার॥
হয়গ্রীব অবতারে বেদ উদ্ধারিল।
মধু বধ করিয়া জগত নিস্তারিল॥
পৃথিবী করিয়া নৌকা মৎস্য অবতারে।
বেদ উদ্ধারিলা হরি প্রলয়-সাগরে॥
ধরিয়া বরাহরূপ দশনশিখরে।
পৃথিবী তুলিয়া থুইল জলের উপরে॥
কৌতুকে ধরিয়া প্রভু কূর্ম্ম-কলেবর॥
অমৃত-মথনে পৃষ্ঠে ধরিল মন্দর॥
হরি অবতার করি ভক্তের কারণে।
চক্রে নক্র কাটি কৈল গজেন্দ্র মোক্ষণে॥
যাটি সহস্র মুনি বালিখিল্যগণে।
কশ্যপের যজ্ঞে তারা কাষ্ঠ বহি আনে॥
যাটি সহস্র মুনি বহে একখানি ডালে।
নানা দুঃখে হয় বৎস পদজল পারে॥
বৎসপদ জলে ঋষি মজিল সগণে।
আপনে আসিয়া উদ্ধারিলা নারায়ণে॥
বৃত্রবধে ব্রহ্মবধ ইন্দ্রের হইল।
ইন্দ্র উদ্ধারিয়া দেব পরিত্রাণ কৈল॥
নরসিংহ অবতারে আদি দৈত্য মারি।
দেব উদ্ধারিল হরি অসুর সংহারি॥

অদ্ভুত বামনবেশ দ্বিজ কলেবর।
বলি ছলি নিল হরি পাতাল ভিতর॥
পুনরপি ইন্দ্রে দিল নিজ অধিকার।
লীলা অবতারে কৈল বামন বিহার॥
ভৃগুপতি রামরূপ দিব্য অবতার।
নিঃক্ষত্রিয় কৈল পৃথ্বী তিন-সাতবার॥
রাবণ সংহার কৈল রাম অবতারে।
সীতা উদ্ধারিয়া যশ স্থাপিলা সংসারে॥
বলরাম অবতারে হরিলা ভূভার।
দৈত্য সংহারিয়া থুইল বল চমৎকার॥
বৌদ্ধ অবতারে হরি অসুর মোহিব।
কল্কি অবতারে ম্লেচ্ছকুল বিনাশিব॥
এইরূপে কত কত অনন্ত বিহার।
কতরূপে করে হরি কত অবতার॥
কাহার শকতি তাহা কহিবারে পারে।
কহিল সংক্ষেপে কিছু বুদ্ধি অনুসারে॥
ভক্তিরস-গুরু শ্রীগদাধর জ্ঞান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

নিমি রাজা জিজ্ঞাসিল ভাবিয়া বিস্ময়।
প্রায় হরি না ভজে অনেক দুরাশয়॥
অশান্ত কামুক তার কোন্ গতি হয়।
বিচারিয়া কহ মোরে ঘুচুক সংশয়।
চমস উত্তর দিল রাজার বচনে।
কহিব সকল তত্ত্ব শুন সাবধানে॥
ঈশ্বরের মুখ ভুজ উরু পদ হনে।
চারি বর্ণ আশ্রম জন্মিল তিন গুণে॥
মুখে হৈতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় দুই করে।
উরে বৈশ্য জনমিল শূদ্র পদতলে॥
সে প্রভু সভার পিতা সভার ঈশ্বর।
যে হরি না ভজে সেই পতিত পামর।
অধোগতি চলে যেবা করে অবজ্ঞান।
দূরে হরিকথা যার দূরে হরিনাম॥
স্ত্রী শূদ্র আদি যত নিন্দিত আচার।
তুমি সব তা সভার করিহ উদ্ধার॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রায় শূদ্রজাতি।
কৃষ্ণপদ সন্নিধানে হয় যার স্থিতি॥
কিন্তু বেদবাদী বিপ্র বেদবিদ্যাবলে।
কুলমদে ধনমদে মজে অহঙ্কারে॥
কর্ম্মে সুপণ্ডিত তারা দম্ভভাব ধরে।
মূর্খ হৈয়া পণ্ডিত মানয়ে আপনারে।
চাটুবাণী বোলে তারা সভার ভিতরে।
হাসিয়া হাসিয়া বোলে নানা পরকারে॥
সঙ্কল্প করিয়া কর্ম্ম করে রজোগুণে।
স্বর্গবাস সুখভোগ ধন পুত্র কামে॥
অল্প কর্ম্মে ক্রোধ করে যেন কাল সর্প।
দম্ভমান অহঙ্কার করে নানা দর্প॥
এ সব দুর্জ্জন জন পাপা মতিনাশ।
বৈষ্ণব দেখিয়ে তারা করে উপহাস॥
অন্যোন্যে বোলয়ে মন্দ নানা ভঙ্গী করি।
দেখিয়া বৈষ্ণব জন কটাক্ষে নেহারি॥
স্ত্রী ঘরে স্ত্রীসেবা স্ত্রী সম্ভাষণে।
ব্যর্থ কাল যায় তার অসত্য ধেয়ানে॥
প্রাণ তুষ্টি হেতুমাত্র পশুবধ করে।
দেবতা উদ্দেশ করি শাস্ত্র বলে ছলে॥
বিধিহীন দক্ষিণাবিহীন করে দান।
পশুবধ-পাতক না করে অগেয়ান॥
শ্রীমদে কুলমদে ঐশ্বর্য্যগরবে।
ত্যাগ কর্ম্ম-বিদ্যামদ সম্পদ বৈভবে॥
নানা মদে অন্ধ হৈয়া খলমতি জনে।
সাধুজনে নিন্দা করে কৃষ্ণ অবজ্ঞানে॥
কৃষ্ণ বৈষ্ণবের নিন্দা করে খলমতি।
সর্ব্বনাশ হয় তার হয় অধোগতি
সকলের আত্মা হরি সবার ঈশ্বর।
সর্ব্বভূতে বৈসে হরি না বুঝে পামর॥

না বুঝে পামর যার বেদে গুণ গায়।
যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র যারে ধিয়ানে ধেয়ায়॥ (১)
সদত কুকথা কহে নানা মনোরথে।
তে-কারণে দুষ্টজন ভ্রমে কর্ম্মপথে॥
মদ্যমাংস স্ত্রীসেবা লোকব্যবহার।
বেদে কভু না বুঝায় এ সব আচার॥
এ সব লোকের ধর্ম্ম বেদআজ্ঞা নয়।
ব্যবস্থা করিয়া বেদ করএ নির্ণয়॥
স্ত্রীসেবা করিবে যদি কামে হৈয়া অন্ধ।
বিভা করি তবে যেন করয়ে স্ত্রীসঙ্গ॥
মদ্য মাংস খায় যদি ছাড়িতে না পারে।
যজ্ঞ লক্ষ্য করি যেন পশুবধ করে॥
নহে বা ইহাতে কভু আছে বেদবিধি।
বেদতত্ত্ব না বুঝিয়া বলে পশুবুদ্ধি॥
ধনে কর্ম্ম সাধিব ধনের প্রয়োজন।
ধর্ম্ম হনে তত্ত্বজ্ঞান হয় উতপন্ন॥
দেহ-গেহ-ভরণ-মাত্র করে হেন ধনে।
দুরন্ত দেহের মৃত্যু না দেখে নয়নে॥
মদ্য মাংস খাইব যদি যজ্ঞের বিধানে।
গন্ধমাত্র নৈব যা করিব সুরাপানে॥
পশুবধ করিব কেবল যজ্ঞকালে।
জীবহিংসা কদাচিৎ কেহো জানি করে॥
পুত্র হেতু স্ত্রী সম্ভাষিব বুধজনে।
স্ত্রীসঙ্গ না করিব সুরতি কারণে॥
সর্ব্ব বেদে কহে এই জীবের স্বধর্ম্ম।
অশান্ত দুরন্ত জনে না বুঝে এ মর্ম্ম॥
মূর্খ হঞা আপনাকে পণ্ডিত হেন বলে।
না বুঝিয়া বেদবাণী পশুবধ করে॥
যত পশুবধ করে দেবতা উদ্দেশে।
সেই পশুগণ তাখে খায় অবশেষে॥
যে যাখে হিংসএ তাখে করে সেই হিংসা।
প্রাণিবধ বুধজনে না করে প্রশংসা॥
সভার ঈশ্বর হরি এক ভগবান্।
সর্ব্বভূতে বৈসে হরি সর্ব্বত্র সমান॥
কেবল ঈশ্বরদ্রোহী প্রাণিবধ করে।
প্রেম অনুবন্ধ করি মৃত কলেবরে॥
দুরন্ত পতিত তার হয় অধোগতি।
বিবিধ নরকভোগ করে প্রাণঘাতী॥

মোক্ষগতি যে না বুঝে কিঞ্চিত পণ্ডিত॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মাত্র কেবল বঞ্চিত॥
নানা কর্ম্মে নাহি তার ক্ষণেক বিশ্রাম।
আত্মঘাতী পাপী তার নাহি পরিত্রাণ॥
সেই আত্মঘাতী যার নাহি শান্তি দয়া।
আপনাকে বলে জ্ঞানী জ্ঞানে মুগ্ধ হঞা॥
দৈবে তার কালে হরে সকল বাঞ্ছিত।
এহ লোকে পরলোকে সেই সে বঞ্চিত॥
নানা দুঃখে নিরমিল সুত বিত্ত দার।
পশু ভৃত্য অশেষ সম্পদ পরিবার॥
অন্তকালে যায় পাপী সব পরিহরি।
পাপ পুণ্য দুই মাত্র নিজ সঙ্গে করি।
নরকে মজিয়া পাপী দুঃখভোগ করে।
শ্রীহরি-বিমুখ জনে কভু নাহি তরে॥
তবে রাজা জিজ্ঞাসিল নিমি মতিমান।
কোন্ যুগে কোন্ বর্ণ ধরে ভগবান্॥
কোন্ রূপে কোন যুগে পূজে নরগণে।
কি নাম কি বিধি তার কহিবে এখনে॥
কহে করভাজন রাজার বাণী শুনি।
অবতার-কথা কলি-কলুষঘাতিনী॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারি যুগে।
নানা নাম বর্ণ হরি ধরে নানারূপে॥
নানা বিধি বিধানে পূজয়ে নানা লোকে।
যুগ অবতার রাজা শুন একে একে॥
সত্যযুগে শুক্লবর্ণ শিরে জটাভার।
কৃষ্ণাজিন অক্ষমালা পরে বৃক্ষছাল॥
চারু চতুর্ভুজ দণ্ড কমণ্ডলু ধরে।
শান্ত দান্ত হিংসারত জনে পূজা করে॥
শম দম তপ করি সাধুজনে ভজে।
সমজ্ঞানে মুনিগণে ভক্তিভাবে পূজে॥
বৈকুণ্ঠ সুপর্ণ হংস ধর্ম্ম যোগেশ্বর।
পরমাত্মা পুরুষ ঈশ্বর নিরমল॥
সত্যযুগে ধরে হরি এই সব নাম।
শুক্লবর্ণে অবতার ধরে ভগবান্॥
ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ চারি ভুজ ধরে।
কনক বরণ কেশ স্রুক্ স্রুব করে॥
কুশের মেখলা ধরে যজ্ঞ কলেবর।
সর্ব্বদেবময় হরি ভুবন ঈশ্বর॥
বেদবাদী কর্ম্মপর ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ।
বেদবিদ্যাময় যজ্ঞে পূজিল তখন॥
বিষ্ণু যজ্ঞ পৃশ্নিগর্ভ সর্ব্বদেব নামে।
উরুক্রম বৃষাকপি বোলে সর্ব্বজনে॥

---

(১) পাঠান্তর,—
যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র যাকে ধেয়ানে না পায়।"

দ্বাপর যুগেতে হরি শ্যাম কলেবরে।
পীতবাস পরিধান নিজ অঙ্গ ধরে॥
শ্রীবৎস কৌস্তুভ আদি লক্ষণে লক্ষিত।
মহারাজ রাজেশ্বর ভুবনপূজিত॥
তত্ত্বজ্ঞানিগণে হরি তন্ত্রে মন্ত্রে পুজে।
সর্ব্বদেবময় হরি সর্ব্বভাবে ভজে॥
নমো বাসুদেব নমো দেব সঙ্কর্ষণ।
প্রদ্যুম্নায় নমো অনিরুদ্ধ নারায়ণ॥
নমো বিশ্বেশ্বর বিশ্বময় বিশ্বপতি।
নমো মহাপুরুষ ঈশ্বর সর্ব্বগতি॥
এইরূপে স্তুতি কৈল দ্বাপরের যুগে।
নানা তন্ত্রবিধানে পূজিল তিন লোকে।
কলিযুগ-অবতার শুন সাবধানে॥
কলিযুগে কেবল ভজিব সঙ্কীর্ত্তনে॥
কৃষ্ণপদে কৃষ্ণ বলি বর্ণপদে নাম।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম জানিব বিধান॥
ত্বিষা কৃষ্ণ অকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ নিজ ধাম।
গৌরচন্দ্র অবতার বিদিত বাখান॥
অঙ্গ উপাঙ্গ অস্ত্র পারিষদ সঙ্গে।
গৌরচন্দ্র অবতার নৃত্য-রস রঙ্গে (১)॥
যুগধর্ম্ম সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ লক্ষ্য করি।
বিচারিয়া সুপণ্ডিত ভজয়ে শ্রীহরি॥
কৃষ্ণ অবতার যদি বলি কলিযুগে।
তবে পূর্ব্বাপর গ্রন্থে বিরোধ না ভাজে॥
তে-কারণে বুধজনে মোর পরিহার।
দোষ দিহ পূর্ব্বাপর করিএ বিচার॥
ধ্যানগম্য অনুভব-লভ্য তীর্থপদ (২)।
সকল অভীষ্টদাতা অখিল সম্পদ॥
শঙ্কর বিরিঞ্চি করে সদত ধেয়ান।
নিজ ভৃত্য-আর্ত্তিহর প্রণত-পালন॥
ভবসিন্ধু তরণী ভকত-সুখানন্দ।
বন্দো মহাপুরুষ তোমার পদদ্বন্দ্ব॥
ইন্দ্র আদি দেব যারে ধ্যানে বাঞ্ছা করে।
হেন রাজলক্ষ্মী হরি দূরে পরিহরে॥
ধর্ম্মময় প্রভু কৈলা ধর্ম্মের পালনে।
অরণ্যে প্রবেশ কৈলা বাপের বচনে॥
ভকতবৎসল হরি ভক্ত-ইচ্ছা পালে।
সীতার ইচ্ছায় গেলা মৃগ-অনুসারে॥

হেন মহাপ্রভু তুমি পুরুষ-শেখর।
বন্দো বন্দো নিরন্তর চরণযুগল॥
এইরূপে করে হরি যুগ অবতার।
যুগে যুগে সর্ব্বলোকে ভজে সর্ব্বকাল॥
সারভাগী গুণজ্ঞ পণ্ডিত মহাজনে।
তারা সব কলিযুগ সদত বাখানে॥
ধন্য কলিযুগ যাতে কেবল কীর্ত্তনে।
সর্ব্ব ধর্ম্ম-ফল প্রাপ্তি হয় সর্ব্বজনে॥
এই সে পরম লভ্য জানিব সংসারে।
যেন-তেন-মতে হরি-সংকীর্ত্তন করে॥
যাহা হৈতে শান্তি হয় খণ্ডয়ে সংসার।
হরি সংকীর্ত্তন বিনে গতি নাঞি আর॥
সত্যযুগে প্রজাগণ বাঞ্ছে নিরন্তরে।
কলিযুগে জন্ম যেন হয় ক্ষিতিতলে॥
কলিযুগে হৈব নর হরিপরায়ণ।
ধন্য জনে জন্ম বাঞ্ছে এই-সে-কারণ॥
ক্ষিতিতলে কোন কোন আছে পুণ্যদেশ।
ধন্য মহা পুণ্যকর দ্রাবিড় বিশেষ॥
তাম্রপর্ণী নদী যাথে নদী কৃতমালা।
পয়স্বিনী মহানদী সর্ব্বপাপহরা॥
প্রতীচী কাবেরী যাথে নদী মহাপুণ্যা।
সর্ব্বতীর্থফলময়ী সর্ব্বলোক ধন্যা॥
এ সব নদীর জল যেবা করে পান।
হরিভক্তি হয় তার নিরমল জ্ঞান॥
দেব ঋষি পিতৃগণ না হয় অধীন।
না হয় কিঙ্কর কারো না ধরয়ে ঋণ॥
সর্ব্বধর্ম্ম পরিহরি তেজি সর্ব্বকর্ম্ম।
সর্ব্বভাবে পৈশে যেবা মুকুন্দ শরণ॥
নিজ চরণারবিন্দ করিতে ভজন।
সর্ব্বধর্ম্ম পরিহরি যে করে চিন্তন॥
তার মধ্যে দৈবযোগে কার কথঞ্চিত।
কেনমতে হয় যদি বিকর্ম্ম উদিত॥
হৃদয়ে প্রবেশ করি আপনে শ্রীহরি।
সর্ব্বপাপ হরে তার নিজ ভৃত্য করি॥
এইরূপে কত কত ভাগবত-ধর্ম্ম।
কহিলা যোগেন্দ্রগণ বিচারিয়া মর্ম্ম॥
শুনিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম নিমি নরেশ্বর।
পীরিতে পুরিল তনু বাহ্য আভ্যন্তর॥
মুনিগণ চরণ পূজিল সুবিধানে॥
অন্তর্দ্ধান কৈল তারা সভা-বিদ্যমানে।
নিমি রাজা সেই ধর্ম্ম করিয়া আশ্রয়।
বিষ্ণুপদে গেল রাজা হৈয়া বিষ্ণুময়॥

---

(১) পাঠান্তর,—"সংকীর্ত্তন রঙ্গে"।
(২) পাঠান্তর,—
"ধ্যানগম্য পরিভবহর তীর্থপদ"।

তুমি বসুদেব এই বিষ্ণুধর্ম্ম ধর।
বিষ্ণু আরাধিয়া তুমি বিষ্ণুপদে চল॥
ধন্য বসুদেব তুমি দৈবকী সুন্দরী।
রহিল দোঁহার যশ ত্রিভুবন ধরি॥
আপনে ঈশ্বর হঞা প্রভু ভগবান।
পুত্র হৈয়া জনমিল পুরুষপুরাণ॥
শয়ন ভোজন পানে কর দরশন।
পুত্রভাবে কর তুমি ব্রহ্ম আলিঙ্গন॥
পুত্রপ্রেম ধর তুমি দেব নারায়ণে।
বসুদেব ধন্য তুমি হৈলে ত্রিভুবনে॥
দন্তবক্র বিদূরথ শাল্ব শিশুপাল।
কংস জরাসন্ধ আদি নৃপ দুরাচার॥
তারা-সব বৈরিভাব ধরি নারায়ণে।
অনুক্ষণ কৃষ্ণ তারা চিন্তিল ধিয়ানে॥
বৈরিভাব ধরি তারা হৈল কৃষ্ণময়।
প্রেমভাবে ভজিলে না জানি কিবা হয়॥
তুমি বসুদেব না করিহ পুত্রবুদ্ধি।
সর্ব্বেশ্বর-ঈশ্বর অখিল গুণনিধি॥
গূঢ়রূপে মায়ায় মানুষরূপ ধরে।
হরিতে অসুরভার নরলীলা করে॥
অজ হয়্যা করে হরি নর-অবতার।
জগতে তোমার যশ করিব বিস্তার॥
পুত্রের মহিমা শুনি নারদের মুখে।
বসুদেব দৈবকী পূরিল প্রেমসুখে॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি প্রভু (১) নারায়ণ।
বসুদেব তত্ত্ব জানি স্থির কৈল মন॥
ধন্য পুণ্য ইতিহাস পুরাণে গোপিত।
নরঋষি সম্বাদ নারদ-মুখরিত॥
যেবা কহে যেবা শুনে শুদ্ধভাব ধরে।
বিষ্ণুপদে বাস তার সর্ব্বপাপ হরে॥
ভক্তিরসগুরু শ্রীগদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান॥

পাঠান্তর,—"পুত্র"।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশ
স্কন্ধে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মুনি বোলে শুন রাজা ভুবন-পবিত্র।
বৈকুণ্ঠ-বিজয় লীলা কৃষ্ণের চরিত্র॥
ব্রহ্মা ভব পুরন্দর শশী দিনকর।
কুবের বরুণ যম গন্ধর্ব্ব কিন্নর॥
রুদ্রগণ সিদ্ধ সাধ্য বিশ্ব দেবগণ।
পিতৃগণ ঋষিগণ গুহ্যক চারণ॥
সুর মুনি সিদ্ধ বিদ্যাধর ফণধর।
অহিপতি সুরপতি রুদ্র অনুচর॥
সবেহি চলিয়া গেলা আপন বাহনে।
দ্বারকামণ্ডলে গেলা কৃষ্ণ-দরশনে॥
নর-কলেবর হরি করে অবতার।
কলিমলহর যশ করিতে বিস্তার॥
কৌতুকে চলিলা হরি দ্বারকামণ্ডলে।
দেখিব প্রভুর রূপ ভুবনমঙ্গলে॥
অশেষ সম্পদপদ পুরী-বিরাজিতা।
মূর্ত্তিমতী সর্ব্বসিদ্ধি ভুবনমোহিতা॥
আকাশমণ্ডলে দেব রহি নিজ রথে।
দ্বারকামণ্ডলে কৃষ্ণ দেখিল সাক্ষাতে॥
নন্দন-মল্লিকা জাতী পারিজাত-মালা।
বৃষ্টি কৈল দেবগণে যেন জলধারা॥
আচ্ছাদিল যদুগণে মালা-বরিষণে।
স্তুতি করে দেবগণ বিবিধ বিধানে॥
নমো নমো প্রাণনাথ চরণে তোমার।
অভয় চরণ বিনে গতি নাহি আর॥
সকল ইন্দ্রিয়গণ বুদ্ধি মন প্রাণে।
অভয় পদারবিন্দে পশিল শরণে॥
যোগিগণ চিন্তে যাহা হৃদয়পঙ্কজে।
যে পদ মুনীন্দ্রবৃন্দ ভক্তিভাবে ভজে॥
কর্ম্মময় মহাপাপ বিনাশের হেতু।
হৃদিগত তমোহর ভবসিন্ধু সেতু॥
হেন চরণারবিন্দ পশিনু শরণ।
কৃপা কর জগন্নাথ জগত-জীবন॥

রজোগুণ ধরি তুমি সৃষ্টিলীলা কর।
তমোগুণ ধরি তুমি আপনে সংহার॥
সত্ত্বগুণে পাল তুমি মায়া যোগবলে।
তথু নাথ তুমি বদ্ধ নহ কর্ম্মফলে॥
নিজ সুখে থাক তুমি সর্ব্বত্র সমান।
শুভাশুভ বিবর্জ্জিত নিত্য ভগবান্॥
দান ব্রত তপ যোগ সমাধি ধারণে।
তথু শুদ্ধ নহে লোক এ সব সাধনে॥
যেরূপে তোমার যশ করিতে শ্রবণ।
শ্রদ্ধা ভক্তি করি যেবা শুনে অনুক্ষণ॥
যেন শুদ্ধ হয় লোক কথা সুধাপানে।
তেনরূপ শুদ্ধ জীব নহে কম্ম হনে॥
তোমার পদারবিন্দ-ভব-সিন্ধু-সেতু।
দুরাশয়-দুরিত-দহন-ধূমকেতু॥
মুনিগণ ধরে যাহা হৃদয়কমলে।
আত্মজ্ঞানী জনে যাহা পূজে নিরন্তরে॥
সে পদপঙ্কজ নাথ করুক কল্যাণে।
এই বর মাগে' দেব তোমা বিদ্যমানে॥
তোমার অঙ্গের বিগলিত বনমালা।
তাহাতে সতিনী ভাব করএ কমলা॥
হেন লক্ষ্মী দেবী তোমা পদযুগ ভজে।
কমল ধরিয়া করে নিরবধি পূজে॥
সভে এই পদযুগ কুশলের হেতু।
দুরাশয়-দুরিত-দহন ধূমকেতু॥
নাকে দড়ি দিয়া যেন বলদ গাঁথুনি।
দাম দড়ি মাঝে মাঝে সভার বান্ধনি॥
এইরূপে ব্রহ্মা আদি সব চরাচর।
তোমার মায়াতে নাথ গাথুনি সকল॥
প্রকৃতি-পুরুষপর তুমি কালরূপ।
আমি-সব যত কিছু তোমার স্বরূপ॥
তোমার চরণে নাথ করুক কল্যাণ।
পুরুষ উত্তম তুমি পুরুষ পুরাণ॥
জগতের উতপতি প্রলয় পালন।
তুমি সে সভার হেতু কারণ কারণ॥
প্রকৃতি পুরুষ নাথ তোমাতে সংহার।
সকল সংহারকারী কাল চক্রাকার॥
যে কালে করয়ে নাথ জগত সংহার।
সেহো কাল অংশলেশ ধরয়ে তোমার॥
তোমা হৈতে প্রথমে পুরুষ উতপন্ন।
প্রকৃতি সংযোগে কৈল বীর্য্য আরোপণ॥
তবে তাহা হৈতে হৈল মহত উদয়।
তাহা হৈতে ব্রহ্মাণ্ড জন্মিল হেমময়॥

সাত আবরণযুত ব্রহ্মাণ্ড ঘটনা।
তাহার ভিতরে নাথ এ লোক রচনা॥
স্থাবর জঙ্গম নাথ এ চৌদ্দ ভুবন।
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে নাথ এ সব ঘটন॥
তোমার মায়াতে নাথ এ সব কল্পনা।
ত্রিগুণজনিত যত বিবিধ ঘটনা॥
জীবরূপে কর তুমি বিষয় বিলাস।
তভু লিপ্ত নহ তুমি নিত্য-পরকাশ॥
ষোল সহস্র দেবী রমণী তোমার।
কামবাণে না পারিল তোমা জিনিবার॥
কটাক্ষ বিলাস হাস ভুরুভঙ্গী বাণে।
যার মন জিনিতে নারিল নারীগণে॥
এক নদী তোমার অমৃত কথাময়ী।
আর নদী পদনীর বহে গঙ্গা হই॥
তিন লোক-পাপ হরে দোহার শকতি।
দুই তীর্থে স্নান করে ধন্য মহামতি॥
শ্রুতিযোগে স্নান করি এক তীর্থ জলে।
অঙ্গসঙ্গে আর তীর্থে স্নান পান করে॥
এইরূপে দুই তীর্থে করে স্নানপান।
মহাভাগবত হয় বিমলগেয়ান॥
এইরূপে নানা স্তুতি করে সুরগণে।
তবে ব্রহ্মা প্রজাপতি করে নিবেদনে॥
রথের উপরে রহি আকাশমণ্ডলে।
প্রণাম করিয়া ব্রহ্মা বোলে জোড় করে
দেবগণ নিবেদন চরণে তোমার।
ক্ষিতিতলে অবতার হরিলে ভুভার॥
দেবদেব জগন্নাথ প্রভু হৃষীকেশ।
দেবকার্য্য কৈলে কিছু নাহি অবশেষ॥
সত্য-শুদ্ধ-শাস্ত্র জনে ধর্ম্ম আরোপিলে।
জগত ভরিয়া পুণ্য যশ বিস্তারিলে॥
দশদিগ ভরিয়া চলিল কীর্ত্তিভার।
করিয়া অদ্ভুত কর্ম্ম থুইলে চমৎকার॥
সেই গুণ কর্ম্ম কলিমল-বিনাশন।
সুখে লোক কলিযুগে করিব কীর্ত্তন॥
শ্রবণ কীর্ত্তন করি তরিব সংসার।
ধন্য যদুবংশে তুমি কৈলে অবতার॥
পাঁচিশ অধিক নাথ শতেক বৎসর।
এতকাল বহি গেল ইহার ভিতর॥
এখনে এথাতে আর নাহি প্রয়োজন।
বিপ্রশাপে হৈব যদুকুল-বিনাশন॥
ইৎসা যদি কর নাথ কর অবধান।
সম্প্রতি বৈকুণ্ঠে তুমি চল নিজধাম॥

নিজ ভৃত্য আমি-সব প্রধান (১) কিঙ্কর।
রক্ষ রক্ষ প্রাণনাথ দেবদেবেশ্বর॥
চতুর্ম্মুখ মুখে শুনি এতেক বচন।
কহিতে লাগিলা তবে দৈবকীনন্দন॥
তুমি যে কহিলে ব্রহ্মা সব সুগোচর।
হরিব পৃথ্বীর ভার চলিব সত্বর॥
কিন্তু যদুকুল আছে সর্ব্বশক্তি ধরে।
লোক আচ্ছাদিব তারা নিজ বাহুবলে॥
যদুকুল আমি যদি না করিব ক্ষয়।
আপনে করিব যদি বৈকুণ্ঠ বিজয়॥
যদুকুলে লোক তবে নাশিব সকল।
হরিয়া পৃথ্বীর ভার না কৈল কুশল॥
যদুকুল বিনাশিব সম্প্রতি এখনে।
তবে নিজধামে আমি চলিব আপনে॥
এতেক বচন যদি বলিল শ্রীহরি।
ব্রহ্মা আদি দেবগণে প্রণিপাত করি॥
আনন্দে চলিলা সভে নিজ নিজ স্থানে।
তবে কোন্ কর্ম্ম কৈল প্রভু ভগবানে॥
দ্বারকামণ্ডলে দেখি নানা উৎপাত।
বৃদ্ধগণ আনি যুক্তি করে জগন্নাথ॥
দেখ-দেখ বহুবিধ উঠএ উৎপাত।
দ্বারকামণ্ডলে কিবা ফলে পরমাদ॥
ব্রহ্মশাপ হৈল যদুকুল-বিনাশন।
কোনমতে না দেখিএ তাহার খণ্ডন॥
এথাতে বসিতে আর উচিত না হয়।
প্রভাস উত্তম তীর্থ আছে পুণ্যময়॥
বিলম্ব না কর তথা চলি যাহ ঝাটে।
যাবত প্রমাদ কিছু এথাতে না ঘটে॥
দক্ষশাপে যক্ষ্মারোগ চন্দ্রের আছিল।
প্রভাসে আসিয়া চন্দ্র পরিত্রাণ পাইল॥
আমি-সব তীর্থে করিয়া মজ্জন।
দান পুণ্য দেব পিতৃ করিব তর্পণ॥
দ্বিজগণে ভুঞ্জাইব দিব্য অন্ন পানে।
দান দিব বিপ্রগণে বহুমূল্য ধনে॥
পরিত্রাণ পাইব তবে ব্রহ্মশাপে তরি।
দানে হৈতে কোন্ কার্য্য সাধিতে না পারি॥
নৌকাতে সাগরে যেন তরে বাণিজার।
দানে হৈতে কোন সিদ্ধি না হয় কাহার॥
এত বাক্য শুনি তবে বৃদ্ধ যদুগণে।
সত্য করি লৈল সব কৃষ্ণের বচনে॥

---

(১) পাঠান্তর,—"পুরাণ"।

প্রভাসে চলিতে তবে স্থির করি মতি।
সাজিঞা আনিল রথ রথের সারথি॥
অস্ত্র-শস্ত্র ধনু শর করিয়া কাছনি।
চলিল সকল লোক করিয়া সাজনি॥
দেখিয়া উদ্ধব তবে চিন্তে মনে মনে।
জানিল সকল মর্ম্ম (১) কৃষ্ণের বচনে॥
মহা ঘোর অরিষ্ট দেখিয়া ভয়ঙ্কর।
বিস্ময় পড়িলা মনে চিন্তিত অন্তর॥ (২)
কান্দিতে কান্দিতে গেলা কৃষ্ণসন্নিধানে।
গোপতে ঈশ্বরে (৩) করে আত্মনিবেদনে॥
প্রণাম করিয়া দুই ধরিয়া চরণে।
কান্দিতে কান্দিতে উদ্ধব কি বোলে বচন॥
দেব দেবেশ্বর পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন।
কুল সংহারিবে হেন বুঝিল লক্ষণ॥
নরলোক তেজিয়া চলিবে নিজধাম।
ব্রহ্মশাপ না খণ্ডিলে হৈয়া ভগবান্॥
তিলেক ছাড়িতে নারোঁ এ দুই চরণ।
না ছাড় না ছাড় নাথ পশিল শরণ॥
তোমার চরিত্র-লীলামৃত মধু-পানে।
সকল পাসরে লোক সকৃত শ্রবণে॥ (৪)
আসন শয়ন পান মজ্জন ভোজনে।
তিলেক না ছাড় মোরে তেজিব (৫) কেমনে॥
তুমি যে তেজিবে নাথ অঙ্গ অলঙ্কার।
গন্ধমাল্য চন্দন বসন উপহার॥
সেই দিয়া নিজ অঙ্গ করিমু ভূষণ।
দাস হঞা করোঁ যেন উচ্ছিষ্ট ভোজন॥
এইরূপে খণ্ডিমু তোমার মায়াবন্ধ।
কৃপা করি নাথ মোরে দেহ নিজ সঙ্গ॥
দিগম্বর ঋষিগণ শ্রমিত অন্তর।
সন্ন্যাস করিয়া ব্রহ্ম চিন্তে নিরন্তর॥
শান্ত দান্ত ঊর্দ্ধরেতা নিরমল মতি।
ব্রহ্মধ্যান করি তারা পায় ব্রহ্মগতি॥
কর্ম্মপথে যথা তথা না হয় জনম।
তোমার অমৃত-কথা শুনি অনুক্ষণ॥

---

(১) পাঠান্তর—"তত্ত্ব"।
(২) পাঠান্তর,—
"বিস্ময় ভাবিয়া মনে চিন্তিল অন্তর"।
(৩) পাঠান্তর,—"উদ্ধব"।
(৪) পাঠান্তর,—"কীর্ত্তন শ্রবণে"; অন্যত্র,
"স্মরণ শ্রবণে।"
(৫) পাঠান্তর,—"তেজিমু"।

সাধু সঙ্গে শ্রবণ কীর্ত্তন যদি করি।
তবে নাথ হেলে যাই ভবসিন্ধু তরি॥
এইরূপে নিবেদিল ভকতপ্রধান।
শুনিঞা উত্তর তবে দিলা ভগবান্॥
জান গুরু গদাধর ধীরশিরোমণি।
ভাগবত-আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬॥

সপ্তম অধ্যায়।

দেশাগ রাগ।

শুন হে উদ্ধব তুমি ভকতপ্রধান।
সকল কহিলে তুমি বুঝি অনুমান॥
ব্রহ্মা ভব পুরন্দর আদি সুরগণে।
নিবেদন কৈল আসি বৈকুণ্ঠ গমনে॥
দেবকার্য্য কৈল আমি সব সমাধানে।
এখনে চলিয়া আমি যাই নিজধামে॥
ব্রহ্মার বচনে আমি কৈল অবতার।
দৈত্যবধ করিয়া হরিল ভূমিভার॥
কুলনাশ হৈব ইবে অন্যোন্য কুন্দলে।
সপ্তম দিবসে পুরী মজিব সাগরে॥
যখনে ভেজিব আমি এ মহীমণ্ডল।
হতভাগ্য হব লোক খণ্ডিব মঙ্গল॥
দুষ্ট কলি সেইক্ষণে করিব সঞ্চার।
তুমি জানি উদ্ধব এথাতে থাক আর॥ (১)
পাপমতি হৈব লোক দুষ্ট কলিযুগে।
সর্ব্বধর্ম্ম তেজিব মজিব দুঃখ শোকে॥
তুমি সুত বিত্ত দার প্রেম পরিহর।
সর্ব্বধর্ম্ম তেজিয়া আমাতে চিত্ত ধর॥
তবে সুখে কর এই পৃথ্বী পর্য্যটন।
অসত্য দেখিবে তুমি এ তিন ভুবন॥
বুদ্ধি মন বচন শ্রবণে যত লয়।
জানিব অসত্য বৎস সব মায়াময়॥
চিত্তের ভরমে হয় অশেষ ভরম।
ভেদবুদ্ধি করে দোষ-গুণ-নিরূপণ॥
কর্ম্ম অকর্ম্ম আর বিকর্ম্ম বিচার।
গুণদোষ-বুদ্ধ্যে করে ভেদ ব্যবহার॥
বেদে যে বুঝায় সেই কর্ম্ম অবধারি।
কর্ম্ম যদি না করি অকর্ম্ম করি বলি॥
বিকর্ম্ম জানিবা বাপু নিষেধ আচার।
গুণ-দোষ-ভেদে হয় এ সব সঞ্চার॥
এ বোল বুঝিয়া তুমি স্থির কর চিত্ত।
সকল ইন্দ্রিয় মন করি নিয়োজিত॥
আপনাতে আছে সব দেখহ গেয়ানে।
আপনে আমাতে আছ দেখহ ধেয়ানে॥
জ্ঞান-বিজ্ঞানপূত হয় আত্মময়।
তুষ্ট হয়্যা থাক তুমি খণ্ডিব সংশয়॥
দোষ-গুণ যাহার হৃদয়ে নাহি ধরে।(১)
সে জন নিষেধ বিধি কিছুই না করে॥
বালক্রীড়া করে যেন বালক সমান।
শুভাশুভ কর্ম্মে তার নহে বস্তুজ্ঞান॥
সর্ব্বভূতহিতপর শান্ত হয়্যা থাক।
জ্ঞানে চিত্ত দিয়া মন স্থির করি রাখ॥
আমার স্বরূপ সব দেখিবা সংসার।
পুনরপি না ঘটিব বিপত্য তোমার॥
কৃষ্ণের বচন শুনি উদ্ধব সুমতি।
পুনরপি জিজ্ঞাসিলা করিয়া প্রণতি॥
মহাযোগ-যোগেশ্বর প্রভু যোগময়।
এ সব বচন মোর হৃদয়ে না লয়॥

পাঠান্তর—
(১) "ইহা জানি উদ্ধব তুমি নাঞি থাক আর"
অন্যচ্চ—"তুমিও উদ্ধব এথা না থাকিও আর।"

(১) পাঠান্তর,—
"গুণদোষে বুদ্ধি যার হৃদয় না ধরে"।
অন্যচ্চ,—
"গুণদোষ ভেদ যদি জানিঞা না করে"

ত্যাগধর্ম্ম কহিলে তুমি সন্ন্যাসলক্ষণ।
কিরূপে করিব ত্যাগ কামে দৃঢ়মন॥
বিষয়লম্পট যার কামে দৃঢ়মতি।
যার নাহি হয় নাথ তোমাতে ভকতি॥
সে জন কিরূপে নাথ তেজিবে সংসার।
মুঞি নিবেদিএ নাথ চরণে তোমার॥
মুঞি মূঢ়মতি নাথ মায়ায় মোহিত।
মুঞি মোর করি মুঞি কেবল বঞ্চিত॥
সুত দার পরিবার অসত্য যেখানে॥
কেবল মজিয়া আছোঁ এ ভব বন্ধনে॥
এ সব অজ্ঞানজাল ছিণ্ড হৃষীকেশ।
নিজ ভৃত্য করি রাখ দিয় উপদেশ॥
তুমি আত্মা সত্য নিত্য তুমি প্রভু বিনে।
আর বক্তা নাহি নাথ বিবুধসদনে॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ সব বিমোহিত।
বিষয় খেয়ানে নাথ মায়ায় বঞ্চিত॥
তারা সব কি কহিব তত্ত্ব অবধারি।
সর্ব্বগুণনিধি তুমি সর্ব্ব অধিকারী॥
অনন্ত মহিমা তুমি সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর।
অকুণ্ঠ বৈকুণ্ঠধাম-শ্রুতিঅগোচর॥
নারায়ণ প্রাণনাথ পশিলু শরণ।
দুরিত-দহন তাপ (১) কর বিমোচন॥
উদ্ধবের বচন শুনিয়া দয়াময়।
কহিতে লাগিলা তাঁর (২) বুঝিয়া হৃদয়॥
লোকতত্ত্ব-বিচক্ষণ যে জন সংসারে।
প্রায় তারা আপনাকে আপনে উদ্ধারে॥
আপনে আপন গুরু হয় মতিমান।
সাক্ষাতে দেখএ আর করে অনুমান॥
সর্ব্বত্র কল্যাণ তায় হয় সর্ব্বসিদ্ধি।
এ ঘোর সংসার পার হয় মহাবুদ্ধি॥
তত্ত্বযোগবিশারদ মহাধীরগণে।
সর্ব্বশক্তিযুত রূপ দেখে সর্ব্বস্থানে॥
কহি আর এক ইতিহাস পুরাতন।
অবধুত যদুরাজ সম্বাদ কথন॥
অবধুত এক দ্বিজ আইল আচম্বিত।
সর্ব্বভূতে দয়াপর ভয়বিবর্জ্জিত॥
যদুরাজা দেখিয়া পুছিল তার তরে।
কি কারণে দ্বিজ তুমি ভ্রম একেশ্বরে॥
কোথাতে শিখিলে বুদ্ধি কহিবে নিশ্চিত।
বালবৎ ভ্রম তুমি হৈয়া সুপণ্ডিত॥

ধর্ম্ম-অর্থ-কাম লোভে ব্যাকুলিত চিত।
নানা ধর্ম্ম সাধে লোক হয়্যা বিমোহিত॥
তুমি সেহ শান্ত দান্ত শুদ্ধ কলেবর॥
না কর না বোল কিছু দেখিতে সুন্দর॥
জড় উনমতবৎ ভ্রম কি কারণে।
না শুন না দেখ কিছু শ্রবণ নয়নে॥
নানা তাপে সর্ব্বলোকে দহে নিরন্তর।
তার মাঝে আছ তুমি শান্ত কলেবর॥
কহ দেখি দ্বিজ তুমি আনন্দ-কারণ॥
অবধুত দ্বিজ তবে কহে বিবরণ॥
বিস্তর আমার গুরু কহি বিদ্যমানে।
যে যে শিক্ষা লৈল আমি যার যার স্থানে॥
পৃথিবী পবন বহ্নি আকাশমণ্ডল।
রবি শশী আপ সিন্ধু গজ মধুকর॥
কপোত পতঙ্গ অজগর সর্প মীন।
পিঙ্গলা কুরর শিশু কুমারী হরিণ॥
ঊর্ণনাভি শরকৃৎ আর মধুহারী।
এ সব আমার গুরু কীট পেশকারী॥
এই সে চব্বিশ গুরু করিয়া আশ্রয়।
যার ঠাঞি যে শিখিলু শুন মহাশয়॥
অদৃষ্ট অধীন জীব অদৃষ্ট কারণ
নানা দুঃখ পীড়া যদি করে নানা জন॥
অদৃষ্ট মানিঞা জীব সহিব সকল।
নিজ পথ না ছাড়িব নহিব চঞ্চল॥
এ ধর্ম্ম শিখিলু আমি পৃথিবীর স্থানে।
অদৃষ্ট মানিয়া চিত্ত করি সমাধানে॥
পরহিত-হেতু-সব করে সমর্পণ॥
পরহিত-হেতু যার এ ধন জীবন॥
এ ধর্ম্ম শিখিলু আমি তরুগণ স্থানে।
এ ধর্ম্ম শিখিলু আমি পর্ব্বত গহনে॥
দেহমাত্র ধারণ কেবল প্রয়োজন।
সুখভোগ না করিব ইন্দ্রিয়তর্পণ॥
উতপন্ন তত্ত্বজ্ঞান না করিব ধ্বংস।
মন বচনের কভু না করিব ভ্রংশ।
গুণ দোষ না দেখিব বিষয় সংযোগে।
আসক্তি ছাড়িব যদি থাকে সুখভোগে॥
সব ঠাঞি বৈসে বায়ু অন্তর বাহিরে।
নানা গন্ধ হরি লয় সর্ব্বত্র সঞ্চারে॥
সব ঠাঞি আছে বায়ু হয়্যা উদাসীন।
কারো মর্ম্ম (১)নহে বায়ু কারো নহে ভিন॥

(১) পাঠান্তর,—"পাপ।
(২) পাঠান্তর,—"তবে"।

(১) পাঠান্তর,—"কার আত্ত"

বায়ুব্রত আছি আমি এই শিক্ষা ধরি।
কোন কালে কারে সনে আসক্তি না করি।
আকাশ নির্লেপ যেন আছে সর্ব্বঠাঞি।
এই শিক্ষা লৈয়া আমি সর্ব্বত্র বেড়াই॥
আকাশে জনমে মেঘ আকাশে সঞ্চরে।
তভু মেঘ আকাশ পরশ নাহি করে॥
এই শিক্ষা লৈয়া আমি থাকি সর্ব্ব ঠাঞি।
পরশ না কারি কিছু আনন্দে বেড়াই॥
মধুর মুরতি নিরমল কলেবর।
সর্ব্বলোক তীর্থ হই যেন পুণ্য জল॥
দরশন পরশন শ্রবণ কীর্ত্তন।
তীর্থজলে করে যেন পাপ বিমোচন॥
এই শিক্ষা লৈল আমি দেখি তীর্থজল।
লোক পরিত্রাণ-হেতু ভ্রমি নিরন্তর।
মহাতেজ ধরি আমি দীপ্ত কলেবর।
কেবল উদয় মাত্র লোক-ভয়ঙ্কর॥
সর্ব্বভক্ষ হই আমি (১) থাকি যোগবলে।
এ ধর্ম্ম শিখিল আমি দেখিএ অনলে॥
জনম মরণ জরা সুখ দুঃখ ভয়।
এ সব দেহের ধর্ম্ম জীবের না হয়॥
চন্দ্রকলা টুটে যেন বাঢ়ে কোন কালে॥
যেই চন্দ্র সেই চন্দ্র না টুটে না বাঢ়ে॥
এইরূপে নিত্য আত্মা অজয় অমর।
এ ধর্ম্ম শিখিল আমি চন্দ্রের গোচর॥
সকল ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে সঞ্চরে॥
যে যার বিষয় সে সেই ভোগ করে॥
নিত্য শুদ্ধ আত্মা কিছু না করে বিষয়।
সূর্য্যের কিরণে যেন রস হরি লয়॥
রশ্মিজালে হরে রস সূর্য্য শুদ্ধময়।
এইরূপে নিত্য জীব না করে বিষয়॥
কারো সনে না করিব অধিক পীরিতি।
কার সঙ্গে সঙ্গ না করিব মহামতি॥
কেহ কার সঙ্গে যদি পীরিতি বাঢ়ায়।
তবে জীব কপোতসমান দুঃখ পায়॥
আছিল কপোত এক বনের ভিতরে।
কপোতী ভার্য্যার সঙ্গে গৃহবাস করে॥
বৃক্ষে বাসা তোলাএ আছিল কতকাল।
স্নেহপাশে বান্ধাবান্ধি হৃদয় দুহাঁর॥
দিঠে দিঠে অঙ্গে অঙ্গে দুহার বন্ধন।
ক্রীড়া কেলি কুতূহলে একত্র মিলন॥
তিলেক না করে কেহ আঁখির অন্তর।
এইরূপে থাকে পক্ষ বনের ভিতর॥
একত্র শয়ন পান একত্র বেড়ায়।
যে যে বাঞ্ছা করে ভার্য্যা আনিঞা যোগায়॥
কথোদিন বহি গর্ভ ধরিল কপোতী।
পতি সন্নিধানে প্রসবিল মহাসতী॥
কথোগুটী অণ্ড তার জন্মিল উদরে।
দোঁহে মেলি নিরবধি অণ্ডসেবা করে॥
কথোদিন বহি অণ্ড ফুটিল সকল।
জনমিল শিশুগণ সর্ব্বাঙ্গ কোমল॥
কপোত-কপোতী দোঁহে মেলিয়া দম্পতি।
নিরবধি শিশু পোষে করিয়া পীরিতি॥
তা-সভার কলভাষা কাণ পাতি শুনে।
মুদিত নয়নে মুখ করে নিরীক্ষণে॥
দুহে মেলি শিশু রাখে দিঠে দিঠে ধরি।
অলপে অলপে পাখা উঠে লোমাবলী॥
পুত্র দরশনে বাঢ়ে দুহার পীরিতি।
বিষ্ণুমায়া বিমোহিত কপোত-কপোতী॥
এইরূপে দুহে মেলি শিশুগণ পোষে॥
আকুলহৃদয় হয়্যা মরে কর্ম্মদোষে॥
একদিন গেল তারা আনিতে আহার।
কপোত-কপোতী মেলি বনের মাঝার॥
আহার চাহিএ দুহে বুলে বনে বনে।
হেনকালে এক ব্যাধ আইল সেইখানে॥
ভূমিতলে শিশুগণ চরে বনে বনে।
তা দেখিয়া জাল দড়ি পাতিল সন্ধানে॥
আহার ধরিয়া তাথে রহে কথোদূরে।
তা দেখিয়া শিশুগণ বন্দী হৈল জালে॥
কপোত-কপোতী আইল হেন অবসরে।
আহার লইয়া ঠোঁটে বাসার নিয়ড়ে
শিশু না দেখিয়া দুহে বুলে বনে বনে।
দেখে জালে বন্দী হএ আছে শিশুগণে॥
জালে পড়ি শিশুগণ করে ধড়ফড়।
ভয়েতে ব্যাকুলি হয়্যা করে কোলাহল॥
দেখিয়া কপোতী হৈলা অন্তরে দুঃখিতা।
ভূমেতে পড়িয়া কান্দে শোকে বিমোহিতা॥
বিলাপ করিয়া কান্দে কপোতী দুঃখিনী।
ঝাঁপ দিয়া জালে বন্দী হইল পক্ষিণী॥
কপোত দেখিয়া তবে এতেক বিধান।
লোটায়্যা লোটায়্যা কান্দে হৈয়া অগেয়ান॥
প্রাণের অধিক মোর সব শিশুগণ।
কোনকাজে আমি আর রাখিব জীবন॥

(১) পাঠান্তর—"সর্ব্বভক্ষ্য হত আমি—"

প্রাণের অধিক মোর ভার্য্যা গুণবতী।
কোথাতে রহিল মোর হবে কোন্ গতি॥
বিধি মোর বাম হৈল ঘটিল অপায়।
আর কি জীবন মোর রাখিতে যুয়ায়॥
পীরিতি নহিল মোর না পূরিল কাম।
গৃহসুখ গেল মোর বিধি হৈল বাম॥
পতিব্রতা নারী মোর প্রাণের ঘরণী।
আমি না খাইলে প্রিয়া না খায় অন্ন পানী॥
স্বর্গবাসে গেল মোরে শূন্য ঘরে থুয়্যা।
সব হরি নিল মোর পুত্রগণে লয়্যা॥
এইরূপে কান্দে পক্ষ করিয়া বিলাপ।
ধরিতে না পারে পক্ষ মনের সন্তাপ॥
ঝাঁপ দিয়া কপোত পড়িল সেই জালে।
পক্ষিগণ লঞা ব্যাধ গেল নিজ ঘরে॥
কপোত-কপোতী আর কপোত ছা(ও)য়াল।
জালে বন্দী করি লৈঞা গেল দুরাচার॥
এইরূপে কুটুম্বী গৃহস্থ দুরাশয়।
কুটুম্বভরণে যার আকুল হৃদয়॥
এ ঘোর সংসারে মরে অবোধ বঞ্চিত।
এ বোল বুঝিয়া রাজা স্থির কর চিত॥
মানুষ জনম দেখ মুকুতি-দুয়ার।
নর-দেহে পারি সভে ভব তরিবার॥
নরদেহ পাঞা যার গৃহে দৃঢ়মতি।
সভে দুঃখ ভোগ তার অন্তে অধোগতি॥
ধীরশিরোমণি শ্রীগদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭॥

অষ্টম অধ্যায়।

অবধূত বোলে যদু শুন আর কহি।
অজগর ধর্ম্মে আমি সব ঠাঞি রহি॥
স্বর্গ নরক দুই এক করি মানি।
সুখ দুঃখ সব আমি সম করি জানি॥
ভাল মন্দ যখন যে মিলয়ে আহার।
তাই খে এ তুষ্ট হৈ না করি বিচার॥
অজগর ধর্ম্মে থাকি কিছুই না বলি।
না মিলে আহার যদি উপবাস করি॥
অদৃষ্ট মানিঞা থাকি যেন অজগর।
ভাল মন্দ সুখ দুঃখ না করি অন্তর॥
প্রসন্ন হৃদয়ে থাকি বিমলশরীর।
তিমিত অন্তর যেন সাগর গম্ভীর॥
স্ত্রীজাতি জানিব সহজে দেবমায়া।
স্ত্রীর দরশনে চিত্ত রাখিব বান্ধিয়া॥
যদি বা অবোধ জনে করয়ে স্ত্রীসঙ্গ।
অনলে পুড়িয়া যেন মরয়ে পতঙ্গ॥
আছুক আনের কাজ নারী দারুময়ী।
চরণে পরশ না করে যতি হই॥
স্ত্রীসঙ্গ করে যদি যতি মতিভঙ্গে।
গজরাজ বন্দী যেন গজিনীর সঙ্গে॥
গজের বন্ধন দেখি স্ত্রীর সঙ্গ তেজি।
নিজ সুখে আছি আমি জ্ঞানরসে মজি॥
দুঃখে ধন অরজিয়া করয়ে সঞ্চয়।
দান ভোগ না করে কৃপণ দুরাশয়॥
তারে মারি তার ধন আনে লয়্যা যায়।
মধুমাছি মারি যেন মধু লঞা খায়॥
গ্রাম্যগীত না শুনিব যাত বনচর।
তবে মন ধরিয়া থাকিব নিরন্তর॥
লুব্ধকের গীতে যেন মৃগ মরে বনে।
তা দেখিয়া গ্রাম্য গীত না শুনিব কাণে॥
নানা মনোহর গীত নৃত্য বাদ্য শুনি।
বেশ্যা সঙ্গে বন্দী হৈল ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি॥
জিহ্বার আস্বাদে বন্দী হয় রস লোভে।
মীন বন্দী হয় যেন বড়শীর টোপে॥
সকল জিনিতে পারি বর্জ্জিয়ে রসনা।
রসনা জিনিব হেন আছে কোন্ জনা॥
এ বোল বুঝিয়া যতি জিনিব রসনা।
সকল ইন্দ্রিয়গণে করিব রোধনা॥
আছিল পিঙ্গলা বেশ্যা বিদেহনগরে।
তার শিক্ষাধর্ম্ম যদু কহিব তোমারে॥

একদিন যুক্তি কৈল স্বৈরিণী পিঙ্গলা।
ধনলোভে কামভাবে হইয়া ব্যাকুলা॥
সঙ্কেত করিয়া এক ধনিক-কুমারে।
মন্দিরে আনিব তারে চিন্তিল প্রকারে॥
বসন ভূষণে অঙ্গ কৈল বিভূষণ।
রজনী সময় আসি দিল দরশন॥
ঘরে হৈতে যায় বেশ্যা বাহির দুয়ারে।
পথে যত লোক আইসে সভাকে নেহালে॥
হেন কান্ত আইসে মোর কিবা অন্য হয়।
কত আইসে কত যায় কি তার নির্ণয়॥
না জানি সঙ্কেত করি না আইল কেন।
সেই বা ধনিক আইসে কিবা অন্য জন॥
এইরূপে মনে মনে চিন্তয়ে পিঙ্গলা।
ছটপটি করে বেশ্যা কামেতে ব্যাকুলা॥
ঘর হৈতে বাহির বাহির হৈতে ঘর।
এইরূপে গতাগতি করে নিরন্তর।
অদ্ধরাত্রি বহি গেল এইত প্রকারে।
বৈরাগ্য জন্মিল তার হেন অবসরে॥
দেখ দেখ মোর এত বড় মোহজাল।
ধনলোভে সর্ব্বনাশ কৈলু আপনার॥
অশান্ত পুরুষে মুঞি কান্তবুদ্ধি ধরি।
এত কাল গেল ব্যর্থ ধন-আশা করি॥
নিকটে উত্তম কান্ত সর্ব্বফলদাতা।
সর্ব্বলোক গতিপতি বিধির বিধাতা॥
হেন কান্ত-রতন পুরুষ দূরে তেজি।
অশান্ত দুরন্ত কান্ত দুঃখময়ে ভজি॥
অতি মতিহীন মুঞি বিধিবিমোহিতা॥
কুপুরুষ-পতি সঙ্গে কেবল বঞ্চিতা।
মুঞি নারী পরবেশ করি হেন ঘরে।
নিরন্তর ঝরে ঘর এ নব দুয়ারে॥
বিষ্ঠা মূত্রে পরিপূর্ণ ঘরের ভিতরে।
নখ লোম কেশে তার ছাউনি উপরে॥
হাড়ময় বাঁশ দিয়া ঘরের সাজনি।
হেন ঘরে প্রবেশিএ মুঞি দুচারিণী॥

সকলের আত্মা নাথ প্রিয় হিতকারী।
হেন প্রভু বিসরিয়ে দূরে পরিহরি॥
দুর্গত কামুক সঙ্গে রমিলু বিস্তর।
ব্যর্থ কাল গেল মোর জনম বিফল॥
জনম মরণ যার নানা দুঃখ শোক।
তার সনে কোন্ কাজে কৈল রতিভোগ॥
আছুক মানুষ দেব সেহো যায় নাশ।
বিনে কৃষ্ণ ভজিলে না ছাড়ে মায়াপাশ (১)॥
হেন বুঝি মোরে তুষ্ট হৈল ভগবান্।
বৈরাগ্য-কারণে হেন জনমিল জ্ঞান (২)॥
শরণ পশিল আজি সে দেব-চরণে।
সকল দুরাশা তেজি ভজিমু যতনে॥
সে প্রভুর সঙ্গে মুঞি রমিব অন্তরে।
যেন-তেন-মতে প্রাণ রাখিব শরীরে॥
ভবকূপে নিপাতিত বাঞ্চিত সে জন।
বিষয়ে হরিল যার এ দুই নয়ন॥
কালসর্পে গরাসিল যার কলেবরে।
কৃষ্ণ বিনে পরিত্রাণ কে করিতে পারে॥
এই সে আপনে কৈল আপন উদ্ধার।
অন্তরে বৈরাগ্য থাকে বিষয়ে যাহার॥
এইরূপে বিস্তর চিন্তিল মনে মনে।
সকল তেজিল বেশ্যা চিত্ত সমাধানে॥
নৈরাশ্য পরম সুখ আশা দুঃখময়।
বুঝিয়া পিঙ্গলা বেশ্যা দঢ়াইল হৃদয়॥
তেজিয়া সকল আশা আনন্দে রহিল।
পিঙ্গলা দেখিয়া আমি সে ধর্ম্ম শিখিল॥
শুনিঞা উদ্ধব যোগ স্থির কর মতি।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুর ভারতী॥

---

(১) পাঠান্তর,—
"কৃষ্ণের ভজন বিনে না ছিণ্ডে মোহপাশ"
(২) পাঠান্তর,—
"বৈরাগ্য-কারণে মোর হৈল দিব্যজ্ঞান।"

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে
অষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮॥

নবম অধ্যায়।

সিন্ধুড়া রাগ।

অবধুত বলে যদু শুন সাবহিতে।
কহিব সকল তত্ত্ব তোমার সাক্ষাতে॥
পরিগ্রহ দুঃখ-হেতু নাহি সুখলেশ।
সুখে রহে অকিঞ্চন বুঝিয়া বিশেষ॥
হরিয়া কুরর পক্ষ মাংস লঞা যায়।
তাখে মারি তার মাংস আনে লঞা খায়॥
তে-কারণে কোথাহ না চলি কিছু লৈঞা।
নিজ সুখে থাকি আমি অকিঞ্চন হৈঞা॥
মান অপমান আমি বিচার না করি।
পুত্র দার পরিবার চিন্তা পরিহরি॥
আপনাতে রত হয়্যা আপনাতে রমি।
বালবত নিজ সুখে যথা তথা ভ্রমি॥
এক দ্বিজ ঘরে এক আছিল কুমারী।
তাহাকে বরিতে আইল জনা দুই চারি॥
পিতা মাতা বন্ধুগণ না ছিল মন্দিরে।
আপনে ব্রাহ্মণ কন্যা পূজিল আদরে॥
আতিথ্যবিধানে পূজি ঘরে পরবেশে।
তণ্ডুল কারণে ধান্য গোপতে আপসে॥ (১)
ধান্য আপসিত শঙ্খ শবদ উঠিল।
কুণ্ঠিত মানিয়া কন্যা মনে লাজ পাইল॥
একে একে হাথের সকল শঙ্খ ভাঙ্গি।
দুই দুই শঙ্খমাত্র দুই হাতে রাখি॥
তবে আর বার ধান্য আপসে কুমারী।
তবু শব্দ হৈল দুই শঙ্খে শঙ্খে মেলি॥
দুই হাথে দুই গাছি শঙ্খ মাত্র থুয়্যা।
এক গাছি করি শঙ্খ ফেলিল ভাঙ্গিয়া॥
তবে শঙ্খ শবদ না হইল আরবার।
সেই শিক্ষা লঞা আমি ভ্রমি একেশ্বর॥ (২)
বহুসঙ্গে বসিতে কোন্দল নিতি নিতি।
দুইজনে কথা বার্ত্তা হয় নিরবধি॥
কুমারী কঙ্কণ দেখি যুক্তি করি মনে।
একেশ্বর হৈয়া আমি ভ্রমি তে-কারণে॥
আসন পবন জিনি মন নিরোধিয়া।
বৈরাগ্য অভ্যাস যোগে রাখিব বান্ধিয়া॥
একত্রে ধরিব মন গোবিন্দ-চরণে।
ধীরে ধীরে কর্ম্মরেণু তেজিব যতনে॥
সত্ত্বগুণে রজ-তম ফেলিব ধুইয়া।
সত্ত্বগুণে সত্ত্বগুণ ছাড়িব জিনঞা॥
নির্ব্বাণ পরমপদে নিয়োজিব মন।
বাহ্য অভ্যন্তরে মনে নহে স্মঙরণ॥
শরকৃৎ শর যেন গঢ়ে হেঁট মাথে।
না দেখিল রাজা চলি গেল সেই পথে॥
শরগত চিত্ত তার নাহি অবধান।
এ ধর্ম্ম শিখিলু শরকৃত সন্নিধান। (১)
একাচারী হৈব মুনি না করিব ঘর।
সাবধানে থাকিব ভ্রমিব নিরন্তর॥
আচারে লখিতে কেহ না পারিব মুনি।
গৃহারম্ভ ছাড়িব কহিব অল্পবাণী॥
আপন কারণে ব্যর্থ না পাতিব ঘর।
পরঘরে যেন বৈসে সুখে ভুজধর॥
মায়ায় করয়ে সৃষ্টি এক নারায়ণে।
কালমূর্ত্তি ধরি সেই সংহারে আপনে॥
নিরাধার নিরালম্ব অখিল আশ্রয়।
সর্ব্ব শক্তি সম্বরিয়া সেই মাত্র রয়॥
প্রকৃতি-পুরুষপর পরাপর-পর।
উপাধি বর্জ্জিত মাত্র এক মহেশ্বর॥
যখনে ইচ্ছয়ে পুন সৃষ্টি করিবার।
মায়াতে ঈক্ষণ করি সৃজয়ে সংসার॥
সেই সে ত্রিগুণময়ী বলি বিষ্ণুমায়া।
জগত সৃজয়ে সেই নানা মূর্ত্তি হৈয়া॥
মায়ায় করয়ে হরি জগত নির্ম্মাণ।
প্রলয় পালন করে সেই ভগবান্॥
ঊর্ণনাভি ঊর্ণসূত্রে সৃজয়ে বদনে।
সেই ঊর্ণজালে পুন বিহরে আপনে॥
সেই ঊর্ণাসূত্রে পুন করয়ে গরাস।
এইরূপে সৃষ্টিলীলা করে শ্রীনিবাস॥
যথাতথা চিত্ত ধরে একান্ত ধেয়ানে।
স্নেহে দ্বেষে ভয়ে কিবা করে আরোপণে॥

---

(১) আপসে,—অর্থাৎ আঘাত করে, নিস্তেজ করে, বাড়ে ইতি ভাষা।
(২) পাঠান্তর,—"ভ্রমি এ সংসার"।

(১) পাঠান্তর,—
"শরগণে চিত্ত তার নহে সমাধানে।
এ ধর্ম্ম শিখিল আমি শরকৃত সনে

যেই ধ্যান করি মরে সেই মূর্ত্তি ধরে।
কুমারিয়া কীট যেন নিজ মূর্ত্তি করে॥
কুমারিয়া কীট অন্য কীট ধরি আনে।
প্রবেশ করায় নিজ ঘরে সেই মনে॥
ভয়ে তার রূপ কীট চিন্তে নিরন্তর।
নিজরূপ ছাড়ি ধরে সেই কলেবর॥
এই সে কারণে আমি কৃষ্ণে ধরি মনে।
আনন্দে বিহার করি পৃথ্বী পর্য্যটনে॥
এত গুরু হৈতে এত উপদেশ ধরি।
নিজ সুখে পূর্ণ হৈয়া আনন্দে বিহরি॥
আপনার গুরু হঞা শিখিল আপনে।
নিজ কলেবরে গুরু বলি তে কারণে॥
বিচার করিয়া বুঝি মনের ভিতরে।
জ্ঞান-বৈরাগ্যের হেতু নিজ কলেবরে॥
দেহের জনম মাত্র দেহের মরণ।
আপনার জন্ম-মৃত্যু সে (হয়) ভরম॥
এ বোল বুঝিয়া দেহে না করি পীরিতি।
ভজিব মকুন্দপদ দৃঢ় করি মতি॥ (১)
পশু ভৃত্য গৃহ দার পরিবারগণ।
পোষণ পালন করে দেহের কারণ॥
অন্তকালে চলে দেহ এ সব তেজিয়া।
আপনার নিজকর্ম্ম সংহতি করিয়া॥
বৃক্ষধর্ম্মা কলেবর অন্তে যায় নাশ।
তে-কারণে নিজদেহে না করি বিশ্বাস॥
একদিগে জিহ্বায় বান্ধিয়া লঞা যায়।
আর দিগে তৃষ্ণায় আকুল হঞা যায়॥
এক দিগে শ্রবণ নয়ন আর দিগে।
লিঙ্গে উদরে আর বান্ধে দুই ভাগে॥
কোন ঠাঞি বান্ধে লঞা নাসিকা-বিবরে।
বিস্তর সতিনে যেন গৃহপতি মরে॥

কি কর্ম্ম করিব জীব কি তার শকতি।
সতিনী মেলিয়া যেন কাটে গৃহপতি॥
আপনে করিঞ হরি এ লোক-রচনা।
কীট পতঙ্গ আদি ব্রহ্মাণ্ড কল্পনা॥
তভু তুষ্ট নহিল সৃষ্টি করিয়া নির্ম্মাণ।
তবে নররূপ সৃষ্টি কৈলা ভগবান॥
মানুষ জনমে ব্রহ্ম দেখিব নয়নে।
তবে তুষ্ট হঞা হরি রহিলা আপনে॥
বহুকোটি জনম লভিয়া কর্ম্মদোষে।
মানুষ জনম যদি হৈল ভাগ্যবশে॥
দুর্ল্লভ মানুষ জন্ম অনিত্য সংসারে।
হেন জন্ম লভিয়া চিন্তিব পরকারে॥
যাবত শরীর নাহি পড়ে অকারণ।
শরীরের সহে মৃত্যু রহে অনুক্ষণ॥
তাবত যতন করি সাধিব মুরতি।
সব ঠাঞি বিষয় মিলয়ে জীবগতি॥
এইমতে জনমিল হৃদয়-নির্ব্বেদ।
জ্ঞানচক্ষে দেখি নব ঈশ্বর অভেদ॥
সর্ব্বসঙ্গ পরিহরি তেজি অহঙ্কার।
আনন্দে বিহরি আমি ভ্রমিঞ সংসার॥
এতেক বচন বলি দ্বিজ অবধূত।
গভীর চরিত্র মহাধীর গুণযুত॥
যদু রাজা প্রশংসিয়া চলিলা ব্রাহ্মণ।
পীরিতে পূজিল রাজা বিপ্রের চরণ॥
অবধূত-বচন শুনিঞা যদুরাজা।
প্রণতি করিয়া কৈল অবধূত-পূজা॥
পুরুর বংশের তিঁহো আছিলা পুরুবে।
একচিত্তে কৃষ্ণ আরাধিল সর্ব্বভাবে॥
সর্ব্বসঙ্গ তেজিয়া ভজিলা গদাধর।
বিষ্ণুপদে গেলা তিঁহো সাধিয়া সকল॥
উদ্ধব সংবাদকথা কৃষ্ণগুণ বাণী।
ভাগবত-আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে
নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯॥

---

(১) পাঠান্তর,—
"দেহ উদাসীন হৈঞা থাকি দিনরাতি"।

দশম অধ্যায়।

তবে পুন কহিতে লাগিলা ভগবান।
শুন হে উদ্ধব তুমি ভকত প্রধান॥
আমি যে কহিল ধর্ম্ম আগম পুরাণে।
সে ধর্ম্ম আশ্রয় করি রহ সাবধানে॥
বর্ণ ধর্ম্ম কুলধর্ম্ম আশ্রম-আচার।
কর্ম্মফল তেজি কর্ম্ম করিব প্রচার॥
শুদ্ধচিত্তে দেখিব সকল মায়াময়।
বুঝিব আরম্ভমাত্রে সব বিপর্য্যয়॥
নানা উপভোগ যেন দিলএ স্বপনে।
নানা মনোরথ যেন চিন্তয়ে ধেয়ানে॥
যত নানা রূপ দেখি জানিব বিফল।
ত্রিগুণ-জনিত মিথ্যা জানিব সকল॥
সাধিব নিবৃত্তি-কর্ম্ম প্রবৃত্তি তেজিয়া।
আদরে শিখিব ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিয়া॥
তত্ত্ব জিজ্ঞাসিয়া যদি নিল উপদেশ।
তবে কর্ম্ম তেজিয়া ভজিব হৃষীকেশ॥
সংযম নিয়ম দুই সাধিব যতনে।
শান্ত গুরু আশ্রয় করিব শুদ্ধ মনে॥
চিত্তবৃত্ত যাহার আমাতে সমর্পণ।
আমি যার প্রাণধন আমি সে জীবন॥
হেন গুরু আশ্রয় করিয়া শুদ্ধমতে।
মান মদ অহঙ্কার না করিব চিতে॥
সর্ব্বভূত-সুহৃদ নির্ম্মল দয়াপর।
তত্ত্ব জিজ্ঞাসিয়া জীব না হৈব চঞ্চল॥
দোষ-দৃষ্টি না করিব অসত্য-ভাষণ।
সব ঠাঞি উদাসীন বিগত বন্ধন॥
ধনপুত্র কলত্র দেখিব মায়াময়।
সর্ব্ব ঠাঞি উদাসীন বিগত সংশয়॥
দেহ ভিন্ন আপনাকে দেখিব গেয়ানে।
কাষ্ঠ হৈতে ভিন্ন যেন দীপ্ত হুতাশনে॥
এ বোল বুঝিয়া গুরুউপদেশ লৈয়া।
সর্ব্ব ঠাঞি বস্তু বুদ্ধি ছাড়িব বুঝিয়া॥
কর্ত্তা হৈঞা কর্ম্ম করে ভোক্তা হৈয়া ভুঞ্জে।
তমুত স্বতন্ত্র নহে সুখ দুঃখ ভজে॥
দেহযোগে দেহীর না দেখে সুখলেশ।
যদি বা পণ্ডিত হয় সেহ পায় ক্লেশ॥
দুঃখে সুখবুদ্ধি করে সুখে দুঃখ বুদ্ধি।
ব্যর্থ অহঙ্কারে জীব ভ্রমে নিরবধি॥

সুখ দুঃখ জীব যদি জানে আপনার।
তবে কেন মৃত্যু না পারিব জিনিবার॥
অর্থ কাম যদি দৈবে হয় উপসন্ন।
তভু সুখ নাহি তাতে দুঃখ-নিবারণ॥
বান্ধি লৈঞা যায় যদি কাটিবার তরে।
তবে অর্থ-কামে তার কোন্ সুখ ধরে॥
দেখি শুনি যত কিছু সব দুঃখময়।
মান মদ কাম ক্রোধ ভোগ অপচয়।
দুঃখময় জগত কেবল হেন জ্ঞান।
কর্ম্মে কোন গতি হয় চিত্ত দিয়া শুন॥
নানা পুণ্য দান ধর্ম্ম বিবিধ বিধানে।
নানা যজ্ঞ করি দেব করে আরাধনে॥
স্বর্গলোক গিয়া তবে করে পুণ্যভোগ।
দেবমত মিলে নানা দিব্য উপভোগ॥
নিজ-কর্ম্ম বিনির্ম্মিত উজ্জ্বল বিমানে।
গন্ধর্ব্ব-কিন্নরে গীত গায় বিদ্যমানে।
দেবীগণ লঞা দিব্য বিমানে বিহরে
বিলোল কিঙ্কিণীজাল বিনোদ মন্দিরে॥
তাবৎ বিনোদ করে স্বর্গের উপরে।
যাবত সকল সাঙ্গ হয় কর্ম্মফলে॥
পুণ্যক্ষয় হৈলে হয় পুন নিপাতন।
কালে সব হরে তার অদৃষ্ট কারণ॥
অসৎ-সঙ্গ হয় যদি দৈব নিবন্ধনে।
অধর্ম্মনিরত হয় কুসঙ্গ-মিলনে॥
কামহত স্ত্রীজিত কপট কৃপণ।
ভূতাবহিংসক পরপীড়াপরায়ণ॥
বিধিহীন পশুবধ করে যজ্ঞ-ছলে।
ভূত-প্রেতগণ পূজে পিতৃযজ্ঞ করে॥
তবে অন্তকালে ঘোর নরকে গমন।
তবে নানা যোনি জীব করয়ে ভ্রমণ॥
স্থাবর জঙ্গম আদি কীট যে পতঙ্গ।
পশু পক্ষ মৃগ নাগ সিংহ যে মাতঙ্গ॥
এইরূপে নানা যোনি করিএ ভ্রমণ। (১)
তবে সর্ব্ব অবশেষে মানুষ জনম॥

---

(১) পাঠান্তর—
"এইমতে নানা যোনি করয়ে ভ্রমণ।
তবে অবশেষে হয় মানব-জনম।"

এইরূপে ভ্রমে জীব এ ঘোর সংসারে।
পুনঃপুনঃ কর্ম্ম করি দুঃখভোগ করে॥
দুঃখময় কর্ম্ম তাতে নাহি সুখলেশ।
কর্ম্ম করি দেহযোগে পায় নানা ক্লেশ॥
কুবের বরুণ যম বহ্নি পুরন্দর।
মোর ভয়ে তারা সব কম্পিত অন্তর॥
আছুক আনের কাজ কল্প অধিকারী।
ব্রহ্মা হয়্যা মোর ভয় খণ্ডিতে না পারি॥
গুণে কর্ম্ম সৃজে গুণে সৃজয়ে বিষয়।
কর্ম্মফল ভুঞ্জে জীব হৈঞা কর্ম্মময়॥
যাবত বিষয়গতি গুণের কল্পনা।
তাবৎ বিবিধরূপ জীবের ভাবনা॥
নানারূপ যাবৎ তাবৎ পরাধীন।
তাবৎ ঈশ্বরে ভয় ঈশ্বরের ভিন॥
এ সব যাহার হয় মতি বিপর্য্যয়।
সংসারে ভ্রময়ে তারা না ঘুচে সংশয়॥
এতেক বচন শুনি উদ্ধব সুমতি।
এই জিজ্ঞাসিলা তবে করিয়া প্রণতি॥
সত্ত্ব রজ তম তিনে দেহ উতপন্ন।
সেই দেহে বৈসে জীব শুদ্ধ নিরঞ্জন॥
গুণে বদ্ধ নহে জীব নিত্য নিরাধার।
কি কারণে তিন গুণে বন্ধন তাহার॥
সেই গুণে বদ্ধ জীব নহে কোন মতে।
কিরূপে থাকয়ে জীব বিহরে কোথাতে।
জানিবারে পারি জীব কেমনে লক্ষণে।
শয়ন ভোজন জীব করয়ে কেমনে॥
কিরূপে গমন তার কোথা তার স্থিতি।
কহ নাথ অচ্যুত মাধব প্রাণপতি॥
সহজে বা বদ্ধ জীব কিবা মুক্ত দৃঢ়।
এক জীব মাত্র কিবা নানা প্রকার॥
এই ভ্রম চিত্তে নাথ কৈলুঁ নিবেদন।
জ্ঞান দিয়া কর নাথ অজ্ঞান খণ্ডন॥
জ্ঞান কল্পতরু শ্রীগদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-পান॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে
দশমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০॥

একাদশ অধ্যায়।

বসন্ত রাগ।

উদ্ধবের বচন শুনিঞা ভগবান।
কহিতে লাগিলা জীবগতি-তত্ত্বজ্ঞান॥
বদ্ধ মুক্ত বলি জীব কেবল বাখানি।
বস্তুগতে বদ্ধ মোক্ষ একুই না মানি॥
গুণে হৈতে বন্দী জীব গুণ মায়াময়।
বদ্ধ মুক্ত দুই মিথ্যা এক সত্য নয়॥
সুখ দুঃখ শোক মোহ জনম মরণ।
এ সব সকল মায়া কেবল ভরম।
স্বপনে অনর্থ যেন দরশন হয়।
জাগিলে স্বপন যেন জানি মায়াময়॥
বিদ্যা অবিদ্যা দুই মূর্ত্তি শরীরে আমার।
বদ্ধ মোক্ষ করি দুই মায়ায়ে প্রচার॥
তাথে এক জীব অংশ আমাতে অভিন্ন।
অবিদ্যায় বদ্ধ তেঁহো হঞা মতিহীন॥
নিত্যমুক্ত এক তার নিজ বিদ্যাবলে।
অখণ্ড পরমানন্দ আনন্দে বিহরে॥
দুই গুটী হংস পক্ষ এক বৃক্ষে বসে।
সমশক্তি দুই সখা আনন্দে বিলসে॥
এক গুটী হংস তার খায় বৃক্ষফল।
নিরাহারে এক পাখী থাকে নিরন্তর॥
নিজানন্দে পরিপূর্ণ ধরে মহাবল।
জ্ঞানচক্ষে ভাল মন্দ দেখয়ে সকল॥
নিজ পর সব দেখি বিমল গেয়ানে।
বৃক্ষফল খাঞা পক্ষ কিছুই না জানে॥
অবিদ্যাসংযোগে জীব এহিরূপে বন্দী।
নিজসুখে বিহরে ঈশ্বর মহানন্দী॥
আছে দেহে নাহি দেহে সে হয় পণ্ডিত।
দেহে নাহি থাকে দেহে সে হয় বঞ্চিত॥
মিথ্যা হেন জানি যেন জাগিলে স্বপন।
কুমতি জনের যেন স্বপনে ভরম॥
ইন্দ্রিয় বিষয় ভুঞ্জে জীব উদাসীন।
অহঙ্কারে কর্ত্তা হঞা মূর্খ মতিহীন॥

অদৃষ্ট অধীন জীব গুণ-কর্ম্মময়।
তাহে অহঙ্কারে মূর্খ কর্ত্তা ভোক্তা হয়॥
এইরূপে সর্ব্বঠাঞি হৈব উদাসীন
কারো কভো কোন ঠাঞি নহিব পরাধীন॥
শয়ন ভোজন পান আসন মজ্জনে।
দরশন পরশন গমন শ্রবণে॥
সর্ব্ব ঠাঞি উদাসীন হেব মতিমান।
দেহ গেহে না করিব নিজ অভিমান॥
মনে কভো না করিব সংকল্প ভাবনা॥
দেহে গেহে চিত্তগত তেজিব বাসনা॥
কেহ হিংসা করে কেহ করে অপকার।
কেহ পূজা করে কেহ করে নমস্কার॥
স্তুতি নিন্দা তাহাতে না করে বুধজনে। (১)
অদৃষ্ট মানিঞা চিত্ত করে সমাধানে॥
সমাদৃষ্টি হেব গুণ-দোষ-বিবর্জ্জিত।
না বোলে না করে কিছু না চিন্তে পণ্ডিত॥
আত্মারাম ভবত আনন্দে বিহরে।
দেখি শুনি ভাল মন্দ হৃদয়ে না ধরে॥ (২)
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপাণ্ডিত সর্ব্বধর্ম্ম জানে।
তবু যদি তত্ত্ব বস্তু না লয় গেয়ানে॥
ব্যর্থ তার সর্ব্বশাস্ত্র শ্রমমাত্র সার।
কুধেনু রাখিঞা যেন ব্যর্থ যায় কাল॥
দুহিলে না পাই দুগ্ধ হেন ধেনু রাখি।
দুষ্ট ভার্য্যা রাখে যদি নানা দোষ দেখি॥
পরাধীন কলেবর কুপুত্র কুবাণী।
আমার মহিমা যশ যাথে নাহি শুনি॥
পাত্রে পাঞা না কৈল যে ধন সমর্পণ।
এ সব রাখএ যে কুমতি অচেতন॥
দুঃখীর অধিক দুঃখী বলিয়ে তাহারে।
এইলোকে বঞ্চিত পতিত পরকালে॥
আমার নির্ম্মল যশ লীলা গুণবাণী।
যাহাতে না থাকে সে বচন ব্যর্থ মানি॥
সে বাণী পণ্ডিত কভু নাহি লয় মুখে।
তত্ত্ব জিজ্ঞাসিএ পরে রহে নানা সুখে।
কহিল উদ্ধব যোগগতি তত্ত্বজ্ঞান।
যদি চিত্তে করিতে না পার সমাধান॥

যদি চিত্ত আমাতে ধরিতে নাহি পার।
তবে তুমি সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ কর॥
সর্ব্বকর্ম্ম আমাতে করিয়া সমর্পণ।
সর্ব্বভাবে লও তুমি আমার শরণ॥
শ্রদ্ধা করি আমার পবিত্র কথা শুন।
জন্ম কর্ম্ম নাম-গুণ সত্য করি মান॥
শ্রবণ কীর্ত্তন গুণ কর স্মঙরণ।
ধর্ম্মকাম আমাতে করিয়া সমর্পণ॥
এইরূপে উদ্ধব করিএ উপাসনা।
আমাতে লভিবে তবে ভক্তি আকাঙ্খনা॥
সৎসঙ্গ করিলে হয় নির্ম্মল ভকতি।
ভকতি করিএ মোরে ভজে শুদ্ধমতি॥
তবে তত্ত্বপদ তুমি লভিবে সাক্ষাতে।
ভক্তিযোগ তোমাকে কহিল সুনিশ্চিতে॥
উদ্ধব জিজ্ঞাসা তবে কৈল যোড়করে।
ভকত-লক্ষণ নাথ কহিবে আমারে॥
কিরূপ ভকত নাথ কিরূপ ভকতি।
কেমন লক্ষণ চিহ্ন ভকতের গতি॥
তুমি ব্রহ্ম পরিপূর্ণ প্রকৃতির পর।
ভক্তের ইচ্ছায় ধর নর-কলেবর॥
প্রণত-পালন তুমি পুরুষ পুরাণ।
ভকত-লক্ষণ মোরে কহ ভগবান্॥
প্রভু বলে কহি শুন ভকত-লক্ষণ।
সত্যসার শুদ্ধমতি সম দরশন॥
ত্যাগশীল শান্ত পর-দ্রোহ বিবর্জ্জিত।
ধৃতিযুত কৃপালু সকল-লোক হিত॥
শুচি মৃদু মিতভোজী মুনি স্থিরমতি।
অমানী মানদ কল্য (১) কবি (২) মহামতি॥ (৩)
অপ্রমাদী জিতকাম গভীর-আশয়।
এত গুণে জানিব বৈষ্ণব-পরিচয়॥
এইরূপে গুণদোষ বুঝিয়া নির্ণয়।
সর্ব্বধর্ম্ম তেজিয়া যে ভজে মহাশয়॥
ভকত-উত্তম সেই বুঝহ বিচার।
ভক্তের লক্ষণ তোমায় কহিল বিস্তার॥ (৪)
জানুক বা না জানুক আমার মহিমা।
যেন-তেন-মতে ভজে যেন তেন জনা॥

---

(১) পাঠান্তর—
"ভাল-মন্দ জ্ঞান কভু না করিব মনে"।
(২) পাঠান্তর,—
"দেখে শুনে ভাল মন্দ কিছুই না বোলে"।

(১) কল্য,—পরবোধনে দক্ষ।
(২) কবি,—সম্যগ্‌জ্ঞানী।
(৩) পাঠান্তর,—"মহামতি"।
(৪) পাঠান্তর,—
"ভকত উত্তম তারে বুঝিব বিচারি।
বৈষ্ণব-লক্ষণ এই কহিল বিস্তারি।"

একান্ত করিয়া ভজে তেজি সর্ব্বধর্ম্ম।
সেই সে আমার প্রিয় ভকত উত্তম॥
আমার মধুর মুর্ত্তি ভকত যে জন।
দোঁহার করিব দরশন পরশন॥
অর্চ্চন বন্দন স্তুতি করিব দোঁহার।
পরিচর্য্যা করিব কীর্ত্তন নমস্কার॥
আমার অমৃত কথা শ্রবণে পীরিতি।
আমার মধুরস্বরূপ ধ্যানে দৃঢ়মতি॥
সর্ব্বলভ্য আমাতে করিব সমর্পণ।
দাস্যভাবে করি প্রাণ মন নিবেদন॥
আমার জনম কর্ম্ম-কথার শ্রবণ।
দেখিব আমার পর্ব্ব করিব মোদন॥
নৃত্য গীত বাদ্য গোষ্ঠী করি বহু মেল।
আমার মন্দির পুরে মহোৎসব করি॥
পর্ব্বে পর্ব্বে যাত্রাবাধ করিব বিধানে।
করিব বৈষ্ণব-দীক্ষা মন্ত্র সন্নিধানে॥
ধরিব আমার ব্রত বৈষ্ণব-লক্ষণ।
আমার সুন্দর মূর্ত্তি করিব স্থাপন॥
আপনে সাধিব যদি থাকে নিজ শক্তি।
নহে বা উদ্যম করি করিব সংহতি॥
পুষ্পবন ক্রীড়াবন নানা উপবন।
আপনে করিব পুন মন্দির মার্জ্জন॥
উপলেপ জলসেক মণ্ডল-রচনা।
দাসবত গৃহকর্ম্ম বিবিধ (১) ঘটনা॥
দম্ভমান তেজিব কৈতব ছল মায়া।
পুণ্যকর্ম্ম না কহিব আপনে করিয়া॥
নিবেদিয়া আপনে না লৈব আর বার।
প্রদীপ পর্য্যন্ত না করিব অধিকার॥
আপনার প্রিয়তম যে যে বস্তু মনে।
সেই নিবেদিব লঞা চরণ কমলে॥
তাহার অনন্ত ফল কৃপায় আমার।
বিচিত্র নির্ম্মাণে ঘর করিব সংস্কার॥

(১) পাঠান্তর,—"বিধান"

গো ব্রাহ্মণ দিনমণি আকাশ পবন।
পৃথিবী বৈষ্ণব আত্মা আপ হুতাশন॥
এই সব স্থানে হরি পূজিব বিধানে।
শুনি কহি যে রূপে পূজিব যে যে স্থানে॥ (১)
বেদবিদ্যা মন্ত্রে পূজা করি দিনকরে।
ঘৃত দানে পূজা করি জ্বলন্ত অনলে॥
আতিথ্য বিধানে পূজা করিব ব্রাহ্মণে।
গোরুতে পূজিব নব তৃণ জলদানে॥
বৈষ্ণবে পূজিব বন্ধু সৎকার সম্মানে।
হৃদয়-আকাশে হরি পূজিব ধেয়ানে॥
পবনে পূজিব হরি মুখবুদ্ধি ধরি।
জলময় দ্রব্য দিয়া জলে পূজা করি॥
স্থলে পূজা করি হরি নানা উপহারে।
আত্মা পূজা করে নানা ভোগ পুরস্কারে॥
সর্ব্বভূতে পূজি হরি অন্তর্য্যামিরূপে।
এই মনে নানা ঠাঞি পূজি নানাভাবে॥
এই সব স্থানে মূর্ত্তি করিব চিন্তন।
জলধর কলেবর রাজীব লোচন॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি করে।
এইরূপে চিন্তিয়া পূজিব নিরন্তরে॥
যজ্ঞদান বাপী কূপ করিব নির্ম্মাণ।
সর্ব্বভাবে আমাকে পূজিবে মতিমান॥
এইরূপে ভক্তি লভে আমার চরণে।
নিরন্তর স্মৃতি হয় সাধুসেবা হনে॥
ভক্তিযোগ বিনে বাপু গতি নাহি আন।
সাধুসঙ্গ বিনে ভক্তি নহে উপাদান॥
কহিব পরম গুহ্য আর এক কথা।
তুমি ভৃত্য, আমার বান্ধব প্রিয় সখা॥
কহিল উদ্ধব যোগ কৃষ্ণ-গুণ বাণী।
ভাগবত-আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী॥

(১) পাঠান্তর,—
"শুন কহি কি রূপে পূজিব কোন স্থানে"

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশ স্কন্ধে
একাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১১॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

কেদার রাগ।

কর্ম্মযোগ সাঙ্খ্যযোগ আর নানা ধর্ম্ম।
বেদপাঠ তপ ত্যাগ আর নানা কর্ম্ম॥
মহাধর মহাপুর (১) দীঘী সরোবর।
ব্রত দান নানা পুণ্য (২) করি নিরন্তর॥
বিবিধ দক্ষিণা যজ্ঞ বহুমূল্য ধন
সংযম নিয়ম নানা তীর্থ-পর্যটন।
এতরূপে কেহো বশ করিতে না পারে।
বিনে সাধুসঙ্গ কেহো না পায় আমারে॥
সাধুসঙ্গে সকল কুসঙ্গ-দোষ হরে
পতিত পামর দীন সাধুসঙ্গে তরে।
দৈত্য দানব খগ মৃগ বিদ্যাধর
সিদ্ধ চারণ যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর॥
স্ত্রী শূদ্র অন্ত্যজ জাতি পতিত চণ্ডাল।
সৎসঙ্গে এ সব হৈল ভবসিন্ধু পার।
বৃষপর্ব্বা বলি বাণ ময় হনুমান।
প্রহ্লাদ সুগ্রীব গজরাজ জাম্বুবান॥
গৃধ ব্যাধ বণিক কুবজা আদি করি।
যজ্ঞপত্নীগণ আর ব্রজ পুরনারী॥
এ সভে পুরাণ শাস্ত্র বেদ নাহি পড়ে।
মহান্তের সেবা ব্রত তপ নাহি করে॥
কেবল সৎসঙ্গ হৈতে আমাকে লভিল।
জারভাবে কেবল রমণীগণ পাইল॥
কীট পতঙ্গ আদি পশুপক্ষগণ।
এ সভে আমারে পাইল ভকতি কারণ॥
সৎসঙ্গ আমাকে মাত্র লভিল সাক্ষাতে।
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যাকে চিন্তে ধ্যানপথে॥
সাঙ্খ্যযোগ কোটি কোটি ব্রত যজ্ঞদান
সর্ব্বত্যাগ করে কিংবা সন্ন্যাস বিধান॥
তবুত আমারে কেহ না পারে লভিতে।
এ সব সৎসঙ্গে আমা লভিল সাক্ষাতে।
যখনে অক্রূর আমা নিল মধুপুরী।
তখনে মজিল শোকে ব্রজপুরনারী।
অনুরাগে চিত্ত ধরি আমার চরণে।
ত্রিভুবন শূন্য গোপী দেখিল নয়নে॥ (৩)

যত রাতি বঞ্চিল আমার সনে বনে।
তিল-আধ হেন গোপী মানিল তখনে॥
আমার বিচ্ছেদে তারা একখানি রাতি।
কল্পকোটি সম করি মানিল যুবতী॥
আমা বিনে গোপীগণ না জানয়ে আন।
আমাতে ধরএ গোপী তনু মন প্রাণ॥
কি নাম কোথাতে আছে আপনা না জানে।
ত্রিভুবন শূন্যবৎ দেখে আমা বিনে॥
সমাধি করিয়া যেন রহে মুনিগণে।
আপনার নাম রূপ পাসরে আপনে॥
নদনদী-সব যেন মিলএ সাগরে।
আপনার নাম রূপ আপনে পাসরে॥
সেইরূপ গোপীগণ আমার কারণে।
আপনার নাম রূপ পাসরে আপনে॥
তত্ত্ব না জানএ গোপী জারবুদ্ধি করি।
আমি সে পরমব্রহ্ম পাইল প্রেম ধরি॥
সৎসঙ্গে আমাকে পাইল কীট পতঙ্গম।
কত কত তরি গেল স্থাবর জঙ্গম॥
এ বোল বুঝিয়া তুমি তেজ সর্ব্বধর্ম্ম।
লোক বেদ সব তেজ বিধিবৎ কর্ম্ম॥
প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-কর্ম্ম কর্ম্ম সকল তেজিবে।
শুনিলে শুনিবে যত দেখিলে দেখিবে॥
আমা। কারণে তুমি সর্ব্বধর্ম্ম তেজ।
লোক বেদ পরিহরি সভে আমা ভজ॥
সকলের আত্মা আমি মহামহেশ্বর।
আমার প্রসাদে ভয় তেজিবে সকল॥ (১)
শরণ করিয়া থাক চরণ আমার।
আমি রক্ষা কৈলে ভবভয় নাহি আর।
কৃষ্ণের বচন শুনি মনে পাই ভয়॥
উদ্ধব পুছিল তবে পড়িয়া সংশয়।
এখনে বলিলে নাথ কর্ম্ম জানি তেজ।
এখনে কহিলে মাত্র সভে আমা ভজ॥ (২)

---

(১) পাঠান্তর,—"মহাধর্ম্ম মহাপুণ"
(২) পাঠান্তর,—"কর্ম্ম"
(৩) পাঠান্তর.—"ত্রিভুবন শূন্যবৎ দেখি আমা বিনে"।

(১) পাঠান্তর,—"ভব তরিব সকল"।
(২) পাঠান্তর,—
"এখনে বুলিলে নাথ কর্ম্ম নাহি তেজ।
এখনে বোলহ মাত্র সভে আমা ভজ।"

কিবা কর্ম্ম কৈলে নাথ হয় প্রতিকার।
কিবা কর্ম্ম করিলে সংসার নহে আর ॥ (১)
যে হয় উচিত নাথ কহিবে নিশ্চয়।
জ্ঞানখড্গে কাট মোর চিত্তের সংশয় ॥
উদ্ধবের বচন শুনিঞা নারায়ণ।
কহিতে লাগিলা জীবগতি বিবরণ ॥
আপনে নির্গুণ জীব সহজে ঈশ্বর।
মায়া অবলম্ব করি ধরে কলেবর ॥
অবিদ্যা বন্ধন হেতু কর্ম্ম অধিকার।
তে কারণে কহি বিধি নিষেধ আচার ॥
সত্ত্ব শুদ্ধি পর্য্যন্ত করিব শুভকর্ম্ম।
তবে ভক্তি সাধিব তেজিয়া সর্ব্বধর্ম্ম ॥
শুভাশুভ কর্ম্মে তার নাহি অধিকার।
তার বিবরণ কহি শুন যুক্তি সার ॥
এক জীব সূক্ষ্ম মহেশ্বর নিরাধার। (২)
ষট্‌চক্র ভেদিলে জানি প্রকাশ তাহার ॥
প্রথমে আধারচক্রে জীব সূক্ষ্মময়।
দ্বিতীয়ে মধ্যমচক্রে কিঞ্চিৎ নির্ণয় ॥
মণিপুরচক্রে কিছু পরকাশ হয়।
চক্রভেদে বুঝিব জীবের পরিচয় ॥
তুলিয়া বিশুদ্ধ চক্রে নিব ব্রহ্মদেশে।
ব্রহ্মরন্ধ্রে তুলিলে সাক্ষাতে পরকাশে ॥
শূন্যে যেন আনল কেবল মাত্র লখি।
কাষ্ঠে কাষ্ঠে মথিলে কিঞ্চিৎ মাত্র দেখি ॥
কাষ্ঠ দিলে সেই অগ্নি বাঢ়ে অতিশয়।
ঘৃত দিলে পুন যেন-প্রজ্বলিত হয় ॥
এই মত আমার শ্রীমুখ বিগলিতা।
ষট্‌চক্র ভেদিয়া বেদবাণী প্রকাশিতা ॥
এইরূপে জানিবে জীবের তত্ত্বগতি।
নিত্য সনাতন জীব অনন্তশক্তি ॥
প্রথমে আছিল এক জীব নিরাকার।
অব্যক্ত ঈশ্বর জীব নিরালম্ব নিরাধার ॥
সেই জীব এক হই নানা শক্তি ধরি।
নানারূপে পরকাশে নানা মূর্ত্তি ধরি ॥

রজোগুণে সেই প্রভু সৃষ্টি লীলা করে।
সত্ত্বগুণে তমোগুণে পালয়ে সংহারে ॥
প্রভুর মায়ায় করে জগৎ নির্ম্মাণ।
জগত না হয় ভিন্ন এক ভগবান ॥ (১)
দীঘল পাড়াইলে (২) যেন সূতার গাঁথুনি
সূতার বসনে যেন এক করি জানি ॥
এইরূপে জগত গাঁথুনি নারায়ণে
অন্তরে বাহিরে কিছু নাহি প্রভু বিনে ॥
অনাদি সংসার-বৃক্ষ এই কর্ম্মময়।
ভোগ অপবর্গ মাত্র পুষ্প ফল হয় ॥
পুণ্য পাপ দুই বীজ বৃক্ষ উৎপন্ন।
অনন্ত বাসনা-মূলে বৃক্ষের স্থাপন ॥
তিন গুণ তিন স্কন্ধ বৃক্ষের তিন নাল।
পঞ্চভূত বিস্তার এ পঞ্চ রসাল ॥ (৩)
পঞ্চরস হরে বৃক্ষ এ পাঁচ বিষয়।
একাদশ ইন্দ্রিয় বৃক্ষের শাখা হয় ॥
দুই গুটি চঞ্চল পক্ষ বৃক্ষে করে স্থিতি।
তিন ধাতু তিন ত্বক বৃক্ষের ব্যাপিতি ॥
পুণ্য পাপ দুই গুটা বৃক্ষে ধরে ফল।
সূর্য্য পর্য্যন্ত সংসার বৃক্ষের প্রসার ॥
এক গুটি পাখী সার খায় বৃক্ষ ফল।
নিজগুণ পাপ রয় চরে ঘরে ঘর ॥
না খায় গাছের ফল আর এক পাখী।
বনে বনে বসে জ্ঞানে দেখে সর্ব্বসাক্ষী ॥
সে পাখী সংসার জ্ঞানে সব মায়াময়।
এক ব্রহ্ম বহুভেদে নানারূপ হয় ॥
সেই সে জ্ঞানএ বেদ-বেদান্তের সার।
তবে তার নাহি আর কর্ম্মে অধিকার ॥
এ বোল বুঝিয়া কর গুরু-উপাসনা।
ভকতি-কুঠারে ছেদ কর দুর্ব্বাসনা ॥
সাবধান হয়া তুমি আপনাকে চিন।
অস্ত্র তেজি আপনাকে ব্রহ্ম হেন মান ॥
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস ভাষা।
গদাধরচরণারবিন্দমাত্র আশা ॥

(১) পাঠান্তর,—
"কৈলে পুন জন্ম নাহি আর।
অথচ্চ কি কর্ম্ম করিলে ভব সংসারের পার।"
(২) পাঠান্তর,—
"এক ব্রহ্ম নিরঞ্জন সূক্ষ্ম মহেশ্বর।"

(১) পাঠান্তর,—
"জগতে না দেখি ভিন্ন এক ভগবান্।"
(২) দীঘল পাড়াইলে—আতান বিতান,
টানা পড়ান ইতি ভাষা।
(৩) কচ্ছপ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

দেশাগ রাগ

শুন হে উদ্ধব তুমি যে কহিয়ে আর।
ভক্তিযোগ বিনে আর নাহি প্রতিকার॥
কহিল তোমাকে আমি সর্ব্বধর্ম্ম তেজ।
একান্ত ভকতি করি সভে আমা ভজ॥
তার পরকার কহি সাবধানে শুন।
এই পরকারে তুমি তিন গুণ জিন॥
প্রকৃতির তিন গুণ সত্ত্ব রজ তম।
ঈশ্বর নির্গুণ নিত্য সত্য সনাতন॥
রজোগুণ তমোগুণ জিন সত্ত্বগুণে।
ভকতি-লক্ষণ ধর্ম্ম হয় যাহা হনে॥
সাত্ত্বিক সেবায় সত্ত্ব হয় সাধুজনে।
রজোগুণে তমোগুণে জিনে সত্ত্বগুণে॥
র -তম জিনিলে অধর্ম্ম যায় নাশ।
সত্ত্বময় ধর্ম্ম তবে হয় পরকাশ॥
কাল কর্ম্ম জনম আগম প্রজা দেশ।
ধ্যান মন্ত্র জল আর সংস্কার বিশেষ॥
জানিব এ সব বস্তু ত্রিগুণ-জড়িত।
সেবিব সাত্ত্বিক তাথে যে হয় পণ্ডিত॥
তামস রাজস দুই দূরে পরিহরি।
সাত্ত্বিক আশ্রয় করি সত্ত্ববুদ্ধি করি॥
তবে সত্ত্বময় কর্ম্ম হয় উপাদান।
যাহা হৈতে জনময় নিরমল জ্ঞান॥
পরমার্থ-শাস্ত্রমাত্র করিব অভ্যাস।
কুতর্ক পাষণ্ড-শাস্ত্র না নৈব সংপাশ॥
সুগন্ধি শীতল জল তেজি মতিম
সত্ত্বময় তীর্থজলে করে স্নান দান॥
রাজস তামস দুরাচার-সঙ্গ তেজি।
সাত্ত্বিকী নিবৃত্তি ধর্ম্মপরায়ণ ভজি॥
সাত্ত্বিক বিরল পুণ্য দেশে করি বাস।
দ্যূতক্রীড়া দুষ্ট দেশে তেজি অভিলাষ॥
পুণ্যকালে পুণ্যকর্ম্ম করি সমাধান।
নিষেধ সময়ে কর্ম্ম না করি বিধান॥
রাজস তামস কর্ম্ম দূরে পরিহরি।
কেবল সাত্ত্বিক মাত্র পুণ্য কর্ম্ম করি॥
বিষ্ণুমন্ত্র উপাসনা সার্থক জনম
শৈব শক্তি ক্ষুদ্র দীক্ষা তেজে বুধজন॥
সত্ত্বময় বিষ্ণুধ্যান করে বুদ্ধিমান।
সুতদার গৃহ বিত্ত না করে ধেয়ান॥
বিষ্ণুমন্ত্র-উপদেশ নৈব সত্ত্বময়।
অন্য-মন্ত্র উপদেশ পণ্ডিতে না লয়॥
সাত্ত্বিকে সংস্কারে চিত্ত করিব শোধন।
কেবল বাহির অঙ্গের মারজন॥
এই দশবিধ বস্তু ত্রিগুণ-জনিত।
সাত্ত্বিক ভজিব তাথে যে হয় পণ্ডিত॥
সাত্ত্বিক সেবায় সত্ত্ব বাঢ়ে নিরন্তর।
তবে তত্ত্বজ্ঞান উপজয়ে নিরমল॥
বাঁশে বাঁশে ঘষাঘষি অগ্নি জ্বলে তায়।
পুড়িয়া সকল বন আপনে নিভায়॥
এইরূপে গুণময় দেহ পরিহরি।
শান্ত হৈঞা রহে তবে সর্ব্বকর্ম্ম ছাড়ি॥
উদ্ধব পুছিল তবে ভকত-প্রধান।
মোর নিবেদন নাথ কর অবধান
বিষয়-আপদপদ সর্ব্বলোকে বলে।
তথাপি বিষয়-ভোগ ছাড়িতে না পারে॥
ছাগ কুক্কুরবত গর্দ্দভ সমান।
সাক্ষাতে দেখিতে আছে নানা অপমান॥
তথাপি বিষয়-ভোগ করে কি কারণে।
এ ব ় বিস্ময় মোর কৈলু নিবেদনে॥
উদ্ধবের বচন শুনিঞা চক্রপাণি
কহিতে লাগিলা তবে দেবচূড়ামণি॥
মুঞি হেন মিথ্যা বুদ্ধি মত্ত জনে হয়।
তে-কারণে রজোগুণ করএ উদয়॥
তে-কারণে হয় তার মনের বিকার।
সঙ্কল্প বিকল্প হয় নানা পরকার॥
বিষয়-ধেয়ানে তার বাঢ়ে নানা কাম।
কুমতি জনের বাঢ়ে নানা কুসন্ধান॥
কামবশ হঞা কর্ম্ম করে নিরবধি।
দুঃখময় কর্ম্ম মাত্র না বুঝে কুবুদ্ধি॥
মনের বিক্ষেপ রজোগুণে বিমোহিত।
আছুক আনের কাজ বিভ্রমে পণ্ডিত॥
এ বোল বুঝিয়া মন করিব সংযম।
দোষময় সকল দেখিব বুধজন॥
চিত্তের আলস্য (?) ছাড়ি র'ব সাবধানে।
মন নিয়োজিব ধীর আমার চরণে॥
অলপে অলপে চিত্ত করিব অর্পণ।
এ নব দুয়ার বান্ধি রুধিব পবন॥

আপন ভোজন ধীর জিনিব সন্ধানে
মন নিয়োজিব ধীর আমার চরণে ॥
এই যোগ কহিল আমার শিষ্যগণে।
সনকাদি চারি মুনি ব্রহ্মার নন্দনে ॥
সব ঠাঞি হৈতে মন আনি নিবারিঞা।
আনন্দে রহিব মন আমাতে ধরিঞা ॥
উদ্ধব পুছিল তবে ভাবিয়া বিস্ময়।
সনকাদি মুনিগণ ব্রহ্মার তনয় ॥
কি যোগ কহিলে তুমি কোন মূর্ত্তি হৈয়া।
সে যোগ কহিবে মোরে যদি কর দয়া ॥
কহিতে লাগিলা তবে দেব চক্রপাণি।
ব্রহ্মার মানস পুত্র সনকাদি মুনি ॥
যোগগতি জিজ্ঞাসিল বাপ বিদ্যমানে।
সংসার সাগর জীব তরিব কেমনে ॥
বিষয়ে প্রবেশ চিত্ত করে নিরন্তর।
সদত বিষয় থাকে চিত্তের ভিতর ॥
অন্যোন্যে সংযোগ হয় ছাড়ন না যায়।
কহ পিতা যোগগতি করিয়ে উপায় ॥
চিন্তিয়া চাহিলা ব্রহ্মা চিত্ত-সমাধানে।
তত্ত্ব না বুঝিয়া ব্রহ্মা রহিলা ধেয়ানে ॥
সমাধি করিয়া ব্রহ্মা চিন্তিলা আমারে।
এই যোগতত্ত্বগতি জানিবার তরে ॥
তবে আমি হংসরূপে দিলু দরশন।
মুনিগণে কৈল মোর চরণবন্দন ॥
ব্রহ্মা আগে করিয়া পুছিলা মুনিগণে।
কি নাম কে তুমি হেথা আইলা কি কারণে ॥
তত্ত্বজ্ঞান তবে মুনিগণে জিজ্ঞাসিল।
তবে শুন কি তার উত্তর আমি দিল ॥
বস্তুগতে আত্মা নহে নানা পরকার।
কিরূপে এ সব প্রশ্ন ঘটিবে তোমার ॥
পঞ্চভূত বিরচিত সমান সব কায়।
কে তুমি বচন ঘটে কেমন উপায় ॥
কেবল প্রারম্ভ মাত্র অনর্থ বচন।
কে তুমি পুছিলে শাস্ত্র না হয় ঘটন ॥
দেখি শুনি যত কিছু শ্রবণে নয়ানে।
বুদ্ধি মন লয় যত ইন্দ্রিয় বচনে ॥
আমা হৈতে সব কিছু আর নহে তত্ত্ব।
সর্ব্বময় প্রভু আমি সভে এই সত্য ॥
বিষয়ে প্রবেশে চিত্ত এ হয় নিশ্চয়।
চিত্তে পরবেশ করে সতত বিষয় ॥
দেহ মাত্র চিত্তগত বিষয়-বাসনা।
কিন্তু করিবারে পারি উপায় খণ্ডনা ॥

বিষয়ে প্রবেশে চিত্ত সেবিতে বিষয়।
বিষয়-ধেয়ানে চিত্ত হয় গুণময় ॥
যে জন আমার হয় দুই পরিহরে।
কদাচিত চিত্তগত বিষয় না করে ॥
তিনকালে সত্য জীব সব ঠাঞি থাকে।
সর্ব্বত্র সমান জীব সাক্ষিরূপে দেখে ॥
যদি বা জীবের হয় অনাদি বন্ধন।
মায়াগুণ বিরচিত দেহের কারণ ॥
আমাতে থাকিব চিত্ত করিয়া নিশ্চল।
বিষয়-বাসনা চিত্ত তেজিব সকল ॥
জীবের সংসারবন্ধ ব্যর্থ অহঙ্কারে।
অকারণে ভ্রমে জীব এ ঘোর সংসারে ॥
আমাতে ধরিব চিত্ত যে হয় পণ্ডিত।
তেজিব সংসার-চিন্তা স্থির করি চিত ॥
যাবত চিত্তের থাকে বিবিধ ভরম।
লাগি তেহো তাবত না জানে মূর্খজন ॥
এ বোল বুঝিয়া চিত্তে কর বিমরিশ।
সুখ দুঃখ সব তেজ বিষাদ হরিষ ॥
সাধুমুখ মুখরিত জ্ঞান খড়্গ ধরে।
চিত্তের জড়িমা কাটি ফেল দূর করি ॥
চিত্তগত সকল সংশয়চয় তেজ। (১)
একান্ত ভকতি করি সভে আমা ভজ ॥
জগত দেখিবা তুমি মনের বিলাস।
কেবল ভরম মাত্র তড়িত-প্রকাশ ॥
অতি লোল বিলোল আলেয়া (২) সমরূপ
জ্ঞানময় এক ব্রহ্ম ধরে বহু রূপ ॥
অনিত্য সংসার মাত্র চিত্তে অনুমান।
সব ঠাঞি হৈতে দৃষ্টি নিবারিয়া আন ॥
অনন্ত বাসনা সব তৃষ্ণা পরিহর।
নিজ সুখে পূর্ণ হঞা আনন্দে বিহর ॥
ভক্তিরস মদে মত্ত সিদ্ধ যোগিগণে।
আছে নাহি নিজ দেহ না দেখে নয়ানে ॥
অদৃষ্টে মিলয়ে দেহ অদৃষ্টে সঞ্চরে।
জ্ঞান যোগী আছে নাহি বিচার না করে ॥
মদিরা করিয়া পান ঘূর্ণিত নয়নে।
আছে নাহি নিজ বাস একুই না জানে ॥
এইরূপে জ্ঞানযোগী পূর্ণ জ্ঞান রসে।
সুখময় সিন্ধুজলে নিরবধি ভাসে ॥

---

(১) পাঠান্তর,—
"চিত্তগত বিষয় সকল যত তেজ"।
(২) মূলে "অলাতচক্রম্" পাঠ আছে।

তুমি-সব সনকাদি ব্রহ্মার নন্দন।
কহিল পরম গুহ্য যোগের লক্ষণ॥
সভার আশ্রয় আমি সর্ব্বযজ্ঞপতি।
সাংখ্য যোগ ঋত সত্য কীর্ত্তি যশোগতি॥
ধর্ম্ম কহিবার তরে কৈল আগমন।
পরম আশ্রয় আমি সভার কারণ॥
সকলের গতি পতি জীবের আধার।
সত্ত্ব রজ তমোগুণ কিঙ্কর আমার॥
সকলের আত্মা আমি প্রিয় হিতকারী।
নিরপেক্ষ নির্গুণ অনন্ত রূপধারী॥
অষ্টৈশ্বর্য্য অষ্টসিদ্ধি অষ্ট মহানিধি।
সর্ব্বশক্তি সর্ব্বগুণ ভজে নিরবধি॥
সভেঞি আমারে ভজে আমার কিঙ্কর।
তথাপি কাহার আমি নাহি নিজ পর॥
তুমি সব সনকাদি ব্রহ্মার কুমার।
তে-কারণে হংসরূপে কৈলা অবতার॥
কহিলা পরম যোগ দৃঢ় করি ধর।
তুমি-সব সুখে গিঞা পর্য্যটন কর॥
আমার বচন শুনি ব্রহ্মার নন্দন।
সনকাদি চারি মুনি যোগপরায়ণ॥
আনন্দিত হৈল সব খণ্ডিল সংশয়।
স্তুতি ভক্তি করিয়া পূজিল অতিশয়॥
ব্রহ্মার সাক্ষাতে আমি কৈল অন্তর্দ্ধান।
তবে আমি আপনে চলিল নিজ ধাম॥
কহিল তোমারে বাছা যোগ আত্মকথা। (১)
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গাথা॥

---

(১) অন্য পুঁথির পাঠ,—
"কহিলে তোমারে সব ত্যাগগতি কথা"।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৩॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

শ্রীরাগ।

উদ্ধব পুছিল তবে বুঝিতে নির্ণয়।
কত কত মুকুতি-লক্ষণ ধর্ম্ম হয়॥
নানা মোক্ষধর্ম্ম কহে বেদবাদিগণে।
কিবা এক মুখ্য কিবা সকল প্রধানে॥
তুমি সভে কহ মাত্র ভক্তিযোগ সার।
ভক্তিযোগ বিনে কভো না কহিলা আর॥
সর্ব্বসঙ্গ সর্ব্বধর্ম্ম তেজি সর্ব্বকর্ম্ম।
ভজিবে তোমারে সভে এই মোক্ষধর্ম্ম॥ (১)
এই মোর চিত্তের সংশয় অতিশয়।
কৃপা করি কহ নাথ কি হয় নির্ণয়॥
উদ্ধবের বচন শুনিঞা ভগবান্।
আদি বেদবাণী কহে পুরুষ পুরাণ॥
প্রলয়-সময়ে নষ্ট হৈল বেদবাণী।
তবে আমি কহিল ব্রহ্মাকে তত্ত্ব জানি॥
স্বায়ম্ভুব মনু ছিলা ব্রহ্মার নন্দন।
ব্রহ্মা তাঁর মুখে কৈল বেদ সমর্পণ॥
সপ্ত মহাঋষিগণ ভৃগু আদি করি।
তাঁরা সভে বেদবাণী মনু-মুখে ধরি॥
তা-সভার মুখে বেদ পাইল পিতৃগণে।
দেব-দানব আর গুহ্যক চারণে॥
সিদ্ধ বিদ্যাধর যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
কিংদেব মনুষ্য নাগ রাক্ষস বানর॥
এইরূপে সর্ব্বলোক বেদবাণী শুনি।
নানা মতি হৈল বেদতত্ত্ব নাহি জানি॥
সত্ত্ব রজ তমোগুণে সব উতপতি।
তে-কারণে ভিন্ন ভিন্ন সভার প্রকৃতি॥
যার যেন প্রকৃতি তাহার তেন বাণী।
মতিভেদে বোলে বেদতত্ত্ব নাহি জানি॥

---

(১) অন্য পুঁথির পাঠ,—
"ভজিব তোমারে আমি এই মাত্র ধর্ম্ম"।

পাষণ্ড পণ্ডিত কেহো কুতর্ক-খণ্ডনে।
এক বেদ নানা ভেদ করিয়া বাখানে॥
সর্ব্বলোক কর্ম্ম করে শ্রদ্ধা অনুরূপ।
কর্ম্ম-অনুসারে ধর্ম্ম কহে নানারূপ॥
কেহ ধর্ম্ম মানে কেহ অর্থ যশ কাম।
কেহ সত্য শম দম কেহ পুণ্য দান॥
ত্যাগ ভোগ ঐশ্বর্য্য কাহার চিত্তে ধরে।
কেহ ব্রত-আচার নিয়ম যজ্ঞ করে॥
নানা কর্ম্ম নানা ফল নানা পরকার।
সকল বিনাশ যুত অন্তে দুঃখসার॥
কর্ম্ম-বিনির্ম্মিত ফল নাহি সুখলেশ।
ত্যাগ ভোগ অরজন সার মাত্র ক্লেশ॥
আমি আত্মা প্রিয় সখা সর্ব্বফল-দাতা।
আমি গতি পতি হিত সর্ব্বলোক পিতা॥
আমাকে ভজিলে লোক হয় সুখময়।
এ ঘোর সংসারে পার লীলা মাত্র হয়॥
বিষয় সংযোগে সুখ নহে কদাচিত।
কর্ম্মপথে ভ্রমে মাত্র কেবল বঞ্চিত॥
অকিঞ্চন সমচিত্ত শুদ্ধ শান্ত দান্ত।
আমার আনন্দরসে রসিক নিতান্ত॥
আমার কৃপায় তার নাহি দুঃখ ভয়।
অন্তরে বাহিরে দশ দিগ সুখময়॥
ব্রহ্মপদ ইন্দ্রপদ সার্ব্বভৌম পদ।
অষ্টযোগ অষ্টসিদ্ধি পাতাল সম্পদ॥
না মানে নির্ব্বাণ পদ ভকত আমার।
চিত্তবৃত্ত সমর্পিত আমাতে যাহার॥
পুত্র হঞা ব্রহ্মা প্রিয় নহে তত বড়।
আত্মা হঞা তেন প্রিয় না হয় শঙ্কর॥
ভাই সঙ্কর্ষণ মোর তেন প্রিয় নহে।
লক্ষ্মী দেবী ভার্য্যা মোর বক্ষঃস্থলে রহে॥
নিজ মূর্ত্তি প্রিয় মোর নহে সাধুসম।
যেরূপ উদ্ধব তুমি মোর প্রিয়তম॥
নিরপেক্ষ শান্ত দান্ত বৈর-বিবর্জ্জিত।
সম দরশন প্রেমযুত পরহিত॥
তার পাছে পাছে আমি সদত বেড়াই।
কোনমতে তার যেন পদরেণু পাই॥
অকিঞ্চন সর্ব্বজীব-বৎসল মহান্ত।
জিতকাম প্রেমযুত কেবল সুসান্ত॥
এ-সভে আমার নিজ সুখ অনুভায়।
অন্তে কি তাহার তত্ত্ব বিচারিলে পায়॥
যার অনুভব সুখ সেই মাত্র জানে।
কহনে না যায় সে যে অন্তের বয়ানে॥

মোর ভক্ত হয় যদি বিষয়-বাধিত।
অজিত ইন্দ্রিয়পদে (১) মতি বিচলিত॥
তবু তাথে বিষয়ে বাধিতে নাহি পারে।
মোর ভক্ত ভক্তিরসে আনন্দে বিহরে॥
অনন্ত আনলে যেন পোড়ে কাষ্ঠচয়।
তেন মোর ভক্তি করে সর্ব্বপাপ ক্ষয়॥
শুদ্ধ কথা কহি শুন উদ্ধব তোমারে।
সাঙ্খ্য যোগে বশ মোরে করিতে না পারে॥
দান ব্রত তপ ত্যাগ স্বধর্ম্ম আচার।
এ-সভে না পারে মোরে বশ করিবার॥
ভকতের বশ আমি ভকতি-কারণে।
অন্যে মোরে বান্ধিতে না পারে ভক্তি বিনে॥
ভকতে বান্ধিতে পারে মোরে ভক্তিপাশে।
ভকতের প্রিয় মুক্তি থাকি ভক্তিরসে॥
মোরে নিষ্ঠা ভক্তি হৈলে জন্মদোষ হরে।
শ্বপাক চণ্ডাল-পাপমতি যে উদ্ধারে॥ (২)
দয়া-সত্যযুত ধর্ম্ম তপোবিদ্যা ধরে।
ভকতি বিহীন জনে পবিত্র না করে॥
নয়নে আনন্দ-জল অঙ্গ পুলকিত।
দ্রবিত অন্তর যার মতি বিগলিত॥
এ-সব লক্ষণ বিনে ভকতি না হয়।
ভক্তি বিনে শুদ্ধ কভু না হয় আশয়॥
গদ গদ বাণী যার দ্রবিত অন্তর।
ক্ষণে কান্দে হাসে গায় করি উচ্চস্বর॥
উনমত যত নাচে লজ্জা পরিহরি।
ভকত লক্ষণ মোর এই অবধারি॥
মোর ভক্তজনে করে জগত পবিত্র।
নিরমল মতি তার উদার চরিত্র॥
হেম মল ছাড়ে যেন পুড়িলে আনলে।
পুনঃ পুনঃ পুড়ে যদি নিজরূপ ধরে।
এইরূপে ভক্তিযোগে ভজিতে আমারে।
চিত্তগত অশেষ বাসনা দূর করে॥
মোর পুণ্য গুণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে।
যত যত দূর হয় অন্তর শোধনে॥
তত তত সূক্ষ্ম বস্তু পরমার্থ দেখি।
আঁখি নিরমল যেন অঞ্জন সংযোগে॥ (৩)

---

(১) অন্যপুঁথির পাঠ,—"ইন্দ্রিয়-দোষে"।
(২) পাঠান্তর,—
"শ্বপচ চণ্ডাল পাপী পামর উদ্ধারে"।
(৩) অন্য পুঁথির পাঠ,—
"আঁখি-মলা যেন যায় অঞ্জন সংযোগে"।

বিষয়ে প্রবেশে চিত্ত বিষয় ধেয়ানে।
আমাতে প্রবেশে চিত্ত আমার স্মরণে॥
এ বোল বুঝিয়া ছাড় অসত্য ধেয়ানে।
সর্ব্বভাবে কর মোতে চিত্ত সমাধানে॥
স্ত্রী সঙ্গ স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গ পরিহরি।
চিন্তিব আমারে সব চিন্তা পরিহরি॥
বিরল কুশল স্থানে করিব আসন।
আমার মধুর রূপ করিব চিন্তন॥
স্ত্রী সঙ্গ স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গে যেন (ক্লেশ) হয়।
আন সঙ্গে সংসার-বন্ধন তেন নয়॥
উদ্ধব পুছিল তবে ত্রিভুবননাথ।
কিরূপে তোমার ধ্যান জগত-বিখ্যাত॥
ভকতবৎসল শতপত্র বিলোচন।
ধ্যান করি চিন্তে যাহা মুক্ত মুনিগণ॥
কিরূপে চিন্তিব নাথ কিরূপ ধেয়ান।
কহ নাথ করুণা-সাগর ভগবান॥
উদ্ধবের বচন শুনিঞা জগন্নাথ।
ধ্যানযোগ কহে নিজ ভকত-সাক্ষাত॥
সমান আসনে বসি সমকলেবর।
দুই হাথ ধরি তোলে কোলের উপর॥
নাসিকার অগ্রে ধরি এ দুই লোচন।
পবন দুয়ারে করি অন্তর-শোধন॥
পূরক কুম্ভক করি রেচিব পবন।
অলপে অলপে চিত্ত করিব সংযম॥
হৃদয়-কমল হৈতে তুলিব ওঙ্কার।
ঘণ্টানাদবত যেন পদ্মের মৃণাল॥
পুনঃপুন প্রবেশাই তুলিয়া পবন।
ওঙ্কার সংযোগে প্রাণ করিব সংযম॥
এইরূপে সাধিব দিবসে তিনবার।
একবারে বশ করি দশ দশ বার॥
এইরূপে জীব যদি সাধে নিরন্তরে।
এক মাসে প্রাণবায়ু জিনিবারে পারে॥

হৃদয়-কমল মাঝে বৈসে অষ্টদল।
ঊর্দ্ধমুখ অধোমুখ চিন্তিব কমল॥
ধ্যানে ঊর্দ্ধমুখ করি পদ্মকর্ণিকার।
সূর্য্য সোম বহ্নি চিন্তি তাহার উপর॥
বহ্নি-মধ্যে দিব্য মূর্ত্তি চিন্তিব আমার।
আজানুলম্বিত চারি ভুজ সুবিশাল॥
সুমুখ সুন্দর (গ্রীবা) সুচারু কপোলে।
মকর কুণ্ডল যুগ বনমালা গলে॥
জলধরশ্যাম-তনু কৌস্তুভ ভূষণ।
পীতবাস পরিধান শ্রীবৎস লক্ষণ॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ভুজ-বিরাজিত।
শিঞ্জিত মঞ্জীর পদযুগ-বিলসিত॥
কটিসূত্র ব্রহ্মসূত্র হার মনোহর।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চারু বদনমণ্ডল॥
এই দিব্য মূর্ত্তি ধ্যান করিব আমার।
রাখিব ইন্দ্রিয়গণ করিয়া নিবার॥
পণ্ডিত যে হয় বুদ্ধি করিব সারথি।
যতনে আমাতে চিত্ত ধরি নিরবধি॥
সব ঠাঞি হৈতে মন আনিব ছেদিয়া।
আমাতে ধরিব মন নিশ্চল করিয়া॥
শ্রীমুখমণ্ডল বিনা না চিন্তিব আন।
স্থিরচিত্তে করিব আমার রূপ ধ্যান॥
তবে ধ্যান তেজি চিত্ত ধরিব আকাশে।
তখনে কেবল ব্রহ্ম হৃদয়ে প্রকাশে॥
যদি চিত্ত স্থির হৈয়া রহিল আমাতে।
তবে আর অন্য না চিন্তিব ধ্যানপথে॥
সমাহিত চিত্ত যদি হৈল নারায়ণে।
আন না দেখিব কিছু আমি আত্মা বিনে॥
এইরূপে ধ্যানে মন করিতে সংযম।
সব দূর যায় তার চিত্তগত ভ্রম॥
ভাগবত-আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী।
উদ্ধব-সংবাদ ধ্যান যোগ তত্ত্ববাণী॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে
চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৪॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

বিভাস রাগ।

এইরূপে ধ্যানযোগ সাধে যোগিগণে।
জ্ঞানযোগ সিদ্ধি যদি হৈল চিরদিনে॥
ভকতি সাধিতে ভক্তি হৈল উৎপন্ন।
হেনকালে সর্ব্বসিদ্ধি হয় উপসন্ন॥
এ বোল শুনিঞা তবে পুছিলা উদ্ধবে।
কোন ধারণায় সিদ্ধি হয় কোনরূপে॥
কত কত সিদ্ধি কিবা কি কি রূপ হয়।
কহিবে সকল নাথ করিঞা নির্ণয়॥
শুনিয়া উত্তর তবে দিলা ভগবান্।
কহিব সকল সিদ্ধি কর অবধান॥
অষ্টাদশ সিদ্ধি কহে সিদ্ধ যোগিগণে।
অষ্টসিদ্ধি তাহাতে প্রধান করি মানে॥
অণিমাদি অষ্টসি মুকতি লক্ষণা।
আর দশ সিদ্ধি তাহে জানিব সগুণা॥
যোগিগণ সাধে যোগ ধারণা ধেয়ানে।
ভক্তগণে সাধে ভক্তি শ্রবণ কীর্ত্তনে॥
সর্ব্বযোগ-সিদ্ধি তার হয় সেই কালে।
ভকতজনার কিবা দুর্ল্লভ সংসারে॥
বিঘ্ন-হেতু কেবল জানিব সিদ্ধিগণ।
জ্ঞানযোগে ভক্তিযোগে বিরোধ-কারণ॥
সিদ্ধিপথে ভকতের ব্যর্থ কাল যায়।
জ্ঞানযোগে ভক্তিযোগে সর্ব্বসিদ্ধি পায়॥
সর্ব্বসিদ্ধি-হেতু আমি প্রভু গতি পতি।
আমা হৈতে সর্ব্বযোগ সিদ্ধি উতপতি॥
আমি সাঙ্খ্য যোগধর্ম্ম আমি সর্ব্বময়।
অন্তরে বাহিরে আমি সভার আশ্রয়॥
সকলের আত্মা আমি সর্ব্বভূতে বসি।
সর্ব্বসিদ্ধি-হেতু আমি সর্ব্বগুণরাশি॥
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস ভাষা।
সর্ব্বধর্ম্ম তেজ ভাই কৃষ্ণে ধর আশা॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৫॥

ষোড়শ অধ্যায়।

গোণ্ডকিরী রাগ।

উদ্ধব জিজ্ঞাসে তবে বিনয় বচনে।
এক নিবেদন নাথ করিয়ে চরণে॥
তুমি সে পরম ব্রহ্ম অনাদি নিধান।
বিশ্ব-উতপতি স্থিতি-প্রলয়-কারণ॥
সর্ব্বভূতে বৈস তুমি ত্রিভুবন-গতি।
বুঝিবারে পারে তোমা কাহার শকতি॥
ভকতি করিয়া নাথ মহাঋষিগণে।
তোমার পদারবিন্দ ভজে যে যে স্থানে॥
উপাসনা করিয়া মুকতিপদ লভে।
সর্ব্বভূতে বৈস প্রভু তুমি গূঢ়রূপে॥
তুমি সব দেখ কেহ না দেখে তোমারে।
তোমার মায়ায় নাথ মোহিত সংসারে॥
দশদিগ স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল আকাশে।
তোমার বিভূতি দেব যথা যথা বৈসে॥
কহিবে সকল মোরে করিয়া বিস্তার।
তীর্থপদ পদযুগে মোর নমস্কার॥
হাসিয়া উত্তর তবে দিলা গদাধর।
ভাল জিজ্ঞাসিলে তুমি ভকত-শেখর॥
রিপুগণ সহে হৈল তুমুল সমর।
অর্জ্জুন বুঝিল যাথে রণ ভয়ঙ্কর॥
জ্ঞাতি বধ দেখিয়া অর্জ্জুন তরাসিল (১)
রণ তেজি (২) মহাবীর চিন্তিয়া বসিল॥

(১) পাঠান্তর,—"ডরাইল।"
(২) পাঠান্তর,—"ছাড়ি" অশুদ্ধ, "এড়ি"।

অর্জ্জুনে বুঝাইল আমি জ্ঞান উপদেশে।
বুঝিয়া অর্জ্জুন তবে আমাকে জিজ্ঞাসে॥
এই জিজ্ঞাসিল তবে বিভূতি বিস্তার।
তখনে কহিল আমি রণের মাঝার॥
এখনে কহিব বৎস তোমা বিদ্যমানে।
বিভূতি বিস্তার তুমি শুন সাবধানে॥
সকলের আত্মা আমি সুহৃদ ঈশ্বর।
সর্ব্বভূতময় আমি প্রকৃতির পর॥
আমা হৈতে উতপতি প্রলয় পালন।
আমি গতি পতি কাল সংহার-কারণ॥
সত্ত্ব রজ তম আমি পুরুষ প্রকৃতি।
জগতকারণ-সূত্র মহত্তের পতি॥
সূক্ষ্ম মাঝে জীব দুর্জ্জয় মাঝে মন।
দেব-মাঝে ব্রহ্মা আমি জগত-কারণ॥
মন্ত্রগণমধ্যে আমি সাক্ষাৎ ওঙ্কার।
অক্ষরের মাঝে আমি কেবল অকার॥
ছন্দোমধ্যে ত্রিপদা দেব মধ্যে পুরন্দর।
আদিত্যের মাঝে বিষ্ণু নামে দিনকর॥
নীললোহিত আমি রুদ্রগণ-মাঝে।
ব্রহ্মঋষিগণে আমি ভৃগু মুনিরাজে॥
রাজঋষি মাঝে আমি মনু অবতার।
দেবঋষিগণ-মাঝে নারদকুমার॥
ধেনুগণ-মাঝে আমি নামে হবির্দ্ধানী।
সিদ্ধগণ-মাঝে আমি কপিল মহামুনি॥
পক্ষগণ মাঝে আমি গরুড় খগপতি।
প্রজাপতিগণ-মাঝে দক্ষ মহামতি॥
পিতৃগণ-মাঝে অর্য্যমা নাম ধরি।
দৈত্যগণে প্রহ্লাদ দৈত্যের অধিকারী॥
নক্ষত্রের মাঝে আমি হই শশধর।
যক্ষগণে যক্ষপতি আমি ধনেশ্বর॥
গজগণ-মাঝে আমি ঐরাবত নামে।
বরুণ-স্বরূপ আমি জলচরগণে॥
তেজস্বীর মাঝে আমি সূর্য্য দিনকর।
মনুষ্যের মাঝে আমি নৃপরূপধর॥
অশ্বগণ মাঝে আমি উচ্চৈঃশ্রবা নামে।
ধাতুগণমধ্যে আমি কনক প্রধানে॥
যম ধর্ম্মরাজ আমি সংহারক মাঝে।
সর্পগণ মধ্যে আমি বাসুকি সর্পরাজে॥
সাক্ষাতে অনন্ত আমি নাগরাজগণে।
মৃগিগণ-মাঝে আমি ধরি সিংহ নামে॥
আশ্রমের মাঝে আমি হইএ সন্ন্যাস।
বর্ণমধ্যে দ্বিজরূপে করিএ প্রকাশ॥

তীর্থমধ্যে গঙ্গা আমি সিন্ধু সরোবরে।
অস্ত্রমধ্যে ধনুরূপে ধরি কলেবরে॥
ধনুর্দ্ধর-মধ্যে আমি শিব ত্রিপুরারি।
স্থাণুমধ্যে আপনে সুমেরু নাম ধরি॥
গিরিগণ মাঝে আমি হিমালয় গিরি।
বৃক্ষগণমাঝে আমি অশ্বত্থরূপ ধরি॥
ঔষধের মধ্যে আমি ধরি যবরূপ।
পুরোহিতমধ্যে আমি বশিষ্ঠ স্বরূপ॥
ব্রহ্মবাদিগণে আমি বৃহস্পতি নামে।
কার্ত্তিক কুমার দেব-সেনাপতিগণে॥
শ্রেষ্ঠমধ্যে আপনে সাক্ষাত ভগবান।
যজ্ঞমধ্যে ধরি আমি ব্রহ্মযজ্ঞ নাম॥
অহিংসাস্বরূপ নাম ব্রতমাঝে ধরি।
যোগমাঝে তত্ত্বজ্ঞানরূপে অবতরি॥
শতরূপা নারী আমি নারীগণের মাঝে।
পুরুষের মাঝে স্বায়ম্ভুব মনুরাজে॥
মুনিগণ-মাঝে নর-নারায়ণ নামে।
সনৎকুমার আমি ব্রহ্মচারীগণে॥
ধর্ম্মগণ মধ্যে আমি সন্ন্যাস-স্বরূপ।
গুহ্যগণ মধ্যে আমি ধরি সত্যরূপ॥
কালমাঝে বৎসর বসন্ত ঋতুগণে।
মাস মধ্যে ধরি আমি অগ্রহায়ণ নামে॥
নক্ষত্রগণের মধ্যে অভিজিত নাম।
যুগ-মধ্যে সত্যযুগ আমি ভগবান॥
ধীরমধ্যে অসিত দেবলরূপ আমি।
ব্যাস মধ্যে সত্যবতী সুত ব্যাস মুনি॥
কবি-মধ্যে শুক্র আমি ভক্ত মধ্যে তুমি।
কপিগণ মধ্যে হনুমানরূপ আমি॥
বিদ্যাধরগণ মাঝে সুদর্শন নাম।
রত্নমাঝে পদ্মরাগ রতনপ্রধান॥
দর্ভমাঝে কুশ আমি গব্য মাঝে ঘৃত।
ছলগণ মধ্যে (১) আমি কৈতব বিদিত॥
সত্ত্বশালিগণ মাঝে সত্ত্বরূপে বসি।
বলবন্ত মধ্যে আমি বলরূপে আছি॥
গন্ধর্ব্বের মাঝে বিশ্বাবসু নাম ধরি।
অপ্সরাগণের মাঝে পূর্ব্বচিত্তি নারী॥
গন্ধরূপগুণে আমি বসি ক্ষিতিতলে।
রসরূপগুণ ধরি বসি সর্ব্বজলে॥
আকাশের শব্দগুণ চন্দ্র সূর্য্য-প্রভা।
তেজস্বীর তেজ আমি নক্ষত্রের আভা॥

(১) পাঠান্তর,—"দ্যূতগ্রহরূপ"।

ব্রহ্মণ্যের মধ্যে আমি বলি দৈত্যেশ্বর।
বীরগণমধ্যে অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর॥
সর্ব্বভূত আত্মা আমি সর্ব্বরূপধর।
আমিত ব্যাপিয়া আছি এ মহীমণ্ডল॥
স্থূল সূক্ষ্ম আর কিছু নাহি আমি বিনে।
কে বুঝে আমার লীলা এ তিন ভুবনে॥
সূক্ষ্ম পরমাণু কালে পারি গণিবার।
আমার বিভূতি গণে শকতি কাহার॥
কহিল তোমারে কিছু বিভূতি-বিস্তার।
সকল দেখিবে তুমি মনের বিকার॥
এ সব দেখহ যত মনের বিলাস।
স্বপন-সমান সব তড়িত প্রকাশ॥
বাহ্যবুদ্ধি ছাড় তুমি এমন পবন।
আপনে আপনা ছাড় এ সব কল্পন॥
বাক্য মন ছাড় তুমি সর্ব্বকর্ম্ম তেজ।
একান্ত ভকতি করি সভে আমা ভজ॥
শান্ত হৈয়া রহ কিছু না চিন্তিহ আর।
তবে তুমি হইবে ঘোর সংসারের পার॥
শ্রীযুত গদাধর ধীর শিরোমণি।
ভাগবত আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে
ষোড়শোঽধ্যায়॥ ১৬॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

ভকতি মহিমা শুনি উদ্ধব সুধীর।
ভাবে গদগদ বাণী পুলক শরীর॥
ভকতি লক্ষণধর্ম্ম বুঝিবার তরে।
পুছিল বৈষ্ণবধর্ম্ম চরণকমলে॥
কহ নাথ দেবদেব রাজীবলোচন।
যে তুমি কহিলে ধর্ম্ম ভকতি লক্ষণ॥
কিরূপে সে ধর্ম্ম লোক করিব কিরূপে।
বৈষ্ণবলক্ষণধর্ম্ম কহিবে স্বরূপে॥
পুরুবে পরমধর্ম্ম সনকাদি স্থানে।
হংসরূপ ধরি তুমি কহিলে আপনে॥
এখনে সে ধর্ম্ম নষ্ট হৈল চিরকালে।
তোমা বিনে কে আর কহিব ক্ষিতিতলে॥
ধর্ম্মকর্ত্তা বক্তা আর নাহি তোমা বিনে।
বিবুধসভায় কিবা ব্রহ্মার সদনে॥
ধর্ম্মকর্ত্তা বক্তা তুমি তেজিলে মেদিনী।
কে আর কহিব ধর্ম্ম কহ তত্ত্ব জানি॥
সর্ব্বতত্ত্ব জান তুমি সর্ব্বজ্ঞ শেখর।
ভকতিলক্ষণ ধর্ম্ম কহ যদুবর॥ (১)

নিজভৃত্য-মুখ-মুখরিত বাণী শুনি।
কহিতে লাগিলা ধর্ম্ম প্রভু চক্রপাণি॥
ধর্ম্মযুত প্রশ্ন তুমি কৈলে মহামতি।
বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কহি কর অবগতি॥
সত্যযুগে শুক্লবর্ণ আছিল আমার।
হংসরূপে কৈল আমি যুগ-অবতার॥
কেবল ওঙ্কার বেদ আছিল তখনে।
বৃষরূপে ধর্ম্ম আমি আছিলু যখনে॥
তখনে আছিল সর্ব্বলোক ধর্ম্মপর।
তপ করি আমাকে ভজিল নিরন্তর॥
ত্রেতাযুগে জনমিল হৃদয়ে আমার।
বেদবিদ্যা যাহা হৈতে যজ্ঞ পরচার॥
ত্রেতাযুগে যজ্ঞরূপে আছিল আপনে।
চারি বর্ণ জন্মিল আমার চারি স্থানে॥
বাহুমূলে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ হৈল মুখে।
উরুযুগে বৈশ্য হৈল শূদ্র পদযুগে॥
বিরাট ঈশ্বর আমি পুরুষ পুরাণ।
আমা হৈতে সকল আচার উপাদান॥
গৃহাশ্রম জনমিল জঘনে আমার।
ব্রহ্মচর্য্য হৃদয়কমলে পরচার॥
বক্ষঃস্থলে আমার জন্মিল বনবাস।
জন্মিল উদ্ধব তবে মস্তকে সন্ন্যাস॥

(১) পাঠান্তর, —
"সর্ব্বলোক গতি পতি সভার ঈশ্বর"॥

সর্ব্ববর্ণ সর্ব্বাশ্রম ভিন্ন ভিন্ন মতি।
জন্মভূমি অনুসারে সভার প্রকৃতি ॥
উত্তমের সঙ্গে হয় উত্তম আচার।
নীচ জন সঙ্গে হয় নীচ ব্যবহার ॥
শম দম তপ শৌচ আমায় ভকতি।
ক্ষমা দয়া সত্যব্রত অকুটিল মতি ॥
ব্রাহ্মণের এই সব স্বভাব লক্ষণ।
ক্ষত্রিয় লক্ষণ তবে কহিব এখন ॥
তেজ বল ধৈর্য্য শৌর্য্য তিতিক্ষা উত্তম।
স্থৈর্য্য-বীর্য্য দ্বিজভক্তি ঐশ্বর্য্য বিক্রম ॥
এ সব ক্ষত্রিয়-কুল-ধর্ম্ম নিত্যময়।
বৈশ্য কুল-ধর্ম্ম কহি শুন মহাশয় ॥
দাননিষ্ঠা বিপ্রসেবা দম্ভ-বিবর্জ্জিত।
অর্থ-উপার্জ্জন নিত্যধন সুসঞ্চিত ॥
বৈশ্যকুলে এই ধর্ম্ম শূদ্রধর্ম্ম কহি।
শূদ্রকুলে ধর্ম্ম নাহি দ্বিজ সেবা বহি
বিপ্রসেবা দেবসেবা (১) না করিব মায়া
এহি শূদ্রলক্ষণ করিব জীবে দয়া ॥
দম্ভ মান কাম ক্রোধ অসত্য ভাষণ।
বিরোধ কন্দলবাদ আচার লঙ্ঘন ॥
পরহিংসা পরদার চুরি পরিবাদ ॥
অন্ত্যজ পতিত জনে এ সব প্রমাদ।
কাম-ক্রোধ-লোভ-দম্ভ-হিংসা-বিবর্জ্জিত।
সত্যবাদী প্রিয়ভাষা সর্ব্বভূত হিত ॥
সর্ব্বলোক এহি ধর্ম্ম সর্ব্বসাধারণ।
দ্বিজধর্ম্ম কহি তবে আশ্রম-লক্ষণ ॥
দ্বিজকুলে জনমিঞা ব্রাহ্মণ-কুমার।
ব্রহ্মসূত্র-দীক্ষা লৈব বেদমন্ত্র-সার ॥
ব্রহ্মমন্ত্র গায়ত্রী লভিয়া গুরু-মুখে।
গুরুকুলে ব্রাহ্মণ বসিব নিজ সুখে ॥
গুরু-সন্নিধানে বেদ পঢ়িব ব্রাহ্মণ।
তিনকালে হোমকর্ম্ম ত্রিসন্ধ্যা সেবন ॥
দণ্ড কমণ্ডলু করে অজিন মেখলা।
মলিন বসন দন্ত পরে অক্ষমালা ॥
মন্ত্রজাপ পূজা হোম মজ্জন ভোজন।
মৌন আচরিয়া কর্ম্ম করিব ব্রাহ্মণ ॥
কক্ষ-লিঙ্গগণ্ড লোম নখ না তেজিব।
ব্রহ্মচারী বীর্য্যপাত কভু না করিব ॥
কদাচিত যদি বীর্য্য খসয়ে আপনে।
জলেতে মজ্জিয়া স্নান করিবে তখনে ॥

জপিব গায়ত্রী মন্ত্র সূর্য্য দরশনে।
গুরুসেবা ব্রহ্মচারী করিব বিধানে ॥
গো ব্রাহ্মণ গুরু বৃদ্ধ করিব সেবনে।
ত্রিকাল জপিব মন্ত্র ত্রিসন্ধ্যা বন্দনে ॥
সাক্ষাতে ঈশ্বর আমি গুরুকে জানিব।
গুরুদেহে ভেদবুদ্ধি কভু না করিব ॥
সর্ব্বদেবময় গুরুরূপে ভগবান।
গুরুদেহে না করিব মানুষ গেয়ান ॥
নিতি নিতি ভিক্ষা মাগি আনিব প্রভাতে।
ভিক্ষা নিবেদিব নিঞা গুরুর সাক্ষাতে ॥
কিছু আজ্ঞা করেন যদি গুরু কৃপা করি।
তাহা খাইয়া রজনী বঞ্চিব ব্রহ্মচারী ॥
সর্ব্বক্ষণ গুরুসেবা করিব যতনে।
নীচবৎ দাণ্ডাইব গুরু সন্নিধানে ॥
গুরুযান গুরুশয্যা আসন নিয়ড়ে।
না রহিব শিষ্য কভু গুরুর গোচরে ॥
দ্বারে দণ্ডাইব শিষ্য যুড়ি দুই কর।
সতত সেবিব গুরু হইয়া তৎপর ॥
এইরূপে গুরুসেবা করিব ব্রাহ্মণে।
সুখভোগ সকল তেজিব দিনে দিনে ॥
যাবৎ পর্য্যন্ত বেদ পঢ়ে ব্রহ্মচারী।
তাবৎ থাকিব শিষ্য মহাব্রত কারি ॥
যদি ব্রহ্মপদে বাঞ্ছা থাকে কদাচিত।
দেহ মন গুরুতে করিব নিয়োজিত ॥
গুরুদেহে নিরবধি আমাকে পূজিব।
গুরু ভিন্ন আমি ভিন্ন কভু না দেখিব ॥
ব্রহ্মচারী না করিব নারী-দরশন।
স্ত্রীসঙ্গ আলাপ বর্জ্জিব সম্ভাষণ ॥
রজগুণযুক্ত জন না করিব সঙ্গ।
সঙ্গদোষে নহে যেন নিজ ধর্ম্ম-ভঙ্গ ॥
শৌচ আচমন স্নান সন্ধ্যা উপাসনা।
তীর্থসেবা জপ হোম আমার অর্চ্চনা ॥
অসম্ভাষ্য-সম্ভাষণ অভক্ষ্য-ভক্ষণ।
না করিব ব্রহ্মচারিধর্ম্ম বিলঙ্ঘন ॥
সামান্যে কহিল ধর্ম্ম সর্ব্বসারণ।
সর্ব্ববর্ণ-ধর্ম্ম এই আশ্রম-লক্ষণ ॥
বাক্য মন সংযম করিব ব্রহ্মচারী।
আমার ভজনে সর্ব্ব বর্ণ অধিকারী ॥
এইরূপে ব্রহ্মচর্য্য সাধিব ব্রাহ্মণ।
ব্রহ্মতেজ জ্বলে যেন দীপ্ত হুতাশন
আমার ভকতি বিপ্র তীব্র তেজ বলে।
সর্ব্ব কর্ম্ম দহে বিপ্র ভকতি-আনলে ॥

---

(১) পাঠান্তর—"অকপটে বিপ্রসেবা"।

যদি বেদ সকল পঢ়িল ব্রহ্মচারী।
গুরুকে দক্ষিণা দিয়া গুরু-আজ্ঞা ধরি।
স্নান করি ব্রহ্মচর্য্য তেজিব ব্রাহ্মণ।
ঘরে প্রবেশিব কিবা প্রবেশিব বন॥
আগে আর আশ্রম করিব আরোহণ।
পুরুষ আশ্রম তবে তেজিব ব্রাহ্মণ॥
যদি গৃহবাসে চিত্ত ধরে ব্রহ্মচারী।
কুলবতী কন্যা বিভা করিব বিচারি॥
আপন সদৃশী ভার্য্যা করি পরিণয়।
গৃহধর্ম্ম সাধিব গৃহস্থ মহাশয়॥
বিপ্রকুলে ধর্ম্ম যজ্ঞ দান অধ্যয়ন।
প্রতি হ অধ্যাপন যজন যাজন॥
যদি বিপ্র জানে প্রতিগ্রহ দোষময়।
যাহা হৈতে তপ তেজ যশ দূর হয়॥
তবে বিপ্র করিব যাজন অধ্যাপন।
বিপরীত কর্ম্ম কভু না করি ব্রাহ্মণ॥
যথালাভে তুষ্ট বিপ্র বৈসে গৃহবাসে।
আমাতে অর্পিত চিত্ত রহে ভক্তিরসে॥
হরিপরায়ণ বিপ্র গৃহধর্ম্মে তরে।
শুদ্ধভাবে আপনাকে আপনি উদ্ধারে।
দুঃখিত ব্রাহ্মণ দুঃখ শোকে অবসন্ন।
দুঃখভাব দেখি তার যে করে রক্ষণ।
তার রক্ষা করি আমি বিপত্য-বিনাশ।
দ্বিজমুখে কার আমি ধর্ম্ম পরকাশ॥
বিপদ পড়িলে বিপ্র হৈব বাণিজার।
বিকি কিনি করিয়া তরিব দুঃখভার॥
বিপ্রহত্যা কদাচিৎ খড়্গা ধরি জীব।
কদাচিৎ বিপ্র নীচ-সেবা ন করিব॥
ক্ষত্রিয় আপদকালে বৈশ্যবৃত্তি করি।
আপদে তরিব কিবা বিপ্ররূপ ধরি॥
নীচসেবা না করিব ক্ষত্রিয় প্রধান।
বৈশ্যকুলে শূদ্রবৃত্তি বিপদে বিধান॥
আপদে তরিব শূদ্র বেতন করিয়া।
নিজধর্ম্ম আচরিব বিপত্যে তরিয়া॥
সর্ব্ববর্ণ-ধর্ম্ম এই কহিল সংক্ষেপে।
যে ধর্ম্ম করিয়া লোক তরিবে যেরূপে॥
কুটুম্বে আসক্তি না করিবে বুদ্ধিমান্।
ধন-কুল-বন্ধুমদে হবে সাবধান॥ (১)

(১) পাঠান্তর,—"ঈশ্বর হেন জানি।"

দেখি শুনি সকল স্বপন হেন জানি।
মিছা হেন সকল বুঝিব অনুমানি॥
পুত্র দার বন্ধু যেন পথিকের সঙ্গ।
ক্ষণেকে মিলয়ে সব ক্ষণে হয় ভঙ্গ॥
স্বপনে দেখিয়ে যেন নানা চমৎকার।
এহিরূপ জান তুমি অনিত্য সংসার॥
এই বিমরিশ বুঝি বুদ্ধি কর স্থির।
অসত্য সকল দেখ অসত্য শরীর॥
অতিথি স্বরূপে তুমি গৃহে কর বাস।
ধন পুত্র কলত্রে তিলেকে যায় নাশ॥
মোর মোর না করিব ধন পুত্র পাইয়া।
অহঙ্কার না করিব সব দেবমায়া॥
গৃহধর্ম্ম সাধিব করিব যজ্ঞদান।
ভক্তিভাবে আমাকে ভজিব মতিমান্।
এই মতে গৃহবাস নিব কথোকাল॥ (১)
তবে বনবাস বিপ্র করিবে সঞ্চার॥
পুত্রবান্ হয় যদি করিব সন্ন্যাস।
যার যত দূর হয় চিত্ত পরকাশ॥
গৃহে দৃঢ় চিত্ত যার নিবদ্ধ-হৃদয়।
ধন পুত্র করিয়া আকুল অতিশয়॥
স্ত্রীজিত মূঢ়মতি কৃপণ বঞ্চিত।
মুঞি মোর মোর করি সে হয় মোহিত॥
বালক তনয় মোর বৃদ্ধ পিতা মাতা।
কিরূপে বঞ্চিব (২) মোর দুঃখিনী বনিতা॥
এইরূপে দুরাশয় আকুলহৃদয়।
ছাড়িতে না পারে চিন্তা বাঢ়ে অতিশয়॥
পুত্র দার ধেয়ানে চিন্তিত নিরবধি।
এইরূপে গৃহে মজে গৃহস্থ দুর্ম্মতি॥
ঘরে থাকি মরিয়া নরক ভোগ করে।
নিরন্তর ভ্রমে জীব এ ঘোর সংসারে॥
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-বাণী।
কৃষ্ণগুণ সমুদিত প্রেমতরঙ্গিণী॥

(১) পাঠান্তর,—
"এইরূপে গৃহে নিবাসব কত কাল।"
(২) বঞ্চিব—জীবিত থাকিবে। পাঠান্তর,—"বঞ্চিব"

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

বানপ্রস্থ ধর্ম্ম কহি সন্ন্যাস-লক্ষণ।
সাবধানে শুন বৎস ধর্ম্ম-পরায়ণ॥
যদি বনে প্রবেশিব বিপ্র মতিমান।
পুত্রে ভার্য্যা সমর্পিয়া করিব পয়াণ॥
নহে ভার্য্যা লঞা বিপ্র চলিব আপনে।
দুই ভাগ পরমায়ু রহিব যখনে॥
কন্দ মূল ফল পাত্রে কল্পিব আহার।
গাছের বাকল কিবা পরে মৃগছাল॥
তৃণ পত্রে শয়ন করিব বনবাসী।
নখ লোম না তেজিব অঙ্গমলা ঘষি॥
দন্ত না ঘষিব বিপ্র না ধাইব রড়ে।
ত্রিকাল করিব স্নান পুণ্য নদীজলে॥
গ্রীষ্মে পঞ্চ অগ্নি করি সহিব সন্তাপ।
বরিষা সময়ে মহাবৃষ্টি ধারাপাত॥
আকণ্ঠ মজ্জিয়া জলে শীতকালে রহি।
তপ করে বনবাসী নানা তাপ সহি॥
অগ্নিপক্ক খাইব কিবা কালপক্ক করি।
পাথরে কুটিয়া কিংবা খাইব দন্তে ছিঁড়ি॥
(আপনে আপন দাস আপন ঈশ্বর।
আপনে আপন কর্ম্ম করিব সকল॥)
আনে দ্রব্যে দিলে না লইব বনবাসী।
বন্য ফলে সাধিব সকল কর্ম্মরাশি॥
অগ্নিহোত্র চাতুর্ম্মাস্য পৌর্ণমাসী সাধি।
বনবাসী আমাকে ভজিব নিরবধি॥
এইরূপে তপ করি ভজিব আমারে।
ঋষিলোক যায় তবে দিব্য তপোবলে॥
যদি তপ সাধিতে জন্মিল দুঃখ শোক।
জরা পরবেশ কৈল জনমিল রোগ॥
যোগবলে আগুনি জ্বালিয়া কলেবরে।
পোড়াঞা শরীর তবে যাইব বিষ্ণুপুরে॥
সংসারে বৈরাগ্য যদি ভাগ্যবশে হয়।
ইহলোক পরলোক দেখে দুঃখময়॥
সন্ন্যাস করিব তবে তেজিয়া সকল।
গুরু উপদেশ লঞা চলিব সত্বর॥
আচার্য্য করিয়া দিব সর্ব্বস্ব দক্ষিণা।
নিরপেক্ষ হইব বিপ্র তেজিয়া বাসনা॥
হেনকালে দেবগণ স্ত্রীবেশ ধরি।
তপোভঙ্গ করে তার নানা বিঘ্ন করি॥

আমা-সত্তা লঙ্ঘিয়া চলিল বিষ্ণুপুরে।
তে-কারণে দেবগণ নানা বিঘ্ন করে॥
তরিব সে সব বিঘ্ন হয়্যা সাবধান।
তত্ত্বজ্ঞান ধরি দিব চিত্তে সমাধান॥
যদি বস্ত্র পরে মুনি নহে দিগম্বর।
কৌপীন বসন মাত্র ধরিব কেবল॥
দণ্ড কমণ্ডলু মাত্র ধরিব সন্ন্যাসী।
যোগানলে দহিব সকল পাপরাশি॥
দৃষ্টিপূত পদগতি বস্ত্রপূত জল।
সত্যপূত বচন বলিব দণ্ডধর॥
মৌনব্রত মনঃপূত করিব আচার।
জিনিব পবন মন বচন আহার॥
দণ্ডমাত্র সন্ন্যাসী না হয় দণ্ডধর।
জিনিব পবন মন ইন্দ্রিয় সকল॥
চারি বর্ণ হৈতে ভিক্ষা আনিব মাগিয়া।
পতিত নিন্দিত দুরাচার বিবর্জ্জিয়া॥
দ্বার দ্বার সাত ঘরে ভিক্ষা মাগি নৈব
যে কিছু মিলয়ে তাথে তুষ্ট হৈয়া রব॥
দূরে জল থাকে যথা গ্রামের বাহিরে।
ভিক্ষা লঞা তথা ন্যাসী যাব একেশ্বরে॥
ভিক্ষা বিভজিয়া শেষ করিব ভোজন।
একেশ্বরে দণ্ডধারী করিব ভ্রমণ॥
সমমতি পরহিত সঙ্গ-বিবর্জ্জিত।
আত্মক্রীড় আত্মরত উদার চরিত॥
বিরল কুশল সেবি বিমল আশয়।
অভেদ চিন্তিব সব বিশ্ব ব্রহ্মময়॥
আপনার বন্ধ মোক্ষ দেখিব গেয়ানে।
মনের বিক্ষেপ বন্ধ মোক্ষ সমাধানে॥
ষড়রিপু জিনি হৈব ভক্তিরসে সুখী।
বিষয়-বিমুখ জন পরদুঃখে দুঃখী॥
পুরগ্রামে প্রবেশিব ভিক্ষার কারণে।
পুণ্যদেশে ভ্রমণ ভ্রমণ পুণ্যবনে॥
পুণ্যতীর্থ নদ নদী গিরি সরোবর।
ভ্রমণ করিব মুনি দিব্য দণ্ডধর॥
সব ঠাঞি পীরিতি বর্জ্জিব বুধজনে।
বস্তুবুদ্ধি না করিব এ তিন ভুবনে॥
মনে বিচারিব ত্রিভুবন মায়াময়।
অনুমানে চিত্তগত খণ্ডিব সংশয়॥

জ্ঞাননিষ্ঠ ভক্তিনিষ্ঠ যে জন আমার।
সব ঠাঞি অনপেক্ষ বৈরাগ্য যাহার॥
তেজিয়া সকল ধর্ম্ম আশ্রম লক্ষণ।
যথা তথা নিজসুখে করে পর্য্যটন॥
কর্ম্মলেশ নাহি তার বিধি অধিকার।
বুধ হয় বালবত আহার বিহার॥
সর্ব্বধর্ম্ম জ্ঞানে জড়বত হৈয়া রহে।
বুঝি তেঁহো উনমতদূত কথা কহে॥
বেদবাদরত নৈব নহিব পাষণ্ড।
তর্কবাদ-বিবাদ বর্জ্জিব পরদণ্ড॥
পক্ষপাত না করিব কারো ভাল মন্দ।
কারে সহে না করিব চিত্তগত সঙ্গ॥
উদবেগ না করিব কাহার কারণে।
না বাঢ়াইব উদ্বেগ ভোগ কারো সনে॥
অতিবাদ না করিব কার অবজ্ঞান।
কারো সঙ্গে না করিব বৈরানুবন্ধন॥
এক আত্মা সর্ব্বভূতে বিবিধ কল্পনা।
এক চন্দ্র জলভেদে যেন দেখি নানা॥
না লভিলে অবসাদ না করিব চিত্তে।
লভিলে হরিষ না করিব হৃদিগতে॥ (১)
অদৃষ্ট-অধীন সব দৈব নিয়োজিত।
দৈবযোগে সুখ দুঃখ মিলে আচম্বিত॥
উপায় চিন্তিব কিছু উদর কারণে।
দেহের ধারণা হেতু করিব যতনে॥
দেহ রক্ষা হৈলে উতপন্ন তত্ত্বজ্ঞান।
তত্ত্বজ্ঞান হৈলে মুক্তিপদ উপাদান॥
দৈবযোগে অন্ন যদি ভালমন্দ মিলে।
তৃণবাস তৃণশয্যা যেন তেন পাইলে॥
তাহা লঞা তুষ্ট হৈব ন্যাসী দণ্ডধর।
সন্তোষ পরম সুখ জানিব কেবল॥
শৌচ আচমন স্নান বিধিবোধ করি।
না করে আচার ধর্ম্ম মুনি দণ্ডধারী॥
ভাল মন্দ দণ্ডধর মুনি না বিচারে।
লীলায় ঈশ্বর যেন নানা কর্ম্ম করে॥

স্বর্গবাস সুখভোগ দুঃখ পরকালে (১)।
এতেক জানিঞা যায় বৈরাগ্য অন্তরে॥
জিজ্ঞাসা করিয়া গুরু করিব আশ্রয়।
পরিচর্য্যা করিয়া ভজিব অতিশয়॥
আমি গুরু কেবল জানিহ দৃঢ় মনে।
শ্রদ্ধা করি গুরু আরাধিব অনুক্ষণে॥
উপদেশ লইয়া ভক্তি সাধিব আমার।
তবে মুনি লীলাএ সংসার হয়ে পার॥
যদি ছয় রিপু না জিনিল দণ্ডধর।
প্রচণ্ড ইন্দ্রিয়গণ পাড়ে নিরন্তর॥
বিষয়-বৈরাগ্য নৈল জ্ঞান উতপন্ন।
দণ্ডধরি জীয়ে মাত্র সন্ন্যাস-লক্ষণ॥
সে না পাপী সর্ব্বদেব কৈল অপহার।
আপনাকে আপনে হরিল দুরাচার॥
এই লোক পরলোক সব হৈল নাশ।
বিনাশের হেতু তার কেবল সন্ন্যাস॥
অহিংসা সন্ন্যাস-ধর্ম্ম শম দম ক্ষান্তি।
বানপ্রস্থ-ধর্ম্ম তপ তত্ত্বজ্ঞান শান্তি॥
গৃহস্থকুলের ধর্ম্ম সর্ব্বজীবে রক্ষা।
ব্রহ্মচারি-ধর্ম্ম গুরুসেবা ব্রত ভিক্ষা॥
ব্রহ্মচর্য্য তপ শৌচ আমার সেবন।
ঋতুকালে ধর্ম্মপত্নী কাম সম্ভাষণ॥
গৃহস্থ কুলের ধর্ম্ম এ সব লক্ষণ।
চারি বেদ চারি ধর্ম্ম কৈল নিরূপণ॥
স্বধর্ম্ম করিয়া নিত্য যে ভজে আমারে।
সর্ব্বভূতে বসি আমি দেখে চরাচরে॥
আমার ভজন বিনে আন নাহি জানে।
ভক্তিযোগ হয় তার আমার চরণে॥
আমি ব্রহ্ম উতপত্তি প্রলয় পালন।
সর্ব্বলোক মহেশ্বর সভার জীবন॥
হেন আমি ব্রহ্ম পায় ভকতি-কারণে।
পরিত্রাণ হেতু আর নাহি ভক্তি বিনে॥
কহিল উদ্ধব তুমি যে কিছু পুছিলে।
যেরূপে আমারে পায় ভক্তগণ তরে॥
ভক্তিরস গুরু শ্রীগদাধর জ্ঞান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান॥

(১) পাঠান্তর,—
"অলভো বিষাদ কভু না করিব চিত্তে।
লভ্যেতে হরিষ না করিব হৃদিগতে॥"

(১) পাঠান্তর,—"স্বর্গবাসে দুঃখভোগ নানা পরকারে"।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশ স্কন্ধে
অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৮॥

ঊনবিংশ অধ্যায়।

পুনরপি কহে কথা প্রভু ভগবান।
শুন হে উদ্ধব তুমি ভকতপ্রধান॥
তত্ত্বজ্ঞান হৈল যার শ্রুতি-তত্ত্বগতি।
অনুমান বিচক্ষণ নিরমল মতি॥
মায়ামাত্র সব যদি জানিল গেয়ানে।
জ্ঞান সমর্পিব তবে আমার চরণে॥
জ্ঞানীর বাঞ্ছিত আমি ইষ্টসম (১) ধন।
আমাকে লভিলে জ্ঞানে কিবা প্রয়োজন॥
স্বর্গ অপবর্গ নাহি বাঞ্ছে আমা বিনে।
জ্ঞানী বিচক্ষণ মাত্র মোর তত্ত্ব জানে॥
জ্ঞানী প্রিয়তম মোর জ্ঞানে মোরে ধরে।
আমাকে লভিলে জ্ঞানী সব পরিহরে॥
তীর্থ তপ জপ দান পুণ্যকর্ম্ম যত।
এক কলা জ্ঞান সম নহে ধর্ম্মযুত॥
বুঝিয়া উদ্ধব তুমি জ্ঞানে আমা ভজ।
আমাকে লভিবে তুমি সর্ব্বধর্ম্ম তেজ॥
জ্ঞানযজ্ঞে আমাকে ভজিয়া মুনিগণে।
মুক্তিপদ পাইয়া গেল বৈকুণ্ঠভুবনে॥
যে তুমি উদ্ধব দেখ ত্রিবিধ প্রকার।
এ সব কেবল মায়া অনাদি সংসার॥
প্রলয়ে না থাকে কিছু না ছিল পূরুবে।
মধ্যকালে মায়ার বিলাস নানা রূপে॥
আদি অন্ত মধ্যে যেই সেই মাত্র সত্য।
আর সব যত দেখ কিছু নহে তথ্য (২)॥
শুনিঞা উদ্ধব তবে জ্ঞানের মহিমা।
জ্ঞান জিজ্ঞাসিল ভক্তি বৈরাগ্যের সীমা॥
বিশ্বেশ্বর বিশ্বমূর্ত্তি পুরুষ পুরাণ।
ভক্তিযোগ কহ নাথ ভকতি বিধান॥
বিশুদ্ধ বিজ্ঞান কহ ভকতি লক্ষণ।
ভক্তিযোগ কহ যাহা বাঞ্ছে মুনিগণ॥
এ ঘোর সংসার মাঝে মুঞি নিপতিত।
নিরবধি তাপত্রয়ে কেবল তাপিত॥

তোমার পদারবিন্দ-ছত্র সুশীতল।
অমৃতের ধারা যাহে বহে নিরন্তর॥
সভে এই চরণে শরণ মোর আশা।
এ দুঃখ তরিতে আর না দেখি ভরসা॥
কালসর্পে দংশিল সকল কলেবর।
ভবকূপে নিপতিত মুঞি সে কেবল॥
শরণবৎসল নাথ কৃপায় উদ্ধার।
চরণ-অমৃতে অঙ্গ অভিষেক কর॥
উদ্ধবের বচন শুনিঞা জগন্নাথ।
কহিতে লাগিলা তবে পুরুব সংবাদ॥
যুধিষ্ঠির রাজা ছিল ধর্ম্ম কলেবর।
এই জিজ্ঞাসিল তিঁহো ভীষ্মের গোচর॥
হইল ভারতযুদ্ধ কুল হৈল ক্ষয়।
জ্ঞাতিবধ ভয়ে রাজা আকুল হৃদয়॥
এই জিজ্ঞাসিল আমা সভা বিদ্যমানে।
ভীষ্মমুখে নানা ধর্ম্ম শুনিঞা শ্রবণে॥
মোক্ষধর্ম্ম জিজ্ঞাসিল ধর্ম্মের নন্দন।
সেই ধর্ম্ম কহি শুন মুকতিলক্ষণ॥
ভীষ্মমুখে শুনিল সকল তত্ত্বজ্ঞান।
বৈরাগ্য বিজ্ঞানযুত ভকতি-নিদান॥
কহিব উদ্ধব জ্ঞান ভীষ্ম মুখরিত।
ভক্তিজ্ঞানযুত হৈয়া স্থির কর চিত॥
জগত-কারণ তত্ত্ব কহি নানা ভেদে।
সভে এক তত্ত্ব মাত্র জানিবা সাক্ষাতে॥
এই সে আমার মত এই তত্ত্বজ্ঞান।
আর যত দেখ সব কিছু নহে আন॥
জগতের উতপতি প্রলয় পালন।
জগতের স্থিতি তত্ত্ব এক সনাতন॥
এক হৈতে একের জনম মৃত্যু ভয়।
একে হৈতে একের সন্তোষ দুঃখ হয়॥
(এ সব জানিহ তুমি মিছা মায়াময়।
মধ্যকালে দেখি আদি অন্ত সত্য হয়॥)
আদি অন্ত মধ্যে যার না দেখি বিনাশ।
নিত্যময় নিত্য সুখ নিত্য পরকাশ॥
সেই সে জানিব সত্য আর সব মিছা।
জ্ঞানে বিচারিলে বৎস কিছু নহে সাচা॥
শুনিঞা সাক্ষাতে দেখি করি অনুমান।
বিকল্প কল্পনা সব না হয় প্রমাণ॥

---

(১) পাঠান্তর—"ইষ্টপ্রাণ ধন"।

(২) পাঠান্তর,—
"আদি অন্ত মধ্য সবে সেই মাত্র সত্য।
আর সব যত কিছু সকল অসত্য।"

এক আত্মা সর্ব্বদেহে দেখি তার রূপ।
জলভেদে চন্দ্র সূর্য্য দেখি নানারূপ॥
এইমতে আত্মা পূর্ণব্রহ্ম ভগবান।
সর্ব্বজীবে রহে তিঁহো সর্ব্বত্র সমান॥
আত্মাকে অভেদ করি নিশ জ্ঞান গড়ে।
ভেদবুদ্ধি পাষণ্ড পামর জনে করে॥
কর্ম্মে বিনির্ম্মিত সব কর্ম্মের বিলাস।
কর্ম্ম ক্ষয়ে ব্রহ্মা পর্য্যন্তের নাশ॥
প্রথমে কহিল ভক্তি যোগের মহিমা।
পুনরপি কহি ভক্তি মুকতি-লক্ষণা॥
আমার অমৃত-কথা শ্রদ্ধা করি শুনে।
আমার কীর্ত্তন মাত্র করে অনুক্ষণে॥
পূজায়ে একান্ত মতি আদরে স্তবন।
পরিচর্য্যা-পরায়ণ সর্ব্বাঙ্গ বন্দন॥
আমার ভকত পূজা অধিক করিব।
সর্ব্বভূতে আমি মাত্র কেবল দেখিব॥
করিব সকল চেষ্টা আমার কারণে।
আমার মহিমা গুণ কহিব বচনে॥
সর্ব্বকর্ম্ম আমাতে করিব সমর্পণ॥
আমার কারণে সর্ব্বকাম বিবর্জ্জন॥
সুখভোগ পরিত্যাগ ধন সমর্পণে।
যজ্ঞ দান তপ হোম আমার কারণে॥
আমার চরণে করি আত্ম নিবেদন।
এ সব উপায়ে ভক্তি করিব সাধন॥
ভক্তিযোগ হয় তবে চরণে আমার।
কি সিদ্ধি নহিল কিবা অবশেষ আর॥
যে জন আমাতে কৈল চিত্ত আরোপণ।
ধর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্য লভিল সেই জন॥
আমার ভকতি করে ধর্ম্ম উপাদান।
আত্মতত্ত্ব-দরশন হয় তত্ত্বজ্ঞান॥
বিষয়ে বৈরাগ্য হয় ভকতি উদয়ে।
অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য সাক্ষাতে মিলয়ে॥
উদ্ধব পুছিল তবে বিনয় বিধানে।
এই জিজ্ঞাসিয়ে নাথ অভয়-চরণে॥
কত পরকার বল সংযম নিয়ম।
কাথে শম দম বলে কহ বিবরণ॥
তিতিক্ষা কাহারে বল কারে বল ধৃতি।
তপ দান কারে বল প্রভু প্রাণপতি॥
ঋত সত্য কাথে বল কাথে বল ত্যাগ।
কি ধন দক্ষিণা কাথে কহ যজ্ঞভাগ॥
বিত্তা লজ্জা শ্রী কাথে বল গদাধর।
সুখ দুঃখ লাভ কাথে বল যদুবর॥
পথ উপপথ কিবা কে মূর্খ পণ্ডিত।
ধনাঢ্য কাহারে বল দরিদ্র দুঃখিত॥
কে বান্ধব কিবা ঘর ঈশ্বর কৃপণ।
কহ নাথ এই সব মোর নিবেদন॥
এই সব প্রশ্ন মোর চিত্তের সংশয়।
যে হয় যে নহে নাথ কহিবে নির্ণয়॥
ভৃত্যের বচন শুনি পুরুষকেশরী।
কহিতে লাগিলা তবে সর্ব্ব অধিকারী॥
সত্যবাণী হিংসা-চৌর্য্যকর্ম্ম-বিবর্জ্জন।
সর্ব্বসঙ্গ ত্যাগ লজ্জা সঞ্চয়-খণ্ডন॥
স্থৈর্য্য ব্রহ্মচর্য্য মৌন আস্তিক্য-সাধন।
ক্ষমা ভয় আদি এই দ্বাদশ যমন॥
শৌচ হোম জপ তপ আমার অর্চ্চন।
অতিথি-তীর্থসেবা আচার্য্য-সেবন॥
পর-হেতু সংচেষ্টা তুষ্টি আলম্বন।
দ্বাদশ প্রকার এই কহিল নিয়ম॥
আমাতে বুদ্ধির নিষ্ঠা শম সবে বলি।
ইন্দ্রিয়সংযম দম বুঝিব বিচারি॥
সর্ব্ব দুঃখ সহিব তিতিক্ষা এই জানি।
জিহ্বা-শিশ্ন জয় ধৃতি এই সে বাখানি॥
পরদণ্ড-পরিত্যাগ এই মহা দান।
সর্ব্বকাম-বিবর্জ্জন এই তপ নাম॥
স্বভাব জিনিব শৌর্য্য পদে অর্থ করি।
সভাপদে সমদৃষ্টি এই অবধারি।
সর্ব্বকর্ম্ম ফলত্যাগ শৌচের লক্ষণ।
সন্ন্যাস উত্তম ত্যাগ বলে বুধজন॥
ইষ্টধন ধর্ম্মমাত্র যজ্ঞরূপ আমি।
উত্তম দক্ষিণা জ্ঞান-উপদেশ-বাণী॥
সেই সে পরম বল পবন-ধারণা।
এই মহাভাগ্য কহি ঈশ্বর-ভাবনা॥
সেই সে উত্তম লাভ ভকতি আমার।
সেই বিত্তা ভেদ বুদ্ধি না দেখি যাহার॥
বিকর্ম্ম দেখিয়া নিন্দা পাথে লজ্জা বলি।
সব ঠাঞি নিরপেক্ষ গুণে কহি ছিরি॥
সুখ-দুঃখ-বিবর্জ্জিত এই মহাসুখ।
কামভোগ-সুখাপেক্ষা এই মহাদুঃখ॥
বন্ধ মোক্ষ জানে সেই পণ্ডিত প্রধান।
দেহ-গেহে অহঙ্কার মূর্খতার নাম॥
যে পথে আমাকে লভে সে পথ উত্তম।
চিত্তের বিক্ষেপ সে উৎপথ-লক্ষণ॥
সেই স্বর্গ সত্ত্বগুণ দেখিএ যাহার।
তমোগুণ বাঢে সেই নরক-দুয়ার॥

আমি সে পরম বন্ধু গুরু হিতকর।
সেই সে উত্তম ঘর নর-কলেবর॥
সে জন ধনাঢ্য যেই পূর্ণ সর্ব্বগুণে।
অসন্তুষ্ট দরিদ্র জানিব ত্রিভুবনে॥
অজিত-ইন্দ্রিয় যেই সে জন কৃপণ।
গুণে সঙ্গ নাহি যার ঈশ্বর লক্ষণ॥
কহিল উদ্ধব তুমি যে কিছু পুছিলে।
সব ঠাঞি গুণদোষ বুঝি বিচারিলে॥
প্রয়োজন নাহি আর বিস্তর বর্ণনে।
সেই দোষ—গুণদোষ দেখি অনুক্ষণে॥
সেই গুণ—গুণদোষ এ দুই বর্জ্জন।
কহিল উদ্ধব সব প্রশ্ন বিবরণ॥
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস ভাষা।
সব পরিহর লোক কৃষ্ণে ধর আশা॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশ স্কন্ধে
একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯॥

বিংশ অধ্যায়।

কেদার রাগ।

প্রভুর বচন শুনি মতি করি স্থির।
তবে আর জিজ্ঞাসিলা উদ্ধব সুধীর॥
তোমার নিগম-বাণী বিধি প্রতিষেধ।
সব ঠাঞি কহে বেদে গুণ-দোষ-ভেদ॥
বর্ণাশ্রমধর্ম্ম গুণ দোষ-দৃষ্টি ধরে।
দ্রব্য দেশকাল গুণ-দোষ ভেদ করে॥
স্বর্গ নরক দুই এই বেদ-বাণী।
গুণ-দোষ দুই ভেদ বেদমুখে জানি (১)
সভার ঈশ্বর বেদ সর্ব্বলোক-আঁখি।
বেদ চক্ষে সব দেখি বেদ-মুখে সাক্ষী॥
গুণদোষ-ভেদদৃষ্টি নিগম তোমার।
গুণদোষ-ভেদজ্ঞানে না ছুটে সংসার॥
সেই বেদে করে পুন ভেদ নিবারণ।
এই বড় নাথ মোর চিত্তগত ভ্রম॥
উদ্ধবের বাণী শুনি প্রভু ভগবান্।
কহিতে লাগিলা তবে ভ্রম সমাধান॥
লোক-পরিত্রাণ-হেতু তিন যোগ কহি।
কর্ম্মযোগ জ্ঞান যোগ ভক্তিযোগ এহি॥
উপায় না দেখি আর সংসার তারণে।
তে-কারণে তিন যোগ কহিল আপনে॥
কর্ম্ম-ন্যাস করিয়া নির্ব্বিণ্ণ হৈয়া থাকে।
সভে সেই মাত্র অধিকারী জ্ঞান যোগে॥
নির্ব্বিণ্ণ না হয় কামভোগগত চিত্ত।
তার হেতু কর্ম্মযোগ বেদ বিনির্ম্মিত॥
কিঞ্চিত বৈরাগ্য মাত্রে নির্ব্বিণ্ণ না হয়।
সুখভোগগত চিত্ত নহে অতিশয়॥
মহাভাগ্যোদয় হয় যখনে যাহার।
শ্রদ্ধা মাত্র করে কথা শ্রবণে আমার॥
ভক্তিযোগ হয় তার ছুটে ভবভয়।
কর্ম্মবন্ধ নহে আর সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
বিষয়-বৈরাগ্য যার নহে যত কাল।
তাবৎ করিব কর্ম্ম এ লোক আচার॥
আমার অমৃত-কথা-শ্রবণ কথনে।
শ্রদ্ধা নাহি যাবৎ জনমে যত দিনে॥
তাবত করিব কর্ম্ম এহি সুনিশ্চিত॥
তিন যোগ-অধিকারী এ তিন নির্ণীত॥
স্বধর্ম্মে থাকিয়া নানা যজ্ঞ করি যজে।
কর্ম্মফল তেজিয়া কেবল আমা ভজে॥
স্বর্গ নরক দুই সে জন না যায়।
যদি কদাচিত মন বিকর্ম্মে না ধায়॥
এই দেহে সর্ব্বসিদ্ধি হয় উপাদান।
ভক্তিযোগ আমার বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান॥
নরদেহ বাঞ্ছা করে স্বর্গবাসিগণে।
নারকী না তরে দুঃখ নরদেহ বিনে॥

---

(১) পাঠান্তর,—
"স্বর্গ আর নরক দুই বেদমুখে শুনি।
গুণ দোষ ভেদ এত জানি তত্ত্ববাণী।"

ভক্তি জ্ঞান সাধি মাত্র নর কলেবরে।
স্বর্গবাসী হয়্যা কিছু সাধিতে না পারে॥
মানুষ-শরীর ধরি সাধি ভক্তি যোগ।
স্বর্গ নরকে মাত্র পাপ-পুণ্যভোগ॥
এ বোল বুঝিয়া বিচক্ষণ মতিমান।
স্বর্গ-নরক দুই দেখিব সমান॥
সকল ঈশ্বর-মায়া মনে বিচারিব।
স্বর্গ নরকমধ্যে এক না বাঞ্ছিব॥
মানুষ-শরীর না বাঞ্ছিব কদাচিৎ।
দেহযোগে এ ঘোর সংসারে নিপতিত
এ বোল বুঝিয়া মৃত্যু যাবত না ঘটে।
তাবত সাধিয়া মোক্ষ (১) তরি যাইব ঝাটে
অনিত্য মানুষ-জন্ম সর্ব্বসিদ্ধি হেতু।
অপার সংসার-সিন্ধু-পারত্রাণ-সেতু॥
হংস পক্ষী রহে ভববৃক্ষে করি বাস।
যমদূতে কাটিয়া সমূলে করে নাশ॥
বুঝিয়া ছাড়িব বৃক্ষ হংস মতিমান।
নিজ সুখে পরিপূর্ণ নিরমল জ্ঞান॥
রাত্রি দিনে পরমায়ু কাল মৃত্যু হরে।
বুঝিয়া আকুল বুধ কম্পিত অন্তরে॥
সর্ব্বসঙ্গ তেজি সর্ব্ব চেষ্টা পরিহরি।
শান্ত হয়্যা রহে বুধ তত্ত্বে মন ধরি॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কলেবর নরদেহ ধরি।
সুলভ দুর্লভ তবে ভব সিন্ধু তরী॥
আমি অনুকূল বাত গুরু কর্ণধার।
তবে যদি নহে জীব ভব-সিন্ধু পার॥
আত্মঘাতী সেই পাপী জানিব নিশ্চিত।
ভবকূপে নিপতিত কেবল বঞ্চিত॥
সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী নির্ব্বিন্ন সংসারে।
অভ্যাসে চঞ্চল মন রুধিব অন্তরে॥
যদি মন ধরিতে না পারে কদাচিৎ।
অনুরোধে মন বান্ধি রাখিব পণ্ডিত॥
মনোগতি না ছাড়িব পবন-দুয়ার।
জিনিব ইন্দ্রিয়গণ প্রাণ অহঙ্কার॥
সত্ত্বগুণে মনোবশ করিব যতনে।
এই সে পরম যোগ মন নিরোধনে॥
চঞ্চল তুরঙ্গ যেন বুঝি তার মন।
অলপে অলপে রাখে করিয়া দমন॥
এইরূপে বশ করি মন দুরাচার।
জনম মরণ মাত্র দেখিব সভার॥

যাবত চঞ্চল মন নহেত প্রসন্ন।
তাবত দেখিব সত্য নহে ত্রিভুবন॥
গুরু-উপদেশে যদি স্থির চিত্ত হৈল।
সর্ব্বত্র বৈরাগ্য যদি কেবল জন্মিল॥
চিন্তিতে চিন্তিতে মন তেজে দুর্ব্বাসনা।
স্থির হয়্যা রহে মন তেজিয়া কল্পনা॥
সংযম নিয়ম আদি যোগপথ সাধি।
তত্ত্বজ্ঞান মন বশ করি নিরবধি॥
আমার মধুর মূর্ত্তি করি উপাসনা।
শ্রবণ কীর্ত্তন ধ্যান অর্চ্চন বন্দনা।
এইরূপে বশ করি মন তুরঙ্গম।
আমার চরণে ধরি করিব সংযম॥
যদি যোগী প্রমাদে নিন্দিত কর্ম্ম করে,
দহিব সকল পাপ নিজ যোগবলে॥
আমার কথায় যার শ্রদ্ধা জনমিলা॥
সর্ব্বকর্ম্ম তেজিয়া নির্ব্বিন্ন যদি হৈলা॥
যদি বিচারিল কামভোগ দুঃখময়।
তেজিতে না পারে রাগ দূর নাহি হয়॥
পীরিতি করিয়া তবে ভজিব আমারে।
হৃদয়ে নিশ্চল করি শ্রদ্ধা পুরস্কারে॥
কামভোগ পরকালে দেখি দুঃখময়।
ভোগমাত্র করে দুঃখ ভাবিয়া হৃদয়॥
ভক্তিভাবে নিরবধি সভে আমা ভজে।
তবে আমি রহি তার হৃদয়-পঙ্কজে॥
হৃদিগত কাম তার সব দূর যায়।
সংসার তরিতে এই উত্তম উপায়॥
আমাকে দেখিলে সে সকল জীবময়।
হৃদিগত গ্রন্থি ছুটে ছিণ্ডয়ে সংশয়॥
সর্ব্বকর্ম্ম ক্ষয় তার হয় সেইক্ষণে।
এ বোল বুঝিয়া ভক্তি সাধিব যতনে॥
আমার ভকত যত যোগী মহাশয়।
জ্ঞান বৈরাগ্যাদি তার যদি বা না হয়॥
পায় ভক্তিযোগে মুক্তিপদ উপাদান।
এই সে কারণে ভক্তি সাধে মতিমান্॥
নানা কর্ম্ম তপ-পুণ্য-দানধর্ম্ম সাধি।
তবে জ্ঞান বৈরাগ্য যতেক হয় সিদ্ধি॥
স্বর্গ অপবর্গ যদি বাঞ্ছে কদাচিত।
ভকত জনের মিলে অশেষ বাঞ্ছিত॥
আমার ভকত কিছু বাঞ্ছা নাহি করে।
দিলেহ সম্পদ আমি দূরে পরিহরে॥
কৈবল্য সম্পদ আমি দিলেও না লয়।
সব ঠাঞি নিরপেক্ষ উদার আশয়॥

---

(১) পাঠান্তর,—"ভক্তি"; অশুদ্ধ,—"দুঃখ"।

নিরপেক্ষ নিষ্কাম যে জন মহামতি।
সেই সে আমাতে লভে একান্ত ভকতি॥
একান্ত ভকত হয় যে জন আমার।
শুভাশুভ গুণ দোষ একো নাহি তার॥
সমচিত্ত সাধুবুদ্ধি বচনের পার।
শুভাশুভ কর্ম্মে তার নাহি অধিকার॥
আমি যে কহিল পথ যে করে আশ্রয়
সর্ব্বত্র কল্যাণ বিষ্ণুপদে গতি হয়॥
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস বাণী।
ভক্তিরস-সমুদিত প্রেমতরঙ্গিণী॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে
বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২০॥

একবিংশ অধ্যায়।

বরাড়ী রাগ।

এই সে আমার পথ ভকতি লক্ষণ।
তত্ত্বজ্ঞান বৈরাগ্য যাহাতে উতপন্ন॥
এ পথ তেজিয়া যেবা ক্ষুদ্র পথে চলে।
চঞ্চল জীবন পাইয়া কামভোগ করে॥
গতাগত দুঃখ দূর না হয় তাহার।
জনম মরণ মাত্র দুঃখ লভে সার॥
ভক্তি-জ্ঞানে দোষগুণ একো হি না ধরি।
কর্ম্ম পথে দোষ গুণ বুঝিয়া বিচারি॥
যার যে যে অধিকার সেই গুণ কহি।
নিজ ধর্ম্ম বিলঙ্ঘন দোষ হয় সেহি॥
দ্রব্যগত দোষগুণ করিয়া বিচার।
শুদ্ধাশুদ্ধ নিরূপিয়া করি ব্যবহার॥
ধর্ম্ম-ব্যবহার দেহ ধারণ কারণে।
আচার কারণে ধর্ম্ম করি নিরূপণে॥
ধর্ম্মপর জনে এই দেখাই আচার।
ভক্তি-জ্ঞানে নাহি কভু কর্ম্ম অধিকার॥
নানা নাম রূপ তার বেদবাণী ধরে।
সকল সমান দ্রব্য নানা ভেদ পরে॥
পঞ্চভূত দেহে করে বিবিধ ভাবনা।
লোক ব্যবহার-হেতু বিবিধ কল্পনা॥
দেশ কাল দ্রব্যগতি নির্ণয় করিয়া।
দোষগুণ ধরি আমি দ্রব্য বিচারিয়া॥
কৃষ্ণসারমৃগ-দ্বিজ ভক্তহীন দেশ।
সে দেশ বর্জ্জিব তাহে নাহি পুণ্যলেশ॥
সুপুরুষ বৈসে যথা বৈসে কৃষ্ণসার।
পুণ্যতম সে দেশ কর্ম্মের অধিকার॥ (১)
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সংস্কার বর্জ্জিত।
যে দেশ উষরভূমি সে দেশ পতিত॥
শুদ্ধাশুদ্ধ বুঝি কর্ম্ম করি শুদ্ধকালে।
অশুদ্ধ সময়ে কর্ম্ম ফল নাহি ধরে॥
শুদ্ধকাল পাইয়া কর্ম্ম করে বিচক্ষণ।
অশুদ্ধ সময়ে সর্ব্বকর্ম্ম বিবর্জ্জন॥
দ্রব্যগত শুদ্ধাশুদ্ধ করিয়া নির্ণয়।
শুদ্ধদ্রব্য দিয়া কর্ম্ম করে শুদ্ধাশয়॥
কোন দ্রব্য শুদ্ধ হয় সলিল প্রোক্ষণে।
কোন দ্রব্য শুদ্ধ হয় ব্রাহ্মণ-বচনে॥
কোন দ্রব্য শুদ্ধ হয় সংস্কার-বিশেষে।
অশুদ্ধ জানিবে দ্রব্য অশুদ্ধ পরশে॥
কোন দ্রব্য অশুদ্ধ পাতিত পরশনে।
কোন দ্রব্য দুষ্ট হয় অশুদ্ধ বচনে॥
কোন দ্রব্য কালে শুদ্ধ কালে দুষ্ট হয়।
এইরূপে শুদ্ধাশুদ্ধ করিব নির্ণয়॥
অশৌচ সময়ে হয় অশুদ্ধ সকল।
গ্রহণ সময়ে হয় পবিত্র কেবল॥
ধান্য তৃণ দারু শুদ্ধ হয় চিরকালে।
অস্থি চর্ম্ম ভূমি শুদ্ধ হয় রবিজালে॥
রস-দ্রব্য ধাতু-দ্রব্য শুদ্ধ হুতাশনে।
পথ ভূমি শুদ্ধ হয় আলেপ পবনে॥
গোময় মার্জ্জনে শুদ্ধ অঙ্গন চত্বর।
জল মৃত্তিকায়ে শুদ্ধ বাহ্য কলেবর॥
স্নান দান তপ শৌচ বিবিধ সংস্কারে।
কলেবর শুদ্ধ হয় নানা পরকারে॥
আমার স্মরণে ধীর শোধিব অন্তর।
শুদ্ধ হৈয়া কর্ম্ম তবে সাধিব সকল॥

(১) পাঠান্তর,—সে দেশে পাপের কিছু নাহি অধিকার।

শুরুমুখে মন্ত্রজ্ঞান মন্ত্রের শোধন।
কর্ম্ম শুদ্ধ আমার চরণে সমর্পণ॥
শুদ্ধ হৈয়া শুদ্ধ দ্রব্যে শুদ্ধ কর্ম্ম করি।
তবে সে পরম ধর্ম্ম সাধিবারে পারি॥
শুদ্ধকালে শুদ্ধকর্ম্ম শুদ্ধদ্রব্য দিঞা।
বিচার না করে শুদ্ধ কর্ম্ম শুদ্ধ হৈয়া॥
সেই সে অধর্ম্ম হয় ধর্ম্ম বিপরীত।
যেই শুণ সেই দোষ শুদ্ধ বিবর্জ্জিত॥
যেই দোষ সেই শুণ বিধিযুত হৈলে।
শুণ-দোষ ধরি বিধি নিয়মের বলে॥
শুণ দোষ যার যে যে সহজ আচার।
শুণ দোষ নাহি তাথে কুল ব্যবহার॥
কর্ম্মদোষ পাতকীর পাতক না হয়।
সহজে পাতকী বর্ম্ম করে দোষময়॥
সহজে পাতকী হীন পতিত চণ্ডাল।
সুরাপান আদি করে নিন্দিত আচার॥
পাতকীর পাতক না হয় দুরাচারে।
আছাড়ে পড়িলে আর না পড়ে আছাড়ে
যাথে যাথে হৈতে লোক হয় নিবর্ত্তন।
তাথে তাথে হৈতে তার হয় বিমোচন॥
এই সে পরমধর্ম্ম দুঃখ নিবারণে।
বিষয়ে আসক্তি হয় বিষয় ধেয়ানে॥
আসক্তি জন্মিলে কাম বাঢ়ে অনুক্ষণ।
কাম বাঢ়াইলে সব হরয়ে চেতন॥
কাম জনমিলে বাঢ়ে বিরোধ কন্দল।
কন্দল বাঢ়িলে ক্রোধ বাড়ে নিরন্তর॥
তমোগুণে তবে তার চেতন সংহরে।
চেতন হরিলে রহে শূন্য কলেবরে॥
এই হেতু কামী পাপ করে নিরন্তর।
কামে বশ হয়্যা পড়ে নরক ভিতর॥
বুদ্ধিভ্রম হয় তার মূর্চ্ছিত সমান।
মৃত-তুল্য নিজপর না হয় গেয়ান॥
বৃক্ষপ্রায় ব্যর্থ জীয়ে যেন চর্ম্মকোষ।
বিষয়ের সঙ্গে এহি সব নানাদোষ॥
যত ফলশ্রুতি শুনি যত কর্ম্মফল।
কর্ম্ম রুচি হেতু মাত্র জানিব সকল॥
পরিত্রাণ হেতু কিছু নহে ফলশ্রুতি।
তত্ত্ব না বুঝিয়া ফল কহে জড়মতি॥
রোগ নিবারণ হেতু ঔষধ খাওয়াই।
খণ্ড লাড়ু দিয়া যেন ছাও(য়া)ল ভণ্ডাই॥
এইমত ফলশ্রুতি মূর্খ বুঝাইতে।
প্রবর্ত্ত করায় বেদ মূর্খে কর্ম্মপথে॥

জনমিঞা মাত্র জীব কর্ম্মভোগে রত।
আকুল হৃদয় ধন সুত দারগত॥
অর্থে কারণ ধন সুত পরিবার।
ইহাতে আকুল চিত্ত সতত সভার॥
তত্ত্ব বিস্মরিঞা ভ্রমে এ ঘোর সংসারে।
সহজে অবুঝ লোক কর্ম্মপথে চলে॥
তবে কেনে নিয়োজিব পুণ্য কর্ম্মপথে।
আপনে পণ্ডিত বেদ জানেন সাক্ষাতে
বেদতত্ত্ব না জানিঞা কুপণ্ডিতগণে।
কুসুমিত ফলশ্রুতি তত্ত্ব করি মানে॥
অজ্ঞান পণ্ডিত তারা জ্ঞানে বিমোহিত।
পুষ্প ফলশ্রুতি ধরে কৃপণ বঞ্চিত॥
কামলোভে মূঢ়মতি করে মধুপান।
নিজলোক পরলোক নাহি ভেদজ্ঞান॥
এ সবে আমাকে না জানিল কদাচিত।
হৃদিগত প্রভু আমি সাক্ষাতে বিদিত॥
প্রাণ মাত্র তৃপিত করয়ে বেদজড়।
বিষয় ধেয়ানে চিত্ত আকুল কেবল॥
আমার সম্মত পথ এই সুনিশ্চিত।
তত্ত্ব না বুঝিয়া ফল মানে কুপণ্ডিত॥
যদি হিংসা করিব ছাড়িতে নাহি পারে।
তবে পশু হিংসিব কেবল যজ্ঞকামে॥
নহে বেদবিধি তাহে আছে কথঞ্চিত।
বেদতত্ত্ব না বুঝিয়া ভ্রমে কুপণ্ডিত॥
পশুবধ কৌতুকে করয়ে যে যে জনা।
নানা যজ্ঞে দেব পিতৃ করে আরাধনা॥
ইহলোক পরলোক স্বপন সমান।
দেখিতে শুনিতে মাত্র প্রিয় হেন ভাণ॥
ইহার কারণে নানা প্রাণিবধ করে।
ধনের কারণে নিজ ধন পরিহরে॥
সঙ্কল্প করিয়া ধন তেজে আপনার॥
ধন দিয়া ধন যেন কিনে বাণিজার॥
রজোগুণে তমোগুণে হরয়ে চেতনা।
ইন্দ্র আদি দেবগণে করে উপাসনা॥
শ্রদ্ধা নাহি করে চিত্তে আমার ভজনে।
নানা যজ্ঞ করে দেব-পিতৃ-আরাধনে॥
এই অনুমান করে চিত্তের ভিতরে।
এথা থাকি দেব পিতৃ ভজি নিরন্তরে॥
এই পুণ্য স্বর্গভোগ করিব বিহার।
এথা আসি জনম লভিব আরবার॥
মহাকুল মহাধন দিবা ঘর পুরে।
এহিরূপে বিহরিব কত কত বারে॥

এই পরকারে চিত্ত ভ্রমে নিরবধি।
পুষ্পিত বচনে উপজয়ে ফল-বুদ্ধি॥
কামেতে ব্যাকুল চিত্ত বাঢ়ে মদ মান।
শুদ্ধ হঞা করে দ্বিজ গুরু অবজ্ঞান॥
আছুক আমায় ভক্তি সাধিব সে জনে।
আমার পবিত্র কথা না শুনে শ্রবণে॥
কর্মকাণ্ড দেবকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড শ্রুতি।
ব্রহ্মপর সর্ব্ববেদ ব্রহ্মেতে উৎপতি॥
পরমুখে ব্রহ্মমাত্র পরোক্ষে বুঝায়।
সাক্ষাতে না কহে পর দ্বারেতে দেখায়॥
শব্দব্রহ্ম বেদ যেন সমুদ্র বিশাল।
দুর্ব্বোধ গম্ভীর বেদ নাহি অন্ত পার॥
পরিপূর্ণ ব্রহ্ম আমি অনন্ত শকতি।
আমাতে অর্পিত আমা হইতে উৎপতি॥
অনন্ত চরিত নানা স্বরভেদ শ্রুতি।
কে বুঝিবে বেদতত্ত্ব স্থূল সূক্ষ্ম গতি॥
ষট্‌চক্র ভেদিয়া নাদ উঠে ব্রহ্মময়।
সেই নাদে নানা বর্ণ স্বর ভেদ হয়॥
গদ্য পদ্য ছন্দোময় বিবিধ ভাষণ।
নানা ছন্দ স্বরভাষা করে নিরূপণ॥
কিবা করে কিবা বোলে বিবিধ কল্পনা।
বেদ অভিপ্রায় বুঝে আছে কোন জনা॥
সভে আমি বিচক্ষণ বেদতত্ত্ব জানি।
আমা বিনে কে আর বুঝিবে বেদবাণী॥
আমাকে বুঝায় বেদ নানা ভেদ কহি।
মায়ামাত্র সকল দেখায় আমা বহি॥
না বুঝিয়া বেদতত্ত্ব জড়মতি জনে।
তর্কবলে বহুবিধ কল্পিত বাখানে॥
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস ভাষা॥
সব পরিহরি ভাই কৃষ্ণে ধর আশা॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে
একবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২১॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

ভাটিয়ালী রাগ।

উদ্ধব পুছিল তবে তত্ত্ব জানিবারে।
এক তত্ত্ব কিবা কৃষ্ণ বহু পরকারে।
নানা পরকার তত্ত্ব বলে মুনিগণে।
কেহ ছয় সাত চারি একাদশ মানে॥
পঁচিশ ছাব্বিশ কেহ বলে সপ্তদশ।
কেহ বলে নব একাদশ ত্রয়োদশ॥
কেহ বলে তত্ত্বভেদ ষোড়শ প্রকার।
নব একাদশ তিন সম্মত আমার॥
তিন পাঁচ নব একাদশ তত্ত্ব বিনে।
আন নাহি শুনি নাথ তোমার বদনে॥
নানা পরকার তত্ত্ব মুনিগণে কহে।
সব সত্য কিবা নাথ নানা ভেদ নহে॥
ভৃত্যের বচন শুনি দেব চূড়ামণি।
কহিতে লাগিলা চিত্তগত ভ্রম জানি॥
সব ঠাঞি শক্তি মূল কহে মুনিগণে।
বচনে দুর্ঘট কিছু নাহি ত্রিভুবনে॥
বিমোহিত মুনিগণ মায়ায়ে আমার।
তর্কবলে বোলে তত্ত্ব নানা পরকার॥
কুতর্ক-বিবাদ-বলে নানা শক্তি ধরে।
নানা ভেদ তত্ত্ব কহে নানা পরকারে॥
মুনিগণে তত্ত্ব কহে নানা পরকার।
আমি যে কহিল তত্ত্ব সেই মাত্র সার॥
বিবাদ-বচনে তর্ক বাঢ়ে অতিশয়।
তে কারণে মুনিগণে নানা ভেদ কয়॥
সভার বচনে আছে যুগতি ঘটনা।
তে-কারণে কার বাক্য না করি খণ্ডনা॥
আমার মায়ায় মুনি নানা শক্তি (১) বলে।
সভার বচন আমি স্থাপি যুক্তিমূলে॥
তিলেক বিচ্ছেদ নাহি পুরুষ ঈশ্বরে।
বিকল্প কল্পনা ব্যর্থ জ্ঞানহীন করে॥
তথাপি সভার আমি স্থাপিএ বচন।
মতভেদে যুক্তি কহে সব মুনিগণ॥

---

(১) পাঠান্তর—"যুক্তি।"

শক্তিভেদে তত্ত্ব ঘটে যত পরকার।
কহিল সকল সার করিয়া বিচার ॥ (১)
যুক্তিমূল ন্যায়বাণী শুনিতে শোভন।
পণ্ডিত জনের নাহি দুর্ঘট বচন ॥
ঈশ্বরের বচন শুনিঞা গুণময়। (২)
উদ্ধব জিজ্ঞাসে তবে ভাবিয়া বিস্ময় ॥
ঈশ্বরের ভিন্ন যদি পুরুষ প্রকৃতি।
অন্যোন্যে আশ্রয় দুহে একত্র বসতি ॥
পুরুষে প্রকৃতি থাকে প্রকৃতি পুরুষে।
দুহার বিচ্ছেদ নাহি দুহে দুহা বসে ॥
চিত্তের সংশয় মোর ছেদহ শ্রীহরি।
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ পুরুষকেশরী ॥
তোমার মায়ায় সর্ব্ব জীব বিমোহিত।
তোমার কৃপায় জ্ঞান হৃদয়ে উদিত ॥
সর্ব্বজীব আত্মা তুমি জান মায়াগতি।
জ্ঞানগম্য গুরু তুমি সর্ব্বজীব-পতি ॥
এতেক বচন শুনি দৈবকীনন্দন।
পুরুষ প্রকৃতি গত কহিলা কারণ ॥
প্রকৃতি-পুরুষগত সংযোগ বিচ্ছেদ।
বিস্তারিয়া কহিল সকল গুণভেদ ॥
পুরুষ প্রকৃতি ভেদ করিয়া নির্ণয়।
নিজ ভৃত্য উদ্ধবে বুঝাইল কৃপাময় ॥
তবে আর পুছিল উ ব মতিমান।
মোর নিবেদন নাথ কর অবধান ॥
তোমার বিমুখজন নানা দেহ ধরে।
কর্ম্মপথে গতাগত দুঃখ ভোগ করে ॥
কিরূপে শরীর ধরে তেজে কোন্ রূপে।
গতাগত দুঃখ ভোগ করে কর্ম্মপাকে ॥
কৃপা যদি কর নাথ ভকতবৎসল।
কহ দেব গোবিন্দ মাধব দামোদর ॥
উদ্ধবের বচন শুনিঞা জগন্নাথ।
জীবগতি কহে প্রভু ভৃত্যের সাক্ষাত ॥
মনে নানা কর্ম্ম সৃজে মন কর্ম্মময়।
যে দেহে সঞ্চরে মন [illegible] তথা হয় ॥
পাছে পাছে চলে আত্মা যথা চলে মন।
অহঙ্কারে বদ্ধ আত্মা অদৃষ্ট কারণ ॥
বিষয় [illegible] মনোরথে।
ইন্দ্রপদ সুরপদ চিন্তে শ্রুতিপথে ॥

রাজপদ সুখভোগ দেখিয়া ধেয়ায়।
চিন্তিতে চিন্তিতে মন সর্ব্বত্র বেড়ায় ॥
চিন্তিতে যথায় গিয়া স্থির হয় মন।
সেইক্ষণে পূর্ব্বদেহ হয় বিস্মরণ ॥
একান্ত প্রবেশ গিয়া পরদেহে করে।
অতিশয় বিস্মরণ পূর্ব্ব কলেবরে ॥
পূর্ব্বদেহ পাসরিয়া পরদেহ-সঙ্গ।
এই মৃত্যু জীবের পূর্ব্ব স্মৃতিভঙ্গ ॥
পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ পরদেহ ধরি।
সর্ব্বভাবে রহে মন আত্মভাব করি ॥
জীবের জনম এই শরীর-স্বীকার।
পূর্ব্ব পাসরিয়া পর শরীরে সঞ্চার ॥
স্বপ্ন-মনোরথে জীব যে যে রূপ ধরে।
সেই সেই রূপ ধরি পুরুষ পাসরে ॥
জনম মরণ দুই এক নহে সাঁচা।
জাগিলে স্বপন যেন সব হয় মিছা ॥
জন্ম আদি মরণ পর্য্যন্ত জীবধর্ম্ম।
কহিল সকল হরি (১) বিচারিয়া ধর্ম্ম ॥
তরু গিরি কাঁপে যেন জলের কম্পনে।
পৃথিবী ভ্রময়ে যেন আঁখির ভ্রমণে ॥
স্বপনে অনর্থ যেন কেবল ভরম।
এইরূপ সব মিথ্যা জনম মরণ ॥ (২)
বুঝিয়া উদ্ধব তুমি চিত্ত স্থির কর।
বিষয়-আপদ-পদ দূরে পরিহর ॥
কিছু সত্য নহে সব বিকল্প-কল্পিত।
ভ্রম পরিহর তুমি স্থির কর চিত ॥ (৩)
অধিক্ষেপ কেহ যদি করে অপমান।
ভর্ৎসন তাড়ন কেহ করে অবজ্ঞান ॥
স্তুতি পূজা করে কেহো করে উপহাস।
কেহো বান্ধে কেহ মারে কেহো ধননাশ ॥
খোলায় থাপরে কেহো ধূলা ফেলি মারে।
মুতিয়া ভরায় অঙ্গ কেহো বাউ ছাড়ে ॥
তথাপি না চলে ধীর গভীর আশয়।
অদৃষ্ট মানিঞা চিত্ত স্থির হঞা রয় ॥
উদ্ধব পুছিল তবে মনে পাঞা ভয়।
কে হেন পুরুষ আছে এত দুঃখ সয় ॥

---

(১) পাঠান্তর,—"কহিল সকল হরি করিয়া বিস্তার।"
অন্যচ্চ,—"তোমা করিয়া বিচার।"
(২) পাঠান্তর,—"উদ্ধবেরে বুঝাইল প্রভু গুণময়।"

(১) পাঠান্তর,— [illegible]।
(২) পাঠান্তর,—"এইরূপে জান সব—"
অন্যচ্চ "এইরূপে দুই মিথ্যা—"
(৩) পাঠান্তর, —
"ভ্রম পরিহর তুমি স্থির কর চিত্ত।
পুত্র কলত্র করি না কর প্রতীত।"

কুবচন শরে যার বিন্ধিল মরমে।
চিত্ত নিবারিব হেন আছে কোন জনে॥
তোমার পদারবিন্দ-সুধারস পানে।
নিরবধি মত্ত হৈয়া রহে মহাজনে॥
কে এত সহিব দুঃখ বচন-প্রহার।
এহি বড় নাথ মোর চিত্তে চমৎকার
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-বাণী।
কৃষ্ণগুণ সমুদিত প্রেমতরঙ্গিণী॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে
দ্বাবিংশ অধ্যায়॥ ২২॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

উদ্ধবের বচন শুনিয়া দামোদর।
ভৃত্য প্রশংসিয়া কৃষ্ণ কি দিলা উত্তর॥
ভাল তুমি কহিলে উদ্ধব মতিমান।
যে তুমি কহিলে সত্য কভু নহে আন॥
চিত্ত সমাধিতে পারে দুর্জ্জন-বচনে।
এমন পুরুষ নাহি এ তিন ভুবনে॥
রিপু বাণে অঙ্গ যদি হয় জর জর॥
তভুত না হয় দুঃখ চিত্তের ভিতর॥
যেরূপ দুর্জ্জন কুবচন-তীক্ষ্ণবাণে।
অন্তর ভেদিয়া বিন্ধে মর্ম্ম স্থানে স্থানে॥
কিন্তু এক মহাপুণ্য আছে ইতিহাস।
তোমার সাক্ষাতে আমি করিব প্রকাশ॥
অবন্তিনগরে এক আছিল ব্রাহ্মণ।
দম্ভাচার কামী লোভী ক্রোধপরায়ণ॥
কুবৃত্তি করিয়া ধন উপার্জ্জন করে।
বাণিজ্য বন্ধক কৃষি ধার উপধারে॥
জ্ঞাতি বন্ধু অতিথি না সেবে কদাচিত।
বাক্য মাত্রে ব্রাহ্মণ না করে পরহিত॥
দুঃশীল কদর্য্য বিপ্র দুষ্ট দুরাচার।
দাস দাসী ভরণ না করে পুত্র দার॥
কারেও না দেয় বিপ্র আপনে না খায়।
যক্ষবত ধন রাখে আকুল সদায়॥
এইরূপে বঞ্চিতে রহিল কথোকাল।
ক্রুদ্ধ হৈল জ্ঞাতি বন্ধু ভৃত্য সুত দার॥
কথোধন হরি নিল পুত্র পরিবারে।
দাস দাসী কথোধন নিল দস্যু চোরে॥
আগুনে পুড়িল কথো জলে নষ্ট হৈল।
নানাপাকে ব্রাহ্মণের সব ধন গেল॥
পুত্র দারে তেজিল তেজিল বন্ধুগণে।
দাস দাসী তেজি গেল নিজ পরিজনে॥
চিন্তিতে লাগিল বিপ্র মনে পাঞা খেদ।
ধননাশ হইল বন্ধু বান্ধব বিচ্ছেদ॥
চিন্তিতে চিন্তিতে বিপ্র পড়িল সংশয়।
অন্তরে বৈরাগ্য হৈল হেনক্রি সময়॥ (১)
ধিক্ ধিক্ জন্ম মোর জনম বিফল।
আপনার দোষে হৈলুঁ আপনে বিকল।
ব্যর্থ নিজ কলেবর পোড়াইলুঁ তাপে॥
সর্ব্বত্র বঞ্চিত হৈলুঁ নিজ কর্ম্মপাকে॥
পুত্র মিত্র কলত্র বান্ধব পরিবার।
বৃথা দুঃখ দিয়া ধন সঞ্চিলুঁ অপার॥
ধর্ম্ম কাম তেজিলু সকল সুখভোগ।
প্রায় ধন হৈল মোর বিনাশের যোগ॥
ইহলোকে সর্ব্বনাশ কৈল আপনার।
পরলোকে কেবল নরক মাত্র সার॥
আজ্জতে সাধিতে ধন করিতে সঞ্চয়।
খাইতে বাঢ়াইতে ধন ব্যয় অপচয়।
শ্রম চিন্তা ভ্রম ভয় এই মাত্র সার।
ধনে হৈতে সর্ব্বনাশ হয় আপনার॥
চুরি হিংসা মিথ্যা দম্ভ কাম ক্রোধ গর্ব্ব।
মদভেদ বৈর অবিশ্বাস ধনদর্প॥
এ সব অনর্থ হয় ধনের কারণে।
এ বোল বুঝিয়া ধন তেজে বুধজনে॥
ধনে হৈতে ভ্রাতৃভেদ পিতা-পুত্রভেদ।
পুত্র দার পরিবার করায় বিচ্ছেদ॥

---

(১) পরিষৎ কর্ত্তৃক পুস্তকের পাঠ,—
"ভেদ বৈর অবিশ্বাস ধন জন দর্প।
সকলি বিনাশ হৈল মন হৈল খর্ব্ব।
এ সব অনর্থ চিন্তিতে বিপ্র পড়িল সংশয়।
অন্তরে বৈরাগ্য হৈল মনে পাঞা ভয়।"

অল্প কারণে হরে সকল মহিমা।
অল্প হেতুতে হয় মর্য্যাদা লঙ্ঘনা॥
অল্প কারণে বৈর বাঢে নিরন্তর।
অল্প কারণে বাঢে বিরোধ কন্দল॥
এতেক মানুষ জন্ম তাহে দ্বিজকুলে।
অমর নগরবাসী যার বাঞ্ছা করে॥
হেন জন্ম পাঞা তাথে কৈল অনাদর।
ধনের কারণে মুঞি তেজিল সকল॥
স্বর্গ অপবর্গ হেতু মানুষ জনম।
তাহা উপেক্ষিলুঁ মুঞি ধনের কারণ॥
দেব ঋষি পিতৃগণ না পূজিলুঁ ধনে।
সকল তেজিলুঁ মুঞি ধনের কারণে॥
দেবধর্ম্ম তেজিলুঁ তেজিলু বন্ধুগণ।
আপনা বঞ্চিলু মুঞি হয়্যা যক্ষাধম॥
বএস টুটিল মোর ব্যর্থ গেল কাল।
ধননাশ হৈল এবে কি করিব আর॥
ঈশ্বরমায়ায়ে লোক সব বিমোহিত।
ধন-হেতু ব্যর্থ দুঃখ পায় কুপণ্ডিত॥
ধনে বা ধনিকে আর কোন প্রয়োজন।
কাল-মৃত্যু-মুখে মুঞি পড়িলু এখন॥
নিশ্চয় জানিলু তুষ্ট হৈল নারায়ণ।
বৈরাগ্য জন্মিল মোর নিস্তার কারণ॥
পূর্ব্ব পুণ্যে মিলে মোর হেন পুণ্যদশা।
তেজিলু সকল মুঞি ধন-জন-আশা॥
সাধিব সকল সিদ্ধি হৈব উপাদান।
খণ্ডিব দুর্গতি মোর হব পরিত্রাণ॥
আছিল খট্টাঙ্গ নামে এক মহীপাল।
তিলেক সাধিয়া সিদ্ধি হৈলা ভবে পার॥
মুঞি আজু মনে দঢ়াইলু সে যুগতি।
সাধিব সকল সিদ্ধি তরিব দুর্গতি॥
এ বোল বলিয়া বিপ্র চলিল সত্বরে।
শান্ত দান্ত হয়্যা পৃথ্বী পর্য্যটন করে॥
অলক্ষিতে ভ্রমে দ্বিজ অবধূতবেশে।
ভিক্ষা-হেতু পুরগ্রাম নগর প্রবেশে॥
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ কুপট মলিন।
অবধৌত বেশ ধরে জাতি বর্ণহীন॥
দুর্গত দেখিয়া কেহ করে অবজ্ঞান।
দুষ্টগণে বেঢ়ি করে নানা অপমান॥
কেহ দণ্ড কমণ্ডলু কাঢ়ি লৈয়া যায়।
যজ্ঞসূত্র ছিণ্ডি কেহো সত্বরে পেলায়॥
কেহো ভাঙ্গা বস্ত্রখানি কাঁথা কাঢ়ি লয়।
হাসিয়া খেদায় কেহো ভৎর্সে অতিশয়॥
মাগিয়া যে কিছু বিপ্র আনে অন্নজল।
মুতিয়া ভরায় কেহো তাহার উপর॥
অধোবায়ু ছাড়ে কেহ সম্মুখে আসিয়া।
মারিয়া বোলায় কেহ বোল না দেখিয়া॥
তর্জ্জন গর্জ্জন কেহো ভৎর্সন তাড়ন।
ধর মার করে কেহো বন্ধন মারণ॥
সর্ব্বনাশ হৈল তেজি গেল বন্ধুগণে।
কপটে সন্ন্যাস বেশ ধরে তে-কারণে॥
চুরি জানি করে বিপ্র কার ঘরে বৈসে।
মারিয়া খেদাহ যেন এথাতে না আইসে॥
বকবত চাহে বিপ্র মৌন আচরিয়া।
কার ঘরে চুরি জানি করে প্রবেশিয়া॥
এই বলি দুষ্টজনে দেখায় তরাস।
কেহ মারে কেহ বান্ধে কেহো পরিহাস॥
ধৈর্য্য আলম্বিয়া বিপ্র মনে দুঃখী নহে।
অদৃষ্ট মানিয়া বিপ্র সব দুঃখ সহে॥
যখনে যে হয় বিপ্র না করে বিচার।
অদৃষ্ট-অধীন দুঃখ মিলে বার বার॥
ধৈর্য্য আলম্বিয়া বিপ্র কহে একি কথা।
কার কভু কেহ নহে সুখ-দুঃখদাতা॥
সুখ দুঃখ-হেতু নহে এ লোক আমার।
ন দেব ন গ্রহগণ নহে কর্ম্ম কাল॥
সুখ দুঃখ কারণ কেবল মাত্র মন।
সুখ দুঃখ দুই মিথ্যা মনোময় ভ্রম॥
মনে দোষগুণ সৃজে মনে নানা কর্ম্ম।
মনে সুখ দুঃখ সৃজে মনে নানা ধর্ম্ম॥
মন নিরোধিলে হয় সব নিরোধন।
মন বশ হৈলে বশ হয় ত্রিভুবন॥
সমাধি ধারণা ধ্যান করি ব্রত দান।
কত পরকারে করি মন সমাধান
শত্রু মিত্র নিজ পর মনের কল্পনা।
মন সে সৃজিতে পারে দুর্ঘট ঘটনা॥
চঞ্চল দুর্জ্জয় মন শত্রু মহাবলী।
মন নিরোধিলে সব নিরোধিতে পারি॥
দুরন্ত দুর্জ্জয় শত্রু না জিনিঞা মন।
মিথ্যা শত্রু মিত্র করি মরে মূঢ়জন॥
অসত্য মানুষ-তনু পাঞা মনোময়।
মুঞি মোর করিয়া বঞ্চিত দুরাশয়॥
অন্ধমতি হয়্যা ফিরে দুরন্ত সংসারে।
শত্রু মিত্র নিজ পর অকারণে করে॥
সুখ-দুঃখদাতা কেহো নাহি ত্রিভুবনে।
মিছা কাজে শত্রু মিত্র করে অকারণে॥

আপনার জিহ্বা কাটে আপন দশনে।
করিব কাহাকে ক্রোধ বুদ্ধি অনুমানে॥
এক দেহে আর দেহ করে অপকার।
কি দোষ জীবের তাথে জীব নির্ব্বিকার॥
এক অঙ্গ আপনার আর অঙ্গে হানে।
বুঝ দেখি কারে ক্রোধ করিব তখনে॥
যদি বল গ্রহদোষে সুখ দুঃখ মিলে।
সেহ মিছা এক গ্রহ আর গ্রহ পীড়ে॥
কর্ম্ম সুখদুঃখ-হেতু সেহ সত্য নয়।
আত্মা নিরমল ব্রহ্ম নিত্য সুখময়॥
যদি বল সুখ দুঃখ হয়ে কালে কালে।
আত্মার কি দায় তাথে কালে সব হরে॥
সুখ দুঃখ নাহি তাথে দেখ জড়ময়।
পরমপুরুষ আত্মা হংস নিরাশ্রয়॥
কার সুখ কার দুঃখ কেবা নিজ পর।
বিচারে বুঝিল এই অনিত্য সকল॥
অহঙ্কারে বন্দী জীব এ ঘোর সংসারে।
শত্রু মিত্র সুখ দুঃখ মানে অহঙ্কারে॥
এতেক বলিয়া বিপ্র মনে কৈল সার।
শ্রীহরি-চরণ বিনে না চিন্তিল আর॥
নষ্টধন হৈয়া বিপ্র নিরমল চিতে।
পৃথ্বীপর্য্যটন বিপ্র করে হরষিতে॥
মুকুন্দ-পদারবিন্দ করিয়া চিন্তন।
বিষ্ণুপদে প্রবেশিল ছুটিল বন্ধন॥
এ বোল বুঝিয়া বাপু সব পরিহর।
আমাতে অর্পিয়া মন স্থির করি ধর॥
ভিক্ষুগীতা পুণ্যময়ী যে করায়ে শ্রবণ।
শ্রদ্ধা-করি ধরে শুনে যে করে পঠন॥
কাম ক্রোধ খণ্ডে তার সুখ দুঃখ নাশ।
নিজ সুখে পরিপূর্ণ বিষ্ণুপদে বাস।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস-ভাষা।
গদাধর-পদরজ পরম ভরসা॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে
ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৩॥

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

সাঙ্খ্যযোগ কহি বৎস কর অবধান।
তুমি ভৃত্য প্রিয় সখা ভকত-প্রধান॥
বিকল্প-বর্জ্জিত জ্ঞান আছিল প্রথমে।
বিবেকপ্রধান লোক আছিল তখনে॥
জ্ঞানময় ব্রহ্ম আদিযুগ সত্যযুগে।
সেই ব্রহ্ম দুই রূপ হৈল দুই ভাগে॥
এক ভাগে হৈল মায়া-প্রকৃতি-স্বরূপা।
সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়কারিণী জড়রূপা॥
আর ভাগে হৈল মহাপুরুষ ঈশ্বর।
দুই ব্রহ্ম নিরমল ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল॥
প্রকৃতির তিন গুণ সত্ত্ব রজ তম।
তিন গুণ হৈতে হৈল সূত্র উতপন্ন।
সূত্ররূপ হৈয়া তবে মহত জন্মিল।
তাহা হৈতে গুণময় অহঙ্কার হৈল॥
তিন ভাগে অহঙ্কার হৈল তিন গুণে।
পঞ্চম বিষয় হৈল তমোময় হনে॥
একাদশ ইন্দ্রিয় রাজস অহঙ্কারে।
বৈকৃতে দেবতাগণ জন্মিল সংসারে॥
এ সব জন্মিঞা কেহ একত্র না হয়।
তবে আমি প্রবেশিল সভার হৃদয়॥
সকলে মিলিয়া তবে সৃজিল ব্রহ্মাণ্ড।
হেমময় আমার বিহার ক্রীড়াভাণ্ড॥
জলের উপরে ভাসে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল।
আপনে রহিলুঁ আমি তাহার ভিতর॥
পদ্ম জনমিল নাভি-বিবরে আমার।
তাথে জনমিল ব্রহ্মা আদি অবতার॥
রজোগুণে জনমিঞা ব্রহ্মা সুরেশ্বর।
দিব্য তপ কৈল দিব্য শ[illegible] বৎসর॥
অনুগ্রহ আমার লভিয়া সেই কালে।
সৃষ্টি করে প্রজাপতি বিবিধ প্রকারে॥
চৌদ্দ ভুবন ব্রহ্মা [illegible] করে।
সৃজিল সকল দেব দিব্য তপোবলে॥
স্বর্লোক সৃজিলা ব্রহ্মা দেবের বসতি।
ভূর্লোক সৃজিলা তাথে মর্ত্ত্য লোক স্থিতি।
ভুবর্লোক সৃজে যাতে ভূত-প্রেতগতি।
তাহার উপরে সৃষ্টি করে প্রজাপতি॥

সিদ্ধগণ যোগিগণ যাহাতে সঞ্চরে।
সৃষ্টি করে ব্রহ্মা তিন লোকের উপরে ॥
পৃথিবীর তলে ব্রহ্মা সৃজিল পাতাল।
অসুর পন্নগ নাগ তাহাতে সঞ্চার ॥
এই তিন লোক মাঝে ভ্রমে কর্ম্মিগণ।
যোগী সন্ন্যাসীর হয় উপরে গমন ॥
মহর্লোক জন তপ সত্যলোকে স্থিতি।
ভক্তিযোগে আমার বৈকুণ্ঠলোকে গতি ॥
ব্রহ্মারূপে সৃজি আমি এ লোক আধার।
কালরূপে করি আমি জগতসংহার ॥
অনিত্য সংসার গুণযুত কর্ম্মময়।
ইহাতে মজিয়া দুঃখ ভুঞ্জে অতিশয় ॥
স্থূল সূক্ষ্ম তৃণ বেণু স্থাবর জঙ্গম।
মায়া-বিনির্ম্মিত সব এ চৌদ্দ ভুবন ॥
সভাতে ঈশ্বর বৈসে সর্ব্বত্র সমান।
অনিত্য সংসার মাত্র সত্য ভগবান ॥
ব্যবহার-হেতু মাত্র যতেক বিকার।
আদি অন্ত মধ্য সত্য এই মাত্র সার ॥
প্রকৃতি জনমভূমি পুরুষ আধার।
বিশ্ব-প্রকাশের হেতু নিরাশ্রয় কাল ॥
এইরূপে সৃষ্টি হয় ব্রহ্মাণ্ড ঘটন।
যাবত কটাক্ষে আমি করি নিরীক্ষণ ॥
ভ্রূক্ষেপে আমি যদি করি অভিলাষ।
তিলেকে ব্রহ্মাণ্ড ঘট সব যায় নাশ ॥
যাহা হৈতে যার যার উতপতি হয়।
তার তার হয় গিয়া তাহাতে প্রলয় ॥
সকল প্রবেশ করে প্রকৃতি ভিতরে।
কালরূপে দেবমায়া প্রকৃতি সঞ্চরে ॥
কালের প্রলয় হয় জীব মহেশ্বরে।
আমাতে প্রবেশে জীব নিগুণ কেবলে ॥
তবে আমি কেবল আপনে মাত্র থাকি।
আমি বিনে আর কিছু বিচারে না লখি ॥
আপনার আপনে আশ্রয় নিরাধার।
আমি বিনে অবশেষে কিছু নাহি আর ॥
এই সাঙ্খ্য যোগ বৎস সংশয়-ভেদন।
চিত্তগত ভ্রমহয় কৈবল্য কারণ ॥
নিরন্তর এহি যদি করিএ সন্ধান।
অজ্ঞান বিৎসেদ হয় স্ফুরে দিব্যজ্ঞান ॥
ধীরশিরোমণি শ্রীগদাধর ভান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে
চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

বরাড়ী রাগ।

প্রভু বলে শুন বৎস ভকত উত্তম।
সত্ত্ব রজ তমোগুণ কহিব লক্ষণ ॥
শম দম তপ ত্যাগ সত্য দয়া স্মৃতি।
তুষ্টি দয়া শ্রদ্ধা লজ্জা ধৃতি শুদ্ধমতি ॥
সত্ত্বগুণ অনুমানি এ সব লক্ষণে।
রজোগুণের লক্ষণ কহিব এখনে ॥
কাম চেষ্টা তৃষ্ণা মদ গর্ব্ব অভিলাষ।
ভেদমতি সুখবাঞ্ছা যশ পরকাশ ॥
হাস্য বীর্য্য বল পরাক্রম অহঙ্কার।
এ সব জানিব রজোগুণের বিকার ॥
ক্রোধ লোভ হিংসা দম্ভ অসত্য ভাষণ।
বিবাদ কন্দল শোক আলস্য শয়ন ॥
এ সব লক্ষণ তমোগুণে অনুমানি।
তবে শুন উদ্ধব আমার হিতবাণী ॥
ধর্ম্ম অর্থ কামে যার গৃহে দৃঢ় চিত্ত।
সে জনে জানিব বৎস ত্রিগুণে জড়িত ॥
শম দম শান্তি দয়া দেখিব যে জনে।
সত্ত্বযুক্ত সে জনে বুঝিব অনুমানে ॥
দম্ভ মাৎসর্য্য ক্রোধ দেখিএ যাহার।
সে জনে জানিব তমোময় দুরাচার ॥
সে জন আমাকে ভজে শ্রদ্ধা ভক্তি ধরি।
সব ঠাঞি নিরপেক্ষ সর্ব্ব পরিহরি ॥
সে জনে সাত্ত্বিক মহাপুরুষ জানিব।
রজোগুণ তমোগুণ বিচারে বুঝিব ॥

রজোগুণ তমোগুণ জিনিব সত্ত্বগুণে।
সত্ত্বগুণ হৈলে সর্ব্বসিদ্ধি উপাদানে॥
সত্ত্বগুণে বাস হয় সভার উপরে।
তমোগুণে অধোগতি নরক সঞ্চরে॥
রজোগুণে এঁহ লোক করে গতাগত।
সুখভোগ দুঃখভোগ সম্পদ আপদ॥
সত্ত্বগুণে মরণে উত্তম গতি হয়।
নরলোকে ভ্রমে রজোগুণে পরলয়॥
তমোগুণে মরণে নরক ভোগ করে।
নিগুণ পুরুষ আসি আমাতে সঞ্চরে॥
আমাতে অর্পিত কিবা ফল-বিবর্জ্জিত।
এ সব সাত্ত্বিক কর্ম্ম জগতে বিদিত॥
সঙ্কল্পিত যত কর্ম্ম রাজস লক্ষণ।
দম্ভ মাৎসর্য্য হিংসা তামস সাধন॥
সন্মতি লক্ষণ (১) জ্ঞানে সত্ত্বগুণে জানি।
বিকল্প কল্পিত রজোগুণে অনুমানি॥
প্রাকৃত তামস জ্ঞান সংসার কারণ।
আমাতে অর্পিত জ্ঞান নির্গুণ লক্ষণ॥
বনে বাস জানিব সাত্ত্বিক মহাফল।
গ্রামে বাস জানিব রাজস ধর্ম্মপর॥
দ্যূতকেলি পণ-পাশা তামসিক স্থান।
আমার মন্দির পুর নির্গুণ প্রধান॥
সাত্ত্বিক কর্ত্তার কর্ম্মফল পরিত্যাগী।
রাজসিক জন কাম ভোগ অনুরাগী॥
অচেতন মূঢ় জন তমোগুণ ধরে।
আমার আশ্রিত জন নির্গুণ সংসারে॥

জানিব সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা তত্ত্বজ্ঞান রসে।
যদি কর্ম্মফলে শ্রদ্ধা রজোগুণে বৈসে.
অধর্ম্মে তামসী শ্রদ্ধা বাঢ়ে নিরন্তর।
আমার সেবায় শ্রদ্ধা নির্গুণ কেবল॥
সাত্ত্বিক আহার পথ পবিত্র ভোজন।
ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হেতু রাজস লক্ষণ॥
দুঃখময় আহার সকল গুণহীন।
আর্ত্তিদ অশুচি সেই তামসের চিন॥
দ্রব্য দেশ কাল কর্ম্ম জ্ঞান অধিকারী।
সকল ত্রিগুণময় বুঝিব বিচারি॥
দেখি শুনি যত কিছু ত্রিগুণ-জনিত।
প্রকৃতি পুরুষ যোগে সকল নির্ম্মিত॥
তিন গুণ জিনিব যে জন মহামতি।
সে যদি কেবল সাধে আমাতে ভকতি॥
আমার আশ্রয় ধরি ভক্তিযোগ সাধে।
সেই সে আমারে পায সংসার না বাধে
এ বোল বুঝিয়া জীব নরদেহ ধরি।
ভজুক আমাকে মাত্র সব পরিহরি॥
সর্ব্বকাম তেজিয়া ভজুক মতিমান।
সর্ব্বঠাঞি নিরপেক্ষ হয়্যা সাবধান॥
তবে সে জিনিব তিন গুণ দেহকর্ম্ম।
জীবগতি জিনিব (১) সকল গুণ-কর্ম্ম।
আমাকে লভিয়া পূর্ণ হয় ভক্তিরসে।
ভবভয় নাহি তার যথাতথা বৈসে॥
ভাগবত আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী।
শুনিলে দুর্গতি হরে হরিগুণ বাণী॥

(১) পাঠান্তর,—"সুমতি-লক্ষণ।"

(১) পাঠান্তর,—"বহিল।"

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে
পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৫॥

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

মালব গৌড় রাগ। (*)

তবে আর কথা কহে ত্রিভুবন রায়।
নানা উপদেশ দিয়া উদ্ধবে বুঝায়॥
নরকলেবর ধরি যে হয় পণ্ডিত।
আমার পদারবিন্দে নিয়োজয়ে চিত॥

লভিয়া পরমানন্দ রস সুখময়।
কেবল আমাকে পাইয়া পূর্ণ হয়্যা রয়॥
গুণময় কলেবর নহে তার সঙ্গ।
অবিদ্যা জনিত দোষে নহে স্মৃতিভঙ্গ॥

(*) অন্য পুঁথিতে—"সুই রাগ।"

অশান্ত দুরন্ত শিশ্নোদরপরায়ণ।
তার সঙ্গে সঙ্গ জানি [illegible] ॥
পুরূরবা [illegible] ত আছিল সুধীর।
উর্ব্বশী-বিচ্ছেদে তেঁহো তেজিল শরীর॥
লম্পট উন্মত্ত হয়্যা ভ্রমিলা সংসার।
উর্ব্বশী না পায়্যা বীর কান্দিল অপার॥
দেখ দেখ এতকাল উর্ব্বশীর সঙ্গে।
কত রাত্তি দিন গেল না জানিলুঁ রঙ্গে॥
দেখ এত বড় মুঞি কামে বিমোহিত।
ব্যর্থ পরমায়ু গেল ভৈগেল বঞ্চিত॥
দিন রাত্রি না জানি উদিত দিনকর।
স্ত্রী-সঙ্গে গেল মোর জনম বিফল॥
চক্রবর্ত্তী রাজা আমি নৃপ শিরোমণি।
স্ত্রীজিত হইলুঁ মুঞি আপনা বিকলি॥
তৃণবত কৈলু মুঞি হেন কলেবর।
উর্ব্বশী-বিচ্ছেদে মুঞি তেজিলুঁ সকল॥
কোথাতে রহিল মোর এ ধন সম্পদ।
একেশ্বরে ভ্রমি মুঞি হয়্যা উনমত॥
উনমত্তবত মুঞি চলি যাঙ পাছে।
লম্পট হইয়া কান্দো এলাইয়া কচে (১)॥
তবুত উর্ব্বশী মোরে ফিরিয়া না চায়।
চিত্ত নিবারিতে নারো কি হবে উপায়॥
খরবত করে মোরে চরণ তাড়না।
হেন সে নির্লজ্জ তাহে না করো গণনা॥
কি বিদ্যা কি তপ তার ত্যাগ বেদপাঠে।
স্ত্রীসঙ্গেতে মন যার হরিল কুপথে॥
ধিক্ ধিক্ রহু মোর জনম বিফল।
নারীসঙ্গ হয়্যা মোর মজিল সকল॥ (২)
উর্ব্বশীর সঙ্গে মোর গেল চিরকাল।
তভু না টুটিল মোর কাম দুরাচার॥
বেশ্যানারী সঙ্গে চিত্ত হরিল যাহার।
বিনে কৃষ্ণ উদ্ধারিতে কে পারিব আর॥
আত্মারামনিকর ঈশ্বর ভগবান্।
হরি বিনে কে আর করিব পরিত্রাণ॥
রক্ত মাংস বিষ্ঠামূত্রে পুরিত অন্তর।
অস্থি চর্ম্ম বিনির্ম্মিত নর-কলেবর॥
অমেধ্য মন্দির নরকলেবর ধরি।
ইহাতে রমযে মন নিত্যবুদ্ধি করি॥
কৃমি কীট সহে তার কি হয় অন্তর।
যদি সত্য হেন মানে নব কলেবর॥
এ বোল বুঝিয়া তেজি স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ।
বুধজনে কভু না করিব মতিভঙ্গ॥
বিষয় ইন্দ্রিয় দুই একত্র মিলনে।
মনের বিক্ষেপ বাঢ়ে সদত ধেয়ানে॥
না দেখি না শুনি যদি না উঠে তরঙ্গ।
এ বোল বুঝিয়া না করিব স্ত্রীসঙ্গ॥
পণ্ডিতজনের সঙ্গদোষে মন হরে।
এ বোল বুঝিয়া জানি কেহ সঙ্গ করে॥
এতেক বচন বলি নৃপতি প্রধান।
তেজিয়া উর্ব্বশী নারী দিল সমাধান॥
হৃদয় কমলে ধরি আমার চরণ
ভক্তিযোগে নিরবধি কৈল আরাধন॥
চিত্তগত মোহজাল সব-গেল দূর।
আমার মূরতি ধরি গেল বিষ্ণুপুর॥
এ বোল বুঝিয়া ধীর কুসঙ্গ তেজিব।
সাধুসঙ্গে নিরবধি আনন্দে রহিব॥
শান্তজনে ছিণ্ডে সব মনের বাসনা।
মধুর ভাষণে করে কুমতি খণ্ডনা॥
শান্তজন নিরপেক্ষ সমদরশন॥
আমাতে অর্পিত চিত্ত শান্তিপরায়ণ।
নিষ্কাম নিষ্পরিগ্রহ নির্ম্মম নির্দ্বন্দ্ব।
এই সব শান্তজন সহে কর সঙ্গ॥
শান্ত সঙ্গে আমার অমৃত-কথা শুনে।
অশেষ দুরিত দুঃখ হরে সেইক্ষণে॥
শান্ত জন সভায় না হয় আন কথা (১)।
অন্যোন্যে আমার মাত্র কহে গুণ-গাথা॥
শুনে বা শুনায় করে আদর মোদন।
অশেষ দুরিত দুঃখ হরে সেইক্ষণ॥
শ্রদ্ধাযুক্ত আমাতে অর্পিত চিত্ত যার।
আমার চরণে ভক্তিযোগ হয় তার॥
ভকতি জন্মিল যদি আমার চরণে।
কিবা অবশেষ আর আছে ত্রিভুবনে॥
আমি ব্রহ্ম অনুভব-আনন্দস্বরূপ।
নির্গুণ অনন্তগুণ নিরূপমরূপ॥
আমাতে ভকতি যার হৈল অকিঞ্চনা।
তবে কি তাহার রহে সংসার-বাসনা॥

---

(১) পাঠান্তর,—"আউলাইয়া কেশে"।
(২) "স্ত্রীসঙ্গ হইয়া মুঞি তেজিনু সকল"

(১) পাঠান্তর,—
"শান্তজন স্বভাব না কহে অন্য কথা।"

অগ্নির আশ্রয়ে যেন দূর হয় জাড় ।
সেইরূপে সাধুসেবা খণ্ডয়ে সংসার ॥
মহাঘোর ভয়ঙ্কর এ ভব-সাগর ।
মজিয়া মজিয়া জীব উঠে নিরন্তর ॥
শান্তজন সভে মাত্র পরম আশ্রয় ।
নৌকা বিনে (১) জলে যেন পরিত্রাণ নয় ।
অন্ন মাত্র প্রাণ যেন জীবের জীবন ।
আর্ত্তজনের আমি কেবল শরণ ॥

(১ [illegible])

ধর্ম্মমাত্র ধন যেন ধর্ম্মশীলগণে ।
শান্তজন [illegible] ভবভীতজনে ॥
শান্তজন বিনে কেবা উদ্ধার [illegible] ।
জ্ঞান-আঁখি দিয়া হৃদিগত তম হরে ॥
সূর্য্য অন্ধকার হরে কেবল বাহিরে ।
নির্ম্মল করিতে নারে অন্তর শরীরে ॥
এ বোল বুঝিয়া সর্ব্বসঙ্গ পরিহরি ।
সাধুসেবা করি লোক যায় ভব তরি ॥
[illegible]
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস-গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশ স্কন্ধে
ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায় ।

দেশাগ রাগ ।

উদ্ধব পুছিল তবে প্রভুর চরণে ।
কর্ম্মযোগ কহ নাথ ভকতি বিধানে ॥
ভকতে যেরূপে পূজে তোমার চরণ ।
সেই সে পরম ধর্ম্ম বলে মুনিগণ ॥
বেদব্যাস নারদ অঙ্গিরা আদি করি ।
কর্ম্মযোগ তারা সব কহে অবধারি ॥
তোমার বদন-সরোরুহ-বিগলিত ।
কর্ম্মযোগ বিনে কভু স্থির নহে চিত ॥
আপনে কহিলে তুমি মুনিগণ স্থানে ।
কহিল শঙ্কর দেব দেবী-বিদ্যমানে ।
কর্ম্মযোগ সর্ব্ববর্ণে ধরে অধিকার ।
স্ত্রী শূদ্র আদি যত জীবের উদ্ধার ॥
অমল কমল পত্র বিশাল লোচন ।
কর্ম্মযোগ কহ মোরে বন্ধ বিমোচন ॥
উদ্ধবের বচন শুনিঞা ভগবান ।
কর্ম্মযোগ কহে প্রভু ভক্ত-বিদ্যমান ॥
অনন্ত কর্ম্মের গতি কেবা অন্ত পায় ।
কতরূপে কত কর্ম্ম গণনা না যায় ॥
সংক্ষেপে কহিব কিছু কর্ম্মের বিধান ।
যাহা হৈতে সর্ব্বজীব পায় পরিত্রাণ ॥
বেদ আগম শাস্ত্র পুরাণে বুঝায় ।
ত্রিবিধ আমার যজ্ঞ পূজিতে উপায় ॥

যার যেন ইৎসা তেনরূপে আমা পূজে ।
কর্ম্মযজ্ঞ করিয়া কেবল আমা ভজে ॥
দ্বিজকুলে জনমিঞা যজ্ঞসূত্র ধরি ।
গায়ত্রী পঢ়িব গুরু উপাসনা করি ॥
শ্রদ্ধাভক্তি করি তবে পূজিব আমারে ।
পূজাবিধি কহি বৎস তোমার গোচরে ॥
প্রতিমাতে পূজি কিবা স্থণ্ডিলে আনলে ।
সূর্য্য জলে পূজি কিবা হৃদয়কমলে ॥
ভক্তি যুক্ত হয়্যা দ্রব্য করিব সঞ্চয় ।
আমাকে পূজিব নিজ গুরু-অতিশয় ॥
দন্ত মুখ পাখালিয়া শুধিব শরীরে ।
প্রভাতে করিব স্নান পুণ্যক্ষেত্র-নীরে ॥ (১)
বেদ আগম-মন্ত্রে করি পুন স্নান ।
সন্ধ্যা আদি নিত্যকর্ম্ম করি সমাধান ॥
পূজিব আমাকে নিত্য কর্ম্ম না তেজিব ।
কেবল ঈশ্বর মাত্র সঙ্কল্পে ভাবিব ॥
শিলা-দারুময়ী হেমময়ী বিলোপিতা ।
চিত্রে লেখিত মূর্ত্তি সিকতানির্ম্মিতা ॥

---

(১) পাঠান্তর—"পুণ্য তীর্থ-নীরে ।"
অন্যচ্চ,—"পুণ্যনদী-নীরে ।"

মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমা-বিধান।
অষ্ট পরকারে করি প্রতিমা নির্ম্মাণ॥
চলাচল দুই মূর্ত্তি প্রভুর মন্দির।
মূর্ত্তি নিরমিঞা কৃষ্ণ পূজিব সুধীর॥
অচলে না করি আবাহন বিসর্জ্জন।
চলরূপে বিকল্প করয়ে বুধজন॥
চিত্র-নিরমিতরূপে না করাই স্নান।
অঙ্গ-মারজন কিবা দর্পণ বিধান॥
প্রসিদ্ধ উত্তম দ্রব্য আনিব যতনে।
মায়া পরিহরি পূজা করিব বিধানে॥
ভকতে যে কিছু লভে সেই (১) দিয়া পূজে।
হৃদয়ে ধরিয়া ভক্তি সর্ব্বভাবে ভজে॥
প্রতিমাতে পূজি যদি দিব্য উপহারে।
মনোহর অন্নপান বস্ত্র অলঙ্কারে॥
স্থণ্ডিলে পূজিব যদি তত্ত্বন্যাস ধরি।
আগুনে পূজিয়ে যদি ঘৃতে হোম করি॥
সূর্য্যেতে পূ-ি-ব অর্ঘ্য কল্পিত উদ্দেশে।
জলময় দ্রব্যে জলে পূজিব বিশেষে॥
ভকতে যে কিছু মোরে করে সমর্পণ।
জলমাত্র দেই কিবা পত্র আরোপণ॥
তাহাতে পীরিতি যত কহিতে না পারি।
ভকতে অলপ দিলে মানি বহু করি॥
মেরু তুল্য হেম দেই অভকত জনে।
অশ্রদ্ধায় করে নানা দ্রব্য সমর্পণে॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নানা উপহার।
তাহাতে নাহিক কিছু পীরিতি আমার॥
তবে শুন উদ্ধব কহিব পূজাবিধি।
যেরূপে পূজিল জীব লভে সর্ব্বসিদ্ধি॥
স্নান আচমন করি হই শুদ্ধবেশ।
পূজা দ্রব্য লয়্যা ঘরে করিব প্রবেশ॥
সর্ব্বঅগ্র করি কুশে কল্পিব আসন। (২)
পূর্ব্বমুখ হৈয়া তাথে বসিব ব্রাহ্মণ॥
অঙ্গন্যাস করি অঙ্গ করিব শোধন।
আমার মুরতি করি করিব মার্জ্জন॥
পূজাদ্রব্য পূজাভূমি নিজ কলেবর।
প্রোক্ষণ করিয়া শোধি দিয়া দিব্য জল॥
তিন পাত্র সম্মুখে স্থাপিব শুদ্ধ করি।
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন হেতু দ্রব্য ভরি॥
নমোমন্ত্রে পাদ্যপাত্র করিব শোধন।
স্বাহামন্ত্রে অর্ঘ্য পাত্র করিব প্রোক্ষণ॥
শিখামন্ত্রে আচমন পাত্র শুদ্ধি করি।
সর্ব্ব দ্রব্য শোধিব গায়ত্রী মন্ত্র পড়ি॥
হৃদয়-কমলে তবে করিব ধেয়ান।
দিব্য মূর্ত্তি আমার চিন্তিব মতিমান॥
মূর্ত্তিমন্ত্র হৈঞা পাছে পূজিব মণ্ডলে।
আবাহন করি স্থাপি মূর্ত্তি কলেবরে॥
ন্যাসমন্ত্র পড়ি তবে করি মূর্ত্তিন্যাস।
দিব্য উপহারে পূজা করিব প্রকাশ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিব দিব্য জলে আচমন।
তবে নানা উপহার করি নিবেদন॥
ধর্ম্ম আদি অষ্টমূর্ত্তি কল্পিব আসনে।
নবমূর্ত্তি স্থাপি তবে যথাযোগ্য স্থানে॥
অষ্টদল পদ্ম তাথে রচিব উজ্জ্বল।
কর্ণিকা কেশরযুত রচি মনোহর॥
দেবমন্ত্রে তন্ত্রমন্ত্রে পূজিব বিধানে।
শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম পূজি শরাসনে॥
লাঙ্গল মুষল অস্ত্র পূজা নিজ করে।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বনমালা বক্ষঃস্থলে॥
গরুড় পূজিয়া পূজি নন্দ সুনন্দ।
বল মহাবল পূজি চণ্ড প্রচণ্ড।
কুমুদ কুমুদেক্ষণে গণেশ পার্ব্বতী॥
ব্যাস বিষক্সেন পূজি গুরু সুরপতি॥
সব পারিষদ পূজি নিজ নিজ স্থানে।
গন্ধ চন্দনে পূজা করিব বিধানে॥
সুগন্ধি শীতল জলে করাই মজ্জন।
দিব্য উপহারে নিত্য করিব অর্চ্চন॥
বেদমন্ত্রে পূজি কিবা পুরাণ বচনে।
বস্ত্র আভরণ মাল্য সুগন্ধি চন্দনে॥
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন সুগন্ধি কুসুমে।
ধূপ দীপ উপহার দিব মনোরমে॥
পিষ্টক মোদক ঘৃতপক্ব গুরুপাক।
বিবিধ ব্যঞ্জন বহুবিধ সূপ শাক॥
দধি দুগ্ধ আদি ঘৃত বিবিধ সম্ভার।
ধরিব প্রভুর আগে বিভব বিস্তার॥ (১)
প্রেম অনুবন্ধ করি সব নিবেদিব।
চিত্র বিচিত্র করি অঙ্গ নিরমিব॥

---

(১) "ভকতজন যে ইৎসা করে তাই"।

(২) পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তকের পাঠ, "পূর্ব্বভাগ করি কুশ কল্পিব আসন।"

(১) পাঠান্তর,—
"দধি দুগ্ধ ঘটিত বিবিধ সম্ভার।
ধরিব প্রভুর আগে বিবিধ বিস্তার।

প্রথমে মজ্জন মহা অভিষেক করি।
বিধি অনুসারে তবে মহাপূজা করি॥
ভক্ষ্য ভোজ্য নৃত্য গীত বাদ্য সুমঙ্গলে।
প্রতিদিন পূজিব বৈভব-অনুকূলে॥
তবে হোমকর্ম্ম করি কুণ্ড নিরমাণ। (১)
কুণ্ডগত বহ্নিমুখে করি ঘৃত দান॥
চিন্তিব আমার রূপ আগুনি ভিতরে।
তপত কাঞ্চন তুল্য অঙ্গ মনোহরে॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারিভুজে।
কমল-কেশর তুল্য পীতবাস সাজে॥
মুকুট কুণ্ডল কটিসূত্র বিরাজিত।
কঙ্কণ কেয়ূর করে শ্রীবৎস লক্ষিত॥
বনমালা বিভূষিত কৌস্তুভ ভূষণ।
বহ্নিমধ্যে দিব্যরূপ করিব চিন্তন॥
মূলমন্ত্রে বহ্নিমুখে করি ঘৃতদান।
এইরূপে হোমকর্ম্ম করি সমাধান॥
পারিষদ-হোম করি নিজ নিজ নামে।
অর্চ্চন বন্দন করি চরণ প্রণামে॥
পারিষদগণে করি বলি সমর্পণ।
মূলমন্ত্র জপি ব্রহ্মে করিয়া স্মরণ॥
বুঝিয়া ভোজনশেষ দিব আচমন।
বিশ্বক্সেনে করি নৈবেদ্য সমর্পণ॥
মুখবাস দিব তবে সুগন্ধি তাম্বূল।
অঞ্জলি ভরিয়া দিব কুসুম প্রচুর॥
আমার পবিত্র যশ-গুণ-নাম গান।
উচ্চস্বরে গায় নাচে মহিমা বাখান॥
শুনিব আমার কথা শুনাইব জনে।
কৃষ্ণ পূজা করিব সম্বরিয়া মনে॥
স্তুতি পাঠ পড়িয়া করিয়া পরসন্ন।
বিবিধ স্তবন করি পুরাণ পঠন॥
প্রসীদ কমলাকান্ত কৃষ্ণ ভগবান্।
প্রদক্ষিণ করি করে দণ্ড পরণাম॥
ত্রাহি ত্রাহি কর প্রভু ভবসিন্ধু পার।
তোমার পদারবিন্দ আশ্রয়ের সার॥
এইরূপে করে পুনঃপুন পরণাম।
শেষ শিরে ধরি করে পূজা সমাধান॥
বিসর্জ্জন করিব পূজিয়া মতিমান।
জানিব সাক্ষাতে মূর্তিময় ভগবান্॥
মূর্ত্তি প্রকাশিব যাঁর যাহাতে পীরিতি।
সেই মূর্ত্তি স্থাপিয়া পূজিব নিতি নিতি॥
এইরূপে যে আমারে পূজে নিরন্তর।
সর্ব্বসিদ্ধি হয় তার সর্ব্বত্র মঙ্গল॥
আমার মধুর মূর্ত্তি করিয়া প্রকাশ।
বিচিত্র মন্দির পুর নির্ম্মিব আবাস॥
পুষ্পবন ক্রীড়াবন করিব নির্ম্মাণ।
যাত্রাকালে বহুবিধ উৎসব-বিধান॥
পর্ব্বে পর্ব্বে মহাযাত্রা করি অনুবন্ধ।
বহুবিধ বলি পূজা উৎসব আনন্দ॥
কৃষিকর্ম্ম করিব বাণিজ্য ব্যবহার।
পুরগ্রাম সমর্পিব চরণে আমার॥
মো-সম ঐশ্বর্য্য তার বৈকুণ্ঠ গমন।
কহিল আমার পূজা বিধান লক্ষণ॥
ত্রিভুবনে এক পতি হয় গৃহ-দানে।
সার্ব্বভৌম-পদ লভে প্রতিষ্ঠা বিধানে॥
ব্রহ্মলোক পায় নর পূজিয়া আমারে।
সারূপ্য মুকুতি হয় এ তিন প্রকারে॥
নিরপেক্ষ ভক্তিযোগে যে কেবল ভজে।
আমার কারণে সর্ব্ব লোকধর্ম্ম তেজে॥
সে কেবল আমাকে লভিয়া পূর্ণ হয়।
বিবিধ সন্তাপ দুঃখ কভু তার নয়॥
এইরূপে যে আমারে পূজে নিরবধি।
ভক্তিযোগ হয় তার লভে সর্ব্বসিদ্ধি॥
স্বদত্ত বা পরদত্ত হৈয়া অচেতন।
দেব ব্রাহ্মণের বৃত্তি যে করে হরণ॥
বিষ্ঠাকৃমি হৈয়া সে যে পচে নিরন্তর।
বিষ্ঠাভোজী হয় দশঅযুত বৎসর॥
কৃষ্ণসেবা করে যেবা যে হয় সহায়।
হেতু হৈয়া কৃষ্ণসেবা যে জন করায়॥
দেখিয়া যে জন হয় মুদিতবদন।
সমভাগী সমফল হয় চারিজন॥
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস ভাষা।
কৃষ্ণপদ ভজ ভাই কৃষ্ণে ধর আশা॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশ
স্কন্ধে সপ্তবিংশ অধ্যায়॥ ২৭॥

---

(১) পাঠান্তর—"তবে হোম নিমিত্তক কুণ্ড-নিরমাণে।"

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

কেদার রাগ।

কহিতে লাগিলা তবে প্রভু ভগবান্।
শুন হে উদ্ধব কহি কর অবধান॥
সর্ব্বলোক কর্ম্ম করে স্বভাব-বিহিত।
না নিন্দে না প্রশংশে যে সেই সে পণ্ডিত॥
জগত দেখিব এক নাহি নিজ পর।
প্রকৃতি-পুরুষ যোগে নির্ম্মিত সকল॥
দেখিয়া পরের কর্ম্ম স্বভাব আচার।
যদি নিন্দা করে কিবা প্রশংসা তাহার॥
জ্ঞান ভ্রষ্ট (১) হয় তার অসত্য ধেয়ানে।
নিদ্রাগত জীব যেন হয় অচেতনে॥
দেখি শুনি যত কিছু সব নহে তত্ত্ব।
ভাল মন্দ বলি তবে যদি হএ সত্য॥
বচনে যে বলি কিছু দেখিএ নয়নে।
মনে ধ্যান করি যত করি অনুমানে॥
এ সব জানিবে তুমি অসত্য কেবল।
ব্যবহার হেতু মায়া রচিত সকল॥
অসত্য ধেয়ানে মাত্র জন্ম মৃত্যু লভে।
এ বোল বুঝিয়া ভ্রম ছাড় সর্ব্বভাবে॥
যদি বল সব সত্য কহে শ্রুতিগণে।
আত্মা বিনে সত্য করি কিছুই না মানে।
আত্মা কর্ত্তা আত্মা হর্ত্তা ত্রাতা মহেশ্বর।
অহি সৃজে অহি পালে সংহরে সকল॥
আত্মা বিনে কিছু সত্য নহে চরাচর।
ত্রিবিধ বিধান মায়া নির্ম্মাণ কেবল॥ (২)
ত্রিগুণ-জনিত সব মায়া বিলসিত।
বুঝিয়া ছাড়িব ভ্রম যে হয় পণ্ডিত॥
স্তুতি নিন্দা না করিব কভু নিজপর।
লোক মধ্যে বৈসে যেন দেখি দিনকর॥
সাক্ষাতে দেখিএ আর করি অনুমানে।
আগমে বুঝায় আর আপন গেয়ানে॥
আদি অন্ত অসত্য জানিব ত্রিভুবন।
বুঝিয়া কুসঙ্গ ছাড়ি রহে বুধজন॥

(১) পাঠান্তর,—"ধ্বংস"; অন্যচ্চ,—"ভঙ্গ"।
(২) পাঠান্তর,—
"ত্রিবিধ কারণ মায়া নির্ম্মিত কেবল"।

উদ্ধব জিজ্ঞাসে তবে ভাবিয়া বিস্ময়।
অসত্য সংসার যদি জানিব নিশ্চয়॥
জীবের সংসার নাহি নির্গুণ-বিকার।
পঞ্চভূত বিরচিত শরীর অসার॥
জনম মরণ কার কে হয়ে সংসারী।
কহ নাথ কৃপা কর ভ্রম দূর কার॥
আত্মা নিরঞ্জন গুণহীন ব্রহ্মময়।
সর্ব্বভূতে বৈসে আত্মা সমান উদয়॥
কাষ্ঠভেদে অগ্নি যেন ছোট বড় দেখি।
এইরূপে পূর্ণব্রহ্ম আত্মা সর্ব্বসাক্ষী॥
কাহার সংসার নাথ জনম মরণ।
আত্মা পরিপূর্ণ ব্রহ্ম দেহ অচেতন॥
উদ্ধবের বচন শুনিঞা ভগবান।
হাসিয়া উত্তর তবে দিলা সমাধান॥
যাবৎ ইন্দ্রিয় মন দেহ-অহঙ্কার।
তাবদ জানিহ তুমি জীবের সংসার॥
জীবের সংসার হেতু না দেখি ঘটনে।
তথাপি সংসারে জীব ভ্রমে অকারণে॥
জাগিতে পুরুষ যেন বিষয় ধেয়ায়।
বিবিধ অনর্থ যেন স্বপনে দেখায়॥
শয়নে স্বপন যেন সত্য হেন জানে।
জাগিলে সকল (১) যেন মিথ্যা করি মানে॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ হরিষ বিষাদ।
অহঙ্কারে হয় যেন বিবিধ প্রমাদ॥
এইরূপে জ্ঞানযোগ করিয়া বিস্তার।
দূর কৈল চিত্তগত যত অহঙ্কার॥ (২)
জ্ঞান উপদেশে কৈল অজ্ঞান খণ্ডন।
চিত্তগত কৈল সব মোহ নিবারণ॥
অজ্ঞান-কল্পিত সব বুঝাঞা সংসার।
নানা পরকারে নিবারিল মোহজাল॥
উদ্ধবে বুঝাঞা হরি জ্ঞান-উপদেশে।
নিজ ভক্তিযোগ কিছু বিস্তারিলা শেষে॥
ধীর শিরোমণি শ্রীগদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-পান॥

(১) পাঠান্তর,—"স্বপন"।
(২) পাঠান্তর,—"সব অহঙ্কার"।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৮॥

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

ভাটিয়ালী রাগ।

উদ্ধব শুনিঞা তবে যোগতত্ত্ব গতি।
মনে ভয় পাঞা জিজ্ঞাসিল মহামতি॥
যোগধর্ম্ম তুমি নাথ কহিলে বিস্তারি।
কাহার শকতি যোগ সাধিবারে পারি॥
বহু জন্ম ধরি সাধে মহাযোগিগণে।
সমাধি ধারণা ধ্যান চিত্ত সমাধানে॥
তভু কারো যোগসিদ্ধি হয় বা না হয়।
হেন যোগ-উপদেশ কহ মহাশয়॥
হেন উপদেশ কহ জগত্-নিবাস।
সুখে যেন তরে লোক ছিণ্ডে ভব-পাশ॥
অরবিন্দ-লোচন (হরি) যদুবর-ধীর।
তোমার পদারবিন্দ আনন্দ-মন্দির॥
আশ্রয় করিয়া নাথ চরণ পঙ্কজে।
সারাৎসার বিচারি চতুরগণ ভজে॥
সুখে মায়া তরে নাথ ভকতি সাধিয়া।
যোগপথে যোগিগণ না যায় তরিয়া॥
এ কোন্ বিচিত্র নাথ বুঝিব তোমার।
কৃপা করি কর নাথ ভকত উদ্ধার (১)॥
তোমা বিনে নাহি আর যাহার শরণ।
তার বশ হয়্যা তুমি থাক অনুক্ষণ॥
এ কোন অদ্ভুত নাথ চরিত্র তোমার।
বনপশু বানরের সঙ্গে অবতার॥
রঘুবংশ-তিলক বিধৃত রাম-তনু।
সুরেন্দ্র মুকুট-বিঘটিত-পদরেণু॥
হেন প্রভু করে পশু বানর সহায়।
তোমার চরিত্র নাথ বুঝন না যায়॥
তুমি নাথ প্রাণধন সভার জীবন।
অখিল-ভুবনপতি পরম কারণ॥
ভৃত্য-কৃত্য বুঝ তুমি সর্ব্বফল দাতা।
জগতের গতি পতি সর্ব্বলোক-পিতা॥
কে হেন বঞ্চিত আছে তোমা পরিহরি।
যোগপথে যাইব নাথ ভবসিন্ধু তরি॥
তোমাকে তেজিয়া নাথ অন্যদেব পূজে।
তপ জপ সাধে কিবা মোক্ষধর্ম্ম ভজে॥
সে কেবল অচেতন নহে কোন সিদ্ধি।
মায়া-বিমোহিত তার বাম হয় বিধি॥
যেন-তেন মতে মাত্র ভজুক তোমাতে।
তার বশ হও তুমি সেই পরকারে (১)॥
আনন্দ সাগরে ভাসে ব্রহ্মঋষিগণ।
তোমার মহিমাগুণ করিতে স্মরণ॥
সুধিতে না পারে ধার ব্রহ্মার বএসে।
কেবল মজিয়া রহে প্রেম-সুধারসে॥
জীব-পরিত্রাণ হেতু তোমার বিহার।
গুরুরূপ ধরি কর জীবের উদ্ধার॥
অন্তর্য্যামিরূপে কর দুরিত খণ্ডন।
কে নাথ বুঝিবে তুমি সভার শরণ॥
উদ্ধবের বচন শুনিঞা শ্রীনিবাস।
কহিতে লাগিলা তত্ত্ব মন্দ-মধুহাস॥
কহিব আমার ধর্ম্ম পরম মঙ্গল।
শুনিলে দুরন্ত মৃত্যু হরে ভয়ঙ্কর (২)॥
করিব সকল কর্ম্ম আমার কারণে।
বুদ্ধি মন নিয়োজিব আমার চরণে॥
সাধিব আমার কর্ম্ম করিব পীরিতি।
পুণ্যভূমি পুণ্যদেশে করিব বসতি॥
ভকত আশ্রিত দেশে করিব আশ্রয়।
সে দেশ জানিব ধন্য সর্ব্বতীর্থময়॥
আমার ভকত জন যে ধর্ম্ম আচরে।
সেই সেই ধর্ম্ম করি পূজিব আমারে (৩)।
পর্ব্ব যাত্রা মহোৎসব করিব আনন্দ।
নৃত্য গীত কীর্ত্তন মঙ্গল-অনুবন্ধ॥
মহারাজ বৈভব করিব মহোৎসবে।
সর্ব্বত্যাগ করিয়া ভজিব সর্ব্বভাবে॥
সর্ব্বভূতে বসি আমি দেখিব যেখানে।
অন্তরে বাহিরে কিছু নাহি আমা বিনে॥
সর্ব্বভূতে বসি নিরালম্ব নিরাধার।
সর্ব্বত্র আকাশ যেন দেখি নিরাকার॥

---

(১) পাঠান্তর,—
"এ কোন বিচিত্র নাথ বুঝন না যায়।
কৃপা করি উদ্ধারহ প্রভু দয়াময়॥"

(১) পাঠান্তর,—
"তার বশ হৈঞা তুমি কর উপকারে।"
(২) পাঠান্তর,—
"শুনিলে দুরিত হরে মৃত্যু ভয়ঙ্কর।"
(৩) পাঠান্তর,—
"সেই সেই ধর্ম্ম জীব করিব আমারে।"

সর্ব্বঠাঞি বসি আমি করিব ধেয়ানে।
সর্ব্বজীবে প্রেম ধরি করিব সম্মানে॥
ব্রাহ্মণ পুক্কস হীন পতিত পামর।
আগুনির কণা কিবা শশী দিনকর॥
ক্রুর অক্রুর কিবা দেখিব সমান।
সেই সে পণ্ডিত তাথে বলি বুদ্ধিমান॥
সর্ব্বজীবে আমাকে চিন্তিব নিরন্তর।
মদ মান অহঙ্কা[illegible] [illegible]জিব সকল
কুক্কুর চণ্ডাল খর পর্য্যন্ত দে[illegible]
দণ্ড পরণাম হব ভূমেতে পড়িয়া॥
লজ্জা মান ছাড়িয়া করিব পরণাম।
গুণ দোষ পরিহরি দেখিব সমান॥
যাবত ঈশ্বরভাব সর্ব্বভূতে হয়।
তাবত সাধিব জীব না করিব ভয়॥
আমার সম্মত এহি সর্ব্বধর্ম্মসার।
এহি সে উত্তম গতি ধর্ম্ম নাহি আর॥
সক্তে অনুবন্ধ নাহি তিল মাত্র ধ্বংস।
এ ধর্ম্ম আশ্রয় করি তরে হীনবংশ॥
ফল উপেক্ষিয়া ধর্ম্ম করিব কেবল।
এই সে আমার ধর্ম্ম জগত মঙ্গল॥
আছুক আমার ধর্ম্ম করিব আচার।
ব্যর্থ শ্রম করে যত লোক-ব্যবহার॥
সেহ যদি আমাতে অর্পণ করি করে।
তথাপি হেলায় লোক ভব সিন্ধু তরে॥
এই বুধিমান জন বুদ্ধির চাতুরী।
এই বুধজন বিচারিব অবধারি॥
অসত্য সাধিব সত্য মর্ত্ত্য কলেবরে।
কেবল আনন্দ ধাম লভিব আমারে॥
কহিল উদ্ধব এহি সর্ব্ববেদসার।
সুরমুনিগণ যার নাহি পায় পার॥
এহি সে পরম জ্ঞান কহিল তোমারে।
এ ধর্ম্ম জানিলে মাত্র ভবসিন্ধু তরে॥ (১)
এ ধর্ম্ম জানিব তার আছুক মহিমা।
শ্রবণ সন্ধান মাত্র করয়ে যে জনা॥
সেহ পরিত্রাণ পায় কি কহিব আর।
এ ধর্ম্ম সাধিয়া কেবা নহে ভব পার॥
কহিল পরম ধর্ম্ম ব্রহ্ম-নিরূপণ।
পরম গোপিত নিত্যশুদ্ধ সনাতন॥

আছুক জানাতে মাত্র করিব সন্ধান।
ব্রহ্মময় হৈয়া তার ব্রহ্মপদে স্থান॥
আমার ভকতজনে যে করে প্রদান।
উপদেশ দেই ধন্য এ পুণ্য বাখান॥
আপনে আপনা আমি দিএ তার তরে।
ব্রহ্মপদে অধিকার ব্রহ্মদান করে॥
পরম-পবিত্র পাপহর উপাখ্যান।
যে[illegible] [illegible] করে [illegible]॥
আমি [illegible] [illegible] তাহিতে কর্ম্ম পাশ।
পরম গোপিত ধর্ম্ম কৈল পরকাশ॥
শুনিলে উদ্ধব তুমি কৈলে অবধান।
বুঝিলে কি সকল খণ্ডিল মদ মান॥ (১)
কাম ক্রোধ ছাড়িলে খণ্ডিল শোকভয়।
দূরে গেল মোহজাল খণ্ডিল সংশয়॥
দাম্ভিক নাস্তিক শঠ শ্রদ্ধাহীন জনে।
ভক্তি শূন্য-বিনয়বিহীন মতিহীনে॥
(নাহি দিব কদাচিৎ পরমাত্ম জ্ঞান।
কহিল উদ্ধব এই বেদের বিধান॥)
লোকপ্রিয় সাধু বুচি ধন্য সুচরিত।
ব্রহ্মণ্য ভকতিযুত দোষ-বিবর্জ্জিত॥
কহিব এ সব জনে এ ধর্ম্ম আচার।
ভক্তিপথে স্ত্রী শূদ্র ধরে অধিকার॥
ভক্তিযুত স্ত্রী শূদ্রে দিব উপদেশ।
এ ধর্ম্ম জানিলে কিছু-নাহি অবশেষ॥
পান কৈলে অমৃত কি আন রসে কর্ম্ম।
এ ধর্ম্ম জানিলে কি জানিব আন ধর্ম্ম॥
জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তিযোগ কহিল সকল।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বিধ ফল।
সর্ব্বধর্ম্ম তেজি জীব ভজিব যখনে।
সব নিবেদিব জীব আমার চরণে॥
তখনে নির্ব্বাণপদ জানিব তাহার।
আমাকে লভিল সেই ছুটিল সংসার॥
এতেক বচন যদি বলিলা শ্রীহরি।
শুনিঞা উদ্ধব রহে করযোড় করি॥
প্রেমে কণ্ঠ রুদ্ধিল না ধরে কলেবর।
পুলকে পূরিল অঙ্গ না সরে উত্তর॥
ক্ষণে চিত্ত নিবারিয়া কৈল অবধান।
করজোড়ে কহে শিরে করিয়া প্রণাম॥

---

(১) পাঠান্তর,—
"এ ধর্ম্ম শুনিলে মাত্র ভববন্ধ ছিঁড়ে"।
অন্যচ্চ, "এ ধর্ম্ম জানিলে মাত্র ভবভয় তরে।"

(১) পাঠান্তর,—
"বুঝিলে সকল খণ্ডাইল মদ মান"।
অন্যচ্চ, "বুঝিলে সকল খণ্ডে ঘুচে মদ মান।"

দূরে গেল সব মোহময় অন্ধকার।
অভয় পদারবিন্দ নিকটে তোমার॥
শীতভয় রহে কি অগ্নির সন্নিধানে।
কভু কি অজ্ঞান রহে তোমা বিদ্যমানে॥
ভৃত্য দেখি অনুগ্রহ কৈলে এত বড়।
জ্ঞানদীপ প্রকাশিলে পরম উজ্জোর॥
তুমি হেন প্রভু নাথ জানিব যে জনে।
সে কেন ভজিব অন্য প্রভু তোমা বিনে॥
ঘুরে গেল দৃঢ় মোর মায়াময় জাল।
নিজ পরিজন গত মোহ-অন্ধকার॥
নমো নমো মহাযোগী প্রপন্ন-তারণ।
যোগেন্দ্র-মুনীন্দ্রবৃন্দ-বন্দিত চরণ॥
হেন উপদেশ দিয়া বুঝাইবে মোরে।
নিরন্তর মতি যেন রহে পদতলে॥
প্রভু বলে উদ্ধব আমার বাণী ধর।
বদরিকাশ্রমে তুমি শীঘ্র করি চল॥
তথা গিয়া আমার চরণ-তীর্থ-জলে॥
স্নান পান করিয়া শুধহ কলেবরে॥
অশেষ কল্মষ-নাশ গঙ্গা-দরশনে।
করিয়া শুধিএ চিত্ত স্মরণ মজ্জনে॥
বন্য ফল মূল মাত্র করিবে আহার।
সুখভোগ তেজিয়া পরিহ বৃক্ষছাল॥
শীতবাত জনিত সকল দুঃখ সহিয়া।
সুশীল সংযত শান্ত সমাহিত হৈয়া॥
আমার শিক্ষিত ধর্ম্ম সতত ভাবিয়া।
জ্ঞান-বিজ্ঞান যুত সমচিত্ত হইয়া॥
বুদ্ধি-মন আমাতে করিহ নিয়োজিত।
সাধিহ আমার ধর্ম্ম হৈয়া সমুদিত॥
তেজিয়া ত্রিগুণ গতি লভিবে আমারে।
বদরিকাশ্রমে চল তীর্থ মনোহরে॥
আজ্ঞা শিরে ধরিয়া উদ্ধব মতিমান্।
প্রদক্ষিণ করি কৈল দণ্ড পরণাম॥
কান্দিতে লাগিলা শিরে ধরিয়া চরণে।
পড়িল উদ্ধব ভূমে নাহি বাহ্যজ্ঞানে॥
বিরহ-কাতর হৈয়া কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
বলিতে না পারে কিছু বচন না স্ফুরে।
পুনঃপুনঃ আজ্ঞা দেন প্রভু ভগবান।
উদ্ধবের নাহি কিছু বাহ্য অবধান॥
বিরহ-কাতর হৈয়া কান্দে উচ্চস্বরে।
পুনঃপুনঃ প্রদক্ষিণ দণ্ডবত করে॥
উদ্ধব দুঃখিত দেখি বিরহ-কাতর।
কৃপা করি দিলা প্রভু পাদুকাযুগল॥
পুনরপি আজ্ঞা যদি দিলেন শ্রীহরি।
পুনঃপুনঃ প্রদক্ষিণ দণ্ডবৎ করি॥
পাদুকা করিয়া মাথে আকুল হৃদয়।
ধীরে ধীরে চলিলা উদ্ধব মহাশয়॥
হৃদয়-কমলে হরি করি আরোপণ।
চলিলা উত্তর দিগে করিয়া রোদন॥
মহাভাগবত ধীর বিরহ-কাতর।
চলিলা উত্তর দিগে মরমে বিভোল॥
বদরিকাশ্রমে গিয়া হৈলা উপসন্ন।
কৃষ্ণ উপদেশে কৈলা কৃষ্ণ আরাধন॥
তপ যোগ সাধিয়া লভিল কৃষ্ণগতি।
জগতে বিস্তার করি স্থাপিলা ভকতি॥
লোক বুঝাইতে কভু উদ্ধবে করায়।
প্রভুর ইঙ্গিত কেবা বিচারিলে পায়॥
নিজ ভৃত্য হেতু নিজ-গীত জ্ঞানামৃত।
যে জন শুনয়ে কৃষ্ণমুখ-মুখরিত॥
আনন্দ সমুদ্র ভক্তিরস-সুধানিধি।
ভক্তি শ্রদ্ধা করি যেবা শুনে নিরবধি॥
এ ভব সাগর পার হয় অনায়াসে।
জগত নিস্তার তার [illegible] সঙ্গবাসে॥
নিজ জন-ভবভয় [illegible] নিবার।
ভৃঙ্গবত প্রভু উদ্ধারিলা বেদসার॥
জ্ঞান বিজ্ঞান-সার [illegible]-সুধাসিন্ধু।
ভক্তগণে পিয়াইল [illegible]ভৃত্য-বন্ধু॥
পুরুষ-রতন আদি অনাদি নিধান।
সে নন্দনন্দনে মোর [illegible] পরণাম॥
ভক্তিরস-সুধাসিন্ধু গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে
একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৯॥

ত্রিংশ অধ্যায়।

পঠমঞ্জরী রাগ—দীর্ঘ ছন্দ।

তবে রাজা জিজ্ঞাসিলা উদ্ধব চলিলা যদি
তবে হরি দ্বারকামণ্ডলে।
কোন্ কর্ম্ম কৈলা আর কালরূপী ভগবান্
বিস্তারিয়া কহিবে আমারে॥
দ্বিজ-শাপ-ছলে যদু কুল বিনাশন করি
তবে নিজ যদু-কলেবর।
অশেষ মঙ্গল ধাম কিরূপে তেজিল হরি
সকল লোচন-মনোহর॥
অবলা-নয়ন কোণ যে অঙ্গে লাগিলে পুন
নিবারিয়া আনিতে না পারে।
সাধুজন শ্রুতিগণ যদি বিনিহিত হয়
পুন আর বিষয় না করে॥
যার আভা কবিগণ বচন আনন্দকর
সময়-শমিত শূরগণে।
রথগত দরশনে তার সমরূপ ধরে
হেন অঙ্গ তেজিল কেমনে॥
মুনি বলে বহুবিধ উতপাত উপগত
দেখি হরি দৈবকীনন্দন।
সুধর্ম্মা সভাতে বসি কহিতে লাগিল প্রভু
শুন শুন যদুবীরগণ॥
ধূমকেতু সম মহা উতপাত জনমিল
দেখ যদুগণ যদুপুরে।
এথাতে রহিতে আর তিলেক উচিত নহে
চলি যাই প্রভাসে সত্বরে॥
প্রাচী সরস্বতী যথা তীর্থজলে স্নান করি
তথা গিয়া করি উপবাস।
বৃদ্ধ বাল স্ত্রীগণ সত্বরে চলুক আগে
ছাড় ছাড় দ্বারকার বাস॥
নানা বলি উপহারে দেব পিতৃগণ পূজি
দ্বিজকুলে করি নানা দান।
রজত কাঞ্চন দান গজ রথ মহাধন
গো ভূমি মন্দির সুরযান॥
এই সে উত্তম বিধি সকল মঙ্গলময়
পিতৃ-দেব-গো-ব্রাহ্মণ-পূজা।
অরিষ্ট খণ্ডন এহি বিধি বেদ-বিনিহিত
ধন্য হউ দ্বারকার প্রজা॥
এতেক বচন শুনি বৃদ্ধ যদুগণ মেলি
ধন্য ধন্য করিয়া বাখানে।

নৌকা আরোহণ করি প্রভাসে চলিলা সভে
পুণ্যতীর্থে কৈল স্নান দানে॥
কৃষ্ণ উপদেশ ধরি ব্রত উপবাস করি
সর্ব্ব ধর্ম্ম কৈলা সমাধান।
ঈশ্বর-যোজিত বিধি বিঘটিত যদুগণে
মেলিয়া মদিরা কৈল পান॥
কৃষ্ণমায়া বিমোহিত মহামত্ত যদুগণে
গালাগালি বাজিল কন্দল।
গদা খড়্গ মুদ্গরে তোমর ধনুকশরে
সিন্ধুতীরে তুমুল সমর॥
রণে রথিগণ যুঝে গো মহিষ খর নরে
কেহ যুঝে কুঞ্জরবাহনে।
মুষল মুদ্গর শরে বীরগণে হানাহানি
বাজিল তুমুল মহারণে॥
সাম্ব প্রদ্যুম্নে রণ ক্রোধে ঘন গরজন
ভোজ অক্রূরে করে কাটাকাটি।
অনিরুদ্ধ সাত্যকি সুভদ্র সংগ্রামজিৎ
সুদারুণ বাণ ছুটাছুটি॥
অন্যোন্য বাজিল রণ আনে আন জনে জন
মদে অন্ধ যদুবীরগণে।
মাথুর সে শূরসেন মধু ভোজ সাত্বত
বৃষ্ণিগণ যুঝে জনে জনে॥
পিতা পুত্রে মিত্রে মিত্রে সুহৃদে সুহৃদে রণ
ভাই ভাই পিতৃব্য মাতুলে।
বন্ধু বন্ধু জ্ঞাতি জ্ঞাতি হানাহানি কাটাকাটি
কেহ কারে পীরিতি না ধরে॥
ক্ষয় গেল শরজাল টুটিল ভাঙ্গিল অস্ত্র
খড়্গ ধনু হৈল খণ্ড খণ্ড।
এরকা ছিণ্ডিয়া আনি মুঠে মুঠে পরহার
বাজিল সমর পরচণ্ড॥
গদা মুদগর তুল্য বজ্রসম পরহারে
পড়িল সংগ্রামে বীরগণ।
কৃষ্ণ নিবারিতে গেলা বিন্ধিল বেঢ়িয়া তাঁরে
মদে মত্ত কোপে অচেতন॥
যদুগণে বলভদ্র বেঢ়িয়া বিন্ধিল কায়ে
নিজ পর নাহি অবধান।
পড়িল সকল বীর এরকা মুষ্টির ঘাতে
তবে রণ হৈল সমাধান॥

কৃষ্ণমায়া-বিমোহিত ব্রহ্মশাপ উপহত
পড়িল সকল বীরগণ।
ক্রোধে কুলক্ষয় কৈল বাঁশের আগুনি যেন
পোড়য়ে সকল মহাবন॥
কুলক্ষয় হৈল যদি কালরূপী ভগবান
মানিলা পৃথ্বীর গেল ভার।
তবে বলভদ্র রাম নিজ যোগ অবলম্বে
তেজিলা মানুষ-অবতার॥
নিজ ধামে গেল রাম দেখিয়া দৈবকীসুত
বসিলা অশ্বত্থ তরুমূলে।
প্রকটিত নিজরূপ চারি ভুজ বিরাজিত
সূর্য্য-কোটি জিনি কলেবরে॥
নিজ আভা বিরাজিত দশদিগ প্রকাশিত
শ্রীবৎসলক্ষণ ঘনশ্যাম।
তপ্ত হাটক-জ্যোতি পীত বসনযুগ
সকল মঙ্গল গুণধাম॥
সুন্দর সুস্মিতযুত বক্ত্র-কমল নীল
সুকুঞ্চিত কুন্তলবিলাস।
বিকসিত কঞ্জ মঞ্জু শ্রীনয়ন যুগল
মকরকুণ্ডল পরকাশ॥
কটিসূত্রে ব্রহ্মসূত্রে কিরীট কঙ্কণ হার
নূপুর রতন অঙ্গুরী।
বনমালা বিলসিত কৌস্তুভ বিরাজিত
অস্ত্রগণ রহে মূর্ত্তি ধরি॥
তুলিয়া দক্ষিণ উরে বাম পদ তরুমূলে
বসিলা আপনে বনমালী।
জরা নামে ব্যাধ আইল মুষলের অবশেষ
লোহার নির্ম্মিত শর ধরি॥
মৃগ আকার চরণ দেখি মৃগ শঙ্কা করি
চরণে বিন্ধিল সেই শরে।
চতুর্ভুজ রূপ দেখি ভয়েতে ব্যাকুল ব্যাধ
পড়িল প্রভুর পদতলে॥
না জানিঞা মুঞি পাপী কৈলুঁ হেন অপরাধ
ক্ষেম ক্ষেম মুঞি দুরাচার।
যার নাম স্মঙরণে অজ্ঞান তিমির ধ্বংস
সংসার-সাগর হয় পার॥
মুঞি ছার কি বলিব সকল তোমার মায়া
ব্যাধজাতি পতিত বঞ্চিত।
স্বকরে বধিয়া মোরে এবার পাতক হর
যেন হেন না করো দুষ্কৃত॥
যার যোগ লীলাগতি না বুঝে বিরিঞ্চি হর
বেদবিশারদ মুনিগণে।
তোমার মায়াতে নাথ বিমোহিত সর্ব্বলোক
মুঞি পাপী জানিব কেমনে॥
ব্যাধের বচন শুনি আজ্ঞা দিলা নারায়ণ
উঠ জরা পরিহর ভয়।
আমার ইঙ্গিত এই যে কর্ম্ম করিলে তুমি
স্বর্গে চল হয়্যা পুণ্যময়॥
ইৎসা-কলেবর হরি আজ্ঞা দিলা কৃপা করি
শিরে ধরি উঠিলা সত্বরে।
পুনঃপুনঃ প্রদক্ষিণ দণ্ড পরণাম করি
দিব্যরথে গেল সশরীরে॥
জরা স্বর্গবাসে গেল দারুক সারথি আইল
দিব্য গন্ধ-বাত অনুসারে।
নিজ পতি দ্যুতিমন্ত নিখিল জগতকান্ত
দেখিল অশ্বত্থতরুতলে॥
প্রেমভাবে জর জর বিগলিত কলেবর
পড়ে দুই চরণ ধরিয়া।
হা কৃষ্ণ হা নাথ বলি ভূমিতে লোটাঞা কান্দে
কেন নাথ কর হেন মায়া॥
আজি আমি অন্ধ হৈলুঁ অন্ধতমে প্রবেশিলুঁ
দশদিগ না দেখি নয়নে।
কোথা যাব কি করিব কিরূপে বা আমি জীব
তুমি প্রভু প্রাণনাথ বিনে॥
এইরূপে কাকু করি দারুক সারথি কান্দে
রথরাজ উড়িল আকাশে।
ভূষণ বাহন যুত গরুড় লাঞ্ছনা রথ
চন্দ্রকোটি সম পরকাশে॥
তার পাছে অস্ত্রগণ কৈল ধামে আরোহণ
তবে আজ্ঞা দিল জনাৰ্দ্দন।
চল সূত যদুপুরে পুরজনে কহ কথা
জ্ঞাতিগণ-নিধন-কারণ॥
বলভদ্র-গতিকথা কহিয়া আমার দশা
কেহ জানি রহে যদুপুরে।
আমি পরিহরি যদি নিজপদে প্রবেশিলুঁ
যদুপুরী মজিব সাগরে॥
পুর পরিজন লঞা ইন্দ্রপ্রস্থে রহ গিয়া
অর্জ্জুনে রাখিব নিজ সাথে।
তুমি জ্ঞাননিষ্ঠ হয়্যা সর্ব্বধর্ম্ম উপেখিয়া
থাকিহ আমার ধর্ম্মপথে॥
জানিহ আমার মায়া রচিত এ সব লোক
শান্ত হৈয়া চল নিশবদে।
প্রভুর এতেক বাণী দারুক সারথি শুনি
ভূতলে পড়িল প্রণিপাতে॥

পুনঃপুনঃ প্রদক্ষিণ দণ্ড পরণাম করি

পদযুগ ধরি নিজ শিরে।

দুঃখশোকাদি ব্যাকুলে চলিলা দ্বারকাপুরে

কান্দিতে কান্দিতে উচ্চস্বরে॥

ধীর শিরোমণি শ্রী গদাধর পদযুগ

বিনা মোর আর নাহি আশা।

একাদশ ভাগবতে মুষল সমর কথা

ভাগবত-আচার্য্যের ভাষা॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩০॥

একত্রিংশ অধ্যায়।

তবে ব্রহ্মা আইলা তথা শিবানী শঙ্কর দেব

ইন্দ্র আদি দেব পিতৃগণ।

সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর

অহিপতি গুহ্যক চারণ॥

কৃষ্ণের গমন-খেলা দেখিব উৎসব লীলা

দেবগণ চলিলা হরিষে।

রথের উপরে রথ যুড়িয়া আকাশপথ

ক্ষিতিতলে কুসুম বরিষে॥

কেহ স্তুতি কীর্ত্তন পবিত্র চরিত্র গুণ

কেহ নৃত্য পুষ্প বরিষণে।

ভক্তিযুত সুরগণ পদ্মপত্র-বিলোচন

দেখিয়া চিন্তিল মনে মনে॥

যার যার নিজপুরে আমাকে নিবার তরে

সব দেবগণ আগমন।

আমি হেন কর্ম্ম করি পাইতে না পারে কেহ

দেখাইব সমাধি লক্ষণ॥

এতেক বচন বলি সমাধি ধারণ করি

রহে প্রভু মুদিত নয়নে।

আপনাতে আপনে যোগ করি যোগাসনে

দেখায় ব্রহ্মাদি দেবগণে॥

ধারণা-আগুনি জ্বালি দেখাইল মাত্র হরি

নিজরূপে গেলা নিজ ধাম।

লোকের আশ্রয় গতি ধ্যান ধারণা স্থিতি

অশেষ মঙ্গল অভিরাম॥

দহিল সকল দেহে যে-কারণে তনু সহে

অচ্যুত অচ্যুত পুরে গেলা।

দুন্দুভি বাজনা বাজে সুর বধূগণ নাচে

পুষ্প বরিষণ দিব্যমালা॥

সব সুরগণে বলে এই পথে যাইব হরি

আমি সব পূজিব চরণ।

বিবিধ উৎসব করি চলিলা কৃষ্ণের পাছে

আনন্দে পুরিয়া দেবগণ॥

কোন পথে গেলা হরি কেহ না বুঝিলা গতি

যেন মেঘে বিজুরি সঞ্চার।

ব্রহ্মা ভব আদি দেব নিজ নিজ পুরে গেলা

সভাকে লাগিল চমৎকার॥

আছুক প্রভুর কথা জীবের জনম মৃত্যু

সেহ মায়া বস্তুগত নহে।

আপনে সৃজিয়া হরি আপনে প্রবেশ করি

আপন মহিমাবলে রহে॥

দেখ রাজা পরীক্ষিত যে আনিল গুরুসুত

যমলোক-গত চিরকাল।

ব্রহ্ম অস্ত্রে দগ্ধ তুমি গর্ভে রাখে চক্রপাণি

সে কি হয় নর-অবতার॥

অন্তকের অন্তকারী প্রলয়ের সংহারী

হেন হরি জিনিল সমরে।

জরা ব্যাধ-অপরাধ সকল ক্ষেমিয়া যেবা

সে দেহ চালায় সুরপুরে॥

হেন প্রভু নিজমূর্ত্তি রাখিতে নহিল শক্তি

হেন কি কুমতি মনে লয়।

সৃষ্টি পরলয়-লীলা ইচ্ছামাত্র যার খেলা

তাথে কুপণ্ডিত বিপর্যায়।

যদ্যপি প্রকৃতিপর অশেষ শকতিধর

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারণ।

তথাপি যাদবকুল সংহারিয়া বিচারিল

আর কিছু নাহি প্রয়োজন॥

যে-কারণে মর্ত্ত্যলোক তেজি নিজ কলেবর

নিজ পুরে কৈল পরবেশ।

দেখাইতে দিব্যগতি সুরগণে সুরপতি

নাট্যলীলা কৈলা হৃষীকেশ॥

উঠিয়া প্রভাতকালে শ্রবণ কীর্ত্তন করে
ভক্তিভাবে করে স্মঙরণ।
কৃষ্ণের অদ্ভুত গতি সে হয় নিশ্চল মতি
বিষ্ণুপদে করে আরোহণ॥
দারুক সারথি তবে দ্বারকামণ্ডলে গিয়া
বসুদেব উগ্রসেন আগে।
পড়িল চরণে ধরি কান্দে আর্ত্তনাদ করি
কহিলা সকল মহাভাগে॥
শুনিঞা দারুকমুখে সব পুরজন শোকে
মূরছিত হৈল অচেতন।
ত্বরিতে চলিলা কৃষ্ণ বিরহে বিহ্বল লোক
যথা যদুকুল-বিনাশন॥
আঁখি মুখ শির হানি কান্দে সব নরনারী
ভূমিতলে লোটাঞা লোটাঞা।
বসুদেব রোহিণী দৈবকী নিজ প্রাণ তেজি
গেল রাম-কৃষ্ণে না দেখিয়া॥
পত্নীগণ পতি সঙ্গ চিন্তিয়া উপরে ধরি (১)
ভুজপাশে দিয়া আলিঙ্গনে।
নিজ নিজ তনু ছাড়ি চলিল বৈকুণ্ঠপুরী
প্রবেশিল দীপ্ত হুতাশনে॥
কৃষ্ণ-পত্নী অষ্ট প্রবেশিল হুতাশন
বিদর্ভ দুহিতা আদি করি।
অর্জ্জুন চিন্তিয়া মনে কৃষ্ণ-গীতা স্মঙরণে
শান্ত হৈলা কৃষ্ণে মন ধরি॥
হত যত বন্ধুগণ পিণ্ড জল-অগ্নিদান
অর্জ্জুন করায় একে একে॥

কৃষ্ণ গেলা পরিহরি সমুদ্রে দ্বারকাপুরী
মজিল দেখএ সর্ব্বলোকে।
কৃষ্ণের শ্রীঘর ছাড়ি মজিল দ্বারকাপুরী
যাথে হরি নিত্য সন্নিধান॥
স্মরণে দুরিতহর পুণ্যকর ধন্যতর
সর্ব্বগুণ মঙ্গল বিধান॥
বজ্রমাথে ছত্র ধরি রাজ-অভিষেক করি
বাল বৃদ্ধ স্ত্রীগণ লইয়া।
ইন্দ্রপ্রস্থে নিজ দেশে অর্জ্জুন চলিলা তবে
দুঃখ শোকে হতমতি হৈয়া॥
তোমার সকল পিতা মহগণে শুনি তবে
অর্জ্জুনের মুখে বিবরণ।
তুমি বংশধর রাজা রাজ্যে অভিষেক করি
তবে কৈলা স্বর্গ আরোহণ॥
এ সব কৃষ্ণের লীলা বিচিত্র বিহার মর্ম্ম
শ্রবণ কীর্ত্তন যেবা করে।
ত্রিভুবনে সেহ ধন্য ব্রহ্মাদি দেবের মান্য
কৃষ্ণময় হৈয়া সেই চলে॥
হেলায় প্রসঙ্গ সঙ্গে যদি বা শুনয়ে মাত্র
কৃষ্ণের মহিমা গুণ নাম।
পাপাচার রত কিবা অশেষ দুরিত রত
সেহ পাপা পায় পরিত্রাণ॥
জন্ম কর্ম্ম নিরন্তর যেবা শুনে ধন্যবর
কৃষ্ণে লভে হৈয়া কৃষ্ণময়।
যথা তথা যেবা নরে শ্রবণ কীর্ত্তন করে
তার নারায়ণে ভক্তি হয়॥
একাদশ ভাগবত কৃষ্ণগুণ সমুদিত
কহিল সকল কথা বন্ধে।
ভাগবত-আচার্য্যের বুদ্ধি মন নিয়োজিত
গদাধর-চরণারবিন্দে॥

---

(১) পাঠান্তর,—
"চিতার উপরে অঙ্গ।"

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে
একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩১॥

সমাপ্তশ্চায়মেকাদশঃ স্কন্ধঃ॥ ১১॥

দ্বাদশ স্কন্ধ।

—:০:—

প্রথম অধ্যায়।

মল্লার রাগ।

মুনি বলে শুন রাজা কহিএ দ্বাদশ ॥
ভবিষ্য কহিব যাথে কৃষ্ণ গুণ যশ।
পুরঞ্জয় নামে রাজা হৈব ক্ষিতিতলে।
পুত্র হৈয়া জনমিব বৃহদ্রথ-ঘরে ॥
তার পাত্র শুনক মারিয়া তাথে বনে,
আপন পুত্রকে রাজা করিব আপনে ॥
প্রদ্যোত তাহার নাম বসিব আসনে।
তার পুত্র জন্মিব বিশাখযূপ নামে ॥
রাজক তাহার পুত্র হৈব ক্ষিতীশ্বর।
নন্দিবর্দ্ধন তার পুত্র মহা ধনুর্দ্ধর ॥
এই পঞ্চ প্রদ্যোতন হৈব ক্ষিতিতলে।
একশত আটত্রিশ বর্ষ অভ্যন্তরে ॥
তবে আর রাজা হৈব শিশুনাগ নাম।
তার পুত্র কাকবর্ণ হৈব বলবান্॥
ক্ষেত্রধর্ম্মা তার পুত্র ক্ষুদ্রধর্ম্মা হৈব।
ক্ষেত্রজ্ঞ তাহার পুত্র পৃথিবী শাসিব ॥
বিধিসার তার পুত্র অজাতুকর্ণ নাম।
তার পুত্র জন্মিব দর্ভক বলবান্।
তার পুত্র অজয় তার নন্দিবর্দ্ধন ॥
আজেয়-কুমার তবে লভিল জনম।
মহানন্দি তার পুত্র এই দশ জন ॥
শিশুনাগ বংশে রাজা হৈব উতপন্ন।
তিন শত যাট বৎসর পরিমাণ।
পৃথিবী ভুঞ্জিব তারা মহা বলবান্॥
মহানন্দি-পুত্র হৈব বৃষলী-উদরে।
মহাপদ্মপতি নাম ধরিব সংসারে ॥
নন্দ নামে হৈব আর লোক-বিনাশন।
সেই হৈতে শূদ্র রাজা হৈব উতপন্ন ॥
মহাপদ্ম রাজা হৈব দ্বিতীয় ভাস্কর।
এক ছত্রে পৃথিবী শাসিল মহাবল ॥
সুমাল্য প্রধান তার অষ্ট কুমার।
শতেক বৎসর হৈব রাজ্য অধিকার ॥
নব নন্দ রাজা হৈব দ্বিজপরায়ণ।
এক বিপ্রে উদ্ধারিয়া করিব পালন ॥

তা-সভা অভাবে রাজ্য পাইব মৌর্য্যগণে।
চন্দ্রগুপ্ত রাজা সেই করিব ব্রাহ্মণে ॥
তার পুত্র বারিসার হৈব ক্ষিতিপাল।
অশোকবর্দ্ধন তার জন্মিব কুমার ॥
সুযশা কুমার তার সঙ্গত তনয়।
শালিশুক তার পুত্র হৈব মহাশয় ॥
সোমশর্ম্মা তার সুত শতধন্বা নাম।
তার পুত্র বৃহদ্রথ হৈব বলবান্॥
দশ মৌর্য্য হৈব রাজা মেদিনীমণ্ডলে।
একশত সাত্রিত্রিশ বৎসর ভিতরে ॥
অগ্নিমিত্র তার সুত সুজ্যেষ্ঠ তনয়।
বসুমিত্র ভদ্রক পুলিন্দ মহাশয় ॥
তার পুত ঘোষ তার বজ্রমিত্র সুত।
তার সুত ভাগবত মহাবল যুত ॥
অষ্ট শুঙ্গ রাজা হৈব মহা বলবান্।
দশোত্তর একশত বৎসর প্রমাণ।
তবে কণ্ববংশ রাজা হৈব গুণহীন ॥
কলিযুগে পৃথিবী ভুঞ্জিব কথোদিন ॥
শুঙ্গবংশে কামী রাজা দেবভূতি নামে।
কণ্বামাত্য মহাবলী বাধব সংগ্রামে ॥
আপনে করিব রাজ্য বসুদেব নাম।
তার পুত্র ভূমিত্র জন্মিব বলবান্॥
তার পুত্র নারায়ণ হৈব নরেশ্বর।
তিন শত পঞ্চাধিক চল্লিশ বৎসর ॥
কণ্ববংশে পৃথিবী পালিব কলিকালে।
তার ভৃত্য বৃষল জন্মিব ক্ষিতিতলে ॥
সুশর্ম্মা বধিয়া রাজা হৈব অন্ধ্রজাতি।
কথোকাল রাজ্যভোগ করিব দুর্ম্মতি ॥
কৃষ্ণ নাম তার ভাই বসিব আসনে।
তার পুত্র জনামিব শান্তকর্ণ নামে ॥
তার পুত্র পৌর্ণমাস হৈব ক্ষিতীশ্বর।
তার পুত্র রাজা হৈব নামে লম্বোদর ॥
তার পুত্র চিবিলিক হৈব নরপতি।
তার পুত্র রাজা হৈব নামে মেঘস্বাতি ॥

তার পুত্র রাজা হৈব নামে দৃঢ়মান্।
তার পুত্র জনমিব অনিষ্টকর্ম্মা নাম॥
হানেয় তনয় তস্য তনয় তাহার।
জনমিব তার পুত্র পুরীষ কুমার॥
তার পুত্র রাজা হৈব নামে সুনন্দন।
চকোর তনয় তার বটক নন্দন॥
শিবস্বাতি পুত্র তার অরিন্দম নাম।
তাহার গোমতী পুত্র তার পুরীমান্॥
মেদশিরা পুত্র তার শিবস্কন্ধ হৈব।
যজ্ঞশ্রী তাহার সুত বিজয় জন্মিব॥
অন্ধ্র বংশে শূদ্রজাতি কুড়ি ক্ষিতিধর।
ছয়পঞ্চাশৎ চারি শতেক বৎসর॥
পৃথিবী ভুঞ্জিব তারা নিজ ভুজবলে।
সাত আভীর হৈব তাহার অন্তরে॥
জন্মিব গর্দ্দভকুলে দশ নরপতি।
তবে আর ষোড়শ জন্মিব কঙ্কজাতি॥
তবে অষ্ট যবন জন্মিব ক্ষিতিতলে।
চতুর্দ্দশ শূর হৈব তাহার অন্তরে॥
তবে দশ গুরণ্ড পৃথিবীবতি হৈব।
তবে একাদশ মৌল পৃথিবী ভুঞ্জিব॥
নয় অধিক নব্বই বৎসর দশ শত।
এ সবে পৃথিবী ভোগ করিব তাবত॥
একাদশ মৌল তবে হৈব আরবার।
তিনশত বৎসর করিব অধিকার॥
তবে কিলকিলা নামে আছে একপুরী।
তাতে ভূতনন্দ নামে হৈব অধিকারী॥
তবে রাজা বঙ্গিরি সুনন্দি তার পাছে।
তবে যশোনন্দি প্রবীর তার শেষে॥
ছয়াধিক একশত বৎসর প্রমাণ।
এ সবে করিব রাজ্য মহাবলবান্॥
তা-সভার ত্রয়োদশ জন্মিব কুমার।
তবে হৈব বাহ্লিকের রাজ্য অধিকার॥
তবে পুষ্পমিত্র হৈব ক্ষত্রিয়-কুমার।
দুর্মিত্র পাইব তবে রাজ্য-অধিকার॥
এক কালে এই সব নৃপতি হইব।
সপ্ত অন্ধ্র সপ্ত কোশল জনমিব॥
জন্মিব বৈদুরপতি তাহার অন্তরে।
তবে কত রাজা হৈব নিষধের কুলে॥

মগবংশে রাজা (১) হৈব বিশ্বস্ফূর্জ্জি নাম।
তবে পুরঞ্জয় রাজা হৈব বলবান্॥
আন বর্ণ করিয়া স্থাপিব আন জাতি।
যদু মদ্র পুলিন্দ করিব মন্দমতি॥
নিজ রাজ্য তেজিয়া রহিব আন স্থানে।
পদ্মাবতী নামে পুরী করিয়া নির্ম্মাণে॥
প্রয়াগ অবধি ভাগীরথী সন্নিধান।
তথাই রহিব পৃথ্বী ভুঞ্জি বলবান্॥
সৌরাষ্ট্র আরণ্য (২) রাজা হৈব তার শেষে।
অর্ব্বুদ মালব রাজা হৈব তার পাছে॥
তবে শূদ্র (৩) আভীর নৃপতিগণ হৈব।
শূদ্রবৃত্তি হৈয়া বিপ্র কেবল বর্ত্তিব॥
শূদ্রপ্রায় রাজা হৈব সিন্ধুতীরে বাস। (৪)
চন্দ্রভাগা কুন্তীদেশ কাশ্মীর-নিবাস॥
শূদ্রজাতি রাজা হৈব পতিত ব্রাহ্মণ।
কোন রাজ্যে ম্লেচ্ছ কোন রাজ্যে হীনজন॥
প্রায় ম্লেচ্ছ রাজা হৈব দুষ্ট কলিকালে।
অসত্য অধর্ম্ম মাত্র জানিব সংসারে॥
অল্পদাতা তীব্রক্রোধ হৈব নৃপগণ।
পরদার পরধন লঙ্ঘন হরণ॥
স্ত্রী বালক গো ব্রাহ্মণ বধিব পরাণে।
অল্পধন অল্পসত্য হৈব সর্ব্বজনে॥
অল্প পরমায়ু হবে নিন্দিত আচার।
কুলকর্ম্ম-হীন দেহ-গেহ-অহঙ্কার॥
রজোগুণে তমোগুণে সব বেয়াপতি।
ক্ষাত্রবেশে ম্লেচ্ছ রাজা করিবে নিন্দিত॥
প্রজাক্ষয় করিব ভক্ষিব সর্ব্বজন।
অন্যোন্যে সকল লোক করিব লঙ্ঘন॥
দুষ্ট রাজা দেখি প্রজা হৈব দুরাচার।
সেই ধর্ম্ম লৈব সেই শীল ব্যবহার॥
এইরূপে কলিযুগে হৈব প্রজাক্ষয়।
ভাগবত-আচার্য্যের ভাষা রসময়॥

(১) পাঠান্তর,—"মগধ বংশের।"
(২) "অবন্তী।"
(৩) শূর।
(৪) পাঠান্তর,—
"শূদ্র প্রায় হইয়া সিন্ধুতীরে হৈব বাস।"

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে দ্বাদশস্কন্ধে
প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

তবে বুদ্ধি সত্য শৌচ ক্ষমা দয়া ধর্ম্ম ।
দিনে দিনে টুটিব সকল বল কর্ম্ম ॥ (১)
বিত্তমাত্র স্বধর্ম্ম-আচার গুণ ধরে ।
বিত্তমাত্র-সর্ব্বলোক পূজিব সংসারে ॥
ন্যায়-ব্যবস্থায় বল কেবল কারণ ।
ধর্ম্ম-ব্যবহার মাত্র মায়া-প্রতারণ ॥
স্ত্রী পুরুষে হবে মাত্র রতি প্রয়োজন ।
যজ্ঞসূত্রে সত্তে মাত্র ব্রাহ্মণলক্ষণ ॥
দম্ভমাত্র সাধুধর্ম্ম বিত্ত অঙ্গীকার
স্নানমাত্র কেবল দেহের পরিষ্কার ॥
দূরে জলাশয় দেখি হৈব তীর্থভাণ ।
উদর ভরণে মাত্র পুরুষের মান ॥
কুটুম্ব-ভরণ মাত্র কেবল দক্ষতা ।
যশ-হেতু ধর্ম্মসেবা কেবল মুখ্যতা ॥
এইরূপে দুষ্টপ্রজা পূরিব সংসারে ।
বলে বড় সেই রাজা হৈব ক্ষিতিতলে ॥
লোভী রাজা দস্যুপ্রায় কপটী নির্দ্দয়
ধন দার হরিব করিব প্রজাক্ষয় ॥
বন গিরি গহ্বরে করিব পরবেশ ।
শাক মূল ফল পত্র আহার বিশেষ ॥
কর-পীড়া অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ।
শীত বাত আদি নানা সন্তাপে তাপিত ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা নানা ব্যাধি দুঃখ শোক ভয় ।
সব ঠাঞি বেয়াকুল চিন্তা অতিশয় ॥
পরমায়ু হৈব সবে তিরিশ বৎসর । (২)
নানা উতপাতে লোক সতত বিকল ॥
কলিতে হইব ধর্ম্ম পাষণ্ডপ্রচুর ।
দস্যুপ্রায় রাজা হৈব নির্দ্দয় নিষ্ঠুর ॥
কলিদোষে বেদপথ সব যাইব নাশ ।
চুরি মিথ্যা ব্যর্থ হিংসা কুসঙ্গ-বিলাস ॥
শূদ্রপ্রায় বিপ্র ছাগপ্রায় ধেনুগণ ।
তৃণপ্রায় বৃক্ষ গৃহপ্রায় বনাশ্রম ॥
বিদ্যুত-প্রমাণ (৩) মেঘ শূন্যপ্রায়-ঘর ।
গর্দ্দভ সমান লোক শূন্য কলেবর ॥

এইরূপে হৈল যদি কলিযুগ শেষ ।
অবতার করিব আপনে হৃষীকেশ ॥
ধর্ম্ম-পরিত্রাণ-হেতু দুষ্ট বিনাশিতে ।
আপনে আসিয়া হরি জন্মিব সাক্ষাতে ॥
জন্মিব সম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশা ঘরে ।
দ্বিজপুত্র হৈব হরি কল্কি অবতারে ॥
অশ্ব-আরোহণ করি বাউবেগ-গতি ।
খড়্গ ধরি চকিতে চলিব সুরপতি ॥
এক অশ্বে করিব পৃথিবী পর্য্যটন।
কোটি কোটি ম্লেচ্ছ কাটি করিব নিধন ॥
দস্যুগণ পলাইব ধরি নৃপবেশে ।
কাটিয়া সকল সংহারিব হৃষীকেশে ॥
দস্যু বিনাশিল যদি কল্কি সুরপতি ।
তবে সর্ব্বলোক হৈব নিরমল-মতি ॥
কল্কি অঙ্গ পুণ্যগন্ধ বাত পরশনে ।
পুণ্যযুত শুদ্ধচিত্ত হৈব সর্ব্বজনে ॥
ধর্ম্মপতি প্রভু ধর্ম্ম করিতে পালন ।
কল্কিরূপে অবতার করিব যখন ॥
সত্যযুগ সেই ক্ষণে হৈব সত্যময় ।
সত্যযুত সর্ব্বলোক হৈব শুদ্ধাশয় ॥
পৃথিবী তেজিয়া কৃষ্ণ চলিলা যখনে ।
দুষ্ট কলি পরবেশ হৈল সেইক্ষণে ॥
যাবৎ পদারবিন্দ ধরণী পরশি ।
আপনে আছিলা রমাপতি গুণরাশি ॥
তাবৎ না ছিল দুষ্ট কলি-পরাক্রম ।
উদ্দেশে কহিল কিছু ভবিষ্য লক্ষণ ॥
হৈল হৈব যত রাজা আছে বিদ্যমান ।
তা-সভায় কৈল গু- চরিত্র বাখান ॥
চন্দ্রবংশে সূর্য্যবংশে যত দণ্ডধর ।
তা-সভার গুণ কর্ম্ম কহিল সকল ॥
কথা মাত্র অবশেষ রহিল সংসারে ।
কীর্ত্তি মাত্র কেবল থাকিল ক্ষিতিতলে ॥
সূর্য্যবংশে মরু নাম সন্ততি কারণে ।
চন্দ্রবংশে থাকিব দেবাপি হেন নামে ॥
যোগবলে রহিব দুহার কলেবর ।
থাকিব কলাপ গ্রামে দুই বংশধর ॥
কলিযুগ অন্তে নারায়ণ-আজ্ঞা পাঞা ।
ধর্ম্ম প্রচারিব দুহে পূর্ব্ববৎ হয়্যা ॥
এইরূপে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি ।
এইরূপে পুনঃপুন হয়ে যুগ চারি ॥

---

(১) পাঠান্তর,—"কুলকর্ম্ম" ।
(২) পাঠান্তর,—"পরমায়ু বিশ কিংবা ত্রিশ বৎসর" ।
মূলে, "ত্রিশদ্বিংশতিবর্ষাণি পরমায়ুঃ কলৌ নৃণাম্" পাঠ আছে ।
(৩) পাঠান্তর,—"বিদ্যুত সমান" ।

কহিল তোমারে রাজা শুন নৃপগণ।
অতুল সম্পদ মহাবল পরাক্রম॥
ভূমিতে মমত্ব করি তেজি কলেবরে।
সভার নিধন হৈব এই মহীতলে॥
ক্রিমি বিষ্ঠা ভস্ম হয় রাজ-কলেবর।
কি কারণে গর্ব্ব করে মতিহীন নর॥
দেহের কারণে পরপ্রাণবধ করে।
সভে প্রয়োজন মাত্র নরকে সঞ্চরে॥
আমার পুরুষ কত পুরুষ শাসিল।
এই ভূমি কারণে সকল গোষ্ঠী মৈল॥
আছিল আমার পিতা পিতামহগণ।
তারা সব মৈল এই ভূমির কারণ॥
সম্প্রতি সকল ভূমি এখনে আমার।
পূর্ব্ব হনে আমার বংশের অধিকার॥
পুত্র পৌত্র আমারি ভুঞ্জিব বসুমতী।
এই বুলি কত কত মৈল ক্ষিতিপতি॥
মাটির নির্ম্মিত ভাণ্ড মিছা কলেবর।
ইহার লাগিয়া কত কত দণ্ডধর॥
মোর মোর বুলিতে সকল তেজি গেল।
কালে সব সংহারিল কথা মাত্র রৈল॥
ভাগবত আচার্য্যের এই কাকু ভাষা।
সব পরিহরি ভাই কৃষ্ণে ধর আশা॥(১)

---

(১) পাঠান্তর,—
"ভাগবত-সুধারস অপূর্ব্ব কাহিনী।
পদবন্ধে কহি কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে দ্বাদশস্কন্ধে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২॥

তৃতীয় অধ্যায়।

মুনি বলে শুন রাজা বিচিত্র কথন।
পৃথিবী হাসিয়া বোলে দেখ নৃপগণ॥
দেখ-দেখ কত রাজা আমার কারণে।
অন্যোন্যে যুঝিয়া ব্যর্থ মৈল অকারণে॥
ধরণী হাসিয়া বোলে অহো দেবমায়া।
কাল-বলক্রীড়াভাণ্ড নরদেহ পায়্যা॥
আছুক আনের কাজ পরম পণ্ডিত।
রাজ-অভিমানে সেহ কামে বিমোহিত॥
পয়ঃফেন সম দেহ তড়িত-চঞ্চল।
তাহাতে বিশ্বাস করে মুঞি নরেশ্বর॥
প্রথমে জিনিব আমি রাজ-মন্ত্রিগণ।
তবে পাত্র সামন্ত জিনিব পুরজন॥
তবে মহামাতঙ্গ জিনিব মহা সেনা।
তবে রাজা জিনি রাজপুরে দিব হানা॥
ধরণী শাসিব তবে সাগর পর্য্যন্ত।
এই আশাবন্ধে করে রাজ্য-অনুবন্ধ॥
নিকটে না দেখে যম কামে অচেতন।
পৃথিবী হাসিয়া বোলে অহো বিড়ম্বন॥
আমাকে জিনিঞা করে সাগরে প্রবেশ।
এহ লোকে পরিশ্রম পরলোকে ক্লেশ॥
আমাকে তেজিয়া মনু মনুপুত্রগণ।
কতকত রাজা গেল তেজিয়া জীবন॥
বাপে পুত্রে হানাহানি আমার কারণে।
অন্যোন্যে যুঝিয়া মরে ভাই বন্ধুগণে॥
আমি রাজা আমার সকল ভূমিখণ্ড।
সাগর পর্য্যন্ত ফিরে পরচণ্ডদণ্ড॥
এই বুলি নৃপগণ মরে অভিমানে।
আমার কারণে মৈল যুঝিয়া সংগ্রামে॥
পৃথু গয় পুরূরবা নহুষ ভরত।
মান্ধাতা সগর তৃণবিন্দু ভগীরথ॥
খট্টাঙ্গ অর্জ্জুন নৃগ গাধি নরপতি।
নৈষধ শান্তনু রঘু যযাতি শর্য্যাতি॥
হিরণ্যকশিপু বৃত্র নমুচি শম্বর।
নরক রাবণ বাণ তারক ইল্বল॥
আর যত দৈত্যগণ নৃপতিমণ্ডল।
সর্ব্বজিৎ সর্ব্ববিৎ শূর মহেশ্বর॥
আমাতে মমতা কার মর্ত্ত্য কলেবরে।
কথামাত্র অবশেষ সংহারিল কালে॥
মহাজনগণ-কথা কহিল তোমারে।
যশ বিস্তারিয়া তারা গেল ক্ষিতিতলে॥

বৈরাগ্য বিজ্ঞান-হেতু তা-সভার কথা।
কহিল তোমারে নতু পরমার্থ সাঁচা॥
যে কৃষ্ণপদারবিন্দে ভক্তি বাঞ্ছা করে।
সে জন গোবিন্দগুণ শুনে নিরন্তরে।
ব্রহ্মা ভব সনকাদি নিরবধি গায়।
হেন কৃষ্ণ-গুণগাথা শুনিব সদায়॥
তবে বিষ্ণুরাত রাজা মুনির চরণে।
এই সব জিজ্ঞাসিলা বিনয়বিধানে॥
কলিদোষ বিনাশিতে কেমন উপায়।
নানা পরকারে কলিদোষ দূর যায়॥
লোকহিত-হেতু গুরু কহ উপদেশ।
চারিবার যুগধর্ম্ম কহিবে বিশেষ॥
কালগতি কল্প পরলয় পরমাণ।
মুনি বলে কহি রাজা কর অবধান॥
সত্যযুগে ধর্ম্ম চারি চরণে আছিল।
সত্য দান দয়া তপ চারিপদ হৈল॥
তুষ্ট হৃষ্ট শান্ত দান্ত ক্ষমা দয়াপর।
সমদৃষ্টি শ্রমযুত আছিল সকল॥ (১)
সত্যযুগে ধ্যানে ধর্ম্ম রক্ষা কৈল।
ত্রেতাযুগে ধর্ম্ম এক পদ হীন হৈল॥
দান-ব্রত তপ-যোগ-কর্ম্মপরায়ণ।
সর্ব্ব বর্ণ পুণ্যযুত আছিল তখন॥
দুই পদ ধর্ম্ম হইব দ্বাপর যুগে।
দয়া দান তপ সত্য হৈব আধ ভাগে॥
মহাগুণ শীল যশ ধর্ম্মপরায়ণ।
হৃষ্ট পুষ্ট ধনযুত হৈব সর্ব্বজন॥
এক পদ ধর্ম্ম মাত্র হৈব কলিকালে।
অসত্য কপট লোভে পূরিব সংসারে॥
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর দুরাচার সর্ব্বজন।
দুর্ভাগ্য দারিদ্র দম্ভ-ক্রোধ পরায়ণ।
সত্ত্ব রজ তমোগুণে জনিত বিকার॥
কালধর্ম্ম-বিচলিত মতি দুরাচার॥
বুদ্ধি মনে সত্ত্বগুণে বাঢ়িব যখনে।
যখনে জন্মিব মতি তপোযোগ জ্ঞানে॥
তখনে জানিব সত্যযুগ উতপন্ন।
কাম্য কর্ম্মে রত যদি রাজস লক্ষণ॥
তখনে জানিবে ত্রেতাযুগের উদয়।
শুনহ দ্বাপরযুগ লক্ষণ নির্ণয়॥

মদ মান দম্ভ হিংসা লোভ অসন্তোষ।
যখন জীবের এই দেখি নানা দোষ॥
তখনে জানিব রজ তমোগুণ দ্বাপর।
কলিযুগ-লক্ষণ কহিব নরেশ্বর॥
নিদ্রা তন্দ্রা হিংসা মায়া অসত্য বিষাদ।
শোক মোহ যখনে এ সব পরমাদ॥
তখনে জানিব কলি তামস প্রধান।
গুণভেদে কহি চারি যুগ পরমাণ॥
ক্ষুদ্রদৃষ্টি ক্ষুদ্রভাগ্য বিস্তর আহার।
ধনহীন মহাকামী নিন্দিত আচার॥
সতী কুলবতী নারী হৈব দোচারিণী।
পাষণ্ড দুঃশীল বেদপথ বেদবাণী॥
প্রজাভুক্ রাজা ধন-দার-অপহারী॥
ব্রহ্মচর্য্যব্রতহীন হৈব ব্রহ্মচারী॥
দ্বিজগণ হৈব শিশ্নোদর-পরায়ণ।
লোলুপ সন্ন্যাসী হব কুটুম্ব-সঙ্গম॥
বানপ্রস্থ হৈব গ্রামবাসী মন্দাচার॥
হ্রস্বকায় হৈব সব লোক মহাহার॥
কুলবতী কপটিনী কুবাক্য-ভাষিণী।
নানা মায়া উচ্চহাস বিবাদকারিণী॥
কপটী কিরাট লোক হৈব কূটকারী।
করিব নিন্দিত কর্ম্ম কুলধর্ম্মে ছাড়ি॥
নির্দ্ধন দেখিয়া পতি তেজিব কিঙ্করে।
দুর্গত দেখিয়া ভৃত্য ছাড়িব ঈশ্বরে॥
পিতামাতা ভাই বন্ধু জ্ঞাতি পরিজন।
সকল তেজিব নারী সুরতি-কারণ॥
দীন হীন স্ত্রী-জিত হইব কলিকালে।
শূদ্রে প্রতিগ্রহ লৈব তপস্বীর ছলে॥
সভাতে কহিব ধর্ম্ম অধার্ম্মিক জনে।
বসিব অধিক হৈয়া উত্তম আসনে॥
পরপীড়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অতিশয়।
অনাবৃষ্টি দুঃখ শোকে আকুল হৃদয়॥
অন্ন-পান-বসন-শয়ন-বিবর্জ্জিত।
পিশাচ সমান হীন দেখিতে কুচ্ছিত॥
কিঞ্চিত কারণে লোক তেজিব জীবন।
অল্পধন কারণে বধিব বন্ধুগণ॥
বাপে পুত্র তেজিব তেজিব পুত্রে পিতা।
পতি কুলবতী ভার্য্যা পুত্রে বৃদ্ধ মাতা॥
কলিযুগে দীন হীন হৈব সর্ব্বনর।
তেজিব সকল ধর্ম্ম শিশ্নোদর পর॥
কলিযুগে কেহ না ভজিব শ্রীহরি।
পাষণ্ড খণ্ডিত-মতি ভেদবুদ্ধি ধরি॥

(১) সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তকের পাঠ,—
"সন্তুষ্ট শান্ত দান্ত ক্ষমা দয়াপর।
সমদৃষ্টি আত্মারাম শ্রমণ সকল।"

ত্রিভুবননাথগণ-বন্দিত চরণ।
ত্রিজগত-গতি গুরু অখিল কারণ॥
হেন প্রভু কলিযুগে কেহ না ভজিব।
পাষণ্ড কুসঙ্গ সঙ্গে জগত মজিব॥
যার নাম বারেক স্মোঙরি অন্তকালে।
স্খলিত পতিত কিবা আকুল অন্তরে॥
দৃঢ় কর্ম্ম-নিগড় ছিণ্ডিয়া ততক্ষণে।
কৃষ্ণময় হৈয়া তার বৈকুণ্ঠ গমনে॥
হেন হরি কলিযুগে না ভজিব নর।
না করিয়া সাধুসঙ্গ মজিব সকল॥
ভক্তিভাবে হৃদয়ে ধরিলে নারায়ণ।
চিত্তগত কলিমল করে বিমোচন॥
শ্রবণে করুক কিবা করুক কীর্ত্তন।
ধেয়ান পূজন কিবা আদর মোদন॥
হৃদয়ে থাকিয়া তার প্রভু দয়াময়।
অযুত জনম পাপ সব করে ক্ষয়॥
হেমগত বহ্নি যেন বর্ণদোষ হরে।
এইরূপ চিত্তগত যদি হরি করে॥
অশুভ হরিয়া হরি করে শুভাশয়।
পুনরপি তার আর ভবভয় নয়॥
বিদ্যা ব্রত তপ জপ তীর্থ পর্য্যটন।
যজ্ঞ দান তীর্থ-স্নান পবন-রোধন॥
এ সব অন্তর শুদ্ধি তত বড় নহে।
হৃদিগত কৃষ্ণ যেন পাপরাশি দহে॥
এ বোল বুঝিয়া রাজা স্থির কর মন।
মরণ-সময় আসি দিল দরশন॥
হৃদিগত করি হরি পরম যতনে।
হৃদয়ে চিন্তিলে হয় গতি নারায়ণে।
মরণ দেখিতে হরি চিন্তিব হৃদয়।
সর্ব্বময় সর্ব্বগতি সভার আশ্রয়॥
হৃদয়ে চিন্তিলে হরি আত্মভাব করে।
অশেষ পাতক বন্ধ ভৃত্য পাপ হরে॥
কলিকাল দোষময় গভীর সাগর।
এক মহাগুণ মাত্র শুন নৃপবর॥
কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন মাত্রে ভববন্ধ নাশ।
কৃষ্ণময় হয়্যা চলে কৃষ্ণপদে বাস॥
সত্যযুগে ধ্যানে যত পুণ্য উপজয়।
ত্রেতাযুগে যজ্ঞদানে যত পুণ্য হয়॥
দ্বাপরেতে পরিচর্য্যাগত যত ফল।
কলিযুগে লভে হরি-কীর্ত্তনে সকল।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-ভাষা।
গদাধর-পদযুগ বিনে নাহি আশ ।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে দ্বাদশস্কন্ধে
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

শুকমুনি বোলে রাজা কর অবধান।
কহিল তোমারে কালগতি পরমাণ।
চারিযুগ যুগমান কহিল সকল।
এখন প্রলয়-কল্প শুন নরেশ্বর॥
চারি সহস্র চারি যুগে এক করি।
এতেকে ব্রহ্মার এক দিন করি ধরি॥
চতুর্দ্দশ মনু হয় কল্পের ভিতরে।
এক এক মনু রহে এক মন্বন্তরে॥
রজনী জানিব তত যুগ-পরিমাণে।
সেই সে প্রলয় যাতে ব্রহ্মার শয়নে॥
এই পরলয়ে হয় তিনলোক নাশ।
অনন্ত শয়নে যাতে শোয়ে শ্রীনিবাস॥
তিনলোক উদরে করিয়া নারায়ণ।
প্রলয়সাগরে করে অনন্ত শয়ন॥
এই দৈনন্দিন বলি খণ্ড পরলয়।
এইরূপে কত কত কোটি কল্প হয়॥
শতেক বৎসর যদি ব্রহ্মার প্রমাণে।
পুরিব ব্রহ্মার পাত জানিব তখনে॥ (১)
প্রকৃতি পুরুষ কাল যাথে যায় নাশ।
এই মহাপরলয় কৃষ্ণের বিলাস॥

---

(১) পাঠান্তর,—
"গ্রাসিব ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডে জানিব তখনে॥"

অনাবৃষ্টি হৈব এক শতেক বৎসর।
অন্যোন্যে ভক্ষিয়া প্রজা মরিব সকল॥
দ্বাদশ সম্বর্ত্ত সহ সূর্য্য পরচণ্ড।
রসপান করিয়া শুষিব পৃথ্বীখণ্ড॥
সুদর্শন নামে বহ্নি সঙ্কর্ষণ মুখে।
উঠিব পাতাল দহি এই মর্ত্ত্যলোকে॥
হেটে বহ্নি উপরে দহিব রবি-জালে।
পুড়িয়া ব্রহ্মাণ্ডখণ্ড জ্বলিব অনলে॥
দেখিব ব্রহ্মাণ্ড যেন পোড়া ঘসিখান।
তবে সম্বর্ত্তক বহ্নি হৈব উপাদান॥
তবে পরচণ্ড বাত শতেক বৎসর।
রহিব ধূলায় পুরি আকাশমণ্ডল॥
তবে মহামেঘগণ ধারা বারিষণে।
শতেক বৎসর বৃষ্টি করিব তখনে॥
নিষ্ঠুর গর্জ্জন ঘোর মহাভয়ঙ্কর।
জলময় হৈব সব ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল॥
পঞ্চভূত তত্ত্বগণ সব যাইব নাশ।
তথি পরবেশ যার যাথে পরকাশ॥
সব প্রবেশিব যায়্যা প্রকৃতি ভিতরে।
প্রকৃতি প্রবেশ যায়্যা করিব ঈশ্বরে॥
আদি অন্ত নাহি যার না দেখি বেকতে।
না বাঢ়ে না টুটে কিন্তু থাকয়ে সাক্ষাতে॥
মন বচনের যাথে নাহি পরবেশ।
সত্ত্ব রজ তমোগুণ বিকারবিশেষ॥
বুদ্ধি মন সকল ইন্দ্রিয় দেবগণে।
উদ্দেশ না জানে যার নহে সন্নিধানে॥
নহে জল নহে ভূমি পবন আকাশ।
নহে জ্যোতি নহে চন্দ্র দিনেশ হুতাশ॥
অতর্ক্যমহিম শূন্যবত নিরালম্ব।
সেই সে সভার মূল প্রকট আনন্দ।
কহিল তোমারে রাজা মহাপরলয়।
ব্রহ্মা পর্য্যন্ত ব্রহ্মে পরবেশ হয়॥
জ্ঞানময় রসময় সুখময় মাত্র।
আনন্দ পরমব্রহ্ম বিশ্রামের পাত্র॥
তাহাতে প্রলয় উতপতি তাহা হনে।
কিঞ্চিত সাদৃশ সত্য নহে তাহা বিনে॥
নানারূপ যত দেখি সব তার মায়া।
বিচারিলে সব বুঝ যেন ঘন-ছায়া॥
এক সোণা বহু ভেদ যেন দেখি নানা।
এইরূপে লোকে বেদে বিবিধ কল্পনা॥
ব্রহ্ম হনে উতপতি জীব ব্রহ্মময়।
অহঙ্কারে অনাদি সংসারে বন্দী হয়॥
সে কারণে অহঙ্কারে দেখি নানা ভেদ।
গুরু জিজ্ঞাসিলে হয় অজ্ঞান বিচ্ছেদ॥
মায়াময় অহঙ্কার জীবের বন্ধন।
গুরু জিজ্ঞাসিলে বন্ধ হয় বিমোচন॥
উপাধিবর্জ্জিত জীব হয়ে ব্রহ্মময়।
এই রাজা কহি আদি অষ্ট পরলয়॥ (১)
নিত্য পরলয় আর কহে জ্ঞানিগণ।
ব্রহ্মা আদি সর্ব্ব জীবে হয় অনুক্ষণ॥
কালবেগে জন্ম প্রলয় ক্ষণে ক্ষণে।
প্রতি দেহে নিরন্তর বুঝি অনুমানে॥
চতুর্ব্বিধ প্রলয় কহিল সমাধানে।
বিস্তারিয়া কহিতে ব্রহ্মাহ নাহি জানে॥
কালরূপী ভগবান জগত-বিধাতা।
উতপতি পরলয় তাঁর লীলা-কথা॥
দুরন্ত সংসার-ঘোর সাগর তরিতে।
ভাগ্যবশে যদি বাঞ্ছা হয় কার চিতে॥
আন নৌকা নাহি কৃষ্ণ কথা-রস বিনে।
বহুবিধ দুঃখ দূর দহন তারণে॥
এই মহাভাগবত পুরাণ সংহিতা।
প্রকাশিল ভগবান সর্ব্বলোকপিতা॥
স্থাপিলা ব্রহ্মার মুখে দেব হৃষীকেশ।
ব্রহ্মা নারদেরে তবে দিলা উপদেশ॥
নারদ ব্যাসের মুখে কৈল সমর্পণে।
বেদব্যাস বিস্তারিলা আমার বদনে॥
এই ভাগবত মহাপুরাণ সংহিতা।
সর্ব্বশ্রুতি সার বেদ-বেদান্ত সম্মতা॥
কহিলেন সূত শৌনকাদি মুনিগণে।
দীর্ঘ সত্রে সমুদিত নৈমিষ অরণ্যে॥
ভাগবত আচার্য্যের মধুরসবাণী।
পরমার্থ-কথা কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী॥

---

(১) পাঠান্তর,—
"এই রাজা কহিল আত্যন্তিক পরলয়"

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে দ্বাদশস্কন্ধে
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪॥

পঞ্চম অধ্যায়।

পদে পদে ইহাতে বর্ণিএ নিরন্তর।
পরম পুরুষ হরি অখিল মঙ্গল॥
ব্রহ্মা সৃষ্টি করে যার প্রসাদভজন।
ক্রোধে রুদ্র জনমিল সংহারকারণ॥
তুমি রাজা কুমতি ছাড়িয়া হরি ভজ।
মরিব আপনে হেন পশুবুদ্ধি তেজ॥
না ছিলে পুরুবে তুমি জন্মিলে এখন।
দেহবন্ত নাহি রাজা তোমার মরণ॥
আছিল নহিব আমি হৈব আরবার।
পুত্র-পৌত্ররূপে জন্ম হইব আমার॥
এ সকল মিথ্যা যত মনে অনুমান। (১)
দেহ ভিন্ন তুমি ভিন্ন বিচারিয়া জান॥
কাষ্ঠ হনে ভিন্ন যেন বেকত আনল।
এইরূপে ভিন্ন তুমি ভিন্ন কলেবর॥
মাথা কাটা গেল হেন দেখএ স্বপনে
স্বপনে আপনে মৈল হেন লয়ে মনে॥
সেহো রাজা কেবল দেহের মাত্র দেখি।
অজর অমর জীব সর্ব্বজীব-সাক্ষী॥ (২)
ভাঙ্গিলে মাটির ঘট যেন দূর যায়।
ঘটের আকাশ যেন আকাশে মিলায়॥
এইরূপে ব্রহ্ম জীব দেহের মরণে।
ব্রহ্মময় হয়ে নিত্যময় সনাতনে॥
দেহ কর্ম্মগুণ মনে করায় সৃজন।
দেবমায়া সৃজে মন বন্ধনকারণ॥
এ সব সংযোগ হয় জীবের সংসার।
নহে সত্য নহে নিত্য অজ নিরাকার॥
তৈল শলিতায় আর দীপের আধার।
অগ্নির সংযোগে যেন দীপের আকার॥
যাবৎ এসব থাকে দীপের দীপত্ব।
এইরূপে দেহযোগে জীবের দেহত্ব॥
তিন গুণে দেহের জনম মৃত্যু ভয় (১)।
কার্য্য কারণের পর আত্মা নিত্যময়॥
আকাশ-স্বরূপ ধ্রুব অনন্ত স্বরূপ।
নিরাকার নিরাধার নিরুপম-রূপ॥
এইরূপে আত্মা তুমি অনুমানে বুঝ।
বিমরিশ করি চাহ পশুবুদ্ধি তেজ॥
গুরু-উপদেশে চিত্ত পরবোধ কর।
কৃষ্ণচরণারবিন্দে বুদ্ধি মন ধর॥
কে তুমি আপনে রাজা বুঝহ বিচারে।
তক্ষকে তোমার না দংশিব কোন কালে॥
যে প্রভু যমের যম কাল-বিচালন।
সর্ব্বভাবে কর তার চরণ-সেবন॥
আমি সেই ব্রহ্মতেজ ব্রহ্ম সেই আমি (২)।
আপনাকে ভাব তুমি ব্রহ্ম হেন জানি॥
তক্ষকে দংশিব তভু তুমি না জানিবে।
আপনার ভিন্ন দেহ কাকে না দেখিবে॥
যে তুমি পুছিলে রাজা সকল কহিল।
কৃষ্ণের বিচিত্র লীলা শ্রবণমঙ্গল॥
কি আর শুনিতে রাজা ইৎসা কর মনে।
জিজ্ঞাসিলে কহিব তোমার বিদ্যমানে॥
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-বাণী।
পরীক্ষিত-জ্ঞানদান প্রেমতরঙ্গিণী॥

---

(১) পাঠান্তর,—
"এ সব সকল মিছা মনে হেন মান।"
(২) পাঠান্তর,—"অজ সর্ব্বসাক্ষী।"

(১) পাঠান্তর,—"ক্ষয়"।
(২) পাঠান্তর,—
"আমি সেই ব্রহ্ম, যেই ব্রহ্ম সেই আমি।"

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে দ্বাদশস্কন্ধে
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সূত বোলে শুনি রাজা মুনির বচন।
পড়িলা ধরণীতলে ধরিয়া চরণ॥
দণ্ড পরণাম করি যুড়ি দুই কর।
কহে বিষ্ণুরাত রাজা শুকের গোচর॥
অনুগ্রহ কৈলে মোরে হৈল সর্ব্বসিদ্ধি।
ভবকূপে উদ্ধারিলে তুমি দয়ানিধি॥
শ্রবণ-গোচর মোর কৈলে ভগবান্।
সাক্ষাতে দেখায়া কৃষ্ণ কৈলে পরিত্রাণ॥
মহান্ত অচ্যুত-চিত্ত যে পুরুষ হয়।
তার এহ অদভুত নহে অতিশয়॥
অনুগ্রহ করয়ে যে দীন জন পাঞা।
জ্ঞানহীন ভব দাব-তাপিত দেখিয়া॥
শুনিল সকল মুঞি পুরাণ সংহিতা।
যাথে পদে পদে কহে কৃষ্ণগুণ-গাথা॥
তক্ষক করিয়া আর নাহি ভয়-লেশ।
নির্ব্বাণ পরম পদে কৈল পরবেশ॥
তুমি দেখাইলে মোরে অভয়-শরণ।
আজ্ঞা দেহ গুরু মোর ছুটিল বন্ধন॥
বাক্য মন প্রবেশিয়া দেব নারায়ণে।
তেজিমু শরীর আজ্ঞা মাগিল চরণে॥
অজ্ঞান খণ্ডিল মোর ভ্রম গেল দূর।
তত্ত্বজ্ঞান জনমিল মনোরথ পুর॥
তুমি দেখাইলে হরিপদ সুমঙ্গল।
অচ্যুত পরমানন্দ অভয় কুশল॥
রাজার বচন শুনি শুক মহামুনি।
ধন্য সাধুবাদ করি রাজারে বাখানি॥
চলিলা আপন সুখে ব্যাসের নন্দন।
পুজিয়া পাঠাইল রাজা সঙ্গে মুনিগণ॥
তবে পরীক্ষিত রাজা বসিলা ধেয়ানে।
আপন হৃদয়ে কৈল আত্মসমাধানে॥
পূর্ব্ব অগ্রে কুশ পাতি তাহার উপরে।
বসিলা উত্তরমুখে ভাগীরথী-কূলে॥
পবন রুধিয়া রহে যেন তরুবর।
মহাযোগী যোগবলে রহিল নিশ্চল॥
হেনকালে দ্বিজসুত-আজ্ঞা শিরে ধরি।
চলিল তক্ষক নাগ মনে ভয় করি।
পথে কশ্যপের সহে হৈল দরশন।
কশ্যপ পুছিল তারে করি সম্ভাষণ
তক্ষকে কহিল কহে সব বিবরণ।
দ্বিজসুত-শাপে পরীক্ষিত-বিনাশন॥
দ্বিজসুত-বাক্য চাহ করিতে পালন।
দংশিয়া রাজারে ভস্ম করিব এখন॥
এ বোল শুনিঞা দিল কশ্যপে উত্তর।
আমি জীয়াইব রাজা তোমার গোচর॥
তবে তাথে বহুধন দিয়া ফণধর।
বাহুড়িয়া কশ্যপে পাঠাইল নিজঘর॥
কামরূপী তক্ষক ধরিয়া দ্বিজবেশ।
ফল মাঝে কৈল রা মন্দিরে প্রবেশ॥
সূক্ষ্মরূপ ধরি রাজার দংশিল চরণে।
ভস্ম হৈল রাজ কলেবর সেইক্ষণে॥
গরল আনলে ভস্ম হৈল কলেবর।
হাহাকার শবদ উঠিল কোলাহল॥
সব লোকে দেখিয়া লাগিল চমৎকার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে উঠিল হাহাকার॥
স্বর্গে সুরবধূ নাচে পুষ্প-বরিষণ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নরে গায় দুন্দুভি বাজন॥
সাধু সাধু করিয়া বাখানে সুরগণে।
চলিল বৈকুণ্ঠে রাজা ছুটিল বন্ধনে॥
শুনিয়া জনমেজয় সব বিবরণ।
তক্ষকে ভক্ষিল পিতা যাহার কারণ॥
ক্রোধে রাজা জ্বলে যেন প্রলয়-আনল।
যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ আনিল সত্বর॥
সর্পসত্র আরম্ভিল সর্প-বিনাশন।
কুণ্ডে আসি পড়ে সর্প মন্ত্রের কারণ॥
পুড়িল সকল সর্প সৃষ্টি নাশ হয়।
তক্ষক পালাঞা গেলে আকুলহৃদয়॥
ইন্দ্রের শরণ গিয়া পশিল তরাসে।
লুকায়্যা খট্টার তলে রহে গুপ্তবেশে॥
ক্রোধিত জনমেজয় বোলে কোন বাণী।
পড়ুক সকল সর্প কিছু রাখ জানি॥
পোড়া গেল সব সর্প যজ্ঞ অবশেষে।
তবে কেনে দ্বিজগণ তক্ষক না আইসে॥
রাজার বচন শুনি বোলে দ্বিজগণ।
তক্ষকে লইল গিয়া ইন্দ্রের শরণ॥

দেখিয়া শরণাগত ইন্দ্র রক্ষা করে।
তক্ষক পোড়াব রাজা কোন পরকারে ॥ (১)
শুনি বলে জন্মেজয় বিপ্রের বচন।
ইন্দ্র সহে তক্ষক না পোড়ে কি কারণ ॥
রাজার বচন শুনি যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণে।
ইন্দ্র সহে তক্ষক হুনিল হুতাশনে ॥
পড় পড় স্বাহা মন্ত্রে বেদবাণী ধর।
ইন্দ্র সহে পড় সর্প বিলম্ব না কর ॥
চলিল আসন ইন্দ্র রহিল বিমানে।
সগণে তক্ষক সহ রহিল গগনে ॥
সগণে পড়িব ইন্দ্র দেখি বৃহস্পতি।
শান্তিল রাজারে তবে করি নানা স্তুতি ॥ (২)
না কর না কর রাজা যতন বিফল।
পুড়িব না মরিব তক্ষক অমর ॥
অমৃত মথনে নাগ কৈল সাধুপান।
মারিতে নারিবে সর্প দেহ সমাধান ॥
জনম মরণ দেখ নিজ কর্ম্মফলে।
যার যেন অদৃষ্ট তাহারে তেন মিলে ॥
উত্তম-অধমগতি অদৃষ্টে করায়।
যার যেন শুভাশুভ সেই গতি পায় ॥
তার তেন ফল ধরে যে করে বিধাতা।
যার যেন কর্ম্ম তাহা না হয়ে অন্যথা ॥
সর্প চোর ক্ষুধা ব্যাধি অদৃষ্টে ঘটায়।
যার হাথে যার মৃত্যু সংযোগ করায় ॥
নিজ নিজ কর্ম্ম জন্তু ভুঞ্জে আপনার।
তার তেন ঘটে যেন অদৃষ্ট যাহার ॥
অদৃষ্টে যে ঘটে তার অদৃষ্ট প্রধান।
এ বোল বুঝিয়া যজ্ঞ কর সমাধান ॥
বিনা দোষে সর্প পুড়ি মারিলা বিস্তর।
এত দূরে সমাধিয়া রহ নরেশ্বর ॥
প্রবোধ-বচন শুনি নৃপতি প্রধান।
মুনির বচনে দিল যজ্ঞ সমাধান ॥
বৃহস্পতি পূজিয়া পাঠাইল সুরপুরে।
এই বিষ্ণু মহামায়া কহিল তোমারে ॥
এই বিষ্ণু-মায়া-বিমোহিত চরাচর।
বিষ্ণুমায়া-বিনির্ম্মিত আব্রহ্ম স্থাবর ॥

মায়া-আজ্ঞাকারী যার মায়া রহে দূরে।
যার আজ্ঞা সাবধানে বহে সুরাসুরে ॥
বিবিধ বিবাদ যাথে নাহি ছল তর্ক।
সঙ্কল্প বিকল্প নাহি কপট সম্পর্ক ॥
সৃজ্য নহে স্রষ্টা নহে নহে জীব কাল।
বাধ্য বাধক নাহি নিষেধ যাহার ॥
সেই সে পরমপদ কহে মুনিগণ।
অশেষ-নিষেধ-শেষ ব্রহ্ম সনাতন ॥
একান্ত সৌহৃদভাবে সমাহিত-চিত্তে।
দুর্ম্মতি ছাড়িয়া যদি চিন্তে হৃদি গত্তে।
সেই সে পরমব্রহ্ম বিষ্ণুপদ পায়।
মুঞি মোর হেন যার ভেদ দূরে যায় ॥
দেহ গেহ মুঞি মোর ছাড়িব যেখানে।
অতিবাদ না করিব কারো অপমানে ॥
বৈর না করিব কভু নরদেহ পায়্যা।
শত্রু মিত্র কেহ নহে সব বিষ্ণুমায়া ॥
নমো নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু ভগবান্।
নমো নমো হৃষীকেশ পুরুষ পুরাণ ॥
যার পাদপদ্ম মকরন্দ ধ্যান বশে।
পুরাণ সংহিতা এই পঢ়িলুঁ বিশেষে ॥
শুনিঞা শৌনক মুনি হরষিত মনে।
আর এই জিজ্ঞাসিল সূত সন্নিধানে ॥
বেদ-বিশারদ বেদব্যাস শিষ্যকুলে।
এক বেদ বিভজিল কত পরকারে ॥
কহ সুত মহাভাগ বেদের বিস্তার।
তবে সূত মুনি দিল উত্তর তাহার ॥
হৃদয়-আকাশে যদি দিল দরশনে।
তবে নাদ জনমিল ব্রহ্মার আননে ॥
যে নাদ চিন্তিয়া যোগী কৈলা ভবে পার।
সেই নাদে তিন বর্ণ জন্মিল ওঙ্কার ॥
ওঙ্কারে জন্মিল বেদ হঞা চারি ভেদ।
বহু শাখা হৈল যার নাহি পরিচ্ছেদ ॥
সেই চারি বেদ বেদব্যাস শিষ্যগণে।
বহু শাখা করি পঢ়াইল জনে জনে ॥
তারা তারা নিজ শাখা বহু শাখা করি।
বিস্তারিল বেদশাখা গণিতে না পারি ॥
কিছু বিস্তারিলা সূত মুনিগণ-স্থানে।
আমি কিছু কহিল অলপ সমাধানে ॥
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-বাণী।
পরীক্ষিত দেহত্যাগ প্রেমতরঙ্গিণী ॥

(১) পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তকের পাঠ, "অতএব তক্ষক না আসে এথাকারে"।
(২) পাঠান্তর,—"শান্তিল রাজার তরে"।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে দ্বাদশস্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায় ।

বেদাচার্য্য মুনিগণ বহুশাখা করি ।
পঢ়াইল বহু শিষ্য বেদ-অধিকারী ॥
কহিল সকল তোমা-সব বিদ্যমানে ।
পুরাণ-লক্ষণ কহি শুন সাবধানে ॥
সর্গ বিসর্গ বৃত্তি রক্ষা মন্বন্তর ।
বংশাবলী রাজবংশ-চরিত্র সুন্দর ॥
প্রলয় বাসনা আর জীবের আশ্রয় ।
এই দশ লক্ষণ পুরাণ-পরিচয় ॥
কেহ পঞ্চবিধ কহে পুরাণ-লক্ষণ ।
অল্প বড় ব্যবস্থায়ে করি নিরূপণ ॥
অষ্টাদশ পুরাণ বাখানে মুনিগণে ।
ব্রহ্ম পুরাণ পদ্ম বিষ্ণু শিব নামে
লিঙ্গ পুরাণ আর গরুড় পুরাণ ।
নারদীয় পুরাণ মহা ভাগবত নাম ॥
অগ্নি পুরাণ স্কন্দ ভবিষ্য পুরাণ ।
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত আর মার্কণ্ডেয় নাম ॥
বামন বরাহ মৎস্য কূর্ম্ম নাম ধরি ।
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ এই অষ্টাদশ বুলি ॥
বিস্তারিয়া বেদশাখা কহিল সকল ।
তবে আর কি কহিব কহ মুনিবর ॥
গদাধর-পদযুগ এই রস জ্ঞান ।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে দ্বাদশস্কন্ধে
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায় ।

শুনিঞা শৌনিক মুনি সূতের বচন ।
সাধু সাধু বাখানিঞা কি বোলে বচন ॥ (১)
জীয় জীয় সূত তুমি জীয় চিরকাল ।
তুমি দেখাইলে ঘোর সংসারের পার ॥
হেন শুনি চিরজীবী মার্কণ্ডেয় মুনি ।
কল্পক্ষয়ে নৈল যার মৃত্যু হেন ধ্বনি ॥
আমার পুরুষ বংশে তাহার উৎপত্তি ।
প্রলয়ে আছিল তিঁহো এ কোন্ যুকতি ॥
নাহি হয় পরলয় ইহার ভিতরে ।
কিরূপে ভাসিল তেঁহো প্রলয়-সাগরে ॥
অদ্ভুত বালক মুনি দেখিল নিকটে ।
শয়নে আছিল শিশু বটপত্রপুটে ॥
এ বড় সংশয় সূত অতি কুতূহল ।
কহিবে তোমার নাহি কিছু অগোচর ॥
সূত বলে ধন্য ধন্য মুনির প্রধান ।
ভাল প্রশ্ন কৈলে তুমি লোক পরিত্রাণ ॥
নারায়ণ-কথা যথা কলিমলহরা ।
সর্ব্বতীর্থ বৈসে তথা শ্রুতি-মনোহরা ॥
মাকণ্ডেয় মহামুনি মৃকণ্ড-কুমার ।
বাপে যদি কৈল তারে ব্রাহ্মণ-সংস্কার ॥
পঢ়িল সকল বেদ গুরুকুলে বসি ।
ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধর পরম তপস্বী ॥
দণ্ড কমণ্ডলু করে শিরে জটাভার ।
যজ্ঞসূত্র কৃষ্ণাজিন পরে বৃক্ষছাল ॥
গুরু দ্বিজ বহ্নি সূর্য্য পূজে তিন কালে ।
ত্রিকাল পূজয়ে হরি হৃদয়-কমলে ॥
ভিক্ষা মাগি আনি করে গুরু-সমর্পণ ।
গুরু যদি আজ্ঞা করে করয়ে ভোজন ॥
গুরু আজ্ঞা নহে যদি করে উপবাস ।
এইরূপে করে দ্বিজ গুরুকুলে বাস ॥
তপ আরম্ভিল তবে মুনির প্রধান ।
অযুত অযুত কত বৎসর প্রমাণ ॥
কৃষ্ণ আরাধিয়া মৃত্যু জিনিল ব্রাহ্মণে
ব্রহ্মা ভব আদি যত সুর মুনিগণে ॥
দেব ঋষি পিতৃগণ শুনিয়া বিস্মিত ।
হেন মহাব্রতধর মুনি সুচরিত ॥

---

(১) পাঠান্তর,—
"সাধু সাধু বাখানিঞা বলেন কথন"
অন্যচ্চ,—"আহ্লাদে পরিপূর্ণ হয় সর্ব্বজন" ।

হৃদয়-পঙ্কজে হরি করিয়া ধেয়ান।
যোগবলে কৈলা যোগী চিত্ত সমাধান॥
সমাধি করিয়া যোগী রহিলা যেখানে।
ছয় মন্বন্তর বহি গেল এইমনে॥
সাত মন্বন্তর বেলে দেব পুরন্দর।
শুনিয়া মুনির তপ চিন্তিল অন্তর॥
তপোভঙ্গ করিতে চিন্তিল পরকার।
গন্ধর্ব্ব অপ্সরাগণে পাঠায় তৎকাল॥
বসন্ত মলয় বাত কাম পঞ্চশর।
দম্ভ লোভ মদ মান পাঠায় সত্বর॥
তারা সব শীঘ্র গেল মুনির আশ্রমে।
হিমালয়পর্ব্বত-উত্তর তপোবনে॥
পুষ্পভদ্রা নদী যাঁহা বিচিত্র পাষাণ।
পুণ্যাশ্রম (১) লতাবলী ললিত উদ্যান॥
পুণ্য দ্বিজকুলাকুল পুণ্য জলাশয়।
মত্ত শুক পিকবর ভ্রমর সঞ্চয়॥
মত্ত বিহগকুল শবদ ঝঙ্কার।
মত্ত ময়ূর নট নটন বিহার॥
মন্দ মারুত বহে হিমকণজাল।
কুসুম বরিষে গন্ধ মদনবিকার।
উদিত রজনী-নাথ রজনীবদন।
প্রবাল-স্তবকজাল ক্রম আলিঙ্গন॥
মূর্ত্তিমান্ হৈল আসি সাক্ষাত বসন্ত।
গন্ধর্ব্ব কিন্নরে গায় সুগীত সুমন্দ॥
রতিপতি দরশন দিল কুলশরে।
সুর-বিদ্যাধরী নৃত্য করে মনোহরে॥
আসিয়া দেখিল মুনি মুদিত লোচন।
মহাতেজোময় যেন দীপ্ত হুতাশন॥
ইন্দ্রের নাচনী নাচে মুনির গোচরে।
বীণা বেণু মৃদঙ্গ বাজন মনোহরে॥
পঞ্চশর মদন যুড়িল শরাসনে॥
সাক্ষাতে বসন্ত কৈল পুষ্প বরিষণে॥
সমুখে পুঞ্জিকস্থলা গেঁড়ুয়া খেলায়।
স্তনভর ললিত মন্থর গতি যায়॥
বিগলিত কেশবন্ধ বিলোলিত মালা।
বিঘটিত তনুবাস কটিতে মেখলা॥
পবন-চলিত বাস মদন-বিলাস।
ভুরুভঙ্গ বিকসিত মন্দ মধুহাস॥
পঞ্চশর পঞ্চ বাণে বিন্ধিল অন্তর।
চৌদিগে বেড়িল মুনি ইন্দ্রের কিঙ্কর॥

কেবা কত লীলা কৈল কত পরকার।
কেহো না পারিল তপোভঙ্গ করিবার॥
মুনির শরীর-তেজে দহে কলেবর॥
বাহুড়িয়া গেল যত ইন্দ্রের কিঙ্কর।
কহিল সকল কথা ইন্দ্রের গোচর॥
বিস্ময় পাইল ইন্দ্র চিন্তিল বিস্তর॥
এইরূপে তপোযোগ সমাধি ধেয়ানে।
নিরন্তর চিন্তে হরি চিত্ত সমাধানে॥
অনুগ্রহ করিতে আপনে ভগবান্।
দরশন দিলা নর-নারায়ণ নাম॥
শুক্ল কৃষ্ণ দুঁহার বরণ মনোহর।
নবকঞ্জ বিলোচন ভুবন সুন্দর॥
চারু চতুর্ভুজ মহাপুরুষ লক্ষণ।
বাঘছাল বৃক্ষছাল দুহার বসন॥
দণ্ড কমণ্ডলু ধরে পবিত্র মেখলা।
ব্রহ্মসূত্রে কটিসূত্র ধরে অক্ষমালা॥
দীর্ঘ মহাভুজ রুচি তড়িত প্রকাশ।
নর-নারায়ণ ঋষি জগতনিবাস॥
দেখিয়া সম্ভ্রমে মুনি উঠিলা সত্বরে।
দণ্ড পরণাম করি পড়ে ভূমিতলে॥
অন্তরে বাহিরে হৈল আনন্দ তরঙ্গ।
নয়নে আনন্দ-জল পুলকিত অঙ্গ॥
করযোড়ে করে স্তুতি প্রণতকন্ধর।
নমো নমো নারায়ণ গদগদ অন্তর॥
রতন আসনে মুনি বসায়্যা আদরে।
পুণ্যজল দিয়া তাঁর চরণ পাখালে॥
ধূপ দীপে পূজে মুনি সুগন্ধি চন্দনে।
পুনঃপুন প্রণময়ে বিনয় বিধানে॥
স্তুতি করে মুনিরাজ শিরে ধরি কর।
কি বর্ণিব প্রভু তুমি প্রকৃতির পর।
তোমা হনে সর্ব্ব জীব হয়ে উতপন্ন।
সকল ইন্দ্রিয়গণ বুদ্ধি বাণী মন॥
তোমা হনে উতপতি সঞ্চার সংহার।
তুমি সর্ব্বগতি পতি ভুবন-আধার॥
তথাপি ভকত বন্ধু প্রিয় হিতকারী।
তোমার মহিমা নাথ কি কহিতে পারি॥
লোক-পরিত্রাণ-হেতু কর অবতার।
আপনে সৃজিয়া পাল করহ সংহার॥
শ্রুতিমুখে যেরূপে ধিয়ায় মুনিগণ।
স্তবন প্রণাম করে অর্চ্চন বন্দন॥
সেই নারায়ণ তুমি প্রভু ভগবান।
দরশন দিলে মোরে কৈলে পরিত্রাণ॥

(১) পাঠান্তর,—"পুণ্য ক্রম"।

তোমার পদারবিন্দ নির্ব্বাণ নিধান।
না ভজিলে কভু নহে এ লোক কল্যাণ॥
কালরূপে কর তুমি জগত সংহার।
ভ্রূভঙ্গে হয় ব্রহ্মপদ অধিকার॥
তোমার মায়ায়ে তিন গুণ উপাদান।
সত্ত্ব রজ তম এই ধরে তিন নাম॥
সেই তিন গুণে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়।
এ সব তোমার লীলা কত কত হয়॥
নমো নমো নারায়ণ ঋষি পুরাতন।
নমো বিশ্বগুরু বিশ্বময় নরোত্তম॥
নমো নমো নারায়ণ ভবভয়ধ্বংস।
নমো নমো নিগম ঈশ্বর পরহংস॥
কেবল ইন্দ্রিয় পথে ভ্রমমতি জনে।
হৃদয়ে থাকিতে কেহ তত্ত্ব নাহি জানে॥
সভার অন্তরে বৈস অন্তর্যামী রূপে।
তথাপি তোমারে কেহ না জানে স্বরূপে॥
শঙ্কর বিরিঞ্চি তোমার মায়ায়ে মোহিত।
না বুঝে তোমার তত্ত্ব নিগম-গোপিত॥
বন্দো মহাপুরুষ তোমার পাদপদ্ম।
নিগূঢ় পরমানন্দ ভক্তিচিত্ত-সদ্ম॥
এইরূপে স্তুতি কৈল মুনি যোগেশ্বর।
ভাগবত-আচার্য্যের প্রবন্ধ সুন্দর॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে দ্বাদশ স্কন্ধে
অষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮॥

নবম অধ্যায়।

এইরূপে স্তুতি কৈল মার্কণ্ডেয় মুনি।
নর-নারায়ণ দেব বোলে কোন বাণী॥
শুন শুন যোগেশ্বর হৈল সর্ব্বসিদ্ধি।
সমাধি ধারণা ধ্যান কৈলে নিরবধি॥
ভক্তিভাবে তপ তুমি কৈলে নিরন্তর।
বর মাগ তৈষ্ট হৈল দিব দিব্য বর॥
বর মাগ যোগেশ্বর যে হয় বাঞ্ছিত।
দরশন বিফল নহিব কদাচিত॥
করযোড়ে কহে মুনি দেব দেবেশ্বর।
অচ্যুত পরমানন্দ ভকত-বৎসল॥
এই বরে আর মম নাহি প্রয়োজন।
চর্ম্মচক্ষে সাক্ষাতে তোমার দরশন॥
অজ ভব করে যার চরণ ধেয়ান।
হেন প্রভু সাক্ষাতে দেখিল বিদ্যমান॥
শতপত্রনেত্র পুণ্যশ্লোক শিখামণি।
যদি বর দিবে নাথ দেব চক্রপাণি॥
দেখাও তোমার মায়া দেব দেবেশ্বর।
কিঞ্চিত হাসিয়া প্রভু দিল সেই বর॥
বর দিয়া গেলা হরি বদরিকাশ্রমে।
চিন্তিতে চিন্তিতে মুনি রহিলা ধেয়ানে॥
সর্ব্বঠাঁই রহে হরি চিন্তিতে বিহ্বল।
প্রেমভরে ক্ষেণে ক্ষেণে পাসরে সকল॥
পুষ্পভদ্রা নদীতীরে পুণ্য তপোবনে।
এইরূপে আছে মুনি গোবিন্দ ধেয়ানে॥
হেনকালে হৈল মহা পরচণ্ড বাত।
মহাভয়ঙ্কর মেঘ শব্দ উতপাত॥
চলিত তড়িত জাল বিশাল গর্জ্জন।
পরচণ্ড মহামেঘ ধারা বরিষণ॥
চারি দিগে দেখা দিল এ চারিসাগর।
গভীর সমীর ঘোর তরঙ্গ হিল্লোল॥
মহার্ণব ভয়ঙ্কর মকর কুম্ভীর।
জগত মজিল জলে শবদ গম্ভীর॥
ধরণী মজিল যদি প্রলয়-সাগরে।
তরাসে মুদিল আঁখি মুনি যোগেশ্বরে॥
ঘূর্ণিত প্রলয় জল-তরঙ্গ কল্লোল।
নির্ঘাত নিষ্ঠুর ধারাপাত উতরোল॥
দশদিগ অন্তরীক্ষ নক্ষত্রমণ্ডল।
স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিভুবন শশী দিনকর॥
মজিল প্রলয়-জলে সব চরাচর।
সবে মাত্র ভাসে মুনি জলের উপর॥
ক্ষুধায় তৃষায় বিপ্র ভ্রমিয়ে বেড়ায়।
এদিগে ওদিগে ঘোর তরঙ্গে চালায়॥
মৎস্য মকরে বেঢ়ি খাইবারে আইসে।
আকুল হৃদয়ে মুনি সিন্ধুজলে ভাসে॥
ক্ষেণে ক্ষেণে মহাগর্ত্ত জলে হয় তল।
ডুবে ডুবে উঠে ক্ষেণে দেখিয়া ফাঁফর॥
তরঙ্গে তুলিয়া ক্ষেণে আছাড়ে নির্ঘাসে।
ক্ষেণে ক্ষেণে মহামৎস্য ধরিয়া গরাসে॥

ক্ষেণে শোক ক্ষেণে মোহ ক্ষেণে দুঃখ ভয়।
ক্ষেণে ডুবে ক্ষেণে উঠে আকুলহৃদয়॥
এইরূপে ভ্রমে বিপ্র প্রলয়-সাগরে।
অযুত অযুত শত সহস্র বৎসর।
এইরূপে ভ্রমে বিপ্র আকুলহৃদয়।
কোথা হনে কোথা যায় না দেখে আশ্রয়॥
এইরূপে কত কোটি রহিল বৎসর।
আকুল হৃদয়ে বিপ্র ভ্রমে নিরন্তর॥
এক দিন দেখে বিপ্র একখানি স্থল।
এক বটবৃক্ষ দেখে তাহার উপর॥
ফল ফুলে লম্বিত পল্লব বিরাজিত।
ললিত কোমল নবদল সুরঞ্জিত॥
পূর্ব্ব উত্তর ভাগে আছে এক শাখা।
তাহার উপরে এক শিশু দিল দেখা॥
বট পাত্রে আছে শিশু করিয়া শয়ন।
মহা মরকত শ্যাম রাজীব লোচন॥
নিজ তেজে নিবারিল মহা অন্ধকার।
কম্বুগ্রীব সুবলিত বক্ষ সুবিশাল॥
সুন্দর সে ভুরু ভঙ্গ মন্দ মধু হাস।
চলিত লহরী বাত-বিলোলিত বাস॥
বিদ্রুম-অধর-ভাসা বয়ান মণ্ডল।
বিলোল অলকাবলী কপোল সুন্দর॥
মনোহর শ্রুতিযুগ মকর কুণ্ডল।
ত্রিবলী বলিত নাভি গভীর উদর॥
চরণ-পঙ্কজ ধরি বয়ান-পঙ্কজে।
অঙ্গুলি পল্লব চুষে ধরি দুই ভুজে॥
দেখিয়া বিস্মিত মুনি ফুল্ল বিলোচন।
শিশু দরশনে গেল সব পরিশ্রম॥

ভাবে পুলকিত অঙ্গ গদ গদ ভাষে।
পুছিবার তরে মুনি গেলা শিশু পাশে॥
মুখের শোয়াসে মুনি গর্ভে প্রবেশিল।
মশা এক শুটী যেন ভ্রমিতে লাগিল॥
গর্ভের ভিতরে মুনি দেখে ত্রিভুবন।
পূর্ব্ববত বিস্ময়ে পড়িল ততক্ষণ॥
দশদিগ অন্তরীক্ষ আকাশমণ্ডল।
নদ নদী গিরি দরী কন্দর সাগর॥
বন উপবন পুর নগর আশ্রম।
পঞ্চভূত-বিরচিত স্থাবর জঙ্গম॥
সুরাসুর গন্ধর্ব্ব কিন্নর বিদ্যাধর।
শশী সূর্য্য গ্রহগণ নক্ষত্রমণ্ডল॥
পুষ্পভদ্রা নদী সেই গিরি হিমালয়।
দেখিয়া আকুল মুনি পড়িল বিস্ময়॥
ত্রিভুবনে দেখে মুনি উদর ভিতরে।
মুখের নিশ্বাসে পুন পড়িল বাহিরে॥
পুনরপি ভাসে সেই প্রলয় সাগরে।
সেই বটবৃক্ষে শিশু দেখে আর বারে॥
সেই বটপত্রপুটে করিয়া শয়ন।
করে ধরি চুসে শিশু আপন চরণ॥
বালক দেখিয়া মুনি পুরিল হরিষে।
আলিঙ্গন দিতে ধায়্যা গেল শিশুপাশে॥
হেন কালে অন্তর্দ্ধান কৈল শিশুবর।
নাহি বট নাহি জল প্রলয়-সাগর॥
পূর্ব্ববত রহে মুনি আপন আশ্রমে।
সেই পুষ্পভদ্রা নদী সেই তপোবনে॥
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস-বাণী।
মার্কণ্ডেয় উপাখ্যান প্রেমতরঙ্গিণী॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে দ্বাদশ স্কন্ধে
নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯॥

দশম অধ্যায়।

সূত বোলে শুন মুনি অপূর্ব্ব কাহিনী।
বিস্ময়ে পড়িয়া রহে মার্কণ্ডেয় মুনি॥
ঈশ্বর নির্ম্মিত মায়া-প্রভাব দেখিয়া।
নিশ্চলে রহিলা মুনি বিস্ময় ভাবিয়া॥
প্রভুর চরণে মুনি পশিয়া শরণে।
বহুবিধ কৈল স্তুতি প্রণতি বন্দনে॥
হেনকালে ভবদেব ভবানী সহিতে।
বৃষ-আরোহণ করি যায় শূন্যপথে॥

সিদ্ধগণ সঙ্গে শিব করে পর্য্যটন।
দেখিয়া পার্ব্বতী বিপ্রে কি বোলে বচন॥
দেখ দেখ শিবদেব শঙ্কর মহেশ।
তপ সাধে মহামুনি করি নানা ক্লেশ॥
সকল ইন্দ্রিয়গণ রুধিয়া শরীরে।
পবন রুধিয়া যোগী রহে যোগবলে॥
তপ সিদ্ধি কত তুমি দেহ বরদান।
সিদ্ধিদাতা তুমি প্রভু হর ভগবান্॥

এতেক বচন শুনি হর মহেশ্বর।
পার্ব্বতীর তরে দিল প্রবোধ উত্তর ॥
এ ধন সম্পদ বিপ্র না মাগে মুকতি।
গোবিন্দ চরণে মাগে একান্ত ভকতি ॥
হরি ভক্তি হৈল দূর গেল ভবতাপ।
তথাপি বিপ্রের সহে করিব আলাপ ॥
এই সে পরম লাভ বৈষ্ণব-সম্ভাষা।
ভক্তগণ সহে করি ভকতি জিজ্ঞাসা ॥
এতেক বচন বুলি ভবানী সহিতে।
সগণে নামিলা শিব বিপ্র সম্ভাষিতে ॥
সর্ব্ব বিদ্যাবিশারদ শান্তজন গতি।
বিপ্র-সম্ভাষিতে গেলা ত্রিভুবন পতি ॥
সাক্ষাতে রহিলা গিয়া পার্ব্বতী শঙ্কর।
না জানে ব্রাহ্মণ কিছু কেবা নিজপর ॥
নিশ্চলে আছিল মুনি সমাধি ধারণে।
সাক্ষাতে শঙ্কর দেবী সে কিছু না জানে ॥
তবে শিব কৈল তার হৃদয়ে প্রবেশ।
অষ্টভুজ তপিত পিঙ্গল জটা কেশ ॥
বাঘ ছাল পরিধান এ তিন লোচন।
ভস্মবিভূষিত কোটি সূর্য্য বিলোচন ॥
খড়্গ চর্ম্ম ধনুর্ব্বাণ ডমরু কপাল।
অষ্টভুজে বিরাজিত ত্রিশূল কুঠার ॥
হৃদয়ে দেখিয়া শিব ব্রাহ্মণ বিস্মিত।
একি একি বুলি বিপ্র হৈল চমকিত ॥
সমাধি ভাঙ্গিয়া বিপ্র মেলিল নয়ান।
সগণে দেখিল শিব নিজ সন্নিধান ॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া বিপ্র কর যোড় করি।
দণ্ড পরণাম কৈল ভূমিতলে পড়ি ॥
কুশল জিজ্ঞাসা কৈল স্বাগত বচনে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া শিব পূজিল সগণে ॥
ধূপ দীপ গন্ধ পুষ্প নানা উপহারে।
ভক্তিভাবে পুজে শিব ব্রাহ্মণকুমারে ॥
নমো নমো হর মহাদেব মহেশ্বর।
নমো ভবভয়হর গিরীশ শঙ্কর ॥
এত স্তুতি করি বোলে দুই কর যুড়ি।
পূর্ণকাম প্রভু তুমি সর্ব্ব অধিকারী ॥
মুঞি কি কহিব নাথ চরণে গোচর।
আমি দীন হীন তুমি মহা মহেশ্বর ॥
এত স্তুতি কৈল যদি ব্রাহ্মণ-তনয়।
কহিতে লাগিলা তবে শিব দয়াময় ॥
বর মাগ বিপ্র তুমি যত ইচ্ছা মনে।
সেই বর দিব আমি তোমার কারণে ॥

আমার সাক্ষাত কভু না হয় বিফল।
বর মাগ বরদাতা আমি মহেশ্বর ॥
শান্ত ভূতহিতরত নির্ম্মল শরীর।
ভক্তিযুত সঙ্গ-বিবর্জ্জিত দয়াশীল ॥
সমদৃষ্টি হৈয়া যুত নির্ব্বৈর ব্রাহ্মণ।
সর্ব্বদেব করে তার অর্চ্চন বন্দন ॥
ইন্দ্র আদি দেব তার করে উপাসনা।
ত্রিভুবনে কেবা জানে বৈষ্ণব-মহিমা ॥
আমি ভব ব্রহ্মা দেব আপনে শ্রীহরি।
অর্চ্চন বন্দন সেবা আমি সবে করি ॥
আমি ভব ব্রহ্মা বিষ্ণু এ তিন ঈশ্বরে।
তিনেকে না দেখে ভেদ ভক্ত সাধুবরে ॥
তে-কারণে বিপ্র আমি তোমাকে সম্ভাষি।
পরম বৈষ্ণব তুমি সর্ব্বগুণরাশি ॥
জলময় তীর্থ দেব শিলা-ধাতুময়।
এ সবে পবিত্র কায় চিরকালে হয় ॥
তুমি সব দৃষ্টি মাত্রে কর পরিত্রাণ।
তে-কারণে আইলাঙ আমি তোমা বিদ্যমান ॥
নিতি নিতি করি বিপ্রকুলে নমস্কার।
ব্রাহ্মণ প্রসাদে সব সম্পদ আমার ॥
বেদময় বিপ্র সর্ব্ব দেবরূপ ধরে।
সর্ব্বদেব সর্ব্ববেদ বিপ্র কলেবরে ॥
হরিভক্তি যত বিপ্র উদার চরিত্র।
শ্রবণ কীর্ত্তনে করে জগত পবিত্র ॥
পতিত পামর মহাপতকী চণ্ডাল।
দরশন মাত্রে শুদ্ধ হবে অনাচার ॥
এতেক বচন যদি বলিল শঙ্কর।
অমৃতের ধারা যেন শ্রুতি-মনোহর ॥
প্রলয়সাগরে বিপ্র ভ্রমিঞা দুঃখিত।
তাথে চিরকাল বিষ্ণুমায়াবিমোহিত ॥
শিবের অমৃত বাণী শুনিঞা শ্রবণে।
খণ্ডিল সকল ক্লেশ কহে সাবধানে ॥
ঈশ্বরচরিত্র নাথ বুঝন না যায়।
কে বুঝে ঈশ্বর-লীলা কেবা অন্ত পায় ॥
ঈশ্বরে প্রণাম করে অধীন কিঙ্করে।
ধর্ম্ম লওয়াইতে ভৃত্যজনে স্তুতি করে ॥
ঈশ্বরে বুঝায় ধর্ম্ম ঈশ্বরে লওয়ায়।
ঈশ্বরে করিয়া কর্ম্ম জগতে করায় ॥
এতেক ঈশ্বর তেজ না টুটে না বাঢ়ে।
কুহকের মায়া যেন কুহকে না ধরে ॥
নমো নমো ভগবান্ কেবল ঈশ্বর।
ত্রিজগত গুরু জ্ঞানময় মহেশ্বর ॥

কি বর মাগিব নাথ তোমার চরণে।
সর্ব্বকাম সিদ্ধি হৈল তোমা দরশনে॥
তথাপি মাগিব এক বর বরেশ্বর।
শ্রীহরি চরণে ভক্তি রহু নিরন্তর॥
হরিভক্তজনে ভক্তি তোমার চরণে।
না মাগিব আন বর এই বর বিনে॥
এত স্তুতি কৈল বিপ্র বচন অমৃতে।
তুষ্ট হৈলা ভবদেব ভবানী সহিতে॥
এই বর দিলা ভক্তি রহু নারায়ণে।
আকল্প রহুক যশ এ তিন ভুবনে॥
অজর অমর হও হোক দিব্যজ্ঞান।
বিষয়-বৈরাগ্য হোক রচিহ পুরাণ॥
এত বর দিয়া শিব শিবাণীর তরে।
বিপ্রের পুরুষ কথা কহিলা সকলে॥
অন্তর্দ্ধান কৈল শিব মুনির গোচর।
মার্কণ্ডেয় মুনি হৈলা অজয় অমর॥
স্থত বোলে শুন শৌনকাদি পরধান।
কহিল তোমাকে মার্কণ্ডেয় উপাখ্যান॥
এ পুণ্য চরিত কৃষ্ণগুণ-সমুদিত।
যেবা শুনে শুনায় শুনিঞা আনন্দিত॥
হরিভক্তি হয় তার ছিণ্ডে ভবপাশ।
বিষ্ণুমূর্ত্তি হৈয়া অন্তে বিষ্ণুপদে বাস॥
ভক্তিরস-গুরু শ্রীগদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে দ্বাদশ
স্কন্ধে দশমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০॥

একাদশ অধ্যায়

শুনিঞা শৌনিক মুনি পুণ্য উপাখ্যান।
স্থত মুখমুখরিত অমৃতনিধান॥
এই জিজ্ঞাসিল আর স্থত সন্নিহিত।
কহ স্থত তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত॥
ভাগবত গান করে কৃষ্ণ উপাসনা।
অঙ্গ উপাঙ্গ অস্ত্র করিয়া কল্পনা॥
কি কিরূপে করে তারা কৃষ্ণ আরাধন।
যাহা হৈতে তরে নর দুরন্ত বন্ধন॥
কহিবে সে সব স্থত করিয়া নির্ণয়।
কহিতে লাগিলা তবে স্থত মহাশয়॥
গুরুচরণারবিন্দে করিয়া প্রণাম।
ঈশ্বর-বিভূতি কহি শুন মতিমান্॥
ব্রহ্মা আদি যোগিগণে করিয়া কল্পনা।
বিরাট বিগ্রহে করে ঈশ্বরভাবনা॥
এই সে পুরুষ রূপ আদি নারায়ণ।
আকাশমণ্ডল নাভি পৃথিবী চরণ॥
স্বর্গ শির সূর্য্য আঁখি নাসিকা পবন।
ব্রহ্মা লিঙ্গ দশদিগ্ এ দুই শ্রবণ॥
লোকপাল চারি বাহু মন শশধর।
ভুরু যম লজ্জা লোভ অধরযুগল॥
জ্যোতির্গণ দন্ত যার তরু লোমাবলী।
মেঘগণ কেশ যার বিশ্ব-অধিকারী॥
জীবের চৈতন্য-গতি (১) কৌস্তুভ ভূষণ।
কৌস্তুভ মণির প্রভা শ্রীবৎস লক্ষণ॥
নিজমায়া বনমালা নানা গুণময়ী।
ছন্দোগণ রহে অঙ্গে পীত বস্ত্র হই॥
ব্রহ্মসূত্রে হয়্যা গেল রহিল ওঙ্কার।
মকর-কুণ্ডলযুগ সাংখ্য যোগ যার॥
প্রকৃতি অনন্তরূপে প্রভুর শয়ন।
সত্ত্বগুণ পদ্মরূপে বসিতে আসন॥
প্রাণতত্ত্ব গদারূপ ধরি রহে করে।
জলতত্ত্ব শঙ্খরূপে উপাসনা করে॥
খড়্গরূপ ধরিয়া আকাশতত্ত্ব রয়।
চর্ম্মরূপ ধরে তমোগুণ তমোময়॥
সুদর্শন চক্ররূপে সেবে তেজোগণ।
ধনুরূপ ধরি কাল সেবে অনুক্ষণ॥
সকল ইন্দ্রিয়গণ ভজে শররূপে।
ধরিয়া চামররূপ ধর্ম্ম যশ সেবে॥
ছত্ররূপ ধরিয়া বৈকুণ্ঠ নিজধাম।
গরুড় স্বরূপে চারি বেদ মূর্ত্তিমান্॥
নিজ শক্তি সেবা করে লক্ষ্মীরূপ ধরি।
অণিমাদি অষ্টগুণ দুয়ারী প্রহরী॥

---

(১) পাঠান্তর,—"চৈতন্য-জ্যোতি"।

সর্ব্বরূপে সর্ব্বজন করে উপাসনা।
কে কহিতে পারে হরি-মহিমা বর্ণনা॥
সেই নারায়ণ পরিপূর্ণ ভগবান্।
শ্রুতিময় শ্রুতিগণ উৎপত্তির স্থান॥
শঙ্কর বিরিঞ্চি হরি ধরে তিন নাম।
পালন সংহার সেই করে উপাদান॥
তথাপি কিঞ্চিত নাহি লাভ অপচয়।
অদ্বৈত পরমানন্দ শুদ্ধ জ্ঞানময়।
নিজ পর নাহি তার সর্ব্বত্র সমান।
তথাপি ভকত জন পালন সন্ধান॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণসখা বৃষ্ণিবংশ-পদ্ম।
ক্ষিতিদ্রুহ রাজধ্বংস ধর নব ছদ্ম॥
গোবিন্দ মাধব গোপ-বনিতা-বিহার।
নিত্যভৃত্য সনকাদি কৃত পরিবার॥
তীর্থশ্রব শ্রবণমঙ্গল গুণধাম।
রাখ রাখ নিজ ভৃত্য কর পরিত্রাণ॥
প্রভাতে উঠিয়া মহাপুরুষ লক্ষণ।
একচিত্তে নিরবধি যে করে শ্রবণ॥
হৃদিগত ব্রহ্মা সেই জানে গুহাশয়।
অন্তে ব্রহ্মপদে বাস খণ্ডে ভবভয়॥
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস বাণী।
হরি-পরিচর্য্যা-বিধি প্রেমতরঙ্গিণী॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে দ্বাদশস্কন্ধে একাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১১॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

প্রণাম করিয়া ধন্য বৈষ্ণব চরণে।
কৃষ্ণপদ বন্দিয়া বন্দিব দ্বিজগণে॥
কহিব সকল ধর্ম্ম শুন মুনিগণ।
ভাগবত ধর্ম্ম কহি পুরাণ-লক্ষণ॥
ইহাতে সাক্ষাতে কৃষ্ণ কহি নারায়ণ।
সর্ব্বপাপহর হরি শ্রীমধুসূদন॥
ইহাতে পরম ব্রহ্ম কহি জ্ঞানময়।
ইহাতে বর্ণিয়ে সৃষ্টি স্থিতি পরলয়॥
ভাগবতে কহি তত্ত্বজ্ঞান যুক্ত জ্ঞান।
ভক্তিযুক্ত কহি পরীক্ষিত-উপাখ্যান॥
বিষয়-বৈরাগ্য কহি নারদ-সংবাদ।
বিপ্র শাপে কহি পরীক্ষিত-দেহত্যাগ॥
শুকদেব-পরীক্ষিত-সম্বাদ-কথন।
সমাধি ধারণ যোগ যোগেন্দ্র-গমন॥
বিরিঞ্চি নারদে কহি পুরুষ সংবাদ।
নানা অবতার গুণ কর্ম্ম অনুবাদ॥
বিদুর উদ্ধব দুঁহে সংবাদ কথন।
মৈত্রেয় মুনির পায়ে বিদুর মিলন॥
পুরাণসংহিতা প্রশ্ন পুরুষ সংস্থান।
প্রকৃতি পুরুষ তিন গুণ উপাদান॥
প্রথমে কারণ সৃষ্টি ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ।
বিরাট বিগ্রহ তবে পুরুষ পুরাণ॥
লোক পদ্ম উৎপত্তি ভুবন আধার।
প্রলয়ে পাতালতলে ধরণী উদ্ধার॥
হিরণ্যাক্ষবধ কথা বরাহচরিত।
চরাচর জীবসৃষ্টি মায়া-বিনির্ম্মিত॥
অর্দ্ধ-নরনারীরূপ ধরে প্রজাপতি।
স্বায়ম্ভুব মনু শতরূপা উৎপত্তি॥
একাদশ রুদ্র জন্ম কর্দ্দম সন্ততি।
দেবহূতি গর্ভে নব কন্যা উৎপত্তি॥
কপিল মূরতি নারায়ণ অবতার।
ভক্তিযোগ-উপদেশ জননী-উদ্ধার॥
নব ঋষি উতপত্তি দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংস।
ধ্রুব মহাচরিত পাবন মনুবংশ॥
প্রাচীনবর্হির সনে নারদ-সংবাদ।
পৃথুরাজ-চরিত পাবন গুণবাদ॥
নদী-গিরি সপ্তদ্বীপ-সমুদ্র বর্ণন।
নব খণ্ড জম্বুদ্বীপ বরিষ কথন॥
নাভিরাজচরিত্র ঋষভদেব কথা।
ভরত-চরিত্র তিন জন্ম গুণ-গাথা॥
জ্যোতিষমণ্ডল-স্থিতি পাতাল-কথন।
প্রচেতস দক্ষজন্ম নরক-বর্ণন॥
দশ প্রচেতস-জন্ম চরিত্র বাখান।
দক্ষসৃষ্টি চরাচর জীব-উপাদান॥
বৃত্রবধ হিরণ্যকশিপু বধকথা।
প্রহ্লাদচরিত্র মহাপুণ্য গুণগাথা॥
মন্বন্তর চরিত্রে গজেন্দ্র বিমোচন।
মন্বন্তরাবতার চরিত্রে বর্ণন॥
মৎস্য কূর্ম্ম নরসিংহ বামন-বিহার।
ক্ষীরোদ-মথন হয়গ্রীব-অবতার॥
দেবাসুর সংগ্রাম ইক্ষ্বাকু-উপাদান।
সুদ্যুম্ন-চরিত্রে পুরূরবা-উপাখ্যান॥
সূর্য্যবংশ-কথা শশাদাদিগুণগ্রাম।
মৃগ-উপাখ্যান আর শর্য্যাতি-বাখান॥
খট্টাঙ্গ-চরিত্রে কথা সাগর বর্ণন।
মান্ধাতা-সৌভরি মুনি-সম্বাদ কথন॥

রাম অবতার লীলা-চরিত্র-বর্ণনা ।
নিমি দেহ পরিত্যাগ জনম খণ্ডনা ॥
ভৃগুপতি রাম অবতার-গুণ কথা ।
চন্দ্রবংশচরিত্র যযাতি-পুণ্য গাথা ॥
দুষ্মন্ত-ভরত-পুণ্যচরিত্র আখ্যান ।
শান্তনু-চরিত্র যদুবংশ-গুণগ্রাম ॥
যে বংশে সাক্ষাত কৃষ্ণ পূর্ণ অবতার ।
বসুদেব-গৃহে জন্ম গোকুল-বিহার ॥
তার পুণ্য যশ কহি এই ভাগবতে ।
অতুল-বিক্রম-লীলা বর্ণিল সাক্ষাতে ॥
পূতনা রাক্ষসী বধ বিষ স্তন-পানে ।
শকট-ভঞ্জন পদঅঙ্গুলি-ঠেকনে ॥
তৃণাবর্ত্ত-বধ বক-বৎস-বিনাশন ।
ধেনুক-প্রলম্ব-বধ গোকুল-রক্ষণ ॥
কালিনাগ দমিঞা কালিন্দীজল-পান ।
দাবাগ্নি করিয়া পান গোপ পরিত্রাণ ॥
মহানাগ বধি নন্দগোপের উদ্ধার ।
গোপকন্যা-ব্রতচর্য্যা বস্ত্র-অপহার ॥
যজ্ঞপত্নী-অন্নভিক্ষা বিপ্র অনুতাপ ।
গোবর্দ্ধন-ধারণ ইন্দ্রের স্তুতিবাদ ॥
শক্র সহে গোলোক সুরভি আগমন ।
কৃষ্ণ অভিষেক কৈল সর্ব্বদেবগণ ॥
রমণীমণ্ডলে রাসক্রীড়া অবতার ।
শঙ্খচূড়-বধ কথা অরিষ্ট-সংহার ॥
কেশি-বধ গোকুলে অক্রূর-আগমন ।
অক্রূরের সহে রাম কৃষ্ণ সম্ভাষণ ॥
মথুরা-প্রবেশ ব্রজযুবতী বিষাদ ।
রঙ্গকার-মালাকার-প্রচুর-প্রসাদ ॥
রঙ্গভূমি-পরবেশ গজ-বিনাশন ।
চানুর-মুষ্টিক বধ কংস-নিপাতন ॥
যমপুরে গুরুপুত্র আনিঞা প্রদান ।
মধুপুরে যদুবংশ-স্থাপন-বিধান ॥
জরাসন্ধ-সৈন্যবধ বহু বারেবার ।
মুচুকুন্দে কৃপা কালযবন সংহার ॥
দ্বারকা-নির্ম্মাণ দ্বারাবতীপুরী-বাস ।
পারিজাত-হরণ নরককুল-নাশ ॥
দেবগণ-অপমান সুধর্ম্মা-হরণ ।
রুক্মিণী-হরণ রিপুকুল-বিনাশন ॥
বাণ-যুদ্ধ রণভঙ্গ হর-পরাজয় ।
ষোল সহস্র কন্যা কা'র পরিণয় ॥
দন্তবক্র জরাসন্ধ শাল্ব শিশুপাল ।
দ্বিবিদ-সম্বর বধ বিপক্ষ সংহার ॥

কুরু-পাণ্ডুবিবাদ ভারতযুদ্ধ কথা ।
ক্ষিতিভার হরণ গোবিন্দ-গুণগাথা ॥
বিপ্রশাপচ্ছলে যদুকুলের বিনাশ ।
উদ্ধব-সংবাদ ভক্তিযোগ-পরকাশ ॥
মর্ত্তলোক-পরিত্যাগ বৈকুণ্ঠ গমন ।
কালগতি চারিযুগ প্রমাণ-লক্ষণ ॥
চতুর্ব্বিধ প্রলয় বিবিধ উতপতি ।
পরীক্ষিত দেহত্যাগ বিষ্ণুপদে গতি ॥
চারিবেদ বহুশাখা-বিস্তার কথন ।
মার্কণ্ডেয় মুনির প্রলয়-দরশন ॥
তুমি সব যত জিজ্ঞাসিলে মুনিগণ ।
আদি হনে কহিল সকল বিবরণ ॥
লীলা-অবতার কথা বিচিত্র বিহার ।
কহিল কৃষ্ণের যশ-মহিমা-বিস্তার ॥
স্খলিত পতিত আও কাস শ্বাস বশে ।
উচ্চ করি হরি হরি শবদ প্রকাশে ॥
সর্ব্বপাপ-বিমোচন হয়ে সেইক্ষণে ।
কি কহিব নিরবধি শ্রবণ কীর্ত্তনে ॥
অনন্ত পরমানন্দ প্রভু ভগবান ।
যে জন কীর্ত্তন তাঁর করে গুণগান ॥
চিত্তে প্রবেশিয়া তার প্রভু নারায়ণ ।
ধুনিয়া পেলায় দুঃখ দুরিত-বন্ধন ॥
সূর্য্য তম হরে যেন বায়ু ঘনাবলী ।
এইরূপে ভবভয় হরয়ে শ্রীহরি ॥
অসত্য প্রলাপ কথা যথা তথা কহি ।
মিছা বাণী জানিব কেবল পাপময়ী ॥
যে কথায়ে না থাকে কৃষ্ণের গুণনাম ।
সাধুজন নহে কভো তার সন্নিধান ॥
সেহ সত্য সুমঙ্গল সেহ পুণ্যময় ।
যাথে কৃষ্ণ গুণ নাম-মহিমা-উদয় ॥
সেই রম্য ধন্য যেন নব মহোৎসব ।
সেই শোক-সমুদ্র শোষণ মনোভব ॥
যাথে কৃষ্ণ-গুণনাম চরিত্র-বর্ণনা ।
যাথে পদে পদে কহি গোবিন্দ-মহিমা ।
বিচিত্র অক্ষয়-পদ শ্রুতি-মনোহর ।
কৃষ্ণকথা যশ যাথে জগত-মঙ্গল ॥
যে বচন সর্ব্বজন-অঘবিপ্লাবন ।
যাথে প্রতিপদে হরিনাম সংকীর্ত্তন ॥
অপশব্দযুত যদি সে বচন হয় ।
তথাপি শ্রবণ মাত্রে সর্ব্বপাপ ক্ষয় ॥
যে নাম শ্রবণ গান সাধুজনে করে ।
উচ্চারণ কীর্ত্তন মোদন নিরন্তরে ॥

নিরমল জ্ঞান যদি ভক্তি-বিবর্জ্জিত।
সেহো অতিশয় শোভা না করে বিদিত ॥
সে বচনে কাক সম নরগণে রমে।
হংস সম সাধুগণ না শুনে শ্রবণে ॥
কি পুন বলিব কর্ম্ম যদি অনর্পিত।
আছুক আনের কাজ কাম-বিবর্জ্জিত ॥
বর্ণ ধর্ম্ম তপ যোগ আশ্রম আচার।
সম্পদ-কারণ মাত্র পরিশ্রম সার ॥
শ্রবণ কীর্ত্তন গুণ আদির বন্দনে।
শ্রীধর-পদারবিন্দে নহে বিস্মরণে ॥
কৃষ্ণপদ-অবিস্মৃত অভদ্র-তারণ।
সত্ত্বশুদ্ধি ভক্তি জ্ঞান-বৈরাগ্য-কারণ ॥
তুমি সব দ্বিজশ্রেষ্ঠ ধন্য মহাভাগ।
নারায়ণ চিত্তে করি ধর অনুরাগ ॥
দেব দেবেশ্বর হরি সর্ব্বদেবময়।
ভক্তিভাবে তুমি-সব ভজ অতিশয় ॥
তুমি-সব মোরে করাইলে স্মরণ।
শ্রীভাগবত-কথা কহি তে-কারণ ॥
পরীক্ষিত মহারাজা মুনি-সভাসদে।
গঙ্গার ভিতরে ছিলা উপবাস ব্রতে ॥
শুকদেব কহিল পুরাণ পুণ্য কথা।
ভক্তি-জ্ঞানযুক্ত মহাভাগবত-গাথা ॥
মুনির কৃপায়ে আমি শুনিল তখনে।
তে-কারণে কহি তোমা-সভা-বিদ্যমানে ॥
নারায়ণ-চরিত্র পবিত্র পাপহরে।
অজিত-বিক্রম যশ শ্রবণ-মঙ্গলে ॥
যে পুন শুনায়ে এই পুণ্য উপাখ্যান।
প্রতিক্ষণ সাবহিতে শুনে সাবধান ॥
নিজকুল উদ্ধারএ ভুবনপাবন।
একান্ত ভকতি লভে বৈকুণ্ঠ গমন ॥
যেবা শুনে একাদশী দ্বাদশীর দিনে।
উপবাসব্রত করি পরম-যতনে ॥
অশেষ পাতক তার হয় বিমোচন।
ভক্তিভাবে করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন ॥
পুষ্কর মথুরা দ্বারাবতাপুরে বসি।
শ্রদ্ধাযুত হৈয়া যদি পঢ়ে উপবাসী ॥
বিষ্ণুপদে গতি তার খণ্ডে ভবভয়।
সর্ব্বকাম সিদ্ধি যায়ে দুরিতসঞ্চয় ॥
সর্ব্ববেদ-সর্ব্বযজ্ঞ-সম ফল লভে।
শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া দ্বিজ পঢ়ে ভক্তিভাবে ॥
ব্রাহ্মণ পঢ়িলে মাত্র হয়ে দিব্যজ্ঞান।
ক্ষত্রিয় পৃথিবীপতি হয়ে বীর্য্যবান্ ॥
শূদ্রে যদি পঢ়ে সর্ব্বপাপ বিমোচন।
শুনিলে বৈষ্ণবশাস্ত্র তরে সর্ব্বজন ॥
কলিমলহর শুভ সর্ব্বগুণনিধি।
পদে পদে ভাগবত কহে নিরবধি ॥
সে দেব চরণে মোর রহুক প্রণাম।
সৃষ্টি স্থিতি উতপাতি প্রলয়-নিদান ॥
অনন্ত শকতি হরি অজ নিরঞ্জন।
ব্রহ্মা ভব পুরন্দর না বুঝে মরম্ ॥
সর্ব্বশক্তি ধরে প্রভু সভার আশ্রয়।
আপনাতে আপনে সৃজিল জীবচয় ॥
চরাচরনিকর নিবাস ভগবান।
জ্ঞানগম্য সুরবর পুরুষ পুরাণ ॥
নমো নমো অনাদি নিধন সনাতন।
নমো নমো নিরবধি রহুক বন্দন ॥
নিজ সুখে পরিপূর্ণ নিবৃত্ত সংসার।
অনন্ত রুচির লীলা গত সর্ব্বসার ॥
কৃপায়ে রচিল মুনি পরম পুরাণ।
জ্ঞানদীপ প্রকাশিল ভাগবত নাম।
মোর গুরু সেই শুক ব্যাসের নন্দন ॥
নমো নমো নিরবধি রহুক বন্দন ॥
মহাভাগবত গীত গদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে দ্বাদশ স্কন্ধে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

তবে সূত শুকদেব করিয়া বন্দনা।
স্তুতিরূপে কহে কিছু অনন্ত মহিমা ॥
কুবের বরুণ যম ব্রহ্মা সুরপতি।
মুনীন্দ্রযোগেন্দ্র রুদ্র করে দিব্য স্তুতি ॥
বেদে গুণ গায় যার দিব্য সাম স্বরে।
ধ্যান গত চিত্ত যাকে চিন্তে যোগেশ্বরে ॥
অন্ত নাহি জানে যার সুরাসুরগণে।
সতত প্রণাম রহু সে দেব চরণে ॥
গ্রীবায়ে মন্দর পাষাণ ঘরিষণে।
নিদ্রা যায়ে কূর্ম্মরূপ পৃষ্ঠ চুলকানে ॥
কমঠ বিগ্রহ-হরি নিশ্বাস-পবন।
তোমা-সভা নিরবধি করুক রক্ষণ ॥

এইরূপে কোটি কোটি প্রণাম স্তবন।
করি আর কহে সূত পুরাণ-লক্ষণ ॥
দানফল পাঠফল পুরাণ মহিমা।
একে একে কহে সূত করিয়া গণনা ॥
পাঁচ পঞ্চাশ দশ সহস্র প্রমাণ।
ব্রহ্মপুরাণের সংখ্যা এই সন্নিধান ॥
তেইশ সহস্র বিষ্ণু পুরাণ লক্ষণ।
চব্বিশ সহস্র শৈব পুরাণ লিখন ॥
শ্রীভাগবত অষ্টাদশ পরমাণ।
পঞ্চবিংশতি লিখি নারদ পুরাণ ॥
মার্কণ্ডেয় পুরাণ নব সহস্র লিখনে।
পঞ্চদশ চারিশত অগ্নিপুরাণে ॥
চৌদ্দসহস্র সংখ্যা ভবিষ্যের লিখি।
তাহাতে অধিক আর পাঁচশত দেখি ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত অষ্টাদশ পরিমাণ।
একাদশ সংখ্যা করি লিঙ্গ পুরাণ ॥
একশতাধিক একাশীতি সংখ্যা করি।
স্কন্দ পুরাণের এই লেখা অবধারি ॥
ষোল সহস্র লিখি বরাহপুরাণ।
বামন পুরাণ দশ সহস্র বিধান ॥
কূর্ম্ম সপ্তদশ সহস্র সংখ্যা করি।
মৎস্য পুরাণ চতুর্দ্দশ সংখ্যা ধরি ॥
ঊনবিংশ সহস্র লেখি গরুড় পুরাণ।
দ্বাদশ সহস্র হয় ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ॥
চারি লক্ষ অষ্টাদশ পুরাণের সংখ্যা।
তাতে অষ্টাদশ শ্রীভাগবত লেখা ॥
পূর্ব্বে এই ভাগবত দেব নারায়ণে।
নাভিপঙ্কজবাসী ব্রহ্মার কারণে ॥
করুণাসাগর হরি সর্ব্বজীব-গতি।
প্রকাশিল ভাগবত দেখি প্রজাপতি ॥
আদি মধ্য অবসানে কৃষ্ণ-গুণ-কর্ম্ম।
ভক্তি-জ্ঞান-বৈরাগ্য সংযুত নানা ধর্ম্ম ॥
হরিকথা বিনে ভাগবতে নাহি আন।
হরিকথা-লীলা যার অমৃত-নিদান ॥
কেবল কৈবল্যনিষ্ঠ দ্বৈত বিবর্জ্জিত।
বেদ বেদান্তের সারব্রহ্ম সুলক্ষিত ॥
দান করে যেবা ভাদ্র পৌর্ণমাসী দিনে।
হেম সিংহযুত ভাগবত মহাদানে ॥
সে পায় পরম গতি ভব বিমোচনে।
ভাগবত-সম শাস্ত্র নাহি ত্রিভুবনে ॥
ভাগবত যাবৎ সাক্ষাতে নাহি দেখে।
অন্য শাস্ত্রে তাবত ভকতগণ রাখে ॥
শ্রীভাগবত বেদ বেদান্তের সার।
মহাভাগবত সম শাস্ত্র নাহি আর ॥
ভাগবত-রসসিন্ধু-মধুবিন্দু পানে।
অন্য শাস্ত্রে শ্রদ্ধা নাহি করে বুধজনে ॥
নদী মধ্যে গঙ্গা যেন দেবমধ্যে হরি।
বৈষ্ণবের মধ্যে যেন শম্ভু ত্রিপুরারি ॥
পুরাণের মধ্যে তেন ভাগবত শাস্ত্র।
হরিকথামৃত পান বিনিশ্মিত পাত্র ॥
ভাগবত পুরাণ বৈষ্ণবের জীবন।
পরম বৈরাগ্য-প্রেম-আনন্দ-বিধান ॥
পঢ়িলে শুনিলে কিবা করিলে বিচার।
ভক্তিযুক্ত হৈয়া নর হয়ে ভবপার ॥
জ্ঞানদীপ ভাগবত ব্রহ্মার আননে।
উপদেশ দিয়া প্রকাশিলা নারায়ণে ॥
তবে ব্রহ্মা কৈলা নারদেরে উপদেশ।
বেদব্যাসে সমর্পিলা ধরি মুনিবেশ ॥
ব্যাসরূপে শুকমুখে কৈলা সমর্পণ।
শুকরূপে পরীক্ষিত মুখে নিয়োজন ॥
হেন সত্য পর শুদ্ধ নিত্য ভগবান।
সে দেবচরণে রহু অনন্ত প্রণাম ॥
নমো নমো বাসুদেব দেব গুণধাম।
কৃপায়ে ব্রহ্মার মুখে অর্পিল পুরাণ ॥
শুকদেব যোগেশ্বরে বন্দো নিরন্তর।
মুনীন্দ্রবন্দিত পদ লীলা-কলেবর ॥
বর্ণিল সকল ভাগবত উপাখ্যান।
যাহার কৃপায়ে বিষ্ণুরাত পরিত্রাণ ॥
রঘুনাথ পণ্ডিতে রচিল গীতবন্ধ।
শুনিলে সকল লোকে বাড়িব আনন্দ ॥
মুখে ভাগবত লোক বুঝিবার তরে।
রঘুনাথ পণ্ডিত রচিল কথাচ্ছলে ॥
বুধজনে সবে মোর এই পরিহার।
দোষ ক্ষমা করি গুণ করিহ বিচার ॥
শ্রীযুত শ্রীগদাধর পদযুগ জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥
সমাপ্তশ্চায়ং শ্রীভাগবতস্ততাষা-প্রেমতরঙ্গিণী-দ্বাদশস্কন্ধঃ ॥ ১২ ॥

সম্পূর্ণ